ཀ
༡༢༢༩

শ্রীমঙ্গলাচরণ।

সর্ব্বাগ্রে সেই সর্ব্ব জীবের প্রাণ শ্রীশ্রীভগবানের পাদপদ্মে আমি আমার অভিন্ন কলেবর শ্রীবলরাম দাসের দুটি পদ অর্পণ করিয়া প্রণাম করিব।

(১)

জ্ঞানাতীত মায়াতীত তোমা বলে থাকে।
তবে কি এ ক্ষুদ্র জীব পাবে না তোমাকে ?
ভক্তি ও স্নেহেতে যদি না ভুলিবে তুমি।
তবে "প্রিয়" বলি কি আর না ডাকিব আমি ?
প্রাণনাথ পিতা সখা সম্বন্ধ মধুর।
বড় হয়ে সে সব কি করে দেবে দূর ?
মায়া মিশাইয়া এসো প্রভু ভগবান।
ছুটা কথা কহি তবে জুড়াইব প্রাণ॥
জ্ঞানাতীত মায়াতীত হয়ে যদি রবে।
কিরূপেতে বলরাম তোমা লাগ পাবে ?

(২)

আমি আর শ্রীগৌরাঙ্গ।

তপ্ত বালুকায়, আছিনু শুইয়া,
চকিতের মত এলো।
শীতল নিকুঞ্জে, যথা ভৃঙ্গ গুঞ্জে,
গৌর আমায় নিয়ে গেল॥

শ্রীমঙ্গলাচরণ।

কি গুণে আইল, কেন দয়া হলো,
কিছু আমি নাহি জানি।
সরল বলিতে, গৌরাঙ্গ আমার,
অসাধন চিন্তামণি।
কুঞ্জে নিয়া গেল, অঙ্গ জুড়াইল,
আমি ইতি উতি চাই।
সুন্দর এমন, শীতল কানন,
কভু আমি দেখি নাই॥
এ ভবে আসিয়া, বেড়াই ভাসিয়া,
সদা হাবু ডুবু খাই।
বুঝিলাম মনে, পানু এত দিনে,
প্রাণ জুড়াবার ঠাঁই॥
মনে বিচারিনু, যা হতে পাইনু,
দুঃখ মাঝে সুখ এত।
সব তেয়াগিয়া, নিশ্চিন্ত হইয়া,
তাঁহারে সঁপিব চিত॥
তখন মনে বলি, "শুন মোর সখা,
আমি দাস তুমি প্রভু।
সম্পদ বিপদে, রেখ রাঙ্গা পদে,
তোমা নাহি ভুলি কভু॥"
গৌরলীলা গুণ, শ্রবণ পঠন,
করি প্রাণ এলাইল।
গৌরাঙ্গ কৃপায়, গৌরাঙ্গ ভাবিতে,
নয়নে আইল জল॥
বৈষ্ণব দেখিলে, আনন্দ উথলে,
ভাবি এরা নিজ জন।
যারে আমি ভজি, আমার শ্রীগৌরাঙ্গ
ইহারা তাঁহারি গণ॥

শ্রীমঙ্গলাচরণ।

খোল করতাল, ধ্বনি কাণে গেলে,
শ্রীগৌরাঙ্গ পড়ে মনে।
আনন্দিত মনে, ধ্বনি লক্ষ্য করি,
ধাই যাই সেইস্থানে॥
বৈষ্ণবের পুঁথি, চরিতামৃতাদি,
দেখিলে বুকেতে করি।
পড়িতে না পারি, সূচীপত্র হেরি,
কান্দিয়া কান্দিয়া মরি॥
পুস্তক বিক্রেতা, পুঁথি শিরে করি,
পথে পথে যথা ভ্রমে।
তার পাছ পাছ, ঘুরিয়া বেড়াই,
চেয়ে থাকি পুঁথি পানে॥
বটতলা যাই, দু ধারেতে চাই
বৈষ্ণবের পুঁথি আছে।
ইহাই ভাবিয়া, থাকি দাঁড়াইয়া,
সেই দোকানের কাছে॥
সেই সব কথা, কি হবে কহিয়া,
কহিতে বুক ফেটে যায়।
মনে মনে কত, দারুণ প্রতিজ্ঞা,
করেছিনু প্রভু পায়॥
বলেছিনু প্রভু, "অকারণে তুমি,
করুণা করেছ মোরে।
রাখিব যতনে, তোমারে আদরে,
হৃদয়ের রাজা করে॥
যেন উপকার, আপনি করিলে,
আমি শোধ দিব ধার।
এই জগ মাঝে, গৌর গুণ গাব,
যত দিন বাঁচি আর॥

শ্রীমঙ্গলাচরণ।

শ্রীগৌরাঙ্গ লীলা লিখিয়া লিখিয়া,
আগে জানাইব জীবে।
শ্রীগৌরাঙ্গ লীলা, কর্ণেতে পশিলে,
অবশ্য তোমার হবে॥
এমন পাষাণ, ত্রিজগতে নাই,
যে গৌরাঙ্গ লীলা পড়ি।
ধৈর্য্য ধরি রবে; মোটে না কান্দিবে,
না দিবে সে গড়াগড়ি॥
লীলা পড়ি জীবে, নির্ম্মল হইবে,
তখন কৌপীন পরি।
গৌর গুণ কথা, দুঃখী জনে কব,
জনে জনে গলা ধরি॥"
এই সব সাধ, মনে হয়েছিল,
নব অনুরাগ কালে।
তখন সদাই, গৌর গুণ গাই,
ভাসি প্রেমানন্দ জলে॥
সেই অনুরাগ, গৌরাঙ্গ সোহাগ,
পীরিতি অঙ্কুর আর।
কেন বা আইল, কেবা নিয়ে গেল,
এখন হুতাশ সার॥
"মনে পড়ে প্রভু, তোমায় আমায়,
কহিতাম কত কথা।
তোমা বিনা আর, কহি নাই কারু,
আমার মনের ব্যথা॥
সেই সুখ দিন, সুখের মালঞ্চ,
কি দোষে ভাঙ্গিলে প্রভু।
সে চাঁদ বদন, সজল নয়ন,
আর কি দেখিব কভু?"

শ্রীমঙ্গলাচরণ।

সুখের পাথার, শ্রীগৌর আমার,
তাহে করিতাম খেলা।
সে সুখ সম্পত্তি, আসি দুষ্ট বিধি,
কোথা হরি নিয়া গেলা॥
"বৃথা ভক্ত আমি, জন্মিনু তোমার,
সেবা না পাইয়া তুমি।
অনাথ করিয়া, গিয়াছ ফেলিয়া,
কি করিতে পারি আমি॥
মোর অধিকার, অপরাধ করা,
তোমার করিতে ক্ষমা।
চির দিন হতে, যুগে আর যুগে,
এ সম্পর্ক তোমা আমা॥
তুমি যদি আজ, ফেলি যাও মোরে,
আর কার কাছে যাব।
অন্তর্যামি তুমি, বল দেখি কার,
কাছে গিয়া সুখ পাব?"
আবার কখন, ভাবি মনে মনে,
"তোমাতে পীরিতি নাই।
কৃতজ্ঞতা পাশে, আবদ্ধ হয়েছি,
তাই তোমা গুণ গাই॥
পেয়ে উপকার, হয়েছি তোমার,
এই সম্বন্ধ তোমা সনে।
তোমাতে আমাতে, বন্ধন যেমন,
খাতক ও মহাজনে॥
নিস্বার্থ পীরিতি, যার তোমা প্রতি,
সেই ত তোমারে পায়।
আমি ভজি তোমা, স্বার্থের লাগিয়া,
কাটাইতে ভব ভয়॥

শ্রীমঙ্গলাচরণ।

ইহা সব সত্য, কিন্তু ক্ষুদ্র জীব,
আপদ সাগরে থাকে।
বিপদে পড়িলে, স্বভাব দিয়াছ,
সহজে তোমারে ডাকে॥
এরূপ ডাকিয়া, তোমা দুঃখ দেই,
ক্ষম মোর অপরাধ।
তোমা মনোমত, অবশ্য হইবে,
কর তুমি আশীর্ব্বাদ॥
হে মধুমূরতি! নয়ন আনন্দ,
নয়ন উপরে বসো।
ওহে প্রাণেশ্বর! শীতল আনন্দ,
হৃদয়ে কর হে বাস॥
হে পরশমণি! বিমল আনন্দ,
শ্রীকর মাথায় ধর।
হে ভুবনবন্ধু! জগত আনন্দ,
জগত শীতল কর॥
ভীষণ আন্ধারে, ঘেরিল সংসারে,
উর নবদ্বীপ চাঁদ।
তিমির ঘুচাও, কৃপায় পুরাও,
বলরাম দাস সাধ॥"

উৎসর্গ পত্র।

—০()০—

শ্রীল হেমন্ত কুমার ঘোষের প্রতিঃ—

মেজদাদা! তুমি আমাকে এই জড় জগতে রাখিয়া গোলোকধামে গমন করিলে, তাহার কয়েক দিবস পরে আমি শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকায় নিম্নলিখিত প্রস্তাবটী প্রকাশ করিয়াছিলাম :—

"কয়েক বৎসর গত হইল আমরা দুই ভ্রাতা একটী শোক পাইয়া ব্যথিত হই। তখন আমরা ভাবিলাম যে যখন সকলকে মরিতে হইবে, তখন মরিবার জন্য প্রস্তুত হওয়া কর্ত্তব্য। কিন্তু কি করিব, কোথায় যাইব? মরিবার জন্য প্রস্তুত কিরূপে হইতে হয়? ইহা লইয়া দুই ভাই চিন্তা ও বিচার করিতে লাগিলাম।

"পরিশেষে ইহা স্থির হইল যে, মুক্ত হইবার দুইটি পথ আছে। এক জ্ঞান-পথ আর এক ভক্তি-পথ। কিন্তু ইহার কোন্‌টী ভাল? কোন্ পথে আমরা যাইব? তখন ইহার কোন নিরাকরণ করিতে না পারিয়া দুই ভাই দুইটি পথ ভাগ করিয়া লইলাম। মেজদাদা লইলেন ভক্তি-পথ আমি লইলাম জ্ঞান-পথ। এরূপ ভাগে আমরা কেহই অসন্তুষ্ট হইলাম না। কারণ আমার মেজদাদা মধুরপ্রকৃতি, ভক্তিময়, ও সর্ব্বজীবে দয়ালু; আর আমি জ্ঞানাভিমানী, তেজিয়ান, ভক্তি-হীন, ও হৃদয় শূন্য।

"মেজদাদার আমার অপেক্ষা অনেক সুবিধা ছিল। কারণ ভক্তি-পথ, শ্রীনবদ্বীপের শ্রীগৌরাঙ্গ পরিষ্কার করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। সে পথ দিয়া অন্ধ লোকেও যাইতে পারে। অতএব তিনি শ্রীচৈতন্যভাগবত, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত, প্রভৃতি গ্রন্থ অতি মনোযোগের সহিত অনুশীলন করিতে লাগিলেন। কিন্তু আমি বড় বিপদে পড়িলাম। জ্ঞান-পথের গুরু কোথায়?

"এখন আমার কথা কিছু বলিয়া লই। আমি যখন ব্যাকুল হইয়া জ্ঞান-পথের অনুসন্ধান করিতেছি, তখন শুনিলাম বোম্বাই নগরে আমেরিকা দেশ হইতে ব্ল্যাবাটস্কী নামক একটি মেম ও অলকট নামক একটি সাহেব আসিয়াছেন। ইঁহারা পরম যোগী-সিদ্ধপুরুষ, অনেক অলৌকিক ক্রিয়াও করিতে পারেন। এই কথা শুনিয়া আমি বোম্বাই নগরে তাঁহাদের নিকট যাত্রা করিলাম, ও তিন সপ্তাহ কাল তাঁহাদের গৃহে বাস করিলাম। তাঁহাদের নিকট কিছু কিছু দেখিলাম ও কিছু কিছু শিখিলাম। পরে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া যোগাভ্যাস করিতে লাগিলাম। কিন্তু দেহ অপটু আর কলিকাতা জনাকীর্ণ স্থান; এই নিমিত্ত কৃষ্ণনগর জেলায় চূর্ণী নদীর ধারে, হাঁসখালি গ্রামে, একটি পরিত্যক্ত নীল কুঠিয়ালের বাড়ী ভাড়া লইয়া, সেখানে সপরিবারে বাস করিতে লাগিলাম। আর সেখানে নির্জ্জনে কিছু কিছু মনঃ সংযমের কার্য্যও অভ্যাস করিতে লাগিলাম।

"এ দিকে আমার মেজদাদা মহাশয় আমাদের জন্ম-স্থান যশোহর জেলাস্থ মাগুরা (অমৃতবাজার) গ্রামে, সপরিবারে থাকিয়া ভক্তি-চর্চ্চা করিতে লাগিলেন। তিনি গ্রামস্থ লোক লইয়া একটি হরি-সংকীর্ত্তনের দল করিলেন। সন্ধ্যাকালে হরি-সংকীর্ত্তন করেন, আর অন্যান্য সময়ে ভক্তিগ্রন্থানুশীলন করেন। মেজদাদা মহাশয়ের ভক্তিরস ক্রমেই উৎকর্ষ লাভ করিতে লাগিল, ও তাঁহার সঙ্গ-গুণে গ্রামস্থ অনেক লোকেও ভক্তিমান হইতে লাগিলেন।

"ক্রমে সংকীর্ত্তনের তেজ বাড়িয়া উঠিল। প্রথম একবার করিয়া সন্ধ্যাকালে হইতেছিল, পরে প্রাতে এবং অবশেষে আবার অপরাহ্নেও সংকীর্ত্তন হইতে লাগিল। এইরূপে ক্রমে ক্রমে মেজদাদা প্রায় অহর্নিশ সংকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন।

"গ্রামস্থ লোকে সেই তরঙ্গে ডুবিয়া গেলেন, এমন কি, অনেকে আপনাদের সাংসারিক কার্য্য করিতে অপারগ হইতে লাগিলেন। শেষে সংকীর্ত্তনের বিবিধ দলের সৃষ্টি হইতে লাগিল। বালকের এক দল হইল, এবং স্ত্রীলোকেও কীর্ত্তন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

"আমার মেজদাদা মহাশয় তখন সংকীর্ত্তনে দশা প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। আর তখন তিনি সমুদায় বিষয় কার্য্য বিসর্জ্জন দিয়া কেবল ভক্তি-তরঙ্গে সন্তরণ দিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

"আমাদের প্রায় দুই মাস দেখা শুনা নাই। কিন্তু মেজদাদা সমস্ত দিবা কিরূপে যাপন করেন, তাহা প্রত্যহ আমাকে লিখেন। আমিও প্রত্যহ পত্র লিখি। কিন্তু আমার লিখিবার কিছু নাই, সুতরাং বিষয় কথা ব্যতীত পরমার্থ কথা কিছুই লিখি না। এমন সময় আমাকে দেখিবার নিমিত্ত, নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া, মেজদাদা মহাশয় হাঁসুখালিতে শুভাগমন করিলেন।

"দেখি, মেজদাদা মালা ধারণ করিয়াছেন। মুখের আকৃতির কিছু পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। মুখ দেখিয়া বোধ হইল যেন হৃদয়ে মলা মাত্র নাই। নয়ন দেখিয়া বোধ হইল যেন অন্তরে আনন্দের তরঙ্গ খেলিতেছে। মেজদাদার এই পরিবর্ত্তন দেখিয়া আমি নিতান্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। ভাবিলাম, মেজদাদা যে পথ লইয়াছেন, ইহাতে অবশ্য কিছু আছে।

"মেজদাদাকে দর্শন করিয়া বড় সুখ বোধ হইল। তিনি তখন এক সন্ধ্যা আহার করেন, মৎস্যাদি সমুদায় ত্যাগ করিয়াছেন। আমি যত্ন করিয়া তাঁহার নিমিত্ত বিবিধ ব্যঞ্জন প্রস্তুত করাইলাম। মাংস রহিল না বটে, কিন্তু মৎস্যাদি বহু প্রকার রহিল। দুই ভ্রাতা ভোজন করিতে বসিলাম। মেজদাদার পাতে মোটা চিঙ্গড়ী মাছের দুটা ভাজা মাথা ছিল। মেজদাদা আসনে বসিলেন। কিন্তু চিঙ্গড়ির মাথা ও অন্যান্য মৎস্যের ব্যঞ্জন দেখিয়া কাতর ভাবে আমার দিকে চাহিতে লাগিলেন।

"আমি বলিলাম বৈষ্ণবগণ মৎস্যাদি খাইয়া থাকেন, তুমি কেন খাইবে না? তাহার পর বলিলাম, যে ধর্ম্মে খাইলে ধর্ম্ম যায়, না খাইলে ধর্ম্ম হয়, অর্থাৎ খাওয়ার সঙ্গে যে ধর্ম্মের ভাল মন্দ সম্বন্ধ আছে, সে ধর্ম্ম আমি মানি না।

"মেজদাদা কোন উত্তর না দিয়া কাতর ভাবে আমার পানে চাহিয়া রহিলেন। তখন আমি হাসিয়া বলিলাম, ভণ্ডামি করিতে হয় বাহিরে করিও, আমার এখানে কেন? তবু মেজদাদা থালায় হাত দিলেন না। তখন বলিলাম, তোমার কনিষ্ঠ ভ্রাতৃবধু যত্ন করিয়া অতি ভক্তিপূর্ব্বক তোমার নিমিত্ত স্বীয় হস্তে পাক করিয়াছে। তুমি ভক্তবৎসলের পূজা কর, ভক্তের দ্রব্য কেমন করিয়া ত্যাগ করিবে? ইহাই বলিয়া একটু মৎস্য হাতে করিয়া

মেজদাদার মুখে দিলাম। আমি যখন নিজ হস্তে তাঁহার মুখে মৎস্য দিতে গেলাম, তখন মেজদাদা হা না করিতে পারিলেন না। এইরূপে আমি মেজদাদার ধর্ম্ম নষ্ট করিলাম।

"দেখা অবধি দুই জনে কথা চলিতেছে। এক মুহূর্ত্তও ফাঁক নাই। কখন সুখ দুঃখের কথা বলিতেছি। ধর্ম্মের কথা আরম্ভ হইলে ঘোর তর্ক বাধিয়া গেল। এইরূপে সারাদিন তর্কে গেল। আমি মেজদাদাকে বলিলাম, তোমার গৌর আমার বড় প্রিয় বস্তু। যদিও তাঁহার মতের সহিত আমার সমুদায় মিলে না, তবু তাঁহার নাম করিলে আমার আনন্দ হয়। কিন্তু তিনি যে ধর্ম্ম শিক্ষা দিয়াছেন, সে স্ত্রীলোকের কি দুর্ব্বলচেতা মনুষ্যের জন্য। তেজস্বী পুরুষের স্ত্রীলোকের মত কান্দিলে চলিবে কেন? পুরুষে জ্ঞান চর্চ্চা করিতে পারিলে আর কান্নাকাটীর মধ্যে কেন যাইবে?

"ভক্ত-পাঠকগণ বোধহয় বুঝিতেছেন যে, তখন আমার শ্রীগৌরাঙ্গে বিশ্বাস ছিল না। এমন কি মেজদাদা যদিও হরিনামে উন্মত্ত হইয়াছিলেন, তবু তিনিও তখন শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুকে পূর্ণব্রহ্ম বলিয়া স্বীকার করিতেন না। সে যাহা হউক, জ্ঞান বড় না ভক্তি বড়, এই কথা লইয়া তর্ক হইল। আমি বলি জ্ঞান বড়, মেজদাদা বলেন ভক্তি বড়। কিন্তু মেজদাদা আমার সহিত কখন তর্কে পারিতেন না। তবে আমার আন্তরিক টান বরাবরই ভক্তির প্রতি ছিল।

"মেজদাদা যদিও তর্কে পারিলেন না, কিন্তু আমি মনে বুঝিলাম যে, তিনি অগ্রবর্ত্তী হইয়াছেন, আর আমি পাছে পড়িয়া গিয়াছি। ফল কথা, মেজদাদাকে দেখিয়া আমি বেশ বুঝিলাম তিনি আমার অপেক্ষা অনেক ভাল হইয়াছেন। এমন কি, আমি তাঁহার মত হই নাই বলিয়া মনে মনে বড় দুঃখ হইতে লাগিল। কিন্তু মুখে আমি তাহা স্বীকার করিলাম না। ইহা আমার মনে মনে রহিল। মুখে আস্ফালন করিতেছিলাম, কিন্তু মনে বেশ বুঝিলাম যে তিনি আমার অপেক্ষা অনেক বড় হইয়াছেন, আর গৌরাঙ্গের মতই ভাল।

"বিকালে দুই ভাই গাড়ীতে বেড়াইতে গেলাম। গাড়ীতেও ঐ কথা। ফিরিয়া আসিতে রাত্রি হইল। তখন গাড়ী মধ্যে কথাবার্ত্তা বন্ধ হইল। মেজদাদা আপনার ভাবে রহিলেন, আমি আমার ভাবে রহিলাম।

"একটু পরে মেজদাদা গুন্ গুন্ করিয়া একটি গীত গাহিতে লাগিলেন। গীতটীর সমুদায় কথা বুঝিতে পারিলাম না। কিন্তু কথা বুঝিবার প্রয়োজন হইল না। সেই গীতটী আমার হৃদয় কোমল, ও শ্রবণ তৃপ্ত করিতে লাগিল। ফল কথা, ভক্তের কণ্ঠস্বর একরূপ মদ্য বিশেষ। ভক্তের শুদ্ধ কণ্ঠস্বরেই জীব মাত্রের হৃদয় স্পর্শ করে।

"মেজদাদা গুন্ গুন্ করিয়া গাইতেছেন, আর আমার বোধ হইতেছে যেন শ্রীভগবান আমার হৃদয়ে বসিয়া করুণ স্বরে রোদন করিতেছেন। আমি মনোনিবেশ পূর্ব্বক সেই করুণ ও মধুর স্বর শুনিতে লাগিলাম। ক্রমে উহা আমার হৃদয় মধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিল, আর ক্রমে আমাকে অস্থির করিতে লাগিল। সেই গুন্ গুন্ স্বরটী শেষে হৃদয়ে রহিয়া গেল,—অদ্যাপি আছে।

"মেজদাদা যে গীতটী গাইতেছিলেন তাহা আমি পরে শিখিয়াছিলাম। সে গীতটী তাঁহার নিজের কৃত। সেটী এই—

হা কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি ধূলায় পড়িল গোরা।
ধূলায় ধূসরিত অঙ্গ দুনয়নে বহে ধারা॥
ক্ষণেক চেতন পায়, বলে আমার কৃষ্ণ নাই,
এই ছিল কোথা গিয়া লুকাইল মনচোরা॥
হা হরি হরি হরি, হরি তুমি কোথা হে,
তুমি আমার প্রাণধন তুমি আমার নয়ন তারা॥

"শ্রীগৌরাঙ্গের লীলা ঘটিত গীত পূর্ব্বে মহাজনগণ কিছু কিছু প্রস্তুত করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু সে প্রথা একেবারে লোপ হইয়া গিয়াছিল। সেই প্রথা মেজদাদা কর্তৃক পুনর্জীবিত হইল। এখন উপরি উক্ত আদি গীতটী দেখা দেখি কত শত গৌরাঙ্গ-লীলা ঘটিত পদের সৃষ্টি হইয়াছে।

"সে যাহা হউক, পর দিবস মেজদাদা বাড়ী চলিয়া গেলেন। তিনি গেলেন বটে, কিন্তু কিছু রাখিয়া গেলেন। তাঁহার সেই করুণ স্বর টুকু আমার হৃদয়ে রহিয়া গেল। মেজদাদা বাড়ী যাইয়া আমাকে এক পত্র লিখিলেন, তাহার ভাবার্থ এই ;—'শিশির! আমি জুড়াইবার নিমিত্ত তোমার কাছে গিয়াছিলাম, কিন্তু তুমি আমাকে জুড়াও নাই।'

হয়। মেজদাদা! তুমি আবিষ্ট হইয়া পত্রে আমাকে যাহা যাহা লিখিয়াছিলে, তাহা আমি লজ্জা ক্রমে সব প্রকাশ করিতে পারিলাম না।

আমি শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলা লিখিব কি তাঁহার চরণ আশ্রয় করিব, ইহা যখন স্বপ্নেও ভাবি নাই, তখন তুমিই আমাকে বলিয়াছিলে যে আমার ভাগ্যে সে ফল লেখা আছে। সেই তোমার শ্রীমুখের বাক্য এখন সফল হইতেছে। অতএব তোমার কনিষ্ঠের এ পরিশ্রমের ধন আর কাহাকে দিব? তুমিই গ্রহণ কর।

তুমি যদি এই জড় জগতে এখন থাকিতে, তবে এই গ্রন্থের প্রতি অক্ষর লইয়া আমার সহিত বিচার করিতে। তুমি আমি দুজনে একত্র হইয়া ভজন করিতাম। এখন তুমি নাই, কাযেই ব্যথার ব্যথী নাই, আমার ভজনও নাই। যখন হৃদয় শুষ্ক হইত, তখন তোমার মুখ পানে চাহিলেই আমার রসের উদয় হইত। এখন আমার সে সম্পত্তি কিছুই নাই। একে রোগে জীর্ণ শীর্ণ দেহ, তাহাতে তোমার বিরহে হৃদয় ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গিয়াছে। তবু যে আমি লিখিতেছি, তাহার কারণ এই যে আমি আর এ জগতে ঐরূপ একটি কার্য্য ব্যতীত কিরূপে সময় যাপন করিব?

এই গ্রন্থ লিখিবার সময় তুমি এ জগতে ছিলে না, কাযেই আমার এ গ্রন্থ সম্বন্ধে সমুদায় কথা তোমাকে বলিতে পারি নাই, তাহা এখন বলিতেছি।

শ্রীগৌরাঙ্গ, ভক্ত কি ভগবান তাহা লইয়া বিচার করিবার এখানে আবশ্যক নাই। যে জন অন্তরের সহিত শ্রীভগবানকে করুণাময় বলেন, তাঁহার নিকট শ্রীভগবানের অবতার অসম্ভব নয়। যাঁহারা মুখে তাঁহাকে করুণাময় বলেন, মনে মনে ভাবেন যে এ ক্ষুদ্র নর-সমাজে তিনি আসিবেন কেন, তাঁহারা অবশ্য অবতার মানিতে পারেন না। যাঁহারা মনের সহিত বিশ্বাস করেন যে শ্রীভগবান প্রকৃতই দয়াল, তাঁহাদের এ কথা বিশ্বাস করিতে আপত্তি কি যে তিনি আমাদের মধ্যে আসিয়া থাকেন। বিশেষতঃ তাঁহার সহিত যদি মিলন প্রয়োজন হয়, তবে যখন আমরা তাঁহার মত বড় হইতে পারি না, কি আমরা তাঁহার কাছে যাইতে পারি না, তখন তাঁহারই আমাদের মত ছোট হইয়া আমাদের কাছে আসিতে হয়।

যাঁহারা শ্রীগৌরাঙ্গকে ভগবান বলিয়া বিশ্বাস করিতে না পারেন, তাঁহারা তাঁহার লীলা পড়িয়া সম্ভবতঃ এই তিনটি কথা বুঝিতে পারিবেন যে—

১ শ্রীভগবান আছেন।

২ তিনি গুণের নিধি।

৩ তাঁহাকে পাওয়া যায়।

এ তিনটী বিশ্বাস যাঁহার আছে তাঁহার আর দুঃখ থাকিল না।

জগতে যত গুলি অবতার উদয় হইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে কেবল শ্রীগৌরাঙ্গই স্বয়ং শ্রীভগবান বলিয়া পূজিত। অতএব তাঁহার লীলা সকলেরই জানা কর্ত্তব্য, বিশেষতঃ বাঙ্গালি মাত্রের। আর জগতে যত যত অবতার উদয় হইয়াছেন, তাহার মধ্যে কেবল গৌরলীলাই প্রমাণের আয়ত্ত। ঐ লীলা প্রসিদ্ধ পণ্ডিত সাধুগণ স্বচক্ষে দর্শন করিয়া লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন।

গ্রন্থে যে লীলা সন্নিবেশিত করিলাম, উহা প্রামাণিক গ্রন্থ ও মহাজনের পদ হইতে গৃহীত হইল। অল্প দুই একটী লীলা জনশ্রুতি হইতেও লওয়া হইয়াছে।

প্রামাণিক গ্রন্থে সূত্ররূপে যে সমস্ত লীলা সংক্ষেপে লেখা আছে, আমি তাহা বিস্তার করিয়াছি। তবে এই বিস্তার কল্পনা শক্তির উপর নির্ভর করিয়া করি নাই। লীলা গুলি পরিস্কাররূপে দেখাইবার জন্য এইরূপ মধ্যে মধ্যে করিতে হইয়াছে। যেখানে কোন লীলা সূত্র দেখিয়া বুঝিতে না পারিয়াছি, সেখানে অন্যান্য গ্রন্থ ও লীলা দ্বারা উহা বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। যেখানে তাহাও না পারিয়াছি, সেখানে কাতর হইয়া ভগবানের পূজা করিয়াছি। এইরূপে কাতর হইয়া নিবেদন করিতে করিতে আমার মনে যেরূপ লীলা স্ফূরিত হইয়াছে তাহা বর্ণনা করিয়াছি। পাঠকের পড়িতে রস ভঙ্গ হইবে বলিয়া আমি কথায় কথায় প্রমাণ দেখাইয়া দিই নাই।

প্রথম খণ্ডে রস বিস্তারের চেষ্টা করি নাই এবং লীলা গুলি কিছু সংক্ষেপে লিখিয়াছি। তাহার কারণ এই যে রস শাস্ত্রে রস বিস্তার ক্রমে ক্রমে করিতে হয়। একেবারে রস প্রস্ফুটিত করিলে উহা কেহ আস্বাদ করিতে পারেন না। অনেক সময় অনিষ্টও হয়। যেমন অগ্রে

তিক্ত খাইয়া ক্ষুধা বৃদ্ধি করিয়া শেষে পায়স খাইতে হয়, অগ্রেই পায়স খাইতে নাই, রসাস্বাদের নিয়মও সেইরূপ। দ্বিতীয় খণ্ডে আমি রস বিস্তারের প্রাণ পণ চেষ্টা করিয়াছি। আর এক কথা, প্রভুর আদি লীলা কোথাও বিস্তার করিয়া বর্ণিত নাই। প্রকৃত কথা, এই গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ড না পড়িলে সকলে শ্রীগৌরাঙ্গ, ও তাঁহার ধর্ম্ম কি, তাহা সম্যকরূপে আস্বাদন করিতে পারিবেন না। যিনি গৌরলীলা রসে সাঁতার দিতে চাহেন, তাঁহাকে দ্বিতীয় খণ্ডও পড়িতে হইবে।

শ্রীগৌরাঙ্গ কি বস্তু ইহা লইয়া আমি প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডে কিছু বিচার করি নাই। তবে যাহারা তাঁহার পূর্ণ ভক্ত নহেন, তাঁহাদের নিমিত্ত তাহাও স্থানে স্থানে করিয়াছি। সম্ভবতঃ সেই নিমিত্ত দুই এক স্থানে গৌরভক্তগণের কিছু কিছু ক্লেশ হইতে পারে। কিন্তু সীতাকে যখন পরীক্ষা করা হইয়াছিল, তখন হনুমান প্রভৃতি ভক্তগণের একবারও এ সন্দেহ হয় নাই যে জনক দুহিতা এ পরীক্ষা হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারিবেন না।

হে গৌরভক্তগণ! শ্রীগৌরাঙ্গ সত্য বস্তু। যিনি যত পরীক্ষা করুন না কেন, সত্য বস্তুর তাহাতে ভয় কি? সোণা যত অগ্নিতে দগ্ধ কর ততই নির্ম্মল হইবে। গৌরলীলা লইয়া যিনি যত চর্চ্চা করিবেন, তিনি ততই শ্রীগৌর চরণে আকৃষ্ট হইবেন।

উপক্রমণিকা।

চারি শত বৎসর হইল, আমাদের এই বাঙ্গলা দেশের নবদ্বীপ নগরে শ্রীগৌরাঙ্গ জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি এই কয়েকটী নামে সচরাচর বিখ্যাত, যথা নিমাই, বিশ্বম্ভর, গৌরহরি, শ্রীগৌরাঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, মহাপ্রভু ইত্যাদি। এখন ভাগীরথীর পশ্চিম পারে, নবদ্বীপ নামে যে গ্রাম আছে, তাহারই অপর পারে তখনকার নবদ্বীপ ছিল; বর্ত্তমান নবদ্বীপকে তখন কুলিয়া বলিত।

এই সময়ে বাঙ্গলার স্বাধীনতা লুপ্তপ্রায়। রাজা ছিলেন যবন, আর যদিও কখন কখন হিন্দু রাজা হইতেন, কিন্তু তিনি হয় কার্য্যগতিকে, কি রাজ্য-লোভে, নিজেই মুসলমান হইয়া যাইতেন। না হয়, মুসলমান সেনাপতি বা ভৃত্য কর্ত্তৃক পদচ্যুত হইতেন। একাদিক্রমে তিন পুরুষ হিন্দু রাজা তখনকার কালে আর হয় নাই।

যে সময়ের কথা বলিতেছি, তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে সুবুদ্ধি রায় গৌড়ের রাজা ছিলেন। হোসেন খাঁ নামক এক পাঠান তাঁহার এক জন প্রিয় ভৃত্য ছিল। এই ভৃত্য রাজ-আজ্ঞায় একটী দীঘি কাটাইবার ভার প্রাপ্ত হইয়া রাজ-অর্থ আত্মসাৎ করিয়াছিল। রাজা তাহার অপরাধের নিমিত্ত তাহার পৃষ্ঠে চাবুক মারিয়াছিলেন। হোসেন খাঁ ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া ষড়যন্ত্র করে এবং সুবুদ্ধি রায়কে পদচ্যুত করিয়া আপনি রাজা হয়। সুবুদ্ধি রায় হোসেন খাঁর বন্দী হইলেন, আর হোসেন খাঁর স্ত্রী সুবুদ্ধি রায়কে বধ করিতে অনুরোধ করিতে লাগিল। কিন্তু হোসেন খাঁ পূর্ব্ব প্রভুর প্রাণ-দণ্ড না করিয়া, বল দ্বারা তাঁহাকে যবনের জল পান করাইল। সুবুদ্ধি রায় এই নিমিত্ত হিন্দু সমাজ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইলেন। গৌড়ীয় পণ্ডিতগণ ব্যবস্থা দিলেন যে, তপ্ত ঘৃত পান করিয়া কি তুষানল করিয়া প্রাণত্যাগ করাই তাঁহার এক মাত্র প্রায়শ্চিত্ত। সুবুদ্ধি এরূপ ক্লেশকর প্রায়শ্চিত্ত হইতে অব্যাহতি পাইবার নিমিত্ত; নূতন ব্যবস্থা পাইবার আশায়, বারানসীতে পণ্ডিতগণের নিকট গমন করিলেন। তাঁহারাও ঐরূপ ব্যবস্থা দিলেন। সেই সময়ে তিনি হঠাৎ শুনিলেন যে শ্রীগৌরাঙ্গ ঐ বারানসী ধামে আগমন করিয়াছেন। তখন কোন

সুযোগে, তাঁহার সাক্ষাৎ-লাভ করিয়া, তাঁহার চরণে পড়িলেন। পড়িয়া আপনার পাপের কিরূপ প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা পাইয়াছেন তাহা বলিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভু করুণার্দ্র হইয়া বলিলেন যে, "প্রাণত্যাগ তমোধর্ম্ম। তুমি বৃন্দাবনে যাও, কৃষ্ণ-নাম কর, তোমার চিরদিনের সঞ্চিত যে যে পাপ আছে সমুদায় নষ্ট হইয়া অন্তিমে তাঁহার পাদপদ্ম পাইবে।" সুবুদ্ধি রায় প্রভুর এইরূপ আদেশ পাইয়া বৃন্দাবনে বাস করিলেন।

হোসেন খাঁ সাহা উপাধী ধারণ করিয়া গৌড়ের রাজা হইলেন, তাঁহার অধীনে স্থানে স্থানে এক এক জন কাজি রাখিলেন। ঐ সকল কাজি সৈন্য সামন্তে পরিবেষ্টিত থাকিতেন। রাজ্যশাসন বড় একটা করিতেন না। রাজ্যশাসন তাঁহাদের অধীনে হিন্দু রাজগণ করিতেন। হিন্দু রাজগণের নিকট কর আদায় করিয়া আপনারা কিছু রাখিতেন আর কিছু গৌড়ে পাঠাইতেন। এই তাঁহাদের প্রধান কার্য্য ছিল। আর যদি কখন তাহাদের নিকট কোন অভিযোগ হইত তবে তাহার বিচারও করিতেন। কিন্তু অভিযোগ প্রায়ই হইত না। হিন্দু রাজগণ প্রকৃত রাজ্যশাসন করিতেন। আর কোন বিবাদ বিসম্বাদ নিষ্পত্তি, কি গ্রামের দুষ্ট লোক দমন প্রভৃতি সামান্য কার্য্য; লোকে আপনা আপনিই করিত। এইরূপ পাণিহাটী গ্রামে এক জন কাজি বাস করিতেন। শ্রীনবদ্বীপে চাঁদ খাঁ নামে এক জন কাজি ছিলেন। তাঁহার বাস নবদ্বীপের এক অংশ বেলপুখুরিয়া গ্রামে ছিল। আর এক জন কাজি শান্তিপুরের নিকট গঙ্গার ধারে থাকিতেন। তাঁহার নাম ছিল মুলুক। তাঁহার গোরাই নামে এক জন অমাত্য ছিল। সে গোঁড়া মুসলমান বলিয়া হিন্দুগণের প্রতি বড় অত্যাচার করিত।

সেই সময়কার হিন্দু জমীদারগণের মধ্যে কাহারও কাহারও নাম পাওয়া যায়। যেমন নবদ্বীপে বুদ্ধিমন্ত খাঁ। অম্বিকা কালনার নিকটে হরিপুর গ্রামে গোবর্দ্ধন দাস, ইনি বার লক্ষের জমীদার ছিলেন। বর্দ্ধমানের নিকট কুলীন গ্রামে মালাধর বসুর বংশীয়গণ। রাজসাহীতে খেতুর গ্রামে কৃষ্ণানন্দ দত্ত। ইহারা সকলেই কায়স্থ। আবুল ফজেল আইন-আকবরীতে লিখিয়াছেন যে, বাঙ্গালার সমস্ত জমীদারই কায়স্থ ছিলেন। ইহারা সকলেই কার্য্যদক্ষ ছিলেন ও নিয়মিতরূপে কর দিতেন বলিয়া কায়স্থগণ বাদসাহের বিশ্বাস-পাত্র হইয়াছিলেন। আবুল ফজেল তখনকার মুসলমান ইতিহাস

লেখক। ইহাতে বোধহয় তখন সমুদয় জমীদারী-কার্য্য কায়স্থগণই করিতেন।

যে ব্রাহ্মণেরা বিষয়-কার্য্য করিতেন, তাঁহারা রাজ সরকারে চাকরি করিতেন। ইহারা সমাজে কিছু অপদস্থ থাকিতেন। কায়স্থগণ জমীদার ছিলেন বলিয়া যে ব্রাহ্মণগণ অপেক্ষা অধিকতর সম্মানিত ছিলেন তাহা নহে। তখন ব্রাহ্মণগণের মর্য্যাদার সীমা ছিল না। কায়স্থগণ তাঁহাদের নিকট করযোড়ে থাকিতেন। নবশাখগণের ত কথাই নাই। ব্রাহ্মণগণ নবশাখগণের জল পান করিলে, তাহারা আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করিত। তাহাদিগকে মন্ত্র দীক্ষা দিলে, কি আমন্ত্রিত হইয়া তাহাদিগের বাটীতে গেলে, ব্রাহ্মণগণ পতিত হইতেন। সুতরাং নবশাখগণ আপন আপন জাতীয় ব্রাহ্মণগণের নিকট মন্ত্র লইতেন। তবে ইহাদের নিকট ব্রাহ্মণগণের যে কিছু প্রাপ্তি ছিল না, তাহা নহে। নানা উপলক্ষে তাহাদিগকে ব্যবস্থা দিয়া অধ্যাপকগণ অর্থ উপার্জ্জন করিতেন। এবং ধনী নবশাখগণ কোন ক্রিয়া কর্ম্ম করিলে ব্রাহ্মণের বাড়ী গিয়া পূজা করিতেন। সুতরাং ব্রাহ্মণগণের বিষয়-কার্য্য কি চাকরি করা বড় প্রয়োজন হইত না। তাঁহারা প্রায়ই বিদ্যা-চর্চ্চা এবং ধর্ম্ম-চর্চ্চা করিতেন। অন্যান্য জাতিরা তাঁহাদিগকে প্রতিপালন করিতেন। তবে সকলের অপেক্ষা বৈদ্য জাতি সুখে সচ্ছন্দে বাস করিতেন। তাঁহারা চাকরি কি বিষয়-কার্য্য, কিছুই করিতেন না, জাতি-বৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। সেই বৃত্তির জন্যই সমাজে, এমন কি ব্রাহ্মণ ও কায়স্থের নিকটও, আদৃত হইতেন। ব্রাহ্মণের মধ্যে যাঁহারা চাকরি করিতেন, তাঁহাদের মধ্যে গৌড়ীয় বাদসাহার মন্ত্রী দবির খাস ও সাকের মল্লিক নামক দুই জন ব্রাহ্মণ কুমারের কথা শুনা যায়। নবদ্বীপে যাঁহারা কোটাল ছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যেও দুই জন ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহারা শুদ্ধশ্রোত্রীয় ব্রাহ্মণ, নাম শ্রীজগন্নাথ রায় ও শ্রীমাধব রায়, ইহারাই জগাই মাধাই নামে বিখ্যাত।

নবদ্বীপ নগরে তখন ঐশ্বর্য্যের অবধি ছিল না। শ্রীচৈতন্যভাগবতে লিখিত আছে যে, গঙ্গার এক এক ঘাটে লক্ষ লক্ষ লোক স্নান করিত। নগরে সকল জাতির বসতি ছিল। ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য, নবশাখ প্রভৃতি পাড়া পাড়া বিলি করিয়া বাস করিত। এইরূপে শঙ্খবণিকের নগর, কাংস্যবণিকের নগর, ও তন্তুবায়ের নগর ছিল। আর এক পাড়ায় গোয়ালাগণ বাস করিত। তখন গন্ধবণিকগণ সমাজে আদৃত ছিলেন। কিন্তু সুবর্ণবণিকগণ সমাজে

অত্যন্ত অপদস্থ ছিলেন। নবদ্বীপে যে তাঁহাদের স্থান ছিল, এরূপ বোধ হয় না।

লোকের জীবিকা-নির্ব্বাহ স্বচ্ছন্দে চলিত। এখনকার মতন তখন লোকের প্রয়োজন অধিক ছিল না, দুটী অন্ন পাইলেই চলিয়া যাইত। বিশেষতঃ তখন মোকদ্দমার ব্যয় ছিল না, কি কোন বলবৎ করও ছিল না। যাঁহাদের সম্পত্তি ছিল, তাহারা অতিথি, অভ্যাগত ও দীন দুঃখীর সাহায্যে কিছু মাত্র কৃপণতা করিতেন না। অতিথি ফিরাইলে সমাজে কলঙ্কিত হইতে হইত। ব্রাহ্মণগণ প্রায় কায়স্থ জমীদারগণ কর্ত্তৃক প্রতিপালিত হইতেন। এইরূপে একা হরিপুরের গোবর্দ্ধন দাস নবদ্বীপে বহুতর ব্রাহ্মণের প্রতিপালক ছিলেন।

কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা বিদ্বজ্জনের সমাজ বলিয়াই নবদ্বীপের প্রাধান্য ছিল। সে কথা পরে বলিতেছি। ধর্ম্মার্জ্জন করা তখন লোকের প্রধান কর্ম্ম ছিল। প্রভাত হইলেই নবদ্বীপবাসীগণ গঙ্গা-স্নানে গমন করিয়া দলে দলে পূজা করিতে বসিতেন; আর গঙ্গা পুষ্পময় হইত। সন্ধ্যা হইলে ঐরূপ আবার লক্ষ লক্ষ লোকে গঙ্গার ধারে বসিয়া সন্ধ্যাহ্নিক করিতেন। গঙ্গাপুলিনের ধারে ধারে প্রশস্ত পথে ফল-পুষ্প-সুশোভিত নানা জাতীয় বৃক্ষ শ্রেণী ছিল। সেই সকল বৃক্ষতলে বসিয়া পণ্ডিতগণ বিদ্যা-চর্চ্চা করিতেন। তখনকার কালে অনেকে সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করিতেন। আর তীর্থ-পর্য্যটন ভদ্রলোকের অবশ্য কর্ত্তব্য কার্য্য বলিয়া পরিগণিত ছিল। এমন কি, তীর্থ-দর্শন কুলীনগণের একটি কুল-লক্ষণ ছিল। অথচ তীর্থ-পর্য্যটন বড় কষ্টকর ছিল, পথ ঘাট ভাল ছিল না; বিশেষতঃ অরাজকতার নিমিত্ত সকল স্থানেই দস্যু-ভয় ছিল। তখন লোক সমুদয় এখন অপেক্ষা সুস্থ বলিষ্ঠ ও ক্লেশ-সহিষ্ণু ছিল। তখনকার বাঙ্গালিরা এখনকার অপেক্ষা অনেক বলিষ্ঠ ছিলেন। ভদ্রলোকে অনেকে যুদ্ধে পটু ছিলেন না, কেন না বিদ্যা ও ধর্ম্ম উপার্জ্জনে বিব্রত থাকায় রক্তারক্তিতে তাঁহাদের স্পৃহা ছিল না। যদিও তখন পথ দুর্গম ছিল, তবু বহুতর লোক তীর্থ-ভ্রমণ করিতেন। ক্লেশ সহ্য করা এমন অভ্যাস ছিল যে, দুই চারি দিনের উপবাসেও কেহ বিশেষ ক্লিষ্ট হইতেন না।

গৌড়দেশ হইতে যাঁহারা তীর্থে গমন করিতেন, তাঁহারা প্রায় দক্ষিণ

দেশেই যাইতেন। তাহার কারণ, তখন পশ্চিমে হিন্দু মুসলমানে সর্ব্বত্রই বিবাদ চলিতেছিল, কাযেই যাতায়াতের পথ বন্ধ ছিল। এমন যে শ্রীবৃন্দাবন; তাহাও মুসলমানদের উৎপাতে জঙ্গলময় হইয়াছিল, সুতরাং তখন প্রায় কেহই বৃন্দাবনে যাইতেন না। তখন যাঁহারা তীর্থে যাইতেন, তাঁহারা শ্রীক্ষেত্র হইয়া বিষ্ণু-কাঞ্চী, শিব-কাঞ্চী প্রভৃতি দর্শন করিয়া কন্যাকুমারী যাইতেন। পরে সেখান হইতে নাসিক, পাণ্ডুপুর, সৌরাষ্ট্র; দ্বারকা দর্শন করিয়া দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেন।

পূজা অর্চ্চনার মধ্যে প্রায় ভদ্রলোক মাত্রেরই বাড়ীতে দুর্গোৎসব হইত। কি ব্রাহ্মণ, কি কায়স্থ, কি বৈদ্য, প্রায় সকলেই শাক্ত ছিলেন। কেহ কেহ রামমন্ত্র উপাসক ছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের সংখ্যা অল্প ছিল। ভদ্রলোকের মধ্যে কেহ বৈষ্ণব ছিলেন না বলিলেও চলে। এমন কি, যাঁহারা শ্রীমদ্ভাগবত আদর করিয়া পাঠ করিতেন, তাঁহারাও অনেকে শ্রীকৃষ্ণকে মানিতেন না। নবশাখদের মধ্যে কেহ কেহ বৈষ্ণব ছিলেন বটে, কিন্তু তাহারা আপন জাতীয় ব্রাহ্মণের নিকট হইতে মন্ত্র লইতেন, তাহাদের বিশেষ কোন রূপ বৈষ্ণব লক্ষণ ছিল না। তবে অতি অল্প সংখ্যক এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন, তাঁহারা আপনাদিগকে গোস্বামী বলিতেন, ও বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষা দিতেন। পূর্ব্বে বলিয়াছি নবশাখগণের অবস্থা অতি মন্দ ছিল, সুতরাং তাঁহারা যে কি উপাসনা করিতেন ও তাঁহাদের বৈষ্ণব ধর্ম্ম কিরূপ ছিল, তাহা এখন জানা যায় না।

ইহার মধ্যে এক দল তন্ত্র সাধন করিতেন। ইহাদের উদ্দেশ্য ছিল, যাগ যজ্ঞ মন্ত্র প্রভৃতি নানা রূপ ক্রিয়া দ্বারা দেবতা কি অপদেবতাগণকে বশ করা।* ইঁহারা মদ্যপান, মাংসাহার, সর্ব্ব বর্ণ একত্র ভোজন প্রভৃতি সমাজ বিরুদ্ধ আচারে লিপ্ত থাকায়, তামসী নিশিতে নির্জ্জনে আপনাদের সাধনা করিতেন।

সমাজের কর্ত্তা ছিলেন অধ্যাপকগণ। ইঁহারা বহু পরিশ্রমে বিদ্যা ও জ্ঞান উপার্জ্জন করিয়া সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতেন বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে প্রায়ই তাঁহাদের ধর্ম্মের উপর আস্থা কমিয়া যাইত। এই অধ্যাপকগণ মধ্যে নৈয়ায়িকগণ আবার সকলের উপর প্রভুত্ব করিতেন।

---

* কেহ বলেন যে, তন্ত্র সাধনের উদ্দেশ্য কেবল মাত্র ভারতবর্ষ যবন অধিকার হইতে উদ্ধার করা। কিন্তু সে কথা এখানে বিচার করিবার প্রয়োজন নাই।

তাঁহারা অগাধ বিদ্যার বলে, বুদ্ধির চাতুর্য্যে, তর্কের ছটায়, ও বাক্‌জাল বিন্যাসে, সমস্ত দেশ স্তম্ভিত করিতেন। ক্ষোভের মধ্যে এই যে ধর্ম্মের প্রতি ইঁহাদের আন্তরিক আস্থা প্রায়ই ছিল না।

যখনকার কথা বলিতেছি, সে সময় ন্যায়-শাস্ত্রের চর্চ্চার নিমিত্ত নবদ্বীপ সমুদয় ভারতে বিখ্যাত হইয়াছিল। এ ন্যায়-শাস্ত্র পূর্ব্বে নবদ্বীপে ছিল না, ইহার চর্চ্চা মিথিলায় হইত। আর ন্যায় পড়িতে হইলে নবদ্বীপের ও অন্যান্য স্থানের পড়ুয়াগণকে মিথিলায় গমন করিতে হইত। মিথিলাবাসী পণ্ডিতগণ গৌড়ীয় পড়ুয়ার বুদ্ধি-তীক্ষ্ণতা দেখিয়া সশঙ্কিত ছিলেন। তাঁহারা বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, গৌড়ীয় ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক তাঁহাদের আধিপত্য নষ্ট হইবে। এই আধিপত্য রক্ষা করিবার নিমিত্ত তাঁহারা গৌড়ীয় কোন ছাত্রকে ন্যায়ের কোন পুস্তক সঙ্গে আনিতে দিতেন না। কাযেই পুস্তক অভাবে নবদ্বীপে ন্যায়ের টোল হইতে পারিত না।

ইহার কিছু কাল পূর্ব্বের কথা শ্রবণ করুণ। সর্ব্ব প্রথমে রামভদ্র ভট্টাচার্য্য নবদ্বীপে একটী সামান্য প্রকার ন্যায়ের টোল স্থাপন করেন। নবদ্বীপে রামভদ্র সিদ্ধান্ত-বাগীশের সমকালে প্রধান অধ্যাপক দুই জনের নাম শুনা যায়, যথা মহেশ্বর বিশারদ ও নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী। নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী শ্রীগৌরাঙ্গের মাতামহ। বিশারদের বাড়ী নবদ্বীপের বিদ্যানগরে। তাঁহার দুই পুত্র সার্ব্বভৌম ও বাচস্পতি। ইঁহারা দুই জনে রামভদ্রের টোলে ন্যায় অভ্যাস করিতে লাগিলেন। বিশারদের যেরূপ সতেজ বুদ্ধি, তাঁহার দুই পুত্রেরও সেইরূপ। তবে বোধহয়, সার্ব্বভৌমের ন্যায় (ইঁহার নাম বাসুদেব) বুদ্ধিমান তখন ভারতে কেহ ছিলেন না। রামভদ্র ন্যায়শাস্ত্র পড়ান বটে, কিন্তু গ্রন্থ অভাবে পদে পদে পদস্খলন হয়। ইহা দেখিয়া, আর পড়িতে অনেক কষ্ট পাইয়া, বাসুদেব মনোমধ্যে একটী সংকল্প করিলেন। সেটী এই যে, তিনি যে গতিকেই হউক মিথিলা হইতে ন্যায়ের গ্রন্থ নবদ্বীপে আনয়ন করিবেন। এই মনস্থ করিয়া, আর পাঠ সমাপ্তির নিমিত্ত, বাসুদেব, মিথিলায় গমন করিলেন। কিছু কাল পরে ন্যায়ের বৃহৎ গ্রন্থ কণ্ঠস্থ করিয়া বাসুদেব সার্ব্বভৌম নবদ্বীপে আসিলেন! এই অমানুষিক ব্যাপারের নিমিত্ত বঙ্গদেশ চিরকাল বাসুদেবের নিকট কৃতজ্ঞ থাকিবে। এই প্রথম প্রকৃত প্রস্তাবে নবদ্বীপে ন্যায়ের টোল স্থাপিত হইল।

এইরূপে বাসুদেব সার্ব্বভৌম ন্যায়ের গ্রন্থ নবদ্বীপে আনিলেন। আর সেই সঙ্গে সঙ্গে মিথিলার একাধিপত্য লোপ হইয়া নবদ্বীপে আসিল। সার্ব্বভৌমের খ্যাতি সমস্ত ভারতবর্ষে প্রচারিত হইল, এবং পড়ুয়াগণ তাঁহার টোলে ঝাঁকে ঝাঁকে আসিয়া শ্রীনবদ্বীপ পরিপূর্ণ করিতে লাগিল। এই উপলক্ষে নবদ্বীপের সৌভাগ্য বহু গুণ বৃদ্ধি পাইল।

বিবেচনা করিতে গেলে নবদ্বীপের প্রতিপত্তি বাণিজ্যের স্থান কি রাজধানী বলিয়া ছিল না। সর্ব্ব দেশেই রাজার কি বাণিজ্যের স্থান বলিয়া নগরের সৃষ্টি হয়। কিন্তু নবদ্বীপে বাণিজ্যের তাদৃশ সুবিধা বা বিস্তার ছিল না, নবদ্বীপ তখন রাজধানীও নহে, নবদ্বীপের বাণিজ্য কেবল বিদ্যা লইয়া। নবদ্বীপের ভদ্রলোক মাত্রেই বিদ্যারসে একেবারে উন্মত্ত ছিলেন। কি বৃদ্ধ, কি বালক, কি নর, কি নারী, সকলেরই মধ্যে শাস্ত্রালাপ ব্যতীত আর প্রায় কোন কার্য্যই ছিল না।

নবদ্বীপের তখন যে অবস্থা হইল তাহা কোথাও কোন কালে দেখা যায় নাই। কোন নগর কখন যুদ্ধের নিমিত্ত উন্মত্ত হয়, কখন বা নাগরিয়াগণ ধনোপার্জ্জনের নূতন কোন পথ আবিষ্কৃত হওয়ায় উন্মত্ত হয়, কখন বা কোন নূতন ধর্ম্ম লইয়া কি কোন রাজনৈতিক কি সামাজিক পরিবর্ত্তন লইয়া উন্মত্ত হয়। নবদ্বীপ নগর বিদ্যা লইয়া উন্মত্ত হইল! ভদ্রলোকে অন্যান্য চিন্তা একেবারে ছাড়িয়া দিল। সকলেরই মনের ভাব যে বিদ্যা-উপার্জ্জনই জীবের প্রধান সাধন। যে পণ্ডিত, তাহারই জীবন সার্থক। যে পণ্ডিত, সেই মনুষ্য, সেই রূপবান, সেই কুলীন, এবং সেই সুখী। পাঁচ বৎসর বয়ঃক্রম হইতেই বিদ্যা উপার্জ্জনের চেষ্টা আরম্ভ হইত। মাতার এক মাত্র ইচ্ছা পুত্র পণ্ডিত হয়, পিতার ত হইবেই। যাহার কন্যা থাকিত, তিনি পণ্ডিত জামাইকে কন্যা দান করিতেন। ধনী লোকে, বিদ্বান লোক প্রতিপালনের নিমিত্ত ধন ব্যয় করিতেন। বিদ্বান লোক পথে দেখিলে সকলে এক পাশ হইতেন। এইরূপে সহস্র সহস্র লোকে দিবা নিশি বিদ্যা চর্চ্চা করায় নবদ্বীপের আকৃতি প্রকৃতি অন্য নগর হইতে পৃথক হইয়া গেল। স্ত্রীলোক ঘাটে শাস্ত্র-চর্চ্চা করিতেছে, বালকগণ স্থানে স্থানে বিদ্যা-যুদ্ধ করিতেছে, আর পড়ুয়াগণ নগর একেবারে অধিকার করিয়া লইয়াছে। পড়ুয়াগণ দলে দলে নগরে বেড়াইতেছে, গঙ্গাতীরে মণ্ডলী করিয়া সহস্র সহস্র পড়ুয়া স্থানে স্থানে বিদ্যা-চর্চ্চা

করিতেছে। সহস্র সহস্র পড়ুয়া প্রত্যহ নগরে নানা স্থান হইতে প্রবেশ করিতেছে। সকলেরই বাম হাতে পুঁথি, পুঁথি ছাড়িয়া পড়ুয়াগণের বাহির হইবার যো নাই। পুঁথি তাহাদের ভূষণ, পুঁথি তাহাদের সঙ্গী, বন্ধু ও বল।

প্রত্যেক গলিতে টোল, প্রত্যেক টোলে সহস্র সহস্র পড়ুয়া। স্নান করিবার সময় ঘাটে পড়ুয়ায় পড়ুয়ায় দেখা দেখি হইত, আর বিদ্যা-চর্চ্চা ও তর্ক আরম্ভ হইত। এক অধ্যাপকের ছাত্রের সঙ্গে অন্য অধ্যাপকের ছাত্রের বিবাদ বাধিত। কখন কখন এই যুদ্ধে মারামারি পর্য্যন্ত হইত, কেহ বা সন্তরণ দিয়া ওপারে পলায়ন করিত। স্নানের সময় পড়ুয়ার উৎপাতে গঙ্গা কর্দ্দমময় হইত।

বহুতর লোকের নবদ্বীপে বাসা-বাড়ি ছিল। কেহ বা পুত্রকে অধ্যয়ন করাইবার নিমিত্ত থাকিতেন। কেহ বা বিদ্যা-চর্চ্চা করিতে কি শুনিতে নবদ্বীপে থাকিতেন। কেহ বিখ্যাত অধ্যাপকগণকে দর্শন করিতে আসিতেন। নবদ্বীপে না পড়িলে কাহারও বিদ্যার সমাপ্তি হইত না।

যদি কোন দেশে কেহ পণ্ডিত হইতেন, তবে তিনি নবদ্বীপে পরীক্ষা দিতে, বা দম্ভ করিয়া জয় লাভ করিতে আসিতেন। তখন নগরে হুলস্থূল পড়িয়া যাইত। বিদ্যাই নবদ্বীপের উৎসব ও আনন্দ।

এইরূপ যখন নবদ্বীপের অবস্থা, সেই সময় সার্ব্বভৌম, ন্যায়ের গ্রন্থ কণ্ঠস্থ করিয়া, নবদ্বীপে টোল স্থাপন করিলেন। ভগবানের একটি নিয়ম আছে যে, তাঁহার কাছে একান্ত মনে যাহা চাও তিনি তাহাই দিয়া থাকেন। নবদ্বীপের লোক যেমন বিদ্যা বিদ্যা করিয়া দিন যাপন করিতে লাগিলেন, তেমনি এই অদ্ভুত নগরে বিদ্যা শিখিবার লোকের সৃষ্টি ও আবির্ভাব হইতে লাগিল। অতএব যখন সার্ব্বভৌম টোল বসাইলেন, তখন রঘুনাথ, রঘুনন্দন, কৃষ্ণানন্দ, প্রভৃতি ছাত্রগণ বিদ্যা উপার্জ্জন করিতে লাগিলেন। সার্ব্বভৌম টোল করিলেই উঁহারা সকলেই তাঁহার টোলে প্রবেশ করিলেন।

প্রথম রঘুনাথ—ইনি দিধীতির গ্রন্থকার। ন্যায়ের এরূপ গ্রন্থ আর নাই। তাঁহার ন্যায় নৈয়ায়িক জগতে সৃষ্ট হয় নাই।

দ্বিতীয় ভবানন্দ—ইনি রঘুনাথের সমকক্ষ জগদীশের গুরু। ইহাই বলিলে যথেষ্ট হইবে যে পণ্ডিত জগদীশের নামে ন্যায় শাস্ত্রকে জাগদিশী বলে।

রঘুনন্দন—ইনি স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য। ইনি স্মৃতি অষ্টাবিংশতি অধ্যায়ে বিভাগ করিয়া যে স্মৃতি-তত্ত্বের সৃষ্টি করেন, তাহা অদ্যাবধি বাঙ্গলায় রাজত্ব করিতেছে।

কৃষ্ণানন্দ—ইনি তন্ত্রসার গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ইনি তন্ত্রশাস্ত্রের রাজা।

এই সকল লোক চির দিন পূজিত থাকিবেন। ইঁহাদের ন্যায় পণ্ডিত বঙ্গদেশে প্রায় কেহ জন্মগ্রহণ করেন নাই। ইঁহারা যে কীর্ত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন, তাহা অদ্যাবধি দেদীপ্যমান রহিয়াছে, আর যত দিন সংস্কৃত ভাষা থাকিবে, তত দিন ইঁহাদের কীর্ত্তি অক্ষুন্ন থাকিবে। ইঁহারাই নবদ্বীপের, বঙ্গদেশের, ও ভারতবর্ষের ভূষণ-স্বরূপ। ইঁহাদের মধ্যে কে বড়, কে ছোট, তাহা বিচার করা দুষ্কর ও নিষ্প্রয়োজন। এই সময়ে এই সমস্ত ছাত্র পরিবেষ্টিত হইয়া সার্ব্বভৌম বিরাজ করিতেছিলেন।

এই টোলে কিছু কালের জন্য আর একটি ছাত্র পড়িয়াছিলেন। উপরে যে সকল জগদ্বিখ্যাত পড়ুয়াগণের নাম করা গেল, তাঁহারা সকলেই এই ছাত্রকে ভয় করিতেন। তাঁহার নিকট সকলের প্রতিভা লোপ পাইত। তাঁহার নাম নিমাই। তাঁহারই কথা এই গ্রন্থে লিখিব।

এইরূপে বাসুদেব কর্ত্তৃক নবদ্বীপে নব্য ন্যায়ের সৃষ্টি হইল বটে, কিন্তু তাঁহার আর বহু দিন নবদ্বীপে বাস করা হইল না। তখন উড়িষ্যার স্বাধীন রাজা শ্রীপ্রতাপরুদ্র গজপতি। এই রাজার দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে মুসলমানগণ তাঁহার সুবিস্তৃত রাজ্য মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিত না। তিনি সার্ব্বভৌমের যশ শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে সমাদর করিয়া এবং বৃত্তি দিয়া নিজ দেশে লইয়া গিয়া স্থাপন করিলেন। তখন সার্ব্বভৌমের টোল নীলাচল পুরীতে হইল। কিন্তু তাহাতে নবদ্বীপের বড় ক্ষতি হইল না। কেন না, যেমন সার্ব্বভৌম নবদ্বীপ ত্যাগ করিয়া গমন করিলেন, তেমনি রঘুনাথ রহিলেন, ভবানন্দ রহিলেন, রঘুনন্দন রহিলেন, ও সার্ব্বভৌমের ভ্রাতা বাচস্পতি রহিলেন। সার্ব্বভৌম নীলাচলে গিয়াছেন শুনিয়া ভারতের তাবৎ স্থান হইতে পড়ুয়াগণ সেখানেও জুটিতে লাগিল। সার্ব্বভৌম শুদ্ধ ন্যায়-শাস্ত্র পড়াইতেন তাহা নহে, বেদ বেদান্ত ও দণ্ডীদিগের উপযোগী অন্যান্য শাস্ত্রও পড়াইতেন, এবং বহুতর দণ্ডী তাঁহার শিষ্য ছিল।

জগন্নাথ মিশ্র নামক এক জন বৈদিক ব্রাহ্মণ, এই সার্ব্বভৌমের সমা-

ধ্যায়ী ছিলেন। তিনি উপেন্দ্র মিশ্রের তনয়। নিবাস ছিল শ্রীহট্টের মধ্যে ঢাকা দক্ষিণ গ্রামে। উপেন্দ্র মিশ্রের সাত পুত্র। জগন্নাথ তৃতীয়। এই জগন্নাথ নবদ্বীপে অধ্যয়ন করিতে আসেন, আসিয়া পরম পাণ্ডিত্য লাভ করেন। দেখিতে পরম সুন্দর, এমন কি, নবদ্বীপে তিনি এক জন অদ্বিতীয় রূপবান ব্যক্তি বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন। সুধু তাহাও নহে, জাত্যাংশেও কুলীন, ভরদ্বাজ বংশজাত। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী, সার্ব্বভৌমের পিতা বিশারদ ও গুরু রামভদ্র, এক সময়ের লোক। এই নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর দুই পুত্র, দুই কন্যা। জ্যেষ্ঠা কন্যার নাম শচী। এই শচী দেবীর সহিত, নীলাম্বর, জগন্নাথ মিশ্রের রূপ গুণ দেখিয়া, বিবাহ দিলেন। জগন্নাথ মিশ্র তাঁহার পাণ্ডিত্যের নিমিত্ত পুরন্দর আখ্যা পাইয়াছিলেন। তিনি নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর কন্যাকে বিবাহ করিয়া, অন্যান্য শ্রীহট্টিয়েরা নদীয়ার যে পাড়ায় বসতি করিতেন, সেই পাড়ায় বাসস্থান করিয়া শচী দেবীকে লইয়া সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। এই জগন্নাথ ও শচী আমাদের নিমাইয়ের পিতা ও মাতা। নীলাম্বর, কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্য্যরত্নকে দান করেন। চন্দ্রশেখর জগন্নাথের বাড়ীর নিকটে বাস করিলেন।

জগন্নাথ মিশ্র আর শ্রীহট্টে ফিরিয়া গেলেন না। যদিও দরিদ্র, তবু তাঁহার সংসার নির্ব্বাহ অনায়াসেই হইত। জগন্নাথের উপর্য্যুপরি আট কন্যা হয়, এবং সবগুলিই নষ্ট হয়। তাহার পরে এক পুত্র জন্মে, তাহার নাম রাখেন বিশ্বরূপ। দম্পতির এই পুত্র সর্ব্বস্ব ধন ছিল। বিশ্বরূপ রূপে গুণে অতুলনীয়। পুত্রের বয়স যখন আন্দাজ আট বৎসর, তখন জগন্নাথের পিতা মাতার নিকট হইতে আজ্ঞা পত্র আসিল। তাহাতে লেখা ছিল যে, সত্বর তিনি যেন স্ত্রী পুত্র সমভিব্যাহারে তাঁহাদিগকে দর্শন করেন। পিতা মাতার এই আজ্ঞাপত্র আসিলে শচী দেবীও শ্বশুর শাশুড়ি দর্শন জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল হইলেন। স্ত্রী পুরুষ দুই জনে তখন পুত্রটিকে লইয়া যাত্রা করিয়া, ক্রমে শ্রীহট্টে নিজ গৃহে পৌছিলেন।

এ ১৪০৬ শকের কথা। ঐ শকের মাঘ মাসে শচী দেবীর আবার গর্ভ হইল। তখন বিশ্বরূপের বয়ঃক্রম নয় কি দশ বৎসর। কোন কোন গ্রন্থে দেখিতে পাই যে, জগন্নাথের নবদ্বীপে ফিরিবার ইচ্ছা ছিল না, তবে তাঁহার মাতা শোভাদেবীর আদেশ ক্রমে তিনি স্ত্রী পুত্র লইয়া নবদ্বীপে

প্রত্যাগমন করেন। শোভাদেবী রাত্রিতে স্বপ্ন দেখেন যে, কোন মহাপুরুষ তাঁহাকে বলিতেছেন যে পুত্রবধুর গর্ভে শ্রীভগবানচন্দ্র স্বয়ং প্রবেশ করিয়াছেন, অতএব তিনি শীঘ্র ইঁহাদিগকে নবদ্বীপে পাঠাইয়া দেন। এই জন্য শোভাদেবী জগন্নাথকে শীঘ্র নবদ্বীপে গমন করিতে আদেশ করেন।

দশহরার সময়, গঙ্গা-স্নানের যাত্রীগণ সমভিব্যাহারে, জগন্নাথ স্ত্রী পুত্র লইয়া নবদ্বীপের বাড়ীতে ফিরিলেন। শচীর গর্ভ দশম মাস উত্তীর্ণ হইল, তবু পুত্র কন্যা কিছুই হইল না, ক্রমে একাদশ মাসও উত্তীর্ণ হইল। মাঘ মাসে গর্ভ হইয়াছিল, আবার এক মাঘ আসিল, তবু শচী প্রসব করিলেন না। পরে ফাল্গুন মাস আসিল, তখন জগন্নাথ ব্যস্ত হইয়া শ্বশুর নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীকে ডাকাইলেন। তিনি বিখ্যাত গণক। নীলাম্বর গণনা করিয়া দেখিলেন, অতি সত্বর শচী প্রসব করিবেন, এবং তাঁহার গর্ভে কোন এক মহাপুরুষ জন্ম লইবেন। এই কথা শুনিয়া সকলে স্থির হইলেন।

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত হইতে জ্যোতিষ-প্রকাশ-গ্রন্থকার এই কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন, যথা :—

চৌদ্দ শত সাত শকে মাস যে ফাল্গুন।
পৌর্ণমাসী সন্ধ্যাকালে হৈল শুভ ক্ষণ॥
সিংহ রাশি সিংহ লগ্ন উচ্চ গ্রহগণ।
ষড় বর্গ অষ্ট বর্গ সর্ব্ব শুভ ক্ষণ॥

এই কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিয়া গ্রন্থকার শ্রীগৌরাঙ্গদেবের জন্ম-পত্রিকা দিয়াছেন। দিয়া তাঁহার গ্রন্থ সমাপ্ত করিয়াছেন। জ্যোতিষ-শাস্ত্র যে সত্য ইহাই প্রমাণ করিবার নিমিত্ত গ্রন্থকার শ্রীগৌরাঙ্গদেবের জন্ম-পত্রিকা দেখাইয়াছেন। অন্যান্য বহুতর জ্যোতিষীগণও এই জন্ম-পত্রিকা বিচার করিয়াছেন। তাঁহারা সকলে ইহাই সাব্যস্ত করিয়াছেন যে, এরূপ “সর্ব্ব শুভ ক্ষণ” সংযোগ হওয়া নিতান্ত দুর্ঘট।

শ্রী

অমিয় নিমাই চরিত।

চতুর্থ খণ্ড।

—০:০—

শ্রী শিশির কুমার ঘোষ দাস কর্ত্তৃক

গ্রন্থিত।

কলিকাতা।

বাগবাজার, ২নং আনন্দচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের লেন,
স্মিথ এণ্ড কোং যন্ত্রে শ্রীকেশবলাল
রায় দ্বারা মুদ্রিত।

মূল্য ১৲ এক টাকা।

সূচীপত্র।

চতুর্থ অধ্যায়।

পঞ্চম অধ্যায়।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

সপ্তম অধ্যায়।

অষ্টম অধ্যায়।

নবম অধ্যায়।

দশম অধ্যায়।

শ্রীমঙ্গলাচরণ।

অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড লোমকূপে যাঁর।
পরমাণু মাঝে বিরাজ যাঁহার ॥
নিরাশ্রয়ে ভাসে যত জীবগণ।
জীব দুঃখে যাঁর দ্রবীভূত মন ॥
মনুষ্যে অভয় দান করিবারে।
উদিলেন ভবে মানুষ আকারে ॥
রূপ আর গুণে ভুবন মোহিয়া।
লুকালেন যিনি জীবে আশ্বাসিয়া।
এ হেন ঠাকুর সুন্দর সুজন।
বলরাম দাস করয়ে ভজন ॥

ভূমিকা।

আমাকে অনেক সময় একটি ভাবে অভিভূত করে, সেটি এই যে, শ্রীগৌরাঙ্গ অবতারের ন্যায় বৃহৎ ঘটনা জগতে অদ্যাপি হয় নাই। দেখুন, শ্রীভগবানের ন্যায় বৃহৎ বস্তু কিছুই নাই, বলিতে কি, তিনিই সব, তাঁহা ব্যতীত এ সংসারে কিছুই নাই। সেই বৃহৎ বস্তুটি, কি সংসারের সেই কেবল মাত্র বস্তুটি, আমাদের নিকট গুপ্তভাবে রহিয়াছেন। তাঁহার সম্বন্ধে যে জ্ঞান ইহার ন্যায় বহুমূল্য সম্পত্তি জীবের আর কিছু হইতে পারে না। কত বৃহৎ সাম্রাজ্যের পতন হইতেছে, কত প্রকাণ্ড সমর হইতেছে, কত নৈসর্গিক বিপ্লব হইতেছে, এমন কি ব্রহ্মাণ্ড পর্য্যন্ত লয় হইতেছে। এ সমুদায় বৃহৎ ঘটনা সন্দেহ নাই। কিন্তু বলিতে কি, সে সমুদায় ঘটনার সহিত আমাদের বিশেষ কোন সম্বন্ধ নাই। যদি আমাদের গতি শ্রীভগবান হইলেন, অর্থাৎ যদি মৃত্যুর পরে জীবন থাকে, তবে এই সৌরজগৎ নাশ হইলেই বা আমাদের ক্ষতি কি? যদি থাকে, তবে এ জগতে মহারাজ্য পাইলেই বা আমাদের লাভ কি? কারণ এ জড় জগতের সহিত আমাদের সম্বন্ধ ক্ষণিক বই নয়।

অতএব শ্রীভগবান সম্বন্ধে যে জ্ঞান ইহাই আমাদের কেবল মাত্র সম্পত্তি; এমন কি ইহা ব্যতীত আমাদের আর কোন সম্পত্তি হইতে পারে না। এই সংসারের অনিত্যতা যাঁহাদের সম্যক্ প্রকারে হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে, তাঁহারা অস্থির হইয়া সংসারের শৃঙ্খল ছিন্ন করিয়া "কোথা যাব, কি করিব" করিয়া দিবা নিশি যাপন করেন। এইরূপে চেতন জীব মাত্রে যে কেন অস্থির না হয়েন ইহা বড় আশ্চর্য্যের কথা। কারণ সংসার যে অনিত্য ইহা জীব মাত্রে প্রতিক্ষণে অনুভব করিতে পারিতেছেন। তাই আমাদের শাস্ত্রকর্ত্তাগণ মায়া বলিয়া একটি কথার সৃষ্টি করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, এই মায়ারূপ শক্তি কর্ত্তৃক অভিভূত হইয়া জীব নিশ্চিন্ত হইয়া জগতে বিচরণ করিতেছে। এই মায়া না থাকিলে জীব ক্ষণমাত্র নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিত না। দেখুন, প্রীতি বিচ্ছেদ হইবে জানিয়াও লোক স্বচ্ছন্দে উহা কর্ত্তৃক আবদ্ধ হইতেছে; আপনি অতি ক্ষুদ্র ও নিরাশ্রয় জানিয়াও অন্যের উপর আধিপত্য করিতেছে; মরিবে নিশ্চিত জানিয়াও অমরের ন্যায় কার্য্য করিতেছে।

দেখিবেন, জগতে অনেক বুদ্ধিমান, বিদ্বান, পণ্ডিত লোক আছেন। সব বুঝেন, কেবল আপনার প্রকৃত স্বার্থের বেলা অন্ধ থাকেন। প্রকৃত কথা,

পরম পণ্ডিত লোক যিনি অতি সূক্ষ্ম তত্ত্ব নির্ণয় করিতেছেন, অতি বিদ্বান যিনি সমুদয় শাস্ত্র মন্থন করিতেছেন, অতি চতুর যিনি আপন বুদ্ধিবলে জগৎ করতলে আনয়ন করিতেছেন; অথচ আপনি যে মরিবেন তাহা ভুলিয়া সেই মহা প্রস্থান পথের সম্বল করিতেছেন না, তিনি পণ্ডিতও নয় বুদ্ধিমানও নয়। তিনি প্রকৃত পক্ষে অতি অন্ধ ও অভাগ্য। তাঁহার বৃথা জ্ঞানকে আমরা প্রশংসা করি না।

জীবমাত্রে প্রায় এইরূপ। বাজারে যাও, পথে বেড়াও, সভায় যাও, দেখিবে জীবে কেবল বাজে কথা বলিতেছে। শ্রীগৌরাঙ্গের এক উপদেশ এই যে, "গ্রাম্য কথা কহিও না, গ্রাম্য কথা শুনিও না।" কিন্তু এই জগৎ কেবল গ্রাম্য কথা লইয়া বিভোর। আলু, পটল, মকৰ্দ্দমা, আপনার আধিক্য, পরের কুৎসা, এই সমুদয় লোকের সময় কাটাইবার উপায়। কিসে স্বার্থ-সাধন হইবে, কিসে শত্রু দমন করিবে, ইহা লইয়া জীব মাত্র ব্যস্ত।

যাঁহারা মায়ারূপ কুজ্ঝটিকা ভেদ করিয়া একটু অগ্রে দর্শন করিতে পারেন, তাঁহারা সমুদায় কার্য্য ফেলিয়া, আমি কে, আমি কার, আমার কৰ্ত্তব্য কি, ইত্যাদি অনুসন্ধানে প্রবর্ত্ত হয়েন। ইঁহাদের কেহ কেহ পরিশেষে জগতে ধর্ম্মশাস্ত্র প্রচার করেন। যাঁহাদের কিছু প্রাপ্তি হয়; তাঁহারা সরস, যাঁহাদের তাহা না হয়, তাঁহার অসরস শাস্ত্র প্রচার করিয়া থাকেন। সংসার অনিত্য, এ জ্ঞান ভারতবর্ষে যেরূপ প্রবল, এরূপ আর কোথাও নহে, সুতরাং এখানে এই ধর্ম্মশাস্ত্র বহুল পরিমাণে কর্ষিত হইয়াছে। এই ধর্ম্মশাস্ত্রবেত্তাগণকে আমরা মুনি বলিয়া থাকি। ইঁহারা সাধন বলে ধর্ম্মশাস্ত্র আবিষ্কার ও বিকসিত করেন। জীবের প্রকৃতি ও রুচি ভিন্ন ভিন্ন। সুতরাং এই বহুল পরিমাণে শাস্ত্র মধ্যে নাস্তিকতা আছে, আস্তিকতা আছে, ভক্তির কথা আছে, ভক্তির বিরোধী কথাও আছে। লোকে আপনার প্রকৃতি কি, শিক্ষা কি, অধিকারানুসারে এই সমুদায় আবিষ্কৃত ধর্ম্মের মধ্যে আপনার ধর্ম্ম বাছিয়া লয়। এইরূপে আমাদের দেশে নাস্তিকতা হইতে বৈষ্ণব ধৰ্ম্ম পর্য্যন্ত নানা প্রকার ধর্ম্ম প্রচলিত হইয়াছে।

কিন্তু জীবে অন্য আর এক উপায়ে ধর্ম্ম কথা শিখিয়া থাকে, সে অবতার দ্বারা। কোন বস্তু বনে না যাইয়া, তপস্যা না করিয়া, এমনি কোন শক্তি কর্তৃক চালিত হইয়া জীবকে ধর্ম্ম উপদেশ দিতে লাগিলেন। ক্রমে সেই বস্তুর বহুতর শিষ্য হইল, পরিশেষে তিনি অবতার বলিয়া, অর্থাৎ ভগবানের

কৃপাপাত্র, কি তাঁহার প্রেরিত বলিয়া, পরিগণিত হইলেন। অবতার কি না, যিনি শ্রীভগবানের দূত, কি সমাচার-বাহক, কি কোন নিজজন, কি তিনি স্বয়ং। যেমন উদ্ধব মথুরা হইতে শ্রীমতী রাধিকার নিকট শ্রীকৃষ্ণের সংবাদ লইয়া আসিয়াছিলেন, তেমনি অবতারগণ শ্রীভগবানের সংবাদ লইয়া জীবগণকে তাঁহার প্রকৃতি ও তাহাদের কর্ত্তব্য কি, অবগত করিয়া থাকেন। গীতা গ্রন্থখানি এখন সর্ব্বত্র গ্রাহ্য। কি স্বদেশে, কি বিদেশে, কি হিন্দু, কি অহিন্দু, সকলেই শ্রীগীতা গ্রন্থখানিকে পূজা করিয়া থাকেন। অর্থাৎ ইহাতে প্রকাশিত কথাগুলিকে পরম শ্রদ্ধা করিয়া থাকেন। সেই গীতা গ্রন্থ বলিতেছেন যে, যেথানে ধর্ম্ম গ্লানি হয়, সেখানে জীবকে ধর্ম্ম শিক্ষা দিবার নিমিত্ত শ্রীভগবানের অবতার হইয়া থাকে।

এ কালের তিনটি অবতারের কথা বলিব, যথা যীশু, পরে মহম্মদ, পরে গৌরাঙ্গ। যীশুর মতাবলম্বীরা বলেন যে, তাঁহাদের প্রভু ঈশ্বরের পুত্র; মুসলমানগণ বলেন, তাঁহাদের প্রভু ঈশ্বরের বন্ধু; গৌরাঙ্গের গণ বলেন, তাঁহাদের প্রভু স্বয়ং পূর্ণব্রহ্ম সনাতন।

অবতারের নাম শুনিয়া আপনারা অবজ্ঞা করিবেন না। এই জগতের মধ্যে সকলেই অবতারের অনুগত। রুষিয়ার সম্রাট্ ও গ্লাডষ্টোন অবতার মানেন, জাপান দেশের সম্রাট্ অবতার মানেন, তুর্কীর সুলতান অবতার মানেন, আর হিন্দুগণ যাঁহারা জগতে গীতা গ্রন্থ প্রচার করিয়াছেন, অবশ্য তাঁহারা অবতার মানেন। অতএব জগতের যখন সকল জাতি অবতার মানেন, তখন অবতারকে অবজ্ঞা করিবার কাহারও অধিকার নাই। যেহেতু যে বিষয়ে সর্ব্ব দেশে সর্ব্ব সময়ে একরূপ বিশ্বাস, তাহা অবশ্য সত্য ইহা পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন।

এই সমস্ত অবতার একই স্থানের (পরকালের) সংবাদ একই স্থানে (এই জগতে) প্রচার করেন। সুতরাং যদি অবতার প্রকরণ সত্য হয়, তবে অবতারগণ যে সমুদায় সংবাদ লইয়া আসিয়াছেন, তাহা একরূপ হওয়া উচিত। মনে ভাবুন, যীশু শ্রীভগবানের নিকট হইতে সংবাদ আনিয়াছেন, মহম্মদও আনিয়াছেন। কিন্তু যদি তাঁহাদের বাক্যের অনৈক্য হয়, তবে বিষম গণ্ডগোল হইবে। তাহা হইলে হয়, উভয়েই কৃত্রিম, না হয় অন্ততঃ একজন কৃত্রিম, ইহা প্রমাণিত হইবে। কিন্তু অবতারগণের কথায় অমিল

নাই। শ্রীভগবান আছেন, পরকাল আছে, ও ভক্তির দ্বারা শ্রীভগবানকে পাওয়া যায়, ইহা অবতার মাত্রের শিক্ষা।

ভগবান মানে ঈশ্বর নহেন, ভক্তের উপাস্য ধন। অর্থাৎ পরিমিত কি সাকার পুরুষ। অবশ্য খ্রীষ্টিয়ান কি মুসলমানগণ শ্রীভগবানকে অপরিমিত নিরাকার বলিয়া বর্ণনা করেন, কিন্তু সে মুখে, হৃদয়ে নয়। যখন তাহারা শ্রীভগবানকে সিংহাসনে বসাইয়া তাঁহার পাত্র মিত্র সদালাপ বর্ণনা করেন, তখন প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁহারা ভগবানকে পরিমিত বলিয়া স্বীকার করেন। অবতার প্রকরণ যে সত্য ইহার অতি আশ্চর্য্য প্রমাণ এই যে, যদিও ভিন্ন ভিন্ন দেশে ও ভিন্ন ভিন্ন সময়ে অবতারের উদয় দেখা যায়, তবুও তাঁহাদের শিক্ষা এক জাতীয়। আর এই শিক্ষার অনেক অননুভবনীয় নূতন সামগ্রী পূর্ব্বে জগতে ছিল না। ধর্ম্ম মুনিগণ ও অবতার কর্ত্তৃক প্রচারিত হইয়া থাকে। মুনি কর্ত্তৃক প্রচারিত ধর্ম্ম জগতে আর কোথাও নাই, কেবল ভারতবর্ষে আছে। পৃথিবীর অন্য সকল স্থানে যে সমুদায় ধর্ম্ম প্রচলিত, ইহা অবতার কর্ত্তৃক। ভারতে মুনি কর্ত্তৃক প্রচারিত বহুতর ধর্ম্ম শাস্ত্ররূপে প্রচলিত আছে। যথা—বৈদান্তিক, তান্ত্রিক প্রভৃতি। একটু বিবেচনা করিলে দেখা যাইবে যে, এ সমুদায় ধর্ম্মের সহিত অবতার প্রচারিত ধর্ম্মের বিশেষ ঐক্য নাই। তাহার কারণ অবতার প্রচারিত ধর্ম্মের ভিত্তিভূমি ভগবান ও ভক্তি, অন্যান্য ধর্ম্মের ভিত্তিভূমি শক্তি ও প্রক্রিয়া।

এই অবতারগণের মধ্যে আমরা শ্রীগৌরাঙ্গকে সর্ব্ব প্রধান বলি, কারণ—

১। তিনি যখন নবদ্বীপে উদয় হয়েন, তখন পাণ্ডিত্যে সে নগরের যেরূপ উন্নত অবস্থা এরূপ কোন স্থানে কোন কালে হয় নাই। সেখানে তখন আবাল বৃদ্ধ, নর নারী, বড় ছোট কেবল বিদ্যা, শুধু বিদ্যা নয়, অতি সূক্ষ্ম অধ্যাত্ম চর্চ্চা লইয়া উন্মত্ত হইয়াছেন। তখন যে সমুদায় অতি দুর্ব্বোধ্য, অতি সূক্ষ্ম চর্চ্চা, সাধারণের খেলার সামগ্রী ছিল, বালকগণ পর্য্যন্ত যাহা লইয়া তর্ক ও বিচার করিতেন, এখন মহা পণ্ডিত লোকে উহা বুঝিতে পর্য্যন্ত পারেন না। সেই সময় সেই সমাজের মধ্যস্থানে শ্রীগৌরাঙ্গ স্বয়ং শ্রীভগবান বলিয়া পূজিত হয়েন। অন্যান্য অবতারগণ অপেক্ষাকৃত অসভ্য লোক কর্ত্তৃক সম্মানিত হইয়াছিলেন।

২। তখনকার যে কয়েকজন প্রধান ব্যক্তি, সকলেই তাঁহাকে ভগবান বলিয়া পূজা করিয়াছেন। যথা, শ্রীহরিদাস—যিনি বেত্রাঘাতে যখন মরিতে-

ছেন তখন আপনার বেদনা ভুলিয়া শ্রীভগবানের নিকট তাঁহার হত্যাকারী-গণের মোচন প্রার্থনা করিয়াছিলেন। শ্রীবাসুদেব দত্ত,—যিনি জগতের যত জীব সকলের পাপ নিজ স্কন্ধে লইয়া তাহাদিগকে নিষ্পাপ করিবেন, এই প্রার্থনা শ্রীভগবানের নিকট করিয়াছিলেন। শ্রীবাসুদেব সার্ব্বভৌম,—যিনি তখনকার সর্ব্ব প্রধান নৈয়ায়িক। প্রকাশানন্দ সরস্বতী,—যিনি তখন ভারত-বর্ষের শঙ্করাচার্য্যের প্রতিনিধি। শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য—যিনি গৌড়ের, ও বল্লভাচার্য্য—যিনি পশ্চিমের বৈষ্ণবগণের সর্ব্বপ্রধান। এই সমস্ত লোকের শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুকে শ্রীভগবান বলিয়া এরূপ বিশ্বাস ছিল যে তাঁহারা হিন্দু হইয়া গঙ্গাজল তুলসী লইয়া তাঁহার চরণ পূজা করিতেন।

৩। তিনি বল দ্বারা, কি তর্ক দ্বারা, কি বক্তৃতা দ্বারা ধর্ম্ম-প্রচার করেন নাই। জীবে তাঁহাকে দর্শন, কি তাঁহার দুই একটি কথা শুনিয়া, কি তাঁহা কর্ত্তৃক আলিঙ্গিত হইয়া, তাঁহাকে শ্রীভগবান বলিয়া বিশ্বাস করিত।

প্রকাশানন্দ দশ সহস্র শিষ্য লইয়া বিরাজ করিতেন ও তখন ভারত-বর্ষের সর্ব্ব প্রধান সন্ন্যাসী বলিয়া পূজিত ছিলেন। তিনি শ্রীগৌরাঙ্গের কৃপায় প্রেমধন পাইয়া বলিতেছেন, যথা—

ধর্ম্মাস্পৃষ্টঃ সতত পরমাবিষ্ট এবাত্যধর্ম্মে,
দৃষ্টিং প্রাপ্তো নহি খলু সতাং স্পৃষ্টিষু কাপি নো সন্।
যদ্দত্ত শ্রীহরিরসসুধাস্বাদমত্তঃ প্রনৃত্য
ত্যুচ্চৈ র্গায়ত্যথ বিলুঠতি স্তৌমি তং কঞ্চিদীশম্॥

"যে জনকে কদাপি পুণ্য স্পর্শ করে নাই, যে সর্ব্বদা উৎকট পাপাসক্ত, এবং যে কোন সাধুজন দৃষ্টপথ বা সুজন রচিত স্থান গত হয়ঃ নাই, সে ব্যক্তিও যদ্দত্ত শ্রীকৃষ্ণ রসরূপ সুধাস্বাদনে প্রমুগ্ধ হইয়া নৃত্য, গীত ও বিলুণ্ঠন করে, সেই অনির্ব্বচনীয় ঈশ্বরকে (গৌরাঙ্গকে) আমি স্তুতি করি।"

তাঁহার আর এক শ্লোক শ্রবণ করুন্—

দৃষ্টঃ স্পৃষ্টঃ কীর্ত্তিতঃ সংস্মৃতোবা, দূরস্থৈরপ্যানতো বা দৃতো বা।
প্রেম্নঃ সারং দাতুমীশো য একঃ শ্রীচৈতন্যং নৌমি দেবং দয়ালুম্॥

"যিনি একমাত্র দৃষ্ট ও আলিঙ্গিত বা কীর্ত্তিত হইলেই, অথবা দূরস্থ ব্যক্তি কর্ত্তৃক নমস্কৃত বা বহু মানিত হইলেই, প্রেমের গূঢ়তত্ত্ব প্রদান করেন, সেই একমাত্র দয়ালু শ্রীগৌরাঙ্গদেবকে নমস্কার করি।"

৪। তিনি প্রকট থাকিতে লক্ষ লক্ষ লোকে তাঁহাকে খুঁজিয়া পূজা করিতেন। এরূপ কোন অবতার জীবকে মুগ্ধ করিতে পারেন নাই।

৫। যাঁহারা অবতার, তাঁহারা আপনার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। যীশু বলিতেন, তিনি ঈশ্বরের পুত্র। মহম্মদ ঈশ্বরের সখা। শ্রীগৌরাঙ্গ স্বয়ং চিন্ময় দেহ ধারণ করিয়া চিন্ময় রত্ন সিংহাসনে শতশত ভক্তের সমক্ষে প্রকাশিত হইয়া বারম্বার বলিয়াছেন যে, তিনি স্বয়ং ভগবান, আদি ও অন্ত, তিনি জীবের দুঃখ দেখিয়া তাহাদিগকে ধর্ম্ম শিক্ষা ও অভয় প্রদান করিতে মনুষ্য সমাজে আগমন করিয়াছেন। এরূপ অদ্ভুত অননুভবনীয় ঘটনা কোন অবতার সম্বন্ধে শুনা যায় না।

৬। অবতারের যত কাহিনী উহা জনশ্রুতি হইতে সংকলিত, উহার প্রত্যক্ষ কি বিশেষ কোন প্রমাণ নাই। কিন্তু গৌরাঙ্গ প্রভুর কাহিনী তাঁহার ভক্তগণ প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়া অতি বিস্তার রূপে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। ইহা ব্যতীত, আমরা নবদ্বীপে দেখিতেছি, প্রভুর অবতারের চিহ্ন চারি দিকে ছড়ান রহিয়াছে; আমরা নিত্যানন্দ, অদ্বৈত বংশ দেখিতেছি; আমরা প্রভুর বিগ্রহ দেখিতেছি; আমরা দেখিতেছি প্রভু যেখানে গমন, অবস্থান, কি উপবেশন করিয়াছেন, তাহা তীর্থ স্থান হইয়া রহিয়াছে। আমরা দেখিতেছি শ্রীজগন্নাথ মন্দিরে সার্ব্বভৌম কৃত অঙ্কিত ষড়ভুজ মূর্ত্তি রহিয়াছে।

৭। প্রভুর লীলা ও চরিত্র বড় মধুর। সাধুসঙ্গ জীবের উপকারী ধন। সাধুসঙ্গ অপেক্ষা ভগবৎ সঙ্গ আরও উপকারী। কিন্তু ভগবৎ সঙ্গ সম্ভবে না। তাই জীবে শ্রীভগবানের লীলার দ্বারা তাঁহার সহিত সঙ্গ করিয়া থাকেন। যীশু ঈশ্বরের পুত্র, তাঁহার লীলা খেলা অতি অল্প। মহম্মদেরও ঐরূপ, তিনি ঈশ্বরের সখা। কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গ, যিনি স্বয়ং বলিয়া আপনি পরিচয় দিয়াছেন, তাঁহার জন্মাবধি শেষ পর্য্যন্ত যে লীলা রহিয়াছে, ইহা জলধির ন্যায় বিস্তীর্ণ, এবং চুমুকে চুমুকে সমান মিষ্ট। শ্রীগৌরাঙ্গের লীলা পাঠ করিয়া মুগ্ধ হইবেন না এমন জীব কোথা আছেন?

৮। অন্যান্য ধর্ম্মের যাহা শেষ, শ্রীগৌরাঙ্গ ধর্ম্মের তাহা আরম্ভ। অন্যান্য ধর্ম্মে ব্রজের নিগূঢ় রস নাই। শ্রীনন্দনন্দন বলিয়া শ্রীভগবান অন্য কোন ধর্ম্মে পূজিত হয়েন না। আমরা খ্রীষ্টিয়ান অর্থাৎ যীশুকে অবতার বলি, ও তাঁহার উপদেশ মান্য করি। কিন্তু খ্রীষ্টিয়ানগণ বৈষ্ণব নহেন, যেহেতু তাঁহারা ব্রজের নিগূঢ় রস অবগত নহেন, তাঁহারা মাধুর্য্যময় নন্দসুতকে উপাসনা করেন

না, ঐশ্বর্য্য সম্বলিত ঈশ্বরকে উপাসনা করেন। আমরা খ্রীষ্টিয়ান মন্দিরে যাইয়া মনের সাধে ভজনা করিতে পারিব, কিন্তু খ্রীষ্টিয়ানগণ আমাদের রস-কীর্ত্তনে প্রবেশ করিতে পারিবেন না। অন্যান্য ধর্ম্মে যাহা আছে, উহা বৈষ্ণব ধর্ম্মে আছে, বৈষ্ণব ধর্ম্মে যাহা আছে, তাহা অন্য ধর্ম্মে নাই। তাহার পর আর এক কথা বলি, যেখানে রোগ, ঔষধ সেইখানেই পাওয়া কর্ত্তব্য। কারণ শ্রীভগবানের কার্য্যে জটিলতা নাই। আমরা ভারতবর্ষীয়, আমাদের যদি অবতার মানিতে হয়, তবে আমাদের য়িহুদীর দেশে কি আরব দেশে যাইবার প্রয়োজন নাই। আমরা আমাদের অবতার এখানেই পাইব। সর্ব্ব জাতি অপেক্ষা হিন্দুগণ আধ্যাত্মিক উন্নতি অধিক করিয়াছেন। সুতরাং তাহাদের মধ্যে যে অবতার হইয়াছেন, তাহা সর্ব্বাপেক্ষা বড় হওয়া উচিত।

গৌরাঙ্গ অবতারের ন্যায় বৃহৎ ঘটনা জগতে নাই বলিয়া এই প্রস্তাব আরম্ভ করিয়াছি। যদি আমরা শ্রীভগবানের শ্রীচরণ পাই, তবে আমাদের কিসে বা কে কি করিতে পারে? যদি না পাই, তবে সাম্রাজ্যে কি ঐশ্বর্য্যে কি লাভ? অতএব যিনি গৌর অবতার সত্য ভাবেন, তাঁহার ইহার ন্যায় বৃহৎ ঘটনা আর অনুভূত হইবে না। এই গৌর অবতার বর্ণনারূপ বৃহৎ ভার আমার ঘাড়ে পড়িল।

আমি ইচ্ছা করিয়া এ ভার লই নাই। যাঁহারা এ বিষয়ে শক্ত, আমি তাঁহাদিগকে উপাসনা করিলাম, কিন্তু তাঁহারা স্বীকার করিলেন না। ভাবিলাম যে এরূপ সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ব্যাপার কি জগতে চিরদিন লুপ্ত থাকিবে? অতএব যাহা পারি লিখিব, তাই লিখিতে আরম্ভ করিলাম।

যীশু, মহম্মদ, বুদ্ধ প্রভৃতি জীবগণকে শিক্ষা দিয়া তাহাদিগকে পশ্বাচার হইতে দেবাচারে লইয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু কালে ভক্তিযোগ নষ্ট হইয়া গিয়াছে। জগতে কেবল কাটাকাটি ও মারামারি। আধিপত্যের নিমিত্ত জীবে ব্যস্ত হইয়া তাহাদের পরকাল ভুলিয়া গিয়াছে। ইউরোপে এইরূপ শ্রীভগবান সিংহাসন চ্যুত হইয়াছেন। তাহাদের দেখাদেখি এ দেশেও প্রায় সেইরূপ। অতএব শ্রীগৌরাঙ্গদেবের লীলা আস্বাদ কর, নিয়ত চিন্তা কর, পবিত্র ও শান্ত হইবে। যিনি দুঃখী ও তাপী, তিনি এই মধুর লীলারূপ সুধা-সমুদ্রে অবগাহন করুন, অবশ্য জুড়াইবেন।

এই চতুর্থ খণ্ডে শ্রীগৌরাঙ্গের বয়স সাতাইশ বৎসর হইতে ত্রিশ বৎসর পর্য্যন্ত তিন বৎসরের, অর্থাৎ সন্ন্যাস লইয়া মাতৃভূমি বা শ্রীনবদ্বীপ দর্শন পর্য্যন্ত লীলা বর্ণিত আছে।

প্রথম অধ্যায়।

মুখ খানি পূর্ণিমার শশী কিবা মন্ত্র জপে।
বিম্ব বিড়ম্বিত ঠোঁট কেন সদা কাঁপে॥

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া দুই বৎসর দক্ষিণ দেশ ভ্রমণ করিয়া নীলাচলে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। করিয়া, তাঁহার শুভাগমন বৃত্তান্ত লোক দ্বারা নবদ্বীপ-ভক্তগণকে পাঠাইয়া দিলেন। ইহা বলিয়া তৃতীয় খণ্ড গ্রন্থ সমাপ্ত করিয়াছি, এবং গ্রন্থ সমাপন কালে, প্রভুর সঙ্গে ভক্তগণের যে মিলন, তাহার কিঞ্চিৎ আভাস দিয়াছি। এখন শ্রীগৌরাঙ্গের বিরহে নবদ্বীপ-ভক্তগণের অবস্থা ও নীলাচলে তাঁহাদের আগমন উদ্যোগ, ইত্যাদি বিস্তার করিয়া বর্ণন করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

উপরে যে দুই চরণ দেওয়া গেল, উহা গদাধরের শিষ্য নয়নানন্দের কৃত, শ্রীগৌরাঙ্গের রূপ বর্ণনার পদ হইতে উদ্ধৃত। শ্রীগৌরাঙ্গের এক নাম "গদাধরের প্রাণনাথ।" সেই গদাধরের পশ্চাতে তাঁহার অষ্টাদশবর্ষীয় শিষ্য নয়নানন্দ দাঁড়াইয়া, নানা ছলে প্রভুর মুখ দর্শন করিতেছেন। দেখিতেছেন যে, মুখ খানি এমন সুন্দর যে উহার তুলনা কেবল চন্দ্র হইতে পারে। শুধু চন্দ্র নয়, পূর্ণিমার চন্দ্র। নয়নানন্দ দেখিতেছেন যে, প্রভুর ঠোঁট দুটি যেন হিঙ্গুলে রঞ্জিত, আর অল্প অল্প কাঁপিতেছে। নয়নানন্দ ভাবিতেছেন, প্রভুর ঠোঁট কাঁপিতেছে কেন? উনি কি কোন মন্ত্র জপ করিতেছেন? উনি কাহার নিমিত্ত এরূপ উতলা হইয়াছেন? প্রভুর মুখ দেখিয়া, তাঁহার মনে যে প্রবল বেগ রহিয়াছে, তাহা নয়নানন্দ বেশ বুঝিতে পারিতেছেন।

কথা হইতেছে, প্রভুর অন্তর দ্বাদশবর্ষীয়া বালিকার মত নির্ম্মল ও স্বচ্ছ। শ্রীগৌরাঙ্গ সেইরূপ সরল ও নম্র, ও সেইরূপ লাজুক। তাঁহার অন্তরে যে তরঙ্গ খেলিতেছে, তাহা তিনি অবশ্য লুকাইবার চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু তাহাতে বিপরীত ফল হইতেছে, অর্থাৎ সেই তরঙ্গের বেগ বাড়িয়া যাইতেছে। এত বাড়িতেছে যে, সে বেগ সমুদায়ই মুখে, কি প্রত্যেক অঙ্গ ভঙ্গিতে, প্রকাশ

পাইতেছে। প্রভুর এই ঠোঁট কম্পন দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, তাঁহার হৃদয়ে তরঙ্গ খেলিতেছে, আর উহা তিনি নিবারণ করিতে পারিতেছেন না।

নয়নানন্দের উপরের দুটি চরণ উদ্ধৃত করার কারণ এই যে, উহার দ্বারা, নবদ্বীপবাসীগণ প্রভুতে কিরূপ আকৃষ্ট ছিলেন, তাহা কতক বুঝা যাইবে। বাসুঘোষ তাঁহার এক পদে বলিতেছেন, "গোরা গোরা, পরাণের পরাণি।" প্রকৃতই শ্রীগৌরাঙ্গ নবদ্বীপবাসীগণের "পরাণের পরাণ" ছিলেন। যখন শুকদেব বলিলেন যে, গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণকে তাঁহাদের নিজ পুত্র অপেক্ষা অধিক প্রীতি করিতেন, রাজা পরীক্ষিত এ কথা বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। তাহাতে শুকদেব বুঝাইয়া বলিলেন যে, শ্রীভগবান প্রাণের প্রাণ, তাঁহাতে ও জীবে যেরূপ গাঢ় সম্বন্ধ, জীবে জীবে সেরূপ সম্বন্ধ হইতে পারে না। কাজেই ব্রজবাসীগণের, তাঁহাদের নিজ সন্তান অপেক্ষা, শ্রীকৃষ্ণের উপর অধিক প্রীতি ছিল।

শ্রীগৌরাঙ্গ সম্বন্ধে নদেবাসীগণের ঠিক ঐরূপ ভাব ছিল। শ্রীগৌরাঙ্গ তাঁহার ভক্তগণের হৃদয় এরূপে অধিকার করিয়াছিলেন যে, সেরূপ কেহ কস্মিন্ কালে করিতে পারেন নাই। শ্রীগৌরাঙ্গ ইচ্ছা করিলে, তাঁহার ভক্তগণ শত বার প্রাণ দিতে পারিতেন। তখনকার শঙ্করাচার্য্যের প্রতিনিধি স্বরূপ সর্ব্ব প্রধান সন্ন্যাসী প্রবোধানন্দ স্বরস্বতী, তাঁহার চৈতন্য চন্দ্রামৃত গ্রন্থে বলিতেছেন—

পতন্তি যদি সিদ্ধয়ঃ করতলে স্বয়ং দুর্ল্লভাঃ
স্বয়ঞ্চ যদি সেবকী ভবিতুমাগতাঃ স্যুঃ সুরাঃ।
কি মন্যদিদমেব বা যদি চতুর্ভুজং স্যাদ্বপু
স্তথাপি মম নো মনাক্ চলতি গৌরচন্দ্রাত্মনঃ॥

"যদি দুর্ল্লভ সিদ্ধি সকল (অনিমা লঘিমা অর্থাৎ নানাবিধ অলৌকিক ক্ষমতা) আপনা আপনি আমার করতল গত হয়, অর্থাৎ হঠাৎ যদি আমি আমার বিনা চেষ্টায় সিদ্ধপুরুষ হইয়া পড়ি, যদি সুরনারীগণ আপনারা আসিয়া আমার কিঙ্করী হন, অধিক আর কি বলিব, আমার এই বপু যদি চতুর্ভুজ হয়, অর্থাৎ আমি সশরীরে যদি বৈকুণ্ঠে যাইতে পারি, তথাপি আমার মন শ্রীগৌরচন্দ্র হইতে কিঞ্চিন্মাত্রও বিচলিত হইবে না।"

এই "প্রাণের প্রাণ" শ্রীনবদ্বীপ হইতে হঠাৎ অন্তর্হিত হইয়াছেন। যাঁহাকে "দণ্ডে দণ্ডে, তিলে তিলে" না দেখিলে ভক্তগণ বাঁচিতেন না, তিনি

এখন একেবারেই অদর্শন। সুধু তাহা নয়, তিনি নীলাচলে বাস করিবেন এই ভরসায় ভক্তগণ তাঁহাকে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। প্রভু যদি এরূপ প্রতিশ্রুত না হইতেন, তবে বহুতর ভক্ত তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে যাইতেন। তাহার পর নবদ্বীপবাসীগণ শুনিলেন, প্রভু নীলাচল ছাড়িয়া গিয়াছেন, শুধু তাহা নয়, কোথা গিয়াছেন ঠিক নাই। তাহার পর আরো শুনিলেন, প্রভু গিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহার সঙ্গে কোন ভক্তকে লয়েন নাই। অর্থাৎ যে প্রভুকে নবদ্বীপে তাঁহারা শত লোকে রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন, তিনি এখন, একটি ভৃত্য মাত্র সঙ্গে লইয়া, কৌপীন করঙ্গ সম্বল করিয়া, কোন্ দেশে চলিয়া গিয়াছেন তাহার ঠিক নাই! তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলে, কে তাঁহাকে রক্ষা করিতেছে? তিনি প্রেম বিহ্বলতায়-উপবাস করিলে, কে তাঁহাকে যত্ন পূর্ব্বক খাওয়াইতেছে? ঝড় বৃষ্টিতে তিনি কিরূপে আপনাকে রক্ষা করিতেছেন?

যাঁহারা প্রভুর ভক্ত, তাঁহারা শ্রীনবদ্বীপে এক প্রকার উন্মাদ অবস্থায় দিন কাটাইতে লাগিলেন। তবুও শ্রীগৌরাঙ্গ-বিরহে ভক্তগণ প্রেমভক্তিতে পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। ঘোর বিয়োগ যেরূপ কষ্টকর, সেইরূপ উহার মত উপকারী সামগ্রী আর জগতে নাই। যেমন সুবর্ণ উত্তাপে পরিস্কৃত হয়, সেইরূপ জীবাত্মা ঘোর বিয়োগানলে ক্রমে নির্ম্মল দশা প্রাপ্ত হয়।

আত্মার স্বাভাবিক অবস্থা আনন্দময়। উহা মলিন হইলে, সেই আনন্দ লহরী চলাচলের পথ রুদ্ধ হয়, তাহাতে উহা দ্বারা, আনন্দ খেলিতে পারে না। বিয়োগানলে, যোগ প্রক্রিয়া কি অন্য উপায় দ্বারা এই আত্মার মলিনতা দূরীকৃত হইলে, অন্তরে আপনা আপনি আনন্দের উদয় হয়। অতএব ঘোর বিয়োগের সঙ্গে সঙ্গে স্বাভাবিক আনন্দ আপনি আসিয়া থাকে। এই গেল শ্রীভগবানের আশ্চর্য্য রঙ্গ। তাই লোকে বলে, যতটুকু কাঁদিবে তত টুকু হাসিবে। অতএব যাঁহারা কথঞ্চিৎ নির্ম্মলতাও লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষে দুঃখ বলিয়া সামগ্রী জগতে কিছুই নাই। এই যে শ্রীনবদ্বীপ-বাসীগণ ঘোর বিয়োগানলে দগ্ধ হইতেছেন, তবু তাঁহারা মাঝে মাঝে আবার আনন্দের তরঙ্গেও পরিপ্লুত হইতেছেন।

কিন্তু কেহ কেহ গৌরশূন্য নদীয়ায় আর বাস করিতে পারিলেন না। যখন প্রভু নীলাচলে গমন করেন, তখন অবশ্য গদাধর সঙ্গে যাইতে চাহেন।

শ্রীগদাধর, শ্রীনরহরি, শ্রীভগবান নীলাচলে।

গদাধর গৌর-মুখ না দেখিলে এক দণ্ড বাঁচেন না। কিন্তু তিনি অতি নবীন, কখন কোন সাংসারিক দুঃখ ভোগ করেন নাই। প্রভু তাই তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া যান নাই। প্রভু নীলাচলে গমন করিলে, গদাধর বিরহ জ্বালায় প্রভুকে দর্শন করিতে সে মুখো ছুটিলেন। শ্রীনরহরিরও ঠিক সেইরূপ। তিনিও শ্রীগৌর-মুখ না দেখিলে এক তিল বাঁচেন না। এই কারণে উভয়ে পরম সম্প্রীতি। শ্রীকৃষ্ণ প্রেমে ও অন্যান্য প্রেমে এই বিশেষ বিভিন্নতা। শ্রীকৃষ্ণ প্রেমে ঈর্ষা ভাব নাই, তাই নরহরি ও গদাধর একত্রে ছুটিলেন। অনেক গৃহী ভক্ত প্রভুর সহিত শান্তিপুর হইতে নীলাচলে গমন করিতেন। কিন্তু প্রভু তাঁহাদিগকে সঙ্গে যাইতে দেন নাই এ সম্বন্ধে জীবের ধর্ম্ম কি, তাহা আমাদের প্রভু এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া গিয়াছেন। যিনি গৃহী, তাঁহার সংসার ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া বাতুলতা করিয়া বেড়াইলে চলিবে না। তাঁহাকে অবশ্য স্ত্রী পুত্র প্রভৃতি পালন করিতে হইবে। যিনি সংসারে আদৌ মন নিবিষ্ট করিতে না পারেন, তিনি সন্ন্যাসী হউন কোন আপত্তি নাই। যিনি একবার সন্ন্যাসী হইয়াছেন, তাঁহাকে সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম কঠোররূপে পালন করিতে হইবে। কিন্তু জীবের সন্ন্যাস ধর্ম্ম গ্রহণ করিবার কোন প্রয়োজন নাই। কৃষ্ণ প্রেমই জীবের সর্ব্ব প্রধান পুরুষার্থ। উহার নিমিত্ত সন্ন্যাস ধর্ম্ম গ্রহণ প্রয়োজন করে না।

এইরূপে শ্রীনরহরি, শ্রীগদাধর, ও শ্রীভগবান প্রভৃতি জন কয়েক নীলাচলে প্রভুকে দর্শন করিতে চলিলেন। শ্রীভগবান আচার্য্যকে পাঠক চিনেন না। চন্দ্রোদয় নাটকে তাঁহার সম্বন্ধে এইরূপ লেখা আছে, যথা—

ন্যায় আচার্য্য একজন ভগবান নামে।
যাবজ্জীবন আসি রহিলেন পুরুষোত্তমে॥
প্রভু সনে সখা ভাব না দেখিলে মরে।
গৃহ বন্ধু সব ছাড়ি রহে নীলাচলে॥

সেখানে যাইয়া তাঁহারা শুনিলেন যে প্রভু দক্ষিণ দেশে গিয়াছেন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু প্রভৃতিকে আজ্ঞা করিয়া গিয়াছেন যে, তাঁহার প্রত্যাগমন পর্য্যন্ত তাঁহারা যেন সেখানে প্রতীক্ষা করেন। তাঁহারা প্রভু নিত্যানন্দ প্রভৃতির সহিত মিলিত হইয়া নীলাচলে প্রভুর প্রতীক্ষায় বাস করিতে লাগিলেন।

যাঁহারা নীলাচলে গমন করিয়া, তথায় প্রভুর প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন, তাঁহারা অবশ্য কতকটা শান্ত হইলেন, কিন্তু যাঁহারা নদীয়ায় রহিলেন তাঁহারা

নিরাশ-সাগরে ভাসিতে লাগিলেন। আর কি তিনি ফিরিয়া আসিবেন? আর কি তাঁহার নদীয়া মনে আছে? এই সমুদায় দুর্ভাবনায় নবদ্বীপবাসীগণ মৃতবৎ হইয়া থাকিলেন। মরিলেন না কেন, তাহার কারণ এই যে, দুর্ভাবনার সঙ্গে মনে মনে প্রবল আশাও ছিল যে প্রভুকে আবার দেখিবেন। এখন বিষ্ণুপ্রিয়ার উক্তি এই পদের রস আস্বাদন করুন, যথা—

কোন্ দেশে প্রভু গেল মোর। ধ্রু

যাঁহারা নবদ্বীপে রহিলেন, তাঁহারা অর্দ্ধ-মৃতের ন্যায় জীবন যাপন করিতেছেন। ভক্তগণের কিরূপ অবস্থা হইল, তাহা বাসুঘোষ তাঁহার গীতে বর্ণনা করিয়া রাখিয়াছেন। তিনি এ সম্বন্ধে আমার ন্যায় ক্ষুদ্র ব্যক্তির আর বলিবার কিছু রাখিয়া যান নাই। যথা পদ—

গোরা গুণে প্রাণ কান্দে, কি বুদ্ধি করিব।
সে হেন গুণের নিধি কোথা গেলে পাব॥
কে আর করিবে দয়া পতিত দেখিয়া।
পতিত দেখিয়া কেবা উঠিবে কান্দিয়া॥ ইত্যাদি।

বাসুঘোষ বলিতেছেন যে, প্রভু ভক্তগণকে "ধনে প্রাণে" মারিয়া গিয়াছেন। একে তিনি অদর্শন হইয়া মর্ম্মে আঘাত করিয়াছেন। আবার প্রভু ব্যতীত আমাদের ন্যায় পতিতগণকে দয়া আর কে করিবে? কে আর পতিত দেখিয়া চীৎকার করিয়া কান্দিয়া উঠিবে? এইরূপ যখন নবদ্বীপের অবস্থা, তখনই সংবাদ আসিল যে প্রভু পুনরায় নীলাচলে ফিরিয়া আসিয়াছেন, স্বচ্ছন্দে আছেন, ও ভক্তগণের দ্বারা রক্ষিত হইতেছেন।

তখন সকলে তাঁহাদের পূর্ব্বকার যত দুঃখ ছিল সমস্ত ভুলিয়া আনন্দ সাগরে ভাসিতে লাগিলেন। তখন সকলে এক-বাক্য হইয়া বলিয়া উঠিলেন যে, তাঁহারা প্রভুকে নীলাচলে দর্শন করিতে যাইবেন। রথযাত্রাও নিকটে। যদিও নীলাচল নবদ্বীপ হইতে বহু দূরের পথ, কিন্তু তাহা তাঁহারা ভ্রুক্ষেপও করিলেন না। স্বয়ং প্রভু যখন নীলাচলে গমন করেন, তখন হিন্দু মুসলমানের মধ্যে বিরোধের জন্যে পথ বন্ধ ছিল, তাহাও এখন নাই। যখন সকলেই নীলাচলে যাইবেন বলিয়া ইচ্ছা প্রকাশ করিতে লাগিলেন, তখন প্রধান উদ্যোগীগণ ভাবিলেন যে এ সম্বন্ধে শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্যের পরামর্শ লওয়া কর্ত্তব্য। প্রভু যখন গৃহত্যাগ করেন, তখন ভক্তগণকে শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্যের হস্তে সমর্পণ করিয়া গিয়াছিলেন। অন্য প্রভু শ্রীনিত্যানন্দ, তিনি তখন নীলাচলে মহাপ্রভুর

সঙ্গে আছেন। কাজেই সকলে শান্তিপুরে শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্যের নিকট চলিলেন। ভক্তগণ তখন এরূপ চঞ্চল হইয়াছেন যে, সকলেরই মনের ভাব যেন ঐ পথেই অমনি নীলাচলে গমন করেন।

শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য, প্রভুর শুভ প্রত্যাগমন সংবাদ শুনিয়া, সুখে হুহুঙ্কার করিয়া উঠিলেন। তখনই নৃত্য আরম্ভ হইল। শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্যের বিষয় সম্পত্তির সীমা ছিল না। তিনি ভক্তগণকে লইয়া মহোৎসব আরম্ভ করিলেন। এইরূপ প্রথমে দুই তিন দিবস ভক্তগণ আনন্দোৎসব করিলেন। সকলে স্থির হইলে পরামর্শ করিতে বসিলেন। ইহা স্থির হইল যে, সকলে শ্রীনবদ্বীপ হইতে শ্রীশচী মাতার পদ-ধূলি লইয়া নীলাচলে যাইবেন। তখন আবার সেই সমস্ত ভক্তগণ, শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য ও তাঁহার ভক্তগণকে সঙ্গে লইয়া, প্রভুর আলয়ে উপস্থিত হইলেন। তখন প্রভুর নিজ বাটীতে আবার মহোৎসব আরম্ভ হইল। যদিও শচী বিষ্ণুপ্রিয়া সম্পত্তিহীন, তবু তাঁহাদের কোন অভাব ছিল না। প্রভু, যাইবার সময়, শচী মাতাকে বলিয়া গিয়াছিলেন যে, "তোমার সাংসারিক ও পারমার্থিক সমুদায় ভার আমার উপর রহিল।" প্রভু গৃহত্যাগ করিলে, তাঁহার অসংখ্য ভক্তগণ ভারে ভারে তাঁহার আলয়ে দ্রব্যাদি পাঠাইতে লাগিলেন। তাহাতে শুধু শচী বিষ্ণুপ্রিয়ার অভাব দূর হইল এমন নয়, তাঁহার বাড়ীতে প্রত্যহ যে বহুতর লোক প্রভুর স্থান দর্শন করিতে আসিতেন, তাঁহারাও প্রসাদ পাইতেন। প্রভুর বাড়ীতে যখন মহোৎসব আরম্ভ হইল, তখন নবদ্বীপের নিকটস্থ ভক্তগণ নীলাচল যাইবেন বলিয়া একে একে আসিয়া জুটিতে আরম্ভ করিলেন।

এইরূপে কাচনাপাড়া হইতে শিবানন্দ সেন, কুলীন গ্রাম হইতে গুণরাজ ও সত্যরাজ প্রভৃতি, আর শ্রীখণ্ড হইতে শ্রীনরহরির জ্যেষ্ঠভ্রাতা মুকুন্দ, সুলোচন প্রভৃতি আসিলেন। এইরূপে প্রভুর পুরাতন ভক্তগণ প্রভু-দর্শনে চলিলেন। আবার যাঁহারা প্রভুকে দর্শন করেন নাই, অথচ তাঁহার ভক্ত হইয়াছেন, এরূপ লোকও অনেক চলিলেন। যথা, বাসুদেব দত্ত, ইনি মুকুন্দের জ্যেষ্ঠভ্রাতা, ও শঙ্কর, ইনি দামোদরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। দামোদর পণ্ডিতেরা পঞ্চ ভ্রাতা, সকলেই উদাসীন, সকলেই পরম পণ্ডিত ও সকলেই শ্রীগৌরাঙ্গের নিতান্ত ভক্ত। যাঁহারা উদাসীন, তাঁহারা প্রভুর নিকট চিরকাল বাস করিবেন বলিয়া চলিলেন। যাঁহারা গৃহী

তাঁহারা চারি মাসের জন্য বাড়ী হইতে বিদায় লইয়া চলিলেন। তাঁহারা এই চারি মাসের জন্য বাড়ীর সংস্থান রাখিয়া, আর পঞ্চ বিংশতি দিনের পথে যাওয়া আসার, ও নীলাচলবাসের চারি মাসের সম্বল সংগ্রহ করিয়া, শুভ যাত্রা করিলেন।

হরিদাস মুসলমান, এই নিমিত্ত প্রভুর সহিত নীলাচলে গমন করিতে পারেন নাই। তাহার কারণ নীলাচলে মুসলমান যাইবার অধিকার ছিল না। এখন শুনিলেন যে, মহারাজা প্রতাপ রুদ্র প্রভুর ভক্ত হইয়াছেন। ইহাতে তিনি প্রভুর সহিত বাস করিবেন সংকল্প করিয়া, ভক্তগণের সঙ্গে নীলাচলে চলিলেন।

ভক্তগণ প্রভুর নিমিত্ত কি লইয়া যাইবেন তাহার বিচার করিতে লাগিলেন। প্রভুর এমন প্রিয় দ্রব্য চাই, যাহা এক মাসে নষ্ট হইবে না। শচী ও বিষ্ণুপ্রিয়া মহা আনন্দে দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের দত্ত দ্রব্য সকল শ্রীবাসের হস্তে ন্যস্ত হইল। আর শচী তাঁহার নিমাইকে যে কথা, (সে এক কথা বই নয়) তাহা শ্রীবাসকে বলিয়া দিলেন। সে কথা এই যে, একবার যেন তিনি দেখা দিয়া যান। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ারও এই এক কথা, সুতরাং প্রভুকে তাঁহার পৃথক সন্দেশ পাঠাইবার যেরূপ সুবিধা ছিল না, সেইরূপ প্রয়োজনও হইল না।

নীলাচলে রথ উপলক্ষে পূর্ব্বে গৌড়দেশ হইতে অধিক লোক যাইবার সম্ভাবনা ছিল না। যেহেতু পথ অতি দুর্গম, এবং হিন্দু মুসলমানে বিবাদ হওয়ায়, উহা কখন কখন একেবারে বন্ধ হইয়া যাইত। বিশেষতঃ শ্রীক্ষেত্রের যে রথযাত্রা, ইহা প্রভু কর্ত্তৃক অধিক খ্যাতাপন্ন হয়। তাহার পূর্ব্বে ইহার এত সৌরভ ছিল না—এই প্রথম গৌড়িয়গণ নীলাচলে রথ অধিকার করিতে চলিলেন।

প্রভুর ভক্ত প্রায় দুই শত চলিলেন। তাঁহাদের সুবিধা এই ছিল যে, উপবাসে তাঁহারা ক্লিষ্ট হইতেন না, এক মুষ্টি চিপিটক কি চণক পাইলেই দিন কাটাইতে পারিতেন। বিশেষতঃ সমস্ত পথে দেবস্থলী। এইরূপে কোন কোন দেবস্থানে সকল অতিথিই অন্ন পাইতেন। বাড়ী হইতে চিপিটক, জলপাত্র, কম্বল, কিছু স্বর্ণ, ও এক বোঝা কড়ি মুটিয়ার ঘাড়ে দিয়া, তখনকার যাত্রীগণ গমন করিতেন। গৌর-ভক্তগণের আর একটী

নিতান্ত প্রয়োজনীয় সামগ্রী—খোল, মাদল, করতাল ও মন্দিরা,—অবশ্য চলিল। প্রভুর ইচ্ছায় বিনা বিপদে ভক্তগণ পুরীধামে প্রবেশ করিলেন।

এদিকে আমাদের শ্রীগৌরাঙ্গের কাণ্ড শ্রবণ করুন। স্নান-যাত্রার তিন দিন থাকিতে মহারাজা প্রতাপ রুদ্র পুরীধামে আইলেন। এই সমস্ত উৎসব বড় জাঁকের সহিত বরাবর হইয়া থাকে, এবার প্রভুর সন্তোষের নিমিত্ত আয়োজন আরও অধিক হইয়াছে। স্নান-যাত্রা পর্ব্ব সমাধা হইল, শ্রীজগন্নাথ অতি গ্রীষ্মের সময় স্নান করিলেন, নূতন বস্ত্র পরিলেন। স্নান-যাত্রার পরে পঞ্চদশ দিবস শ্রীজগন্নাথ দেবের দর্শন নাই, তিনি জীবকে দর্শন দেন না। শ্রীগৌরাঙ্গ তাঁহার নিত্য নিয়মানুসারে ঠাকুর দর্শন করিতে যাইয়া দেখেন, শ্রীমন্দিরের কপাট বন্ধ!

শ্রীগৌরাঙ্গ অমনি বসিয়া পড়িলেন। বসিয়া অতি দুঃখে কান্দিতে লাগিলেন। কেন কান্দিতেছেন, তাহা ভক্তগণ তখন বুঝিতে পারিলেন না, শুধু প্রভুর রোদন দেখিয়া সকলে সেই সঙ্গে রোদন করিতে লাগিলেন। প্রভু কান্দিতে কান্দিতে বলিলেন যে, শ্রীমুখ না দেখিয়া তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া গেল। শেষে প্রভুর নীলাচল বাস অসহনীয় হইল, তিনি জগন্নাথ-শূন্য পুরীতে থাকিতে না পারিয়া, অমনি মন্দির দ্বার হইতে আলালনাথের দিকে ছুটিলেন!

শ্রীনবদ্বীপের ভক্তগণ তাঁহাকে দেখিতে আসিতেছেন, এ কথা তিনি জানেন, পুরী গোসাই তাঁহাকে অগ্রে এ সংবাদ দিয়াছেন। তিনি তাঁহাদের প্রাণ, তাঁহারাও তাঁহার প্রাণ। এক দিক হইতে এরূপ প্রীতির সৃষ্টি হয় না। দুই বৎসর পরে তাঁহারা তাঁহাকে দেখিতে আসিতেছেন, তিনিও তাহাদিগকে দেখিবেন। তাঁহার তনু খানি প্রেমে গড়া, তিনি যে এখন—যখন তাঁহার নিজজন বহুদিন পরে নয়ন গোচর হইতেছেন—তাঁহাদিগকে ফেলিয়া আলালনাথে প্রস্থান করেন, এ তাঁহার কি ভঙ্গী? যান কেন, তাহা বিচার করিলে, আমাদের ন্যায় সামান্য লোকের হাসি পাইবার কথা। শ্রীজগন্নাথের মুখ দেখিতে পাইতেছেন না বলিয়া দুঃখ হইয়াছে, ভাল। কিন্তু জগন্নাথ ত ভিতরে আছেন, না হয় পঞ্চদশ দিন শ্রীমুখখানি নাই দেখা হইল? শাস্ত্রে বলে স্ত্রী পুরুষে যে মধুর প্রণয়, ইহার ন্যায় গাঢ় সম্বন্ধ আর নাই। পতি যদি বহির্ব্বাটীতে থাকেন, তবে অন্তঃপুরে থাকিয়া, দুই চারি দিন তাঁহাকে না দেখিয়া, কবে, কোন সতী নারী, কোথায় প্রাণত্যাগ

করিয়াছেন? অতএব প্রভুর যে কৃষ্ণপ্রেম, ইহা স্ত্রী পুরুষের প্রেম হইতেও গাঢ়। অর্থাৎ ইহা রাধার প্রেম, ইহা এ জগতে সম্ভবে না, ইহা কেবল স্বয়ং রাধা, কি স্বয়ং কৃষ্ণ দেখাইতে পারেন।

প্রভুর অদ্ভুত দর্শন ভঙ্গী এখানে কিঞ্চিৎ বর্ণনা করিতেছি। ইহাতে কতক বুঝা যাইবে যে, শ্রীগৌরাঙ্গ কেন পঞ্চদশ দিবস শ্রীজগন্নাথ দর্শন সুখ হইতে বঞ্চিত রূপ দুঃখে জর্জ্জরীভূত হইয়া, সে স্থান ত্যাগ করিয়া দূর দেশে পলায়ন করেন। প্রভুর এই অদ্ভুত দর্শন ভঙ্গির দ্বারা জানা যাইবে যে, তিনি কিরূপ প্রকাণ্ড বস্তু,—কেন তিনি শ্রীভগবান বলিয়া পূজিত। যদি শুধু অলৌকিক কার্য্যের দ্বারা প্রভু জীবের মন মুগ্ধ করিতেন—যেমন আম্র বীজ হইতে সদ্য সদ্য আম্র সৃষ্টি করিয়া,—তবে নবদ্বীপের পণ্ডিতেরা, কি যত ভাল লোক, তাঁহাকে ঐন্দ্রজালিক বলিয়া উড়াইয়া দিতেন। যেমন মুকুন্দ উপরি উক্ত আম্র সৃষ্টি লীলা দেখিয়া উহাকে ইন্দ্রজাল বলিয়াছিলেন। কিন্তু প্রভুর শক্তি অন্যরূপ। তিনি তাঁহার গুণে মোহিত করিতেন। লোকে বুঝিত, শ্রীগৌরাঙ্গে যে গুণ, উহা জীবে সম্ভবে না। অতএব প্রভু আশ্চর্য্য দেখাইয়া স্তম্ভিত করিতেন না, গুণ দেখাইয়া বশীভূত, অর্থাৎ মন প্রাণ হরণ করিতেন।

প্রভু প্রত্যূষে অতি ব্যগ্র হইয়া শ্রীজগন্নাথ দর্শনে চলিলেন। ভিতরে যাইবেন না, বাহির হইতে গরুড়ের স্তম্ভের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া, উহাতে হস্ত অবলম্বন করিয়া, দর্শন করিতেছেন। দর্শন মাত্র প্রভুর বদন আনন্দে প্রফুল্ল হইল। মনে ভাবুন, সাধারণ লোকে শ্রীজগন্নাথের মুখে সুখকর কিছু দেখিতে পাইবেন না, বরং হাস্য-উদ্দীপক অনেক দেখিতে পাইবেন। সাধারণ লোকে যদি কোন ঠাকুরের মূর্ত্তিতে কিছু খুঁত দেখে, তবে মনে কষ্ট পায়। কিন্তু প্রভু, শ্রীজগন্নাথের সাধারণের সেই হাস্য-উদ্দীপক মুখ দর্শন মাত্র আনন্দে বিহ্বল হইলেন। প্রভু নিমিষহারা হইয়া বদন দেখিতে লাগিলেন। অনতি-বিলম্বে নয়ন-তারা ফুটিয়া জল আইল, জল আসিয়া ধারার সৃষ্টি হইল। প্রকৃতই সে ধারার বিরাম নাই। এই ধারা অঙ্গ বাহিয়া আসিয়া বক্ষ পর্য্যন্ত আইল, সেখান হইতে প্রস্তরে পড়িল। এইরূপে প্রস্তরের উপর নয়ন জল জমিতে লাগিল, তাহার পরে একটী স্রোতের সৃষ্টি হইল। সেই স্রোত যাইয়া নিকটে একটি গর্ত্ত ছিল, তাহা পূর্ণ করিতে লাগিল। প্রভুর

অগ্রে, পশ্চাতে, ও পার্শ্বে, বহু লোক আছেন, কিন্তু প্রভুর নয়ন-ভৃঙ্গ নিমিষহারা হইয়া জগন্নাথের মুখ-পদ্মের উপর অর্পিত আছে।

মাঝে মাঝে ভোগ লাগিতেছে, তখন কবাট লাগিতেছে। প্রভু দর্শন সুখ হইতে বঞ্চিত হইয়া, বিষণ্ণ মনে সেখানে বসিয়া পড়িতেছেন। বসিয়া, নখ দ্বারা মৃত্তিকায় ত্রিভঙ্গাকৃতি আঁকিয়া তাহাই দর্শন করিতেছেন। নয়ন জলে সেই নখাঙ্কিত মূর্ত্তি ধুইয়া যাইতেছে, প্রভু আবার আঁকিতেছেন। এমন সময় কবাট খোলা হইল। প্রভু আবার আনন্দে দর্শনে প্রবর্ত্ত হইলেন। এইরূপে দুই প্রহর গেল। প্রভু এই দুই প্রহর কি দেখিলেন, না, জগন্নাথের মুখ খানি, সে কিরূপ, তাহা আপনারা জানেন। প্রভুর বদন দেখ, দেখিবে যে আনন্দে উহা ঝলমল করিতেছে, যেন কেহ বিদ্যুৎ বাটিয়া তাঁহার বদনে মাখাইয়াছে। প্রভুর নয়নে পলক নাই, ধারার বিরাম নাই, বাহ্য জ্ঞান নাই। মাঝে মাঝে শ্রীঅঙ্গ পুলকে আবৃত হইতেছে, আর অন্যান্য নানাবিধ ভাব দ্বারা শোভিত হইতেছে। প্রভু এইরূপ প্রত্যহ গমন করেন। কৃপাময় পাঠক! প্রভু, জগন্নাথের এই আপাতত-দৃষ্টি-কুৎসিৎ মুখ প্রত্যহ দেখিতে যান, আর প্রত্যহ দুই প্রহর পর্য্যন্ত দাঁড়াইয়া দর্শন করেন। হে পাঠক! আপনি কি ইহা পারেন? কিন্তু প্রভু আমার অষ্টাদশ বৎসর প্রায় প্রত্যহ এইরূপ করিয়াছিলেন! তবু তাঁহার দর্শন লালসা মিটে নাই।

প্রভুর দর্শন সুখ কত, তাহা পরিমাণ করিবার যন্ত্র আমাদের নাই। তবে তাঁহার মুখের দুই একটী কথায় উহা কতক বুঝা যাইবে। মধ্যাহ্নকাল হইয়াছে, প্রভুকে বাড়ি আনিতে হইবে, কিন্তু প্রভু নিমিষহারা হইয়া দর্শন করিতেছেন, তিনি আসিবেন কেন? সরূপ পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। বলিতেছেন, "প্রভু, বাড়ী চল," "প্রভু, বেলা গেল," "প্রভু, আমাদের ক্ষুধা হইয়াছে।" কিন্তু যেমন গো-বৎস মুখে মাতৃ স্তন করিয়া দুগ্ধ পান করিবার সময়, উহা ছাড়িতে চায় না, প্রভু সেইরূপ দর্শন সুখ ফেলিয়া আসিবেন না। বড় পীড়াপীড়ি করিলে বলিতেছেন, "সরূপ, আর একটু দর্শন করি," "সরূপ, আজ ভাল করিয়া দর্শন করিতে পারি নাই," "সরূপ, আমি ত এই মাত্র আইলাম, আমাকে আর একটু দেখিতে দাও," "সরূপ, আমি যাব না, আমি স্নান আহার কিছুই করিতে চাই না, তুমি চলিয়া যাও," "সরূপ, তোমাকে মিনতি করি," "সরূপ, আমার প্রাণ বাহির হইবে, আমাকে আর একটু থাকিতে দাও।" এইরূপ নানা ছলে প্রভু আসিবেন না। দুই প্রহর দেখিয়াছেন, প্রত্যহ

দেখিতেছেন, তবু প্রভুকে বাড়ী ফিরাইয়া আনিতে চেষ্টা করিলে সর্ব্বনাশ ! প্রভু যখন দেখিলেন যে সরূপ আর ছাড়েন না, তখন দুটী হাত ধরিয়া কান্দিতে কান্দিতে বিনয় করিতে লাগিলেন।

প্রভু দর্শন করিতেছেন, সরূপ কাছে দাঁড়াইয়া। প্রভু মৃদু স্বরে কি বলিতে লাগিলেন। সরূপ কাছে, বুঝিলেন যে তিনি শ্রীকৃষ্ণের সহিত কথা কহিতেছেন। ব্যাপার এই যে, তখন প্রভু দেখিতেছেন, কাহাকে, না— শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহ নয়,—স্বয়ং তাঁহাকে, তাই কথা বলিতেছেন। আপনাকে ভাবিতেছেন রাধা, আর সেই ভাবে শ্রীকৃষ্ণের সহিত আলাপ করিতেছেন। ইহা ফেলিয়া সরূপের কথায়, স্নান আহার করিতে প্রভু আসিবেন কেন?

প্রভু মৃদু স্বরে শ্রীজগন্নাথের দিকে চাহিয়া বলিতেছেন, "বন্ধু! আমি তোমাকে ফেলে অদ্য গৃহে যাবো না। বন্ধু! আমার ভয় কি? তোমাকে ফেলে কোথা যাব?" যিনি এই কথা স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন, তিনি সরূপের কথায় বাসায় যাইবেন কেন? প্রভু, ত্রিভুবনের যত সৌন্দর্য্য তাহার আকর সেই শ্রীকৃষ্ণের বদন দর্শন করিতেছেন। তিনি পঞ্চদশ দিবস সে সুখে বঞ্চিত হইয়া কেন অধীর না হইবেন?

প্রভুর দর্শন সুখ কত, তাহার পরিমাণ আলালনাথে ভক্তগণকে ফেলিয়া প্রস্থান রূপ অদ্ভুত ঘটনা দ্বারা জানা যাইবে।

নীলাচলের ভক্তগণ প্রভুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ আলালনাথে চলিলেন, রাজা প্রতাপরুদ্র এই সংবাদ শুনিয়া অতিশয় শঙ্কিত ও ব্যথিত হইলেন, সার্ব্বভৌম স্বয়ং কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া প্রভুকে আনিতে আলালনাথে চলিলেন। অনেক যত্নে প্রভুকে সচেতন করা হইল, কিন্তু তবু সেখানে দর্শন-সুখ নাই বলিয়া, প্রভু পুরীতে আসিতে চাহিলেন না!

তখন সার্ব্বভৌম নবদ্বীপবাসীগণের কথা উঠাইলেন। বলিলেন, অদ্বৈতাচার্য্য প্রভৃতি ভক্তগণ আসিতেছেন, তাঁহারা আসিয়া যদি দেখেন যে তুমি সেখানে নাই, তবে তদ্দণ্ডে প্রাণে মরিবেন। পরিশেষে প্রভু সম্পূর্ণ চেতন পাইলেন, আসিতে স্বীকার করিলেন, পুরীতে আইলেন, আসিয়া ভক্তগণকে প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

কত দিনে হেরব গোরাচান্দের মুখ।
কবে মোর মনের মিটব সব দুখ ॥
কত দিনে গোরা পঁহু করবহিঁ কোর।
কত দিনে সদয় হইব বিধি মোর ॥
কত দিনে শ্রবণে হইব শুভ দিন।
চাঁদ মুখের বচন শুনিব নিশি দিন ॥
বাসু ঘোষ কহে গোরা গুণ সোঙরিয়া।
ঝরয়ে নদীয়ার লোক গোরা না দেখিয়া ॥

বাণীনাথ পট্টনায়ক ভবানন্দের পুত্র, রামানন্দের কনিষ্ঠ, প্রভুর সেবায় নিযুক্ত আছেন। ভবানন্দ যখন প্রথম প্রভুকে দর্শন করেন, তখনই আপনাকে, আপনার পঞ্চপুত্রকে, ও আপনার সমুদায় বিষয়-বৃত্তি প্রভুর চরণে সমর্পণ করেন; আর বলেন যে, "বাণীনাথ তোমার নিকটে থাকিবে, থাকিয়া তোমার আজ্ঞা পালন করিবে।" কিন্তু প্রভুর আবার কি আজ্ঞা? বা অর্থবৃত্তির প্রয়োজন কি আছে? সুতরাং রামানন্দের অতুল ঐশ্বর্য্য, কিম্বা বাণীনাথের সেবা, প্রভুর বিশেষ কোন উপকারে আসিতেছিল না। প্রভুর ভক্তগণ এখন আসিতেছেন, আসিতেছেন প্রভুর নিকট। এই দুই শত ভক্ত এক প্রকার প্রভুর অতিথি। তাঁহাদিগকে থাকিবার বাসা দিতে হইবে, এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সমুদায় যোগাইতে হইবে। বাণীনাথ সেই সমুদায় উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। প্রভু কিছু আজ্ঞা করেন না। কিন্তু স্বরূপ ও গোবিন্দ প্রভুর মন জানেন, সুতরাং প্রভুর অভিপ্রায় কি, বাণীনাথ তাহা তাঁহাদের দুই জনের দ্বারা জানিতে পারেন। ভক্তগণ আসিতেছেন, বাণীনাথ চন্দন ও ফুলের মালা প্রভৃতির ও তাঁহাদের বাসার সংস্থান করিতে লাগিলেন।

প্রভুর ভক্তগণ আসিতেছেন, এ কথা সর্ব্বত্র প্রচার হইয়াছে। সকলে প্রভু ও ভক্তে মিলন প্রতীক্ষা করিতেছেন। ভক্তগণ আসিবার পূর্ব্বে তাঁহাদের আগমন সংবাদ আইল, তাঁহাদিগকে দর্শন করিতে পুরীবাসীগণ অনেকে ধাইলেন। এদিকে সার্ব্বভৌম দ্রুতগতিতে রাজার নিকট দৌড়িলেন, যাইয়া

বলিলেন, ভক্তগণ আগতপ্রায়, অতএব যাহাতে তাঁহারা সচ্ছন্দে ঠাকুর দর্শন করিতে পারেন, ও যাহাতে সচ্ছন্দে বাসা পান, তাহার সুবিধা করিয়া দিতে হইবে। রাজা এই কথা শুনিয়া সহর্ষে এই সমুদায় কার্য্যের ভার লইয়া কাশীমিশ্র ও পরীক্ষা মহাপাত্র, এই দুই জনকে ডাকাইয়া সেইরূপ আদেশ করিলেন। তাঁহারা যে আজ্ঞা বলিয়া সেই কার্য্য করিতে চলিলেন। এদিকে মহারাজা বলিলেন যে, তিনিও প্রভু-ভক্তে মিলন দর্শন করিবেন। তখন সার্ব্বভৌমের সহিত পরামর্শ করিয়া, যে স্থান হইতে তাঁহারা প্রভুর সহিত ভক্তগণের মিলন সচ্ছন্দে দেখিতে পান, এইরূপ একটী অট্টালিকা বাছিয়া নির্ণয় করিলেন। রাজার বাসনা এই যে, সেখানে দাঁড়াইয়া ভক্তগণ ও প্রভু-ভক্তে মিলন দর্শন করিবেন। রাজা বলিলেন, "ভট্টাচার্য্য, আমাকে প্রভুর সকল ভক্তকে চিনাইয়া দিতে হইবে।" ভট্টাচার্য্য বলিলেন, তিনি তাহা পারিবেন না, কারণ তিনি সকলকে জানেন না, তবে গোপীনাথ পারিলেও পারেন, অতএব তাঁহাকে ডাকা যাউক। ইহা বলিয়া তিনি গোপীনাথকে ডাকিতে পাঠাইলেন।

এ দিকে ভক্তগণ ক্ষুধা, পিপাসা, রৌদ্র, এ সমস্ত দুঃখ, তৃণবৎ জ্ঞান করিয়া, প্রভুকে দর্শন করিবেন সেই আনন্দে ভাসিতেছেন। তাঁহারা উপবাসে কি অনিদ্রায় ক্লেশ বোধ করিতেছেন না। প্রতি ক্ষণে প্রভুর নিকট-বর্ত্তী হইতেছেন, এই আনন্দে প্রতি পদবিক্ষেপে প্রচুর শক্তি পাইতেছেন। তাঁহারা এইরূপে, নগরের প্রান্তভাগে, নরেন্দ্র সরোবরে আগমন করিলেন। সেখানে আসিয়া ধৈর্য্যহারা হইলেন। প্রভুর বাসা তখন অতি অল্প দূরে। নরেন্দ্র তীরে আসিয়া সকলে "প্রভু, প্রভু" বলিয়া আনন্দে গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। তখন যেন খোল ও মাদল আপনি বাজিয়া উঠিল। ভক্তগণ আবেশিত চিত্তে পায়ে নূপুর পরিলেন, আর এই দুই শত ভক্তে শ্রীকৃষ্ণ-মঙ্গল গীত গান করিতে লাগিলেন।

ভক্তগণকে আমি বলি, "এটি বিদেশ স্থান, তোমরা কখন এ স্থানে আগমন কর নাই, কাহারও সহিত তোমাদের পরিচয় নাই, রাজা দোর্দ্দণ্ড প্রতাপান্বিত, তোমাদের ভজন পদ্ধতি নূতন। বাহিরের লোকের নিকট তোমাদের ভজন কিরূপ, না, পাগল হইয়া নৃত্য ও গীত করা। যেমন সুরাভিভূত ব্যক্তির কাণ্ড দেখিলে ভদ্রলোকে হাস্য করে, তোমাদের কাণ্ড দেখিলেও সেইরূপে বহিরঙ্গ লোকে হাস্য করিতে পারে। ভদ্রলোকে,

শ্রীভগবানের ভজন ও সাধন মানে বুঝেন যে, চক্ষু মুদিত করিয়া ধ্যান করা, কি মন্ত্র পড়া, কি ফুল দিয়া তাঁহাকে পূজা করা। কিন্তু পায়ে নূপুর পরিয়া ও হাত তুলিয়া নৃত্য, ও চীৎকার করিয়া গীত গাইয়া ভজন করিতে থাকিলে, ভব্য লোকে কিরূপে সহিবে? তোমরা সেখানে—সেই ভিন্ন ও অপরিচিত স্থানে—যে, পায় নূপুর পরিয়া, নাচিতে নাচিতে ও গাইতে গাইতে গমন কর, তোমাদের সাহস কি?"

কিন্তু আমার প্রভুর গণের আবার ভয় কি? তাঁহারা প্রেমানন্দে বিহ্বল ও চঞ্চল হইয়াছেন। সুতরাং তাঁহাদের বাহ্যাপেক্ষা নাই। যাহারা সামান্য মদ্যপান করিয়া উন্মত্ত হয়, তাহাদের লজ্জা থাকে না। যাহারা প্রেমানন্দে উন্মত্ত হইয়াছে, তাহাদের লজ্জা কেন থাকিবে? তাঁহাদের গীত, বাদ্য, হুঙ্কার, বিশাল গর্জ্জন, ও হরিধ্বনি, এ সমুদায়ে যেন ব্রহ্মাণ্ড পরিপূর্ণ হইল। বোধ হইতে লাগিল যেন, এ ধ্বনি সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিতেছে। শ্রীকৃষ্ণ-মঙ্গল গীতের এই এক অদ্ভুত মহিমা। কীর্ত্তনের যখন তরঙ্গ উঠে, তখন বোধ হয় যেন উহার ঢেউ সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া শ্রীগোলকের সিংহাসনে লাগি-তেছে। প্রকৃত পক্ষে নীলাচল টল মল করিয়া উঠিল। অগ্রে, প্রভুর নীলাচল-ভক্তগণ নদীয়া-ভক্ত আগমন দেখিতে গিয়াছিলেন, কিন্তু এখন বাল, বৃদ্ধ, যুবা,—কি ভক্ত, কি অভক্ত,—এই কীর্ত্তন দেখিতে দৌড়িলেন। নীলাচলে একেবারে হুলস্থূল পড়িয়া গেল। এই মহারোল রাজার কর্ণে গেল। তিনি তাড়াতাড়ি সার্ব্বভৌম ও গোপীনাথকে লইয়া পূর্ব্ব নির্ণীত ছাদের উপর উঠিলেন। নীলাচলবাসীগণ নূতন কাণ্ড দেখিলেন। দেখিলেন কি না, যে, দুই শত মনুষ্য নৃত্য গীত বাদ্যে উন্মত্ত হইয়া আসিতেছেন। আসিতেছেন কাহারা, না—ভদ্রলোক। প্রাচীন ও যুবা একত্র হইয়া পাগলের ন্যায় নৃত্য করিতেছেন ও গীত গাইতেছেন। দেখিলে হাসি পাইবার কথা। এরূপ কাণ্ড দেখিলে, ইতর লোকে হাস্য করে, ঢিল মারে, নানা উৎপাত করে। কিন্তু এখানে তাহা হইল না। ভক্তগণ পরম ধন হারাইয়াছিলেন, আবার তাঁহাকে পাইতে যাইতেছেন। তাঁহাদের আনন্দের কি সীমা আছে? তাঁহাদের আনন্দে যে তরঙ্গ উঠিল, তাহাতে তাঁহারা ভাসিয়া চলিলেন। বাষ্পীয় যান হওয়াতে তীর্থ-দর্শন সুখ এখন অনেক কমিয়া গিয়াছে। যাহারা কায়িক শ্রম করিয়া, অনাহারে, নানা বিপদ স্কন্ধে লইয়া, তীর্থ দর্শন করিতে গমন করেন, তাঁহারা, যত শ্রীমুখ-সন্নিকট হয়েন, ততই চঞ্চল হন।

তাঁহারা, শ্রীমুখ-সন্নিকট আসিয়া, কতরূপ আনন্দ প্রকাশ ও রঙ্গ করেন, তাহা, যিনি তীর্থযাত্রীগণের আগমন দর্শন করিয়াছেন, তিনিই জানেন। ভক্তগণ পঞ্চবিংশতি দিবস পথ হাঁটিয়া, প্রভুর নিকটবর্ত্তী হইয়া, আহ্লাদে পাগল হইলেন। সেই ভক্তগণের আগমন দর্শন করিয়া রাজা ও সার্ব্বভৌম বিস্মিত হইলেন। সার্ব্বভৌমের ইচ্ছা হইল, এই ব্যাপারটি বর্ণনা করেন, তাই তদ্দণ্ডে তাঁহার মনের ভাবটি শ্লোকরূপে ব্যক্ত হইল। সেই শ্লোকটি পড়িলে পাঠক ব্যাপার কি কতক বুঝিতে পারিবেন। যথা, সার্ব্বভৌমের শ্লোক—

আনন্দহুঙ্কার গম্ভীরঘোষো হর্ষানিলোচ্ছ্বাসিত তাণ্ডবোর্ম্মিঃ।
লাবণ্যবাহী হরিভক্তি সিন্ধু শ্চলঃ স্থিরং সিন্ধুমধঃকরোতি॥

ভক্তগণ আসিতেছেন, মহারাজ প্রসাদের উপর দাঁড়াইয়া, সঙ্গে সার্ব্বভৌম ও গোপীনাথকে লইয়া, দর্শন করিতেছেন। রাজা অগ্রে নৃত্য দেখিলেন, পরে তাঁহার কর্ণে সঙ্গীতের স্বর আইল। রাজা একেবারে মোহিত হইলেন। রাজা বলিলেন, "শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল গীত বিস্তর শুনিয়াছি। একি অদ্ভুত কাণ্ড! কথা একটীও বুঝিতেছি না, কেবল সুর শুনিয়া মন প্রাণ এলাইয়া যাইতেছে?" ভট্টাচার্য্য বলিলেন, "সুর শুনিয়াই এই, আর ইহার সহিত অর্থ বুঝিলে না জানি কি হয়।"

রাজা। শুধু সুরে আমার প্রাণ অস্থির করিল। ভট্টাচার্য্য ইহা কোথা হইতে আইল?

গোপীনাথ। মহারাজ! ইহা শ্রীভগবান, আমাদের প্রভুর সৃষ্টি। পৃথিবীতে এরূপ কীর্ত্তন ছিল না, তিনি ব্রজের নিগূঢ় রস প্রকাশ করিবার নিমিত্ত এই কীর্ত্তন পদ্ধতি সৃষ্টি করিয়াছেন।

রাজা বলিলেন, "এরূপ কীর্ত্তন, এরূপ নৃত্য, এরূপ প্রেমভাব, কখন দেখি নাই। আর হরিধ্বনিতে যে এত মাধুর্য্য আছে, ইহাও কখন জানিতাম না। ভট্টাচার্য্য! এই যে বৈষ্ণবগণ আসিতেছেন, এরূপ বৈষ্ণবও কখন দেখি নাই। ইহাঁদের তেজ যেন কোটী সূর্য্যের ন্যায়। বৈষ্ণবের এত তেজ হইতে পারে, ইহা কখন জানিতাম না। ইহাঁরা কি সকলেই প্রভুর গণ?"

সার্ব্বভৌম বলিতেছেন, "এই যে বৈষ্ণবগণ দেখিতেছেন, যাঁহাদের দেখিয়া আপনি স্বভাবতঃ মোহিত হইতেছেন, ইহাঁরা সকলেই আমাদের প্রভুর গণ। ইহাঁরা আর কিছুই জানেন না। ইহাঁদের প্রাণ, প্রাণের প্রাণ, আমাদের

প্রভু।" রাজা ভাবিতে লাগিলেন যে, তাঁহার এমন ভাগ্য কি কখন হইবে যে, তিনিও গৌরাঙ্গের গণ হইবেন। শ্রীগৌরাঙ্গের মহিমা এখন বিবেচনা করুন। এই ভক্তগণ, যিনি যেখানে বাস করিয়াছেন, সে স্থান অদ্যাপি তীর্থস্থান বলিয়া পরিগণিত। মনে ভাবুন, খড়দহ, শান্তিপুর, শ্রীখণ্ড ইত্যাদি, এইরূপ প্রায় সব স্থানেই সম্পন্নশালী শ্রীবিগ্রহ দেখিবেন। আবার অনুসন্ধানে ইহাও জানিবেন যে, সেই স্থানে সেই ভক্তের শক্তির প্রভূত নানা পরিচয় রহিয়াছে। ইহাঁদের সকলের কাহিনী পর্য্যালোচনা করিলে জানা যায় যে, ইহাঁরা সকলেই পতিত পাবন, ও শক্তিসঞ্চারক্ষম ছিলেন। সেরূপ লোক এখন একটিও জন্মে না। ইহাঁরা সকলেই আমাদের প্রভুর সৃষ্টি, ইহাতে শ্রীগৌরাঙ্গ কি প্রভূত বস্তু, তাহা অনুভূত হইবে।

সার্ব্বভৌম বলিলেন, "কলিযুগে শ্রীনাম সংকীর্ত্তনই কেবল ধর্ম্ম। ইহা শাস্ত্রের বচন। আবার শাস্ত্রে ইহার প্রমাণ পাইতেছি যে, এই নাম সংকীর্ত্তন প্রচার করিবার নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণ শ্রীগৌরাঙ্গরূপে অবতীর্ণ হইবেন। যথা, শ্রীমদ্ভাগবতে ১১শ স্কন্ধে ৫ অধ্যায়ে ২৯ শ্লোক—

কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্র পার্ষদং।
যজ্ঞৈঃসংকীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ॥

রাজা বলিলেন, "প্রভু যে স্বয়ং ভগবান, তাহা আমি মনে জানিয়াছি। শাস্ত্রেও দেখিতেছি, প্রভুর ভগবত্তার স্পষ্ট প্রমাণ রহিয়াছে। কিন্তু আমি বুঝিতে পারি না, যে বহুতর পণ্ডিত প্রভুকে কেন বিদ্বেষ করে?" সার্ব্বভৌম বলিলেন, "শ্রীভগবান আপনি না জানাইলে তাঁহাকে কেহই জানিতে পারে না। যদি শ্রীভগবানের কৃপা না হয়, তবে যে যত বড় পণ্ডিত হউক না কেন, তাঁহাকে জানিতে কখনই পারিবে না। ব্রহ্মাও শ্রীকৃষ্ণকে জানিতে পারেন নাই। যথা, শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ম স্কন্ধে ১৪ অধ্যায়ে ২৮ শ্লোকে কৃষ্ণের প্রতি ব্রহ্মবাক্য—

"তথাপি তে দেব পদাম্বুজদ্বয়প্রসাদ লেশানুগৃহীত এব হি।
জানাতি তত্ত্বং ভগবন্ মহিম্নো নচান্য একোঽপি চিরং বিচিন্বন্॥

"আমি প্রভুকে প্রথমে জানিতে পারি নাই, তাই তাঁহাকে আগে অবহেলা করি। তাহার পরে যখন কৃপা করিলেন, তখন তাঁহাকে জানিতে পারিলাম।"

এইরূপ কথাবার্ত্তা হইতেছে, এমন সময় শ্রীস্বরূপ দামোদর ও গোবিন্দ প্রভুর আলয় হইতে সেখানে আইলেন।

তাঁহারা প্রভুর আজ্ঞাক্রমে ভক্তগণকে আদর করিয়া আনিতে যাইতেছেন। স্বরূপ ও গোবিন্দ যাইতেছেন, অদ্বৈত ও ভক্তগণ কীর্ত্তন করিয়া নৃত্য করিতে করিতে আসিতেছেন, রাজা প্রভৃতি দর্শন করিতেছেন। স্বরূপকে দেখিয়া সকলে চুপ করিলেন। রাজা উপরে দাঁড়াইয়া অমনি ভট্টাচার্য্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইনি কে?" ভট্টাচার্য্য বলিলেন, "ইনি স্বরূপ দামোদর, প্রভুর অতি মর্ম্মী ভক্ত।" স্বরূপ ও ভক্তগণে দেখাদেখি হইল, ও সকলে আনন্দে হরিধ্বনি করিয়া উঠিলেন। তখন স্বরূপ শ্রীঅদ্বৈতের গলে মালা পরাইলেন। শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর আদর পাইয়া বিবশীকৃত হইলেন। এমন সময় গোবিন্দ শ্রীঅদ্বৈতকে আর এক গাছি মালা পরাইলেন, পরাইয়া প্রণাম করিলেন। শ্রীঅদ্বৈত গোবিন্দকে চিনেন না, স্বরূপ গোবিন্দের পরিচয় করিয়া দিলেন। কিন্তু তখন কাহার আর কথা কহিবার অবকাশ নাই, সকলে যাইবার নিমিত্ত ব্যস্ত। সুতরাং স্বরূপ পথ দেখাইয়া চলিলেন, আর সকলে প্রভুকে দর্শন করিতে চলিলেন।

রাজা ভাবিলেন, ভক্তগণ সকলে শ্রীজগন্নাথ মন্দির প্রণাম ও দর্শন করিতে যাইতেছেন। কিন্তু তাহা না করিয়া, তাঁহারা মন্দির ডাইনে ফেলিয়া, যখন দ্রুতগতিতে অন্য পথে চলিলেন, তখন রাজা অবাক হইলেন। পঞ্চবিংশতি দিবসের পথ হাঁটিয়া শ্রীক্ষেত্রে আসিয়া, এখন শ্রীমন্দিরকে প্রণাম না করিয়া, শ্রীনৃপ যে নিকটে আছেন ইহার প্রতি লক্ষ্য না করিয়া, ভক্তগণ চলিলেন। ইহাতে রাজা বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া বলিতেছেন, "ভট্টাচার্য্য! এ কিরূপ কার্য্য হইল? শ্রীজগন্নাথ যদিও এখন গুপ্ত ভাবে আছেন, তবু তাঁহার মন্দির কি চক্রকে প্রণাম না করিয়া, ভক্তগণ আগেই প্রভুকে দর্শন করিতে চলিলেন, ইহাতে ত অপরাধ হইতে পারে?" ভট্টাচার্য্য বলিলেন, "প্রেমের তরঙ্গ, বিধির বাঁধে আবদ্ধ রাখিতে পারে না। এখন প্রভুকে দর্শন করিবার নিমিত্ত ভক্তগণের প্রাণ নিতান্ত উচাটন হইয়াছে। মনের এ অবস্থায় শ্রীজগন্নাথ মন্দির দর্শনে সুখ পাইবেন কেন? এরূপ অবস্থায় দর্শনে অপরাধও হইতে পারে। তাহাই আগে প্রভুকে দর্শন করিয়া, তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া, সকলে মহানন্দে শ্রীমন্দির দর্শন করিবেন।

এমন সময় রাজা দেখিলেন যে, রামানন্দের ভ্রাতা বাণীনাথ, বহুতর

ভৃত্যের স্কন্ধে মহাপ্রসাদ বহাইয়া, দ্রুতগতিতে, প্রভুর আলয়ের দিকে গমন করিতেছেন। রাজা ইহা দেখিয়া ভট্টাচার্য্যকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন যে, এত মহাপ্রসাদ কোথা যাইতেছে? ভট্টাচার্য্য বলিলেন, "ইহা ক্ষুধিত, পথশ্রান্ত, প্রভুর ভক্তগণের নিমিত্ত, তাহার সন্দেহ নাই। বাণীনাথ, ভবানন্দের ও রামানন্দের আজ্ঞাক্রমে, প্রভুর সেবায় নিযুক্ত আছেন। প্রভুর ইঙ্গিত পাইয়া নিশ্চিত তিনি এই সকল মহাপ্রসাদ লইয়া যাইতেছেন।" রাজা ইহাতে নিতান্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন, "এ কিরূপ পদ্ধতি? সত্যই কি মহাপ্রসাদ ভক্তগণের নিমিত্ত যাইতেছে? লোক তীর্থস্থানে আগমন করিয়া ক্ষৌর করে ও উপবাস করে। ইহাঁরা তীর্থে আগমন মাত্রেই মহাপ্রসাদ সেবা করিতে বসিলেন?" ভট্টাচার্য্য ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, "মহারাজ! আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে প্রেমের ধর্ম্মে বিধি নাই। অবশ্য শাস্ত্রের আজ্ঞা উপবাস। কিন্তু ভক্তগণ, শাস্ত্রে যে পরোক্ষ আজ্ঞা আছে তাহা পালন করিবার জন্য, শ্রীভগবানের প্রত্যক্ষ আজ্ঞা কেন লঙ্ঘন করিবেন? বিশেষতঃ শ্রীভগবান স্বয়ং প্রসাদ ভুঞ্জাইতেছেন। তিনি সম্মুখে বসিবেন, হয়ত তিনি স্বহস্তে পরিবেশন করিবেন। এতটি শুভ পরিত্যাগ করিয়া কোন ছার শাস্ত্রের বিধি পালন করিবে? তাহার পরে, যেখানে মহাপ্রসাদ সেখানে উপবাস হইতেই পারে না। প্রভু যখন আমাকে কৃপা করেন, তখন পূর্ব্বে আমার মনের জড়তা ভঙ্গ করিয়াছিলেন। আমি নিদ্রা যাইতেছি, অতি প্রত্যূষে প্রভু আগমন করিয়া আমার হস্তে মহাপ্রসাদ দিলেন, দিয়া ভক্ষণ করিতে আজ্ঞা করিলেন। তখনই আমি বুঝিলাম যে, প্রেম ও ভক্তির উচ্ছ্বাস বিধির বাধ্য নহে।" রাজা যাহা দেখিতেছেন ও শুনিতেছেন, সমুদায় তাঁহার নিকট নূতন বোধ হইতেছে।

রাজা এই সমুদায় শাস্ত্র কথা একটু ভাবিয়া, পরে বলিলেন, "ভট্টাচার্য্য! এই যে মহাপ্রভুর তেজস্বী ভক্তগণ যাইতেছেন, আমাকে ইহঁাদের পরিচয় করিয়া দাও।" তখন সার্ব্বভৌম গোপীনাথের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "ভাই! আমি ইহাঁদের অনেককেই চিনি না। তুমি মহারাজাকে আমার প্রভুর ভক্তগণকে চিনাইয়া দাও, আমাকেও বটে।" রাজা তখন গোপীনাথকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "যাঁহাকে মালা দেওয়া হইল, সেই বড় তেজস্বী মহাজনটি কে?" গোপীনাথ বলিলেন, "উনি বৈষ্ণবগণের

রাজা। উহাঁর খ্যাতি শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য। উনি মহাপ্রভুর এক স্কন্ধ। আর এক স্কন্ধ শ্রীনিত্যানন্দ, তিনি এখানে পূর্ব্ব হইতে আছেন।"

তখন গোপীনাথ বলিতেছেন, "শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্যের পশ্চাৎ যিনি যাইতেছেন, তিনি শ্রীবাস। তাঁহার পার্শ্বে আচার্য্য রত্ন।" এইরূপে গোপীনাথ, বক্রেশ্বর, পুরন্দর আচার্য্য, গঙ্গাদাস, শঙ্কর, নারায়ণ, হরিদাস, বাসুদেব দত্ত, শিবানন্দ, গোবিন্দ, মাধব এবং বাসু তিন ভাই, শুক্লাম্বর, শ্রীধর, বিজয়, কুলীনগ্রামের সত্যরাজ খান, রামানন্দ বসু, শ্রীখণ্ডের মুকুন্দ, চিরঞ্জীব, সুলোচন প্রভৃতি ভক্তগণের পরিচয় ক্রমে ক্রমে করিয়া দিলেন। রাজা যদিও প্রভুকে দর্শন করেন নাই, তবু তাঁহার প্রত্যেক লোম-কূপে প্রভু প্রবেশ করিয়াছেন। তখন তাঁহার প্রভুর কথা ব্যতীত আর কিছু ভাল লাগে না। প্রভুর গণ তাঁহার নিজ গণ। সুতরাং তাঁহাদের নাম ও সংক্ষিপ্ত কাহিনী তাঁহার কাছে বড় মিষ্ট লাগিতে লাগিল।

যখন ভক্তগণ রাজার দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হইলেন, তখন তিনি অট্টালিকা হইতে নামিলেন। নামিয়া, কাশীমিশ্র ও পরীক্ষা মহাপাত্রকে গুটি কয়েক আজ্ঞা করিলেন। ইহাঁরা দুই জন শ্রীমন্দিরের কর্ত্তা, এক প্রকার পুরী নগরের কর্ত্তাও বটে। রাজা বলিলেন, "গৌড়দেশ হইতে প্রভুর ভক্তগণ আসিয়াছেন। তাঁহাদের সকলেরই বাসা করিয়া দিতে হইবে। দেখিও যেন তাঁহাদের দর্শনের কোন ক্লেশ না হয়।" প্রভু যদিও সন্ন্যাসী, তাঁহার কিছু প্রয়োজন নাই, কিন্তু এখন তাঁহার দুই শত নিজজন আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। সুতরাং তিনি এখন এক প্রকার ভারি সংসারী হইয়াছেন। ইহাই ভাবিয়া রাজা আর একটী আজ্ঞা করিলেন, "তোমরা যাইয়া সর্ব্বদা প্রভুর আজ্ঞা পালন করিবে। তিনি শ্রীমুখে কিছু বলিবেন না, কিন্তু তাঁহার মন বুঝিয়া সমুদায় কার্য্য করিবে।" তাঁহারা এই আজ্ঞা পাইয়া প্রভুর নিকট চলিলেন। রাজা, সার্ব্বভৌম ও গোপীনাথকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "তোমরা প্রভু ও ভক্ত মিলন গিয়া দেখ। আমার ভাগ্যে নাই, আমি যাইতে পারিব না।" সার্ব্বভৌম ও আচার্য্য ভক্তগণের পশ্চাৎ প্রভুর বাসায় চলিলেন।

এ দিকে ভক্তগণ স্বরূপ ও গোবিন্দের পশ্চাৎ পশ্চাৎ শ্রীমন্দির দক্ষিণে রাখিয়া প্রভুর বাসা পথে চলিলেন। প্রভু তখন গণসহ অগ্রবর্ত্তী হইয়া নদীয়াবাসী প্রিয় ভক্তগণকে আদরে অভ্যর্থনা করিতে আসিলেন। ভক্ত-

গণ ও প্রভুতে নয়নে নয়নে মিলিত হইল। তখন প্রথমে ভক্তগণ ভক্তিতে গদ গদ হইয়া, প্রভুকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন। প্রভু সন্ন্যাসী, তাঁহার কাহাকে প্রণাম করিতে নাই, কিন্তু তিনি তখন তাহা ভুলিয়া গেলেন। তিনিও সাষ্টাঙ্গে ভক্তগণকে প্রণাম করিলেন। নিকটে আসিয়া শ্রীঅদ্বৈত মহাপ্রভুকে প্রণাম করিলেন। প্রভু তখন অদ্বৈতকে উঠাইয়া গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন। আনন্দে প্রভুর বদন প্রফুল্ল হইয়াছে, পদ্ম-নয়নে জল আসিতে লাগিল, কিন্তু সময় বুঝিয়া অতি কষ্টে উহা নিবারণ করিলেন। প্রভু দেখিলেন, তাঁহার জন্মভূমির ও স্বদেশের যত খেলার সাথী, কি গুরুজনা, শ্রীঅদ্বৈতের পশ্চাতে, তাঁহার প্রতি সতৃষ্ণ, সজল, ও সপ্রেম নয়নে পলক-হারা হইয়া দৃষ্টি করিতেছেন। তখন প্রভু ব্যগ্র হইয়া শ্রীবাসকে ধরিয়া গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন। ভক্তগণ কেহ আর প্রণাম করিবার অবকাশ পাইলেন না। প্রভু প্রত্যেক ভক্তকে ধরিয়া আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন। যাঁহাকে আলিঙ্গন করিতেছেন, তাঁহার এত দিনের পথ শ্রান্তি ও মনের দুঃখ দূর হইতেছে, অঙ্গ সুশীতল হইতেছে।

তাহার পরে, প্রভু অতি সমাদরে ভক্তগণকে তাঁহার আলয়ে লইয়া চলিলেন। গৃহে প্রবেশ করিয়া সকলকে বসাইলেন, আপনিও বসিলেন, সকলের হৃদয়বেগ এরূপ প্রবল হইয়াছে যে, অনেকক্ষণ কেহ কোন কথা বলিতে পারিলেন না, কেবল পলক-হারা হইয়া সেই স্নিগ্ধ শশী-মুখ খানি দেখিতে লাগিলেন। মহাজনগণ এখানে একটি আশ্চর্য্য কথা উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন যে, কাশীমিশ্রের আলয়ে স্থান অতি অল্প, সেখানে এত ভক্তের স্থান কখন হইত না। তবে প্রভু অলৌকিক শক্তির দ্বারা সেই আলয়ে এত ভক্তের স্থান দিয়াছিলেন। সকল ভক্তগণ বসিলেন, প্রভু স্বহস্তে প্রত্যেকের গলায় মালা ও অঙ্গে চন্দন দিয়া অভ্যর্থনা করিলেন; না করিবেন কেন? ভক্তগণ তখন শ্রীভগবানের অতিথি! শ্রীভগবান তখন অতি দীন ভাবে আতিথ্য ধর্ম্ম পালন করিতেছেন। সকলের হৃদয় ভাবে পরিপূর্ণ রহিয়াছে, কেহ কোন কথা কহিতে পারিতেছেন না। এমন সময়, প্রভু অতি দীন ভাবে, কৃতজ্ঞতায় গদ গদ হইয়া, শ্রীঅদ্বৈত পানে চাহিয়া বলিতেছেন, "আজ আমি তোমাদের দর্শনে পূর্ণ হইলাম।" শ্রীঅদ্বৈত সেই ভাবে বিভোর হইয়া উত্তর

করিলেন, "শ্রীভগবান ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ, অতএব তিনি চিরদিনই পূর্ণ। তত্রাচ ভক্ত সঙ্গে তাঁহার উল্লাস বৃদ্ধি হইয়া থাকে, তাহার সন্দেহ নাই।"

তাহার পর, প্রভু বাসুদেবের প্রতি চাহিলেন। ইনি মুকুন্দের দাদা, এই প্রথম প্রভুর কাছে আসিয়াছেন। অন্তর্য্যামী প্রভু, বাসুদেব যে কি বস্তু, তাহা জানেন। এই যে ভক্তগণ বসিয়া আছেন, ইহার মধ্যে অনেকে প্রভুর নীলাচলে আগমনের পর ভক্ত হইয়াছেন। সুতরাং প্রভুর সহিত তাঁহাদের আলাপ পরিচয় নাই। কিন্তু ইহাতে প্রভুর তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিতে কিছু বাধা হইতেছে না। অন্তর্য্যামী প্রভু এই সব নূতন ভক্তগণের নাম ধরিয়া ডাকিতেছেন, ও কে কি প্রকৃতির লোক জানিয়া, তাহার সহিত সেইরূপ আলাপ করিতেছেন। যথা, চন্দ্রোদয় নাটকে—

যারে যারে পূর্ব্বে নাহি দেখে গৌরহরি।
আপনে সম্ভাষে প্রভু তার নাম ধরি॥
এই মত প্রিয় উক্তে শ্রীচন্দ্র বদনে।
নাম ধরি জিজ্ঞাসেন যাঁরে নাহি চিনে॥

এইরূপে মুকুন্দের দাদা বাসুদেবকে প্রভু পূর্ব্বে দেখেন নাই, কিন্তু তবু তাহার সহিত চির পরিচিতের ন্যায় ব্যবহার করিয়া, তাহার অঙ্গে শ্রীহস্ত দিয়া বলিতেছেন, "বাসুদেব! মুকুন্দ যদিও শিশুকাল হইতে আমার নিকটে আছেন, কিন্তু তবুও তুমি মুকুন্দ অপেক্ষা আমার নয়নে অধিক সুখকর হইতেছ।" তখন সর্ব্ব-জীবে দয়াল বাসুদেব, অতি দীন ভাবে, সকৃতজ্ঞ চিত্তে, গদ গদ হইয়া, প্রভুকে বলিলেন, "তোমার চরণ প্রাপ্তিকে বলে পুনর্জন্ম। মুকুন্দ শ্রীপাদপদ্ম পূর্ব্বে পাইয়াছেন, আমি অদ্য পাইলাম। অতএব মুকুন্দ আমার জ্যেষ্ঠ, আমি তাহার কনিষ্ঠ। বিশেষতঃ মুকুন্দ তোমার কৃপা পাত্র, সুতরাং সেই কারণে তিনি আমার ও সকলের পূজ্য।"

প্রভু আবার বাসুদেবকে বলিতেছেন, "দক্ষিণ হইতে আমি দুই খানি পুস্তক আনিয়াছি, কৃষ্ণ-কর্ণামৃত ও ব্রহ্ম সংহিতা, উহা লেখাইয়া লইও।" এই দুই খানি পুস্তক প্রভু দক্ষিণ হইতে আনয়ন করেন, উহা এখন গৌড় মণ্ডলে বহুল পরিমাণে প্রচলিত হইয়াছে। কৃষ্ণ-কর্ণামৃত গ্রন্থখানি লীলা শুক, অর্থাৎ বিল্বমঙ্গল ঠাকুরের সৃষ্টি। এই গ্রন্থ খানি প্রেমোন্মাদ অবস্থায় লেখা। ইহা, যিনি গৌর-লীলার মধু পান করিয়াছেন, তিনি ব্যতীত অন্য

কেহ বুঝিতে পারিবেন না। এই গ্রন্থ খানি জগতে গুপ্ত অবস্থায় ছিল। শ্রীগৌরাঙ্গের লীলার শক্তিতে উহা জীবন প্রাপ্ত হইল। প্রভু তাহার পরে শ্রীবাসের দিকে চাহিয়া, করুণ স্বরে বলিলেন, "পণ্ডিত! আমি তোমাদের চারি ভাইয়ের নিকট চিরদিনের নিমিত্ত বিক্রীত আছি।" এই যে প্রভু শ্রীবাসকে গৌরব করিয়া বলিলেন, ইহার একটি আখরও অলীক নহে। প্রভু যত লীলা নিজ বাটীতে করেন, তাহা অপেক্ষা অধিক লীলা শ্রীবাসের বাড়ী করিয়াছিলেন। শ্রীবাস প্রভুর এই উক্তিতে ব্যথিত হইয়া বলিতেছেন, "প্রভু! এরূপ আজ্ঞা কখন করিবেন না। আমরা চারি ভাই আপনার চরণে বিক্রীত।" শ্রীবাসের এ কথাও ঠিক, কারণ এ জগতে কে না শুনিয়াছে, "শ্রীবাসের আঙ্গিনায় নাচে গোরা রায়।"

প্রভু ইহার পরে শিবানন্দের প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করিলেন। বলিতেছেন, "তোমার, আমার উপর চির দিন বড় টান, আমি বেশ জানি।" এ কথা প্রভু শিবানন্দকে বলিতে পারেন। শিবানন্দের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্যামসুন্দর বিগ্রহ স্থাপন করিয়াছিলেন। ইহাতে সেন মহাশয় পুত্রকে ভর্ৎসনা করিয়া বলিয়াছিলেন, "আমি বহু তপস্যা করিয়া কালকে গৌর করিয়াছিলাম, আবার তুই সেই গৌরকে কাল করিলি?" প্রভুর ভক্তগণ যখন নবদ্বীপ হইতে নীলাচলে আগমন করিতেন, তখন শিবানন্দ সকলের পাথেয় দিতেন; তাহা নয়, তাহাদের কোন মতে কষ্ট না হয়, তাহার সমস্ত ব্যবস্থাও করিতেন। এ কথা বলিলেই হইত যে, আমি প্রভুকে দর্শন করিতে যাইব, অমনি শিবানন্দ তাহার পাথেয় ভার গ্রহণ করিতেন। অতএব প্রভু যে বলিলেন, "শিবানন্দ, আমার প্রতি তোমার বড় টান," তাহা অন্যায় বলেন নাই। প্রভু এই কথা বলিলে শিবানন্দ প্রেমে গদ গদ হইয়া, গলায় বসন দিয়া, এই শ্লোক পড়িতে পড়িতে চরণে পড়িলেন। যথা, শ্রীশিবানন্দ সেনের শ্লোক—

নিমজ্জতোঽনন্ত ভবার্ণবান্ত, শ্চিরায় মে কূলমিবাসী লব্ধঃ।
ত্বয়াপি লব্ধং ভগবন্নি দানী মনুত্তমং পাত্রমিদং দয়ায়াঃ॥

শঙ্কর দামোদরের কনিষ্ঠ ভাই। ইহাঁরা সর্ব্ব সমেত পঞ্চ ভ্রাতা, সকলেই উদাসীন, সকলেই প্রভুর অতি মর্ম্মী ভক্ত। দামোদর প্রভুর সঙ্গে বরাবরই আছেন। সর্ব্বকনিষ্ঠ শঙ্কর এখন আইলেন। শঙ্করকে লক্ষ্য করিয়া প্রভু স্বরূপের দিকে চাহিয়া বলিতেছেন, "দামোদরের প্রতি আমার

যেরূপ স্নেহ আছে, তেমনি তাহাকে ভক্তি করিয়া থাকি। কিন্তু শঙ্করের উপর আমার—" ইহাই বলিয়া যেন কি বলিবেন, তাই দামোদর পানে চাহিয়া, তাঁহার ভয়ে বলিতে ইতস্তত করিতে লাগিলেন। দামোদর বলিলেন, "প্রভু, চুপ্ করিলেন কেন? আপনার শ্রীমুখে আমার কনিষ্ঠ শঙ্করের গুণানুবাদ, আমার ত কখন ক্লেশের কারণ হইতে পারে না, বরং বড় সুখের বিষয় হইবে।" প্রভু বলিতেছেন, "আর কিছু নয়, শঙ্করের উপর আমার যে প্রীতি, তাহাতে ভক্তির গন্ধ নাই, সে বিশুদ্ধ প্রীতি। তাই বলি, শঙ্করকে আমার এখানে থাকিতে দাও।" দামোদর বলিলেন, "আমরা সকল ভ্রাতাই আপনার নিকট চির-বিক্রীত। তবে শঙ্কর অদ্য আমার বড় ভাই হইলেন।" প্রভু তখন সরূপকে আবার বলিলেন, "শঙ্করকে আমি তোমার হস্তে দিলাম।" আবার গোবিন্দকে বলিলেন, "গোবিন্দ, শঙ্করকে যত্ন করিয়া পালন করিও। যেন কোন দুঃখ না পায়।"

প্রভু ইতি উতি চাহিতেছেন, যেন কাহাকে অন্বেষণ করিতেছেন। পরে বলিলেন, "মুরারি! মুরারি কোথায়? এখন মুরারির কাহিনী শুনুন। মুরারি ভক্তগণের সঙ্গে শ্রীমন্দিরের নিকটে আসিয়া বিবশীকৃত হইয়া পড়িয়া গিয়াছেন। আর উঠিতে পারেন নাই। সেখানে পড়িয়া গিয়া ভক্তগণকে সম্বোধন করিয়াছিলেন, "হে ভক্তগণ! আমি পামর ও দুঃখী, আমার আর যাইতে সাহস হইতেছে না। এত দূর যে আসিয়াছি, ইহা কেবল আপনাদের কৃপায়।" প্রভু যখন মুরারিকে অন্বেষণ করিতে লাগিলেন, তখন ভক্তের মধ্যে কয়েক জন তাঁহাকে আনিতে বাহির হইলেন। তাঁহারা মুরারির অবস্থা দেখিয়া তাঁহাকে বলিলেন, "তুমি শীঘ্র উঠ, প্রভু তোমাকে ডাকিতেছেন।" তখন মুরারি কষ্টে শ্রষ্টে উঠিয়া দুই গুচ্ছ তৃণ মুখে করিয়া, আর দুই গুচ্ছ তৃণ হাতে লইয়া, দীন হইতে দীন হইয়া, প্রভুর সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। প্রভু মুরারিকে দর্শন করিয়া, সহর্ষে গাত্রোত্থান করিলেন, ও তাঁহাকে গাঢ় আলিঙ্গন নিমিত্ত অগ্রবর্ত্তী হইতে লাগিলেন। কিন্তু মুরারি করযোড়ে অতি কাতর ভাবে বলিতে লাগিলেন, "প্রভু! আমাকে ক্ষমা কর, আমাকে স্পর্শ করিও না; আমি অতি মলিন, আপনার স্পর্শ যোগ্য নহি।" প্রভু অবশ্য সে কথা শুনিলেন না। বল দ্বারা মুরারিকে আলিঙ্গন করিলেন, করিয়া অতি নিকটে বসাইলেন। বসাইয়া, হস্ত দ্বারা তাঁহার অঙ্গ মার্জ্জন করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন, "মুরারি!

দৈন্য সম্বরণ কর, তোমার দৈন্য আমি সহিতে পারি না। * যথা, চৈতন্যচরিত কাব্যে—

প্রভুশ্চ তৎ কাকুবাদং রৌদনঞ্চ মহত্তরং।
দৃষ্ট্বা শ্রুত্বা ক্ষণমপি ন সেহে বিকলোঽভবৎ॥

পানিহাটিতে রাঘবের স্থানে যে মহোৎসব অদ্যাপি হইয়া থাকে, সেই রাঘবের প্রতি চাহিয়া প্রভু বলিলেন, "তুমি কৃষ্ণ-কৃপাপাত্র, তুমি অতি ভাগ্যবান।" রাঘব এই কথা শুনিয়া বিহ্বল হইয়া ভূমিতে পড়িলেন, কোন কথা কহিতে পারিলেন না।

এইরূপে প্রভু প্রত্যেক জনকে মধুর সম্ভাষণ করিলেন। তাহার পরে বলিতেছেন, "হরিদাস! হরিদাস কোথায়?" তখন আবার জন কয়েক হরিদাসকে আনিতে ছুটিলেন। দেখেন, হরিদাস মুরারির ন্যায় প্রভুকে প্রণাম করিতে গিয়া বিবশীকৃত হইয়া পড়িয়া আছেন, আর উঠিতে পারেন নাই।

শ্রীমদ্ভাগবতে লিখিত আছে যে, রাসের রজনীতে শ্রীকৃষ্ণকে হারাইয়া গোপীগণ অতি কাতর হইয়া তাহাকে খুঁজিতেছিলেন। অন্বেষণ করিতে করিতে দেখিলেন যে, কোন কোন বৃক্ষের শাখা স্বভাবত মৃত্তিকা স্পর্শ করিয়া রহিয়াছে। গোপীগণ তখন ভগবৎ বিরহে বিভোর। তাঁহারা যাহা দেখিতেছেন, তাহাই শ্রীকৃষ্ণের কার্য্য ভাবিতেছেন। এই বৃক্ষের শাখাগুলি দর্শন করিয়া ভাবিতেছেন যে, "ইহারা নিতান্তই প্রণাম করিতেছিল। প্রণাম আর কাহাকে করিবে, অবশ্য শ্রীকৃষ্ণকে।" আবার তর্ক করিতেছেন, "যদি তাই হইল, তবে মস্তক উঠাইতেছে না কেন? শ্রীকৃষ্ণ ত এখন চলিয়া গিয়াছেন?" তাহাতে গোপীগণ আপনা আপনই সিদ্ধান্ত করিতেছেন যে, "এই বৃক্ষ-শাখাগণ শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়াছিল, কিন্তু আশীর্ব্বাদ পায় নাই, তাহাই মস্তক উঠায় নাই, আশীর্ব্বাদের আশয়ে ঐরূপ পড়িয়া আছে।" গোপীগণ উন্মাদ অবস্থায় যাহা বলিয়াছিলেন, মুরারি ও হরিদাস তাহাই সফল করিলেন।

মুরারি প্রভুর বাড়ির নিকট পড়িয়াছিলেন, হরিদাসের ততদূর আসিতে

* গোবিন্দের কড়চা অনুসারে পূর্ব্বে লিখিয়াছিলাম 'যে মুরারি' নীলাচলে পূর্ব্বে আগমন করেন। কিন্তু নানা কারণে বোধ হয় তখন তিনি আসেন নাই।

সাহস হয় নাই। প্রভুকে দূর হইতে দর্শন করিয়া অমনি রাজপথে পড়িয়া থাকিলেন। তাঁহার মন্দিরের নিকট আসিতে সাহস হয় নাই।

এতদূর আসিয়াছেন প্রভুর সাহসে। কিন্তু মন্দিরের নিকটে আসিয়া ভাবিলেন যে, তিনি এত অপবিত্র যে পবিত্র স্থানে যাইবার উপযুক্ত নন। তাই প্রভুকে দূর হইতে দর্শন করিয়া অমনি পড়িয়া থাকিলেন। শ্রীপ্রভুর ভক্তের মধ্যে এক এক জন এক এক ভাবের আদর্শ ছিলেন। হরিদাস দৈন্যের আদর্শ।

তখন হরিদাসকে লইতে কয়েক জন ভক্ত আবার আইলেন। কিন্তু হরিদাস যাইতে সম্মত হইলেন না। তিনি ভাবিলেন যে, প্রভু, তাঁহার নিজ কার্য্য যে ঔদার্য্য দেখান, তাহা করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার ন্যায় অতি নীচের শ্রীমন্দিরের নিকটে যাওয়া কর্ত্তব্য নয়। তাই—

হরিদাস কহে মুঞি নীচ জাতি ছার।
মন্দির নিকটে যাইতে নাহি অধিকার॥
নিভৃত টোটার মধ্যে কিছু স্থান পাঙ।
তাহা পড়ি রহি কাল এ কাল গোঞাঙ॥—(চরিতামৃত)

প্রভুকে এই সংবাদ বলা হইল। প্রভু শুনিয়া বড় আনন্দিত হইলেন, দৈন্য দেখিলে প্রভু চিরকালই আনন্দিত হইয়া থাকেন। তাই নিজ মুখে শ্লোক বলিয়াছেন, যে, যে তৃণ হইতে নীচ হইতে পারে, সেই কৃষ্ণ-কীর্ত্তনের উপযুক্ত হয়।

এমন সময়ে কাশীমিশ্র ও তুলসী পড়িছা আইলেন। আসিয়া, প্রভুকে প্রণাম করিয়া বৈষ্ণবগণের সৌন্দর্য্য ও প্রভুর সহিত তাঁহাদের মিলন দর্শন করিতে লাগিলেন। তাহার পর করযোড়ে প্রভুকে বলিলেন, "মহারাজের আজ্ঞাক্রমে সকল বৈষ্ণবের বাসস্থান নির্ণয় করিয়াছি, আজ্ঞা দিউন, তাঁহাদিগকে লইয়া যাই, যাইয়া বাসা নির্দ্দেশ করিয়া দিই।" এ বাসা নির্ণয়, প্রভুর ইঙ্গিত ক্রমে, বাণীনাথ পূর্ব্বে করিতেছিলেন। কিন্তু এখন মহারাজ স্বয়ং এই ভার লওয়াতে, অবশ্য তাঁহার এই কার্য্য আর করিতে হয় নাই। প্রভু বলিলেন, "গোপীনাথ, তুমি সকলকে তাহাদের বাসায় লইয়া যাও।" তাহার পরে ভক্তগণকে বলিলেন, "তোমরা যাও, যাইয়া সমুদ্রে স্নান কর। পরে চূড়া দর্শন করিয়া এখানে আসিয়া মহাপ্রসাদ ভোজন করিবা।"

ভক্তগণ গমন করিলে, প্রভু কাশীমিশ্রকে বলিলেন, "আমার বাসার নিকট পুষ্পোদ্যানে একখানি ঘর আছে, ও খানি আমাকে ভিক্ষা দাও।" কাশীমিশ্র বলিলেন, "ঘর কি ছার বস্তু, আমরা আপনার, যাহা ইচ্ছা গ্রহণ করুন।"

প্রভু তখন নিশ্চিন্ত হইয়া হরিদাসকে অভ্যর্থনা করিতে গমন করিলেন। বাসা হইতে বহু দূর গমন করিয়া তাঁহাকে পাইলেন। দেখিলেন, হরিদাস রাজ-পথে বসিয়া নাম কীর্ত্তন করিতেছেন। হরিদাস উঠিয়া চরণে দণ্ডবৎ করিলেন। পরে প্রভু তাঁহাকে আলিঙ্গন করিবেন বুঝিতে পারিয়া, করযোড়ে পশ্চাৎ হাঁটিতে লাগিলেন। হরিদাস বলিতেছেন, "প্রভু আমাকে ছুঁইবেন না, আমি অস্পৃশ্য পামর, আপনার স্পর্শ যোগ্য নহি।" প্রভু তখন গদ গদ ভাবে বলিতেছেন, "আমি পবিত্র হইবার জন্য তোমাকে স্পর্শ করিতে বাঞ্ছা করি।" যথা—

প্রভু কহে তোমা স্পর্শি পবিত্র হইতে।
তোমার পবিত্র ধর্ম্ম নাহিক আমাতে॥
ক্ষণে ক্ষণে কর তুমি সর্ব্ব তীর্থে স্নান।
ক্ষণে ক্ষণে কর তুমি যজ্ঞ তপ দান॥
নিরন্তর কর চারি বেদ অধ্যয়ন।
দ্বিজ জ্ঞানী হইতে তুমি পরম পাবন॥—(চরিতামৃতে)

হরিদাস প্রত্যহ তিন লক্ষাধিক নাম জপ করিতেন। সেই কথা লক্ষ্য করিয়া প্রভু শ্রীভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধের ৩৩ অধ্যায়ের ৭ম শ্লোক পড়িলেন। যথা—

অহোবত শ্বপচো হত গরীয়ান্ যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ত্ততে নাম তুভ্যং।
তেপুস্তপস্তে জুহুবুঃ সস্নুরার্য্যা ব্রহ্মানূচুর্নাম গৃণন্তি যে তে॥ *

প্রভু তখন হরিদাসকে হৃদয়ে করিলেন। করিয়া, প্রভু ও ভক্ত আনন্দে রোদন করিতে লাগিলেন। তাহার পরে, তাঁহাকে আপনি লইয়া, ক্রমে তাঁহার বাসার নিকটে ফুলের বাগানে নূতন ঘরে—(যাহা একটু পূর্ব্বে কাশীমিশ্রের নিকটে চাহিয়া লইয়াছিলেন)—উপস্থিত হইলেন।

* যাঁহার জিহ্বাগ্রে তোমার নাম বর্ত্তমান সে শ্বপচ (চণ্ডাল) হইলেও কেবল সেই জন্যই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। যাঁহারা তোমার নাম গ্রহণ করিয়া থাকেন, তাঁহারাই তপস্যা করেন, তাঁহারাই হোম করেন, তাঁহারাই তীর্থ-স্নান করেন, তাঁহারাই আর্য্য (সদাচারী), এবং তাঁহারাই বেদ অধ্যয়ন করেন।

বলিলেন, "এই তোমার ঘর, এখানে বাস কর, করিয়া নাম-কীর্ত্তন করিও। আমি প্রত্যহ তোমার সহিত আসিয়া মিলিব। আর তোমার নিমিত্ত প্রত্যহ মহাপ্রসাদ এখানে আসিবে। মন্দিরের চক্র দেখিয়া প্রণাম করিও।" হরিদাস যে মন্দিরে গমন করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন, প্রভু তাঁহার ইচ্ছাকে পোষকতা করিলেন। প্রকৃত কথা, হরিদাস মুসলমান, মন্দিরে অন্য ভক্তের ন্যায় গমন করিলে বহিরঙ্গ লোকের বিরক্তি হইতে পারিত। প্রভু কখন বল করিয়া কোন মত চালাইতেন না। হরিদাস বাসায় আইলে, নিত্যানন্দ মুকুন্দ প্রভৃতি, যাঁহারা নীলাচলে ছিলেন, আসিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন।

প্রভুর বাসায় বহু প্রকারের বহুতর প্রসাদ উপস্থিত হইয়াছে। ভক্তগণ সকলে আপন আপন বাসা পাইয়া, তাহাদের যাহার যে সম্পত্তি সেখানে রাখিয়া সমুদ্র স্নানে গমন করিলেন। পরে চূড়া দর্শন ও প্রণাম করিয়া প্রভুর বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। প্রভু আনন্দে একবারে বিহ্বল হইয়া বেড়াইতেছেন। তাঁহার সমুদায় নদীয়ার খেলার সাথী উপস্থিত, তাঁহার বাড়ীতে সকলের নিমন্ত্রণ। আপনি পাতা পাতিতেছেন, আপনি সকলকে ধরিয়া ধরিয়া বসাইতেছেন। সকলে উপবেশন করিলে, কাহারও হস্তে আপনি জল দিতে উদ্যোগী হইলেন, পরিশেষে আপনি পরিবেশন করিতে চলিলেন। প্রভু চিরকালই বড় মহাশয় লোক, বিশেষতঃ অতিথি খাওয়াইতে খুব মজবুৎ। সে সময় তাঁহার ভবিষ্যৎ জ্ঞান থাকে না, কল্য কি খাইবেন তাহাও মনে থাকে না। তাই পাতে পাতে একবারে দুই তিন জনের ভাত দিতে লাগিলেন।

প্রভু এই পরিবেশনে আমোদ করিতেছেন, কিন্তু ভক্তগণ হাত উঠাইয়া বসিয়া রহিলেন। প্রভু উহা লক্ষ্য না করিয়া আপনার আনন্দে পাতে পাতে নানাবিধ সামগ্রী রাখিতেছেন। এমন সময় স্বরূপ বলিলেন, "প্রভু, দেখিতেছেন না, আপনি না বসিলে কেহ ভোজন করিবেন না। আপনি ভোজন করুন, আমরা পরিবেশন করিব। আপনার সঙ্গী যত সন্ন্যাসী সমুদায়কে গোপীনাথ আচার্য্য নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। তিনিও প্রসাদান্ন আনিয়াছেন।" তাঁহারা আপনার আর শ্রীপাদ নিত্যানন্দের অপেক্ষা করিতেছেন। প্রভু করেন কি, ভোজনে বসিলেন। পরিবেশন তখন

স্বরূপ, জগদানন্দ, ও দামোদর এই তিন জনে করিতে লাগিলেন। এ দিকে মহাপ্রভু স্বয়ং গোবিন্দের হাতে মহাপ্রসাদ দিয়া হরিদাসের নিমিত্ত পাঠাইলেন। পাঠাইয়া, আপনি শ্রীনিত্যানন্দকে দক্ষিণে করিয়া ভোজনে বসিলেন। মহাপ্রসাদ কখন অপবিত্র সামগ্রী হইতে পারে না। প্রভু অগ্রে সার্ব্বভৌমকে এই শিক্ষা দেন। এবং এই যে মহাপ্রসাদ আনিয়াছেন, ইনি বাণীনাথ রামানন্দের ভাই, কায়স্থ। আবার আনাইয়াছেন সেবকগণের দ্বারা বহাইয়া। এখন যে নীলাচল পুরীর বাহির হইলে মহাপ্রসাদকে উচ্ছিষ্ট বলিয়া অপবিত্র ভাবেন, সে কথা প্রভুর সম্মত নয়। যাহা শ্রীভগবানের অধরামৃত স্পর্শ করিয়াছে, উহা পরম পবিত্র বস্তু।

মহাপ্রভু ভক্তগণ লইয়া কিরূপে ভোজন করিতেন, তাহার কতক নিদর্শন, এখন বৈষ্ণবগণ যে মহোৎসব করেন, তাহাতে জানা যায়। এই ভোজন-ভজন পরে বর্ণনা করিবার ইচ্ছা রহিল। ফল কথা, যিনি প্রকৃত মহাপ্রভুর গণ, তিনি সকল কার্য্য ভক্তি রসে ডুবাইয়া লয়েন। প্রভু ভক্তগণকে নানাবিধ মিষ্টান্ন ভোজন করাইলেন। ভোজন সমাপ্ত হইলে আপনি সকলের অঙ্গে চন্দন দিলেন। সকলের গলায় ফুলের মালা পরাইলেন। তখন ভক্তগণ যাহার যে বাসা সেখানে গমন করিয়া শয়ন করিলেন।

সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে, ভক্তগণ খোল করতাল মাদল মৃদঙ্গ লইয়া প্রভুর বাসায় আগমন করিলেন। রামানন্দ বৈষ্ণবগণের অপরিচিত বলিয়া পূর্ব্বে আসেন নাই। এখন প্রভুর নদেবাসী নিজ-জন দর্শন করিতে আগমন করিলেন। রামানন্দ কায়স্থ, ধনী লোক, পরম বিষয়ীর ন্যায় আকার, তাঁহার সহিত প্রভুর গাঢ় আত্মীয়তা দেখিয়া সকলে অবাক হইলেন। প্রভু তখন সকলকে সঙ্গে লইয়া মন্দিরে গমন করিলেন। মন্দিরে সকলে ধূপ আরতি দর্শন করিলেন। ভক্তগণ অবশ্য খোল করতাল প্রভৃতি লইয়া গিয়াছেন। প্রভু ভক্তগণ লইয়া তখন চারটি সম্প্রদায় প্রস্তুত করিলেন। প্রত্যেক সম্প্রদায়ে দুটি খোল, চারটি করতাল, এক জন মূল-গায়ক দিলেন। এক সম্প্রদায়ের কর্ত্তা হইলেন নিত্যানন্দ, এক সম্প্রদায়ের অদ্বৈত, এক সম্প্রদায়ের শ্রীবাস, আর এক সম্প্রদায়ের বক্রেশ্বর। এমন সময় তুলসী পড়িছা আসিয়া সকলকে শ্রীজগন্নাথের

আজ্ঞা স্বরূপ চন্দন মালা দিলেন। তখন প্রভু চারি সম্প্রদায় মন্দিরের চারিদিকে ভাগ করিয়া দিলেন, দিয়া কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন।

মন্দিরের চারিদিকে চারি সম্প্রদায়ের কীর্ত্তন আরম্ভ হইলে, প্রভু খঞ্জনাকৃতি ধরিয়া চারি সম্প্রদায়ে নৃত্য আরম্ভ করিলেন। খানিক এ সম্প্রদায়ে, খানিক ও সম্প্রদায়ে, বা আপনাকে চারিভাগে বিভক্ত করিয়া,—যেমন শ্রীকৃষ্ণ রাসের রজনীতে করিয়াছিলেন,—একবারে চারি সম্প্রদায়ে নাচিতে লাগিলেন। প্রকৃত কথা, তিনি কি করিলেন তাহা তিনিই জানেন। তবে প্রত্যেক সম্প্রদায়ের লোকে দেখিতে লাগিলেন যে, তাঁহার সম্প্রদায়ে প্রভু নৃত্য করিতেছেন। প্রভু তাহাদের সম্প্রদায়ে আছেন, তাহাদের কীর্ত্তনে নৃত্য করিতেছেন, এই আনন্দে ভক্তগণ আহ্লাদে উন্মাদ হইয়া কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। মনে করুন, এই দুই বৎসর প্রভুর বিরহ সহ্য করিয়া অদ্য আবার তাঁহার সহিত নৃত্য করিতেছেন। আবার প্রভু আর এক উপায়ে ভক্তগণকে কীর্ত্তন-শক্তি দান করিতেছেন। প্রভু যাহাকে নিকটে পাইতেছেন তাহাকে ধরিয়া গাঢ় আলিঙ্গন করিতেছেন। এই আলিঙ্গন দ্বারা প্রকারান্তরে জানাইতেছেন যে, তুমি বেশ কীর্ত্তন করিতেছ, তোমাকে বলিহারি যাই, তুমি আমাকে কিনিয়া লইলে। প্রভুর আলিঙ্গনে ভক্ত ইহাই বুঝিয়া আরও বিহ্বল হইতেছেন। শ্রীনাম মঙ্গল কীর্ত্তনে নীলাচল টলমল করিয়া উঠিল। গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ সেই মুহূর্ত্তে নীলাচল অধিকার করিয়া লইলেন।

শ্রীকীর্ত্তন মঙ্গলধ্বনি শ্রবণ করিয়া পুরুষোত্তমের লোকে উহা দর্শন ও শ্রবণ করিতে ধাইলেন। এই কীর্ত্তন দেখিবার বস্তু বটে। শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য সন্ন্যাসী নয়, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ, তখন সেখানকার প্রায় সকলেরই এই অটল বিশ্বাস। তিনি তখন তাঁহার পার্ষদগণ লইয়া নৃত্য করিতেছেন, ইহা দেখিতে কাহার না সাধ হয়? প্রভুকে কেহ কদাচিৎ দর্শন পায়েন। যদি তাঁহাকে কেহ দেখিতে পায়েন, তবে দেখেন তিনি ভাবে বিভোর ও ভক্তগণ পরিবেষ্টিত। এই প্রভু অদ্য নৃত্য করিবেন, ইহা দেখিতে কাহার না লালসা হয়? তাই পুরুষগণ চলিলেন, নারীগণ চলিলেন, বালকগণ চলিলেন, এমন কি স্বয়ং মহারাজা প্রতাপরুদ্র, জ্ঞান সংজ্ঞা হারা হইয়া সামান্য লোকের ন্যায় কীর্ত্তন দর্শন ও শ্রবণ করিতে অট্টালিকা আরোহণ করিলেন। রাজা চলিলেন, কাজেই পাত্র মিত্র, ভৃত্য, এইরূপে তাঁহার স্বজন সঙ্গে

চলিলেন। মন্দিরের সেবকগণ তখন মন্দির হইতে দীপ আনিয়া কীর্ত্তন স্থান আলোকময় করিয়া প্রভুর নৃত্য দর্শন সুলভ করিয়া দিলেন।

সকলে চাহিয়া দেখেন যে, প্রভু তিলার্দ্ধের মধ্যে প্রেম-তরঙ্গে যেন সমস্ত সংসার ভাসাইয়া লইয়া যাইতেছেন। দেখেন, প্রভু সোণার পুত্তলির ন্যায় প্রেমে বিবশীকৃত হইয়া নৃত্য করিতেছেন। সেই চতুর্হস্ত পরিমিত সুবলিত দেহ, গলিত বিমল হেমোজ্জ্বল তেজ দ্বারা মণ্ডিত, নানা ভাবে তরঙ্গায়মাণ হইতেছে। প্রভুর নৃত্যকে অনেক ভক্ত বর্ণনা করিয়াছেন। প্রভুর এই নৃত্য দর্শনে জীব মাত্রে চঞ্চল হইতেন, ইহা দর্শনে বহুতর লোক সংসারে জলাঞ্জলি দিয়াছেন। নৃত্য দেখিয়া প্রকাশানন্দ স্বরস্বতী, সেই সন্ন্যাসীগণের রাজা, তাঁহার কুলশীল হারাইয়া প্রভুর চরণ তলে আসিয়াছিলেন। পুরীবাসীগণ ও রাজা সেই নৃত্য দর্শন করিতেছেন। আবার তাঁহারা দেখিতেছেন যে, প্রভুর নয়ন দিয়া পিচকারীর ন্যায় জল নির্গত হইয়া চতুর্দ্দিকের লোক সমূহকে স্নাত করাইতেছে। প্রভু এইরূপে মন্দির ঘুরিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন, সুতরাং সকলে দেখিতে পাইতে লাগিলেন। শ্রীনিত্যানন্দের কীর্ত্তনে মন নাই। তিনি বাহু পসারিয়া, প্রভু পাছে মূর্চ্ছিত হইয়া মৃত্তিকায় পড়িয়া, তাঁহাকে ও ভক্তগণকে দুঃখ দেন, এই ভয়ে তাঁহার পাছে পাছে বেড়াইতেছেন। যখন তাঁহার শ্রীনিমাই সন্ন্যাসী হইয়া নীলাচলে গমন করেন, তখন শচীমাতা শ্রীনিতাইয়ের হাত দুখানি ধরিয়া বলিয়া দিয়াছিলেন যে, "নিমাই সন্ন্যাসী হইয়া চলিল, সে বালক, তাহার আর কেহ নাই, তিনি যেন তাহাকে ছোট ভাই ভাবিয়া রক্ষণাবেক্ষণ করেন। বিশেষতঃ নিমাই যখন মূর্চ্ছিত হইয়া ধূলায় পড়ে, তিনি যেন তাহাকে ধরেন, মাটিতে পড়িতে না দেন।" নিতাই সে ধর্ম্ম যত দূর সাধ্য পালন করিয়াছিলেন। নিতাই প্রভুকে পড় পড় দেখিলে দুই বাহু পসারিয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ ফিরিতেন। নিতাইয়ের কাণ্ডই আনন্দময়। কখন প্রভুকে পড় পড় দেখিয়া, আনন্দে তাঁহাকে সতর্ক করিয়া "সামাল সামাল" বলিতেছেন। কখন সামাল সামাল বলিতে বলিতে আপনি পড়িয়া যাইতেছেন। যথা পদ—"নিতাই, আপনি পড়িয়া বলে সামালিও ভাই।"

মহারাজা প্রতাপ রুদ্র প্রভুর সহিত মিলিবার জন্য ক্ষিপ্তের ন্যায় হইয়াছিলেন। এখন তাঁহাকে দর্শন, তাঁহার নৃত্য ও কীর্ত্তন দেখিয়া ও শুনিয়া, আরও সংজ্ঞা হারা হইলেন।

সংকীর্ত্তন দেখি রাজার হইল চমৎকার।
প্রভুরে মিলিতে উৎকণ্ঠা বাড়িল অপার॥

তখন শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীঅদ্বৈত, শ্রীশ্রীবাস, ও শ্রীবক্রেশ্বর, এই চারি জনকে প্রভু নাচিতে আজ্ঞা দিলেন। চারি সম্প্রদায়ে চারি জন নাচিতে লাগিলেন। এইরূপ খানিক নৃত্যের পর যখন সকলে ক্লান্ত হইলেন, তখন কীর্ত্তন সমাপ্ত হইল। তখন পুষ্পাঞ্জলী দেখিয়া ভক্তগণ সহিত প্রভু আপন বাসায় আইলেন। সকলে আসিয়া দেখেন যে তুলসী পড়িছা মহারাজার আজ্ঞা ক্রমে প্রভুর আলয়ে ভারে ভারে প্রসাদ রাখিয়া গিয়াছেন। তখন ভোজনানন্দের পরে সকলে নিজ নিজ বাসায় শয়ন করিতে গমন করিলেন।

এইরূপে যে প্রত্যহ প্রভুর আলয়ে ভোজন হইতেছে তাহা নহে। ভক্তগণ প্রভুকে নিমন্ত্রণ করিতেছেন, তাঁহারা প্রভু যাহা ভাল বাসেন তাই গৌড় হইতে সঙ্গে করিয়া আনিয়াছেন। প্রভু ও ভক্তগণ একত্রে এইরূপে প্রতিদিন মহোৎসব হইতে লাগিল। ক্রমে রথযাত্রার দিন সন্নিকট হইল। তখন প্রভু তুলসী পড়িছা, কাশিমিশ্র, ও সার্ব্বভৌম, এই তিন জনকে ডাকাইলেন। ডাকাইয়া বলিলেন যে, রথযাত্রার পূর্ব্বে শ্রীমন্দির পরিষ্কৃত ও মার্জ্জিত করিতে হইবে। অতএব তাঁহারা মন্দির মার্জ্জন-রূপ সেবাটি তাঁহাকে দিউন। ইহাতে সকলে হাহাকার করিয়া বলিলেন যে, "এ রূপ নীচ সেবা প্রভুর পক্ষে শোভা পায় না। তবে নিতান্ত তাঁহার ইচ্ছা হইয়া থাকে, তবে তাঁহারা কাজেই আজ্ঞা পালন করিবেন। তাঁহারা বলিলেন, বহুতর ঘট ও সম্মার্জ্জনী প্রয়োজন হইবে, উহা মন্দিরে রাখা হইবে।

প্রভু পরদিন প্রভাতে তাঁহার পার্ষদগণ লইয়া মহানন্দে মুহুর্মুহু হরিধ্বনি করিতে করিতে শ্রীমন্দিরে উপস্থিত হইলেন। এই হরি-মন্দির মার্জ্জন-রূপ লীলা প্রভু পূর্ব্বে শ্রীনবদ্বীপে একবার করিয়াছিলেন। এইরূপে প্রভু নবদ্বীপের ও নীলাচলের তিন চারি শত ভক্ত সমভিব্যাহারে মন্দিরে চলিলেন। তখন ভক্তি কর্ত্তৃক উত্তেজিত করিবার নিমিত্ত প্রত্যেক ভক্তকে স্বীয় শ্রীহস্তে চন্দন মাখাইলেন ও মালা পরাইলেন, আর ভক্তগণ শ্রীকর স্পর্শে ভক্তিধন প্রাপ্ত হইয়া মহানন্দে শ্রীমন্দিরে প্রবেশ করিলেন।

আপনার হস্তে প্রভু চন্দন লইয়া।
ভক্ত সবে পরাইল অতি প্রীত হইয়া॥
ঈশ্বর প্রসাদ মাল্য দিলেন গলায়।
আনন্দে বিহ্বল সবে চৈতন্য কৃপায়॥
করেতে শোধনী ভক্তগণ চারি দিকে।
মত্ত গজ-গতি প্রভু চলিলেন আগে॥—(চন্দ্রোদয় নাটক)

ভক্তগণ দেখিলেন, তুলসী পড়িছা একশত সম্মার্জ্জনী ও বহুতর ঘট রাখিয়া দিয়াছেন। তখন কটি-বন্ধন করিয়া একেবারে তাঁহারা কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। অবশ্য আমাদের প্রভু সকলের আগে। এখানে কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, যে প্রভু ব্রজের অতি নিগূঢ় রস জীবকে শিক্ষা দিয়াছেন, তিনি আবার মন্দির মার্জ্জন সেবার ন্যায় অতি স্থূল সাধন প্রণালী কেন ভক্তগণকে শিক্ষা দিতে গেলেন? ফল কথা, যাহাতে ভক্তি উদ্রেক করে সেই কার্য্যই প্রভুর সম্মত। মহারাজা প্রতাপরুদ্রের এই সেবা ছিল যে, যখন শ্রীজগন্নাথের রথ মন্দির ত্যাগ করিয়া সুন্দরাচল গমন করিত, তখন তিনি সুবর্ণ মার্জ্জনী লইয়া অগ্রে পথ পরিষ্কার ও চন্দন জল ছিটা দিয়া উহা পবিত্র করিতেন। এই সেবা দেখিয়া প্রভুর প্রতাপরুদ্রের উপর কৃপা হইল। মনে ভাবুন, শ্রীমন্দির শ্রীভগবানের বাসস্থান। তাঁহার মার্জ্জন করিতেছি, যাহার মনে এই ভাব জাজ্জ্বল্যমান রূপে খেলিতে থাকে, তাহার আনন্দের সীমা কি? ভক্তি কার্য্যে ছোট বড় নাই। মোটা সূক্ষ্ম নাই।

ফল কথা, যখন ভক্তগণ মন্দির পরিষ্কার আরম্ভ করিলেন তখন সকলে ভক্তিতে বিগলিত হইলেন। সকলে মুহুর্মুহু হরিধ্বনির সহিত দিক আমোদিত করিতে লাগিলেন। সর্ব্বাপেক্ষা প্রভুর উৎসাহ অধিক। সর্ব্বাপেক্ষা তিনি অধিক কার্য্য করিতেছেন। যে ভাল করিয়া কার্য্য করিতেছে, প্রভু তাহাকে সাধুবাদ দিতেছেন। আর সাধুবাদ পাইবার নিমিত্ত সকলে প্রাণের সহিত পরিশ্রম করিতেছেন। কিন্তু তবু কেহ প্রভুর সহিত পারিয়া উঠিতেছেন না। মাঝে মাঝে কীর্ত্তন হইতেছে, মাঝে মাঝে একটু নৃত্যও হইতেছে। মনে করুন, ইহার মধ্যে কোন ভক্তের একটু বেগ বাড়িয়া উঠিল, তিনি আর থাকিতে না পারিয়া একটু নৃত্য আরম্ভ করিলেন। অমনি ভক্তগণ সমুদায় কার্য্য ফেলিয়া কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। কাজেই

কার্য্য তত শীঘ্র শীঘ্র হইয়া উঠিতেছে না। ভক্তগণ সম্মার্জ্জনীর দ্বারা উপর ও তল এইরূপে পরিষ্কার করিয়া, শেষে সকলে হস্ত দ্বারা আবর্জ্জনা কুড়াইতে লাগিলেন। প্রভু বলিলেন, যিনি যত কুড়াইবেন সব এক স্থানে করিয়া রাখা হউক, পরে বিচার করিয়া দেখা যাইবেক কাহার কত কুড়ান হইয়াছে। যাহার অধিক তিনি পুরস্কার, ও যাহার কম তিনি দণ্ড পাইবেন।

শ্রীঅদ্বৈত উপবাসে, বয়সে, পথশ্রমে ও নানাবিধ কারণে দুর্ব্বল,—অধিক কুড়াইতে পারেন নাই। বিচারে প্রভুর কঙ্করের কাঁড়ি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, ও শ্রীঅদ্বৈতের সর্ব্বাপেক্ষা কম হইল। তখন প্রভু হাসিয়া শ্রীঅদ্বৈতকে বলিতেছেন যে, পূর্ব্বে যে কথা স্থির হয়, তাহাতে তুমি দণ্ডার্হ। শ্রীঅদ্বৈতের উত্তর নাই। তখন সরূপ তাঁহার পক্ষ হইয়া বলিতেছেন, "প্রভু, তুমি গোয়ালা, পেট ভরিয়া দুধ ও ননী খাও, তোমার সহিত শ্রীঅদ্বৈত তাপস ব্রাহ্মণ পারিবেন কেন? সরূপ যদি, প্রভু স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ ইহা সাব্যস্ত করিয়া, কথা কহিলেন, প্রভু সেইরূপ শ্রীঅদ্বৈতকে মহাদেব স্থির করিয়া বলিতেছেন, "সরূপ, তাহা নয়, তাহা নয়। যিনি ব্রহ্মাণ্ড সংহার করেন, শ্রীভগবান তাঁহার জয় কখন দেন না। সরূপ, ধর্ম্মের বল বড় জানিবা।" সরূপ বলিলেন, "গোয়ালা বুঝি বড় সাধু পুরুষ? পুতনা দিলে স্তন্য দুগ্ধ, আর সেই হতভাগিনী সেই অপরাধে মারা গেল।" প্রভু বলিলেন, "সরূপ, কথা কাটাকাটি করায় কি ফল? শ্রীজগন্নাথ দেব এখানে স্বয়ং সাক্ষী। যদি শ্রীঅদ্বৈত সংহারী ও আমি নিরপরাধী না হইব, তবে শ্রীজগন্নাথ তাঁহাকে পরাজয় ও আমাকে জয় দিবেন কেন? আমার কঙ্করের কাঁড়ি বড় হইয়াছে, ইহাতেই বুঝিতেছি যে শ্রীজগন্নাথ আমার পক্ষে সাক্ষী দিতেছেন।" শ্রীঅদ্বৈতের তখন কথা ফুটিল, বলিলেন, "যে ব্যক্তি সুজন হয়, সে আপনাকে আপনি সাক্ষী মানে না। তোমার সাক্ষী জগন্নাথ, আর তুমি জগন্নাথের সাক্ষী, ইহাতেই প্রমাণ তোমরা কিরূপ সুজন।" সুতরাং নৃত্য, গীত ও কায়িক পরিশ্রমের সহিত হাস্য কৌতুকও হইতেছে।

মন্দির পরিষ্কৃত হইলে, তখন জল আনিবার আজ্ঞা হইল।

শত শত লোক জল ভরে সরোবরে।
ঘাটে স্থল নাহি কেহ কূপে জল ভরে॥
পূর্ণ কুম্ভ লইয়া আইসে শত ভক্তগণ।
শূন্য ঘট লইয়া যায় আর শত জন॥

ঘটে ঘটে ঠেকি কত ঘট ভাঙ্গি গেল।
শত শত ঘট তাহা লোকে আনি দিল॥
জল ভরি ঘর ধোয়ে করে হরিধ্বনি।
কৃষ্ণ হরিধ্বনি বিনু আর নাহি শুনি॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ করি করে ঘট সমর্পণ।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহি করে ঘটের প্রার্থন॥
যেই যেই বরে সেই কহে কৃষ্ণ নাম।
কৃষ্ণ নাম হইল তাহা সঙ্কেত সর্ব্ব কাম॥
প্রেমাবেশে কহে প্রভু কৃষ্ণ কৃষ্ণ নাম।
একলা করেন প্রেমে শত জনের কাম॥--(চরিতামৃত)।

এইরূপে সমস্ত মন্দির ধৌত করা হইল। চন্দ্রোদয় নাটক বলেন—

এবং গৃহ মার্জ্জি কৈল প্রসন্ন শীতল।
আপন চরিত্র যেন আপন অন্তর॥

অর্থাৎ প্রভুর অন্তর যেরূপ পবিত্র ও শীতল, মন্দির সেইরূপ পরিষ্কার ও জল দ্বারা ধৌত করিয়া শীতল ও পবিত্র করিলেন।

ভক্তগণ মন্দিরে জল ঢালিতেছেন, সেই উপলক্ষ করিয়া কেহ বা প্রভুর শ্রীপদ ধোয়াইতেছেন, আবার সেই জল পান করিতেছেন। প্রভু আমার সরল চিত্ত, ইহার বিন্দু বিসর্গও জানিতে পাইতেছেন না। এমন সময় এক সরল বুদ্ধি বাঙ্গাল ব্রাহ্মণ এক ঘট জল প্রভুর সাক্ষাতে তাঁহার পায়ে ঢালিয়া দিলেন, দিয়া সেই পবিত্রীকৃত জল লইয়া অঞ্জলি করিয়া পান করিতে লাগিলেন। প্রভু এক দৃষ্টে ব্রাহ্মণের কার্য্য দর্শন করিলেন। করিয়া, ক্রুদ্ধ হইলেন। বলিতেছেন, "সরূপ, দেখ আমার দুর্গতি দেখ। এই শ্রীজগন্নাথের মন্দির, ইহার মধ্যস্থানে, এই ব্রাহ্মণ আমার পদ ধৌত করিল, তাহার পরে সেই অপবিত্র জল লইয়া আপনি পান করিল। এখন বল আমার কি গতি হইবে?" ও ব্রাহ্মণ নির্ব্বোধ, ভাল মন্দ বুঝে না, কিন্তু আমার শ্রীজগন্নাথের নিকট অপরাধ কিসে মোচন হইবে? ভক্তগণ শ্রীজগন্নাথে ও শ্রীপ্রভুতে কিছুমাত্র বিভেদ নাই, ইহা মনে ঠিক জানেন। সুতরাং তাঁহাদের সেই ব্রাহ্মণের উপর রাগ হইল না, বরং বড়ই ভক্তি হইল। কিন্তু প্রভু ক্রোধ করিয়াছেন, অর্থাৎ প্রভু ধর্ম্ম শিক্ষা দিতেছেন, সেখানে কাজেই প্রভুর কথায় তাঁহাদের সহানুভূতি করিতে হইল। তাই সরূপ সেই

ব্রাহ্মণের ঘাড় ধরিলেন, ধরিয়া ধাক্কা দিয়া ঘরের বাহির করিয়া দিলেন। ব্রাহ্মণ দণ্ড পাইয়া মহা খুসী। ভক্তগণ তাঁহাকে তাঁহার কার্য্যের নিমিত্ত সাধুবাদ দিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণকে বাহির করিয়া দিলে ভক্তগণের পরামর্শানুসারে সেই ব্রাহ্মণ আবার অভ্যন্তরে আইল। আসিয়া প্রভুর চরণে পড়িল। বলিল, "প্রভু, আমি মূর্খ, আমি ভাল মন্দ কি বুঝি? আমাকে ক্ষমা করুন।" প্রভু হাসিলেন, আর কিছু বলিলেন না। মন্দির ধৌত হইলে ভক্তগণ আপন আপন বসন দ্বারা জল মুছিয়া লইলেন। তখন সকলে একটু পরিশ্রান্ত হইয়াছেন। একটু বিশ্রাম করিয়া প্রভু নৃত্য আরম্ভ করিলেন। যথা, চন্দ্রোদয়ে—

গুণ্ডিচা মার্জ্জন করি, আনন্দেতে গৌরহরি,
সরূপাদি ভক্তগণ লৈয়া।
আরম্ভিল সংকীর্ত্তন, আনন্দিত ত্রিভুবন,
ধ্বনি উঠে ব্রহ্মাণ্ড ভেদিয়া॥
সরূপের উচ্চ গীতে, প্রেমের তরঙ্গ উঠে, ইত্যাদি।

তাহার পর প্রভু উদ্দণ্ড নৃত্য আরম্ভ করিলেন।

মহা উচ্চ সংকীর্ত্তনে আকাশ ভরিল।
প্রভুর উদ্দণ্ড নৃত্যে ভূমিকম্প হৈল॥

প্রভুর উদ্দণ্ড নৃত্য দেখিলে ভক্তগণ ভয় পাইতেন, উদ্দণ্ড নৃত্যে প্রভুর আছাড় দেখিলে ভক্তগণের হৃদয় শুখাইয়া যাইত। সরূপ বেগতিক দেখিয়া কীর্ত্তনে ক্ষান্ত হইলেন। কাজেই প্রভু ক্রমে নৃত্যে ক্ষান্ত দিলেন। সকলে একটু শান্ত হইলে, ভক্তগণ সমভিব্যাহারে প্রভু সরোবরে ঝম্প দিলেন। সেখানে কৃষ্ণের বাল্যলীলা ভাবে বিভাবিত হইয়া জলক্রীড়া আরম্ভ করিলেন। মহানন্দে সকলে সন্তরণ দিতে লাগিলেন। ভক্তগণের কাহারও বাহ্য জ্ঞান নাই। জলে পড়িয়া কি বৃদ্ধ, কি যুবা, নিতান্ত বালকের ন্যায় খেলা আরম্ভ করিলেন। তখন কাহার বড় ছোট জ্ঞান রহিল না, যিনি অতি বিজ্ঞ, তিনিও শিশুর ন্যায় ডুব দিয়া, যাহাকে সম্মুখে পান তাহার পা ধরিয়া টানিতে লাগিলেন। প্রভু, শ্রীঅদ্বৈত ও নিত্যানন্দের জল-যুদ্ধ বাধাইয়া রঙ্গ দেখিতেন। এ তাঁহার নিয়মিত কাজ। আবার ভক্তগণও প্রভু ও গদাধরে জলযুদ্ধ বাধাইয়া দিয়া তাহার শোধ লইতেন। ছেলে খেলার "কয়া কয়া" খেলায়

প্রভু বড় আমোদ পাইতেন। সেই রহস্য আস্বাদন করিতেন। প্রভু চিরদিন শিশুর ন্যায় ছিলেন। কৃষ্ণপ্রেমে জীবকে শিশুর ন্যায় চঞ্চল করে।

হে কৃপাময় পাঠক! বনে গমন করিয়া উপবাস করিয়া যোগদ্বারা অষ্টসিদ্ধি লাভ, আর এই শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন খেলা, এই দুই তুলনা কর।

জলক্রীড়া করিয়া, নৃসিংহদেবকে প্রণাম করিয়া, সকলে উপবনে প্রবেশ করিলেন। সেখানে মহারাজের আজ্ঞা ক্রমে, কাশীমিশ্র ও তুলসী পড়িছা, পাঁচ শত লোকের উপযোগী অতি উপাদেয় প্রসাদ লইয়া রাখিয়া দিয়াছেন। সমস্ত দিনের পরিশ্রমে ভক্তগণের যেমন ক্ষুধা, প্রসাদও সেইরূপ, গুণ ও পরিমাণে, তাহার উপযোগী। সুতরাং ভক্তগণ "আকণ্ঠ পূরিয়া" ভোজন করিতে বসিলেন। বন ভোজন শ্রীপ্রভুর বড় ভাল লাগে। সুতরাং বন ভোজন পাইলে আর ছাড়িতেন না। এই তিন চারি শত ভক্ত ভোজন করিতে বসিলেন। মধ্যস্থানে প্রভু বসিলেন, দক্ষিণে সার্ব্বভৌম, তাহার পরে পুরী ও ভারতী, তাহার পর অদ্বৈত ও নিত্যানন্দ। ইঁহাদের ঝগড়া করিতে সুবিধা হইবে, এই নিমিত্ত দুই জন বরাবর এক স্থানে বসিতেন। ভক্তগণও সেই নিমিত্ত যোগাড় করিয়া তাঁহাদিগকে পাশাপাশি বসাইয়া দিতেন। এই দিন সার্ব্বভৌমের সমন্বয় হইবে। তিনি বড় শুদ্ধাচারী ব্রাহ্মণ, বিধির দাস। অদ্য "ছত্রিশ বর্ণ" একত্র হইয়া মহাপ্রসাদ অর্থাৎ সেই শূদ্রপৃষ্ট অন্ন, শূদ্রের হস্তে, ছত্রিশ বর্ণের সহিত ভোজন করিবেন, তাই সার্ব্বভৌমকে প্রভু আপনি ধরিয়া নিজের নিকটে বসাইয়াছেন।

তখন প্রভু "হরিদাস" "হরিদাস" বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন। বিবেচনা করুন, হরিদাস মুসলমান, তিনি যদি সেই মহা মহা কুলীন ব্রাহ্মণগণের মধ্যে এক পংক্তিতে উপবেশন করেন, তবে হিন্দুর হিন্দুত্বের শ্রাদ্ধ হইয়া যায়। কিন্তু ভক্তগণের তখন মনের এই ভাব যে, কৃষ্ণ জগতের পিতা, আর সকলেই তাঁহার সন্তান, সুতরাং হরিদাস তখন ভোজনে বসিলে, সে যে কোন অন্যায় কার্য্য হইবে, ইহা কেহ মনেও অনুভব করিতে পারিতেন না। কিন্তু হরিদাস দীন হইতে দীন। তিনি করযোড়ে বলিলেন, "প্রভু, আমাকে বধ করিবেন না। আমি এ সমাজে বসিবার উপযুক্ত নহি, আমাকে নিজ গুণে ক্ষমা করুন।" প্রভু আর পিড়াপীড়ি করিলেন না। পরিবেশক সাত জন নিযুক্ত হইলেন। যথা,

সরূপ, জগদানন্দ, দামোদর, কাশীশ্বর, গোপীনাথ, বাণীনাথ, ও শঙ্কর। ইহার মধ্যে বাণীনাথ কায়স্থ।

যখন সেই উপবনে বসিলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণের পুলিন ভোজন সকলের মনে একেবারে স্ফূর্ত্তি হইল। প্রভু এই ভাবে এত বিভোর হইলেন যে, তাঁহার নয়ন জলে ভোজন কার্য্য বন্ধ হইয়া গেল। প্রভু দেখিলেন যে, তিনি ভোজন না করিলে কেহই ভোজন করেন না, তাই কষ্টে শ্রষ্টে ধৈর্য্য ধরিলেন। পূর্ব্বে নাচিয়া গাইয়া ভজনের কথা বলিয়াছি। যদি নাচিয়া গাইয়া ভজন হয়, তবে জলক্রীড়ায় কি বন ভোজনে, ভজন কেন না হইবে? গীতা বলেন, সকল কর্ম্ম কৃষ্ণে সমর্পণ করিবে। এই মহাবাক্য আর একটি কথার উত্তর। সেটি বৌদ্ধ গণের নিকট হিন্দুগণ শিখিয়াছিলেন। যে, জীবের কর্ম্মের বোঝা বহিবে কে? কর্ম্ম করিলে জীবের তাহার ফল গ্রহণ করিতে হইবে। কাজেই তাহার নরক, স্বর্গ ও পুনর্জ্জন্ম ভোগ করিতে হইবে। এ কথার উত্তর এই যে, সকল কর্ম্ম কৃষ্ণকে সমর্পণ করিয়া করিলে, তিনিই সে সকল বোঝা বহিবেন। প্রভু এই অবতারে আপনি আচরিয়া তাঁহার জীবকে ধর্ম্ম শিক্ষা দিতেছেন। তিনি দেখাইতেছেন যে, শ্রীভগবান জীবের সুহৃদ, কাজেই তাঁহার ভজনে কেবল আনন্দ ব্যতীত কোন দুঃখ হইতে পারে না। এমন কি, যে কার্য্যে প্রকৃত দুঃখ আছে সে তাঁহার ভজনই নয়। তবে কোন কোন ভজনে আপাততঃ দুঃখ বোধ হইতে পারে। কিন্তু সে দুঃখ প্রথমে,—প্রকৃত ভজনের চরম কেবল আনন্দ। মনে ভাবুন, শুদ্ধ নাম জপ আপাততঃ দুঃখকর বলিয়া বোধ হইতে পারে। কিন্তু যিনি এরূপ ভাবেন, তিনি আপনি নাম জপিয়া দেখিবেন যে, আমাদের সেই সুহৃদের নাম "জপিতে জপিতে উঠে অমৃতের খনি।"

অতএব হরিমন্দির মার্জ্জন যদিও নীচ কার্য্য, কিন্তু উহাও ভজন। আবার জল ক্রীড়া ও বন ভোজন, উহাও ভজন। তবে কি না, কৃষ্ণে অর্পণ করিয়া কার্য্য করিতে হয়। তাহা করিলে সমুদায় কার্য্যই ভজন হয়। আর সে কার্য্যের ফল স্বরূপ বোঝা বহিতে হয় না। যাঁহারা ভোজনে বসিয়াছেন, তাঁহারা আনন্দে বিহ্বল হইয়াছেন। যাঁহারা স্বাস্থ্য-বিদ্যা তত্ত্বজ্ঞ, তাঁহারা বলিয়া থাকেন যে, ভোজনের

সময় সুখকর আলাপনে ক্ষুধার উদ্রেক হয় ও অন্ন পরিপাকের সহায়তা করে। তাই যখন পাঁচ জনে বসিয়া ভোজন করেন, তখন কেহ বা পরের কুৎসা করেন, কেহ বা বাজে গল্প করেন। তাহার কারণ এই যে, দুর্ভাগ্য বশতঃ তাহারা কৃষ্ণে অর্পণ করিয়া ভোজনের যে সুখ তাহা অবগত নহেন।

সকলে ভোজনে বসিলেন, আর হরিধ্বনি হইয়া উঠিল! যখন প্রথম গ্রাস বদনে দিতেছেন, তখন ভাবিতেছেন যে, শ্রীভগবান ইহার আস্বাদ করিয়াছেন, ও তাহার অধরামৃতের দ্বারা ইহা পবিত্রীকৃত হইয়াছে। এই ভাবে বিভোর হইয়া অন্ন মুখে দিতেছেন, আর প্রকৃতই, কেন জানি না, প্রত্যেক গ্রাস ভক্তগণের জিহ্বায় অনির্ব্বচনীয় উপাদেয় আস্বাদ দিতেছে।

ভক্তগণ কৃষ্ণের সুখকে আপনার সুখ মনে করেন। গ্রাস মুখে দিয়া অতি সুস্বাদু বোধ হওয়ায়, সুখ পাইতেছেন, কিন্তু ইহা ব্যতীত আর একটি অনির্ব্বচনীয় সুখ অনুভব করিতেছেন। ভক্ত মহাপ্রসাদ মুখে দিয়া, উহা আস্বাদ করিয়া সুখ পাইতেছেন। আবার সেই সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ ইহা আস্বাদ করিয়া সুখানুভব করিয়াছেন, ভাবিয়া আনন্দ পাইতেছেন। এইরূপ মনের ভাব হওয়াতে কোন ভক্ত সময়োপযোগী একটি শ্লোক পাঠ করিলেন। সেই সঙ্গে সকলে সেই শ্লোকটীর সুধা আস্বাদ করিলেন। সেই শ্লোকটীতে অন্য একটি ভাবের উদয় হওয়াতে, আর এক জন ভক্ত আর একটি শ্লোক পড়িলেন। উহা শুনিয়া ভক্তগণ পুলকিত হইয়া গগন ভেদিয়া হরি হরি বলিয়া উঠিলেন।

এই গেল মহোৎসবের মহাপ্রসাদ ভোজনের সুখ। এই গেল ভোজনে ভজন। ইহার মধ্যে কেহ বা হাস্য কৌতুক করিতেছেন, আর, সকলে আনন্দে টলমল করিতেছেন বলিয়া, উহা শ্রবণ করিয়া হাসিয়া গলিয়া পড়িতেছেন। শ্রীঅদ্বৈত বলিতেছেন, "এত দিনে আমার জাতিটী গেল।" সকলে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন, হইল কি?" অদ্বৈত বলিতেছেন, "প্রভুর কি? উনি সন্ন্যাসী, সন্ন্যাসীর অন্নে দোষ নাই। কিন্তু আমি গৃহস্থ ব্রাহ্মণ, আমি অবধূতের (নিত্যানন্দকে দেখাইয়া) সহিত এক পংক্তিতে বসিয়া সমাজ ও শাস্ত্রের বিরুদ্ধ কার্য্য করিলাম! আমার যে কি উপায় হইবে বলিতে পারি না।" নিত্যানন্দ উত্তরে বলিলেন, "তুমি

ব্রাহ্মণ, আমি কি ব্রাহ্মণ নই? তোমার পরম ভাগ্য যে আমার ন্যায় ব্রাহ্মণ তোমাকে লইয়া ভোজন করিতেছে।” অদ্বৈত বলিলেন, “তুমি ত আপনাকে ব্রাহ্মণ বল, তাহা শুনিয়া থাকি, কিন্তু তোমার উৎপত্তির ঠিকানা কই আমরা ত কেহই জানি না। তা না হয় তুমি ব্রাহ্মণ হইলে, কিন্তু কুড়ি বৎসর পশ্চিমে ছিলে, বল দেখি তুমি কোথাকার না অন্ন খাইয়াছ?” নিত্যানন্দ বলিলেন, “ঠাকুর, তুমি অতি মহাজন ব্যক্তি, দ্বৈত মান না, নাম লইয়াছ অদ্বৈত। অর্থাৎ শ্রীভগবান আর তুমি এক, মনে ইহা ভাব। আমরা শ্রীভগবানের দাস, তুমি কর্ত্তব্যে নাস্তিক, আমাদের এখানে তুমি কেন?” শান্তিপুর কি নবদ্বীপে হইলে এই কোন্দল ক্রমে বাড়িয়া চলিত। কিন্তু নীলাচলে পুরীবাসী বহুতর ভিন্ন লোক থাকেন, সেখানে কাজেই অল্পে অল্পে কোন্দল থামিয়া গেল।

পরিবেশকগণ প্রভুকে উত্তম প্রসাদ দিতে আইলেই প্রভু অমনি বলেন, “উহা আমাকে দিও না, ভক্তগণকে দাও, আমাকে সামান্য ব্যঞ্জন ব্যতীত আর কিছুই দিও না।” কাজেই ভয়ে কেহ প্রভুকে ভাল দ্রব্য দিতে পারেন না। কিন্তু প্রভু জব্দ জগদানন্দের কাছে। জগদানন্দের প্রেমের নিকট প্রভু পরাস্ত। জগদানন্দ হস্তে উত্তম দ্রব্য লইয়া পংক্তির মধ্য পথ দিয়া দ্রুত গতিতে গমন করিতেছেন। অমনি হঠাৎ যেন না জানিয়া, কি অন্যমনস্ক হইয়া, প্রভুর পাতে উহা দিয়া চলিয়া যাইতেছেন। কিন্তু প্রভু উহা গ্রহণ করিলেন না। পাতের এক পার্শ্বে সরাইয়া রাখিলেন। এমন সময় দেখেন কি, জগদানন্দ আবার আসিতেছেন, আসিয়া প্রভুর একটু দূরে দাঁড়াইয়া, আড় চোখে দেখিতেছেন যে, তাঁহার দত্ত দ্রব্য প্রভু গ্রহণ করিয়াছেন কি না। ইহা দেখিয়া প্রভুর ভয়ে মুখ শুখাইয়া গেল। প্রভু বেশ জানেন যে, যদি তিনি উহা গ্রহণ না করেন, তবে জগদানন্দ মুখে কিছু বলিবেন না বটে, তবে ঘরে কপাট দিয়া উপবাস করিয়া পড়িয়া থাকিবেন। তাই জগদানন্দের ভয়ে সেই উত্তম প্রসাদ গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন। কিন্তু এখানেই জগদানন্দের হাত হইতে যে প্রভুর অব্যাহতি হইল, তাহা নহে। এই যে পাঁচ শত লোকের প্রসাদ আসিয়াছে, জগদানন্দ ইহার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা যে উত্তম সামগ্রী, উহা প্রভুর নিমিত্ত অগ্রে বাছিয়া রাখিয়াছেন। প্রভু যদি তাঁহার দত্ত একটী দ্রব্য ভোজন করিলেন,

তবে জগদানন্দ আর একটী উত্তম দ্রব্য আনিবার নিমিত্ত দৌড়িলেন, আর উহা আনিয়া ঐরূপে, না বলিয়া না কহিয়া, হঠাৎ প্রভুর পাতে দিলেন।

জগদানন্দের এই ভাব দেখিয়া সার্ব্বভৌম হাসিতেছেন, আর প্রভুর নিকট যাহারা যাহারা বসিয়াছিলেন, সকলেই হাসিতেছেন। কিন্তু জগদানন্দ তাহা জানিতেছেন না। এ দিকে প্রভুর আর এক শত্রু জুটিয়া গেলেন। তিনি কে না সরূপ দামোদর, প্রভুর দ্বিতীয় কলেবর, প্রভুর অতি মর্ম্মী ভক্ত, প্রভুর শেষ কালের প্রতি মুহূর্ত্তের সুখ ও দুঃখের সাথি। তিনিও প্রভুর নিমিত্ত বাছিয়া বাছিয়া ভাল ভাল সামগ্রী রাখিয়াছেন, প্রভুকে উহা ভুঞ্জাইবেন, কিন্তু প্রভু ভাল সামগ্রী লইবেন না। তিনি জগদানন্দের পদ্ধতি অবলম্বন না করিয়া অন্য উপায়ের সাহায্য লইলেন। হাতে উত্তম সামগ্রী লইয়া প্রভুর আগে দাঁড়াইলেন, দাঁড়াইয়া বলিতেছেন, "প্রভু, অভয় দেন তো বলি।" শ্রীজগন্নাথ এই অমৃত গুলি সেবা করিয়াছেন। আপনি একবার পরীক্ষা করুন, করিয়া দেখুন, তিনি কিরূপ আস্বাদ করিয়াছেন। প্রভু সরূপের মুখ পানে চাহিলেন, দেখিলেন, উহা গ্রহণ না করিলে তিনি মনে বড় বেদনা পাইবেন। প্রভু হাসিয়া বলিলেন, "দাও, কিন্তু আর না।" কিন্তু সরূপ আবার একটী দ্রব্য আনিয়া উপস্থিত। জগদানন্দ ও সরূপের এইরূপে প্রভুকে খাওয়াইবার যত্ন দেখিয়া সার্ব্বভৌম প্রভৃতি অতি মুগ্ধ হইতেছেন।

সার্ব্বভৌমের ভগ্নীপতি গোপীনাথ আসিয়া প্রভুর ও ভট্টাচার্য্যের অগ্রে দাঁড়াইলেন। সার্ব্বভৌমকে বলিতেছেন, "ভট্টাচার্য্য, এ ব্যাপার কি? তুমি এখানে কেন? তুমি বেদাচার ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া এ কি অকার্য্য করিতেছ?" আবার বলিতেছেন, "কি ছিলে কি হয়েছ, একবার বিচার কর, এ আনন্দের কি উপমা আছে? তখন সার্ব্বভৌম গদ্ গদ্ হইয়া গোপীনাথকে বলিতেছেন, (যথা চরিতামৃতে)—

সার্ব্বভৌম বলে আমি তার্কিক কুবুদ্ধি।
তোমার প্রসাদে আমার সম্পদ সিদ্ধি॥
মহাপ্রভু বিনে কেহ নাহি দয়াময়।
কাকের গরুড় করে ঐছে কোন হয়॥
তার্কিক শৃগাল সঙ্গে ভেউ ভেউ করি।
সেই মুখে এবে সদা কহি কৃষ্ণ হরি॥

কাঁহা বহির্ম্মুখ তার্কিক শিষ্যগণ সঙ্গ।
কাঁহা এই সখ্য সুধা-সমুদ্র তরঙ্গ॥

এই কথা শুনিয়া প্রভু কি করিতেছেন শ্রবণ করুন। তিনি অতি গম্ভীর হইয়া সরল ভাবে বলিলেন, "ভট্টাচার্য্য, তাহা নয়, পূর্ব্বে তোমার সাধনা ছিল, সেই বলে তোমার বদনে কৃষ্ণ নাম স্ফূর্ত্তি হইয়াছে। আমরাও তোমার পবিত্র সঙ্গে নামে রতি শিখিয়াছি।" প্রভুর এই উত্তর শুনিয়া সার্ব্বভৌম হাসিতে লাগিলেন। প্রভু স্বয়ং সার্ব্বভৌমকে যত্ন করিয়া খাওয়াইতেছেন। পূর্ব্বে বলিয়াছি, এই দিন তাঁহার একরূপ সমন্বয়। প্রভু প্রকৃতই পরিবেশকগণ দ্বারা বারম্বার উত্তম প্রসাদ আনাইয়া সার্ব্বভৌমকে অতি স্নেহের সহিত খাওয়াইতে লাগিলেন। কোন্ ভক্ত কি ভাল বাসেন, তাহা অন্তর্যামী প্রভু অবগত আছেন। আপনি মহাপ্রভু এই রূপে প্রত্যেক ভক্তকে পরিবেশকগণ দ্বারা ভাল ভাল দ্রব্য দেওয়াইতে লাগিলেন।

তবে প্রভু সব বৈষ্ণবের নাম লঞা।
প্রসাদ দেন যেন কৃপা অমৃত সিঞ্চিয়া॥ (চরিতামৃত)

মহাপ্রভু বলিতেছেন, খাও; খাইতে বলিতেছেন কি না মহাপ্রসাদ; দ্রব্য কিনা অতি উপাদেয় বস্তু, সুতরাং—

"আকণ্ঠ পূরিয়া বৈষ্ণব করিল ভোজন।"

তাহার পর, স্বর্গমর্ত্ত্যভেদী হরিধ্বনি করিয়া সকলে গাত্রোত্থান করিলেন। প্রভু আপনি ভক্তগণকে চন্দন ও মালা বণ্টন করিয়া দিলেন। তাহার পর ভক্তগণ নিজ নিজ বাসায় আরাম করিতে চলিলেন। সকলের ভোজন হইলে সাত জন পরিবেশক ভোজন করিলেন। গোবিন্দ হরিদাসকে প্রসাদ দিয়া আপনি ভোজন করিলেন।

তাহার পর দিবস শ্রীজগন্নাথের নেত্রোৎসব। পঞ্চদশ দিবস অদর্শনের পর, সেই দিবস তিনি জগজ্জনের নেত্র-গোচর হইবেন। শাস্ত্রের কথা এই যে, শ্রীজগন্নাথদেব স্নান করিয়া পঞ্চদশ দিবস পর্য্যন্ত নিভৃতে মহালক্ষ্মীর সহিত যাপন করেন। তাহার পরে তাঁহার অনুমতি লইয়া নীলাচল ত্যাগ করিয়া রথে চড়িয়া সুন্দরাচল গমন করেন। সেখানে উপবনে সপ্তদিবস শ্রীরাধার সহিত বিহার করিয়া, আবার নীলাচল প্রত্যাগমন করেন।

নেত্রোৎসব দিনে শ্রীজগন্নাথ নয়ন-গোচর হইলে, প্রভু ভক্তগণ লইয়া মহা আনন্দে দর্শনে গমন করিলেন। প্রভু কিরূপ করিয়া দর্শন করেন, তাহার বর্ণনা যৎকিঞ্চিৎ স্থানান্তরে করিয়াছি। প্রভু যখন দর্শনে গমন করিলেন, তখন পুরী ও ভারতী গোসাঞী অগ্রে চলিলেন। সরূপ এক পার্শ্বে, আর এক পার্শ্বে নিত্যানন্দ। পশ্চাৎ ভক্তগণ ও গোবিন্দ। সর্ব্বাগ্রে কাশীশ্বর, ইনি মহাশক্তিধর বলিয়া ভিড়ের মধ্যস্থলে মহাপ্রভুর পথ করিবার নিমিত্ত বরাবর প্রভুর অগ্রে অগ্রে গমন করিতেন। পঞ্চদশ দিবস পরে শ্রীজগন্নাথ দেবকে পাইয়া শ্রীগৌরাঙ্গ আনন্দে কিরূপ বিহ্বল হইলেন, তাহা আমি কি বর্ণনা করিব।

তবে প্রভু দর্শন করিতে করিতে কি বলিয়াছিলেন, তাহা ঠাকুর নরহরি, যিনি প্রভুর নিকটে দাঁড়াইয়াছিলেন, একটি গীতে বর্ণনা করিয়াছিলেন, সেই গীতটি দিলেই প্রভুর মনের ভাব কতক প্রকাশ হইবে। যথা, গীত—

হেরি গোরা নীলাচল নাথ। নিজ পারিষদগণ সাথ॥
বিভোর হইল গোপী ভাবে। কহে কিছু করিয়া আক্ষেপে॥
"আমি তোমায় না দেখিলে মরি। পালটি না চাহ তুমি ফিরি ?"
ছল ছল অরুণ নয়ন। বিরস আজ সরস বদন॥
বিভোরিত গোরা ভাব হেরি। কহে কিছু দাস নরহরি॥

প্রভু, শ্রীজগন্নাথকে দেখিতেছেন যেন শ্যামসুন্দর। প্রভু যে শ্রীবিগ্রহ দেখিতেছেন তাঁহার সে জ্ঞান নাই, তাঁহার বোধ হইতেছে স্বয়ং শ্যামসুন্দর তাঁহার অগ্রে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। তাঁহার নিঠুরতা দেখিয়া প্রভুর রাগ হইয়াছে। কিন্তু প্রভুর চন্দ্রাবলীর প্রগল্ভ স্বভাব নহে, রাধার বালা স্বভাব। এই পঞ্চদশ দিবস শ্রীজগন্নাথ অদর্শন ছিলেন, সেই নিমিত্ত প্রভু তাঁহার উপর বড় রাগ করিয়াছেন, কিন্তু যদিও ক্রোধ করিয়াছেন, তবু মুখে কটূবাক্য আসিতেছে না। তাই বলিতেছেন যে, "হে বন্ধু! এই কি তোমার ধর্ম্ম? আমি তোমাকে না দেখিলে মরি, অথচ তুমি আমাকে পালটি চাহ না।" এই যে প্রভু শ্রীজগন্নাথের মুখে চাহিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতেছেন, এই চিত্রটি, হে পাঠক, হৃদয়ে অঙ্কিত কর। প্রভু তখন রাধা ভাবে বিভোর। যে ভাব গুলি মুখে ব্যক্ত করিতেছেন, তাহা কেবল স্ত্রী লোকের

নয়, কথা গুলি পর্য্যন্ত স্ত্রীলোকের, যে স্বরে বলিতেছেন, তাহাও স্ত্রীলোকের ন্যায়। আপনারা কেহ বলিতে পারেন, যে, কোন যুগে, কোন অবতারে, কেহ কখনও শ্রীভগবানকে এরূপ বলিয়াছেন, যে, "বন্ধু! তুমি আমার দিকে ফিরে চাও না, কিন্তু আমি তোমার লাগি মরি?" এই রূপ যিনি বলিতে পারেন তিনি হয় শ্রীভগবান, না হয় শ্রীভগবান যে পুরুষ ও প্রকৃতি মিলিত, তাঁহার প্রকৃতি অংশ। মনে ভাবুন, একজন তাপস সহস্র বৎসর বনে তপস্যা করিতেছেন। তাহার শরীর ক্লিষ্ট হইয়াছে, তাহার মস্তকে পিপড়ার বাসা হইয়াছে। তিনি কষ্ট করিতেছেন, কেন না, তাহার ভাল হইবে। তিনি হয় উদ্ধার হইবেন, না হয় মহাশক্তিসম্পন্ন হইবেন। আর একজন জপ তপ উপবাস কিছু জানেন না, এমন কি সংসারে বাস করেন। কিন্তু শ্রীভগবৎ-প্রেমে পাগল হয়েছেন ; এমন কি, তাঁহাকে না দেখিলে প্রাণে মরেন। তিনি মানভাবে অভিভূত হইয়া শ্রীভগবানকে তিরস্কার করিতেছেন, আর বলিতেছেন, "হে নিঠুর, তোমার শরীরে দয়া মায়া নাই, আমি তোমা বিনে তিলার্দ্ধ বাঁচি না, অথচ তুমি আমার দিকে ফিরে চাও না!" ইহার একজন মুনি, আর একজন গোপী। শ্রীভগবান কাহার কথা অগ্রে শুনিবেন? গোপীর না মুনির? তিনি কাহার বশ হইবেন? গোপীর না মুনির? যদি শ্রীভগবানের কিঞ্চিন্মাত্র দয়া মায়া থাকে, তবে অবশ্য তিনি সেই ব্যক্তির বশীভূত হইবেন, যে কিছু চাহে না, কেবল তাঁহার নিমিত্ত পাগল। এই শেষোক্ত বস্তু জীব হইলেও শ্রীভগবান তাহার নিকট বাধ্য। অতএব যদি তুমি শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুকে ভগবান বলিয়া মানিতে না পার, তবু তাঁহাকে ভজনা করিতে তুমি আপত্তি করিতে পার না। যাঁহার শ্রীভগবানের সহিত এরূপ সম্বন্ধ, যে, তিনি তাঁহাকে নিঠুর নির্ম্মোহ বলিয়া গালি দিবার অধিকার ধরেন, তিনি অবশ্য তোমাকে উদ্ধার করিতে শক্তি ধরেন।

এইরূপে প্রভু—

মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত কৈল শ্রীমুখ দর্শন।
স্বেদ, কম্প, ঘর্ম্ম অঙ্গে বহে অনুক্ষণ॥

তখন ভক্তগণ প্রভুকে সান্ত্বনা করিয়া তাঁহাকে বাসায় আনিলেন।

তৃতীয় অধ্যায়।

নীলাচলে জগন্নাথ রায়। গুণ্ডিচা মন্দিরে চলি যায়॥
অপরূপ রথের সাজনি। তাহে চড়ি যায় যদুমণি॥
দেখিয়া আমার গৌরহরি। নিজগণ লৈয়া এক করি॥
মাল্য চন্দন সভে দিয়া। জগন্নাথ নিকটে যাইয়া॥
রথ বেড়ি সাত সম্প্রদায়। কীর্ত্তন করয়ে গৌর রায়॥
আজানুলম্বিত বাহু তুলি। ঘন উঠে হরি হরি বলি॥
গগণ ভেদিল সেই ধ্বনি। অন্য আর কিছুই না শুনি॥
নিতাই অদ্বৈত হরিদাস। নাচে বক্রেশ্বর শ্রীনিবাস॥
মন বুঝি উচ্চৈঃস্বরে গায়। মুকুন্দ সরূপ রাম রায়॥
যার গানে অধিক সন্তোষ। গোবিন্দ মাধব বাসুঘোষ॥
বসু রামানন্দ নরহরি। গদাধর পণ্ডিতাদি করি॥
দ্বিজ হরিদাস বিষ্ণুদাস। ইহা সভার গানেতে উল্লাস॥
এই মত কীর্ত্তন নর্ত্তনে। কত দূর করিল গমনে॥
এ সভার পদরেণু আশ। করি কহে বৈষ্ণবের দাস॥

পর দিবস রথযাত্রা। প্রভু সেই আনন্দে একবারেই রাত্রে নিদ্রা যাইতে পারিতেছেন না। রজনী থাকিতে আপনি উঠিলেন ও ভক্তগণকে উঠাইলেন। তাহার পর সকলে শীঘ্র শীঘ্র স্নানাদি ক্রিয়া সমাপ্তি করিয়া পাণ্ডু বিজয় দর্শন করিতে বাহির হইলেন। সকলে দেখেন রথের মহাসজ্জা হইয়াছে। অন্যান্য বারে রথের যে সজ্জা হইত, এবারে প্রভুর সন্তোষের নিমিত্ত, রাজার আজ্ঞায় আরও অধিক সজ্জা দেওয়া হইয়াছে। রথ বোধ হইতেছে যেন স্বুবর্ণ মণ্ডিত। নানা বর্ণের বস্ত্রের দ্বারা উহার উপর শোভিত। কত নানা বর্ণের পতাকা উড়িতেছে। কত ঘণ্টা বাজিতেছে। আবার সেই সঙ্গে সঙ্গে মহা কলরবের সহিত বাদ্য ধ্বনি হইতেছে। শ্রীজগন্নাথকে রথারোহণ করাইবার নিমিত্ত মহাবলিষ্ঠ, সেবকগণ, প্রাণপণে যত্ন করিতেছেন। কেহ শ্রীপদ, কেহ কটি, এইরূপে শ্রীবিগ্রহ

ধরিয়া, বাদ্যের উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া, শ্রীবিগ্রহ উঠাইতেছেন। মহাপ্রভু "মণিমা" "মণিমা" বলিয়া উচ্চধ্বনি করিতেছেন। এই আনন্দ কলরব মধ্যে শ্রীজগন্নাথকে রথের উপর বসান হইল। রথের পথ সূক্ষ্ম ও শ্বেত, বালুকা মণ্ডিত। পথের উত্তরে প্রায় উভয় পার্শ্বে ফুলের বাগান। রথ মধ্যস্থান দিয়া চলিল, দর্শকগণ রথের দুই পার্শ্বে সঙ্গে সঙ্গে পদব্রজে চলিলেন।

কোন মহান্ ব্যক্তি অশ্ব-শকটে গমনাগমন করিয়া থাকেন, কিন্তু তাঁহার ভক্তগণ, কখন কখন সেই অশ্বকে অব্যাহতি দিয়া, আপনারাই উহা টানিয়া লইয়া যাইয়া থাকেন। এই মহান্ ব্যক্তির অশ্ব ছিল, তাহার শকট চালাইবার কাহার সাহায্য প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু তবু তিনি তাহার অনুগত ভক্তগণের তৃপ্তির নিমিত্ত, অশ্ব খুলিয়া দিতে আপত্তি করিলেন না। তাহারা যদিও কায়িক পরিশ্রম করিয়া তাহার শকট টানিতে লাগিল, তবু তাহাদের তিনি উপরোক্ত কারণানুসারে বাধা দিলেন না। সেইরূপ শ্রীজগন্নাথ নীলাচল হইতে সুন্দরাচলে গমন করিতে ইচ্ছা করিলে অনায়াসে যাইতে পারিতেন। কিন্তু ভক্তগণের ইচ্ছা তাঁহাকে রথে উঠাইয়া টানিয়া লইয়া যাইবেন। এমত অবস্থায় শ্রীজগন্নাথের ন্যায় মহান্ বস্তু কি আপত্তি করিতে পারেন? শ্রীভগবানের নিজস্ব কি কি খেলা আছে তাহা জানি না, কিন্তু যদি মনুষ্যের সহিত তাঁহার খেলা করিতে হয়, তবে তাঁহার মনুষ্যের ন্যায় হইতে হইবে, নতুবা খেলা হইবে না। তিনি যদি কেবল তেজ হইয়া ওৎ প্রোৎ ভাবে জগৎ ব্যাপিয়া থাকেন, তবে আর মনুষ্য তাঁহার সহিত খেলা খেলিতে পারে না। তাই মনুষ্যে যে শ্রীভগবানকে রথের উপর বসাইয়া টানিয়া লইয়া যায়, ইহাতে যেমন ভক্ত মুগ্ধ হয়েন, সেইরূপ শ্রীভগবান, তাঁহার জীবের তাঁহার প্রতি প্রীতি দেখিয়া, মুগ্ধ হইয়া থাকেন। রথ চলিবার পূর্ব্বে সেই ধীশক্তিসম্পন্ন রাজাধিরাজ গজপতি প্রতাপরুদ্র হস্তে সুবর্ণের মার্জ্জনী ও চন্দন-জল লইয়া, পথ পরিষ্কার করিতে লাগিলেন, আর উহাতে চন্দন-জলের ছিটে দিতে লাগিলেন। মহাপ্রভু রাজার এইরূপ তুচ্ছ সেবা দেখিলেন, দেখিবা মাত্র তাঁহার প্রতি মনে মনে কৃপার্দ্র হইলেন। প্রভুর বলে বলীয়ান গৌড়ীয়গণ, উৎকলবাসীগণকে অধিকারচ্যুত করিয়া, রথের রজ্জু ধরিলেন, ধরিয়া টানিতে লাগিলেন। বাদ্যের শব্দে কর্ণ বধির হইতেছে। আনন্দে

উন্মাদ হইয়া রথের সঙ্গে সকলে চলিলেন। তখন মহাপ্রভু নিজগণকে একত্র করিলেন, করিয়া সকলকে মাল্য চন্দন দান করিয়া শক্তিসম্পন্ন করিলেন। তাহার পর তাহাদিগকে লইয়া প্রথমে চারিটি কীর্ত্তন সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করিলেন। প্রথম সম্প্রদায়ের প্রধান অবশ্য সরূপ দামোদর, আর পঞ্চজন তাঁহার দোহার। যথা, দামোদর, রাঘব, গোবিন্দ দত্ত, গোবিন্দানন্দ, ও নারায়ণ। এই ছয় জন গীত গাইবেন, আর দুই জন মৃদঙ্গ বাজাইবেন। এই সম্প্রদায়ে নৃত্য করিবেন স্বয়ং শ্রীঅদ্বৈত প্রভু। এইরূপে প্রত্যেক সম্প্রদায়ে সর্ব্ব সমেত নয় জন করিয়া রহিলেন।

দ্বিতীয় সম্প্রদায়ের প্রধান শ্রীবাস, তাঁহার দোহার ছোট হরিদাস, গঙ্গাদাস, শুভানন্দ, শ্রীমান পণ্ডিত, ও শ্রীরাম পণ্ডিত। ইহাতেও দুই মৃদঙ্গ। দ্বিতীয় সম্প্রদায়ে নৃত্যকারী স্বয়ং শ্রীনিত্যানন্দ। তৃতীয় সম্প্রদায়ের প্রধান মুকুন্দ। ইহার দোহার মুকুন্দের জ্যেষ্ঠ বাসুদেব দত্ত, মুরারি, শ্রীকান্ত, বল্লভ সেন, ও গোপীনাথ। এই সম্প্রদায়ে গোপীনাথ ব্যতীত সকলেই বৈদ্য। ইহার নৃত্যকারী বড় হরিদাস।

চতুর্থ সম্প্রদায়ের প্রধান গোবিন্দ ঘোষ, বাসু ঘোষের দাদা, তাঁহার দোহার বাসু ও মাধব দুই ভাই, অন্য হরিদাস, বিষ্ণুদাস, ও অন্য রাঘব। ইহার নৃত্যকারী বক্রেশ্বর। ইহা ব্যতীত আর তিন সম্প্রদায় পূর্ব্ব হইতে প্রস্তুত ছিল। যথা কুলীম গ্রামের, খণ্ডের, ও শান্তিপুরের। কুলীন গ্রামের প্রধান রামানন্দ বসু। শান্তিপুরের প্রধান অচ্যুতানন্দ অর্থাৎ অদ্বৈত প্রভুর জ্যেষ্ঠ তনয়। আর শ্রীখণ্ডের প্রধান নরহরি সরকার ঠাকুর। অতএব সর্ব্ব সমেত সাত সম্প্রদায় কীর্ত্তন করিতে নিযুক্ত হইলেন। ইহার চারি সম্প্রদায় রথের অগ্রে চলিলেন, দুই সম্প্রদায় দুই পার্শ্বে, আর এক সম্প্রদায় পশ্চাতে। এইরূপে চৌদ্দ মাদল বাজিয়া উঠিল। বেয়াল্লিশজন গীত গাইতে লাগিলেন ও সাত জনে সাত ঠাই নৃত্য আরম্ভ করিলেন।

কীর্ত্তন আরম্ভেই লোক সমুদায় আনন্দে পাগল হইয়া উঠিলেন। আর অন্যান্য বাদ্য আপনি আপনি স্থগিত হইয়া গেল। রথাগ্রে কীর্ত্তন পদ্ধতি এই প্রথমে সৃষ্টি হইল। প্রভু এই সাত সম্প্রদায়ের কর্ত্তা। তাঁহাকে এই সকল সম্প্রদায়েই জীবন দিতে হইবে, সকল সম্প্রদায়ের মধ্যেই তাঁহার থাকিতে হইবে, প্রভুকে না দেখিলে কেহই নাচিতে কি গাহিতে পারেন না। অথচ সর্ব্বাগ্রের সম্প্রদায় পশ্চাতের সম্প্রদায় হইতে বহুদূর

ব্যবধানে। এই সাত স্থানে প্রভু একেবারে কিরূপে থাকেন? অথচ তাঁহার না থাকিলেও নয়।

সাত ঠাঁই বুলে প্রভু হরি হরি বলি।
জয় জয় জগন্নাথ কহে হস্ত তুলি। (চরিতামৃত)

ফল কথা, এই সাত সম্প্রদায়ের ভক্তগণ দেখিতেছেন যে প্রভু তাঁহাদের মধ্যেই আছেন। প্রত্যেক সম্প্রদায় ভাবিতেছেন যে তাঁহাদের প্রতি প্রভুর বড় টান, তাই অন্য সম্প্রদায়কে উপেক্ষা করিয়া তাঁহাদের সম্প্রদায়ে প্রভু আছেন। প্রভু কি সত্যই একেবারে সাত ঠাঁই বিরাজ করিতেছিলেন? যথা চরিতামৃতে—

আর এক শক্তি প্রভু করিল প্রকাশ।
এককালে সাত ঠাঁঞি করেন বিলাস॥
সবে কহে প্রভু আছে এই সম্প্রদায়।
অন্য ঠাঁঞি নাহি যায় আমার মায়ায়॥

এই যে রথ খানি চলিতেছে, ইহা রাজা প্রতাপরুদ্রের। তিনি সেখানকার সকলের কর্ত্তা, কিন্তু লক্ষ লোকের মধ্যে কাহারও লক্ষ তাঁহার প্রতি নাই। সকলেরই নয়ন প্রভুর দিকে। ইহাতে রাজার ঈর্ষা নাই। তিনি নিজেও আত্মহারা হইয়া প্রভুকে দর্শন করিতেছেন। এই প্রথমতঃ স্পষ্টরূপে তিনি প্রভুকে দর্শন করিলেন। আগে যখন প্রভুকে দর্শন করিয়াছেন সে হয় দূর হইতে, আর না হয় কতক অন্ধকারের মধ্যে। প্রভুকে দর্শন করিয়া ও তাঁহার ভক্তি দেখিয়া রাজা প্রেমে অচেতনবৎ হইলেন। ইহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে তাঁহার নীচ সেবা দেখিয়া প্রভু তাঁহার প্রতি দয়ার্দ্র হইয়াছেন। এখন প্রভু রাজাকে তাঁহার পুরস্কার দিতেছেন। রাজা দেখিতেছেন যে, যেন শ্রীজগন্নাথ রথ স্থগিত করিয়া প্রভুর কীর্ত্তন শুনিতেছেন। ক্রমে ক্রমে তাঁহার জ্ঞান হইল যে রথের উপরে যিনি বসিয়া আছেন, তিনি আর প্রভু এক বস্তু! তিনি রথে জগন্নাথকে দেখিতে পাইলেন না, দেখিলেন প্রভু বসিয়া আছেন।

প্রতাপরুদ্র হইল পরম বিস্ময়।
দেখিতে বিবশ রাজা হইল প্রেমময়॥
রাজার তুচ্ছ সেবা দেখি প্রসন্ন প্রভুর মন।
সে প্রসাদে পাইল এই রহস্য দর্শন।

রাজা ক্রমেই বাহ্য জ্ঞান শূন্য হইতেছেন, ক্রমেই প্রভু কর্তৃক আকৃষ্ট হইতেছেন। প্রভু এইরূপে খঞ্জন পক্ষীর ন্যায় সম্প্রদায় সম্প্রদায় বিচরণ করিতেছেন। কিম্বা তাঁহার অনমুভবনীয় শক্তির দ্বারা সকল সম্প্রদায়ে এক সময়ে বিলাস করিতেছেন। কখন বা প্রভু আপনি কোন দলে মিশিয়া গীত গাইতেছেন। কখন ভাবে মুগ্ধ হইতেছেন, কিন্তু সময় বুঝিয়া আপনাকে প্রভু এ পর্য্যন্ত দিব্য সচেতন রাখিয়াছেন ও সম্বরণ করিতেছেন।

এইরূপ খানিক নৃত্যের পরে প্রভু স্বয়ং নৃত্য করিবেন ইচ্ছা করিলেন। তখন সাত সম্প্রদায় একত্র করিলেন। একত্র করিয়া তাহার মধ্যে নয় জন প্রধান গায়ক বাছিয়া লইলেন। সে নয় জন শ্রীবাস, মুকুন্দ, হরিদাস, মাধব ও গোবিন্দ ঘোষ, গোবিন্দ দত্ত, রামাই, রাঘব ও গোবিন্দানন্দ। এই নয় জনের প্রধান অবশ্য সরূপ হইলেন। এই নয় জনের গীত আরম্ভ হইলে প্রভু নৃত্যের উদ্যোগ করিলেন।

প্রভু কিরূপে নৃত্য আরম্ভ করিলেন, তাহা স্বয়ং মুরারি গুপ্ত চক্ষে দর্শন করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। প্রভু প্রথমে শ্রীজগন্নাথকে দণ্ডবৎ করিলেন, করিয়া যোড় হস্তে তাঁহার দিকে চাহিয়া স্তব করিতে লাগিলেন। যথা চরিতামৃত—

নমো ব্রাহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমোনমঃ॥

প্রভু ভঙ্গ স্বরে এক একটী শ্লোক পাঠ করিতেছেন, আর আপনাকে সম্বরণ করিবার নিমিত্ত ক্ষণেক চুপ করিতেছেন। উপরের শ্লোক পড়িয়া একে একে উচ্চৈঃস্বরে এই শ্লোকগুলি পাঠ করিলেন—

জয়তি জয়তি দেবো দেবকীনন্দনোঽসৌ
জয়তি জয়তি কৃষ্ণো বৃষ্ণিবংশ-প্রদীপঃ।
জয়তি জয়তি মেঘশ্যামলঃ কোমলাঙ্গো।
জয়তি জয়তি পৃথ্বীভার নাশো মুকুন্দঃ॥
জয়তি জননিবাসো দেবকী জন্মবাদো
যদুবর পরিষৎ স্বৈ র্দোর্ভিরস্যন্নধর্ম্মং।
স্থিরচর বৃজিনয়ঃ সুস্মিত শ্রীমুখেন
ব্রজপুরবনিতানাং বর্দ্ধয়ন্ কামদেবং॥

নাহং বিপ্রো নচ নরপতির্নাপি বৈশ্যো ন শূদ্রো
নাহং বর্ণী ন চ গৃহপতি র্নো বনস্থো যতি র্বা।
কিন্তু প্রোদ্দন্নিখিল পরমানন্দ পূর্ণামৃতাব্ধে
র্গোপীভর্ত্তুঃ পদ কমলয়ো র্দাসদাসানুদাসঃ ॥

প্রভু যখন তাঁহার পদ্মনেত্র শ্রীজগন্নাথের মুখ-পদ্মে অর্পণ করিলেন, তখন বোধ হইল প্রভুর সমুদায় প্রাণ তাঁহার নয়নে আসিয়াছে। প্রভু শ্রীজগন্নাথের মুখ পানে নিমিষ হারা হইয়া চাহিয়া, স্তব করিতে আরম্ভ করিবা মাত্র, তাঁহার আয়ত নেত্র দিয়া জলের ধারা পড়িতে লাগিল। প্রভু গদাধরের পাদ-পদ্ম দর্শনের সময়ে যে লীলা করেন, এখন তাহাই করিতে লাগিলেন। দর্শকগণ অপরূপ দেখিতেছেন, কি না, যে, নয়ন বারি ধারার ন্যায় হইয়া বদন বহিয়া হৃদয়ে আসিতেছে। সেই ধারা আসিয়া ত্রিধারা হইয়া মৃত্তিকায় পড়িতেছে। প্রভুর এই অমানুষিক নয়ন ধারা কবিকর্ণপূর তাঁহার কাব্যে এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। যথা—

উন্মীল্য প্রথমং পরিপ্লবয়তা পক্ষ্মাণি ভূয়ঃ ক্ষণাৎ
শ্রীমদ্গণ্ডতটীষু দীর্ঘময়তা ধারাভিরুচ্চৈস্ততঃ।
প্রাপ্যোরঃ পদবীং ত্রিধা প্রসরতা ভূমৌক্রুটন্মৌক্তিক-
শ্রেণীবৎ ক্রিয়তাং সদৈব জগতাং হর্ষঃপ্রভো রশ্রুণা ॥

ইহার অর্থ এই—

"যে জল প্রথমে উৎপন্ন হইয়াই নেত্রপক্ষ্ম অভিষিক্ত করিতেছে, এবং ক্ষণকাল মধ্যেই পুনর্ব্বার সুশোভিত গণ্ডস্থলে সুদীর্ঘ ধারে বহমান হইতেছে, তৎপরে যে সুবিশাল বক্ষঃস্থল পাইয়া তথা হইতে তিন ধারায় ভূতলে পতিত হইতেছে, প্রভুর সেই নেত্র পতিত জল ছিন্ন সূত্র-হারের ন্যায়, সর্ব্বদা জগন্মণ্ডলে হর্ষ বিধান করুন।"

গ্রন্থকার এখানে কর্ণপূরকে প্রণাম করিয়া বলিতেছেন, "তথাস্তু!" এই যে ধারা, ইহা সমুদায় নয়ন যুড়িয়া আসিতেছে। প্রভুর স্তব পড়া সমাপ্ত হইলে, একবার হুঙ্কার করিলেন, করিয়া নৃত্য আরম্ভ করিলেন। প্রভু পাক দিয়া নৃত্য করিবার কালে, পূর্ব্বে যে নয়ন জল মৃত্তিকায় পড়িতেছিল, ইহা এখন চতুর্দ্দিকের লোককে স্নান করাইতে লাগিল। প্রভু কুম্ভকারের চক্রের ন্যায় ঘুরিতেছেন। প্রভুর নৃত্যে যেন ভূমিকম্প হইতে লাগিল।

নৃত্য করি মহাপ্রভুর পড়ে পদতল।
সসাগর মহী শৈল করে টলমল॥

প্রভুর উদ্দণ্ড নৃত্য দেখিয়া ভক্তগণের প্রাণ শুখাইয়া গেল। কারণ উদ্দণ্ড নৃত্যের সময় প্রভু আছাড় খাইলে বোধ হইত যে, তাঁহার সমুদায় অস্থি চূর্ণ হইয়া গিয়াছে। কাজেই শ্রীনিতাই, শ্রীঅদ্বৈত ও স্বরূপ তাঁহার পশ্চাতে বাহু পসারিয়া, তাঁহার সহিত বিচরণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু তবুও তাঁহারা তিন জনে প্রভুকে নিবারণ করিতে পারিতেছেন না। প্রভু তবু মধ্যে মধ্যে আলগোছ হইয়া এমন আছাড় খাইতেছেন যে, ভক্তগণ ত্রাসে হাহাকার করিয়া নয়ন মুদিতেছেন। প্রভু আছাড় খাইলেই অমনি ভক্তগণ তাঁহাকে ধরিতেছেন, ধরিয়া তুলিতেছেন। দেখিতেছেন, প্রভু বাঁচিয়া আছেন কি না, কি অস্থি সমুদায় ভঙ্গ হইয়াছে কি না। কখন ধরিতে ধরিতে প্রভু আবার উঠিলেন, উঠিয়া নাচিতে লাগিলেন। কখন ঘোর অচেতনে উঠিলেন না। তখন সকলে বসিয়া প্রভুকে সন্তর্পণ করিতে লাগিলেন। প্রথমে দেখিলেন যে নিশ্বাস বহিতেছে কি না। যদি দেখেন নিশ্বাস আছে, তবে কতক নিশ্চিন্ত হইয়া তাঁহাকে বায়ু বীজন প্রভৃতি সন্তর্পণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু যদি দেখেন নিশ্বাস বন্দ হইয়া গিয়াছে, বুক দুর দুর করিতেছে না, তখন আতঙ্কে সকলে মহা ব্যস্ত হইলেন। ভক্তগণের সর্ব্বদা ভয় যে, কবে তাঁহাদের প্রাণাধিক প্রিয় বস্তু তাঁহাদিগকে ফাঁকি দিয়া হঠাৎ পলাইয়া যাইবেন। তখন প্রভুর অবস্থা দেখিলে পাষাণও বিগলিত হওয়ার কথা। প্রভু পৃষ্ঠদেশ অবলম্বন করিয়া সেই তপ্ত বালুকার উপর পড়িয়া আছেন। উদর স্পন্দন, নিশ্বাস, প্রভৃতি জীবনের চিহ্ন মাত্র নাই। উত্তান নয়ন, মুখ বাহিয়া ফেন পড়িতেছে। তবে ইহার মধ্যে সুখকর দৃষ্টি এই টুকু থাকিত যে, প্রভুর মুখের শ্রী ও অঙ্গের তেজ তখন যেন আরও বৃদ্ধি পাইত। প্রভু আছাড় খাইয়া পড়িয়াছেন, চেতন কি জীবনের চিহ্ন মাত্র নাই, তখন ভক্তগণ চারি পার্শ্বে বসিয়া যাঁহার যেরূপ উদয় হইতে লাগিল, তিনি সেইরূপ সন্তর্পণ করিতে লাগিলেন। স্বরূপ প্রভুর মস্তক উঠাইয়া জানুর উপরে রাখিলেন। নিত্যানন্দ বায়ু বীজন, অদ্বৈত গগন ভেদ করিয়া হুঙ্কার, ও হরিদাস উচ্চৈঃস্বরে হরিধ্বনি করিতে লাগিলেন। কেহ বা বস্ত্র দ্বারা মুখে জল আঘাত করিতে লাগিলেন। তখন লক্ষ

লোকে সকলে চুপ করিলেন। যাঁহারা পশ্চাতে আছেন, তাঁহারা অগ্রের লোক সমূহকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, যে, প্রভু কি চেতন পাইয়াছেন? এই দুর্ভাবনার মধ্যে প্রভু হুঙ্কার করিয়া আবার উঠিলেন, উঠিয়া নৃত্য আরম্ভ করিলেন, আর অমনি লক্ষ লোকে আনন্দে হরিধ্বনি করিয়া উঠিল।

শ্রীকৃষ্ণ রসিক-শেখর। যখন গোপীগণকে আপনি কাণ্ডারি হইয়া পার করিতেছিলেন, তখন মাঝ যমুনায় আসিয়া নৌকা দোলাইতে লাগিলেন। এইরূপে গোপীগণকে ভয় দিয়া আমোদ দেখিতে লাগিলেন। গোপীগণ ভয় পাইয়া ক্রমে কৃষ্ণের নিকট যাইতে লাগিলেন। ভয় পাইলেই লোকে, যিনি আশ্রয়, তাঁহার নিকটে যাইয়া থাকে। এইরূপে প্রভু কি, আছাড় খাইয়া পড়িয়া, দু দণ্ড পর্য্যন্ত অচেতন, এমন কি মৃত অবস্থায় থাকিয়া, ভক্তগণকে ভয় দিয়া আমোদ দেখিতেন? একটী ঘটনা এখানে স্মরণ হওয়ায়, এ কথা বলিতেছি। প্রভু নৃত্য করিতেছেন, রথ আসিতেছে। কিন্তু প্রভু পশ্চাতে না হটিয়া, ঐ রথের সম্মুখে হঠাৎ ঘোর মূর্চ্ছায় অভিভূত হইয়া পড়িলেন। এমন কি, রথ প্রভুর শ্রীঅঙ্গের উপর আসিবার উপক্রম হইল। প্রভুর সংজ্ঞা নাই, অচেতন হইয়া পড়িয়া। রথ প্রায় তাঁহার বক্ষের উপরে। তাহাতে তাঁহার কি? অমনি একজন ভক্ত ভয় পাইয়া—

তৈ রেতৈঃ করপল্লবৈ র্নিজ নিজ ক্রোড়েষু কৃত্বা কিয়,
দ্দূরে স্বৈরমুপার্পিতো বিজয়তে শ্রীগৌরচন্দ্রঃ প্রভুঃ॥

(চৈতন্যচরিত কাব্য)

অর্থাৎ কোন ভক্ত ভয় পাইয়া তাঁহাকে ক্রোড়ে করিয়া রথের অগ্র হইতে এক পার্শ্বে আনিলেন, প্রভু যেরূপ অচেতন সেইরূপই রহিলেন। ইহা দেখিয়া ভক্তগণ ও রাজা ভয় পাইলেন। বিশেষতঃ উদ্দণ্ড নৃত্যে প্রভু যে কখন্ কোথা যাইতেছেন, তাহার ঠিকানা করা যাইতেছে না। আবার লক্ষ লক্ষ লোকে প্রভুর নৃত্য দর্শন করিবার নিমিত্ত সম্মুখে ঝুঁকিতেছে। এমন কি, ভক্তগণকে ঠেলিয়া প্রভুর গায়ে পর্য্যন্ত পড়িতেছে। পূর্ব্বে বলিয়াছি, প্রতাপরুদ্র সেই লোক সমূহের মধ্যে দাঁড়াইয়া, কিন্তু তাঁহাকে তখন কেহ গ্রাহ্য করিতেছে না। তখন সকলে যুক্তি করিয়া মণ্ডলি বাঁধিয়া প্রভুকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। প্রথম

মণ্ডলে শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীঅদ্বৈত, শ্রীসরূপ প্রভৃতি। প্রভু মধ্য স্থানে। দ্বিতীয় মণ্ডলে প্রভুর ভক্তগণের মধ্যে যাঁহারা প্রভূত বলশালী ও নিতান্ত নিজজন, যথা কাশীশ্বর, গোবিন্দ, শ্রীবাস ইত্যাদি। আর তৃতীয় মণ্ডলে স্বয়ং মহারাজা। তিনি তাঁহার পাত্র মিত্র ও যোদ্ধাগণ লইয়া বাহিরে এক মণ্ডলি করিয়া লোক নিবারণ ও প্রভুকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। এই রাজার অগ্রে শ্রীবাস, দ্বিতীয় মণ্ডলীতে। রাজা ভাল করিয়া প্রভুকে দেখিতে পাইতেছেন না। পূর্ব্বে বলিয়াছি, প্রভুর কি কাণ্ড, রাজা প্রজা সব মিশিয়া গিয়াছে। রাজা যে সেখানে দাঁড়াইয়া, তাহা অতি অল্প লোকে লক্ষ্য করিতেছেন। রাজার দক্ষিণ দিকে তাঁহার প্রধান অমাত্য হরিচন্দন। তাঁহার স্কন্ধে হস্ত অবলম্বন করিয়া রাজা এক দৃষ্টে প্রভুকে দর্শন করিবার চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু শ্রীবাস একটু স্থূলকায় বলিয়া, ভাল করিয়া দেখিতে পাইতেছেন না। প্রভুকে দেখিবার নিমিত্ত রাজা একবার বামে একবার দক্ষিণে মস্তক লইতেছেন। রাজার এই দশা দেখিয়া হরিচন্দনের অসহ্য হইতেছে। শেষে অমাত্যবর থাকিতে না পারিয়া, শ্রীবাসকে হস্ত দ্বারা এক পার্শ্বে সরিয়া যাইবার নিমিত্ত ঠেলিতে লাগিলেন। শ্রীবাস ভাবে বিভোর, তাঁহার পশ্চাতে যে রাজা ও রাজার মন্ত্রী, আর মন্ত্রী যে তাঁহাকে রাজার প্রভু-দৃশ্য সুলভ করিবার নিমিত্ত এক পার্শ্বে যাইবার জন্য হস্ত দ্বারা ঠেলিতেছেন, তাহার বিন্দু বিসর্গও তিনি জানেন না। হরিচন্দন বারম্বার ঐরূপে ঠেলিতে লাগিলেন, শ্রীবাস বিরক্ত হইয়া, পশ্চাতে ফিরিয়া কে ঠেলিতেছে তাহা লক্ষ্য না করিয়া, হরিচন্দনের গালে এক চপেটাঘাত করিলেন।

হরিচন্দন রাজনীতি লইয়া থাকেন, তিনি রাজা ব্যতীত আর কাহাকেও চিনেন না, রাজনীতি ব্যতীত আর কিছুই বুঝেন না। সম্মুখের এক দরিদ্র বিদেশী ব্রাহ্মণের চপেটাঘাত দ্বারা অত লোকের মধ্যে অপমানিত হইয়া, তিনি স্বভাবত ক্রুদ্ধ হইলেন, হইয়া শ্রীবাসকে প্রহার করিতে উদ্যত হইলেন। কিন্তু রাজা তখন পূর্ব্ব রাগরসে বিভাবিত। তাঁহার শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুকে ও তাঁহার সম্বন্ধীয় যে কেহ, কি যে কোন বস্তু, সমুদায় মধু বলিয়া বোধ হইতেছে। হরিচন্দনের ক্রোধ দেখিয়া, রাজা ব্যস্ত হইয়া তাহার হাত ধরিয়া বলিলেন, "তুমি কর কি? দেখিতেছ না উনি প্রভুর গণ। উহাঁর শ্রীহস্তের প্রসাদ পাইয়াছ, তুমি অতি ভাগ্যবান, আমি পাইলে আপনাকে অতি ভাগ্য-

বান ভাবিতাম।" হরিচন্দন কাজেই নিরস্ত হইলেন। এবং যাঁহারা রাজার চরিত্র দেখিলেন ও বুঝিলেন, তাঁহারা তাঁহাকে সাধুবাদ দিতে লাগিলেন। শ্রীবাস একটুকু লজ্জা পাইলেন।

প্রভুর নৃত্য কেহ দেখেন নাই। সকলে শুনিয়াছেন, শ্রীশচীর উদরে শ্রীনবদ্বীপ নগরে শ্রীনন্দের নন্দন জন্ম গ্রহণ করিয়া, এখন সন্ন্যাসীরূপে শ্রীনীলাচল ক্ষেত্রে বাস করিতেছেন। তাঁহাকে অতি ভাগ্যবানে দূর হইতে দর্শন পাইয়া থাকেন। তিনি অদ্য সর্ব্ব-নয়ন-গোচর হইয়াছেন। শ্রীগৌরাঙ্গের দর্শনে লোক বিমোহিত হয়, তাঁহার নৃত্য দর্শনে পাষাণ দ্রবীভূত হয়। তাঁহার প্রেম-তরঙ্গের নৃত্য যিনি দর্শন করিয়াছেন, তিনিই প্রকৃত অনুভব করিতে পারিবেন যে, শ্রীগৌরাঙ্গের নৃত্যে ভুবন মোহিত কেন করিত। সেই নবীন গৌর-তনু, অদ্য দিবাভাগে, সর্ব্ব সমক্ষে; নৃত্য করিতেছেন। এই নৃত্যই অতি কঠিন জীবের পক্ষে যথেষ্ট, কিন্তু উপস্থিত ব্যক্তিগণ ইহার সঙ্গে আরো নানা অদ্ভুত কাণ্ড দেখিতেছেন। যথা চরিতামৃতে—

উদ্দণ্ড নৃত্য প্রভুর অদ্ভুত বিকার।
অষ্ট সাত্ত্বিক ভাব উদয় হয় সমকাল॥
মাংস-ব্রণ সহ রোমবৃন্দ পুলোকিত।
শিমুলের বৃক্ষ যেন কণ্টকে বেষ্টিত॥
এক এক দন্তের কম্প দেখি লাগে ভয়।
লোক জানে দন্ত সব খসিয়া পড়য়॥
সর্ব্বাঙ্গে প্রস্বেদ ছুটে তাহে রক্তোদগম।
জয় জয় জজ গগ গদ্ গদ্ বচন॥
জল যন্ত্র ধারা যেন বহে অশ্রু জল।
আস্ পাস্ লোক যত ভিজিল সকল॥
দেহ কান্তি গৌর কভু দেখিয়ে অরুণ।
কভু কান্তি দেখি যেন মল্লিকা পুষ্প সম॥

এই সমস্ত অদ্ভুত দর্শনে যাঁহারা দ্রবীভূত না হয়েন, অলৌকিক দর্শনেই যেন তাঁহারাও মুগ্ধ হইতেছেন। মাঝে মাঝে প্রভু, বায়ু ভরে কদলী পত্রের ন্যায় কম্পিত দুই শ্রীকর যুড়িয়া, শ্রীজগন্নাথকে প্রণাম করিতে যাইতেছেন, কিন্তু বড় কাঁপিতেছেন বলিয়া স্থির হইয়া প্রণাম করিতে পারি-

তেছেন না। যুগ্ম বৃদ্ধাঙ্গুলী বারম্বার কপালে লাগিতেছে। আবার প্রভু কখন কখন মহামল্লের ন্যায় দৃঢ়রূপে বাম পদ অগ্রে স্থাপিত করিয়া শ্রীজগন্নাথ পানে চাহিয়া তাল ঠুকিতেছেন। ইহাতে তুমুল শব্দ হইতেছে, ও প্রভুর বাম বাহু রক্ত বর্ণ হইতেছে। প্রভুর মনের ভাব অনুভব করুন। তখন তাঁহার ভক্ত-ভাব। শ্রীজগন্নাথের দিকে চাহিয়া বলিতেছেন, যে, "আর আমার ভয় কি, আমি তোমার বলে বলীয়ান।" আর ত্রিতাপকে অর্থাৎ ভয়ের যত কিছু, তাল ঠুকিয়া আরোপ টংকারে তুচ্ছ করিতে-ছেন। মনে ভাবুন, অতি বলশালী কোন লোক জানু পাতিয়া একটী প্রকাণ্ড শৃঙ্গী মেষকে তাল ঠুকিয়া আহ্বান করিয়া বলিতেছেন যে, "আয় দেখি, তোর কত শক্তি!" প্রভুও সেই ভাবে ভাবিত হইয়া, এই ভাবে তাল ঠুকিতেছেন। কখন মুখে জয় জগন্নাথ বলিতে যাইতেছেন। কিন্তু একে জিহ্বাদি ইন্দ্রিয়গণ সমুদায় অবাধ্য হইয়াছে, আরও মহাকম্পে দন্তে দন্তে আঘাত হইতেছে, সুতরাং জয় বলিতে জজ বলিতেছেন, জগন্নাথ বলিতে জগ গগ করিতেছেন। তখন তাবল্লোকে ভক্তি দ্বারা অভিভূত হইতেছেন। যখন মৃত্তিকায় পড়িয়া প্রভুর শ্বাস রহিত হইতেছে, তখন সকলে ক্রন্দন করিতেছেন। যখন প্রভু নৃত্য করিতেছেন, তখন সেই অসংখ্য লোকের হৃদয় নাচিতেছে। প্রকৃত কথা, তখন সেই লক্ষ লক্ষ লোকে প্রেম-তরঙ্গে পড়িয়া কি একটা হইয়া গিয়াছেন। কি রাজা, কি প্রজা, কি সন্ন্যাসী, কি গৃহী, সকলে আত্মহারা হইয়া, যাহার যেরূপ প্রকৃতি, তিনি সেইরূপে বিভাবিত হইতেছেন। ফল কথা, প্রভু এই লক্ষ চিত্তকে বশীভূত করিয়া সম্পূর্ণরূপে করায়ত্তে আনিয়াছেন।

প্রভুর উদ্দণ্ড নৃত্য ভক্তের নিমিত্ত, মধুর নৃত্য প্রেমিকের নিমিত্ত। প্রভু উদ্দণ্ড নৃত্য দ্বারা লক্ষ লক্ষ লোকের হৃদয়ে ভক্তি উদ্রেক করিতে-ছেন, কিন্তু যাঁহারা ব্রজের নিগূঢ় রসের অধিকারী, তাঁহারা সে নৃত্য দেখিয়া দুঃখ ও ভয় পাইতেছেন। প্রভু মুহুর্মুহু পড়িতেছেন, শ্রীনিতাই, শ্রীঅদ্বৈত, ও সরূপ, ইহাঁদের মধ্যে যিনি দেখিতেছেন, তিনিই ধরিতেছেন, ও ভক্তগণে সন্তর্পণ করিতেছেন।

প্রভু নৃত্য করিতে করিতে রাজার নিকটে আসিলেন, আসিয়া ঐ রূপে পড়িয়া গেলেন। তখন রাজা স্বভাবতঃ হাহাকার করিয়া তাঁহাকে ধরিলেন, ধরিয়া উঠাইতে গেলেন। এখন প্রভুকে স্পর্শ করে, এরূপ

সাহস সরূপ ও নিতাই ব্যতীত আর কাহারও হইত না। শ্রীঅদ্বৈত পর্য্যন্তও] প্রভুকে স্পর্শ করিতে কুণ্ঠিত হইতেন। রাজা যে প্রভুকে ধরিতে গেলেন, এ যে তিনি রাজা সেই স্পর্দ্ধার বলে তাহা নয়, ইহা কেবল অভ্যাসবশত। তাঁহার পদের নিমিত্ত চিরদিন তাঁহার স্বাধীন প্রকৃতি, কোন কার্য্য করিতে কাহারও অনুমতি লওয়ার শিক্ষা তিনি কখন পান নাই। প্রভুকে প্রগাঢ় ভাল বাসেন, সেই প্রভু তাঁহার সম্মুখে অতি নির্ঘাত আছাড় খাইলেন, তিনি কাজেই যাইয়া প্রভুকে ধরিলেন।

কিন্তু প্রভুর উদ্দেশ্য-শূন্য কার্য্য একেবারে ছিল না। সামান্য জীবের ন্যায় তাঁহার কার্য্যের ভুল হইত না। তিনি মূর্চ্ছিত অবস্থায়ও কোন অকাজ করিতেন না। প্রভু ঘোর মূর্চ্ছায় অভিভূত হইয়া পড়িয়া গিয়াছেন, তাঁহার হঠাৎ চেতন পাইবার কথা নয়। কিন্তু রাজা যাই প্রভুকে স্পর্শ করিলেন, অমনি তিনি চেতন পাইলেন! পাইয়া বলিলেন, "ছি! একি হইল? আমার বিষয়ীর স্পর্শ হইল?" ইহাই বলিয়া, রাজার হস্ত হইতে যেন অব্যাহতি পাইবার নিমিত্ত, অন্যত্র গমন করিলেন, করিয়া আবার নৃত্য করিতে লাগিলেন।

রাজা এইরূপে লক্ষ লক্ষ লোকের মাঝে ও তাঁহার পাত্র মিত্র সৈন্য সামন্তের মাঝে, তাঁহার নিজ স্থানে, নিরপরাধে প্রভু কর্ত্তৃক অবমানিত হইলেন। রাজার যদি কিঞ্চিৎ মাত্র অভিমান থাকিত, তবে তিনি ক্রোধ করিয়া প্রভুকে সেই স্থানেই উপেক্ষা করিতেন। যদি তাঁহার প্রভুকে যে ভক্তি তাহার মধ্যে মলিনতা থাকিত, তবে তিনি এত অপমান সহ্য করিতে পারিতেন না। শুনিতে পাই, যাহাকে শ্রীভগবান কৃপা করিবেন, তাহাকে এইরূপে পরীক্ষা করিয়া থাকেন। এক দিন শ্রীমতী রাধিকাও এইরূপে প্রথমে উপেক্ষিত হইয়াছিলেন। রাজা তখন শ্রীভগবানের কৃপা পাইবার উপযুক্ত হইয়াছেন, তাই প্রভু কর্ত্তৃক উপেক্ষিত হইয়া আপনাকে অপমানিত বোধ করিলেন না। প্রভু যে স্বয়ং শ্রীভগবান, এ বিশ্বাস তখন তাঁহার হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়াছে, একটু পূর্ব্বে তিনি স্বচক্ষে তাহার প্রমাণ পাইয়াছেন। প্রভুর রূপে গুণে মোহিত হইয়া তাঁহার যত খানি প্রাণ, সমুদায় তাঁহাতে অর্পণ করিয়াছেন। কাজেই প্রভু কর্ত্তৃক অপমানিত হইয়া ক্রুদ্ধ না হইয়া, হৃদয়ে দারুণ ব্যথা লইয়া, শ্রীমতী যেরূপে উপেক্ষিত হইয়া সখীদিগের শরণাগত হইয়াছিলেন, সেই

রূপে, তিনি কাশীমিশ্র, সার্ব্বভৌম ও রামানন্দের নিকট রোদন করিতে লাগিলেন। রাজা বলিলেন, "হে সুহৃদগণ! আমার ভাগ্যে কি প্রভুর কৃপা হইবে না? আর আমার বাঁচিয়া কি ফল?"

তখন সকলে তাঁহাকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। সার্ব্বভৌম বলিলেন, "তোমার প্রতি প্রভুর সম্পূর্ণ কৃপা। তাহা না হইলে, তিনি যে স্বয়ং জগন্নাথ, ইহা একটু পূর্ব্বে এই লক্ষ লক্ষ লোকের মাঝে অন্যকে গোপন করিয়া তোমাকে জানাইতেন না। পূর্ণ কৃপা ব্যতীত ইহা হয় না। তিনি ধর্ম্ম শিক্ষা দিতে আসিয়াছেন, তিনি বিধি উপেক্ষা করিলে জীবে উহা মানিবে না। সন্ন্যাসীর রাজ স্পর্শ ত দূরের কথা, দর্শন পর্য্যন্ত নিষেধ। এই লক্ষ লক্ষ লোকের মধ্যে তুমি তাঁহাকে স্পর্শ করিলে, তিনি সেখানে তোমাকে উপেক্ষা করিতে বাধ্য। কিন্তু তুমি তাই বলিয়া তাঁহাকে ছাড়িও না। তুমি উপেক্ষিত হইয়াছ বলিয়া প্রভুর কৃপা উপেক্ষা না করিয়া, আবার তাঁহার চরণে স্মরণ লও, লইয়া জগজ্জনকে দেখাও যে, যদিও তুমি রাজা, কিন্তু তবু তুমি ভক্ত, প্রভুর কৃপা পাইবার নিতান্ত উপযুক্ত। এইরূপে তুমি, তোমাতে প্রভুর কৃপা করিতে যে বাধা আছে, তাহা অন্তর্হিত কর। তবে প্রভু তোমার নিকট ঋণী হইবেন।

রাজা সখাগণের এই অপরূপ সান্ত্বনা বাক্যে, এবং একটু পূর্ব্বে প্রভু অন্তরীক্ষে যে তাঁহার গোচর হইয়াছেন, ইহা মনে করিয়া, কথঞ্চিৎ স্থির হইলেন, হইয়া আবার প্রভুর নৃত্যে মন সংযোগ করিলেন। প্রভু রাজার হাত ছাড়াইয়া আবার নৃত্য আরম্ভ করিলেন, কিন্তু এবার আর উদ্দণ্ড নৃত্য নয়, ব্রজ-গোপীর নৃত্য। ফল কথা, প্রভুর মনের ভাব তখন অন্য রূপ হইয়া গিয়াছে। পূর্ব্বে ভক্ত-ভাবে নৃত্য করিতেছিলেন, এখন গোপী-ভাব দ্বারা অভিভূত হইলেন, হইয়া কি কি করিলেন তাহা একে একে বলিতেছি। প্রথমে এই ভাব পরিবর্ত্তনের তাৎপর্য্য বলিতেছি। প্রভুর তখন মনের ভাব হইল যে, তিনি শ্রীমতী রাধা, কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণের ওখানে তাঁহার সহিত মিলিতে আসিয়াছেন। আসিয়া প্রথমে দেখেন যে, সেখানে তাঁহার বন্ধু শ্রীকৃষ্ণ পরম ঐশ্বর্য্যশালী, হাতী ঘোঁড়া সৈন্য দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া বাস করিতেছেন। দেখেন, তাঁহার বন্ধু রাজবেশ ধরিয়া হাতে দণ্ড লইয়াছেন। ইহাতে আপনার বন্ধুর ভিন্ন বেশ, ভিন্ন সঙ্গ দেখিয়া ব্যথিত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণকে তাই নিবেদন করিবেন, বলি-

বেন কি না যে, "হে আমার বন্ধু! তুমি এ বহিরঙ্গ লোক সমূহের মাঝে কেন? চল, বাড়ী চল, শ্রীবৃন্দাবনে তুমি আমি দুই জনে থাকিব।"

কিন্তু এ সংবাদ শ্রীকৃষ্ণকে কিরূপে অবগত করান? যেহেতু তিনি অতি দূরে রথের উপরে! নিরুপায় হইয়া সেখানে বসিলেন, বসিয়া নখ-দ্বারা মৃত্তিকায় ত্রিভঙ্গ আকৃতি লিখিলেন। সেই তাঁহার কৃষ্ণ হইলেন। এখন সেই মূর্ত্তির নীচে নখ-দ্বারা মনের ভাব লিখিতে লাগিলেন। কিন্তু লিখিবেন কি, লিখিবার পূর্ব্বেই নয়ন-জলে তাঁহার সেই ত্রিভঙ্গাকৃতি ধুইয়া যাইতেছে। কাজেই আবার চিত্র আঁকিতেছেন, আঁকিয়া আবার লিখিতেছেন। প্রভুর এই কার্য্য দেখিয়া সরূপ ব্যথিত হইতেছেন, যেহেতু প্রভুর নখে আঘাত লাগিতেছে। তাই প্রভু যখন লিখিতে যাইতেছেন, সরূপ, ব্যগ্র হইয়া, (তিনি প্রভুর পাশে অগ্রেই বসিয়া গিয়াছেন,) নিজ হস্ত পাতিয়া দিতেছেন, যে প্রভু মৃত্তিকায় নখ-দ্বারা আঁচড় দিতে না পারেন। প্রভু বেগতিক দেখিয়া হাত সরাইয়া অন্য স্থানে চিত্র লিখিতে যাইতেছেন, সরূপও ঐরূপ হাত সরাইয়া প্রভুর নখের নীচে হাত রাখিতেছেন। কিন্তু সরূপের অধিকক্ষণ আর পরিশ্রম করিতে হইল না, যেহেতু ইতি-মধ্যে প্রভুর মনে ভাব প্রবেশ করিল যে, শ্রীকৃষ্ণ রথে চড়িয়া তাঁহা-দের সহিত বৃন্দাবনে চলিয়াছেন। প্রভুর মনের ভাব হইল যে, তিনি রাধা, সখীগণ সহিত এখন সেই বন্ধুকে বৃন্দাবনে লইয়া যাইতেছেন। প্রভু এই ভাবে বিভোর হইয়া আহ্লাদে একেবারে গলিয়া পড়িলেন, কাজেই তাঁহার নৃত্য আপনাপনি মধুর হইল। এদিকে সরূপ অমনি বুঝিলেন যে, প্রভুর মনের ভাব পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। আর সে পরিবর্ত্তন কি, তাহাও বুঝিলেন।

সরূপ গোসাঞির ভাগ্য না যায় বর্ণন।
প্রভুতে আবিষ্ট যাঁর কায় বাক্য মন॥
সরূপের ইন্দ্রিয় প্রভুর নিজ ইন্দ্রিয়গণ।
আবিষ্ট করিয়া করে গান আস্বাদন॥ (চরিতামৃত)

প্রভুর ভাব বুঝিয়া সরূপ অমনি এই পদ ধরিলেন। যথা—

সেইত পরাণ নাথ পাইনু।
যার লাগি মদন দহনে দহি গেনু॥

প্রভুও তখন মধুর নৃত্য আরম্ভ করিলেন, সে নৃত্য দেখিলে জীব মাত্রের

নয়নে আনন্দ-জল আইসে। প্রভু তখন রাধা-ভাবে সজল ও সলজ্জ নয়নে জগন্নাথ পানে চাহিতে লাগিলেন। তাহার পরে যেন জগন্নাথের সহিত কথা আরম্ভ করিলেন। লোকে কথা শুনিতে পাইলেন না, কিন্তু প্রভু যে কি করিতেছেন তাহা বুঝিতে পারিলেন। প্রভু তখন যে লক্ষ লক্ষ লোকের মাঝে আছেন, ইহা তিনি একেবারে ভুলিয়া গিয়াছেন। তখন তিনি রথে শ্রীকৃষ্ণকে ব্যতীত আর কাহাকেও দেখিতে পাইতেছেন না। আবার এই লক্ষ লক্ষ লোকেও স্তম্ভিত হইয়া প্রভুর কাণ্ড দর্শন করিতেছেন। প্রভুর মন জগন্নাথে নিবিষ্ট, আবার এই লোক সমূহের মন প্রভুতে নিবিষ্ট। প্রভুর প্রত্যেক ভঙ্গী সকলে আবিষ্ট হইয়া দর্শন করিতেছেন।

প্রভু মুখ উঠাইয়া রথে শ্রীকৃষ্ণের রূপ দর্শন করিতেছেন, এমন সময় যেন তাঁহার সহিত নয়নে নয়ন মিলিত হইল। অমনি লজ্জা পাইয়া মুখ হেট করিতেছেন। আবার যেন অনিবার্য্য আকর্ষণে শ্রীকৃষ্ণের দিকে চলিতেছেন।

কখন যেন শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে ধরিতে আসিতেছেন, এই ভাবিয়া অমনি লজ্জা পাইয়া, ক্রোধ করিয়া, অল্প হাসিতে হাসিতে, ও করতালি দিতে দিতে, পশ্চাতে নৃত্য করিতে করিতে, আসিতেছেন। কখন হাত নাড়িয়া মুখ নাড়িয়া রথের শ্রীকৃষ্ণকে স্বীয় মনের ভাব ব্যক্ত করিতেছেন। আবার কখন ছল ছল আঁখিতে গদ্ গদ্ হইয়া যেন আপনার মনের ব্যথা ব্যক্ত করিয়া তাঁহাকে বলিতেছেন। প্রভুর তখনকার মনের ব্যথা কি, তাহার আভাস পূর্ব্বে দিয়াছি। প্রভু শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন যে,"বন্ধু! তুমি এ কোথায় আসিয়াছিলে? এখানে লোকের কলরব, আমি স্বস্তি পাইতেছি না। আমরা গোপী, আমাদের ও সব দেখিয়া ভয় করে। বন্ধু! বৃন্দাবনে চল, সেখানে পক্ষী গান করিতেছে, বৃক্ষ সুশীতল ছায়া দিতেছে, যমুনা পিপাসা শান্তি করিতেছে। হে আমার প্রাণের প্রাণ! আমি তোমা ছাড়া তিলার্দ্ধ বাঁচি না। চল, সেখানে তোমার নিজজনের কাছে চল, সকলে সুখে ক্রীড়া করিব।

প্রভু তখন আপনাকে রাধা বলিয়া ভাবিতেছেন, কাজেই সরূপকে ভাবিতেছেন ললিতা। এমন কি, নিকটে যে যে মর্ম্মী-ভক্ত আছেন, সকলকেই তাঁহার আপনার সখী বলিয়া বোধ হইতেছে। মনের ভাব এই যে, তাঁহার সুখের সুখী সখীগণ সহিত তিনি শ্রীকৃষ্ণকে বৃন্দাবনে লইয়া যাইতেছেন। শ্রীকৃষ্ণ একটু দূরে রথের উপরে আছেন। প্রভুর মনের ভাব যে, কৃষ্ণ এত দূরে যে, তাঁহার সহিত

কথাবার্ত্তার সম্ভাবনা নাই। মনে ইচ্ছা হইতেছে যে, তাঁহার প্রিয়তমের গলায় মালতীর মালা দিবেন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ দূরে। তাহার পরে মালতীর মালা বা কোথায় পাইবেন? তখন হস্তে যে জপের মালা ছিল, উহা, তাঁহার মনে সহজেই মালতীর মালা রূপে পরিণত হইল। এখন মালতীর মালা পাইলেন, শ্রীকৃষ্ণও সম্মুখে, কিন্তু তাঁহার গলায় মালা দিবেন কি রূপে? তাই মনে মনে একটু পরামর্শ করিয়া হস্ত উর্দ্ধ করিয়া আপনার অঙ্গুলীতে মালা ঘুরাইতে লাগিলেন। ঘুরাইতে ঘুরাইতে উহা শ্রীজগন্নাথের দিকে নিক্ষেপ করিলেন। তখন তাবৎ লোকে প্রভুর উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিলেন, কারণ প্রকৃতই সেই মালা শ্রীজগন্নাথের গলায় বেষ্টন করিয়া পড়িল! এই রহস্য দেখিয়া লক্ষ লক্ষ লোকে চিৎকার করিয়া আনন্দে হরিধ্বনি করিয়া উঠিলেন। রথে, জগন্নাথের পার্শ্বে, যাঁহারা আছেন, তাঁহারা আবার সেই মালা প্রভুর হাতে পঁহুছিয়া দিতে লাগিলেন।

প্রভুর, মর্ম্মি ভক্তগণকে সখী-বোধে তাঁহাদিগকে আবার পুরস্কার মালা দিতে ইচ্ছা হইতেছে। আবার ঐরূপ অঙ্গুলি দ্বারা ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া মালা নিক্ষেপ করিতেছেন, আর প্রকৃতই সেই ভক্তের গলায় সেই মালা বেষ্টন করিতেছে! যথা, বক্রেশ্বর প্রভুর একটু দূরে আছেন। প্রভু তাঁহার দিকে চাহিয়া অঙ্গুলিতে মালা ঘুরাইতে লাগিলেন। ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া উহা নিক্ষেপ করিলেন, আর অমনি তাঁহার গলা ঐ মালা দ্বারা বেষ্টিত হইল। বোধ হয় সেই দেখাদেখি এখন দর্শকগণে রুমালে প্রণামী বাঁধিয়া রথের উপর নিক্ষেপ করেন, আর সেবাইতগণ প্রণামী লইয়া সেই রুমালে প্রসাদী মালা দিয়া উহা প্রত্যর্পণ করেন।

প্রভুর নৃত্য বর্ণন করা অসাধ্য, কারণ তিনি প্রত্যহ এক রূপ নৃত্য করিতেন না। নিমিষে নিমিষে তাঁহার নৃত্য নূতন আকার ধারণ করিত। প্রভুর আনন্দ হইয়াছে, ভাবিতেছেন সখীদেরও সেইরূপ আনন্দ হইয়াছে, তাই সখীদের সহিত আনন্দ ক্রীড়া করিতে ইচ্ছা হইতেছে। আপনি মধুর নৃত্য করিতেছেন, এখন সম্মুখে দেখেন বক্রেশ্বর। অমনি তাঁহাকে ধরিয়া আলিঙ্গন করিতেছেন। কিন্তু শুধু আলিঙ্গন করিয়া তৃপ্ত হইতেছেন না, গলা ধরিয়া মুখ চুম্বন করিতেছেন। দেখেন পার্শ্বে সরূপ দামোদর, দেখিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিতে গেলেন, সরূপ অমনি চরণে পড়িলেন। তখন শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেমে কাঁপিতে কাঁপিতে

সরূপকে উঠাইয়া হৃদয়ে করিলেন ও গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া মুখ চুম্বন করিলেন। তখন বোধ হইল যেন সরূপ শ্রীগৌরাঙ্গের দেহে প্রবেশ করিলেন, কারণ প্রভু সরূপকে যে আলিঙ্গন করিলেন, অমনি তিনি যেন লোকের অদর্শন হইলেন। যথা চৈতন্যচরিত মহাকাব্যে—

দধার কটিসূত্রকং প্রভুরীতিহ দামোদরঃ
স্বরূপ ইব তস্য কিং যতিবরোঽহয়মুদ্ঘুষ্যতে।
য এষ নটোনোৎসবে হৃদয়কায় বাগ্‌বৃত্তিভিঃ
শচীসুত কলানিধৌ প্রবিশতীব সান্দ্রোৎসুকঃ॥

এই দেখিলেন দুই জনে এক হইয়া গেলেন, আবার একটু পরে পৃথক্‌কৃত হইলেন। তখন দুই জনে মিলিত হইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। কখন দুই জনে হস্ত উত্তোলন করিয়া, কর ধরাধরি, মুখোমুখি হইয়া নৃত্য করিতেছেন। কখন ঐরূপ মুখোমুখি হইয়া উভয়ে উভয়ের বাহু ধরিয়া নৃত্য করিতেছেন। কখন বা শ্রীগৌরাঙ্গ সরূপের মুখে নয়নপদ্ম অর্পণ করিয়া তাঁহার চিবুক ধরিয়া নৃত্য করিতেছেন। কখন বা দুই জনে মুখ ঘুরাইয়া, পৃষ্ঠে পৃষ্ঠে মিলিত হইয়া, নৃত্য করিতেছেন। কখন বা উভয়ে পলক হারাইয়া নয়নে নয়নে মিলিত হইতেছেন, হইয়া নৃত্য করিতেছেন। এই নৃত্য দেখিয়া কি এই মহাজনের পদ সৃষ্টি হইল? যথা—

হেরাহেরি ফেরাফিরি ধরাধরি বাহু।
পূর্ণিমার চাঁদে যেন গরাসিল রাহু॥

আবার সরূপ, সিংহের কটি হইতেও ক্ষীণ যে প্রভুর কটি, তাহা এক হাতে জড়াইয়া ধরিয়াছেন, এবং প্রভু সরূপের কটি ধরিয়াছেন, আর সরূপ বক্র হইয়া অন্য হাতে প্রভুর জানু ধরিয়া নৃত্য করিতেছেন। যথা চৈতন্যচরিত মহাকাব্যে—

উন্মীলন্মকরন্দ সুন্দর পদদ্বন্দ্বার বিন্দোল্লস
দ্বিন্যাসঃ ক্ষিতিষু প্রকাম মমুনা দামোদরেণ প্রভুঃ।
আমুগ্ধৈঃ করকুট্মলৈরিতইতোহর্ষাদধোধো গুরু
স্নেহার্দ্রেণ দৃঢ়োপগূহিতপদো নৃত্যন্নসৌ দৃশ্যতাং॥

আবার কখন বা প্রভু, দক্ষিণ দিকে সরূপের, বাম দিকে বক্রেশ্বরের হস্ত ধরিয়া, দ্রুত পদে নৃত্য করিয়া, হাসিতে হাসিতে, একবার জগন্নাথের দিকে চাহিয়া অগ্রবর্ত্তী হইতেছেন, আবার ঐরূপ নৃত্য করিতে করিতে, হাসিতে হাসিতে, পশ্চাতে হাঁটিয়া আসিতেছেন। আবার প্রভু

কখন বক্রেশ্বর ও সরূপকে ত্যাগ করিয়া, যাঁহাকে সম্মুখে পাইতেছেন, অমনি কাঁপিতে কাঁপিতে তাঁহাকে হৃদয়ে করিয়া মুখ চুম্বন করিতেছেন। ভাবিতেছেন, ক্রমে বৃন্দাবনের দিকে যাইতেছেন। আর প্রভু, যত বৃন্দাবনের নিকট যাইতেছেন, ততই আনন্দে বিহ্বল হইতেছেন।

প্রভুর হৃদয়ানন্দ সিন্ধু উথলিল।
উন্মাদ ঝঞ্ঝার বায়ু তৎক্ষণে উঠিল॥ (চরিতামৃত)

কাজেই সঙ্গে সঙ্গে এই লোক সমূহ আনন্দে পাগল হইল। এখন, রাধা ও কৃষ্ণে যে প্রেম-ভাব, ইহা লোকে হৃদয়ে কতক অনুভব করিতে পারে, যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ পুরুষ, ও শ্রীমতী নারী। কিন্তু এই যে প্রভু প্রেমে জর্জ্জরিভুত হইয়া সরূপ কি বক্রেশ্বরকে চুম্বন করিতেছেন, ইহা কি জাতীয় প্রেম, বহিরঙ্গ লোকে ইহা কিরূপে অনুভব করিবে? এই যে প্রভু মুখ-চুম্বন করিতেছেন, ইহা দেখিয়া লোকের কিছু মাত্র অস্বাভাবিক বোধ হইতেছে না, বরং লোকে উহা দেখিয়া একেবারে মুগ্ধ হইতেছে। তাই শাস্ত্রে বলেন, গোপী-প্রেমে কামগন্ধ নাই। অর্থাৎ হৃদ্‌রোগ কি কাম-রোগ থাকিতে কৃষ্ণ-প্রেম উদয় হয় না। অথবা কৃষ্ণ-প্রেম উদয় হইলে হৃদ্‌রোগ কি কামরোগ বশীভূত হয়। শ্রীকৃষ্ণ-প্রেম উদয় হইলে স্ত্রী ও পুরুষ ভেদ জ্ঞান লোপ হয়, অথচ স্ত্রী ও পুরুষে যে মধুর প্রেম উহা পরিবর্দ্ধিত হয়। এক শ্রীভগবান পুরুষ, আর সমুদায় প্রকৃতি, পরিণামে জীব মাত্র গোপ গোপীরূপে শ্রীভগবানের সহিত মিলিত হইবে। শ্রীগৌরাঙ্গের বক্রেশ্বরকে চুম্বন দ্বারা, শ্রীভগবানের জীবের সহিত, জীবের জীবের সহিত, ও জীবের শ্রীভগবানের সহিত, কত গাঢ় সম্বন্ধ, কতক অনুভব করা যাইতে পারে। যাঁহারা পরকীয় প্রেমের কথা শুনিলে ক্লেশ পায়েন, তাঁহারা দেখিবেন যে, এই প্রেমে স্ত্রী পুরুষ জ্ঞান নাই।

জগন্নাথ-সেবক যত রাজ-পাত্রগণ।
যাত্রিক লোক নীলাচলবাসী যত জন॥
প্রভু নৃত্য প্রেম দেখি হয় চমৎকার।
কৃষ্ণ-প্রেমে উথলিল হৃদয় সভার॥
প্রেমে নাচে গায় লোক করে কোলাহল।
প্রভু নৃত্য দেখি সবে আনন্দে বিহ্বল॥

প্রভুর তবু ঘন ঘন মূর্চ্ছা হইতেছে, কিন্তু মধুর নৃত্যে যে পতন

তাহাতে তত ভয় হয় না। প্রভু মূর্চ্ছা যাইতেছেন, তাহার কারণ এই যে, তাঁহার যে আনন্দ উঠিতেছে, তাহা হৃদয়ে স্থান পাইতেছে না। যখন আনন্দ হৃদয়ে না ধরে, তখন মূর্চ্ছা হয়। প্রভু আবার রাজার সম্মুখে মূর্চ্ছিত হইলেন!

রাজা পূর্ব্বে তাড়া খাইয়াছেন, তাহাতে এবার নিরস্ত হইলেন না। তবে সে বার যেমন প্রভুকে ধরিয়া উঠাইতে গিয়াছিলেন, এবার তাহা না করিয়া পদতলে বসিলেন, বসিয়া শ্রীপদ দুখানি আপনার ক্রোড়ে রাখিয়া অতি যতনে উহা সেবা করিতে লাগিলেন। যথা কবিকর্ণপূরের কাব্যে—

আনন্দোৎসাহ মূর্চ্ছাগত ইব ভবতি স্পন্দ নিশ্বাস মন্দে
রোহদ্রোমাঞ্চপূরৈ র্বিকলিত-বপুষানন্দ মন্দীকৃতেন।
স্যন্দন্নেত্রারবিন্দদ্বয় সলিল জুষারুদ্রদেবেন ভূয়ঃ
সানন্দং সেবিতাঙ্ঘ্রিদ্বয় সরসিরুহো রাজতে গৌরচন্দ্রঃ ॥

অর্থ—শরীর স্পন্দন ও নিশ্বাস-বায়ু মন্দীভূত হওয়ায় নেত্র-পদ্ম বিগলিত জল-ধারা-যুক্ত, তথা আনন্দে জড়ীকৃত ও লোমাঞ্চ, সমূহে বিকলিত অঙ্গ দ্বারা যাঁহাকে বোধ হইতেছে যেন আনন্দ উৎসাহ ও তত্তৎক্ষণেই মূর্চ্ছাগত হইতেছেন এবং প্রতাপরুদ্র কর্ত্তৃক সানন্দে তদবস্থায় যাঁহার পাদপদ্ম যুগল সেবিত হইতেছে, সেই প্রভু গৌরচন্দ্র অতিশয় শোভা পাইতেছেন।

প্রভু বলিয়াছিলেন তিনি রাজ-সম্ভাষণ করিবেন না, রাজার সংকল্প তিনি প্রভুর কৃপাপাত্র হইবেন। শ্রীভগবান ভক্তের নিকট পরাস্ত হইলেন। এবার প্রভু বিষয়ীর স্পর্শে হঠাৎ চেতন লাভ করিলেন না, রাজার সন্তর্পণে ধীরে ধীরে সচেতন হইলেন। কিন্তু তবু মহারাজের সেবা যে তাহার অবগতি হইয়াছে, ইহা জানিতে দিলেন না। প্রভু চেতন পাইয়াই আবার মধুর নৃত্য আরম্ভ করিলেন।

প্রভু এই রাধা-ভাবে প্রেমের হিল্লোলের মাঝে সহসা ভক্তি কর্ত্তৃক পরিপ্লুত হইলেন। প্রেম ও ভক্তি, ভজন কালে, হৃদয়ে এইরূপ খেলা করিয়া থাকেন। কখন প্রেম ভজন করিতে করিতে হঠাৎ ভক্তির উদয় হয়, আবার ভক্তির সেবা করিতে করিতে প্রেমের উদয় হয়। প্রেমের হিল্লোলে প্রভুকে ভাসাইয়া লইয়া যাইতেছে, এমন সময় হঠাৎ ভক্তির উদয় হইল।

তখন শ্লোক আকারে প্রভু বলিতেছেন, "হে অরবিন্দ লোচন! তোমার পাদপদ্ম মাধুরী অতিশয় রমণীয়, অতিশয় সুগন্ধ, অতিশয় দুর্লভ," ইহা বলিয়া সেই সুশীতল শ্রীপদকমল ধরিতে গেলেন। আবার তখনি অধিরূঢ় ভাব উপস্থিত হওয়ায়, আপনাকেই শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া বোধ হইল। অতএব এক সময়ে প্রভুর দেহে রাধা ও কৃষ্ণ উভয় ভাবের উদয় হইল। তাই রাধা ভাবে শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপদ ধরিলেন। অর্থাৎ আপনার শ্রীপদ হৃদয়ের উপর রাখিয়া অতি গাঢ় প্রেমে ও ভক্তিতে চুম্বন করিতে লাগিলেন! প্রভু, আপনার পদ শ্রীকৃষ্ণের পদ এই বোধে উহা ঘন ঘন চুম্বন করিতেছেন, প্রেমে উহা বুকে ধরিতেছেন, আর নয়ন ভরিয়া এক দৃষ্টে দর্শন করিতেছেন!

প্রভুর এক সময়ে যে দেহের মধ্যে দুই ভাব, ইহা মুহুর্মুহু প্রকাশ হইত। এই দুই ভাব কিরূপ না রাধা-কৃষ্ণ ভাব, কি উদ্ধব-কৃষ্ণ ভাব। এই গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে পাঠক দেখিবেন যে, প্রভু যখন নবদ্বীপ হইতে ভক্তগণের নিকট বিদায় লয়েন, তখন এক সময়, একবার কৃষ্ণ হইয়া রাধার নিমিত্ত, ও রাধা হইয়া কৃষ্ণের নিমিত্ত, রোদন করিয়াছিলেন। এইরূপে প্রভু উদ্ধব ও কৃষ্ণ, এই দুই ভাবে, একেবারে বিভাবিত হইয়া, আপনার চুল দ্বারা আপনার শ্রীপদ বন্ধন করিতেন। প্রভুর চুল হইল উদ্ধবের, পদ হইল শ্রীকৃষ্ণের! উদ্ধব শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত, তাঁহার সেবা আপন কেশ দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের পদবেষ্টন। ভক্তিতে ভক্তে প্রভুর এইরূপ সেবা করিয়া থাকেন।

এইরূপে রথ বলগণ্ডি স্থানে আইল। দক্ষিণে উপবন, বামে বিপ্রশাসন নারিকেল বন। সে স্থানে আইলেও প্রভুর নৃত্য ভঙ্গ নাই। কিন্তু সেখানে একটি নিয়ম আছে, তাহাতে মহা ভিড় হইল। সে স্থানে রাজা, রাণী, পাত্র, মিত্র, বিদেশী, সকলেই, যাহার যেরূপ ইচ্ছা, শ্রীজগন্নাথকে ভোগ দিয়া থাকেন। যাহার যতদূর সাধ্য, তিনি সেখানে সেইরূপ উত্তম আহার্য্য দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া শ্রীজগন্নাথদেবকে ভোজন করাইয়া থাকেন। সেই কারণে এত গোল হইল যে, ভক্তগণ প্রভুকে নৃত্য হইতে ক্ষান্ত করাইয়া উপবনে লইয়া গেলেন। সেই উপবনে উত্তম গৃহ আছে, ভক্তগণ প্রভুকে তাহার পিণ্ডায় লইয়া বসাইলেন। প্রভু প্রেমে অচেতন। পিণ্ডায় পা মেলাইয়া ঘর হেলান দিয়া বসিয়া থাকিলেন। পরিশ্রমে প্রভুর ঘর্ম্মাক্ত কলেবর।

সেখানে তিনি শীতল বায়ু সেবন করিতে লাগিলেন। ভক্তগণ যে যেখানে পাইলেন, বৃক্ষ তলায় ঐরূপে বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। মহারাজ প্রতাপরুদ্র সখাগণ সহিত প্রভুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ আছেন। প্রভু পিণ্ডায় গমন করিলে রাজার আনন্দে প্রাণ নাচিয়া উঠিল। তখন সার্ব্বভৌম ও রামানন্দের পরামর্শ ক্রমে রাজা তাঁহার জীবিতেশ্বরের সহিত মিলিত হইতে চলিলেন। প্রথমে রাজা সমুদায় রাজবেশ পরিত্যাগ করিলেন, করিয়া ধুতি চাদর পরিলেন, অবশ্য ধুতি ও চাদর অতি পরিষ্কার।

শুক্ল বস্ত্র, ধুতি ফোতা পরিয়াছে মাত্র।
প্রভুকে দেখিব বলি উল্লাসিত গাত্র॥ (চন্দ্রোদয় নাটক)

তাহার পরে সুন্দর বৈষ্ণব বেশের যে যে উপকরণ, সমুদায় ধারণ করিলেন। করিয়া একলা উপবনে প্রবেশ করিলেন। রাজা প্রকাণ্ড দেহধারী ও বলশালী, কিন্তু তখন প্রতিপদে তাঁহার পদস্খলন হইতেছে। চকিত হরিণীর ন্যায় এদিক ওদিক চাহিতেছেন, কিন্তু সে অভ্যাসে, প্রকৃত পক্ষে, উল্লাসে ও ভয়ে, বাহ্য জ্ঞান অল্প মাত্র আছে।

চতুর্দ্দিকে চাহে রাজা সভয় নয়নে।
প্রভুর নিকটে গেল মন্থর গমনে॥ (চন্দ্রোদয় নাটক)

দেখেন, ভক্তগণ বসিয়া আছেন, তাঁহারা সকলে প্রভুর কৃপাপাত্র। ভক্তগণকে দেখিয়া রাজার চেতন হইল, তখন করযোড়ে সকলের নিকট সঙ্কেত দ্বারা, প্রভুকে মিলিতে অনুমতি চাহিলেন। রাজার এই দীন ভাব, এই আকিঞ্চন, এই দৃঢ়তা, দেখিয়া সকলেই মুগ্ধ হইলেন, অনেকের হৃদয় দ্রব হইল। কাহার বা একটুকু শঙ্কাও হইল, ভাবিলেন যে রাজার ভাগ্যে আজি না জানি কি হয়। এইরূপে রাজা ক্রমে প্রভুর নিকটস্থ হইলেন। প্রভু কিরূপে বসিয়া আছেন, তাহা চন্দ্রোদয়ে এইরূপ বর্ণিত আছে। যথা—

নৃত্যাবেশ প্রভু চিতে, না পারেন সম্বরিতে, মুদিত করিয়া দু নয়ন।
শ্রীচরণ-প্রসারিয়া, বসিল আনন্দ পাঞা, পাদপদ্ম চালেন সঘন॥
নিরন্তর নেত্র-জল, ধৌত করে বক্ষঃস্থল, প্রেমানন্দ যেমন সাক্ষাৎ।

প্রভু কি করিতেছেন, না মুখে সেই পূর্ব্বের রচিত একটী অর্দ্ধ শ্লোক উচ্চারণ করিতেছেন, আর মুদিত নয়ন জলে ভাসিয়া যাইতেছে। সে শ্লোকটি এই, যথা—

অথাত আনন্দ দুঘং পদাম্বুজং ইত্যাদি। (চৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটক)

গোপীনাথ নিকটে বসিয়া, প্রভুর এই শ্লোক শুনিয়া, মনে মনে অর্থ করিতেছেন। ভাবিতেছেন, প্রভু একটু পূর্ব্বে হঠাৎ ভক্তিতে অভিভূত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের চরণ মাধুরী দর্শন ও চুম্বন করিয়াছেন। দর্শন ও স্পর্শ করিয়া পরমহংসগণ যে ব্রহ্মানন্দ ভোগ করেন, তাহা অপেক্ষা তোমার শ্রীচরণ মাধুরী অনন্ত গুণে শ্রেষ্ঠ। এ কথার তাৎপর্য্য বলিতেছি। পরমহংসগণ যোগাভ্যাস দ্বারা ব্রহ্মানন্দ ভোগ করিয়া থাকেন। ইহারা তেজ উপাসনা করেন। প্রভু শ্রীকৃষ্ণের চরণ মাধুরী আস্বাদ করিয়া বলিতেছেন যে, "হে শ্রীকৃষ্ণ! তোমার চরণ হইতে যে আনন্দ, সে ব্রহ্মানন্দ হইতে অনন্ত গুণে শ্রেষ্ঠ।" ইহাতে প্রভু প্রকারান্তরে সাকার ভজনকে নিরাকার ভজন হইতে বহু গুণে শ্রেষ্ঠ বলিতেছেন।

রাজা প্রভুর নিকট আগমন করিয়া, প্রভুর ভাব দেখিয়া ও শ্লোক শুনিয়া স্তম্ভিত হইয়া কিয়ৎক্ষণ শ্রীচরণ দর্শন করিতে লাগিলেন।

রাজা তখন ইতস্তত করিতে লাগিলেন। ভাবিতেছেন, প্রভুর শ্রীপদ স্পর্শ করিয়া কি তাহার অকৃপার ভাজন হইবেন? আবার ভাবিতেছেন, প্রভু যদি প্রাণে মারেন, তবে শ্রীচরণ ধরিয়াই মরিবেন। রাজার মনে ভয় যে, পাছে প্রভু ভাবেন যে, তিনি রাজা বলিয়া, তাঁহার বিনা অনুমতিতে, তাঁহার শ্রীচরণ স্পর্শ করিলেন। তখন রাজার শ্রীমদ্ভাগবতের এই শ্লোকটী মনে পড়িল।

সর্ব্বে৺ভাগবত শ্রীমৎ পাদস্পর্শ হতাশুভং।
ভোজস্পর্শবপুর্হিত্বারূপং বিদ্যাধরার্চ্চিতং॥

ভাবিলেন, "যদি অপরাধ করি, তবে ভগবান পাদস্পর্শে সমুদায় ক্ষয় হইয়া যাইবে, অতএব শ্রীভগবানের শ্রীপাদ স্পর্শে কখন কোন বিপদ নাই।" ইহা ভাবিয়া সংকল্প করিয়া পদতলে বসিলেন, বসিয়া হস্ত দ্বারা শ্রীচরণ সেবন করিতে লাগিলেন। প্রভু যেরূপ পদ চালাইতে ছিলেন, সেইরূপ করিতে লাগিলেন, কিছু বলিলেন না।

রামানন্দ রায় রাজাকে শিখাইয়া দিয়াছেন যে, "তুমি প্রভুর পদ সেবা করিবে। আর সেই সময় শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলাও শুনাইবে।" রাজা কোথায় পাঠ করিবেন, কিরূপে পাঠ করিবেন, এ সমস্ত রাম রায়ের নিকট উত্তম করিয়া শিখিয়া আসিয়াছেন। রাজা পদ সেবা করিতে করিতে ধীরে ধীরে রাসের গোপী গীতার প্রথম শ্লোক পাঠ করিলেন। যথা—

জয়তি তেঽধিকং জন্মনা ব্রজঃ শ্রয়ত ইন্দিরা শশ্বদত্রহি।
দয়িত দৃশ্যতাং দিক্ষু তাবকা স্বয়ি ধৃতাসবস্তাং বিচিন্বতে॥

গোপীগণ কহিলেন "হে দয়িত! তোমার জন্ম দ্বারা আমাদের ব্রজমণ্ডল সমধিক উৎকর্ষশালী হইয়াছে। অপর তুমি এখানে জন্ম গ্রহণ করিয়াছ এই কারণে কমলাও এই ব্রজমণ্ডলকে অলঙ্কৃত করিয়া এ স্থানে নিত্য বিরাজমানা। হে প্রিয়! এই প্রকারে তোমার কারণে যে ব্রজমণ্ডলে সকল ব্যক্তি আমোদান্বিত, সে স্থানে তোমার দাসী এই সকল গোপী (যাহারা তোমার নিমিত্তই কথঞ্চিৎ প্রাণ ধারণ করিয়াছে) তোমার অন্বেষণ করিয়া কাতর হইতেছে, কৃপা করিয়া দর্শন দাও।"

প্রভুর মনের ভাব বাহিরে ব্যক্ত হইত, কারণ তাঁহার হৃদয় কাচের ন্যায় স্বচ্ছ ও সরল ছিল। এই শ্লোক শুনিবা মাত্র প্রভুর প্রফুল্ল বদন আরো প্রফুল্লিত হইল। রাজা ইহা দেখিয়া পরমাশ্বাসিত হইয়া ঐরূপ পদ সেবা করিতে করিতে তাহার পরের শ্লোক পড়িলেন। যথা—

শরদুদাশয়ে সাধুজাত সৎ সরসিজোদর শ্রীমুষা দৃশা।
সুরতনাথ তেঽশুল্ক দাসিকা বরদনিঘ্নতো নেহকিংবধঃ॥

"হে সম্ভোগ পতে! হে অভীষ্ট প্রদ! আমরা তোমার বিনামূল্যের দাসী তুমি যে শরৎকালে সুজাত অথচ বিকসিত কমল গর্ভের শোভাহারী নেত্র দ্বারা আমাদিগকে বধ করিতেছ, ইহা কি লোকে বধ বলিয়া গণ্য হয় না? শস্ত্র দ্বারা বধই কি বধ? চক্ষু দ্বারা বধ কি বধ নহে? উহা অবশ্যই বধ শব্দ বাচ্য। অতএব তোমার দৃষ্টি দ্বারা অপহৃত আমাদের প্রাণ প্রত্যর্পণ নিমিত্ত দর্শন দাও।"

প্রভুর আনন্দ তরঙ্গ আরো বাড়িয়া উঠিল। তখন যদিও নয়ন মেলিলেন না, কিন্তু মুখে নিতান্ত হর্ষ প্রকাশ করিয়া বলিলেন, "বল, বল, তাহার পর গোপীগণ কি বলিলেন, বল।"

প্রভু এই প্রথম রাজার সহিত কথা বলিলেন। রাজার আনন্দে কণ্ঠরোধ হইয়া যাইতেছে। কষ্টে শ্রষ্টে রাজা পড়িলেন—

বিরচিতাভয়ং বৃষ্ণি ধুর্য্য তে চরণমীয়ুষাং সংসৃতে র্ভয়াৎ।
করসরোরুহং কান্ত কামদং শিরসি ধেহি নঃ শ্রীকর গ্রহম্॥

"হে দেব! আমরা তোমার ভক্ত, আমাদের প্রার্থনা পরিপূর্ণ কর। হে বৃষ্ণিবংশ শ্রেষ্ঠ! তোমার চরণকমল প্রাণীদিগকে অভয় দান করে, আমরা সংসার

ভয়ে ভীতা হইয়া তোমার ঐ চরণে শরণাপন্ন হইয়াছি, অনুগ্রহ করিয়া তোমার যে কর কমল লক্ষ্মীর কর গ্রহণ করিয়াছে এবং যাহা বরপ্রদ, তাহা আমাদের মস্তকে নিহিত কর।"

প্রভু এই শ্লোক শুনিবা মাত্র আনন্দে যেন জড়বৎ হইলেন। শ্রীঅঙ্গে পূর্ব্বে যে পুলক ছিল, সেই পুলকের উপর মুহুর্মুহু পুলকের সৃষ্টি হইতে লাগিল। কষ্টে শ্রষ্টে ভঙ্গ স্বরে বলিলেন, "তাহার পর, তাহার পর"। রাজা আবার বলিলেন—

ব্রজজনার্ত্তিনহন্ বীর যোষিতাং নিজজনস্ময় ধ্বংসনস্মিত।
ভজ সখে ভবৎ কিঙ্করীঃস্মনো জলরুহাননং চারুদর্শয়॥

"সখে! তুমি ব্রজ জনের আর্ত্তিহারী, হে বীর! তোমার মন্দ হাস্য নিজ জনের গর্ব্বহারী, আমরা তোমার কিঙ্করী, কৃপা করিয়া আমাদিগকে আশ্রয় দাও। হে সখে! আমরা অবলা প্রথমে আমাদিগকে বদন-কমল দর্শন করাও।"

প্রভুর ইচ্ছা হইতেছে যে, যিনি শ্লোক পাঠ করিতেছেন, উঠিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করেন, কিন্তু শ্রীঅঙ্গ এলাইয়া পড়িতেছে, উঠিতে পারিতেছেন না। উঠিতে যাইতেছেন, আর এলাইয়া পড়িতেছেন। রাজা আর প্রভুর আজ্ঞা অপেক্ষা না করিয়া পড়িলেন। যথা—

মধুরয়া গিরা বল্গুবাক্যয়া বুধমনোজ্ঞয়া পুষ্করেক্ষণ।
বিধিকরীরিমা বীর মুহ্যতী রধরসীধুনা প্যায়য়স্ব নঃ॥

"হে পদ্ম-লোচন! তোমার মধুর বাণী সুন্দর পদাবলী সমলাঙ্কৃতা এবং বুধজনের মনোজ্ঞা, এই বাণী দ্বারা আমাদের মোহ জন্মিতেছে। হে বীর! আমরা তোমার কিঙ্করী, মুগ্ধ হইয়া মারা পড়ি, অতএব অধরামৃত প্রদান করিয়া জীবিত কর।"

প্রভু এবার উঠিতে গেলেন, কিন্তু পারিলেন না, আবার এলাইয়া পড়িলেন। রাজা যখন বুঝিলেন যে, শ্রবণ করিবার নিমিত্ত প্রভু কাণ পাতিতেছেন; তখনি আবার পড়িলেন। যথা—

তব কথামৃতং তপ্তজীবনং কবিভিরীড়িতং কল্মষাপহং।
শ্রবণ মঙ্গলং শ্রীমদাততং ভুবি গৃণন্তি যে ভুরিদা জনাঃ॥

"হে প্রিয়! তোমার বিরহে আমাদের মৃত্যু উপস্থিত হইয়াছিল, পুণ্যবানেরা তদীয় কথামৃত পান করাইয়া তাহা নিবারণ করিয়াছেন। ফলত

তোমার কথামৃত প্রতপ্ত জনের জীবন স্বরূপ, ব্রহ্মজ্ঞ জনও তাহার স্তব করেন, তাহাতে কামকর্ম্ম নিরস্ত হয়, অপর তোমার নামামৃত শ্রবণ মাত্রে মঙ্গল প্রদ এবং শান্তিদায়ক। পৃথ্বীতলে যে সকল ব্যক্তি বিস্তারিত রূপে তাহা পান করেন, নিশ্চয় তাঁহারা পূর্ব্বজন্মে বহু বহু দান করিয়াছিলেন। হে প্রভু! যাঁহারা তোমার কথামৃত নিরূপণ করেন, তাঁহারা যখন ধন্য হইলেন তখন দর্শনকারীদের কথা কি? অতএব প্রার্থনা করি আমাদিগকে দর্শন দাও।"

প্রভু আর থাকিতে পারিলেন না। হুঙ্কার করিয়া উঠিলেন, উঠিয়া "ভুরিদা, ভুরিদা" অর্থাৎ "তুমি আমাকে অনেক দান করিলে" বলিয়া, রাজাকে বাহু পসারিয়া ধরিলেন। রাজারে বলিতেছেন, "কে তুমি হে পরম সুহৃৎ, অকস্মাৎ কৃষ্ণলীলামৃত পান করাইয়া আমার তৃষিত হৃদয় শীতল করিলে? তুমি আমাকে বহু দান করিলে, কিন্তু আমি সন্ন্যাসী, আমার দিবার কিছু নাই, এস, তোমাকে আলিঙ্গন দান করি।" ইহাই বলিয়া রাজাকে হৃদয়ে করিয়া, "তব কথামৃত" শ্লোক পড়িতে পড়িতে উভয়ে অচেতন হইয়া পড়িয়া গেলেন। তখন উভয়ে উভয়ের বাহু দ্বারা পরিরম্ভিত হইয়া কিছু কাল অচেতন হইয়া পড়িয়া রহিলেন। এই সুযোগে প্রভু হইতে শক্তি নির্গত হইয়া রাজার প্রত্যেক ধমনি দিয়া তাঁহার সমস্ত অঙ্গ ব্যাপিয়া ফেলিল, তাঁহার মলিন ধমনি গুলি এইরূপে পরিষ্কৃত হইল। উহা দিয়া এখন বিদ্যুল্লতার ন্যায় আনন্দ-লহরী খেলিতে লাগিল। আর তাহার ফল স্বরূপ সর্ব্বাঙ্গে পুলক প্রভৃতি অষ্টসাত্ত্বিক ভাবের উদয় হইল। রাজা যেমন পাত্র,—তিনি যত খানি শক্তি ধরিতে পারেন, যখন তত খানি পাইলেন, তখন প্রভু চেতন পাইলেন। উঠিয়া, রাজাকে ফেলিয়া আবার রথ দর্শনে দৌড়িলেন, সম্রাট যেমন তেমনি পড়িয়া থাকিলেন। যথা—

(প্রভু) আনন্দে আবেশে আছে বাহ্য নাহি জানে।
কারে আলিঙ্গিয়া ছিল তাহা নাহি মনে॥
প্রভু সঙ্গে রহিল সকল ভক্তগণ।
রাজা একা ভূমে পড়ি প্রেমে অচেতন॥ (চন্দ্রোদয় নাটক)

রাজা এইরূপ অচেতন হইয়া পড়িয়া আছেন, এমন সময়—

গোপীনাথ আচার্য্য গেল গজপতি স্থানে।
রাজারে উঠায়ে কহে মধুর বচনে॥ (চন্দ্রোদয় নাটক)

গোপীনাথ রাজাকে উঠাইয়া সান্ত্বনা করিতেছেন, এমন সময়ে প্রভু ও ভক্তগণ উপবনে প্রত্যাগমন করিলেন।

রাজা দূর হইতে প্রভুকে প্রণাম করিয়া কৃতার্থ হইয়া ভক্তগণের পদতলে আসিয়া পড়িলেন। কিরূপ না, যেরূপ নব বিবাহিতা বালিকা স্বামীর বন্ধুগণের চরণে পড়িয়া প্রণাম করিয়া থাকেন। রাজার অঙ্গ পুলকে আবৃত হইয়াছে, প্রতি অঙ্গ প্রেমে তরঙ্গায়মান হইতেছে, নয়ন দিয়া অবিরত ধারা পড়িতেছে। সকলে রাজার ভাগ্যকে প্রশংসা করিতে লাগিলেন। রাজাও বিনীত ভাবে ভক্তগণের নিকট বিদায় লইয়া বাহিরে আইলেন, আসিয়া যত্ন করিয়া প্রভুকে প্রসাদ পাঠাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। একটুকু পরেই রাজার প্রদত্ত ভোগ প্রভুর সমীপে আসিয়া উপস্থিত হইল। এই সমস্ত উপহার দ্রব্য সার্ব্বভৌম, রামানন্দ, বাণীনাথ লইয়া আইলেন। পাঠক মহাশয়! প্রভুর ভোগের নিমিত্ত কি কি প্রসাদ আইল, একবার কি শ্রবণ করিবেন? যদি প্রভুর উপর আপনার মমতা থাকে, তবে অবশ্য এই রাজ যোগ্য প্রসাদের তালিকা দেখিলে আপনি আনন্দিত হইবেন। তাহাই ভাবিয়া, গৌরাঙ্গ ভক্তের নিমিত্ত কি কি প্রসাদ আসিয়াছিল, তাহা শ্রীচরিতামৃত গ্রন্থ বিবরিয়া বলিতেছেন। যথা—

ছানা পানা পৈড় আম্র নারিকেল কাঁঠাল।
নানাবিধ কদলক আর বীজ তাল॥
নারঙ্গ ছোলাঙ্গ টাবা কমলা বীজপুর।
বাদাম ছোহারা দ্রাক্ষা পিণ্ড খর্জ্জুর॥
মনোহরা লাড়ু আদি শতেক প্রকার।
অমৃত গুটিকা আদি ক্ষীরসা অপার॥
অমৃত মণ্ডা সোনার বড়ি আর কর্পূর কুলি।
সরামৃত সর ভাজা আর সর পুলি॥
হরি বল্লভ সেবতি কর্পূর মালতী।
ডালিমা মরিচা লাড়ু নবাত অমৃতি॥
পদ্মচিনি চন্দ্রকান্তি খাজা খণ্ড সার।
রিয়ড়ি কদমা তিলা খাজার প্রকার॥
নারঙ্গ ছোলাঙ্গ আম্র বৃক্ষের আকার।
ফল ফুল পত্র যুক্ত খণ্ডের বিকার॥

দধি দুগ্ধ দধি তক্র রসালা শিখরিণী।
সলবণ মুদ্গাঙ্কুর আদা খানি খানি ॥
লেবু কোলি আদি নানা প্রকার আচার।
লিখিতে না পারি প্রসাদ কতেক প্রকার ॥

এই সব দ্রব্যের মধ্যে কতকগুলি চিনিতে পারিলাম না। তবে একটা বুঝিলাম যে পূর্ব্বেও এখনকার ন্যায় শর্করার নানাবিধ উপকরণ প্রস্তুত হইত। রাজার উপহার দ্রব্যে অর্দ্ধ উপবন পরিপূর্ণ হইয়া গেল। উপহার দর্শনে প্রভু পর্য্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন। কেন?

এই মত জগন্নাথ করেন ভোজন।
এই সুখে মহাপ্রভুর জুড়ায় নয়ন ॥ (চরিতামৃতে)

প্রসাদের সঙ্গে পাঁচ সাত বোঝা বৃহৎ কেয়াপত্রের দোনা আইল। ভক্তগণের বড় পরিশ্রম ও ক্ষুধা হইয়াছে জানিয়া প্রভু সকলকে উদরপূর্ত্তি করিয়া ভুঞ্জাইবেন। সেই আনন্দে তখন কষ্টে শ্রষ্টে সমুদায় ভাব সম্বরণ করিয়া ভক্তগণকে ভুঞ্জাইতে ব্যস্ত হইলেন। ভক্তগণকে বসাইয়া এক এক ভক্তের সম্মুখে প্রভু আপনি দশ দশ দোনা রাখিলেন। তার পরে আপনিই পরিবেশন করিতে লাগিলেন। মনে ভাবুন যে, আমরা শ্রীভগবানের স্থানে গিয়াছি, আর শ্রীভগবান আমাদিগের আতিথ্য ভার গ্রহণ করিয়া আমাদিগকে খাওয়াইতেছেন। মনে ভাবুন, শ্রীভগবান আপনি পাত পাতিতেছেন, আর আমরা দাঁড়াইয়া তাঁহার কার্য্য কলাপ অবাক হইয়া দেখিতেছি। মনে ভাবুন, শ্রীভগবান শেষে আমাদিগকে বলিলেন, "আপনারা বসুন।" শ্রীভগবান বিনয়িতার খনি। তিনি ভক্তগণকে এইরূপ সম্মান করিয়া সম্বোধন করিতেছেন, তাহার বিশেষ কারণ এই যে, তিনি সে দিবস গৃহ কর্ত্তা অতিথি সেবা করিতেছেন। ভক্তগণ বসিতেছেন না, শ্রীভগবান শ্রীহস্তে ভক্তগণের হাত ধরিয়া ধরিয়া বসাইতেছেন। এই কাণ্ড দেখিয়া ভক্তগণ তাড়াতাড়ি বসিয়া গেলেন। তখন শ্রীভগবান নিজ হস্তে পরিবেশন আরম্ভ করিলেন। শ্রীভগবানের ভাণ্ডার অক্ষয়, আবার চরিত্র উদার, আতিথ্যের নিমিত্ত সর্ব্বস্ব নিক্ষেপ করিতে আপত্তি নাই। শ্রীহস্তে এক এক জনের পাতে দশ দশ জনের আহারীয় দ্রব্য দিতেছেন। আহারীয়ের সুগন্ধে নাসিকা মাতিতেছে। মনে ভাবুন, যেন স্বয়ং শ্রীমতী রাধা উহা রন্ধন করিয়াছেন। কিন্তু ভক্তগণ পাতে হাত দিতেছেন না, কারণ শ্রীভগবান

বসেন নাই, তিনি না খাইলে সকলে কিরূপে ভোজন করিবেন। শ্রীভগবান পরিবেশনে ব্যস্ত, হঠাৎ দেখিলেন, ভক্তগণ হাত উঠাইয়া বসিয়া আছেন। যদিও শ্রীভগবান্ অন্তর্যামী, সমস্ত জগতের বাহ্য ও আভ্যন্তরিক অবস্থা দিব্য চক্ষে দর্শন করিতেছেন, কিন্তু তখন মনুষ্যের সহিত ক্রীড়া করিতেছেন। তখন অন্তর্য্যামী সর্ব্বব্যাপী হইয়া বেড়াইলে মনুষ্যে তাঁহার সহিত কিরূপে গোষ্ঠ করিবে? কাজেই তখন অতি নিরীহ সরল প্রকৃতি হইয়াছেন। তাই, ভক্তগণ কেন ভোজন করিতেছেন না, ইহার কারণ বুঝিতে না পারিয়া, ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "আপনারা বসুন, সেবা করুন, বিলম্ব করিতেছেন কেন?" তখন এক জন মর্ম্মী ভক্ত বলিলেন, "ঠাকুর! বুঝিতেছ না, তুমি না বসিলে ইঁহারা কিরূপে ভোজন করিবেন।" তখন ঠাকুর লজ্জা পাইয়া আপনি বসিলেন।

এই যে গোপীগণ শ্রীগোলকে যেরূপে নবীন নাগরের সহিত খেলা করিয়া থাকেন, শ্রীগৌরাঙ্গ ভক্তগণের সহিত সেই রূপ খেলা করিতেছেন। প্রভু ভোজনে বসিলেন, তখন স্বরূপ দামোদর গোপীনাথ প্রভৃতি পরিবেশন করিতে লাগিলেন।

তবে মহাপ্রভু বৈসে নিজগণ লঞা।
ভোজন করাইল সবার আকণ্ঠ পূরিয়া॥ (চরিতামৃত)

যখন ভক্তগণের সেবা হইয়া গেল, তখন সহস্র লোকের আহারীয় উদ্বর্ত্ত হইল। প্রভু কাঙ্গালীদিগকে ডাকাইলেন। সহস্রেক কাঙ্গালী আইলে প্রভু গোবিন্দ প্রভৃতি দ্বারা তাঁহাদিগকে খাওয়াইতে লাগিলেন। প্রভু বলেন "হরিবোল" আর সহস্র কাঙ্গালে হরিধ্বনি করি তে লাগিল।

হরি হরি বোলে কাঙ্গাল প্রেমে ভাসি যায়। (চরিতামৃত)

কাঙ্গালী ভোজন করাইয়া, ও তাহাদিগকে দক্ষিণা স্বরূপ ভক্তি-ধন দিয়া, প্রভু ও তাঁহার নিজগণ আরাম করিতে লাগিলেন।

নারিকেল-শাসন বনের ভোগ কার্য্য সমাধা হইলে, গৌড়ীয়গণ আবার রথের দড়ি ধরিয়া টানিতে লাগিলেন। কিন্তু রথ চলেন না, গৌড়ীয়গণ প্রাণপণ করিতে লাগিলেন, তবু রথ চলিল না।

প্রভুর কৃপা পাইয়া রাজা আনন্দে মধ্যাহ্ন ক্রিয়াদি করিতে গৃহে প্রত্যাগমন করিয়াছেন। এমন সময় অপরাহ্নে সংবাদ পাইলেন যে, রথ চলিতেছেন না। মনে করুন রথ না চলা বড় দোষের কথা। ইহাতে এক

প্রকার বুঝা যায় যে, যাহার রথ, তাঁহার কিছু অপরাধ হইয়াছে। রাজা এই দুঃসংবাদ শুনিয়া পাত্র মিত্র সঙ্গে করিয়া নারিকেল-শাসন বনে, যেখানে রথ আবদ্ধ আছে, দৌড়িয়া আইলেন। প্রথমে রাজা বড় বড় মল্লাগণকে রথ টানিতে নিযুক্ত করিলেন। আপনি মহামল্ল, আপনিও ধরিলেন। কিন্তু মহাচেষ্টায়ও রথ চলিলেন না। তখন রাজা আরও ব্যস্ত হইলেন। মল্লগণ অপারক হইলে, রাজা বড় বড় হাতী আনাইলেন। রথে হাতী যুড়িয়া দিয়া রথ লড়াইবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু রথ চলেন না। রাজা ক্রমেই ব্যাকুল হইতেছেন। শেষে মাহুতগণ হস্তিকে প্রহার করিতে লাগিল, হস্তি চীৎকার করিতে লাগিল, কিন্তু রথ চলেন না। পরিষ্কার পথে রথ রহিয়াছেন, ঐ রথ অনায়াসে সেই পথে এই পর্য্যন্ত আসিয়াছেন, এখন কেন রথ চলেন না? রাজা নিশ্চিৎ বুঝিতেছেন যে, তাহার উপর শ্রীজগন্নাথ কোন কারণে ক্রুদ্ধ হইয়াছেন। এই কথা, শুধু রাজা নয়, যাহারা এই কাণ্ড দর্শন করিতেছেন, সকলে ভাবিতেছেন।

এই যে রথ চলিতেছেন না, রাজা যে ব্যাকুল হইয়া উহা চালাইবার নিমিত্ত যথা সাধ্য চেষ্টা করিতেছেন, ইহা প্রভু তাঁহার গণ লইয়া নীরব হইয়া দাঁড়াইয়া দেখিতেছেন। রাজা যখন দেখিলেন যে, রথ চালান তাঁহার পক্ষে অসাধ্য হইল, তখন নিরাশ হইয়া অতি কাতরে প্রভুর পানে চাহিতে লাগিলেন। প্রভুও অমনি, ভয় কি, এই যে আমি আছি, নয়ন-ভঙ্গি দ্বারা এই ভাব ব্যক্ত করিয়া অগ্রবর্ত্তী হইলেন। প্রভু চলিলেন, সঙ্গে ভক্তগণ চলিলেন। প্রভু হস্তী সমুদায় রথ হইতে ছাড়াইলেন। রথের যে রজ্জু উহা নিজ জনের হস্তে দিলেন। আপনি রথের পশ্চাতে গমন করিলেন, করিয়া মস্তক স্পর্শ করিয়া উহা ঠেলিতে লাগিলেন। রথ অমনি হড় হড় করিয়া চলিল। যাহারা দড়ি ধরিয়া রথ টানিতে নিযুক্ত হইয়াছেন, তাঁহারা দেখিতেছেন যে তাঁহাদের শক্তিতে রথ চলিলেছে না, উহা যেন নিজ শক্তিতে চলিতেছে। তখন লোকে কাজেই আনন্দে চীৎকার করিয়া উঠিল, ও প্রভুর জয় ঘোষণা করিতে লাগিল।

জয় গৌরচন্দ্র জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য।
এই মত কোলাহল লোকে ধন্য ধন্য॥

দেখিয়া প্রতাপরুদ্র পাত্র মিত্র সঙ্গে।
প্রভুর মহিমা দেখি প্রেমে ফুলে অঙ্গে॥ (চরিতামৃত)

অগ্রে বড় জানা, অর্থাৎ রাজকুমার প্রভুর কৃপাপাত্র হইয়াছেন। এখন রাজা কৃপাপাত্র হইলেন। রাজার এইরূপে গৌর-ধ্যান গৌর-জপ সাধন ভজন হইল। এমন কি, শ্রীগৌরাঙ্গ অবতারে যে চৌষট্টি মহান্ত আছেন, প্রতাপরুদ্র তার মধ্যে এক জন। প্রতাপরুদ্রের নিমিত্ত শ্রীচৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটক। চৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটক না হইলে শ্রীগৌর-প্রসঙ্গ, শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থ, অসম্পূর্ণ থাকিত। শ্রীরঘুনাথ দাস প্রভৃতির মুখে শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ শ্রীচরিতামৃতে প্রভুর অন্ত্য-লীলা লিখেন। চন্দ্রোদয় নাটক না হইলে রঘুনাথ দাস গোস্বামীর নীলাচল গমনের পূর্ব্বকার লীলা অনেক গুপ্ত থাকিত। এই চন্দ্রোদয় নাটক প্রতাপরুদ্র স্বয়ং লেখাইয়াছিলেন। প্রভু গোলকধামে গমন করিলে প্রতাপরুদ্র শোকে অভিভূত হইলেন। চন্দ্রোদয় নাটক প্রণেতা শিবানন্দ সেনের পুত্র কবি কর্ণপূর বলিতেছেন যে, প্রতাপরুদ্র শোকে অতি কাতর, কিন্তু তবু না আসিলে নয়, তাই রথের পথে সুবর্ণ মার্জ্জনী দ্বারা মার্জ্জন করিতে ও চন্দন ছিটাইতে আসিয়াছেন। যথা—

শ্রীচৈতন্য ভগবান কৈলা অন্তর্দ্ধান।
বিরহ বেদনায় রাজা আকুল পরাণ॥
সেবা অধিকার আছে না আইলে নয়।
তে কারণে যাত্রা কালে করিল বিজয়॥
সুবর্ণ মার্জ্জনী লইয়া পথ মাজি যায়।
প্রভু লাগি কান্দে পথ দেখিতে না পায়॥
এ মতি প্রতাপরুদ্র ধৈর্য্য যত করে।
বিরহে ভাঙ্গয়ে ধৈর্য্য রাখিতে না পারে॥ (চন্দ্রোদয় নাটক)

রাজা ঐ সেবা করিয়া প্রভুর কৃপা-পাত্র হইয়াছেন। রাজা প্রত্যহ যখন রথ-যাত্রার পূর্ব্বে ঐ সেবা করিতেন, তখন আহ্লাদ সাগরে ভাসিতেন। কারণ তিনি সেবা করিতেন, আর প্রভু দাঁড়াইয়া দেখিতেন। তিনি রাজা, তাহার নীচ সেবা দেখিয়া প্রভু বড় খুসী হইতেন, রাজার এই বড় আনন্দ, প্রধান সুখ। কিন্তু আজ প্রভু কোথায়? কে তাঁহার সেবা দর্শন করিবে, কাহার দর্শনে সুখী হইয়া তিনি সেই সেবা করিবেন? রাজা সেবা করিতে

গিয়াছেন, না গেলে নয়। দেখেন, যেখানে দাঁড়াইয়া প্রভু তাঁহার সেবা দর্শন করিতেন, সে স্থান শূন্য। তখন রাজা একেবারে ধৈর্য্য-হারা হইলেন। পথ মার্জ্জন করিতে যান, চোখের জলে পারেন না। তখন সেই বীর পুরুষ পতিহীনা নব বিয়োগিনী-যুবতী রমণীর ন্যায়, প্রভু যেখানে দাঁড়াইয়া থাকিতেন, সেই দিকে চাহিয়া, মার্জ্জনী হৃদয়ে করিয়া, ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া, রোদন করিয়া উঠিলেন।

তখন পাত্র-মিত্রগণ সান্ত্বনা করিয়া তাহাকে গৃহে লইয়া গেলেন। রাজা রামানন্দ প্রভৃতি মর্ম্মী বন্ধুগণ লইয়া বিরলে বসিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। কবি কর্ণপূর বলিতেছেন যে—

নির্ব্বিঘ্ন হইয়া রাজা বসিলে বিরলে।
আমারে ডাকিয়া আনিলেন হেন কালে॥
কান্দিতে কান্দিতে রাজা কহেন আমারে॥

রাজা কবি কর্ণপূরকে বলিলেন, "প্রভুর কৃপাপাত্র কবি! দেখ সেই জগন্নাথ আছেন, মহামহোৎসব হইতেছে, সেই বাদ্য বাজাইতেছে, আনন্দের সমুদায় সামগ্রীই রহিয়াছে, কিন্তু—

মহাপ্রভু বিনা মোর সব লাগে শূন্য।
হায় কি উপায় করি মুই হত-পুণ্য॥

হে কবিবর! আমি প্রভুর বিরহ বেদনা সহ্য করিতে পারিতেছি না। তুমি প্রভুর লীলা নাটকাকারে আমাকে দেখাও, আমি তাহাই দেখিয়া জীবন ধারণ করিব।"

এই চন্দ্রোদয় নাটকের সৃষ্টি হইল। রাজা প্রভুর একটী নাম রাখিয়াছিলেন "প্রতাপরুদ্র-সংত্রাতা।" অতএব জয় প্রতাপরুদ্র-সংত্রাতার জয়, জয় প্রতাপরুদ্রের জয়!

এদিকে প্রভুর শক্তিতে রথ মুহূর্ত্ত মধ্যে গুণ্ডিচার দ্বারে গেল। শ্রীজগন্নাথ সিংহাসনে বসিলেন। প্রভু অমনি ভক্তগণ সমভিব্যাহারে আবার সংকীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। সন্ধ্যা হইল, সকলে আরতি দেখিলেন। তখন সকলে আসিয়া শ্রীজগন্নাথ-বল্লভ উপবনে বাস করিলেন। এই মনোরম উপবনে রামানন্দ রায় তাঁহার জগন্নাথ বল্লভ নাটক রচিয়া রাজাকে দেখাইয়া ও শুনাইয়াছিলেন। যে কয়েক দিবস রথ সুন্দরাচলে রহিলেন, সেই কয়েক দিবস প্রভু আর বাসায় গমন করিলেন না, ঐখানে থাকিলেন। প্রভুর তৈজস পত্র কিছু অধিক

ছিল, তাহা নয়। এক যোড়া খড়ম, এক খানা কান্থা, একটী জল পাত্র ও দু চারি খানা কৌপীন। সুতরাং প্রভুর রাত্রিবাস যেখানে সেখানে করিলেই হইত। প্রভু মধ্যাহ্নের নিমিত্ত উপবনে আগমন করেন, আর অধিক রাত্র হইলে সেখানে শয়ন করিতে আইসেন, এবং সকল সময়েই সুন্দরাচলে শ্রীজগন্নাথ দেবের সম্মুখে কি অন্যান্য উপবনে ভক্তগণ লইয়া কীর্ত্তন করেন। তখন প্রভুর মনের যে অপূর্ব্ব ভাব, তাহা শ্রবণ করুন। প্রভুর দেহে কখন রাধাকৃষ্ণ-ভাব একেবারে উদয় হয়। আবার কখন শ্রীকৃষ্ণ ও কখন শ্রীরাধা প্রকাশ হয়েন। কখন অতি সহজ জ্ঞান হয়, তখনও কিন্তু তাঁহার আবেশ একেবারে যায় না। এই সুন্দরাচলে প্রভু দিব্য সচেতনে আছেন, ভক্তগণের সঙ্গে হাস্য কৌতুক কি তত্ত্ব আলাপ করিতেছেন, এমন কি ভক্তগণের গার্হস্থ্য কথা লইয়াও অল্প স্বল্প চর্চ্চা করিতেছেন। তবু মনে একটি অটল বিশ্বাস রহিয়া গিয়াছে। সেটী এই যে, শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনে আসিয়াছেন, আসিয়া শ্রীমতী রাধা ও তাঁহার সখীগণ লইয়া বৃন্দাবন বিহার করিতেছেন। প্রভু এই ভাবে আনন্দে বিভোর। তাঁহার আর কৃষ্ণ বিরহ নাই, আর কৃষ্ণের লাগি ক্রন্দন নাই, দিবানিশি আহ্লাদ সাগরে ভাসিতেছেন।

শ্রীনবদ্বীপ হইতে দুই শত ভক্ত আসিয়াছেন, নীলাচলেও শ্রীগৌরাঙ্গের বহুতর ভক্ত হইয়াছেন। তাঁহাদের সকলের ইচ্ছা প্রভুকে নিমন্ত্রণ করেন, ও সেই সঙ্গে ভক্তগণকে নিমন্ত্রণ করেন। প্রভুর সঙ্গে পুরী ভারতী স্বরূপ প্রভৃতি দশ কুড়ি জন সন্ন্যাসী আছেন। প্রভুর যেখানে নিমন্ত্রণ, সেখানে তাঁহাদেরও নিমন্ত্রণ। এখন সেই দলে নবদ্বীপের ও নীলাচলের ভক্তগণ মিশিয়া গিয়াছেন। সুতরাং প্রভুকে নিমন্ত্রণ করিতে হইলে দুই চারি শত লোকের আয়োজন করিতে হয়। রথের যে নয় দিবস জগন্নাথ সুন্দরাচলে রহিলেন, তাহা নয় জন মুখ্য ভক্ত বাটীয়া লইলেন। এক এক দিনে এক এক জন, প্রভুকে নিমন্ত্রণ করিলেন, অর্থাৎ নিমন্ত্রণ করিবার অধিকার লইলেন। ইহাঁরা সকলে গৌড়বাসী। ভক্তগণ চারি মাস নীলাচলে থাকিবেন, এই চারি মাস একশত বিংশতি জনে ভাগ করিয়া লইলেন। তাহাতেও আঁটিল না, তখন এক এক দিনে দুই তিন জন নিমন্ত্রণ করিবার অধিকার পাইলেন। প্রত্যহ মহোৎসব হইতে লাগিল, কোন কোন দিনে দুই তিন মহোৎসবও হইতে লাগিল।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, প্রভু আনন্দ সাগরে ভাসিতেছেন। সেই সঙ্গে ভক্ত-

গণও অবশ্য ভাসিতেছেন। প্রাতঃকৃত্য সম্পন্ন করিয়া সকলে জগন্নাথের সম্মুখে গমন করিলেন, সেখানে মধুর মধুর নৃত্য গীত হইতে লাগিল। মধুর বলি কেন, যেহেতু শ্রীশ্যামসুন্দর এখন বৃন্দাবনে। গীত সমস্ত সেই ভাবের। সেই আহ্লাদে টলিতে টলিতে ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবরে স্নানের নিমিত্ত চারি শত ভক্ত চলিলেন। এই চারি শত ভক্ত একেবারে জলে ঝম্প দিলেন। প্রভুর ধ্রুব বিশ্বাস যে যমুনায় শ্রীকৃষ্ণের সহিত জল-ক্রীড়া করিতেছেন। ভক্তগণের অনেকেরই সেই ভাব। ইহাঁদের মধ্যে পতিত-পাবন অদ্বৈত আচার্য্য আছেন, অতি বিজ্ঞ সার্ব্বভৌম আছেন, অতি দীন হরিদাস আছেন, অতি জ্ঞানী পরমানন্দ পুরী আছেন, অতি ভাল-মানুষ গদাধর আছেন, অতি রুক্ষ দামোদর আছেন, কিন্তু সকলেই মহাচাঞ্চল্য আরম্ভ করিলেন। তখন অদ্বৈত আচার্য্য জীবের দুঃখ ভুলিয়া গেলেন, পরমানন্দ তাঁহার ধ্যান ছাড়িয়া দিলেন, আর দামোদর তাঁহার শাসন শিথিল করিলেন। সকলে ব্রজ বালকের ন্যায় জল খেলা করিতে লাগিলেন। যদি একটী পাগল জলের মধ্যে সন্তরণ কি ক্রীড়া করে, তবে চারি শত লোকে উহা দেখিতে দৌড়াইয়া যায়। যদি চারি শত পাগলে এইরূপ জলে গণ্ডগোল আরম্ভ করেন তবে সে কি ব্যাপার হয় অনুভব করুন। একটী ভব্য লোকে জলে এরূপ পাগলামি করিলে বহুতর লোক রহস্য দেখিতে গমন করেন। কিন্তু এই চারি শত ভব্য লোক, প্রভু স্বয়ং, সেই ভুবন বিখ্যাত নৈয়ায়িক ও বৈদান্তিক সার্ব্বভৌম, বিদ্যানগরের অধিকারী রামানন্দ রায় প্রভৃতি জল-ক্রীড়া করিতেছেন, কাজেই লক্ষ লক্ষ লোকে দর্শন করিতেছেন।

পূর্ব্বে ভোজনে ভজনের কথা বলিয়াছি, এখন জল-ক্রীড়ায় ভজনের বিষয় অধিক বিস্তারের প্রয়োজন নাই। এই প্রভুর চারি শত ভক্ত, ইহাঁরা প্রায় সকলেই গৃহী, অনেকেই ধনসম্পন্ন, সকলেই খ্যাতাপন্ন লোক। নবদ্বীপবাসী ভক্তগণ আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র ও আশ্বিন, এই চারি মাসের অধিক দেশ ছাড়িয়া প্রভুর সঙ্গে বাস করিতেছেন। ইহাঁদের স্ত্রী পুত্র বাড়ি রহিয়াছে, ইহাঁরা তাহাদিগকে ভুলিয়া দিবা নিশি কেবল প্রেমানন্দে আছেন। প্রত্যুষে স্নান ও দর্শন, মধ্যাহ্নের পূর্ব্বে জল-ক্রীড়া, তাহার পরে পুলিন-ভোজন, সারা দিন কীর্ত্তন, তাহার পরে অপরাহ্নে বিবিধ উদ্যানে মধুর নৃত্য গীত। সন্ধ্যাকালে আবার কীর্ত্তন, আবার ভোজনে ভজন। এইরূপে চারি শত লোকে চারি মাস দিবা নিশি কেবল প্রেমানন্দে সন্তরণ দিতে লাগিলেন। প্রেমের হিল্লোলে

ভক্তগণের দিবা নিশি পর্য্যন্ত প্রভেদ রহিত হইয়া গেল। কোথায় কবে কে শুনিয়াছেন যে, চারি শত লোকে এইরূপে চারি মাস অহরহ কেবল কৃষ্ণ-প্রেমানন্দে মত্ত রহিয়াছেন? আবার এ ভজনে ত্যাগ নাই, যাগ নাই, যজ্ঞ নাই, মন্ত্র নাই, তন্ত্র নাই, তবে ভজন কি লইয়া,—না, স্নান লইয়া, আহার লইয়া, নৃত্য গীত লইয়া, উদ্যান ভ্রমণ লইয়া। অতএব শ্রীগৌরাঙ্গের ধর্ম্মে কোন জীবের প্রবৃত্তি ধ্বংশের প্রয়োজন নাই, সমুদায় উহা কেবল শ্রীকৃষ্ণের সেবার নিমিত্ত নিযুক্ত রাখিতে হইবে। সব প্রবৃত্তিরই প্রয়োজন আছে, নতুবা শ্রীভগবান উহা দিতেন না। আর সমুদায় বৃত্তির সদ্ব্যবহার শিক্ষাই শ্রীগৌরাঙ্গের ধর্ম্মের সার উদ্দেশ্য।

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, এই চারি শত লোকে ই ন্দ্রদ্যুম্ন সরোবরে ঝাঁপ দিলেন। সকলের তখন শ্রীকৃষ্ণের রাখালগণের সহিত জল-ক্রীড়ার স্ফূর্ত্তি হইয়াছে। তাঁহাদের তখন লজ্জা নাই, গুরুজন ভয় নাই। জলে যত প্রকার রহস্য হইতে পারে তাহা হইল, পরে জল-যুদ্ধ বাধিয়া গেল। যুদ্ধ হইল নিতাই ও অদ্বৈতে। অদ্বৈত হারিলেন, হারিয়া নিতাইকে গালি দিতে আরম্ভ করিলেন। গদাধরের গুরু প্রেমনিধি ও সরূপে যুদ্ধ বাধিল। সমান সমান হইল। মুকুন্দ ও মুরারিতে বাধিয়া গেল, উভয়েই বৈদ্য। বৃদ্ধ শ্রীবাসের সহিত নবীন গদাধরের মহা সমর হইল। শেষে রামানন্দে ও সার্ব্বভৌমে ঘোর রণ বাধিয়া গেল। এই দুই জনার উড়িষ্যার রাজার নিচেই পদ। ইহাঁদের চাপল্য দেখিয়া উড়িষ্যা-বাসীগণ,—যাহারা তীরে দাঁড়াইয়া এই জল কেলি দেখিতেছিল,—একেবারে অবাক হইল। প্রভু দর্শকগণের মনের ভাব বুঝিয়া গোপীনাথকে বলিতেছেন, "গোপীনাথ! ভট্টাচার্য্য ও রাম রায়কে একটু শান্ত হইতে বল। উভয়ে পরম পণ্ডিত ও গম্ভীর, লোকে দেখিয়া কি বলিবে?" গোপীনাথ বলিলেন, "ঠাকুর! ভুবন বিখ্যাত সার্ব্বভৌম ঠাকুরের এই বাল-চাপল্য, ইহা তোমার কৃপার সাক্ষী। কি ছিলেন আর এখন বা কি হইয়াছেন! ইহাঁরা তোমার কৃপায় ভাসিয়া যাইতেছেন।" প্রভু স্বয়ং করিলেন কি না; শ্রীঅদ্বৈতকে জলের উপরে পৃষ্ঠাবলম্বন করাইয়া শয়ন করাইয়া, আপনি তাঁহার হৃদয়ের উপর সেই রূপ পৃষ্ঠাবলম্বন করিয়া শয়ন করিলেন। এইরূপ করিয়া জলে ভাসিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। এই সন্তরণের মধ্যে মুহু মুহু হরিধ্বনি হইতেছে, আবার জলে হাত ধরা ধরি করিয়া "কৃষ্ণ" "কৃষ্ণ" বলিয়া নৃত্য হইতেছে।

স্নানের পরে সকলে উদ্যানে আইলেন, আসিয়া ভোজনে বসিলেন। প্রত্যহ এক উদ্যানে মহোৎসব হয় তাহা নয়, নূতন নূতন স্থানে। যেহেতু সেখানে, মহারাজের কৃপায়, বহুতর উপবন পূর্ব্বে প্রস্তুত হইয়াছিল। চারিশত ভক্ত ভোজনে বসিলেন। ভোজনান্তে মহোৎসব-কর্ত্তা সকলকে মাল্য চন্দনে ভূষিত করিলেন। একটু বিশ্রাম করিয়া সকলে বন-বিহার করিতে চলিলেন। এই উপবন কিরূপ না, ইহাতে—

নব-জাতি-কুন্দ-করবীর-যূথিকা-
নব-মালিকা-ললিতমাধবীচয়ৈঃ।
বকুলৈঃ রসালশিশুভিশ্চ চম্পকৈঃ-
পরিতঃ সমাবৃতমমন্দবিভ্রমং॥ (চৈতন্য চরিত কাব্য)

অভিনব জাতি, কুন্দ, করবীর, যুথিকা, নবমল্লিকা, মনোহর মাধবী সমূহ, বকুল, চম্পক, রসাল ও শিশু বৃক্ষ সমাবৃত উপবনে ভক্তগণ সহ, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রবেশ করিলেন।

বৃক্ষ বল্লি প্রফুল্লিত প্রভুর দর্শনে।
ভৃঙ্গ পিক গায় বহে শিতল পবনে॥ (চরিতামৃত)

উপবনে প্রবেশ করিয়া প্রভুর মনে বৃন্দাবন স্ফূর্ত্তি হইল। শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনে আসিয়াছেন, সেই বৃন্দাবনে প্রভু গিয়াছেন, তাঁহার মনের এই ভাব। তখন প্রত্যেক বৃক্ষ ও লতার প্রতি শ্রীগৌরাঙ্গের গাঢ় মমতা উপস্থিত হইল।

বিলসৎ-কলকণ্ঠ-কাকলীং,
কলয়ন্ কোমল চিত্তবৃত্তিকঃ।
মধুরং মধুপোৎকরধ্বনিং,
শ্রবণেনৈব পিবন্ বিরাজতে॥ (চৈতন্য চরিত)

তাঁহারা সকলে বৃন্দাবন-বাসী, তাঁহারা কাজেই তাঁহার নিজ-জন। কোকিল কুহুরব করিতেছে, ভৃঙ্গ গুণ গুণ করিতেছে। প্রভুর ভাব যে, সকলেই বৃন্দাবনে শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রের সেবা করিতেছেন।

প্রতি ভূরুহমূলমুল্লসন্,
প্রতি বল্লি প্রতি কুঞ্জ মঞ্জসা।
প্রতি সৈকত রঞ্জিত স্থলং
বিলসন্ ভ্রাজতি তত্র তত্র সঃ॥ (চৈতন্যচরিত)

প্রভু এইরূপে প্রতি কুঞ্জ, প্রতি লতা, প্রতি বৃক্ষ, যেন তাঁহারা

তাঁহার পরিচিত, ইহা ভাবিয়া তাঁহাদিগকে স্পর্শ ও আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গের আনন্দ উথলিয়া উঠিতেছে। তাঁহার পার্শ্বে মুকুন্দের ভ্রাতা বাসুদেব দত্ত। তিনিও অন্যান্য ভক্তগণ সেই রসে মজিয়া গিয়াছেন। তখন বাসুদেব সেই আনন্দের তরঙ্গে মুগ্ধ হইয়া মধুর গীত আরম্ভ করিলেন। মধুর গীত কাহাকে বলি, না, যাহার সমুদয় অঙ্গ, মিলন, সৌন্দর্য্য প্রভৃতি শুভদ্বারা গঠিত। যথা বংশী-বদনের এই গীত, বংশী বদন শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার সেবাইত।

মধুর মধুর বংশী বাজে বনে। ধ্রু

পরমামৃত সিঞ্চিত, ভেল ত্রিভুবন, গোকুল নাথ বেণু গানে। ইত্যাদি।

গীত শ্রবণে প্রভুর অঙ্গ এলাইয়া পড়িল, তখন আনন্দে মধুর নৃত্য আরম্ভ করিলেন।

অষ্টভাব ললিতং সতু যুগপং-
শ্রীমদঙ্গতলতঃ পরিকলয়ন্।
আননর্ত্ত রভসাদবশ তনু-
র্গায়তোহস্য মধুরং বহুরচয়ন্॥ (চৈতন্য চরিত)

এক এক বৃক্ষতলে প্রভু একা নৃত্য করিতেছেন, বাসুদেব একা গীত গাইতেছেন। নৃত্য করিতে করিতে দেখেন সম্মুখে আর একটী বৃক্ষ, সেও তাঁহার সখী, তাঁহার কৃষ্ণের প্রিয় বস্তু। প্রভু ভাবিতেছেন যে, যেন সেই বৃক্ষটী মধুর হাসিয়া তাঁহাকে আহ্বান করিতেছেন। তখন এ বৃক্ষতল ত্যাগ করিয়া সেই বৃক্ষের তলে গমন করিয়া নৃত্য আরম্ভ করিলেন। বাসুদেবও নূতন পদ ধরিলেন। ভক্তগণও স্তব্ধ হইয়া এই লীলা দর্শন করিতেছেন। প্রত্যেক বৃক্ষ পত্রে, প্রত্যেক বৃক্ষে, কুসুমে, লতায়, অবশ্য মাধুর্য্য আছে, কিন্তু সেই মাধুর্য্য আস্বাদ করিবার শক্তি সকলের নাই। আবার সেই মাধুর্য্য আস্বাদ করিবার যে শক্তি, তাহার হ্রাস বৃদ্ধি আছে। প্রেম-ভক্তি ভজনে সেই মাধুর্য্য আস্বাদ শক্তি ক্রমে বৃদ্ধি পায়। যখন হৃদয় ভক্তি কি প্রেমে আর্দ্র হয়, তখন এই আস্বাদ-শক্তি অতিশয় প্রবল হয়। শ্রীগৌরাঙ্গ নৃত্য করিতেছেন। তিনি কি দেখিতেছেন, তাহা তিনি জানেন, কিন্তু ভক্তগণ দেখিতেছেন যে, ঠাকুরের নৃত্যে সমস্ত বন প্রফুল্ল হইয়াছে, বৃক্ষ ও লতা কুসুমিত হইয়াছে, প্রত্যেক কুঞ্জ কুসুমাবৃত হইয়াছে, ও তাঁহাতে ভৃঙ্গগণ বসিয়া উন্মত্ত হইয়া মধু পান করিতেছেন!

গৌর অবতারে নৃত্যকারী দুই জন, সুন্দর পুরুষ চারি জন। সুন্দর পুরুষের মধ্যে সৌন্দর্য্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান শ্রীগৌরাঙ্গ, তাঁহার নাচে শ্রীগদাধর, তাঁহার নীচে শ্রীবক্রেশ্বর ও রঘুনন্দন। নৃত্যকারীর মধ্যে দুই জন প্রধান। প্রথম শ্রীগৌরাঙ্গ, দ্বিতীয় শ্রীবক্রেশ্বর। অতএব নৃত্যে ও সৌন্দর্য্যে বক্রেশ্বর অদ্বিতীয়, প্রভুর ভক্ত মধ্যে সর্ব্ব প্রধান। এই বক্রেশ্বরের নৃত্য দেখিলে অতি বড় পাষণ্ড, অতি বড় পাপী, ও অতি বড় নাস্তিক, শ্রীভগবদ্ভক্তি কর্ত্তৃক পরিপ্লুত হইতেন। বক্রেশ্বর শ্রীগৌরাঙ্গের মর্ম্মী-ভক্তের প্রধান এক জন। ইহাঁর মহিমা কি বলিব, ইনি নীলাচলে প্রভুর গাদি প্রাপ্ত হয়েন। ইহাঁ হইতে নিমানন্দ সম্প্রদায় প্রচলিত হয়। ইহাঁরা নিমাইপণ্ডিত ও বিষ্ণুপ্রিয়া ভজন করেন। ইহাঁরা মাধুর্য্য উপাসক, তাই প্রভুর লীলার মধ্যে মাধুর্য্য ভাবটুকু মাত্র গ্রহণ করিয়াছেন।

শ্রীগৌরাঙ্গ এই বক্রেশ্বরকে পার্শ্বে দেখিলেন, তখন তাঁহাকে নৃত্য করিতে বলিলেন। ঠাকুর স্বয়ং গীত ধরিলেন। ঠাকুর স্বয়ং গাইতে আরম্ভ করিলে, সরূপাদি তাঁহার দোসর হইয়া সঙ্গে গাইতে লাগিলেন।

প্রভুর সঙ্গে সরূপাদি কীর্ত্তনিয়া গায়।
দিক্‌বিদিক্ নাই প্রেমের বন্যায়॥ (চরিতামৃত)

বক্রেশ্বর নয়ন-রসায়ন মধুর নৃত্য আরম্ভ করিলেন। নৃত্য দেখিয়া সকলে মুগ্ধ হইতেছেন, প্রভু মুগ্ধ হইয়া অতি প্রেমে তাঁহাকে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন। আবার নৃত্য দেখিতে দেখিতে বক্রেশ্বরের প্রতি এত আকৃষ্ট হইলেন যে, তাঁহার মুখ চুম্বন করিলেন। যথা চৈতন্য-চরিত কাব্যে—

ক্ষণমপি পরিরভ্য বক্রেশ্বরং সরভস মস্নচুম্বতি শ্রীযুতঃ।
ক্ষণমপি লঘু বিন্যসন্ রাজতে সুমধুরুচির পাদপদ্ম দ্বয়ং॥

শ্রীযুত গৌরচন্দ্র সহর্ষে কখন বক্রেশ্বরকে আলিঙ্গন করিয়া চুম্বন করিতেছেন, কখন বা সুমধুর পাদ পদ্মদ্বয় ভূতলে শীঘ্র শীঘ্র বিন্যাস করত শোভা পাইতেছেন।

ক্ষণমপি পরিতো মুহুর্বিভ্রমং সচ পরিরভতেঽথ তং ভূয়শঃ।
লঘু লঘু মধুরং কলং গায়তি স্মিত রুচির রুচাক্ষণং দীপয়ন্॥

গৌরচন্দ্র কখন মুহুর্মুহু বিবিধ বিলাস বিস্তার করত পুনঃ পুনঃ সেই বক্রেশ্বরকেই আলিঙ্গন করিতেছেন, এবং সুমধুর হাস্যরুচিতে দিঙ্মণ্ডল উদ্দীপ্ত করিয়া লঘু লঘু সুমধুর অস্ফুট স্বরে গান গাইতেছেন।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, এই যে শ্রীগৌরাঙ্গ মর্ম্মী ভক্তগণের গলা ধরিয়া তাঁহাদের মুখ চুম্বন করিতেন, তাহাতে তাঁহার ও তাঁহার ভক্তে কিরূপ প্রীতি ছিল তাহা বুঝা যাইবে। যাঁহারা শ্রীগৌরাঙ্গকে ভগবান বলিয়া বিশ্বাস করেন, তাঁহারা তাঁহার এই ভক্তগণকে প্রেমে চুম্বন দ্বারা বুঝিতে পারিবেন যে, শ্রীভগবানের তাঁহার জীবের প্রতি কত ভালবাসা। যাঁহারা শ্রীগৌরাঙ্গকে ভগবান পর্য্যন্ত বিশ্বাস না করিয়া, কেবল ভক্ত চূড়ামণি ভাবেন, তাঁহারাও বুঝিবেন যে, শ্রীভগবানের হৃদয়ে কত প্রেম আছে। যেহেতু ভক্তগণ শ্রীভগবানের বিন্দুমাত্র প্রেম পাইয়া থাকেন।

হোরা পঞ্চমীতে লক্ষ্মী বিজয় উৎসব হইল। ইহা নীলাচলে হইয়া থাকে। সেই উৎসব দেখিতে প্রভু তথায় গমন করিলেন। উৎসব দেখিয়া আবার সুন্দরাচলে আইলেন।

নবম দিবসে শ্রীজগন্নাথ সুন্দরাচলে চলিলেন। আর প্রভু ভক্তগণ সঙ্গে করিয়া রথাগ্রে পূর্ব্বের ন্যায় নৃত্য করিতে করিতে চলিলেন। রাজা পাত্র মিত্র সহ সঙ্গে চলিলেন। রথ চলিতে পট্টডোরী ছিঁড়িয়া গেল। তখন শ্রীগৌরাঙ্গ এক খণ্ড ডোরী লইয়া কুলীনগ্রামনিবাসীগণকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, "তোমারা এই ডোরী গ্রহণ কর। প্রতিবর্ষ তোমাদিগকে জগন্নাথের এই পট্টডোরী আনিতে হইবে। ইহার যজমান তোমরা হইলে। এই খণ্ড-ডোরী দেখিয়া দৃঢ়রূপ উহা প্রস্তুত করিবা।" কুলীন্‌গ্রামের প্রধান সত্যরাজ খান বসু ও রামানন্দ বসু। তাঁহারা কুলীন কায়স্থ, কুলীন গ্রামে বাস করেন, মহা সম্ভ্রান্ত লোক। প্রভু দক্ষিণ ভ্রমণ কালে শ্রীরামানন্দকে দ্বারকার নিকট কুড়াইয়া পাইয়াছিলেন। রামানন্দ পদকর্ত্তা তাহা বৈষ্ণবগণ অবগত আছেন। কুলীনগ্রামবাসীগণ এইরূপ প্রভু কর্ত্তৃক সম্মানিত হইয়া কৃতার্থ হইলেন। সেই অবধি বসু মহাশয়গণ জগন্নাথের পট্টডোরী যোগাইতেছেন, এই চারি শত বৎসর উহা করিয়া আসিয়াছেন, এখনও করিতেছেন।

প্রভু নিজ বাসায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। প্রত্যহ মহোৎসব হইতে লাগিল।

একেক দিন একেক ভক্ত গৃহে মহোৎসব।
প্রভু সঙ্গে তথা ভোজন করে ভক্ত সব॥

কখন ভক্তগণ প্রসাদ ক্রয় করিয়া লইয়া আইসেন, কখন বা আপনারা

জুটিয়া ঘরে অন্ন রন্ধন করেন। শ্রীঅদ্বৈত এক দিবস প্রভুকে পূজা করিবার নিমিত্ত তুলসী, পুষ্প, চন্দন, পাদ্য, অর্ঘ্য লইয়া আইলেন। আসিয়া প্রভুকে পূজা আরম্ভ করিলেন। শ্রীপদে তুলসী দিতে পারিলেন না, কারণ ঠাকুর উহা করিতে দিতেন না। তবে প্রভুকে পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া, তাঁহার অঙ্গে চন্দন লেপিয়া, তাঁহার মস্তকে তুলসী দিয়া, তাঁহার গলায় ফুলের মালা দিয়া, যোড় হস্তে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া সম্বোধন করিয়া স্তব করিতে লাগিলেন। শ্রীঅদ্বৈত স্তব করিতেছেন কিরূপে, না, প্রাণের সহিত। কিন্তু কৌতুকী প্রভু যেন সমুদায় কাণ্ডই হাসিয়া উড়াইয়া দিতেছেন। অল্প কিছু পূজার দ্রব্য অবশিষ্ট থাকিতে, প্রভু বলিলেন, "এই পর্যান্ত থাকুক, আমি এখন তোমাকে পূজা করিব।" ইহাই বলিয়া, যেমন মহাদেবের পূজা হইয়া থাকে, সেইরূপ গালবাদ্য করিতে করিতে, শ্রীঅদ্বৈতের দিকে হাসিয়া হাসিয়া সংস্কৃতে এই মন্ত্র পড়িতে লাগিলেন। যথা—

"হে রাধে, হে কৃষ্ণ, হে রমে, হে বিষ্ণু, হে সীতে, হে রাম, হে শিব! তুমি যে হও নিত্য নমস্কার। তুমি যে হও সে হও তোমাকে নমস্কার।"

শ্রীঅদ্বৈত নয়ন জলে "শ্রীকৃষ্ণায় নমো" বলিয়া পূজা করিলেন, আর প্রভু হাসিতে হাসিতে "শিবায় নমো" বলিয়া পূজা করিলেন। কিন্তু ভক্তগণ বুঝিলেন যে প্রকৃত পক্ষে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীশিবকে ও শ্রীশিব শ্রীকৃষ্ণকে পূজা করিলেন।

তাহার পরে শুভ জন্মাষ্টমী আইলে প্রভু গণসহ উৎসব করিলেন। এই মহোৎসবে প্রতাপরুদ্র সমস্ত ভক্তগণকে নূতন বস্ত্র দিলেন। আর এই সময় প্রভুর মস্তকে জগন্নাথের প্রসাদী এক খানি বহু মূল্য বস্ত্র বাঁধিয়া দিলেন। প্রভু ভাবে অচেতন, কিছু জানিতে পারিলেন না। তাহার পর রাম-লীলা আইল। প্রভু ভক্তগণ লইয়া সেই লীলার আস্বাদন করিলেন, তাহার পরে দীপাবলি ও রাস-লীলা হইল। চারি মাস ফুরাইল, ভক্তগণকে প্রভু বিদায় করিয়া দিবেন বলিয়া তাঁহাদিগকে লইয়া কথা আরম্ভ করিলেন।

ভক্তগণ একত্র হইলে তাঁহারা যাইতেছেন ভাবিয়া, প্রভু বড় ব্যাকুল হইলেন। তাঁহার তনু খানি প্রেম দিয়া গড়া। তাঁহার বয়ঃক্রম মোট ২৭।২৮ বৎসর। বাল্যকালের সমুদায় খেলার সঙ্গী, গুরুজন, নিজজন ও শিষ্য লইয়া এই চারি মাস খেলা খেলিয়াছেন। প্রভু সংসার ত্যাগ করিয়াছেন বটে, কিন্তু এই সঙ্গীগণের সঙ্গ সুখে তিনি এত দিন নদীয়া ও সংসার বাস সুখ অনুভব করিয়াছেন।

এখন আবার সেই সন্ন্যাসী হইতেছেন! তবু সময় বুঝিয়া প্রভু ধৈর্য্য ধরিয়া বলিতে লাগিলেন, "হে আমার বান্ধবগণ! তোমরা গৃহী, গৃহে গমন কর। তবে কৃপা করিয়া প্রতি বৎসর রথের সময় শ্রীজগন্নাথ দর্শন করিতে আসিও, আমি সেই উপলক্ষে তোমাদিগকে দেখিতে পাইব।" সকলে এই কথা শুনিয়া নীরবে নয়ন-জল ফেলিতে লাগিলেন। প্রভুকে ফেলিয়া গৃহে গমন করেন ইহা কাহারও ইচ্ছা নয়, তখন সকলে স্ত্রী পুত্র গৃহ ভুলিয়া গিয়াছেন।

কিন্তু যিনি গৃহী, তাঁহাকে প্রভু সংসার ত্যাগ করিয়া থাকিতে দেন না। প্রভুর আজ্ঞা, অবশ্য সকলের গৃহে যাইতে হইবে। প্রভু একটু নীরব থাকিয়া শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্যকে বলিতেছেন, "আচার্য্য! তুমি কৃপা করিয়া মূর্খ, স্ত্রীলোক, চণ্ডাল প্রভৃতিকে কৃষ্ণনাম দিবা।" শ্রীঅদ্বৈত কৃতার্থ হইয়া সজল-নয়নে প্রভুর দিকে চাহিতে লাগিলেন। তখন শ্রীগৌরাঙ্গ রাঘবকে বলিলেন, "তোমার নিষ্ঠা-প্রেমে আমি তোমার নিকট বিক্রীত। ভক্তগণ! রাঘবের কিরূপ সেবা তোমরা শ্রবণ কর। অন্যান্য দ্রব্যের কথা থাকুক, তিনি কিরূপ নারিকেল ভোগ দেন, তাহা মনে করিলে আনন্দ হয়। তাঁহার বাড়িতে কত শত নারিকেল গাছ আছে, সেখানে নারিকেলের মূল্য পাঁচ গণ্ডা। কিন্তু যদি শুনেন যে, দশ ক্রোশ দূরে মিষ্ট নারিকেল আছে, তবে চারি পণ দিয়া, তাহা ক্রয় করিয়া আনিয়া, শ্রীকৃষ্ণকে ভোগ দেন।"

মনুষ্য দুই প্রকারে নত হয়। নিন্দায় ও সুখ্যাতিতে। নিন্দায় যে জীব নত হয়, সে কষ্ট পাইয়া। সুখ্যাতিতে যে নত হয়, সে সুখ পাইয়া। প্রভু যে পরিমাণে রাঘবের সুখ্যাতি করিতে লাগিলেন, তিনি সেই পরিমাণে আপনাকে প্রভুর সুখ্যাতির অনুপযুক্ত ভাবিতে লাগিলেন। প্রভু উঠিয়া রাঘবকে বিদায় আলিঙ্গন দিলেন, রাঘব চরণে পড়িয়া রোদন করিতে লাগিলেন।

তাহার পরে প্রভু শ্রীখণ্ডের প্রতিনিধিগণ পানে চাহিলেন। তাঁহাদের সকলের প্রধান মুকুন্দ। তিনি গৌড়ীয় বাদশাহের চিকিৎসক, বাড়ী শ্রীখণ্ডে। তিনি নরহরির দাদা ও রঘুনন্দনের পিতা। নরহরি আকুমার ব্রহ্মচারী, শ্রীগৌরাঙ্গকে দর্শন করিলেই তিনি বিহ্বল হইতেন। শ্রীগৌরাঙ্গেরও তিনি অতি প্রিয়তম। রঘুনন্দন অতি রূপবান্ পুরুষ, মদনের অবতার। তিনি পাঁচ বৎসর বয়সে শ্রীকৃষ্ণকে লাড়ু খাওয়াইয়া ছিলেন, সে ঠাকুর অদ্যাপি অর্দ্ধভুক্ত লাড়ু হস্তে করিয়া

শ্রীখণ্ডে বিরাজ করিতেছেন। প্রভু বলিলেন, "মুকুন্দ! তুমি ঠিক বল দেখি, তুমি রঘুনন্দনের পিতা, না রঘুনন্দন তোমার পিতা।" মুকুন্দ বলিলেন, "রঘু আমার পিতা, আমি তাঁহার পুত্র।" প্রভু বলিলেন, "এ কথা ঠিক। যাহার কাছে ভক্তি শিক্ষা করা যায় সেই পিতা। শিশুকালেই রঘুনন্দন ভক্তের আদর্শ স্বরূপ হইয়াছেন। তবে ভক্তগণ, মুকুন্দের কথা শ্রবণ কর। ইনি গৌড়ের মুসলমান রাজার বৈদ্য। ইনি রাজ-সেবা করেন বটে, কিন্তু ইহাঁর হৃদয়ে কৃষ্ণপ্রেম গুপ্ত ভাবে থাকে, কেহ জানিতে পারেন না। এক দিবস রাজা উচ্চ টুঙ্গির উপর বসিয়া শ্রীমুকুন্দের কাছে নিজ পীড়ার কথা বলিতেছেন, এমন সময় একজন ভৃত ময়ূর-পুচ্ছের পাখা লইয়া তাঁহাকে বাতাস দিতে আইল। ময়ূরপুচ্ছ দেখিবা মাত্র মুকুন্দের শ্রীকৃষ্ণ স্ফূর্ত্তি হইল। আর অমনই তিনি উচ্চ টুঙ্গি হইতে মূর্চ্ছিত হইয়া নিম্নে পড়িয়া গেলেন! রাজা অতি ব্যস্ত হইয়া মুকুন্দকে ধরিলেন, প্রাণ আছে দেখিয়া রাজা বড় সুখী হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমিত ব্যথা পাও নাই।" মুকুন্দ চেতন পাইয়া বলিলেন, "বড় একটা নয়।" রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি অচেতন কেন হইলে ?" মুকুন্দ বলিলেন, যে তাহার মৃগী ব্যাধি আছে। কিন্তু রাজার তাহা বিশ্বাস হইল না, যে হেতুক প্রেমে অচেতন, ও মৃগী রোগে অচেতন, এ দুইয়ের বিভিন্নতা যে সে বুঝিতে পারে, রাজাও বুঝিলেন।"

প্রভু আবার ভক্তগণকে রঘুনন্দনের কথা বলিতে লাগিলেন। বলিলেন, "শ্রীখণ্ডে শ্রীকৃষ্ণ-মন্দিরের দ্বারে পুষ্করিণী। তাহার তীরে কদম্ববৃক্ষে, কৃষ্ণের কৃপায় রঘুনন্দন প্রত্যহ একটি কদম্ব ফুল পাইয়া থাকেন, ও তাহা দিয়া শ্রীকৃষ্ণকে পূজা করিয়া থাকেন। রঘুনন্দন শ্রীকৃষ্ণ পূজা করিতে থাকুন, নরহরি ভক্তগণের সঙ্গে যেরূপ আছেন সেইরূপ থাকুন, তুমি মুকুন্দ, শ্রীকৃষ্ণ ভজন কর, আর পরিবার প্রতিপালন কর।" শ্রীখণ্ডের গোস্বামীগণ জাতিতে বৈদ্য, তবু তাঁহাদের পদ অতি বড়। নরহরির গৌর-প্রেম, খণ্ডবাসীগণের সকল সম্পত্তির কারণ। নরহরি হইতেই আমরা শ্রীগৌরাঙ্গের পূর্ব্বরাগের পদ পাইয়াছি। নরহরির ভজনীয় বস্তু গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া। তিনি নিজ গৃহে গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়ার শ্রীমূর্ত্তি স্থাপন করেন। নরহরি হইতে ত্রিলোচন দাসকে, ও লোচনের চৈতন্যমঙ্গল পাইয়াছি। তাঁহা হইতেই শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভু ও নরোত্তম ঠাকুর

মহাশয়। নরহরির বড় দুঃখ এই যে, সাধারণ লোকে প্রভুকে চিনিল না। তাঁহার মনের সাধ এই যে, প্রভুর লীলা বাঙ্গালায় লেখা হয়, এবং আপামর সাধারণ সকলে উহা পড়িয়া উদ্ধার হয়। তাঁহার এই আকিঞ্চনে চৈতন্যভাগবত ও চৈতন্যমঙ্গল সৃষ্টি হয়। কিন্তু দুই গ্রন্থে নরহরির সাধ মিটে নাই। তিনি ভবিষ্যৎ বাণী রাখিয়া গিয়াছেন—

প্রভুর লীলা লিখিবে যে,
বহু পরে জন্মিবে সে।

অতএব সে কথা অনুসারে প্রভুর লীলা পরে লেখা হইবে। আমরা কেবল সেই লীলারূপ অট্টালিকার ইষ্টক সংগ্রহ করিয়া গেলাম। শ্রীনরহরি জয়যুক্ত হউন, তাঁহা হইতে সাধারণ লোকে শ্রীগৌরাঙ্গ জানিয়াছে।

প্রভু এইরূপ এক এক ভক্তের গুণ বর্ণন করিতেছেন, আর তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া তাঁহার নিকট বিদায় লইতেছেন। যাঁহার গুণ বর্ণনা করিতেছেন, সেই ভক্ত মনে মনে ভাবিতেছেন যে, প্রভু অদোষদর্শী, তাই তাঁহাকে সুখ্যাতি করিতেছেন। কিন্তু তিনি অতি মন্দ, অথচ প্রভু তাহাকে এত ভাল বলিয়া মনে বিশ্বাস করেন, অতএব অবশ্য তাহার ভাল হইতে হইবে। এই সমুদায় মনের ভাবের মধ্যে প্রভুর করুণ স্বরে ও তাঁহার আলিঙ্গন পাইয়া ভক্তগণ তখনি প্রায় মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতেছেন। মহেশ্বর বিশারদের দুই পুত্র, সার্ব্বভৌম ও বাচস্পতি। সার্ব্বভৌম প্রভুকে আশ্রয় করিয়াছেন, নদিয়ায় থাকিয়া তাহা শুনিয়া বাচস্পতিও অবশ্য তাহাই করিয়াছেন, অর্থাৎ প্রভুর চরণে শরণ লইয়াছেন। এখন প্রভুকে দেখিতে আসিয়াছেন। প্রভু সেই বাচস্পতির নিকট বিদায় লইলেন।

প্রভু কুলীনগ্রামবাসীগণের নিকট বিদায় চাহিলেন। বলিতেছেন, "তোমরা প্রতি বৎসর পট্টডোরী লইয়া আসিবে। হে কুলীনগ্রামবাসীগণ! তোমাদের গ্রামের যে কুক্কুর, তাহারাও আমার প্রিয়। গুণরাজ খাঁন শ্রীকৃষ্ণবিজয় নামক যে গ্রন্থ করিয়াছেন, উহার আরম্ভে একটী কথা আছে। "নন্দের নন্দন কৃষ্ণ আমার প্রাণনাথ।" আমি সেই কথায় তোমাদের বংশের হস্তে বিকাইয়া আছি।" এই কথা বলিলে, রামানন্দ ও গুণরাজের ভ্রাতা সত্যরাজখান, এই দুই জনে কৃতজ্ঞতা রসে মুগ্ধ হইয়া গললগ্নী কৃতবাস হইয়া প্রভুকে প্রণাম করিলেন। সেই সময় তাঁহারা প্রভুকে একটী প্রশ্ন করিলেন। সেটী এই যে, বৈষ্ণব কাহাকে বলি। প্রভু উত্তর করিলেন, যে ব্যক্তি কৃষ্ণ

নাম করে সেই বৈষ্ণব। সে যদি দীক্ষা না পায়, কি পুরশ্চরণ না করে, তবু সে বৈষ্ণব। গুণরাজ খানের শ্রীকৃষ্ণবিজয় গ্রন্থ বাঙ্গালার প্রথম কাব্যগ্রন্থ বলিয়া অনেকে বলেন।

শিবানন্দ সেনের দিকে চাহিয়া প্রভু বলিতেছেন, শিবানন্দ! তুমি আমার নিজ-জন, এই সমুদায় ভক্তগণকে প্রতিবর্ষে পালন ও রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া আসিয়া থাক। তোমাকে আর একটি ভার দিব।" ইহা বলিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ মুকুন্দের দাদা বাসুদেব দত্তের পানে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিতেছেন, "বাসুদেব গৃহী, ইহাঁর সঞ্চয় প্রয়োজন, কিন্তু উনি উদার চরিত্র। যে দিবস যাহা আইসে তাহা ব্যয় করিয়া ফেলেন। তুমি ইহাঁর সংসারের ভার লইবা, লইয়া যাহাতে ইহাঁর কিছু সঞ্চয় হয় তাহা করিবা।" এই কথায় পাঠক বুঝিতেছেন যে, শিবানন্দ সেনের বাড়ী (কাঞ্চন পাড়া) ও বাসু দত্তের বাড়ী এক স্থানে। তাহার পরে প্রভু বাসু দত্তের গুণ সহস্র বদনে বর্ণনা করিতে লাগিলেন।

বাসু দত্তের কথা কি বলিব? তিনি একটি বস্তু! নিরীহ, লাজুক, দয়ালু, ভক্ত,—শ্রীকৃষ্ণ-প্রেম হইলে, যত গুলি গুণ উপস্থিত হয়, সমুদায় তাঁহাতে হইয়াছে। প্রভু তাঁহার গুণ বর্ণনা আরম্ভ করিলে, বাসুদেব অতি লজ্জা পাইতে লাগিলেন; ক্রমে তাঁহার আত্মগ্লানি উপস্থিত হইল। শ্রেষ্ঠ যদি নিকৃষ্টের সাধুবাদ করেন, তবে নিকৃষ্টের আত্মগ্লানি উপস্থিত হয়। ভাবিলেন যে, শ্রীভগবান তাঁহাকে স্তুতি করিতেছেন, অথচ তিনি অতি মলিন। ইহাতে তাঁহার নিতান্ত অপরাধ হইতেছে। তাঁহার ইহা অপেক্ষা দণ্ডও আর নাই। শ্রীভগবান তাঁহাকে সাধুবাদ দিতেছেন। সে ঋণ শোধের একমাত্র উপায় আছে, ইহা সিদ্ধান্ত করিয়া অমনি প্রভুর দুটি চরণ ধরিয়া পড়িলেন। বলিতেছেন, "প্রভু দয়াময়! তুমি সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন, সমুদায় পার। তোমার জীবগণের দুঃখে ব্যথিত হইয়া তুমি তাহাদিগকে উদ্ধার করিতে আসিয়াছ। তোমার পরিশ্রমের প্রয়োজন নাই। তুমি এক কাজ কর। জীবের যত পাপ সমুদায় আমাকে দাও, আমি উহা লইয়া নরক ভোগ করি, আর তোমার জীব সমুদায় উদ্ধার পাইয়া সুখী হউক। জীবের দুঃখ দর্শন করিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হয়। তুমি আমার দুঃখ মোচন কর। আর তুমি আমাকে যে এত কৃপা করিতেছ, সে ঋণ শোধ দিবারও ইহা ব্যতীত আমি আর উপায় দেখিতেছি না।"

ত্রিজগতে এরূপ প্রার্থনা কেহ কখন করিতে পারেন নাই। যদি শ্রীভগবানের কাছে এরূপ প্রার্থনা কেহ করেন, সে মুখে। কিন্তু বাসুদেব ভক্তশিরোমণি, তিনি যাঁহাকে স্বয়ং শ্রীভগবান বলিয়া দৃঢ় বিশ্বাস করেন, তাঁহার চরণ ধরিয়া নিবেদন করিতেছেন। তাঁহার নিকট বাসুদেব ভণ্ডামি করিতেছেন, ইহা হইতে পারে না। ভণ্ডামি করিলে সেখানে যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা সকলেই বিরক্ত ব্যতীত মুগ্ধ হইতেন না। বাসুদেবের প্রার্থনা শুনিয়া স্বর্গ মর্ত্ত্য যেন স্তম্ভিত হইল। ভক্তগণ অবাক্ হইয়া কি করিবেন কি বলিবেন, স্থির করিতে না পারিয়া প্রভুর দিকে চাহিয়া রহিলেন,। বাসু, প্রভুর চরণ ধরিয়া সাশ্রু নয়নে তাঁহার মুখ পানে চাহিয়া, তাঁহার বর প্রাপ্তির নিমিত্ত ভঙ্গী দ্বারা অনুনয় করিতে লাগিলেন।

ঠাকুর এই কথা শুনিয়া একটু চুপ করিলেন। তাহার পরে বাসুদেবের মনের ভাব বুঝিয়া, আপনার হৃদয় তরঙ্গ গোপন করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন, পারিলেন না। যেহেতুক অশ্রু কম্প প্রভৃতি সমুদায় অষ্ট সাত্বিক-ভাব একেবারে তাঁহার শরীরে উপস্থিত হইল। ভক্তগণও তখন সকলে সেই সঙ্গে বিস্ময়ে, আনন্দে, ও কারুণ্য-রসে পরিপ্লুত হইয়া, কেহ রোদন, কেহ হাস্য, কেহ বা নৃত্য করিতে লাগিলেন। প্রভু একটু ধৈর্য্য ধরিয়া ভগ্ন-স্বরে বলিতেছেন, "বাসুদেব! তুমি যে প্রার্থনা করিলে, ইহা তোমার পক্ষে বিচিত্র নহে, কারণ তুমি স্বয়ং প্রহ্লাদ, কৃষ্ণের পুর্ণ-কৃপাপাত্র।" ইহা বলিতে প্রভুর কণ্ঠরোধ হইয়া গেল। একটু চুপ করিয়া আবার বলিতেছেন, "শ্রীকৃষ্ণ ভক্তবাঞ্ছা কল্পতরু, ভক্তের প্রার্থনা অন্যথা করেন না, তাঁহার পক্ষে সমুদায় জীব উদ্ধার করাও কঠিন কার্য্য নহে। কিন্তু তিনি তোমাকে এ দুঃখ কেন দিবেন? অবশ্য তিনি তোমার বাঞ্ছাপূর্ণ করিবেন। তবে তুমি যে উপায়ে বলিতেছ, সেরূপে নহে। কারণ তোমার মত ভক্তকে তিনি দুঃখ দিতে পারেন না।"

জীবগণ সাধন বলে কতদূর উন্নত হইতে পারেন, তাহার সীমা স্থির করা যায় না। যখন দেখিলাম যে, যীশু তাঁহার হত্যাকারীগণকে লক্ষ্য করিয়া প্রার্থনা করিতেছেন যে, "হে ভগবান্! এই মূর্খগণকে ক্ষমা কর" তখন ভাবিলাম ইহা অপেক্ষা ঔদার্য্য আর হইতে পারে না। পরে যখন দেখিলাম হরিদাস বলিতেছেন যে, "হে ভগবান্! এই যে ইহারা আমাকে নিষ্ঠুররূপে প্রহার করিতেছে, ইহাতে আমার দুঃখ নাই। কিন্তু তবু ইহাদের

পতি কি হইবে, ইহা ভাবিয়া আমি দুঃখ পাইতেছি, অতএব তুমি ইহাদিগকে কৃপা করিয়া উদ্ধার কর।” তখন দেখিলাম যে এটী আরও বড় কথা। এখন দেখিতেছি যে, বাসুদেব সরল মনে সমুদায় জীবের পাপ আপন স্কন্ধে বহন করিবার প্রার্থনা করিতেছেন। এরূপ কথা কখন শুনি নাই। এরূপ কথা শুনিব মনে কখন উদয় হয় নাই। ইহা অপেক্ষা বড় কথাও অননুভবনীয়। শ্রীগৌরাঙ্গ কি বস্তু, তাহা তাঁহার ভক্তগণের মাহাত্ম্য হইতে কিয়ৎ পরিমাণে অনুভূত হইতে পারে। কথা আছে, ফল দেখিয়া বৃক্ষের বিচার হয়। শ্রীগৌরাঙ্গ কিরূপ বস্তু, তাঁহার প্রচারিত ধর্ম্ম কিরূপ শক্তি সম্পন্ন, তাহা তাঁহার ভক্তগণকে দেখিয়া বিচার করুন।

শ্রীগৌরাঙ্গ তাহার পরে শ্রীবাসকে সম্বোধন করিবেন মনে করিয়া, তাঁহার মুখ পানে চাহিলেন। অম্নী প্রভুর একেবারে শ্রীনবদ্বীপ স্ফূর্ত্তি হইল। শ্রীবাস তাঁহার পিতার বন্ধু, তাঁহার প্রতিবাসী, ও তাঁহার মাতৃ-সখী মালিনীর পতি। শ্রীবাসের বাড়ী তাঁহার নবদ্বীপ লীলার বৃন্দাবন। তখন তিনি যে নিমাইপণ্ডিত, নবদ্বীপে তাঁহার বাড়ী ঘর আছে, তাঁহার বৃদ্ধা জননী জীবিতা, যুবতী ঘরণী বর্ত্তমান, আর এ সমুদায় বিসর্জ্জন দিয়া তিনি এখন বৃক্ষ তলায় পড়িয়া আছেন, এ সকল কথা একবারে স্মরণ হইল। তাঁহার শৈশব ক্রীড়া, তাঁহার বিদ্যা বিলাস, তাঁহার গৃহ, ফুলের বাগান, তাঁহার মাতার সেবা, তাঁহার প্রিয়ার বিয়োগ দশা, এ সমুদায় পর পর মনে আসিয়া শ্রীনিমাইয়ের হৃদয় ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিল।

শ্রীনিমাই তখন সাশ্রু নয়নে শ্রীবাসের গলা ধরিলেন, ধরিয়া বলিতেছেন, “পণ্ডিত! বল বল, আমার মাতা ত বেঁচে আছেন?” প্রভুর নিকট কৃষ্ণ-কথা ব্যতীত কেহ কিছু শুনিতেন না, কেহ কিছু বলিতে সাহসী হইতেন না, প্রভুর হৃদয়েও কৃষ্ণ-কথা ব্যতীত আর কোন বস্তুর স্থান ছিল না। যদি কখন জননীর নাম করিতেন, সে ভক্তির ভাবে স্নেহ-ভাবে নয়। প্রভুর যে তাঁহার উপর প্রগাঢ় ভালবাসা আছে, তাহা কেহ জানিতে পারিতেন না। প্রভু সর্ব্বদাই মায়ার অতীত থাকিতেন। যিনি সর্ব্বদাই মায়া অতীত, তিনি ক্ষুদ্র জীবের নিকট ভক্তি কি দয়া পাইয়া থাকেন, কিন্তু স্নেহ মমতা কি ভালবাসা প্রাপ্ত হয়েন না। তাই জীবের সহিত প্রীতি স্থাপন নিমিত্ত শ্রীভগবান মায়া লইয়া থাকেন। তাই শ্রীভগবান গৌরাঙ্গ যদি চিরদিন মায়াতীত হইয়া থাকিতেন, তবে তিনি লোকের চিত্ত এরূপ হরণ করিতে

পারিতেন না। তাঁহার মুখে সংসারের কথা অতি বিরল বলিয়া মধু হইতে মধু লাগিত। শ্রীগৌরাঙ্গ যখন "আমার মাতা বেঁচে আছেন," এ কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, তখন অতি মধুর মায়া রসে মুগ্ধ হইয়া সকলে কান্দিয়া উঠিলেন। শ্রীনিমাই বলিলেন, "আমি কি বাতুলতা করিয়াছি! এমন কি কেহ করে? আমার সন্ন্যাসী হইবার প্রয়োজন কি ছিল? কৃষ্ণ প্রেম জীবের পরম পুরুষার্থ, তাহার নিমিত্ত ত সন্ন্যাসের প্রয়োজন নাই? তাই এখন বুঝিতেছি যে, যখন আমি সন্ন্যাস লইয়াছিলাম তখন আমার মতিচ্ছন্ন হইয়াছিল।"

শ্রীপ্রভুকে ক্ষুদ্র গ্রন্থকার একটি কথা স্মরণ করাইয়া দিতেছেন। তিনি সন্ন্যাসী হইয়াছেন বলিয়া সকলের অপেক্ষা দুঃখ শচী ও বিষ্ণুপ্রিয়ার। কিন্তু প্রভু নীলাচলে, তাঁহারা নবদ্বীপে,—সর্ব্বদা তাঁহার সংবাদ পাইতেছেন। তবে তাঁহাদের দুঃখ এত অধিক কি? তাঁহারা দেখিতেছেন যে তাঁহাদের নিজজন যে শ্রীগৌরাঙ্গ, তিনি ত্রিজগৎ পূজিত হইতেছেন, ইহাতেও তাঁহাদের দুঃখের লাঘব হইতেছে। অপর প্রভু যদি সন্ন্যাসী না হইতেন, তবে কি জীবে তাঁহার ধর্ম্ম লইতে পারিত?

নিমাই বলিতেছেন, "আমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম বৃদ্ধা জননীকে সেবা করা, আমি তাহা না করিয়া এ কি করিতেছি! আমি কাহার হাতে তাঁহাকে রাখিয়া আসিলাম? এ ঘোর সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করিয়া আমি আমার অতি সরলা, অতি বৃদ্ধা, অতি স্নেহময়ী জননীর পাদপদ্ম সেবা হইতে বঞ্চিত হইয়াছি। হে ভক্তগণ! আমার জননীর ঋণ আমি কি শোধ দিতে পারি? তাঁহার যে আমার প্রতি স্নেহ তাহার কি অবধি আছে? যে দিবস গৃহে শালগ্রামের ভোগের নিমিত্ত একটু আয়োজন অধিক হয়, অমনই জননী "নিমাই" "নিমাই" বলিয়া ক্রন্দন করিতে বসেন। ক্রন্দন করিতে করিতে আমাকে ডাকেন, আর বলেন, 'নিমাই! তুমি ঘরে নাই, এ সব দ্রব্য আমি কাহাকে দিই? তুমি মোচার ঘণ্ট বড় ভাল বাস, এ মোচার ঘণ্ট আমার কে খাইবে?' মা শোকে এইরূপে রোদন করেন, আমি এখানে নীলাচলে অস্থির হই! আমি জননীর ক্রন্দনে স্থির হইয়া ভজন করিতে পারি না।" ইহা বলিতে বলিতে প্রভুর শ্রীভগবান ভাব হইল। বলিতেছেন, "আমি তাঁহাকে সান্ত্বনা করিবার নিমিত্ত মুহুর্মুহু শ্রীনবদ্বীপে গমন করি, কিন্তু তবু তাহা পারি না। তাঁহার হৃদয়ের তরঙ্গ বর্ণনা করা অসাধ্য। যখন আমাকে

দর্শন করেন তখন আনন্দ সাগরে ভাসেন, আবার আমার অদর্শনে আমার দর্শন স্বপ্ন বলিয়া বোধ করেন। কখন বা আমি যাইয়া তাঁহার সম্মুখে প্রকৃতই বসিয়া ভোজন করি, তখন তিনি সমস্ত দুঃখ ভুলিয়া আমাকে ভোজন করান। তাহার পর আবার ভ্রান্তি উপস্থিত হয়, ভাবেন যে তিনি স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন। এই বিজয়াদশমী দিবসে আমি জননীর নিকটে ভোজন করিয়া আসিয়াছি। পণ্ডিত! এ সমুদায় কথা জননীকে স্মরণ করাইয়া দিও। দিয়া, আমার হইয়া তাঁহার কাছে ক্ষমা মাগিয়া লইও। বলিও আমি তাহার অবোধ শিশু, যদি না বুঝিয়া তাঁহাকে ত্যাগ রূপ মহা অপরাধ করিয়া থাকি, তিনি যেন আমাকে ক্ষমা করেন, আমি তাঁহার আজ্ঞায় নীলাচলে বাস করি।" ইহা বলিতে বলিতে প্রভু ক্ষণেক কালের নিমিত্ত আবার নিমাই হইয়া বিহ্বল হইয়া, 'মা' 'মা' বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। ভক্তগণও অধীর হইয়া সেই সঙ্গে কাঁদিতে লাগিলেন।

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে জন্মাষ্টমী দিবসে প্রভুর যখন মহা আবেশ তখন প্রতাপরুদ্র তাঁহাকে এক খানি বহু মূল্য প্রসাদী বস্ত্র দিয়াছিলেন। প্রভু চেতন পাইয়া বস্ত্রখানি দেখিলেন। দেখিয়া উহা লইয়া কি করিবেন ভাবিতে লাগিলেন। তখন পরমানন্দপুরীকে জিজ্ঞাসা করিলেন। পুরী গোঁসাই তাঁহার গুরু স্থানীয়। জীবের ভক্তি-পথ শিক্ষাদাতা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য তাঁহাকে গুরুর ন্যায় শ্রদ্ধা করিতেন। পুরী গোঁসাই বলিলেন, "জগন্নাথের প্রসাদী বস্ত্র ত্যাগ করিবার প্রয়োজন নাই, উহা বরং জননী শ্রীশচী দেবীকে পাঠাইয়া দাও।" প্রভু শ্রীবাসের গলা ধরিয়া বিহ্বল হইয়া রোদন করিতে করিতে কষ্টে শ্রষ্টে ধৈর্য্য ধরিলেন। পরে সেই বহু মূল্য প্রসাদী বস্ত্রের কথা স্মরণ করিয়া তাহা আনাইলেন। আনাইয়া বহুবিধ প্রসাদের সহিত শ্রীবাসের হস্তে সমর্পণ করিলেন। বলিলেন, "পণ্ডিত! এই সমুদায় তাঁহার পুত্র নিমাই পাঠাইয়াছে বলিয়া জননীকে অর্পণ করিবে।" প্রভু শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার নাম পর্য্যন্ত করিলেন না, সন্ন্যাসীদের ঘরণীর নাম মুখে আনিতে নাই, কিন্তু প্রিয়াজীকে ভুলিলেন না। তাঁহাকে যে ভুলেন নাই তাহার নিদর্শনও তাঁহার নিকট পাঠাইলেন। প্রভু আমার এখন কাঙ্গাল, জননীর নিকট আপনার স্ত্রীর নিমিত্ত বহু মূল্য শাটী পাঠাইতেছেন, ইহা মনে করিলে কাহার না হৃদয় দ্রব হইবে?

যাঁহারা শ্রীগৌরাঙ্গকে অনুরাগে ভজনা করেন, তাঁহারা অবশ্য তাঁহার বক্ষবিলাসিনী শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীকেও ভজনা করেন। তাঁহারা প্রভুর

নবদ্বীপে এই বস্ত্র প্রেরণ কার্য্যে ইহাই অনুভব করেন যে, শচীদেবীর সুবর্ণ সূত্র গ্রথিত বস্ত্রের কোন প্রয়োজন ছিল না। তবে এই বস্ত্র প্রভু তাঁহার প্রিয়ার নিমিত্ত পাঠাইয়া ছিলেন। এ কথা বলি কেন, না, তাঁহার ভুবনমোহন স্বামী, তাঁহাকে বিস্মৃত হয়েন নাই, না হইয়া আগ্রহ করিয়া সুবর্ণ সূত্র গ্রথিত সাটী পাঠাইয়াছেন ইহা ভাবিয়া শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া সুখী হইবেন। আবার ভক্তগণ ঐরূপ এই কার্য্যের দ্বারা ইহাও ভাবিয়া থাকেন যে, প্রভুর ইচ্ছা ক্রমে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াকে সাটী পরাইয়া তাঁহার বামে বসাইয়া ভজন করিতে হইবে।

প্রভু বিদায় কালে চেষ্টা করিয়া ধৈর্য্য ধরিলেন। তবু বদন মলিন রহিল। হৃদয়ে ভক্ত-বিরহ দুঃখ খেলিতেছে, তাহা স্পষ্ট বুঝা যাইতে লাগিল। ভক্তগণ চারি মাস নীলাচলে থাকিয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

চতুর্থ অধ্যায়।

গৌরাঙ্গ আদেশ পেয়ে, নিতাই বিদায় হয়ে,
আইলেন শ্রীগৌড় মণ্ডলে।
সঙ্গে ভাই অভিরাম, গৌরীদাস গুণ ধাম,
কীর্ত্তন বিহার কুতূহলে॥
রামাই সুন্দরানন্দ, বাসু আদি ভক্তবৃন্দ,
সতত কীর্ত্তন রসে ভোলা।
পাণিহাটী গ্রামে আসি, গঙ্গা তীরে পরকাশি,
রাঘব পণ্ডিত সহ মেলা॥
সকল ভকত লৈয়া, গৌর প্রেমে মত্ত হৈয়া,
বিহরয়ে নিত্যানন্দ রায়।
পতিত দুর্গতি দেখি, হইয়া করুণ আঁখি,
প্রেম রত্ন জগতে বিলায়॥
হরিনাম চিন্তামণি, দিয়া জীবে কৈল ধনী,
পাপ তাপ দুঃখ দূরে গেল।
পড়িয়া বিষম ফাঁদে, না ভজি নিতাই পদে,
প্রেম দাস বঞ্চিত হইল॥

প্রভু যে একেবারে একা রহিলেন তাহা নয়, প্রভুর সঙ্গে গৌড়বাসীগণের মধ্যে সার্ব্বভৌম, গোপীনাথ, সরূপ, নিত্যানন্দ, গদাধর, হরিদাস, জগদানন্দ, দামোদর, শঙ্কর, অন্য হরিদাস, রামদাস, গদাধর দাস, বাসুঘোষ (পদকর্ত্তা) প্রভৃতি রহিলেন। শ্রীগদাধর যমেশ্বর টোটায়, ক্ষেত্রে সন্ন্যাস লইয়া, গোপীনাথের সেবা আরম্ভ করিলেন। সে ঠাকুর অদ্যাপি বিরাজিত। শ্রীনিত্যানন্দ সমস্ত নীলাচলে খেলা ও ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। কখন শ্রীমন্দিরে যাইয়া বলরামকে ধরেন, কখন ঠাকুরের মালা কাড়িয়া লইয়া নিজে গলায় রাখেন, সেবাইতগণ সচল জগন্নাথের অর্থাৎ শ্রীগৌরাঙ্গের দাদাকে ভয়ে কিছু বলিতে পারেন না। প্রভু বা কোথায়, নিতাই বা কোথায়? কখন নিতাইচাঁদ একেবারে নিরুদ্দেশ। শ্রীনিতাইয়ের কোন নিয়ম পালন নাই, যেখানে সেখানে প্রসাদ ভোজন কীর্ত্তন ও নৃত্য করিয়া ভ্রমণ করেন।

প্রভুর ভক্ত ভাবে, হৃদয়ে দুইটী ব্যথা, কৃষ্ণ বিরহ ও জীবের দুঃখ। শ্রীভগবান এরূপ সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর প্রভু তবু তাঁহাকে অকৃতজ্ঞ ও কঠিন জীবে ভুলিয়া রহিয়াছে, প্রভুর মনে এই অতি বড় দুঃখ। জীবে নানা কারণে দুঃখ পাইতেছে এই নিমিত্ত তাঁহার হৃদয়ে দারুণ দুঃখ। জীবে অনর্থক দুঃখ পাইতেছে ইহাতে প্রভুর দুঃখ আরও অধিক। জীবে শ্রীভগবৎ চরণ আশ্রয় করিলেই তাহার দুঃখ যায়, কিন্তু নির্ব্বোধ জীবে তাহা না করিয়া দুঃখ পাইতেছে। এই কথা মনে হইলেই প্রভু বড় কাতর হয়েন। প্রভু সম্মুখে যদি কোন মলিন জীব দর্শন করেন, তবে কখন কখন এরূপ ব্যাকুল হয়েন যে, ধৈর্য্যহারা হইয়া একেবারে রোদন করিয়া উঠেন। যথা প্রভুকে লক্ষ্য করিয়া বাসুর পদ—

কে আর করিবে দয়া পতিত দেখিয়া।
পতিত দেখিয়া কেবা উঠিবে কান্দিয়া॥

যাহাতে জীবে হরিনাম গ্রহণ করে, করিয়া সুখী হয়, ইহা প্রভুর মনের নিতান্ত সাধ। প্রভুকে এক দিন এক জন ভদ্রলোকে নীলাচলে নিমন্ত্রণ করিতে আসিয়াছেন। কৌতুকী প্রভু তাহাকে বলিতেছেন যে, তিনি এক নিয়ম করিয়াছেন। সেটী এই যে, যে লক্ষেশ্বর নহে তাহার গৃহে তিনি নিমন্ত্রণ লয়েন না। যে ভাল মানুষ নিমন্ত্রণ করিতে আসিয়াছেন তিনি ক্ষোভ করিয়া বলিলেন, "প্রভু! লক্ষ কোথা পাবো, সহস্র নাই।" প্রভু হাসিয়া বলিলেন, "আমি তাহাকেই লক্ষেশ্বর বলি, যে ব্যক্তি প্রত্যহ লক্ষ নাম জপ করেন।" এই কথা শুনিয়া সে ব্যক্তি সহর্ষে বলিলেন, "প্রভু! আমি এই অবধি লক্ষ নাম জপ করিব।" প্রভুও বলিলেন, "তবে আমিও তোমার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলাম।" এইরূপে নীলাচলে নিয়ম হইল যে লক্ষ নাম জপ না করিলে প্রভুকে নিমন্ত্রণ করা যায় না। তাই সকলেই লক্ষ নাম জপ রূপ সাধন গ্রহণ করিলেন।

এই হরিনাম বিতরণ অর্থাৎ বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচার যাহার তাহার দ্বারা হয় না। এই প্রচার কার্য্যে প্রভুর প্রধান সহায় দুইজন, নিত্যানন্দ ও অদ্বৈত। প্রভু, শ্রীঅদ্বৈতকে সমাজের আচণ্ডাল সকলকে কৃষ্ণ নাম দিবার আজ্ঞা দিয়া গৌড়ে পাঠাইয়াছেন। নিতাই নিকটে আছেন। ইহা কিন্তু প্রভুর ভাল লাগিতেছে না। তাঁহার মনের ভাব এই যে, শ্রীপাদ! তুমি এখানে আনন্দে নৃত্য না করিয়া, দুঃখী জীবকে নৃত্য করাও, ইহাই তোমার কর্ত্তব্য

কর্ম্ম। প্রভু শ্রীনিতাইয়ের হস্ত ধরিয়া নিভৃতে যাইয়া বসিলেন। প্রভু বলিতেছেন, "শ্রীপাদ! তুমি গৌড়ে গমন কর, সেখানে যাইয়া জীবগণকে উদ্ধার কর।" শ্রীপাদ বলিলেন, "উহা আমা হইতে হবে না। এখানে যাহা বল করিব, তোমাকে ছাড়িয়া আমি থাকিতে পারিব না।" প্রভু সে দিবস আর কিছু বলিলেন না।

আর এক দিবস শ্রীনিতাইকে লইয়া ঐরূপ যুক্তি করিতে বসিলেন। বলিতেছেন, "শ্রীপাদ! তুমি যদি চুপ করিয়া বসিয়া থাক, তবে আর জীব উদ্ধার হয় না।" নিতাই বলিলেন, "তোমার জীব তুমি উদ্ধার কর, আমি তোমার কাছে থাকিব।" প্রভুর তখন নয়ন জল পড়িতে লাগিল। শ্রীগৌরাঙ্গের নয়নে বারি দেখিয়া নিতাইয়ের হৃদয় ক্লেশে আকুল হইল। বলিতেছেন "প্রভু, কি আজ্ঞা বলুন! তাহাই করিব।" প্রভু বলিতেছেন, "শ্রীপাদ! আমার মনে সাধ ছিল যে আমি হরিনাম বিতরণ করিব, কিন্তু আমি পারিলাম না। নাম বিতরণ করিতে গিয়া নামের শক্তিতে হৃদয়ে তরঙ্গ উঠিল, তাই এখন আমাতে আমি নাই, ভাসিয়া চলিতেছি।"

এখানে প্রভুর হৃদয়ের ব্যথা বর্ণিত এই প্রাচীন পদটী দিব,—

আমার মন যেন আজ করেরে কেমন আমায় ধর নিতাই। ধ্রু
নিতাই, জীবকে হরিনাম বিলাতে, উঠিল ঢেউ প্রেম নদীতে,
সেই তরঙ্গে আমি এখন ভাসিয়া যাই॥
যে ব্যথা আমার অন্তরে, এনন, ব্যথিত কেবা কব কারে,
জীবের দুঃখে আমার হিয়া বিদরিয়া যায়॥
আমার, সঞ্চিত ধন ফুরাইল, জীব উদ্ধার নাহি হলো,
ঋণের দায়ে আমি এখন বিকাইয়া যাই॥

অর্থাৎ আমি যে প্রেম-ধন আহরণ করিয়াছিলাম, তাহা সব ফুরাইয়া গেল। আমি যে প্রেম দিব বলিয়া জীবের নিকট সত্যে আবদ্ধ আছি, সে ধার শুধিতে পারিলাম না।

করুণাময় নিতাইয়ের তখন সমুদায় মনে হইল, চাপল্য, চাঞ্চল্য গেল, শ্রীগৌরাঙ্গের সহিত রোদন করিতে লাগিলেন। নিতাই বলিলেন, "প্রভু! আমাকে আজ্ঞা করুণ, আমি তাহাই করিব। তুমি প্রাণ, আমি দেহ। তোমার বিরহ আমায় সহ্য করিতে হইবে, তাহাই হউক।" প্রভু বলিলেন, "গৌড় বড় কঠিন স্থান, যেহেতু উহা পড়ুয়া পণ্ডিতগণ কর্তৃক আক্রান্ত। ওরূপ

স্থানে ধীশক্তিসম্পন্ন বস্তুর প্রয়োজন। তোমা ব্যতীত সেখানে আর কেহ কৃতকার্য্য হইতে পারিবে না।”

এখানে একটী নিগূঢ় রহস্য বলি। প্রভু এইরূপে সমস্ত ভারতবর্ষে আপনার ভক্ত পাঠাইয়া জীব উদ্ধার করিয়াছিলেন। যিনি যে স্থানের উপযুক্ত, তাঁহাকে সেই স্থানে নিযুক্ত করেন। গৌড় বড় জ্ঞানের স্থান, তাই আনন্দের প্রকাশ শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে এখানে পাঠাইলেন। ভাবিলেন, জ্ঞান আনন্দের নিকট খর্ব্ব হইবেন। যেখানে ভক্ত দ্বারা কার্য্য না হইত, সেখানে আপনি করিতেন।

প্রভু তাহার পরে শ্রীনিত্যানন্দের হস্ত ধরিলেন। বলিতেছেন, “শ্রীপাদ! তুমি ব্যতীত আমার হৃদয়ের ব্যথা বলিবার স্থান নাই, তুমি ব্যতীত গৌড় দেশ উদ্ধাররূপ দুষ্কর কার্য্য সাধন করে এমন আর কেহ নাই। তুমি উদাসীন ব্রত লইয়া এখানে থাকিলে, আর জীব হাহাকার করিতে লাগিল। তুমি তোমার গণ লইয়া গৌড় দেশে গমন করিয়া আচণ্ডাল উদ্ধার কর। যাহারা মূর্খ নীচ, কি যাহারা পণ্ডিত পড়ুয়া, কি দুর্ম্মতি, কি পাপী, ইহার কাহাকেও ছাড়িবা না। সকলকে উদ্ধার করিবে। যেন সকলে অনায়াসে হরিনাম করিয়া সুখী হইতে পারে।”

নিতাইয়ের সঙ্গে গদাধর দাস গৌড়ে গমন করিয়াছিলেন, সুতরাং প্রভুতে ও নিতাইয়ে কি কথা হয় তাহা তিনি সমুদায় অবগত ছিলেন। এখন সেই গদাধরের পদ শ্রবণ করুন—

বিরলে নিতাইয়ে পায়ে, নিজ কাছে বসাইয়ে,
মধু ভাষে কহে ধীরে ধীরে।
জীবেরে সদয় হয়ে, হরিনাম লওয়াও গিয়ে,
যাও নিতাই সুরধুনী তীরে॥
প্রভু কহে, “নিত্যানন্দ, জীব সব হইল অন্ধ,
কেহত না পাইল হরিনাম।
এক নিবেদন তোরে, নয়নে দেখিবে যারে,
কৃপা করে লওয়াইবে নাম॥
কৃতপাপী দুরাচার, নিন্দুক পাষণ্ডী আর,
কেহ যেন বঞ্চিত না হয়।
শমন বলিয়া ভয়, জীবের যেন নাহি হয়,
সুখে যেন হরিনাম লয়॥

কুমতি তার্কিক জন, পড়ুয়া অধম গণ,
জন্মে জন্মে ভকতি বিমুখ।
কৃষ্ণ প্রেম দান করি, বালক পুরুষ নারী,
খণ্ডাইও সবাকার দুঃখ॥
জীবে দয়া প্রকাশিয়া, সংসার ধর্ম্ম আচরিয়া,
পূর্ণ কর সকলের আশ।"
চৈতন্য আদেশ পেয়ে, চলে নিতাই বিদায় হয়ে,
সঙ্গে চলু গদাধর দাস॥

প্রভুর আজ্ঞা এখন বিচার করুন। নিতাইকে বলিতেছেন যে, যাহাকে সম্মুখে পাইবে তাহাকে উদ্ধার করিবে। আচ্ছা, সে যদি মহাপাপী হয়? প্রভু বলিতেছেন, তাহা হউক, যে যত পাপী হউক, সম্মুখে পাইলেই তাহাকে কৃপা করিবে। প্রভু বলিতেছেন, এ সমুদায় জীবকে সদয় হইয়া করিবে, ইত্যাদি। ইহাতে বুঝিতেছি; যে যত কাঙ্গাল তাহাকে তত করুণা করিতে হইবে, যে যত পাপী তাহাকে তত দয়া করিতে হইবে। অর্থাৎ প্রভুর বিবেচনায় যে যত অধিক পাপী, সে ততই অধিক দয়ার পাত্র।

কোন ধর্ম্ম পুস্তকে এরূপ লেখা আছে যে, কোন অবতার তাঁহার শিষ্য-গণকে বলিতেছেন, যে, "উহারা মহাপাপী, উহাদিগকে এ সকল কথা বলিও না। এ সব কথা শুনিলে তাহারা তাহাদের ন্যায্য প্রাপ্ত-দণ্ড হইতে উদ্ধার হইয়া যাইবে।" আমরা সেই ধর্ম্ম পুস্তকে ইহা পাঠ করিয়া দুঃখ পাইয়াছিলাম, কিন্তু প্রভুর লীলায় সেরূপ দুঃখ পাইবার কথা নাই। প্রভুর বিবেচনায় সকলের প্রতি সমান, বরং পাপীর প্রতি অধিক দয়া করিতে হইবে।

প্রভুর আজ্ঞায় আরও বুঝিতেছি যে, যাহারা তার্কিক পড়ুয়া পণ্ডিত, তাহারা বড় হতভাগ্য। আর কি বুঝিতেছি, না, জীবের দুঃখ কেবল তাহারা ভক্তি হইতে বিমুখ বলিয়া। অতএব হরিনাম লইলেই তাহাদের দুঃখের মোচন হয়, ও যম যন্ত্রণা, অর্থাৎ পুনর্জ্জন্মের ভয় হইতে উদ্ধার পায়। প্রভুর আজ্ঞায় আরও কি বুঝিতেছি, না, যে, তিনি অর্থাৎ প্রভু যাহাই হউন, আমাদের জাতীয় জীব নহেন। তাঁহার আজ্ঞা কিরূপ তাহা বুঝুন। তিনি বলিতেছেন, "নিতাই যাও, যাহাকে সম্মুখে পাও, অমনি তাহাকে উদ্ধার কর।" বাপ রে বাপ! নেপোলিয়ান বাদসাহা তাঁহার

সেনাপতিকে জগৎ জয় করিতে বলিতে পারেন, ইহাতে অমানুষিকতা কিছুই নাই। তাঁহার প্রকাণ্ড সতেজ সৈন্য আছে, সুতরাং তাঁহার সেনাপতির জগৎ জয় করার বিচিত্র কি? কিন্তু যাঁহাকে সম্মুখে পাইবে, সে পণ্ডিত কি মূর্খ, পাপী কি অসাধু যাহাই হউক, তাহাকে উদ্ধার করিবে, এরূপ আজ্ঞা মনুষ্য করিতে পারে না। বিবেচনা করিতে গেলে, এরূপ আজ্ঞা কেবল শ্রীভগবানই করিতে পারেন। কোন এক জনের সহিত ধর্ম্ম সম্বন্ধে কথা কহিয়া দেখিবেন যে, লোকের ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় মত পরিবর্ত্তন করা কিরূপ অসম্ভব ব্যাপার। তুমি যদি বড় সাধু ও তেজস্বী পুরুষ হও, তবু তোমার মতে আনিতে সম্ভবত সমস্ত জীবনে একটি লোককেও পারিবে না।

প্রভুর আজ্ঞা পাইয়া নিতাই করযোড়ে বলিলেন, "প্রভু! আমি পুতুল তুমি সূত্রধর, যেমন নাচাবে তেমনি নাচিব। আমি গৌড় চলিলাম, যাইয়া তোমার আজ্ঞা বলিব। জীবে হরিনাম গ্রহণ করে কি না তাহা আমি জানি না, তাহা তুমি জান।" তখন প্রভু ও নিতাই গলাগলি হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। প্রভু বলিলেন, "শ্রীপাদ! তুমি আমারে কৃতার্থ করিলে। আমার আর এক নিবেদন এই, তুমি এখানে মুহুর্মুহু আসিও না, কারণ তুমি আইলে অনেক সময় বিফলে যাইবে।" নিতাই এ কথার কোন উত্তর করিলেন না। তখন প্রভু নিতাইয়ের সঙ্গে তাঁহাকে সাহায্য করিবার জন্য কতকগুলি সহচর দিলেন। যথা, খানাকুল কৃষ্ণনগরের অভিরাম বা রামদাস, পাণিহাটীর গদাধর দাস, পদকর্ত্তা বাসুঘোষ প্রভৃতি। এই যে, সহচরগুলি চলিলেন, ইহাঁরা সকলেই প্রায় বদ্ধ পাগল। নিতাইয়ের গণ প্রায় সকলেই পাগল। তাহার পরে যখন তাঁহাদিগকে গৌড় পাঠান, প্রভু তখন তাঁহাদিগকে এমনি শক্তি সম্পন্ন করিয়া ছাড়িয়া দিলেন যে, সকলেই একেবারে বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইয়া বাঙ্গালায় আসিতে লাগিলেন। কোন্ পথে আসিতেছেন, কোথা যাইতেছেন, কিছুরই ঠিকানা নাই। কখন পশ্চিম, কখন পূর্ব্ব, কখন উত্তর, কখন দক্ষিণ, এইরূপ করিয়া কোন ক্রমে পরিশেষে সুরধুনী তীরে পাণিহাটী গ্রামে আইলেন। পথে আসিতে রামদাস এক দিবস গোপাল ভাবে ত্রিভঙ্গ হইয়া পথে দাঁড়াইয়া থাকিলেন। এই রূপে সে দিবস গেল!

শ্রীনিত্যানন্দ গৌড় আসিয়া কি কাণ্ড করিলেন, তাহা বর্ণনা এক বৃহৎ

ব্যাপার। নিতাইয়ের পায়ে নূপুর, সুরধুনী তীর দিয়া নাচিতে নাচিতে চলিয়াছেন, বলিতেছেন কি না—

ভজ গৌরাঙ্গ, কহ গৌরাঙ্গ, লহ গৌরাঙ্গ নাম।
যে ভজে গৌরাঙ্গ চাঁদ, সেই আমার প্রাণ।

মনে ভাবুন, আনন্দের পরাকাষ্ঠা, এ বস্তুর দর্শনে লোকে আনন্দে মগ্ন হয়। নিতাইয়ের কার্য্য কলাপ বর্ণন যুক্ত আর একটি পদ শুনুন।

অক্রোধ, পরমানন্দ, নিত্যানন্দ রায়।
অভিমান শূন্য নিতাই, নগরে বেড়ায়॥
যে না লয় তারে বলে দন্তে তৃণ ধরি।
আমারে কিনিয়া লহ, বল গৌর হরি॥

আর একটী শ্রবণ করুন্—

হরি নাম দিয়া জগত মাতালে, আমার একলা নিতাই।
সঙ্গে গৌর থাকলে কি না হতো॥

আর একটা—

ধর লও সে কিশোরীর প্রেম, নিতাই ডাকে আয় আয়।
প্রেম কলসে কলসে বিলায় তবু না ফুরায়।
প্রেমে শান্তিপুর ডুবু ডুবু নদে ভেসে যায়।
প্রেমে দুকুল ভেঙ্গে ঢেউ লাগিল গোরাচাঁদের গায়॥

আবার—

সুরধুনী তীরে হরি বলে কে, বুঝি প্রেমদাতা নিতাই এসেছে

নিতাইয়ের ধর্ম্ম প্রচার পদ্ধতি অতি মনোহর, আর একটু হাস্য উদ্দীপকও বটে। এক জনকে ধরিয়াছেন, বলিতেছেন, "ভাই, শুন নাই? তিনি আসিয়াছেন, সেই যমের যম। আর ভয় কি চল, নাচিতে নাচিতে বৈকুণ্ঠে চল।" নিতাইয়ের পক্ষে ও সমুদায় সোজা কথা। কিন্তু যাহাকে বলিলেন, সে হয়ত কিছু মানে না, কি প্রভুকে মানে না। কিন্তু তবু নিতাইয়ের সেই সোজা কথা, সেই আকিঞ্চন, সেই প্রগাঢ় বিশ্বাস দেখিয়া প্রকৃতই লোকে নিতাইয়ের অনুগত হইলেন।

কাহাকে বলিতেছেন, "আমি তোমার দাস হইলাম তুমি গৌর ভজ।" কাহার নিকট দন্তে তৃণ ধরিয়া করযোড়ে কান্দিতে কান্দিতে বলিতেছেন, "তুমি আমাকে কৃপা করিয়া একবার মুখে হরি বল।" যদি কেহ হরি নাম না লইল, তবে নিতাই ব্যথিত হইয়া তাহার সম্মুখে পড়িয়া

বৃশ্চিকদষ্ট ব্যক্তির ন্যায় গড়াগড়ি দিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। সে বেচারি করে কি, কাছে বসিয়া গোসাঞিকে সান্ত্বনা করিতে লাগিল, পরে আপনিও কান্দিতে লাগিল। ইহাতে মন নির্ম্মল হইল, পরিশেষে তিনি হরি হরি বলিয়া নৃত্য আরম্ভ করিলেন, কাজেই তিনি গৌরাঙ্গের হইলেন। কাহাকে বলিতেছেন, "জান না, আমি ভাইয়ের আজ্ঞা লইয়া আসিয়াছি? একেবারে দেশ সমভূম করিব, পতিত আর একটিও রাখিব না!"

নিতাই "ভজ গৌরাঙ্গ" বলিয়া নাচিতে নাচিতে পরিশেষে শ্রীনবদ্বীপে উপস্থিত হইলেন। ইহার কয়েক মাস পূর্ব্বে শ্রীশচী দেবী নীলাচল হইতে আগত ভক্তগণের নিকট শ্রীনিমাইয়ের সংবাদ পাইয়াছেন। নিতাই একবারে প্রভুর বাড়ী আসিয়া উপস্থিত। নিতাইকে পাইয়া শচীর পুত্র-বিরহ অনেক হ্রাস হইল। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া আড়ালে দাঁড়াইলেন। শচী কাঁপিতে কাঁপিতে নিতাইয়ের আগে আইলেন। নিতাই অমনি মাতার পদ দুখানি ধরিয়া প্রণাম করিলেন। শচী নিতাইকে কোলে করিলেন, তখন মাতা পুত্রে গলাগলি করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন।

মনে রাখিতে হইবে যে, নিতাইয়ের দেহে বিশ্বরূপ বিরাজ করিতেন। বিষ্ণুপ্রিয়া আড়ালে দাঁড়াইয়া সুখে পতির সংবাদ শুনিতেছেন। শচী জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "নিতাই! নিমাই কি আমার বেঁচে আছে? আমার ননীর পুতলি নিমাই সন্ন্যাসী হয়েছে মুই অভাগিনী তবু মরি নাই।

কহ কহ অবধৌত, কেমন আছে।
ক্ষুধার সময়, জননী বলিয়া,
(তোমারে) কখন কিছু পুছে?
যে অতি কোমল, ননীর পুতুল,
আতঙ্কে মিলায় যে।
যতির নিয়মে, নানা দেশ গ্রামে,
কেমনে ভ্রময়ে সে?
এক তিল যারে, না দেখি মরিতাম,
বাড়ীর বাহির দ্বারে।
সে এখন দূরে, ছাড়িয়া আমায়,
কোথা নীলাচল পুরে॥

"মুই অভাগিনী, আছি একাকিনী,
জীবনে মরণ পারা।
কোথা বা যাইব, কারে কি করিব,
প্রেমদাস জ্ঞান হারা॥

অন্যত্র—

নদীয়া নগরে গেলা নিত্যানন্দ রায়।
দণ্ডবৎ হইয়া পড়ে শচী মাতার পায়॥
তারে কোলে করি শচী কান্দয়ে করুণে।
নয়নের জলে ভিজে অঙ্গের বসনে॥
ফুকরি ফুকরি কান্দে কাতর হিয়ায়।
গৌরাঙ্গের কথা কহি প্রবোধয়ে তায়॥
নিত্যানন্দ বলে মাতা স্থির কর মন।
কুশলে আছয়ে মাতা তোমার নন্দন॥
তোমায় দেখিতে মোরে পাঠাইয়া দিল।
তোর পদ যুগে কত প্রণতি করিল॥
কানুদাস কহে মাতা কহি তোর ঠাঁই।
তোমার প্রেমে বাঁধা আছে গৌরাঙ্গ গোঁসাই॥

নিতাই শচী মাতার তৃপ্ত্যর্থে নবদ্বীপে কিছুকাল রহিলেন, রহিয়া নিমাইয়ের কথা দ্বারা মাতা ও শ্রীমতীকে সান্ত্বনা করিলেন। শচী মা নিমাই কি খায়, কি করে, এ সমুদায় কাহিনী এক বার দুই বার দশবার করিয়া শুনিতেন, আর শ্রীমতী একটু আড়ালে বসিয়া সেই রস আস্বাদন করিতেন। শ্রীনিত্যানন্দের নবদ্বীপবাসীগণের সহিত মিলন এইরূপ বর্ণিত আছে। যথা—

জননীরে প্রবোধ বচন কহি পুন।
নিত্যানন্দ করে তাঁর চরণ বন্দন॥
শ্রীবাসাদি সহচরে মিলিয়া নিতাই।
গৌরাঙ্গের কথা শুনি আকুল সবাই॥
মুরারি মুকুন্দ দত্ত পণ্ডিত রামাই।
একে একে সবা সনে মিলিল নিতাই॥
সকল ভকত মেলি নিতাই মেলিয়া।
গোরা গুণ গাঁথা বলি স্থির করে হিয়া॥
প্রেমদাস বলে মুই কি বলিতে জানি।
হৃদয়ে গাঁথিয়া সেই নিতাই চরণ খানি॥

পঞ্চম অধ্যায়।

শত বর্ষ তপে যেই ধনে নাহি মিলে।
পবিত্র আনন্দে মিলে যেই শিখাইলে॥
সাধন কণ্টক পথে ফুল ছড়াইল।
বলাইয়ের সর্ব্বস্ব ধন তাঁর পদতল॥—বলরামদাসের অষ্টক।

নদিয়া-ভক্তগণের বিহনে শ্রীগৌরাঙ্গ কি রূপে দিন কাটাইতে লাগিলেন, তাহা এখন শ্রবণ করুন—

পাণি শঙ্খ বাজিলে উঠেন সেই ক্ষণ।
কপাট খুলিলে জগন্নাথ দরশন॥
জগন্নাথ দেখিতে যে প্রকাশেন প্রেম।
অবোধ্য অদ্ভুত প্রেম নদী বহে যেন॥
দেখিয়া অদ্ভুত সব উৎকলের লোক।
কার দেহে আর নাহি রহে দুঃখ শোক॥
যে দিকে চৈতন্য মহাপ্রভু চলি যায়।
সেই দিকে সর্ব্ব লোক হরি হরি গায়॥ (চৈতন্য ভাগবত)

কপাট খুলিলে প্রভু তাঁহার নয়ন শ্রীজগন্নাথের বদনে অর্পণ করেন, অমনি ধারা পড়িতে থাকে। প্রভুর নয়নে পলক নাই, আঁখি রক্তবর্ণ হইয়াছে। নয়ন তারা ডুবিয়া গিয়াছে, ডুবিয়া ধারা পড়িতেছে, ধারার বিরাম নাই। কাজেই নয়ন জল মৃত্তিকায় পড়িতেছে, ও তাহাতে একটু স্রোত হইয়া সেখানে একটী গর্ত্ত ছিল তাহাতে যাইতেছে। প্রভু এইরূপ দুই প্রহর পর্য্যন্ত শ্রীজগন্নাথদেবকে দর্শন করিতেছেন, আর শত শত লোকে প্রভুকে দর্শন করিতেছে। পর পর নূতন নূতন ভাব উদয় হওয়াতে প্রভু নব নব রূপ ধারণ করিতেছেন। সে সমুদায়ই তুল্য রূপে মনোহর। প্রভুর বাহ্য জ্ঞান নাই। সরূপ কি গোবিন্দ কোন ক্রমে তাঁহাকে বাসায় আনিলেন। সেখানে আসিয়া প্রভু সমুদ্রে স্নানে গমন করিলেন। স্নান করিয়া আসিয়া ঘরের পিঁড়ায়

সংখ্যা মালা জপ করিতে বসিলেন। প্রভুর মালা লইয়া নাম জপ করা এক প্রকার বিড়ম্বনা, যেহেতু তিনি দিবানিশি শ্রীবদনে হরে কৃষ্ণ নাম জপ করিতেন। প্রভু যখন জপ করিতেন তখন সম্মুখে তাঁও একটী তুলসী বৃক্ষ রাখিতেন। প্রভুর মালা লইয়া জপ কেবল ধর্ম্ম শিক্ষা দিবার নিমিত্ত, তিনি যাহা করিবেন জীবে তাহাই করিবে, সেই নিমিত্ত তাঁহার ভজন সাধনের সর্ব্ব অঙ্গ পালন করিতে হইত। সামান্য জীবে সাধনের সকল অঙ্গ যাজন করিতে পারে না। কিন্তু প্রভুর তুলসী সেবা হইতে কৃষ্ণ বিরহে মূর্চ্ছা পর্য্যন্ত, ভজন সাধনের আরম্ভ হইতে শেষ—স্থূল হইতে সূক্ষ্ম পর্য্যন্ত—সমুদায় অঙ্গ যাজন করিয়া জীবকে শিখাইতে হইত। কারণ তিনি না করিলে কেহ করিবে না। প্রভুর যে মালা জপ সেও এক অদ্ভুত কাণ্ড। প্রভু মালা জপিবেন কি, মালা হাতে করিয়াই কান্দিয়া আকুল। যথা—

রুই রুই জপে কৃষ্ণ নাম মধু। ধ্রু

মালা জপ হইলে প্রভু ভোজনে বসিলেন, ভোজনান্তে একটু শয়ন করিলেন, তখন গোবিন্দ আসিয়া পদ সেবা করিতে লাগিলেন। প্রভুর একটু নিদ্রা আসিলে গোবিন্দ তখন প্রসাদ পাইতেন। প্রভু প্রায় সারানিশি ভজনে কাটাইতেন, কাজেই দিনের বেলা একটু শয়ন করিতেন।

প্রভু নিদ্রা যাইতেছেন গোবিন্দ পদ সেবা করিতেছেন, আর দেখিতেছেন—

বাহু পরে শির রাখি মৃত্তিকা শয়ন।
সরল নির্ম্মল মুখ মুদিত নয়ন॥
সুখ স্বপ্ন দেখে প্রভু আপন লীলায়।
নব নব ভাব মুখে হইছে উদয়॥
ধূলা ধূসরিত সুবলিত হেম দেহে।
যেই দেখে তার নেত্রে প্রেম ধারা বহে॥
ত্রিভুবন নাথ শুই ধূলার উপরে।
বলরাম দাস বসি পদ সেবা করে॥

প্রভু উঠিয়া অপরাহ্নে গদাধরের ওখানে শ্রীভাগবত শ্রবণ করিতে চলিলেন। নীলাচলে প্রভুর চির-সঙ্গী গদাধর। মাধব মিশ্রের তনয় গদাধর শ্রীগৌরাঙ্গের সহিত পূজিত হইয়া থাকেন। এমন কি, তিনি স্বয়ং শ্রীরাধার প্রকাশ। যখন নিমাই নবদ্বীপে রাসলীলা করেন, তখন গদাধর শ্রীমতী রাধা হইয়াছিলেন। চন্দ্রশেখরের বাড়ী যে নাটক হয় তাহাতেই

প্রথমে গদাধর রাধা রূপে প্রকাশ হয়েন। শ্রীনিমাই নৃত্য করিতে গদাধরের হাত ধরিয়া উঠিতেন। গদাধর প্রভুর চির সঙ্গী—নীলাচলে

কি ভোজনে কি শয়নে কিবা পর্য্যটনে।
গদাধর প্রভুকে সেবেন অনুক্ষণে॥
গদাধর সমুখে পড়েন ভাগবত।
শুনি প্রভু প্রেমরসে হন উনমত্ত॥ (ভাগবত)

গদাধরের স্থানে তখন কাজেই প্রভুর গণ সমুদায় উপস্থিত হয়েন। সকলে বসিয়া প্রভুর সঙ্গে গদাধরের মুখে ভাগবত শ্রবণ করেন। সন্ধ্যা হইলে যদি জ্যোৎস্না রজনী হয় তবে প্রভু সমুদ্র তীরে গমন করেন।

সর্ব্ব রাত্রি সিন্ধু তীরে পরম বিরলে।
কীর্ত্তন করেন প্রভু মহা কুতূহলে॥
চন্দ্রাবতী রাত্রি বহে দক্ষিণ পবন।
বৈসেন সমুদ্র কুলে শ্রীশচী নন্দন॥
সর্ব্ব অঙ্গ শ্রীমস্তক শোভিত চন্দনে।
নিরবধি হরে কৃষ্ণ বলে শ্রীবদনে॥

যখন বাড়ি থাকেন তখন প্রায় সমস্ত নিশি সরূপ ও রাম রায় লইয়া রসাস্বাদন করেন। এই যে গম্ভীরার রসাস্বাদন লীলা ইহা অতি নিগূঢ় ও অননুভবনীয় বিষয়। যাঁহার ভাগ্যে থাকে তিনি উহা বর্ণনা করিবেন।

শ্রীনবদ্বীপের ভক্তগণ প্রভুর নিকট বিদায় হইয়া গৃহে গমন করিলে সার্ব্বভৌম তাঁহার নিকটে আসিয়া করযোড়ে একটী প্রার্থনা করিলেন। তাঁহার ইচ্ছা যে এখন প্রভু একক আছেন, তাঁহাকে একবার ভাল করিয়া আহার করাইবেন। কেবল এই নিমিত্ত, এক খানি নূতন ঘর প্রস্তুত করাইয়াছেন। সার্ব্বভৌম নিবেদন করিলেন যে, তাঁহার বাড়ী প্রভুর এক মাস নিমন্ত্রণ লইতে হইবে। প্রভু হাসিয়া বলিলেন যে, তাহা হইবে না, যেহেতু সন্ন্যাসের সে ধর্ম্ম নয়। সার্ব্বভৌম বলিলেন, তবে কুড়ি দিন। প্রভু বলিলেন, এক দিন! তখন সার্ব্বভৌম একেবারে প্রভুর চরণ ধরিয়া পড়িলেন। প্রভু স্বীকার হবেন না, তখন সার্ব্বভৌম দশ দিনে আইলেন। শেষে প্রভু নাচার হইয়া পাঁচ দিবসের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন। তখন সার্ব্বভৌম বলিতেছেন, "প্রভু! তোমার সহিত যে সমুদায় সন্ন্যাসী আছেন, তাঁহাদের আমি পৃথক নিমন্ত্রণ করিব। এক জনের বেশী

কোন দিনে পারিব না। কারণ একাধিক নিমন্ত্রণ করিলে সকলের সম্মান রাখিতে পারিব না। অতএব তুমি একা আসিবে, আর নিতান্ত যদি কাহাকে সঙ্গে করিয়া আন তবে স্বরূপ দামোদরকে আনিবে, তাঁহাকে আমার সম্মান করিতে হইবে না।

তুমি নিজ ইচ্ছায় আসিবে মোর ঘর।
কভু সঙ্গে আসিবেন স্বরূপ দামোদর॥ (চরিতামৃত)

সার্ব্বভৌমের ইচ্ছা যে প্রভু একা আসেন, আর যদি কাহাকে আনেন তবে কেবল স্বরূপকে। প্রভুকে একা খাওয়াইবেন মনস্থ করিয়া, প্রভুর সঙ্গী সকল সন্ন্যাসীকে নিমন্ত্রণ করিয়া এক এক জনকে এক দিন করিয়া খাওয়াইবেন সঙ্কল্প করিয়াছেন। সন্ন্যাসীগণ সঙ্গে আইলে প্রভুকে মনের সঙ্গে খাওয়াইতে পারিবেন না। একা পাইলে কান্দিয়া কাটিয়া পায়ে ধরিয়া, প্রভুকে যথেষ্ট রূপে ভুঞ্জাইতে পারিবেন। তবে স্বরূপের আসিবার বাধা নাই। কারণ তিনি ভিন্ন লোক নহেন। প্রভুর অনুমতি পাইয়া সার্ব্বভৌম আনন্দে তাঁহার ঘরণীকে আসিয়া সংবাদ দিলেন। তখন স্ত্রী ও পুরুষে দুই জনে মহাপ্রভুকে সেবা দিবার জন্য আয়োজন করিতে লাগিলেন। গৃহে সমুদায় দ্রব্য রহিয়াছে, তবে তরকারী ও শাক আহরণ করিয়া আনাইলেন। প্রভু উপযুক্ত সময়ে একক আইলেন। সার্ব্বভৌম আপনি তাঁহার পদ ধুয়াইলেন। প্রভু দেখিলেন, ভট্টাচার্য্য মহা আয়োজন করিয়াছেন। ভক্তগণের আহ্লাদ হইবে এই নিমিত্ত কবিরাজ গোস্বামী এই আয়োজনের এইরূপ তালিকা দিয়াছেন। আমিই বা ছাড়ি কেন?

দশ প্রকার শাক নিম্ব তিক্ত সুক্ত ঝোল।
মরিচের ঝাল ছেনাবড়ী বড়া ঘোল॥
দুগ্ধতুম্বী দুগ্ধ কুষ্মাণ্ড বেশারি লাফরা।
মোচা ঘণ্ট মোচা ভাজা বিবিধ শাকরা॥
বৃদ্ধ কুষ্মাণ্ড বড়ীর ব্যঞ্জন অপার।
ফুল বড়ী ফল মূলে বিবিধ প্রকার॥
নব নিম্ব পত্র সহ ভ্রষ্ট বার্ত্তাকী।
ফুল বড়ী পটোলভাজা কুষ্মাণ্ড মান চাকী॥
ভ্রষ্টমাস মুদ্গ সূপ অমৃত নিন্দয়।
মধুরাম্ল বড়াম্লাদি অম্ল পাঁচ ছয়॥

মুদ্গবড়া মাসবড়া কলাবড়া মিষ্ট।
ক্ষীরপুলি নারিকেল আর যত পিষ্ট॥
কাঁজিবড়া দুগ্ধচিঁড়া দুগ্ধলকলকী।
আর যত পিঠা কৈল কহিতে না শকি॥
ঘৃত সিক্ত পরমান্ন মৃৎকুণ্ডিকা ভরি।
চাঁপাকলা ঘন দুগ্ধ আম্র তাঁহা ধরি॥
সরলা মথিত দধি সন্দেশ অপার।
গৌড় উৎকলে যত ভক্ষ্যের প্রকার॥ (চরিতামৃতে)

প্রভু আয়োজন দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। বলিতেছেন, "এই দুই প্রহরের মধ্যে এত আয়োজন কিরূপে করিলে? যদি এক শত চুলায় পাক করে, তবু এত পাক করিতে পারে না।" তাহার পরে অন্নের উপরে তুলসী মুঞ্জরী দেখিয়া প্রভু বুঝিলেন যে সমুদায় শ্রীকৃষ্ণকে অর্পণ করা হইয়াছে। তখন অতি আনন্দ প্রকাশ করিয়া বলিলেন, "তুমি বড় ভাগ্যবান যে এরূপ ভোগ শ্রীভগবানকে দিয়াছ। নিশ্চয় শ্রীভগবান ইহা আস্বাদ করিয়াছেন, নতুবা এরূপ সুগন্ধ বাহির হইবে কেন? আমিও ভাগ্যবান, এই প্রসাদের অংশ পাইব।" আসন দেখিয়া বলিতেছেন, "এই আসন হইতেছে শ্রীকৃষ্ণের, উহা উঠাইয়া রাখ, আমাকে অন্য স্থানে ভিন্ন পাত্রে কিছু অন্ন দাও।" ভট্টাচার্য্য উত্তরে বলিলেন, "যদি আয়োজন তোমার মনমত হইয়া থাকে, তবে তোমার ইচ্ছায় সমুদায় হইয়াছে, আমার উহাতে প্রশংসার কিছু নাই। আসন উঠাইব কেন? তুমি উহাতেই উপবেশন কর।" প্রভু বলিলেন, "কৃষ্ণের আসনে কিরূপে বসিব?" ভট্টাচার্য্য বলিলেন, "কৃষ্ণের প্রসাদ যেরূপে পাইবে। যদি তাঁহার প্রসাদ পাইতে আপত্তি না থাকে, তবে তাঁহার আসনে বসিতে আপত্তি কি? উহাও কৃষ্ণের প্রসাদ মনে কর।" ঠাকুর বলিলেন, "ঠিক, কৃষ্ণের শেষ তাঁহার দাসের প্রাপ্তি।" ইহাই বলিয়া হাসিয়া পীড়ির উপরে বসিলেন।

সার্ব্বভৌমের পুত্র চন্দনেশ্বর, কন্যা ষাঠী। ষাঠীকে মহাকুলীন জামাতার সহিত বিবাহ দিয়া গৃহে রাখিয়াছেন। জামাতার নাম অমোঘ। এই বস্তুটী নানা দোষে পূর্ণ ছিলেন। কুলীন ব্রাহ্মণ প্রতাপশালী শ্বশুরালয়ে বাস করেন, তাহার পক্ষে মন্দ হওয়া বিচিত্র নহে। সার্ব্বভৌম

জামাতাটিকে মনে মনে বড় ঘৃণা করেন। কিন্তু করেন কি? অমোঘ জামাতা, পুত্র নহে। পুত্র হইলে তাঁহাকে ত্যাগ করিতেন। সার্ব্বভৌম প্রভুকে বসাইবার পূর্ব্বে সমুদায় সাজাইয়া রাখিয়াছেন। প্রভু ভোজনে বসিলেন, সার্ব্বভৌমের ঘরণী অন্তর হইতে ভোজন দর্শন করিতে লাগিলেন। ভট্টাচার্য্য হস্তে লাঠী লইয়া দ্বারে বসিলেন। কেন না, জামাতা অমোঘের ভয়ে। অমোঘ সেখানে আসিয়া পাছে প্রভুকে কোন দুর্ব্বাক্য বলে, কি কোন অন্যায় কার্য্য করে, তাই সার্ব্বভৌম দ্বার রক্ষা করিতেছেন। অমোঘ সেখানে আসিতে পারিতেছেন না। দ্বারের নিকটে আসিতেছেন, আর নৈয়ায়িকপ্রবর দণ্ডিদিগের গুরু ভুবন-বিখ্যাত সার্ব্বভৌম লাঠি উঠাইতেছেন, আর অমোঘ ভয়ে দৌড় মারিতেছেন। সম্ভবত অমোঘের গাঁজা খাওয়া অভ্যাস ছিল, নতুবা এরূপ কেন করিবেন? এই যে সার্ব্বভৌম তাঁহাকে মোটে ওদিকে যাইতে দিতেছেন না, ইহাতে ব্যাপার কি দেখিবার নিমিত্ত অমোঘের কৌতূহল ক্রমেই বাড়িয়া যাইতেছে। তাই বারে বারে আসিতেছেন, আর সার্ব্বভৌমের লাঠি দেখিয়া ভয় পাইয়া দূরে যাইয়া লুকাইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। সুবিধা পাইলেই আসিবেন মনের এই ভাব। অমোঘের শুভদিন উপস্থিত, কাজেই সুবিধাও উপস্থিত হইল। প্রভুকে কোন ব্যঞ্জন পরিবেশন করিবার জন্য সার্ব্বভৌম দ্বার ত্যাগ করিয়া তাহার পার্শ্বে যে পাকশালা ছিল সেখানে প্রবেশ করিলেন। অমোঘ এই সুযোগে অমনি ছুটিয়া আইলেন। সার্ব্বভৌমও অমোঘ দ্বারের নিকটে আসিতেছেন দেখিয়া দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু অমোঘ ব্যাপার কি দেখিল। দেখিল যে, প্রভু বসিয়া ভোজন করিতেছেন।

এখন আমাদের প্রভু ভক্তের অনুরোধে অমানুষিক ভোজন করিতেন। সার্ব্বভৌম প্রভুকে প্রাণ ভরিয়া ভোজন করাইবেন বলিয়া দশ বার জনের অন্ন প্রস্তুত করিয়া সমুদায় পাতে ঢালিয়া দিয়াছেন। অমোঘ দ্বারে আসিয়া উকি মারিয়া দেখিল, সার্ব্বভৌমকে দেখিয়া পলায়ন করিল। তবু যাইবার বেলা এই কথা বলিয়া দৌড় মারিল যে, "বাপরে বাপ! একা সন্ন্যাসী এত ভাত খাইবে?"

এ কথা প্রভুর কাণে গেল। তিনি একটু হাস্য করিলেন। সার্ব্বভৌম লাঠি লইয়া অমোঘের পশ্চাৎ ধাবিত হইলেন; সে পলায়ন করিল।

ভট্টাচার্য্য তখন জামাতাকে গালি ও শাপ দিতে দিতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। জামাতার রূঢ়বাক্য সার্ব্বভৌমের হৃদয়ে শেলের স্বরূপ বিন্ধিয়া গিয়াছে। প্রভু একা না আইলে তাঁহাকে ভাল করিয়া খাওয়াইতে পারিবেন না, এই নিমিত্ত প্রভুর সঙ্গী সন্ন্যাসীগণকে পৃথক নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। মনের সাধ এই যে, কান্দিয়া কাটিয়া প্রভুকে সমুদায় অন্ন খাওয়াইবেন। এই নিমিত্ত যথেষ্ট অন্ন রন্ধন করিয়াছেন। এখন কি না, তাঁহার জামাতা প্রভুকে এরূপ দুর্ব্বাক্য বলে? সার্ব্বভৌম গালি শাপ দিতে লাগিলেন, তাঁহার স্ত্রীও মনে দারুণ ব্যথা পাইয়া বক্ষে করাঘাত ও বারম্বার "ষাঠী বিধবা হউক" বলিতে লাগিলেন। প্রভু দুই জনের দুঃখ দেখিয়া ভয়ে ভয়ে সার্ব্বভৌমের প্রকৃতই সাধ পুরাইয়া ভোজন করিলেন। যদি অমোঘ এই দুর্ব্বাক্য না বলিত, তবে হয়ত প্রভু অত ভোজন করিতেন না। তাই বলি শুভক্ষণে অমোঘ প্রভুকে রূঢ়বাক্য বলিয়াছিলেন। প্রভু আচমন করিলেন, তখন সার্ব্বভৌম তাঁহাকে তুলসী মুঞ্জরী, এলাচী, লবঙ্গ প্রভৃতি মুখশুদ্ধি দিলেন, শ্রীঅঙ্গে চন্দন মাখাইলেন, গলে মাল্য পরাইলেন। পরে দুটি চরণ ধরিয়া পড়িয়া বলিলেন, "প্রভু ক্ষমা কর, আমি তোমাকে নিন্দা করাইতে বাড়ী আনিয়াছিলাম। আমার গৃহে আমার জামাতা তোমাকে কটু বলিল, ইহা হইতে আমার মরণ শত গুণে ভাল।" শ্রীগৌরাঙ্গ হাসিয়া বলিলেন, "অমোঘের একটুও দোষ নাই। সে যাহা ন্যায্য তাহাই বলিয়াছে। তোমারও উচিত্ ছিল না যে এত ভোজন করাইয়া সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম নষ্ট কর, আমারও উচিত ছিল না যে এত ভোজন করি।" ইহাই বলিয়া অমোঘের কার্য্য হাসিয়া উড়াইয়া দিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ বাসায় চলিলেন, সার্ব্বভৌম চুপে চুপে পশ্চাদ্‌গামী হইলেন। প্রভু বাসায় গমন করিলে সার্ব্বভৌম আবার প্রভুর চরণ ধরিয়া পড়িলেন, আবার ক্ষমা মাগিলেন। প্রভু তখন গম্ভীর হইয়া নানারূপে ভট্টাচার্য্যকে বুঝাইলেন, বুঝাইয়া বাড়ী পাঠাইয়া দিলেন।

ভট্টাচার্য্য বাড়ী ফিরিয়া আইলেন, কিন্তু শান্ত হইয়া আইলেন না। প্রভুর কৃপায় ভট্টাচার্য্য এখন বড় সুখে আছেন। শুদ্ধ তাহা নয়, এখন বুঝিয়াছেন যে, পূর্ব্বে যখন নাস্তিক ছিলেন তখন বড় দুঃখী ছিলেন। পূর্ব্বে তাহা জানিতেন না, স্বীকার করিতেন না। পূর্ব্বে ভাবিতেন যে, তিনি

তাঁহারা নাস্তিকর্তারূপ জ্ঞান লইয়া বড় আনন্দে আছেন, এবং যাহারা ভগবদ্‌ভক্তি চর্চ্চা করে তাহারা বড় দুঃখী। এখন প্রেম-সুধা আস্বাদ করিয়া ঐশ্বর্য্যের তাবত সুখের উপরে তাঁহার ঘৃণা হইয়াছে। এই অমূল্য সম্পত্তি তাঁহার শ্রীগৌরাঙ্গ হইতে। তাঁহাকে একটু ভাল করিয়া খাওয়াইয়া তাঁহার কিছু ঋণ শোধ দিবেন। আবার এই প্রিয় বস্তুটি তাঁহার বিশ্বাসে অখিল ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি। সার্ব্বভৌম কোন ক্রমেই আপনাকে সান্ত্বনা করিতে পারিতেছেন না, প্রভুর কথাতেও শান্ত হইতেছেন না। বরং প্রভু যত অমোঘের কথা হাসিয়া উড়াইয়া দিতেছেন, সার্ব্বভৌমের ততই ঠাকুরের ঔদার্য্য দেখিয়া আত্মগ্লানি উপস্থিত হইতেছে। ষাঠীর মাতারও সেইরূপ। নতুবা তিনি আপনার কন্যা বিধবা হউক, এ কথা বলিতেন না।

সার্ব্বভৌম গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন, করিয়া স্ত্রীকে ডাকাইলেন। বলিতেছেন, "মনের কথা শুন। প্রভুর নিন্দা শুনিলে দুই প্রায়শ্চিত্ত আছে। যে নিন্দা করে তাহাকে বধ করা, নতুবা আপনি প্রাণত্যাগ করা। কিন্তু দুই কার্য্যই পাপ, অতএব উহা করিব না। তবে উহার (অর্থাৎ অমোঘের) মুখ আর দেখিব না। উহারে আমি ত্যাগ করিলাম। ষাঠীকে বল যে তাহার স্বামীকে ত্যাগ করুক। সে মহাপাতকী, এরূপ স্বামীকে ত্যাগ করিতে হয়। যথা, পতিস্ত পতিতং ভজেৎ, এই শাস্ত্রের বচন।"

হতভাগিনী ষাঠী বাড়ী বসিয়া রোদন করিতে লাগিল, অমোঘ ভয়ে সে রাত্রি আর বাড়ী আসিল না। ভট্টাচার্য্য ও তাঁহার ঘরণী সমস্ত দিবস ভোজন করিলেন না, নিশিযোগেও উপবাস করিয়া রহিলেন। তাঁহার ভগ্নিপতি গোপীনাথ কত প্রকার বুঝাইলেন, তাহাতেও শান্ত হইলেন না। অমোঘ যেখানে রাত্রিতে ছিলেন, সেখানে তাঁহার ওলাউঠা রোগ হইল। অতি প্রত্যূষে-পীড়া হইল, হইবা মাত্র মৃতপ্রায় হইলেন। সেই সংবাদ ভট্টাচার্য্যের নিকটে আইল। সার্ব্বভৌমের তখনও অন্তরের ব্যাথা যায় নাই। তিনি এই সংবাদ শুনিয়া বলিলেন, "ভালই হইয়াছে, বিধি আমাকে সদয় হইয়া আমাকে আমার বিপদ হইতে উদ্ধার করিলেন। তাহার কর্ম্ম ফল সে ভোগ করিবে, আমি কি করিব? শ্রীভগবানের নিকটে অপরাধ করিলে তাহার ফল সদ্য ফলিয়া থাকে।" ইহাই বলিয়া শাস্ত্র হইতে দুটী বচন পাঠ করিলেন।

যদিচ সার্ব্বভৌমের মন অবশ্য তখন কোমল হইয়াছে, কিন্তু মনে ভাবিলেন এ সমুদায় শ্রীভগবানের কার্য্য, তিনি আপনি ইহার কি করিতে পারেন, প্রভুর যাহা ইচ্ছা হয় তাহাই হইবে। শ্রীগৌরাঙ্গ যাহা ভাল হয় তাহাই করিবেন, ইহাই ভাবিয়া তাঁহার উপর নির্ভর করিয়া, নানাবিধ ভাবে বিলোড়িত হইতে লাগিলেন। তবু অমোঘের নিকটে গমন করিলেন না। ভট্টাচার্য্য অমোঘের কোন সাহায্য করিলেন না দেখিয়া, গোপীনাথ প্রভুর নিকট দৌড়িলেন। প্রভু গোপীনাথকে দেখিয়াই ব্যস্ত হইয়া সার্ব্বভৌম শান্ত হইয়াছেন কি না জিজ্ঞাসা করিলেন। গোপীনাথ বলিলেন যে, সার্ব্বভৌমের মনের দুঃখ এখনও যায় নাই, আর সেই নিমিত্ত তাঁহারা স্ত্রী পুরুষে কল্য দিবানিশি উপবাস করিয়া আছেন। এখন অমোঘের ওলাউঠা হইয়াছে, হইয়া মরিতেছে, তবু ভট্টাচার্য্য তাহার তল্লাস লয়েন নাই। প্রভু বলিলেন, "সে কি! অমোঘের ওলাউঠা হইয়াছে, অমোঘ মরিতেছে, তুমি বল কি? চল চল শীঘ্র আমারে তাহার নিকট লইয়া চল।" ইহাই বলিয়া প্রভু গোপীনাথের সঙ্গে, অমোঘ যেখানে পড়িয়া মরিতেছে, সেখানে গমন করিলেন। প্রভু বিদ্যুতের গতিতে গমন করিলেন। দেখেন অমোঘের অন্তিমকাল উপস্থিত! প্রভু কি করিলেন শ্রবণ করুন—

শুনি কৃপাময় প্রভু আইল ধাইয়া।
অমোঘেরে কহে তার বুকে হস্ত দিয়া॥
সহজে নির্ম্মল এই ব্রাহ্মণ হৃদয়।
কৃষ্ণের বসিতে এই যোগ্য স্থল হয়॥
মাৎসর্য্য চণ্ডাল কেন ইহা বসাইল।
পরম পবিত্র স্থান অপবিত্র কৈল॥
সার্ব্বভৌম-সঙ্গে তোমার কল্মষের ক্ষয়।
কল্মষ ঘুচিলে জীবে কৃষ্ণ নাম লয়॥
উঠহ অমোঘ তুমি লহ কৃষ্ণ নাম।
অচিরে তোমারে কৃপা করিবে ভগবান॥ (চরিতামৃত)

প্রভু হুঙ্কার করিয়া এই কথা বলিবা মাত্র, অমোঘ, যিনি মৃতের ন্যায় পড়িয়া মরিতেছিলেন, অমনি উঠিলেন। উঠিলেন তাহা নয়, একেবারে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। অমোঘের এক তিলের মধ্যে শরীরে স্বাভাবিক শক্তি উপস্থিত হইয়াছে। অমোঘ উঠিয়া দাঁড়াইয়া, "কৃষ্ণ" "কৃষ্ণ" বলিতে

লাগিলেন। অমনি নয়নে ধারা আইল, অঙ্গ পুলকিত হইল, আর অমোঘ তখন দুই বাহু তুলিয়া "কৃষ্ণ" "কৃষ্ণ" বলিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন!

প্রভু মধুর হাসিয়া অমোঘের নৃত্য দেখিতে লাগিলেন। অন্যান্য সকলে বিস্মিত ও বাক্য শূন্য হইয়া প্রভুর কাণ্ড দেখিতেছেন। অমোঘ একটু নৃত্য করিয়া মনে ভাবিলেন যে, তিনি বড় অপরাধী, তাঁহার নৃত্য এক প্রকার বিড়ম্বনা। তখন প্রভুর চরণে পড়িলেন, পড়িয়া বলিলেন, "প্রভু! অপরাধীকে ক্ষমা কর।" প্রভু তখনই তাহাকে প্রসাদ করিতেন, কিন্তু অমোঘ সে অবসর দিলেন না। আবার উঠিয়া বলিলেন, "এই মুখে তোমার নিন্দা করিয়াছি, এই মুখই অপরাধী," ইহা বলিয়া আপনার মুখকে দণ্ড করিতে লাগিলেন। অর্থাৎ দুই হাতে দুই গালে চড়াইতে লাগিলেন। ঘোরতর চড়ের প্রতাপে মুখ ফুলিয়া উঠিল। তখন প্রভুর ইঙ্গিত পাইয়া গোপীনাথ অমোঘের হাত ধরিলেন, ধরিয়া আর আপন গাল চড়াইতে দিলেন না। অমোঘ তখন প্রভুর পানে কাতর বদনে চাহিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। প্রভু সজল-নয়নে অমোঘের গাত্রে হাত দিয়া বলিলেন, "অমোঘ! তোমার অপরাধ নাই। তুমি সার্ব্বভৌমের জামাতা, সহজে আমার অতি স্নেহের পাত্র। তুমি ত তাহার পুত্র সম্বন্ধীয়, কিন্তু সার্ব্বভৌমের গৃহের দাস দাসী, এমন কি কুক্কুর পর্য্যন্ত আমার প্রিয়, তুমি স্বচ্ছন্দ হও, কৃষ্ণ নাম লও।" তাহার পরে প্রভু বলিতেছেন, "চল, সার্ব্বভৌমকে সান্ত্বনা করি গিয়া," ইহাই বলিয়া গোপীনাথের সহিত সার্ব্বভৌমের গৃহে চলিলেন। এই সমুদায় কাণ্ড দেখিয়া ও শুনিয়া সার্ব্বভৌম আনন্দ ও বিস্ময়ে জড়বৎ হইয়া আছেন, এমন সময় প্রভু সম্মুখে উপস্থিত। প্রভুকে দেখিয়া তিনি উঠিয়া গলায় বসন দিয়া প্রণাম করিলেন। প্রভু তাঁহাকে উঠাইয়া আলিঙ্গন করিলেন, করিয়া বলিতেছেন, "ভট্টাচার্য্য! অমোঘ বালক, তাহার আবার দোষ কি? তাহার উপর আর রাগ করিও না, শীঘ্র যাও শ্রীমুখ দর্শন কর, স্নান কর, আহার কর, তবে আমার সন্তোষ।" সার্ব্বভৌম আবার চরণে পড়িলেন, আবার পড়িয়া বলিতেছেন, "অমোঘ যেমন তোমার চরণে অপরাধী তেমনি মরিতে ছিল, তুমি তাহাকে কেন বাঁচাইলে?" ইহাতে প্রভু ভট্টাচার্য্যকে আবার উঠাইলেন। বলিতেছেন, "অমোঘ তোমার বালক, তুমি তাহার পিতা, তাহার দোষ লইতে পার না। তাহে সে আবার পরম বৈষ্ণব হইয়াছে। এখন তাহার সমুদায় অপ-

রাধ গিয়াছে, তুমি এখন তাহাকে প্রসাদ কর, আমার এই মিনতি।" সার্ব্বভৌম কান্দিতে কান্দিতে বলিলেন, "প্রভু! তুমি কৃপা দ্বারা সমুদায় জীবকে তোমার চরণে আকর্ষণ করিতেছ। আপনি এখন চলুন, আমি স্নান ও ঠাকুর দর্শন করিয়া আসি, আসিয়া প্রসাদ গ্রহণ করিব।" প্রভু বলিলেন, "গোপীনাথ! তুমি এখানে থাক, ভট্টাচার্য্য প্রসাদ পাইলে আমাকে সংবাদ দিবা," ইহা বলিয়া প্রভু স্বস্থানে চলিয়া গেলেন। তাই পূর্ব্বে বলিয়া ছিলাম, শুভক্ষণে অমোঘ ঠাকুরের ভোজন দর্শনের নিমিত্ত এত ব্যগ্র হইয়া ছিলেন। তাহার এই দর্শন-ব্যাকুলতার নিমিত্ত ঠাকুরের উত্তম করিয়া ভোজন হইল, সার্ব্বভৌম আপনার ঠাকুরের চরণে কতটুকু ভক্তি আছে তাহা জীবকে দেখাইতে পারিলেন, আর অমোঘ ভবসাগর পার হইলেন।

সেই অমোঘ হইল প্রভুর ভক্ত একান্ত।
প্রেমে নিত্যকৃষ্ণ নাম লয় মহাশান্ত॥ (চরিতামৃত)

শ্রীকবি কর্ণপূর তাহার চৈতন্যচরিত কাব্যে ১৮ সর্গে ৩৮ শ্লোকে বলিতেছেন যে, জীব নানা কারণে প্রভুর অনুগত হইত। কেহ তাঁহার মধুর হাস্য দেখিয়াই চিরজীবনের কিঙ্কর হইতেন। শুনিতে পাই প্রভুর মুখের মধুর হাস্য জ্যোৎস্না হইতে মনোহর ছিল। তাহার বাক্য অতিশয় মধুর ছিল, তিনি প্রিয় ব্যতীত অপ্রিয় বলিতেন না। প্রকৃত পক্ষে তাঁহার প্রেম চক্ষে তিনি সকলকেই ভাল, ভক্ত, সাধু বলিয়া জানিতেন। প্রভুর আর এক অচিন্তনীয় শক্তি এই ছিল যে, সকলেই ভাবিতেন যে, তিনি আর প্রভু এই দুই জনে যত প্রীতি এত আর কাহার সহিত নাই। শ্রীভগবানের এই এক প্রধান লক্ষণ যে তিনি বহু-বল্লভ, আর তাঁহার বহু বল্লভ।

ইহা ছাড়া, প্রভু কখন কখন কাহারও মনস্কামনা সিদ্ধির নিমিত্ত আলৌকিক কার্য্য করিতেন। কেহ গোপনে পুত্র কামনা করিতেন। প্রভুর সহিত তাঁহার দেখা সাক্ষাৎ কি জানা শুনা নাই। প্রভু তাহাকে ডাকাইলেন, তাহাকে বলিলেন, "শ্রীজগন্নাথ তোমার মনস্কামনা সিদ্ধ করিবেন, তোমার পুত্র হইবে।" এই সমুদায় কার্য্য প্রায়ই গোপনে হইত, প্রভু জানিতেন আর বরপ্রার্থী জানিতেন। কিন্তু দুই একটা কার্য্য গোপনে হইবার সম্ভাবনা থাকিত না, তাহা প্রকাশ হইয়া পড়িত। যেমন অমোঘকে প্রাণ দান। আবার আর এক কাহিনী শ্রবণ করুন।

পরমানন্দপুরী, প্রভুর জ্যেষ্ঠভ্রাতা স্থানীয়, এমন কি বিশ্বরূপের এক অংশ তাহাতে বিরাজিত এরূপ কথাও আছে। প্রভু পুরীকে বড় মান্য করেন, আবার পুরীর যথাসর্ব্বস্ব ধন প্রভু। পুরী আপন মঠে বাস করেন, সেখানে একটি কূপ খনন করা হইয়াছে। প্রভু সেখানে গিয়াছেন, যাইয়া কূপের নিকট দাঁড়াইয়াছেন। কূপের জল বড় মন্দ হইয়াছে ইহা সকলে জানেন, প্রভুও জানেন। কিন্তু মনে একটা অভিপ্রায় আছে, তাই প্রভু জিজ্ঞাসা করিলেন যে, কূপের জল কিরূপ হইয়াছে। পুরী বলিলেন, অতি অভাগীয়া কূপ, জল অতি মন্দ, কেবল কর্দ্দমময়। প্রভু শুনিয়া বলিলেন, "একি অবিচার? পুরী গোঁসাইয়ের কূপে জল ভাল নয়, শ্রীজগন্নাথ কি কৃপণতা করিবার স্থান আর পাইলেন না। পুরী গোসাঞির কূপের জল স্পর্শ করিলে জীব উদ্ধার হইবে, তাই বুঝি শ্রীজগন্নাথ মায়া করিয়া জল এত মন্দ করিয়াছেন।" ইহাই বলিয়া, হাসিতে হাসিতে কূপের ধারে দাঁড়াইলেন। দাঁড়াইয়া দুই বাহু তুলিয়া প্রভু বলিলেন, "হে জগন্নাথ! আমাকে এই বর দাও, যে তোমার আজ্ঞায় গঙ্গাদেবী এই কূপে প্রবেশ করেন।" প্রভু আমোদ ভাবে বলিলেন, ভক্তগণও কতক সেই ভাবে লইলেন। তবু প্রভু কথা কহিলেন বলিয়া, সকলে হরিধ্বনি করিয়া উঠিলেন।

প্রভু বাসায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। পর দিবস প্রাতঃকালে পরমানন্দপুরী দেখেন যে তাঁহার কূপটি পবিত্র জলে পূর্ণ হইয়াছে।

আশ্চর্য্য দেখিয়া হরি বলে ভক্তগণ।
পুরী গোসাই হইল আনন্দে অচেতন॥

সবে বুঝিলেন যে, কূপে শ্রীগঙ্গাদেবী আগমন করিয়াছেন।

প্রভুর নিকট এই সংবাদ গেল, ভক্তগণ মিলিয়া গঙ্গার স্তব পড়িয়া পড়িয়া কূপ প্রদক্ষিণ আরম্ভ করিলেন। প্রভু আইলেন, সকলেই সেই কূপে স্নান করিলেন।

প্রভু যে নিতান্ত একা আছেন তাহা নহে, নবদ্বীপবাসী প্রায় শত ভক্ত তবু প্রভুর সঙ্গে রহিয়া গিয়াছেন। ইহা ব্যতীত পুরী ও ভারতী প্রভৃতি দশজন অতি প্রধান সন্ন্যাসী প্রভুর পরিবারের মধ্যে গণ্য। এ সমস্তই প্রভু পালন করেন। অর্থাৎ তাঁহার গণ বলিয়া তাঁহারা অতি সমাদরে সেখানে বাস করেন। তাঁহারা আপনারাও সকলে এক এক জন ভুবন পবিত্র করিবার শক্তি ধরেন। প্রতাপরুদ্র শ্রীগৌরাঙ্গের শরণাগত হইলে উড়িষ্যা-

বাসী মাত্রে তাঁহাকে শ্রীভগবান-রূপে পূজা করিতে লাগিলেন। তবু একজন প্রভুর বিপক্ষ রহিলেন। তাহার নাম শিখি মাহাতি, এখন তাহার অত্যদ্ভূত কাহিনী শুনুন।

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে লেখা আছে যে, শ্রীগৌরাঙ্গ যে নিগূঢ় রস জীবগণকে প্রদান করেন, তাহা সম্যক্‌রূপে আস্বাদন কেবল সাড়ে তিন জন মাত্র করিয়াছিলেন, যথা সরূপ দামোদর, রামানন্দ রায়, শিখি মাহাতি ও মাধবী দাসী। আর তাঁহার ভক্তগণ অধিকার অনুসারে এই রস ভোগ করিয়াছিলেন। সাড়ে তিন জন বলার তাৎপর্য্য এই যে মাধবী দাসী স্ত্রীলোক।

শিখি মাহাতি, মুরারি মাহাতি, ও মাধবী দাসী, তিন ভ্রাতা ছিলেন। মাধবী দাসীকে ভ্রাতা বলার উদ্দেশ্য এই যে তিনি পুরুষের ন্যায় পণ্ডিত ছিলেন, ও পুরুষের ন্যায় তপস্যা করিতেন। এই জন্য লোকে তাঁহাদিগকে তিন ভ্রাতা বলিত। ভ্রাতৃদ্বয়ও ভগিনীকে ভ্রাতার ন্যায় ব্যবহার ও শ্রদ্ধা করিতেন। শ্রীজগন্নাথ দেবের মন্দিরে শিখি মাহাতি লিখনাধিকারী ছিলেন। এরূপ প্রথা বরাবরই চলিয়া আসিতেছে যে, শ্রীমন্দিরে এরূপ এক জন লেখক থাকিতেন। এই লেখা বরাবর চলিয়া আসিতেছে, আর এই লেখা দেখিয়া উৎকলের ইতিহাস সম্পূর্ণ রূপে জানা যায়।

প্রথম যখন শ্রীগৌরাঙ্গ নীলাচলে আসিয়া তিনি কয়েক সপ্তাহ তথায় থাকিয়া দক্ষিণে গমন করিলেন, তখন নীলাচলবাসীগণ শুনিলেন যে, এক জন সোণার বরণ নবীন সন্ন্যাসী নীলাচলে আসিয়াছিলেন, তাঁহাকে সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য স্বয়ং ভগবান বলিয়া জানিয়া তাঁহার চরণে শরণ লইয়াছেন।

এইরূপ অন্যান্য নানা কার্য্য দেখিয়া শুনিয়া নীলাচলের প্রধান প্রধান যাবতীয় লোক প্রভুকে দর্শন করিবার নিমিত্ত অত্যন্ত ব্যাকুলিত হইলেন। কবে প্রভু দক্ষিণ হইতে প্রত্যাগমন করিবেন এই ভাবিয়া সকলে পথ পানে চাহিয়া রহিলেন। এমন সময় প্রভু দক্ষিণ হইতে নীলাচলে প্রত্যাগমন করিলেন। সে রাত্রে প্রভু সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের বাড়ীতে রহিলেন। রজনী প্রভাত হইলে ভট্টাচার্য্য তাঁহাকে নূতন বাসায় লইয়া গেলেন।

প্রভু নূতন বাসায় উপবেশন করিলেন, আর নীলাচলের তাবত প্রধান প্রধান লোক তাঁহাকে দর্শন করিতে চলিল। প্রত্যেকে প্রভুর চরণে প্রণাম করিতেছেন, আর সার্ব্বভৌম পরিচয় করিয়া দিতেছেন। সেই সময়

দুই ভাই শিখি মাহাতি ও মুরারি মাহাতি প্রভুকে দর্শন করিতে চলিলেন। যখন শিখি ও মুরারি প্রভুকে প্রণাম করিলেন, সার্ব্বভৌম তখন তাঁহাদের পরিচয় করিয়া দিলেন।

এই প্রভুকে তাঁহাদের প্রথম দর্শন। সম্ভবতঃ মাধবী স্ত্রীলোক বলিয়া একটু দূরে দাড়াইয়া তখন প্রভুকে দর্শন করিয়াছিলেন, কারণ তাঁহারা তিন ভ্রাতা সর্ব্বদাই একত্র থাকিতেন। কিন্তু প্রভুর কি ইচ্ছা বলা যায় না। শ্রীগৌরাঙ্গ এই ভ্রাতাদিগের মধ্যে প্রণয় ভঙ্গের কারণ হইলেন।

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুকে দর্শন করিবা মাত্র কেহ তদ্দণ্ডে তাঁহাকে প্রাণ সমর্পণ করিতেন, কাহার কিছু বিলম্ব লাগিত। কাহার হৃদয়ে দর্শন ফল কিছুই হইত না। মুরারি ও মাধবী দাসী প্রভুকে দর্শন মাত্রে কুল শীল হারাইলেন, কিন্তু শিখি মাহাতি যেমন তেমনি রহিলেন।

মুরারি ও মাধবী জ্যেষ্ঠ শিখিকে গদগদ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "দাদা! তুমি প্রভুকে কিরূপ দেখিলে?" তাঁহাতে শিখি মাহাতি বলিলেন যে, "পরম সুন্দর, পরম চিত্ত আকর্ষক, ও পরম ভক্ত।" তাহাতে কনিষ্ঠ দুই জন অন্তরে ব্যথা পাইয়া বলিলেন, "তুমি বল কি? উনি যে শ্রীকৃষ্ণ! উনিই ত জগন্নাথ, তুমি কি তাহা টের পাও নাই?" ইহাতে শিখি একটু হাস্য করিয়া কহিলেন, "সন্ন্যাসী আমাদের ভক্তির পাত্র সন্দেহ নাই, কিন্তু তাঁহাকে জগন্নাথ বলিলে আমরা ঠাকুরের নিকট অপরাধী হইব। জীবে ঈশ্বর জ্ঞান মহাপাপ।"

ইহাতে কনিষ্ঠ দুই ভাই মর্ম্মাহত হইয়া জ্যেষ্ঠের চরণ ধরিয়া বলিলেন, "তোমার এরূপ দুর্ম্মতি কেন হইল? শ্রীজগন্নাথ স্বয়ং আসিয়াছেন, তাহাকে তুমি চিনিতে পারিতেছ না?"

শিখি মাহাতি বড় বুদ্ধিমান, ও পণ্ডিত লেখক। তিনি কনিষ্ঠ ভ্রাতা দ্বয়ের অবস্থা দেখিয়া ক্ষোভ করিয়া বলিলেন, "হে দুর্ব্বলচেতা ভ্রাতৃগণ! সন্ন্যাসীকে জগন্নাথ বলিতেছিস? তোদের গতি কি হইবে? এ কি বিড়ম্বনা, আমি কি জগন্নাথের নিকট কিছু অপরাধী হইয়াছি?" ইহাই বলিয়া শিখি রোদন করিতে লাগিলেন।

এইরূপে ভ্রাতৃ-বিচ্ছেদ হইয়া গেল। মাধবী ও মুরারি দিবা নিশি গৌরাঙ্গ ভজন করিতে লাগিলেন, আর শিখিও প্রত্যহ যাইয়া জগন্নাথের নিকট কনিষ্ঠ দুই ভ্রাতার নিমিত্ত নিবেদন করিতে লাগিলেন। কনিষ্ঠ দুই জনে

শ্রীগৌরাঙ্গের নিকট কিছু বলিতেন না। তাঁহারা ভাবিলেন, সময় হইলে প্রভু আপনা হইতে তাঁহাদের জ্যেষ্ঠকে কৃপা করিবেন। পাছে শ্রীগৌরাঙ্গ সম্বন্ধে কোন রূঢ় কথা শ্রবণ করিতে হয়, এই ভয়ে দুই জন জ্যেষ্ঠের সঙ্গ একেবারে ছাড়িলেন। শিখি কনিষ্ঠদ্বয়কে অনেক তাড়না করিয়া দেখিলেন, তাহাদের গৌর-রোগ মর্জ্জাগত হইয়াছে, শেষে তাড়না ছাড়িলেন। এমন কি পরস্পরে মুখ দেখা দেখি বন্ধ হইল।

ইহাতে অবশ্য শিখি মাহাতির দিন দিন শ্রীগৌরাঙ্গের উপর ভক্তি বৃদ্ধি হইতে লাগিল না, বরং হ্রাস হইতে লাগিল। তিনি ভাবিলেন যে, এই সন্ন্যাসী ঠাকুর আসিয়া তাঁহার ভ্রাতৃদ্বয়ের সর্ব্বনাশ করিলেন ও তাঁহাদের ভ্রাতৃ বিচ্ছেদ ঘটাইলেন। তিনি শ্রীগৌরাঙ্গের দিকে চাহিতেনও না, যাইতেনও না। এমন কি তিনি প্রভুর মস্ত বিরোধী হইয়া পড়িলেন।

এক দিন শিখি মাহাতি নিশি শেষে শয়ন ঘর হইতে চিৎকার করিয়া মুরারি ও মাধবী বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন। জ্যেষ্ঠের কাতর আহ্বান শুনিয়া মুরারি ও মাধবী উভয়ে তাঁহার গৃহে ধাবমান হইয়া দেখেন, শিখি মাহাতি বসিয়া রোদন করিতেছেন। তাঁহারা দুই জনে গৃহে প্রবেশ করিলে শিখি বাহু পশারিয়া তাঁহাদের দুই জনকে হৃদয়ে লইয়া গলা ধরিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। এত রোদন করিতে লাগিলেন যে, কিছু প্রকাশ করিয়া বলিয়া উঠিতে পারিলেন না।

কনিষ্ঠ দুই জনে জ্যেষ্ঠের রোদন দেখিয়া বুঝিলেন যে, উহা দুঃখের ক্রন্দন নয়। তখন সেই পূর্ব্বকার পরস্পরে গাঢ় প্রণয় আসিয়া সকলকে অভিভূত করিল। তিন ভ্রাতা পরস্পরে আলিঙ্গিত হইয়া বিহ্বল হইয়া এইরূপ কিছুকাল নিশ্চেষ্ট রহিলেন। শিখি মাহাতি ক্রমে ধৈর্য্য ধরিলেন, পরে ধীরে ধীরে গদগদ হইয়া বলিতেছেন, "তোমাদের শ্রীগৌরাঙ্গ, তোমাদের অনুরোধে, অদ্য আমার নিকট প্রকাশ হইয়াছেন।" ইহাই বলিয়া আবার নীরব হইলেন। বেগ সম্বরণ করিতে শিখি মাহাতির আবার কিছু সময় গেল। তখন বলিতেছেন, "আমি এই মাত্র স্বপ্নে দেখিলাম যে, তোমাদের শ্রীগৌরাঙ্গ প্রত্যহ যেরূপ দর্শন করিয়া থাকেন, সেইরূপ জগন্নাথ দর্শন করিতেছেন। এমন সময় তিনি ধীরে ধীরে জগন্নাথের শরীরে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিয়া আবার বাহির হইলেন। এইরূপ বারম্বার জগন্নাথের অঙ্গে প্রবেশ করিতে ও উহা হইতে বহির্গত হইতে লাগিলেন। যখন বাহির হয়েন, তখনি

আমার দিকে চাহিয়া একটু হাস্য করেন। তাহার পরে আমার নিকটে আসিলেন, আসিয়া আমাকে বলিলেন, "তুমি মুরারি ও মাধবীর অগ্রজ, এস, তোমাকে আলিঙ্গন করি, ইহাই বলিয়া আমাকে বক্ষে ধরিলেন।"

শিখি এই কথা বলিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

দুই অনুজের সন্তর্পণে শিখি মাহাতি চেতন পাইয়া আবার বলিতেছেন, "ভাই, এখন কিছু দেখিতে পাইতেছি না, আমি কেবল চতুর্দ্দিকে গৌরময় দেখিতেছি। ভাই, আমি মুরারি ও মাধবীর অগ্রজ বলিয়া তোমাদের শ্রীগৌরাঙ্গ আমাকে কৃপা করিয়াছেন। বস্তুতঃ আমি তোমাদের অগ্রজ, ইহা ব্যতীত আমার আর কোন সম্পত্তি নাই। ভাই, তোমাদের হইতেই আমি গৌরাঙ্গ পাইলাম।" ইহাই বলিয়া শিখি আনন্দাশ্রু পাত করিতে লাগিলেন।

তখন মুরারি ও মাধবী বলিলেন, "এই প্রত্যূষে শ্রীগৌরাঙ্গ গরুড়ের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া জগন্নাথ দর্শন করিতেছেন। চল, আমরা সকলে সেখানে যাই।" ইহাই বলিয়া তিন ভ্রাতা শ্রীগৌরাঙ্গের নিকট গমন করিলেন।

যাইয়া দেখেন, শ্রীগৌরাঙ্গ বিহ্বল হইয়া জগন্নাথ দর্শন করিতেছেন। নয়ন হইতে শত শত প্রেম ধারা পড়িতেছে। গরুড়ের নিকট যে গর্ত্তটী আছে, উহা নয়ন জলে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে। ইহাঁরা তিন ভ্রাতা গমন করিয়া একটু দূরে দাঁড়াইয়া এক দৃষ্টে মহানন্দে প্রভুকে দর্শন করিতেছেন। এমন সময় হঠাৎ প্রভু যেন চেতনা লাভ করিলেন। তখন তিনি তাঁহাদের মুখ পানে চাহিলেন, চাহিয়া শিখি মাহাতিকে দেখিলেন। প্রভু তখন শিখি মাহাতিকে অঙ্গুলি দ্বারা নিকটে আহ্বান করিলেন। শিখি ও তাঁহার ভ্রাতাগণ প্রভুর নিকটে আইলেন। আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিবেন এই উদ্দেশ্য করিতেছেন, এমন সময় প্রভু জ্যেষ্ঠ মাহাতিকে বলিলেন, "তুমি মুরারি ও মাধবীর অগ্রজ না? এস তোমাকে আলিঙ্গন করি।" ইহাই বলিয়া বাহু দ্বারা শিখি মাহাতিকে হৃদয়ে ধরিলেন, ধরিয়া দুই জনে ভূতলে অচেতন হইয়া পতিত হইলেন। এইরূপ অনেকক্ষণ রহিলেন। এই অবকাশে শ্রীগৌরাঙ্গ শিখির প্রত্যেক ধমনী দিয়া শরীরে প্রবেশ করিলেন। শিখি চেতন পাইয়া আর কিছু দেখিতে পাইলেন না, যেন শতকোটী গৌরাঙ্গ তাঁহাকে ঘেরিয়া ফেলিয়াছেন। এই শিখি পরিশেষে রাম রায় ও সরূপের ন্যায় রসজ্ঞ হইলেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

শচী মাতার আজ্ঞা লয়ে, সকল ভকত থেয়ে,
চলিলেন নীলাচল পুরে।
শ্রীনিবাস গঙ্গাদাস, অদ্বৈত আচার্য্য পাশ,
মিলিল সকল সহচরে॥
অদ্বৈত নিতাই সঙ্গে, মিলিলা কৌতুক রঙ্গে,
নীলাচল পথে চলি যায়।
অতি উৎকণ্ঠিত মনে, দেখিতে গৌরাঙ্গ চাঁদে,
অনুরাগে আকুল হৃদয়॥
পথে দেবালয় গণ, করি কত দরশন,
উত্তরিল আঠার নালাতে।
সকল ভকত সাথে, কীর্ত্তন করিয়া পথে,
যায় সব গৌরাঙ্গ দেখিতে॥
কীর্ত্তনের মহারোল, ঘন ঘন হরিবোল,
অদ্বৈত নিতাই মাঝে নাচে।
গগনে উঠিল ধ্বনি, নীলাচলবাসী শুনি,
দেখিবারে ধায় আগে পাছে॥
শুনিয়া গৌরাঙ্গ হরি, সরূপাদি সঙ্গে করি,
পথে আসি দিল দরশন।
মিলিল সবার সঙ্গে, প্রেমে পরিপূর্ণ অঙ্গে,
প্রেম দাসের আনন্দিত মন॥

নীলাচলে প্রভু দোল যাত্রা উৎসব করিলেন, শ্রীনবদ্বীপে সেই দিনে তাঁহার জন্ম উৎসব পূজা হইল। রথের সময় হইল, নবদ্বীপের ভক্তগণ নীলাচলে আসিতে ব্যস্ত হইলেন। ঠাকুরাণীগণ সেবার বলিয়া উঠিলেন যে, তাঁহারাও শ্রীনিমাই চাঁদকে দেখিতে যাইবেন। যদিও তখন পথের ভয় অনেক কমিয়া গিয়াছে, তবু বিংশতি দিনের দূরে স্ত্রীলোক সঙ্গে করিয়া দুর্গম পথে যাওয়া সোজা কথা নয়। কিন্তু ঠাকুরাণীগণ নিতান্ত ব্যস্ত হইলেন, তাঁহাদের পতিগণ বৈষ্ণব, ভাল মানুষ, তাঁহাদিগকে রোধ করিতে পারিলেন না। সুতরাং স্ত্রী পুরুষে বৃহৎ এক দল নীলাচলের যাত্রী হইলেন।

যাঁহারা প্রধান তাঁহারা দিন স্থির করিবার নিমিত্ত, শ্রীঅদ্বৈতের বাড়ী

গমন করিলেন। দিন স্থির হইল। শচী মাতাকে প্রণাম করিয়া ও শচী দত্ত নিমাইয়ের প্রিয় বস্তু সঙ্গে করিয়া, শ্রীহরিধ্বনি করিতে করিতে নবদ্বীপ ত্যাগ করিলেন। সঙ্গে নিত্যানন্দ চলিলেন। তাঁহার যাইতে নিষেধ ছিল, কিন্তু তিনি গৌর বিরহে সে আজ্ঞা পালন করিতে পারিলেন না। অতএব শ্রীনিতাই তাঁহার গণ সহ চলিলেন। শ্রীবাস ও তাঁহার গৃহিণী মালিনী চলিলেন। আচার্য্যরত্ন ও তাঁহার গৃহিণী, অর্থাৎ শচীর ভগ্নী চলিলেন। শচী দেবী গমন করিলেন না বটে, কিন্তু তাঁহার প্রতিনিধির স্বরূপ তাঁহার ভগ্নী ও মালিনী চলিলেন। খণ্ডবাসীগণ চলিলেন, কুলীনগ্রাম-বাসীগণ চলিলেন ও পট্ট ডোরী লইলেন। শিবানন্দ সেন সস্ত্রীক চলিলেন, তিনি সকলের প্রতিপালক। তিনি প্রত্যব্দ সকলকে লইয়া যাইবেন বলিয়া অগ্র হইতে পথের সন্ধান, বাসা স্থান নির্ণয় করিয়া রাখিয়াছেন।

শিবানন্দ সেন গৌর লীলার প্রধান সহায়। শিবানন্দ সেন গৌর ব্যতীত আর কোন ঠাকুর জানেন না, শিবানন্দ সেনের পুত্র কর্ণপুর চৈতন্য চরিত কাব্য, চৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটক লিখিয়া জগতে গৌর-লীলা প্রচার করিয়াছেন। তাঁহার গোষ্ঠী হইতে যে গৌর কথা লেখা হইয়াছে, সে সমুদায় প্রায় সাক্ষাদ্দর্শন করিয়া। কবিকর্ণপুর গৌরব করিয়া তাঁহার গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, এইরূপে তাঁহার পিতা সহস্র সহস্র লোক পথে পালন করিয়া প্রভুর সমীপে লইয়া যাইতেন। তিনি এইরূপ করিয়া পালন করিয়া লইয়া না গমন করিলে, বহুতর লোকের সেই দুর্গম ও বহু দূরের পথে প্রভুর নিকট যাওয়া হইত না। শিবানন্দ স্ত্রী পুত্র লইয়া যাইতেছেন, অন্যান্য বৈষ্ণবগণ পরিবার সহিত চলিয়াছেন। এমন সময় পথে এক ঘট্টপালের হস্তে পড়িলেন। এই ঘট্টপাল পূর্ব্বে রাজার এক জন মন্ত্রী ছিল। পরে এখন সেই কাটাকাটীর সময় ঘাট রক্ষার ভার-প্রাপ্ত হইয়াছে। সঙ্গে বহুতর লোক ও সৈন্য সামন্ত আছে, সেই সময় রাজা যুদ্ধ বিগ্রহে ব্যাপৃত থাকায় এই ঘট্টপাল বিষম অত্যাচারী হইয়া পড়িয়াছে। গৌড়ীয় ভক্তগণকে পাইয়া বলিল যে, তোমাদের প্রত্যেক জনের এক এক মুদ্রা করিয়া পারের কড়ি লাগিবে। শেষে বলিল যে, তোমরা কড়ি না দিয়া পার হইয়া থাকো, অতএব এ পর্য্যন্ত যত ঘাটে এইরূপে বিনা মূল্যে পার হইয়া আসিয়াছ, এ সমুদায় শোধ করিয়া দাও। ভক্তগণ বলিলেন যে তাঁহাদের কড়ি নাই। তাঁহারা গৌরাঙ্গের প্রশ্রয়ে কিছু নির্ভিকতা দেখাইলেন।

তাঁহারা ঘট্টপালকে বলিলেন যে, তিনি যদি এরূপ উৎপীড়ন করেন তবে গৌরচন্দ্র,—যিনি স্বয়ং জগন্নাথ ও তিনি, তাঁহার কর্ত্তা যে রাজা প্রতাপরুদ্র তাহার সংত্রাতা,—তাহাকে দণ্ড দিবেন।

ঘাটপাল ক্রুদ্ধ হইয়া শিবানন্দ সেনকে ধরিল, ধরিয়া কারাগারে পুরিয়া দৃঢ়রূপে নিগড়ে বন্ধন করিয়া রাখিল। এখন ভক্তগণের দশা ভাবিয়া দেখুন। তাঁহাদের সঙ্গে যে স্ত্রী পুত্র আছেন, তাঁহাদের কি ভাব হইল তাহা মনে অনুভব করুন। আরো অনুভব করুন যে, শিবানন্দের সঙ্গে তাঁহার স্ত্রী ও পুত্র। শিবানন্দ সেনকে যখন এইরূপ বন্ধন করিল ও কারাগারে পুরিল, তখন অদ্বৈত প্রভৃতি হাহাকার ও রমণীগণ ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। অবশ্য স্নানাহার হইল না। সকলে, প্রভু, প্রভু, বলিয়া আর্ত্তনাদ করিতে লাগি-লেন। এইরূপে দিন গেল, রাত্রি হইল। সকলে উপবাস করিয়া পড়িয়া আছেন। শেষে অধিক রজনী হইল, কাহার নিদ্রা নাই। শিবানন্দ বন্ধন দশায় থাকিয়া গৌর-নাম জপ করিতে লাগিলেন।

এমন সময় দুই জন প্রহরী আলো লইয়া আসিয়া তাঁহাকে বলিল যে, "চল, তোমায় লইয়া যাইতে আজ্ঞা হইয়াছে।" ইহা বলিয়া শিবানন্দের বন্ধন খুলিয়া তাহাকে সঙ্গে করিয়া ঘট্টপালের নিকটে লইয়া চলিল। শিবানন্দ সারা দিন ও অর্দ্ধ রজনী বন্ধন দশায় উপবাসে ও নানা চিন্তায় অভিভূত আছেন। এখন ভাবিলেন যে, তাঁহাকে বুঝি বধ কি প্রহার করিতে লইয়া যাইতেছে। শিবানন্দ সেন গৌর-ভক্ত, তাঁহার চরণে আত্ম-সমর্পণ করিয়া ঘাটপালের নিকট নির্ভয়ে চলিলেন। দেখেন, ঘাটপাল খট্টার উপর বসিয়া আছে। শিবানন্দ তাহার নিকট আইলে, সে তাঁহার পানে রুক্ষ ভাবে চাহিয়া বলিল, "তোমরা বলিলে তোমরা শ্রীগৌরাঙ্গের গণ। আরো বলিলে তিনি শ্রীভগবান। আমরা উড়িয়া, আমরা জানি শ্রীজগন্নাথই ভগবান। ভাল, তোমরা বল দেখি আমাদের জগন্নাথ বড়, বা তোমাদের গৌর বড়?"

শিবানন্দ সেন ভাবিলেন যে, যদি বলেন জগন্নাথ বড়, তবে ঘাটপাল সন্তুষ্ট হইবে। আর যদি বলেন, গৌরাঙ্গ বড়, তবে আরো ক্রুদ্ধ হইবে। শিবানন্দ দেখিতেছেন, তাঁহাদের বড় বিপদ, সকলে স্ত্রী-পুত্র লইয়া দুর্গম পথের মাঝে দস্যু হস্তে পতিত হইয়াছেন, এখন কোন ক্রমে দুটা মিষ্ট কথা বলিয়া আপদের হাত হইতে উদ্ধার হওয়ার চেষ্টাই বুদ্ধিমানের কর্ত্তব্য।

আবার গৌর অপেক্ষা জগন্নাথ বড়, ইহা বলিতেও মুখে আইসে না। ইহা ভাবিতে ভাবিতে তাঁহার হৃদয়ে অপরূপ ভাব উপস্থিত হইল। সে ভাব কিরূপ, না, যাহার শক্তিতে এক দিন হরিদাস,—যখন তাঁহাকে কাজি ধরিয়া লইয়া গিয়াছিল,—বলিয়াছিলেন যে,—

"খণ্ড খণ্ড করে দেহ যদি যায় প্রাণ।
তবু না বদনে আমি ছাড়ি হরি নাম॥"

সেই ভাবে বিভাবিত হইয়া শিবানন্দ বলিলেন যে, শ্রীজগন্নাথ অপেক্ষা আমার গৌর বড়!

বোধহয় পৃথিবীর মধ্যে যিনি উভয় গৌর ও জগন্নাথকে ভগবান বলিয়া মানেন, সকলেই বলিতেন যে, উভয়েই সমান। কিন্তু শিবানন্দ গৌর উপাসক। তাঁহার কাছে গৌর সর্ব্বাপেক্ষা বড়। তিনি যদি বলিতেন, জগন্নাথ ও গৌর উভয়ে সমান, তবে তাঁহার একটু ভয় করিয়া বলিতে হইত। তাই বলিলেন, গৌর বড়।

শিবানন্দ যখন এ কথা বলিলেন, তখন তাঁহার বিশ্বাস যে এ কথা বলিলে, হয় তাঁহার প্রাণ দণ্ড, না হয় অন্য কোন গুরুতর শাস্তি হইবে। কিন্তু তখন তিনি মনুষ্য ভাব অতিক্রম করিয়া দেবতা হইয়াছেন। তখন গৌর-প্রেমে অভিভূত হইয়া, তাঁহার নিমিত্ত প্রাণ দেওয়া অপেক্ষা আর সুখ নাই, ইহা ভাবিয়া বলিলেন "জগন্নাথ অপেক্ষা আমার গৌর বড়।" যখন তিনি এ কথা বলিলেন, তখন তাঁহার মুখের অপরূপ শ্রী হইল। তাঁহার তখন বদনের যে শোভা হইল তাহা বর্ণনা দ্বারা প্রকাশ করা যায় না।

ঘট্টপাল এই কথা শুনিয়া এক দৃষ্টে শিবানন্দের বদন নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। পরে যেন অভিভূত হইয়া, "আমাকে ক্ষমা কর" বলিয়া তাঁহার চরণে পড়িল। তিনি সাধুগণকে দুঃখ দিয়াছেন, এইরূপ মনের ভাবে ভয়ে ভয়ে শয়ন করিয়াছিলেন। স্বপ্নে দেখিলেন যে, কোন নরসিংহ আকারধারী এক বস্তু তাঁহাকে তর্জ্জন করিয়া বলিতেছেন "তুই আমার ভক্তকে বন্ধন ও আমার গণকে দুঃখ দিতেছিস। এখন তাঁহাদের দুঃখ মোচন কর, নতুবা তুই উপযুক্ত শাস্তি পাইবি।" ইহা দেখিয়া ঘট্টপাল ধড়ফড় করিয়া জাগিয়া উঠিয়া শিবানন্দকে ডাকিতে পাঠাইলেন। শিবানন্দ সেন আইলে ভাবিলেন যে গৌরচন্দ্র কিরূপ বস্তু, অর্থাৎ যিনি তাঁহাকে স্বপ্নে দেখা দিয়াছেন, তিনি গৌরাঙ্গচন্দ্র কি না, তাহা একবার তাঁহাকে

জিজ্ঞাসা করিবেন। তাই শিবানন্দকে, উপরে যাহা বলিলাম, ঐ কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। কিন্তু শিবানন্দ যখন বলিলেন, গৌর বড়, তখন তাঁহার মুখ দেখিয়া বুঝিলেন, যে তিনি মহাপুরুষ। তখন পূর্ব্বকার স্বপ্নের সত্যতা ও গুরুত্ব বুঝিতে পারিলেন। তাই তখন অতি ভয়ে ভীত হইয়া শিবানন্দ সেনের চরণে পড়িলেন।

এখন এই ঘটনাটি লইয়া একটু বিচার করিতেছি। যদি স্বপ্নে ভয় পাইয়া, শুদ্ধ সেই ভয়ের নিমিত্ত ঘট্টপাল ভক্তগণকে ছাড়িয়া দিত, কি সম্মান করিত, তবে এই উপলক্ষে ভক্তের মাহাত্ম্য দেখান হইত না। ঘাটোয়াল স্বপ্নে দেখিয়া ভয় পাইল বটে, কিন্তু শিবানন্দকে দর্শন করিয়া ও তাঁহার অদ্ভুত বাক্য শুনিয়া প্রকৃতপক্ষে তাহার মনের মলিনতা দূর হইল।

দুই জাতিতে যুদ্ধ হইতেছে, মধ্যে ঘাটোয়াল। সে কাহাকে বধ করিলে অনায়াসে পারে। সে প্রভু হইয়া শিবানন্দকে বান্ধিয়া রাখিয়াছে, সে জগন্নাথের ভক্ত, গৌরচন্দ্রকে চিনে না। শিবানন্দ সেন এইরূপে নিগড়ে আবদ্ধ হইয়াছেন। তাঁহার ঘাড়ে সহস্র ভক্ত ও তাঁহাদের ও আপনার স্ত্রী পুত্র। তখন তাঁহার পক্ষে এ কথা বলা, যে গৌরচন্দ্র বড়, ইহা সামান্য মনুষ্যে পারে না। এ কেবল শ্রীভগবানের কৃপাপাত্র যাঁহারা, তাঁহারা পারেন। ঘাটোয়াল শিবানন্দের সহিত মনুষ্য দিলেন, তাহারা আলো ধরিয়া, যেখানে ভক্তগণ পড়িয়া আছেন, সেখানে সেন মহাশয়কে আনিল। যথা, চন্দ্রোদয় নাটক—

দুই দীপ-ধারী প্রতি কহিল সত্বর।
যথা আছে ইহাঁর পুত্রাদি পরিবার॥
সেই স্থানে রাখ গিয়া দীপিকা ধরিয়া।
প্রণাম করিয়া সেনে দিল পাঠাইয়া॥
হেনকালে সেন আইল হাসিয়া হাসিয়া।

যে সকল বৈষ্ণব, গৃহিণী সহ চলিয়াছেন, ইহাঁরা অনেকেই সমাজের উচ্চ পদস্থ ব্যক্তি। কেহবা অতুল ঐশ্বর্য্যশালী, কিন্তু তাঁহারা এই দুর্গম পথে বিংশতি দিবসের পথ হাঁটিয়া প্রভুকে দেখিতে চলিয়াছেন।

যে যে দ্রব্য জানেন প্রভুর বড় প্রীত।
সবেই লইলা প্রভুর ভিক্ষার নিমিত্ত॥ (ভাগবত)

আর ভক্তগণ—পত্নী পুত্র দাস দাসী গণের সহিতে।
চলিলেন পরানন্দে প্রভুকে দেখিতে॥

যেখানে যে রাত্রি ভক্তগণ বাস করেন, সেই স্থান যেন বৈকুণ্ঠ পুরী হয়। কারণ, সঙ্গে খোল করতাল রহিয়াছে। হৃদয়ে তরঙ্গ খেলিতেছে। অবশ্য পথ গমনে ক্ষুৎ পিপাসা শ্রান্তিতে দুঃখ পাইতেছেন। কিন্তু সঙ্গে ঔষধ রহিয়াছে, সে শ্রীনাম কীর্ত্তন। যে স্থানে রাত্রি রহিলেন, সকলে কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। চতুষ্পার্শ্বে লোক দেখিতে দৌড়িল। মহা সমারোহ হইল, আর কত লোক সেই তরঙ্গে পড়িয়া একবারে জন্মের মত কুলের বাহির হইতে লাগিলেন। তখন প্রভুর কৃপায় নীলাচলের পথ অনেক সুগম হইয়াছে। সকলে প্রভুর নাম শুনিয়াছেন। নিত্যানন্দের সহিত অনেকের পরিচয়ও আছে। সুতরাং প্রায় যেখানে যাইতেছেন সেখানে সমাদর পাইতেছেন। ক্ষীরচোরা গোপীনাথের এখানে, সেবাইত-গণ বার খানি ক্ষীর আনিয়া সম্মুখে রাখিলেন। এইরূপে নাচিতে নাচিতে সকলে নীলাচলের নিকট আঠারনালাতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে দেখেন গোবিন্দ প্রভু-দত্ত দুই ছড়া মালা হাতে করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। ভক্তগণ আইলে সেই দুই ছড়া মালা অদ্বৈত এবং নিতাইকে পরাইলেন। প্রভুর আদর ও আহ্বান নিদর্শন স্বরূপ মালা পাইয়া আনন্দে ভক্তগণ তখনি কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন, ও কীর্ত্তন করিতে করিতে চলিলেন।

সেই দিন নরেন্দ্র-সরোবরে শ্রীজগন্নাথ নৌকা বিহার করিবেন, তাহার নিমিত্ত উৎসব হইতেছে। বাদ্যের ও উৎসবের অন্যান্য আয়োজন হইয়াছে। সহস্র সহস্র পতাকা উড়িতেছে। বহুতর লোক নৌকা বিহার দেখিতে তীরে উপস্থিত হইয়াছে। ও দিক হইতে প্রভুর নবদ্বীপ-ভক্তগণ নৃত্য করিতে করিতে আসিতেছেন। এ দিকে, প্রভু বহুতর নীলাচলবাসী ভক্ত সঙ্গে করিয়া নরেন্দ্র-সরোবরের তীরে উপস্থিত হইলেন। প্রভুর সঙ্গে গদাধর, সরূপ, রামরায়, পুরী, ভারতী, সার্ব্বভৌম, জগদানন্দ, অদ্বৈত প্রভুর তনয় অচ্যুত, প্রদ্যুম্ন মিশ্র, পরমানন্দ, হরিদাস প্রভৃতি অনেকেই আছেন। সংকীর্ত্তন কোলাহল শুনিয়া প্রভু নরেন্দ্র কুল ত্যাগ করিয়া ভক্তগণকে আনিতে অগ্রবর্ত্তী হইলেন। মাঝ পথে দুই দলে দেখা দেখি হইল।

দূরে অদ্বৈতেরে দেখি শ্রীবৈকুণ্ঠ নাথ।
অশ্রু মুখে করিতে লাগিলা দণ্ডবৎ॥

শ্রীঅদ্বৈত দূরে দেখি নিজ প্রাণনাথ।
পুনঃ পুনঃ হইতে লাগিল প্রণিপাত ॥
অশ্রু কম্প স্বেদ মূর্চ্ছা পুলক হুঙ্কার।
দণ্ডবৎ বহি কিছু নাহি দেখি আর ॥
এই মত দণ্ডবৎ করিতে করিতে।
দুই গোষ্ঠী একত্র মিলিল ভাল মতে ॥
বৈষ্ণব গৃহিণী যত পতিব্রতাগণ।
দূরে থাকি প্রভু দেখি করয়ে রোদন ॥ (ভাগবত)

শিবানন্দ সেন তাঁহার পুত্রকে কোলে করিয়া এই বিংশতি দিবসের পথ আসিয়াছেন। বালক পিতার কোলে চাপিয়া যাইতেছেন। কোথায় যাইতেছেন, না প্রভুকে দেখিতে। যখন দুই গোষ্ঠী দেখা দেখি হইল, সকলে "প্রভু" "প্রভু" করিয়া চিৎকার করিলেন, তখন বালক জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "বাবা, প্রভু কৈ" ? শিবানন্দ সেন কোলের পুত্রকে অঙ্গুলির দ্বারা দেখাইয়া বলিতেছেন। যথা—

বিদ্যুদ্দামদ্যুতি রতিশয়োৎকণ্ঠ কণ্ঠীরবেন্দ্র
ক্রীড়াগামী কণক পরিঘ দ্রাঘিমোদ্দাম বাহুঃ।
সিংহগ্রীবো নব দিনকর দ্যোত বিদ্যোতি বাসাঃ;
শ্রীগৌরাঙ্গঃ স্ফুরতি পুরতো বন্দ্যতাং বন্দ্যতাং ভোঃ ॥

(শিবানন্দের শ্লোক।)

তখন দুই দলে মিশিয়া আনন্দে নৃত্য গীত করিতে করিতে সকলে আবার নরেন্দ্র তীরে আইলেন।

প্রভুর এত আনন্দ হইয়াছে যে তীরে অধিক ক্ষণ থাকিতে পারিলেন না, সরোবরে ঝম্প প্রদান করিলেন। প্রভু যদি আনন্দে জলে ঝম্প দিলেন, তবে ভক্তগণও দিলেন। প্রেমানন্দে জলে ঝাঁপ দিলেন, সুতরাং ভব্য লোকের ন্যায় যে স্নান করিতে লাগিলেন তাহা নয়। তবে কি করিলেন শ্রবণ করুন—

সেইরূপে সকল বৈষ্ণবগণ মিলি।
পরস্পর কর ধরি হইলা মণ্ডলি ॥

মনে করুন তিন চারি শত লোকে এইরূপ হাত ধরাধরি করিয়া জলের মধ্যে দাঁড়াইলেন।

গৌড়দেশে জলকেলী আছে কয়া নামে।
সেই জল ক্রীড়া আরম্ভিলা প্রথমে॥
কয়া কয়া বলি করতালি দেন জলে।
জল বাদ্য বাজায়েন বৈষ্ণব সকলে॥ (চৈতন্য ভাগবত)

মনে ভাবুন তাহার পরে সকলে হাত ছাড়িয়া দিলেন, দিয়া দুই হাত দিয়া মুখে "কয়া" "কয়া" বলিয়া জলে আঘাত করিতে লাগিলেন।

এইরূপ শত শত জনে জল বাদ্য বাজাইতেছেন, ইহাতে বহু তরঙ্গের সৃষ্টি হইতেছে। এই তরঙ্গ আবার ক্রমে বাড়িতেছে, শেষে প্রকাণ্ড আকার ধারণ করিতেছে। এই খেলার মধ্যে অতি বৃদ্ধ আছেন, অতি পণ্ডিত আছেন, অতি নিরীহ ভাল মানুষ আছেন। এই সমুদায় ভাবিয়া এখন মনে করুন তাঁহাদের মনে কত আনন্দ হইয়াছে। আর এইরূপ ক্রীড়ার দ্বারা বৃন্দাবনের সম্পত্তি কিরূপ তাহাও কিছু বুঝিতে পারিবেন। যেহেতু শ্রীবৃন্দাবন যাঁহাদের গতি তাঁহাদের সকলের বাল্য ভাব হয়। তাহার পরে শ্রবণ করুন—

গোকুল শিশুর ভাব হইল সবার।
প্রভুও হইলা গোকুলেন্দ্র অবতার॥
বাহ্য নাহি কার সবে আনন্দে বিহ্বল।
নির্ভয় গৌরাঙ্গ দেহে সবে দেন জল॥
অদ্বৈত গৌরাঙ্গে দুঁহে জল ফেলাফেলি।
প্রথমে লাগিল দুঁহে মহাকুতূহলি॥
অদ্বৈত হারেন ক্ষণে ক্ষণে বা ঈশ্বর।
নির্ঘাত নয়নে জল দেন পরস্পর॥

জলক্রীড়া করিয়া সকলে প্রভুর বাসায় আইলেন। অদ্য প্রভুর বাসায় মহোৎসব। পূর্ব্বকার বৎসরের ন্যায় সকলে একত্রে বসিয়া প্রভুকে মধ্যস্থলে করিয়া ভোজন করিলেন। ভক্তগণ প্রভুকে প্রত্যহ নিমন্ত্রণ করিতে লাগিলেন।

যে যে দ্রব্যে প্রভুর প্রীত পূর্ব্ব শিশুকালে।
সকল জানেন সব বৈষ্ণব মণ্ডলে॥
সেই সব দ্রব্য সবে প্রেমযুক্ত হইয়ে।
আনিয়াছেন যত সব প্রভুর লাগিয়ে॥
শ্রীলক্ষ্মীর অংশ যত বৈষ্ণব গৃহিণী।

কি বিচিত্র রন্ধন করেন নাহি জানি ॥
পূর্ব্বে ঈশ্বরের প্রীতি যে সব ব্যঞ্জনে।
নবদ্বীপের শ্রীবৈষ্ণবী সকলেতে জানে ॥

এইরূপ প্রত্যহ এক এক ভক্তের গৃহে মহোৎসব হইতে লাগিল। এবারে গৃহিণীগণ আসিয়াছেন, এমন কি প্রভুর মাসী স্বয়ং ও মালিনী দেবী আসিয়াছেন। প্রভুকে লইয়া তাঁহারা নির্জ্জনে ভুঞ্জাইতে লাগিলেন। প্রভু, মাসীর ওখানে নিমন্ত্রণে আর সন্ন্যাসীর নিয়ম কিছু রাখিতে পারিলেন না। মাসীকে প্রণাম করিলেন, আর তাঁহাকে পাইয়া মার কথা ও ঘরকন্নার কথা সব শুনিলেন ও বলিলেন। জননীর নিকট কি কি বলিতে হইবে সমুদায় বলিয়া দিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতে রাস বর্ণনের মধ্যে একটি অদ্ভুত কথা আছে। সেটি এই যে, শ্রীভগবান গোপীগণকে বলিতেছেন যে, "হে আমাতে লুব্ধাগণ! তোমরা কি জান না যে, আমার সাক্ষাৎকার লাভ অপেক্ষা, আমার লীলা কথা দ্বারা আমার সহিত মিলন আরও মধুর?" গোপীরা এ কথা মানিলেন না, কিন্তু ভাগবতের এই সূক্ষ্ম তাৎপর্য্য, শ্রীগৌরাঙ্গের লীলা লইয়া একটু বিচার করিব।

মনুষ্যের প্রকৃতি বিচার করিতে গেলে বিস্ময়াবিষ্ট হইতে হয়। প্রথম কথা, সুখ ভোগ অপেক্ষা সুখ ভোগের আশা ও সুখ ভোগের স্মৃতি অনেক সময় সুখকর। যে সুখ দুর্লভ, তাহা সুলভ সুখ হইতে অধিক মিষ্ট। সাক্ষাদ্দর্শনে যে সুখ, তাহা অপেক্ষা প্রিয়জনের চিন্তায় অধিক সুখ। সাক্ষাদ্দর্শনে অনেক খুঁত দেখা যায়, কিন্তু দূরদর্শনে তাহা দেখা যায় না। সাক্ষাদ্দর্শন অপেক্ষা দূরদর্শনে বস্তু মনোহর হয়। কোন ব্যক্তির চিত্র দেখিয়া বোধ হইবে, যে, সে পরম সুন্দর, কিন্তু তাহাকে সাক্ষাৎ দেখিলে তাহা বোধ হইবে না। সাক্ষাদ্দর্শন নয়ন দিয়া করিতে হয়, আর যে চক্ষের বাহিরে, তাহাকে মন দ্বারা দর্শন করিতে হয়। মন দ্বারা যে দর্শন, সেই প্রকৃত দর্শন। প্রিয়বস্তু সম্মুখে রহিয়াছে, তাহাকে সর্ব্বদা দেখিতেছ, কিন্তু কিছু মাত্র সুখ পাইতেছ না। সে ব্যক্তি বিদেশে গমন করিল, তাহাকে মন দিয়া যখন দেখিতে হইল, অমনি তাহাকে অতি মধু বলিয়া বোধ হইবে।

তাই মৃত্যুতে জীবের নানা মহদুপকার করে। যেখানে মৃত্যুই জীবের ঐহিক পরিণাম, সেখানে প্রিয় বস্তুর অগ্রে মরণ হইলে ভাল, যেহেতু যে মরে সে বাঁচিয়া যায়। তোমার বিরহে তাহাকে দুঃখ না দিয়া তাহার

বিরহ তুমি ভোগ কর, করিয়া তাহাকে সুখী কর। সে ব্যক্তি পরকালে তোমার নিমিত্ত অপেক্ষা করিবে। তুমি মরিলে সেই বিদেশ স্থানে গমন করিয়া প্রিয়জন পাইবে, তাহারা তোমার নিমিত্ত বাহু প্রশারিয়া বসিয়া আছে। যদি তোমার প্রিয়জনের বিয়োগ না হইয়া থাকে, তবে পরলোকে তোমাকে কে আদর করিয়া লইবে? যাহাদের প্রিয়জনের বিয়োগ হইয়াছে, তাহারা মরিলে, এক প্রিয় সঙ্গ ত্যাগ করিয়া অন্য প্রিয় সঙ্গ পাইয়া থাকে।

সঙ্গমবিরহবিকল্পে বরমিহ বিরহো **ন** সঙ্গমস্তস্যাঃ।
সঙ্গমে সৈব তথৈকা ত্রিভুবনমপি তন্ময়ং বিরহে॥

অর্থাৎ বিয়োগে হৃদয় দ্রব হয়, আর হৃদয় কোমল হইলেই উহা বৃদ্ধি পায়। বিয়োগে প্রিয়-জন নয়নের অন্তর হয়েন বলিয়া তাহাকে মন দিয়া দর্শন করিতে হয়, তখন যদি তাহার কিছু খুঁত থাকে, তাহা আর দেখা যায় না, তাহার স্মরণ তখন তাহার সাক্ষাদ্দর্শন অপেক্ষা মধুর হয়।

প্রিয়বস্তু বিদেশে আছেন, যদি সেখান হইতে কেহ সংবাদ লইয়া আইসেন যে, তিনি সেই বস্তুর সহিত মিলিত হইয়াছিলেন, তবে যিনি বিয়োগী তিনি তাহাকে লইয়া নির্জ্জনে বসিয়া সেই দূরস্থিত নিধির কথা শুনেন। স্বামী পরদেশে, স্বামীর সংবাদ লইয়া কোন ব্যক্তি আইল। স্ত্রী তাহাকে লইয়া নির্জ্জনে বসিলেন। জিজ্ঞাসা করিতেছেন, তাঁর সহিত তোমার দেখা হয়? এই সমুদায় কাহিনী তাহার নিকট তাহার স্বামী সহবাসের ন্যায় অতি মধুর লাগে। যদি শুনেন তাহার স্বামী সর্ব্বদা তাহার কথা বলেন, সর্ব্বদা তাঁহার প্রেম-সুধা পান করেন, তবে তাঁহার বিয়োগ জনিত দুঃখ থাকে না। বরং সেই বিয়োগ একটি মহাসুখের কারণ হয়।

সেইরূপ মালিনী প্রভৃতি যখন বাড়ী আইলেন, তখন শচী ও বিষ্ণুপ্রিয়া তাঁহাদের লইয়া বসিলেন। তাঁহাদের নিকট নিমাইয়ের কথা শুনিতে লাগিলেন। এই নিমাইয়ের কথা হইল, শচী বিষ্ণুপ্রিয়ার জীবন ধারণের উপায়। তাঁহারা জনা জনার নিকট এই কথা শুনেন। সুতরাং সে কথা দিবানিশি শুনিয়াও ফুরায় না। শচী ও বিষ্ণুপ্রিয়া বসিয়া, মালিনী আইলেন। শচী জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "সই, আমার মাথা খাও, নিমাই আমার বেঁচে আছে ত?" মালিনী আমূল বলিতে লাগিলেন। নিমাই কি-

রূপে আইলেন, পা ধুইলেন, আসনে বসিলেন, কি কি খাইলেন, পাক কিরূপ হইয়াছিল, শাক কয় প্রকার হয়েছিল, নিমাইয়ের শাকের প্রতি পক্ষপাতিত্ব সেইরূপই আছে, এইরূপ সমুদায় কাহিনী বলিতেছেন। যেমন মালিনী বর্ণনা করিতেছেন, শচী ও বিষ্ণুপ্রিয়া এক চিত্তে শুনিতেছেন। সুতরাং সমুদায় যেন স্বচক্ষে দেখিতেছেন। এইরূপে মালিনীর নিকট এক দিবস, প্রভুর মাসীর নিকট এক দিবস, আবার প্রত্যেকের নিকট দুবার চারি বার করিয়া শুনিয়া শুনিয়া শচী বিষ্ণুপ্রিয়া তাঁহাদের প্রিয় বস্তু বিয়োগ-জনিত দুঃখ সহ্য করিতে সক্ষম হইলেন। তাঁহারা বরং তাঁহাদের বিয়োগ-দশা হইতে নব নব আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন। যখন শচী বিষ্ণুপ্রিয়া শুনিলেন যে তাঁহাদের প্রিয় বস্তু যেমন তেমনি আছেন, তাঁহাদের উপর তাঁহার যে মায়া উহা যেমন তেমনি আছে, তখন আর তাঁহাদের দুঃখ কি?

শ্রীচরিতামৃতে প্রভুর ভক্তগণের সহিত এই চারি মাস বিহার সংক্ষেপে এইরূপে বর্ণনা করিতেছেন—

পূর্ব্ববৎ রথ যাত্রা কাল যবে আইল।
সবা লয়ে গণ্ডিচা মন্দির প্রক্ষালিল॥

প্রভু নৃত্য করিয়া উদ্যানের পুষ্করিণী তীরে ক্লান্ত হইয়া বসিলে, শ্রীনিতাইয়ের একজন শিষ্য, কৃষ্ণদাস নামক রাঢ়ী শ্রেণীর ব্রাহ্মণ, প্রভুকে শীঘ্র শীঘ্র ঘট ভরিয়া জল আনিয়া স্নান করাইলেন। এই সামান্য ঘটনাটি কেন এখানে বলিলাম তাহা বলিতেছি। যত অবতারের লীলা লেখা হইয়াছে, তাহার সাক্ষাৎ প্রমাণ কিছু নাই। কেবল গৌর অবতারের ইতিহাস অতি পরিষ্কার রূপ চাক্ষুষ দর্শন দ্বারা পুংখানুপুংখরূপে লিখিত হইয়াছে। প্রমাণ যতদূর সম্ভব উহা কেবল গৌর অবতারে রহিয়াছে। এমন কি, কৃষ্ণদাস প্রভুকে স্নান করাইয়া ছিলেন তাহাও লিখিত রহিয়াছে।

প্রভু পূর্ব্বকার বৎসরের মত এবারও রথাগ্রে নৃত্য করিলেন, মন্দির মার্জ্জন করিলেন, লক্ষ্মী বিজয় উৎসব দর্শন করিলেন। কিন্তু তিনি যত লীলাই করুন, তিনি যে তাঁহার মাসীকে অগ্রে বসাইয়া তাঁহার হস্তের পাক ভোজন, আর তাঁহার সহিত সাংসারিক আলাপ করিয়াছিলেন, এই বৎসরের কাহিনীর মধ্যে ইহা যত মধু লাগিবে এত আর কিছু নয়।

শ্রীঅদ্বৈত প্রভু শ্রীগৌরাঙ্গকে এক দিবস নিমন্ত্রণ করিলেন, যতদূর সম্ভব উদ্যোগ করিলেন। প্রভুর যত প্রিয় বস্তু সমুদায় দিয়া ভোগের সামগ্রী করিলেন। স্ত্রী পুরুষে দুইজনে যত্ন করিয়া রন্ধন করিলেন। শ্রীঅদ্বৈত স্ত্রীকে বলিতেছেন, "শুন কৃষ্ণদাসের মা, প্রভু যদি একা আইসেন তবেই মঙ্গল, আর নতুবা যদি সহচর সন্ন্যাসী সকল আইসেন তবে প্রভুকে কিছুই খাওয়াইতে পারিব না।" এই বলিতে বলিতে মহাঝড়বৃষ্টি আরম্ভ হইল। প্রভু প্রসন্ন বদনে হরেকৃষ্ণ বলিতে বলিতে আইলেন, কিন্তু সন্ন্যাসীগণ ঝড়ের উৎপাতে নিমন্ত্রণে আসিতে পারিলেন না। সুতরাং শ্রীঅদ্বৈত মহানন্দে শ্রীভগবানকে ভুঞ্জাইলেন।

দধি দুগ্ধ ঘৃত সর সন্দেশ অপার।
যত দেন সব প্রভু করেন স্বীকার॥

ভোজন সমাপ্ত হইলে শ্রীঅদ্বৈত বলিতেছেন, "হে ইন্দ্র! তুমি ধন্য। তুমি শ্রীকৃষ্ণ সেবা জান বটে।" প্রভু হাসিয়া বলিতেছেন, "কি আচার্য্য ঠাকুর, আজ যে ইন্দ্রকে বড় ভক্তি?" অদ্বৈত বলিলেন, "সে কথায় তোমার কাজ কি?" তখন প্রভু বলিতেছেন "বুঝেছি বুঝেছি, এ ঝড়বৃষ্টি বুঝি তোমার কার্য্য? তা ইন্দ্রের ভাগ্য ভাল যে তোমার আজ্ঞা পালন করে।"

জন্মাষ্টমী আইল, আর নীলাচলে নন্দোৎসব আরম্ভ হইল। অমনি প্রভুর গোপভাব হইল। প্রভুর হইল, কাজেই ভক্তগণের‌ও হইল। ভক্তগণ কেহবা গোপ, কেহ গোপী, কেহ নন্দ, কেহ যশোদা হইলেন। যিনি যাহা সাজিলেন, প্রকৃতপক্ষে তাহাই হইলেন। পদকর্ত্তা কানাই খুটিয়া,—যাঁহার মনোহর গীতে তাঁহার মহত্ত্ব প্রকাশ,—সাজিলেন নন্দ; জগন্নাথ মাহাতি সাজিলেন যশোদা, তাঁহারা শুধু সাজিলেন তাহা নয়, প্রকৃতই তাঁহারা নন্দ যশোদা কর্ত্তৃক আবিষ্ট হইলেন। তাঁহারা সাক্ষাৎ নন্দ যশোদা হইয়া বসিলেন। গোপ কে কে সাজিলেন শ্রবণ করুন। যথা প্রভু স্বয়ং, নিতাই, অদ্বৈত প্রভৃতি নবদ্বীপ ভক্ত, আর নীলাচলে প্রভুর ভক্তের মধ্যে স্বয়ং প্রতাপ রুদ্র, কাশী মিশ্র, সার্ব্বভৌম, পরীক্ষা পাত্র, তুলসী পাত্র, প্রভৃতি। অগ্রে নন্দালয় সাজান হইয়াছে, যশোদা, অর্থাৎ জগন্নাথ মাহাতি কোলে কৃষ্ণ মূর্ত্তি লইয়া বসিয়া আছেন। একদৃষ্টে নবকুমার পানে চাহিয়া আছেন, নয়নজলে ভাসিয়া যাইতেছেন। প্রভু

প্রতাপ রুদ্র প্রভৃতি সকলে মাথায় পাগ বাঁধিয়াছেন, তাঁহাদের হাতে লাঠি, কান্ধে দধির ভার। সকলে অবশ্য আত্ম বিস্মৃত হইয়াছেন, বাহ্যজ্ঞান মাত্র নাই। কানাই খুটিয়ার নন্দ-ভাব হওয়াতে আহ্লাদে বাতুলের মত হইয়াছেন। মহাব্যস্ত, তাঁহার পুত্র হইয়াছে। প্রভু প্রভৃতি দধির ভার লইয়া আঙ্গিনায় আইলেন। সকলে সুখের সাগরে ভাসিতেছেন। সকলের গাত্র দধি দুগ্ধ হরিদ্রা জলে সিক্ত, আঙ্গিনা দধি দুগ্ধে কর্দ্দমময় হইয়া গিয়াছে।

তখন সকলে সেই কর্দ্দমময় আঙ্গিনায় লগুড় হস্তে করিয়া নৃত্য আরম্ভ করিলেন। মনে ভাবুন, এই নৃত্যে আছেন কে, না কবি রাম রায়, নৈয়ায়িক সার্ব্বভৌম, রাজমন্ত্রী পরীক্ষা, মহারাজা প্রতাপ রুদ্র, সন্ন্যাসী-প্রবর পরমানন্দ পুরী। প্রকৃত কথা, তখন সমভূম হইয়া গিয়াছে! আনন্দের বন্যাতে উচ্চকে নিচু করিয়া ফেলিয়াছে। পরে সকলে লাঠি ঘুরাইতে লাগিলেন। শ্রীঅদ্বৈত ও নিতাই চাঁদে একটু লাঠালাঠি হইল, শ্রীঅদ্বৈত দুই এক ঘা খাইয়া রাগ করিয়া শ্রীনিতাইকে গালি দিতে লাগিলেন।

তবে লগুড় লয়ে প্রভু ফিরাতে লাগিল।
বার বার আকাশে তুলি লুফিয়া ধরিল॥
এই মতে নিত্যানন্দ ফিরায় লগুড়।
কে জানিবে তাহা দোঁহা গোপ ভাব গুঢ়॥

যদি শ্রীভগবান আপনি, জীবগণকে, প্রত্যক্ষে হউক, বা পরোক্ষে হউক, শিক্ষা না দিতেন, তবে জগতে এত বিভীষিকা আছে যে, সাধারণ লোকে তাঁহাকে ভাল বলিয়া জানিতে পারিত না। শ্রীভগবান যে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর, ইহা আমরা অবতার হইতে জানিতে পারি। আর এই অবতার দ্বারা শ্রীভগবানের লীলার সৃষ্টি হয়। কেবল এই লীলা দ্বারা জগতের জীব এ জগতে ভগবানের সঙ্গ সুখ লাভ করিতে পারে। এই লীলারূপ ভগবানের সঙ্গ করিয়া জীব পরিবর্দ্ধিত হয়। এই লীলা জীবের পরম ধন, যেহেতু জীবের আধ্যাত্মিক পরিবর্দ্ধনের নিমিত্ত লীলারূপ ভগবৎ সঙ্গ যেরূপ সহজ, যেরূপ সুখকর, ও যেরূপ শক্তিসম্পন্ন উপায়, এরূপ আর কোন সাধন নয়, যাগ নয়, যজ্ঞ নয়, মন্ত্র নয়, তন্ত্র নয়, যোগ নয়, তপস্যা নয়। পূর্ব্বে বলিয়াছি ভক্তগণ ভোজনে ভজন, নৃত্যগীতে ভজন করেন। এখন দেখুন তাঁহারা লগুড় ফিরাইয়াও ভজন করিয়া থাকেন।

এখন প্রভুর পরের কাণ্ড শ্রবণ করুন। ক্রমে প্রভুর শ্রীভগবান ভাব হইল। এখন কাজেই কানাই খুটিয়া ও জগন্নাথ মাহাতিকে পিতা-মাতা জ্ঞান হওয়াতে তাঁহাদিগকে প্রণাম করিলেন। তাঁহাদেরও তখন জ্ঞান নাই যে প্রভু তাঁহাদিগকে প্রণাম করিতেছেন, তাঁহারাও নন্দ ও যশোদাভাবে প্রভুকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। সকলে লীলারস সুধা ভোগ করিলেন, কিন্তু নন্দ যশোদা আরও কিছু করিলেন। যথা—

কানাই খুটিয়া জগন্নাথ দুই জন।
আবেশে বিলান ঘরে ছিল যত ধন॥ (চরিতামৃত)

ইহাতে বুঝিবেন যে তাঁহাদের আবেশ বড় একটা কাল্পনিক নয়।

রাজা প্রতাপ রুদ্র পূর্ব্ব হইতেই প্রভুর যত গণকে নূতন বস্ত্র পরাইবেন বলিয়া ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলেন। সকলকে নূতন বস্ত্র দিবেন। কিন্তু প্রভুকে কি দিবেন, প্রভুর ত বস্ত্রের প্রয়োজন নাই, তিনি সন্ন্যাসী কৌপীন-ধারী? রাজা পরম প্রেমে ভাবিলেন যে, প্রভুর যদি বস্ত্রের প্রয়োজন হয় তবে তাঁহার প্রিয়া শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়ার নিমিত্ত। অবশ্য প্রভুর জননী আছেন, কিন্তু তাঁহার চারি পাঁচ হস্ত লম্বা এক খানি মোটা কাপড় পাই-লেই চলিয়া যায়। শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া তখন পূর্ণ যৌবনা, তাই ভাবিলেন যে তাঁহার উপযুক্ত বহুমূল্য একখানি শাটী দিবেন। প্রভু যখন গোপাল ভাবে বাহ্য জ্ঞান শূন্য হইয়াছেন, তখন রাজা তাঁহার মস্তকে সেই শাটী বান্ধিয়া দিলেন। এইরূপ মহারাজা প্রত্যব্দ শ্রীমতীর জন্য এক এক খানি বহুমূল্য শাটী প্রণামি দিতেন। এই শাটী পণ্ডিত দামোদর লইয়া আসিতেন। রাজা যে শ্রীমতীর নিমিত্ত এই শাটী দিতেন তাহার কোন সন্দেহ নাই, যেহেতু প্রভুর এরূপ বহুমূল্য বস্ত্রের কোন প্রয়োজন ছিল না। প্রভু মাতাকে দিও বলিয়া উহা দামোদরের হস্তে দিয়া মাতার নিকট পাঠা-ইতেন। দামোদর প্রভুর বাড়ীতে তাঁহার জননী ও প্রিয়াকে রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন। ভক্তগণের সহিত নীলাচল ত্যাগ করিতেন ও তাঁহাদের সহিত আসিতেন। এই আট মাস প্রভুর বাড়ীতে থাকিতেন। দামোদর এই শাটী শচীর হস্তে দিলে, তিনি আর উহা কি করিবেন, অবশ্য বধূকে দিতেন। সেই বস্ত্র আইলে অবশ্য শ্রীমতীর বয়স্যাগণ দেখিতে আসিতেন। শ্রীমতীকে সে শাটী অবশ্য পরিতে হইত, শচী পরাইতেন, তিনি না পরাইয়া ছাড়িবেন কেন? হয়ত শ্রীমতী পরিতে চাহিতেন না,

কিন্তু প্রভু যখন শাটী পাঠাইয়াছেন, তখন ইহাও তিনি ও সকলে বুঝিতেন যে, শাটী পরিতে প্রভুর আজ্ঞা। সে আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে আর শ্রীমতীর সাধ্য হইত না। ফল কথা তিনি কেন শাটী পরিবেন না? তাঁহার হয়েছে কি? তাঁহার ত সমুদায়ই আছে, স্বামী জাজ্বল্যমান রহিয়াছেন, তবে যাইবার মধ্যে কেবল তাঁহার স্বামীর সহিত যে দৈহিক সম্বন্ধ, তাহাই গিয়াছে।

শ্রীনিত্যানন্দকে পাইয়া প্রভু আবার যুক্তি করিতে বসিলেন। প্রভু বলিলেন, "শ্রীপাদ! তুমি জীবগণকে উদ্ধার করিবে, সে কার্য্য ফেলিয়া এখানে আসিয়া আমাকে দুঃখ দিতেছ।" নিতাই বলিলেন, "বৎসরের মধ্যে একবার আসিয়া তোমাকে দেখিয়া যাইব, তাহা যদি নিষেধ কর তবে আমি শুনিব না।" প্রভুর সঙ্গে এরূপ উত্তর করিতে কেবল এক নিতাই আর কতক সরূপ পারেন। প্রভুর নিতাইকে তখন সন্তোষে রাখিতে হইবে, কারণ তিনি নিতাইকে বধ করিবেন সেই সংকল্প করিয়াছেন। সে বধ কিরূপ এখনি বলিতেছি। প্রভু বলিলেন, "শ্রীপাদ! এখন আমার মিনতি শ্রবণ কর। তুমি তোমার সন্ন্যাস ত্যাগ কর, ত্যাগ করিয়া আবার গৃহস্থ হইয়া জীবকে হরিনাম বিতরণ কর।"

নিতাই এ কথা প্রথমে বুঝিতে পারিলেন না, পরে যখন বুঝিলেন প্রভু তাঁহাকে বিবাহ করিতে বলিতেছেন, তখন তাঁহার সমুদায় আনন্দ ফুরাইয়া গেল। জীব-বন্ধু প্রভু জীবকে ভক্তি পথে আনিয়া সুখী করিবেন, এই তাঁহার অবতারের প্রধান উদ্দেশ্য। তিনি বাধ্য হইয়া সন্ন্যাস লইয়াছেন, নিতাই সন্ন্যাস লইয়াছেন, গদাধর ও সরূপ ঐরূপে সন্ন্যাস লইয়াছেন। লোকের ইহাতে কাজেই একটী বিশ্বাস জন্মিয়া গিয়াছে যে, বৈষ্ণব হইতে গেলে উদাসীন হইতে হয়। স্বভাবতঃ লোকে গৃহস্থ ভক্ত হইতে উদাসীন ভক্তকে অধিক ভক্তি করে। স্বয়ং প্রভু উদাসীন, সুতরাং যিনি বৈষ্ণব তিনি যদি গৃহস্থ হইয়া থাকেন, তবে তাঁহার মনে বোধ হয় যে তিনি বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে অতি হীন। কুলীনগ্রামবাসী বসুগণ গৃহস্থ, তাঁহারা প্রত্যব্দ প্রভুকে আসিয়া জিজ্ঞাসা করেন যে, তাঁহারা গৃহস্থ বৈষ্ণব; তাঁহাদের কি কর্ত্তব্য। প্রভু তাঁহাদিগকে কত প্রকারে বুঝান যে, বৈষ্ণব ধর্ম্মে সংসার ত্যাগ প্রয়োজন নাই, কিন্তু তবু লোকে তাহা বুঝে না। লোকে সংসার ত্যাগ করিতে পারে না, শুধু এই নিমিত্ত ভক্তি

ধর্ম্ম প্রচারের ব্যাঘাত হইতে লাগিল। শ্রীঅদ্বৈতের দুই বিবাহ, তিনিও যদি বলেন যে, সংসার ত্যাগের প্রয়োজন নাই, তবু তাঁর শিষ্যগণে তাহা বুঝেন না। স্বভাবতঃ এ দেশীয়দের গার্হস্থ্য ধর্ম্মের উপর এইরূপ ঘৃণা। প্রভু ভাবিলেন, শ্রীনিত্যানন্দ বিবাহ করিলে লোকের এই ভ্রম একবারে যাইবে, যে সংসার ত্যাগ না করিলে ভব সাগর পার হওয়া যায় না।

একটী পদ আছে,

সাধে কি আমি গৌর গুণে ঝুরে মরি। ইত্যাদি

শ্রীগৌরাঙ্গ যে ধর্ম্ম শিক্ষা দিয়াছেন, ইহা সকল শাস্ত্রের বিবাদ নাশ করিয়াছে। বাসুদেব দত্তকে প্রভু বলিতেছেন, তুমি গৃহস্থ, তোমার সঞ্চয় করা কর্ত্তব্য। রামানন্দ রায় অধিকারী, অর্থাৎ রাজার অধীন রাজা, পরম আরামে দাস দাসী পরিবেষ্টিত হইয়া বাস করেন, দোলায় চড়িয়া ভ্রমণ করেন। শ্রীগদাধরের গুরু পুণ্ডরীক প্রেমনিধির কাহিনী আপনারা প্রথম খণ্ডে পাঠ করিয়াছেন। বাহ্যে তিনি মহাভোগী ছিলেন। রামানন্দ রায়ের মহিমার কথা কি বলিব। এই গৌর অবতারে মোটে সাড়ে তিন জন পাত্র, তাহার মধ্যে রামানন্দ রায় এক জন। শ্রীগৌর অবতারে চৌষট্টি মহান্ত, তাহার মধ্যে রাজা প্রতাপরুদ্র এক জন, ইনি তখন হিন্দু রাজাগণের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রতাপান্বিত, আপনার রাজ্য রক্ষার নিমিত্ত অহরহ মুসলমানগণের সহিত যুদ্ধ করিতেছেন। যিনি বড় শুদ্ধ বৈষ্ণব, তিনি মক্ষিকার অঙ্গে করস্পর্শ করেন না, কিন্তু প্রতাপরুদ্র প্রতি মাসে সহস্র বিপক্ষ সৈন্য বধ করিয়া, সহস্র সহস্র আপন সৈন্যের রক্ত মোক্ষণ করিয়া, কিরূপে এত বড় বৈষ্ণব হইলেন যে, তিনি এক জন মহান্তের মধ্যে গণ্য হইলেন?

পূর্ব্বে বলিয়াছি, শ্রীগৌরাঙ্গের গণ মদনমোহনকে ভজন করেন, মদন ভস্মকারিকে নয়। সন্ন্যাসীগণের রাজা, বৈদান্তিকগণের গুরু, শ্রীগৌরাঙ্গের ভক্ত, প্রকাশানন্দ সরস্বতী, তাঁহার অদ্ভুত গ্রন্থ চৈতন্যচন্দ্রামৃতে বলিতেছেন যে, গৌর-ভক্ত তাঁহার ইন্দ্রিয়গণকে ধ্বংশ করেন না, তবে উহাদিগকে অখণ্ড রাখেন, রাখিয়া উহাদের লইয়া খেলা করেন, কেমন ভাবে, না, যেমন সর্প-বৈদ্যগণ সর্পের বিষ-দন্ত উৎপাটন করিয়া তাহাদের লইয়া খেলা করে। অতএব গৌর-ভক্তগণ ইন্দ্রিয়-রূপ বিষ-সর্পগণকে প্রাণে মারেন না, যেমন তেমনি রাখেন। তবে তাহারা ক্ষতি করিতে না পারে

এই নিমিত্ত তাহাদের বিষ দন্ত উৎপাটন করেন, করিয়া তাহাদিগকে অধীনে রাখিয়া খেলা করেন। প্রভু, ছয় গোস্বামীর মধ্যে এক জন রঘুনাথ দাসকে বলিতেছেন। যথা—

যথাযোগ্য বিষয় ভুঞ্জ অনাবিষ্ট হয়ে।

এখন দেখুন ধর্ম্ম কি? ঈশ্বরের সৃষ্টিতে জটিলতা কিছু নাই, নিরর্থক কিছুই নাই, সমুদায়েরই প্রয়োজন আছে। আমরা ইহা স্পষ্টতঃ দেখিতেছি যে, সকল দ্রব্যেরই সৎ ও অসৎ ব্যবহার আছে। অতএব শ্রীভগবান দত্ত কোন দ্রব্য ধ্বংশ করিও না, অসৎ ব্যবহার করিও না, সমুদায় ঠিক রাখ, রাখিয়া উহাদের সদ্ব্যবহার কর। যদি শ্রীভগবান জ্ঞানময় ও প্রেমময় হন, তবে ইহা বই আর সিদ্ধান্ত হইতে পারে না।

এ সব কথা বলি কেন, শ্রবণ করুন। লোকে বলে যে বৌদ্ধ ধর্ম্মে ও হিন্দু ধর্ম্মে হিন্দুদিগকে নিস্তেজ করিয়া ফেলিয়াছে। অহিংসা পরম ধর্ম্ম, যে হিন্দুগণের বিশ্বাস, তাহাদের পরাধীনতা কেন না হইবে? উপবাস, মিতাহার, নিরামিষ আহার, মদ্যে বিতৃষ্ণা, যে ধর্ম্মের প্রধান অনুষঙ্গ, তাহাতে জীবকে নিস্তেজ কেন করিবে না? এ কথা অনেকে বিশ্বাস করেন যে, শুদ্ধ কেবল হিন্দুগণকে আসুরিক ভাব দিবার নিমিত্ত বীরাচার তন্ত্রের সৃষ্টি হইল। বীর কাহারা, না যাহারা মদ্য মাংস প্রভৃতি ভক্ষণ করে, অর্থাৎ যাহারা অসুর। এখন ইংরাজগণকে দেখিয়া বলিতে পারেন যে, বৈষ্ণব ধর্ম্ম লইব, লইয়া উপবাস করিয়া করিয়া কি আমরা আরও নিস্তেজ হইব? একে হিন্দুজাতি ধ্বংশ প্রায়, তাহাতে যে টুকু বাকি আছে, বৈষ্ণব হইয়া তাহাও কি খোয়াইব? বৈষ্ণব হইলে কেবল ক্ষতির মধ্যে এক দেখিতেছি যে, মাংস ভক্ষণ করার পক্ষে ব্যাঘাত হয়। কিন্তু শাস্ত্রে দেখিতেছি শ্রীনিত্যানন্দ গৃহী হইয়া মৎস্য মাংস ইত্যাদি যত বার ইচ্ছা ভোজন করিতেন। তাই বলিয়া আমরা মাংস ভোজনের অনুমোদন করিতে পারি না। ফল কথা, যাঁহার ভক্তির উদয় হইয়াছে, তাঁহার পক্ষে, তিনি অতি বড় তেজীয়ান না হইলে, জীব হত্যার মধ্যে থাকিতে বড় কষ্টকর হইবে। মাংস ভক্ষণ শারীরিক বলের নিমিত্ত নিতান্ত প্রয়োজনীয় নহে, যাঁহার ভক্তি বৃত্তি উত্তেজিত হইয়াছে, তাঁহার হৃদয় কোমল হইয়া আপনি আপনি পশু হত্যার প্রতি বিরক্তি জন্মিবে।

স্থূল কথা, শ্রীভগবান মনুষ্যকে যত গুলি বৃত্তি দিয়াছেন, সমুদয়ের সদ্ব্যবহার করিতে হইবে। তবে সেই সঙ্গে সঙ্গে ভগবদ্ভক্তি উৎকর্ষিত হইলে এই

বৃত্তি গুলির মধ্যে কেহ যথেচ্ছাচার করিতে পারে না, সমুদায় বৃত্তি গুলি তাঁহাদের নিয়মিত কার্য্যের অতিরিক্ত করিতে অসক্ত হয়। প্রভু বলিতেছেন, "যথাযোগ্য বিষয় ভুঞ্জ অনাসক্ত হইয়া।" ভক্তির উৎকর্ষ করিলে আপনা-আপনি বিষয় হইতে মন অন্তর্হিত হয়। মনে রাখিবেন যে, তৃণ হইতে নীচ হইতে হইবে বলিয়া, নিস্তেজ কাপুরুষ হইতে হইবে না। ইন্দ্রিয় স্ববশে রাখিতে হইবে বলিয়া, শরীর দুর্ব্বল করিতে হইবে না। এক আশ্চর্য্য দেখিবেন যে, শ্রীবৈষ্ণবের যত ভজন সমুদায় শরীরের স্বাস্থ্য ও মনের তেজ বৃদ্ধিকারক। বৈষ্ণবগণ শ্রীভগবানকে নিবেদন করিয়া দিয়া উদর পূর্ত্তি করিয়া ভোজন করেন। নৃত্য গীত তাঁহাদের ভজন, তাঁহাদের শরীর কেন ভাল থাকিবে না? এমন কি, বৈষ্ণব শাস্ত্রে এরূপ কথাও আছে যে, যাঁহার উদরে বায়ুর সৃষ্টি হয়, তাঁহার প্রেম ভক্তি চর্চ্চা করা দুর্ঘট হইয়া পড়ে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, প্রেম ভক্তি ভজনের নিমিত্ত উত্তম জীর্ণ শক্তি অর্থাৎ উত্তম স্বাস্থ্য প্রয়োজন। সংসার ধর্ম্ম আচরণ করাই ধর্ম্ম, ইহার বিপরীত কাজই অধর্ম্ম। তবে কোন প্রধান উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত তেজীয়ান লোকে সংসার হইতে পৃথক হইয়া থাকিতে চাহেন। যাঁহাদের কোন মহৎ উদ্দেশ্য আছে, কি যাঁহারা বীর পুরুষ, অসুর দমন করিবেন সংকল্প রহিয়াছে, এরূপ সমুদায় লোকে, তাঁহাদের কার্য্য উদ্ধারের সুবিধা হইবে বলিয়া, সংসারে আবদ্ধ হইতে চাহেন না। প্রভু সেইরূপ মহা উদ্দেশ্য সাধন নিমিত্ত সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

শ্রীনিতাইকে মহাপ্রভু বলিতেছেন "তুমি মুনি ধর্ম্ম লইয়া থাকিলে কাজেই জীব যে অন্ধ তাহাই থাকিল। তুমি গৌড় দেশে যাও, আপনি সংসার কর, করিয়া জীবের প্রকৃত ধর্ম্ম কি তাহা দেখাও।"

প্রভুর আর একটি উদ্দেশ্য ছিল:, গুরু কুল রক্ষা দুই প্রকারে হইতে পারে। গুরু বংশ দ্বারা, ও গুরু শিষ্য দ্বারা। যাঁহারা উদাসীন, তাঁহাদের গাদি তাঁহারা আপনাদিগের শিষ্যগণের মধ্যে বাছিয়া এক জন উদাসীনকে দিয়া থাকেন। আবার যে আচার্য্য গৃহী তাঁহার ঔরষ পুত্র তাঁহার স্থান প্রাপ্ত হয়েন। প্রভুর বিবেচনায় গুরু কুল রাখিতে শিষ্য অপেক্ষা ঔরষ পুত্র ভাল। আমরাও দেখিতেছি যে, যেখানে শিষ্য দ্বারা গুরুকুল রক্ষিত হইয়াছে, সেখানে পরিশেষে পরম বিভ্রাট উপস্থিত হইয়াছে। শ্রীনিত্যানন্দ আসিয়া সংসারধর্ম্ম আচরণ করিলেন, তাই গুরু কুলের মধ্যে প্রধান এক শাখার সৃষ্টি হইল। কে জানে, শ্রীনিত্যানন্দ সংসার না করিলে বৈষ্ণব ধর্ম্মের কি দশা হইত?

শ্রীনিত্যানন্দের প্রতি প্রভু যে কঠোর আজ্ঞা করিলেন তাহা একটু বর্ণনা করিতে হইবে, নতুবা সকলে বুঝিতে পারিবেন না। যে ব্যক্তি কৌপীন পরিধান করিয়াছেন, তাহা আবার ত্যাগ করিয়া বস্ত্র পরিধান করিলে তিনি পতিত হয়েন। তাঁহার ছায়া মাড়াইলে অধর্ম্ম হয়। মনে ভাবুন, এরূপ কঠোর নিয়ম না করিলে, যে সে উদাসীন হইত, আর উহা ভাল লাগিল না দেখিয়া আবার সংসারে আসিত। অতএব এরূপ কঠোর নিয়ম না করিলে উদাসীনের উপর লোকের শ্রদ্ধা থাকিত না। প্রভুর আজ্ঞায় শ্রীনিতাইয়ের এখন কৌপীন ছাড়িয়া পতিত হইতে হইবে। তাহার পরে বিবাহ করিতে হইবে, বিবাহ কিরূপ, না হিন্দু সমাজ সম্মত। নিতাইয়ের জাতি কি; তাহা ঠিক কেহ জানেন না। কুল কি তাহা লইয়া মহা গণ্ডগোল নিতাইয়ের অন্ন বিচার নাই, দ্বাদশ বর্ষ হইতে দ্বাত্রিংশৎ বর্ষ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের নানা স্থানে তীর্থ দর্শন করিয়া বেড়াইয়াছেন। তিনি যদি বিবাহ করিতে চাহেন, তবে ভদ্র ব্রাহ্মণে তাঁহাকে কেন কন্যাদান করিবেন ?

তাহার পর তিনি নিমাইয়ের দাদা। নিমাই নির্ম্মল পবিত্র, ঘোর তপস্যা করিতেছেন। তিনি নিমাইয়ের দাদা হইয়া ধর্ম্ম ত্যাগ করিবেন, পরিত্যক্ত উপবীত আবার গ্রহণ করিবেন, বিবাহ করিবেন, কাচ্চা বাচ্চা পালন করিবেন, করিয়া হরিনাম বিতরণ করিবেন। ইহাত কিরূপে হইবে ? লোকে এত অত্যাচার কিরূপে সহিবে ? কিন্তু নিতাই তাঁহার ভক্তিবলে সমুদায় করিয়াছিলেন। নিতাই গৌড়দেশে আসিয়া কি তরঙ্গ উত্থিত করেন, তাহার আভাস একটু পূর্ব্বে দিয়াছি। এখন শ্রীচৈতন্য ভাগবত হইতে কয়েক পংক্তি উঠাইয়া দেখাইব যে, নিতাইয়ের আগমনে গৌড়দেশে একবারে তোলপাড় উপস্থিত হইয়াছিল।

নিতাইয়ের,

কি ভোজনে কি শয়নে কিবা পর্য্যটনে।
ক্ষণেক না যায় ব্যর্থ সংকীর্ত্তন বিনে॥
যেখানে করেন নৃত্য কৃষ্ণ সংকীর্ত্তন।
তথায় বিহ্বল হয় কত কত জন॥
গৃহস্থের শিশু কোন কিছুই না জানে।
তাহারাও মহা মহা বৃক্ষ ধরি টানে॥
হুঙ্কার করিয়া বৃক্ষ ফেলে উপাড়িয়া।

মুঞ্জিরে গোপাল বলি বেড়ায় ধাইয়া॥
হেন যে সামর্থ্য এক শিশুর শরীরে।
শত জনে মিলিয়াও ধরিতে না পারে॥
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য জয় নিত্যানন্দ বলি।
সিংহনাদ করে হই মহা কুতূহলী॥
এই মত নিত্যানন্দ বালক জীবন।
বিহ্বল করিতে লাগিলেন শিশুগণ॥
মাসেকেও এক শিশু না করে আহার।
দেখিতে লোকের চিত্তে লাগে চমৎকার॥
হইলেন বিহ্বল সকল ভক্তবৃন্দ।
সবার রক্ষক হইলেন নিত্যানন্দ॥
পুত্র প্রায় করি প্রভু সবারে ধরিয়া।
করায়েন ভোজন আপন হস্ত দিয়া॥
কাহারেও বান্ধিয়া রাখেন নিজ পাশে।
বান্ধেন মারেন তবু অট্ট অট্ট হাসে॥
এক দিন গদাধর দাসের মন্দিরে।
আইলেন তানে প্রীতি করিবার তরে॥
গোপী ভাবে গদাধর দাস মহাশয়।
হইয়া আছেন অতি পরানন্দময়॥
মস্তকে করিয়া গঙ্গাজলের কলস।
নিরবধি ডাকে কে কিনিবি গো-রস॥ (চৈতন্যভাগবত)

অনেকে এখন শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুকে আশ্রয় করিতেছেন। আমরা বলি যে, শ্রীভগবান, যে দেশে যাহা প্রয়োজন, তাহাই সেই দেশে সৃষ্টি করেন। অতএব অবতার যদি লইতে হয়, তবে অন্ততঃ বাঙ্গালিগণকে শ্রীগৌরাঙ্গকে লইতে হইবে। তাহার পরে শ্রীগৌরাঙ্গ শুধু বাঙ্গালি বলিয়া আমাদের পূজ্য নয়, তাঁহার মত বস্তু ত্রিজগতে আর খুঁজিয়া পাইবেন না। যদি ভারতবর্ষীয়গণ এইরূপে ভক্তি বারি সিঞ্চন দ্বারা তাঁহাদিগের নির্জীব আত্মাকে সতেজ করিতে পারেন, তবেই তাঁহাদের রক্ষা। কোন জাতি মরিয়া থাকে, কোন জাতি মরিতে মরিতে বাঁচিয়া উঠে। ইহার ঔষধ কোন একটী তরঙ্গ। কিন্তু যত রূপ তরঙ্গে মনুষ্য সমাজ তোল পাড় করে, তাহার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা তেজ-

স্বর ও নির্দ্দোষ এই ভক্তির তরঙ্গ। এই ভক্তি তরঙ্গে বৌদ্ধগণ নূতন শক্তি পাইয়া পৃথিবী অধিকার করিলেন। ইহা দ্বারা খৃষ্টিয়ানগণ ও মুসলমানগণ প্রভৃত শক্তিসম্পন্ন হইলেন। ভারতবর্ষীয়গণ যদি আবার সেইরূপ ভক্তির তরঙ্গ উঠাইতে পারেন, তবে তাঁহারাও পুনর্জীবন পাইবেন। রাজনীতি ভারতবর্ষীয়গণের পক্ষে বলকারী দ্রব্য নয়, তাঁহাদের মহত্ব আধ্যাত্মিক ভিত্তির উপর স্থাপিত। ভারতবাসীগণ তাহাই করুন, পুনর্ব্বার জীবন পাইবেন। আর আধ্যাত্মিক জীবন পরিবর্দ্ধন করিতে হইলে গৌরাঙ্গ ব্যতীত যে আর উপায় আছে, তাহা বোধহয় না। অন্ততঃ ইহার ন্যায় সহজ ও পরিষ্কার উপায় যদি কিছু থাকে তাহা আমাদের গোচর নাই।

আপনার অন্তরে তরঙ্গ উঠিলে অন্যের হৃদয়ে কিঞ্চিৎ পরিমাণে তরঙ্গ উত্থিত করা যায়। যদি এইরূপে সমাজে কোন কারণে তরঙ্গ উঠে, তবে সে সমাজ কিছু না কিছু উন্নতি লাভ করে। এইরূপে ধন লোভের নিমিত্ত কি যুদ্ধের নিমিত্ত কখন কখন সমাজে তরঙ্গ উঠিয়া থাকে, প্রায়ই এই সমুদায় তরঙ্গে কিছু না কিছু সামাজিক উন্নতি হয়। ইউরোপের যে কিছু উন্নতি, উহা প্রায় ধন লোভে হইয়াছে। বিদ্যালোভে যে তরঙ্গ উঠে ইহা কেহ কস্মিন্ কালে দেখেন নাই। ইহা কেবল বাঙ্গালীগণ নবদ্বীপে সৃষ্টি করিয়া দেখাইয়াছেন। শ্রীনবদ্বীপে যে বিদ্যার তরঙ্গ উঠে, তাহার চরম ফল হইল শ্রীভগবানের পূর্ণ অবতার!

কোন ক্রমে সমাজে তরঙ্গ উঠিলে উহার গতি অনুসারে উহার ফল লাভ হয়। হৃদয়ে তরঙ্গ উঠিয়াছে, কিন্তু উহা অর্থ উপার্জ্জনের নিমিত্ত নিয়োজিত হইল, তাহাতে যে ফল হইবে তাহা অপেক্ষা অবশ্য পরমার্থের নিমিত্ত উহা নিয়োজিত হইলে অধিক ফল হইবে। শ্রীমহম্মদ ভক্তির সাহায্যে তরঙ্গ উঠাইলেন, পরে, উহা যুদ্ধ বিগ্রহে নিযুক্ত হইল। উহাতে নির্জীব মুসলমানগণ একবারে জগৎ জয় করিতে সক্ষম হইল। বৌদ্ধগণ এই তরঙ্গ, জীবকে দয়া ধর্ম্ম শিখাইবার নিমিত্ত নিয়োজিত করিলেন। তাঁহারা জাপান পর্য্যন্ত তাঁহাদের মতে আনয়ন করিলেন। মনে ভাবুন কোথা জাপান কোথা মিথিলা, কোথা সংস্কৃত ভাষা কোথা জাপান ভাষা, কোথা বাঙ্গালি কোথা জাপানদেশীয় লোক। কিন্তু ভক্তির তরঙ্গে এই অসাধ্য অননুভবনীয় ব্যাপার সিদ্ধ হইয়াছিল, অর্থাৎ বাঙ্গালিগণ জাপানে গমন করিয়া তাহাদিগকে সমতে আনিয়াছিলেন।

গৌর অবতার কালে রাজা ছিলেন মুসলমান, বাড়ী গৌড়ে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে বাঙ্গালার রাজধানী ছিল নবদ্বীপে। এই নবদ্বীপ শাসনের জন্য রাজার দৌহিত্র চাঁদকাজি ছিলেন। ইনি সহস্র সহস্র পাঠান সৈন্য দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া দেশ শাসন করিতেন। শ্রীগৌরাঙ্গ মুহূর্ত্তের মধ্যে, বিনা অস্ত্র চালনায়, তাহাকে দমন কিরূপে করিলেন? লক্ষ লক্ষ লোক ভক্তি বলে উন্মাদ, তাই যদিচ তাঁহাদের অস্ত্র ছিল না, যদিও তাঁহারা কস্মিন্ কালে যুদ্ধ করেন নাই, তবু তাঁহারা সেই মুহূর্ত্তে প্রভূত শক্তি পাইয়া, সেই পাঠান সৈন্যগণকে ফুৎকার দ্বারা উড়াইয়া দিলেন। মনে ভাবুন শ্রীগৌরাঙ্গ যদি বৈষ্ণবগণের ঐ ভাব রাখিয়া দিতেন, তবে হয়ত বাঙ্গালিগণ অদ্য মুসলমানদিগের ন্যায় জগৎ জয় করিতে সক্ষম হইতেন। নির্জ্জীব হিন্দুগণ যদি এখন জীবনে কোন লক্ষণ দেখাইতে পারেন, তবে সে ধর্ম্ম লইয়া। যদি এ দেশবাসীগণ আবার ভক্তি তরঙ্গে পড়িয়া যাইতে পারেন, তবে আবার জাতিরূপে পরিগণিত হইতে পারিবেন।

এইরূপে নীলাচলে চারিমাস মহোৎসব হইল, প্রত্যহ আনন্দ, প্রত্যেক মুহূর্ত্তে আনন্দ, দেহধর্ম্ম পালন করিতে যে সময় প্রয়োজন উহা ছাড়া সকল সময়েই ভক্তগণ আনন্দে ভাসিতেছেন। ইতিমধ্যে এক দিবস এক ভয়ঙ্কর ঘটনা উপস্থিত হইল। ভক্তগণ নৃত্য করিতেছেন, এমন সময় প্রভু অচেতন হইয়া কূপের মধ্যে পড়িয়া গেলেন। ইহাতে কি হইল তাহা বর্ণনা করা দুঃসাধ্য। সকলে অনেক কষ্ট করিয়া প্রভুর জীবন শূন্য দেহ উঠাইলেন। সকলে ভাবিলেন প্রভুর হাড় চূর্ণ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু—

কিছু নাহি জানেন প্রভু প্রেমভক্তি রসে।
বালকের প্রায় যেন কূপে পড়ি ভাসে॥
সেই ক্ষণে কূপ হইল নবনীত ময়।
প্রভুর শ্রীঅঙ্গে কিছু ক্ষত নাহি হয়॥ (ভাগবত।)

প্রভুকে কূপ হইতে উঠাইলে তাঁহার চেতন হইল। তখন শুনিলেন যে তিনি কূপের মধ্যে পড়িয়া গিয়াছিলেন। প্রভুর এই কার্য্যে সকলের মহাভয় হইল। প্রভু স্বেচ্ছাময়, কবে লীলা সম্বরণ করিয়া ভক্তগণকে ছাড়িয়া যাইবেন, কে জানে? তখন শ্রীঅদ্বৈত অতি কাতরে প্রভুর শরণ লইলেন। শ্রীঅদ্বৈত বর মাগিলেন। বর মাগিলেন যে, তিনি অনুমতি না দিলে প্রভু লীলা সঙ্গোপন করিতে পারিবেন না। ইহাতে—

তাঁর মুখ দেখি হাসে শচীর নন্দন।
অঙ্গীকার জানি আচার্য্য করেন নর্ত্তন॥ (চরিতামৃত)

সকলের মনে ভয় যে প্রভু স্বেচ্ছাময়, কবে কোন দিন চলিয়া যাইবেন, তাহার ঠিকানা নাই। তাই শ্রীঅদ্বৈত, প্রভুর নিকট অঙ্গীকার করিয়া লইলেন যে তিনি, অদ্বৈত প্রভুর অনুমতি ব্যতীত, পলাইতে পারিবেন না।

প্রভু সকলের সমক্ষে নিতাইকে আবার বলিলেন—

প্রতি বর্ষ নীলাচলে আর না আসিবে।
গৌড়ে রহি মোর ইচ্ছা পালন করিবে॥

কুলীন গ্রামবাসীগণ আবার প্রভুর নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন, যে, তাঁহারা গৃহস্থ বৈষ্ণব, তাঁহাদের কর্ত্তব্য কি? তাঁহারা কিরূপে শ্রীভগবানের চরণ পাইবেন। প্রভু বলিলেন যে নাম-সংকীর্ত্তন ও বৈষ্ণব-সেবা করিলে তাঁহারা শ্রীপদ পাইবেন। তাহাতে তাঁহারা আবার জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তাঁহারা যে বৈষ্ণব সেবা করিবেন, কিন্তু বৈষ্ণব কিরূপে চিনিয়া লইবেন? প্রভু বলিলেন যে, যে ব্যক্তির মুখে সর্ব্বদা কৃষ্ণনাম সেই ব্যক্তি বৈষ্ণব। কিন্তু কুলীন গ্রামবাসীগণ ইহাতেও সন্তুষ্ট হইলেন না। সে পরের কথা। ভক্তগণের সহিত দামোদর পণ্ডিত চলিলেন, প্রভু জননীর নিকট সেই বহুমূল্য শাটী ও জগন্নাথের নানাবিধ প্রসাদ পাঠাইলেন।

যত দিবস ভক্তগণ নীলাচলে থাকেন, তত দিবস প্রভু অনেকটা সচেতনে থাকেন। ভক্তগণ বিদায় হইবার সময় প্রভুর মুখ মলিন হইয়া যায়। যাঁহার হৃদয় নবনীত হইতে কোমল, তাঁহার যে চিরদিনের বন্ধুগণকে বিদায় দিতে দুঃখ হইবে, তাহার আর বিচিত্র কি। সে মুখ দেখিয়া ভক্তগণের হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইত। ভক্তগণ বিদায় হইলে, কিন্তু প্রভুর দুঃখ থাকিত না। তখন প্রভুর সচেতন ভাব অনেকটা লোপ হইত, হওয়ায় তিনি বাহ্য জগতের সহিত বিদায় লইয়া অন্তরে লুকাইতেন। অন্তর্জগতে থাকিয়া প্রভু উহা বর্ণনা করিতেন, তাহাকে মহাপ্রভুর প্রলাপ বলে। যদি পাষাণ বিগলিত করিতে চাহ, যদি ভক্তিরস আস্বাদ করিতে চাহ, যদি কৃষ্ণ-প্রেম আহরণ করিতে চাহ, তবে প্রভুর এই প্রলাপ লীলা শ্রবণ ও মনন দ্বারা আপনাকে জর জর কর।

শ্রীগৌরাঙ্গের প্রলাপ বর্ণনা করিব, আমাদের এরূপ কি সাধ্য আছে?

শ্রীকবিরাজ গোস্বামী না পারিয়া ক্ষান্ত দিয়াছেন। জীব মাত্রেই ঐরূপ ক্ষান্ত দিবেন। তবে যত টুকু পারি কিছু কিছু বলি। এখন কিছু বলি, অল্পে অল্পে এইরূপ আর কিছু অন্য সময়ে বলিব।

শ্রীগৌরাঙ্গের শ্রীকৃষ্ণ ভাবে রাধার নিমিত্ত রোদন ও রাধা ভাবে শ্রীকৃষ্ণের নিমিত্ত যে রোদন ইহার আভাস পূর্ব্বে দিয়াছি। শ্রীনবদ্বীপে প্রায়ই শ্রীকৃষ্ণভাবে রাধা বলিয়া প্রভু রোদন করিতেন, আর নীলাচলে রাধা ভাবে কৃষ্ণ বলিয়া রোদন করিতেন।

প্রভু নীলাচলে বসিয়া আছেন, মুখ মলিন, কখন কখন অতি বেগে নয়ন ধারা পড়িতেছে। ইহার কারণ হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণের বিরহ। প্রভুর শ্রীমুখের বাক্য চরিতামৃতে এই রূপে বর্ণিত আছে। প্রভু বলিতেছেন—

কাঁহা করো কাঁহা পাঙ ব্রজেন্দ্রনন্দন।
কাঁহা মোর প্রাণনাথ মুরলীবদন॥
কাহারে কহিব কেবা জানে মোর দুঃখ।
ব্রজেন্দ্রনন্দন বিনা ফাটে মোর বুক॥

কেহ কাহার বিরহে রোদন করে, ইহা সচরাচর দেখা যায় না। কিন্তু পতি বহু দিবস বিদেশে আছেন, সতী স্ত্রী গোপনে রোদন করিতেছেন, ইহা অনুভব করা যায়। ইহাও অনুভব করা যায় যে, সেই সতী স্ত্রী তাহার নিতান্ত কোন মর্ম্মী সখীর নিকট তাঁহার মনের বেদনা উঘাড়িয়া বলিতেছেন আর কান্দিতেছেন। কিন্তু প্রভুর শুধু ক্রন্দন নয়, তাহা অপেক্ষা অনেক গাঢ়তর উদ্বেগের চিহ্ন, যথা মূর্চ্ছা ও শ্বাস রোধ, বিবর্ণ ও প্রলাপ বাক্য।

প্রভুর রাধাভাবে কৃষ্ণ ও কৃষ্ণভাবে রাধা, জীবন্ত সামগ্রী, কোন কল্পনার বস্তু নহে। প্রভুর দেহে শ্রীমতী স্বয়ংপ্রকাশ হইয়াছেন। তখন সে দেহে আর নিমাই কি কৃষ্ণচৈতন্যের কোন ভাব নাই। তখন প্রভু একেবারে রাধা হইয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় কি দ্বারকায়। কৃষ্ণ নাই বলিয়া প্রভু আপনাকে রাধা ভাবিয়া বিহ্বল হইয়া রোদন আর নানাবিধ প্রলাপ বকিতেছেন, কখন কখন মূর্চ্ছিত হইতেছেন, কখন কৃষ্ণান্বেষণে দৌড় মারিতেছেন। যত সন্ধ্যা হইতেছে প্রভুর মনের বেগ ততই বাড়িতেছে।

এই প্রভুর মনের ভাব। ইহাতেই মুখ মলিন, ইহাতেই ঝলকে ঝলকে তরঙ্গ উঠিতেছে, আর নয়ন জল পড়িতেছে। কাছে সরূপ ও রামানন্দ

বসিয়া নানা রূপে প্রভুকে আনমনা করিতেছেন, ও প্রভুর মন কৃষ্ণ হইতে অন্য দিকে লইবার চেষ্টা করিতেছেন। নানা বাজে কথা বলিতেছেন। প্রভু উপরোধে এ কথার ও কথার উত্তর দিতেছেন। কখন বা তাঁহারা হাসিবার কথা বলিতেছেন, প্রভু উপরোধে হাসিতেছেন। কিন্তু সে হাসি দেখিলে মনে আনন্দ হয় না, প্রত্যুত হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়। এমন সময় কেহ আগমন করিল। অমনি সরূপ বলিতেছেন, "প্রভু এক বার কৃপা করুন, অমুক আসিয়াছেন চরণে প্রণাম করিতেছেন।"

এইরূপে সরূপ রামরায় নানা চেষ্টায় প্রভুকে চেতন ও আনমনা রাখিতেছেন। প্রভু কাতর বদনে ইতি উতি চাহিতেছেন। প্রভু থাকিয়া থাকিয়া দীর্ঘশ্বাস ছাড়িতেছেন। থাকিয়া থাকিয়া কাঁদিয়া উঠিতেছেন। যত বেলা যাইতেছে, ক্রমেই কৃষ্ণ-বিরহ-বেদনা বাড়িতেছে, ও ক্রমেই সরূপ রামরায়ের চেষ্টা নিষ্ফল হইতেছে। শেষে সন্ধ্যাও হইল আর সরূপ রামরায় পরাজয় মানিলেন। প্রভুকে আর চেতন রাখিতে পারিলেন না। প্রভু একেবারে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন, অগাধ বিরহ সমুদ্রে ডুবিলেন!

গম্ভীরায় অর্থাৎ ভিতর প্রকোষ্ঠের মধ্যে অতি গুপ্ত স্থানে তখন প্রভুকে লওয়া হইল। ফলতঃ সন্ধ্যা হইলেই সরূপ রামরায় তাঁহাকে সেই গম্ভীরার ভিতরে লইয়া যান। লইয়া যান ইহার অর্থ এই যে, তখন প্রভু কোথায় কি করিতেছেন, কেন কি করিতেছেন, কিছু তাঁহার জ্ঞান থাকে না। সুতরাং তাঁহাকে লইয়া যাইতে হইত।

এই ভিতর প্রকোষ্ঠে প্রভু আসনে আসীন, সম্মুখে স্বরূপ রামরায় বসিয়া। সম্মুখে একটী প্রদীপ টিপ্‌টিপ্ করিয়া জ্বলিতেছে। তখন শ্রীগৌরাঙ্গ আপনাকে শ্রীরাধা ভাবিতেছেন, আর ভাবিতেছেন শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে ফেলিয়া মথুরায় গিয়াছেন। সরূপকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, "সরূপ! তুমি আমাকে প্রবোধ দেও, আর প্রবোধ না মানিলে দুঃখিত হও। কিন্তু বল দেখি এমন হতভাগিনী জগ মাঝে কে? কৃষ্ণ কাল আসিব বলিয়া গেলেন, আর কত যুগ বয়ে গেল। আমি বেঁচে আছি কেন জান? কেবল কঠিন প্রাণ বলিয়া। কৃষ্ণ, তুমি আমাকে এ দুঃখ না দিয়া আমাকে বধ কর," এই বলিয়া প্রভু ধূলায় পড়িলেন।

তখন দুইজনে আস্তে আস্তে ধরিয়া প্রভুকে উঠাইলেন। রামানন্দ প্রভুর মনের ভাব ফিরাইবার নিমিত্ত শ্লোক পড়িলেন যে, কৃষ্ণ বৃন্দাবন ত্যাগ

করিয়া কখন যান না। প্রভু এই কথা শুনিয়া সহর্ষে বলিতেছেন, "কৃষ্ণ বৃন্দাবনে আছেন? তবে আর কি? চল আমাকে নিয়া চল।"

শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনে আছেন, এই আনন্দে প্রভুর মনের ভাব ফিরিয়া গেল। তখন বলিতেছেন, "সরূপ, আমার কৃষ্ণের রূপ একবার বল, আমি শুনি।" এই কথা বলিয়া আপনি বলিতে লাগিলেন। তখন সুধার সমুদ্র উথলিয়া উঠিল।

গৌরাঙ্গের মনে যখন যে ভাব হইতেছে বদনে তাহা তদ্দণ্ডে প্রকাশ পাইতেছে। অতি সরলা বালিকা মনের ভাব গোপন করিতে পারে না। শ্রীগৌরাঙ্গের মনও বালিকার মনের ন্যায় সরল। যখন যে ভাবটি হইতেছে, তাহা তখনই বদনে দেখা যাইতেছে। সরূপ রামরায় যেমন প্রভুর সমুদায় কথা শুনিতেছেন, আবার ভাব পরিবর্ত্তনের সঙ্গে মুখের ভাবের পরিবর্ত্তন দেখিতেছেন। ইহাতে প্রভুর মুখে নব নব রূপের উদয় হইতেছে, প্রত্যেক রূপ তুল্য মনোহর।

কখন প্রভু একেবারে বিহ্বল হইতেছেন। সরূপকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, "ললিতে! তোরা কৃষ্ণ দর্শনে যাবি কি না আমাকে বল? আমি এই বেরোলাম।" ইহাই বলিয়া প্রভু উঠিলেন ও দ্রুত পদে গমনোদ্যত হইলেন। তখন সরূপ রামরায় তাঁহাকে ধরিলেন, ধরিয়া তাঁহাকে একটু সচেতন করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। অগ্রে বলিলেন, প্রভু শান্ত হউন, বসুন, কোথা যাইবেন, ধৈর্য্য ধরুন।

কিন্তু ইহাতে প্রভু কর্ণপাত করিলেন না। তখন সরূপ বলিতেছেন, চুপ কর। জটিলা বুড়ী এখনও জাগ্রত আছে। সে নিদ্রা যাউক, তবে আমরা যাবো। অমনি প্রভু ভয়ে চমকিত হইয়া বসিলেন, ও চুপে চুপে কথা কহিতে লাগিলেন।

ইতিমধ্যে প্রভুর হঠাৎ একটু চেতন হইল। তখন সরূপকে বলিতেছেন, সরূপ! তুমি ত ললিতা নও। তুমি না সরূপ? আর আমি না কৃষ্ণচৈতন্য? আমিত রাধা নই, তবে আমি এখন কি প্রলাপ করিলাম?

সরূপকে প্রভু এইরূপ বলিতেন, তাহাতেই প্রভুর এই সমুদায় ভাবকে "প্রলাপ" বলিয়া উক্ত হইতেছে।

প্রভু বলিতেছেন, "সরূপ! আমি কি প্রলাপ বকিলাম? আমি যেন স্বপ্নে দেখিতেছিলাম? দেখিতেছিলাম কি—" বলিতে গিয়া আর বলিতে পারিলেন না, আবার বিহ্বল হইলেন। তখন সরূপের গলা ধরিয়া কান্দিয়া

বলিতেছেন, সরূপ! তুমি যদি আমাকে ভাল বাস, তবে আমাকে কৃষ্ণ আনিয়া দিয়া আমাকে প্রাণে বাঁচাও। আমার প্রাণ যায়, তুমি একবার আমার উপকার কর। আমি চিরকাল তোমার হইব। তুমি একবার আমাকে কৃষ্ণকে দেখাও। সরূপ এই আমার প্রাণ গেল। ইহাই বলিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

অনেক যতনে প্রভু চেতন পাইলেন। প্রভু নীলাচলে, শচী বিষ্ণুপ্রিয়া ও মর্ম্মী ভক্তগণ নবদ্বীপে, সুতরাং তাঁহার মনে দুঃখ হইবার কথা। কিন্তু ভক্তগণ নীলাচল ত্যাগ করিলেন, অমনি প্রভু কৃষ্ণ বিরহে একেবারে ডুবিলেন। প্রভুর দিবা ভাগে কিছু চেতন থাকে বটে, কিন্তু সন্ধ্যা হইলে আর কেহ তাঁহার ভাব ভঙ্গ করিতে পারে না। প্রভু সরূপ রামানন্দকে শ্লোকবন্ধে তাঁহার হৃদয়ের ব্যথা এইরূপে উঘাড়িয়া বলিতেছেন। যথা প্রভু কৃত শ্লোক—

প্রাপ্তপ্রণষ্টাচ্যুতবিত্ত আত্মা যযৌ বিষাদোজ্ঝিত দেহ গেহঃ।
গৃহীত কাপালিক ধর্ম্মো কো মে বৃন্দাবনং সেন্দ্রিয় শিষ্য বৃন্দং॥

এই শ্লোকের অর্থ কবিরাজ গোস্বামী এইরূপ করিতেছেন যথা—

প্রাপ্তরত্ন হারাইয়া, তার গুণ স্মঙরিয়া,
মহাপ্রভু সন্তাপে বিহ্বল।
রায় সরূপের কণ্ঠ ধরি, কহে হাহা হরি হরি,
ধৈর্য্য গেল হইল চপল॥
শুন বান্ধব কৃষ্ণের মাধুরী।
যার লোভে মোর মন, ছাড়ি লোক বেদধর্ম্ম,
যোগী হইয়া হইল ভিখারী॥ ধ্রু

প্রভু কৃষ্ণ বিরহে কাতর হইয়া সরূপকে শ্লোক বন্ধে আবার কি বলিতেছেন শ্রবণ করুন, যথা—

যুগায়িতং নিমেষেণ চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতং।
শূন্যায়িতং জগৎসর্ব্বং গোবিন্দবিরহেণ মে॥

অর্থাৎ—হে সরূপ, কৃষ্ণ বিরহে আমার নিমেষ কাল যুগ বলিয়া বোধ হইতেছে, আমার নয়ন বর্ষার মেঘের ন্যায় হইয়াছে, ও ভুবন অন্ধকার হইয়াছে।

এইরূপ প্রভু আমার, হা কৃষ্ণ, কোথা কৃষ্ণ, কোথা আমি কৃষ্ণ পাবো, কে আমাকে কৃষ্ণ দিবে, কি করিলে কৃষ্ণ পাইব, করিয়া নীলাচলে অষ্টাদশ বর্ষ কাটাইলেন।

প্রভু কৃষ্ণ বিরহে কান্দিতেছেন আবার সরূপ রাম রায়কে দাও বলিতেছেন, "তোমরা আমার কৃষ্ণকে নিন্দা করিও না। তিনি আমার প্রাণনাথ, তিনি যাহা করেন সবই ভাল।" এখন প্রভুর শ্রীমুখের অদ্ভুত শ্লোক শ্রবণ করুন যথা—

আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মা মদর্শনান্মর্ম্মহতাং করোতু বা।

প্রভু বলিতেছেন, "সরূপ! আমার প্রাণনাথ কৃষ্ণকে লম্পট বলিতেছ। তাহাই হউক। তিনি আমাকে আলিঙ্গন দিয়া আনন্দ দিয়া থাকেন, কি অদর্শন হইয়া দুঃখ দিয়াও থাকেন। কিন্তু তিনি যাহাই করুন, তবু তিনি আমার অপর নহেন আমার প্রাণনাথ।

প্রভুকে অনেক কষ্টে নানারূপ উপায় অবলম্বন করিয়া ভুলাইয়া রামরায় ও সরূপ শয়ন স্থানে লইয়া গেলেন। প্রভুকে শয়ন করাইয়া, প্রদীপ নির্ব্বাণ করিলেন, দ্বার বন্দ করিলেন, করিয়া রামরায় গৃহে গমন করিলেন, আর সরূপ ও গোবিন্দ দ্বারে শয়ন করিলেন।

সপ্তম অধ্যায়।

অপরূপ রথ আগে। ধ্রু

নাচে গোরারায়, সভে মেলি গায়,
যত যত মহা ভাগে॥
ভাবেতে অবশ, কি রাতি দিবস,
আবেশে কিছু না জানে।
জগন্নাথ মুখ, দেখি মহা সুখ,
নাচে গর গর মনে॥
খোল করতাল, কীর্ত্তন রসাল,
ঘন ঘন হরিবোল।
জয় জয় ধ্বনি, সুর নর মুনি,
গগনে উঠয়ে রোল॥
নীলাচল বাসী, আর নানা দেশী,
লোকের উথলে হিয়া।
প্রেমের পাথারে, সভেই সাঁতারে,
ডুবি যদু অভাগিয়া॥

ভক্তগণ বিদায় লইলেন। প্রভুর নবদ্বীপ বিরহ উপস্থিত হইল। একবার শ্রীবৃন্দাবন যাইবেন ইহা মনের মধ্যে সঙ্কল্প রহিয়াছে। সন্ন্যাস লইয়া বৃন্দাবনে যাইবেন বলিয়া কাটোয়া হইতে সেই দিবস ছুটিয়াছিলেন। ভক্তগণ তাঁহাকে সেবার যাইতে দেন নাই। তাহার পরে নানা কারণে এই চারি বৎসর যাবেন যাবেন করিয়া যাইতে পারেন নাই। সন্ন্যাসের নিয়মানুসারে তাঁহার একবার জন্মভূমি দর্শন করিতে হইবে। সন্ন্যাসী গণের ইহা করিতে হয়। এখন ভাবিলেন যে, জননী, জন্মভূমি, গঙ্গা দর্শন করিয়া ঐ পথে বৃন্দাবন যাইবেন। এই মনস্থ করিয়া সার্ব্বভৌম ও রামানন্দের নিকট মনের কথা খুলিয়া সমুদায় বলিলেন। এ কথা শুনিয়া তাঁহারা স্তম্ভিত হইলেন। এ কথা রাজা শুনিলেন, শুনিয়া বড় ব্যাকুল হইলেন। প্রভু যখন যাইবেন বলিয়া সংকল্প করিয়াছেন তখন তাঁহাকে

আর কে রাখে ? তাহার পরে প্রভু বৃন্দাবন গমন করিলে কি আর প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন ? তিনি স্বেচ্ছাময়,তাঁহার মনে কি আছে তাহা কে জানে। বৃন্দাবনের নাম করিলে প্রভু মূর্চ্ছিত হয়েন, সেই বৃন্দাবনে গমন করিলে তিনি কি আর প্রাণে বাঁচিবেন ? রাজার ভরসা কেবল সার্ব্বভৌম ও রামানন্দ। তিনি এই দুই জনকে বলিলেন যে, প্রভুর যাহাতে না যাওয়া হয় তাহাই যেন তাঁহারা যে প্রকারে পারেন করেন।

গদাধর ক্ষেত্রে সন্ন্যাস লইয়াছেন, তাঁহার ক্ষেত্র ত্যাগ করিয়া কোথাও যাইবার অধিকার নাই। প্রভু বৃন্দাবনে গমন করিলে তিনি সঙ্গে যাইতে পারিবেন না। কিন্তু প্রভুকে না দেখিলে তিনি এক মুহূর্ত্ত বাঁচেন না। তিনিও সেই দলে মিলিয়া গেলেন। সকলে জুটিয়া প্রভুকে নানা কথা বলিয়া নিরস্ত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। গদাধর প্রভুর চরণ ধরিয়া বলিলেন যে, তিনি কেন বৃন্দাবন যাইবেন ? তিনি যেখানে থাকেন সেই না বৃন্দাবন ? প্রভু হাঁসিয়া বলিলেন যে, তিনি অবশ্য যাইবেন। একটী বার পুণ্যস্থান দর্শন করিয়া, আবার সত্বর প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন। রামরায় ও সার্ব্বভৌম বলিলেন যে, প্রভু শীতকাল আসিয়াছে, পশ্চিম দেশে বড় শীত, শীত গেলে তবে যাইবেন। প্রভুকে তাঁহারা এইরূপ কাতর হইয়া ধরিলে তিনি শীতের কয়েক মাস থাকিতে স্বীকার করিলেন। শীত গেল ফাল্‌গুন আইল তখন আবার প্রভু অনুমতি চাহিলেন। তখন তাঁহারা বলিলেন, প্রভু! এই সম্মুখে দোল আসিতেছে এই দোল দেখিয়া যাইবেন। দোল হইয়া গেলে বলিলেন যে, গৌড়ীয় ভক্তগণ অতি শীঘ্র রথ দর্শনার্থে নবদ্বীপ ত্যাগ করিবেন। তাঁহারা আসুন আইলে তাঁহাদের সঙ্গে যাইবেন। প্রভু করেন কি তাহাই স্বীকার করিলেন।

সার্ব্বভৌম, রাজা, ও রামানন্দের এই কার্য্যে গৌর ভক্তগণ মনে একটু ব্যথা পাইতে পারেন। প্রভু বৃন্দাবনে যাউন কি না সে অন্য কথা, প্রকৃতই গদাধর যাহা বলিয়াছিলেন যে, তিনি যেখানে সেই খানেই বৃন্দাবন, সে ঠিক কথা। কিন্তু প্রভু একবার দেশে যাইবেন, স্বদেশ দর্শন করিবেন, প্রভু জননীকে দর্শন করিবেন। জননীর বয়ঃক্রম সপ্ততি বর্ষ, তাঁহার এক পুত্র নিমাই। চির বিয়োগিনী বিষ্ণুপ্রিয়া এই উদ্যোগে একবার স্বামীর শ্রীমুখ দেখিয়া চিত্ত জুড়াইবেন। এরূপ কার্য্যে কি বাধা দিতে আছে ? এরূপ কার্য্যে কিছু স্বার্থপরতা প্রকাশ পায়। কেন না, "প্রভু তুমি গেলে আমরা বাঁচি না,

অতএব তোমার মাতা ও ঘরণী তোমাকে দর্শন হইতে বঞ্চিত থাকুন, এই রাম রায়ের কথা। এ কথা কি ভাল? শচী অতি বৃদ্ধা, তিনি যে কোন দিন মরিতে পারেন। যদি তিনি ইহার মধ্যে দেহ ত্যাগ করেন তবেত এ জগতে আর তাঁহার নিমাইয়ের মুখ দেখা হইল না?

কিন্তু রাম রায় প্রভুর সাড়ে তিন জন পাত্রের মধ্যে এক জন। তিনি প্রভুর প্রিয় হইতে প্রিয়।

অন্যের কা কথা প্রভু বৃন্দাবন যাইতে।
ছুই বর্ষ উৎকণ্ঠিত হয়ে আছে চিত্তে॥
আজি রহ কালি রহ বলে রামানন্দ।
ছুই বর্ষ রাখিলেন হয়ে প্রতিবন্ধ॥

যাঁহাকে শ্রীভগবান বলিয়া বিশ্বাস তাঁহাকে ছাড়িয়া দেওয়া সোজা কথা নয়। হয়ত রাম রায় ভাবিলেন যে, শ্রীভগবানের আবার জননী কে? হয়ত ইহাও ভাবিতেন যে, শ্রীভগবানের ঘরণী ও জননী ইহাদের সামান্য মায়ায় কেন অভিভূত করিবে? বোধ হয় যে, তাঁহার মনে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, প্রভুর ইচ্ছা না হইলে শচী কখন এ সংসার পরিত্যাগ করিতে পারিবেন না। প্রভু মোটে একবার দেশে যাইবেন, অতএব তাঁহার যত বিলম্ব করিয়া যাওয়া হয় ততই ভাল। বোধ হয় সেই জন্য তিনি ও সার্ব্বভৌম প্রভুকে যাইতে দেন নাই। প্রভুকে লোকে স্বেচ্ছাময় বলে, কিন্তু তিনি আবার ভক্তির বশ। প্রভু তখন গমন করিলেন না, নবদ্বীপ-বাসীগণের অপেক্ষা করিয়া নীলাচলে রহিলেন।

শ্রীনিত্যানন্দ গৌড়ে আসিয়া সুরধুনীর ছুই তীর হরি নামে উন্মত্ত করিলেন। সেই সঙ্গে সঙ্গে সন্ন্যাসাশ্রমের যত আচার সমুদায় ত্যাগ করিলেন। উত্তম পট্ট বস্ত্র পরিধান করিলেন, অঙ্গে আভরণ ধরিলেন, পায়ে নূপুর পরিলেন, সুতরাং তাঁহার বৃহৎ এক দল শত্রু হইয়া দাঁড়াইল। নিত্যানন্দ সুবর্ণবণিকগণকে হিন্দু সমাজের সহিত মিলন করিয়া দিলেন। তাঁহাদের সর্ব্ব প্রধান যিনি উদ্ধারণ দত্ত অতুল ঐশ্বর্য্য ত্যাগ করিয়া ভেক লইয়া নিতাইয়ের পশ্চাদ্গামী হইলেন। কত লক্ষ লোককে উদ্ধার করিলেন। কিন্তু তবু নিতাই সমাজ কর্ত্তৃক বড় প্রপীড়িত হইতে লাগিলেন। এমন কি, অনেক বৈষ্ণব পর্য্যন্ত তাঁহার বিপক্ষ হইলেন, কেহ তাঁহাকে একেবারে ত্যাগ, কেহ বা প্রভুর নিকট তাঁহার কলঙ্ক রটাইতে লাগিলেন। নিতাই

সামাজিক উৎপীড়নে জর্জ্জরীভূত হইয়া একক, কেবল দুই একটী ভৃত্য ও জনকয়েক পারিষদ সঙ্গে করিয়া, শচীর নিকট অনুমতি লইয়া, প্রভুকে দর্শন করিতে নীলাচলে গমন করিলেন। মনে মনে একটু ভয়ও হইয়াছে। যে প্রভু এত কঠোর সন্ন্যাস করিতেছেন তিনি কি তাঁহার সমুদায় আচার ত্যাগ রূপ কার্য্য অনুমোদন করিবেন?

শ্রীনিত্যানন্দ এইরূপে নীলাচলে আগমন করিয়া একটী পুষ্প উদ্যানে বসিয়া দুঃখে ও ভয়ে রোদন করিতে লাগিলেন। কি ছিলেন কি হইয়াছেন এই দুঃখ, প্রভু কি বলিবেন এই ভয়। যাঁহার হাস্য ময় শ্রীমুখ দেখিলে পুত্র শোকীর দুঃখ দূর হয় তাঁহার মুখ দেখিলে এখন হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়। শ্রীনিত্যানন্দের আর্ত্তনাদ সামান্য কথা নয়। উহা তখনি প্রভুর গোচর হইল। প্রভু জানিলেন নিতাই আসিয়াছেন, আসিয়া, বসিয়া, তাঁহার ভয়ে ও মনের দুঃখে রোদন করিতেছেন। তখন ভক্তবৎসল প্রভু আর এক তিল মাত্র বিলম্ব করিলেন না। একাকী সেই স্থানে ছুটিয়া আইলেন, আসিয়া দেখেন নিতাই জানুর মধ্যে মুখ রাখিয়া অস্ফুট স্বরে রোদন করিতেছেন।

নিতাইকে প্রভু ডাকিলেন না, কিছু বলিলেন না, তবে তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন। আর একটী শ্লোক রচনা করিয়া নিত্যানন্দের মাহাত্ম্য বর্ণনা করিতে লাগিলেন। বলিতেছেন, "শ্রীনিত্যানন্দ যদি অতি কুকর্ম্মও করেন তবু তাঁহার শ্রীপদ স্বয়ং ব্রহ্মার বন্দনীয় দ্রব্য।"

এখানে এ কথা রাখিয়া আর একটী অদ্ভুত কথা বলিব। শ্রীগৌর অবতারের বৈষ্ণবগণ হিন্দুগণের পক্ষে যে সমুদায় অসম্ভব কথা ও কার্য্য তাহা বলিতেন ও করিতেন। গঙ্গা জল ও তুলসী লইয়া প্রভুর চরণ পূজা করিতেন। প্রভু বলিতেছেন নিত্যানন্দের চরণ ব্রহ্মার বন্দনীয় বস্তু। ইহাতে ইহাই বুঝিতে হইবে যে, গৌর লীলা যাঁহাদের লইয়া তাঁহাদের গৌর অবতার সম্বন্ধে সন্দেহ মাত্র ছিল না অর্থাৎ প্রভু যে শ্রীকৃষ্ণ ও নিতাই যে বলরাম, ইহা কেহ একটু মাত্র সন্দেহ করিতেন না।

নিতাই নয়ন মেলিলেন, দেখিলেন প্রভু তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিতেছেন, তাঁহাকে স্তুতি করিতেছেন। ইহা নিতাই সহিতে পারিলেন না। তখন দ্রুত বেগে উঠিয়া প্রভুকে অভ্যর্থনা করিতে গেলেন, কিন্তু অমনি আছাড় খাইয়া পৃথিবীতে পড়িয়া গেলেন। চিরদিন প্রভু আছাড় খাইলে নিতাই

তাঁহাকে তুলিয়া থাকেন, এখন তাহার উল্টা হইল, প্রভু যত্ন করিয়া তাঁহাকে উঠাইলেন। এক দিন শ্রীঅদ্বৈত কাতর হইয়া শ্রীমহাপ্রভুকে বলিয়াছিলেন যে, "প্রভু, নিত্যানন্দ প্রভৃতি তোমার সমুদায় ভক্তগণকে ভক্তি দিয়াছ। তাঁহারা সেই আনন্দে ভাসিতেছেন, তুমি আমাকে খানিক রাগ, অহঙ্কার, অবিশ্বাস দিয়াছ ও তাহাতে আমি জ্বলিয়া পুড়িয়া মরি।" এখন নিত্যানন্দ প্রভুকে করযোড়ে কি বলিতেছেন শ্রবণ করুন। বলিতেছেন, প্রভু—

অদ্বৈতাদি তোমার যতেক প্রিয়গণ।
সবারেই দিলে প্রেম ভক্তি আচরণ॥
মুনি ধর্ম্ম ছাড়াইয়া যে কৈলে আমারে।
ব্যবহারি জনে যে সকলে হাস্য করে॥ (চৈতন্যভাগবত)

শ্রীঅদ্বৈত ভগবানের চিদংশ। তাঁহার অবিশ্বাস, অহংকার, ও ক্রোধ থাকিবারই কথা। আবার নিত্যানন্দ শ্রীভগবানের আনন্দাংশ, তাঁহার পক্ষে তপ ও বিধি পালন কি রূপে চলিবে? নিতাই বলিতেছেন, প্রভু আমি ছিলাম সন্ন্যাসী আমাকে গৃহী করিলে, এখন লোকে আমাকে দেখিয়া হাস্য করে।

কোন বা বক্তব্য প্রভু আছে তোমা স্থানে।
কিবা নাহি দেখ তুমি দিব্য দরশনে॥
মন প্রাণ সবারি ঈশ্বর প্রভু তুমি।
তুমি যে করাহ সেই রূপ করি আমি॥
আপনে আমারে তুমি দণ্ড ধরাইলে।
আপনিই ঘুচাইয়া এ সব করিলে॥
প্রভু বলে তোমার যে দেহে অলঙ্কার।
নববিধ ভক্তি বই কিছু নহে আর॥ (ভাগবত)

প্রভু শ্রীনিত্যানন্দকে শান্ত করিয়া বলিতেছেন, "শ্রীপাদ তোমার দেহে যে অলঙ্কার উহা শ্রবণ কীর্ত্তনাদি যে নববিধ ভক্তি ইহারই প্রকাশ, আর কিছু নয়। তুমি বণিকগণকে যে ভক্তি দিয়াছ উহা স্বয়ং মহাদেব বাঞ্ছা করেন। তোমার যত সঙ্গীগণ যাঁহারা নৃত্য করিয়া বেড়াইতেছেন, ইহাঁরা সকলে গোপ বালক। গোপ বালকের জপ তপ শোভা পাইবে কেন? শ্রীপাদ তোমার আবার বিধি কি?"

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর প্রশ্রয় বাক্য শুনিয়া পরমাশ্বাসিত হইলেন। ত্রিজগতে

তিনি আর কাহার নয়, কেবল তাঁহার প্রভুর। নিতাই এইরূপ আপনি গৃহস্থ হইয়া জগতের জীবকে দেখাইলেন, যে গার্হস্থ্য ধর্ম্ম বৈষ্ণবাচারের বিরোধী নয়। তাহার পর প্রভু নিজ বাসায় গমন করিলেন। নিত্যানন্দ শ্রীজগন্নাথ দর্শনে গমন করিলেন। সেখান হইতে যমেশ্বর টোটা, শ্রীগদাধরের স্থানে গমন করিলেন। গদাধর ভাগবত পাঠ করিতেছিলেন, শ্রীনিত্যানন্দের আগমন শুনিয়া দৌড়িয়া আইলেন।

নিত্যানন্দ গদাধরে যে প্রীতি অন্তরে।
তাহা কহিবারে শক্তি ঈশ্বর সে ধরে। (ভাগবত)

এইরূপ প্রীতি হইবারই কথা, কারণ, দুই জনেই গৌর ব্যতীত কিছু জানেন না। নিতাই, গদাধরের গোপীনাথের নিমিত্ত, এক মণ অতি শুভ্র ও সূক্ষ্ম তণ্ডুল ও এক খানি রঙ্গিম বস্ত্র আনিয়াছেন। গদাধর সে দিবস নিতাইকে নিমন্ত্রণ করিলেন। নিমন্ত্রণের উদ্যোগ এখন শ্রবণ করুন। গদাধর—

তবে রন্ধনের কার্য্য করিতে লাগিল।
আপন টোটার শাক তুলিতে লাগিল॥

গদাধর মাটি কোপাইয়া শাক রোপণ করিয়াছিলেন তাহা নহে,—

কেহ করে নাই দৈবে হইয়াছে শাক।
তাহা তুলি আনিয়া করিল এক পাক।
তেতুল বৃক্ষের যত পত্র সুকোমল।
তাহা আনি বাটি তায় দিল লোন জল॥

এই গেল নিমন্ত্রণের উদ্যোগ!

উভয়ের ইচ্ছা প্রভুকে নিমন্ত্রণ করেন, কিন্তু সাহস হইতেছে না। প্রভু তাঁহাদের মন জানিয়া আপনি আগমন করিলেন।

"গদাধর" "গদাধর" ডাকে গৌর চন্দ্র।
সম্ভ্রমেতে গদাধর বন্দে পদ দ্বন্দ।
হাসিয়া বলেন প্রভু শুন গদাধর।
আমি কি না হই এই নিমন্ত্রণ ভিতর॥
নিত্যানন্দ দ্রব্য গোপীনাথের প্রসাদ।
তোমার রন্ধন ইথে আছে মোর ভাগ॥ (ভাগবত)

অবশ্য ভাগ আছে তাহা কে না বলিবে। অতএব তিন প্রভু একত্র বসিয়া হাস্য কৌতুকে ভোজন করিতে লাগিলেন।

এ দিকে নবদ্বীপ-ভক্তগণের শ্রীনীলাচলে আসিবার সময় হইল। এবার তাঁহাদের আসিতে একটু কষ্ট হইল। যেহেতু তখন দুর্ভাগ্যক্রমে হিন্দু মুসলমানে আবার বিরোধ উপস্থিত হওয়ায় লোক চলাচলের পথ বন্ধ হইয়াছে। ভক্তগণ কোনক্রমে শ্রীগৌরাঙ্গের কৃপায় আগমন করিলেন। সেই সঙ্গে প্রভুর বাড়ী-রক্ষাকর্ত্তা দামোদর পণ্ডিত আইলেন। ভক্তগণের সহিত প্রভুর প্রীতি সম্ভাষণ হইয়া গেল। প্রভু দামোদর পণ্ডিতের দিকে চাহিলেন। অন্য লোক হইলে জিজ্ঞাসা করিত, মা কেমন আছেন। কিন্তু প্রভু তাহা করিলেন না। যখন প্রভু সন্ন্যাস লয়েন তখন জননীকে বলেন যে, "মা আমার এই ভিক্ষা মনে রাখিও, সদা কৃষ্ণ নাম লইও।" এখন প্রভু দামোদরকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, দামোদর জননীর ত শ্রীকৃষ্ণ ভক্তি আছে?

এক কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে যখন শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীমতী রাধায় কোন্দল হয়, তখন সখীগণ রাধার পক্ষ লয়েন। সেই রূপ শ্রীকৃষ্ণের সহিত যশোদার বচসা হইলে ধনিষ্ঠা শ্রীকৃষ্ণের পক্ষ না হইয়া যশোদার পক্ষ হয়েন। সেইরূপ দামোদর শচীদেবীর সেবক, তিনি শচীর পক্ষ। প্রভু যখন বলিলেন জননীর কৃষ্ণ ভক্তি আছে ত, অমনি দামোদর ক্রুদ্ধ হইলেন। দামোদর অতি বড় রুক্ষ লোক, কাহাকেও ন্যায্য বলিতে ক্রটী করেন না।

পরম তপস্বী নিরপেক্ষ দামোদর।
শুনি ক্রোধে লাগিলেন করিতে উত্তর॥
কি বলিলে গোঁসাই মায়ের ভক্তি আছে।
ইহাও জিজ্ঞাস প্রভু তুমি কোন লাজে॥
অশ্রু কম্প স্বেদ মূর্চ্ছা পুলক হুঙ্কার।
যতেক আছয়ে বিষ্ণু ভক্তির বিকার॥
ক্ষণেক আইর দেহে নাহিক বিরাম।
নিরবধি শ্রীবদনে স্ফুরে কৃষ্ণ নাম॥ (ভাগবত)

দামোদর ক্রোধে আরও বলিলেন যে গোসাঞি তুমি যে কৃষ্ণ ভক্তি পাইয়াছ সেই জগজ্জননী শচীদেবীর কৃপায়।

প্রভুও ইহাই শুনিতে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। প্রভু তখন উঠিয়া দামোদরকে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন। বলিতেছেন—

আজ দামোদর তুমি আমারে কিনিলা।
মনের বৃত্তান্ত সব আমারে বলিলা॥

যত কিছু কৃষ্ণ ভক্তি সম্পত্তি আমার।
জননী প্রসাদে সব দ্বিধা নাহি তার॥

শ্রীগৌরাঙ্গের মুখে মধুর হাসি এরূপ চিত্ত বিমোহিত করিত যে, অনেক ভক্ত শুধু সেই তাঁহার মধুর হাসি দ্বারা চিরদিনের নিমিত্ত তাঁহার চরণে আকৃষ্ট হইতেন। কিন্তু প্রভুর হাসি যেরূপ বচনও সেইরূপ মধুর। শুধু গলার স্বর বলিয়া নয়, তিনি যখন যাহার সহিত কথা বলিতেন, তখন তাহার বোধ হইত যে, প্রভু তাহাকে অন্তরের সহিত ভাল বাসেন। অন্তর্যামি প্রভু সমুদায় জানেন। যদিও ভাবে বিভোর তবু যদি গার্হস্থ্য কথা কহিতে লাগিলেন, তখন সকলে বুঝিতে পারিলেন যে, বহির্জগতের তিনি সমুদায় সংবাদ রাখেন। নবদ্বীপের ভক্তগণের প্রত্যেকের নিকট তাঁহার শারীরিক পারিবারিক ইত্যাদি সমুদায় অবস্থা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। সে ব্যক্তি বুঝিল যে প্রভু তাঁহার বিষয় দিবানিশি চিন্তা করিয়া থাকেন, আর সমুদায় অবগত আছেন। সকলেই ভাবেন যে প্রভুর ন্যায় আত্মীয় তাঁহার ত্রিজগতে আর কেহ নাই। যথা চৈতন্য ভাগবতে—

হেন সে তাঁহার রঙ্গ সবেই মানেন।
আমার অধিক প্রীত কারু না বাসেন॥

সকলেই ভাবেন প্রভু তাঁহারি, আর তিনি প্রভুর, এইরূপ লক্ষ লক্ষ লোকের সহিত প্রভুর সম্বন্ধ। যাঁহারা নীলাচলে আসিতে পারেন নাই, প্রভু তাঁহাদের কথা ঐরূপ পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে জিজ্ঞাসা করেন। সে ব্যক্তি গৃহে বসিয়া উহা শ্রবণ করে। করিয়া জানে যে প্রভু তাহাকে এক বিন্দুও ভুলেন নাই, তাহাতে সে প্রভুর সাক্ষাদ্দর্শনের ফল পায়।

ভক্তগণ স্ব স্ব স্থানে গমন করিলেন। তাঁহারা আইলে প্রভু বলিলেন যে, এবার তোমরা অধিক দিন এখানে থাকিও না, রথ দর্শন করিয়াই গৃহে গমন কর। আমি বিজয়া দশমী দিবসে শ্রীবৃন্দাবনধামে গমন করিব। যাইবার বেলা গৌড়ে যে দুই দয়াময়ী আছেন, শ্রীগঙ্গা ও শ্রীজননী তাঁহাদিগকে দর্শন করিয়া যাইব। ভক্তগণ ইহাতে মহা আনন্দিত হইলেন। প্রভু দেশে গমন করিবেন, শচীর নিকটে যাইবেন, ইহাতে ভক্তগণ আনন্দে বিহ্বল হইলেন। তাঁহাদের ইচ্ছা যে প্রভুকে একেবারে সঙ্গে করিয়া লইয়া যান, কিন্তু প্রভু তাহাতে সম্মত হইলেন না। ভক্তগণ রথ দর্শন করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিবেন এমন সময় শ্রীঅদ্বৈত প্রভু এক যুক্তি করিলেন।

শ্রীঅদ্বৈত প্রভু বরাবর প্রভুকে সন্দেহ করিয়া ভক্তগণকে দুঃখ দিয়াছেন, আপনিও দুঃখ পাইয়াছেন। তাহার প্রায়শ্চিত্তের স্বরূপ তিনি এখন একটি সংকল্প করিলেন। লোকে কৃষ্ণকীর্ত্তন করেন, শ্রীঅদ্বৈত প্রভু গৌর কীর্ত্তন প্রচার করিবেন মনস্থ করিলেন, ও একটি গীতও বাঁধিলেন। কিন্তু গাইবে কে? ঘরে বসিয়া গাইলে কোন ফল নাই; ঘরে বসিয়া গৌর-গুণ সকলেই গাইয়া থাকেন। প্রভুকে শুনাইয়া গাইতে হইবে, কিন্তু প্রভু তাহা করিতে দিবেন কেন?

এক জন ব্রাহ্মণ কন্যা তাঁহাকে শ্রীভগবান বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিলেন, তাহাতে প্রভু ক্লেশে গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়াছিলেন, দুই দিবস অহরহ ক্রন্দন করিয়াছিলেন। সহজ অবস্থায় প্রভু দীনের দীন। কিসে কৃষ্ণের দাস হইবেন, কিসে কৃষ্ণ-নামে রুচি হইবে, কিসে তাঁহাকে কৃষ্ণ কৃপা করিবেন, ইহা দিবানিশি নিজ জনের গলা ধরিয়া কান্দিয়া কান্দিয়া বলিতেছেন। তাঁহার সম্মুখে এ কথা বলিতে কাহার শক্তি হইত না, যে তুমি শ্রীকৃষ্ণ, তুমি ভগবান, কি তুমি ঈশ্বর।

তবে যখন ভগবানরূপে প্রকাশ অবস্থা, তখন প্রভু আবার বলিতেন যে, "আমি শ্রীকৃষ্ণ, ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছি। আমার আসিবার বহু কারণ আছে, তাহার মধ্যে এক কারণ জীবকে এই অভয় প্রদান করা, যে তাহারা আমার অতি প্রিয়, ও ভক্তি দ্বারা অতি সহজে আমাকে পাইতে পারে।" প্রকাশাবস্থায় ভক্তগণ অনায়াসে চন্দন তুলসী গঙ্গাজল দিয়া তাঁহার চরণ পূজা করিতেন। শ্রীঅদ্বৈত অনেক বিবেচনা করিয়া একটি পদ রচনা করিলেন। সে পদটি শ্রবণ করুন—

'শ্রীচৈতন্য নারায়ণ করুণা-সাগর।'
'দুঃখিতের বন্ধু প্রভু মোরে দয়া কর ॥'

এ পদটিতে শ্রীগৌরাঙ্গ যে স্বয়ং ভগবান, তাহা স্পষ্ট বলা হয় নাই, প্রভু শুধু নারায়ণ বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন। এখন নারায়ণ সন্ন্যাসী মাত্রকে বলা যায়। অদ্বৈত ভাবিলেন, যদি প্রভু নিতান্ত রাগ করেন, তবে বলিবেন যে তিনি সন্ন্যাসী তাঁহাকে নারায়ণ বলিলে, তিনি আপত্তি করিতে পারেন না। যেহেতু সন্ন্যাসী দেখিলেই তাঁহাদিগকে নমো নারায়ণায় বলিয়া অভ্যর্থনা করিতে হয়। শ্রীঅদ্বৈত ভক্তগণকে পদ শুনাইলেন, আর বলিলেন যে, "প্রভুর কৃপায় আমরা সর্ব্ব প্রকারে ধন্য

হইয়াছি। এসো আমরা সেই প্রভুর যশ গান করি। প্রভুকে জগতে প্রচার করিতে হইলে তাঁহার গুণ কীর্ত্তন প্রকাশ্যে করিতে হইবে।”. ভক্তগণ শুনিয়া বড় আনন্দিত হইলেন, কিন্তু প্রভু রাগ করিবেন এই কথা উপস্থিত করিলেন। তখন অদ্বৈত বলিলেন যে, সে ভার তাঁহার উপর। তখন প্রভুর দুই চারি শত ভক্ত যন্ত্র মিলাইয়া নব অবতারের কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন।

ভারতবর্ষের মধ্যে তখন বাঙ্গালিগণ প্রধান ইহা অনেকে স্বীকার করেন। বাঙ্গালি এখন প্রধান কি না এ কথার প্রতি অনেক সন্দেহ আছে। তখন যে তাঁহারা প্রধান ছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নাই। ভারতের সৌভাগ্য ত্রিহুত হইতে নবদ্বীপে আগমন করিলেন। নবদ্বীপের পণ্ডিতগণ জগতে বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচার করিলেন। নবদ্বীপের পণ্ডিতগণ তন্ত্র ধর্ম্ম সমুদায় ভারতবর্ষে বিস্তার করিলেন। কাশীতে বেদের প্রাধান্য রহিল বটে, কিন্তু সেই রূপ ন্যায়ের আকর স্থান নবদ্বীপ হইল। চণ্ডীদাস বাঙ্গালি, জয়দেব বাঙ্গালি, উমাপতি বাঙ্গালি। গীতার টীকাকার অর্জ্জুনমিশ্র বাঙ্গালি। সেই বাঙ্গালির মধ্যে প্রধান শ্রেণীর দুই চারি শত লোক, আমাদের ন্যায় একজন দেহধারীকে,—যাঁহার ক্ষুধা আছে, পিপাসা আছে, নিদ্রা আছে, ভ্রম আছে, অচৈতন্য আছে,—তাঁহাদের “জীবনে মরণে গতি” স্থির করিয়া, তাঁহার যশ গান করিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। এই দেহধারী বস্তুটি তাঁহাদের নিকটে থাকিয়া অখিল ব্রহ্মাণ্ডপতির যে পূজা তাহা লইতেছেন। কোন পরিষ্কার রজনীতে আকাশের দিকে চাহিয়া দেখিও যে কত নক্ষত্র। ইহাদের সংখ্যা করা যায় না। ইহারা এক একটি, আমাদের পৃথিবীর ন্যায় বহুতর জগতকে, আমাদের সূর্য্যের ন্যায় আলো দিয়া থাকে। এই ব্রহ্মাণ্ড যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি কিরূপ বৃহৎ বস্তু তাহা আকাশের দিকে চাহিয়া কতক বুঝিতে পারিবে। সেই ব্রহ্মাণ্ড যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি ব্রহ্মা, তাঁহার যে স্বামী তিনি কাশীমিশ্রের আলয়ে বসিয়া মালা জপ করিতেছেন! ইহাতে শ্রীগৌরাঙ্গ কিরূপ শক্তিধর বুঝিবেন, আর এরূপ শক্তি মনুষ্যের সম্ভবে না।

এই উপরি উক্ত পদ ধরিবা মাত্র আনন্দের তরঙ্গ উঠিল। তখন ভক্তগণের প্রভুর সম্বন্ধে যে কিঞ্চিৎ ভয় ছিল তাহা উড়িয়া গেল। তখন সমস্ত ভয় দূরে ফেলিয়া দিয়া নিষ্কপটে শ্রীগৌরাঙ্গ যে শ্রীহরি, তিনি যে শচীর উদরে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, ইহা একবাক্য হইয়া গাইতে লাগিলেন।

এবারে আর লুকাচুরি কিছু নাই। তাঁহারা স্পষ্ট করিয়া গাইতে লাগিলেন যে, হে হরি! তুমি গোলক ত্যাগ করিয়া যে জীবের মঙ্গলের নিমিত্ত এখন কৃষ্ণ-চৈতন্য নামধারী হইয়া বিরাজ করিতেছ, তোমাকে নমস্কার। ভক্তগণ গাইতে গাইতে আনন্দে পাগল হইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন, আর সেই সুমঙ্গল কীর্ত্তন-ধ্বনি জগত ব্যাপিয়া উঠিল।

প্রভু বাসায় ছিলেন, এই ধ্বনি তাঁহার কর্ণে গেল। তখন শীঘ্র শীঘ্র বাসা ত্যাগ করিয়া এই কীর্ত্তনানন্দে প্রবেশ করিতে আগমন করিলেন। প্রভুকে দেখিয়া আর কেহ ভয় পাইলেন না, তখন আনন্দ ভয়কে একেবারে দূরে তাড়াইয়া দিয়াছে। প্রভু সহাস্তে আইলেন, তখন সকলে তাঁহার দিকে চাহিয়া অঙ্গুলি দিয়া দেখাইয়া দেখাইয়া গাইতে লাগিলেন, "তুমি কৃষ্ণ, তোমাকে নমস্কার," "তুমি কৃষ্ণ, তোমার জয় হউক"। ভক্তগণ কৃষ্ণ-কীর্ত্তন করিতেছেন ভাবিয়া, তাঁহারা কি করিতেছেন বুঝিতে প্রকৃতই প্রভুর একটু সময় গেল। কিন্তু একটু পরে প্রভু সমুদায় বুঝিলেন। তখন লজ্জায় তাঁহার চন্দ্রবদন মলিন হইয়া গেল। প্রভু আর কিছু বলিলেন না, যে পথে আসিয়াছিলেন সেই পথে বাসায় ফিরিয়া গেলেন।

ভক্তগণ প্রভুর এই ভাব দেখিয়া একটু তটস্থ হইলেন, কাজেই কীর্ত্তন আপনা আপনি বন্দ হইল। তখন তাঁহারা একত্র হইয়া প্রভুর বাসায় গমন করিলেন। দলপতি শ্রীঅদ্বৈত অগ্রে, তাঁহার পশ্চাৎ শ্রীনিবাস, তাঁহার পশ্চাৎ আর সকলে। বাসার নিকটে যাইয়া চুপে চুপে জিজ্ঞাসা করিলেন, প্রভু কি করিতেছেন। দ্বাররক্ষক গোবিন্দ বলিলেন যে তিনি প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া বাসায় আসিয়া শয়ন করিয়া নয়ন মুদিয়া আছেন। ইহাতে ভক্তগণ আশ্বাসিত হইলেন না। বরং আরো ভীত হইলেন। তখন তাঁহারা শ্রীগোবিন্দকে তাঁহাদের আগমন সংবাদ দিতে বলিলেন, গোবিন্দ যাইয়া প্রভুকে জানাইলেন, প্রভু ভক্তগণকে আসিতে অনুমতি দিলেন। তখন ভক্তগণ নীরবে প্রভুর পার্শ্বে যাইয়া বসিলেন, বসিয়া প্রভুর আজ্ঞা অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। প্রভুও নয়ন মুদিয়া খানিক চুপ করিয়া থাকিলেন।

একটু পরে প্রভু উঠিয়া বসিলেন। শ্রীঅদ্বৈতকে বড় খাতির করেন বলিয়া, তাঁহাকে কিছু না বলিয়া শ্রীবাসকে বলিতেছেন, "পণ্ডিত! আজ তোমরা একি কীর্ত্তি করিলে?" শ্রীবাস ও ভক্তগণ সকলে দেখিলেন যে, তাঁহারা যত ভয় করিয়াছিলেন, প্রভুর তত রাগ হয় নাই। তখন আশ্বাসিত

হইয়া শ্রীবাস বলিতেছেন, "প্রভু! কি অকীর্ত্তি করিলাম বলুন।" প্রভু তখন একটু উগ্র হইয়া বলিতেছেন, কি অকীর্ত্তি তাহা বলিতে হইবে? কৃষ্ণ-কীর্ত্তন রাখিয়া তোমরা একি আরম্ভ করিলে? পরিণামে তোমাদের ও আমার সর্ব্বনাশ। অগ্রে লোকের উপহাস, তাহার পরে পরকাল নাশ। শ্রীবাস তখন অতি নিঃশঙ্ক হইয়াছেন। প্রভু তাঁহাদিগকে মারিবেন কি গালি দিবেন এ ভয় তাঁহাদের নাই। তাঁহাদের ভয়, প্রভু পাছে মনের ক্লেশে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন, কি নীলাচল ত্যাগ করেন, কি প্রাণে মরেন। কিন্তু প্রভুর সেরূপ কিছুই ভাব না দেখিয়া ভক্তগণ নিশ্চিন্ত হইয়াছেন, তাঁহাদের আর কোন ভয় নাই। শ্রীবাস বলিতেছেন, "প্রভু! আমি জীবের স্বাধীনতা স্বীকার করি না। তুমি প্রভু,আমরা অধীন। তুমি যেমন বলাইলে আমরা তেমনি বলিলাম।" ইহাতে প্রভু আরো ক্রোধ করিয়া বলিলেন "করিলে তোমরা, অপরাধী হইলাম আমি?" ইহা বলিতে বলিতে শ্রীভগবানের ইচ্ছায় তখন বহুতর লোকে প্রভুর বাসার দ্বারে দাঁড়াইয়া, "জয় কৃষ্ণচৈতন্য" বলিয়া গৌর-কীর্ত্তন আরম্ভ করিল। কেহ বলে "জয় সচল জগন্নাথ," কেহ বলে "জয় সন্ন্যাসীরূপধারী শ্রীকৃষ্ণ।" ইহাঁরা সমুদায় গৌড় দেশীয়, রথোপলক্ষে নীলাচলে আগমন করিয়াছেন। প্রভুর দর্শন-লালসায় তাঁহারা বাসায় আসিয়া সমবেত হইয়াছেন। আসিয়া প্রভুর নাম কীর্ত্তন করিয়া দ্বারে গাইতে লাগিলেন।

হেনকালে অদ্ভুত হইল আসি দ্বারে।
সহস্র সহস্র জন না জানি কোথাকারে।
জগন্নাথ দেখি আইল প্রভু দেখিবারে॥
কেহ বা ত্রিপুরা কেহ চট্টগ্রামবাসী॥
শ্রীহট্টিয়া লোক কেহ কেহ বঙ্গদেশী।
সহস্র সহস্র লোক করেন কীর্ত্তন।
শ্রীগৌরাঙ্গ অবতার করিয়া বর্ণন॥ (ভাগবত)

তখন শ্রীবাস বলিলেন, "প্রভু! আমরা তোমার দাস, যাহা বল তাহা আমাদের করিতে হইবে, কিন্তু এখন কি করিয়া ইহাদের মুখ বন্ধ করিবে?" প্রভু গম্ভীর ভাবে বলিলেন, "পণ্ডিত! তুমি কৃষ্ণের কৃপা পাত্র, তোমার শক্তির অবধি নাই। তুমি নিজ শক্তির বলে এই সমুদায় আনাইয়া আমাকে নিরুত্তর করিতেছ।"

শ্রীবাস বলিলেন, "তুমি ঘরে লুকাও, আর বাহিরে তুমি প্রকাশ হও, এ তোমার কি রীতি? এ সমুদায় লোক, যাহারা তোমাকে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া পূজা করিতেছে, ইহারা তোমাকে সম্ভবতঃ কখন দেখে নাই। ইহারা এ কথা কেন বলে যে তুমি ভগবান? তুমি যাই বল, আমরা কিন্তু উহাদের শিখাইয়া দিই নাই।"

প্রভু বলিলেন, "তোমরা নিজজন, তাই তোমাদের বলি যে তোমাদের এ সমুদায় লোকদিগকে নিবারণ করা কর্ত্তব্য।" শ্রীবাস সঙ্কেত দ্বারা অনেক সময় মনের ভাব ব্যক্ত করিতেন। প্রভুর কথা শুনিয়া তিনি সেই কথার উত্তরে সরূপ দক্ষিণ হস্ত উর্দ্ধে করিয়া যেন মুষ্টির মধ্যে কি পুরিয়া নিচে আনিলেন। প্রভু বলিলেন, "পণ্ডিত! তোমার সংকেত আমি ভাল বুঝিতে পারিলাম না।" শ্রীবাস বলিলেন, "এই হস্তের দ্বারা সূর্য্য আচ্ছাদিত করিলাম, আর কি?" ইহা বলিয়া আবার বলিলেন, "প্রভু! তোমার নির্ম্মল যশ জগৎ ব্যাপিতেছে, আমরা উহা রোধ করিতে পারি না। আমাদের রোধ করিতে ইচ্ছাও হয় নাই। তোমার শ্রীচরণ কৃপাবলে সমুদায় জগৎ উদ্ধার হইয়া গেল। প্রভু, লোকে কি সাধে তোমাকে পূজা করে?" এই কথা বলিতে শ্রীবাসের ও সকলের নয়নে জল পড়িতে লাগিল। প্রভু তখন নীরব হইয়া ভাবিতে লাগিলেন। নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় বলিতেছেন—

শ্রীগৌরাঙ্গের রাঙ্গাপদ, যার ধন সম্পদ,
সে জানে ভকতি রস সার।
শ্রীগৌরাঙ্গের মধুর লীলা, যার কর্ণে প্রবেশিলা,
নির্ম্মল হৈল হৃদয় তাঁহার॥
যে গৌরাঙ্গের নাম লয়, তাঁর হয় প্রেমোদয়,
তাঁরে আমি যাই বলিহারি।

শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বলিতেছেন যে, "গৌর নাম জপ করিলে সদ্য প্রেমের উদয় হয়।" ইহা আমরাও দেখিয়াছি। ঠাকুর মহাশয় বলিতেছেন, "যদি ভক্তি পথ অবলম্বন কর, তবে শ্রীগৌরাঙ্গের পদ আশ্রয় কর," ইহা ঠিক। এমন কাণ্ডারী, এমন আশ্রয়, এমন আদর্শ, এমন গুরু, এমন ভজনীয়, আর জগতে মিলিবে না। ঠাকুর মহাশয় আবার বলিতেছেন যে, "গৌরলীলা হৃদয়ে প্রবেশ করিলে অন্তর নির্ম্মল করে।" ইহাও ঠিক। যাঁহারা ভগবৎ-প্রেম লোলুপ, তাঁহারা গৌরলীলা আস্বাদ করুন। মন

নির্ম্মল ও হৃদয় দ্রব করিতে এমন তেজস্কর বস্তু আর ত্রিজগতে কিছুই নাই। শ্রীগৌরাঙ্গের নাম তখন সমস্ত ভারতবর্ষ ব্যাপিয়াছে। দক্ষিণ দেশে যত ধর্ম্মাচার্য্য তাঁহারা তাঁহাকে স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছেন। পশ্চিম দেশেও তাঁহার গৌরব তখন সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। সকলে শুনিয়াছেন যে, একটী মনুষ্য-দেহধারী বস্তু, যাঁহার সুবর্ণের ন্যায় অঙ্গের কান্তি, যাঁহার লোচন পদ্মের ন্যায়, তিনি শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া নবদ্বীপে ও নীলাচলে পূজিত হইতেছেন। ভারতবর্ষের মধ্যে শ্রীনবদ্বীপের ন্যায় প্রধান নগর বারাণসী, সেখানে সার্ব্বভৌমকে সকলে অতি মান্য করেন। সকলে শুনিলেন যে, সেই কৃষ্ণ বলিয়া পূজিত বস্তুটী সার্ব্বভৌমকে পাগল করিয়াছেন। ভারতবর্ষের সর্ব্ব প্রধান সন্ন্যাসী প্রকাশানন্দ দশ সহস্র সন্ন্যাসী লইয়া কাশীতে বিরাজ করেন। ভাবুক সন্ন্যাসী চৈতন্য সার্ব্বভৌমের ন্যায় প্রবল পণ্ডিতকে মুগ্ধ করিয়া তাঁহার সর্ব্বনাশ করিয়াছেন, ইহা ভাবিয়া তিনি, প্রভুকে দণ্ড দিবার অভিপ্রায় করিলেন। ইহা ভাবিয়া একটি নীলাচল যাত্রীর দ্বারা প্রভুর নিকট একটী শ্লোক পাঠাইলেন, সেই ব্যক্তি নীলাচলে আগমন করিয়া ভক্তগণ দ্বারা উহা প্রভুর হস্তে অর্পণ করিলেন। সেই শ্লোকটি এই—

যত্রাস্তে মণিকর্ণিকা মলহরা স্বর্দীর্ঘিকা দীর্ঘিকা
রত্নন্তারক মোক্ষদং তনুমৃতেশম্ভুঃ স্বয়ং যচ্ছতি।
এতস্মাদ্ভুতধামতঃ সুরপুরো নির্ব্বাণমার্গস্থিতং
মূঢ়োহন্যত্র মরীচিকাসু পশুবৎ প্রত্যাশয়া ধাবতি॥

যে স্থানে মণিকর্ণিকা ও পাপনাশিনী মন্দাকিনী দীর্ঘিকা ও যে স্থানে স্বয়ং মহাদেব তারক মোক্ষপ্রদ দেবগণের অগ্রবর্ত্তী নির্ব্বাণ পথস্থিত রত্ন প্রদান করেন, মূঢ়গণ সেই [illegible] ত্যাগ করিয়া পশুরা যেরূপ মৃগতৃষ্ণিকাতে ধাবিত হয়, তদ্রূপ প্রত্যাশায় অন্য দিকে ধাবিত হয়।

প্রভু প্রকাশানন্দের নাম শুনিয়া ভক্তিপূর্ব্বক পত্র গ্রহণ করিলেন। কিন্তু শ্লোক পড়িয়া সুখ পাইলেন না তবু প্রকাশানন্দের সম্মান রক্ষার নিমিত্ত সেই যাত্রীর দ্বারা প্রভু উত্তর স্বরূপ একটি শ্লোক পাঠাইয়া দিলেন। সেই শ্লোকটি এই—

ধর্ম্মাম্ভোমণিকর্ণিকা ভগবতঃ পাদাম্বু ভাগীরথী,
কাশীনাম্পতিরর্দ্ধমেবভজতে শ্রীবিশ্বনাথ স্বয়ং।

এতস্মৈবহি নাম শম্ভুনগরে নিস্তারকং তারকং,
তস্মাৎ কৃষ্ণপদাম্বুজং ভজ সখে শ্রীপাদ নির্ব্বাণদং॥

মণিকর্ণিকা ভগবানের ঘর্ম্মজল ও ভাগীরথী ভগবানের চরণবারি ও কাশীপতি স্বয়ং বিশ্বনাথ যাহাতে বিলীন হইয়া ভজনা করিতেন এবং বারাণসী নগর যাঁহার নাম নিস্তার তারক, অতএব হে সখে! সেই শ্রীকৃষ্ণের নির্ব্বাণপ্রদ চরণ কমল তাঁহাকে ভজনা কর।

প্রকাশানন্দ এই শ্লোক পাঠ করিয়া একেবারে চটীয়া উঠিলেন। তখন প্রভু যে জগন্নাথ প্রসাদকে উপেক্ষা করিতেন না, এই কথা লইয়া গালি দিয়া আর একটি শ্লোক পাঠাইলেন, সেটি এই—

বিশ্বামিত্রপরাশর প্রভৃতয়ো বাতাম্বুপর্ণাশিন
এতে স্ত্রীমুখপঙ্কজং সুললিতং দৃষ্টৈব মোহং গতাঃ।
শাল্যন্নং সঘৃতং পয়ো দধিযুতং যে ভুঞ্জতে মানবা
স্তেষামিন্দ্রিয় নিগ্রহো যদি ভবে দ্বিন্দুস্তরেৎসাগরং॥

বিশ্বামিত্র পরাশর প্রভৃতি মুনিগণ বায়ু জল পত্র মাত্র ভক্ষণ করিয়াও মনোহর স্ত্রীমুখ দর্শন করিয়াই মোহ প্রাপ্ত হন, যে মানবগণ ঘৃত-দধি-দুগ্ধ-যুক্ত ধান্যের অন্ন ভক্ষণ করে, তাহারাও যদি ইন্দ্রিয় নিগ্রহ করিতে পারে তবে চটক পক্ষীও সমুদ্র লঙ্ঘন করিতে পারে।

এই শ্লোক দেখিয়া প্রভু বলিলেন, ইহার উত্তর প্রয়োজন করে না, তাই প্রভু আর কোন উত্তর দিলেন না, কিন্তু ভক্তগণ ছাড়িলেন না। প্রভুকে গোপন করিয়া সে শ্লোকের একটী উত্তর পাঠাইয়া দিলেন—

সিংহোবলা দ্বিরদশূকর মাংসভোগী
সংবৎসরেণ কুরুতে রতিমেকবারং।
পারাবত স্তৃণশিখাকণমাত্রভোগী
কামী ভবেদনু দিনং বদ কোঽত্র হেতুঃ॥

বলবান সিংহ হস্তী শূকর প্রভৃতির মাংস ভক্ষণ করিয়াও বৎসরে একবার মাত্র ক্রীড়া করে, কপোত সামান্য বস্তুর কণামাত্র ভক্ষণ করিয়াও নিয়ত ক্রীড়া করিতেছে, ইহার কি হেতু বল।

যেমন কাশীতে প্রকাশানন্দ বেদে, তেমনি পূর্ব্বাঞ্চলে বেদে ও ন্যায়ে সার্ব্বভৌম। সার্ব্বভৌম প্রকাশানন্দের গালিপূর্ণ পত্র দেখিয়া নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইলেন। তিনি প্রভুর নিকট অনুমতি চাহিলেন যে, তিনি বারাণসী যাইয়া

প্রকাশানন্দকে নিরস্ত করিয়া ভক্তি ধর্ম্ম প্রচার করিবেন। প্রভু হাসিয়া বলিলেন, "ভট্টাচার্য্য! তুমি সে কার্য্য করিও না, সে অতি কঠিন স্থান, তুমি সেখানে যাইও না, সেখানে তুমি কিছু করিতে পারিবে না।" কিন্তু সার্ব্বভৌম এক শ্রীগৌরাঙ্গের নিকট খাট হইয়াছেন, প্রকাশানন্দের নিকট কেন হইবেন? বিশেষ তখন তিনি প্রেমে ঢল ঢল করিতেছেন। মনে ভাবিলেন, প্রভু অতি প্রেমে তাঁহাকে যাইতে দিতেছেন না। তিনি প্রভুকে গোপন করিয়া যাইবেন। কিন্তু প্রভুকে ছাড়িয়া যাইতে পারেন না, যেহেতু তাঁহার মনের গৌরব এই যে তিনি প্রভুকে রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া থাকেন। তখন ভাবিলেন, যে, ভক্তগণ যখন নীলাচলে আসিবেন, আসিয়া চারি মাস থাকিবেন, সে কয়েক মাস প্রভুকে তাঁহাদের হস্তে রাখিয়া, নিশ্চিন্ত হইয়া, বিদেশে থাকিতে পারিবেন। ভক্তগণ আসিতেছেন শুনিয়া তিনিও লুকাইয়া গৌড় পথে বারাণসী চলিলেন। পথে শ্রীঅদ্বৈত প্রভৃতি ভক্তগণের সহিত তাঁহার দেখা হইল ভক্তগণ সার্ব্বভৌমকে দেখিয়া অবাক হইলেন। হরিদাস সেবার নীলাচল ত্যাগ করিয়া শ্রীঅদ্বৈতের সঙ্গে শান্তিপুর গিয়াছিলেন। তিনিও নীলাচলে আসিতেছেন। সার্ব্বভৌম শ্রীঅদ্বৈত প্রভৃতিকে নমস্কার করিয়া শেষে হরিদাসকে এই শ্লোক বলিয়া নমস্কার করিলেন যথা—

কুল জাত্যানপেক্ষায় হরিদাসায় তে নমঃ।

হরিদাস লজ্জা ও ভয় পাইয়া দৌড় মারিলেন। কিন্তু পাঠক সার্ব্বভৌম কি ছিলেন আর কি হইয়াছেন, একবার মনে করুন। এখানে চন্দ্রোদয় নাটক হইতে এই সম্বন্ধে কয়েক ছত্র উদ্ধৃত করিব—

অদ্বৈত গোঁসাই সার্ব্বভৌমে জিজ্ঞাসিলে।
শ্রীপ্রভুর পদ ছাড়ি কি লাগি আইলে॥
সার্ব্বভৌম বলে মোর মনে এই লইল।
কাশীর সন্ন্যাসী সব ভক্তি না বুঝিল॥
ভাষ্য সহ বেদান্তাদি করয়ে বিচার।
কৃষ্ণ ভক্তি প্রতি পাদ্য অজ্ঞাত সবার॥
তৎ পদার্থ ত্বং পদার্থ ব্যষ্টি সমষ্টি।
ব্রহ্ম চিদানন্দ স্বরূপ করে হয়ে তুষ্টি॥
কৃষ্ণ নাম কৃষ্ণগুণ শ্রবণ কীর্ত্তন।
গৌরাঙ্গের মত না বুঝিল কোন জন॥

তাই তিনি শ্রীগৌরাঙ্গের ধর্ম্ম প্রচার করিতে কাশীতে যাইতেছেন। সার্ব্বভৌম আরও বলিলেন যে তিনি প্রভুর অনভিমতে যাইতেছেন। যত অসুর ইহার কতক বলরাম নাশ করেন। যাহাদের নাশ বলরামের শক্তির বাহিরে তাহাদিগকে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ নাশ করেন। প্রকাশানন্দের ন্যায় মহা অসুর সার্ব্বভৌমের বধ্য নয়, ঠাকুরের নিজের। তাই গৌরাঙ্গ তাঁহাকে বারাণসী যাইতে নিষেধ করিলেন। সার্ব্বভৌমও বারাণসী যাইয়া কিছু করিতে পারিলেন না। পরে শ্রীগৌরাঙ্গ স্বয়ং যখন বারাণসী গমন করেন, তখন প্রকাশানন্দকে তাঁহার চরণে আনয়ন করেন। সে প্রকাশানন্দ উদ্ধার কাহিনী বিস্তার রূপে আমার কৃত প্রকাশানন্দের জীবনীতে লেখা আছে।

ভক্তগণ তাহার পরে বিদায় হইয়া বাড়ী চলিলেন। প্রভু বলিলেন যে, তিনি বিজয়া দশমী দিবসে গঙ্গা ও জননী দর্শন করিয়া শ্রীবৃন্দাবনে গমন করিবেন। ভক্তগণ যাইবার বেলা কুলীন গ্রামবাসীগণ আবার জিজ্ঞাসা করিলেন যে, প্রভু, বৈষ্ণব কাহাকে বলে? তখন প্রভু পরিষ্কার উত্তর দিতে বাধ্য হইলেন, বলিতেছেন, বৈষ্ণবগণকে তিন ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। যথা—বৈষ্ণব, বৈষ্ণবতর ও বৈষ্ণবতম। যাঁহাদের দর্শনে মুখে কৃষ্ণনাম আইসে তাঁহাদিগকে বৈষ্ণবতম বলিয়া জানিবে।

অষ্টম অধ্যায়।

গৌরাঙ্গ ঝাট করি চলহ নদীয়া।
প্রাণহীন হইল অবলা বিষ্ণুপ্রিয়া॥
তোমার চরিত যত পূরব পীরিত।
সোঙরি সোঙরি এবে ভেল মুরছিত॥
সে হেন নদীয়া পুন সেহেন সঙ্গিয়া।
ধুলায় পড়িয়া কান্দে তোমা না দেখিয়া॥
কহয়ে মাধব ঘোষ শুন গৌরহরি।
তিলেক বিলম্বে আমি আগে যাব মরি॥

বিজয়া দশমী আসিতেছে, রামানন্দের প্রাণ শুখাইয়া যাইতেছে। সার্ব্বভৌমের এই দশা, রাজারও এই দশা। যাহারা গৃহী, তাহারা প্রভুর সঙ্গে যাইতে পারিবেন না। যাঁহারা সন্ন্যাসী, তাঁহাদের মধ্যে যাঁহাদের শ্রীজগন্নাথের সেবা আছে, তাঁহারাও যাইতে পারিবেন না। যথা গদাধর। তিনি ক্ষেত্র-সন্ন্যাস লইয়া গোপীনাথের সেবা করিতেছেন, তিনি নীলাচল ত্যাগ করিতে পারিবেন না। রাজার গুরু কাশীমিশ্র জগন্নাথের সেবক, তিনি যাইতে পারিবেন না। আর সকলে, যাঁহাদের যাইবার কোন বাধা নাই, প্রভুর সঙ্গে যাইবেন সংকল্প করিলেন। প্রভুকে ছাড়িয়া তাঁহারা থাকিতে পারেন না, সেখানে কেন তাঁহারা গৌর-শূন্য নীলাচলে বাস করিবেন? প্রভুর সঙ্গে স্বয়ং পুরী ও ভারতী চলিলেন, স্বরূপ অবশ্য চলিলেন। প্রভুর আশ্রিত অন্যান্য সন্ন্যাসীগণও চলিলেন, নবদ্বীপের প্রায় শত ভক্ত যাঁহারা তাঁহার সঙ্গে থাকিতেন, তাঁহারাও চলিলেন।

প্রভুর নবদ্বীপের নিজ জনের মধ্যে কেবল দুঃখী গদাধর রহিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গের এক নাম "গদাধরের প্রাণ নাথ," সেই গদাধরের গৌর-শূন্য নীলাচলে একা থাকিতে হইবে। অবশ্য সঙ্গে যাইবার জন্য তিনি প্রভুকে অনেক সাধ্য সাধনা করিলেন। কিন্তু প্রভু ধর্ম্ম সংস্থাপন করিতে আসিয়াছেন, গদাধর ক্ষেত্রের সন্ন্যাসী, তাঁহার ক্ষেত্র ত্যাগ করিতে নাই, প্রভু তাহা করিতে দিবেন কেন?

প্রভু জননী ও অন্যান্য প্রধান ভক্তের নিমিত্ত নানাবিধ জগন্নাথ প্রসাদ

সংগ্রহ করিতে আদেশ করিলেন। প্রভু মহাব্যস্ত, একি নিজদেশে নিজজনকে দেখিতে যাইতেছেন বলিয়া, কি বৃন্দাবনে যাইতেছেন বলিয়া, তাহা কে জানে? তবু এ কথার বিচার পরে করিব। প্রভুর মনে একটি খেয়াল হইয়াছে। তিনি ভক্তগণকে লইয়া বাসা হইতে নৃত্য করিতে করিতে শ্রীমন্দিরে গমন করিবেন ও সেখান হইতে নৃত্য করিতে করিতে নিজ দেশাভিমুখে গমন করিবেন। তিনি নৃত্য করিবেন, আর গাইবেন—সরূপ।

প্রভাত হইল, ভক্তগণ প্রভুর বাসায় উপস্থিত হইলেন। প্রভু মন্দিরে যাইবেন বলিয়া প্রস্তুত হইলেন। ইহা মনে স্থির আছে, সরূপ গাইবেন তিনি নৃত্য করিতে করিতে যাইবেন। কিন্তু সরূপ কোথা? সরূপকে পাওয়া গেল না। প্রভু অনেকক্ষণ বিলম্ব করিয়া সরূপকে না পাইয়া নৃত্য করিয়া যাইতে পারিবেন না বলিয়া, বিষণ্ণ মনে ধীরে ধীরে মন্দিরাভিমুখে চলিলেন। প্রভুর নৃত্য করা হইল না, অধিকন্তু সিংহদ্বারে সরূপকে অপেক্ষা করিয়া অনেকক্ষণ দাড়াইয়া থাকিতে হইল। ভাবিতেছেন, আসিতে পথে ত নৃত্য করা হইল না। সরূপ আইলে সিংহ দ্বার হইতে ঠাকুরের সম্মুখ পর্য্যন্ত নৃত্য করিতে করিতে যাইবেন। তবু সরূপ আইলেন না। প্রভু এইরূপ বহুক্ষণ কষ্ট পাইতেছেন, কিন্তু সরূপ নিরুদ্দেশ। প্রভু দাড়াইয়া অপেক্ষা করিতেছেন, এমন সময় সরূপ আইলেন। প্রভুর হস্তে এক খানি গীতা গ্রন্থ।

সরূপের কি নিমিত্ত আসিতে বিলম্ব হয়, জানি না। সরূপকে দেখিবা মাত্র প্রভু ক্রুদ্ধ হইলেন। তখন সেই গীতা গ্রন্থ দ্বারা সজোরে তাঁহার পৃষ্ঠে আঘাত করিলেন, তাহার পরে শ্রীপাদ দ্বারা তাঁহাকে আঘাত করিলেন, ইহা করিয়া অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। সরূপ প্রভৃতি তখন ভীত হইয়া কীর্ত্তন ও নৃত্য করিতে করিতে তাঁহার পশ্চাৎ চলিলেন।

প্রভু শিশুকালে জননীকে একটি ঢিল ছুড়িয়া মারিয়াছিলেন। জননী তখন নিমাইকে ভয় দেখাইবার নিমিত্ত কপট মূর্চ্ছাভাব অবলম্বন করেন। নিমাই তখন "মা" "মা" বলিয়া ক্রন্দন করিয়া, গলা ধরিয়াছিলেন। আর প্রভু সরূপকে প্রহার করিলেন, সরূপ ইহাতে ত্রিজগতের মধ্যে আপনাকে ভাগ্যবান মনে ভাবিলেন। সরূপের ভাগ্যকে শ্লাঘা করিয়া চৈতন্য চরিত কাব্য-লেখক কবিকর্ণপুর এই দ্যক্ষর শ্লোক দিতেছেন, যথা—

ভাবাভাবাভিভাবাভিভব ভাবে বভৌ ভবং।
বিভাবৈবভাব ভাবে বভুব ভুবি বৈভবং॥

"এইরূপে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে সরূপের অভাব জনিত বিয়োগে মহাপ্রভু ব্যাকুল হওয়ায়, সরূপেরই জন্ম শোভা পাইয়াছিল এবং ভূমণ্ডলে মহা গৌরব হইয়াছিল।" অর্থাৎ মহাপ্রভু যাঁহার বিরহে ব্যাকুল তাঁহারই জন্ম সফল ও তাঁহারই গৌরব।

প্রভুর গৌড়ে গমন বৃত্তান্তের আরম্ভ আমরা, নানা কারণে, কবিকর্ণপুরের চৈতন্য চরিত কাব্য হইতে লইলাম। প্রভু দেশে আসিতেছেন, এই আনন্দে কবিকর্ণপুর তাঁহার এই ১৯শ সর্গটী নানা ভঙ্গিযুক্ত কবিতা দ্বারা পুরিত করিয়াছেন। উপরে একটী দিলাম, পরে আরও দিতেছি।

শ্রীজগন্নাথের সম্মুখে যাইয়া প্রভু প্রভৃতি সকলে আনন্দে কীর্ত্তন করিতে করিতে বিদায় মাগিলেন, তখন সেবাইতগণ, প্রভু ও ভক্তগণকে আজ্ঞা মালা প্রদান করিলেন। পূর্ব্বে সকলে, কেহ কীর্ত্তন কেহ নৃত্য করিতে করিতে মন্দিরে গমন করিয়াছিলেন। কর্ণপুরের ইহার ভঙ্গিমা বর্ণন শ্রবণ করুন—

কী র্ত্ত নং চ ক্রি রে কে চ স ম্মুং স্থ ক ম নো ল য়াঃ।
× × × × × × × × × × × × × × ×
ন র্ত্ত নং চ ক্রি রে কে চ স মুং স্থ ক ম নো ল য়াঃ।

"এখন সকলে সেইরূপ কীর্ত্তন ও নৃত্য করিতে করিতে শ্রীমন্দিরের বাহির হইলেন, ও ঐরূপে কীর্ত্তন করিতে করিতে দেশাভিমুখে চলিলেন।"

স্নানযাত্রার সময় পঞ্চদশ দিবস শ্রীজগন্নাথ অদর্শন থাকেন, মন্দিরের কবাট খোলা হয় না। সেই নিমিত্ত জগন্নাথ বিরহে প্রভু প্রতি বৎসর মৃতপ্রায় হয়েন। সেই প্রভু এখন কিরূপে শ্রীজগন্নাথকে ত্যাগ করিয়া আনন্দে কীর্ত্তন করিতে করিতে চলিলেন? কথা এই, যত গুলি ভাব ইহা সমুদায় প্রভুর দাসীর স্বরূপ ছিলেন। যখন কৃষ্ণ-বিরহ ভাব প্রভুর শরীরে প্রবেশ করিতেন, তখন তিনি সজীব হইয়া আসিতেন। প্রভু আপনি যজিয়া জীবকে কোন ভাব কিরূপ তাহা দেখাইতেছেন। এই তাঁহার অবতারের এক প্রধান উদ্দেশ্য। যখন জগন্নাথকে দেখিতে পাইতেছেন না বলিয়া, প্রভু অনাহারে পড়িয়া থাকিতেন, তখন কৃষ্ণ-বিরহ জীবন্ত রূপে তাঁহার হৃদয়ে প্রবেশ করিতেন এই মাত্র। এখন প্রভু আপন হৃদ্‌পদ্মাসনে শ্রীজগন্নাথের স্থানে শ্রীবৃন্দাবনের শ্রীকৃষ্ণকে স্থাপিত করিলেন। কাজেই শ্রীজগন্নাথকে ভুলিলেন, আর "বৃন্দাবন" "বৃন্দাবন" বলিয়া নৃত্য করিতে করিতে চলিলেন।

প্রভু যখন নীলাচল ত্যাগ করিতে চলিলেন, তখন সেই নগরে হাহাকার

পড়িয়া গেল, নীলাচলবাসীগণ প্রভুর সঙ্গ লইলেন। কি স্ত্রী, কি পুরুষ, কি বৃদ্ধ, কি বালক, সকলে চীৎকার করিয়া রোদন করিতে করিতে প্রভুর সঙ্গে চলিলেন। এই রোদনের মধ্যে সহস্র সহস্র লোক "হরিবোল" "হরিবোল" বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন। কাশীমিশ্র, গদাধর প্রভৃতিগণকে প্রভু তাঁহার সহিত যাইতে নিষেধ করিলেন। কাশীমিশ্র আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে পারিলেন না। কিন্তু গদাধর সে আজ্ঞা পালন করিলেন না। অন্যান্য সকলকে প্রভু অতি মধুর ও কাতর স্বরে তাঁহার সঙ্গে যাইতে বারম্বার নিষেধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু কেহ শুনিলেন না। তাঁহারা সকলেই প্রভুর পশ্চাদ্‌গামী হইলেন। তাঁহাদের সকলের ভাব এই যে, গৃহ ও নিজ জন সমুদায় ত্যাগ করিয়া, প্রভু যেখানে গমন করেন, তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে যাইবেন। শ্রীভগবানের সর্ব্বপ্রধান নাম কৃষ্ণ, অর্থাৎ জীবের চিত্ত আকর্ষক। শ্রীগৌরাঙ্গ এইরূপে জীবের চিত্ত আকর্ষণ করিতেন বলিয়া তাঁহাকে জীবে শ্রীভগবান বলিয়া পূজা করিয়া থাকেন।

প্রভু এই পশ্চাদ্‌গামী লোক সমূহের হাত ছাড়াইবার নিমিত্ত নানা উপায় অবলম্বন করিতে লাগিলেন, যথা পথ ছাড়িয়া বিপথে গমন, দ্রুতগতিতে গমন, লুকান, ইত্যাদি। অর্থাৎ প্রভু পথাপথ জ্ঞান না করিয়া একেবারে দৌড় মারিলেন। যেমন মধুলুব্ধ ভ্রমর পুষ্পে বসিতে যায়, আর বায়ুতে পুষ্প কম্পিত হওয়ায় বসিতে পারে না, সেইরূপ নীলাচলবাসীগণ প্রভুকে ধরিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এই ভক্তগণের অবস্থা বর্ণন করিয়া চৈতন্য চরিত কাব্য লেখক এই একাক্ষর শ্লোক দিয়াছেন—

ললল্লোলো ললল্লোলো লোলো লোলোললল্ললঃ।
লীলালালো হলিলীলালীং লীলালী লোললাং ললুঃ॥

"অনন্তর নীলাচল লীলাকে বিদূরিত করত ব্রজগমনরূপ লীলাই যাঁহার অভিপ্রেত, সুতরাং তন্নিমিত্তই মহাপ্রভু সতৃষ্ণ ও চঞ্চল হওত সমস্ত ভক্তগণকে ত্যাগ করিয়া বিলাসে চঞ্চলমনাঃ হইলেন। তথা অনুগামী ভক্তগণও যাহাতে সেই চঞ্চলমনাঃ গৌরচন্দ্রকে ধরিতে পারা যায় তাদৃশ ভ্রমরগণের লীলা সমূহের ন্যায় বিবিধ লীলা করিতে লাগিলেন।"

এই সমস্ত লোক প্রভুকে না দেখিয়া, কেহ ইতস্ততঃ গমনাগমন করিতে, কেহ মৃত্তিকায় পড়িয়া রোদন করিতে লাগিলেন। রামানন্দ রায় বাবু লোক, হাঁটিতে পারেন না, প্রভুকে ছাড়িতেও পারেন না। তিনি দোলায় চাপিয়াছেন,

কোথা চলিয়াছেন, কতদূর প্রভুর সঙ্গে যাইবেন, তাহার ঠিকানা নাই। প্রভু হাঁটিয়া তিনি দোলায়, ইহা হইতে পারে না। অথচ হাঁটিতেও পারেন না, আবার না গেলেও নয়। তাই দোলায় চড়িয়া প্রভুর অনেক পশ্চাৎ আসিতেছেন। প্রভু রামানন্দকে দেখিয়া তাঁহাকে যাইতে নিষেধ করিলেন। রুক্ষ ভাবে তাঁহাকে তিরস্কার করিলেন, কিন্তু রামানন্দ গ্রহগ্রস্তের ন্যায় প্রভুর কোন কথা যেন শুনিতে পাইলেন না। দোলায় চড়িয়া কান্দিতে কান্দিতে চলিলেন। গদাধরকে প্রভু আবার নিষেধ করিলেন। গদাধর এই কথা শুনিয়া প্রভুকে ত্যাগ করিয়া অনেক পশ্চাদ্বর্ত্তী হইয়া চলিতে লাগিলেন। যাইতে ছাড়িলেন না। পরে সকলে ভবানীপুরে উপস্থিত হইলেন। দেখেন সেখানে বাণিনাথ দ্রুতপদ দূত দ্বারা বহুবিধ সদ্য মহাপ্রসাদ পাঠাইয়াছেন। প্রভু সদল সেখানে উপস্থিত হইলেন, মহাপ্রসাদও আইল। কর্ণপুর এই মহাপ্রসাদ যে অল্প নহে তাহা এইরূপে রঙ্গ করিয়া একাক্ষর শ্লোক বলিতেছেন, যথা—

মানানা মুনি নানেনে নানা নূনননূ নন্নূ।
নানা নূনে নাননান্নানে নো নানা নন্নুন্নূ॥

"তৎপরে কোন এক মহাত্মা বিবিধ প্রকারের প্রভুসদৃশ মহাপ্রসাদ অত্যল্প দেখিয়া ও "ইহা অত্যল্প কিন্তু প্রচুর নহে" এ কথা কেহই বলেন নাই অর্থাৎ অল্পতর প্রভুর প্রসাদকেও বহুরূপে জানিয়াছিলেন।"

প্রভু একটু বিশ্রাম করিয়া আবার চলিলেন। প্রভু আনন্দে টলমল করিতেছেন। ভক্তগণও সেই ভাবে বিভাবিত। কবি কর্ণপুর প্রভুর এই গমন বর্ণনা করিতেছেন। কবিবর সেই রসে মুগ্ধ হইয়া কাজেই নানা ভঙ্গির কবিতা প্রস্তুত করিতেছেন।

প্রভু চুপ করিয়া যাইতেছেন, ভাবিতেছেন বৃন্দাবনে যাইতেছেন, শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন পাইবেন। নবদ্বীপ তাঁহার জন্ম ও ভালবাসার স্থান, তাঁহার অতিপ্রিয় ও নিজজনকে দর্শন করিতে যাইতেছেন, প্রভুকে এ সমুদায় কথা জোর করিয়া মনে করিয়া না দিলে তাঁহার মনে হইত না। প্রভু প্রায় অহরহ রাধা ভাবে বিভাবিত, এখন সেই ভাবে বৃন্দাবন যাইতেছেন। এই ভাবে মুগ্ধ হইয়া চলিয়াছেন, বহির্জগতের সহিত তাঁহার অল্প সম্বন্ধ। দেখেন, পথের ধারে একটী বৃক্ষ, উহা দেখিয়া এক দৌড়ে যাইয়া লম্ফ প্রদান করিয়া তাহার একটি শাখা ধরিলেন, ধরিয়া ঝুলিতে লাগিলেন!

ইহার মানে কি? সেই ধীর বাঙ্গালি ব্রাহ্মণ, মহামহোপাধ্যায়, বৃক্ষতল-বাসী সন্ন্যাসী, সেই ভক্ত-শিরোমণি, সেই জগৎ-পূজ্য প্রতাপরুদ্রের সংত্রাতা, বৃক্ষের ডাল ধরিয়া ঝুলিতে লাগিলেন, তাহার কারণ কি? প্রভু অতি সুস্থকায়, বলবান, তখন যুবা পুরুষ ছিলেন, তাই কি সেই তেজে এইরূপ বাল-চাপল্য দেখাইলেন? তাহা নয়। কৃষ্ণ-প্রেমে এইরূপ চঞ্চল করে। কৃষ্ণ-প্রেমে আনন্দের উদয়, আনন্দে জীবগণকে ব্রজ বালকের ন্যায় সবল ও চঞ্চল করে। প্রভু তাই কি লাফ দিয়া বৃক্ষের ডাল ধরিয়া ঝুলিতে লাগিলেন? তাহাও নয়, ইহার অর্থ বলিতেছি। প্রভুর মনে ভাব কি তাহার নিজের কথায় পরে ব্যক্ত হইল। চরিত কাব্যকার বলেন—

অথ বীক্ষ্য ক্রমং শ্রেষ্ঠং ধাবন্নারাদবারিতঃ।

স্কন্ধমুৎপ্লুত্য ধৃত্বা চ লম্বমানঃ শ্রিয়ং দধে॥

"অনন্তর একটী বৃক্ষকে দেখিয়া নির্ব্বাধে ধাবমান হওত লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক ঐ বৃক্ষের স্কন্ধদেশ (মূল শাখা) ধারণ করিয়া লম্বমান হইলেন, এবং তাহাতে বিশেষ শোভাও পাইতে লাগিলেন।"

বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিবেন এই ভাবিতে ভাবিতে প্রভু যাইতেছেন। এমন সময় সেই সুন্দর বৃক্ষটি দেখিয়া প্রভুর শ্রীকৃষ্ণ স্ফূর্ত্তি হইল। প্রভু দেখিতেছেন কি না, শ্রীকৃষ্ণ সেই বৃক্ষের উপর বসিয়া। প্রভু তাঁহার দিকে চাহিলে, শ্রীকৃষ্ণ যেন হাসিয়া তাঁহাকে ডাকিলেন। তখন প্রভু আনন্দে বিহ্বল হইয়া দৌড়িলেন। দৌড়িয়া সেই বৃক্ষের শাখা ধরিয়া শ্রীকৃষ্ণকে ধরিবার নিমিত্ত বৃক্ষে আরোহণ করিতে গেলেন। কিন্তু উঠিতে পারিলেন না। উঠিতে না পারিয়া সেই ডাল ধরিয়া ঝুলিতে লাগিলেন। এ দিকে, রসিকশেখর শ্রীকৃষ্ণ যেন রাধা-রূপ-প্রভুর সঙ্গে আমোদ ভাবে সেই বৃক্ষ তখনি ত্যাগ করিয়া অন্য বৃক্ষ অবলম্বন করিলেন। প্রভু তখন সে বৃক্ষ শাখা ত্যাগ করিয়া মৃত্তিকায় নামিয়া, সেই শ্রীকৃষ্ণের আশ্রিত বৃক্ষের নিকট দৌড়িলেন। সেখানে যাইয়া প্রভু দেখেন, কৃষ্ণ অন্য বৃক্ষে গিয়াছেন!

এইরূপে শ্রীকৃষ্ণ এক বৃক্ষ ত্যাগ করিয়া অন্য বৃক্ষ অবলম্বন করিতে লাগিলেন। প্রভুও তাঁহাকে ধরিবার নিমিত্ত পশ্চাৎ পশ্চাৎ ফিরিতে লাগিলেন। যে বৃক্ষে শ্রীকৃষ্ণকে দেখিলেন, তাহার নিকটে যাইয়া দেখিলেন

কৃষ্ণ তখন অন্য স্থানে গিয়াছেন। তাহাতে সেই বৃক্ষটিতে শ্রীকৃষ্ণ আশ্রয় লইয়াছিলেন বলিয়া, তাহার প্রতি আত প্রেমের উদয় হওয়ায়, তাহাকে গাঢ় আলিঙ্গন করিতেছেন। এই গাঢ় আলিঙ্গনে ক্ষুদ্র বৃক্ষ চূর্ণ হইয়া যাইতেছে। কখন বৃক্ষের কণ্টক প্রভুর অঙ্গে আঘাত দিতেছে। কখন এই কারণে বৃক্ষকে চুম্বন করিতেছেন, কখন শ্রীকৃষ্ণকে ধরিবার নিমিত্ত শাখা অবলম্বন করিয়া বৃক্ষের উপর উঠিবার চেষ্টা করিতেছেন। কখন কোন বৃক্ষকে শ্লাঘা করিয়া তাহার ভাগ্যকে প্রশংসা করিতেছেন। কখন কোন বৃক্ষকে চুপে চুপে কি বলিতেছেন, কি বলিতেছেন তাহা তিনিই জানেন।

হইয়াছে এই যে, প্রভু তখন জগৎ কৃষ্ণময় দেখিতেছেন, সুতরাং প্রভু যে বৃক্ষের পানে চাহিতেছেন সেই খানেই কৃষ্ণকে দেখিতে পাইতেছেন। এক বৃক্ষে শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া তাঁহাকে ধরিতে যাইতেছেন, এমন সময় দৈবাৎ নয়ন অন্য দিকে অর্পিত হওয়ায় সেখানেও কৃষ্ণকে দেখিতে পাইতেছেন। দেখিতে পাইয়া ভাবিতেছেন যে কৃষ্ণ তাঁহাকে ধরা দিবেন না বলিয়া অন্য বৃক্ষ অবলম্বন করিয়াছেন। তখন সেই কৃষ্ণ-পরিত্যক্ত বৃক্ষকে গাঢ় আলিঙ্গন ও চুম্বন করিয়া কৃষ্ণকে ধরিবার নিমিত্ত দ্বিতীয় বৃক্ষের দিকে ছুটিতেছেন।

প্রভু এইরূপে শত শত ভক্তের সমক্ষে এই রঙ্গ করিতে লাগিলেন! ভক্তগণ প্রথমে কিছু বুঝিতে পারেন নাই, দেখেন প্রভুর বাহ্যদৃষ্টি নাই, একেবারে দেব চক্ষু হইয়াছে। সর্ব্বাঙ্গ ব্রণের ন্যায় পুলকে আবৃত করিয়াছে। প্রভু কখন বা স্ত্রীলোকের ন্যায় করুন স্বরে রোদন করিতেছেন। কৃষ্ণ দর্শন লালসায় ঘন ঘন শ্বাস ফেলিতেছেন। প্রভুর শ্রীঅঙ্গ কণ্টকে ক্ষত বিক্ষত করিতেছে। ইহা দেখিয়া ভক্তগণ দুঃখ পাইতেছেন। কিন্তু কেহ তাঁহাকে নিবারণ করিতে পারিতেছেন না। তবে প্রভু বৃক্ষে আরোহণ করিতে যাইয়া উঠিতে পারিতেছেন না, বরং মৃত্তিকায় পড়িবার সম্ভব হইতেছেন। ইহা দেখিয়া পরমানন্দ পুরী প্রভৃতি মুখ্য ভক্তগণ তাঁহাকে নীচে হইতে জড়াইয়া ধরিতেছেন, যেন মাটিতে পড়িয়া না যান, কি আঘাত না পান। যথা চৈতন্য চরিত কাব্যে—

অধঃ কণ্টক সংকীর্ণে নিপতিষ্যন্তমঞ্জসা।
ভিয়া পুরিপ্রভৃতয়ো জগৃহুর্ব্বরবাহুভিঃ॥

"কণ্টক সমাকীর্ণ অধঃ প্রদেশে প্রভু পতিত হইবেন, এমন কালে পরমানন্দ পুরী প্রভৃতি ভক্তগণ সভয়ে শীঘ্র স্বীয় বিশাল বাহুদ্বারা ধারণ করিলেন।"

প্রভু কি করিতেছেন তাহার বর্ণনা চৈতন্য চরিত কাব্যের ১৯শ সর্গে ৪৪ ও ৪৬ শ্লোকে এইরূপে বর্ণিত আছে। যথা, প্রভু প্রেমানন্দ জলে ভাসিতেছেন। বন মধ্যে বৃক্ষ সকলকে আলিঙ্গন করিতেছেন। প্রভু এইরূপ বিহ্বল হইয়া এরূপ গাঢ় আলিঙ্গন করিতেছেন যে, বৃক্ষ চূর্ণ হইবার সম্ভব হইতেছে। প্রভু খঞ্জনের ন্যায় ফিরিতেছেন। প্রভু কেন এরূপ করিতেছেন, তাহা তিনি পরে যাহা বলেন তাহাতে পাঠক বুঝিতে পারিবেন।

শ্রীকৃষ্ণকে এইরূপে অন্বেষণ করিতে করিতে প্রভু হঠাৎ একবার শ্রীকৃষ্ণকে দুই স্থানে দেখিতে পাইলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ প্রকৃত পক্ষে কোন স্থানে, মনে এই বিচার করিতে লাগিলেন। প্রভু অন্বেষণে ক্ষান্ত দিয়া এই কথা মনে বিচার করিতে করিতে হঠাৎ তাঁহার দৃষ্টি অন্য স্থানে পড়িল। সেখানেও শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতে পাইলেন। তখন কৌতূহলী হইয়া চারিদিক দেখিতে লাগিলেন। দেখেন কি যে চারিদিকে কৃষ্ণ! তখন ঊর্দ্ধে চাহিলেন দেখেন আকাশে কৃষ্ণ, পথে চাহিলেন দেখেন সেখানে কৃষ্ণ, বৃক্ষে কৃষ্ণ, লতায় কৃষ্ণ, কুসুমে কৃষ্ণ, পশ্চাতে কৃষ্ণ, দক্ষিণে কৃষ্ণ, সম্মুখে কৃষ্ণ। প্রভু তখন এই জগতে কৃষ্ণ ব্যতীত আর কিছু দেখিতে পাইলেন না। তখন তাঁহার একটু বাহ্য হইল, ও বিস্মিত হইয়া ভক্তগণ পানে চাহিলেন, চাহিয়া বলিলেন, "দেখ দেখ, শ্রীকৃষ্ণকে দেখ। তিনি প্রত্যেক বৃক্ষে ও নানা স্থানে বিচরণ করিতেছেন।" আগে বলিলেন, "প্রত্যেক বৃক্ষে", পরে "নানা স্থানে" বলিতেছেন। "তাহা নয়, শ্রীকৃষ্ণকে যে সকল দিকে দেখিতেছি, তিনি যে জগৎময়?" যথা, চৈতন্য চরিত কাব্যে—

উচ্চৈরথ পশ্য পশ্যায়ং কৃষ্ণচন্দ্রোঽভিতোঽভিতঃ।
প্রতিদ্রুমং বিলসতি জগত্যেতন্ময়ীক্ষ্যতে॥

"অনন্তর অর্থাৎ গৌরচন্দ্র প্রেমে বিহ্বল হইয়া কহিলেন যে, দেখ দেখ, এই কৃষ্ণচন্দ্র ইতস্ততঃ প্রত্যেক বৃক্ষে বিলাস করিতেছেন, আমি কৃষ্ণময় জগৎ দেখিতেছি।"

তখনি ভক্তগণ বুঝিলেন, সমুদায় বুঝিলেন। তাঁহারা বুঝিলেন, কেন প্রভু প্রথমে দৌড় মারিয়া অগ্রবর্ত্তী হইয়া বৃক্ষের শাখা ধরিয়া উহাতে উঠিতে

চেষ্টা করিয়াছিলেন, কেন চঞ্চল গতিতে এক বৃক্ষ ত্যাগ করিয়া অন্য বৃক্ষে যাইতেছিলেন, কেন প্রতি বৃক্ষকে আলিঙ্গন ও কোন কোন বৃক্ষকে চুম্বন করিতেছিলেন। প্রভু এ পর্য্যন্ত এক মনে শ্রীকৃষ্ণকে ধরিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। যখন চতুর্দ্দিক কৃষ্ণময় দেখিতে পাইলেন তখন মনে একটু সন্দেহ উদয় হইল। মনে উদয় হইল, এই যে আমি কৃষ্ণ দেখিতেছি একি সত্য না ভ্রম? মনে এই সন্দেহ উদয় হওয়াতে অমনি অল্প একটু বাহ্য হইল, ও ভক্তগণের কথা মনে পড়িল। তখন ভক্তগণের নিকট সন্দেহ ভঞ্জনার্থ জিজ্ঞাসা করিলেন যে, এ ব্যাপার কি বল দেখি, আমি কি সচেতন আছি না অচেতন? কেন আমি জগৎ কৃষ্ণময় দেখিতেছি?

ভক্তগণ এ পর্য্যন্ত প্রভুর মনের ভাব ভাল করিয়া বুঝিতে না পারিয়া শুধু প্রভুর কোন দুঃখ কি বিপদ না হয় তাহারি চেষ্টা দেখিতেছিলেন। এখন প্রভুর মুখে শুনিলেন যে, তিনি বৃক্ষে ও চতুর্দ্দিকে কৃষ্ণ দেখিতে পাইতেছেন। তখন তাঁহারে সমুদায় কার্য্যের হেতু বুঝিতে পারিলেন। পারিয়া তাঁহারাও সেই ভাবে বিভাবিত হইলেন। তখন বৃন্দাবনে আসিয়াছেন, তাঁহাদেরও এই আনন্দ বোধ হইতে লাগিল। তাঁহারা যেন দেখিতে পাইলেন যে, পক্ষীগণ সুখে গান করিতেছে, বৃক্ষ লতা কুসুমিত হইয়াছে ও সেই কুসুম হইতে মধু ঝরিতেছে। প্রকৃতই তখন পালে পালে ময়ূর আসিয়া সেই স্থানে বিচরণ করিতে লাগিল। আবার তাহাদের মধ্য হইতে যখন কোন কোন ময়ূর নৃত্য আরম্ভ করিল, তখন ভক্তগণ প্রেমে বিহ্বল হইলেন। একে শরৎ কাল, তাহাতে এই সমুদায় কাণ্ড, সুতরাং কবিকর্ণপুর ছাড়িবেন কেন? এখন সে স্থানের অবস্থা বর্ণিত অদ্ভুত রঙ্গিম কবিতা সকল শ্রবণ করুন। যথা—

লীলা লোলালিললনা ললন্নলিন লালনৈঃ।
নলাল ললনা লীনাং লীলাং লাননিলো ললন্॥ ৪১।

"তৎকালে পবন দেবও পদ সঞ্চালন দ্বারা বিলাস নলিনী অলি-মাল্লাতে অভিলাষ করত স্ত্রী বিলাস ইচ্ছা করিয়াই যেন ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিয়াছেন।"

এই শ্লোক দ্ব্যক্ষর। তাহার পর শ্রবণ করুন—

কা কে নে ব ব নে কে কা,
লা ব কে ন ন কে ব লা।

শু দ্ধা সা র র সা দ্ধা শু,
নু তি রা সু সু রা তি নু।

কানন মধ্যে কাকের ন্যায় লাবক নামক পক্ষীগণের ধ্বনির সহিত ময়ূরের উচ্চ ধ্বনি হইল। এবং প্রকৃত পক্ষেই ময়ূর ধ্বনি বিশুদ্ধ বর্ষা ঋতুর সম্বন্ধ বশতঃ উৎকৃষ্ট হইয়া যেন মদ মত্ত ব্যক্তিকেও অতিক্রম করত উচ্চ স্তব পাঠের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল।”

এই উপরের শ্লোক বাম হইতে দক্ষিণে দক্ষিণ হইতে বামে সমান। তাঁহার পর আর একটী শ্লোক শ্রবণ করুন—

সা র সা স র সা সা রং
র সা নূ ত ন নূ ত না।
না ত নূ ন ত নূ সা র
রং সা সা র স সা র সা॥

“যে শরৎ রসা অর্থাৎ পৃথিবীর সরসা উৎকৃষ্ট বস্তু স্বরূপ এবং যে অসার অর্থাৎ বর্ষণ বিহীন হইয়াও রস অর্থাৎ জল দ্বারা সম্যক প্রকারে উৎকৃষ্ট নূতন হইয়াছিল এবং যে বহুতর সারস অর্থাৎ তন্নামক জলচর পক্ষী বিশিষ্টা হইয়া না তনু ও ন তনু কি শরীরী ও কি অশরীরী সকলেরই সার তেজঃ বা বল দান করত সেই প্রসন্ধা শরৎ (শোভা পাইয়াছিল) (শরীরী বৃক্ষ লতাদি অশরীরী সমর দিক প্রভৃতি) শরৎকালে বৃক্ষ লতার সবিশেষ বিকাশ হয়।’ এবং শীত ঋতুর অংশ থাকায় সময়ও উত্তম এবং দিক্ সকল প্রসন্ন হয়।”

প্রভু ক্রমে শান্ত হইলেন, আবার পথে চলিলেন। প্রভুর নিমিত্ত মুহুর্মুহু জগন্নাথের প্রসাদ, পানা, পিঠা প্রভৃতি দ্রুত-পদ দূত দ্বারা বাণিনাথ কর্ত্তৃক প্রেরিত হইতেছে। এইরূপ সুন্দর বন্দবস্ত যে প্রভু যেখানে বিশ্রাম করিবেন সেখানে দেখেন প্রচুর পরিমাণে সদ্য ও অতি উত্তম মহাপ্রসাদ প্রস্তুত রহিয়াছে। শুধু তাহা নয়, রামানন্দ রায় প্রয়োজন বুঝিয়া, নূতন নূতন গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। প্রভু সেই নূতন গৃহে রজনী বাস করিতেছেন।

প্রভু ভুবনেশ্বর দর্শন করিয়া চলিলেন। রজনীতে এইরূপে রামানন্দ নির্ম্মিত একটি গৃহে মহাপ্রসাদ ভোজন করিয়া সমস্ত রজনী, রামরায়ের সহিত কৃষ্ণ কথায় যাপন করিয়াছেন। প্রভু ও পরমানন্দ পুরী সর্ব্বাগ্রে, প্রভু নাম যপিতে যপিতে চলিয়াছেন। রামানন্দ দোলায় সর্ব্ব পশ্চাতে, যেখানে প্রভু

বিশ্রাম করিতেছেন, দোলা হইতে নামিয়া সেখানে যাইয়া প্রভুর সহিত কৃষ্ণ কথায় যাপন করিতেছেন। প্রভু যাইতে যাইতে নদী তীরে রামানন্দ নির্ম্মিত অতি সুন্দর রাসস্থান দর্শন করিলেন। দেখিয়া বড় মুগ্ধ হইলেন। তখন প্রভু মনের আনন্দে শ্যাম গুণ গীত গাইতে লাগিলেন। ইচ্ছা সেখানে একটু নিশ্চিন্ত হইয়া সুখে রসাস্বাদন করেন। তাই পরমানন্দ পুরীকে উপলক্ষ করিয়া সকলকে বলিলেন যে, আমি এখানে একটু বিশ্রাম করিব, আপনারা অগ্রবর্ত্তী হউন। কটকে গোপীনাথের মন্দিরে আমাকে পাইবেন। ভক্তগণ প্রভুর আজ্ঞা পাইয়া চলিতে লাগিলেন।

ভক্তগণ অগ্রবর্ত্তী হইলে প্রভু একা রাম রায়কে লইয়া সেই নূতন গৃহে কৃষ্ণ কথায় যাপন করিতে লাগিলেন। তখন যে কি সুধা উঠিল তাহা কে বলিতে পারে? শ্রীভগবান এরূপ বস্তু যে তার নামে সুধা ক্ষরণ হয়। তাঁহার সম্বন্ধীয় কথায় কত মধু আছে তাহা কে বর্ণিতে পারে? প্রভুর রামানন্দ রায় ও সরূপ দামোদরের সহিত বসিয়া এই কৃষ্ণ কথা, ইহার আভাস পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। প্রভু তখন শ্রীমতী রাধা হইয়া তাঁহার যে শ্রীকৃষ্ণ প্রেম উহার সূক্ষ্মতর ও সূক্ষ্মতম যে গতি, তাহা মন উঘাড়িয়া বলিতেন। সেই তাঁহার মুখচন্দ্রের সুধা লইয়া শ্রীকৃষ্ণ লীলা প্রস্ফুটিত হইয়াছে, ও তাহাই জীবগণে এখন আস্বাদ করিয়া থাকেন।

শ্রীপরমানন্দ পুরী প্রভৃতি অগ্রে কটকে গমন করিয়া সংবাদ দিলেন যে, প্রভু নীলাচল ত্যাগ করিয়া বৃন্দাবন চলিয়াছেন। পূর্ব্বে যখন শুনিতেন যে, প্রভু বৃন্দাবন যাইবেন তখনি রাজা ব্যাকুল হইয়া রাম রায় ও সার্ব্বভৌমকে মিনতি করিয়া বলিতেন যে, প্রভুকে যেন না যাইতে দেওয়া হয়। রামরায় ও সার্ব্বভৌম নানা উপায়ে দুই বৎসর পর্য্যন্ত প্রভুকে যাইতে দেন নাই। শেষে যাইতে অনুমতি দিতে বাধ্য হয়েন। রাজা এই কথা শুনিয়া সার্ব্বভৌমকে বলিলেন যে, প্রভু গমন করিলে আমি কিরূপে জীবন ধারণ করিব? এখানে শ্রীজগন্নাথ বিরাজমান করিতেছেন ইহা সত্য, কিন্তু তবু প্রভু নীলাচল ত্যাগ করিলে আমার ভুবন অন্ধকার হইবে। যথা, রাজার সার্ব্বভৌমের প্রতি উক্তি (চন্দ্রোদয় নাটক)—

যদ্যপি জগদধীশো নীল শৈলস্য নাথঃ,
প্রকট পরম তেজা ভাতি সিংহাসনস্থঃ।
তদপি চ ভগবৎ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য দেবে,
চলতি পুনরুদীচীং হন্ত শূন্যা ত্রিলোকী॥

ইহার অর্থ—

রাজা কহে ভট্টাচার্য্য কি কহিব আর।
যদ্যপিও জগন্নাথ সাক্ষাৎ আমার॥
প্রকট পরম তেজা নীল শৈলনাথ।
সিংহাসনে বসিয়াছে বলভদ্র সাথ॥
তথাপি চৈতন্য চন্দ্র পুরি ছাড়ি গেলা।
এ তিন ভুবন মোর শূন্য যে হইলা॥

সার্ব্বভৌম ও রামরায় রাজাকে বলিলেন যে, শ্রীভগবান স্বেচ্ছাময়, তাঁহাকে রোধ করা যায় না, তাঁহার সঙ্গে অতি হঠকারিতা ভাল নয়। তিনি ভক্ত-বৎসল, এই দুই বৎসর ভক্ত অনুরোধে শ্রীবৃন্দাবনে গমন করেন নাই, এখন চলিলেন, আর তাঁহাকে রাখিতে পারা গেল না।

প্রভু বিজয়া দশমী দিনে নীলাচল ত্যাগ করিবেন। তাহার পূর্ব্বেই রাজা নীলাচল ত্যাগ করিয়া কটকে গমন করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। এখন পরমানন্দ পুরী প্রভৃতির নিকট শুনিলেন যে, প্রভু আগতপ্রায়।

প্রভু যখন বিরলে কৃষ্ণ কথা বলেন, তখন তাঁহার সঙ্গী রামরায় ও স্বরূপ। এখন সুধু রামরায়কে লইয়া বসিলেন। রাম রায় প্রভুর ভাবি বিরহে ব্যাকুল। রামরায় প্রভুর সঙ্গে চলিয়াছেন। প্রভু আড্ডায় আড্ডায় বলিতেছেন, রামরায় বাড়ী যাও। রামরায় এ কথা শুনিলেই কান্দিয়া আকুল হয়েন। বলেন, প্রভু আর খানিক যাইব। আর এক আড্ডায় যাইয়া প্রভু রামরায়কে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বলেন। আবার রামরায় কান্দিয়া বলেন, আর খানিক যাইব। এইরূপ করিয়া, রামরায় প্রভুর সঙ্গে এতদূর আসিয়াছেন।

ভক্তগণ কটকে আসিয়া একবারে গোপীনাথের মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। সেখানে কোন একজন ব্রাহ্মণ পুরী ঠাকুরকে নিমন্ত্রণ করিলেন। এমন সময় গৌরচন্দ্রের উদয় হইল। প্রভু আইলে স্বপ্নেশ্বর নামক কোন বিপ্র তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিলেন। প্রভুর সঙ্গে আর যে শতাবধি ভক্ত, সে সমুদয় রামরায় তাঁহার কটকে নিজ বাটীতে আহ্বান করিলেন। রসিক চূড়ামণি রামরায়ের বাড়ীর নিকট অবশ্য অপরূপ উদ্যান আছে। সেখানে ভক্তগণকে লইয়া গেলেন। সেই উপবন মধ্যে এক অতি

মনোরম ও প্রকাণ্ড বকুল বৃক্ষ ছিল। তাহার তলায় ভক্তগণ বিশ্রাম, কেহবা রন্ধনের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। এ দিকে ভিক্ষা করিয়া ক্রমে সেখানে পরমানন্দ পুরী ও স্বয়ং গৌরচন্দ্র আইলেন। প্রভু সেই বকুলের মূলে উপবেশন করিয়া সহাস্য বদনে শোভা পাইতে লাগিলেন।

ভক্তগণকে ভোজন করাইয়া রামরায় রাজার ওখানে ছুটিলেন। রাজা প্রভুর আগমন পূর্ব্বে সংবাদ পাইয়া প্রস্তুত হইয়া আছেন। এবারে রাজা দীনবেশে, একমাত্র ধূতী পরিয়া আইলেন না। রামানন্দের পরামর্শানুসারে রাজবেশ পরিলেন, ও হস্তি ঘোড়া সৈন্য প্রভৃতি সঙ্গে লইয়া, প্রকাণ্ড সজ্জায় প্রভুকে দর্শন করিতে চলিলেন। অতি সমারোহের সহিত গমন করিয়া উপবনের নিকট যাইয়া সকলে স্থির হইলেন। যদিও সৈন্যগণ কোলাহল করিতেছে না, কিন্তু হস্তি ও ঘোড়া সমূহ চিৎকার করিয়া রাজার আগমন প্রকাশ করিতে লাগিল। রাজা হস্তির উপর ছিলেন, মৃত্তিকায় অবতীর্ণ হইলেন। তখন মন্ত্রীগণ পরিবেষ্টিত হইয়া রামানন্দের বাহু ধরিয়া মন্থর গতিতে উপবনে প্রবেশ করিলেন। সে কিরূপ, না, যেমন শ্রীমতী রাধা, ললিতার কর ও অন্যান্য সখীগণ পরিবেষ্টিত হইয়া, শ্যাম দরশনে বৃন্দাবনে যাইতেন। রাজা প্রভুর শ্রীচরণ অধিকার করিবার জন্য চতুরঙ্গ দল কর্ত্তৃক কিরূপ ব্যূহ নির্ম্মাণ করিলেন, উহা চরিত কাব্য লেখক কর্ণপুর মহানুখে ১৯শ সর্গ ৮৮ শ্লোকে বর্ণনা করিয়াছেন।

রাজা উপবনে প্রবেশ করিয়া বকুল বৃক্ষমূলে প্রভুকে দর্শন করিলেন। প্রতাপরুদ্র মুখ উঠাইয়া প্রভুর সুহাস্য আহ্বান সূচক চন্দ্রবদন দেখিলেন, অমনি তাঁহার নয়ন দিয়া আনন্দধারা পড়িতে লাগিল। রাজা নিমিষহারা হইয়া প্রভুর বদন দর্শন করিতে লাগিলেন। রূপ দেখিয়া তাঁহার সাধ মিটিল না। রাজার আনন্দ জলে নয়ন তারা ডুবিয়া যাওয়ায়, তাঁহার পথ দেখিবার শক্তি গেল। কাজেই, হাঁটিতে পদস্খলন হইতে লাগিল। তখন রামানন্দের অঙ্গে হেলন দিয়া, মন্থর গতিতে চলিতে চলিতে, অগ্রবর্ত্তী হইতে লাগিলেন। কিন্তু বড় অগ্রবর্ত্তী হইতে পারিলেন না। সেই রাজবেশ লইয়া সেই রাজ-মুকুট সহিত প্রভুর চরণতলে ধূলায় পড়িয়া গেলেন।

প্রভু তখন প্রেমার্দ্র হইয়া রাজাকে উঠাইলেন, উঠাইয়া তাঁহাকে হৃদয়ে

ধরিয়া আপাদ মস্তক আলিঙ্গন করিলেন। রাজা আনন্দ সাগরে ভাসিতে লাগিলেন, আর ভক্তগণ, রাজ কর্ম্মচারীগণ, সৈন্যগণ, যাঁহারা সেখানে ছিলেন, সকলে আনন্দে মুগ্ধ হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন।

তাহার পরে প্রভু রাজার সহিত অতি প্রেম সহকারে বাক্য আলাপন করিলেন। রাজার মনে প্রতীত হইল যে, তিনি শ্রীগৌরাঙ্গের, আর শ্রীগৌরাঙ্গ তাঁহার। প্রভু সত্বর ফিরিয়া আসিবেন, এই কথা শ্রীমুখে শুনিয়া, রাজা নিতান্ত শান্ত হইলেন। রামানন্দ তাঁহাকে নানা প্রকারে প্রবোধ বচন বলিলেন। রাজা প্রভুর নিকট বিদায় লইলেন, রাজ কর্ম্মচারীগণ সৈন্যগণ সকলে প্রভুর চরণে প্রণাম করিলেন, কেহ নিকটে যাইয়া, কেহ দূরে দাঁড়াইয়া।

রাজা বাহিরে আসিয়া, কিরূপে প্রভুর গমন সুলভ হয় তাহার উপায় চিন্তিয়া, আপনার দুই প্রধান মন্ত্রী, মঙ্গরাজ ও হরিচন্দন, (হরিচন্দন যিনি শ্রীবাসের হস্তে চপেটাঘাত প্রসাদ পাইয়াছিলেন) এই দুই জনকে আজ্ঞা করিলেন যে, তোমরা প্রভুর সঙ্গে গমন কর। এইরূপে রামানন্দ, মঙ্গরাজ, ও হরিচন্দন রাজার তিন জন মহাপাত্র প্রভুর সঙ্গে চলিলেন। রাজা আরো আজ্ঞা করিলেন যে, যেখানে প্রভু বাস করিবেন সেখানে তাঁহার ও ভক্তগণের থাকিবার নিমিত্ত, পাঁচ সাত খানা নূতন গৃহ প্রস্তুত, আর নানাবিধ আহরীয় দ্রব্য সঞ্চয় করিয়া রাখা হউক। প্রভুর সঙ্গে বহুতর ভক্ত, পুরী, ভারতী, সরূপ, প্রভৃতি সন্ন্যাসীগণ, হরিদাস, জগদানন্দ, মুকুন্দ, কাশীশ্বর, গোবিন্দ, বক্রেশ্বর, দামোদর, গোপীনাথ, নন্দাই, প্রভৃতি সকল লোক চলিয়াছেন। রাজা আবার পথে যত প্রধান প্রধান আচার্য্যগণ বাস করেন, তাঁহাদের নিকট আজ্ঞা-পত্র পাঠাইলেন যে, প্রভু যাইতেছেন, যাহাতে তাঁহার কোন অভাব না হয় এইরূপ মনোযোগী হইয়া থাকেন। সার্ব্বভৌম প্রভুর সঙ্গে আছেন, তিনি একটু হাসিয়া রাজাকে বলিলেন যে, মহারাজ তোমার এ সমুদয় অতি প্রীতির কার্য্য একটুকু হাস্যকর। তুমি যাঁহার বিপদাশঙ্কা করিয়া ইহা নিবারণার্থে নানা উপায় উদ্ভাবন করিতেছ, তাঁহার নাম স্মরণ করিলে বিঘ্ননাশ হয়, অতএব তিনি তাঁহার নিজের রক্ষা অবশ্য করিতে পারিবেন।

রাজা ইহা শুনিয়া আরো আর্দ্র হইলেন। তখন কান্দিতে কান্দিতে পাত্রগণকে আজ্ঞা করিলেন যে, প্রভু যেখানে স্নান করেন, যেন সেখানে

একটি স্তম্ভ প্রস্তুত করা হয়। সে অতি পবিত্র তীর্থস্থান। সেখানে আমি প্রত্যহ স্নান করিব। আর যদি প্রভুর চরণে আমার মতি থাকে, তবে সেখানে মরিব। রাজা আরো আজ্ঞা করিলেন যে, ঘাটে প্রভুর পারের নিমিত্ত যেন এক খানা নৌকা থাকে। রামানন্দ প্রভুর সঙ্গে চলিয়াছেন, সুতরাং রাজার বড় ভরসা যে প্রভুর কোন কষ্ট হইবে না।

বিজয়া দশমী দিবস প্রভু নীলাচল ত্যাগ করিয়া কটক আসিয়াছেন, কাজেই জ্যোৎস্না-রজনী। এ দিকে শরৎকাল। প্রভু রাত্রে চলিবেন এ ইচ্ছা করিলেন। সন্ধ্যাকালে চিত্রোৎপলা নদীতে স্নান করিলেন। সেখানে প্রভু পার হইবেন। রাজ-পরিবারগণ প্রভুকে দর্শন করিবেন মনে নিতান্ত বাঞ্ছা। রাজা তাঁহাদের দর্শন সুলভ নিমিত্ত, হস্তীর উপর তাঁবু খাটাইয়া, সেই ঘাটে সারি সারি হাতী রাখিলেন। প্রভু গজেন্দ্রগমনে আসিতেছেন, সন্ধ্যা হয় হয় সময়, সুতরাং রাজ-পরিবারগণ তাম্বুতে থাকিয়া স্বচ্ছন্দে দর্শন করিতে পারিলেন। প্রভুকে দর্শন মাত্র তাঁহাদের প্রেমের উদয় হইল—

> প্রভুর দর্শনে সভে হইল প্রেমময়।
> কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহে অশ্রু নেত্রে বরিষয়॥
> এমত কৃপালু নাহি শুনি ত্রিভুবনে।
> কৃষ্ণ প্রেমা হয় যার দূর দরশনে॥ (চরিতামৃত)

শ্রীগদাধর, যিনি পণ্ডিত গোঁসাই বলিয়া পরিচিত, প্রভুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছেন। প্রভু নানা মতে নিবারণ করিতেছেন, গদাধর শুনেন না। প্রভু বলেন, "গদাধর! ক্ষেত্র-সন্ন্যাস লইয়াছে, তুমি নীলাচল ত্যাগ করিলে পতিত হইবে।" গদাধর বলেন, "প্রভু! তোমার শ্রীচরণে যদি আমার মতি থাকে, তবে আমার কোন বিপদ নাই।" প্রভু ক্রোধ করিয়া বলিলেন, "গদাধর এ নিতান্ত স্বার্থপরতা। নিয়ম প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিবে তুমি, দোষী হইব ~~আমি, এ কি~~ তোমার ভাল কাজ? তুমি কি শুন নাই যে শ্রীভগবানের করুণার উপর নির্ভর করিয়া কোন কু-কাজ করিলে তিনি উহা কখন মার্জ্জনা করেন না? তুমি আমার উপর নির্ভর করিয়া প্রতিজ্ঞা সেবা-ভঙ্গ রূপ মহা পাপ করিতেছ, শ্রীকৃষ্ণ তোমাকে কেন উহা হইতে অব্যাহতি দিবেন?"

গদাধরের একমাত্র উত্তর ক্রন্দন। প্রভু যদি এখন বড় পীড়াপীড়ি আরম্ভ করিলেন, তখন তাঁহার কথা ফুটিল।

গদাধর বলিলেন, যে দোষ হয় আমার। তোমাকে আমি দোষ হইতে

অব্যাহতি দিলাম। আমি তোমার সঙ্গে যাইতেছি না, আমি পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইব। আমি তোমার জন্য যাইতেছি না। আমি শচী জননীকে দেখিতে যাইতেছি।

গদাধরের কথার তাৎপর্য্য এই যে, প্রভু! আমি তোমার সঙ্গে যাইব, ইহাতে নরকে যাই তাঁহাও স্বীকার। হে কৃপাময় পাঠক! এই ঘটনা দ্বারা আপনি কতক বুঝিবেন যে ভগবৎ-প্রেম কেন পরকীয়া প্রেমের সহিত তুলনা করা হইয়াছে। প্রভু হারিলেন, আর এ পর্য্যন্ত হারিয়া চলিয়া আসিতেছেন। এখন কটকের নদী পার হইবার সময় গদাধরকে ডাকাইলেন, ডাকাইয়া হাত দু'খানি ধরিলেন, তাহার পরে তাঁহার মুখ পানে চাহিয়া, ছল ছল আঁখিতে বলিতে লাগিলেন, "গদাধর! প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিও না, আমি দুঃখ পাই। তুমি কি অকাজ করিতেছ, তোমাকে বুঝাইয়া বলিতেছি। আমার সঙ্গ সুখের লোভে প্রতিজ্ঞা সেবা ছাড়িতেছ, গদাধর এ কাজ ভাল নয়। শ্রীক্ষেত্রে ফিরিয়া যাও, আমি সত্বর ফিরিয়া আসিব। তুমি চিরদিন আপনার সুখ অনুসন্ধান না করিয়া আমার সুখ খুজিয়া থাক। তুমি যদি আমার সঙ্গে গমন কর, আমি দুঃখ পাইব। যদি ফিরে যাও সুখী হইব। আমাকে সুখ দেওয়া তোমার জীবনের প্রধান সুখ। অতএব তুমি প্রত্যাবর্ত্তন কর। আর যদি কথা কও আমার মাথা খাও।"

গদাধর তখন মুখ উঠাইয়া প্রভুর পানে চাহিলেন, চাহিয়া নিমিষহারা হইয়া মুখ খানি একটুকু দেখিলেন। যেন জন্মের মত সেই মুখ খানি হৃদয়ে অঙ্কিত করিয়া লইতেছেন। পরে তাঁহার নয়ন-তারা স্থির হইয়া উর্দ্ধে উঠিল। একটু কাঁপিলেন, আর অমনি ধপাৎ করিয়া সেই বালুকার উপর পড়িয়া গেলেন। গদাধর যেমন পড়িলেন, অমনি সার্ব্বভৌম তাঁহাকে যতদূর পারিলেন ধরিলেন।

যেমন বিদ্যুৎ চলিয়া যায়, সেইরূপ প্রভুর অন্তরের তীক্ষ্ণ দুঃখের রেখা হৃদয় বাহিরে চলিয়া গেল। উহার কিঞ্চিৎ আভা বদনে প্রকাশ হইবা মাত্র উহা লুকাইয়া গেল। প্রভু সার্ব্বভৌমের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, "ভট্টাচার্য্য, আপনি গদাধরকে সুস্থ করিয়া উহাঁকে এখান হইতে নীলাচলে লইয়া যাউন।" প্রভু এইরূপে একটী বাটুলে দুইটি জীব বধ করিলেন। সার্ব্বভৌম, এমন কি প্রথমে প্রায় সমগ্র নীলাচলবাসী, প্রভুর সঙ্গে আসিতেছিলেন। প্রভু সকলকে নানা উপায়ে নিবৃত্ত করিয়া পথে রাখিয়া আসিয়াছেন। যাঁহারা

প্রধান,—অবশ্য তাহার মধ্যে, সার্ব্বভৌম একজন,—তাঁহাদিগকে পারেন নাই। প্রভুর ইচ্ছা যে সার্ব্বভৌমকে কটকের এদিকে আসিতে দিবেন না। তাই ছল ছল আঁখিতে, একবার মাত্র মূর্চ্ছিত গদাধরের পানে চাহিয়া, সার্ব্বভৌমকে উপরি উক্ত আজ্ঞা করিয়া, তূর্ণ নৌকায় উঠিলেন, আর উহা তখনি ছাড়িয়া দিতে নাবিককে আজ্ঞা করিলেন।

সার্ব্বভৌম প্রভুর আজ্ঞা শুনিয়া বসিয়া পড়িলেন। এদিকে মূর্চ্ছিত গদাধর কোলে, ওদিকে প্রভু ছাড়িয়া চলিলেন। যখন প্রভু দক্ষিণে গমন করেন, তখন সার্ব্বভৌম প্রভুকে বলিয়াছিলেন, "শতপুত্র-শোক সহিতে পারি, তবু তোমার বিরহ সহিতে পারি না।" সার্ব্বভৌম প্রভুর দিকে চাহিয়া রহিলেন, আর গদাধরের গাত্রে হস্ত বুলাইতে লাগিলেন। বলিতেছেন, "গদাধর! উঠ, মহাপুরুষের কার্য্যই এইরূপ, তাঁহাদের হৃদয় স্বভাবতঃ কুসুম হইতে কোমল, কিন্তু কর্ত্তব্যের অনুরোধে উহা বজ্র হইতে কঠিন হইয়া থাকে। শ্রীভগবান তোমার বিরহে দুঃখ পাইতেছেন, কিন্তু তিনি তাহা গ্রাহ্য করিলেন না। যাহাতে তোমার ধর্ম্মনষ্ট না হয় ইহাই ভাবিয়া সে দুঃখ স্বেচ্ছায় নিজস্কন্ধে লইলেন।" এদিকে নৌকা তূর্ণ গতিতে এ পারে আইল, প্রভু অমনি নামিলেন, আর পাছে না ফিরিয়া দ্রুতগতিতে চলিলেন। এমন সময় গদাধর উঠিলেন। তখন তিনি আর সার্ব্বভৌম সজল নয়নে প্রভুর গমন দর্শন করিতে লাগিলেন। সন্ধ্যাকাল, প্রভু অতি শীঘ্র অদর্শন হইলেন। তখন দুইজন দুইজনের অবলম্বন স্বরূপ হইয়া, ধীরে নীরবে রোদন করিতে করিতে, নীলাচলে ফিরিয়া চলিলেন।

প্রভু চতুর্দ্বারে রামরায়ের সহিত কৃষ্ণ কথায় রজনী যাপন করিলেন। প্রভুর সঙ্গে অসংখ্য লোক, তাঁহারা যিনি যেখানে পাইলেন সেখানে থাকিলেন। প্রভাত হইল, প্রভু তখন স্নান করিলেন। সদ্য প্রসাদ সম্মুখে উপস্থিত, বহু প্রকারের। প্রভু তখন সেবা করিলেন, করিয়া আবার ভক্তগণ সমভিব্যাহারে চলিলেন। একে যাহারা প্রভুর নাম শুনিয়াছেন, তাহারাই তাঁহাকে দেখিতে উৎসুক। (শ্রীভগবান সন্ন্যাসীরূপে জগতে বিচরণ করিতেছেন, যে সন্ন্যাসী এরূপ পূজিত তাঁহাকে দেখিতে কাহার না সাধ হয়? সুতরাং যিনি শুনিতেছেন যে, সেই সন্ন্যাসী গৌড়-পথে চলিয়াছেন, তিনিই তাঁহাকে দেখিবার নিমিত্ত ব্যগ্র হইতেছেন।) তাহার উপর আরো রাজার পত্র। যেখানে যেখানে নূতন ঘর প্রস্তুত হইতেছে,—আর ঘর প্রস্তুত সহস্র লোক

দ্বারা সদ্যই হইতেছে,—সেখানে সেখানে লোকের ভিড় হইতেছে, সকলে যাহার যেরূপ সাধ্য ভেটের সামগ্রী লইয়া উপস্থিত হইতেছেন। প্রভু অদ্য কিংবা কবে সেখান আসিবেন ঠিক নাই। সকলে এইরূপ দুই এক দিনই প্রতীক্ষা করিতেছেন। প্রভু যে পথ দিয়া যাইবেন সে পথের দু'ধারে লোক দাঁড়াইয়া যাইতেছে। এই লোক ভিড়ের কথা আমি পরে বলিব। এইরূপে, কি পথে কি আরামের স্থানে, সকল স্থানেই সর্ব্বদা কেবল লক্ষ-বদন-উত্থিত হরিধ্বনির কোলাহল হইতেছে।

প্রভু যাজপুরে উপস্থিত হইলেন। যাজপুরে বহুদেব মন্দির ও সে অতি পবিত্র স্থান। সেখানে বহুতর ভদ্রলোকের বাস। প্রধান লোক সকল "কই প্রভু কৃষ্ণচৈতন্য কোথায়," বলিয়া একেবারে প্রভুর সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত। প্রভুর তিনটি ভাব ছিল, সহজ ভাব, আবেশ ভাব, ও শ্রীভগবান ভাব। মধ্যে মধ্যে সহজ ভাব ও মধ্যে মধ্যে ভগবান ভাব হইত, কিন্তু আবেশ ভাব প্রায় সর্ব্বদা থাকিয়া যাইত। প্রভুর বদনের দিকে চাহিলেই জানা যাইত যে, 'তিনি আপনাতে' আপনি নাই। যেন তাঁহার চিত্ত কে চুরি করিয়া লইয়াছে। প্রভু চক্ষু মেলিয়া এদিকে ওদিকে চাহিতেছেন, কিন্তু বুঝা যাইতেছে যে বাহ্য জগত তিনি ভাল করিয়া দেখিতে পাইতেছেন না। এই যে প্রভু আভ্যন্তরিক জগতে বিচরণ করিতেছেন, কিন্তু তবু তিনি কি ভাবিতেছেন, কি দেখিতেছেন, তাহা প্রায় তাঁহার কার্য্য দ্বারা জানা যাইত। অন্ততঃ সরূপ প্রভৃতি মর্ম্মি ভক্তগণ উহা জানিতে পাইতেন। প্রভুর এই আবেশ ভাব আবার তিন রূপ। উদ্ধবের ভাব, গোপীর ভাব, ও রাধার ভাব। যখন উদ্ধবের ভাব, তখন প্রভু দীন হইতেও দীন; কিসে তাঁহার কৃষ্ণ-নামে রুচি হইবে; কিসে শ্রীকৃষ্ণের চরণ পাইবেন, এই নিমিত্ত কান্দিয়া ব্যাকুল। যখন গোপীভাব, তখন বাহিরের জগত কিছু দেখিতেছেন না, কি অতি অল্প দেখিতেছেন। নানাবিধ কৃষ্ণ-লীলা দেখিতেছেন। আর যখন রাধা ভাব, তখন একেবারে অচেতন। একেবারে ঠিক রাধা, রাধার সহিত আর কিঞ্চিৎ মাত্র বিভিন্নতা নাই। প্রভুর যখন যে ভাব, তাহার সঙ্গী ভক্তগণও সেই ভাবে বিভাবিত হয়েন।

যখন প্রভুর ভগবান ভাব, তখন কাহার সাধ্য তাঁহাকে শ্রীভগবান না ভাবিয়া থাকিতে পারে। যাহার যত বড় অবিশ্বাস হউক না কেন, প্রভুকে তখন ভগবান না ভাবিয়া থাকিতে পারিবেন না। সুখের মধ্যে

ভক্তগণ এই ভগবান ভাবের কথা মুহুর্মুহু ভুলিয়া যাইতেন, তাহা না ভুলিলে তাঁহারা অধিক ক্ষণ প্রভুর সঙ্গ করিতে পারিতেন না। ভগবান জানিয়া, জীব অধিক ক্ষণ শ্রীভগবানের সঙ্গ করিতে পারে না। যে দিবস মহাপ্রকাশ হয়, সে দিবস প্রভু সপ্ত প্রহর ভগবানরূপে প্রকাশ পায়েন, তাহাতে ভক্তগণ সহ্য করিতে না পারিয়া তাঁহাকে আবার মানুষ হইবার নিমিত্ত প্রার্থনা করিয়াছিলেন, ইহা আপনাদের স্মরণ আছে।

শ্রীভগবানের সহজ ভাব সর্ব্বাপেক্ষা মধুর। সহজ ভাব মানেই ঐশ্বর্য্য-শূন্য ভাব। যেখানে যতখানি ঐশ্বর্য্য, সেখানে ততখানি মাধুর্য্যের অভাব। শ্রীনিমাইয়ের যখন সহজ ভাব, তখন অতি সুন্দর, ভুবনমোহন, যুবা পুরুষ। অতি লাজুক, অতি দীন, অতি স্নেহশীল, অতি সরল, অতি অনুগত। আরো এই সমুদায় গুণের মধ্যে অতি বুদ্ধিমান, অতি পণ্ডিত, অতি রসিক, অতি চঞ্চল। যখন প্রভুর এই সহজ অবস্থা, চাঁদ বদনে মধু হাসি লাগিয়াই আছে। অন্তরে যে আনন্দ, তাহার অবধি নাই। বদন সেই নিমিত্ত ঝল মল করিতেছে। উহাতে নয়ন পড়িলে আপনা আপনি আনন্দ জল আইসে। নিমাই তখন সর্ব্বদা হাস্য কৌতুক করিতেছেন, এমন কি নিমাই তখন ব্রজের কৃষ্ণ।

যখন যাজপুরের আচার্য্যগণ ব্যস্ত হইয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "কই, প্রভু কোথায়? কই, কৃষ্ণচৈতন্য কোথা?" তখন প্রভুর সম্পূর্ণ সহজ ভাব। তাই রসিকশেখর প্রভু করিলেন কি শ্রবণ করুন। তিনি উঠিয়া, অতি গাম্ভীর্য্যের সহিত সেই সমুদয় আচার্য্যগণকে বলিতেছেন, "এই যে প্রভু, ইহাঁকে প্রণাম কর।" ইহা বলিয়া পরমানন্দ পুরীকে ধরিয়া দেখাইয়া দিতেছেন! পুরী গোঁসাই নিতান্ত ভাল মানুষ, প্রভুর এই কার্য্য দেখিয়া কি করেন, দিশেহারা হইয়া উঠিয়া বলিতেছেন, "না না আমি না, আমি প্রভু না।" নিমাইয়ের বদন অতি গম্ভীর। তিনি আবার আচার্য্যগণকে বলিতেছেন, "আপনারা উহার কথা শুনিবেন না। উনিই প্রভু, সকলে উহাঁকে প্রণাম করুন। এই দেখুন আমি করিতেছি, ইহা বলিয়া প্রভু প্রকৃতই পুরীকে প্রণাম করিলেন।" পুরী ব্যস্ত হইয়া বলিতেছেন, "আমি না, আমি না, উনি। শুন নাই কৃষ্ণচৈতন্য সুবর্ণের ন্যায় পুরুষ। ঐ দেখ সত্য কিনা। উনি আমাকে লোক শিক্ষার নিমিত্ত প্রণাম করেন।"

প্রভুর কাণ্ড দেখিয়া প্রথমে ভক্তগণ অবাক। পরে তাঁহার গম্ভীর মুখ ও পুরীর দিশিহারা ভাব দেখিয়া সকলে মহা কলরব করিয়া হাস্য করিতে লাগিলেন। পাঠক মহাশয় তিন দিবস পূর্ব্বে প্রভু প্রতি বৃক্ষে, প্রতি গুল্মে, প্রতি লতায়, শ্রীকৃষ্ণকে তল্লাস করিয়া বেড়াইতেছিলেন। তাঁহার অদ্য আর এক মনোহর ভাব দেখুন। প্রভু ও পুরী দুই জনে দুইজনকে প্রভু বলিয়া দেখাইয়া দিতেছেন।

এখানে প্রভু মঙ্গরাজ ও হরিচন্দনকে বিদায় করিয়া দিলেন। তাঁহারা যাইতে চাহেন না, কিন্তু প্রভু ছাড়িলেন না। তখন অমাত্যের মধ্যে এক রাম রায় সঙ্গে চলিলেন। প্রভু আর রামরায় এই দুইজনে চলিয়াছেন, ইহার মানে এই যে, প্রভু কেবল রামরায়ের সহিত কৃষ্ণ কথায় সমুদায় সময় যাপন করিতেছেন। আর সকলে বরাবর সঙ্গে যাইবেন, কিন্তু রাম রায়ের সহিত ছাড়া ছাড়ি হইবে। রেমুণাতে সকলে আইলেন। রাম রায়ের সীমা এই পর্য্যন্ত, সেখান হইতে তাঁহার ফিরিয়া আসিতে হইবে। প্রভু ও রাম রায় হাত ধরাধরি করিয়া দাঁড়াইয়াছেন। প্রভু রাম রায়ের নিকট বিদায় লইবেন, কিন্তু কেহ কোন কথা বলিতে পারিলেন না। রাম রায় প্রভুর মুখ পানে চাহিয়া ঘোর মূর্চ্ছায় অভিভূত হইয়া মৃত্তিকায় পড়িয়া গেলেন।

সেই শত শত দাস দাসী সেবিত অঙ্গ এখন ধূলায় পড়িয়া রহিল। প্রভুর দৃঢ় মন, কিন্তু রামানন্দের নিকট উহা পরাজিত হইল। তাঁহার নয়নে জল আইল। তখন বসিলেন, বসিয়া, রায়কে কোলে করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। প্রভু রায়কে ফেলিয়া চলিলেন, তিনি মৃত্যুবৎ পড়িয়া রহিলেন। প্রভুর ইচ্ছায় রায় প্রাণে মরিলেন না, কিন্তু মর মর হইয়া বাঁচিয়া উঠিলেন। তখন দোলায় করিয়া, তাঁহার রক্ষক ও সেবকগণ তাঁহাকে কটকে আনিলেন। রামানন্দ তখনি সেই পথে রাজ দর্শনে গমন করিলেন।

রাজা রায়কে দেখিয়া কান্দিয়া উঠিলেন। বলিতেছেন, "রাম রায়, আমার প্রভু কোথায় গেলেন। কাহার হাতে আমাদের সেই পরম ধন, জীবনের জীবনকে ন্যস্ত করিয়া আইলে?" রামানন্দ কান্দিতে ছিলেন। বলিতেছেন, "মহারাজ, জানেন আমি প্রভুকে কেন ফেলিয়া আইলাম? কেবল আপনার ভয়ে। আমি, আপনার সেবক, আপনার অন্নে এ দেহ পালিত। তাই যখন প্রভু আমাকে বিদায় দিলেন, তখন ভাবিলাম যে আমি কি করি। সেই

করুণার সিন্ধু আমার গৌরচন্দ্র ছাড়িয়া আমি কোথায় যাইব? আবার ভয় হইল যে, তোমার বিনা আজ্ঞায় কিরূপে যাইব? তখন প্রভুর পায়ে মনে মনে এই প্রার্থনা করিলাম যে, এখনি আমার মরণ হউক। কিন্তু মহারাজ! তাহা হইল না। এই দেখুন বাঁচিয়া আছি।" কথা এই, রাম রায় আপনাকে অপরাধি ভাবিতেছেন। বিষয়ী রাজার ভয়ে হৃদয়ের রাজা, শ্রীগৌরচন্দ্রকে উপেক্ষা করিয়া আসিয়াছেন, রাম রায়ের মনের এই বিষম অনুতাপ।

নীলাচল হইতে গৌড়ে আসিতে তিনটি পথ। প্রভুর কি ইচ্ছা বুঝি না, সেই সময় এমন যুদ্ধ বাধিয়া উঠিয়াছে যে, এই তিন পথই বন্ধ। এই নিমিত্ত প্রভু ভক্তগণকে এবার শীঘ্র শীঘ্র গৌড়ে পাঠাইয়াছেন। প্রভু কিরূপে গৌড়ে আসিবেন, যে হেতু পথ বন্ধ, ইহা সকলের ভয়। কিন্তু তিনি স্বয়ং সে কথা মুখেও আনেন নাই। এখন সকলে উড়িষ্যার রাজ্যের সীমানায় আইলেন। ও পারে মুসলমান ঘাট রক্ষক, অতি প্রবল ও ভয়ানক।

উড়িষ্যার অধীনে সেখানকার অধিকারী প্রভুর চরণে আসিয়া প্রণাম করিলেন, করিয়া বলিতেছেন, "প্রভু, এখানে কিছুকাল অপেক্ষা করুন। আমি ওপারের মুসলমান অধিকারীর সহিত সন্ধি করি, করিয়া আপনাকে ওপারে পাঠাইব।" প্রভু সে কথা শুনুন না শুনুন তাহার কোন উত্তরে হাঁ কি না বলিলেন না। প্রভু আইলে সেখানে লক্ষ লোক সমবেত হইল, সেই সঙ্গে সঙ্গে কাজেই গগনভেদী হরিধ্বনি উঠিল। ওপারে যবন অধিকারী এই কলরব শুনিল, শুনিয়া ভাবিল যে বিপক্ষদের বহুতর নূতন সৈন্য আসিয়াছে। ইহা ভাবিয়া তথ্য জানিবার নিমিত্ত একজন গুপ্ত চর পাঠাইয়া দিল। এই গুপ্তচর মুসলমান, হিন্দুর বেশ করিয়া আইল।

সে বেচারি আসিয়াছে কি করিতে, আর কি তরঙ্গে পড়িয়া গেল! আসিয়া দেখে যে, যে দিকে চায় সে দিকে নৃত্য ও হরিধ্বনি। এইরূপে সে সর্ব্বস্থানে অনুসন্ধান করিয়া বেড়াইতে লাগিল। কিন্তু সর্ব্ব স্থানে হরিধ্বনি, সর্ব্বস্থানে ভক্তির তরঙ্গ। স্বভাবত সে ব্যক্তি অভিভূত হইল। তখন সেও হরিধ্বনি আরম্ভ করিল। সেই তরঙ্গে অনেকক্ষণ হাবু ডুবু খাইয়া শেষে ভাসিতে ভাসিতে স্বয়ং প্রভুর নিকট উপস্থিত। সে বেচারির তখন পুনর্জ্জন্ম হইয়াছে, সে বাহু তুলে হরিবোল বলিয়া নৃত্য করিতেছে। তাহার যাহা একটু বাঁধি ছিল, প্রভুর দর্শনে তাহা গেল। এই অবস্থায় সে মুসলমান অধিকারীর

নিকট প্রত্যাবর্ত্তন করিল। তাঁহার প্রভুর নিকট যাইয়া কি বলিবে? তাহার হাস্য, রোদন, নৃত্য, মূর্চ্ছা, প্রভৃতি-ভাবে সে এত মুগ্ধ যে প্রথমে কিছু বলিতেই পারিল না। তৎপরে তাহার হাব, ভাব, কটাক্ষ, লাবণ্য দেখিয়া মুসলমান অধিকারী বিস্মিত হইলেন। এখন প্রভুকে, যিনি যাহাই ভাবুন, তাঁহার এই অনমুভবনীয় শক্তি ছিল। কথন তাঁহাকে দর্শনে, কখন স্পর্শে, কখন তাঁহার মুখের বাক্য শুনিয়া জীবে অভিভূত হইয়া কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিত, কি হরি হরি বলিত, বলিয়া নৃত্য করিত। তাহার কৃষ্ণ কি হরি বলিতে ইচ্ছা নাই, তাহার নৃত্য করিতে অনিচ্ছা, কিন্তু তবু সে আপনাকে নিবারণ করিতে পারিত না। প্রভুর লীলায় এরূপ শতশত ঘটনা বর্ণিত আছে। এরূপ করিয়া বর্ণিত আছে যে, তাহা পড়িয়া সহজেই বিশ্বাস হয় যে, সে সমুদয় ঘটনা সত্য। ভক্ত-গণ, যাঁহারা ইহা বর্ণনা করিয়াছেন, তাঁহারা ইহা এতবার এতরূপে দর্শন করিয়াছেন যে, ইহাতে কোন আশ্চর্য্য আছে তাহা বর্ণনাকালে ভুলিয়া গিয়া-ছেন। অধিক আশ্চর্য্য এই যে, শুধু দর্শনে ও স্পর্শে প্রভু এই শক্তি সঞ্চার করিতেন তাহা নহে, উহা লোক দ্বারা প্রেরণ করিতেও পারিতেন। যখন শ্রীবাসের ভ্রাতা শ্রীরামকে, শ্রীঅদ্বৈতকে ডাকিতে পাঠান, তখন তাঁহার সঙ্গে ঐরূপ শক্তি পাঠাইয়াছিলেন। শ্রীরাম অদ্বৈতকে প্রভুর সন্দেশ বলি-লেন, অমনি শ্রীঅদ্বৈত প্রেমে বিহ্বল হইলেন। সেইরূপ প্রভু এই মুসলমান দ্বারা মুসলমান অধিকারীর নিমিত্ত শক্তি পাঠাইলেন। মুসলমান দূতের নৃত্য দেখিয়া, তাহার মুখে কৃষ্ণ-নাম শুনিয়া, অধিকারী একবারে বিহ্বল হই-লেন। দূত বলিতে লাগিলেন যে, যাঁহাকে দেখিয়া আইলাম তিনি মনুষ্য নহেন, তিনি সেই "তিনি," যিনি হিন্দু মুসলমান সকলকে সৃষ্টি করিয়াছেন। তাঁহার বর্ণ সুবর্ণের ন্যায়, রূপ অমানুষিক, তাঁহার নূতন যৌবন, তাঁহার প্রকাণ্ড দেহ। তাঁহার পদ্ম চক্ষু দিয়া অনবরত প্রেমধারা পড়িতেছে, তাঁহাকে দর্শন করিলে যে আনন্দ তাহা শত সহস্র বাদসাহী হইতে শ্রেষ্ঠ। ভাটমুখে শ্রীকৃষ্ণের রূপ গুণ শুনিয়া যেরূপ রাধা উন্মাদগ্রস্তা হইয়াছিলেন, অধিকারী সেইরূপ হইয়া পড়িলেন। এখন কিরূপে প্রভুকে দর্শন করিবেন, তাহাই ভাবিয়া অস্থির হইলেন।

তখন সরস্বতী ঠাকুরাণী, তাঁহার সেবা ছাড়িবেন কেন? তিনি তাহাকে সদবুদ্ধি দিলেন। মুসলমান অধিকারী উড়িয়া অধিকারীর নিকট চর পাঠাইলেন। চরগণ আইলেন, আসিয়া উড়িয়া অধিকারীর নিকট

বলিলেন যে, তাহাদের অধিকারী মহাপ্রভুকে দেখিবার নিমিত্ত বড় ব্যাকুল হইয়াছেন, যদি অনুমতি পান তবে আসিয়া দর্শন করিয়া যান। উড়িয়া অধিকারী মহা চিন্তিত হইয়াছিলেন, ভক্তগণও কতক বটে, কিরূপে প্রভুকে গৌড়ে পাঠাইবেন। তাহার উপায় না পাইয়া সকলে বসিয়া ভাবিতেছেন। প্রভুর কোন অনুসন্ধান নাই। তিনি গৌড়ে যাইতেছেন পথে আট্‌কা পড়িয়াছেন। এই সমুদয় সংবাদ যে তিনি কিছু রাখেন, তাহার চিহ্নও তাঁহার কথায়, কার্য্যে, কি মুখে পাওয়া যাইতেছে না। তিনি যে চলিতেছেন, আর এখন মাঝপথে, তাহাও ভুলিয়া গিয়াছেন। তিনি দুই চারি দিন সেখানে কেবল প্রেমানন্দে বাহ্য হারাইয়া, দিবা নিশি বিহ্বল রহিয়াছেন। এখন মুসলমান অধিকারীর চর আগমন করিলে, উড়িয়া অধিকারী ও ভক্তগণ একেবারে বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। তখন তাঁহাদের আবার মনে উদয় হইল যে, প্রভু যে বস্তু, তিনি উহা অপেক্ষাও সহস্র গুণে অসাধ্য কার্য্য করিতে পারেন। চরের কথায় উড়িয়া অধিকারী বলিলেন যে, এ অতি উত্তম কথা। প্রভুতে সকলেরই অধিকার আছে। তিনি পাঁচ সাত জন সঙ্গী লইয়া নিরস্ত্র হইয়া আসিতে পারেন। তাঁহাকে সম্মানের ক্রটি হইবে না। তাই মুসলমান অধিকারী যখন আইলেন, তখন উড়িয়া অধিকারী বাহু পসারিয়া তাহাকে ধরিয়া আলিঙ্গন করিলেন, করিয়া প্রভুর নিকটে লইয়া গেলেন। মুসলমান প্রভুকে দর্শন করিবা মাত্র অমনি বিবশ হইয়া ভূতলে পড়িয়া গেলেন। উড়িয়া অধিকারী, অভ্যাগত মুসলমানকে উঠাইয়া প্রভুর সমীপে লইয়া গেলেন। মুসলমান অধিকারীর মুখে তখন প্রভুর কৃপায় কৃষ্ণনাম লাগিয়া গিয়াছে। তিনি প্রভুকে যোড়হস্তে স্তব করিতে লাগিলেন। বলিলেন, "প্রভু! আমি হিংসা করিয়া জীবন কাটাইয়াছি, আমাকে তুমি অঙ্গীকার কর, করিয়া উদ্ধার কর।" উড়িষ্যার অধিকারীও যোড়হস্তে বলিতেছেন, "প্রভু! যাঁহার নাম স্মরণ মাত্র ভব বন্ধন ঘুচিয়া যায়, তাঁহার দর্শনে হিংস্রক মুসলমান পবিত্র হইবে তাহার বিচিত্র কি?" কিন্তু প্রভু, কে তাঁহাকে প্রণাম করিল, ইহার কিছুই লক্ষ্য না করায়—

প্রভুর পার্ষদগণ প্রভু প্রতি কন।
ইহা প্রতি কর প্রভু কৃপাবলোকন॥
ভক্ত বাক্য অনুরোধে প্রভু তার প্রতি।
কৃপা দৃষ্টিপাত কৈল গোলকের পতি॥

প্রভু কৃপা দৃষ্টি পেয়ে সুকৃতি সে জন।
প্রেমে মত্ত হৈল যেন গ্রহ গ্রস্ত জন॥
পুলকে ব্যাপিল সেই যবন শরীর।
গদ গদ স্বরে নেত্রে বহে অশ্রু নীর॥ (চন্দ্রোদয় নাটক)

তখন গোপীনাথ বলিতেছেন, ওহে অধিকারি, প্রভু গণসহ গৌড়ে যাই-বেন, তুমি তাঁহার সহায়তা কর। অধিকারী জিজ্ঞাসা করিলেন, প্রভু কত দূর যাইবেন? গোপীনাথ বলিলেন, পানিহাটী পর্য্যন্ত। ইহাতে মুসল-মান অধিকারী কৃতার্থম্মন্য হইলেন। বলিতেছেন—

চৈতন্য দেবের আমি সাহায্য করিব।
মনুষ্য জনম আইজ সফল হইব॥

তখন— এক নৌকা নবীন অত্যন্ত সুগঠন।
তার মধ্যে দিব্য ঘর বসিতে আসন॥ (চন্দ্রোদয়)

সেই নৌকা আনিয়া প্রভু ও তাঁহার নিজ জনকে উঠাইলেন। অধি-কারীর প্রভুর সঙ্গ ত্যাগ করিবার একটুও ইচ্ছা নাই, তাই ছল উঠাই-লেন যে, পথে জল-দস্যু ভয়, অতএব তিনিও যাইবেন। এইরূপে দশ নৌকা সৈন্য সঙ্গে করিয়া প্রভুর নৌকার অগ্রবর্ত্তী হইয়া আগে পাছে চলিলেন। উড়িয়া অধিকারী বিদায় হইয়া তীরে দাঁড়াইয়া কান্দিতে লাগিলেন। এদিকে হরিধ্বনির সহিত প্রভুর নৌকা গৌড়দেশে ছুটিল। মুসলমান অধিকারী প্রভুকে মন্ত্রেশ্বর নামক দুষ্ট নদ পার করাইলেন। শেষে পিছল-দহ পর্য্যন্ত আইলেন। সেখান হইতে জনালয়, সেখান হইতে আর ভয় নাই। তখন প্রভু মুসলমান অধিকারীকে ডাকাইলেন। তিনি আইলে—

জগন্নাথ প্রসাদ মোদক মনোহরা নাম।
আপনার হস্তে করি গৌর ভগবান॥

তাঁহাকে ভোজন করিতে দিলেন। ইহাতে মুসলমান অধিকারী—

উচ্চৈঃস্বরে হরি বলি কান্দে ফুকারিয়া।
মহাভাগবত হৈল প্রভু কৃপা পাইয়া॥
ছাড়িয়া না যায় প্রভু কান্দিতে লাগিলা। (চন্দ্রোদয়)

এইরূপ তিনি শুধু প্রভুর গণ হইলেন তাহা নয়, পরম ভাগবত জগত-মান্য বৈষ্ণব হইলেন।

নবম অধ্যায়।

শ্যামচাঁদ নেচে নেচে নেচে যায় ॥ ধ্রু ॥
বঙ্গ জুড়াল, দুঃখ গেল,
বঙ্গ জনার প্রাণ এল।
তামসী রজনী গেল, শ্যামচাঁদের উদয় হলো,
উঠিল প্রেমেরি হিল্লোল।
ফুল ফুটিল, জুটিল পিক শুক অলি কুল ॥

নৌকা চলিয়াছে, যাহারা নাবিক তাহারাও প্রেমে উন্মত্ত হইয়াছে! তাহারাও নৌকা বাহিতেছে ও উচ্চৈঃস্বরে কৃষ্ণ-নাম বলিতেছে। নৌকা তীরের ন্যায় ছুটিয়া একেবারে পানিহাটী গ্রামে উপস্থিত হইল। প্রভুর এক অদ্ভুত শক্তির কথা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি, ইহা কি, না লোক আকর্ষণ করা। যেমন শ্রীকৃষ্ণ বেণু দ্বারা গো গোপী আকর্ষণ করিতেন, পানিহাটীতে যেই নৌকা লাগিল, অমনি সকলে দেখেন যে উঠিয়া যাইবার পথ নাই, একেবারে লোকারণ্য হইয়াছে। প্রভু নৌকা পথে আসিয়াছেন। অবশ্য রাঘব—যাহার বাড়ীতে প্রভু উঠিলেন,—জানিতেন যে, প্রভু বিজয়া দিবসে নীলাচল ত্যাগ করিয়া গৌড়াভিমুখ যাইবেন। প্রভু নৌকা পথে আসিতেছেন, এত দ্রুত আসিতেছেন যে, হাঁটিয়া নৌকার সহিত যাওয়া যায় না। প্রভু কোথাও নামেন নাই, কারণ গ্রন্থে দেখিতেছি যে পিচ্ছলদহ হইতে এক দিনে পানিহাটি আইলেন। কিন্তু যে ঘাটে নৌকা লাগিল, অমনি "অকস্মাৎ কোথা হইতে লোকময় হইল।"

বিবেচনা করুন, প্রভুকে সকলের প্রয়োজন, পরিমিত দেহধারী প্রভু বাড়ী বাড়ী যাইতে পারেন না। প্রভু জীবগণের সহিত মিশিতে আসিয়াছেন, তাই এক স্থানে বসিয়া তাঁহার কার্য্য উদ্ধার করিতেছেন। প্রভু যে অবধি নীলাচল ত্যাগ করিয়াছেন, সেই অবধি লোকারণ্য। তবে নদী যেমন ক্রমে পরিসর হয় সেইরূপ এই লোক-স্রোত ক্রমে বাড়িতেছে। পানিহাটিতে কিরূপ লোকারণ্য হইল তাহা চন্দ্রোদয়ে এইরূপ বর্ণিত আছে।

যথা।— গঙ্গাতীর সীমা প্রভু যেই মাত্র গেল।
অকস্মাৎ কোথা হৈতে লোকময় হইল॥
যত লোক আইল তাহা কহিতে না পারি।
এই কথা শুনি মনে বুঝিবে বিচারি॥
ধরণীতে ধূলি রাশি যতেক আছিল।
হেন বুঝি সেই সব মনুষ্য হইল॥

এইরূপ পানিহাটি হইতে প্রভুর গতির সঙ্গে ক্রমে লোক বাড়িয়া চলিল। সেখানে এক রাত্রি বাস করিয়া প্রভু আবার চলিলেন। প্রভু নৌকায় চলিয়াছেন, লোকের আকিঞ্চনে বাহিরে আসিয়া বসিয়া আছেন।

সুমধুর কণ্ঠ স্বরে, প্রসন্ন বদনে হেরে,
কৃষ্ণ বলি গৌর ভগবান।
নৌকা পরে বসি যায়, অনিমিখ নেত্রে চায়,
দুকুলে যতেক ভাগ্যবান॥
প্রভু চলে গঙ্গা জলে, লোক সব দুই কুলে,
উচ্চৈঃস্বরে করে হরিধ্বনি।
বাল বৃদ্ধ নর নারী, সবে বলে হরি হরি,
ব্যাপিলেক আকাশ অবনী॥

পাঠক মহাশয়, মনে অনুভব করুন যে প্রভু নৌকায় বসিয়া যাইতেছেন, কখন বা লোকের তৃপ্তির নিমিত্ত, উঠিয়া দাঁড়াইয়া বাহু তুলিয়া উচ্চৈঃস্বরে শ্রীবদনে হরি বলিতেছেন। দুই ধারে লোকের অন্ত নাই, নিরপেক্ষ প্রভু তাই মাঝ গঙ্গা দিয়া যাইতেছেন। কিন্তু তবু শ্রীভগবানের কি কৃপা, লোকের নিষ্ঠা এরূপ যে, যদিও প্রভুর নৌকা পরিসর গঙ্গার মধ্যস্থান দিয়া গমন করিতেছে, তবু তাঁহারা তাঁহাকে পরিষ্কার দেখিতে পাইতেছেন। ইহা প্রভুর শক্তির নিমিত্ত নহে, লোকের ভক্তির নিমিত্ত। প্রভুর শ্রীবদন দর্শন নিমিত্ত লোকের এরূপ গাঢ় বাসনা হইয়াছে যে, চক্ষুর দীপ্তি স্বভাবত অতি তীক্ষ্ণ হইয়াছে। সকলে প্রভুর আপাদ মস্তক অতি পরিষ্কার রূপে দেখিতে পাইতেছেন। কাজেই উভয় কুলের লোকে ভাবিতেছেন যে, কৃপাময় প্রভুর তাহাদের প্রতি বড় কৃপা, তাই তাহাদের কুল দিয়া যাইতেছেন। সকলে সঙ্গে সঙ্গে চলিয়াছেন। যাঁহারা অগ্রে পথ রোধ করিয়া দাড়াইয়া আছেন, তাঁহারা অগ্র হইতে চলিয়াছেন। প্রভু মাঝে মাঝে উঠিয়া বাহু তুলিয়া হরিধ্বনি করিতেছেন, আর

দুই কুল হইতে লোকে তাহা শুনিতে পাইতেছেন। কিরূপে, না যেরূপে তাঁহারা দেখিতে পাইতেছেন। প্রভুর মুখে হরিধ্বনি শুনিয়া অমনি লক্ষ লক্ষ লোকে হরিধ্বনি করিয়া উঠিতেছেন।

এই মতে প্রভু কুমারহট্টে উঠিলেন। প্রভু সেখানে নামিয়া সেই ভূমিকে প্রণাম করিলেন। প্রভু সেখানকার এক মুষ্টি মৃত্তিকা লইলেন, লইয়া বহির্বাসে ইহাই বলিতে বলিতে বান্ধিতে লাগিলেন, "এ কুমার-হট্ট পবিত্র স্থান, এখানকার কুকুর শৃগাল আমার প্রণম্য, যেহেতু ইহা শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর জন্মস্থান, এই মৃত্তিকা আমার প্রাণ হইতে প্রিয়।"

প্রভুকে তখন সকলে সান্ত্বনা করিয়া লইয়া গেলেন। কোথায়? কাহার বাড়ী? যাঁহার বাড়ীতে প্রভু আট নয় মাস নৃত্য করিয়াছিলেন। যাঁহার বাড়ী তাঁহার নিজের বাড়ীর ন্যায় তাঁহার লীলার স্থান। অর্থাৎ প্রভুকে, শ্রীবাস আদর করিয়া তাঁহার কুমারহট্টের বাড়ীতে লইয়া গেলেন। শ্রীবাসের, এমন কি তখনকার বহুতর লোকের, নবদ্বীপে এক বাড়ী, আর বাহিরে আর এক বাড়ী ছিল। প্রভুর শুভাগমনে শ্রীবাসের বাড়ী,—তাঁহার স্ত্রী মালিনী, তাঁহার তিন ভ্রাতা শ্রীরাম, শ্রীকান্ত ও শ্রীনিধি ও তাঁহাদের পত্নী, শ্রীবাসের কন্যা, চৈতন্যভাগবত প্রণেতা বৃন্দাবন দাসের মাতা, নারায়ণী, তখন নয় বৎসরের,—ইহাদের মধ্যে কিরূপ হুলু স্থূল পড়িয়া গেল, তাহা আমি বর্ণনা করিতে অক্ষম। শ্রীবাসের বাড়ীতে সকলে আনন্দে নৃত্য আরম্ভ করিলেন। যথা—

সেই ত প্রাণ নাথ হে।
আমি পেলাম, আমি পেলাম, হারা ধনে॥

এই গণ্ডগোলের মধ্যে জগদানন্দ প্রভুকে কি অন্য কাহাকে না বলিয়া চুপে চুপে কাঞ্চন পাড়ায় শ্রীশিবানন্দ সেনের বাড়ী চলিয়া গেলেন। কুমার-হট্ট কাঁচড়া পাড়ার অতি নিকটে। শ্রীজগদানন্দ উদাসীন, যখন গৌড়ে থাকিতেন, তখন এই শিবানন্দ সেনের বাড়ীতে। ইনি সত্যভামার প্রকাশ। প্রভুর সহিত ইঁহার কিরূপ প্রীতি ছিল, না, যেমন শ্রীকৃষ্ণে ও সত্যভামায়। প্রভুর সহিত সর্ব্বদা কলহ করিতেন, কলহ আর কোন বিষয় লইয়া নয়, তিনি প্রভুকে ভাল খাওয়াইবেন, আরামে শুয়াইবেন। কিন্তু প্রভু তাহা শুনিতে পারিতেন না। জগদানন্দ তখন রাগ করিয়া উপবাস করিয়া পড়িয়া থাকিতেন। প্রভু যাইয়া তাঁহাকে সাধিয়া খাওয়াইতেন।

এখন একটী কাহিনী বলিব। প্রভু পূর্ব্বে যখন নীলাচল হইতে গৌড়ে আসিবেন অভিপ্রায় প্রকাশ করেন, তখন রামরায় ও সার্ব্বভৌমের অনুরোধে উহা হইতে নিরস্ত হয়েন, ইহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। সেই সংকল্পের সময় শিবানন্দের ভাগিনেয় শ্রীকান্ত সেখানে ছিলেন। কথা এই, ভক্তগণ কার্ত্তিক মাসে চলিয়া আইলে, শ্রীকান্ত আর কিছু দিন নীলাচলে ছিলেন। শ্রীকান্ত যখন গৌড়ে প্রত্যাবর্ত্তন করেন, তখন প্রভু তাঁহাকে বলেন যে, তিনি গৌড়ে যাইবেন ইচ্ছা করিয়াছেন, আর যাইয়া জগদানন্দের হস্তে ভিক্ষা করিবেন। শ্রীকান্ত এই কথা শুনিয়া মনে বুঝিলেন যে, প্রভু শিবানন্দ সেনের বাড়ী আসিবেন, যেহেতু জগদানন্দ সেই বাড়ীতে থাকেন। ইহা বুঝিয়া আনন্দে উন্মত্ত হইয়া সেই সংবাদ মামা শিবানন্দকে বলিবার নিমিত্ত গৌড়ে ছুটিলেন। গৌড়ে আসিয়া এই শুভ সংবাদ দিলেন। তখন অগ্রহায়ণ মাস।

শিবানন্দ আনন্দে একবারে বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইয়া সেইদিন হইতে প্রভুর সেবা বস্তু আহরণ করিতে লাগিলেন। প্রভু বাস্তুশাক ভাল বাসেন, কিন্তু শীতকালে উহা হয় না। প্রভু গর্ভ থোড় ভাল বাসেন, কিন্তু শীতকালে উহা সংগ্রহ করা দুষ্কর। তবু শিবানন্দ নানা স্থানে শাক রোপণ করিয়া উহাতে জল সিঞ্চন করিতে লাগিলেন। কোথা গর্ভ থোড় পাওয়া যাইবে উহার অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। শিবানন্দ সেনের পুত্র কবি কর্ণপুর তাঁহার চৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটকে বলিতেছেন যে, শ্রীকান্ত আসিয়া তাঁহার পিতাকে সংবাদ বলিলে,—

সেই দিন হইতে শিবানন্দ ভাগ্যধর।
ভিক্ষার সামগ্রী লাগি হইলা তৎপর॥

এদিকে প্রভু আসিবেন আসিবেন মনে করিতেছেন। রামানন্দ রায় নানা ছলে নানা উপায়ে তাঁহাকে বাধা দিতেছেন, আসিতে পারিলেন না। তখন অবশ্য শিবানন্দ বড় কাতর হইলেন। প্রভুর নিমিত্ত সংগৃহীত দ্রব্য কাহাকে ভুঞ্জাইবেন? নীলাচলে বাস্তু শাক গর্ভ থোড় পাঠাইতে পারেন না। তখন নৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী কর্ত্তৃক তিনি আশ্বাসিত হইলেন। ইনি বড় তেজস্কর ভক্ত। কথিত আছে ইহাঁর উপাস্য দেবতা শ্রীনৃসিংহ ঠাকুর ইহাঁর সহিত সাক্ষাৎ রূপে কথা কহিতেন। এদিকে গৌরাঙ্গের পরম ভক্ত। তাঁহার নাম ছিল প্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারী, প্রভু তাঁহার নাম রাখেন নৃসিংহানন্দ। ব্রহ্মচারী শিবা-

নন্দকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন, তিনি গৌরাঙ্গকে প্রেম ডোরে বান্ধিয়া তাঁহাকে তাঁহার (সেন মহাশয়ের) বাড়ীতে আনিয়া, সেন-দত্ত সমুদায় সামগ্রী খাওয়াইবেন। ইহা বলিয়া ব্রহ্মচারী কঠোর ধ্যানে বসিলেন। সারা দিন রাত্র এইরূপে গেল, তাহার পর দিবস ভোগ দিলেন। খানিক কান্দিলেন, হাসিলেন, নৃত্য করিলেন, আর বলিলেন গৌরাঙ্গ আসিয়া সমুদায় গ্রহণ করিয়াছেন।

কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গকে শিবানন্দ দেখিতে পাইলেন না। প্রভু যে আসিয়া সেবা করিয়াছেন, তাহার কিছু প্রমাণ ছিল না। ভোগের সামগ্রী যেমন তেমনি রহিল। শিবানন্দ সেন দেহধারী ভগবানকে পূজা করেন, তাঁহার ওরূপ মনে মনে ভোগে তৃপ্ত হইবে কেন? ব্রহ্মচারী যে প্রকৃতই গৌরাঙ্গ প্রভুকে আনিয়াছিলেন, আর তাঁহাকে খাওয়াইয়াছিলেন, ইহা তাঁহার মনে সম্পূর্ণ বিশ্বাস হইল না। কিন্তু সেই বার ভক্তগণ নীলাচলে প্রভুকে দর্শন করিতে গমন করিয়া ইহার তথ্য পাইলেন। প্রভুর সম্মুখে সকলে বসিয়া, শিবানন্দ সেনও আছেন। এমন সময় প্রভু হঠাৎ বলিলেন, "এই বার পৌষ মাসে আমি কাঁচনা পাড়ায় শিবানন্দের আলয়ে নৃসিংহানন্দের হাতে অপরূপ বাস্ত শাক খাইয়াছি।" এই কথা শুনিয়া শিবানন্দ সেনের মনের সন্দেহ গেল। প্রভু যে তাঁহার বাড়ী গমন করিয়া ভোজন করিয়াছেন ইহা বিশ্বাস হইল।

শ্রীকৃষ্ণের যেরূপ সত্যভামা, প্রভুর সেইরূপ জগদানন্দ, অর্থাৎ প্রভুর সঙ্গে জগদানন্দের এত প্রীতি। জগদানন্দ চিরদিন শিবানন্দ কর্তৃক তাঁহার বাড়ীতে প্রতিপালিত। তিনি ভাবিলেন এই উদ্যোগে প্রভুকে সেন মহাশয়ের বাড়ীতে লইয়া যাইয়া তাঁহার নিকট তাঁহার যে ঋণ, তাহার কিছু শোধ করিবেন। তাই প্রভু কুমার হট্টে আইলে, জগদানন্দ গোপনে গোপনে শিবানন্দের বাড়ী গমন করিলেন। শিবানন্দকে বলিলেন, "তুমি নৌকা লইয়া প্রভুকে নিবেদন কর যে, তোমার বাড়ী তিনি পদার্পণ করেন, আর আমি এদিকে বাড়ী সুসজ্জীভূত করি।" শিবানন্দ তাই প্রভুকে আনিতে চলিলেন। কুমার হট্টে শ্রীবাসের বাড়ীতে প্রভুকে দর্শন করিয়া তাঁহার শ্রীচরণের নিকট মস্তক রাখিয়া শিবানন্দ কান্দিতে কান্দিতে বলিলেন, "হে ভক্ত বাঞ্ছাকল্পতরু! তোমার এই দীন ভক্তের চির দিনের মনের সাধ এই বারে পূর্ণ কর।" প্রভু তখনি বুঝিলেন, শিবানন্দ

কি প্রার্থনা করিতেছেন। তিনি মধুর হাসিয়া বলিলেন, "শিবানন্দ, তোমার যাহা অভিরুচি।" প্রভুর অনুমতি পাইয়া, শিবানন্দ দ্রুতপদে দূত দ্বারা এই সংবাদ জগদানন্দের নিকট পাঠাইলেন। কিন্তু এই লীলাটী শিবানন্দ সেনের পুত্র কবি কর্ণপুর স্বয়ং বর্ণনা করুন। যথা—(চৈতন্যোদয় নাটক

শিবানন্দ সুখী হইল, ঘাটে নৌকা আনাইল,
শেষ রাত্রে প্রভু যাত্রা কৈল।
অকস্মাৎ লোক সব, করি হরি হরি রব,
চতুর্দ্দিকে ধাইতে লাগিল॥
কেহবা চড়ে প্রাচীরে, কেহ বৃক্ষডালে চড়ে,
কেহ নাচে কেহ গায় পথে।
পৃথ্বী হইল লোকময়, উচ্চ হরিধ্বনি হয়,
মহাপ্রভু চলিলা নৌকাতে॥

মনে ভাবুন প্রভু লোকের ভয়ে শেষ রাত্রিতে লুকাইয়া যাইতেছিলেন। আবার শুনুন,—

মহাপ্রভু কুতূহলে, কাঞ্চন পাড়াতে চলে,
শিবানন্দ সেন সঙ্গে যায়।
গঙ্গার দুকুল ভরি, সবে বলে হরি হরি,
গঙ্গায় উজান নৌকা যায়॥

কাঁচনা পাড়ায় নৌকা লাগিল, শিবানন্দের ঘাটে প্রভু উঠিলেন। দেখেন যে পথ সুসজ্জিত হইয়াছে। প্রথমে পথের দুই ধারে কদলীবৃক্ষ, প্রদীপ, কুম্ভ, ফুলের মালা, আম্রের পল্লব, ঘাট হইতে সেনের বাটী পর্য্যন্ত বস্ত্র সুমণ্ডিত। প্রভু সেই পথে চলিয়াছেন, পশ্চাতে ভক্তগণ, দুই ধারে অসংখ্য লোক। পথের সুরচনা দেখিয়া প্রভু হাসিয়া, শিবানন্দের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "এ সমুদয় জগাইয়ের কাজ, না?" তাহা হউক "জগাই" আমার (গ্রন্থকারের) মনের মত মানুষ।" প্রভু সুখে পথের সজ্জা দেখিতে দেখিতে চলিয়াছেন।

কতদূর গিয়া আগে, দুই পথ দুই দিকে,
সমান মণ্ডিত সুরচন।
(চন্দ্রোদয় নাটক।)

প্রভু দুই দিকে দুই পথ দেখিয়া, কোন পথে যাইবেন ভাবিয়া সেখানে দাঁড়াইলেন। তখন মুকুন্দের দাদা বাসুদেব দত্ত চরণ তলে পড়িলেন, পড়িয়া বলিলেন, "এই পথে অধমের বাড়ী যাইতে হয়। আগে শিবানন্দ সেনের বাড়ী গমন করুন; পরে কৃপা করিয়া এ অধমের বাড়ী যাইবেন।" এই কথা শুনিয়া প্রভু শিবানন্দ সেনের বাড়ী আগে চলিলেন।

প্রভু বাহির বাটী মন্দিরের নিকট দাঁড়াইলেন। গ্রামের যত রমণীগণ অভ্যন্তরে আসিয়াছেন, তাঁহারা গগন ভেদিয়া হুলুধ্বনি, শঙ্খধ্বনি, ঝাঁঝর-ধ্বনি আরম্ভ করিলেন। শিবানন্দ সেন উত্তম আসনে ঠাকুরকে বসাইলেন। জগদানন্দ ঝারিতে জল আনিয়া আপনি প্রভুর পদধৌত আরম্ভ করিলেন। প্রভুর সেই চরণামৃত লইয়া জগদানন্দ সমস্ত বাড়ী ছিটাইতে লাগিলেন। প্রভু এইরূপ কিয়ৎক্ষণ শিবানন্দের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিয়া বাসুদেবের গৃহে গমন করিলেন। বাসুদেব যদিও গৃহী, তবু প্রভুর বড় প্রিয়। তিনি জগতের জীবের সমুদায় পাপ লইবেন এই বর প্রার্থনা করিয়াছিলেন। প্রভু বাসুদেবের বাড়ী এইরূপ কিছুকাল বসিয়া শেষে যাইয়া আবার নৌকায় উঠিলেন। ইহাতে শিবানন্দ বাসুদেবে, সগোষ্ঠিতে উচ্চৈঃস্বরে "কান্দেন নৌকার পানে চাঞা।"

প্রভু যে পথে হাটিয়া শিবানন্দের ও বাসুদেবের বাটী গমন করিয়াছিলেন,

সে স্থানের ধূলি নিতে, লোক যায় শতে শতে,
গর্ত্তময় হয় ক্রমে ক্রমে।

প্রভু আবার নৌকায় চলিলেন। প্রভু বড় ব্যস্ত, কিন্তু লোকের আকিঞ্চনে যাইতে পারিতেছেন না। প্রভু চলিয়াছেন, দুই ধারে অসংখ্য লোক হরি হরি বলিয়া প্রভুর সঙ্গে চলিয়াছেন।

প্রভুর চরণ জল লইবার তরে।
সহস্র সহস্র লোক জলে আসি পড়ে॥
আকণ্ঠ হইল জল তবু ব্যগ্র হইয়া।
পাদোদক লাগি লোক চলিল ভাসিয়া॥
লোকের ব্যস্ততা দেখি করুণা জন্মিল।
প্রভুর ইচ্ছায় পাদোদক সর্ব্বলোকে পাইল।

কিন্তু তবু লোক ফিরিতেছে না, ক্রমেই লোকের জনতা বাড়িয়া যাইতেছে। কোন ক্রমে প্রভু শান্তিপুরে আসিয়া পহুছিলেন।

শ্রীঅদ্বৈত তাঁহার প্রাণনাথ পাইয়া আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন। প্রভু বৃন্দাবনে যাইবেন অনুমতি মাগিলেন, আর শিঘ্র যাইবেন বলিয়া শান্তিপুরে থাকিতে পারিলেন না, নদীয়া অভিমুখে চলিলেন।

প্রভুর ইচ্ছা ছিল কয়েকদিন একটু নির্জ্জনে বাস করিয়া শ্রীনবদ্বীপ হইতে বিদায় লইবেন। কিন্তু দিবানিশি তাঁহার লোকারণ্য মাঝে বাস করিতে হইতেছে; যত অগ্রবর্ত্তী হইতেছেন, ক্রমেই লোক সংখ্যা বাড়িয়া যাইতেছে। ইহা যে, ক্রমেই জনপূর্ণ স্থানে আসিতেছেন শুধু সে নিমিত্ত নহে। যাঁহারা আসিতেছেন তাঁহারা নাচিতেছেন, গাইতেছেন, অর্থাৎ সুখে ভাসিতেছেন। ভক্তি হইতে উত্থিত এই অভিনব অতি সুস্বাদু স্ফূর্ত্তিকর আনন্দ পাইয়া, অনেকে আর গৃহে যাইতেছেন না, সুতরাং প্রভুর সহিত লক্ষাধিক লোক রহিয়া যাইতেছেন। তাঁহাদের অবশ্য দেহধর্ম্মের প্রয়োজন। কিন্তু ভক্তির শক্তিতে তাঁহারা দেহধর্ম্ম ভুলিয়া গিয়াছেন। শ্রীচৈতন্য ভাগবত বলেন যে, এইরূপ কেহ কেহ ভক্তি-সুখে উন্মাদ হইয়া এক মাস পর্য্যন্ত উপবাস করিয়াও ক্লিষ্ট হইতেন না। প্রভু কিছু কাল নির্জ্জনে আরাম করিবেন, এই আশায় শ্রীনবদ্বীপের এক অংশ বিদ্যানগর, সার্ব্বভৌমের ভ্রাতা বাচস্পতির বাড়ীতে বাস করিবেন, মনে সংকল্প করিলেন। লোকের হাত হইতে অব্যাহতি পাইবার নিমিত্ত, অতি গোপনে, গভীর রজনীতে নৌকা আরোহণ করিলেন, করিয়া অতি প্রত্যূষে আঁধার থাকিতে বিদ্যানগর বাচস্পতির বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। তিনি তখন নিদ্রিত। মৃদুস্বরে তাঁহাকে ডাকা হইল। তিনি নয়ন মুছিতে মুছিতে আসিলেন, আসিয়া দেখিলেন, দ্বারে স্বয়ং নবদ্বীপচন্দ্র উদয় হইয়াছেন, তখন আনন্দ ও বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া প্রভুর চরণে প্রণাম করিলেন। প্রভু বলিলেন, আমরা তোমার অতিথি, দিন কয়েক তোমার আলয়ে বাস করিয়া গঙ্গাস্নান করিব। আমাদিগকে প্রকাশ করিবা না, আমরা নিতান্ত গোপনে থাকিব ইচ্ছা করিয়াছি। বাচস্পতি বলিলেন, আমার বাড়ী কি ছার, আমার গোষ্ঠি সমেত আপনাকে মন প্রাণ সমুদায় সমর্পণ করিয়াছি। তবে আপনাকে গোপন যতদূর সাধ্য তাহা করিব।

প্রভুর উড়িষ্যা ত্যাগ করিয়া বিদ্যানগর হইতে আগমন লীলা প্রধানতঃ কবিকর্ণপুরের চন্দ্রোদয় হইতে গৃহীত হইয়াছে। পরের লীলার নিমিত্ত আমরা শ্রীবৃন্দাবন দাসের শ্রীচৈতন্য ভাগবত ও অন্যান্য গ্রন্থের আশ্রয় লইলাম।

এখন শ্রীনবদ্বীপের এক অংশে প্রভু লুকাইয়া থাকিবেন ইহা সম্ভব নয়। প্রভু আসিবা মাত্র একথা প্রকাশ হইয়া পড়িল, যে নিমাইচাঁদ বাচস্পতির বাড়ীতে আসিয়াছেন। প্রভু তাঁহার বাড়ীতে আইলে তিনি আনন্দে উন্মাদ হইলেন। তাহার ভাব দেখিয়া প্রথমে লোকে বুঝিল যে কি একটা কাণ্ড হইয়াছে। কাজেই লোকে অনুসন্ধান আরম্ভ করিল, আর কাজেই প্রভু ধরা পড়িলেন। লোকে জানিল প্রভু আসিয়া লুকাইয়া আছেন। ইহাতে ভক্ত অভক্ত, নিমাইয়ের শত্রু মিত্র, সকলেই তাঁহাকে দেখিবার নিমিত্ত ছুটিলেন। প্রভুর মহিমা তখন সমস্ত ভারতে বিস্তৃত হইয়াছে। শ্রীনবদ্বীপে প্রভুর অনুগত ভক্ত ছিলেন ও বিদ্বেষী অভক্ত ছিলেন। যাহারা বিদ্বেষি তাহারা সুখ বিলাসী নিমাইকে হঠাৎ নবীন সন্ন্যাসী দেখিয়া বিদ্বেষ ভুলিয়া গিয়াছিলেন। শেষে সমাজের মধ্যে এরূপ অবস্থা হইল যে, প্রভুর যে অতি বড় শত্রু সেও বলিতে লাগিল যে, নিমাইয়ের ন্যায় ভক্ত জগতে কস্মিন্ কালেও হয় নাই। ভক্তির নিমিত্ত মাধবেন্দ্র ভারত পূজ্য ছিলেন। প্রভুর পাশে পুরী গোসাঞির মহিমা মলিন হইয়া গেল। যাহারা প্রভুর অতি বড় বিপক্ষ তাহারাও তাঁহাকে শুক বা প্রহ্লাদের সহিত তুলনা করিতে লাগিলেন। প্রভুকে যাহারা পূর্ব্বে নিন্দা করিতেন, তাহাদের এখন প্রভুর কঠোর তপস্যা দেখিয়া কিরূপ ভাব হইয়াছে, তাহা বৃন্দাবনদাস ঠাকুর একটি গীতে এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, যথা—

কান্দয়ে নিন্দুক সব করে হায় হায়।
এইবার নদীয়া এলে ধরিব তার পায়॥
না জানি মহিমা গুণ কহিয়াছি কত।
এবার নাগালি পেলে হব অনুগত॥
দেশে দেশে যত জীব তরাইল শুনি।
চরণে ধরিলে দয়া করিবে আপনি॥
না বুঝিয়া কহিয়াছি কত কুবচন।
এইবার পাইলে তারে লইব শরণ॥
গৌরাঙ্গের সঙ্গে যত পারিষদগণ।
তারা সব শুনিয়াছি পতিত পাবন॥
নিন্দুক পাষণ্ডী যত পাইল প্রকাশ।
কান্দিতে কান্দিতে কহে বৃন্দাবন দাস॥

প্রভু বাচস্পতির বাড়ী আসিয়াছেন, একথা মুখে মুখে সমস্ত নবদ্বীপ প্রচার হইয়া পড়িল। মনে ভাবুন শ্রীনবদ্বীপ নগরীতে অন্তত দশ বিশ লক্ষ লোকের বাস, দশ বিশ লক্ষ লোকেই প্রভুকে দেখিবেন ইচ্ছা করিলেন। শুধু তাহা নহে, নবদ্বীপ যেরূপ জনাকীর্ণ নগর উহার নিকটের গ্রাম সমুদায়ই এক একটি প্রধান নগরের মধ্যে গণ্য, সে সমুদায় স্থানের লোকও আসিতে প্রস্তুত হইলেন।

বাধার মধ্যে এই যে অন্য নগর হইতে বিদ্যানগর আসিতে পার হইতে হয়। প্রথমে এক দুই করিয়া বাচস্পতির গৃহে লোক আসিতে লাগিল। বাচস্পতির বাড়ী শীঘ্র লোকে পুরিয়া গেল। শেষে সমুদায় বিদ্যানগর লোকে পরিপূর্ণ হইল। এ পারের এই দশা, ও পারে অসংখ্য লোক পার হইতে না পারিয়া দাঁড়াইয়া। আবার অসংখ্য লোক নানাদিক হইতে আসিতেছে। ওপারে লক্ষ লোক হরিধ্বনি করিয়া তাহাদের আনন্দ প্রকাশ করিতেছে। এপারের লক্ষ লোক হরিধ্বনি করিয়া তাহার উত্তর দিতেছে। এপারে ওপারে এইরূপে মুহুর্মুহু উত্তর প্রত্যুত্তর চলিতেছে। প্রভু যে গোপনে থাকিবেন সে কথা আর কাহারও মনে নাই। প্রভু নিতান্ত বালকের ন্যায় ঘরের কোণে লুকাইয়া আছেন। লোকে বাচস্পতির বাড়ী ক্রমে সমস্ত নগর অধিকার করিয়া ফেলিয়াছে। লোকের পদাঘাতে গ্রামটি পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে।

বাচস্পতির গৌরবের সীমা নাই, সকলেই তাঁহাকে ডাকিতেছে। বলিতেছে, "বাচস্পতি ঠাকুর! একবার প্রভুকে দেখাও।" বাচস্পতি প্রভুকে দেখাইবেন কি, তিনি এক ভয়ঙ্কর সংবাদ শুনিয়া গঙ্গাতীরে ছুটিলেন। তিনি শুনিলেন সহস্র সহস্র লোক নৌকা না পাইয়া অধৈর্য্য হইয়া গঙ্গায় ঝম্প দিয়াছে, দিয়া এপারে আসিতেছে, আর সেই নিমিত্ত লোক ডুবিয়া মরিতেছে। বাচস্পতি এই কথা শুনিয়া গঙ্গাতীরে গমন করিলেন, করিয়া অদ্ভুত ব্যাপার দেখিলেন। দেখিলেন ওপারে অসংখ্য লোক, দেখিলেন আরো অসংখ্য লোক আসিতেছে, আর দেখিলেন গঙ্গা যুড়িয়া লোকে সাঁতার দিয়া এপারে আসিতেছে। কেহ সাঁতার দিতেছে, কেহ কলসী লইয়াছে, কেহ কলার গাছ। গঙ্গায় কেবল মনুষ্যের মাথা ভাসিতেছে।

লোক পার করিবার নিমিত্ত বহুতর নৌকা আপনা আপনি জুটিয়া গিয়াছে। পারের কড়ি পাঁচ গণ্ডা অর্থাৎ সিকি পয়সা ছিল। এক রাত্রে

এক টাকা (তঙ্কা) হইল। লোকে নৌকায় উঠিতে নৌকা ভাঙ্গিয়া ফেলিতেছে। কখন নৌকায় এত লোক উঠিতেছে যে উহা কখন কুলে কখন মাঝখানে ডুবিয়া যাইতেছে, কিন্তু তবু প্রভুর কৃপায় লোক মরিতেছে না। যখন নৌকা ডুবিতেছে, তখন সেই নৌকার লোকে হরিধ্বনি করিতেছে। যাহারা সেই নৌকায় নাই, তাহারা তাই দেখিয়া হরিধ্বনি করিতেছে। লোকের উৎসাহে কাহার প্রাণে ভয় নাই, লোকে দেখিতেছে যে শত শত নৌকা ডুবিতেছে তাহা দেখিয়াও কেহ সাবধান হইতেছে না। আবার ঐরূপ নৌকায় বহুতর লোক উঠিতেছে, ও আবার ডুবাইতেছে, কি কখন উহা ভাঙ্গিতেছে। ভরা নৌকা সহিত জলে ডুবিয়া যাওয়া সেও এক আমোদের কাজ হইল! সমুদায় গঙ্গায় মনুষ্যের মাথা ভাসিতেছে, আর ওপারে লক্ষ লোক পার হইবার চেষ্টা করিতেছে। তখন বাচস্পতি ভাবিলেন যে প্রভুকে দেখিতে সমুদায় লোক তাঁহার বাটিতে আসিতেছে, ইহাদিগকে তাঁহার পারের সুবিধা করিয়া দেওয়া উচিত। তাই আপনি যত্ন করিয়া বহু লোক দ্বারা বহু নৌকা আনাইতে লাগিলেন। দুই চারি ক্রোশের মধ্যে যেখানে যত নৌকা আছে সব ক্রমে আসিয়া উপস্থিত হইতেছে। প্রভুকে বাচস্পতি গোপনে রাখিবেন ভার লইয়া ছিলেন। এখন প্রভুকে গোপন করার আশা ছাড়িয়া দিয়া যাহাতে লোকের দর্শন সুলভ হয় তাহাই করিতে লাগিলেন। বাচস্পতির নিজের দেহধর্ম্মের চেষ্টা নাই, গ্রামের লোকেরও সেইরূপ। গ্রামের মধ্যে হরিধ্বনির হুঙ্কার হইতেছে, নৃত্য হইতেছে, বাচস্পতির গৃহ দ্বার আর থাকে না, কিন্তু তাহাতে তাঁহার দুঃখ নাই।

পথ নাহি পায় কেহ লোকের গহনে।
বন জল ভাঙ্গি যায় প্রভুর দর্শনে॥
মনুষ্য হইল পরিপূর্ণ সর্ব্ব গ্রাম।
নগর প্রান্তরেও নাহিক কিছু স্থান॥
সহস্র লোক এক এক বৃক্ষের উপরে।
গৃহের উপরে বা কত লোক চড়ে॥ (ভাগবত)

প্রভু ঘরের কোণে লুকাইয়া আছেন। বাহিরের লোকে দর্শন দাও বলিয়া হুঙ্কার করিতেছে। লোকে জানিতেছে যে প্রভু সম্মুখের ঘরে লুকাইয়া আছেন, জানিতেছে তাহাদের আর্ত্তনাদ তিনি শুনিতেছেন, জানিতেছে তিনি স্বয়ং পূর্ণব্রহ্ম, জানিতেছে তিনি দয়াময়। এই কয়টি জ্ঞানের

দ্বারা (প্রথম তিনি সম্মুখে লুকাইয়া, দ্বিতীয়তঃ তিনি আর্ত্তনাদ শুনিলে দয়াদ্র হইবেন) চালিত হইয়া, ভক্তগণ প্রভুকে ডাকিতে লাগিলেন। সুতরাং প্রভুর প্রতিজ্ঞা যে তিনি লুকাইয়া থাকিবেন, তাহার শক্তি হ্রাস হইল, কাজেই তিনি লোকের সম্মুখে উপস্থিত হইতে বাধ্য হইলেন। কথা এই, শ্রীভগবান লুকাইয়া থাকেন। তাঁহাকে প্রত্যক্ষ ও দয়াদ্র জানিয়া যদি তাঁহাকে প্রাণের সহিত ডাকা যায়, তবে তিনি লুকাইয়া থাকিতে পারেন না। এই তাঁহার প্রকৃতি, কি এই তাঁহার প্রতিজ্ঞা, কি এই তাঁহার নিয়ম। তুমি যদি শ্রীভগবানকে নিকটে জানিয়া, তাঁহাকে দয়াদ্র জানিয়া, তাঁহাকে প্রাণের সহিত ডাকিতে থাক, তবে তিনি তোমাকে দর্শন দিতে বাধ্য, কি রূপ? না যেরূপ শ্রীগৌরাঙ্গ তিনি গোপনে থাকিবেন এই প্রতিজ্ঞা সত্বেও এই সমস্ত লোকদিগকে পরিশেষে দর্শন দিয়াছিলেন।

প্রভু দেখিলেন বিদ্যানগর উজাড় হইবার উপক্রম। আর দেখিলেন যে, বাচস্পতির গৃহ দ্বার বাগান আর কিছু থাকে না। তখন কোথায় লুকাইবেন এই পরামর্শ করিতে লাগিলেন। শ্রীনবদ্বীপের ওপার কুলিয়া, সেখানে মাধব দাস বৈরাগীর বাড়ী থাকিবেন, পরিশেষে ইহাই সাব্যস্ত করিলেন। করিয়া, স্বগণে সকলকে ফাঁকি দিয়া, কুলিয়ায় মাধব দাসের গৃহে উপস্থিত হইলেন। এই যে প্রভু গেলেন, ইহা কেহ জানিতে পারিলেন না, বাচস্পতিও না। তিনি নানা কার্য্যে ব্যাপৃত আছেন, তাঁহাকে লুকাইয়া প্রভুর চলিয়া যাইতে কঠিন হইল না। বাচস্পতি প্রভু গিয়াছেন এই দুঃখে, ও লোকের ভয়ে, আপনি তখন গৃহের মধ্যে লুকাইয়া থাকিলেন। কিন্তু তাহাও অধিকক্ষণ পারিলেন না। দর্শন দাও দর্শন দাও বলিয়া যে লোকের হুঙ্কার, তাহার শব্দ তখন শতগুণে বাড়িয়া গিয়াছে। বাচস্পতি অগত্যা বাহিরে আইলেন, আসিয়া কান্দিতে কান্দিতে বলিলেন, "আপনারা শান্ত হউন। প্রভু আমাকে না বলিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছেন।" এ কথা লোকে বিশ্বাস করিল না, তাহারা বলিল, "প্রভু এইমাত্র এখানে দর্শন দিয়াছিলেন, অতএব এখানেই আছেন।"

বাচস্পতি বলিলেন যে, তাহা সত্য, কিন্তু তাহার পরেই তিনি চলিয়া গিয়াছেন।

লোকে ভাবিল বাচস্পতি ফাঁকি দিতেছেন, তাহাই ভাবিয়া পরামর্শ করিল যে প্রভু হরিধ্বনিতে তুষ্ট, অতএব মুহুর্মুহু হরিধ্বনি করিলে তিনি

অবশ্য বাহিরে আসিবেন। ইহাই ভাবিয়া লোকে সব কার্য্য ছাড়িয়া দিয়া এক সুরে হরি হরিবোল হরি হরিবোল বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন। লক্ষাধিক লোক এইরূপে পলকে পলকে হরিধ্বনি করিয়া করিয়া হুলুস্থূলু, এমন কি শ্রীভগবানকে পর্য্যন্ত অস্থির করিলেন। কিন্তু প্রভু তখন কুলিয়া গিয়াছেন।

বাচস্পতি যদিও বারংবার বাহিরে আসিয়া বলিতে লাগিলেন যে, প্রভু তাঁহার বাড়ীতে নাই, লোকে তবু উহা প্রত্যয় করিল না। তাহারা ভাবিল যে বাচস্পতি প্রভুকে লুকাইয়া রাখিয়াছেন। লোকে হতাশ্বাস হইয়াছে, তাহাদের ক্রোধের বস্তু এক জন প্রয়োজন হইয়াছে। প্রভুর উপর রাগ করিবার অধিকার নাই। তাই বাচস্পতিকে সকলে গালি পাড়িতে লাগিল। লক্ষাধিক লোকে তাঁহার বাড়ী ঘিরিয়া। তাহারা গালি পাড়িলে তিনি কি করিতে পারেন? লোকে বলিতে লাগিল, বাচস্পতি ঠাকুর! প্রভুকে ঘরে পাইয়া তুমি কৃতার্থ হইয়াছ সত্য, কিন্তু আমরা যদি ভব সাগর পার হইতে পারি, তোমার তাহাতে ক্ষতি কি? লোকে বলিতেছে, (চৈতন্য-ভাগবতে)—

আমরা তরিলে বা উহার কোন দুঃখ।
আপনিই মাত্র তরি এই কোন সুখ॥
কেহ বলে সুজনেরি এই ধর্ম্ম হয়।
সবারে উদ্ধার করে হইয়া সদয়॥

বাচস্পতি মহা বিপদে পড়িলেন, পড়িয়া কান্দিয়া তখন প্রভুকে ডাকিতে লাগিলেন। বলিলেন, প্রভু! অদ্যকার বিপদ হইতে অধমকে উদ্ধার কর। ইহা বলিতে বলিতে, একজন ব্রাহ্মণ তাঁহার কর্ণে বলিল যে, প্রভু কুলিয়া মাধব দাসের বাড়ী গিয়াছেন। তখন বাচস্পতি আনন্দিত হইয়া, বাহিরে আসিয়া সকল লোককে বলিলেন যে, প্রভু কুলিয়া গমন করিয়াছেন, চল তোমাদের আমি সেখানে লইয়া যাইব। এই কথা শুনিয়া সকলে তাঁহার কথা প্রত্যয় করিয়া, তাঁহার সঙ্গে চলিল।

সকলে সেখানে আসিয়া দেখেন ইহার মধ্যেই সেখানে লোকারণ্য হইয়াছে। যে লোকারণ্য সঙ্গে লইয়া বাচস্পতি আসিতেছেন, তাঁহাদের যাইবার আর পথ নাই। শ্রীচৈতন্য ভাগবত বলিতেছেন যে, প্রভুর কুলিয়ায় জীবের আকর্ষণ এত প্রকাণ্ড ব্যাপার যে উহা একবারে বর্ণনার অসাধ্য।

বোধ হইল যে, পৃথিবীর সমস্ত লোক কুলিয়ায় উপস্থিত হইয়াছে। পৃথিবীতে তখন এত লোক নাই, ইহা মনে ভাবিয়া অনেকে অনুভব করিতে লাগিলেন যে, তেত্রিশকোটি দেবগণ মনুষ্য আকার ধারণ করিয়া প্রভুকে দর্শন করিতে আসিয়াছেন। বৃন্দাবন দাস বলিতেছেন যে, প্রভু যে স্বয়ং শ্রীভগবান তাঁহার আর কোন প্রমাণ প্রয়োজন করে না, এই লোক সংখ্যা দেখিলেই বুঝা যাইবে। বৃন্দাবন দাস ঠাকুর বলিতেছেন, এত লোক ইচ্ছা মাত্র একত্র করা কি মনুষ্যে পারে? কে এ সমুদায় লোককে সংবাদ দিলে, কেন এত লোকে সুখ দুঃখ, রোগ ক্রীড়া, বিষয় ধর্ম্ম, আহার নিদ্রা, সমুদায় পরিত্যাগ করিয়া আপনা আপনি আসিয়া উপস্থিত হইল? বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের মন্তব্য এই যে, যিনি এইরূপে সর্ব্ব-চিত্ত আকর্ষণ করেন তিনিই শ্রীকৃষ্ণ।

ইহার কিছুকাল পরে প্রভু যখন এইরূপে লক্ষাধিক লোক দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া গৌড়ের এপারে উপস্থিত হইয়াছিলেন, তখন পাতসাহ ওপারে লোকের কলরব শুনিয়া তথ্য জানিবার নিমিত্ত অট্টালিকায় উঠিলেন। সেখান হইতে লোক সমুদ্র ও তাঁহাদের জীবন্ত ভাব নৃত্য গীত ও হরিধ্বনি, ও নানা আনন্দ সূচক কলরব দেখিয়া শুনিয়া ভয় পাইলেন। ভাবিলেন বা কেহ বুঝি তাঁহার রাজধানি আক্রমণ করিতে আসিয়াছে। কেশব লাল বসু, খান উপাধি, তাঁহার মন্ত্রী। পাতসাহ ভয় পাইয়া তাঁহাকে ডাকাইলেন। কেশব লাল বলিলেন, একজন ভিক্ষুক সন্ন্যাসী বই নয়। পাতসাহ জিজ্ঞাসা করিলেন যে, এই লক্ষ কোটি লোক তাঁহার সঙ্গে কেন? কেশব বলিলেন, ভবসাগর পার হইবার জন্য। পাতসাহ বলিলেন, এই সন্ন্যাসী আমা অপেক্ষা শক্তিধর সন্দেহ নাই, এত লোক সংগ্রহ করি আমার এ সঙ্গতি নাই, আর যদি কেহ সংগ্রহ করিতে পারে, তাহারা স্বার্থপর হইয়া তাহাদের প্রভুর সেবা করিবে। যিনি বিনা বেতনে, এই লক্ষাধিক লোকের উপর এরূপ আধিপত্য করিতে পারেন, তিনি সামান্য জীব নহেন। তিনি স্বয়ং শ্রীভগবান। অতএব পাতসাহাও বৃন্দাবন দাসের মীমাংসার অনুমোদন করিলেন।

এই যে লক্ষ কোটি লোক আসিতেছে ইহারা প্রায় কেহ ফিরিয়া যাইতেছে না। ইহারা কি করিতেছে, অগ্রে ইহা শ্রবণ করুন। তাহার পরে বৃন্দাবন দাস ঠাকুর ও পাতসাহ যে তত্ত্ব কথা বলেন, তাহা বিচার করিব। এই সমস্ত কাণ্ড বৃন্দাবন দাস স্বচক্ষে দর্শন করেন নাই বটে, কিন্তু তিনি শ্রীবাসের

ভ্রাতৃ-কন্যা-সুত, শ্রীনদীয়ায় তাঁহার বাড়ী, সুতরাং তাঁহার এই সমুদায় এক প্রকার চক্ষে দেখা বলা যাইতে পারে। শত শত সাধু লোকে, যাঁহারা এই ভিড়ে ছিলেন, তাঁহাদের মুখে শুনিয়া তিনি ইহার বর্ণনা করিয়াছেন। যথা—

বাচস্পতি গ্রামেতে যতেক লোক ছিল।
তার কোটি কোটি গুণে সকল বাড়িল॥
কুলিয়া আকর্ষণ না যায় বর্ণন।
কেবল বর্ণিতে পারে সহস্র বদন॥
লক্ষ লক্ষ লোক ভাসে জাহ্নবীর জলে।
সবে পার হয়েন পরম কুতূহলে॥
খেয়ারির কত বা হইল উপার্জ্জন।
কত হাট বাজার বসায় কত জন॥
সহস্র সহস্র কীর্ত্তনীয়া সম্প্রদায়।
স্থানে স্থানে সবেই পরমানন্দে গায়॥

মাধব দাস প্রভুকে পাইয়া বড় সুখী হইয়াছেন, কিন্তু এই পরম ধন প্রাপ্তির সঙ্গে যে বিপদ আছে তাহা পূর্ব্বে জানিতে পারেন নাই। বন্যা আসিতেছে, প্রথমে লোকে অগ্রাহ্য করে। ধান্য ক্ষেত্রে এক অঙ্গুলি জল আসিয়াছে বই নয়, তাহাতে ভয় কি? অর্দ্ধ দণ্ডের মধ্যে দেখে যে হাঁটু পরিমাণ জল হইল। শেষে ধান্য রক্ষা ত পাছের কথা, নিজের বাড়ী রক্ষা, প্রাণরক্ষা বিপদ হইয়া পড়ে। জন কয়েক সঙ্গী লইয়া প্রভু আইলেন। মাধব দাস কৃত কৃতার্থ হইয়া প্রণাম করিলেন। মাধব দাস ভাবিতেছেন, প্রভু আসিয়াছেন এ সংবাদ তাহার বন্ধু বান্ধবের নিকট পাঠাইতে হইবে। কিন্তু এক দণ্ডের মধ্যে সহস্র লোক দুই দণ্ডের মধ্যে লক্ষ লোক হইল। যখন সন্ধ্যা হইল তখন মাধব দাস প্রভুর প্রাণরক্ষার নিমিত্ত ব্যস্ত হইলেন। প্রভুর প্রাণের ভয় কেন বলিতেছি। যে ঘরে প্রভুর বাস, সে ঘর আর রক্ষা করিতে পারেন না। পশ্চাৎ হইতে লোকে এরূপ অগ্রবর্ত্তী হইবার নিমিত্ত যত্ন করিতেছে যে, প্রভুর বাসগৃহের নিকট যাঁহারা, তাঁহারা গৃহের উপর পড়িতেছেন, প্রভু যে গৃহে রহিয়াছেন উহা রক্ষা করিতে পারেন না, দেখিয়া, মাধব দাস সন্ধ্যার সময় সহস্র লোক লইয়া বাঁশ কাটাইতে লাগিলেন। এই বাঁশ কাটাইয়া প্রভুর রক্ষার নিমিত্ত অতি দৃঢ় করিয়া দুর্গ নির্ম্মাণ করিলেন। প্রাতে সকলে দেখে, দুর্গ চূরমার হইয়া গিয়াছে।

সহস্র সহস্র নৌকা শুনিয়া আইল।
তথাপি মনুষ্যে পার করিতে নারিল॥
কেহ বলে জন প্রতি কাহনেক দিব।
মোরে পার করি দেহ প্রভুকে দেখিব
বড় বড় ধনী লোক যত ছিল তায়।
জন প্রতি তঙ্কা দিয়া পার হৈয়া যায়
কেহ কলা গাছ বান্ধি গঙ্গা পার হয়।
কেহ ঘট ধরি যায় না করয়ে ভয়॥
আজ সে খেলার সঙ্গী পড়ুয়া সকল।
দেখিতে আইলা সঙ্গে আনন্দে বিহ্বল
ন্যায়শাস্ত্র অধ্যাপক নবদ্বীপে যত।
লোক দ্বারে শুনি ছিলা চৈতন্য মহত্ব
বাসুদেব সার্ব্বভৌম ন্যায় টিকাকার।
তার মত লৈয়া তাঁরা করে ব্যবহার॥
হেন সার্ব্বভৌম প্রভু বৈষ্ণব করিলা।
ষড়ভুজ ঈশ্বর মূর্ত্তি তারে দেখাইলা।
পূর্ব্বে দিগ্বিজয়ী গর্ব্ব খণ্ডি নদীয়ায়।
নবদ্বীপ মর্য্যাদা রাখিলা গৌররায়॥
হেন প্রভু আইলেন কুলিয়া নগরে।
সব অধ্যাপক চলে প্রভু দেখিবারে॥
কুলিয়া নগরে সংঘট্টের অন্ত নাই।
বাল বৃদ্ধ নর নারী হৈলা এক ঠাঁই॥
নিশায় মাধব দাস বহু লোক লঞা।
বড় বড় বাঁশ কাটি দুর্গ বান্ধি যাঞা॥
প্রাতঃকালে বাঁশ গড় সব চূর্ণ হয়।
লোক ঘটা নিবারিতে কার শক্তি নয়॥

যাহারা আসিতেছে তাহারা আর যাইতেছে না, তাহাদের আহার নিদ্রা নাই। তাহারা কি করিতেছে? নৃত্য গীত করিতেছে, কখন কান্দিতেছে, কখন হাসিতেছে। ফল কথা, সকলে আনন্দে ভাসিতেছে, তাহাদের নৃত্য দেখিলে বোধহয় যে সকলে পরমানন্দে উন্মাদ হইয়াছে। এরূপ

শত কোটী জীব, এক বস্তুর এরূপ আশ্রয় লইতে কখন কোন কালে শুনা যায় নাই। মনে ভাবুন, এই যে সমুদায় লোক আসিতেছে, ইহাদের মধ্যে সহস্র সহস্র মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত আছেন। কোন সাধুর পশ্চাৎ কখন কখন বহুসংখ্যক লোক দেখা যায় বটে, কিন্তু সে স্বার্থের নিমিত্ত, কেহ ঔষধ লইতে, কেহ পুত্র কামনা করিয়া আসিয়াছেন। কেহ বা সাধুর কৃপায় বড়লোক হইবেন, লৌহকে সোণা করিতে শিখিবেন, সেই নিমিত্ত তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ বেড়াইতেছেন।

কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গের সঙ্গে এই যে শত কোটী লোক ফিরিতেছেন, ইহা কি নিমিত্ত? ইহাতে স্বার্থসাধন লেশ নাই। শ্রীভগবদ্ভক্তি জীবমাত্রের হৃদয়ে আছে, কখন জাগ্রত ভাবে, কখন সুষুপ্ত ভাবে থাকে। যখন শ্রীভগবদ্ভক্তি আছে, তখন শ্রীভগবান আছেন। কারণ স্বভাব কখন নিষ্ফল কিছু করেন না। স্বভাব যখন ভগবদ্ভক্তি রূপ ভাব দিয়াছেন, সেই সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য তাহার তৃপ্তির বস্তু দিয়াছেন। শ্রীগৌরাঙ্গের আগমনে সেই ভগবদ্ভক্তিটুকু জাগ্রত হইয়াছে। যেমন লোকের পিপাসা হইলে, যেখানে জল পায় সেখানে দৌড়ায়, সেইরূপ লোকের হৃদয়ে ভক্তিরূপ অগ্নি প্রজ্জলিত হওয়ায়, উহা নির্ব্বাপিত করিবার নিমিত্ত প্রভুর নিকট দৌড়িয়া আসিতেছে।

হৃদয়ে এই ভক্তিরূপ অগ্নি প্রজ্জলিত হওয়ায়, কুজ্ঝটিকারূপ অজ্ঞানতা ও নাস্তিকতা নষ্ট হইয়াছে, ও জ্ঞানরূপ সূর্য্যের উদয় হইয়াছে। কেহ বলেন জ্ঞান হইতে ভক্তি, কেহ বলেন ভক্তি হইতে জ্ঞান। এ অনর্থক বিচারে আমার যাইবার প্রয়োজন নাই। ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, এখানে অন্ততঃ ভক্তি হইতে জ্ঞানের উদয় হইয়াছে। শ্রীগৌরাঙ্গের আগমনে ভক্তি উদয় হইয়াছে, তাহার পরে মনে গুটি কয়েক অতি জাজ্জল্যমান সিদ্ধান্ত আসিয়াছে। সে জ্ঞান এই যে, এ জীবন পদ্মপত্রের উপর জলবিন্দুর ন্যায়, এই আছে এই নাই। আমি বৃথা কতকগুলি সামান্য বস্তুর লোভে মুগ্ধ হইয়া পরম ধন ভুলিয়া আছি। সেই শ্রীভগবানের শ্রীচরণ আশ্রয় করা না জীবের পরম ধর্ম্ম? তাহা আমি কই করিলাম? তাহা না করিয়া আমি কি করিতেছি? হে শ্রীভগবান! এ অধমকে কি মনে আছে? এ অধম তোমাকেত ভুলিয়া গিয়াছে, তুমি তাই বলিয়া কি আমাকে ভুলিয়া যাইবে? ছি! আমি এ কি করিতেছি, আমি আপনার দোষ তোমার ঘাড়ে দিতেছি? সমুদায় দোষ না

আমার ? তোমা হইতে উৎপত্তি তোমার কাছে যাইব, আমি এখন তোমাকে ভুলিয়া নানা অফল বিষয়ে মত্ত হইয়া নানা দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি।

এই সমুদায় মনের ভাব হওয়ায় ভক্তি-মুগ্ধ ব্যক্তি ভাবিতেছেন যে, তাঁহার ন্যায় নির্ব্বোধ ও অপরাধী জীব জগতে নাই। তিনি আপনাকে আপনি নষ্ট করিয়াছেন,—আর করিবেন না। তাঁহার দিন প্রায় গিয়াছে, তাঁহার আর সময় মাত্র নাই। তাই সেই লোক-কলরবের মাঝে হয় চীৎকার করিয়া, কি মনে মনে বলিতেছেন যে, "হে প্রভু! আমি অপরাধী আমার দিন গিয়াছে। এখন তুমি কৃপাময় দীনজনের বন্ধু আমাকে কৃপা কর।" মনে ভাবুন যে, একজন অকুল পাথারে পড়িয়া একবার ডুবিতেছে একবার ভাসিতেছে, চারিদিকে চাহিয়া দেখে কুল কিনারা নাই, তাহার সাঁতার দিবার শক্তিও নাই। তখন সেই ব্যক্তি ঘোর বিপদে সেই ভবকাণ্ডারীকে উর্দ্ধমুখ হইয়া ডাকিয়া বলিতেছে, হে দয়াল-কাণ্ডারি! আমি ডুবিয়া মরিলাম, আমাকে চরণ-তরী দিয়া আশ্রয় দাও। আবার বলিতেছে, "হে দয়াল-কাণ্ডারি! আমার নৌকা পাইলেও উঠিবার শক্তি নাই, তুমি আমাকে চুলে ধরিয়া তোমার নৌকায় উঠাইয়া প্রাণ দান কর।" এইরূপে ঘোর বিপদে পড়িয়া ডাকিতে ডাকিতে যেন কর্ণে শুনিতে পাইল যে, শ্রীভগবান অভয় দিয়া বলিতেছেন, "ভয় নাই, এই যে আমি আসিতেছি।" তখন আশার সঞ্চার হইল, আর সেই সঙ্গে সঙ্গে আনন্দ হইল।

নিরাশা হইয়া লোকে আর্ত্তনাদ করিতেছে বটে, কিন্তু এ নিরাশ ভাব বহুক্ষণ থাকিতেছে না। দৈন্য ও আত্মগ্লানি উপস্থিত হইলেই তাহার পরে আনন্দ আপনা আপনি উদয় হইতেছে। তখন আপনার দুর্ম্মতির কথা ভুলিয়া শ্রীভগবানের কৃপার কথা ভাবিতেছে। শ্রীগৌরাঙ্গ দর্শনে সকলের শ্রীভগবানের করুণার কথা মনে হইতেছে। শ্রীভগবান আমাদের পিতা মাতা, কি বন্ধু, আমরা তাঁহার নিজজন। তিনি আমাদের দুর্ম্মতি দেখিয়া দুঃখিত হইয়া, তাঁহার বংশী পীতাম্বর দূরে ফেলিয়া দিয়া, ডোর কৌপীন পরিয়া, আমাদের মধ্যে আসিয়াছেন। ভগবান এরূপ দীন অবস্থায় কেন আসিয়াছেন? তাহার কারণ এই যে, এবার তাঁহার সুখের অবতার নয়, দুঃখের অবতার। এবার তাঁহার চূড়া বংশী শোভা পাইবে কেন? তাই কৌপীন পরিয়াছেন, তাই করোয়া লইয়াছেন, তাই বংশী বাদন ছাড়িয়া হরিধ্বনি অবলম্বন করিয়াছেন। সেই হাস্য কৌতুক ক্রীড়া ছাড়িয়া দিয়া রোদন সম্বল করিয়াছেন।

এই অবস্থায় সেই "তিনি" আসিয়া অভয় দিতেছেন। বলিতেছেন কিনা, ভয় কি? এই যে আমি? যম তোমাদের কি করিবে? যম ত আমারি ভৃত্য? তোমরা অপরাধ করিয়াছ? তাহাতে ব্যস্ত কি? আমি তাহার সহজ উপায় বলিয়া দিতেছি। মুখে কৃষ্ণ বল, আর সমুদায় অপরাধ নষ্ট হইয়া যাইবে। দেখ, তোমরা দুর্ব্বল, সাধন ভজন করিতে পারিবা না। তাই আমি তোমাদের সুবিধার নিমিত্ত হরিনাম লইয়া আসিয়াছি। ইহা মুখে বল, আর জগতে বিলাও, সমস্ত অপরাধ মোচন হইয়া অন্তিমে আমাকে পাইবে।

যাঁহারা শ্রীভগবানের দয়ার সাগরে ডুবিয়াছেন, তাঁহারা ভাবিতেছেন যে, স্বয়ং সেই পূর্ণব্রহ্ম সনাতন তাহাদিগকে গোলোকধামে লইবার নিমিত্ত আসিয়াছেন, আসিয়া তাহাদের সম্মুখে সন্ন্যাসীর রূপ ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। ইহাতে তাহাদের ভয় গিয়াছে, আশা আসিয়াছে। ইহাতে দুঃখ গিয়াছে, আনন্দ আসিয়াছে। তাই লোকের মনের ভাব কিরূপ হইয়াছে, না, যে ভাবে প্রভু স্বয়ং রথের সময় জগন্নাথের অগ্রে দাঁড়াইয়া তাঁহার দিকে চাহিয়া তাল ঠুকিয়াছিলেন। লোকে মনে ভাবিতেছেন, আর ভয় কি? এক জন আহ্লাদে গলিয়া পড়িয়া আর এক জনকে বলিতেছেন, "বড়ই আনন্দ!" সহস্র সহস্র সম্প্রদায় হইয়াছে, আর সেইরূপে লক্ষ লোকে দুই বাহু তুলিয়া "আর ভয় নাই" "পেয়েছি" "তারে পেয়েছি" এইভাবে বিভোর হইয়া নৃত্য করিতেছেন।

পাঠক মহাশয়, আপনি একবার গৌরলীলার আমূল চিন্তা করিয়া দেখিলে ইহা স্পষ্ট বুঝিবেন যে, এই গৌরলীলা কাণ্ডটি যে দৈবাৎ হইয়াছে, তাহা হইতে পারে না। একটু স্থির হইয়া বিচার করিলে বুঝিবেন, এই লীলাখেলাটি শ্রীভগবান স্বয়ং পাতাইয়াছেন। আপনা আপনি এরূপ হয় নাই। এ দেশে ব্রাহ্মণ তিন শ্রেণীভুক্ত, যথা বৈদিক, বারেন্দ্র ও রাঢ়ী, প্রভু স্বয়ং বৈদিক, নিতাই রাঢ়ী, অদ্বৈত বারেন্দ্র। হে পাঠক! এইরূপ আপনি আগা গোড়া দেখিবেন যে, এই লীলাটি সেই সর্ব্বশক্তিমান পাতাইয়া আপনি ইহা চালাইয়াছেন।

যদি এই গৌরলীলা মনে বিচার করিয়া আপনি বুঝিতে পারেন যে, এই খেলাটি শ্রীভগবান অন্তরালে থাকিয়া পাতাইয়া আপনি খেলিয়াছেন, তবে ইহা বুঝিবেন যে, এই খেলা দ্বারা শ্রীভগবান জীবকে এই শিক্ষা দিয়া-

ছেন, কি না (১) শ্রীভগবান আছেন, (২) পরকালও, আছে (৩) শ্রীভগবানের প্রিয় জীব ও জীবের প্রিয় শ্রীভগবান।

এখন শ্রীভগবান আছেন ইহা সৃষ্টি প্রক্রিয়া দ্বারা অনুভব করা যায়। এই সংসার দেখিলে আপনা আপনি মনে উদয় হয় যে, একজন সর্ব্বশক্তিমান স্রষ্টা আছেন। কিন্তু তিনি কিরূপ প্রকৃতির বস্তু ইহা গোপন রাখিয়া শ্রীরসিকশেখর জীবকে বড় ধান্ধায় ফেলিয়াছেন। তিনি দয়াময় তাহায় সন্দেহ নাই। কারণ মাতৃহৃদয়ে দুগ্ধ দিয়াছেন। কিন্তু এইরূপ বিচারে ইহাও বলা যাইতে পারে যে, তিনি নিষ্ঠুর, নতুবা সর্পের বিষ কেন দিলেন? আবার রসিকশেখর মনুষ্যকে আর এক ধান্ধায় ফেলিয়া রাখিয়াছেন। তাহারা মরিলে কি থাকিবে? যদি থাকে, তবে কিরূপে? আর এক ধান্ধা এই যে, জীবের সহিত শ্রীভগবানের কি সম্বন্ধ? এইরূপ ধান্ধায় পড়িয়া জীব নিরাশ সাগরে ভাসিতেছিল। মহম্মদকে মুসলমানগণ "রসুল" বলেন, অর্থাৎ তিনি শ্রীভগবানের নিকট হইতে জীবের নিমিত্ত সম্বাদ আনিয়াছেন। সেইরূপ যিশু "সুসমাচার" আনিয়াছেন, ইহা খৃষ্টীয়ানগণ বলেন। ঠিক সেইরূপ, কুলিয়ার অনন্ত কোটি লোক, শ্রীগৌরাঙ্গ শুধু সুসমাচার আনিয়াছেন, তাহা নয়, তাহাদের নিমিত্ত আরো কিছু আনিয়াছেন বলিয়া আনন্দে নৃত্য করিতেছে।

মহম্মদ মুসলমানগণের নিমিত্ত সংবাদ আনিলেন যে, শ্রীভগবান আছেন, জীবগণ মরিয়াও বাঁচিবে, ও যাহারা শ্রীভগবানের আজ্ঞা পালন করে, তাহারা সুখে ও যাহারা অপালন করে তাহারা দুঃখে থাকিবে। মহম্মদ যে সংবাদ আনিয়াছেন ইহা কাল্পনিক নহে। ইহা বিশ্বাস করিয়া, যে সমস্ত জীব নিরাশ সাগরে ভাসিতেছিল, তাহারা কুল পাইল, পাইয়া আনন্দে উন্মত্ত হইল।

জীব মাত্রে অকুল পাথারে ভাসিতেছে। কিন্তু শ্রীভগবানের এরূপ মায়া যে, তাহারা তাহাদের নিজের দুঃখ অনুভব করিতে পারে না। যাহার শ্বাস রোগ আছে, তাহার ক্রমে ক্রমে বোধ হইবে যে তাহার পীড়া জনিত বিশেষ কষ্ট নাই। কিন্তু তাহার শ্বাস আরাম হইলে তখন সে বুঝিতে পারে যে সে এ-যাবৎ বড় দুঃখে কাল কাটাইতে ছিল। যেইরূপ মনুষ্য হাসিয়া বেড়াইয়া বেড়াইতেছে, যেন তাহার কোন দুঃখ নাই। তাহার যে, যে কোন মুহূর্ত্তে সর্ব্বনাশ হইতে পারে, তাহা তাহার বোধও নাই। যে কোন জীবের যে কোন মুহূর্ত্তে দারিদ্র্য, অপমান, পীড়া, ও শোক হইতে পারে। কিন্

লোকে মায়ায় মুগ্ধ হইয়া, যেন তাহার কোন দুঃখ কি চিন্তার বিষয় নাই, এই রূপে জগতে বিচরণ করিতেছে। তবু তাহার অন্তরের অতি গুহ্য স্থানে হা হুতাশরূপ দুঃখের লহরী সর্ব্বদা অনেক সময় তাহার অজ্ঞাতসারে চলিতেছে। এই অবস্থায় যদি তাহার বিশ্বাস হয় যে, সে মরিবে না, মরিলেও বাঁচিবে, ও তাহার অতি শক্তিসম্পন্ন একজন পরম সুহৃদ আছেন, যিনি তাহার সমুদায় দুঃখ মোচন, ও সমুদায় আশা পূরণ করিবার নিমিত্ত ব্যস্ত, তখন তাহার পূর্ব্বকার উপায়হীন অবস্থা সূর্য্যের ন্যায় হৃদয়ে প্রকাশ পায়। ইহাতে, যে ব্যক্তি অকুলে ছিল এখন কুল পাইয়াছে, এই আনন্দে উন্মাদ হয়।

সেইরূপ যিশুখ্রীষ্ট "সুসমাচার" আনিলেন, তাঁহার গণ ঐরূপ আহ্লাদে মাতোয়ারা হইল। এই সমস্ত লোক "রসুল" অর্থাৎ শ্রীভগবানের দূতের নিকট সুসমাচার পাইয়া উহা ঘোষণা করিবার নিমিত্ত জয় পতাকা উঠাইয়া, দেশে দেশে বেড়াইতে লাগিল। তাহারা ভক্তিতে গদগদ বলিয়া, অন্য জীব গণকে মুগ্ধ করিতে শক্তি পাইল। তাহাদের আনন্দ ও বিশ্বাস দেখিয়া, যে সমস্ত জীবগণ অকুলে ভাসিতে ছিলেন, পালে পালে আসিয়া তাঁহাদের আশ্রয় লইতে লাগিলেন।

মনুষ্য হৃদয়ে ভগবৎ কৃপার সহিত গুটি কয়েক শত্রু প্রবেশ করে, যথা দম্ভ ও অহঙ্কার। শ্রীমতী শ্রীকৃষ্ণের অর্দ্ধাঙ্গী। তিনি পরম পুরুষের স্কন্ধে চড়িতে গিয়াছিলেন। অতএব সামান্য জীবের কথা কি? মুসলমান ও খ্রীষ্টীয়ান কৃপা পাইয়া ভাবিলেন যে, তাহারা শ্রীভগবানের প্রিয় পুত্র, নতুবা তিনি তাহাদের নিকট সুসমাচার কেন পাঠাইবেন? তাহারা শ্রীভগবানের সাক্ষাৎ আদেশ পাইয়াছেন, অতএব তাহাদের কথা যাহারা না শুনে তাহারা শ্রীভগবানের বিদ্রোহী। অতএব তাহাদিগকে বধ করিলে পাপ ত নাই, বরং শ্রীভগবানকে তুষ্ট করা হইবে। তাহারা ইহা ভাবিলেন না যে, যদি শ্রীভগবান কোন রসুল পাঠান, তবে তিনি সকল স্থানেই পাঠাইবেন, কারণ সকলেই তাঁহার সন্তান, আর তিনি অতি মহাশয়।

যে আনন্দে মুসলমানগণ দিগবিদিগ্ জ্ঞানশূন্য হইয়া সমস্ত জগত ওলট পালট করেন, কুলিয়ায় উপস্থিত জীবগণের সেই জাতীয় আনন্দ উপস্থিত হইয়াছে। তবে এই আনন্দে মুসলমানগণ তরবারি ধরিলেন, বৈষ্ণবগণ জীব মাত্রকে আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন। এই কুলিয়ায় উপস্থিত জীবগণ "রসুল" পাইয়াছেন, ইনিও গোলোক হইতে সুসমাচার আনিয়াছেন। সে সুসমাচার

এই যে; শ্রীভগবান আছেন, তোমরাও চিরদিন থাকিবে, আর তিনি মনুষ্যের সহিত মিলিত হইবার নিমিত্ত নরলীলা ও নরের ন্যায় ব্যবহার করিয়া থাকেন। শ্রীগৌরাঙ্গ যে সুসমাচার আনিলেন, তাহাও লোকে বিশ্বাস করিল অধিকন্তু তিনি আসিয়া শ্রীভগবানের প্রকৃতি বড় মধুর বলিয়া [illegible] মহম্মদ ঈশ্বরের যেরূপ বর্ণনা করিলেন, তাহাতে লোকে ইহাই বুঝিলেন যে শ্রীভগবান ভয়ঙ্কর হইয়া সিংহাসনে বসিয়া জীবগণের পাপ পুণ্যের বিচার করিয়া থাকেন। শ্রীগৌরাঙ্গ যেরূপ শ্রীভগবানের পরিচয় দিলেন, তাহাতে বুঝা গেল যে, শ্রীভগবান অতি সুন্দর নবীন পুরুষ, রসিক চুড়ামণি, বংশীধারী ও নৃত্যকারী। শ্রীগৌরাঙ্গ জীবগণকে অধিকন্তু বুঝাইয়া দিলেন যে শ্রীভগবান অতি প্রেমময়। যথা পদ—

"জানি জানি তার মন জানি।
প্রেমে গড়া তনু খানি।
আর, চিরদিন সে ভালবাসে কাঙ্গালিনী॥"

কাজেই মুসলমানগণ তরবারি ধরিলেন। বৈষ্ণবগণ জীবগণকে আলিঙ্গন ও নৃত্য করিতে লাগিলেন।

আবার দেখুন যিশু সুসমাচার আনিলেন যে, শ্রীভগবান আছেন। শ্রীগৌরাঙ্গ অবতারে জানা গেল যে, তিনি এবার কাহাকে প্রেরণ করেন নাই, স্বয়ং আসিয়াছেন। সুতরাং কুলিয়াবাসীগণের আনন্দের আর সীমা নাই। তাঁহারা অকুলে ভাসিতেছিলেন, এখন কুল পাইলেন। লোকের আনন্দের কারণ একটি উদাহরণ দ্বারা বলিব। এক জন নিগড়ে আবদ্ধ আছেন, তাঁহার আশার লেশ মাত্র নাই। এইরূপ তিনি রজনী আসিলে কখন দিন হইবে ভাবেন, আবার দিন আসিলে কখন রজনী আসিবে ভাবেন। এখন তিনি হঠাৎ শুনিলেন যে, তাহার বন্ধন কিছু নয়, তাহার পিতা যিনি তিনি রাজরাজেশ্বর, তাঁহাকে বিশেষ কোন কার্য্য উপলক্ষে বন্ধন করিয়া রাখিয়াছেন, তিনি যুবরাজ, তাঁহার পিতার সমস্ত ধনের অধিকারী। সেই রাজপুত্রের অবস্থা একবার মনে অনুভব করুন, তাহা হইলে কুলিয়ায় উপস্থিত জীবগণের আনন্দের কতক পরিমাণ বুঝিতে পারিবেন। পাঠকের মধ্যে অনেকে হয়ত বুঝিবেন না যে, জীবগণ কেন অকুলে ভাসিতেছে? যাহার উপস্থিত কোন বলবৎ দুঃখ নাই তিনি ভাবিতে পারেন যে, "কই, আমি ত বেশ সুখে আছি।" হয়ত তিনি বড় জ্ঞানী, মনে ভাবেন তিনি শান্ত, বড় বেশ আছেন। কিন্তু

তিনি যে বেশ আছেন এই জ্ঞানই তাহার পতনের মূল। যে তাহার জ্ঞান হইবে তিনি বেশ নাই, অমনি তাঁহার উন্নতি আরম্ভ হইবে।

তিনি বেশ নাই তাহার প্রমাণ দিতেছি। আমি কেন দিব, তিনি নিজেই রোগ, শোক, দুঃখ ও অন্যান্য তাপের সময় জানিবেন যে তিনি বেশ নাই। যে ব্যক্তির ঘোর বিয়োগ হইয়াছে, কি হঠাৎ দারিদ্র চাপিয়াছে, কি কারাগারের ভয় উপস্থিত হইয়াছে, তিনি সেই সময় বুঝিতে পারিবেন, তিনি বেশ নাই। তিনি যদি একটু ভাবিয়া দেখেন যে, তাহার বিন্দুমাত্র শক্তি নাই, এই আছেন মূহুর্ত্ত পরে তিনি যাহা আছেন তাহার কিছুই না থাকিতে পারেন, তখন তিনি বুঝিবেন যে, তিনি বেশ নাই, বরং দিবা নিশি অকুল পাথারে ভাসিতেছেন।

"আমি বেশ আছি", "আমি শাস্ত অতএব অন্যাপেক্ষা অনেক উন্নতি করিয়াছি", ইহা মনে গৌরব করিও না। ইহা তোমার গৌরবের কথা নয়। যখন তুমি জানিবে যে, তুমি ত্রিতাপে জর্জ্জরীভূত, আর সেই দুঃখ ভাবিয়া তোমার নয়নে জল আসিবে, তখনি জানিবে তোমার জ্ঞানের অঙ্কুর হইয়াছে। কুলিয়ায় উপস্থিত জীবগণ ভাবিতেছেন কি না—

"সম্মুখে দাঁড়ায়ে আছেন পূর্ণব্রহ্ম সনাতন।
গোলোক ধামে লয়ে যেতে এসেছেন পতিত পাবন॥"

কাজেই উন্মাদ হইয়া এই অসংখ্য লোক নৃত্য করিতেছেন।

এদিকে বাচস্পতি আসিয়া লোকের ভিড়ে আর প্রভুর নিকট যাইতে পারেন না। কিন্তু অন্তর্যামী প্রভু তাঁহার আগমন ও দুঃখ জানিলেন। জানিয়া লোক পাঠাইয়া তাঁহাকে নিকটে ডাকাইয়া আনিলেন। তখন বাচস্পতি আসিয়া শ্লোকবন্ধে (এই শ্লোকগুলি তল্লাস করিয়া পাই নাই) প্রভুকে এই স্তুতি করিলেন, যথা প্রথম শ্লোকের বৃন্দাবন দাসের ব্যাখ্যা—

সংসার উদ্ধার লাগি যে চৈতন্য রূপে।
তারিলেন যতেক পতিত ভব কূপে॥
সেই গৌরসুন্দর কৃপা সমুদ্রের প্রায়।

বাচস্পতি বলিলেন, প্রভু! তুমি চির দিন স্বেচ্ছাময়, কুলিয়ায় আসিবে ইচ্ছা হইল আসিলে, কিন্তু তোমার দাস এই ব্রাহ্মণ মারা যায়। আমি তোমাকে লুকাইয়া রাখিয়াছি, এই ভাবিয়া লোকে আমার ঘর দ্বার ভাঙ্গিতেছে। আপনি একবার বাহির হউন।

কি ভারতবর্ষের কি কলিকালের গৌরব স্বরূপ, ইহা সকলেই স্বীকার করিতেন। তাহার পর প্রভু সন্ন্যাস লইয়া গমন করিলে তাঁহার প্রতি বিপক্ষদিগের আর দ্বেষ রহিল না। এমন কি, এরূপও ঘটনা হইয়াছিল যে, ...ন্যাসী হইলে, তাঁহাকে যিনি যত খানি দ্বেষ করিলেন, তিনি ততখানি ... কাল... প্রভু যখন কুলিয়ায় গমন ... দ্বীপে আর কেহ ... না, সকলেই প্রভুকে দর্শন করিতে গমন করিলেন। এখানে প্রভু সপ্ত দিবস রহিলেন, থাকিয়া সকলের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিলেন। এই সপ্ত দিবানিশি প্রভুর সহিত এই কোটি লোকে কেবল নৃত্য করিয়া যাপন করিলেন। প্রভু এই সহস্র সহস্র সম্প্রদায়ে নৃত্য করিলেন। সকলেই বোধ করিলেন যে প্রভু তাঁহাকে বিশেষ সমাদর করিলেন, বিশেষ কৃপা দেখাইলেন।

শ্রীনবদ্বীপ প্রায় শূন্য, সকলে এপারে, ওপারে সারি দিয়া লক্ষ লক্ষ স্ত্রীলোক দাঁড়াইয়া আছেন। তাঁহারা এপারে কোটী লোকের নৃত্য দেখিতেছেন, কলরব শুনিতেছেন। সুতরাং মধ্যস্থানে একটি নদী থাকায় তাঁহাদের বিশেষ কিছু ক্ষতি হইতেছে না। এপারে লোকের যেরূপ আনন্দ, ওপারেও স্ত্রীলোকের সেইরূপ আনন্দ। অবশ্য এই স্ত্রীলোকের মধ্যে প্রভুর বড় ঘনিষ্ঠ দুইজন আছেন। যথা শচী ও বিষ্ণুপ্রিয়া। সেখানে গঙ্গা যেরূপ পরিসর তাহাতে ওপারের লোকে এপারের লোকের সমুদায় কাণ্ড স্বচ্ছন্দে দেখিতে পারেন। এমন কি, একটু ঠাউরিয়া দেখিলে এপারের লোক অপর পারের লোক চিনিতে পারেন। অন্যের সঙ্গে প্রভুর একটু বিশেষ ছিল। লক্ষ লোকের মাঝে দাড়াইলেও সকলের মস্তকের এক বিঘাত প্রমাণ উপরে প্রভুর মস্তক দেখা যাইত। জীবের দর্শন সুলভের নিমিত্ত প্রভু এইরূপ দেহ ধারণ করেন যে প্রকৃতই তাঁহার শ্রীঅঙ্গ, মহাপুরুষের যে সাড়ে চারি হস্ত দীর্ঘে, তাহাই ছিল। সুতরাং লক্ষ লোকের মাঝে প্রভু দাঁড়াইয়া থাকিলে, তবু দূর হইতে তাঁহাকে বেশ দেখা যাইত। শ্রীশচী ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া ওপার হইতে প্রভুকে বেশ দেখিতে পাইতেছেন। প্রভু এই কুলিয়ায় নিজজনের নিকট জনমের মত বিদায় লইলেন।

আসিবে আমার, গৌরাঙ্গ সুন্দর, নদীয়া নগর মাঝ।
দূরেতে দেখিয়া, সচকিত হৈয়া, করব মঙ্গল কাজ॥
জলঘট ভরি, আম শাখা ধরি, রাখি সারি সারি করি।
কদলি আনিয়া, রোপণ করিয়া, ফুলমালা তাহে ধরি॥
আওল শুনিয়া, নদীয়া নাগরী, আওব দেখিবার তরে।
হরি হরি ধ্বনি, জয় জয় বাণী, উঠিবে সকলের ঘরে॥
শুনিয়া জননী, ধাইবে অমনি, করিবে আপন কোরে।
নয়নের জলে, ধুই কলেবরে, ত্বরিতে লইবে ঘরে॥
যতেক ভকত, দেখি হরষিত, হইবে প্রেম আনন্দ।
যদুনাথ যাঞা, পড়িল লোটাঞা, লইবে চরণারবিন্দ॥

প্রবাসে প্রিয় বহুদিন অদর্শনে আছেন, তিনি গৃহে আসিতেছেন এরূপ জানিলে প্রিয়ার যে আনন্দ, তাহাকে ভাবোল্লাস বলে। এই ভাবোল্লাসে প্রিয়ার মনে যে সমুদায় ভাবের তরঙ্গ খেলিতে থাকে, তাহা বর্ণনা করিয়া শ্রীবিদ্যাপতির দুইটি পদ পাওয়া যায়। একটি শ্রবণ করুন, যথা—

আমার আঙ্গিনায় আওবে যব রসিয়া। ধ্রু।

অর্থাৎ প্রিয়া আপনার সখীকে বলিতেছেন, "সখি! আমার প্রিয় যখন আমার আঙ্গিনায় আসিয়া দাড়াইবেন, তখন আমি কি করিব বল দেখি?" সখী বলিলেন, "তুমি বল, আমি কি বলিব?" তখন প্রিয়া বলিতেছেন, "শুনিবে কি করিব?

আমার আঙ্গিনায় আওবে যব রসিয়া।
পালটি চলব হাম ঈষৎ হসিয়া॥

অর্থাৎ হে সখি, প্রিয় আঙ্গিনায় দাঁড়াইলে, আমি মুখ ফিরাইয়া তাহার প্রতি কটাক্ষ মাত্র করিয়া ঈষৎ হাসিয়া চলিয়া যাইব।"

পাঠক মহাশয়, তুমি প্রবাসী হও, আর তোমার প্রণয়ণীকে . ক্যর। তাহা হইলে বুঝিতে পারিবে যে উপরি উক্ত প্রিয়-প্রিয়ার প্র. ণা কত মধুর। কিন্তু তবু ইহাতে একটু তিক্ত রস থাকিবে, যেহেতু প্রিয় ও প্রিয়া উভয়ে মলিন বস্তু। এই যে মধুর হইতে মধুর প্রীতির ... শ্রীভগবানে অর্পণ কর। শ্রীভগবান ... তান ... অতিপ্রিয়, তাঁহার তুমি এত ... না ... যত ভাল দ্রব্য সমুদায় তাঁহাকে অর্পণ কর? অতএব ঐ ... পরি উক্ত মধু হইতে মধু প্রীতি খেলারূপ রস, ইহা দ্বারা শ্রীভগবানকে পূজা কর। তাহা হইলে উহা পবিত্রকৃত হইবে, উহার আস্বাদ অনন্তগুণে বাড়িবে। আর তুমিও সেই মধু হইতে মধু রসের প্রসাদ পাইবে। এই হইতেছে শ্রীগৌরাঙ্গদাস বৈষ্ণবের চরম ভজন।

এই রসটি কিরূপে শ্রীভগবানকে অর্পণ করা যায় বলিতেছি। কৃষ্ণ মথুরায়। শ্রীমতীর মনে হঠাৎ উদয় হইল যে তিনি আসিতেছেন। তাই বলিতেছেন, ললিতে! শুনিতেছি বন্ধু শ্রীবৃন্দাবনে আসিতেছেন। বন্ধু আসিলে আমি প্রথমে কি করিব শুনিবে? যথা বিদ্যাপতির দ্বিতীয় পদ—

যব হরি আওব গোকুলপুর।
ঘরে ঘরে বাজাওব জয় তুর॥

অর্থাৎ ললিতে, বন্ধু শ্রীবৃন্দাবনে আসিলে আমি জয় তুরি দ্বারা ঘরে ঘরে ঘোষণা করিয়া বেড়াইব যে আমার বন্ধু শ্রীবৃন্দাবনে আসিয়াছেন। পূর্ব্ব লিখিত ভাবোল্লাসটি এখন সম্পূর্ণরূপে দিব।

অঙ্গনে আওব যব রসিয়া। পালটি চলব হাম হসিয়া॥
আবেশে আঁচর পিয়া ধরব। যাওব হাম যতন বহু করব॥
রভস মাগব পিয়া যবহি। মুখ বিহসি নহি বোলব তবহি॥
কাঁচুয়া ধরব যব হঠিয়া। করে কর বারব কুটিল আধ দিঠিয়া॥
সো পহুঁ সুপুরুখ ভঁওরা। চিবুক ধরি অধর মধু পিয়ব হাঁমরা॥
তৈখনে হরব মঝু চেতনে। বিদ্যাপতি কহ ধনি তুয়া জীবনে॥

বৈষ্ণবগণ এইরূপ গোপী অনুগত হইয়া রস দ্বারা শ্রীভগবানকে পূজন কি পোষণ করিয়া থাকেন। ইহাকে বলে ব্রজের নিগূঢ় রসাস্বাদন। তাই ... ই শ্লোক—

বহিরঙ্গ সঙ্গে কর নাম সংকীর্ত্তন। অন্তরঙ্গ সঙ্গে কর রস আস্বাদন।

...ন শ্রীকৃষ্ণ বা কোথা, শ্রীমতী রাধা বা কোথা? ...গৌরাঙ্গ আমাদের অনেক নিকটে। অতএব হে পা... ...রবেন কিনা ... এই যে ভাবোল্লাস রস, ই... দ্বারা আমরা শ্রীভগবান গৌ... তিনি এখন নদীয়া ... ...বিষ্ণুপ্রিয়া... শচীবিষ্ণুপ্রিয়ার নয়নগোচর ...

...ব, তবু তোমাকে বলিতে হইবে যে, তিনি শ্রীবৃন্দা... সংবাদ আনি... গণকে আশ্বস্ত আর তাহাদিগকে গোলোকে লইয়া যাইবার নিমিত্ত ... কঠোর ব্রত অবলম্বন করিয়াছেন। দেখ মহম্মদের নিমিত্ত মুসলমানগণ, যীশুর নিমিত্ত খ্রীষ্টিয়ানগণ কি না করিতেছেন? শ্রীগৌরাঙ্গ তাহাদের কোন অংশে ন্যূন নহেন, তাহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। আর ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, ব্রজের নিগূঢ় রস পূর্ব্বে জীবে "অনর্পিত" ছিল। অতএব হে পাঠক মহাশয়, যদি আপনি শ্রীগৌরাঙ্গকে পূর্ণব্রহ্ম বলিয়া বিশ্বাস করিতে না পারেন, তবু তিনি অবতারের শিরোমণি, এ কথা বলিতেই হইবে। সেই আমাদের শ্রীগৌরাঙ্গ এখন আমাদের নদীয়া আসিয়াছেন, আসুন সকলে তাঁহাকে অভ্যর্থনা ও সেবা করি। শ্রীগৌরাঙ্গকে নাগর স্থাপিত করিয়া মহাজন কৃত ভাবোল্লাসের কয়েকটি পদ পাইয়াছি। কিন্তু একটীও পূর্ণ কি ভাল অবস্থায় পাইলাম না। অতএব মহাজনগণের ... লইয়া আমি যোজনা করিয়া এই নিম্নের ভাবোল্লাসের মালাটী প্রস্তুত করিলাম।

দশমী দিবস প্রভু দেশাভিমুখে শুভাগমন করিবেন তাহা শচী ও বিষ্ণুপ্রিয়া জানেন। বিষ্ণুপ্রিয়া দিন গণিতেছেন। তাঁহার বল্লভ যে সন্ন্যাসী তাহা মধ্যে মধ্যে অবশ্য তিনি ভুলিয়া যান। তাহার মনের স্বাভাবিক এই ভাব যে পতি প্রবাসে গিয়াছেন, এখন গৃহে আসিতেছেন। সেই ভাবের কথা সখীর সহিত বলেন। মনের যত সুখ দুঃখ তাঁহাকে উঘারিয়া বলিয়া আপনার মনকে শান্ত করেন। তাঁহার প্রিয়সখি কাঞ্চনাকে বলিতেছেন, সখি!

কি লাগি বল না, আনন্দ ধরে না,
অঙ্গ কাঁপে থর থর।
চারিদিকে সখি, শুভ চিহ্ন দেখি,
বুঝি এল প্রাণেশ্বর॥

প্রভু বাচস্পতি-গৃহে আইলেন, শ্রী... ষ্ণুপ্রিয়া সংবাদ পাইলেন। কিন্তু যাইবার আজ্ঞা নাই, সময়ও পাইলেন না, যাইতে পারিলেন না। প্রভু কুলিয়া আইলেন, মধ্যে একটী নদী। "সন্ন্যাসীর একবার জন্মভূমি দর্শন করিতে হয়" প্রভু হঠাৎ স্বদলে নবদ্বীপ আইলেন, অমনি ঘোষণা পড়িয়া গেল। লক্ষ লক্ষ লোক প্রভুর সহিত চলিলেন, স্ত্রীলোকগণ ছাদে উঠিলেন। প্রভু আপনার ঘাটে উঠিলেন,—তাহার সন্তরণের, বিকালে ও সন্ধ্যায় বসিবার, বয়স্যগণ সহিত হাস্য কৌতুক ও বিদ্যাযুদ্ধ করিবার স্থান। প্রভুর পায়ে খড়ম, ধীরে ধীরে নদীর গর্ভ হইতে তীরে উঠিলেন। শুক্লাম্বর আসিয়া প্রণাম করিলেন। প্রভু নিজ পরিচিত যত বৃক্ষ লতা ঘর দেখিতে দেখিতে চলিলেন। ক্রমে নিজগৃহে আসিলেন, আসিয়া গৃহের সম্মুখে দাড়াইলেন,—সেখানে, না যেখানে ছয় বৎসর পূর্ব্বে গয়ার গদাধরের পাদপদ্ম বর্ণনা করিতে করিতে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। শচীর সঙ্গে প্রভুর অন্য স্থানে দেখা শুনা হইয়াছিল। শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়ার সহিত এই একবার। তিনি স্বামীর কাছে কি যাইবেন? প্রভু স্ত্রী লোকের মুখ দেখেন না। স্ত্রীলোক তাঁহাকে দেখিলে দূরে গমন করেন, তিনি কি সাহসে প্রভুর নিকটে যাইবেন? বিশেষতঃ সেখানে লক্ষ লোক, তাঁহার বয়ক্রম উনবিংশতি, তিনি কোণের কুলবধূ, সূর্য্যের মুখ দেখেন না। প্রভু প্রকাশ্য স্থানে লক্ষ লোক পরিবেষ্টিত হইয়া দাঁড়াইয়া। সেখানে হিন্দু-মহিলা পূর্ণ-যৌবনা গৌরাঙ্গের ঘরণী কিরূপে যাইবেন?

শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া বেণী বাঁধেন নাই, বেশভূষা করেন নাই, কারণ তখন তাঁহার

শ্রী ... বা কোথা, শ্রীমতী রাধা ... কোথা?

এইরূপ ...

আশ্রয়, তাঁহা ...

ভাবিতে ভাবিতে ...

আপাদ মস্তক ...

রাজপথে, গলায় বসন

প্রভু স্ত্রীলোক দেখি ...

প্রভুর প্রশ্নের উত্তর কেহ দিলেন না বৃন্দা ...

... প্রাচীন পরিচিত সম... ...ত দেখিয়া লইতেছেন, সকলে অবশ্য নীরবে রোদন করিতেছেন। এখন হঠাৎ সম্মুখে এই কাণ্ড ... সকলে স্তম্ভিত ও নীরব হইলেন, হইয়া এক চিত্তে পলকহারা হইয়া দণ্ড... হইলেন ও সেই সাড়ে চারি হস্ত পরিমিত সুন্দর সুগঠিত মনুষ্যটি ও পদতলে মলিনবস্ত্র পরিধান করিয়া পতিতা পরমা সুন্দরী যুবতী স্ত্রীলো... দেখিতে লাগিলেন।

কেহ যদি উত্তর না করিলেন, তখন শ্রীমতী স্বয়ংই কথা ক... মৃদুস্বরে বলিলেন, "আমি তোমার দাসীর দাসী।"

প্রভু বুঝিলেন যে তিনি বিষ্ণুপ্রিয়া। তখন দুঃখে প্রভুর মুখ ... হইয়া গেল।

প্রভু কষ্টে স্বষ্টে বলিলেন, "তোমার কি প্রার্থনা?" বিষ্ণুপ্রিয়া ব... "প্রভু! ত্রিজগত উদ্ধার করিলেন, কেবল বিষ্ণুপ্রিয়া দাসী ভবকূপে রহিল।"

তখ... ...রোল উঠিল, সকলে কান্দিতেছেন কেবল প্রভু ... প্রিয়া ছাড়া। প্রভু মস্তক অবনত করিয়া একটু চুপ করিয়া থাকিয়া ...ছেন, "তুমি বিষ্ণুপ্রিয়া, তুমি তোমার নামের সার্থকতা কর, তুমি ...প্রিয়া হও।"

বিষ্ণুপ্রিয়া। আমি তোমাকে ব্যতীত শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতে পাই না।

প্রভু আবার চুপ করিলেন, তখন পায়ের দুখানি খড়ম খুলিয়া বিষ্ণু... বলিলেন, "হে সাধ্বি, আমি সন্ন্যাসী, আমার ...র কিছুই নাই। তুমি খড়ম লও, ইহা দ্বারা আমা জনিত যে তোমার বিরহ তাহা শান্ত করি...

শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া তখন সেই খড়ম ... প্রণাম করিলেন, ক... উঠাইয়া মস্তকে ধরিলেন, ধরিয়া উহা চুম্বন করিয়া হৃদয়ে ধারণ ... লক্ষ লোক তখন হরিধ্বনি করিয়া উঠিলেন।

সমাপ্ত।

সূচীপত্র।

প্রথম অধ্যায়।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

তৃতীয় অধ্যায়।

চতুর্থ অধ্যায়।

পঞ্চম অধ্যায়।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

সপ্তম অধ্যায়।

অষ্টম অধ্যায়।

পাঠকগণের প্রতি।

—— :০: ——

রস-লোলুপ পাঠক প্রভুর নবদ্বীপ লীলায় যে রস আস্বাদন করিয়াছেন, প্রভুর নবদ্বীপের বাহিরের লীলায় সে রস প্রত্যাশা করিতে পারেন্ না। প্রভুর মাধুর্য্য লীলাই মধুর, আর, মাধুর্য্য লীলা, শ্রীজগন্নাথ, শচী, বিশ্বরূপ, বিষ্ণুপ্রিয়া, নদেবাসী ভক্ত ও সখাগণ লইয়া। প্রভু যখন গৃহত্যাগ করিলেন, তখন তাঁহার নিজজন প্রায় সকলেই শ্রীনবদ্বীপে রহিলেন। প্রভুর নীলাচল লীলায়ও কারুণ্য রস প্রচুর আছে সত্য বটে, কিন্তু তবু "নিমাই সন্ন্যাস" একবার বই দুইবার হয় না। বলিতে কি, যিনি নিমাইচাঁদ, শচীর দুলাল, বিষ্ণুপ্রিয়ার বল্লভ, গদাধরের প্রাণ, শ্রীবাস ও মুরারির প্রভু, তিনি কাঁটোয়া হইতে গুপ্ত হইলেন, কি গুপ্তভাবে শ্রীনবদ্বীপ রহিলেন। যিনি নীলাচলে গমন করিলেন, তিনি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ভারতী, ত্রিজগতের গুরু, জীবকে শিক্ষা দিবার নিমিত্ত ধরাধামে অবতীর্ণ। নবদ্বীপে যিনি গুপ্তভাবে রহিলেন তিনি পূর্ণ; নীলাচলে যিনি গমন করিলেন তিনি নারায়ণ,—শ্রীভগবানের সৎ ও চিৎ শক্তি। এখন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভুর লীলা বলিতেছি, সুতরাং স্বভাবতঃ ইহাতে অধিক পরিমাণে শিক্ষার কথা থাকিবে। অতএব এ খণ্ডে শুদ্ধ রসচর্চ্চা চলিবে না।

বৃন্দাবন ত্যাগ করিয়া যখন শ্যামসুন্দর মথুরায় গমন করিলেন, তখন সেই মুরলীধর দণ্ডধর হইলেন, অর্থাৎ মধুর বনমালী, ঐশ্বর্য্য-সম্পন্ন পাত্র-মিত্র-সভাসদ্ বেষ্টিত মহারাজা হইলেন। সেইরূপ, মাধুর্য্যময়, কৌতুকপ্রিয়, স্নেহশীল, চঞ্চল এবং সুকেশ ও সুবাস-মালতী-মাল সম্বলিত নিমাইচাঁদ, এখন অতি জ্ঞানী, গম্ভীর, ধীর, দয়ালু, দণ্ড-কৌপীন ও ছেঁড়া-কান্থা ধারী, গুরু রূপে প্রকাশ পাইলেন।

অপর, নির্লজ্জ হইয়া এ স্থলে নিজের একটী কথা বলিতে হইল বলিয়া

বলিব। আপনারা আমার অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন। যখন আমি এই খণ্ড লিখিতে আরম্ভ করি, তখন আমি মৃত্যু শয্যায় শায়িত। বহু দিন আমার এরূপ হয়েছে যে নিশিযোগে শয়নকালে আমি আমার নিজজনের নিকট বিদায় লইয়া শয়ন করিয়াছি। কারণ কোন কোন দিন আমি আপনাকে এত দুর্ব্বল দেখিতাম যে, বোধ হইত, এই রজনীর মধ্যে আমার আত্মা দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে পারে।

এক নিশিতে আমি অতি দুর্ব্বল অবস্থায় শয়ন করিয়া আছি। সমস্ত জগত নীরব, আমি স্বয়ং কি অবস্থায় ঠিক বলিতে পারি না। কখন বোধ হইতেছে আমি এ জগতে আছি, কখন বোধ হইতেছে অন্য জগতে গিয়াছি। এমন কি, আমি মনের মধ্যে বিচার করিতেছি যে, আমি কোথায়? এমন সময় যেন কেহ আমাকে বলিলেন, "হিন্দু ধর্ম্মে প্রচার নাই, এ কথা ঠিক নহে।"

ইহার কিছু দিন পূর্ব্বে এই কথা অমৃতবাজার পত্রিকায় লেখা হইয়াছিল, যথা—"হিন্দু ধর্ম্মে প্রচার কার্য্য নাই, হিন্দুর পুত্র হিন্দু হয়, হিন্দুরা ভিন্ন জাতীয়গণকে স্বধর্ম্মে গ্রহণ করেন না।"

উপরি উক্ত কথা আমাকে কে বলিলেন, স্বভাবত আমার তাহা অনুসন্ধান করা উচিত ছিল, কিন্তু আমার সে দিকে প্রবৃত্তি হইল না। আমি কেবল তাঁহার কথা শুনিয়া সেই কথায় মন নিবিষ্ট করিলাম। অতএব তিনি কে, কিরূপ, কোথায়, ইত্যাদি অনুসন্ধান না করিয়া মনে মনে তাঁহার কথার উত্তর দিলাম, যথা—"কেন?"

তিনি। বৌদ্ধধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্মের এক শাখা, উহা ভিন্ন ভিন্ন দেশে প্রচারিত হইল; আর শ্রীগৌরাঙ্গের ধর্ম্ম এইরূপে মুসলমানদিগের মধ্যে পর্য্যন্ত প্রচারিত হইয়াছিল। এমন কি, সে দিন, অনার্য্য জাতীয় মুণিপুরবাসিগণ, দেশ সমেত, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুর আশ্রয় লইলেন। অতএব এ কথা বলিও না যে, হিন্দুধর্ম্ম প্রচারের ধর্ম্ম নয়।

তখন আমি বলিলাম, "ঠাকুর, তা হলো, কিন্তু আপনার অভিপ্রায় কি?"

তিনি। যদি জীবের মঙ্গল কামনা কর, তবে শ্রীগৌরাঙ্গের ধর্ম্ম—যাহা জীবের অধিকারের চরম সীমা, যাহা অতি সরল ও সর্ব্বজন-হৃদয়গ্রাহী—জগতে প্রচার কর। জীব মাত্র দুঃখে অভিভূত,—রাজনৈতিক, সামাজিক, কি অন্যরূপ উন্নতিতে জীবের দুঃখ যাইবে না। যেহেতু এ জগতে জীব অতি অল্পকাল বাস করে। এই অল্পকাল, তাহার দুঃখে ও সুখে

যায়। মধ্যে মধ্যে তাহাকে বহু দুঃখ ভোগ করিতে হয়। এ দুঃখ মোচনের উপায় কিছুই নাই, কেবল আত্মোৎকর্ষ দ্বারা উহা অপনয়ন করা যাইতে পারে। যাহাতে চির নিবাসের স্থান অর্থাৎ পরকাল সুখের হয়, তাহাই করা জীবের সর্ব্ব প্রধান কার্য্য। অতএব সর্ব্বহৃদয়-গ্রাহী যে শ্রীগৌরাঙ্গের ধর্ম্ম, তাহা জগতে প্রচার কর।

আমি। কিরূপে এ দুরূহ কার্য্য করিব? ধর্ম্ম প্রচার ত ইচ্ছা করিলে করা যায় না।

তিনি। তাহা ঠিক, তবে তোমার কাজ তুমি কর। শ্রীগৌরাঙ্গ কি বস্তু ও শ্রীগৌরাঙ্গের ধর্ম্ম কি, ইহা যাহাতে সকল জীবে বেশ বুঝিতে পারে, তুমি সেইরূপ করিয়া লেখ।

আমি তখন অতি কাতর হইলাম, কারণ এরূপ কার্য্যে আমি আপনাকে কিছুমাত্র শক্তিমান বলিয়া বোধ করিলাম না।

তখন কাতর হইয়া, আমি আপনার দুর্দ্দশার কথা একে একে বলিলাম। বলিলাম, একে ত আমি মৃত্যুশয্যায় শায়িত, তাহাতে বিষয় জ্বালায় জড়িভূত। আমি গ্রন্থ লিখিয়া ভুবন উদ্ধার করিব, এরূপ ভরসা আমার কেন হইবে? যে মহাজনগণ শ্রীগৌরাঙ্গের লীলা লিখিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের নামে ভুবন পবিত্র হয়। আমি কেবল তাঁহাদের পশ্চাদ্বর্ত্তী হইয়া, সমগ্র গৌরলীলা একত্র করিতেছি এইমাত্র।

তিনি। "তুমি কর" "আমি করি" এ কথা ঠিক নহে। তিনিই সব করেন। আর তুমি কি শুন নাই যে, তাঁহার ইচ্ছায় অন্ধ দিব্যচক্ষু পায়, খঞ্জ নর্ত্তনশীল হয়? শ্রীচৈতন্য ভাগবত, চৈতন্য চরিতামৃত, চৈতন্য মঙ্গল প্রভৃতি গ্রন্থ বড় বড় মহাজনের লেখা সন্দেহ নাই, কিন্তু সে সমুদায় গ্রন্থ প্রধানতঃ বৈষ্ণবগণের নিমিত্ত। যাঁহারা হিন্দু নহেন, তাঁহারা ওরূপ গ্রন্থ দ্বারা অতি অল্প উপকার পাইবেন, যেহেতু তাঁহারা উহার তত্ত্ব-কথা আদৌ বুঝিতেই পারিবেন না। তুমি তোমার গ্রন্থ এইরূপ করিয়া লেখ যে, কি হিন্দু কি অহিন্দু সকলেই, শ্রীগৌরাঙ্গ কি ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন, তাহা বুঝিতে পারে। তুমি বৈষ্ণবগণের নিগূঢ় তত্ত্ব গুলির এরূপ বেশ দাও যে, ভিন্ন জাতীয়গণ উহার মধ্যে কতক গুলিকে পরিচিত বলিয়া চিনিতে, কি হৃদয়ে ধারণ করিতে পারে, ও যে গুলি অপরিচিত, উহাদিগকে সুহৃদ্ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারে।

আমি। আমি এ জগতের যে কিছু সংবাদ রাখি তাহাতে দেখিতে

পাই যে, প্রায় জীব মাত্র কেবল কুকুরের ন্যায় কলহ করিতেছে। কে কাহাকে দংশন করিবে তাহা লইয়াই প্রায় জীবমাত্র ব্যস্ত। এরূপ হৃদয়ে শ্রীবৈষ্ণব ধর্ম্ম কিরূপে অঙ্কুরিত হইবে? শ্রীপ্রভু যে ধর্ম্ম শিক্ষা দিয়াছেন উহা অতি সূক্ষ্ম, মনুষ্যবুদ্ধির চরম সীমা। উহা মদ্যমাংস-লোলুপ, বিষয়-মদে অন্ধ, যুদ্ধ-প্রিয় জীবগণে কিরূপে বুঝিবে? শ্রীরাধার "কিলকিঞ্চিত" ভাব যদি অধ্যাপক মোক্ষমোলারের নিকট বিবরিয়া বলা যায়, হয়ত তিনিও বুঝিতে পারিবেন না। অতএব শ্রীগৌরাঙ্গের ধর্ম্ম সর্ব্ব জীবের হৃদয়গ্রাহী, কি সরল, ইহা কিরূপে বলিব?

তিনি। তোমার যত দূর সাধ্য তুমি বৈষ্ণবধর্ম্ম সম্পূর্ণ করিয়া অঙ্কিত কর। উহার অতি সূক্ষ্ম হইতে স্থূল অঙ্গ পর্য্যন্ত, সমুদায় সেই চিত্রে যথাস্থানে সন্নিবেশিত কর। তুমি একটী কথা মনে রাখিও। সে কথা কেবল বৈষ্ণবগণেই বলিয়া থাকেন, অর্থাৎ অধিকারী ভেদে সাধন। যাহার যেরূপ অধিকার সে সেইরূপ সাধন করিবে। এমন কি, তাঁহারা এ কথাও বলেন যে, সমুদায় শ্রীগৌর-ভক্তের মধ্যে পূর্ণ মাত্রায় রসাস্বাদনের পাত্র কেবল সাড়ে তিন জন মাত্র ছিলেন। তাহার পরে এই পদটী স্মরণ কর, যথা—

বহিরঙ্গ সঙ্গে কর নাম সংকীর্ত্তন।
অন্তরঙ্গ সঙ্গে কর রস আস্বাদন॥

তুমি যতদূর পার সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গের ধর্ম্মটী আঁকিও। উহার কেহ স্থূল, কেহ সূক্ষ্ম অঙ্গ লইবে, উহার কেহ চরণ, কেহ মস্তক, কেহ অন্য অঙ্গ, কেহ বা সর্ব্বাঙ্গ, অর্থাৎ যাহার যেরূপ অধিকার সে সেইরূপ গ্রহণ করিবে।

তখন হঠাৎ একটী কথা আমার মনে উদয় হইল। আমি বলিলাম, গ্রন্থ প্রকাশ ব্যতীত আর কি উপায়ে এ ধর্ম্ম প্রচার করিব আমি জানি না। ইহা ব্যতীত আর কোন উপায় আছে তাহাও মনে উদয় হয় না। অথচ গ্রন্থ প্রচার করিয়া যে কোন ধর্ম্ম প্রচার হয় ইহাও মনে ধারণা হয় না।

তখন তিনি বলিলেন, "তুমি ইহা জানিয়াছ যে, তোমার গ্রন্থ পড়িয়া সমাজের শীর্ষস্থানীয় অনেক লোক শ্রীগৌরাঙ্গের ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছেন।"

আমি। তাঁহারা হিন্দু, তাঁহাদের হৃদয়-কলিকা অর্দ্ধ-স্ফুটিত, তাঁহারা পূর্ব্বেই প্রস্তুত হইয়াছিলেন, আমার গ্রন্থ তাঁহাদের উপলক্ষ মাত্র হইয়াছিল।

কিন্তু মনে ভাবুন, ভিন্ন দেশে, অর্থাৎ আমেরিকা কি ইউরোপ প্রভৃতি দূর দেশে, কিরূপে আমি প্রমাণ করিব যে, শ্রীনবদ্বীপ বলিয়া একটী নগরে শ্রীগৌরাঙ্গ নাম ধারণ করিয়া শ্রীভগবান অবতীর্ণ হইয়া এই গ্রন্থের লিখিত সমুদায় লীলা করিয়াছিলেন? ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ আমি কিছু দিতে পারিব না। প্রমাণের মধ্যে কেবল গ্রন্থ, তাহাও প্রত্যক্ষ প্রমাণ নয়।

তিনি। যাঁহারা এদেশে খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম্ম প্রচার করিতেছেন, তাঁহাদের প্রমাণও এক খানি গ্রন্থ। যাঁহারা জাপানে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন, তাঁহারা কিরূপে প্রমাণ করেন যে, উত্তর বঙ্গদেশে বৌদ্ধ নামে এক মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন? তাঁহাদের প্রমাণও একখানি গ্রন্থ। লোকে কেন যে নূতন ধর্ম্ম অবলম্বন করে, সে নিগূঢ় তত্ত্বের বিচার করা এখানে প্রয়োজন নাই। তবে ইহা মনে রাখিও যে, জাপানে বৌদ্ধের কথা ও তাঁহার শিক্ষার ও লীলার কথা শুনিয়া কোন কোন লোকে তাঁহাকে আত্মসমর্পণ করিয়াছিল। সেইরূপ শ্রীগৌরাঙ্গের লীলার কথা শুনিয়া কোন কোন লোকে তাঁহাকে আত্মসমর্পণ করিবে। এইরূপে প্রথমে উচ্চ শ্রেণীর লোকে শ্রীগৌরাঙ্গ-দত্ত সুধা পান করিয়া উন্মত্ত হইয়া, উহা নিম্ন শ্রেণীতে বিতরণ করিবে। একটী সূক্ষ্ম কথা বলি। ধর্ম্ম "বিচারের" বস্তু নয়, "আস্বাদের" বস্তু। সদ্যোজাত শিশুর মুখে তিক্ত দিলে সে ক্রন্দন করিবে, মধু দিলে সে আনন্দ প্রকাশ করিবে। কথা যদি প্রকৃত ভাল হয়, তবে শুনিবা মাত্র উহা চিত্তকে আপনাপনি অধিকার করিয়া লইবে। শ্রীগৌরাঙ্গের ধর্ম্ম সকল শাস্ত্রের বিবাদের মীমাংসক, সর্ব্বচিত্ত আকর্ষক, সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর ও সুলভ, এমন জীব অতি দুর্ল্লভ, যে শ্রীগৌরাঙ্গলীলা আস্বাদন করিয়া মুগ্ধ না হইবে। এতদিন যে এই সুধা জীব মাত্রে গ্রহণ করে নাই, তাহার কারণ, যাঁহাদের কর্ত্তব্য, তাঁহারা উহা জীবগণকে বিতরণ করেন নাই। যিনি ধর্ম্মকে আস্বাদ করিয়াছেন, তিনিই প্রকৃত পক্ষে সে ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রীগৌরাঙ্গের লীলা ও ধর্ম্ম যদি আস্বাদে মিষ্ট লাগে, তবে জীবে উহা আপনাপনি গ্রহণ করিবে। তাহারা আর প্রত্যক্ষ প্রমাণ চাহিবে না।

এই কথা সমাপ্ত হইতে হইতে আমার নিপট্ট বাহ্য হইল। উপরে যে "কথা" গুলি বলিলাম তাহা আমি পরে যোজনা করিয়াছি, কিন্তু উহার "ভাব" গুলি বিদ্যুদ্গতির ন্যায় তখনি আমার মনে উদয় হইয়া চলিয়া

গিয়াছিল। কোন ব্যক্তি আমাকে উপরের কথা গুলি বলিলেন, কি, ও কথা গুলি সমুদায় আমার নিজের মনের ভাব, তাহা লইয়া এ পর্য্যন্ত আমি বিচার করি নাই, আর বিচার করিবার প্রয়োজনও নাই।

শ্রীভগবান সর্ব্বজীবের প্রাণ ও আশ্রয়। জীবগণ তাঁহার আশ্রয় লইলেই তাহাদের সর্ব্বার্থ সিদ্ধি হইবে।

জীবগণের এক স্থান হইতে উৎপত্তি, আর এক স্থানে তাহাদের যাইতে হইবে। তাহারা পরস্পর অকাট্য শৃঙ্খলে আবদ্ধ, আর সকলে সেইরূপ আবদ্ধ থাকিয়া সেই প্রাণের যে প্রাণ, তাঁহার দিকে ধাবিত হইতেছে। কবে জীবের চৈতন্য হইবে যে, ঈর্ষা, ক্রোধ, ঘৃণা, প্রভৃতি রিপু হইতে যে সুখ, স্নেহ, মমতা, দয়া ও প্রীতি উৎকর্ষে তাহা অপেক্ষা অনন্ত গুণে অধিক সুখ? কবে তাহাদের এ জ্ঞান হইবে যে, অন্যের অনিষ্ট করিলে নিজের যত অনিষ্ট হয়, তত অন্যের হয় না? হে দুর্ব্বল জীব! যদি আশ্রয় চাও তবে অন্যকে আশ্রয় দাও, যদি অন্যের প্রিয় হইতে চাও তবে অন্যকে ভাল বাসিতে শিক্ষা কর। শ্রীভগবান সর্ব্বগুণের আকর, যত দূর পার তাঁহার মত হও, তবেই ব্রজে যাইতে পারিবে।

উৎসর্গপত্র

—:০:—

শ্রীমান্ অমিয়কান্তির প্রতি—

তুমি ওপারে গিয়াছ, আমি এপারে আছি। এরূপ পিতা পুত্রে ছাড়াছাড়ি আমাদের ন্যায় ক্ষুদ্র জীবের পক্ষে বড়ই কষ্টকর। কিন্তু তোমার কি আমার, ইহাতে দুঃখ করিবার কারণ নাই, যেহেতু তুমি এখন সেই সকলের পিতার শ্রীহস্ত দ্বারা প্রতিপালিত হইতেছ। পুত্রের নিকট পিতা অনেক আশা করিয়া থাকে। তুমি অতি শিশুবেলা ভব-সাগর পার হইয়াছ, তাই পিতৃঋণ কিছু শোধ করিতে পার নাই বলিয়া ক্ষোভ করিও না। এই সংসারে নানা কুপ্রবৃত্তি দ্বারা বিচলিত হওয়ায় আমার অন্তর অঙ্গার হইতে মলিন হইয়াছিল। তোমার বিয়োগ জনিত নয়নজল দ্বারা আমার অন্তর কিয়ৎ পরিমাণে ধৌত হয়, তাহা না হইলে আমার যে কি দশা হইত, তাহা মনে করিতে আমার হৃৎ-কম্প হয়। তার পরে আমার সর্ব্বস্ব ধন নিমাইচাঁদ। তাঁহাকে কত চেষ্টা করিয়া একটু ভালবাসিতে পারিলাম না। তাই তাঁহার প্রতি একটু প্রীতি বাড়াইবার আশয়ে আমি তোমার নাম তাঁহার নামের সহিত মিলাইয়া দিয়াছি। প্রকাশ্যে তাঁহাকে আমি শুধু "নিমাই" বলিয়া ডাকি। কিন্তু মনে মনে যখন ডাকি, তখন তাঁহাকে "অমিয়-নিমাই" বলিয়া সম্বোধন করি। দেখি যদি তোমার সাহায্যে তাঁহাকে পাই।

মঙ্গলাচরণ।

(আদি ও অন্ত)

জগতের নাথ, কেহ নাহি সাথ,
একা দুঃখ-পান চিতে।
রসের হৃদয়, সঙ্গী কেহ নাই,
সেই রস আস্বাদিতে॥
নাহি হেন জন, মনের বেদন,
বলিয়া জুড়াবেন বুক।
প্রাণ উঘাড়িয়া, পিরীতি করিয়া,
ভুঞ্জিবেন প্রেম সুখ॥
মনের মতন, সঙ্গীর সৃজন,
করিতে বাসনা হলো।
আপন হৃদয়, হইতে উদয়,
হলো জীব জল স্থল॥
সুখের কারণ, করিল সৃজন,
মরি কিবা কারিগরি।
তাঁহার অন্তর, কিরূপ সুন্দর,
পরিষ্কার সাক্ষী তারি॥
জীব সৃষ্টি হলো, ভ্রমিতে লাগিল,
ক্রমে বিকসিত হয়ে।
জীব পরিণাম, মানব জনম,
লক্ষে লক্ষ জন্ম পেয়ে॥

নামেতে মানুষ, স্বভাবে রাক্ষস
দুর্গন্ধ সকল অঙ্গ।
যান মিলিবারে, মিলিতে না পারে,
শ্রীভগবান্ দেন ভঙ্গ॥
ভ্রমিতে ভ্রমিতে, ফুটিল ব্রজেতে,
গোপ গোপী সখাগণ।
জগতের নাথ, স্বীয় মনগত,
পাইলেন নিজ জন॥
ডাকেন তখন, এস প্রিয়াগণ,
মুরলীতে করি গান॥
মুরলী বাজিল, কেহ না শুনিল,
বিনা গোপ গোপীগণ॥
আকুল হইয়া, চলিল ধাইয়া,
যথা সে রসিকবর।
তাদের চাহিয়া, বলেন হাসিয়া,
"যাহা চাহ দিব বর॥"

গোপী বলিতেছেন—

নিঠুর বচন, বল কি কারণ,
চাহিবার কিছু নাই।
কান্দিছে পরাণ, শুনি বাঁশী গান,
তাই আমু তোমা ঠাঞি॥
মধু হতে মধু, তুমি প্রাণবঁধু,
চরণের দাসী কর।
কিছু নাহি চাব, চরণ সেবিব,
দেহ নাথ এই বর॥
গোপীগণ ভাস, শুনি স্বপ্রকাশ,
পদ্ম আঁখি ছল ছল।

---

* ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ত্রিজগতে পুরুষ কেবল এক জন, তিনি কানাইয়ে লাল, আর সকলেই প্রকৃতি।

"পিরীতি করিবে, কিছু না চাহিবে,
এ কথা আবার বল॥
"দাও" "দাও" কথা, শুনি থাকি সদা,
দিতে নারি গালি খাই।
মন কথা কই, হৃদয় জুড়াই,
হেন মোর সঙ্গী নাই॥
একাকী বেড়াই, হেন নাহি পাই,
আমারে পিরীতি করে।
হৃদয়ে যা ছিল, সুরস কোমল,
সব গেল ছারে খারে॥
নূতন জীবন, পাইনু এখন,
শুনি তোমাদের বাণী।
সুখ বৃন্দাবন, রব চির দিন,
করি প্রেম বিকি কিনি॥"
ব্রহ্মত্ব ইন্দ্রত্ব, সকল মহত্ব,
সব ফেলি দিয়া দূরে।
বলরাম দাসে, কান্দিছে নিরাশে,
কিরূপে যায় ব্রজপুরে॥

প্রথম অধ্যায়।

বন্ধুর লাগিয়া, কতই রাখিনু,
লুকায়ে যাইব লয়ে।
রজনী আসিছে, কিছু নাহি আছে,
বাবো জনে গেল খেয়ে॥
এবে শুধু হাতে, বন্ধুর আগেতে,
কেমনে যাইব আমি।
রাখিতে সময়, আর সখি নাই,
উপায় বলহ তুমি॥
(আমার) ভাণ্ডারেতে পোরা, কতই সামগ্রী,
রাখিবার শক্তি নাই।
করুণা করিয়া, কে দিবে রাখিবা,
বন্ধুরে খাওয়াব যাই॥
সংকেত কুঞ্জেতে, বন্ধুর আগেতে,
বসিয়া খাওয়াম নিতি।
(আইল) কেমনে যাইব, কিবা তারে দিব,
অভাগা বলাই অতি॥

শচীর কোলে নিমাইকে রাখিয়া দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত করিয়াছি। আমরা আরও কিছুক্ষণ তাঁহাকে মায়ের কোলে রাখিব, রাখিয়া একটী নিগূঢ় রস অর্থাৎ পরকীয়া রসের কথা কিঞ্চিৎ বলিব। বেশীক্ষণ রাখিতে পারিব না। ভাগ্যবান্ পাঠক এই বেলা মনের সাধে ও প্রাণ ভরিয়া "শচীর কোলে নিমাই" দৃশ্যটী দর্শন করুন, কারণ এই দৃশ্য বহুদিন আর দেখিতে পাইবেন না।

শ্রীগৌড়ীয় বাদসাহের তখনকার মন্ত্রীদ্বয়, সাকর মল্লিক (রূপ) ও দবীর খাস (সনাতন)। তাঁহারা ব্রাহ্মণ ও সহোদর। যখন তাঁহারা শ্রীগৌরাঙ্গের অব-

তারের কথা শুনিলেন, তখন আপনারা আসিতে না পারিয়া প্রভুর নিকট দৈন্য করিয়া বারে বারে পত্র লিখিতে লাগিলেন, "প্রভু! আমাদের দুর্দ্দশার সীমা নাই, কৃপা করিয়া আমাদিগকে উদ্ধার করুন।" এই দুই ভ্রাতার ঐশ্বর্য্যের সীমা ছিল না। তাঁহারাই প্রকৃত পক্ষে তখনকার গৌড়ের বাদসাহ ছিলেন। যিনি নামে বাদসা, তিনি আমোদ আহ্লাদে কি যুদ্ধ বিগ্রহে বিব্রত থাকিতেন।

তাঁহাদের এইরূপ বিষয় সুখের প্রতি ঔদাস্য দেখিয়া প্রভু তাঁহাদের উপর কৃপার্ত্ত হইলেন, এবং যদিও তাঁহাদের পত্রের উত্তর দিলেন না, তবু তাঁহাদের কথা মনে করিয়া একটি শ্লোক করিয়াছিলেন। শ্রীমুখের শ্লোকটি এই—

পরব্যসনিনী নারী ব্যগ্রাপি গৃহকর্ম্মসু।
তদেবাস্বাদয়ত্যন্তর্নবসঙ্গরসায়নং॥

সে শ্লোকের অর্থ এই,—কুলটা রমণীগণ গৃহ কার্য্যে ব্যগ্র থাকিলেও অন্তরে উপপতির নবসঙ্গরূপ রসায়নই আস্বাদন করে। এই দুই ভ্রাতাও ঠিক তাহাই করিতেছেন. অর্থাৎ তাঁহারা কুলটার মত বিষয়কার্য্যে সর্ব্বদা ব্যগ্র থাকিয়াও অন্তরে শ্রীকৃষ্ণরূপ উপপতির সঙ্গই আস্বাদন করিতেছেন।

এখন দেখুন, প্রভু এই দুই ভ্রাতাকে কুলটার সহিত তুলনা করিলেন, কেন? "পরকীয়া" কথাই বা কেন ভজন সাধনের মধ্যে আসে? পরকীয়া রস শুনিলে পবিত্র লোকের মনে ঘৃণার উদয় হয়। অতএব এ সব কথা এ সমুদায় পবিত্রতার মধ্যে কেন? শচী ও নিমাইয়ের এখনকার অবস্থা বুঝাইবার নিমিত্ত এ কথার অল্প একটু বিচার করিতে হইতেছে। প্রিয় বস্তু সুলভ হইলে তাহার মিষ্টতা কমিয়া যায়। পাখী বড় সুন্দর, তাহার বিশেষ কারণ পাখী ধরা যায় না। পাখী যদি ইচ্ছা করিলেই ধরা যাইত, তবে উহার সৌন্দর্য্য অনেক কমিয়া যাইত। চণ্ডীদাস একটি পদে বলেন, গুপ্ত প্রীতিতে অনেক মাধুর্য্য। তাহার কারণ আর কিছুই নয়, উপপতি কি উপপত্নী, পতি কি পত্নী অপেক্ষা দুর্লভ। অতএব যদি পতি উপপতির ন্যায় দুর্লভ হয়েন, তবে পতিও উপপতির ন্যায় মিষ্ট হয়েন। পতির সঙ্গসুখ ইচ্ছা করিলেই করা যায়, কিন্তু উপপতির সঙ্গসুখ করিতে নানারূপ বিপদ ও পরিণামে নৈরাশ্যের সম্ভাবনা আছে এই নিমিত্ত দুর্লভ বলিয়া পতি অপেক্ষা উপপতি মিষ্ট।

শ্রীভগবানকে মধুর ভজন করিতে হইলে দুই প্রকারে করা যায়। পতি ভাবে ও উপপতি ভাবে। এ কথার আভাস পূর্ব্বে দিয়াছি। ভগবান যাঁহার পতি, কাজেই তিনি একটু বঞ্চিত। ভগবান যাঁহার উপপতি, তিনি সম্পূর্ণ সুখী। ভগবান আস্বাদের সামগ্রী। তিনি যদি পতির ন্যায় সুলভ হইলেন, তবে তাঁহার মিষ্টতা কমিয়া গেল। যদি উপপতির ন্যায় দুর্লভ হইলেন, তবেই তাঁহার মিষ্টতা পূর্ণ মাত্রায় রহিয়া গেল। লক্ষ্মীর পতি ভগবান, দুজনে একত্র বাস করেন; কিন্তু লক্ষ্মী ব্রজগোপীদিগের ভাগ্যের নিমিত্ত তপস্যা করিয়া থাকেন, শাস্ত্রে যে এ কথা লেখা আছে, এখন তাহার তাৎপর্য্য পরিগ্রহ করুন।

শ্রীভগবানকে উপপতি বলিয়া ভজন করিবার আরও কারণ আছে। শ্রীভগবানের মধুর ভজনের সহিত উপপতি ভজনের অনেক সৌসাদৃশ্য আছে। উপপতি ভজনে আনন্দে উন্মাদ করে; ভদ্রাভদ্র, বিপদাপদ, জ্ঞান থাকে না। ভগবানের মধুর ভজনেও তাহাই করে। ভজনা দ্বারা উপপতিকে প্রাপ্তির অনেক বাধা ও নিশ্চিততা নাই। শ্রীভগবান ভজন সম্বন্ধেও তাহাই। তাই পতিরূপে শ্রীভগবানকে বর্ণনা করিলে সে বর্ণনা স্বাভাবিক হইত না, উপপতিরূপে বর্ণনায় স্বাভাবিক হইয়াছে। বিশেষতঃ পতির সহিত যে সম্বন্ধ তাহাতে স্বার্থগন্ধ আছে। যেহেতু পতি প্রতিপালক, রক্ষাকর্ত্তা ইত্যাদি। উপপতির সহিত যে সম্বন্ধ উহা বিশুদ্ধ প্রীতির দ্বারা গ্রন্থিত।

আমি বৈঠকখানায় বসিয়া আছি। আন্দাজ ত্রিশ বৎসরের একটি স্ত্রীলোক সেখানে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি শিশির বাবু?" আমি বলিলাম, "হাঁ"। তখন সে বলিল, "নারায়ণ কোথা বলিতে পার?" নারায়ণ আমাদের গ্রামবাসী একটি ব্রাহ্মণ যুবক, এই স্ত্রীলোকটির ধর্ম্মনষ্ট করিয়া পলায়ন করিয়াছে। স্ত্রীলোকটি শুনিয়াছিল নারায়ণ আমাদের একগ্রামস্থ। তাই সে একাকিনী কোন এক পল্লীগ্রাম হইতে তল্লাস করিতে করিতে কলিকাতায় আসিয়াছে। কলিকাতায় তল্লাস করিয়া আমার বাড়ী পাইয়াছে। নির্ভয়ে আমার কাছে আসিয়াছে। আমাকে চিনে না, তবু আমাকে লজ্জা কি ভয় করিল না। আসিয়াই বলিল, "নারায়ণ কোথা বলিতে পার?" স্ত্রীলোকটির বেশ পাগলিনীর মত। শ্রীকৃষ্ণের নিমিত্ত যিনি পাগলিনী, তাঁহার ঠিক এইরূপ দশা হয়। তাঁহার লজ্জা ভয় থাকে না; কৃষ্ণকে এইরূপে তল্লাস করিয়া বেড়ান, দুর্গম স্থানেও যান। তাই সাধুগণ মধুর

ভজন পরিষ্কার বুঝাইবার নিমিত্ত "পরকীয়া" উদাহরণ দেখাইয়া থাকেন। তাহাই রূপসনাতন সম্বন্ধে প্রভু দেখাইয়াছিলেন।

ভক্তি কি প্রেম-ভক্তিতে বিহ্বল হইয়াছে এরূপ ভাগ্যবান জীব আমরা দুই একজন দেখিয়াছি। মদ্যপান করিলে দেহে যে যে লক্ষণ প্রকাশ পায়, ভগবৎ-প্রেম উদয় হইলে ঠিক তাহাই হয়। এমন কি মদ্যপায়ীর মুখে যেরূপ লালা পড়ে, প্রেমোন্মত্ত ভক্তের মুখে সেইরূপ কখন কখন লালা পর্য্যন্ত পড়িতে থাকে। তবে সামান্য মাতাল দেখিলে ঘৃণা হয়, আর কৃষ্ণ-প্রেমে মাতোয়ারা দেখিলে হৃদয় দ্রবীভূত হয় ও নির্ম্মল হয়। সাধুগণ জীবগণকে বুঝাইবার নিমিত্ত কৃষ্ণ-প্রেমকে মদ্য বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। তাই বলে কি কৃষ্ণ-প্রেম দোষের হইল? সেইরূপ শ্রীভগবানের মধুর ভজন কিরূপ, ইহা বুঝাইবার নিমিত্ত সাধুগণ পরকীয়া রসের সাহায্য লইয়া থাকেন। তাই বলিয়া কি সাধুগণের দোষ হইল?

এখন পরকীয়া রসের সার লক্ষণ বলি। প্রিয়জন যখন দুর্ল্লভ হয়েন, কি প্রিয়জনকে প্রাপ্তির নিশ্চিততা যায়, তখনই পরকীয়া রসের উদয় হয়। প্রিয়বস্তু যদি দুর্ল্লভ হয়েন, তবে তিনি পরম প্রিয় হয়েন। যদি স্বামী পরের অধীন হয়েন, তাঁহাকে প্রাপ্তি অন্যের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে, তবে তিনিও উপপতির ন্যায় সুখের সামগ্রী হয়েন। যদি প্রিয়জন অন্যের অনুগত কি অপরের বস্তু হয়েন, তবে পরকীয়া রসের উদয় হয়।

শ্রীনিমাই সন্ন্যাসী হইয়াছেন, স্ত্রী ও জননী ত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহার স্ত্রীলোক মাত্রকে জননী জ্ঞান করিতে হইবে। এমন কি, তাহাদের মুখ পর্য্যন্ত দেখিতে পাইবেন না। যদি দৈবাৎ স্ত্রীলোক সম্মুখে পড়ে, তবে হয় মুখ ফিরাইতে, নয়ন মুদিতে, কি অন্য পথে যাইতে হইবে। এমন কি, তাঁহার স্ত্রীলোকের চিত্র পর্য্যন্ত দেখিতে নিষেধ। তাহাও নয়, স্ত্রীলোকের নাম পর্য্যন্ত শুনিতে নিষেধ। তাহাও নয়, "স্ত্রী" শব্দ ব্যবহার করিতে বিধি নাই। তবে যদি কোন কারণে স্ত্রীলোকের কথা বলিতে হয়, তবে স্ত্রীর স্থানে "প্রকৃতি" বলিতে হইবে। শিবানন্দ সেনের "স্ত্রী" না বলিয়া, শিবানন্দের "প্রকৃতি" বলিতে হইবে। পথে কয়েক জন স্ত্রীলোক দাঁড়াইয়া, ইহা না বলিয়া, কয়েক জন "প্রকৃতি" দাঁড়াইয়া বলিতে হইবে। সন্ন্যাসীর পক্ষে স্ত্রীলোক এরূপ ভয়ঙ্কর সামগ্রী।

নিমাইয়ের জননীর সঙ্গেও এইরূপে সম্পর্ক একেবারে গিয়াছে। শচী আর এখন তাঁহার জননী নন, তবে কি না, শচী তাঁহার "পূর্ব্বাশ্রমের" মা। তিনি আর এখন শচীর তনয় নহেন, তিনি এখন কেশবভারতীর বেটা। শচী আর তাঁহাকে বাটী লইতে পারিবেন না। এমন কি, শ্রীনিমাই নিয়ম মত এখন শচীকে প্রণাম পর্য্যন্ত করিতে পারিবেন না। নিয়ম মত শচী এখন নিমাইকে প্রণাম করিবেন। অতএব শ্রীনিমাই সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করাতে শচী ও বিষ্ণুপ্রিয়ার সহিত তাঁহার সামাজিক সম্পর্ক একবারে লোপ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু তাহাই বলিয়া কি শচী ও বিষ্ণুপ্রিয়ার, নিমাইয়ের প্রতি ভালবাসা গিয়াছে? তাহার ত এক বিন্দুও যায় নাই, বরং উহা অনন্তগুণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। যেহেতু নিমাইরূপ যে অতি প্রিয় বস্তু, তিনি এখন আর নিজজন নাই, অপরের বস্তু হইয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ যখন মথুরায় গমন করিয়া দৈবকীর ক্রোড়ে বসিলেন, তখন যশোদার কৃষ্ণ-প্রেম কোটিগুণ বৃদ্ধি পাইল। তেমনি শ্রীকৃষ্ণ দুর্ল্লভ হইলে, শ্রীমতীর শ্রীকৃষ্ণে পিপাসা আরো কোটিগুণ বাড়িয়া উঠিল।

শচীর প্রিয় বস্তু নিমাই। নিমাই তাঁহার পুত্র ছিলেন, এখন তাঁহার উপপুত্র হইলেন। এইরূপে বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রিয় বস্তু নিমাই, এখন তাঁহার উপপতি হইলেন। ইহাতে শচী বাৎসল্য, ও বিষ্ণুপ্রিয়া মধুর, প্রেম-সাগরে ডুবিয়া গেলেন, থাই পাইলেন না।

এখানে আর একটি গুহ্য কথা বলি। এইরূপে, বিয়োগে প্রিয় বস্তু আরো প্রিয় হয়েন। এইরূপে, মৃত্যুরূপ বিয়োগে প্রিয় বস্তর সহিত প্রীতি পরিবর্দ্ধিত হয়, অতএব মৃত্যুর তাৎপর্য্য ছাড়াছাড়ি নয়, প্রীতি পরিবর্দ্ধন। প্রিয় বস্তুর সহিত, মৃত্যুরূপ বিচ্ছেদ হইলে, তাহার আর দোষ দেখা যায় না, তাহার গুণ গুলিই কেবল হৃদয় মাঝারে মহামণির ন্যায় জলিতে থাকে। আর যদিও ভবের তরঙ্গে জীব হাবুডুবু খাইতে খাইতে পরলোকগত প্রিয়জনের কথা বাহ্য দৃষ্টে ভুলিয়া যায়, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহার প্রিয়জনের প্রতি প্রীতি অন্তরে অন্তরে বৃদ্ধি হইতে থাকে। পরলোকগত প্রিয়জনের কথা হৃদয়ে একটু ধ্যান করিলেই ইহা জানা যায়। দুইটি জীবে অন্তরে অন্তরে অত্যন্ত প্রণয়, কিন্তু দুইজনে খট্‌মটি হইতেছে,—কোথা কি বিশৃঙ্খল হইয়া গিয়াছে, দুই জনে মিলিতেছে না। হঠাৎ দুইজনে

বিচ্ছেদ হইল, তখন "তুহে তুহার" দোষ ভুলিয়া গেলেন, কেবল গুণই দেখিতে লাগিলেন। তুই জনে পূর্ব্বে কলহ করিয়াছেন বলিয়া এখন অনুতাপানলে দগ্ধ হইতে লাগিলেন; পরে তুই জনে মিলন হইল, তখন বাহু পসারিয়া উভয়ে উভয়ের গলা ধরিলেন।

মহাভারতে দেখিতে পাই, মৃত্যুর পরে যুধিষ্ঠির ও দুর্য্যোধনে যাই দেখা হইল, অমনি উভয়ে উভয়ের দোষ ভুলিয়া গিয়া গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন। সে যাহা হউক, এ সমুদয় রহস্য ক্রমেই বিস্তারিত হইবে।

শচীর কোলে নিমাই। যখন শচী প্রথমে নিমাইকে দেখিলেন তখন পুত্রকে চিনিতে কষ্ট হইল, যেহেতু অরুণবসনধারী মস্তকমুণ্ডনকারী নিমাইয়ের তখন বেশ পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। শুধু তাহা নহে। তখন নিমাইয়ের আকৃতি অতিশয় ভক্তিউদ্দীপক হইয়াছে। নন্দন আচার্য্যের বাড়ী প্রভুকে যখন নিতাই প্রথম দর্শন করেন, তখন তাঁহার পরিধান পট্ট বস্ত্র, গলে ফুলের মালা, নটবর নবীননাগর বেশ—ভক্তি উদ্দীপক কোন উপকরণ নিমাইয়ের অঙ্গে ছিল না। কিন্তু তবু নিতাই প্রেমে অধীর হইয়া প্রভুকে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন। ঐরূপ শ্রীকৃষ্ণের রাজবেশ দেখিয়া ব্রজবালা রাধা অবগুণ্ঠনাবৃত হইয়া মস্তক অবনত করিয়া বসিয়াছিলেন। শচীর সহিত নিমাইয়ের শুদ্ধ অমিশ্র-প্রেম সম্বন্ধ, ভক্তি সম্বন্ধ নহে। নিমাইয়ের সন্ন্যাসী বেশ দেখিয়া শচীর ভক্তির উদয় হইল, কাজেই পুত্রের সহিত তাঁহার যে সম্বন্ধ তাহার বিভ্রাট হইল। শচী কাজেই প্রথমে নিমাইকে দেখিবামাত্র চিনিতে পারিলেন না, আর চিনিয়াও তাঁহার উপর পুত্রভাব অর্পণ করিতে পারিলেন না। ভক্তিতে গদগদ হইয়া শচী পুত্রের রূপ দেখিতে লাগিলেন,—ইচ্ছা যে প্রণাম করেন; কিন্তু তাহা পূর্ব্ব সংস্কার বশতঃ পারিতেছেন না। তাই নিমাই যখন তাঁহাকে বারংবার প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন, তখন শচী ভয় পাইয়া বলিলেন, "বাপ্! তুমি আমাকে প্রণাম করিতেছ, আমায় ভয় করিতেছে। তবে আমার ভরসা এই যে, যদি তোমার প্রণামে আমার অপরাধ হইত, তবে তুমি আমাকে কখন প্রণাম করিতে না।"

এইরূপ ভক্তি-চক্ষে শচী নিমাইকে দর্শন না করিলে একটি বিষম

অনর্থ হইত। পূর্ব্বে বলিয়াছি, জীবের সন্দেহরূপ নীলকাঁচে, শ্রীভগবানরূপ সূর্য্যকে দর্শন করিতে সক্ষম করে। সেইরূপ ভক্তিরূপ বাঁধে প্রেমের বন্যাকে নিবারণ করে। শচী তাঁহার জীবনের জীবন পুত্রকে হারাইয়া সেই পুত্রকে দর্শন করিতে আসিতেছেন। তাঁহার নিমাইয়ের প্রতি যে স্বাভাবিক ভাব তাহা থাকিলে, পুত্রকে দর্শন করিবা মাত্র সেই শত সহস্র লোকের মধ্যে, "হা নিমাই" বলিয়া মুর্চ্ছিত হইয়া পড়িতেন, এমন কি, তাঁহার প্রাণ বিয়োগ হইবার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু নিমাইকে দর্শন করিবামাত্র শচীর ভক্তির উদয় হইল, অমনি প্রেমের হিল্লোলে একটি বাধ পড়িল, আর শচী ভাসিয়া গেলেন না। সচেতন রহিলেন, ও সচেতন থাকিয়া পুত্রের সহিত কথা কহিতে লাগিলেন।

শচী ভাবিতেছেন, "আমার পুত্রটি ত স্বয়ং ভগবান, কিন্তু আমি কি নির্ব্বোধ, তবু নিমাইকে আমার পুত্র বোধ গেল না।" ইহাতে আপনাকে একটু অপরাধী ভাবিতেছেন, আর আপনার কল্পিত অপরাধ যত দূর সম্ভব অপনয়ন করিবার নিমিত্ত জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "নিমাই! তুমি যাই হও, তবু আমার এ বিশ্বাস যায় না যে তুমি আমার দুধের ছাওয়াল।" কিন্তু শচীর এই জ্ঞানরূপ দুর্দ্দশা অধিকক্ষণ রহিল না, দুই একটি কথা বলিতে উহা সমুদয় গেল, আর হৃদয় বাৎসল্য রসে পূরিয়া উঠিল। তখন বাহু পসারিলেন, নিমাই অগ্রবর্ত্তী হইয়া গলা বাড়াইয়া দিলেন, আর জননী পুত্রের বদনে ঘন ঘন চুম্বন দিতে লাগিলেন। মায়ে পুত্রে কথা আরম্ভ দেখিয়া সকলের ইচ্ছা হইল একটু দূরে যাইবেন, একটু দূরেও গেলেন, কিন্তু তবু বড় দূরে যাইতে পারিলেন না। শচী ও নিমাই বসিয়া কথা কহিতেছেন, লোকে কিরূপে ইহা ফেলিয়া যাইবে? তাঁহারা চুপ করিয়া একটু দূরে দাঁড়াইয়া কথাবার্ত্তা শুনিতে লাগিলেন।

শচী প্রথমে ভক্তি, পরে বাৎসল্য, পরে অভিমান রসে বিভাসিত হইয়া কথা কহিতেছেন। বাসুঘোষ সেখানে দাঁড়াইয়া, সুতরাং তাঁহার পদে আমরা জানিতে পাইতেছি শচী কি কি বলিলেন। শচী বলিতেছেন, "নিমাই! তুমি পিতৃহীন বালক, আমি সেই নিমিত্ত আরো যত্ন করিয়া তোমাকে বিদ্যা শিখাইলাম ও ভাগবত পড়াইলাম। সেই ঋণের শোধ কি তুমি এইরূপে দিলে? তোমাকে আমি বড় মানুষের ঘরে পরমা সুন্দরী কন্যার সহিত বিবাহ দিলাম; তুমি এখন তাঁহাকে আমার গলায় গাঁথিয়া দিয়া

ফেলিয়া চলিলে। ইহাতে কি তোমার বড় ধর্ম্ম হবে?* আমি তোর বৃদ্ধ মাতা, আমাকে তোমার দয়া হইল না। তাতেও আমি তোমাকে দোষ দিই না। আমি তোমার মা, আমার প্রতি তুমি সমুদায় করিতে পার, কিন্তু পরের মেয়ে, তার অপরাধ কি? বৌমাকে কি বলিয়া বুঝাইব, বল দেখি?"

নিমাই মস্তক অবনত করিতেছেন। মায়ের দুঃখে ক্রমেই মুখ মলিন হইতেছে। নিমাই মানুষের মত কথা কহিতেন, ব্যবহার করিতেন। ইহাতে যাঁহারা তাঁহাকে শ্রীভগবান ভাবিতেন, তাহারাও সময়ে সময়ে তাঁহার ভগবত্তা ভুলিয়া থাকিতেন। ভিন্ন লোকে সেই কথা বলিয়া তাঁহার ভগবত্তায় দোষ ধরেন। তাঁহারা বলেন, প্রভু যদি শ্রীভগবান হইবেন, তবে মনুষ্যের অনিশ্চিততা, দৌর্ব্বল্য, অজ্ঞতা দেখাইবেন কেন? কিন্তু এ কথা একবার স্মরণ করা উচিত যে, যদি শ্রীভগবান মনুষ্য সমাজে উদয় হয়েন, তবে তাঁহার ঠিক মনুষ্য হইয়া না আইলে, অর্থাৎ মনুষ্যের যে যে স্বভাব তাহা না লইয়া আসিলে, তাঁহার মনুষ্যের সহিত সঙ্গ কিরূপে সম্ভব? মনুষ্য, ষড়ৈশ্বর্য্য ভগবানের সঙ্গ সহ্য করিতে

---

* হাদেরে নদীয়ার চাঁদ বাছারে নিমাই।
অভাগিনী তোর মায়ের আর কেহ নাই॥
এত বলি ধরে শচী গৌরাঙ্গের গলে।
স্নেহ ভাবে চুম্ব খায় বদন কমলে॥
মুই বৃদ্ধ মাতা তোর মোরে ফেলাইয়া।
বিষ্ণুপ্রিয়া বধূ দিলে গলায় গাঁথিয়া॥
তোর লাগি কান্দে সব নদীয়ার লোক।
ঘরে রে চলরে বাছা দূরে যাউক শোক॥
শ্রীনিবাস হরিদাস যত ভক্তগণ।
তা সবারে লয়ে বাছা করগে কীর্ত্তন॥
মুরারি মুকুন্দ বাসু আর হরিদাস।
এ সব ছাড়িয়া কেন করিলে সন্ন্যাস॥
যে করিলা সে করিলা চলরে ফিরিয়া।
পুনঃ যজ্ঞসূত্র দিব ব্রাহ্মণ আনিয়া॥
বাসুদেব ঘোষ কহে শুন মোর বাণি।
পুনরায় নদে চল গৌর গুণমণি॥

পারে না। তাহা হইলে তাঁহার লীলাও মাধুর্য্যময় না হইয়া ঐশ্বর্য্য-ময় ও নীরস হয়। শ্রীরাধা কোপ করিয়াছেন শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণের মুখ মলিন হইয়া গেল। রাধাকৃষ্ণ-লীলায় এ সব কথা না থাকিলে উহা মিষ্ট হইত না। আর শ্রীকৃষ্ণের রাধার কোপে মুখ মলিন না হইলে, রাধাও কোপ করিতে পারিতেন না। পাঠকগণের অবশ্য স্মরণ আছে যে, সাত প্রহর শ্রীনিমাই ভগবান আবেশে ছিলেন, তাহাই ভক্তগণ সহ্য করিতে পারেন নাই।

আরব্য উপন্যাসের পাতসা গুপ্তবেশে প্রজা সমাজে বেড়াইতেন। তিনি প্রজাগণের সহিত রঙ্গ করিতেন, প্রজাগণও তাঁহার সহিত রঙ্গ করিত। তাহার কারণ প্রজাগণ তাঁহাকে তাহাদের মত একজন ভাবিত, পাতসা জানিলে এ রস আর একটুও হইত না। অতএব শচী ও নিমাইয়ে যখন কথা হইতেছে, তখন প্রভু যে শচীর পুত্র, ইহা ব্যতীত আর কোন ভাব কাহারও মনে রহিল না, থাকিলে কোন রসই হইত না। পুত্রের মলিন মুখ দেখিয়া শচীর কোপ অন্তর্হিত হইল। তখন আর এক কথা মনে পড়িল। ভাবিতেছেন, নিমাই ত এখন আর তাঁহার নহে। যে ডোরে, তাঁহার পুত্র তাঁহার নিকট বান্ধা ছিলেন, তাহা নিমাই ছিঁড়িয়াছেন। এখন নিমাইয়ের এক গতি, তাঁহার এক গতি। নিমাই তাঁহার বাড়ী যাইবে না, তাঁহার ঘরে শুইবে না, তাঁহাকে মা বলিয়া ডাকিবে না। অথচ নিমাই তাঁহার পুত্র, তাঁহার জীবনের জীবন। তখন জোর জুলুম ছাড়িয়া দিয়া নিমাইয়ের প্রতি তাঁহার কোন দাবি দাওয়া নাই, এই ভাবে মুগ্ধ হইয়া, তাঁহাকে উপাসনা করিতে লাগিলেন! বলিতেছেন, "নিমাই! আমি তোমার বৃদ্ধ মাতা, আমাকে ফেলিয়া যাইও না। তুমি কেন আমাকে ফেলিয়া যাইবে? বাড়ী বসিয়া নিতাই, গদাধর, মুরারি, মুকুন্দ, শ্রীবাস, নরহরি, বাসুঘোষ, ইহাদের সহিত সংকীর্ত্তন করিও। আমি আর মানা করিব না। তবে তুমি সন্ন্যাস লইয়াছ, ভাল ব্রাহ্মণ আনিয়া আমি তোমার পৈতা দিব। তুমি বৈরাগী হইয়া ঘরে ঘরে ভিক্ষা করিয়া খাবে, ওমা তাহা আমি কেমন করিয়া দেখিব। এই সুন্দর শরীরে কাঙ্গালের ডোর কৌপীন পরিয়াছ, ইহা দেখিয়া পশু পক্ষী কান্দিতেছে। আমি তোর মা, বাঁচিয়া আছি। অন্যে সহিতে পারে না, আমি মা, কিরূপে সহিব? নিমাই তুমি সুবোধ। বল দেখি

মা হইয়া কি কেহ ইহা দেখিতে পারে? আবার বিষ্ণুপ্রিয়ার কথা ভেবে দেখ দেখি? তাহার এই কচি বয়েস। তাহাকে আমি কি বলিয়া বুঝাইব? নদীয়া আঁধার হয়েছে। বৌমা অচেতন হইয়া পড়িয়া আছেন। আমি তোমাকে নিতে আসিয়াছি। বাপ! বাড়ীর ধন বাড়ী চল। তোমার অঙ্গে ডোর কৌপীন, ইহা কে সহিবে?” ইহা বলিয়া নিমাইয়ের গলা ধরিয়া আবার ঘন ঘন চুম্বন দিতে ও কান্দিতে লাগিলেন।

ভক্তগণের স্বাভাবিক টান শচীর দিকে। তাঁহারা ভাবিতেছেন, শচী ঠিক্ বলিতেছেন, প্রভুরই সমুদয় অন্যায়। ভক্তগণের অবস্থা ও মনের ভাব সেই স্থানে উপস্থিত বাসুঘোষের একটি পদে উত্তম বুঝা যাইবে। ভক্তগণ ভাবিতেছেন, প্রভুর একি রীতি? যিনি শ্রীভগবান, প্রেমদান করিতে আসিয়াছেন, তিনি কৌপীন ও দণ্ড লইয়া, কেশ মুড়াইয়া, কেন আমাদের বুকে শেল হানিতেছেন, একবার তাঁহার নিজজনের অবস্থা দেখিলেন না? বৃদ্ধ জননী ছাড়িলেন, যুবতী ভার্য্যা ছাড়িলেন। শ্রীবাস মুকুন্দ প্রভৃতি প্রাণে মরিতেছে, ভক্তগণের কাঁদিয়া কান্দিয়া জীবন সংশয় হইয়াছে। * অতএব আমাদের গঙ্গায় ডুবিয়া মরণই এ দুঃখের ঔষধ।

* কি লাগিয়া দণ্ডধারী অরুণ বসন পরি,
কি লাগিয়া মুড়াইল কেশ।
কি লাগিয়া মুখ চাঁদে, রাধা রাধা বলি কান্দে,
কি লাগিয়া ছাড়ে গৌড়দেশ॥
শ্রীবাসের উচ্চরায়, পাষাণ মিলায়া যায়,
গদাধর না বাঁচে পরাণে।
বহিছে প্রেমের ধারা, যেন মন্দাকিনী পারা,
মুকুন্দের ও দুটি নয়নে॥
কাঁদে শান্তিপুর-নাথ, শিরে দিয়ে দুটি হাত,
কি হৈল কি হৈল বলি কান্দে।
অদ্বৈত ঘরণী কান্দে, কেশ পাশ নাহি বান্ধে,
মরা যেন পড়িল ভূমেতে॥
এ তোমার জননী ছাড়ি, যুবতী রমণী এড়ি,
এবে তোমার সন্ন্যাসে গমন।
গঙ্গায় শরণ নিব, এ তনু গঙ্গায় দিব,
বাসুঘোষের সন্দেহ জীবন॥

মায়ের বচনে নিমাইয়ের দুঃখ-তরঙ্গে কণ্ঠ রোধ হইয়া গেল। কষ্টে নয়ন-জল নিবারণ করিয়া বলিতেছেন, "মা, জানিয়া বা না জানিয়া যদি সন্ন্যাস করিয়া থাকি, কিন্তু তোমার প্রতি আমি কখনো উদাস হইব না। দেখ মা, তোমাকে দুঃখ দিয়া শ্রীবৃন্দাবনে যাইতেছিলাম, তাহাতে বিঘ্ন হইল, যাইতে পারিলাম না। তুমি এখন বিশ্রাম কর। আমার যাহাতে ভাল হয়, তাহা তুমি বিচার করিয়া দিও, আমি আর স্ব ইচ্ছায় কিছু করিব না। এ দেহ তোমার, আমার ইহার প্রতি কোন অধিকার নাই। তুমি যাহা বল তাহাই করিব। যদি আবার বাড়ী যাইতে বল বাড়ীই যাইব, সর্ব্ব সমক্ষে আমি এই প্রতিজ্ঞা করিলাম।"

শ্রীঅদ্বৈতের ঘরণী সীতাদেবী তখন একটু দূরে দাঁড়াইয়া। তিনি শচীর দুইখানি হাত ধরিয়া তাঁহাকে অভ্যন্তরে লইয়া যাইতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন, শচীও সম্মত হইলেন। কারণ তাঁহার মনে তখন একটি সাধের উদয় হইয়াছিল। তিনি বাড়ীর ভিতর যাইয়া সীতাদেবীকে বলিলেন, 'আমি রাঁধিব, রাঁধিয়া নিমাইকে খাওয়াইব।" এই কথা শুনিয়া সকলের চোখে জল আসিল। শচী তখনি স্নান করিয়া রন্ধন করিতে বসিলেন। কি কি ব্যঞ্জন নিমাইয়ের প্রিয় তাহা তিনি জানেন। অন্যের বাড়ী বলিয়া, রন্ধনের দ্রব্যের ফরমাইস করিতে শচীর একটু কুণ্ঠিত হইবার কথা, কিন্তু তাহার বিশেষ কারণ ছিল না। কারণ নিমাইয়ের লোভ যা কিছু শাক্, থোড়, মোচা প্রভৃতির উপর, বহুমূল্য ক্ষীর ছানার উপর নহে।

শচী অন্তঃপুরে গমন করিলে, নিমাই বদন তুলিয়া ভক্তগণ পানে চাহিলেন। ভক্তগণের দশা দেখিয়া প্রভু আবার কাতর হইলেন। সকলের এলোথেলো বেশ, রোদন করিয়া চক্ষু রক্তবর্ণ, অনাহারে দেহ শীর্ণ। তখন যদিও একটু প্রফুল্ল হইয়াছেন, কিন্তু তবু তাঁহারা যে একটু পূর্ব্বে দুঃখ সাগরে ডুবিয়াছিলেন, তাহা তাঁহাদের অবস্থায় বেশ বুঝা যাইতেছে। তখন প্রভু জনা জনাকে ধরিয়া গাঢ় আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন, আর যেন সেই শীতল স্পর্শে ভক্তগণের দুঃখ হরণ করিতে লাগিলেন।

যাহা হউক, ভক্তগণ আর দুঃখ ভাবিতে বড় সময় পাইলেন না। প্রভু তখনি তাঁহাদের লইয়া স্নানে চলিলেন। এ দিকে শ্রীঅদ্বৈত সকলের বাসার সংস্থান করিতে লাগিলেন। শ্রীঅদ্বৈত বিষয় সম্পত্তিতে একজন বড় মানুষ, তখনকার বৈষ্ণবগণের সর্ব্বপ্রধান। তাঁহার ভাণ্ডার "অক্ষয়"

"অব্যয়"। সুতরাং যত লোক প্রভুকে দর্শন করিতে আসিলেন, তিনি অনায়াসে সকলের আতিথ্যের ভার লইলেন। যাহারা নবদ্বীপ কি দূরগ্রাম হইতে আসিয়াছেন, তাহাদের থাকিবার বাসা এবং সমুদয় আহারের সামগ্রী দিলেন।

শ্রীঅদ্বৈত বাহিরে এই আমোদ করিতেছেন, ও দিকে শচী এক মনে, যেন পরম যোগীর ন্যায়, রন্ধন করিতেছেন। নদেবাসীগণ সুরধুনীতে জল ক্রীড়া আরম্ভ করিলেন। প্রভুকে মধ্যস্থলে করিয়া জল যুদ্ধ, সন্তরণ, "কয়া" "কয়া" খেলারূপ আনন্দে সকলে প্রভুর সন্ন্যাস তখন ভুলিয়া গিয়াছেন।

এইরূপে প্রভুর সন্ন্যাসের পর ত্রিভুবন শীতল হইল, কেবল এক জন ছাড়া,—শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া!

শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া প্রভুর বাড়ীতে সখী পরিবেষ্টিত লইয়া আছেন। তখন তিনি সে বাড়ীর কর্ত্রী, উত্তরাধিকারিণী। প্রভুর এই বাড়ীতে তিনি চিরজীবন যাপন করিয়াছিলেন। প্রভু বিংশতি দিবসের পথ অর্থাৎ নীলাচলে বাস করিয়াছিলেন। সেখানে প্রভুকে পরে লইয়া যাইব। সর্ব্বাগ্রে শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়াকে তাঁহার শূন্য ভবনে স্থাপিত করিব।

বিষ্ণুপ্রিয়া ধনাঢ্য ব্যক্তির আদরের কন্যা। সুরধুনী তীরে শচীর অগ্রে মুখ অবনত করিয়া ও দাঁড়াইয়া মনে মনে বলিতেন, "মা! আমাকে ঘরে নিয়া চল।" তাহার পরে প্রকৃতই শ্রীনিমাইয়ের অঙ্গে অঙ্গ দিয়া দাঁড়াইলেন, তখন তাঁহার রূপ কি প্রকার না, "ঝলমল করে যেন তড়িত প্রতিমা"। তিনি রাজরাজেশ্বরী, পতিসোহাগিনী, ত্রিভুবনের আদরিণী।

অগ্রহায়ণ মাসে পিত্রালয়ে গমন করিলেন, সেখানে হঠাৎ অমঙ্গল লক্ষণ দেখিতে লাগিলেন। যথা—

বিষ্ণুপ্রিয়া সখী সনে কহে ধীরে ধীরে।
আজ কেন প্রাণ মোর অকারণে ঝুরে॥
কাঁপিছে দক্ষিণ আঁখি, যেন স্ফুরে অঙ্গ।
না জানিয়ে বিধি কিবা করে সুখ ভঙ্গ॥
আর কত অস্ফুরাণ স্ফুরয়ে সদায়।
মনের বেদন কহিবারে ভয় পাই॥
আরে সখি পাছে মোরে গৌরাঙ্গ ছাড়িবে।
মাধব * এমন হলে অনলে পশিবে॥

* মাধব, বাসুঘোষের ভ্রাতা।

আবার বলিতেছেন, সখি! সুখের নবদ্বীপের এরূপ দশা কেন? যেন চতুর্দ্দিকে সকলে কেবল রোদন করিতেছে।

আজ কেন নদীয়া উদাস লাগে মোরে।
অঙ্গে নাহি পাই সুখ দুটি আঁখি ঝুরে॥
সুরধুনী পুলিনে মলিন তরুলতা।
ভ্রমর না খায় মধু শুখাইল পাতা॥
স্থগিত হইল কেন জাহ্নবীর ধারা।
কোকিলের রব নাহি মূক হইল পারা॥
এই বড় ভয় লাগে বাসুর হিয়া মাঝে।
নবদ্বীপ ছাড়ে পাছে গোরা নটরাজে॥

তখন সখীগণ ভাবিয়া চিন্তিয়া শেষে কথা গোপন রাখিলেন না, বলিলেন যে, "নগরে এরূপ কথা হইতেছে যে সোণার ঠাকুর নাকি নবদ্বীপ ছাড়িবেন।" এই কথা শুনিয়া শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া আর পিত্রালয়ে রহিলেন না। তদ্দণ্ডে আপনি আপন গৃহে আইলেন। সেই সময় কিছুকালের নিমিত্ত শ্রীগৌরাঙ্গ তাঁহার সহিত গার্হস্থ্য-রস আস্বাদ করিয়াছিলেন। সন্ন্যাসের রজনীতে সেই রসের বন্যা উঠাইলেন। *

তাহার পরে পতিকে হৃদয়ে ধরিয়া, নিশ্চিন্ত হইয়া, শয়ন করিয়া আছেন। এমন সময়ে কিরূপে পতিকে হারাইলেন, আর কোল শূন্য

---

* সেই রজনীর দম্পতি-রসলীলা বর্ণিত এই পদটি প্রস্তুত হয়। শ্রীগৌরাঙ্গ প্রিয়ার চিবুক ধরিয়া বলিতেছেন। যথা—

সলাজ নয়না বালা, মুখ নাহি তোলে।
পড়িল পড়িল ভ্রমর পদ্ম মধু ভোলে॥
হিঙ্গুলে রঞ্জিত ঠোঁট কাঁপে মৃদু মৃদু।
প্রেম সরোবর আখি ঝরে বিন্দু বিন্দু॥
নয়নের তারা আধো পদ্মদলে ঢাকা।
জনমের মত হিয়ার মাঝে রইল আঁকা॥
নানা ভাব খেলে মুখে চঞ্চল চপল।
কঠিন পুরুষ আমি করিলে পাগল॥
বিষ্ণুপ্রিয়ার আজ্ঞা পেয়ে বলাই মালা গাঁথে
অঞ্জলি করিয়া দিল প্রাণেশ্বরীর হাতে॥

দেখিয়া "পালঙ্কে বুলায় হাত" ইত্যাদি ললী। পাঠকগণের স্মরণ আছে। এখন পতি হারাইয়া, বিষ্ণুপ্রিয়া শুন্য নবদ্বীপের মাঝে, তাঁহার শূন্য গৃহে বসিয়া আছেন। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া কখন শোকে, কখন ভক্তিতে, কখন ক্রোধে, কখন আনন্দে অভিভূত হইতেছেন। কখন আপনাকে অতি প্রাচীনা বোধ করিতেছেন, আর ভাবিতেছেন, তাঁহার শাশুড়ীকে পালন করিতে হইবে। আবার কখন প্রলাপ বকিতেছেন, ও কখন বা নিরাশ হইয়া সামান্য স্ত্রীলোকের ন্যায় মন উঘাড়িয়া রোদন করিতেছেন। যথা:—

হেদেরে পরাণ নিলাজিয়া।
এখনও না গেলি তনু ত্যজিয়া॥
গৌরাঙ্গ ছাড়িয়ে গেছে মোর।
আর কি গৌরব আছে তোর॥
আর কি গৌরাঙ্গ চান্দে পাবে।
মিছা প্রীতি আশ আশে রবে॥
সন্ন্যাসী হইয়া পঁহু গেল।
এ জনমের সুখ ফুরাইল॥
কান্দে বিষ্ণুপ্রিয়া কহে বাণী।
বাসু কহে না রহে প্রাণী॥

ভাবিতেছেন, আমার প্রভু বড় নিঠুর, আবার ভাবিতেছেন, সে কি! আমার দুঃখ, তার দুঃখ না? আমিত ঘরে আছি, তিনি যে বৃক্ষতলে? সখীদিগকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "ভাই! সন্ন্যাসীর কি কি নিয়ম তোরা কিছু জানিস্। আচ্ছা সন্ন্যাসীর যে স্ত্রী তাহার নিয়ম তোরা বলিতে পারিস্? আমি তাহার সমুদায় পালন করিব। প্রভু ভাবিতেছেন, তিনি মৃত্তিকায় শয়ন করিয়া আমাকে জব্দ করিবেন। আমি আর শয্যায় শুইব না। তিনি প্রাণধারণের নিমিত্ত দুটা অন্ন মুখে দিবেন, আমিও তাই করিব *।

শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার এই অবস্থা ধ্যানের বস্তু। ইহাতে মন নির্ম্মল হয়, শ্রীগৌরাঙ্গে প্রীতি হয়, আর শ্রীভগবৎ বিরহরূপ যে জীবের পঞ্চম পুরুষার্থ

---

* যে দিন হইতে গোরা ছারিল নদীয়া।
তদবধি আহার ছাড়িল বিষ্ণুপ্রিয়া॥—প্রেমদাস।

তাহা পরিণামে লাভ হয়। তাই আমি শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার অবস্থা বর্ণনা করিয়া, প্রিয়াজী কর্ত্তৃক তাঁহার পতির নিকট শান্তিপুরে প্রেরিত দুই খানি লিপি রচনা করিয়াছিলাম।

শুনি, কিন্তু শাস্ত্রে প্রমাণ নাই, যে, যখন নদেবাসীরা শান্তিপুরে শ্রী-নিমাইকে আনিতে গমন করেন, তখন প্রিয়াজী একটি স্ত্রীলোক দ্বারা প্রভুকে এক খানি পত্র লিখিয়াছিলেন, সেই জনশ্রুতি অবলম্বন করিয়া এই পত্রিকা লেখা হয়। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া শ্রীনিমাইয়ের প্রতি—

যে অবধি গেছ তুমি এ ঘর ছাড়িয়া।
সে হ'তে আছেন মাতা উপোস করিয়া॥
সদা তাঁর সঙ্গেতে মালিনী ঠাকুরাণী।
নৈলে প্রাণে এতদিন মরিতেন তিনি॥
খাওয়াইতে করি যত সাধ্য সাধন।
মোরে কোলে করি করেন দ্বিগুণ রোদন॥
মোর হাতে মা রাখিয়া চলে গেলে তুমি।
অকুল পাঁথারে দেখ পড়িলাম আমি॥
পিতা চেয়েছিলেন মোরে বাড়ী লইবারে।
তাকি আমি যেতে পারি মাকে একা ছেড়ে?
সন্ন্যাসী ঘরণীর নিয়ম কিছুই না জানি।
কি খাইব কি পরিব লিখিবে আপনি॥
হাতের কঙ্কণ ফেলিবারে হ'লো ভয়।
পাছে বা তোমার কিছু অমঙ্গল হয়॥
তোমার খাটের জোড় গলার চাদর।
তোমার গলার হার চরণ নূপুর॥
কি করিব এ সকল সামগ্রী লইয়া।
রাখিব কি গঙ্গা মাঝে দিব ভাসাইয়া॥
এ সব বারতা আমি কাহারে সুধাই।
মাকে সুধাইলে মরি যাবেন নিশ্চয়॥
মার কাছে থাক যদি বড় ভাল হয়।
আমি কাছে না যাইব না করিহ ভয়॥

তা হলে সে শান্ত হবেন দুঃখিনী জননী।
তাঁরে বলে দিও নিয়ম কি পালিব আমি॥
আপনি যে সব তুমি নিয়ম পালিবে।
তা হ'তে কঠোর নিয়ম এ দাসীরে দিবে॥
বাঁচিব ত্যজিয়া আমি ভূষণ ভোজন।
সুখেতে করিব আমি মাটিতে শয়ন॥
লোকে বলে তুমি নাকি আমার লাগিয়া।
গার্হস্থ্য ছাড়িয়া গেলে সন্ন্যাসী হইয়া॥
কেন আমি তোমার কি করিলাম ক্ষতি।
কোন দিন সংকীর্ত্তনে করেছি আপত্তি?
আছাড়ে তোমার সর্ব্ব অঙ্গে লাগে ব্যথা।
বল দেখি কোন দিন কহিয়াছি কথা?
খাট হ'তে ভূমে গড়াগড়ি দিতে তুমি।
বল কোন দিন রাগ করিয়াছি আমি?
পাষাণ গলিত তোমার করুণ রোদনে।
মোর দুঃখ রাখিতাম আপনার মনে॥
আমারে দেখিলে যদি ধর্ম্ম নষ্ট হয়।
আমি নয় রহিতাম বাপের আলয়॥
বিষ্ণুপ্রিয়া পত্র লেখে কান্দিয়া কান্দিয়া॥
বলরাম দেখে পাছে থাকি দাঁড়াইয়া॥

শ্রীমতী কখন ভাবিতেছেন, তিনিও একজন। পূর্ব্বে তিনি যে পৃথক্ কেহ একজন তাহা বোধ ছিল না। এখন ভাবিতেছেন, তাঁহার শাশুড়ীকে সেবা করিতে হইবে। শাশুড়ী যাহাতে উতলা না হয়েন, এইরূপ ধৈর্য্য ধরিয়া তাঁহার চলিতে হইবে। বলিতেছেন, "সখি! আমার হাতে তিনি জননীকে রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার আপনার স্থানে আমাকে রাখিয়া গিয়াছেন। আমার সেই ভার কুলাইতে হইবে।" আবার বলিতেছেন, "সখি! আমার সমবয়সীরা বড় খুসী হইয়াছে, না? তাহারা ভাবিতেছে, খুব হয়েছে, বড় আদরিণী হইয়াছিলেন, মাটিতে পা দিতেন না। কিন্তু এ কথা অন্যায়, না? আমার কি গরব হইয়াছিল? গরব ত নয়, আমার একটু তাচ্ছিল্য হইয়াছিল। আমি পতি-

সেবা করি নাই। তিনি কিরূপ গুণের নিধি তাহা বুঝি নাই। প্রভুকে অনাদর করিয়াছিলাম, তিনি আদরের ধন, তাই তিনি চলিয়া গিয়াছেন।"

আবার ভাবিতেছেন যে, জগতের সমস্ত লোক তাঁহার নিন্দা করিতেছে। ভাবিতেছেন, ইহাতে তাঁর উপরে বড় অত্যাচার হইতেছে। সে অত্যাচারের নিমিত্ত অভিযোগ তিনি আর কাহার নিকট করিবেন, তাই পতির কাছে করিতেছেন। যথা—

আমার বয়সী, যে তোমা দেখিল,
কত না নিন্দিল মোরে।
সেত অভাগিনী, হেন গুণমণি,
কেন রবে তার ঘরে?
যদি রূপ গুণ, থাকিত তাহার,
পতি কি যৌবন কালে।
কৌপীন পরিয়া, কাঙ্গাল হইয়া,
গৃহ ছাড়ি বনে চলে?
নিঠুর রমণী, পাপিনী তাপিনী,
পতি দেশান্তরি করে।
নিদয় হইয়া, চলিছ ফেলিয়া,
লোকে গালি পাড়ে মোরে॥
আমি কি তোমায়, দিয়াছি বিদায়,
সত্য করে বল নাথ!
তোমার লাগিয়া, মরিছি পুড়িয়া,
তাহে লোক পরিবাদ॥
তুমি মোর পতি, হইয়াছ যতি,
একা মোর সর্ব্বনাশ।'
প্রিয়ার রোদন, তারিবে ভুবন,
আর বলরাম দাস॥

কখন কখন "প্রভু" "প্রভু" বলিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতেছেন। তখন সখীগণ বায়ুবীজন করিতেছেন, কপালে সজোরে জলের ছিটা মারিতেছেন, দাঁত ছাড়াইতেছেন, প্রাণ আছে না আছে পরীক্ষার লাগি নাসায় তুলা

ধরিতেছেন। শুশ্রূষায় চেতন পাইয়া বিষ্ণুপ্রিয়া সখীর গলা ধরিয়া রোদন করিতেছেন। আবার মাঝে মাঝে ঝলকে ঝলকে, আনন্দের তরঙ্গ আসিতেছে। সেই কথা বলিবার নিমিত্ত উপরে এত ভূমিকা করিলাম।

পাছে শ্রীমতীর দুঃখে কেহ অধীর হয়েন, তাঁহার সান্ত্বনার নিমিত্ত আমার সেই কথা বলিতে হইতেছে। সে কথাটি এই যে, গৌর-প্রণয়িনীর গৌর-বিরহে যেমন দুঃখ, তেমনি আবার তিনি আনন্দ ভোগ করিতেছিলেন। শ্রীভগবৎ বিরহের মত দুঃখ আর নাই। শেষ লীলায় প্রভু এই কৃষ্ণবিরহ সাগরে ডুবিয়াছিলেন। কিন্তু ইহার ন্যায় আনন্দও আর নাই। প্রকৃত কথা কৃষ্ণবিরহে যে দুঃখ সে বাহিরের, কৃষ্ণবিরহ উপস্থিত হইলে অন্তর আনন্দে পুরিয়া যায়। এখন শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়ার আনন্দের কারণ বিবরিয়া বলিতেছি।

মদ্যমাংসে আরাম আছে, ইন্দ্রিয় তৃপ্তিতেও অবশ্য মিষ্টতা আছে। অন্যকে দুঃখ দিয়া আপনার সুখ সংগ্রহ করিতেও জীবকে দেখা যায়। কিন্তু হে জীব! জীবকে দুঃখ দিয়া যে সুখ, তাহা অপেক্ষা জীবের সুখের নিমিত্ত আপনি দুঃখ লইয়া যে সুখ, সে অনেক গুণে শ্রেষ্ঠ। নির্ব্বোধ জীবে সচরাচর তাহার বিপরীত করিয়া থাকে, কিন্তু সে তাহারা জানে না বলিয়া। মনুষ্যের দেবত্ব ও পশুত্ব এই দুই ভাব আছে। যে ভাব গুলি পশুর আছে, মনুষ্যেরও আছে, সেই মনুষ্যের পশুভাব। যাহা পশুর নাই মনুষ্যের আছে, তাহা তাহার দেবভাব। একটি কাকের ছানা তাহার নীড় হইতে পড়িয়া গেলে অন্যান্য কাকে তাহাকে ঘেরিয়া ঠোকরাইতে থাকে, ও এইরূপে তাহাকে বধ করে। কিন্তু মনুষ্যের স্বভাব এরূপ নয়। তাহারা যদি কোন অনাথ শিশু দর্শন করে, তবে তাহাকে পোষণ করে। কাকেরা পশুভাবে কাক শিশুর প্রতি নিঠুরতা করে, মনুষ্য দেবভাবে মনুষ্য শিশুকে পোষণ করে। মনুষ্যের এই দেবভাবকে উদ্দীপন করা ও পশুভাব গুলিকে উহার অধীন করাকে "সাধন" বলে, কি "যোগ" বলে, কি "উদ্ধার হওয়া" কি "মুক্তি" বলে। যখন কোন দুর্ব্বল জীব কোন সাধুর চরণে পতিত হইয়া বলে, "প্রভু! আমাকে উদ্ধার কর," তাহার অর্থ আর কিছুই নহে কেবল এই যে, "প্রভু! আমার দেবভাব গুলি উত্তেজিত করিয়া দিয়া, আমার পশুভাব গুলিকে উহার অধীন করিয়া দাও।" কিন্তু এই পশুভাব গুলিরও প্রয়োজন। ইহা ব্যতীত দেবভাব গুলি

পরিবর্দ্ধিত হয় না। স্থানভ্রষ্ট না হইলে এই পশুভাব গুলি বড় উপকারী সামগ্রী। যথা স্ত্রীপুরুষের প্রণয়ে দেবভাব ও পশুভাব আছে। আর এই পশুভাবে সেই দেবভাবের পরিবর্দ্ধন ও সহায়তা করে।

এই দেবভাবের মধ্যে প্রধান কয়েকটি এই,—প্রেম, ভক্তি, স্নেহ ও দয়া। এই কয়েকটি ভাবে স্বার্থরূপ-মলিনতা নাই। ইহাতে স্বার্থরূপ মলিনতা স্পর্শ করিলেই উহা মলিন হইয়া যায়। প্রেম কি, না,—অন্যের প্রতি আকর্ষণ। ভক্তি,—অন্যের গুণে মোহিত হওয়া। দয়া,—অন্যের দুঃখে দুঃখিত হওয়া। এই কয়েকটি ভাবের উৎকর্ষে আনন্দ উপস্থিত হয়, এবং যে আনন্দ উপস্থিত হয়, তাহার সহিত ইন্দ্রিয়সুখের তুলনাই হয় না। প্রীতির বস্তু সৃষ্টি হইবামাত্র স্বভাবতঃ আনন্দ হয়, যেমন বিবাহের রাত্রে বরকন্যার আনন্দ। অন্যের গুণ দেখিলে আনন্দ, যেমন বাজীকরের উত্তম বাজী দেখিলে আনন্দে নয়নে জল আইসে। অন্যের দুঃখে দুঃখবোধে যে আনন্দ হয় তাহাও সকলে জানেন। এই রূপে প্রেম, ভক্তি, স্নেহ ও দয়া হইতে আনন্দ উপস্থিত হয়।

পতি ও পত্নী উভয়ই উভয়ের আনন্দের সামগ্রী। যত দিবস এই আনন্দের সহিত পশুভাব মিশ্রিত থাকে, তত দিবস এই আনন্দ নির্ম্মলতা প্রাপ্ত হয় না। যে দম্পতিপ্রেমে পশুভাবের গন্ধ আছে, সেই দম্পতি হইতে অখণ্ড আনন্দের উৎপত্তি হয় না। সেই দম্পতি প্রেমে তখনি অখণ্ড আনন্দ উৎপত্তি করে, যখন উহা হইতে পশুভাব একেবারে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। অতএব পতিপ্রাণা বিধবারও এক প্রকার আনন্দ আছে, যাহা সধবা স্ত্রীর নাই। যেহেতু বিধবা স্ত্রীর পতির সহিত স্বার্থসম্বন্ধ রহিত হইয়া গিয়াছে। কুপ্রবৃত্তির পরিবর্দ্ধন করিয়া করিয়া জীবের একটা ভ্রম উপস্থিত হয়। তাহারা ভাবে, সুখ কেবল অসুর ভাবেই আছে। ক্ষমতা পাইব, অন্যের উপর কর্তৃত্ব করিব, ইন্দ্রিয় সুখ প্রাণ ভরিয়া আস্বাদ করিব, তবেই সুখী হইব। কিন্তু এ সমুদায় আনন্দ যে পাশব, যিনি আপনি পবিত্র হইয়াছেন, তিনি অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন।

এখন শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়ায় ও শ্রীমান্ গৌরাঙ্গে কি ভাব অনুভব করুন। উনিও আছেন, ইনিও আছেন; তাঁহাদের প্রীতি আছে, সব আছে, কেবল পশুভাব নাই। সেখানে পরস্পরের বিরহে যে দুঃখ সে

আর কতটুকু? শুধু প্রীতির বস্তু হইলেই একটি সুখ হয়, প্রাপ্তির প্রয়োজন করে না। যথা, যখন বিবাহ হইতেছে, কি বিবাহের কথা হইতেছে, তখনি বরকন্যা সুখ-সাগরে ভাসিতে থাকেন। ইনি ভাবেন আমি আমার ধন পাইলাম, কি পাইতেছি, উনি আবার তাহাই ভাবেন; এই ভাব উদয় হইলেই আনন্দ। পুত্র হইয়াছে শুনিলে আনন্দ হয়, যদিও সে পুত্র তখন তাহার চক্ষুগোচর হয় নাই।

আবার প্রিয়বস্তু যত প্রিয়ত্ব পায়েন, তিনি তত সুখের বস্তু হয়েন। শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়ার নিকট পতি প্রিয় আছেন; পূর্ব্বে তিনি যেরূপ প্রিয় ছিলেন, এখনও তাহাই আছেন, বরং তাহার প্রিয়ত্ব কোটি গুণ বৃদ্ধি হইয়াছে। শ্রীনিমাইপণ্ডিত শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়ার পতি বলিয়া অতি প্রিয়। এখন উপপতির দুর্ল্লভত্ব প্রাপ্ত হইয়া, আরো প্রিয় হইয়াছেন। অধিকন্তু তাহার পরে, তাঁহার নাগর, প্রতিকূল নাগরের মাধুর্য্য প্রাপ্ত হইয়াছেন। কারণ আপনারা জানিবেন প্রিয়বস্তু যদি দুর্ল্লভ হয়েন, তবে তিনি প্রিয়তর হয়েন। আবার তিনি যদি প্রতিকূল হয়েন, তবে প্রিয়তম হয়েন।

তাঁহার পতি এখন তাঁহার ছায়া পর্য্যন্ত দর্শন করিবেন না, তাঁহার ছায়া দেখিলে দৌড় মারিবেন, কি মুখ ফিরাইবেন। নাগর প্রতিকূল হইলে কখন কখন প্রীতি ভাঙ্গিয়া যায় বটে, কিন্তু তখন সে প্রীতি বদ্ধমূল হয় নাই। প্রকৃত প্রীতি হইলে, নাগর প্রতিকূল হইলে, উহা আরো বদ্ধমূল হয়; ইহা প্রীতির ধর্ম্ম।

বিষ্ণুপ্রিয়ার তাঁহার স্বামীর সহিত পশুভাব গিয়াছে, এইমাত্র। তাঁহার পতি তাঁহার সুখের যে প্রস্রবণ তাহা এখনও আছেন, বরং সেই প্রস্রবণ আরও বেগবান হইয়াছে। তাঁহার স্বামীর অদ্ভুত কার্য্য দেখিয়া তিনি আবার স্বামীর প্রতি ভক্তিতে গদগদ হইতেছেন। ভাবিতেছেন, কি মানুষ! কি অদ্ভুত দয়া! জীবে হরিনাম শুওয়াইবেন বলিয়া আমাকে পর্য্যন্ত ফেলিয়া গেলেন? ইহা কি কেহ কখন শুনেছে না দেখেছে? মাঝে মাঝে পতির সন্ন্যাসের রূপ তাঁহার হৃদয়ে আপনি আপনি উদয় হইতেছে, আর "মলেম মলেম" বলিয়া বুকে হাত দিয়া মৃত্তিকায় পড়িতেছেন। তখন আপনাকে ধিক্কার দিতেছেন, আর বলিতেছেন,

আমার রাগ করা অন্যায় হইতেছে। আমাকে ফেলিয়া ত তিনি সুখী হন নাই। যথা—

কার উপরে কর অভিমান রে পাগল প্রাণ। ধ্রু।
তোমার অঙ্গে সাটী পরা তার কৌপীন পরিধান॥
শীত গ্রীষ্ম রৌদ্রে সে যে,
তুমি থাকো গৃহ মাঝে,
নিশি দিশি প্রভুর আমার বৃক্ষতলে অবস্থান॥

আবার তখনি ভাবিতেছেন যে, তিনিও একজন। এই শুভকার্য্য সাধনের তিনিও একটি উপকরণ। তিনি একটি উপকরণ শুধু তাহা নয়, তাঁহার স্বামীর সর্ব্বপ্রধান সহায়। তিনি কান্দিবেন, আর জীব মুক্ত হইবে! এ সমুদায় ভাবে শ্রীমতীর হৃদয় যখন পূরিয়া যাইতেছে, তখন তিনি জগত সুখময় দেখিতেছেন, আপনাকে অতি ধন্যা মনে করিতেছেন। দুঃখে যে নয়নজল ফেলিতেছেন, ইহাতে তখন আপনাকে ধিক্কার দিতেছেন। আবার দুঃখে যখন নয়নজল ফেলিতেছেন, উহা দ্বারা মনের দেবভাব গুলি আরো পরিবর্দ্ধিত হইতেছে।

এদিকে শান্তিপুরে প্রভুর কার্য্য শ্রবণ করুন। প্রভু যেরূপ নদীয়ায় বাস করিতেন, শান্তিপুরে সেইরূপ করিতে লাগিলেন। তবে গূঢ়তম সমুদায় ভাব সম্বরণ করিলেন। কি রাধা কি কৃষ্ণ এ ভাবে আর শান্তিপুরে বিরাজ করিলেন না। ভক্তগণ বলিয়া থাকেন যে, শ্রীভগবান মাধুর্য্যভাবে বৃন্দাবন ও নবদ্বীপ, এবং বিশেষ কারণে কোন কোন স্থান, ব্যতীত, অন্য কোথাও প্রকাশিত হয়েন নাই।

* নানান প্রকারে প্রভু মায়েরে শান্তায়।
অদ্বৈত ঘরণী সীতা শচীরে বুঝায়॥
শচীর সহিত যত নদীয়ার লোক।
সুদৃষ্টি মেলিয়া প্রভু জুড়াইল শোক॥
শান্তিপুর ভরিয়া উঠিল হরিধ্বনি।
অদ্বৈতের আঙ্গিনায় নাচে গৌরমণি॥
প্রেমে টল মল করে স্থির নহে চিত।
নিতাই ধরিয়া কান্দে নিমাইপণ্ডিত॥
অদ্বৈত পসারি বাহু ফিরে পাছে পাছে।
আছাড় খাইয়া গোরা ভূমে পড়ে পাছে॥ (৩ পিঠে)

শান্তিপুরে প্রভু সন্ন্যাসের সমুদায় নিয়ম ত্যাগ করিলেন। সন্ন্যাসের যে দুঃখ তাহা গৃহস্থ ভক্তগণকে কি জননীকে দেখাইতে ইচ্ছা করিলেন না। পরিধান কেবল কৌপীন ও বহির্ব্বাস, সন্ন্যাসের এই চিহ্ন। আর শ্রীমতী নিকটে নাই। নদীয়া বিহারের সহিত এইমাত্র বিভিন্নতা। প্রভু সারাদিন কৃষ্ণকথায় যাপন করিয়া সন্ধ্যা হইতে অধিক নিশা পর্য্যন্ত কীর্ত্তনে মগ্ন থাকেন। শচী রন্ধন করেন, প্রভু ভোজন করেন। শচী কত যে রন্ধন করেন, তাহার সংখ্যাও করা যায় না। প্রভুও বিশ্বম্ভর হইয়া, জননীকে আগে করিয়া, তাঁহাকে তৃপ্তি করিয়া ভোজন করেন। ভোজনান্তে শ্রীনিতাই একবার ভাত ছড়াছড়ি করেন। প্রভুর ভোজন হইলে, সেই পাত্র লইয়া একটা মারামারি হয়, সে আর এক রঙ্গ। শ্রীঅদ্বৈতের বাড়ী প্রত্যহ মহোৎসব। প্রত্যহ সহস্র লোকের আয়োজন। সমস্ত দিবস শত শত সম্প্রদায় "হরি হরয়ে নমঃ, কৃষ্ণায় যাদবায় নমঃ" প্রভৃতি গীত গাইতেছেন, আর সমুদায় শান্তিপুর ভক্তির তরঙ্গে, "ডুবু ডুবু" হইতেছে।

নদীয়াবাসীরা আগমন করিলে প্রথম দিবসেই বিকালে, প্রভু, অতি নিজজন ও অতি বিজ্ঞ ভক্তগণকে নিকটে বসাইলেন, বসাইয়া মধুরস্বরে বলিতে লাগিলেন, "তোমাদের ও জননীকে দুঃখ দিয়া, তোমাদের অনুমতি না লইয়া, শ্রীবৃন্দাবনে যাইতেছিলাম, কাজেই যাইতে পারিলাম না। তাহার পরে ফিরিয়া আসিয়া দেখি যে, আমার বিরহে তোমরা বড় দুঃখ

চৌদিকে ভকতগণ বলে হরি হরি।
শান্তিপুর হোল যেন নবদ্বীপপুরী॥
প্রভু অঙ্গে কোটি চন্দ্র জিনিয়া আভাস।
এ ডোর কৌপীন তাহে প্রেমের প্রকাশ॥
হেন রূপ প্রেমাবেশ দেখী শচীমায়।
বাহিরে দুঃখিত কিন্তু আনন্দ হৃদয়॥
বুঝায় শচীর মন অবধৌত রায়।
সংকীর্ত্তন সমাপিয়া প্রভুরে বসায়॥
এইরূপ দশদিন অদ্বৈতের ঘরে।
ভোজন বিলাসে প্রভু আনন্দ অন্তরে॥
বাসুদেব ঘোষ কহে চরণে ধরিয়া।
অদ্বৈতের এই আশা না দিব ছাড়িয়া॥

পাইয়াছ। জননীর দশা তোমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছ, আমি তাহার কি আর বর্ণনা করিব। আবার আমার দশা তোমরা দেখিতেছ,—লক্ষ লোকের মাঝে মাথা মুড়াইয়া পৈতা ফেলিয়া কৌপীন পরিয়াছি। এখন যদি আবার পট্টবস্ত্র পরিয়া তোমাদের সমাজে প্রবেশ করি, আমার ধর্ম্ম নষ্ট হইবে, এবং লোকে উপহাস করিবে। আবার যদি তোমাদের ফেলিয়া যাই, তোমরাও দুঃখ পাইবে, জননীও দুঃখে প্রাণে মরিবেন। প্রথম যখন জননীকে দর্শন করিলাম, তখন তাঁহার অবস্থা দেখিয়া আপনাকে আর আপন সন্ন্যাসধর্ম্মকে ধিক্কার দিলাম। ভাবিলাম, কৃষ্ণপ্রেমই পরম পুরুষার্থ; তাহার নিমিত্ত যখন সন্ন্যাস প্রয়োজন নহে, তখন আমি এ ভীষণ আশ্রম কেন গ্রহণ করিলাম? জননীকে দর্শন মাত্রে এই অনুতাপে দগ্ধ হইয়া, অগ্র পশ্চাৎ বিচার না করিয়া, আমি জননীর নিকট একটি প্রতিজ্ঞা করিয়া ফেলিয়াছি। সেটি এই যে, তাঁহার অনুমতি ব্যতীত আমি কোথায় যাইব না। আর তিনি যেখানে যাইতে বলেন, সেখানেই যাইব। এমন কি, আমি এরূপ দারুণ প্রতিজ্ঞা করিয়াছি যে, জননী যদি আমাকে এখন নদীয়ায় যাইতে বলেন, তাহাও আমার যাইতে হইবে। সে প্রতিজ্ঞা আমি পালন করিব, ইহাতে আমি কোন বাধা মানিব না। আমি স্বয়ং যাইয়া আমার প্রতি জননীর কি আদেশ হয় তাহা জিজ্ঞাসা করিতাম। কিন্তু আমি যাইব না, তাহা হইলে তাঁহার স্বাতন্ত্র্য থাকিবে না। আমি এই পোড়া আশ্রম অবলম্বন করায় তিনি আমাকে এখন ভক্তি করিতে শিখিয়াছেন। আমার কাছে মনের কথা সরলভাবে বলিতে সাহস পাইবেন না। অতএব আপনারা তাঁহার নিকট গমন করুন, করিয়া তাঁহাকে আমার প্রতিজ্ঞার কথা স্মরণ করাইয়া দিউন। তাঁহাকে বলিবেন যে, পূর্ব্বেও আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, এখনও করিতেছি যে, আমি তাঁহার আজ্ঞাধীন। তিনি আমাকে যাহা করিতে বলিবেন, আমি তাহাই করিব; এমন কি, যদি সন্ন্যাস আশ্রম ত্যাগ করিয়া আবার সংসারে প্রবেশ করিতে বলেন, তাহাও করিব।"

এই অদ্ভুত বাক্য শুনিয়া ভক্তগণ স্তম্ভিত হইলেন। প্রভু কি বলিতেছেন, উহা বুঝিতে তাঁহাদের অনেক সময় লাগিল। প্রভু যখন জননীর নিকট প্রতিজ্ঞা করেন, তখন তাঁহারা সেখানে দাঁড়াইয়া তাহা শুনিয়াছিলেন। কিন্তু ভাবিয়াছিলেন যে, প্রভু কেবল জননীকে প্রবোধ

দিতেছেন এই মাত্র, মনোগত কথা কিছু বলিতেছেন না। এখন এরূপ স্পষ্টাক্ষরে আপনাকে জননীর আজ্ঞাস্রোতে ফেলিয়া দিতেছেন দেখিয়া ভক্তগণের বিস্ময় হইল। ভাবিতেছেন, প্রভুর একি লীলা? প্রভু ত স্বেচ্ছাময়; ত্রিভুবন একদিকে, তিনি একদিকে। অদ্য পঞ্চ দিবস মাত্র সন্ন্যাস করিয়াছেন, আজ বলিতেছেন, "মা যদি বলেন, গৃহে ফিরিয়া যাইব," এ কথার অর্থ কি? মা আর কি বলিবেন, মা বলিবেন বাড়ী চল, লোকে হাসে হাসিবে, ভক্তগণ ত হাসিবে না? আর হাসিবেই বা কেন? মা ইহা ছাড়া আর কি বলিবেন? আমরা পুরুষ, কঠিন, কিছু জ্ঞানও আছে। আমরাই বা কে, প্রভুই বা কে? আমরা কি বলিব? আমরা সকলেই বলিব, প্রভু বাড়ী চল। সেখানে শচী স্ত্রীলোক বৃদ্ধা, এক পুত্রের মাতা, নিমাইয়ের জননী, তিনি আর কি বলিবেন? তবে কি সত্য প্রভু আবার নদিয়ায় যাইবেন? সত্য আবার নবদ্বীপ-চন্দ্র নবদ্বীপ আলো করিবেন? আবার কি আমরা নদিয়ায় সুখের পাথারে সাঁতার দিব, আর রাসলীলায় নৃত্য করিব? এই আনন্দে ডগমগ হইয়া ভক্তগণ শচীকে লইয়া ঘিরিয়া ফেলিলেন।

নিতাই আগেই বলিতেছেন, "মা! বড় শুভ সংবাদ, এখন তুমি বলিলেই হয়। প্রভু বলেছেন, তুমি বলিলেই তিনি গৃহে গমন করেন।"

শ্রীঅদ্বৈত তখন নিত্যানন্দকে শান্ত করিয়া বলিতেছেন, "ঠাকুরাণি! প্রভু তোমার দুঃখ দেখিয়া বড় সন্তপ্ত হয়েন, হইয়া তোমার নিকট প্রতিজ্ঞা করেন যে তুমি যাহা বলিবে তিনি তাহাই করিবেন। সে প্রতিজ্ঞা এখন তিনি পালন করিবেন। এমন কি, এখন যদি তুমি বল, তবে শ্রীনবদ্বীপে যাইয়া পুনরায় সংসার করিতে প্রস্তুত আছেন। সেই নিমিত্ত তাঁহার প্রতি আপনার কি আদেশ তাহাই শুনিবার নিমিত্ত আমাদিগকে পাঠাইয়া দিয়াছেন। তিনি আপনিই আসিতেন, তবে তাঁহার সম্মুখে আপনি নিশ্চিন্ত হইয়া কথা বলিতে পারিবেন না, এই ভাবিয়া আমাদিগকে পাঠাইয়াছেন।"

যখন শ্রীঅদ্বৈত এই কথা বলিতেছেন, তখন ভক্তগণ অতি আগ্রহ সহকারে শচীর,—শ্রীঅদ্বৈতের নয়,—মুখ পানে চাহিয়া রহিয়াছেন। শচী, সমুদায় কথা শুনিলেন ও বুঝিলেন। বুঝিয়া কিছুমাত্র চাঞ্চল্য দেখাই-

লেন না। তবে একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িলেন, ছাড়িয়া মস্তক অবনত করিলেন।

শচীর এই ভাব দেখিয়া সকলে অবাক্ হইলেন। ভক্তগণের বিলম্ব সহিতেছে না। তাঁহারা বলিলেন, "মা! ভাবিতেছ কি? বলে ফেলো যে নদে চল,—আর কি?"

শচী ভক্তগণের কথার উত্তর করিলেন না। ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন, আর প্রতি অক্ষর ভক্তগণ শুনিতে লাগিলেন। শচী বলিতেছেন, "আমার সাধ কি তাহা আমার কাছে তাঁহার জানিতে পাঠান নিষ্প্রয়োজন। তিনি পথে পথে বেড়াইবেন, বৃক্ষতলে শুইবেন, ইহা আমার সাধ হইতে পারে না। তাঁহাকে যদি বাড়ী লইয়া যাই, তবে আমার, বিষ্ণুপ্রিয়ার, ও তোমাদের দুঃখ মোচন হইবে। কিন্তু তাঁহার ধর্ম্ম নষ্ট হইবে, লোকে তাঁহাকে উপহাস করিবে। আমি মা হইয়া এরূপ কার্য্য কিরূপে করিব? আমি মরিব, সেও ভাল, তবু নিমাইয়ের ধর্ম্ম নষ্ট হয়, এরূপ আজ্ঞা আমি করিতে পারিব না।"

পাঠক মহাশয়ের স্মরণ থাকিতে পারে যে, যখন নিমাইয়ের দাদা বিশ্বরূপ সন্ন্যাস করিয়াছিলেন, তখন শ্রীজগন্নাথমিশ্র, শ্রীভগবানের নিকট এই বলিয়া প্রার্থনা করিয়াছিলেন, "হে সর্ব্বজীবের নাথ! আমার শিশু-সন্তান সন্ন্যাস করিয়াছে, যেন তাহার ধর্ম্ম নষ্ট না হয়, অর্থাৎ সন্ন্যাস ত্যাগ করিয়া যেন সে বাড়ী ফিরিয়া না আইসে।" আবার এখন শচী নিমাইকে করতলে পাইয়া ভাবিতেছেন, "নিমাইকে বাড়ী নিয়া গেলে তাঁহার ধর্ম্ম নষ্ট হইবে!"

তাহার পরে শচীদেবী বলিতেছেন, "যখন তিনি সন্ন্যাস করিয়াছেন, তখন আর উপায় নাই। তিনি আমাকে কৃপা করিয়া আমার নিকট অনুমতি চাহিতে পাঠাইয়াছেন, কিন্তু তিনি জানেন যে আমা হইতে তাঁহার ধর্ম্ম নষ্ট হইবে না। তাই জানিয়াই আমার উপর নির্ভর করিয়াছেন। আমিও আমার যাহা উচিত তাহাই করিব। আমি ভাবিতেছি কি, যে, তিনি নীলাচলে বাস করুন। তোমরা সেখানে যাইবে, তাহাতে তাঁহার সংবাদ পাইব। আর তিনি যদি গঙ্গাস্নান করিতে আইসেন, তবে তাঁহার দর্শন পাইব।" এই কথা বলিতেছেন, আর

শচীর মুখ ক্রমেই দেবীভাব ধারণ করিতেছে। শচীর মুখ তখন চন্দ্রের ন্যায় উজ্জ্বল বোধ হইতেছে।

ভক্তগণ যখন এই কথা শুনিলেন, তখন সকলেই চকিত, ও কেহ বা ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। তাঁহারা শচীকে ও প্রভুকে অগ্রে করিয়া কীর্ত্তন করিতে করিতে নবদ্বীপে যাইবেন, এই আনন্দে মত্ত হইয়া রহিয়াছেন, শচীর মুখে এই কঠোর কথা শুনিয়া, তাঁহাদের মাথায় একেবারে আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল।

ভক্তগণের অবস্থা একবার মনে করুন। তাঁহারা শ্রীনিমাইকে শ্রীভগবান বলিয়া জানিয়াছেন। তাঁহাকে প্রকৃতই মন প্রাণ সমর্পণ করিয়াছেন। তাঁহারা প্রীতির ভজন করিয়া একেবারে বালস্বভাব পাইয়াছেন। তাঁহারা জগতের মধ্যে কেবল এক ঠাকুরাণীকে ভজনা করেন। তিনি কে, না—ভালবাসা। যদি তাঁহারা দেখেন যে, পক্ষী তাহার শাবককে আহার দিতেছে, তবে তাঁহাদের বাৎসল্য প্রেম উদয় হয়, ও নয়নে জল আইসে। যদি দেখেন, কপোত ও কপোতী মুখে মুখ দিয়া পরস্পরে প্রণয় সুখ অনুভব করিতেছে, তবে তাঁহাদের আনন্দাশ্রু পতিত হয়। তাঁহাদের নিকট নিয়ম বিধি ভাল লাগিবে কেন? তাঁহাদের ইচ্ছা যে, প্রভু সুন্দর-নাগর হইয়া বসিয়া থাকুন, আর তাঁহারা কেবল মালা গাঁথিয়া তাঁহার গলায় পরাইয়া দিউন। এই তাঁহাদের ভজন সাধন ও চরম প্রত্যাশা।

ভক্তগণ শচীর বাক্য শুনিয়া হাহাকার করিয়া উঠিলেন। তখন তাঁহারা বলিয়া উঠিলেন, "ঠাকুরাণি! করেন কি? আর ত প্রভু থাকিবেন না? তুমি বিদায় করিলে, আর তিনি থাকিবেন কেন? তোমার বাক্য তাঁহার নিকট চিরদিন বেদবাক্যের ন্যায়। তবে ত তোমার কথায় আমরা প্রভুকে হারাইলাম।" *

* শচীর বচন শুনি সর্ব্ব ভক্তগণ।
বিবশ হইয়া কহে করিয়া রোদন॥
হেন বাক্য কেন মাতা কহিলে আপনে।
শ্রুতি বাক্য সম ইহা খণ্ডে কোন জনে॥
নীলাচলে যাইতে আপনে আজ্ঞা দিলে।
দুর্লঙ্ঘ্য তোমার বাক্য কেন বা কহিলে॥—চন্দ্রোদয় নাটক

ফল কথা, ভক্তগণ প্রভুর সহিত এখানে একটু বিশ্বাসঘাতকতা করিলেন। তাঁহাদের শচীদেবীকে কোন পরামর্শ দেওয়ার অধিকার ছিল না। পাছে তিনি স্বয়ং গমন করিলে শচীর মন কোন প্রকারে বিচলিত হয়, এই নিমিত্ত ভক্তগণকে পাঠাইলেন, আপনি গমন করিলেন না। ভক্তগণের উপর এইমাত্র ভার ছিল যে, তাঁহারা শচীর নিকট সমুদায় অবস্থা সরলভাবে বলিবেন, বলিয়া তাঁহার সরল অভিপ্রায় কি তাহা জানিয়া আসিবেন। তাঁহারা একটু অধিক করিলেন, অর্থাৎ শচীর পরামর্শ তাঁহাদের মনোমত হয় তাহারি চেষ্টা করিলেন।

শচী তখন সেই দুঃখের মাঝে একটু হাস্য করিলেন। করিয়া বলিতেছেন, "আমার নিমাই অদ্য পঞ্চ দিবস ত্রিলোক সাক্ষী করিয়া সংসার ত্যাগ করিল। তখন যদি সেখানে থাকিতাম, নিবারণ করিবার চেষ্টা করিতাম। এখন আমি বলিব যে, নিমাই তুমি আমার সুখের নিমিত্ত প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ ও ধর্ম্ম নষ্ট কর? ইহা আমার দ্বারা হইবে না। নবদ্বীপের নিকট কোন স্থানেও তিনি থাকিতে পারিতেন, কিন্তু তাহা হইলে আমি, বিষ্ণুপ্রিয়া ও তোমরা,—আমরা সকলেই তাঁহাকে বিরক্ত করিব। কুলোকে নানা কথা বলিবে, আমি নিমাইকে লইয়া পরচর্চ্চা করিতে দিব না।"

সকলে বুঝিলেন, শচীর সংকল্প অতি দৃঢ়। ইহাতে অনেকে মনে মর্ম্মাহত হইলেন, কিন্তু সকলেই তাঁহার কার্য্য স্মরণ করিয়া বিস্মিত হইলেন। পাঠক, একবার শচীর-স্থানে আপনাকে রাখিয়া তাঁহার এ অদ্ভুত কার্য্যের বিচার করিবেন। সকলেই বলিতে লাগিলেন যে, এরূপ জননী না হইলে, তাঁহার উদরে শ্রীভগবান কেন জন্মগ্রহণ করিবেন?

শচী নিমাইকে নীলাচলে থাকিতে, অর্থাৎ সংসারের বাহির হইতে অনুমতি দিয়া, আর বসিয়া থাকিতে পারিলেন না, "হা নিমাই" "হা নিমাই" বলিয়া ধূলায় পড়িয়া গেলেন।

একবার রঙ্গ দেখুন। অক্রূর শ্রীকৃষ্ণকে মথুরায় লইয়া গিয়াছেন, এই রাধাভাবে বিভোর হইয়া, যোগিনীবেশে তাঁহাকে মথুরায় তল্লাস করিতে শ্রীগৌরাঙ্গ গৃহের বাহির হইলেন। সন্ন্যাস গ্রহণ করিবা মাত্র রাধাভাব গেল। তখন দীন হইতে দীন ভক্তরূপে শ্রীমুকুন্দ ভজনের নিমিত্ত শ্রীবৃন্দাবনে চলিলেন। আবার এখন শ্রীবৃন্দাবন গেল, শ্রীমথুরা গেল, এখন চলিলেন নীলাচলে!

প্রকৃত কথা, প্রভুর তখন বৃন্দাবনে যাইবার সময় হয় নাই। তখন বৃন্দাবন জঙ্গলময়। মুসলমানের অত্যাচারে বৃন্দাবন ছারেখারে গিয়াছে। সেখানকার অধিবাসী সমুদায় ভদ্রলোক পলায়ন করিয়াছে, কেবল যাহারা দরিদ্র ও মূর্খ তাহারাই সেখানে তখন বাস করিতেছে। তাই আগে, অগ্রহায়ণ মাসে, বৃন্দাবন তাঁহার বাসোপযোগী করিবার নিমিত্ত, শ্রীলোকনাথ ও ভূগর্ভকে সেখানে পাঠাইয়া দিয়াছেন।

ভক্তগণ আসিয়া তখন প্রভুকে শচীর কি আজ্ঞা নিবেদন করিলেন। প্রভু অমনি ভক্তিতে গদগদ হইয়া, "যে আজ্ঞা" বলিয়া বলিতেছেন, "জননীর আজ্ঞাই আমার শিরোধার্য্য। আমার মনেও বড় ইচ্ছা ছিল যে আমি নীলাচল-চন্দ্রকে দর্শন করিব। তাহা হইল ভাল, আমার বাসনা পূর্ণ হইল।" বিবেচনা করিতে গেলে নীলাচল ব্যতীত তখন প্রভুর থাকিবার উপযুক্ত স্থান একটিও ছিল না। ভারতবর্ষে তখন এই কয়েকটী প্রধান তীর্থ স্থান ছিল,—পাণ্ডুপুর, বারাণসী ও নীলাচল। মুসলমানের উৎপাতে বৃন্দাবন তখন অরণ্যময়। পাণ্ডুপুর অতি দক্ষিণ দেশে, সেখানে সন্ন্যাসী ব্যতীত গৃহস্থের যাওয়ার সম্ভব ছিল না, বিশেষতঃ সে বাঙ্গালা হইতে তিন মাসের পথ দূরে। তাহার পরে কাশী যাওয়ার পথ অরাজকতায় একরূপ বন্দ হইয়া গিয়াছিল। লোকনাথ ও ভূগর্ভ যখন বৃন্দাবনে গমন করেন, তখন তাঁহারা পুর্ণিয়া দিয়া ভারতবর্ষ ঘুরিয়া সেখানে উপস্থিত হয়েন। প্রভু অবশ্য বারাণসীতে যাইতে পারিতেন, কিন্তু তাহা হইলে বাঙ্গলার গৃহস্থ ভক্তগণের তাঁহার নিকট যাওয়া প্রায়ই হইত না। কেবল এক নীলাচল তখন সমৃদ্ধশালী, বাঙ্গলার নিকট, অথচ হিন্দুদেশ। কটকের রাজা প্রতাপরুদ্রের রাজ্য বাঙ্গলার মেদিনীপুর ও চব্বিশ পরগণা পর্য্যন্ত ছিল। সে সীমা অতিক্রম করিয়া মুসলমানগণের যাইবার অধিকার ছিল না। এই নীলাচলে ভারতবর্ষের তাবৎ স্থান হইতে যাত্রীগণ যাইতেন। অতএব সমুদায় বিবেচনা করিতে গেলে, এখানেই প্রভুর বাসোপযোগী স্থান তাহার সন্দেহ নাই। যাত্রীগণ জগন্নাথ দর্শন করিতে যাইতেন, যাইয়া প্রভুকে পাইতেন, পাইয়া উদ্ধার হইতেন। বাঙ্গলার মধ্যে শ্রীনবদ্বীপ ব্যতীত অন্য কোন স্থানে যাত্রীর কি লোকের এরূপ সমবেত হইবার সম্ভব ছিল না।

অতএব ইহাই সাব্যস্ত হইল, প্রভু নীলাচলে বাস করিবেন। কেবল

কবে যাইবেন, তাহা সাব্যস্ত বাকি রহিল। প্রভু যাইবেন ভাবিয়া ভক্তগণ অতি কাতর হইলেন, কিন্তু চেষ্টা করিয়া মনস্থির করিতে লাগিলেন। শচীদেবীর মনের কি ভাব তাহা বর্ণনা করিবার চেষ্টা আমরা করিব না। নিশি হইল, অমনি কীর্ত্তন আরম্ভ হইল। অমনি মৃদঙ্গ ও করতাল বাজিয়া উঠিল। ভক্তগণ বিমর্ষ, কিন্তু প্রভু প্রফুল্ল বদনে নৃত্যস্থলে প্রবেশ করিলেন। কীর্ত্তন কীর্ত্তন বলি, কিন্তু প্রভুর কীর্ত্তন সে আর এক রূপ। দুই বাহু তুলিয়া, মধুর ভঙ্গি করিয়া, মুখে "হরিবোল" "হরিবোল" এই ধ্বনি করিয়া, মৃদঙ্গ ও করতালের তালে তালে, পায়ে নূপুর দিয়া নৃত্য। এই ত প্রভুর কীর্ত্তন! গীত গাইয়া, আলাপ করিয়া, কি কিছুকাল পর্য্যন্ত রঙ্গের মৃদঙ্গ বাজাইয়া আসর জমকাইবার অবকাশ প্রভুর হইত না। তবে প্রভু যখন বসিয়া থাকিতেন, কি অন্তরালে থাকিতেন, তখন কীর্ত্তনে মুকুন্দ, বাসু, শ্রীবাস, রামানন্দ প্রভৃতি গান গাইতেন। প্রভু নৃত্য স্থলে প্রবেশ করিলে, যেমন সূর্য্য উদয়ে অন্ধকার দূরীভূত হয়, সেইরূপে লোকের মনে প্রভুকে সত্বর হারাইবেন বলিয়া যে উদ্বেগ, তাহা দূরীভূত হইল। ক্রমে একে একে নৃত্যে যোগ দিতে লাগিলেন। শ্রীঅদ্বৈত, প্রভুর আগে দাঁড়াইয়া, তাঁহার মুখপদ্মে আঁখি রাখিয়া, বক্র হইয়া, গুপনীতে দক্ষিণ হস্ত দিয়া, ভ্রূকুটি করিয়া নৃত্য করিতেছেন। এই তাঁহার নৃত্যের ভঙ্গি। দুই পা জুড়িয়া, জোড়ে জোড়ে লম্ফ, নিত্যানন্দের নৃত্য। কিন্তু শ্রীনিত্যানন্দ বড় একটা নৃত্য করিতে পারিতেন না। প্রভু পাছে পড়িয়া যান বলিয়া দুই বাহু প্রসারিয়া প্রভুর পশ্চাতে দাঁড়াইয়া তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে বিচরণ করিতেন। তাঁহার এই কার্য্যের সহকারী গদাধর ও শ্রীখণ্ডের নরহরি।

শচী পিঁড়ায় বসিয়া, কাছে সীতাদেবী প্রভৃতি। শচী যে কীর্ত্তন দর্শন কি শ্রবণ করিতেছেন, তাহা নয়। পিঁড়ায় বসিয়া আছেন, তাহার প্রধান কারণ, নিমাই ঘুমান নাই, তিনি কিরূপে শুইবেন? দ্বিতীয় কারণ, নিমাই সম্মুখে, তাঁহাকে রাখিয়া কোথা যাইবেন? তৃতীয় কারণ, মনের ভাব যে, তিনি কাছে থাকিলে নিমাইয়ের একটু ভাল রূপে রক্ষণাবেক্ষণ হইবে। তাই যখন নিমাই নৃত্য করিতে করিতে পড়িবার মত হইতেছেন, অমনি উঠিয়া, "নিতাই" "নিতাই" করিয়া চীৎকার করিয়া বলিতেছেন, "ধর ধর নিতাই ধর, নিমাই পড়িয়া গেল।" কিন্তু

নিতাই প্রাণপণে নিমাইকে রক্ষা করিতেছেন, তাঁহাকে উত্তেজনা করিবার প্রয়োজন হইতেছে না। তবু মায়ের প্রাণ, শচী সর্ব্বদা নিতাইকে সাবধান করিতেছেন, তাই সেখানে বসিয়া আছেন। শচী বসিয়া সেখানে আপনাকে একাকিনী ভাবিতেছেন, কারণ কাছে বিষ্ণুপ্রিয়া নাই। মাঝে মাঝে সেই কথা মনে হওয়ায় শিহরিয়া উঠিতেছেন, আবার নিমাইকে নৃত্যে পড় পড় দেখিয়া উহা ভুলিয়া যাইতেছেন।

শচী যে ঠিক একা আছেন, তাহা নয়। কারণ শ্রীল মুরারি পিড়ার নীচে, তাঁহার অতি নিকটে দাড়াইয়া। মুরারিও শচীর প্রায় পুত্রের ন্যায় নিজজন। মুরারি নৃত্যে যাইতে পারিতেছেন না, নৃত্যের যে আনন্দ তাহা তাঁহার আসিতেছে না। তিনি নৃত্যে যাইতেছিলেন, এমন সময় হঠাৎ শচীর প্রতি দৃষ্টি পড়িল। তাহাতে কীর্ত্তনানন্দের যে উদ্দাম তাহা অন্তর্হিত হইল। শচীর কাছে অমনি দাঁড়াইয়া গেলেন, ও জননীর অবস্থা দর্শন করিতে লাগিলেন। তাহাতে তাঁহার হৃদয়ে যে দুঃখের তরঙ্গ উঠিতেছে, তাহা কীর্ত্তনানন্দে দূরীভূত করিতে পারিতেছেন না। মুরারি দেখিতেছেন, শচীর নয়ন কেবল নিমাইয়ের দিকে, নিমাইয়ের সঙ্গে সঙ্গে উহা বিচরণ করিতেছে। নিমাইকে পড় পড় দেখিয়া শচী ব্যস্ত হইয়া কখন অল্প উঠিতেছেন, কখন উঠিয়া দাড়াইতেছেন, কখন "বাপ নরহরি, বাপ নিতাই, ধর নিমাই পলো" বলিয়া চীৎকার করিতেছেন।

ইহার মধ্যে নিতাই কি নরহরি একবার সামলাইতে পারিলেন না। সেই সুদীর্ঘ পুরুষ শচীর নন্দন, অমনি ছিন্নমূল তরুর ন্যায়, মৃত্তিকায় পড়িয়া গেলেন। প্রভু যেরূপ করিয়া পড়িলেন, তাহাতে সকলেরই বোধ হইল যেন তাঁহার সমুদায় অস্থি ভঙ্গ হইয়া গেল। ভক্তগণ হাহাকার করিয়া উঠিলেন, শচীর কি দশা হইল ভাবিয়া দেখুন। তিনি প্রথমে "নিতাই ধর পলো, পলো" বলিয়া চীৎকার করিতে করিতে যখন দেখিলেন যে, নিতাই ঠেকাইতে পারিলেন না, তখন নিমাইয়ের পতন দেখিবেন না বলিয়া নয়ন মুদিলেন, পতন শব্দ শুনিবেন না বলিয়া দুই কর্ণে দুই অঙ্গুলি দিলেন। এইরূপে চক্ষু ও শ্রবণেন্দ্রিয় বন্ধ করিয়া মনে মনে "গোবিন্দ" "গোবিন্দ" স্মরণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু অধিকক্ষণ থাকিতে পারিলেন না। নিমাই চৈতন্য পাইলেন কি না দেখিবার নিমিত্ত

নয়ন অর্দ্ধ উন্মীলিত করিতেছেন। যদি দেখিলেন, নিমাই চেতন পান নাই, তবে আবার নয়ন মুদিয়া গোবিন্দের স্মরণ করিতে লাগিলেন। যখন নিমাই চেতন পাইলেন, তখন দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া বলিতেছেন, "বাঁচিলাম। ঠাকুর! যখন নিমাই আছাড় খাইয়া পড়ে, তখন তুমি আমাকে অজ্ঞান করিও, যেন আমার উহা দেখিতে না হয়।"

কিন্তু নিমাই আবার পড়িলেন। শচী একবার উঠিতেছেন, একবার বসিতেছেন। ক্রমে জ্ঞান হারাইতেছেন, শেষে প্রায় সমুদায় হারাইলেন, তখন চেচাইয়া বলিতে লাগিলেন, "ওরে তোরা কীর্ত্তনে ক্ষমা দে। রাত্রি অধিক হইয়াছে।" কিন্তু সেই আনন্দসূচক "হরিবোল" "হরিবোল" ধ্বনির মধ্যে কে তাঁহার কথা শুনে? তখন আবার বলিতেছেন, "তোরা নিমাইকে ছাড়িয়া দে, একটু ঘুমা'ক।" আবার বলিতেছেন, "আহা! বাছার আছাড়ে আছাড়ে হাড় ভাঙ্গিয়া গেল।" শচী বলিতেছেন, "দেখেছ! লোকের রীতি দেখেছ? বাছা আমার সন্ন্যাস করিয়াছে বলিয়া কি উহার শরীরে ব্যথা লাগে না।" কিন্তু তবু কেহ তাঁহার কোন কথা শুনিতে পাইতেছেন না। তখন নাম ধরিয়া ডাকিতে লাগিলেন। "নিতাই" "নিতাই" "নিতাই" বলিয়া ডাকিয়া ডাকিয়া, তাঁহাকে খোসামোদ করিয়া বলিতেছেন, "নিতাই! নিমাই তোমার ছোট ভাই বলিয়া উহাকে একটু ধর।" নিতাই শুনিতে পাইলেন না। তাহার পরে, "শ্রীবাস" "শ্রীবাস" "নরহরি" "নরহরি" বলিয়া ডাকিলেন, তাঁহারাও কেহ শুনিলেন না। তখন যাহাকে সম্মুখে দেখিতেছেন, তাহাকে ডাকিয়া বলিতেছেন, "ওগো এক বার অদ্বৈত আচার্য্যকে ডাকিয়া দাও ত?"

মুরারি সমুদায় দাড়াইয়া দেখিতেছেন। শচীর যত ভাব-তরঙ্গ তাহা তাঁহার কাছে দাঁড়াইয়া মনোনিবেশপূর্ব্বক দর্শন করিতেছেন, আর মনে মনে বিচার করিতেছেন। কখন বা প্রভুর উপর রাগ হইতেছে, আর বলিতেছেন, "প্রভু, একবার মায়ের দশাটি দেখে যাও।" মুরারি, শচীর দশা দেখিয়া, ভাবে এরূপ মুগ্ধ হইলেন যে, সে অবস্থাটি বর্ণন করিয়া, "শ্রীঅদ্বৈত আঙ্গিনায় শচীর উক্তি" এই পদটি বান্ধিলেন—

ধর ধর ধর রে নিতাই, আমার গৌর ধর। ধ্রু।
আছাড় সময়ে, অনুজ বলিয়া, বারেক করুণা কর॥

আচার্য্য গোঁসাঞি, দেখিহ নিতাই,
আমার আঁখির তারা।
না জানি কি ক্ষণে, নাচিতে কীর্ত্তনে,
পরাণে হইবে হারা॥
শুনহে শ্রীবাস, করেছে সন্ন্যাস,
ভূমিতলে পড়ি যায়।
সোণার বরণ, ননীর পুতলী,
ব্যথা না লাগয়ে গায়॥
শুন ভক্তগণ, রাখহ কীর্ত্তন,
অধিক হইল নিশা।
কহয়ে মুরারি, শুন গৌরহরি,
দেখ হে মায়ের দশা॥

আচ্ছা ঠাকুরাণী, আজ যেন তোমার নিমাই তোমার কাছে আছেন, তুমি ইহার উহার খোসামোদ করিয়া তাঁহার প্রাণরক্ষা করিতেছ। কিন্তু দু এক দিন পরে তিনি কোথা থাকিবেন? তখন তোমার নিমাই পড়িয়া গেলে কে ধরিবে? কিন্তু শচীর তাহা মনে নাই। এই যে জীবে জীবে গাঢ় আকর্ষণ, ইহার ন্যায় মনুষ্যের শ্রেয়ঃ আর নাই। অতএব এই আকর্ষণই জীবের সেব্য বস্তু। যিনি ইহাকে অবহেলা করেন, তিনি ঈশ্বরদত্ত যে প্রকৃতি তাহা উল্লঙ্ঘন করিয়া আপনাকে অমানুষ, অর্থাৎ একটি দৈত্য সৃষ্টি করিবার চেষ্টা করেন। এই যে জীবে জীবে আকর্ষণ, ইহা লক্ষ্য করিয়া লোকে বলে, "সম্বন্ধ জীবনাবধি।" কিন্তু সম্বন্ধ যদি জীবনাবধি হইত, তবে জীবনের পরেও প্রিয়বস্তুর জন্য প্রাণ কান্দে কেন? শ্রীভগবানের যেরূপ প্রকৃতি, তাহাতে যদি সম্বন্ধ জীবনাবধি হইত, তবে জীবনের সঙ্গে সঙ্গে প্রিয়বস্তুর স্মৃতিও চলিয়া যাইত। প্রিয়বস্তুর সহিত এরূপ চিরসম্বন্ধ যে, তাহাকে ভুলিব এরূপ মনে অনুভব করা যায় না। আপনার "আমিত্ব" বিস্মৃত না হইলে প্রিয়বস্তুকে বিস্মৃত হওয়া যায় না।

তুমি কে? ইহা একবার ঠাহরিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবে যে, তুমি পূর্ব্বে একটি কর্দ্দম পিণ্ডের মত হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলে। তাহার পরে তুমি এ জগতে যে যে শিক্ষা পাইয়াছ, সেই শিক্ষার ছাঁচে

একটি স্বতন্ত্র বস্তু গঠিত হইয়াছ। সেই বস্তু তুমি, তুমি ত্রিজগতের অন্যের সহিত পৃথক। তোমার শিক্ষার মধ্যে, তোমার মা কে, বাবা কে, এই শিক্ষা পাইয়াছ। কে তোমার প্রিয়জন, কে পুত্র, কে ভ্রাতা, তাহাও শিক্ষা পাইয়াছ। এই সমুদায় শিক্ষাই তোমাকে অন্যান্য জীব হইতে পৃথক করিয়াছে। তুমি আপনাকে ধ্বংশ না করিলে এ সমুদায় শিক্ষার ফল ভুলিতে পারিবে না। তোমার অবশ্য এক জন প্রিয়বস্তু আছে, আর অবশ্য তুমি বিয়োগদুঃখ ভোগ করিয়াছ। কিন্তু দেখিবে যে, যদিও তোমার প্রিয়বস্তু আর এ জগতে নাই, তবু সে বস্তুটী ছবির স্বরূপ তোমার হৃদয় মন্দিরের প্রাচীরে ঝুলিতেছে। যদি তাঁহাকে ভুলিতে পারিতে, তবে তাহার সহিত পুনর্মিলন না হইলেও না হইতে পারিত। যখন সেই অতিশয় স্নেহশীল শ্রীভগবান তোমাকে তোমার প্রিয়জনকে ভুলিতে দিতেছেন না, তখন অবশ্য সে বস্তু তিনি তোমার নিমিত্ত রাখিয়াছেন। তুমি যখন চিরদিনেও এ সমুদায় সম্বন্ধ, আপনাকে ধ্বংশ না করিয়া, ভুলিতে পার না, তখন কি তুমি ভাবিতে পার যে, শ্রীভগবান চিরদিনের নিমিত্ত তোমাকে এই বিয়োগজনিত দুঃখ দিবেন? তুমি কি এরূপ নিঠুর হইতে পার? যদি তোমার শক্তি থাকিত, তবে কি শোকাকুল জননীর কোল হইতে তাহার পুত্রকে চির দিন পৃথক রাখিতে পারিতে? তুমি এরূপ নিঠুরালী করিতে পার না, আর শ্রীভগবান করিবেন? তোমরা তাঁহাকে ভাব কি? তাঁহাকে এরূপ অপবাদ দিও না। তিনি যত মন্দই হউন, তোমা অপেক্ষা মন্দ নহেন। তুমি যে কার্য্য নিঠুর ভাব, তিনি তাহা করিতে পারিবেন কেন? নিমাই দু এক দিন পরে কোথা যাইবেন ঠিকানা নাই, শচী তাহা ভুলিয়া পুত্র ধূলায় না পড়েন, ইহার নিমিত্ত ব্যস্ত হইতেছেন। মৃত-পুত্র গঙ্গার ঘাটে লইয়া যাইতেছে, কিন্তু তাহার মস্তকে ছত্র ধরা হইয়াছে, পাছে তাহার মুখে রৌদ্র লাগে! এই যে জীবে জীবে সম্বন্ধ, ইহাই জীবের উপাস্য দেবতা, ইহারই অধিষ্ঠাত্রী দেবী শ্রীমতী রাধা, আর ইঁহার সেবা দ্বারাই শ্রীশ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনকে, অর্থাৎ মাধুর্য্যময় শ্রীভগবানকে পাওয়া যায়।৺

প্রভাতে ভক্তগণ সকলে মনে সাব্যস্ত করিলেন যে, তাঁহারা প্রভুকে এক এক দিন "ভিক্ষা" দিবেন। প্রভু এখন সন্ন্যাসী। প্রভুকে আর

কেহ "ভোজন" করাইবেন, কি "নিমন্ত্রণ" করিবেন, এ কথা বলিবার যো নাই। প্রভুকে এখন "ভিক্ষা" দেওয়া যায়, আর প্রভুও "ভিক্ষা" ব্যতীত আর কিছু গ্রহণ করিতে পারেন না। কিন্তু পূর্ব্বে বলিয়াছি প্রভু শ্রীঅদ্বৈতের বাড়ী সন্ন্যাসের নিয়ম পালন করিতেছেন না। অর্থাৎ, জননীকে সন্ন্যাসের যে দুঃখ তাহা কিছু দেখিতে দিবেন না, এই তাঁহার সংকল্প। ভক্তগণ প্রভুকে ভিক্ষা দিবেন এ কথা যখন প্রকাশ হইল, তখন শচী শুনিয়া বড় কাতর হইলেন। তিনি শ্রীবাস প্রভৃতিকে ডাকিয়া বলিলেন, "তোমরা নিমাইকে নিমন্ত্রণ করিবে আমি ইহাতে বাধা দিতে পারি না, কিন্তু আমার ইচ্ছা নিমাই আর যে কয়েক দিন এখানে থাকেন, আমি আমার সাধ পুরিয়া তাঁহাকে খাওয়াই। তোমরা আবার তাঁহার দর্শন পাইতে পারিবে, আমার কিন্তু এই শেষ দেখা। তোমাদের অনুমতি পাইলে জনমের মত আমি নিমাইয়ের একবার সেবা করিয়া লই।"

এ কথা শুনিয়া ভক্তগণ তখনি সম্মত হইলেন। নিশিযোগে কীর্ত্তন, দিবাভাগে সুরধুনীতে স্নান, শচীর হস্তে অন্ন ভোজন, সমস্ত দিবা কৃষ্ণকথা, এইরূপে পঞ্চ দিবস অতীত হইল। প্রভু কবে কি করিবেন, কেহ কিছু জানেন না। পঞ্চ দিবস পরে প্রভাতে প্রভু প্রাতঃস্নান করিয়া আসিয়া বলিতেছেন, "আমি নীলাচলে চলিলাম।"

সকলে বলিয়া উঠিলেন, "সে কি?" প্রভু নীলাচলে চলিলেন, এ কথা মুখে মুখে দাবানলের ন্যায় ব্যাপিয়া পড়িল।

যে যেখানে ছিল দৌড়িয়া আসিয়া প্রভুকে ঘিরিয়া ফেলিলেন, শচী এলো থেলো বেশে যত দূর পারেন দৌড়িয়া আসিয়া বসিয়া পড়িলেন।

নিমাইচন্দ্রের ভাব, যেন তখন সমুদায় ভুলিয়া গিয়াছেন, আর সকলে তাঁহাকে ঘিরিয়া না ফেলিলে অমনি অমনিই যাইতেন। কিন্তু শচী এবং ভক্তগণ যখন তাঁহাকে ঘিরিয়া ফেলিলেন, তখন প্রভুর সে ভাব গেল। প্রভু যাইবেন বলিয়া সকলকে প্রবোধবাক্য বলিতে আরম্ভ করিলে, প্রথমেই শ্রীহরিদাস অতি কাতরে চরণতলে পড়িলেন, বলিতেছেন, "প্রভু! আমাকে তুমি কার কাছে রাখিয়া যাও। আমিত নীলাচলে যাইতে পারিব না।" হরিদাসের ন্যায় গম্ভীর ও বিজ্ঞ ভক্তের

দশা দেখিয়া উপস্থিত সকলে তাঁহার প্রতি চাহিলেন। হরিদাস স্বভাবতঃ দীনের দীন, তাহার উপর তিনি দৈন্য করিতে থাকিলে দয়াময় প্রভু বড় ক্লেশ পাইতেন। প্রভু কঠিন হইয়া বিদায় হইতে ছিলেন, কিন্তু হরিদাসের অবস্থা দেখিয়া তাঁহার নয়নে জল আসিল। বলিতেছেন, "হরিদাস! শান্ত হও। তোমার কাতরোক্তিতে আমার বুক ফাটিয়া যায়।"

ইহার তাৎপর্য্য এই, তখন হিন্দু মুসলমানে ঘোরতর সমর চলিতেছে. পরস্পরে মর্ম্মান্তিক হইয়াছে। উড়িষ্যা হিন্দুর রাজ্য, সে রাজ্যে মুসলমানের যাইবার অধিকার নাই। মুসলমান যদি সে রাজ্যে যাইত, তবে তাহাকে বধ করা হইত. সে ব্যক্তি ফকির হইলেও রাজদূত সন্দেহে বধ্য হইত হরিদাস যদিও এখন পরম ভাগবত হইয়াছেন, তবু তিনি পূর্ব্বে মুসলমানই ছিলেন। অতএব তাঁহার নীলাচলে যাইবার অধিকার ছিল না। প্রভু বলিতেছেন, "হরিদাস! তুমি নিশ্চিন্ত হও। আমি তোমার জন্য শ্রীজগন্নাথদেবকে নিবেদন করিব. করিয়া তোমাকে সেখানে লইয়া যাইব।"

ভক্তগণ দেখেন যে প্রভু চলিলেন। প্রভু যখন চলিলেন, তখন তাঁহাকে রাখে কাহার সাধ্য? কি বলিয়াই বা রাখেন? তবু তাঁহারা একটী কথা উঠাইলেন, সে এই যে. উড়িষ্যার হিন্দু রাজার সহিত গৌড়ের মুসলমান পাতসাহের ঘোরতর সমর চলিতেছে; অতএব উড়িষ্যায় যাইবার পথ একেবারে বন্ধ হইয়া গিয়াছে। ভক্তগণ বলিলেন, "প্রভু! এরূপ যত দিবস থাকে তত দিবস শ্রীক্ষেত্রে কেহ যাইতে পারিবে না। অতএব আপনি ক্ষান্ত হউন, পথ পরিষ্কার হইলে যাইবেন।" প্রভু উপহাস করিয়া বলিলেন. "নীলাচলচন্দ্রকে দর্শন করিতে যাইতেছি, আমাকে কে রোধ করিবে।" সে যাহা হউক, সকলে বুঝিলেন প্রভুকে আর রাখা যায় না।

তখন শ্রীঅদ্বৈত করযোড়ে বলিলেন, "প্রভু! আর কয়টা দিবস থাকিয়া যাউন, আমাদের এই মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুন।" শ্রীঅদ্বৈতের কথা প্রভু পারতপক্ষে কখন উপেক্ষা করিতেন না। প্রভু একটু থামিয়া বলিলেন, "তাই হবে," অমনি সকলে আনন্দে বিহ্বল হইলেন। একজন ব্রাহ্মণ প্রভুকে দাঁড়াইয়া দেখিতেছিলেন। প্রভু সেই গোলের মধ্যে দাঁড়াইয়া আছেন। প্রভুর হস্তে দণ্ড, গাত্র কন্থা দ্বারা আবৃত, গমনোন্মুখ হইয়া

দাঁড়াইয়া সকলের সহিত কথা কহিতেছেন। এই নূতন ব্রাহ্মণতনয় প্রভুর সর্ব্বাঙ্গ ভাল করিয়া দেখিতে পাইতেছেন না, যেহেতু উহা কাঁথা দ্বারা আবৃত। মুখ খানি দেখিতেছেন চন্দ্রের ন্যায়। মনে ভাবিতেছেন মুখ খানি কি মিষ্ট, অঙ্গ খানি না জানি কেমন! মুখ খানি দেখিলাম, অঙ্গটি কি দেখিতে পাব না? প্রভুর শ্রীঅঙ্গ দর্শন করিবার নিমিত্ত ক্রমেই তাঁহার ব্যাকুলতা বাড়িতেছে, শেষে অধৈর্য্য হইয়া উন্মত্ততাবস্থা প্রাপ্ত হইলেন। তখন কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য জ্ঞানশূন্য হইয়া সেই লোকের মাঝে, যে প্রভুকে স্পর্শ করিতে শ্রীঅদ্বৈতেরও ভয় করে, তাঁহার অঙ্গের কাঁথা খানি হঠাৎ বল করিয়া কাড়িয়া লইলেন। প্রভুর অঙ্গের কাঁথা এইরূপে অপসৃত হইলে কিরূপ হইল? মুরারি বলিতেছেন, এইরূপ বোধ হইল যেন মেঘাবৃত চন্দ্র প্রকাশিত হইলেন। ব্রাহ্মণ তখন প্রভুর শ্রীরূপ দর্শন করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "কি সুন্দর! কি সুন্দর!" ব্রাহ্মণের কাণ্ড দেখিয়া ভক্তগণ প্রথমে চমকিত হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহারা যখন তাঁহার মনের ভাব বুঝিলেন, আর তাঁহার দশা দেখিলেন, তখন সকলে আনন্দে নিমগ্ন হইলেন,—প্রভু একটু লজ্জা পাইলেন।

শ্রীভগবান জীবকে রূপ আস্বাদন করিবার শক্তি দিয়াছেন। এই রূপ আস্বাদ শক্তির নিগূঢ় প্রকৃতি কি, তাহা তিনিই জানেন। তিনি এই-নিগূঢ় জানেন বলিয়া রূপ দুইরূপে বিভাগ করিয়া দিয়াছেন। যথা, স্ত্রীলোকের রূপ ও পুরুষের রূপ। পুরুষের নিকট স্ত্রীলোক, ও স্ত্রীলোকের নিকট পুরুষ মনোহর করিয়াছেন। শ্রীভগবানের অচিন্তনীয় শক্তির কথা একবার মনে করুন। সুন্দরী স্ত্রীলোকের রূপ দেখিয়া পুরুষ মোহিত হইবে। আবার তাহাকে একটি স্ত্রীলোকের সম্মুখে ধর, তাহাতে যে, কোন রূপ আছে সে তাহা বুঝিতে পারিবে না। সেইরূপ একটি রূপবান্ পুরুষের রূপ দেখিয়া স্ত্রীলোকের নয়নে জল আসিবে, কিন্তু অন্য পুরুষে তাহার রূপের মাধুর্য্য বুঝিতে পারিবে না। তাহাকে দেখিয়া কোন পুরুষ এমনও ভাবিতে পারে যে, তাহার রূপত নাই, প্রত্যুত সে নিতান্ত কুৎসিৎ। তাই, শ্রীভগবান স্ত্রীলোকের রূপ আস্বাদন করিবার শক্তি কি প্রকৃতি ভাবিয়া পুরুষের সৃষ্টি করিয়াছেন এবং পুরুষের প্রকৃতি মনে রাখিয়া স্ত্রীলোকের সৃষ্টি করিয়াছেন।

আবার জীবের এই প্রকৃতি জানিয়া তিনি স্বয়ং মনোহর রূপ

ধরিতে সক্ষম হয়েন। তিনিই জানেন কি প্রকার রূপ ধরিলে জীব মোহিত হইবে। শ্রীমতী বলিতেছেন, "বন্ধু—

এনা ছাঁদে কেনা বান্ধে চূড়।
চূড়ায় মজালে জাতি কুল॥ ধ্রু
কার না আছে ও দুটি নয়ন।
তোমার, অরুণ করুণ আঁখি আন॥"

শ্রীমতী বলিতেছেন, "বন্ধু, চূড়া অনেকেই বাঁধে, তুমি যে ছাঁদে বাঁধিয়াছ, ওরূপ ছাঁদেও সকলেই বাঁধে, তবু তোমার চূড়া আর এক প্রকার কেন হয়? তোমার যেমন দুটি চোখ, উহা ত সকলেরই আছে, কিন্তু তোমার চোখে এরূপ প্রাণ কাড়িয়া লয় কেন?" ইহার উত্তর এই, তিনি রূপের সূক্ষ্মতত্ত্ব অবগত আছেন।

শ্রীভগবানের রসজ্ঞান আছে, তাই তাঁহার নাম রসিকশেখর। তুমি ভাবিতে পার যে, যদি শ্রীভগবান, শ্রীকৃষ্ণ কি গৌর রূপ ধরিয়া তোমার সম্মুখে আইসেন, হয়ত তুমি কোন সুখ পাইবে না। চাহিয়া থাকিবে, আর সুখ না পাইয়া বড় মনস্তাপ পাইবে, আর আশা ভঙ্গ হইবে। সে ভয় তোমার নাই। যদি তিনি আইসেন তবে তাহার উত্তম আয়োজন করিয়াই আসিবেন। তুমি জান না, কিন্তু তিনি জানেন, কিসে তুমি মোহিত হইবে। তিনি যখন তোমাকে দর্শন দিবেন, তখন তিনি তোমার নিকট সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইয়া আসিবেন, আর তখন তুমি এই প্রার্থনা করিবে, যথা, "হে নাথ! হে সুন্দর! হে নয়নানন্দ! হে বধু! আমাকে এক লক্ষ চক্ষু দাও। তোমার রূপ আমার এ দুটী আঁখিতে ধরিতেছে না।" বিজয় আঁখরিয়া শ্রীগৌরাঙ্গের একখানি হস্ত দেখিয়া সাত দিবস উন্মাদ ছিলেন। শ্রীবাসের মুসলমান দরজীও শ্রীগৌরাঙ্গের গুহ্য রূপ, চকিতের মত দেখিয়া, "দেখেছি" "দেখেছি" বলিয়া সাত দিবস পাগল ছিল।

এইরূপ রসাস্বাদই জীবের চরম গতি। জীবে সংসার পাতাইয়া, অর্থাৎ পিতা, মাতা, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, ভ্রাতা, ভগ্নী, স্বদেশবাসী ইত্যাদি লইয়া যে রস শিক্ষা করে, এই রসের চরম গতি শ্রীভগবান। আর এই রস দ্বারা সাধনাকে শ্রীভগবানের মধুর ভজন বলে।

শ্রীনিমাই শ্রীঅদ্বৈতের অনুরোধে আর কয়েক দিবস বাস করিলেন। এইরূপে শ্রীঅদ্বৈত দশ দিবস মহোৎসব করিলেন।

আবার—

সন্ন্যাস করিলা প্রভু কারও নাহি মনে।
আনন্দে গোঁয়ায় দিবা রাত্রি সংকীর্ত্তনে॥

শ্রীনিমাই যাইবেন, প্রভাতে এই কথা বলিলেন। এই কথা বলিলে সকলে আসিয়া প্রভুর চতুর্দ্দিকে দাঁড়াইলেন, শচীও আইলেন। প্রভু মাঝখানে বসিয়া, শচী অগ্রে, ভক্তগণ চারিপার্শ্বে। প্রভু গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "তোমরা আমার বান্ধব, আমাকে অহৈতুকী প্রীতি করিয়া থাক। আমি যে, সে ঋণ শোধ করিব এমন আমার কিছু নাই। তোমরা গৃহে গমন কর। যাইয়া দিবানিশি শ্রীকৃষ্ণ ভজন কর। আমি নীলাচলে চলিলাম, দেখি যদি নীলাচলচন্দ্র আমাকে দয়া করেন।" ইহা বলিতে, অর্থাৎ নীলাচলচন্দ্রের স্মরণ মাত্র, প্রভুর নয়ন জলে ভরিয়া আইল, কিন্তু সময় বুঝিয়া কষ্টে ধৈর্য্য ধরিলেন। প্রভু এই কথা বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন, ও "হরিবোল" "হরিবোল" বলিয়া চলিলেন। শচী উঠিয়া পুত্রের গলা ধরিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু পারিলেন না।

প্রভু যাইবার অগ্রে কি করিলেন তাহা বাসুঘোষের সংক্ষেপ বর্ণনায় দেখুন—

শ্রীপ্রভু করুণ স্বরে, ভকত প্রবোধ করে,
কহে কথা কান্দিতে কান্দিতে।
দুটি হাত যোড় করি, নিবেদয়ে গৌরহরি,
সবে দয়া না ছাড়িহ চিতে।
ছাড়ি নবদ্বীপ বাস, পরিনু অরুণ বাস,
শচী বিষ্ণুপ্রিয়ারে ছাড়িয়ে।
মনে মোর এই আশ, করি নীলাচল বাস,
তোমা সবা অনুমতি লয়ে॥

* শচীর আনন্দ বাড়ে দেখি পুত্র মুখ।
ভোজন করায়ে পূর্ণ হৈল নিজ সুখ॥—চরিতামৃত।

নীলাচল নদীয়াতে, লোক করে যাতায়াতে,
তাহাতে পাইবে তত্ত্ব মোর।
এত বলি গৌরহরি, নমো নারায়ণ করি,
অদ্বৈতে ধরিয়া দিছে কোর॥
শচীরে প্রবোধ দিয়ে, তার পদধূলি লয়ে,
নিরপেক্ষ যাত্রা প্রভু কৈল।
এরূপ করুণ বোলে, গোরা যায় নীলাচলে,
শান্তিপুর ক্রন্দনে ভরিল॥

তখন শচীর দশা কি হইল যথা,—চৈতন্য মঙ্গলে—

চেতন হরিল শচী কান্দিতে না পায়।
ধরিবারে চাহে নিজ পুত্রের গলায়॥

এদিকে হরিদাস অতি আর্ত্তনাদে চরণে পড়িলেন, পড়িয়া করুণস্বরে কান্দিতে লাগিলেন, সে ক্রন্দনে সকলের হৃদয়ের বন্ধন ছিন্ন হইয়া গেল ও সকলে একস্বরে একেবারে কান্দিয়া উঠিলেন। প্রভু বলিলেন, "হরিদাস! তুমি যেরূপ করিয়া আমার চরণ ধরিলে, তুমি আমাকে এই কৃপা কর যে আমিও এইরূপ কাতরে শ্রীনীলাচলচন্দ্রের চরণ ধরিতে পারি।" নীলাচলচন্দ্রের নাম করিতে আবার প্রভুর নয়ন জলে পূরিয়া আইল!

ভক্তগণ বুঝিলেন প্রভুকে আর রাখিতে পারিবেন না। তবু যাবৎ শ্বাস তাবৎ আশ, মনুষ্য আশা ছাড়িতে পারে না। আর একবার প্রাণপণে চেষ্টা করিবেন ভাবিয়া, শ্রীবাস মুখপাত্র হইয়া, প্রভুকে বলিতে লাগিলেন—

"প্রভু! আমরা ছার, তুমি স্বতন্ত্র পুরুষ; আমরা মলিন, তুমি পবিত্র; আমরা ক্ষুদ্র বুদ্ধি, তুমি জ্ঞানময়; আমরা মায়ায় অভিভূত, তুমি তাহার অতীত; আমরা তোমার গতিরোধ কিরূপে করিব? চেষ্টা করাও আমাদের পক্ষে অপরাধ। কিন্তু প্রভু, আমরা মুগ্ধ জীব, আমাদের তুমি যেরূপ প্রকৃতি দিয়াছ, তাহার অধীন হইয়া তোমাকে কিছু বলিব, প্রভু ক্ষমা করিবেন। তুমি অসাধনে হঠাৎ উপস্থিত হইয়া তোমার বিনোদ-লীলা দেখাইলে, আবার এখন ভুবন অন্ধকার করিয়া তোমার এই

অসহনীয় লীলা দেখাইতে চলিলে। কেন? আমাদের অপরাধ? আমরা কি অপরাধে এ সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হই? তুমি যাইতেছ তাহা নহে, আমাদের প্রাণ, মন, বুদ্ধি এমন কি, পঞ্চেন্দ্রিয় পর্য্যন্ত, লইয়া যাইতেছ। আমরা থাকিব কি রূপে? প্রভু! তুমি বলিতে পার যে, আমরা যাহা অসাধনে পাইয়াছি সেই বিস্তর। আমরা ছার, কিন্তু তুমি যাঁহার উদরে জন্ম লইয়াছ, আর যাঁহাকে পদসেবার অধিকারিণী করিয়াছ, সেই শচী ও বিষ্ণুপ্রিয়া ঠাকুরাণীর অবস্থা একবার মনে কর দেখি? মা জননী তোমার সম্মুখে, তাঁহার দশা একবার চেয়ে দেখ। বিষ্ণুপ্রিয়া নদিয়ায় বসিয়া কান্দিতেছেন, তাঁহার ক্রন্দনে পৃথিবী বিদরিয়া গেল, পশু পক্ষী পাতা লতা পাষাণ পর্য্যন্ত ঝুরিতেছে। (১) প্রভু! জীবকে করুণা করিতে যাইতেছ, নিজজনকে কি অপরাধে দুঃখ দিতেছ? ন'দের ধন ন'দে চল। আমাদের ন'দের চাঁদ এখন নীলাচলে উদয় হইতে চলিলেন, ইহা কি আমাদের প্রাণে সহে? প্রভু, বিনোদলীলা করিলে, করিয়া জীবগণকে বৃন্দাবনের সম্পত্তি দেখাইলে। কীর্ত্তনসমুদ্র মন্থন করিয়া সুধা উঠাইলে, উঠাইয়া সমস্ত জগৎ উন্মত্ত করিলে, এখন কেন বিষ উঠাইতে যাইতেছ? ন'দে চল, সংকীর্ত্তন কর, তোমার জীবগণের আর কি সম্পত্তির প্রয়োজন? নাগর বেশ ধরিয়া আমাদের চিত্ত আকর্ষণ করিয়া, এখন কাঙ্গাল হইয়া সম্মুখে উদয় হইলে। দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিবে। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-সেবিত চরণ দুখানিতে হাঁটিয়া হাঁটিয়া ব্রণ হইবে। (২) বৃক্ষতলে শয়ন করিবে, ভিক্ষা না পাইয়া উপ-

(১) হের দেখ তোর মাতা শচী অনাথিনী।
কান্দনাতে যায় উহার দিবস রজনী॥
বিষ্ণুপ্রিয়া কান্দনাতে পৃথিবী বিদরে।
পশু পক্ষী লতা পাতা এ পাষাণ ঝরে॥—চৈতন্যমঙ্গল॥

(২) একেশ্বর কেমনে হাঁটিয়া যাইবে পথে।
ক্ষুধায় তৃষ্ণায় অন্ন মাগিবে কাহাকে॥
শচীর দুলাল তুমি দুর্ল্লভ চরিত।
দুখানি চরণ বিষ্ণুপ্রিয়ার সেবিত॥
ভক্তগণ অমিয় নয়ন দিঠি পাতে।
এ দেহ প্রেমার তনু বাড়ে হাতে হাতে॥—চৈতন্যমঙ্গল॥

বাস করিবে, ইহা অপেক্ষা আমাদের কোটি বার মরণ ভাল। প্রভু! আমাদের বুকে নিজ হাতে শেল মারিও না।" শ্রীবাস এইরূপ বলিতেছেন, আর সকলে চীৎকার করিয়া, কেহ প্রভুর পায় ধরিলেন, কেহ মৃত্তিকায় পড়িলেন, কেহ বা করযোড়ে প্রভুর মুখ পানে চাহিয়া কান্দিতে লাগিলেন।

তাহার পরে শ্রীবাস আবার বলিতে লাগিলেন, "প্রভু! শচীমায়ের নিকট কি বলে বিদায় হইবে? বিষ্ণুপ্রিয়া এ কথা শুনিবামাত্র মরিবেন। আমরা আর কি তোমার চন্দ্রমুখ দেখিব না? আর কি তোমার নৃত্য দেখিব না? আর কি আমাদিগকে নাচিতে নাচিতে কোলে করিবে না? আর কে আমাদিগকে মধুর দর্শন করিয়া প্রেমানন্দে ভাসাইবে? হা কষ্ট! হা কষ্ট! এই জন্যই কি, আমাদের পাষাণ হৃদয় কোমল করিয়াছিলে, যে ভাল করিয়া দুঃখ দিবে?"

শ্রীগৌরাঙ্গের তিনটী বড় কণ্টক। প্রিয়া, জননী, ভক্তগণ। একটী আপদের হাত এড়াইয়াছেন, যেহেতু বিষ্ণুপ্রিয়া শ্রীনবদ্বীপে। ভক্তগণ ও জননী প্রভুকে ফিরাইয়া আনিবেন, এই ভরসা অবলম্বনে, আশা-পথ চাহিয়া তিনি নদীয়ায় রহিয়াছেন। কিন্তু তবু দুইটী কণ্টক সম্মুখে, জননী ও ভক্তগণ। জননী, পুত্রকে নীলাচলে থাকিতে অনুমতি দিয়াছেন সুতরাং প্রভুর জননী, দার্চ্য অবলম্বন করিয়া, চুপ করিয়া বসিয়া আছেন। কেবল নিমিষহারা হইয়া পুত্রের মুখ দেখিতেছেন। সুতরাং এ আপদটী বড় বাধা দিতেছেন না। এখন ভক্তগণকে বুঝাইয়া নিরস্ত করিতে পারিলেই তাঁহার মনস্কামনা সিদ্ধি হয়। প্রভু জননীর দিকে চাহিয়া একটু হাস্য করিলেন। হাস্য করিলেন বটে, কিন্তু অন্তর কারুণ্য-রসে পূর্ণ রহিয়াছে, নয়নদ্বয় তাহার সাক্ষ্য দিতে চাহিতেছে, আর প্রভু তাহাদিগকে নিবারণ করিতেছেন। প্রভু একটু হাস্য করিয়া বলিলেন, "তোমরা শান্ত হও। মা! আমার মনের কথা শ্রবণ কর। আমি নীলাচলে বরাবর বাস করিব। আমি আসিব, তোমরা যাইবে, সুতরাং সর্ব্বদা দেখা সাক্ষাৎ হইবে।"

এই কথা বলিলে কোন ভক্ত বলিলেন, "প্রভু! এই কি ঠিক? তোমাকে আমাদের আর বিশ্বাস নাই। তুমি সত্য করিয়া বল যে

নীলাচলে তোমার বরাবর বাস হইবে।” ইহাতে প্রভু বলিলেন, “আমি সত্য করিলাম, নীলাচলে আমি বরাবর বাস করিব।” *

এই কথা শুনিয়া সকলে একটু আশ্বস্ত হইলেন। সকলে ভাবিলেন, প্রভু যদি নীলাচলে বাস করেন, তবে সে বিংশতি দিবসের দূরের পথ বই নয়। সেখানে যাইয়া তাঁহাকে দর্শন করিলেই হইবে।

শচী ধীরে ধীরে বলিলেন, “নিমাই! তোমার মুখ কি আমি আর দেখিতে পাইব?” প্রভুর নয়ন আর কথা শুনে না, কিন্তু নিজে শক্তি-ধর, নয়নকে বাধ্য করিলেন, উহা হইতে বারি পড়িতে দিলেন না। প্রভু বলিলেন, “মা! আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি এখনও বলিতেছি, আমি আসিয়া তোমার চরণ দর্শন করিব।”

এখানে একটী কাহিনী বলিতে হইবে। প্রভুর পিতার নাম জগন্নাথ, পিতামহের নাম উপেন্দ্র। বাড়ী শ্রীহট্টের ঢাকাদক্ষিণ গ্রামে। প্রভুর খুল্লতাত-তনয় প্রদ্যুম্নমিশ্র। তিনি “শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য উদয়াবলী” নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। সে খানি মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছে। সেই গ্রন্থে লেখা আছে যে, প্রভু যখন শান্তিপুর পরিত্যাগ করেন, তখন শচী তাঁহাকে একটী কথা বলিয়াছিলেন। সে গ্রন্থে দেখিতে পাই যে প্রভুর পিতামহীর নাম শোভাদেবী। নিমাই জন্মিবার পূর্ব্বে যখন শচী ও জগন্নাথ ঢাকাদক্ষিণ গ্রামে গমন করেন, তখন শোভাদেবী স্বপ্নে দেখিতে পান তাঁহার পুত্রবধূর অর্থাৎ শচীর গর্ভে স্বয়ং শ্রীভগবান প্রবেশ করিয়া বলিতেছেন, “তুমি তোমার বধূকে সত্বর শ্রীনবদ্বীপে পাঠাইয়া দাও, আমি শ্রীনবদ্বীপ ব্যতীত অন্য কোন স্থানে ভূমিষ্ঠ হইব না।” এই আজ্ঞা শুনিয়া প্রাতে শোভাদেবী শচীকে সমুদায় বৃত্তান্ত বলিয়া বলিলেন যে, “তুমি শ্রীনবদ্বীপে গমন কর, তোমার উদরে শ্রীভগবান জন্ম গ্রহণ করিবেন। কিন্তু মা, তুমি আমার নিকট একটী কথা অঙ্গীকার করিবে। শ্রীভগবান তোমার পুত্র হইবেন, তুমি অবশ্য একবার আমাকে তাঁহাকে দেখাইবে।” শচী স্বীকার করিলেন। আর এখন শান্তিপুর হইতে পুত্র চলিয়া যাইতেছেন দেখিয়া, সেই কথা মনে হওয়ায়, তাঁহাকে

---

* সত্য সত্য করি প্রভু বলে বার বার॥
নীলাচলে বাস সত্য হইবে আমার॥—চৈতন্য মঙ্গল।

আপনার শাশুড়ীর নিকট প্রতিজ্ঞার কথা বলিলেন। নিমাইও মাতার প্রতিজ্ঞা পালনার্থে এক দেহ শান্তিপুরে রাখিয়া অন্য দেহ ধরিয়া অন্তরীক্ষে শ্রীহট্টে গমন করিয়া পিতামহীকে দর্শন দিয়াছিলেন। এই কাহিনী উপরি উক্ত গ্রন্থে বিস্তারিত বর্ণিত আছে। এখন শান্তিপুরের কথা শ্রবণ করুন।

জননীকে দর্শন দিবেন এই কথা বলিয়া প্রভু আবার বলিলেন, "হরিবোল"। হরিবোল শব্দটী চিরকাল বড় মধুর, সে সময়ে শ্রীগৌরাঙ্গের কৃপায় আরো মধুর হইয়াছিল। আবার চারিটী অক্ষর শ্রীগৌরাঙ্গের নিজ মুখে কি মধুর লাগিত তাহা অক্ষরের দ্বারা বর্ণনা করা অসাধ্য কিন্তু তখন শ্রীগৌরাঙ্গের মুখে "হরিবোল" শব্দটী বজ্রের ন্যায় শুনিতে দুঃখকর বোধ হইল।

রসলোলুপ পাঠক একবার "অক্রূর সংবাদ" গীত শ্রবণ করিবেন। গীত শ্রবণ সময় শ্রীগৌরাঙ্গকে শ্রীকৃষ্ণ ভাবিবেন, শচীকে যশোদা ভাবিবেন, ভক্তগণকে গোপী ভাবিবেন, আর শ্রীমতী রাধা যে কুঞ্জের আড়ালে দাঁড়াইয়া গমন দর্শন করিতেছিলেন, তাহা শ্রীনবদ্বীপে বিষ্ণুপ্রিয়াকে ভাবিবেন, তাহা হইলে শ্রীগৌরাঙ্গের শান্তিপুর-ত্যাগ লীলা কিছু অনুভব করিতে পারিবেন।

এ বোল বলিয়া প্রভু বলে হরিবোল।
সত্বরে চলিল উঠে ক্রন্দনের রোল ॥—চৈতন্য মঙ্গল।

আর সকলে দাঁড়াইয়া, কেবল শচী বসিয়া।

তাঁরে প্রদক্ষিণ করি করিলা গমন।
এথা আচার্য্যের ঘরে উঠিল ক্রন্দন ॥—চৈতন্য চরিতামৃত।

কবিকর্ণপূর, প্রভুর বিদায়, এইরূপ বর্ণন করিয়াছেন—

মায়ের চরণে প্রভু কৈল নমস্কার।
শচীর নয়নে বহে অবিচ্ছিন্ন ধার ॥
প্রভু বলে "মাতা দুঃখ না ভাবহ মনে।
সর্ব্ব সিদ্ধি হইবেক কৃষ্ণ আরাধনে ॥
যদি আমা প্রতি শ্রদ্ধা আছে সবাকার।
কৃষ্ণ ভজ তবে সঙ্গ পাইবে আমার ॥"

প্রভু যদি চলিলেন, শান্তিপুর তাঁহার পশ্চাৎ চলিল, কেবল শচী ছাড়া। শচী পুত্রকে যাইতে অনুমতি দিয়াছেন, তিনি আর কি বলিয়া চলিবেন। তিনি বসিয়া দীপ্তিহীন লোচনে, পুত্রের গমন, নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

ধাইয়া চলিলা পাছে সব ভক্তগণ।
কেহ নাহি পারে সম্বরিবারে ক্রন্দন॥
কান্দিতে কান্দিতে সব প্রিয় ভক্তগণ।
উঠেন পড়েন পৃথিবীতে অনুক্ষণ॥

যখন সমস্ত শান্তিপুর প্রভুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন, তখন প্রভু ফিরিয়া দাঁড়াইলেন; বলিলেন, "হে আমার প্রাণপ্রতিম বন্ধুগণ! তোমরা গৃহে গমন কর; গৃহে গমন করিয়া শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন কর; তোমরা ভাবিতেছ, আমার বিহনে তোমরা দুঃখ পাইবে; তাহা, কেবল তোমরা কেন, আমার জননীও পাইবেন না। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে ডুবিলে জীবের দুঃখ থাকে না; সেই সম্পত্তি তোমাদের নিমিত্ত রাখিয়া গেলাম। তবে আমার নিমিত্ত বিরহকষ্ট,—তাহার ঔষধ আমি আবার বলিতেছি। যিনি অনুরাগে শ্রীকৃষ্ণভজন করিবেন, তিনি আপনার ক্রোড়ে আমায় দেখিতে পাইবেন। প্রভু বলিতেছেন—

কাহারো হৃদয়ে নহিবেক দুঃখ শোক।
সংকীর্ত্তন সমুদ্রে ডুবিবে সর্ব্ব লোক॥
কিবা বিষ্ণুপ্রিয়া কিবা মোর মাতা শচী।
যে ভজয়ে কৃষ্ণ তার কোলে আমি আছি॥—চৈতন্য মঙ্গল।

ইহা বলিয়া প্রভু সজলনয়নে, করযোড়ে, ভক্তগণকে তাঁহার পশ্চাৎ যাইতে নিষেধ করিতে লাগিলেন; সেই কারুণ্যপূর্ণ নয়ন দেখিয়া ভক্তগণ দাঁড়াইলেন। আর অগ্রবর্ত্তী হইতে পারিলেন না।

এই সংসার দুঃখের স্থান। রোগ, শোক, নৈরাশ্য, দারিদ্র্য, প্রভৃতি ব্যাঘ্র, সর্প, ভল্লুক এই সংসার-অরণ্যে সর্ব্বদা বিচরণ করিতেছে। জীবে ভবসাগর পার হইতে পারিবে সেই নিমিত্ত করুণাময় শ্রীগৌরাঙ্গ জীবের ঘরে ঘরে হরিনাম বিলাইলেন, কিন্তু জীবে যে সংসারে দুঃখ পায় তাহার কি কিছু করেন নাই? স্বদেশ ও নিজ পরিবার ত্যাগের সময় শ্রীপ্রভু আজ্ঞা করিয়া যান যে, "হে জীবগণ! দুঃখের একমাত্র ঔষধ ভগবদ্গুণকীর্ত্তন। সেই কীর্ত্তন কর, সুধাসমুদ্র উঠিবে, তাহাতে অবগাহন

কর, করিলে দুঃখ আর থাকিবে না।" অতএব হে পুত্রশোকিন! যদি পুত্র বিয়োগরূপ বাণে বিদ্ধ হইয়া থাক, তবে তুমি একদল কীর্ত্তনীয়া আনিয়া শ্রীভগবানের জয় দিয়া এইরূপ একটী গান শ্রবণ করিবেঃ—

কি দিব কি দিব বঁধু মনে করি আমি।
যে ধন তোমারে দিব সেই ধন তুমি॥
তুমি ত আমার বঁধু সকলি তোমার।
তোমার ধন তোমায় দিব কি যায় আমার॥
এ সব দুঃখের কথা কাহারে কহিব।
তোমার ধন তোমায় দিয়ে দাসী হয়ে রব॥
নরোত্তম দাসে কহে শুন গুণমণি।
তোমার অনেক আছে, আমার কেবল তুমি॥

কোন অতিশয় বুদ্ধিমান ও সূক্ষ্মদর্শী পাঠক এখানে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে "শ্রীকৃষ্ণ ভগবদ্‌গুণ কীর্ত্তনে, সংসারে রোগ শোকাদিরূপ দুঃখ কিরূপে নাশ হইবে? জড় পদার্থের সহিত অজড় পদার্থের কি সম্বন্ধ আছে?" এ প্রভুর কথা, অতএব তাঁহারই ইহার উত্তর দেওয়া উচিত, আমি কিরূপে দিব? তবে যাহা চক্ষে দেখিয়াছি তাহা বলিতে পারি। শ্রীভগবদ্‌গুণ কীর্ত্তনে চিত্ত-দর্পণ নির্ম্মল হয়, ও অনেক দুঃখ যে কেবল ভ্রম মাত্র, তাহা তাহাতে দেখা যায়। আর অনেক আনন্দ, যাহা এখন লুক্কায়িত আছে, তাহা নয়ন গোচর হয়। দ্বিতীয়তঃ, তিনি যে শিয়রে জাগরিত হইয়া আমাকে রক্ষা করিতেছেন, কীর্ত্তনে এ জ্ঞানটী প্রস্ফুটিত হয়। এ জ্ঞান যে পরিমাণে প্রস্ফুটিত হয়, সেই পরিমাণে দুঃখের শক্তি হ্রাস হয়। তুমি যদি পুত্রশোক পাইয়া, ভক্তি করিয়া, উল্লিখিত নরোত্তমের পদটী গাইতে পার, তবে শ্রীভগবান অতিশয় লজ্জা পাইবেন, পাইয়া আপনি শ্রীহস্তে তোমার নয়নজল মুছাইবেন, আর আপনি তোমার পুত্র হইতে স্বীকার করিবেন।

শ্রীগৌরাঙ্গ যখন কাতর হইয়া ভক্তগণকে তাহার পশ্চাৎ যাইতে নিষেধ করিতে লাগিলেন, তখন ভক্তগণ আর যাইতে পারিলেন না, চিত্র পুত্তলিকার ন্যায় দাঁড়াইয়া গেলেন। প্রভু আবার "হরিবোল" বলিয়া দ্রুত গমনে চলিলেন।

এবার তাঁহার সঙ্গিগণ ছাড়া ভক্তেরা আর কেহ গেলেন না। তবে শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য চলিলেন। শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য কিরূপ চলিতেছেন তাহা শ্রবণ করুন। প্রভু দ্রুত গমনে চলিতেছেন। আচার্য্য পশ্চাতে তাঁহার সহিত কষ্টে শ্রষ্টে যাইতেছেন। যাইতেছেন কাঁকালি অবলম্বন করিয়া; বদন বিরস, তাহা হইতে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম পড়িতেছে, নয়নে জল মাত্র নাই।* প্রভু দেখিলেন যে শ্রীআচার্য্য ব্যতীত আর সকলেই তাঁহার পশ্চাতে আসিতে নিরস্ত হইতেছেন। প্রথমে প্রভু আচার্য্যকে লক্ষ্য করিলেন না, কিন্তু যখন দেখিলেন তিনি পশ্চাৎ ছাড়িলেন না, আর অতি কষ্টে আসিতেছেন, তখন প্রভু ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। বলিলেন, "আমি কেবল আপনার ভরসায় সন্ন্যাসরূপ দুরূহ কার্য্যে সাহসি হইয়াছি। আমি গৃহত্যাগ করিলে সকলে ব্যাকুলিত হইবেন, আর আপনি তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা করিবেন। আপনি যদি অধীর হয়েন, তবে আর আমার যাওয়া হয় না। আমরা সকলে আপনার আশ্রিত। মাতৃ আজ্ঞায় আমি নীলাচলে বাস করিতে চলিলাম। আমার মাতাকে প্রতিপালন ও সান্ত্বনা করিবেন, ভক্তগণকে নিরুপদ্রবে রাখিবেন। আপনি যদি এরূপ অধীর হন, তবেত কেহ প্রাণে বাঁচিবে না।"

শ্রীঅদ্বৈত সমুদায় কথা শুনিতেছেন। শ্রীগৌরাঙ্গ কথা ক্ষান্ত দিতে না দিতেই বলিলেন, "প্রভু! তুমি আগে আমার কথা শ্রবণ কর, পরে তিরস্কার করিও। তুমি আমাদের সকলের প্রাণ। তুমি এই নবীন বয়সে সমুদায় ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইতেছ, ইহাতে স্থাবর জঙ্গম রোদন করিতেছে, তোমার ভক্তগণের ত কথাই নাই। ঐ দেখ, সকলে ঘোর বিয়োগে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া আছে। তোমার বিরহরূপ দুঃখ কেবল এক জনের হৃদয় স্পর্শ করে নাই। সে এই দুরাচার—আমি। তুমি যাইতেছ, ইহাতে যে আমার অন্তর পুড়িতেছে না, তাহা বলিতে পারি না, হৃদয় দগ্ধ হইতেছে বটে, কিন্তু দেখ আমার নয়নে এক ফোঁটাও জল নাই। ইহাতে আমি বুঝিলাম যে ত্রিজগতে আমা

* উত্তরিল আচার্য্য কাঁকালি অবলম্বে।
বয়াম বিরস ঘর্ম্ম বিন্দু তাহে।—চৈতন্য মঙ্গল।

অপেক্ষা দুরাচার আর নাই। কেবল এই কথাটী বলিতে তোমার পশ্চাতে আসিতেছি।"*

প্রভু এই কথা শুনিয়া একটু হাস্য করিলেন। করিয়া বলিতেছেন, "আচার্য্য! তোমার কোন দোষ নাই, সমুদায় অপরাধ আমারই। আমি দেখিলাম যে আমার যাইবার কালে সকলে অধীর হইবেন, অতএব তাহাদের সান্ত্বনা ও রক্ষণাবেক্ষণের নিমিত্ত একজন অসীম তেজস্বী ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ লোকের প্রয়োজন সে তুমি ছাড়া আর কে? আমার গৃহত্যাগে অন্যে অধীর হইবেন সত্য, কিন্তু তোমা অপেক্ষা অধিক অধীর আর কেহ হইবে না। এই নিমিত্ত আমি আমার কার্য্যসিদ্ধির নিমিত্ত, তোমার আমাতে যে প্রেম, তাহা এই বহির্ব্বাসে বান্ধিয়া লইয়া যাইতেছিলাম, ভাবিয়াছিলাম সকলে শান্ত হইলে খুলিয়া দিব। সেই নিমিত্ত তোমার নয়নে জল আসিতে পারে নাই। তুমি দুরাচারও নও, আমার প্রতি কঠিনও নও। তোমার অপেক্ষা ত্রিজগতে আমাকে আর কে ভাল বাসে? তবে তোমার বড় দুঃখ হইয়াছে কান্দিতে পারিতেছ না, ভাল তাই হউক। যত পার ক্রন্দন কর, কিন্তু সকলকে সমাধান করিও।" ইহা বলিয়া প্রভু বহির্ব্বাসের একটী গ্রন্থি দেখাইলেন। দেখাইয়া বলিলেন, "ইহাতে তোমার প্রেম আবদ্ধ আছে, এখন আমি খুলিয়া দিতেছি।" এই কথা বলিতে বলিতে প্রভু সেই গ্রন্থিটী খুলিয়া দিলেন।

যে মাত্র প্রভু নিজ বহির্ব্বাসের গ্রন্থি খুলিলেন, অমনি শ্রীঅদ্বৈত "হা গৌরাঙ্গ!" বলিয়া চীৎকার করিয়া ধূলায় পড়িলেন, পড়িয়া গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন। নয়ন দিয়া অমনি পাঁচ সাত ধারা পড়িয়া পৃথিবী ভিজিয়া যাইতে লাগিল।† শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীঅদ্বৈতকে অমনি অতি

---

* ১। তোর নিজ জন যত তোমার বিচ্ছেদে।
কান্দয়ে কাতর হয়ে চরণারবিন্দে ॥
আমার পাপিষ্ঠ প্রাণ নাহি দ্রবে কেনে।
এ কাষ্ঠ কঠিন অশ্রু নাহিক নয়নে ॥
২। আমাকে অধিক আর দুরাচার নাই।
তোমার বিচ্ছেদে হিয়ায় প্রেম নাই॥
এ বোল শুনিয়া প্রভু হাসি কৈল কোলে।—চৈতন্য মঙ্গল।

† ইহা বলি এলাইল বন্ধনের গ্রন্থি।
প্রেমায় বিহ্বল সে আচার্য্য মনে চিন্তি ॥—চৈতন্য মঙ্গল।

আদরে কোলে করিলেন, করিয়া বলিলেন, "এখন তোমার মনস্কামনা সিদ্ধ হইল ত? এখন অশ্রু সম্বরণ কর। তুমি যদি প্রেমায় বিহ্বল হও, তবে চলিতে পারিব না। ধৈর্য্য ধর, যাহারা দুর্ব্বল তাহাদিগকে গিয়া সান্ত্বনা কর। তুমি ত জান, এ সব কার্য্য কি জন্য হইতেছে!"

এখন বসনের গ্রন্থিতে প্রেম বন্ধন সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলিব। এই লীলাটী শ্রীচৈতন্যমঙ্গল গ্রন্থে বর্ণিত আছে। আমার ইহা উল্লেখ করিবার বিশেষ কারণ আছে। এখনকার লোকে এ সমুদায় কথা বিশ্বাস করেন না। তাহার পরে, প্রেম আবার বন্ধন কি শোষণ করে কিরূপে? কিন্তু আমরা শ্রীগৌরাঙ্গ লীলায় দেখিতেছি "প্রেমদান" করা হইতেছে, "প্রেম শোষণ" করা হইতেছে, "প্রেম কলসে কলসে বিলান" হইতেছে। এ সমস্তই কি রূপক বর্ণনা, না ইহার বিশেষ কোন অর্থ আছে? প্রথমতঃ দূরে দাঁড়াইয়া একজন যে অন্য জনকে শক্তি সঞ্চার করিতে পারেন, তাহা সকলেই জানেন। এক জন বক্তা সহস্র লোক মুগ্ধ করিবেন, কিন্তু তিনি যে কথাগুলি দ্বারা সহস্র লোককে মুগ্ধ করিলেন, তাহা মুদ্রাঙ্কিত হইলে তাহাতে আর সে শক্তি থাকিবে না। কারণ বক্তৃতাকালে বক্তা তাহার এক একটী বাক্য অলক্ষিত শক্তি দ্বারা জীবন্ত করিয়া থাকেন। শ্রীরাধাকৃষ্ণ লীলায় আছে, "হানিল নয়ন বাণ, গেল অবলার প্রাণ।" দূর হইতে নয়ন বাণ হানিল, তাহাতে অবলা প্রাণে মরে কেন? কারণ অলক্ষিত রূপে নয়ন হইতে একটী শক্তি লইয়া অবলাকে বিদ্ধ করিয়া থাকে। প্রেম দান করিবার শক্তি যে মনুষ্যের আছে, তাহার সাক্ষী এখনও আমরা সচরাচর দেখিয়া থাকি। অর্থাৎ কোন সাধুর নিকট গমন কর, তিনি তোমাকে দ্রব করিবেন। তোমার দ্রব হইবার ইচ্ছা নাই, তুমি দ্রবিবে না চেষ্টা করিতেছ, তুমি যে সাধুর সঙ্গ করিতেছ হয়ত তুমি তাহা জান না, হয়ত সে সাধুতে তোমার ভক্তি নাই, কিন্তু তুমি তাঁহার কথায়, স্বরের ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ভঙ্গিতে দ্রবীভূত হইতেছ। মনুষ্য সাধনা করিলে, এই রূপে যে বিষয়ে সাধনা করে, সেই বিষয়ে শক্তি পাইয়া থাকে। যিনি অতি বীর,—যেমন নেপোলিয়ান বোনাপার্ট,—তিনি কেবল তাহার কথা দ্বারা, কি দৃষ্টি দ্বারা সহস্র লোককে মৃত্যুমুখে পাঠাইতে পারেন? যাহার সাধন প্রেমভক্তি, তিনিও ঐরূপ সেই শক্তি চালনা করিতে পারেন।

এখনও লোকে একটু একটু পারেন। কিন্তু তখন তাঁহারা "ব্রজের ভাণ্ডার" ভাঙ্গিয়া আনিয়াছিলেন। তাঁহারা যে তখন কলসে কলসে প্রেম বিলাইবেন তাহার বিচিত্র কি?

কৃপালু পাঠক মহাশয়! তুমি যদি নাস্তিক ও সন্দিগ্ধ চিত্ত হও, তবে এই শক্তিটীর কথা একবার বিচার করিয়া দেখ, সম্ভবত বড় উপকার পাইবে। এরূপ যে একটী শক্তি অলক্ষিতরূপে জীবকে বিচলিত করিয়া থাকে, তাহা পদে পদে দেখিতে পাইবে। ইউরোপে এ শক্তি এখন স্বীকৃত হইয়াছে। এই শক্তি দ্বারা ইহা বুঝিবে যে এমন কোন মহা শক্তিধর বস্তু আছে, যাহা পঞ্চেন্দ্রিয়ের অতীত। এই শক্তির বিষয় পর্য্যালোচনা করিলে অতি পরিষ্কাররূপে বুঝিবে যে, মনুষ্যের জড় দেহ ব্যতীত আরও সূক্ষ্ম কিছু আছে। তাহা হইলে পরকালে বিশ্বাস হইবে।

পরকালে যদি বিশ্বাস হইল, তাহা হইলে স্বভাবতঃ শ্রীভগবানে বিশ্বাস হইবে। শুধু তাহা নয়, ইহাও বুঝিতে পারিবে যে, শ্রীভগবান বড় উপকারী বন্ধু। শুধু জন্মিবার আগে মাতৃস্তনে দুগ্ধ দেন তাহা নয়, মরিয়া গেলেও কোথা থাকিব, তাহার নিমিত্ত আমাদের একটী বৃন্দাবন করিয়া রাখিয়াছেন। শ্রীভগবান বড় উপকারী বন্ধু, ইহা বুঝিলে প্রেমভক্তি আপনি আসিবে। যদি প্রেমভক্তি হইল, তবেই শ্রীগৌরাঙ্গের ফাঁদে পড়িয়া যাইবে। ফাঁদে পড়িবে বলিয়া দুঃখ করিও না। আমি কায়মনোবাক্যে ইচ্ছা করি যে, তুমি এইরূপ ফাঁদে পড়।

শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীঅদ্বৈতকে উঠাইয়া আলিঙ্গন করিয়া দ্রুতগতিতে চলিলেন। সঙ্গে চলিলেন নিত্যানন্দ, জগদানন্দ, মুকুন্দ, দামোদর, ও গোবিন্দ। ইহাঁরা সকলেই উদাসীন। প্রভু দ্রুতগতিতে চলিলেন, সঙ্গে পঞ্চ ভক্ত চলিলেন, সকলেরই পরিধান বহির্ব্বাস ও কৌপীন, হাতে করোয়া। জগদানন্দ, প্রভুর দণ্ড বহিতেছেন, আর দামোদর তাঁহার করোয়া লইয়াছেন। নবদ্বীপের ভক্তগণ দাঁড়াইয়া চাহিয়া দেখিতে লাগিলেন। অগ্রবর্ত্তী হইতে প্রভুর আজ্ঞা নাই, কাজেই এগুতেই পারিতেছেন না, অথচ শ্রীগৌরাঙ্গ তাঁহাদের যথা সর্ব্বস্ব লইয়া পলাইতেছেন! দেখিতে দেখিতে প্রভু নয়নের বাহিরে গমন করিলেন। তখন, "তবে নিমাই গেল" বলিয়া শচী দেবী ধূলায় পড়িয়া গেলেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

কে যায় রে নবীন সন্ন্যাসী। ধ্রু।
কোন বিধি নিরমিল দিয়া সুধা রাশি॥
হেন রূপ হেন বেশ ভাল নাহি বাসি।
অন্তরে পরাণ কান্দে দেখি মুখশশী॥
সঙ্গের ভকতগণ সমান বয়সী।
হরি হরি বলি কান্দে পরম উদাসী॥
ক্ষেণে কান্দে ক্ষেণে পড়ে ক্ষেণে মুখ হাসি।
করঙ্ক কৌপীন দণ্ড ভাবে পড়ে খসী॥
নন্দরাম দাসে কয় মনে অভিলাষী।
কান্দারে কান্দালো গোরা ত্রিভুবনবাসী॥

নানা কথা উত্থাপন করিয়া এতদিন প্রভুকে শান্তিপুরে রাখিয়াছিলাম আর পারিলাম না। প্রভু ন'দে ও শান্তিপুর শূন্য করিয়া চলিলেন। ভক্তগণ জগজ্জননী শচীকে ধরিয়া দোলায় উঠাইলেন, উঠাইয়া নবদ্বীপে চলিলেন। শচী কোথা যাইতেছেন বড় জ্ঞান নাই। বিষ্ণুপ্রিয়া আশা করিয়া বসিয়া আছেন যে, মা তাঁহার প্রভুকে ধরিয়া আনিবেন। বিষ্ণুপ্রিয়া দূরে ক্রন্দনের রোল শুনিলেন। তখন বুঝিলেন যে ন'দেবাসী প্রভুকে হারাইয়া কান্দিতে কান্দিতে আসিতেছেন। ইহাঁদের অবস্থা, যদি পারি, পরে বলিব।

প্রভু যখন ন'দেবাসীগণের নয়নের বাহির হইলেন, তখন দাঁড়াইলেন। প্রভুর তখন সম্পূর্ণ সহজ জ্ঞান। দাঁড়াইয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া শ্রীনিত্যানন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "শ্রীপাদ! আপনারা সঙ্গে, পথের কি সম্বল আনিয়াছেন বলুন। আর কেইবা আপনাদিগকে কি দিলেন?" ইহাতে শ্রীনিত্যানন্দ বলিলেন যে, "সম্বল কপর্দ্দক মাত্র নাই, সম্বলের মধ্যে দণ্ড ও করোয়া, আর কৌপীন, বহির্ব্বাস ও ছেঁড়া কাঁথা।" নিতাই বলিলেন, "তোমার আজ্ঞা ব্যতীত সম্বল আনিতে সাহস হইবে কেন?"

প্রভু ইহাতে অতি আনন্দিত হইয়া বলিলেন, "সাধু! সাধু! শ্রীকৃষ্ণ ত্রিজগত পালন করিয়া থাকেন, আমাদেরও দুটী অন্ন দিবেন। আমরা

কেন আহারের নিমিত্ত ভাবিতে যাইব?” প্রভু গার্হস্থ্য কথা বলিতে আর অবকাশ পাইলেন না, এই কথা বলিতে বলিতে শ্রীনীলাচলচন্দ্রে তাঁহার চিত্ত আবিষ্ট হইল। ক্রমে বাহ্য জগতের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ যাইতে লাগিল, ক্রমে পথাপথ জ্ঞান যাইতে লাগিল। কখন দ্রুত গমন, কখন ধীর গমন, কখন হাস্য, কখন ক্রন্দন, কখন উর্দ্ধমুখে দৃষ্টি, কখন ঘোর মূর্চ্ছা। মাঝে মাঝে বলিতেছেন, “নীলাচলচন্দ্র! আমাকে দেখা দাও।” কখন, “হা নীলাচলচন্দ্র” বলিয়া ভূমিতে অচেতন হইয়া পড়িতেছেন। কখন বা ভক্তগণের সহিত দুই একটী কথা বলিতেছেন, সে কথা—“জগন্নাথ আর কত দূরে?”

প্রভু এই রঙ্গ করিতে করিতে চলিয়াছেন। চারি পার্শ্বে ভিন্ন লোক, কেহ তাঁহাকে চিনে না, কেহ বা নদীয়া অবতারের কথা শুনিয়াছে, কেহ তাহা শুনেও নাই। কিন্তু নবীন সন্ন্যাসী ত্রিভুবন আলো করিয়া চলিতেছেন, লোকে তাঁহাকে চিনে না বলিয়া যে তিনি গুপ্ত হইয়া চলিতেছেন, তাহা নয়। প্রভুর সেই সুন্দর মূর্ত্তি, কচি বয়স, অরুণ আয়ত লোচন, সেই অবিশ্রান্ত প্রেমধারা, শ্রীমুখে হরেকৃষ্ণ ধ্বনি, সেই প্রেমে টলটল মরাল গতি, যে দেখিতেছে সেই ভাবিতেছে যে,—এ বস্তুটী এ জগতের নয়, গোলোক হইতে জীবের ভাগ্যে জগতে উদয় হইয়াছেন। আবার তাহারা যখন দেখিতেছে যে, এই নবীন পুরুষের সোণার অঙ্গ ধূলায় ধূসরিত, পরিধান কৌপীন ও অঙ্গে ছেঁড়া কাঁথা, তখন করুণ রসে উন্মাদ হইয়া “প্রাণ গেল রে” বলিয়া চীৎকার করিয়া রোদন করিতেছে। উপরে পদকর্ত্তা শ্রীনন্দরাম দাসের যে বর্ণনাটী দিয়াছি; পাঠক মহাশয় উহা পাঠ করিয়া প্রভুর সেই সময়ের অপরূপ শোভার কতক আভাস পাইতে পারিবেন।

সঙ্গে ভৃত্য গোবিন্দ ব্যতীত সকলেই সমান বয়সী। সকলের বড় নিতাই, তিনি উর্দ্ধসংখ্যা ৩০। ৩২ বৎসর বয়স্ক। সকলেই উদাসীন, ঘোর বৈরাগী। সকলেই তেজস্কর ও প্রেমভক্তিতে অলঙ্কৃত, সকলেই নবীন বয়সী ও মনোহর। প্রভু এই সমুদয় “সাঙ্গোপাঙ্গ” লইয়া জীব উদ্ধার করিতে চলিলেন।

“চলিয়া চলিয়া চলে হরিবলে গোরারায়।
সাঙ্গোপাঙ্গ সঙ্গে করে মাঝখানে গৌরাঙ্গ রায়॥”

শান্তিপুরে প্রভু ভক্তগণ ও জননীকে দুঃখ দিবেন না বলিয়া সন্ন্যাসের নিয়ম ছাড়িয়াছিলেন, এখন পথে আসিয়া একেবারে সমুদায় ধরিলেন। এমন কি, ঘোর কঠোর আরম্ভ করিলেন। এরূপ কঠোরতা জগতে কেহ কখন করিতে পারেন নাই। প্রভুর মৃত্তিকায় শয়ন, উপাধান বাম হস্ত। বৃক্ষতলে বাস, আহার নাম মাত্র, তাহাও বিনা উপকরণে। উপকরণের প্রয়োজনই বা কি? প্রভু নাসিকা দ্বারা ভোজন আরম্ভ করিলেন! নাসিকা দ্বারা ভোজনে আর কয়টী অন্ন উদরে যায়? এরূপ ভোজন করার তাৎপর্য্য এই যে, জিহ্বায় অন্ন স্পর্শ করিলে কোন একটী ইন্দ্রিয়সুখ অনুভব হইবে। তিনি সন্ন্যাসী, তাহাও করিবেন না। ভক্তগণ মর্ম্মাহত হইলেন, কিন্তু তাঁহারা কি করিবেন? তাঁহারা সেখানে আছেন না আছেন প্রভু সে জ্ঞান পর্য্যন্ত হারাইয়াছেন, তাঁহাদের কথা কি শুনিবেন? প্রভু কেবল একভাবে বিভোর। তিনি মুহুর্মুহুঃ কেবল ইহাই বলিতেছেন যে, "হে নীলাচলচন্দ্র! দর্শন দাও। শ্রীজগন্নাথ! চরণে স্থান দাও।" দাস্য ভাবে মগ্ন হইয়া প্রভু সমুদায় ভুলিয়াছেন,—নদে, নদেবাসী, মা, প্রিয়া, ও সঙ্গীগণ।

এইরূপে এই নবীন বৈরাগীগণ, মধ্যস্থানে তাঁহাদের প্রাণেশ্বরকে লইয়া, আঠিসারা গ্রামে উপস্থিত হইলেন। সেখানে শ্রীঅনন্ত পণ্ডিত, প্রভুকে দর্শন মাত্র, আত্ম সমর্পণ করিলেন, আর প্রেমভক্তি পাইয়া আনন্দে বিহ্বল হইলেন। সারা নিশি সেখানে বসিয়া সকলে কীর্ত্তন আনন্দ ভোগ করিলেন, সঙ্গে মুকুন্দ আছেন, তিনি কৃষ্ণের গায়ন, অতএব কীর্ত্তনের অপ্রতুলতা নাই। এইরূপে গঙ্গার তীরে তীরে সকলে ছত্রভোগে উপস্থিত হইলেন।

এই ছত্রভোগ শ্রীগঙ্গার দক্ষিণ সীমা। শ্রীগঙ্গা এই পর্য্যন্ত আসিয়া শতমুখী হইয়া সমুদ্রে প্রবেশ করিয়াছিলেন। এই ছত্রভোগ তীর্থ এখন ডায়মণ্ড হারবার সব ডিবিসনে, মথুরাপুর থানা, খাড়ি গ্রামে অবস্থিত। এই স্থান জয়নগর মজিলপুর হইতে আন্দাজ তিন ক্রোশ ব্যবধান, তখন গঙ্গা ঐ পথে ছিলেন।

এই ছত্রভোগ শ্রীগঙ্গার তখনকার শেষ সীমা বলিয়া, একটী লক্ষ্মীসম্পন্ন নগর ছিল। ইহা এক পীঠস্থান বলিয়া তান্ত্রিকগণের মান্য স্থান। এখানে শ্রীবিষ্ণুমূর্ত্তি ছিলেন, এখন তিনি জয়নগরে দুই হস্ত

হইয়া আছেন। এখানে অম্বুলিঙ্গ ঘটে, জলময় শিব আছেন। সুতরাং এই ছত্রভোগ বৈষ্ণব ও শাক্তগণের তীর্থস্থান। প্রভু গঙ্গার কূলে কূলে আসিতেছেন, অনেক পবিত্র স্থান দর্শন করিয়াছেন। প্রভুর কৌপীন পরিয়া প্রথম এই একটি প্রকৃত পক্ষে তীর্থ দর্শন হইল। প্রথম এই তীর্থ দেখিয়া প্রভু আহ্লাদে বিহ্বল হইলেন। তখন হুহুঙ্কার করিয়া সেই অম্বুলিঙ্গ ঘাটে ঝম্প দিলেন, তাঁহার সহিত ভক্তগণও ঝম্প দিলেন, প্রভু মহানন্দে সেই ঘাটে নানাবিধ জল'ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। জল ক্রীড়া করিয়া তীরে উঠিলেন, গোবিন্দ প্রভুকে শুষ্ক বহির্ব্বাস পরিতে দিলেন, প্রভু পরিধান করিলেন। কিন্তু তাঁহার নয়ন দিয়া শত মুখে আনন্দ ধারা পড়িতেছে, কাজেই কৌপীন ব'হির্ব্বাস একেবারে ভিজিয়া গেল। গোবিন্দ ইহাতে অন্য কৌপীন বহির্ব্বাস দিলেন। তাহারও সেই দশা হইল। বৃন্দাবন দাস বলেন যে প্রভু শ্রীগঙ্গাদেবীর সহিত পাল্লা পাল্লি দিতে ছিলেন। অর্থাৎ গঙ্গা সেখানে শতমুখী হইয়া গিয়াছেন, প্রভুর নয়ন দিয়াও শতমুখী হইয়া ধারা চলিল। যথা—

পৃথিবীতে বহে এক শতমুখী ধার।
প্রভুর নয়নে বহে শতমুখী আর॥

সহস্র লোকে প্রভুর শ্রীঅঙ্গ ও এই অদ্ভুত প্রেমধারা ও নানাবিধ ভাব দর্শন করিতেছে, ও গগন কম্পিত করিয়া মহা হরিধ্বনি করিতেছে। এই কলরব শুনিয়া সেখানে রামচন্দ্র খান আইলেন। ছত্রভোগ গৌড় রাজ্যের শেষ সীমা, এই গৌড়রাজ্য মুসলমান রাজা হোসেন সাহার অধীনে। গৌড়ের এই দক্ষিণ ভাগের অধিকারী রাজা শ্রীরামচন্দ্র খান। ছত্রভোগের ওপার উড়িষ্যা রাজার অধীনে, তাঁহার নাম প্রতাপ রুদ্র, তিনি ক্ষত্রিয়, মহাযোদ্ধা, মুসলমানগণ তাঁহার সহিত পারিয়া উঠিত না। তখন দুই রাজ্যে মহা বিবাদ চলিতেছে। সুতরাং ছত্রভোগ পার হইয়া কোন গৌড়িয়ার উড়িষ্যা যাইবার অধিকার ছিল না। রামচন্দ্র খান হোসেন সাহার অধীন অধিকারী, হোসেন সাহার নামে গৌড়ের দক্ষিণদেশ শাসন করেন।

রামচন্দ্র খান কলরব শুনিয়া সন্ন্যাসীকে দেখিতে আইলেন। মনে অত্যন্ত অভিমান, তিনি রাজা। সেই অভিমানে দোলায় চড়িয়া আসিতেছেন। কিন্তু প্রভুকে দর্শন করিবামাত্র তাঁহার চক্ষু স্থির হইল। অমনি

তখন ভয়ে দোলা হইতে নামিলেন। নামিয়া একবারে যাইয়া প্রভুর পদতলে পড়িলেন। তিনি রাজা রামচন্দ্র খান, প্রভুর পদতলে পড়িলেন, অবশ্য ইহাতে প্রভুর তাঁহাকে খুব আদর করা উচিত ছিল। কিন্তু—

প্রভুর নাহিক বাহ্য প্রেমানন্দ-জলে।
হাহা জগন্নাথ প্রভু বলে ঘনে ঘন।
পৃথিবীতে পড়ি ক্ষণে করয়ে ক্রন্দন॥—ভাগবত।

প্রভুর তেজ দেখিয়া রামচন্দ্র খানের প্রথম ভয় হয়, আর ভয়ে হৃদয়ের দম্ভ অন্তর্হিত হয়। এখন প্রভুর চরণ স্পর্শে কারুণ্য রসের উদয় হইল। প্রভুর নয়নে জল আর আর্ত্তি দেখিয়া তাহার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতে লাগিল।

দেখিয়া প্রভুর আর্ত্তি রামচন্দ্র খান
অন্তরে বিদীর্ণ হৈল সজ্জনের প্রাণ॥
কোন মতে এ আর্ত্তির হয় সম্বরণ।
কান্দে আর এই মত চিন্তে মনে মন॥

রামচন্দ্র খান ভাবিতেছেন যে, নবীন গোঁসাইর এ আর্ত্তি আমি কিরূপে নিবারণ করিব? রামচন্দ্র খান ইহা ভাবিতেছেন, আবার ভক্তগণ ভাবিতেছেন যে, রামচন্দ্র খানের এখানে এখন আগমন, ইহাও প্রভুর লীলা খেলা। তখন নিত্যানন্দ, শ্রীপ্রভুকে সচেতন করিবার চেষ্টা করিয়া বলিতেছেন, "প্রভু! একবার কৃপা করিয়া আমাদের নিবেদন শুনুন। আপনার পদতলে এই ভদ্র লোকটীর প্রতি একবার শুভ দৃষ্টি করুন।" প্রভু এ কথা শুনিয়া কিঞ্চিৎ পরিমাণে বাহ্য পাইলেন। তখন রাজাকে দেখিয়া বলিতেছেন, "বাপু! কে তুমি?" রামচন্দ্র বলিলেন, "আমি ছার, আপনার দাসের দাস হইব এই বাসনা করি।" তখন উপস্থিত যাঁহারা ছিলেন, তাঁহারা বলিলেন, "প্রভু! ইনি এ দেশের অধিকারী।" প্রভু বলিলেন, "তুমি অধিকারী? বড় ভাল। আমি কাল সকালে নীলাচলচন্দ্র দর্শন করিতে যাইব। তুমি তাহার সহায়তা করিতে পারিবে?" "নীলাচলচন্দ্র" বলিতে প্রভু আনন্দে মৃত্তিকায় ঢলিয়া পড়িলেন।

রামচন্দ্র খান ভাবিতেছিলেন যে, তিনি কিরূপে প্রভুর আর্ত্তি নিবারণ করিবেন। এখন তাহার সুযোগ পাইলেন। ভক্তগণ ভাবিতেছিলেন যে, রামচন্দ্র খানের সেই সময় ছত্রভোগ আগমন প্রভুর একটী লীলাখেলা।

রামচন্দ্র ভাবিতেছিলেন যে, তিনি কিরূপে প্রভুর আর্ত্তি নিবারণ করিবেন, সেও সেইরূপ লীলাখেলা। এ সমুদায় প্রভুর লীলাখেলা কেন, তাহা পাঠক এখন শ্রবণ করুন্। প্রভু সুস্থির হইলে রামচন্দ্র বলিতেছেন, "প্রভু! দুই রাজায় বিষম বিবাদ হইতেছে, উভয় উভয়ের সীমানায় ত্রিশূল পুতিয়াছেন, এই সীমা যে কেহ অতিক্রম করে, তাহাকে গোয়েন্দা বলিয়া প্রাণে মারিতেছে *। আমি এ দেশের অধিকারী, আমার এখন এ পথে কাহাকে যাইতে দিতে অনুমতি নাই। দিলে, অগ্রে আমার প্রাণ যাইবে। কিন্তু তাহা বলিয়া কি করিব। প্রভুর ইচ্ছা শিরোধার্য্য। আমি মরি, কি আমার জাতি যায়, কি আমার সর্ব্বনাশ হয়, কি আমার যে কোন বিপদ ঘটুক, আমি প্রভুকে কল্য উড়িষ্যা রাজ্যে পাঠাইব।"

এখন মনে ভাবুন, রামচন্দ্রের আগমনকে ভক্তগণ কেন প্রভুর লীলাখেলা ভাবিতেছিলেন। রামচন্দ্র খানের সেই সময় সেই স্থানে আগমন না হইলে প্রভুর লৌকিক লীলায় উড়িষ্যায় যাওয়া হইত না। নৌকা পাইতেন না, সুতরাং আর কোন উপায়ে ছত্রভোগ ত্যাগ করিয়া উড়িষ্যা রাজ্যে প্রবেশ করিতে পারিতেন না। আবার শুধু রামচন্দ্র খানের সে স্থানে সে সময় আগমন হইল তাহা নহে। রামচন্দ্রের মনের ভাব এই যে, "আমি প্রভুর এই আর্ত্তি কিসে নিবারণ করিব," ইহাও প্রভুর উড়িষ্যা গমনের সহায় হইল।

প্রভু এই কথা শুনিয়া রামচন্দ্র খানের প্রতি প্রসন্ন হইলেন, এবং তাঁহাকে কিঞ্চিৎ পুরস্কারও দিলেন। সেটী কি, তাহা চৈতন্যভাগবত বলিতেছেন—

হাঁসি তারে করিলেন শুভ দৃষ্টিপাত।

যদি বল, প্রভু একবার প্রসন্ন মুখে চাহিলেন, তাহাতে খাঁর কি হইল? রামচন্দ্র খান প্রভুর নিমিত্ত জাতি ও প্রাণ দিতে এবং সর্ব্বনাশ পর্য্যন্ত স্বীকার করিলেন। প্রভু কেবল একটু চাহিলেন বৈ ত নয়? এ প্রভুর কিরূপ উপকার শোধ? কিন্তু, (চৈতন্য ভাগবতে)—

দৃষ্টি পাতে তার সর্ব্ব বন্ধ ক্ষয় করি।
ব্রাহ্মণ-আশ্রমে রহিলেন গৌরহরি॥

---

* রাজার ত্রিশূল পুঁতিয়াছে স্থানে স্থানে।—ভাগবত।

রামচন্দ্র খান প্রভুর নিমিত্ত সর্ব্বনাশ স্বীকার করিয়াছিলেন মাত্র, কিছু বিপদ ভোগ করিতে হয় নাই। তিনি বিপদ স্বীকার করিলেন মাত্র, আর প্রভু তাহার বিনিময়ে তাঁহাকে শ্রীভগবানের চরণ-পদ্ম-মধু পান করিবার অধিকার দিলেন। তবে প্রভু রামচন্দ্রের নিকট ঋণী রহিলেন, এ কথা কিরূপে বলিব?

রামচন্দ্র ঘোর তান্ত্রিক শাক্ত ছিলেন, এখন পরম গৌরভক্ত হই-লেন। প্রভুকে তখন রাজা রামচন্দ্র গোষ্ঠি অর্থাৎ পঞ্চ সঙ্গী সমেত ভিক্ষায় নিমন্ত্রণ করিলেন। একজন ব্রাহ্মণের বাড়ী তাঁহাদিগকে বাসা দিলেন, এবং তথায় বহুতর লোক উপস্থিত হইল। কীর্ত্তনমঙ্গল আরম্ভ হইল, তখন প্রভু নৃত্য করিতে উঠিলেন, আর সেই ভুবনমোহন নৃত্য দর্শন করিয়া বহুতর লোকের ভববন্ধন ছিন্ন হইল। এইরূপে সারা-নিশি কীর্ত্তনানন্দ চলিতেছে, এমন সময়, প্রহর খানেক রাত্রি থাকিতে, রামচন্দ্র খান স্বয়ং আগমন করিলেন। তিনি আর কীর্ত্তনে বড় আনন্দ ভোগ করিতে পারেন নাই। কারণ প্রভুকে প্রভাতে উড়িষ্যা রাজ্যে পাঠাইবেন প্রতিশ্রুত হইয়া বিপদে পড়িয়াছিলেন, সে প্রতিজ্ঞা পালন নিমিত্ত তিনি বড় ব্যস্ত ও চিন্তিত ছিলেন। যেহেতু নাবিকগণের সহজে প্রাণে মরিতে উড়িষ্যায় যাইতে সম্মত হইবার কথা নহে। যাহা হউক, রামচন্দ্র প্রভুর ইচ্ছায় নৌকা পাইলেন। তখন প্রভুর নিকট আসিয়া প্রণাম করিয়া করযোড়ে রাজা নিবেদন করিলেন, "প্রভু! নৌকা প্রস্তুত, উঠিতে আজ্ঞা হউক।" প্রভু পঞ্চ সঙ্গী সহিত নৌকায় উঠিলেন। আর সকলে গৌড়দেশ ত্যাগ করিয়া উড়িষ্যায় চলিলেন।

নৌকায় উঠিয়া প্রভুর বড় আনন্দ হইল। যেন জগন্নাথে আসিয়া-ছেন! নৌকায় উঠিয়াই নৃত্য করিতে লাগিলেন। নাবিকগণের ইচ্ছা চুপে চুপে যায়, যাইয়া প্রভুকে উড়িষ্যা রাজ্যে নামাইয়া দেশে পলায়ন করে। কিন্তু প্রভু নৃত্য আরম্ভ করিলে নৌকা টলমল করিতে লাগিল। আবার মুকুন্দ থাকিতে পারিলেন না, তিনিও "হরি হরয়ে নম" কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। নাবিকগণ দেখিল বড় বিপদ, পাগল ঠাকুরদের হাতে প্রাণ যায়। তখন তাহারা বলিতে লাগিল, "গোসাঞি! করেন কি? নৌকা যে ডুবিয়া গেল। ডুবিয়া গেলে কোথা যাইবেন? এদেশে জলে কুমীর ডেঙ্গায় বাঘ। তাহার পরে জল-ডাকাইতগণ

এখানে সর্ব্বদা ফিরিতেছে, শব্দ শুনিলে এখনি আসিয়া ধরিবে। নৃত্যে ক্ষান্ত দিয়া আপনারা নিদ্রা যাউন।” কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গের আহারও নাই, নিদ্রাও নাই।

প্রভু শান্তিপুর হইতে গৌড়দেশের তখনকার সীমা পর্য্যন্ত কিরূপ মনের ভাবে আসিয়াছিলেন, তাহা চৈতন্য ভাগবতে এইরূপ বর্ণিত আছে—

বিশেষ চলিল যে অবধি জগন্নাথে।
নাকে সে ভোজন প্রভু করে যেই হৈতে॥
কারে বলি রাত্র দিন পথের সঞ্চার।
কিবা জল কিবা স্থল কিবা পারাবার॥
কিছু নাহি জানে প্রভু ডুবি প্রেমরসে।

ভক্তগণ যদিও প্রভুকে স্বয়ং তিনি বলিয়া জানেন, কিন্তু জীবধর্ম্ম বশতঃ সে কথা তাঁহারা সর্ব্বদা মনে রাখিতে পারেন না। জীবধর্ম্ম বশতঃ তাঁহাদের সে কথা সর্ব্বদা ভুলিতে হইত। কাজেই নাবিকগণের এই কথায় তাঁহারা কেহ কেহ ভয় পাইলেন। মুকুন্দ চুপ করিলেন, আর প্রভু যাহাতে স্থির হইয়া বসেন, তাহার যোগাড় করিতে লাগিলেন। প্রভু শুনিলেন যে, সকলের ইচ্ছা তিনি নৃত্য হইতে ক্ষান্ত দেন। তখন বলিতেছেন, “তোমরা ভয় পাইয়াছ? ঐ দেখ শ্রীকৃষ্ণের চক্র মস্তকে ঘুরিতেছে, ঘুরিয়া ভক্তগণকে রক্ষা করিতেছে।” এই কথা শুনিয়া ভক্তগণের আবার মনে হইল যে প্রভু বস্তু কি! তখন তাঁহারাও প্রভুকে না থামাইয়া, আপনারা কীর্ত্তনে যোগ দিলেন। এইরূপে নৌকা টলিতে টলিতে কীর্ত্তনের সহিত উৎকল দেশে নির্ব্বিঘ্নে উপস্থিত হইল। প্রভু প্রয়াগ ঘাটে উঠিলেন, উঠিয়া জগন্নাথ দেবকে লক্ষ্য করিয়া উৎকলদেশকে প্রণাম করিলেন।

প্রভু উৎকলদেশ প্রবেশ করিয়াই ভাব সম্বরণ করিলেন। তখন গৌড়দেশরূপ কণ্টক উত্তীর্ণ হইয়াছেন, ও নিজজন সকলকেই পাছে ফেলিয়া আসিয়াছেন। মাঝে অপার গঙ্গা ও বন। প্রভু এখন বড়ই নিশ্চিন্ত হইয়াছেন, এখন নির্ব্বিরোধে মনের সাধে যাহা ইচ্ছা তাহাই করিবেন। পূর্ব্বে শচী প্রভৃতির উৎপাতে তাহা পারিতেন না। সঙ্গে যে পঞ্চজন তাঁহাকে দিবানিশি রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছেন, এখন তাঁহাদের

হাত হইতে আপনাকে ছাড়াইতে পারিলে বাঁচেন, প্রভুর মনের এই ভাব।

সেই প্রয়াগ ঘাটে যুধিষ্ঠির স্থাপিত মহেশ আছেন। তাহার নীচে যে গঙ্গার ঘাট আছে সেখানে প্রভু গণসহ স্নান করিলেন। প্রভু তখন সচেতন সুতরাং সহজ কথা কহিতেছেন। বলিলেন, "আমি যাই, অন্ন ভিক্ষা মাগিয়া আনি।" এখন ভিক্ষা মাগা গোবিন্দ কি জগদানন্দের কাজ। কি যাহারই হউক, প্রভুর কাজ কখনই নহে। প্রভুর হাতে কেবল জপের মালা, তাঁহার দণ্ড জগদানন্দের, এবং বহির্ব্বাস, কৌপীন, করোয়া গোবিন্দের হাতে। তিনি প্রেমানন্দে বিভোর। কোন ক্রমে তাঁহার উদরে দুটা অন্ন প্রবেশ করাইয়া ভক্তগণ তাঁহাকে বাঁচাইয়া আনিয়াছেন। এখন প্রভু জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, এখন আপনি ছয় জনের জন্যে ভিক্ষা করিতে চলিলেন। নিষেধ করে কাহার সাধ্য, নিষেধ করিলে শুনিবেন কেন? এই যে পঞ্চভক্ত প্রভুকে রক্ষা করিয়া লইয়া যাইতেছেন, ইহাতে তাঁহারা আপনাদিগকে কৃতার্থ ভাবিতেছেন। তাঁহারা প্রভুর নিকট একটু মাত্রও বাধ্য নহেন। বরং প্রভু যখন চৈতন্য পাইতেছেন, তখনই ভক্তগণ তাঁহাকে যত্ন করিতেছেন। এখন প্রভু ভিক্ষা করিতে চলিলেন। নিমাই ভিক্ষা করিতে যাইতেছেন, তোমার আমার মনে করিলে সহে না, তাঁহারা কিরূপে চোখের উপর দেখিবেন? কিন্তু হাত কি? নিষেধ করিতেও তাঁহারা সাহস করিতেছেন না। প্রভু এইরূপে তাঁহাদের চিত্ত বিত্ত অধিকার করিয়া বসিয়াছেন।

প্রভু বহির্ব্বাস দ্বারা একটী ঝুলির মত করিয়া, ভক্তগণকে মন্দিরে রাখিয়া, আপনি ভিক্ষার নিমিত্ত বাহির হইলেন। প্রভুর এ হরিনাম ভিক্ষা নয়, চাউল ভিক্ষা। প্রভু গৃহস্থের ঘরে গিয়া "হরে কৃষ্ণ" বলিয়া দাঁড়াইলেন!

প্রভু যদি গ্রামে উপস্থিত হইলেন, তবে গ্রাম টল মল করিয়া উঠিল। "ওরে নবীন সন্ন্যাসী দেখে যা" বলিয়া, আবাল বৃদ্ধ বনিতা অপরূপ দৃশ্য-দেখিতে দৌড়িল। প্রভু এক দ্বারে "হরে কৃষ্ণ" বলিয়া মস্তক অবনত করিয়া, হস্তে আঁচল বিস্তার করিয়া দাঁড়াইলেন। ভিক্ষা দাও কি অন্য কোন কথা বলিলেন না। প্রভু মস্তক অবনত করিলেন, যেহেতু গৃহস্থের বাড়ী স্ত্রীলোক দর্শন সম্ভব। তখন যাহার বাড়ী গমন করিলেন, সে ভাবিতেছে তাহার বাড়ীর যথাসর্ব্বস্ব তদা প্রভুকে দান

করিবে। কিন্তু অন্যে তাহা করিতে দিবে কেন? অন্যান্য সকলে প্রভুকে দ্রব্যাদি দিতে দৌড়িল। যাহার যে অতি উৎকৃষ্ট দ্রব্য, তাহা দিবার নিমিত্ত সে ব্যগ্রতা দেখাইতে লাগিল। প্রভু দুই এক বাড়ীর অধিক যাইতে পারিলেন না। দুই এক বাড়ীতে আঁচল পূরিয়া গেল, আর লইবেন না বলিয়া ও লইতে পারিবেন না বলিয়া, বহুতর দ্রব্য ফিরাইয়া দিলেন। ইহাতে লোকে মহাক্লেশ পাইল, প্রভুও তাহাদের দুঃখ দেখিয়া দুঃখ পাইলেন। যাহা হউক, ইহাতে প্রভুর একটী শিক্ষা হইল। তিনি স্বয়ং বরাবর ভিক্ষা করিবার যে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, তাহা ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইলেন।

প্রভু মহা হর্ষিত হইয়া ভিক্ষার ঝুলি লইয়া ভক্তগণ সমীপে উপস্থিত হইলেন। ভিক্ষার দ্রব্য দেখিয়া সকলে হাসিতে লাগিলেন। বলিতেছেন, "প্রভু! আমাদিগকে পোষিতে পারিবে বুঝিলাম।" তখন জগদানন্দ রন্ধন করিতে বসিলেন, ও সকলে ভোজন করিয়া কীর্ত্তনে মগ্ন হইলেন। এই যে ভিক্ষার কথা উল্লেখ করিলাম, বস্তুতঃ তাঁহাদের ভিক্ষা করিবার বড় প্রয়োজন ছিল না। যেহেতু সর্ব্বস্থানেই দেবালয় আছে, সর্ব্বস্থানে দেবসেবা ও অতিথিসেবা হয়। ভারতবর্ষের সে আকৃতি ও প্রকৃতি আর এখন নাই। এখন যেরূপে ইউরোপীয় জাতিরা সৈন্য পোষিয়া থাকেন, তখন সেইরূপ ভারতবর্ষীয়গণ সাধু পোষিতেন। এ দেশে এত উদাসীন ছিলেন যে, "গৃহস্থ" কথাটীর সৃষ্টি হইল। এ কথাটী অন্যান্য দেশে সৃষ্টি হইতে পারে না, যেহেতু সেখানে উদাসীনের দল এত অল্প যে, তাহারা এক দল বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র দেবস্থলী, অতিথিশালা, অতিথিনিবাস, পুষ্করিণী, কূপ দ্বারা পরিপূরিত ছিল। সুতরাং সন্ন্যাসী বৈরাগিগণ যেখানে ইচ্ছা গমন করিতে কি থাকিতে পারিতেন।

উড়িষ্যা গমনে অন্নের অভাবের সম্ভাবনা ছিল না, তবে সে দেশে একটী বড় উৎপাত ছিল, এখনও তাহার চিহ্ন কিছু কিছু আছে। সে উৎপাত পাটনীর। ঘাটপালগণ যাত্রীগণের উপর বড় অত্যাচার করিত। প্রভু গঙ্গাসাগর, সুন্দর বন, ও দুই রাজার ত্রিশূল উত্তীর্ণ হইয়া উড়িষ্যায় উপস্থিত হইলেন বটে, কিন্তু পাটনীর হাতেধরা পড়িলেন। ঐ ঘাটপালগণের সঙ্গে প্রভুর অনেক কাণ্ডের কথা উল্লেখ

আছে, কতক গুলিতে বেশ আমোদও আছে। কথা কি, পাটনী ঘাটের রাজা। পার করেন কাহাদের, না যাত্রীদিগকে। তাহারা বিদেশী সুতরাং সহায় ও শক্তিশূন্য। পাটনী লোকজন লইয়া ঘাটে থাকে, অনায়াসে যাত্রীগণের প্রতি প্রহার, বন্ধন, লুণ্ঠন, প্রভৃতি যাহা ইচ্ছা অত্যাচার করিতে পারে। নিজে ছোট লোক, অথচ অপার ক্ষমতা সম্পন্ন। পাঠক! এখন পাটনীর অত্যাচারের কারণ বুঝিয়া লউন। প্রভু উড়িষ্যার অন্তকে কি ভবসাগর পার করিবেন, প্রথম যাইয়াই তাঁহার "দানীর" সহিত দ্বন্দ্ব বাধিল!

তাঁহারা ছয় জন পার হইবেন, তাহার দান চাই। কিন্তু কাহারও নিকট কপর্দ্দক মাত্র নাই। খেওয়ারিই বা বিনা কড়িতে কেন পার করিবে? সঙ্গে কিছু দ্রব্যাদি থাকিলে কাড়িয়া লইত, কিন্তু তাহাও বড় বেশী ছিল না, মূল্যবান দ্রব্যের মধ্যে মুকুন্দের গায়ে এক খানি পুরাতন কম্বল, অন্য সকলের ও প্রভুর গায়ে ছেঁড়া কাঁথা। প্রভু সমেত তাঁহারা ছয় জনে প্রথম ঘাটে যাইয়া দাঁড়াইলে, দানী দান চাহিল। মহাজনের পদে আছে, "আমার গৌরাঙ্গের ঘাটে অদান খেয়া বয়।" কিন্তু উড়িষ্যার পথে দান ব্যতীত পার হওয়া যায় না। দান চাহিলে তাঁহারা বলিলেন, "কপর্দ্দক মাত্র নাই। দানী পার কর, তোমার পুণ্য হইবে।" এখন সাধু মাত্রে দানীকে এইরূপ পুণ্যের লোভ দেখাইয়া থাকেন। সে লোভে আর দানী ভুলে না। সাধু হইলেও দানী ছাড়ে না, আগে তাহাকে দুঃখ দেয়। দুঃখ পাইয়া যদি কিছু থাকে, তখন সাধু তাহা দানীকে দেন। যদি কিছু না থাকে সাধুর দুঃখ দেখিয়া অন্যান্য যাত্রীগণ ও পারের মূল্য দেয়। এইরূপে খেওয়ারির প্রায়ই বিনাবেতনে পার করিতে হয় না। দানীকে কেহ ফাঁকি দিবেন তাহার যো ছিল না। আগে দান পরেপার, তাহাদের নিয়ম। কারণ সাধুগণকে পার করিয়া শেষে তাহাদের নিকট মারিয়া ধরিয়া, কপর্দ্দক মাত্র না পাইয়া, এখন আর অগ্রিম মূল্য না পাইলে কাহাকে পার করে না। যাহা হউক, আপনারা জানিবেন যে উড়িষ্যায় যাত্রীগণ, খেওয়ারির নামে, কম্পিত কলেবর।

প্রভুর গণ যখন বলিলেন, "কপর্দ্দক মাত্র নাই," তখন দানী বলিল, 'তবে ওদিকে যাও, এদিকে আসিও না।" একটী পরিখা আছে তাহার এ পারে থাকিয়া মূল্যের বন্দবস্ত করিতে হয়। যাঁহারা মূল্য দেন

তাঁহাদের পরিখার পারে যাইতে দেয়, তাঁহারা সেখানে বসিয়া থাকেন। এক নৌকা মানুষ হইলে তখন সকলকে পার করে। দানী, প্রভু ও তাঁহার গণকে বলিল, "ওদিকে যাও এ দিক আসিও না," ইহা বলিয়াই প্রভুর পানে চাহিল। তখন তাঁহার তেজ দেখিয়া ভয় হইল। ভাবিতেছে, এই সন্ন্যাসীর কাছে দান লওয়া যাইবে না। আবার ভাবিতেছে, এঁর কাছেও দান লইব না, ইহাঁর সঙ্গে যাঁহারা তাঁহাদের কাছেও লইব না। ইহা ভাবিয়া বলিতেছে, "ঠাকুর! তুমি আইস, তোমার দান লাগিবে না। আর তোমার কয় জন আছেন বল, তাহাদিগকে লইয়া আইস।" প্রভু বলিলেই বলিতে পারিতেন যে আমার সহিত এই পঞ্চ জন, আর ইহা বলিলেই সকলে পার হইতে পারিতেন, কিন্তু প্রভু রসিকশেখর, তাহা বলিলেন না। প্রভু বলিতেছেন কি, তাহা শ্রবণ কর। প্রভু বলিতেছেন, "দানী, আমি একা! ত্রিজগতে আমার কেহ নাই, আমিও কাহার নহি।" এই কথা বলিলে, দানী প্রভুকে পরিখার মধ্যে আসিতে দিল, শ্রীনিত্যানন্দ প্রভৃতিকে আসিতে দিল না! প্রভু অনায়াসে পরিখার মধ্যে আইলেন, আসিয়া ঘাটের ধারে বসিলেন। বসিয়া, দুই জানুর মধ্যে মস্তক রাখিয়া, জগন্নাথ আমাকে দর্শন দাও বলিয়া, রোদন করিতে লাগিলেন।

প্রভুর কাণ্ড দেখিয়া ভক্তগণ একেবারে হাঁসিয়া উঠিলেন। তুমি যে ইহাদিগকে পরিত্যাগ কর, ইহাদের দোষ কি, তোমারই বা ভাব কি? পরিত্যাগ করিয়া তুমিই বা কি করিয়া যাইবে? তুমি একবার মুখে বলিলেই হইত যে, ইহারা আমার লোক, আর তাহা হইলেই তাঁহারা পরিখার মধ্যে আসিতে পারিতেন। তাহা কেন বলিলে না? ভক্তগণ প্রভুর ভাব দেখিয়া, প্রথমে হাঁসিয়া অনতি বিলম্বেই চিন্তাসাগরে ডুবিলেন। প্রভু মুখে একটী কথা বলিলেই দানী তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া দিত। তাহা কেন বলিলেন না? তবে কি প্রভু সত্যই তাঁহাদিগকে ফেলিয়া যাইবেন? এখন ওপারে গেলেই প্রভু হাত ছাড়া হইবেন, আর তাহা হইলে কোন্ দেশে কোন্ ছন্দে চলিয়া যাইবেন তাহার ঠিকানা পাওয়া যাইবে না। কিন্তু প্রভু ফেলিয়া যাইবেন কেন? তাঁহারা ভাবিতেছেন তাহারও কারণ আছে। তাঁহারা দিবানিশি প্রভুকে ঘিরিয়া থাকেন। প্রভুকে তাঁহার মনোমত কাজ করিতে দেন না। শুইতে বলেন, ভোজন

করিতে বলেন, বিশ্রাম করিতে বলেন। প্রভু মাঝে মাঝে এরূপ ভাবের দুই একটী বিরক্তিকর কথাও বলেন। তাহার পরে, প্রভুর বিচিত্র গতি। তাঁহার মন তিনিই জানেন। কি জানি, সত্যই যদি তাঁহার এরূপ ইচ্ছা হইয়া থাকে যে, ভক্তগণকে পরিত্যাগ করিয়া যাইবেন। এই সব ভাবিয়া, যদিও প্রভু অতি অল্প দূরে তাঁহাদের নয়নের আয়ত্বের মধ্যে বসিয়া তত্রাচ তাঁহারা চিন্তায় ভুবন অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন। কি করিবেন, কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না।

দানী তাঁহাদিগকে বলিল তোমরা ত গোসাঞীর লোক নও, অতএব কড়ি দাও, দিলে তোমাদের পার করিয়া দিব। এই কথা বলিয়া তাঁহাদিগকে পরিখার বাহিরে রাখিয়া প্রভুকে পার করিতে চলিল। দেখে, প্রভু "জগন্নাথ আমাকে দর্শন দাও" বলিয়া, স্ত্রীলোকে যেমন বিনাইয়া বিনাইয়া কান্দে, সেইরূপ করুণ স্বরে জানুর মধ্যে মস্তক রাখিয়া, রোদন করিতেছেন। সে স্বর শুনিয়া নিঠুর দানীর হৃদয় দ্রব হইল। তখন দানী, ইনি কেও ব্যাপার কি, জানিবার নিমিত্ত স্বভাবত উৎসুক হইল, আর সেই নিমিত্ত শ্রীনিত্যানন্দ প্রভৃতির নিকট আবার আইল। বলিতেছে, "গোসাঞি! ইনি কে? এত কান্দেন কেন? মানুষের এত নয়ন জল ত কখন দেখি নাই? এমন ক্রন্দনও ত কখন শুনি নাই? তোমরা কি সত্য ঐ ঠাকুরের লোক?"

তখন শ্রীনিত্যানন্দ বলিলেন, "শুন নাই কি, উনি নবদ্বীপের অবতার, স্বয়ং ভগবান, এখন সন্ন্যাসী হইয়া জীব উদ্ধার জন্য নীলাচলে চলিয়াছেন, আমরা উহাঁকে রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া লইয়া যাইতেছি" বলিয়াই সকলে রোদন করিয়া উঠিলেন। তখন দানীও সেই সঙ্গে রোদন করিতে লাগিল, ও শ্রীপাদ ও অন্যান্য ভক্তকে যত্ন করিয়া পরিখার মধ্যে লইয়া গেল। দানী প্রভুর চরণে পড়িয়া বলিল, "কোটি জন্মের পুণ্য ফলে অদ্য তোমার চরণ দেখিলাম।' তখনই দানীর সমুদায় বন্ধন মোচন হইল, আর সকলে প্রভুকে ঘিরিয়া হরি হরি বলিয়া নৌকায় উঠিয়া পার হইলেন।

উড়িষ্যার পথে দুই ভয়, ডাকাতির ও ঘাটপালের। দুই রাজার যুদ্ধ হইতেছে বলিয়া দুই সীমানার মধ্যস্থানে কোন রাজারই শাসন নাই, লোকে যাহা ইচ্ছা তাহাই করে। তাহার পর সমস্ত পথ জঙ্গ-

নময়, ডাকাতি করিলে ধরে কে? কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গ ও তাঁহার গণ সমুদায় দায় হইতে অনায়াসে উত্তীর্ণ হইতে লাগিলেন। উপরে এক দানীর কাহিনী বলিলাম, আবার কবিকর্ণপুর এই উপলক্ষে কি বলি-তেছেন শ্রবণ করুন—

আর শুন এক অদ্ভূত কহি চমৎকার।
গ্রামে গ্রামে বড়ই কপট ঘট্টপাল॥
মহারণ্য পর্ব্বতে যতেক বাটপাড়।
পথিক লোকের তারা বড় শঙ্কাকর॥
সে সকল দস্যু দেখি গৌরাঙ্গ ঈশ্বর।
কান্দিয়া ঢলিয়া পড়ে পৃথিবী উপর॥
"কৃষ্ণ" "কৃষ্ণ" বলে নেত্রে বহে প্রেমধার।
গড়াগড়ি যায় দেহে প্রেমের সঞ্চার॥

এই প্রসঙ্গে এখানে একটী কথা বলিয়া রাখি। শ্রীগৌরাঙ্গ প্রকাশ্যে সকল সময়ে শক্তি-সঞ্চার করিতেন না। শ্রীনবদ্বীপে, তাঁহার সকল কার্য্যই প্রায় গোপনে সাধন করিতেন। ইচ্ছাপূর্ব্বক আপনাকে ধরা দিতেন না। কিন্তু সন্ন্যাসী হইয়া গৌড়দেশ ত্যাগ করিয়া যখন পথে চলিলেন, তখন অসীম শক্তির সহায়তা অবলম্বন করিতে বাধ্য হইলেন; কারণ, তখন তীব্র গতিতে কাজ না করিলে চলে না। পথে চলিয়া-ছেন, ইতি মধ্যে এক জনকে উদ্ধার করিতে হইবে। পথে বিলম্ব করিতে পারেন না। সেখানে দৃষ্টিমাত্র কার্য্য সম্পন্ন না করিলে চলিবে কেন? তাহা হইলে সেখানে থাকিতে হয়, কিন্তু থাকিবার সম্ভাবনা নাই। এই স্থানে এই সম্বন্ধে এই সময়কার একটী কাহিনী বলিব। এটী শ্রীগোবিন্দ তাঁহার কড়চায় বলিয়াছেন। এই গোবিন্দ প্রভুর ভৃত্য, যিনি নীলাচলে তাঁহার সঙ্গে চলিয়াছেন। প্রভু বিভোর হইয়া চলিয়া-ছেন, সঙ্গে ভক্তগণ। সেই পথে একজন রজক কাপড় কাচিতেছে। প্রভু যেন তখন হঠাৎ চৈতন্য পাইলেন, পাইয়া সেই রজকের দিকে গমন করিতে লাগিলেন। কাজেই ভক্তগণ সেই সঙ্গে চলিলেন। তাঁহাদের আগমন রজক আড়চোকে দেখিল, দেখিয়া কিছু না বলিয়া, আপন মনে কাপড় কাচিতে লাগিল। প্রভু একেবারে রজকের নিকট গমন করিলেন। ভক্তগণ, গৌরাঙ্গের মনের ভাব কিছুই বুঝিতে

করিতেছেন না। রজকও অবশ্য ব্যাপার কি, ভাবিতেছে। এমন সময় শ্রীগৌরাঙ্গ রজকের নিকট যাইয়া বলিতেছেন, "ওহে রজক! একবার হরি বল।" রজক ভাবিল সাধুগণ ভিক্ষা চাহিতে আসিয়াছেন। এই ভাবিয়া "হরি বল," এ আজ্ঞা লক্ষ্য না করিয়া, সরলতার সহিত বলিল, "ঠাকুর! আমি অতি গরীব মানুষ, আমি তোমাকে কিছু ভিক্ষা দিতে পারিব না।"

প্রভু বলিলেন, "রজক! তোমার কিছু ভিক্ষা দিতে হইবে না, তুমি কেবল হরি বল।" রজক মনে ভাবিতেছে, ঠাকুরদের মনে নিশ্চিত কিছু অভিসন্ধি আছে। অভিসন্ধি না থাকিলে আমাকে হরি বলিতে কেন বলিবেন, অতএব হরি না বলাই ভাল। এই ভাবিয়া মুখ না উঠাইয়া, কাপড় কাচিতে কাচিতে রজক বলিল, "ঠাকুর! আমার কাচ্চা বাচ্ছা আছে। আমি পরিশ্রম করিয়া তাহাদের অন্ন সংস্থান করি। আমি এখন হরিবোলা হইলে, আমার সন্তানগণ উপোষ করিয়া মরিবে।"

প্রভু বলিতেছেন, "রজক! তোমার আমাদিগকে কিছু দিতে হইবে না, শুধু মুখে একবার হরি বল, হরিনাম বলিতে ব্যয়ও হয় না, কোন কাজের ব্যাঘাতও হয় না। তবে কেন হরি বলিবে না? অতএব একবার হরি বল।"

রজক ভাবিতেছে, "এ ত দায় মন্দ নয়! এ সন্ন্যাসী চান কি? কি জানি কি হইতে কি হইবে, আমার পক্ষে হরিনাম না লওয়াই ভাল।" ইহাই সাব্যস্ত করিয়া রজক বলিতেছে, "ঠাকুর! তোমাদের কাজ নাই কর্ম্ম নাই, তোমরা সব পার। আমরা পরিশ্রম করিয়া পরিবার পালন করি। আমি কাপড় কাচিব, না হরিনাম লইব?

প্রভু বলিতেছেন, "রজক! যদি তুমি দুই কাজ একেবারে না করিতে পার, তবে তোমার কাপড় আমাকে দাও, আমি কাপড় কাচিতেছি তুমি হরি বল।"

এ কথা শুনিয়া ভক্তগণ ও রজক বিস্মিত হইলেন।

তখন রজক ভাবিতেছে, গোঁসাইয়ের হাত ছাড়ান মন্দ দায় হইয়া পড়িল, তা এখন করি কি? যাহা থাকে কপালে তাহাই হবে। ইহাই ভাবিয়া প্রভুর পানে চাহিয়া বলিতেছে, "ঠাকুর! তোমার কাপড় কাচিতে

হবে না, তুমি শীঘ্র বল আমার কি বলিতে হইবে, আমি তাই বলিতেছি।" এ পর্য্যন্ত রজক মুখ উঠায় নাই। কাপড় কাচা রাখিয়া এখন মুখ উঠাইয়া প্রভুর পানে চাহিয়া উপরের কথা গুলি বলিল। আর দেখিল কি যে, সন্ন্যাসী সকরুণ নেত্রে তাহার পানে চাহিয়া আছেন। আর নয়ন দিয়া ধারা পড়িতেছে। ইহাতে রজক একটু মুগ্ধ হইয়া বলিতেছে, "ঠাকুর! কি বলিব, বল।" প্রভু বলিলেন, "রজক! বল হরিবোল।"

রজক বলিল। প্রভু বলিলেন, "রজক! আবার বল হরিবোল।" রজক আবার বলিল হরিবোল। রজক এই দুই বার প্রভুর অনুরোধ ক্রমে হরিবোল বলিয়া একেবারে আপনার স্বাতন্ত্র্য হারাইল, এবং বিহ্বল হইয়া গেল। তখন নিতান্ত অনিচ্ছা স্বত্বেও, যেন গ্রহগ্রস্ত হইয়া, আপনিই "হরিবোল" বলিতে লাগিল। এইরূপে হরিবোল বলিতেছে, আর ক্রমে বিহ্বল হইতেছে। শেষে বলিতে বলিতে, একেবারে বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইল, তাহার নয়ন দিয়া শত সহস্র ধারা বহিতে লাগিল, ও একটু পরেই রজক দুই বাহু ঊর্দ্ধে তুলিয়া, "হরিবোল, হরিবোল" বলিয়া নৃত্য করিতে লাগিল।

ভক্তগণ দেখিয়া বিস্মিত হইয়া চাহিয়া রহিলেন। কিন্তু প্রভু আর বিলম্ব করিলেন না। প্রভুর তখন কার্য্য সমাধা হইয়াছে, কাজেই দ্রুত বেগে চলিলেন, ভক্তগণও সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। অল্প দূরে গমন করিয়া প্রভু বসিলেন, আর ভক্তগণ রজকের কাণ্ড দেখিতে লাগিলেন। রজক ভঙ্গি করিয়া নৃত্য করিতেছে, প্রভু যে চলিয়া গিয়াছেন, তাহা তাহার জ্ঞান নাই। কারণ তাহার বাহ্য দৃষ্টি নাই। তখন সেই ভাগ্যবান আপনার হৃদয়ে গৌররূপ দেখিতেছেন!

ভক্তগণের বোধ হইল রজক যেন একটী যন্ত্র। প্রভু কি কল টিপিয়া দিয়া আড়ালে আইলেন, আর সেই কলে হরিবোল বলিতে ও নাচিতে লাগিল।

ভক্তগণ অবাক হইয়া দেখিতেছেন। একটু পরে সেই রজকের স্ত্রী হস্তে আহারীয় দ্রব্য লইয়া স্বামীর নিকটে আইল। আসিয়া স্বামীর ভাব দেখিয়া অল্পক্ষণ স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইল, পরে কিছু না বুঝিতে

পারিয়া, হাসিয়া উড়াইয়া দিবে ইচ্ছা করিয়া বলিতেছে, "ও আবার কি? তুমি আবার নাচিতে শিখিলে কবে?" কিন্তু রজক উত্তর দিল না, পূর্ব্বকার মত দুই হাত তুলিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া, অঙ্গ ভঙ্গি করিয়া, "হরিবোল, হরিবোল" বলিয়া নৃত্য করিতে লাগিল। রজকিনী বুঝিল যে স্বামীর বাহ্যজ্ঞান নাই, আর তার কি একটা হইয়াছে। তখন ভয় পাইল। পাইয়া চীৎকার করিয়া গ্রামের দিকে ধাবিত হইয়া পাড়ার লোক ডাকিতে লাগিল। রজকিনীর রোদন ধ্বনি ও আহ্বানে গ্রামের লোক ভাঙ্গিল। তাহারা আইলে রজকিনী অতি ভীতভাবে বলিল যে তাহার স্বামীকে ভূতে পাইয়াছে। দিনের বেলায় ভূতের ভয় নাই, সকলে রজকের কাছে গেল। দেখে যে, সে অচৈতন্য হইয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া নৃত্য করিতেছে, আর তাহার মুখ দিয়া লালা পড়িতেছে। তাহাকে দেখিয়া প্রথমে ভয়ে কেহ নিকটে যাইতে সাহসী হইল না। পরে সাহস করিয়া কোন এক জন ভাগ্যবান লোকে তাহাকে ধরিল, ইহাতে রজকের অর্দ্ধ বাহ্যজ্ঞান হইল। তখন রজক আনন্দে তাহাকে আলিঙ্গন করিলেন। এই ব্যক্তি আলিঙ্গন পাইয়া হরিবোল বলিয়া নৃত্য করিয়া উঠিল! তখন এই দুই জনে নৃত্য আরম্ভ করিলেন। এইরূপে ক্রমে ক্রমে সেই মহাবায়ু জনে জনে ধরিল, এমন কি রজকিনীও সেই মদে উন্মত্ত হইলেন।

দৃষ্টি মাত্র শক্তি সঞ্চার, ইহার বিস্তার বর্ণন পরে করিব। যখন প্রভু দক্ষিণ দেশ ভ্রমণ করিতে গমন করেন, তখন প্রায় এইরূপে দুই বৎসর সমস্ত ভারতবর্ষে বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচার করেন। তখনও ঐরূপ করিতেন, যাহাকে আলিঙ্গন করিতেন, শুদ্ধ যে সে শক্তি পাইত এরূপ নয়, তাহার আবার শক্তি সঞ্চারের শক্তি প্রায় পূর্ণ মাত্রায় লাভ হইত। যেমন উষ্ণ জলের মধ্যে শীতল জলপাত্র রাখিলে উহা উষ্ণ হয়, এবং শেষোক্ত উষ্ণ জলের মধ্যে আবার শীতল জলপাত্র রাখিলে তাহাও উষ্ণ হয়, তবে ক্রমে এই উষ্ণতা কমিয়া যায়, সেইরূপ প্রভুর যে শক্তি তাহা সঞ্চারিত ব্যক্তির পূর্ণ মাত্রায় লাভ হইল না, আবার সঞ্চারিত ব্যক্তি যাহাকে সঞ্চার করিলেন তাহারও ঐরূপ সঞ্চারকের পূর্ণ শক্তি প্রাপ্তি হইল না। এই গেল সাধারণ নিয়ম। কিন্তু এরূপও কখন কখন হইত যে, সঞ্চারক অপেক্ষা সঞ্চারিত ব্যক্তি অধিক শক্তি-

সম্পন্ন হইতেন, সে কখন, না যখন সঞ্চারক অপেক্ষা সঞ্চারিত ব্যক্তি অধিক অধিকারী কি বড় সাধক।

অধিকার সকলের সমান হয় না, আবার উন্নতির নিমিত্ত চেষ্টা সকলে সমান করে না। শাস্ত্রে আছে যে গৌর অবতারে, পাত্র মোটে সাড়ে তিন জন, যথা সরূপ, রাম রায়, শিখি মাহিতী ও মাধবী দাসী। সরূপ, ইনি নবদ্বীপের পুরুষোত্তম আচার্য্য, যাঁহাকে পূর্ব্বে একবার আমার পাঠকবর্গকে, গললগ্নীবাস পূর্ব্বক প্রণাম করিতে বলিয়াছি। অপর আড়াই জন পাত্রের কথা পাঠক ক্রমে জানিতে পারিবেন। পাত্র মানে এই যে, ইহাঁরা শ্রীগৌরাঙ্গ-দত্ত সুধা যত খানি গ্রহণ করিতে পারিয়াছিলেন, এত আর কোন ভক্ত পারেন নাই। অতএব যাঁহার হৃদয়ে যত খানি এই ভক্তি কি প্রেম সুধারস ধরে, তিনি সেইরূপ অধিকারী। অধিকার সকলের সমান নয়, তাহা সকলে জানেন। কেন নয় তাহা বলিতে পারি না, তাহা লইয়া বিচার করিতে পারি মাত্র, তাহাও এ স্থলে করিব না।

এই যে অধিকার, ইহার পরিবর্দ্ধন করাকেই সাধন বলে। অতএব যেমন কর্কশ-কণ্ঠ কোন ব্যক্তি সাধনার দ্বারা, সুকণ্ঠ হইয়া সুকণ্ঠ গায়ক হইতেও ভাল গায়ক হইতে পারেন, সেইরূপ অল্প অধিকারী হইয়াও সাধনার দ্বারা এক জন উচ্চ অধিকারী অপেক্ষা অধিক অধিকার অর্জ্জন করিতে পারেন। পথে চলিবার সময় শ্রীগৌরাঙ্গ কাহাকে কৃপা করিতেছেন, কাহাকে করিতেছেন না, ইহার কি কারণ তাহা আমরা বলিতে পারি না। তবে যে তিনি বাছিয়া বাছিয়া লোক উদ্ধার করিতে করিতে গমন করিতেন, তাহা স্পষ্ট বোধহয়। পথে কত লোক দেখিলেন, কত সাধু দেখিলেন, কিন্তু কৃপা রজককেই করিলেন। রজকের দ্বারা কেবল যে তাহার গ্রামবাসীগণকে কৃপা করিলেন তাহা নয়, সে খণ্ড ভক্তিতরঙ্গে ডুবিয়া গেল।

দানীর সঙ্গে প্রভুর আর দুই বার গোল হয়, শুনিতে পাই। একবার কোন দানী মুকুন্দকে বন্ধন করে। তাঁহার নিকট কপর্দ্দক না পাইয়া তাঁহার গাত্রের ছেঁড়া কম্বল কাড়িয়া লয়। তাহাতে দানীর কোন কার্য্যে আইল না, যেহেতু সে কম্বলে কোন পদার্থ ছিল না। তখন দানী চতুর্দ্দিক হইতে বঞ্চিত হইয়া, সক্রোধে কম্বল খানি ছুয়্

খণ্ড করিয়া ছয় জনের দানস্বরূপ গ্রহণ করিল। কিঞ্চিৎ পরে সেই খেওয়ারির কর্ত্তা প্রভুকে দর্শন করিল ও সমুদায় কাহিনী শুনিল।

এ বোল শুনিয়া সেই সঙ্কোচ অন্তর।
নূতন কম্বল দিল দানীর ঈশ্বর॥—চৈতন্যমঙ্গল।

ইহার পূর্ব্বে প্রভু আর এক স্থানে পার হইয়া উন্মত্ত হইয়া দ্রুত গমনে চলিয়াছেন, যাইতে হঠাৎ দাঁড়াইলেন। শুধু তাহা নয়, প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। প্রভু এ পর্য্যন্ত দ্রুতগতিতে জগন্নাথ-দর্শনে চলিয়াছেন, এখন প্রত্যাবর্ত্তন কেন করেন? ভক্তগণ কিছু বুঝিতে পারিলেন না, জিজ্ঞাসাও করিতে পারিলেন না, কেবল পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতে লাগিলেন। প্রভু ফিরিয়া আইলে ভক্তগণ দেখিলেন যে বহু যাত্রীকে দানী বহুবিধ যন্ত্রণা দিতেছে। প্রভু যে আইলেন, সেই কি হইল শ্রবণ করুন। যথা চৈতন্যমঙ্গলে:—

প্রভুকে দেখিয়া যাত্রী কান্দে উভরায়।
ত্রাস পাঞা শিশু যেন মায়ের কোলে যায়॥
প্রভুর চরণে পড়ি কান্দে সর্ব্বজন।
দেখিয়া পাপিষ্ঠ দানী ভাবে মনে মন॥
এরূপ মানুষ নাই জগত ভিতরে।
এই নীলাচল-চাঁদ জানিল অন্তরে॥
এতেক চিন্তিয়া মনে সেই মহাদানী।
প্রভুর চরণে পড়ি কহে কাকু বাণী॥

এই যাত্রীগুলি উদ্ধার করিয়া প্রভু আবার নীলাচলে চলিলেন। উড়িষ্যায় প্রবেশ করিয়াই প্রভু দেখেন যে রাজপথে গমন তাঁহার পক্ষে বড়ই অসুখকর হইতে লাগিল। তিনি আপন মনে গমন করিবেন, ভক্তগণ যে তাঁহার পাছে পাছে আসিতেছেন ইহাও তাঁহার ভাল লাগিতেছে না। এই নিমিত্ত ভক্তগণের উপর মহা বিরক্ত। আবার রাজপথে উঠিয়া দেখেন যে সৈন্যের কোলাহলে পথ চলিবার যো নাই। গজপতি প্রতাপরুদ্রের সহিত গৌড়ের বাদসাহার যুদ্ধ হইতেছে। রাজপথে সৈন্য, হাতি ও ঘোড়ার কোলাহল। প্রভু বিরক্ত হইয়া বনে প্রবেশ করিলেন, করিয়া বনপথে চলিতে লাগিলেন। তবে করেন কি, যেখানে তীর্থস্থান আছে, তাহা দর্শন করিবার জন্য রাজপথে আগমন করেন। দর্শন সমাধা হইলে আবার বনপথে গমন করেন। তবু প্রভুর কণ্টক হইতেছেন—নিজগণ। যদিও

প্রভু নাসিকায় ভোজন করিবেন সংকল্প করিয়াছেন, তবু নানা প্রকারে ভক্তগণ তাঁহাকে মাঝে মাঝে ভোজন করান। তাঁহাকে নানা প্রকার সেবা করেন। ইহা প্রভুর ভাল লাগে না। প্রভু ভক্তগণ সমভিব্যাহারে সুবর্ণরেখা নদীর পরিষ্কার জলে স্নান করিলেন। প্রভু চলিতেছেন, এমন সময় হঠাৎ ভক্তগণকে বলিলেন, "তোমরা কি আমার সঙ্গে যাইতেছ? আমি একা, আমার সঙ্গী নাই। হয় তোমরা অগ্রে যাও না হয় আমি অগ্রে যাই, আমার সঙ্গে তোমরা যাইতে পারিবে না।"

ভক্তগণ প্রভুর এই চরিত্র দেখিয়া একটু হাস্য করিলেন। কিন্তু বড় চিন্তিতও হইলেন। এ আবার প্রভুর কি লীলা? তাঁহার অভিসন্ধি কি? কে তাহা জিজ্ঞাসা করিবে? কে তাঁহার আজ্ঞা লঙ্ঘন করে? কে বা তাঁহার আজ্ঞা পালন করে, অর্থাৎ কিরূপে তাঁহাকে একা যাইতে ছাড়িয়া দিতে পারে? ভক্তগণ উত্তর দিতে পারিলেন না। মুকুন্দ বলিলেন, "তবে প্রভু আপনি গমন করুন, আমরা পাছে রহিলাম।" প্রভু এই কথা শুনিয়া মহাহর্ষিত হইয়া হুঙ্কার করিয়া শ্রীজগন্নাথের উদ্দেশে দৌড়িলেন, ভক্তগণ পাছে রহিলেন। প্রভু একটু দূরে গমন করিলে ভক্তগণ তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়িলেন। তাঁহাদের মনের ভাব কি তাহা অবশ্য বুঝিয়াছেন। তাঁহারা প্রভুকে দর্শন দিবেন না, অলক্ষিতরূপে তাঁহাকে রক্ষণাবেক্ষণ করিতে করিতে গমন করিবেন।

এখন শ্রীগৌরাঙ্গের এই "নিঠুরতা" লইয়া একটু বিচার করিব। প্রভুর এই নিঠুরতা কেন? ইহার উত্তর, তিনি নিজ-জন নিঠুর। তাহার মানে কি? মানে আর কিছু নয়, তিনি নিজ-জনের সহিত যত নিঠুরতা করেন, তাঁহার নিজ-জনের সহিত তত আত্মীয়তা বৃদ্ধি পায়। প্রীতি কি কখন আস্বাদ করিয়াছ? করিয়া থাক, তবে জানিবে যে, যেখানে প্রকৃত প্রীতির সৃষ্টি হইয়াছে, সেখানে এরূপ কন্দলরূপ ঝড়ে উহার মূল আরো পরিবর্দ্ধিত হয়। একটী কথা মনে কর. স্বামী যদি উদাসী হইয়া যায়, আর স্ত্রীকে তাহার পশ্চাৎ আসিতে দেখিয়া সেই স্বামী তাহাকে প্রহার করে, কি তাহাকে লুকাইয়া পলায়ন করে, তবে কি তাহার স্ত্রীর স্বামীর প্রতি ক্রোধ হয়? না আরো প্রেম বাড়িয়া যায়? ইহাও সেইরূপ।

প্রভু এক দৌড়ে জলেশ্বর আইলেন। জলেশ্বরে শিবের স্থান। বহুতর মন্দির সেখানে বিরাজমান। জলেশ্বর শিব সেখানকার প্রধান ঠাকুর।

প্রভু সন্ধ্যার সময় সেখানে উপস্থিত হইলেন। তখন কেবল আরাত্রিক আরম্ভ হইয়াছে। শিবের পূজার মহা আয়োজন হইতেছে, এবং বহুতর বাদ্য বাজিতেছে। পূজার সমুদায় সজ্জা দেখিয়া প্রভু আনন্দে বিহ্বল হইলেন, তখন যাইয়াই, কাহাকে কিছু না বলিয়া, সেই ঢাকের বাদ্যের সহিত নৃত্য আরম্ভ করিলেন। প্রভুর ভাব দেখিয়া সকলে স্তম্ভিত, পরে যাহা হইবার কথা তাহাই হইল। সকলে ভক্তি-তরঙ্গে ডুবিয়া গেলেন, এমন কি, সকলের মনে বোধ হইল শিব স্বয়ং উপস্থিত হইয়াছেন। যথা চৈতন্য ভাগবতে—

করিতে আছেন নৃত্য জগৎ জীবন।
পর্ব্বত বিদরে হেন হুঙ্কার গর্জ্জন॥
দেখি শিবদাস সবে হইল বিস্মিত।
সবেই বলেন শিব হইল বিদিত॥
আনন্দে অধিক সবে করে গীত বাদ্য।
প্রভু নাচিতেছেন তিলার্দ্ধেক নাই বাহ্য॥

প্রভুর সঙ্গে দৌড়ান সহজ কথা নয়। ভক্তগণ প্রভুর সঙ্গে দৌড়িয়াছেন, কিন্তু পারিবেন কেন? তাহাতে আবার অনাহার। তবু প্রভু বড় অধিক অগ্রে আসিতে পারেন নাই। যেহেতু ভক্তগণ প্রাণপণে প্রভুর পশ্চাতে দৌড়িয়া আসিয়াছেন। প্রভু যখন আপনি আনন্দে পাগল হইয়া সকলকে আনন্দে পাগল করিয়াছেন,—যখন শিব আসিয়াছেন ভাবিয়া লোকের মনের অবস্থা যাহা হওয়া উচিত তাহাই হইয়াছে,—তখন ভক্তগণ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দূর হইতে কোলাহল শুনিয়া বুঝিলেন প্রভুর নৃত্য, কি একটা কাণ্ড হইতেছে। তাঁহারা আসিয়া, প্রভুর সহিত যে চুক্তি ছিল তাহা অনায়াসে ভঙ্গ করিয়া, একেবারে তাঁহার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন মুকুন্দ প্রভুর প্রিয়-কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। এ পর্য্যন্ত প্রভুর নৃত্যে ও শিবের বাদ্যে বড় একটা মিল হইতেছিল না। বলা বাহুল্য, শিবের গীত বাদ্যে ও শ্রীকৃষ্ণের গীত বাদ্যে বড় একটা মিল সম্ভবে না। তবে শিবের সম্মুখে, ঢাকের বাদ্যে নৃত্য, তাহার তাল মান বড় প্রয়োজন ছিল না। তবু যখন মুকুন্দ কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন, তখন প্রভুর আনন্দ সর্ব্বাঙ্গ শুদ্ধ হইল, ও নৃত্য আরও মধুর হইল। প্রভু ভক্তগণকে দেখিলেন, দেখিয়া আরও সুখী হইলেন।

ভক্তগণ গাইতে লাগিলেন, আর প্রভু তখন প্রাণাধিক প্রিয়জন পাইয়া, আদরে ঘুরিয়া ঘুরিয়া, নৃত্য আরম্ভ করিলেন। ক্রমে প্রভুকে সকলে শান্ত করিলেন। তখন তিনি সুখে ভক্তগণকে প্রেমালিঙ্গন করিলেন। নিজ-জন সহ পূর্ব্বকার সকল কলহ মিটিয়া গেল। প্রভু ক্রমে বাসদহা পথে, পরে তমলুক অতিক্রম করিয়া, রেমুণাতে আইলেন। রেমুণা রাজপথের ধারে, গোপীনাথের স্থান। ঠাকুর গোপীনাথ দ্বিভুজ মুরলীধর। প্রভু এই প্রথম দ্বিভুজ মুরলীধর মূর্ত্তি আপনি দেখিলেন, ও ভক্তগণকে দেখাইলেন।

এ কথার তাৎপর্য্য অতি সংক্ষেপে বলিতেছি। প্রভু প্রকাশ হইয়াই দ্বিভুজ মুরলীধর ধ্যান শিক্ষা দিতে লাগিলেন। তাহার মানে এই যে, তখন সকলে শ্রীকৃষ্ণকে শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী চতুর্ভুজরূপে ধ্যান করিতেন। এখন প্রভু শ্রীভগবানের মাধুর্য্যভাব শিক্ষা দিবার নিমিত্ত অবতীর্ণ। মাধুর্য্য ভজন এই যে, শ্রীভগবানকে নিজ-জন রূপে অর্থাৎ পতি পুত্র প্রভৃতি রূপে ভজনা করা। সেই ভগবান যদি চারি হস্ত সম্পন্ন রহিলেন, তবে তাঁহাকে পতি কি পুত্র বলিতে জীবের সাহস হইবে কেন? মুখে বলিলে ত হইবে না? অন্তরে, একজন চারিহস্ত সম্বলিত, শঙ্খ-চক্র প্রভৃতি ধারী পুরুষকে, কোন স্ত্রী কি পুরুষ নির্ভয়ে পুত্র কি পতি কি সখা বলিতে পারেন না। সুতরাং মাধুর্য্য ভজন করিবার অগ্রে শ্রীভগবানের দুখানি হাত ফেলিয়া দিতে হয়। আর যে দুখানি রহিল তাহাতে এমন কোন বস্তু দিতে হইবে যাহা মনোহর ও মনুষ্য ব্যবহার উপযোগী। অর্থাৎ প্রভু বৃন্দাবনের শ্রীনন্দনন্দনের ভজনা উপদেশ দিতে লাগিলেন। শ্রীনন্দের নন্দন ত চতুর্ভুজ নহেন? তাহা হইলে নন্দ তাঁহাকে দিয়া কিরূপে মাথায় বাধা বহাইবেন, কি যশোদা তাঁহাকে বন্ধন করিবেন? শ্রীনন্দের নন্দন দ্বিভুজ মুরলাধর, আর প্রভু মাধুর্য্য ভজনের নিমিত্ত এইরূপ ঠাকুরের ধ্যান দিতে লাগিলেন।

প্রভুর ভক্তগণ অবশ্য প্রভুর এই ন্যায়সঙ্গত কথা বলিবা মাত্র গ্রহণ করিলেন। কিন্তু যাঁহারা বাহিরের লোক, তাহারা তর্ক উঠাইতে লাগিলেন। তাহাদের আপত্তি এই যে, যদি দ্বিভুজ মুরলীধর শ্রীকৃষ্ণ ধ্যানের বস্তু হইলেন, তবে প্রাচীন এরূপ মূর্ত্তি নাই কেন? ভক্তগণ এ কথার উত্তর দিতে পারিতেন না। কিন্তু রেমুনার গোপীনাথ বহু

দিনের প্রাচীন মূর্ত্তি। আর তিনি দ্বিভুজ মুরলীধর। তাহাই প্রভু ভক্তগণ সম্বলিত, বনপথ ছাড়িয়া, রাজপথে রেমুনার গোপীনাথকে দর্শন করিতে আইলেন।

এই ঠাকুর উদ্ধব কর্ত্তৃক বারাণসী নগরে স্থাপিত হইয়াছিলেন, পরে তিনি রেমুনাতে আসিয়া বাস করেন। শ্রীগৌরাঙ্গ সেই কথা স্মরণ করিয়া "উদ্ধব" "উদ্ধব" বলিয়া আর্ত্তনাদ করিতে করিতে ঠাকুরের অগ্রে আইলেন। আসিয়া, প্রথমে "উদ্ধবের ঠাকুর" বলিয়া অঞ্জলি বদ্ধ করিয়া, মস্তক স্পর্শ করিয়া, শ্রীগোপীনাথকে প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন। পরে প্রদক্ষিণ করিতে করিতে নৃত্য আরম্ভ করিলেন। যথা চৈতন্য মঙ্গলে—

"উদ্ধব" "উদ্ধব" বলি ডাকে আর্ত্তনাদে।
প্রেমায় বিহ্বলে প্রভু ভূমে পড়ি কান্দে॥
অরুণ নয়নে জল ঝরে অনিবার।
পুলকে ভরল অঙ্গ কম্প বারে বার॥

গোপীনাথের দাসগণ প্রভুর রূপ গুণ দেখিয়া বিস্মিত হইলেন, প্রভুর প্রেমতরঙ্গ দেখিয়া বিহ্বল হইলেন, তখন কে গোপীনাথ ইহা তাহাদের ভ্রম হইতে লাগিল। প্রভু নৃত্য করিতে করিতে গোপীনাথকে প্রণাম করিলেন। শ্রীগোপীনাথের মস্তকস্থিত পুষ্পরচিত চূড়া অমনি খসিয়া প্রভুর মস্তকে পড়িল! প্রভু উহা মস্তকে ধরিয়া আরও স্ফূর্ত্তির সহিত নৃত্য করিতে লাগিলেন। আবার ভাবের তরঙ্গে কিয়ৎকালের নিমিত্ত নৃত্যে ক্ষান্ত দিয়া, ঠাকুরের অগ্রে দাঁড়াইয়া, করযোড়ে এই দুই শ্লোক পড়িয়া, গোপীনাথের স্তব করিলেন, যথা—

ন্যঞ্চৎ কফোণিরয়মংশমুদঞ্চদগ্রং
তীর্য্যক্ প্রকোষ্ঠ কিরদাবৃত পীনবক্ষাঃ
আবর্ত্যমাণবলয়ো মুরলী মুখস্য
শোভাং বিভাবয়তি কামপি বামবাহুঃ॥
আকুঞ্চনা কুণ কফোণিতলাদ্দধান,
লব্ধ ক্রতা মধুরিমামৃত ধারয়েব।
আপ্লাবয়ন্ ক্ষিতিতলং মুরলীমুখস্য
লক্ষ্মীং বিলক্ষয়তি দক্ষিণ বাহুরেব॥

ক্রমে লোক সমবেত হইতে লাগিল। কিন্তু প্রভুর নৃত্যের বিরাম নাই।

চৌদিকে সকল লোক হরি হরি বোলে।
আকাশে পরশে হেন প্রেমার হিল্লোলে॥—চৈতন্যমঙ্গল।

এইরূপে সমস্ত দিবা নৃত্য চলিল, পরে সন্ধ্যা হইল। তখন ভক্তগণ অনেক যত্ন করিয়া প্রভুকে বিশ্রাম করাইলেন। প্রভু বসিলেন, আর সকলে বসিয়া মনসুখে কৃষ্ণকথা কহিতে লাগিলেন। প্রভু বলিলেন, "এই যে ঠাকুর, ইনি একবার ভক্তের নিমিত্ত ক্ষীর চুরি করিয়াছিলেন, তাহাই ইহার নাম ক্ষীরচোরা গোপীনাথ হইয়াছে।" ভক্তগণ ইহাতে সে কাহিনী শুনিতে চাহিলেন। প্রভু বলিতে লাগিলেন। শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীর কথা আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি। শ্রীঈশ্বরপুরী শ্রীপ্রভুর গুরু আর, ঈশ্বরপুরীর গুরু মাধবেন্দ্রপুরী। এই মাধবেন্দ্রের নিকট শ্রীঅদ্বৈতমন্ত্র গ্রহণ করেন। শ্রীবিদ্যাপতি, চণ্ডিদাস ও বিল্বমঙ্গল যে রসের পদ সমস্ত লিখিয়া গিয়াছিলেন, প্রভু তাহা জীবন্ত করিলেন। সেইরূপ মাধবেন্দ্রপুরী প্রেমভক্তি ধর্ম্মের বীজ রোপণ করিয়া যান, প্রভু তাহাই অঙ্কুরিত ও পরিশেষে ফলবান করেন। মাধবেন্দ্রপুরী ভারতবিখ্যাত, তাঁহার ন্যায় কৃষ্ণপ্রেমে প্রেমিক, প্রভুর পূর্ব্বে কেহ কখন দেখেন নাই, শুনেন নাই। মাধবেন্দ্রপুরীর মেঘ দেখিলে কৃষ্ণ স্ফূর্ত্তি হইত, ও তিনি অচেতন হইতেন! তখনকার কালে সে অতি বড় কথা। অবশ্য প্রভু অবতীর্ণ হইয়া যে বন্যা উঠাইলেন, তাহার নিকট মাধবেন্দ্রপুরীর প্রেমের তুলনা হয় না। কিন্তু তাহাই বলিয়া প্রভু তাহা বলিতেন না। "মাধবেন্দ্র" নাম করিতেই প্রভু বিহ্বল হইতেন। এই মাধবেন্দ্রপুরী রেমুনার গোপীনাথের এখানে আসিয়াছিলেন। গোপীনাথের এখানে বার খানি ক্ষীরভোগ দেওয়া হয়। এই বার ক্ষীর ভুবন-বিখ্যাত। মাধবেন্দ্রের মনে ইচ্ছা হইল যে এক বার এই ক্ষীর আস্বাদ করিয়া দেখিবেন। এ ক্ষীর কিরূপ, আর ইহা কেন ভুবনবিখ্যাত। ভাবিলেন, ইহার তথ্য জানিতে পারিলে তিনিও তাঁহার ঠাকুরকে ঐরূপ ভোগ প্রস্তুত করিয়া দিবেন। মাধবেন্দ্রের মনে এই ইচ্ছা হইলে তিনি আবার লজ্জিত হইলেন। তখন তিনি মন্দিরের দূরে গমন করিয়া কৃষ্ণ-কীর্ত্তনে রাত্রি যাপন করিতে লাগিলেন। এদিকে পূজারী ভোগদিয়া শয়ন করিলেন। এমন সময় তাহাকে স্বপ্নে গোপীনাথ

বলিলেন, "এক খানি ক্ষীর আমার অঞ্চলের মধ্যে লুকান আছে, তুমি উহা লইয়া বাজারে মাধবেন্দ্রপুরী নামক যে এক জন সন্ন্যাসী কীর্ত্তন করিতে করিতে নিশি যাপন করিতেছেন, তাঁহাকে দাও।" পূজারী যাইয়া মাধবেন্দ্রকে তল্লাস করিয়া তাঁহার অগ্রে ক্ষীর রাখিয়া প্রণাম করিয়া বলিল, "গোসাঞি! এই ক্ষীর ধর, ঠাকুর তোমার নিমিত্ত ক্ষীর চুরি করিয়া রাখিয়াছিলেন।"

সেই অবধি গোপীনাথের নাম হইল, "ক্ষীরচোরা গোপীনাথ।"

ইহা বলিয়া প্রভু মাধবেন্দ্রের গুণ বলিতে লাগিলেন। এ সমস্ত কাহিনী তিনি শ্রীঈশ্বরপুরীর নিকট শুনিয়াছিলেন। মাধবেন্দ্রপুরী কিরূপে মানবলীলা সম্বরণ করেন, প্রভু তাহা ঈশ্বরপুরীর নিকট যেরূপ শ্রবণ করেন, এখন তাহাও বলিতে লাগিলেন। গোসাঞী মাধবেন্দ্র বৃক্ষতল-বাসী, ঈশ্বরপুরী তাঁহার নিকট। গোসাঞীর অন্তিমকাল উপস্থিত হইয়াছে, ঈশ্বরপুরী সেবা করিতেছেন। ঈশ্বরপুরী গুরুর মল মূত্র কিছু মাত্র ঘৃণা না করিয়া পরিষ্কার করিতেছেন। ঈশ্বরপুরী আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া গুরুর সেবা করিতেছেন। পুরী গোসাঞী ইহাতে সন্তুষ্ট হইয়া, ঈশ্বরপুরীকে তাঁহার সমুদায় কৃষ্ণপ্রেম অর্পণ করিলেন। তাই ঈশ্বরপুরীও এত শক্তিধর হইলেন যে, শ্রীগৌরাঙ্গ বাছিয়া, যদিও ঈশ্বর-পুরী ব্রাহ্মণ নহেন, কায়স্থ, তবু তাঁহারই নিকট মন্ত্র লইলেন।

প্রভু পুরী গোসাঞীর তিরোভাব কাহিনী শ্রীনিত্যানন্দ প্রভৃতির নিকট বলিতেছেন। প্রভু বলিতেছেন, ঈশ্বরপুরী সেবা করিতেছেন, মাধবেন্দ্র "কৃষ্ণ" "কৃষ্ণ" বলিয়া আর্ত্তনাদ করিতেছেন। ক্রমেই তাঁহার কৃষ্ণ-বিরহ বৃদ্ধি পাইতেছে, শেষে সেই বিরহবেগ একটি শ্লোক রূপে তাঁহার শ্রীমুখ হইতে নিঃসৃত হইল। সে শ্লোকটি এই—

অয়ি দীনদয়ার্দ্র নাথ হে মথুরানাথ কদাবলোক্যসে।
হৃদয়ং ত্বদলোক কাতরং দয়িত ভ্রাম্যতি কিং করোম্যহং॥

রাধাভাবে পুরী গোসাঞী বলিতেছেন, "হে নাথ! তোমার দীন জনের দুঃখে দয়ার উদয় হয়, হইয়া তোমার কোমল হৃদয় দ্রবীভূত হয়। হে নাথ! হে প্রিয়! আমার হৃদয় তোমার অদর্শনে কাতর হইয়া তোমাকে ইতি উতি অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতেছে। হে মথুরানাথ! আমি কবে তোমায় দেখিব?" এই শ্লোক পড়িতে পড়িতে পুরী গোসা-

গ্রীর চক্ষু স্থির হইল। ঈশ্বরপুরী দেখেন যে পুরী গোসাঞীকে শ্রীকৃষ্ণ লইয়া গিয়াছেন!

শ্রীগৌরাঙ্গ বলিলেন যে, পুরী গোসাঞী এই শ্লোক পড়িতে পড়িতে অন্তর্দ্ধান করিলেন। ইহা বলিয়া শ্লোকটী পড়িলেন, আর—আপনিও অমনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

ভক্তগণ দেখেন প্রভুর সমস্ত বাহ্যেন্দ্রিয় নির্জ্জীব হইয়া গিয়াছে। তখন সকলে নানাবিধ সংকার করিতে লাগিলেন। কিছুকাল পরে প্রভু নিশ্বাস ফেলিলেন. নয়ন মেলিলেন, পরে—

প্রেমোন্মাদ হইল উঠি ইতি উতি ধায়।
হুঙ্কার করয়ে হাঁসে নাচে কান্দে গায়॥
"অয়ি দীন" "অয়ি দীন" বোলে বারে বার।
কণ্ঠে না নিঃস্বরে বাণী বুকে অশ্রুধার॥
কম্প স্বেদ পুলকাশ্রু স্তম্ভ বৈবর্ণ।
নির্ব্বেদ, বিষাদ, জাড্য, গর্ব্ব, হর্ষ, দৈন্য॥
এই শ্লোকে উঘারিল প্রেমের কবাট।
গোপীনাথ সেবক দেখে প্রভুর প্রেমনাট॥
লোকের সংঘট দেখি প্রভুর বাহ্য হইল—চরিতামৃত।

এখন আপনি পবিত্র হইব বলিয়া মাধবেন্দ্র পুরীর কথা একটু আলোচনা করিব। তাঁহার কেহ ছিল না।-কিছু ছিল না। তাঁহার আপনার বলিতে নিজজন কেহ ছিল না, এক কপর্দ্দক সম্পত্তিও ছিল না। যখন রোগাক্রান্ত তখন তিনি বৃক্ষতলে শয়ন করিয়া, ঈশ্বরপুরী তাঁহাব সেবা করিতেছেন, তাঁহার এই অবস্থা মনে করিলে কাহার না হৃৎকম্প হইবে? কিন্তু ইহা তাঁহার বোধ নাই। তবে তাঁহার হৃদয় ব্যাকুল বটে, কিন্তু তাঁহার যে কেহ কিছু নাই, নাই, কি তিনি রোগাক্রান্ত হইয়া বৃক্ষতলে পড়িয়া দুঃখ পাইতেছেন, সে নিমিত্ত নহে। তবে কি নিমিত্ত? না, কৃষ্ণকে দেখিতে পাইতেছেন না বলিয়া! আর কি করিতেছেন, না বলিতেছেন, "কৃষ্ণ তুমি বড় দয়াময় দীন-জনের দুঃখ দর্শনে তোমার কোমল হৃদয় দ্রব হয়!"

আচ্ছা, তিনি যে এই অবস্থায় পড়িয়া কৃষ্ণকে দয়াময় বলিয়া আদর

করিতেছিলেন, তিনি কি শ্রীভগবানকে বিদ্রূপ করিতেছিলেন? অবশ্য তাহা কখন নয়। তবে তিনি রোগে অভিভূত হইয়া, নিঃসহায় বৃক্ষতলে পড়িয়া যে যন্ত্রণা পাইতেছিলেন, তাহার মধ্যেও এমন কিছু ছিল যে, তাহাতে তাঁহার হৃদয় কৃষ্ণের প্রতি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ হইতেছিল। মাধবেন্দ্র-পুরী বুদ্ধি বিদ্যায় সাধনে অদ্বিতীয়, নতুবা শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য সমস্ত খুজিয়া তাঁহাকে আত্মসমর্পণ করিবেন কেন? এই মাধবেন্দ্রপুরীর, আমাদের ন্যায় সামান্য জীবের বিবেচনায়, খুব সমৃদ্ধিশালী হওয়া উচিত ছিল, তাঁহার বহুতর লোক অনুগত থাকিবে, রাজা মহারাজগণ তাঁহার আজ্ঞানুবর্ত্তী হইবে, ইত্যাদি। শ্রীকৃষ্ণের বিচারে তিনি ইহার কিছুই পাই-লেন না, তবে পাইলেন কি, না রোগ, বৃক্ষতল, কাঠের একটী জল পাত্র, ও একটী কৃপালু শিষ্যের সেবা! তবু তিনি আনন্দে গদ্‌গদ হইয়া তাঁহার সমুদায় যন্ত্রণা ভুলিয়া মৃত্যুকালে বলিতেছেন যে, "হে দীনদয়ার্দ্র নাথ!" ইহার তাৎপর্য্য কি? শুধু তাহাও নয়। তিনি যে মৃত্যুকালে অশেষ যন্ত্রণার মধ্যে, অকপটে, সরলহৃদয়ে, শ্রীকৃষ্ণকে দীনদয়ার্দ্র নাথ বলিয়া আদর করিতেছিলেন, তুমি সিংহাসনে বসিয়া, শত সহস্র লোক দ্বারা সেবিত হইয়াও, মহা সুখের সময়ও তাহা বলিতে পার না। কেন? ইহার এক মাত্র এই উত্তর সম্ভব যে, তোমার সিংহাসন ও দাস-দাসী দ্বারা যে সুখ, তাহা অপেক্ষা অনেক গুণ অন্য জাতীয় সুখ মাধবেন্দ্রের ছিল। নতুবা তিনি মৃত্যুকালে রোগ যন্ত্রণার মধ্যে থাকিয়া এ কথা বলিতে পারিতেন না। ইহাতে এই সিদ্ধান্ত হইতেছে যে, শ্রীভগবান জীবন্ত সামগ্রী, ও তাঁহার ভক্তগণও ঐ "ভবের বাজারে" সার্থক "বিকি কিনি" অর্থাৎ বিক্রয় ক্রয় করিয়া থাকেন।

আবার দেখুন, মাধবেন্দ্র, "হে দীনদয়ার্দ্র নাথ! আমি তোমাকে না দেখিয়া দুঃখ পাইতেছি" বলিয়া কান্দিতে কান্দিতে প্রাণত্যাগ করিলেন। সামান্য জীবে মৃত্যুকালে যাহা বলে, যথা "আমার পা জ্বলিতেছে" কি, "উদরে যন্ত্রণা হইতেছে," কি "অঙ্গ অবশ হইতেছে, আমার প্রাণ গেল," ইত্যাদি, ইহা একবারও বলিলেন না, ইহাতে শ্রীকৃষ্ণ কি করিলেন?

কোন কোন পণ্ডিত লোকে বলেন, সৃষ্টি প্রক্রিয়া আপনি হয়, অর্থাৎ নিসর্গই সমস্ত সৃষ্টি করিয়া থাকেন, শ্রীভগবান বলিয়া আর

কোন পৃথক বস্তু নাই। জ্ঞানী লোকের এই কথার আমার তত দুঃখ নাই, যেহেতু তাঁহারা ইহাও বলেন যে, স্বভাবের সৃষ্টিতে জটিলতা নাই। যথা, স্বভাব যেমন অভাব দিয়াছেন তেমনি অভাব দূর করিবার বস্তু দিয়াছেন, যেমন পিপাসা দিয়াছেন তেমনি জল দিয়াছেন, যেমন ক্ষুধা দিয়াছেন তেমনি অন্ন দিয়াছেন। শিশুর জন্মিবার অগ্রে মাতৃ স্তনে দুগ্ধ সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছেন স্বভাবই যদি সৃষ্টি করিয়া থাকেন, আর সে সৃষ্টির যদি ভুল না থাকে, তবে "আমি কখন মরিব না," কি "কৃষ্ণ দরশন দাও নতুবা প্রাণে মরিব," এ সমুদয় ভাব তিনি কেন দিলেন? আমি মরিব, অর্থাৎ একেবারে বিলুপ্ত হইয়া যাইব, জীবে ইহা ভাবিতে পারে না। স্বভাবের সৃষ্টিতে যদি জটিলতা না থাকে, তবে ইহা দ্বারা ইহাই প্রমাণীকৃত হইবে যে, জীব বিলুপ্ত হইবে না শ্রীভগবানরূপ বস্তু না থাকিতেন. তবে স্বভাব জীবকে ঈশ্বরের ভাব মনে আসিতে দিত না। যদি শ্রীকৃষ্ণকে পাইবার সম্ভাবনা না থাকিত, তবে স্বভাব কৃষ্ণের প্রতি লোভ দিতেন না। স্বভাব লোভ দিবেন, লোভের বস্তু দিবেন না, ইহা হইতে পারে না।

এই যে, মাধবেন্দ্রপুরী "কৃষ্ণ! দেখা দাও, প্রাণ যায়," বলিতে বলিতে প্রাণত্যাগ করিলেন, স্বভাবের সৃষ্টিতে যদি ভুল না থাকে, তবে কৃষ্ণ তখন কি করিলেন? কৃষ্ণ কি করিলেন বলিতেছি। এমত অবস্থায় কৃষ্ণ কি করিবেন, তাহা সংসাররূপ গ্রন্থে স্বভাব লিখিয়া রাখিয়াছেন। যখন গো-বৎস হম্বা রবে ডাকিতে থাকে, তখন তাহার দূরবর্ত্তী জননী সেই ডাক শুনিবা মাত্র হম্বা' বলিয়া উত্তর দিয়া দৌড়িয়া আইসে। যেমন মাধবেন্দ্র "কৃষ্ণ দর্শন দাও, প্রাণ যায়" বলিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন, আর কৃষ্ণ "এই যে আমি" বলিয়া তাঁহাকে দর্শন দিলেন! স্বভাব পরক্ষে ইহা প্রমাণ করিতেছেন। ইহা যদি না হয়, তবে সমুদায় মিথ্যা, যে স্বভাব লইয়া নাস্তিক জনে গৌরব করেন, সে স্বভাবও মিথ্যা, তাহার বড় ভুল।*

প্রভু শান্ত হইলে, গোপীনাথের সেবকগণ প্রসাদী সেই বার থালা ক্ষীর আনিয়া, প্রভুর সম্মুখে ধরিলেন। প্রভু কিছু লইলেন, কিছু

* এই অমিয় দীন শ্লোকে শ্রীঠাকুর মহাশয় সুর বসাইয়া এবং আর কয়েকটী চরণ ইহাতে সন্নিবেশিত করিয়া একটী অপরূপ পদের সৃষ্টি করেন।

ফিরাইয়া দিলেন। প্রভু মহাপ্রসাদ কখন উপেক্ষা করিতেন না। প্রভু গোপীনাথের বিখ্যাত ক্ষীর সেবা করিলেন।

রেমুনা পরিত্যাগ করিয়া সকলে জাজপুর নগরে আসিলেন। জাজপুর তখন বড় সমৃদ্ধিশালী স্থান। সে স্থানের প্রধান ঠাকুর আদি-বরাহ। জাজপুর আবার বিরজা দেবীর স্থান। শুধু তাহাও নয়। এমন দেবতাই নাই যাঁহার মন্দির জাজপুরে ছিল না। যথা ভাগবতে—

জাজপুরে আছয়ে যতেক দেবস্থান।
লক্ষ লক্ষ বৎসরেও লৈতে নারি নাম॥
দেবালয় নাহি হেন নাহি সেই স্থান!
কেবল দেবের বাস জাজপুর গ্রাম॥

প্রকৃত কথা ভারতবর্ষের প্রধান সম্পত্তি দেবালয়, জাজপুরের যে অবস্থা সমস্ত ভারতবর্ষে এক কালে সেই অবস্থা ছিল। মুসলমানগণ ভারতবর্ষ অধিকার করিয়া এই সমুদায় দেবালয় ভঙ্গ করিতে লাগিল, তাহাতে ভারতবর্ষ এক প্রকার দেবালয়শূন্য হইল। কিন্তু উড়িষ্যার প্রতাপরুদ্রের অধিকারে মুসলমান প্রবেশ করিতে পারে নাই, সুতরাং ভারতবর্ষের পূর্ব্বকার অবস্থা কিরূপ ছিল তাহার সাক্ষী তখন উৎকল দেশ। জাজপুরে কাজেই বহুতর ব্রাহ্মণের বাস, তাঁহারা দেবালয় লইয়া জীবন যাপন করেন। জাজপুরের আর এক সম্পত্তি বৈতরণী নদী, সেই বৈতরণীর দশাশ্বমেধ ঘাটে প্রভু সগণে স্নান করিলেন। স্নান করিয়া বরাহ দর্শন নিমিত্ত গমন করিলেন। সেখানে বহুক্ষণ নৃত্য করিয়া প্রভু সমুদায় দেবালয় দেখিতে চলিলেন। প্রভু বিরজা দেবীকে দর্শন করিলেন। সেখানে গোপীভাবে অভিভূত হইয়া বদ্ধাঞ্জলি হইয়া বিরজা দেবীর নিকট শ্রীকৃষ্ণপ্রেম ভিক্ষা করিলেন। সকলেই এইরূপে দেব দর্শনে উন্মত্ত আছেন, এই অবকাশে শ্রীগৌরচন্দ্র লুকাইলেন! ভক্তগণ আর তাঁহাকে খুঁজিয়া পান না! তখন একটী সঙ্কেত স্থান করিয়া সকলে নগরে যেখানে যত দেবস্থান আছে সেখানে প্রভুকে তল্লাস করিতে লাগিলেন। মধ্যাহ্নে সঙ্কেত স্থানে সকলে আসিলেন, সকলেই ভাবিতেছেন যে, কেহ না কেহ প্রভুকে অবশ্য পাইয়াছেন। কিন্তু প্রভু নিরুদ্দেশ! তখন সকলে বড় উদ্বিগ্ন হইলেন। শ্রীনিত্যানন্দ বলিলেন, তোমরা বড় অজ্ঞান। এস আমরা ভিক্ষা করি, ভিক্ষা

করিয়া এই স্থানে বিশ্রাম করি। প্রভু আমাদিগকে ফেলিয়া যাইবেন কেন? যদি তিনি প্রকৃত লুকাইয়া থাকেন, তবে আমাদের কি সাধ্য যে তাঁহাকে তল্লাস করিয়া ধরিব? মুখে যাই বলুন তিনি ভক্তবৎসল, আমাদিগকে অনাথ করিয়া কোথাও যাইতে পারিবেন না।”

এই কথায় আশ্বস্ত হইয়া সকলে ভোজন করিয়া সেই স্থানে বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। পর দিবস প্রাতে প্রকৃতই প্রভু হঠাৎ আসিয়া উপস্থিত। সকলে হারাধন পাইয়া আনন্দে হরিধ্বনি করিয়া উঠিলেন। প্রভুর লুকাইবার আর কোন কারণ ছিল না। লোকসঙ্গে দেবদর্শনে সুখ নাই, তাই ভক্তগণকে ফেলিয়া একাকী সেই স্থানের দেবদেবী দর্শন করিতেছিলেন।

এইরূপে প্রভু কটকে আসিলেন। কটক উড়িষ্যার রাজধানী, প্রতাপরুদ্রের বাসস্থান। সেখানে দিবানিশি সৈন্য কোলাহল হইতেছে। প্রভু লোক সঙ্গ ভয়ে বনপথেই গমন করিতেছেন, কেবল যেখানে দেবস্থান সেখানেই রাজপথে আসিতেছেন। কটকে আসিবার আর কোন কারণ ছিল না, কটকে সাক্ষীগোপালের স্থান। প্রভু সাক্ষীগোপাল দর্শন করিতে প্রতাপরুদ্রের নগরে আসিলেন, কিন্তু রাজা রাজকার্য্যে বিব্রত, ইহার কিছুই জানিতে পারিলেন না। এইরূপে প্রতাপরুদ্রের ভবিষ্যৎ “সংক্রান্ত।” তাঁহার ভবনের নিকট দিয়া তাঁহার অজ্ঞাতসারে চলিয়া গেলেন।

কটকের নিম্নে মহানদী বহিতেছে। সেখানে প্রভু গণসহ স্নান করিয়া গোপাল দর্শনে গমন করিলেন। সাক্ষীগোপাল ঠাকুরটী কি প্রকার, না, শ্রীগৌরাঙ্গের মত। উভয়েরই প্রকাণ্ড শরীর, কমল নয়ন, ও এক রূপ ভঙ্গী। অন্ততঃ ভক্তগণের রোধ হইতে লাগিল যেন দুই জনেই এক বস্তু, কি এক প্রকার। বিশেষতঃ যখন শ্রীগৌরাঙ্গ গোপালের পানে, ও গোপাল শ্রীগৌরাঙ্গের পানে, চাহিয়া থাকিলেন, তখন ভক্তগণের মনে উদয় হইল যে, দুই জনেই এক, কিন্তু পৃথক হইয়া কথা কহিতেছেন। প্রকৃত কথা, শ্রীগৌরাঙ্গ যখন কৃষ্ণমূর্ত্তি দর্শন করিতেন, তখন তাঁহার মুখ দেখিয়া এই বোধ হইত যে, তিনি যেন কোন জীবন্ত বস্তু দেখিতেছেন, ও তাঁহার সহিত মধুর আলাপ করিতেছেন। ভক্তগণ দেখিতেছেন যে, যেন দুই জনে, গোপাল ও গৌরাঙ্গে, কথা হইতেছে।

শ্রীচরিতামৃতে এ সম্বন্ধে এইরূপ বর্ণিত আছে—

গোপালের আগে যবে প্রভুর হয় স্থিতি।
ভক্তগণ দেখে যেন দুই এক মূর্ত্তি॥
দুঁহে এক বর্ণ দুঁহে প্রকাণ্ড শরীর।
দুঁহে রক্তাম্বর দুঁহে স্বভাব গম্ভীর॥
মহা তেজোময় দুঁহে কমল নয়ন।
দুঁহার ভাবাবেশে দুঁহে শ্রীচন্দ্র বদন॥
দুঁহে দেখি নিত্যানন্দ প্রভু মহারঙ্গে।
ঠারা ঠারি করি হাসে ভক্তগণ সঙ্গে॥

ভক্তগণ কিরূপ দেখিলেন তাহা চন্দ্রোদয় নাটকে এইরূপ বর্ণিত আছে। গোপাল—

অধর হইতে বেণু ভূমিতে রাখিল।
গৌরচন্দ্র সঙ্গে যেন কথা আরম্ভিল॥

গোপালের সহিত এখানে প্রভুর চুপে চুপে এরূপ আলাপ করিবার আর কোন কারণ নাই। কটকের মত জনাকীর্ণ স্থানে প্রেমতরঙ্গ উঠাইলে বড় বিষম ব্যাপার হইবার সম্ভাবনা ছিল। তাই চুপে চুপে গোপালের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া প্রভু গণসহ চলিলেন। ক্রমে ভুবনেশ্বরে আসিলেন।

ভুবনেশ্বরের যেরূপ সুন্দর মূর্ত্তি এরূপ জগতে কোথায় নাই। গ্রীস ও রোম দেশের অনেক মূর্ত্তি মনোহর বটে, কিন্তু ভুবনেশ্বরের দেবমূর্ত্তির যে ভঙ্গী তাহা ইউরোপে কিরূপে অনুভূত হইবে? মূর্ত্তি প্রস্তুত করিতে কারিগরি ব্যতীত আরও কিছু চাই। সে আর কিছুই নহে, প্রেমভক্তির চর্চ্চা। যেরূপ গায়ক প্রেমভক্তির চর্চ্চা করিলে তাঁহার গীতে ভুবন মোহিত করিতে পারেন, সেইরূপ চিত্রকর ভক্তিচর্চ্চা করিলে তাঁহার কারিগরিতে ভুবন মুগ্ধ করিতে পারেন। এখনকার অনেকে চিত্রবিদ্যা শিখিতেছেন। যে মুহূর্ত্তে তাঁহারা এই বিদ্যা শিক্ষার সঙ্গে শ্রীভগবানের সঙ্গ করিতে শিখেন, তখনই তাঁহারা প্রকৃত চিত্র করিতে শিক্ষা করেন। বিশাখা চিত্র করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে পাইয়াছিলেন।

ভুবনেশ্বর শিবের স্থান, কাশীর ন্যায় বিখ্যাত, এমন কি উহাকে গুপ্তকাশী বলে।

প্রভু শিবের বৈভব দেখিয়া বড় সন্তুষ্ট হইলেন। শিবের অগ্রে নৃত্য করিলেন।

যে চরণ রসে শিব বসন না জানে।
হেন প্রভু নৃত্য করে শিব বিদ্যমানে॥—ভাগবত।

শিবের প্রেমে প্রভু উন্মত্ত হইলেন—

মহেশ দেখিয়া প্রভুর আবেশ শরীর।
টল মল করে তবু নাহি রহে স্থির॥
অরুণ নয়নে জল ঝরে অনিবার।
পুলকে ভরল অঙ্গ পড়ে বার বার॥

পরদিন প্রাতে বিন্দু সরোবরে আবার স্নান করিয়া সকলে পথে চলিলেন। এইরূপে কমলপুরে আইলেন। তখন সকলে ভাগী নদীতে স্নান করিয়া, কপোতেশ্বর শিব দর্শন করিতে চলিলেন, প্রভু নিত্যানন্দ গমন করিলেন না, ঘাটে রহিলেন। শ্রীনিত্যানন্দের গৌর ব্যতীত অন্য কোন ঠাকুর দেখিতে বড় একটা স্পৃহা ছিল না। তবে যে অন্য কোন ঠাকুর দর্শন করিতে যান, তাহা কেবল তাঁহার গৌর ঠাকুরের অনুরোধে। সে যাহা হউক, সকলে কপোতেশ্বর শিব দেখিতে চলিলেন, তখন জগদানন্দ ভাবিলেন যে অমনি ঐ সুযোগে ভিক্ষা করিয়া আনিবেন। তিনি ঠাকুরের দণ্ড বহিতেন, ভিক্ষা করিবেন বলিয়া যাইবার বেলা, দণ্ড খানি শ্রীনিত্যানন্দের হস্তে দিয়া, শ্রীগৌরাঙ্গের সঙ্গে চলিলেন।

নিতাই দণ্ড লইয়া ভাগী নদীর তীরে বসিলেন। একা বসিয়া, গৌর কাছে নাই, কাজেই নিতাই শ্রীগৌরাঙ্গের দণ্ডের সহিত কথা কহিতে লাগিলেন। বলিতেছেন, "দণ্ড! তোমার মত এক খানি দণ্ড আমারও ছিল, তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছি। এখন তোমাকে ভাঙ্গিতে পারিলে আমার মনের দুঃখ যায়। ভাল, দণ্ড! আমি ঠাকুরকে হৃদয়ে বহন করি, সেই ঠাকুর তোমাকে বহন করেন, তোমার এত বড় স্পর্দ্ধা কেন? এখনই তোমার ঘাড় ভাঙ্গিব, দেখি তোমাকে কে রাখে। ঠাকুর আমার বংশী হাতে করিয়া ত্রিজগত মোহিত করিতেন। সেই বংশী তুমি দণ্ড হইয়া তাঁহাকে বৃক্ষতলবাসী কাঙ্গাল করিয়াছ। আজ দণ্ড! তোমায় আমি দণ্ড দিব।" ফল কথা শ্রীগৌরাঙ্গের সন্ন্যাসে যাঁহার ভক্তগণ ও নিজ জন বড় ব্যথা পাইয়াছিলেন। তাঁহাদের নিকট

তাঁহার সন্ন্যাসের উপকরণ যত সামগ্রী সমুদায় বিষের ন্যায় বোধ হইত: কিন্তু ভক্তগণ করেন কি, কিছু করিতে, এমন কি কিছু বলিতে পর্য্যন্ত সাহস পাইতেন না। এখন শ্রীনিত্যানন্দ দণ্ডটীকে একা পাইয়াছেন, তাহাকে ছাড়িবেন কেন? প্রকৃতই তাহাকে ভাঙ্গিলেন, ভাঙ্গিয়া তিন খণ্ড করিলেন, করিয়া জলে ভাসাইয়া দিলেন।

জ্ঞানী লোকে বলেন যে দণ্ডটী বিধির প্রতিরূপ। শ্রীভগবান বিধির ভৃত্য নহেন, তিনি তাহার বাহির, তাহাই শ্রীনিত্যানন্দ দণ্ড ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। কেহ কেহ বলেন যে, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেমধর্ম্ম শিক্ষা দিতে আসিয়াছেন। বিধি-ধর্ম্ম ও প্রেম-ধর্ম্ম পরস্পর বিরোধী। নিতাই প্রেম ধর্ম্মের পক্ষপাতী ও ফলোপভোগী, তিনি প্রভুর এই দণ্ডরূপ ভণ্ডামি রাখিতে দিবেন কেন? তাই দণ্ড গাছটী ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। দণ্ড ভাঙ্গিয়া নিতাই বসিয়া রহিলেন, মনে মনে সাহস বান্ধিতে লাগিলেন যে প্রভু যদি দণ্ড ভাঙ্গা লইয়া ক্রোধ করেন, তবে প্রভুর সহিত ঝগড়া করিবেন।

সেই হইতে ভাগী নদীর নাম হইল দণ্ডভাঙ্গা নদী!

তৃতীয় অধ্যায়।

শ্যাম নাগর ডাকে মোরে অঙ্গুলি হেলারে।
চাহিছে আমার পানে হাসিয়ে হাসিয়ে॥—চৈতন্যমঙ্গল গীত।

প্রভু কপোতেশ্বর দেখিয়া আবার চলিলেন। নিত্যানন্দ তাঁহার যে দণ্ড ভাঙ্গিয়াছেন, ইহার তথ্য লইলেন না, তিনি যে ইহার কিছু অবগত আছেন তাহাও ভক্তগণ জানিতে পারিলেন না। প্রভু আপন মনে চলিলেন, ভক্তগণ পশ্চাতে চলিলেন। কমলপুর ছাড়িয়াই প্রভু মন্দিরের চূড়া দেখিতে পাইলেন। চূড়া দেখিয়া প্রভু যেন চেতন পাইলেন। জিজ্ঞাসিলেন, "ও কি?" ভক্তগণ বলিলেন,—"শ্রীমন্দিরের চূড়া!"

তখন নানা ভাবে প্রভুর শরীর তরঙ্গায়মান হইল। ক্রমে সেই সমুদায় ভাব অঙ্গে লুকাইবার স্থান না পাইয়া প্রকাশ হইয়া পড়িতে লাগিল।

অকথ্য অদ্ভুত প্রভু করেন হুঙ্কার।
বিশাল গর্জ্জনে কম্প সর্ব্ব দেহ ভার॥
প্রাসাদেরদিকে প্রভু চাহিতে চাহিতে।
চলিলেন প্রভু শ্লোক পড়িতে পড়িতে॥

সে শ্লোকটী এই—

প্রাসাদাগ্রে নিবসতি পুরঃ স্মেরবক্ত্রারবিন্দো,
মামালোক্য স্মিতসুবদনো বালগোপালমূর্ত্তিঃ।

প্রভু যখন প্রাসাদাগ্র দর্শন করিলেন, তখন স্তম্ভিত হইলেন। প্রভুর মন তখন দাস্য ভাবে নীলাচলচন্দ্রে নিবিষ্ট হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের স্থান বৃন্দাবন। তখন তাঁহার স্থান নীলাচল হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ নীলাচলচন্দ্রের মন্দিরে অবস্থিতি করেন। শ্রীমন্দিরের চূড়া বহু দিন পরে, বহু কষ্টের পরে, বহু সাধনের পরে প্রভু দর্শন করিলেন। এ চূড়াটী কি, না মন্দিরের সাক্ষী। মন্দির কি না শ্রীকৃষ্ণ উহার মধ্যে আছেন। প্রভু চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় চূড়ার অগ্রভাগ দর্শন করিতে লাগিলেন। দেখেন যে বালক বনমালী প্রাসাদাগ্রে দাড়াইয়া, হাসিয়া হাসিয়া তাঁহাকে আহ্বান করিতেছেন।

যেন বলিতেছেন, "এই দেখ, তুমিও যেমন আমাতে মিলিতে ব্যস্ত, আমিও তেমনি তোমাকে অভ্যর্থনা করিতে দাঁড়াইয়া আছি।"

শ্রীমন্দিরের চূড়ার উপর বালগোপাল ত্রিভঙ্গ হইয়া দাঁড়াইয়া। তাঁহার গলে বনমালা, মাথায় ময়ূরপুচ্ছচূড়া, সর্ব্বাঙ্গ কুসুমমালা সজ্জিত, বাম হস্তে মুরলী। শ্রীগৌরাঙ্গ ভক্তগণ সঙ্গে দাঁড়াইয়া দেখিতেছেন, আর বনমালী হাসিয়া হাসিয়া, দক্ষিণ হস্ত দ্বারা প্রভুকে ডাকিতেছেন। হে ভক্ত! এই চিত্রটী হৃদয়ঙ্গম কর। শ্রীনিমাই এই যে বালগোপাল দর্শন করিলেন, ইহা তিনি শ্রীভগবান বলিয়া দেখিলেন, তাহা নয়। তিনি ভক্ত রূপ ধরিয়া ভক্তের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য, লাভালাভ, এবং সুখাসুখ কি, তাহা জীবগণকে দেখাইতেছেন। শ্রীনিমাই যে টুকু ভক্তির বলে, গোপাল দর্শন করিলেন, তোমার যদি সেই টুকু ভক্তি হয়, তবে তোমাকেও বালগোপাল হাসিয়া হাসিয়া ঐরূপ ডাকিবেন। প্রভু "প্রাসাদাগ্রে" এই শ্লোকটি বালগোপাল দর্শন মাত্রে রচনা করিলেন। অর্দ্ধটী বলিলেন আর অর্দ্ধটী বলিতে গেলেন, পারিলেন না। অমনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেলেন। সুতরাং এই শ্লোকটীর অপর অর্দ্ধ কি তাহা আর জীবে জানিতে পারিল না।

প্রভুও অধিকক্ষণ মূর্চ্ছিত হইয়া থাকিতে পারিলেন না। আনন্দ এত হইয়াছে যে হৃদয়ে না ধরিয়া উথলিয়া উঠিল। আনন্দ উথলিয়া উঠিতে থাকিলে, যতক্ষণ পথ পায় ততক্ষণ এক প্রকার চেতন অবস্থা থাকে। কিন্তু সে আনন্দের তরঙ্গের যখন গতিরোধ হয়, তখনি মূর্চ্ছা উপস্থিত হয়। প্রভুর আনন্দ-তরঙ্গ এত হইয়াছে, যে উহার গতি বন্ধ হওয়াতে তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছেন। কিন্তু বালগোপাল ডাকিতেছেন, মূর্চ্ছাতে সে ভাবকে একেবারে ধ্বংস করিতে পারে নাই, সুতরাং মূর্চ্ছাতে প্রভুকে অধিকক্ষণ ভূমিশায়ী রাখিতে পারিতেছে না। তিনি অল্প চেতনা পাইতেই আবার শ্রীমন্দিরের দিকে গমনের চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু চেষ্টা মাত্র। যাইতেছেন, আবার ধূলায় পড়িতেছেন। প্রভু যখন অল্প চেতন পাইয়া উঠিতেছেন, তখন অবশ্য গোপাল দাঁড়াইয়া আছেন কি না তাহাই জানিবার নিমিত্ত প্রাসাদাগ্রে চাহিতেছেন। চাহিয়া দেখিতেছেন তিনি আছেন, আর প্রভু চেঁচাইয়া বলিতেছেন, "দেখ! ঐ দেখ কৃষ্ণ-বর্ণ শিশু! আহা মরি কি সুন্দর নীলমণিকান্তি?

কি সুন্দর মুখ! কি সুন্দর হাস্য! তোমরা দেখ্‌ছ না? ঐ দেখ আমাকে অঙ্গুলি হেলাইয়া ডাকিতেছেন। ঐ দেখ আমার পানে চাহিয়া মধুর হাসিতেছেন" কখন বা প্রভু ইহাতেও ছাড়িতেছেন না। নিতাইয়ের হাত ধরিতেছেন, হাত ধরিয়া দেখাইয়া বলিতেছেন, "ঐ দেখ! দেখিতেছ না?" নিতাই করেন কি, বলিতেছেন, "হাঁ দেখিতেছি।" আবার প্রভু, "এলেম, এলেম। দাঁড়াও! দাঁড়াও! আমাকে ফেলে যেও না। আমি মুহূর্ত্তের মধ্যে আসিতেছি," বলিয়া দৌড়িতেছেন। আবার মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতেছেন। এই স্থানের চৈতন্য মঙ্গলের অপরূপ বর্ণনা হইতে কিছু উদ্ধৃত করিব। যথা—

স্নান সমাপিয়া প্রভু চলি যায় পথে।
জগন্নাথ মন্দিরে দেখিল আচম্বিতে॥
অভিন্ন অঞ্জন এক বালকের ঠাম।
দেউল উপরে প্রভু দেখে বিদ্যমান॥
ভূমেতে পড়িল প্রভু নাহিক সম্বিত।
নিঃশব্দে রহিল যেন ছাড়িল জীবিত॥
তা দেখিয়া সব জন মূর্চ্ছিত অন্তর।
"প্রভু" "প্রভু" বলি ডাকে না দেয় উত্তর॥
হেনই সময়ে প্রভু উঠিলা সত্বরে।
পুলকিত সব অঙ্গ প্রেমায় বিহ্বলে॥
দেখিয়া সকল জন বৈল পুনর্ব্বার।
মইল শরীরে যেন জীউর সঞ্চার॥
তা সভারে মহাপ্রভু পুছয়ে বচন।
"দেউল উপরে কিছু না দেখ নয়ন?
নীলমণি বরণ কিরণ উজিয়াল।
ত্রৈলোক্য মোহন এক সুন্দর ছাওয়াল॥"
কিছু না দেখিয়া তারা কহয়ে, "দেখিল!"
পুনঃ মোহ যায় পুছে, আশঙ্কা বাড়িল॥
পথে যত দেখে সুকৃতি নরগণ।
তারা বলে এইত সাক্ষাত নারায়ণ॥
চতুর্দ্দিকে বেড়িয়া আইসে ভক্তগণ।

আনন্দ ধারায় পূর্ণ সবার নয়ন॥
সবে চারি দণ্ডের পথ প্রেমের আবেশে।
প্রহর তিনেতে আসি হইল প্রবেশে॥—চৈতন্য ভাগবত।

এইরূপ লীলা করিতে করিতে প্রভু মন্দিরের দিকে চলিয়াছেন। সে স্নিগ্ধ স্নেহময় মনোহর মূর্ত্তি সহজ অবস্থায় দেখিলে লোকের জগৎ সুখময় বোধ হয়। এখন সেই বদন নানা ভাবে, নানা রূপ সৌন্দর্য্যে, পরিশোভিত হইয়াছে। যেমন দ্বাদশবর্ষীয়া বালার মনে আবেগ হইলে ঠোঁট অল্প অল্প কাঁপিতে থাকে, প্রভুর সেইরূপ সুচিক্কণ হিঙ্গুলরঞ্জিত ঠোঁট অল্প অল্প কাঁপিতেছে. দুই পদ্মচক্ষু লোহিত বর্ণ হওয়ায় বোধ হইতেছে যে, সে দুটী কারুণ্য রসের সরোবর। প্রভুর গলিত সুবর্ণ অঙ্গ যখন ধূলায় ধূসরিত হইতেছে, তখন এক রূপ শোভা হইতেছে আবার একটু পরেই নয়ন জলে সমস্ত অঙ্গ ধৌত হওয়ায় অতি উজ্জ্বল গৌরবর্ণ প্রকাশ পাইতেছে। প্রভুর সুবলিত অঙ্গে অস্থি আছে বলিয়া বোধ হইত না। প্রভুর নবীন বয়স সত্য, কিন্তু যত বয়স তাহা অপেক্ষাও তাঁহাকে অল্প বয়স্ক বোধ হইত। যেহেতু বয়স বৃদ্ধির সহিত প্রভুর ইন্দ্রিয়গণ বৃদ্ধি পায় নাই। প্রভুর পূর্ব্বেও বালকের মুখ, গতি, ও ভঙ্গি, এখনও তাই। পথের লোকে কাজেই ভাবিতেছে যে, ইনি যে শ্রীজগন্নাথ দর্শন করিতে যাইতেছেন, ইনিইত কিশোর নারায়ণ, ইনিত কখন মনুষ্য নহেন। প্রভু চলিয়াছেন কিরূপে, যথা—

হাসে কান্দে নাচে গায় হুংকার গর্জ্জন।
তিন ক্রোশ পথে হইল সহস্র যোজন॥—চরিতামৃত।

কমলপুর হইতে শ্রীক্ষেত্র তিন ক্রোশ, কিন্তু এইটুক পথ আসিতে দুই প্রহর বেলা হইল। পরে পুরীর সীমায় আঠার নালা পর্য্যন্ত প্রভু আইলেন, সেখানে আসিয়াই সমুদায় ভাব সম্বরণ করিলেন। করিয়া ভক্তগণকে লইয়া বসিলেন।

ভক্তগণ যখন পথে আসিতেছেন, তখন আপনারা আপনারা কথা বলিতেছেন। তাঁহারা যত জগন্নাথের নিকট আসিতেছেন, ততই ভাবিতেছেন যে ঠাকুর দর্শন কিরূপে হইবে? শ্রীজগন্নাথ রাজরাজেশ্বর। যেমন প্রতাপরুদ্র কটকের রাজা, তেমনি শ্রীজগন্নাথ পুরীধামের রাজা। তাঁহাকে ইচ্ছা করিলেই দর্শন করা যায় না। যথা চন্দ্রোদয় নাটকে —

নীলাচল চন্দ্র জগন্নাথ দরশন।
পরিচারক বিনা নাহি পায় অন্য জন॥
তার মধ্যে পরদেশী যেই লোক সব।
তা সভার দর্শন অত্যন্ত দুর্লভ॥
রাজার মনুষ্য যদি করয়ে সহায়।
তবে সে সুলভ হয় জগন্নাথ রায়॥

ভক্তগণ ভাবিতেছেন যে তাঁহাদের দর্শন কিরূপে হইবে। তাঁহারা পরদেশী, কাহার সহিত পরিচয় নাই; রাজার লোক, কি জগন্নাথের সেবকগণ তাঁহাদিগকে কেন সহায়তা করিবেন? তবে তাঁহাদের একটী ভরসা ছিল। শ্রীবাসুদেব সার্ব্বভৌম নীলাচলে আছেন তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। তিনি সহায়তা করিলে অবশ্য ঠাকুর দর্শন করাইতে পারেন, কারণ এক প্রকারে তিনিই পুরীর রাজা, অর্থাৎ সমস্ত উড়িষ্যাবাসীই তাঁহাকে রাজার নীচে, সর্ব্বাপেক্ষা সম্মান করিতেন। কিন্তু তিনি বড় লোক, ভুবন-বিখ্যাত নৈয়ায়িক, রাজার মন্ত্রী হইতেও অধিকতর পূজ্য। রাজা যত্ন করিয়া তাঁহাকে রাখিয়াছেন, রাজা তাঁহার আজ্ঞাবহ, তিনি কেন তাঁহাদের ন্যায় উদাসীনদিগকে সহায়তা করিবেন? এই সমুদায় কথার মধ্যে মুকুন্দ বলিলেন যে, শ্রীগোপীনাথ আচার্য্য, সার্ব্বভৌমের ভগিনীপতি, নীলাচলে আছেন। ইনি প্রভুর ভক্ত। ইনি অবশ্য সহায়তা করিবেন। আর ইনি সার্ব্বভৌমের ভগিনীপতি বলিয়া ইনি সহায়তা করিতে সক্ষম হইবেন। অতএব এই গোপীনাথের ভরসাকে প্রধান করিয়া ভক্তগণ নীলাচলে যাইতেছেন। তাঁহাদের প্রভু যে কি বস্তু তাহারা তখন আবার তাহা ভুলিয়াছেন।

অবশ্য প্রভু এ পরামর্শের কিছুই জানেন না। তাঁহাকে এ কথা কে বলিবে? তিনিই বা এ কথা মনে স্থান দিবেন কেন? এখন আঠার নালায় আসিয়া প্রভু সমুদায় ভাব সম্বরণ করিয়া বসিলেন, বসিয়া ভক্তগণের প্রতি চাহিলেন।

শ্রীনিত্যানন্দকে বলিতেছেন, "আমার দণ্ড কোথায়?"

নিত্যানন্দ বরাবর ভাবিতেছেন যে, দণ্ড ভাঙ্গার দণ্ড হইতে তিনি এড়াইয়াছেন। এখন প্রভু কর্ত্তৃক দণ্ডের অনুসন্ধান দেখিয়া তাঁহার মুখ শুখাইয়া গেল। কিন্তু প্রভু এখন নীলাচলে আসিয়াছেন, আর কি

করিবেন ? তাহার পরে, সন্ন্যাস অবধি প্রভু বরাবর ভক্তদিগের যাহাতে দুঃখ হয় তাহা বিবেচনা না করিয়া, আপনার ইচ্ছামত কার্য্য করিয়াছেন। শ্রীনিতাইয়ের মনে সে রাগও আছে। একবার এই দণ্ড ভঙ্গ লইয়া প্রভুর সহিত কোন্দল করিবেন সে সংকল্প পূর্ব্বেও করিয়া রাখিয়াছেন। কিন্তু প্রভুর সম্মুখে সাহস অধিকক্ষণ থাকিল না। নিতাই উত্তর করিতে না পারিয়া মস্তক অবনত করিলেন।

নিতাই যদি প্রভুর কথায় উত্তর না দিয়া মস্তক হেট করিলেন, তখন প্রভু যেন কৌতূহলী হইয়া অন্যান্য ভক্তগণের মুখপানে চাহিলেন জগদানন্দ প্রভুর দণ্ড বহিতেন। তিনি তাহার রক্ষণাবেক্ষণের দায়ী, সুতরাং তাঁহার কথা কহিতে হইল। তিনি প্রভুকে বলিলেন, "আমাদের পানে চাহেন কেন ? শ্রীপাদকে জিজ্ঞাসা করুন।" ইহাতে প্রভু জগদানন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে দণ্ড কোথায় ? তোমাদের কাছেও ত দেখ্‌ছি না ?" জগদানন্দ বলিলেন, "তাহা তিন খণ্ড হইয়া গিয়াছে." তখন প্রভু একটু হাসিয়া শ্রীনিত্যানন্দের পানে চাহিয়া বলিলেন, "দণ্ড ভাঙ্গিলে কেন ? পথে কি কাহারও সহিত মারামারি করেছিলে ?" শ্রীনিত্যানন্দ তখন বলিলেন, "তাহা নয়, তুমি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিলে আমার হাতে দণ্ড ছিল, তোমাকে ধরিতে গেলাম, আর দুই জনের ভরে উহা ভাঙ্গিয়া গেল।"

জগদানন্দ বলিলেন, "শ্রীপাদ উচিত বাক্য বলুন, প্রভুকে বঞ্চনা করিয়া লাভই বা কি, অব্যাহতিই বা কোথা ? আমার নিকট দণ্ড ন্যস্ত ছিল, আমার এই বেলা স্পষ্ট করিয়া বলাই ভাল। প্রভু, শ্রীপাদ কি ভাবিয়া আপনার দণ্ড ভাঙ্গিয়া জলে ভাসাইয়া দিয়াছেন।"

তখন প্রভু যেন কোপ করিয়া শ্রীনিতাইয়ের পানে চাহিলেন। নিতাইয়ের এখন, হয় চরণে পড়া, না হয় কোন্দল করা, এই দুই উপায়ের একটী বাছিয়া লইতে হইবে। কিন্তু একটু কোন্দল করিবার সাধ বরাবর রহিয়াছে, সে লোভ সম্বরণ করিতে পারিলেন না। তাই বলিলেন, "তা ভেঙ্গেছি, আমি ইচ্ছা করে ভেঙ্গেছি। এক খানা বাঁশ বইত নয় ? ইহার যে দণ্ড হয়, না হয় তাহা কর।"

প্রভুর সহিত মুখোমুখি করিয়া নিতাই আবার ভয় পাইলেন, ভক্তগণও একটু চিন্তিত হইলেন। প্রভুও একটু ক্রোধ করিয়া বলিলেন,

"সন্ন্যাসীর দণ্ডে সমস্ত দেবতার বাস, তাহা তুমি জান? তুমি সেই দণ্ডকে বল কি না এক খানা বাঁশ?

এখন প্রকৃত পক্ষে নিতাইয়ের নিকট ঐ দণ্ডটী এক খানা বাঁশ বই নয়। প্রেমভক্তি ভজনে আবার সন্ন্যাসের বা অন্য নিয়মের প্রয়োজন কি? ব্রজের গোপীগণের মধ্যে কে কবে করে দণ্ড ধরিয়া ছিলেন? কিন্তু নিতাই প্রভুর উত্তরে আর বাড়াবাড়ি করিলেন না। একটি বড় মধুর উত্তর দিলেন। বলিলেন, "ভাল, তোমার বাঁশে তোমার সমুদায় দেবগণ বাস করেন। তুমি বুঝি এখন তাঁহাদিগকে ঘাড়ে করিয়া লইয়া বেড়াইবে? তুমি অবশ্য সবই পার, আমরা তাহা কিরূপে সহিতে পারি?"

প্রভুর এ কথায় ক্রোধ গেল না। তবে ভক্তগণ যেরূপ মনে ভয় পাইয়াছিলেন যে, দণ্ড ভঙ্গ হওয়াতে প্রভু বড়ই রাগ করিবেন, প্রভু তেমন কিছু ক্রোধ করিলেন না। প্রভু বড়ই ক্রোধ করিবেন এরূপ ভাবিবার কারণ ছিল। প্রভু কাঁহাকেই নিয়ম ভঙ্গ করিতে দিতেন না, কেহ ভঙ্গ করিলে তারি শাসন করিতেন। আপনি ত কোন নিয়ম ভঙ্গ করিবেন না, সে নিশ্চিত। দণ্ড ধারণ সন্ন্যাসের নিয়ম, গুরু এই দণ্ড দিয়াছেন। এই দণ্ড ভঙ্গ হইলে আবার গুরুর কাছে গমন করিয়া আর এক খানি দণ্ড লইতে হইবে। কিন্তু তিনিই বা কোথা, তাঁহার গুরু কেশব ভারতীই বা কোথা। যদি প্রভু সন্ন্যাসের নিয়ম রক্ষার নিমিত্ত বলিতেন যে দণ্ড ভাঙ্গায় সঙ্গে সঙ্গে আমার ধর্ম্ম নষ্ট হইয়াছে, অতএব আমি হুতাশনে প্রাণত্যাগ করিব, তাহা বলিতেও পারিতেন। সুতরাং দণ্ড ভঙ্গ করা শ্রীনিতাইয়ের পক্ষে বড় সাহসিকের কার্য্য হইয়াছিল। তিনি নিত্যানন্দ বলিয়াই পারিয়াছিলেন, আর কাহারও সাহস হইত না, সাধ্যও হইত না।

প্রভুর নিজের দণ্ডের উপর যে শ্রদ্ধা ছিল না, তাহা বলা বাহুল্য। এ দণ্ড গ্রহণ প্রকারান্তরে তাঁহার আপনার ধর্ম্মের বিরোধী, অতএব দণ্ড ভঙ্গ হওয়াতে তাঁহার মনে বিশেষ কিছু ক্লেশ কি দুঃখ হইতে পারে না। ক্রোধও সেইরূপ করিলেন। ভক্তগণ ভাবিয়াছিলেন প্রভু পাছে কিছু বিষম কাণ্ড করেন, কিন্তু তাহা কিছু করিলেন না। যে টুকু ক্রোধ করিলেন সেও তত মনোগত নয়, কেবল ভক্তগণকে শাসন করিবার নিমিত্ত।

প্রভু বলিতেছেন, "তোমরা আমার সঙ্গে আসিয়া খুব উপকার করিলে। সবে এক দণ্ড মাত্র আমার সম্বল ছিল তাহাও অদ্য শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় ভগ্ন হইল। এখন আমার নিবেদন শ্রবণ কর। আমার সহিত আর তোমরা যাইতে পারিবে না। হয় তোমরা অগ্রে যাও, যাইয়া জগন্নাথ দর্শন কর, নতুবা আমি আগে যাইব।"

মুকুন্দ বলিলেন, "তবে তুমি অগ্রে গমন কর, আমরা পরে যাইব।" প্রভু বলিলেন, "তাই ভাল, তোমরা আমার পশ্চাৎ আসিও," ইহাই বলিয়া প্রভু ছুটিলেন। প্রকৃত কথা এই যে, প্রভুর মনের ইচ্ছা তিনি একা যাইবেন, একা মন্দিরে প্রবেশ করিবেন, একা জগন্নাথের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। কেন এরূপ ইচ্ছা করিলেন তাহা পরের ঘটনা শুনিলে বুঝিতে পারিবেন। তাই দণ্ড ভাঙ্গার ছল করিয়া ক্রোধ করিলেন। ক্রোধ উপলক্ষ করিয়া, ভক্তগণকে পশ্চাৎ রাখিয়া, একা শ্রীমন্দির মুখে তীরের ন্যায় ছুটিলেন।

এখন উপরের কথা একটু স্মরণ করুন। ভক্তগণ সমস্ত পথে ভাবিতে ভাবিতে আসিতেছেন যে, প্রভুকে লইয়া তাঁহারা কিরূপে শ্রীমন্দিরে প্রবেশ ও ঠাকুর দর্শন করিবেন। এখন সেই ঠাকুর একা চলিলেন, চলিলেন, একেবারে অচেতন হইয়া। প্রভু কি কোন বিপদে পড়িবেন? জগন্নাথের দ্বার সেবকগণ রক্ষা করিতেছে, তাহাদের অতিক্রম করিয়া যাইবার যো নাই। তাহারা কাহাকেও যাইতে দেয় না। প্রভু না জানি আজি কি লীলা করেন! আবার প্রভুর সঙ্গে গেলেও তাঁহারা হয়ত কিছু সহায়তা করিতে পারিতেন, কিন্তু প্রভুর আজ্ঞা সঙ্গে যাইতে পারিবেন না। তাহার পরে প্রভু বিদ্যুৎ গতির ন্যায় গমন করিলেন, তাঁহার সঙ্গে মনুষ্য যাইতে পারে না। ইচ্ছা করিলেও তাঁহার সহিত যাইতে পারিবেন না, তাহা জানেন। এই চিন্তায় মগ্ন হইয়া ভক্তগণ, প্রভু নয়নের অদর্শন হইলে, উঠিয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। তাঁহারা ক্রমে মন্দিরের সিংহদ্বারে আসিয়া পঁহুছিলেন, তাঁহারা শ্রীজগন্নাথ দেবের মন্দিরে আসিয়াছেন, তাহা তাঁহাদের মনে নাই; শ্রীবিগ্রহ দর্শন করিয়া প্রণাম করিতেও ভুলিয়া গিয়াছেন। সিংহ দ্বারে আসিয়া, প্রভুকে অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। তাঁহারা দ্বারে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, "ওগো তোমরা একজন নবীন সন্ন্যাসীকে

এদিকে আসিতে দেখিয়াছ ? তাঁহার গায়ে ছেঁড়া কাঁথা, প্রকাণ্ড শরীর, বর্ণ কাঁচাসোণার মত, আর প্রেমে তাঁহাকে পাগলের মত করিয়াছে।" তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিলে উপস্থিত সকলেই বলিয়া উঠিলেন, "দেখিয়াছি! সে বড় অদ্ভুত কথা।"

এখন প্রভুর কাহিনী শ্রবণ করুন। তিনি আঠার নালায় ভক্তগণের নিকট বিদায় লইবা মাত্র,

মত্ত সিংহগতি জিনি চলিল সত্বর।
প্রবিষ্ট হইল আসি পুরীর ভিতর॥—ভাগবত।

যাঁহারা দ্বার রক্ষা করিতেছিলেন তাঁহারা নিবারণ করিতে পারিলেন না। কারণ নিবারণ করিবার অবকাশ পাইলেন না। পুরীর মধ্যে প্রভু প্রবেশ করিলে তাঁহারা জানিতে পাইলেন, ও তখন, "মার" "মার" করিয়া পশ্চাতে দৌড়িলেন। মনে ভেবে দেখুন যেন মহারাজ প্রতাপ রুদ্র রাজসিংহাসনে বসিয়া আছেন। বহুতর দ্বারী দ্বার রক্ষা করিতেছে। রাজার নিকটে গমন করে মক্ষিকার পর্য্যন্ত সাধ্য নাই। বহুতর লোকে প্রাণে না মরিলে রাজার নিকট যাইবার যো নাই। এই অবস্থায় যদি কোন একজন দৌড়িয়া, বিনা অনুমতিতে, রাজার নিকট আপন বলে যাইতে থাকে, তবে রাজসভায় ও দ্বারীগণের মধ্যে কি ভাবের উদয় হয়? "কে" "কে" "মার" "ধর," এই শব্দ চারি দিকে হইতে উঠে। আর সেই লোকের পশ্চাৎ তাহাকে ধরিতে সকলে ধাবমান হয়। শ্রীমন্দিরেও তাহাই হইল।

প্রভু একেবারে শ্রীজগন্নাথের সম্মুখে যাইয়া উপস্থিত!

দেখি মাত্র প্রভু করি পরম হুংকারে।
ইচ্ছা হইল জগন্নাথ কোলে করিবারে।

প্রভু দেখিলেন জগন্নাথ সিংহাসনে বসিয়া। প্রভু ভাবিলেন তাঁহার হৃদয়ে প্রবেশ করিবেন, কি, জগন্নাথকে হৃদয়ে পুরিবেন। এই গাঢ় আলিঙ্গন করিবার নিমিত্ত প্রভু জগন্নাথকে ধরিতে চলিলেন। ধরিতে গিয়া লম্ফ দিতে হইল। লম্ফ দিলেন, জগন্নাথ স্পর্শ করিলেন, অমনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন!

এই সময় জগন্নাথের সেবকগণ, যাঁহারা সেখানে উপস্থিত ছিলেন, এবং যাঁহারা প্রভুর পাছে পাছে দৌড়িয়া আসিলেন, সকলে দেখিলেন, কিন্তু

কেহ নিবারণ করিতে পারিলেন না। তাহাদের মতে, প্রথমতঃ প্রভু আপন জোরে মন্দিরে প্রবেশ করিলেন, সে তাঁহার এক অপরাধ। কিন্তু তাহা অপেক্ষা তাঁহার কোটিগুণ অপরাধ হইল, শ্রীজগন্নাথকে স্পর্শ করা। মহারাজ প্রতাপ রুদ্রকে যদি কেহ এইরূপ বিনা অনুমতিতে, তাহার রক্ষকগণকে অতিক্রম করিয়া, মস্তকে যষ্টি আঘাত করে, তবে সাহসিক ব্যক্তির, রক্ষক ও সভাসদগণের মতে যেরূপ অপরাধ হয়, জগন্নাথ সেবকগণের মতে, প্রভুর তাহা অপেক্ষাও অধিক অপরাধ করা হইল। এরূপ ভাবিবার আর একটী বিশেষ কারণ ছিল। শ্রীজগন্নাথ জীবন্ত ঠাকুর। তাঁহার সেবকগণের এই দৃঢ় বিশ্বাস যে, তাঁহাকে স্পর্শ করে তাঁহার সেবকগণ ব্যতীত আর কাহারও অধিকার নাই। যদি কেহ স্পর্শ করে, তবে তদ্দণ্ডে তাহার অঙ্গ শত খণ্ড হইয়া যায়, এই সেবকগনের বিশ্বাস। প্রভু শ্রীজগন্নাথকে স্পর্শ করিলেন, ইহাতে প্রভু অনধিকার প্রবেশ করিলেন। আবার প্রভু জগন্নাথকে স্পর্শ করিলেন অথচ তাঁহার অঙ্গ খণ্ড খণ্ড হইয়া পড়িল না, ইহাতে স্বভাবতঃ সেবকগণের ক্রোধ আরো বাড়িয়া গেল। জগন্নাথ দণ্ড করিলেন না, তখন সেবকগণ আপনারাই দণ্ড করিতে প্রস্তুত হইলেন!

"মার" "মার" বলিয়া সকলে প্রভুকে মারিতে উদ্যত হইল, আবার যখন মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন, তখন কাজেই শত শত লোকে বড় সুবিধা পাইয়া প্রভুকে মারিবার উপক্রম করিল।

সেই সময়ে সেখানে একজন দীর্ঘাকার, পঞ্চাশদধিকবর্ষবয়স্ক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার কিন্তু ক্রোধ হয় নাই, তাঁহার বরং বিপরীত ভাব হইয়াছে। তিনি দেখিলেন যেন বিদ্যুল্লতা জড়িত কোন মহাপুরুষ আসিয়া জগন্নাথের সম্মুখে প্রেমে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। এই দর্শকের সমস্ত অঙ্গ তখন তরঙ্গায়মান হইল, আর যখন শত শত সেবকগণে প্রভুকে মারিতে উদ্যত হইল তখন প্রভুকে প্রাণ দিয়া রক্ষা করিবেন, তিনি এই সংকল্প করিলেন।

তিনি অতি ব্যগ্র হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "তোমরা কর কি? দেখিতেছ না, মহাপুরুষ।"

যিনি এ কথা বলিলেন তাঁহার আজ্ঞা সকলেরই পালনীয়, তিনি সে স্থানে আজ্ঞা করিতে পারেন, তিনি আজ্ঞা করিলে উহা লংঘন করে এরূপ সাহসিক লোক সেখানে কেহ ছিল না। কিন্তু তবু জগন্নাথের সেবকগণ নিরস্ত হইলেন না। যেহেতু তাঁহারা তখন ক্রোধে অন্ধ

হইয়াছেন। তাহারা কাহারো কখন এরূপ স্পর্দ্ধা দেখেন নাই, ইহাতে আপনাদিগকে নিতান্ত অপমানিত বোধ করিতেছিলেন।

তখন সেই ব্রাহ্মণ নিরুপায় হইয়া, আপন শরীর দিয়া, প্রভুকে আবরণ করিলেন। সেবকগণ তখন বাধ্য হইয়া নিরস্ত হইলেন। যখন সেই ব্রাহ্মণ প্রভুকে আবরণ করিয়া রাখিলেন, মূর্চ্ছিত সন্ন্যাসীকে মারিতে পাছে তাঁহার গাত্রে লাগে, এই ভয়ে, সেবকগণ স্থির হইয়া দাঁড়াইলেন।

যিনি প্রভুকে এইরূপ আবরণ করিয়া রাখিলেন তিনি ভুবনবিখ্যাত শ্রীবাসুদেব সার্ব্বভৌম। নদীয়ার বিখ্যাত পণ্ডিত মহেশ্বর বিশারদের দুই পুত্র, বাচস্পতি ও সার্ব্বভৌম। সার্ব্বভৌম মিথিলা হইতে ন্যায় কণ্ঠস্থ করিয়া আসিয়া শ্রীনবদ্বীপে প্রকৃত প্রস্তাবে প্রথম ন্যায়ের টোল স্থাপন করেন।

তিনি শ্রীনবদ্বীপে ন্যায়ের আদি, চিন্তামণি গ্রন্থ-রচয়িতা, রঘুনাথ শিরোমণির গুরু। তাহার যশঃ শুনিয়া প্রতাপরুদ্র তাঁহাকে যত্ন করিয়া পুরীতে স্থাপন করিয়াছেন। তিনি সমুদায় ভারতবর্ষ বিখ্যাত, বলা বাহুল্য তিনি প্রতাপরুদ্রের গুরুস্থানীয়। ধর্ম্মশাস্ত্র সম্বন্ধীয় উড়িষ্যায় যে কিছু তিনি তাহার নেতা, মীমাংসক ও মন্ত্রী। কাজেই তিনি এক প্রকার জগন্নাথ মন্দিরের কর্ত্তা। বাসুদেব মিথিলায় ন্যায় অভ্যাস করিয়া বারাণসী নগরীতে বেদ পড়িতে গমন করেন। সেখান হইতে বেদ সমাপ্ত করিয়া শ্রীনবদ্বীপে আগমন করেন। এখন পুরীতে টোল করিয়াছেন। ন্যায় পড়াইয়া থাকেন, যে যাহা ইচ্ছা করে তাহাকে তাহাই পড়ান, কারণ তিনি সর্ব্বশাস্ত্রবেত্তা। বিশেষতঃ তিনি দণ্ডীগণকে বেদ পড়াইয়া থাকেন। সুতরাং বেদ পড়িতে কাশীতে না যাইয়া অনেকে এখন তাঁহার নিকট বেদ অধ্যয়ন করিতেন।

এরূপ অসময়ে, আড়াই প্রহর বেলার সময়, তাঁহার মন্দিরে থাকিবার কথা নহে, কিন্তু সে দিবস ছিলেন। তিনি ছিলেন বলিয়াই জগন্নাথ-সেবকগণকে নিবারণ করিতে পারিলেন, তিনি ও কটকবাসী স্বয়ং মহারাজ ব্যতীত আর কেহ ইহা পারিতেন না। সার্ব্বভৌম যে মহাপুরুষের ভয় দেখাইয়াছিলেন, সে ভয়ে সেবকগণ অভিভূত হইত না, যেহেতু তাহারা জগন্নাথের সেবক। তাহাদের উপর আবার মহাপুরুষ কে? শ্রীভগবানের আত্মীয়ই বা কে? তবে তাহারা যে নিরস্ত হইল

সে কেবল সার্ব্বভৌমের অনুরোধে। তাঁহাকে অতিক্রম করিতে পারিল না।

তবু তাহাদের ক্রোধ শান্তি হইল না, মনে মনে রহিয়া গেল। শ্রীজগন্নাথের ভোগ মুহুর্মুহুঃ দেওয়া হয়। যখন ভোগ দেওয়া হয়, তখন ভোগের সামগ্রী ঠাকুরের সম্মুখে রাখিয়া, সেবাইতগণ কবাট বন্ধ করিয়া বাহিরে আইসেন। সেখানে তখন কেহ থাকিতে পায় না। তখন ভোগের সময় উপস্থিত হইল, অথচ ঠাকুরের সম্মুখে প্রভু অচেতন হইয়া পড়িয়া। জগন্নাথের সেবকগণ সেই কথা অবলম্বন করিয়া বিরক্তি প্রকাশ করিতে লাগিলেন। সার্ব্বভৌম তখন কিছু বিপদে পড়িলেন। এই মহা পুরুষটীকে অচেতন অবস্থায় ধরিয়া বাহিরে ফেলিয়া দিবেন, দিয়া বাড়ী যাইবেন, ইহা পারিলেন না। তখন মনে মনে চিন্তা করিয়া অচেতন সন্ন্যাসীকে নিজ বাড়ীতে লইয়া যাইতে সাব্যস্ত করিলেন। এই স্থির করিয়া সেবকগণের মধ্যে তাঁহার যাহারা শিষ্য ছিলেন, তাহাদিগকে সন্ন্যাসীকে বহন করিয়া তাঁহার বাড়ী পঁহুছিয়া দিতে অনুরোধ করিলেন। তখন সকলের ক্রোধ একটু শান্তি হইয়াছে সন্ন্যাসীর রূপ দেখিয়াও কেহ কেহ মুগ্ধ হইয়াছেন। সন্ন্যাসীটীকে সার্ব্বভৌমের বাড়ী লইয়া যাইতে অনেকে প্রস্তুত হইলেন। তখন কেহ হস্ত, কেহ পদ, কেহ জানু, কেহ মস্তক, কেহ কটি, কেহ বক্ষঃ, এইরূপে সেই প্রকাণ্ড শ্রীঅঙ্গ বহন করিয়া সকলে সার্ব্বভৌমের গৃহাভিমুখে চলিলেন। প্রভুর ভাব দেখিয়াই হউক কি তাঁহাকে স্পর্শ করিয়াই হউক, যখন প্রভুকে সকলে লইয়া চলিলেন, তখন সকলে আনন্দে হরিধ্বনি করিতে লাগিলেন।

এইরূপে শ্রীজগন্নাথ সেবকের স্কন্ধে, হরিধ্বনির সহিত, আমাদের প্রভু শ্রীসার্ব্বভৌমের গৃহে শুভাগমন করিলেন!

সার্ব্বভৌম প্রভুকে অভ্যন্তরে লইয়া পবিত্র স্থানে, পবিত্র আসনে শয়ন করাইলেন। তখন প্রভুর বাহকগণকে বিদায় করিয়া আপনি তাঁহার শিয়রে বসিয়া প্রভুর সর্ব্বাঙ্গ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। এ পর্য্যন্ত ভাল করিয়া দেখিতে পারেন নাই।

প্রথমে দেখিলেন, আয়ত নয়ন অর্দ্ধ মুদিত ও তারা স্থির হইয়া আছে। তাহার পরে দেখিলেন হৃদয়ের স্পন্দন নাই। ইহাতে প্রথমে ভয় পাইলেন, যে পাছে শরীর হইতে প্রাণ বাহির হইয়া থাকে। এই

ভাবিয়া ব্যস্ত হইয়া নাসিকায় তুলা ধরিলেন, এবং অতি মনোযোগপূর্ব্বক দর্শন করিয়া দেখিলেন তুলা ঈষৎ চলিতেছে। ইহাতে অনেকটা আশ্বস্ত হইলেন, এবং সেই অঙ্গ পুলকাবৃত দেখিয়া বুঝিলেন যে প্রাণবায়ু নির্গত হয় নাই, সন্ন্যাসী মহাভাবে বিভাবিত হইয়াছেন।

সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য শাস্ত্রজ্ঞ। শাস্ত্রে যাহা লেখা আছে সমুদায় অবগত আছেন, তাহার মধ্যে কতক মনোগত বিশ্বাস করেন, কতক অভ্যাসবশতঃ বিশ্বাস করেন, কতক আদবে বিশ্বাস করেন না। "কৃষ্ণ-প্রেম" শব্দই শুনিয়াছেন, কৃষ্ণপ্রেমে কি কি ভাব হয় পড়িয়াছেন, কিন্তু ভাবিতেন যে শাস্ত্রের কথা ঠিক, কিন্তু এ কলিকালে ঘটে না। "কৃষ্ণ প্রেম" বলিয়া যদি প্রকৃত কোন বস্তু থাকে, তবে শ্রীকৃষ্ণের গণের থাকিতে পারে; মনুষ্যের দেহে এরূপ প্রেম, যে শ্রীকৃষ্ণের গুণে একেবারে অচেতন, ইহা আর সম্ভবে না। সার্ব্বভৌম এখন দেখিতেছেন যে, যে কৃষ্ণপ্রেম তিনি শাস্ত্রের কল্পনা বলিয়া সন্দেহ করিতেন, তাহা কল্পনা নয়, প্রকৃত বস্তু। ইহাতে বড় আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন, হইয়া সন্ন্যাসীটীকে পাইয়াছেন বলিয়া আপনাকে ভাগ্যবান ভাবিতে লাগিলেন।

এ দিকে সন্ন্যাসীটী সকল প্রকারে ভাল। সন্ন্যাসী দেখিলে গৃহস্থ লোকের কখন কখন ঘৃণা হয়, যেহেতু তাহারা বড় অপরিষ্কার। কিন্তু এ সন্ন্যাসীর অঙ্গে সর্ব্বদা পদ্মগন্ধ বহিতেছে। এই যে পদ্মগন্ধ বহিতেছে বলিলাম, ইহা যে প্রভুকে স্তুতি করিয়া বলিলাম তাহা নহে। প্রভুর সঙ্গী ও ভৃত্য গোবিন্দ তাহার গ্রন্থে বলিয়াছেন যে, প্রভুর অঙ্গের সর্ব্ব-কালীন সৌরভে নাসিকা মত্ত হইত তাহার পরে সার্ব্বভৌম দেখিতে-ছেন যে, সন্ন্যাসীটীর সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর, সুবলিত অঙ্গ, এবং অঙ্গের অলৌকিক বর্ণ। বদন দেখিয়া বোধ হইতেছে যে, এ দেহে কখন পাপ, কি কু-ইচ্ছা পর্য্যন্ত, স্পর্শ করে নাই। আরো বোধ হইতেছে যে, ইহাঁর হৃদয় করুণা, স্নেহ ও মমতায় পূর্ণ, ইহাঁর অন্তর সরল, ও বুদ্ধি সুতীক্ষ্ণ। সার্ব্বভৌম যত দেখিতেছেন ততই তাঁহার প্রাণ সন্ন্যাসীর দিকে আকৃষ্ট হইতেছে, তবে বহুক্ষণে চৈতন্য হইতেছে না, ইহাতে মনে কিছু চিন্তিত রহিয়াছেন।

ওদিকে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভৃতি ভক্তগণ সিংহদ্বারে আসিয়া শুনিলেন মহা কলরব হইতেছে। একটু পরেই বুঝিলেন যে, একজন অতি রূপবান,

নবীন বয়স্ক সন্ন্যাসী দ্রুতবেগে মন্দিরে প্রবেশ করিয়া শ্রীজগন্নাথদেবকে ধরিতে গিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া যাওয়ায়, সার্ব্বভৌম ঠাকুর তাঁহাকে আপনার বাড়ী লইয়া গিয়াছেন। ভক্তগণ বুঝিলেন যে, এ প্রভুর কথাই হইতেছে, আর প্রভুকে অচেতন অবস্থায় সার্ব্বভৌমের বাড়ী লইয়া যাওয়া হইয়াছে। ভক্তগণ তখন সার্ব্বভৌমের বাড়ী যাইবেন এই স্থির করিয়া ভাবিতেছেন, তিনি বড়লোক কিরূপে তাঁহার সাক্ষাৎ পাইবেন, এমন সময় সেখানে গোপীনাথ আচার্য্য উপস্থিত হইলেন।

গোপীনাথ আচার্য্য মহেশ্বর বিশারদের জামাতা, সার্ব্বভৌমের ভগিনী-পতি, পরম পণ্ডিত, শ্রীগৌরাঙ্গের পরম ভক্ত। স্বয়ং কুলীন ব্রাহ্মণ, শ্যালকের নিকট আগমন করিয়াছেন, করিয়া সেখানে আছেন। শ্রীগোপী-নাথকে পাইয়া সকলেই মহা হর্ষযুক্ত হইলেন, সকলে ভাবিলেন যে, এ প্রভুর কার্য্য সন্দেহ নাই, তাহা না হইলে যে সময় যাঁহাকে প্রয়োজন ঠিক সেই সময়ে তাঁহাকে পাওয়া যাইবে কেন? পরস্পরে বন্দনআলি-ঙ্গনাদির পরে গোপীনাথ শুনিলেন যে, শ্রীনিমাইসন্ন্যাস ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া নীলাচলে আসিয়াছেন, আর এখন তিনি সার্ব্বভৌমের বাড়ীতে। এই সংবাদ শুনিয়া গোপীনাথের সুখ দুঃখ উভয় হইল। দুঃখ, নবদ্বীপ-নাগর এখন কাঙ্গাল বেশ ধরিয়াছেন। সুখ হইল তাঁহারস্বার্থপরতার নিমিত্ত, অর্থাৎ প্রভুকে দেখিতে পাইবেন এই জন্য গোপীনাথ ভক্তগণকে লইয়া অবিলম্বে সার্ব্বভৌমের বাড়ী দৌড়িলেন। ভক্তগণ এখানে মহা-অপরাধ করিলেন, যেহেতু মন্দিরের নিকট আসিয়াও শ্রীজগন্নাথকে দর্শন করিতে চাহিলেন না। গোপীনাথ সঙ্গে ছিলেন, তাঁহারা ইচ্ছা করি-লেই দর্শন করিতে পারিতেন, কিন্তু তাঁহাদের চিত্ত শ্রীগৌরাঙ্গে নিবিষ্ট, জগন্নাথের কথা একেবারে মনেই ছিল না। তবে যাইবার বেলা শ্রীমন্দি-রকে প্রণাম করিয়া চলিলেন।

সার্ব্বভৌমের বাড়ী যাইয়া গোপীনাথ শ্রীনিত্যানন্দ প্রভৃতিকে দ্বারে রাখিয়া, আপনি অভ্যন্তরে গমন করিলেন। যাইয়া দেখেন যে নবদ্বীপের আনন্দ, কাঙ্গাল বেশ ধরিয়াছেন, আর ধূলায় ধূসরিত হইয়া অচেতন অবস্থায় শুইয়া আছেন! গোপীনাথের, প্রভুর মুখ দেখিয়া যেরূপ সুখ হইল, তাঁহার পূর্ব্বকার অবস্থা মনে করিয়া ও তখনকার অবস্থা দেখিয়া সেইরূপ হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতে লাগিল। কিন্তু তিনি প্রভুর

দর্শন সুখ অধিক ক্ষণ ভোগ করিতে পারিলেন না। প্রথমতঃ শ্রীনিত্যানন্দ প্রভৃতি বাহিরে দাঁড়াইয়া, দ্বিতীয়তঃ সার্ব্বভৌম যদিও শ্যালক, তবু বহিরঙ্গ লোক, তাঁহার নিকট সেই সংজ্ঞাশূন্য সন্ন্যাসীর উপর নিজের কি ভাব তাহা প্রকাশ করিলেন না। প্রভুর আপাদ মস্তক দর্শন করিয়া সার্ব্বভৌমকে জানাইলেন যে, শায়িত সন্ন্যাসীর গণ পঞ্চজন দ্বারে দাঁড়াইয়া, তাঁহারা অভ্যন্তরে আসিতে চাহিতেছেন। সার্ব্বভৌম, "এখনি লইয়া আইস," বলিলেন. ফল কথা, তিনি সন্ন্যাসীটীকে লইয়া বড় বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিলেন। এখন তাঁহার গণ আসিয়াছেন, তাঁহাদের হস্তে অভ্যাগত সন্ন্যাসীকে দিয়া তিনি নিশ্চিন্ত হইবেন, ভাবিলেন। সার্ব্বভৌমের অনুমতি পাইয়া গোপীনাথ দৌড়িয়া বাহিরে যাইয়া ভক্তগণকে অভ্যন্তরে লইয়া আসিলেন।

প্রভুকে দেখিয়া ভক্তগণ আনন্দে হরিধ্বনি করিয়া উঠিলেন ও তাঁহাকে ঘিরিয়া বসিলেন. তখন সার্ব্বভৌম তাঁহাদিগকে যথা যোগ্য অভ্যর্থনা করিলেন: তাঁহারাও, প্রভুকে যত্ন করিয়াছেন বলিয়া, সার্ব্বভৌমকে অশেষবিধ ধন্যবাদ দিলেন। সার্ব্বভৌম জিজ্ঞাসা করিলেন, গোসাঞির এরূপ অচেতন অবস্থা কত ক্ষণ থাকিবে। ভক্তগণ বলিলেন যে, এরূপ ঘোর মূর্চ্ছা হইলে প্রভু অচেতন অবস্থায় অনেক ক্ষণ থাকেন। তাহার পরে সার্ব্বভৌম জিজ্ঞাসা করিলেন, শ্রীপাদ নিত্যানন্দ প্রভৃতির ঠাকুর দর্শন হইয়াছে কি না। ইহাতে শুনিলেন যে তাঁহাদের সে ভাগ্য হয় নাই। তখন তিনি আপন পুত্র চন্দনেশ্বরকে, ভক্তগণকে লইয়া, ঠাকুর দর্শন করিতে পাঠাইলেন। ভক্তগণ গোপীনাথের তত্ত্বাবধানে প্রভুকে রাখিয়া, নীলাচলচন্দ্র দর্শন করিতে চলিলেন। যখন ভক্তগণ শ্রীমন্দিরে উপস্থিত হইলেন, তখন সেবকগণ শুনিলেন যে, পূর্ব্বে যে সন্ন্যাসী শ্রীজগন্নাথকে ধরিতে গিয়াছিলেন, তাঁহারি গণ ইঁহারা। তখন সেবকগণ ব্যস্ত হইয়া বলিতেছেন, "আপনারা স্থির হইয়া দর্শন করিবেন, পূর্ব্বকার গোসাঞির মত অধীর হইবেন না, আর জগন্নাথকে ধরিবেন না।" ফল কথা সেবকগণের, পূর্ব্বকার গোসাঞির সাহসিক কাণ্ড দেখিয়া, প্রভু ও তাঁহার গণের উপর একটু ভয় ও শ্রদ্ধা জন্মিয়াছিল। সেবকগণ, শ্রীনিত্যানন্দ প্রভৃতিকে তাহাতেই মালা প্রসাদ আনিয়া দিলেন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভৃতি জগন্নাথ দর্শনের সুখ অল্প ভোগ করিয়া

আবার প্রভুর ওখানে প্রত্যাগমন করিলেন, ও আবার প্রভুকে ঘিরিয়া বসিলেন।

ভক্তগণ বসিয়া, গোপীনাথ বসিয়া, ও সার্ব্বভৌম বসিয়া, কিন্তু প্রভুর চৈতন্য নাই—

বাহু পরে শিরঃ রাখি প্রভু অচেতন।
ধূলায় ধূসরিত অঙ্গ মুদিত নয়ন॥

তখন ভক্তগণ প্রভুকে বল দ্বারা চেতন করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন, অর্থাৎ উচ্চ করিয়া নাম কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। মধুর হরিধ্বনি প্রভুর কর্ণে প্রবেশ করিল, অমনি হুঙ্কার করিয়া, "হরি" "হরি" বলিয়া উঠিয়া বসিলেন। প্রভু চৈতন্য পাইবামাত্র সার্ব্বভৌম "নমো নারায়ণায়" বলিয়া প্রভুকে প্রণাম করিয়া তাঁহার পদধূলি লইলেন। প্রভু "কৃষ্ণে মতিরস্তু" বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। তখন সার্ব্বভৌম করযোড়ে বলিলেন, "স্বামিন্, সমুদ্র স্নান করিয়া আসুন, অদ্য এ অধমের বাড়ীতে ভিক্ষা করিয়া আমাদিগকে পবিত্র করুন।" প্রভু স্বীকার করিলেন, আর সেই তৃতীয় প্রহর বেলায় স্বগণসহ সমুদ্রস্নানে গমন করিলেন।

এদিকে সার্ব্বভৌম মনের সাধে প্রসাদ সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। প্রভুও স্বগণে স্নান করিয়া আইলেন। তখন সার্ব্বভৌম সুবর্ণ থালাতে আপনি প্রসাদ পরিবেষণ করিতে লাগিলেন। প্রভু যখন ভক্তগণ সঙ্গে স্নান করিতে গমন করেন, তখন তাঁহার কাহিনী, তিনি কি কি করিয়াছিলেন, ভক্তগণের নিকট সমুদায় শুনিলেন, অর্থাৎ কিরূপে তিনি অচেতন অবস্থায় মন্দিরে প্রবেশ করেন, শ্রীজগন্নাথকে ধরিতে যাইয়া ভূমিতে পড়িয়া যান, সেবকগণ তাঁহাকে আক্রমণ করে ও সার্ব্বভৌম তাঁহাকে রক্ষা করেন, ও কিরূপে তাঁহাকে নিজ বাড়ীতে লইয়া যান, এ সমুদায় ভক্তগণের মুখে শুনিলেন। প্রভু সার্ব্বভৌমের কথা শুনিয়া বড় সন্তুষ্ট হইলেন। সকলে স্নান হইতে প্রত্যাগমন করিলেন। প্রভু সার্ব্বভৌমকে গুরুর ন্যায় ব্যবহার করিতে লাগিলেন। "তৃণাদপি" নীচ হইয়া তাঁহার সহিত ব্যবহার দেখিয়া সার্ব্বভৌম একেবারে মোহিত হইলেন। তিনি যে উত্তম উত্তম অতি উপাদেয় প্রসাদ আনিয়াছেন, তাহার উদ্দেশ্য এই যে নবীন সন্ন্যাসীকে ভাল করিয়া ভুঞ্জাইবেন।

কিন্তু নবীন সন্ন্যাসী কিরূপ নিয়ম পালন করেন তাহা জানেন না। যদি সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া তিনি সুরস প্রসাদ ভোগ না করেন, এই ভয়ে সার্ব্বভৌম আপনি পরিবেষণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাঁহাকে বলিয়া কহিয়া ভাল করিয়া ভুঞ্জাইবেন। প্রভুও সার্ব্বভৌম যাহা ভাবিয়াছিলেন তাহাই করিলেন, তিনি সুস্বাদু প্রসাদ গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিলেন। তিনি মস্তক অবনত করিয়া করযোড়ে সার্ব্ব-ভৌমকে বলিলেন, "এই সমুদায় পীঠাপানা, ছানাবড়া প্রভৃতি শ্রীপাদ প্রভৃতিকে দিতে আজ্ঞা হয়। আমাকে কেবল কিঞ্চিৎ নাফরা ব্যঞ্জন দিবেন, তাহাতেই যথেষ্ট হইবে।"

প্রভু গরুড় পক্ষীর ন্যায় সার্ব্বভৌমের অগ্রে বসিয়া আছেন। সার্ব্ব-ভৌম প্রভুকে প্রসাদ ভুঞ্জাইবার নিমিত্ত বারম্বার অনুরোধ করিতে লাগিলেন। বলিলেন, "শ্রীজগন্নাথ কিরূপ আস্বাদন করিয়াছেন, স্বামিন্! একবার আপনি আস্বাদন করিয়া দেখুন।" এইরূপে করযোড়ে শ্রীসার্ব্ব-ভৌম ঠাকুর প্রভুকে অনুরোধ করিতে থাকিলে, প্রভু না বলিতে পারিলেন না। প্রভু সমুদায় প্রসাদ গ্রহণ করিলেন। তখন সার্ব্বভৌম তাঁহাদিগকে বিশ্রাম করিতে রাখিয়া, গোপীনাথকে লইয়া ভোজন করিতে, অভ্যন্তরে গমন করিলেন।

এ পর্য্যন্ত সার্ব্বভৌম জানেন না, যে ইহাঁরা কাহারা। ইহা জানি-বার অবকাশও পান নাই। যতক্ষণ প্রভু অচেতন, ততক্ষণ কাজেই জিজ্ঞাসা করিতে পারেন নাই। তাহার পরে সকলে সমুদ্র স্নান হইতে আগমন করিলে, তাঁহাদিগকে যত্নপূর্ব্বক ভিক্ষা করাইলেন। সন্ন্যাসীর পরিচয় জিজ্ঞাসা করাই অন্যায়, তাহাতে প্রভু সার্ব্বভৌমের বাড়ীতে আসিয়াছেন। সার্ব্বভৌম অতি বিনয়ী ও ভদ্র, তিনি কাজেই সন্ন্যাসী-গণের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতে পারিলেন না। তাঁহাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা না করিবার আর এক কারণ ছিল। গোপীনাথ যে শ্রীগৌরা-ঙ্গের গণ ইহা সার্ব্বভৌমকে পূর্ব্বেও বলেন নাই, এখনও জানিতে দিতেছেন না। সার্ব্বভৌম কর্ত্তব্যে নাস্তিক, তাঁহার নিকট নদিয়ায় অবতার হইয়াছেন এ সব কথা বলাও যে, বেণা বনে মুক্তা ছড়ানও সে। এখন গোপীনাথ প্রভুর সাক্ষাতে এরূপ ভাব করিতেছেন যেন তাঁহাদের সহিত তাঁহার কোন পরিচয় নাই। কিন্তু ইহা গোপন

কেন থাকিবে? সার্ব্বভৌম বেশ বুঝিলেন যে নবীন সন্ন্যাসী গোপীনাথের শুধু পরিচিত মাত্র নহেন, অতি প্রিয় ও আত্মীয়ও বটে। তাহাই সার্ব্বভৌম ভাবিলেন যে, তাঁহাদের পরিচয় গোপীনাথের নিকট পাইবেন। তিনি কেবল প্রভুর আশীর্ব্বাদ "কৃষ্ণে মতিরস্তু" শুনিয়া ইহাই বুঝিয়াছিলেন যে, সন্ন্যাসী কৃষ্ণভক্ত।

অভ্যন্তরে গমন করিয়াই সার্ব্বভৌম গোপীনাথের নিকট নিজেই জিজ্ঞাসা করিলেন যে, ইহারা কাহারা।

গোপীনাথের ইচ্ছা ছিল না যে প্রভুর পরিচয় দেন. কিন্তু পরিচয় দিতে হইল ও দিলেন। তিনি বলিলেন, নবীন সন্ন্যাসী যিনি, ইনি নিমাই পণ্ডিত নামে শ্রীনবদ্বীপে বিখ্যাত, নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর দৌহিত্র, ও জগন্নাথ মিশ্রপুরন্দরের পুত্র, আর সঙ্গীগণ যাঁহারা তাঁহারা নবীন সন্ন্যাসীর গণ।

সার্ব্বভৌম এই সংবাদ শুনিয়া বড়ই আনন্দিত হইলেন। তিনি নির্ব্বাসিতের ন্যায় দূর দেশে বাস করেন। উড়িষ্যার রাজা ও বাঙ্গলার বাদসাহের যুদ্ধের নিমিত্ত লোক গতায়াত বন্ধ। এমত অবস্থায় গৌড়ীয় মাত্র সার্ব্বভৌমের আদরের বস্তু। এখন দেখিলেন যে সন্ন্যাসী ও তাঁহার গণ শুধু গৌড়ীয় নহেন, নদিয়াবাসী; শুধু নদিয়াবাসী নহেন, তাঁহার পরিচিত;—এক প্রকার আত্মীয়ও বটেন।

সার্ব্বভৌম বলিতেছেন, "বটে! তবে ইনি যে আমার নিজ জন? আমার পিতা বিশারদ ও নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী সমাধ্যায়ী ইনি তাঁহারই দৌহিত্র। জগন্নাথ মিশ্রপুরন্দর আমার সমাধ্যায়ী, ইনি তাঁহার পুত্র। আমি বড় সুখী হইলাম।" ইহাই বলিয়া সার্ব্বভৌম আবার প্রভুর সম্মুখে আসিয়া, "নমো নারায়ণায়" বলিয়া প্রণাম করিলেন, প্রভুও "কৃষ্ণে মতিরস্তু" বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন।

সার্ব্বভৌম বলিতেছেন, আমি আপনার মহিমা শ্রবণ করিলাম। আপনি আমার অতি নিজ জন। আপনার পিতা ও মাতামহের সহিত আমাদের বরাবর ঘনিষ্ঠতা আছে, সহজেই আপনি আমার পূজ্য। আবার এখন সন্ন্যাস লইয়াছেন, অতএব আমাকে আপনার নিজ দাস বলিয়া জানিবেন।

এই কথা শুনিয়া প্রভু শিহরিয়া উঠিয়া কর্ণে হস্ত দিয়া বিষ্ণু স্মরণ

করিয়া বলিতেছেন, "আপনি বলেন কি? আপনি জগদ্‌গুরু, সকলের শীর্ষস্থানীয়। আমি সন্ন্যাসী বটে, কিন্তু সেই সন্ন্যাসীর আপনি শিক্ষা গুরু। আপনি পরম দয়ালু, এই জগতকে নিজ দয়া গুণে শিক্ষা দিতেছেন। এই সমুদায় জানিয়া আমি আপনার আশ্রয় লইয়াছি। আমি বালক, অজ্ঞ, ভাল মন্দ জানি না। বুঝিয়াই হউক আর না বুঝিয়াই হউক সন্ন্যাস ধর্ম্ম আশ্রয় করিয়াছি। আপনি আমাকে, আপনার শিশু ভাবিয়া, যাহাতে আমার ভাল হয় তাহা করিবেন। অদ্যকার বিপত্তির কথা মনে করিলে আমার হৃৎকম্প হয়। ভাগ্যে আপনি উপস্থিত ছিলেন, তাহা না হইলে, আমার যে আজি কি উপায় হইত বলিতে পারি না। আমার মনে বড় সন্দেহ ছিল, বুঝি আমি আপনার দর্শন পাইব না, তাহা, শ্রীকৃষ্ণ কৃপাময়, আমাকে মিলাইয়া দিলেন

ইহাতে সার্ব্বভৌম প্রভুর কথা, রাখিয়া বলিতেছেন, "তুমি আর মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করিও না। তোমার যেরূপ ভাব তাহাতে সিংহদ্বারে যে গরুড় আছেন তোমার তাহার আড়ালে দাড়াইয়া দর্শন করা কর্ত্তব্য। শুন, গোপীনাথ, তুমি প্রত্যহ স্বামীকে আপনি লইয়া যাইয়া ঠাকুর দর্শন করাইও গোসাঞীর রক্ষণাবেক্ষণের ভার আমি তোমার উপর দিলাম।"

প্রভু যে অতি দীন ভাবে সার্ব্বভৌমকে আত্ম সমর্পণ করিলেন, ইহাতে সার্ব্বভৌম পরমানন্দিত হইলেন। শুধু তাহাও নয়, তিনি ধন্ধার বিষম আবর্ত্তে পড়িয়া গেলেন। ইহার তাৎপর্য্য বিবরিয়া বলিতেছি।

যখন সার্ব্বভৌম প্রথমে শ্রীগৌরাঙ্গকে দর্শন করিলেন, তখন তাঁহার তেজ, আকার, প্রকৃতি, ভাব দেখিয়া মনে নিশ্চয় করিলেন, হয় এ বস্তুটী স্বয়ং জগন্নাথ, না হয় কোন দেবতা, মনুষ্যরূপে বিচরণ করিতেছেন। মনে ভাবিলেন, এ বস্তুর আকৃতি প্রকৃতি ঠিক মনুষ্যের মত নয়। ইহা ব্যতীত এই যে মহাভাব, শ্রীকৃষ্ণের প্রতি এরূপ গাঢ় প্রেম, ইহা ত জীবে সম্ভবে না। অতএব এ বস্তুটী অন্ততঃ অতি দুর্লভ, পরম ভাগ্যে মিলিয়াছে। সার্ব্বভৌম এইরূপ মনের ভাবে শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুকে বাড়ী আনয়ন করিয়াছেন।

কিন্তু যখন তাঁহার সঙ্গীগণ আসিলেন, তখন ভাবিতেছেন, নবীন

সন্ন্যাসী এক জন উচ্চ শ্রেণীর সন্ন্যাসী, দেবতা নয়, যেহেতু ইহার সঙ্গীগণ মনুষ্য, মনুষ্যের মত আকার প্রকার, ও কথা বলে। যখন শ্রীগৌরাঙ্গ চেতনা পাইলেন, তখন তাঁহার শরীরের তেজঃ লুকাইল, আর তখন তিনিও মনুষ্যের মত হইলেন। তাহার পরে স্নান করিলেন, গরুড় পক্ষীর ন্যায় সার্ব্বভৌমের সম্মুখে বসিলেন, ও মনুষ্যের ন্যায় ভোজন করিলেন, ও অতি দীন মনুষ্যের ন্যায় কথা কহিতে লাগিলেন। এই সমুদায় দেখিয়া সার্ব্বভৌমের প্রথম যে চমক লাগিয়াছিল তাহা অনেক অন্তর্হিত হইল।

তাহার পরে গোপীনাথের নিকট প্রভুর পরিচয় শুনিলেন। শুনিলেন যে বস্তুটী দেবতাও নয়, কোন বিশেষ বস্তুও নয়, নদীয়ার ব্রাহ্মণকুমার মাত্র। ইহাও শুধু নয়। নদিয়ার এক জন সামান্য পণ্ডিত জগন্নাথ মিশ্র, তাহারি বেটা। তখন প্রভুর উপর অতি বৃহৎ বস্তু বলিয়া যে ভক্তি টুকু জন্মিয়া ছিল তাহা প্রায় সমুদায় অন্তর্হিত হইল।
প্রভুর নিকট আসিয়া যখন তাঁহাকে আবার প্রণাম করিলেন, তখন একটু কষ্ট হইল। ভাবিলেন, সন্ন্যাস আশ্রমের এই একটা বড় দোষ। এ আশ্রম আশ্রয় করিলে দম্ভের সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা; যে হেতু সন্ন্যাসী হইলে গুরু জনও তাঁহাকে আসিয়া প্রণাম করেন, আর তিনও কেবল সন্ন্যাসী হইয়াছেন বলিয়া গুরু জনকে আশীর্ব্বাদ করিতে অধিকার পান! কিন্তু সার্ব্বভৌমের এ দুঃখ অধিকক্ষণ থাকিল না। প্রভুর বিনয় ও মধুর বাক্য শুনিয়া সার্ব্বভৌমের মনে একটু যে কুভাবের উদয় হইতেছিল, তাহা একেবারে গেল। প্রভুর কথা শুনিয়া তাঁহার প্রতি ভক্তি হইল না বটে, কিন্তু ঈর্ষা ভাবের যে অঙ্কুর হইতেছিল, তাহা গেল, ও তাহার স্থানে বাৎসল্যরূপ ভালবাসার উদয় হইল। সার্ব্বভৌমের, প্রভুর প্রতি, প্রকৃতই পুত্র-স্নেহ উদয় হইল।

তাহার পরে প্রভুকে বলিতেছেন, "তুমি আর একাকী মন্দিরের অভ্যন্তরে যাইয়া দর্শন করিও না। হয় গোপীনাথের কি আমার সহিত, কি আমি যে লোক দিব তাহার সহিত, জগনাথ দর্শন করিও।"

সার্ব্বভৌম তাহার পরে গোপীনাথকে আবার বলিলেন, "ইঁহাদের বাসস্থান করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। তাহাও আমি ঠাওরাইয়াছি। আমার মাসীর

বাড়ী অতি নির্জ্জন স্থান, সেথানে ইহাঁদের বাসা দাও। আর জলপাত্র প্রভৃতি ইহাঁদের যাহা যাহা প্রয়োজনীয় তাহারও সংস্থান করিয়া দাও।”

প্রভু ও প্রভুরগণ সার্ব্বভৌমের মাসীর বাড়ী গমন করিলেন, এবং সেথানেই বাস করিতে লাগিলেন। কথন সার্ব্বভৌম প্রসাদ পাঠাইয়া দেন, কথন গোবিন্দ, জগদানন্দ, প্রভৃতি ভিক্ষা করেন

এ গ্রন্থের পূর্ব্বে একটি কথা লেখা আছে, পাঠক স্মরণ করিবেন, কি আর একবার পাঠ করিয়া দেখিবেন। কথাটি এই যে, এই গৌরাঙ্গ-লীলা বিচার করিলে স্বভাবতঃ এইটিই বোধ হইবে যে, এ সমুদায় কাণ্ড হঠাৎ অর্থাৎ আপনা আপনি হইয়াছে তাহা নহে। লীলা বিচার করিলে বুঝিতে পারিবেন যে, হয় শ্রীগৌরাঙ্গ স্বয়ং শ্রীভগবান—আর যদি তত্দূর বিশ্বাস করিতে না পারেন তবে বুঝিবেন যে, তিনি শ্রীভগবান কর্ত্তৃক প্রত্যক্ষরূপে চালিত, নিয়োজিত ও রক্ষিত। যাঁহারা সন্দিগ্ধচিত্ত, তাঁহাদের পক্ষে ইহার একটা মানিলেই যথেষ্ট। দেখুন, যখন শ্রীগৌরাঙ্গ নীলাচলে যাইতেছেন, তখন, যেখানে হিন্দু ও মুসলমানের বিরোধের স্থান, ঠিক সেথানে, সেই সময়ে, রাজা রামচন্দ্র খাঁ আসিয়া উপস্থিত। নীলাচলের নিকটে আসিয়া প্রভু দণ্ড ভাঙ্গার ছল করিয়া অগ্রে একাকী জগন্নাথ দর্শন করিতে চলিলেন। এখন প্রভুর নীলাচল প্রবেশের অদ্ভুত আয়োজন দেখুন। মন্দিরে প্রবেশ করিলেন, কেহ রোধ করিতে পারিল না, সকলে একত্র গমন করিলে ইহার কিছুই হইত না। মূর্চ্ছিত হইলেন, সেথানে সার্ব্বভৌম দাঁড়াইয়া! তিনি তখন সেথানে কেন? তিনি না থাকিলে জগন্নাথের সেবকগণকে রোধ করে কাহার সাধ্য? সার্ব্বভৌম না থাকিলে জগন্নাথের দাম্ভিক সেবকগণ প্রভুর শ্রীঅঙ্গে প্রহার করিত। তাহার পরে সার্ব্বভৌমই বা এত বিচলিত কেন হইলেন? তিনি ত কিছুই মানেন না। যদি কিছু মানেন তবে আপনাকে। তিনি একটা সন্ন্যাসীকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত তাঁহাকে আপনার অঙ্গ দ্বারা আবরণ কেন করেন? কত সহস্র সন্ন্যাসী ত তাঁহার শিষ্য!

আবার প্রভুর লীলাকার্য্যের নিমিত্ত সার্ব্বভৌমকে প্রয়োজন, তাঁহার সহিত পরিচয়ের প্রয়োজন। সার্ব্বভৌম কর্ত্তব্যে শ্রীক্ষেত্রের রাজা, তাঁহা ব্যতীত সেথানে কিছুই হয় না। তাই তিনি সেথানে দাঁড়াইয়া। তাই

তিনি, যদিও জগৎ-পূজ্য, তথাপি আপনার দেহ দিয়া প্রভুকে রক্ষা করিলেন, আর তাই তিনি প্রভুকে আপনি বহিয়া ও জগন্নাথের সেবকগণ দ্বারা বহাইয়া, হরিনামের সহিত, আপনার বাড়ীতে লইয়া আসিলেন। এ সমুদায় আপনা আপনি হইয়াছে, ইহা বিশ্বাস করা কঠিন।

প্রভু বাসায় আগমন করিলে, গোপীনাথ বলিলেন, কল্য অতি প্রত্যূষে আসিয়া তিনি তাঁহাদিগকে শ্রীজগন্নাথের শয্যোত্থান দর্শন করাইবেন। গোপীনাথ তাহাই করিলেন ও তাহার পরে সকলে আবার সার্ব্বভৌমের সভায় আগমন করিলেন, সার্ব্বভৌম প্রণাম করিলেন, করিলে প্রভু আবার "কৃষ্ণে মতিরস্তু" বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন।

সার্ব্বভৌমের শিষ্যগণ প্রভুর কথা এই শুনিলেন, শুনিয়াই তাঁহাদের বড় আমোদ বোধ হইল। তাঁহারা বলাবলি করিতে লাগিলেন, সন্ন্যাসী হইয়া বলে কৃষ্ণে মতি হউক! এটা কি পাগল না মূর্খ? ইহাই বলিয়া সার্ব্বভৌমের মূঢ় শিষ্যগণ খলখল করিয়া হাঁসিয়া উঠিল। সার্ব্বভৌম ইহাতে লজ্জা পাইয়া প্রভুকে অন্য নির্জ্জন স্থানে লইয়া বসিলেন। প্রভুর প্রতি পড়ুয়াগণ যে হাস্য করিল, তিনি যে ইহা বুঝিয়াছেন কি না, তাহা কেহ জানিতেও পারিলেন না। সকলে নির্জ্জন স্থানে বসিলে, প্রভু সার্ব্বভৌমকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, "আমি শ্রীজগন্নাথ দর্শন করিতে আসিয়াছি বটে, আপনার নিকটও আসিয়াছি। আপনি জগতের উপদেষ্টা, আমি আপনার আশ্রয় লইলাম, যাহাতে আমার ভাল হয় তাহা করিবেন। আমাকে আপনি উপদেশ করুন। দেখিবেন যেন আমি ভবকূপে না পড়ি।"

সার্ব্বভৌম বলিলেন, তোমাকে আমি কি উপদেশ করিব? তোমার ত উপদেশের কিছু অভাব আছে বলিয়া বোধহয় না। যে ভক্তি তোমার হয়েছে ইহা মনুষ্যের পক্ষে দুর্লভ। তবে সরল ভাবে একটা কথা বলি এই যে, সন্ন্যাস করিয়া তুমি ভাল কর নাই। তোমার বয়স অতি অল্প, এ বয়সে সন্ন্যাস শাস্ত্রসিদ্ধ নয়। প্রথমে সংসার সুখ সমুদায় আস্বাদন করিয়া যখন ইন্দ্রিয়ের তেজঃ শিথিল হয়, তখনি সন্ন্যাস কর্ত্তব্য। তাহার পরে আবার দেখ, সন্ন্যাস করিয়াছ ইহাতে গুরুজনে তোমাকে প্রণাম করিতেছেন। তুমি অতি সুবোধ, দেখ দেখি এ অবস্থায় অহঙ্কার বৃদ্ধি পাইবার সম্ভাবনা কি না?

পূর্ব্বে বলিয়াছি, সার্ব্বভৌমের যে জগন্নাথ মিশ্রের পুত্রকে প্রণাম করিতে হইতেছে, উহা তাঁহার নিকট একেবারে ভাল লাগিতেছে না। এখন সেই রাগ শোধ দিলেন।

প্রভু বলিলেন, "আপনি আমার পরমসুহৃদ্, তাই আমার যাহাতে ভাল হয় তাহাই বলিতেছেন। তবে আমি যখন সন্ন্যাস করি, তখন কৃষ্ণের জন্যে মতিচ্ছন্ন হইয়া পড়ি, মতিচ্ছন্ন হইয়া সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করি, সুতরাং এ কার্য্যের জন্যে আমি সম্পূর্ণ অপরাধী নহি।" এই কথা শুনিয়া সার্ব্বভৌম লজ্জা পাইলেন। বলিতেছেন, "তাহা হউক, তুমি অতি ভাগ্যবান, তোমার যে প্রেম দেখিলাম, ইহাতে তোমার উপর আমার বড় শ্রদ্ধা হইয়াছে। তোমার ভালই হইবে।"

সার্ব্বভৌম, আমি তোমার ভাল করিব, ইহা না বলিয়া, তোমার ভালই হইবে বলিলেন।

কিছু কাল আলাপের পর প্রভু উঠিয়া গেলেন, তাঁহার সঙ্গে অন্যান্য ভক্তগণও গমন করিলেন, কেবল সার্ব্বভৌম রহিলেন, আর গোপীনাথ ও মুকুন্দ। গোপীনাথ ও মুকুন্দে চির দিন বড় প্রীতি। তাহার পরে তাঁহারা তিন জনে আবার সভায় আসিলেন।

আপনারা জানিবেন যে জগতে যত বিরোধের সৃষ্টি হয়, তাহার অধিকাংশই কেবল অনুগত জনের দোষে। দুটী নায়কের এক স্থানে নির্ব্বিবাদে বাস করা সম্ভব, কিন্তু তাঁহাদের গোড়াগণ তাহা পারিবে না। সার্ব্বভৌমের পড়ুয়াগণ সার্ব্বভৌমকে প্রায় শ্রীভগবান্ বলিয়া মান্য করেন। তাঁহারা বিদ্যাকে পূজা করিয়া থাকেন, আর সার্ব্বভৌম বিদ্বান্ লোকের পরম পূজ্য। প্রভুর যত গণ, তাঁহারা আবার প্রভুকে শ্রীভগবান্ বলিয়া সম্মান ও পূজা করেন। সার্ব্বভৌমের পড়ুয়াগণ প্রভুকে একটা খ্যাপা কি মূর্খ সন্ন্যাসী ভাবে! প্রভুর গণ সার্ব্বভৌমকে একটী পণ্ডিতাভিমানী পাষণ্ড ভাবেন! সার্ব্বভৌমকে দেখিলে তাঁহার শিষ্যগণ জড় সড় হয়েন, কিন্তু প্রভুর গণ সেরূপ কিছু হয়েন না। আর প্রভুকে দেখিলে তাঁহার গণ সংজ্ঞাশূন্য হয়েন, সার্ব্বভৌমের প্রতি দৃক্পাত পর্য্যন্ত করেন না। অতএব যুদ্ধ আরম্ভ হয় আর কি! এতক্ষণ হয় নাই কেবল প্রভু নিতান্ত নিরীহ, ও সার্ব্বভৌম বড় পদস্থ ও গম্ভীর বলিয়া।

প্রভু উঠিয়া গমন করিলে, সার্ব্বভৌম মুকুন্দকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন,

"স্বামী কোন্ সম্প্রদায়ে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন?" মুকুন্দ বলিলেন, "ভারতী সম্প্রদায়ে। ইঁহার গুরুর নাম কেশব ভারতী, ইহার নিজের নাম কৃষ্ণচৈতন্য।" সার্ব্বভৌম বলিতেছেন, "নামটী বেশ হয়েছে। আহা সন্ন্যাসীটী কি মধুর প্রকৃতি! একেবারে বিনয়ের খনি। বলিতে কি, আমার ইহঁাকে দেখিয়া হৃদয় তরল হয়েছে। কেন কি জানি বলিতে পারি না, আমার উহার প্রতি বড় আকর্ষণ হইতেছে। তাহাতেই বলিতেছি যে ভারতী সম্প্রদায়ে প্রবেশ করিয়া ইনি ভাল করেন নাই। কারণ ও সম্প্রদায়টী ভাল নয়। গিরি, পুরী, তীর্থ, সরস্বতী, এ সমুদায় সম্প্রদায় থাকিতে কেন নিকৃষ্ট সম্প্রদায়ের আশ্রয় লইলেন?"

গোপীনাথ বলিতেছেন, "ভট্টাচার্য্য! স্বামীর বাহ্যাপেক্ষা নাই। সংসার ত্যাগ করা উদ্দেশ্য, তাহা যেন তেন প্রকারেণ করিয়াছেন।"

সার্ব্বভৌম। বাহ্যাপেক্ষা তুমি কাহাকে বল?

গোপীনাথ। এ সম্প্রদায় ভাল, ও সম্প্রদায় মন্দ, এ সমস্ত অসার কথা। স্বামীর এ সমুদায় অসার বিষয়ে মন নাই, কোন প্রকারে সংসার ত্যাগ উদ্দেশ্য, তাই সন্ন্যাস গ্রহণের সময় সম্প্রদায়ের ভাল মন্দ বিচার করিবার অবকাশ পান নাই।

সার্ব্বভৌম। তুমি ভাল বলিলে না। যখন সম্প্রদায় আশ্রয় করিতে হইবে, তখন বাছিয়া ভাল লওয়াই ত কর্ত্তব্য?

গোপীনাথ। এ সমুদায় মনের ভাব দম্ভ হইতে উৎপন্ন হয়। লোকে গৌরব করিবে, এ বাসনাকে পোষণ না করাই ভাল।

সার্ব্বভৌম। লোকে গৌরব করিবে এ বাসনার দোষ কি হইল? তাহা হইলে আমরা বাঁচিয়া আছি কেন? লোকে গৌরব করিবে মনুষ্য এই নিমিত্তই ত সকল কার্য্য করিয়া থাকে? ও সমুদায় বালকের কথা ছাড়িয়া দাও। স্বামীকে হঠাৎ কোন অনুরোধ করা আমার পক্ষে ভাল দেখায় না। তিনি তোমাদের আত্মীয়, তোমরা তাঁহাকে বলিয়া কহিয়া বাধ্য কর। আমি একটী ভাল দেখিয়া ভিক্ষুক আনাইয়া পুনর্ব্বার তাঁহার সংস্কার করাইব।

এ সমস্ত কথা গোপীনাথের ও মুকুন্দের হৃদয়ে শেলের মত বাজিতেছে। প্রথমতঃ সার্ব্বভৌমের শিষ্যগণ প্রভুকে উপেক্ষা করিয়া হাঁসিল, ইহাতে তোমার আমার মর্ম্মান্তিক হয়, তাঁহাদের কি হইল

মনে অনুভব কর। ভাবিলেন, যেমন গুরু, শিষ্য গুলিও সেইরূপ হয়েছে। তাহার পরে, সার্ব্বভৌমের প্রত্যেক কথায় প্রভুর প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ পাইতেছে। প্রভুকে তাঁহারা শ্রীভগবান বলিয়া জানেন, তাঁহারা প্রভুর প্রতি কোন রূপ কটাক্ষ কিরূপে সহ্য করিবেন? যদিও প্রভুর প্রতি সার্ব্বভৌমের স্নেহ অকৃত্রিম, কিন্তু সে তাঁহার নিজের গুণে নয়, কেবল প্রভুর প্রকৃতির গুণে। সার্ব্বভৌম প্রভুর প্রতি বিরক্ত হইবার মোটে অবকাশ পাইতেছেন না। একটু ঈর্ষার অঙ্কুর হইতেছে, আর প্রভুর সরল বদন দেখিয়া, আর চিত্তমোহন বাক্য শুনিয়া, শুধু তাঁহার সেই ঈর্ষা অন্তর্হিত হইতেছে তাহা নয়, এরূপ কুপ্রবৃত্তিকে হৃদয়ে স্থান দিয়াছেন বলিয়া মনে ধিক্কার উপস্থিত হইতেছে। এই গোপীনাথের দম্ভের সহিত কথা, ইহা সার্ব্বভৌমের কাছে অবশ্য ভাল লাগিতেছে না। তাঁহার এরূপ কথা জগতে কাহার ও নিকট শ্রবণ করা অভ্যাস নাই। তবে যে অনেক সহিয়া রহিয়াছেন, সে কেবল প্রভুর গুণে। তা না হইলে গোপীনাথ আরো রূঢ় বাক্য শুনিতেন। কিন্তু তবু গোপীনাথের কথায় সার্ব্বভৌমের ক্রোধ হইতেছে, ও তাহার প্রতিশোধ লইবার চেষ্টা করিতেছেন। গোপীনাথকে আঘাত করিবার অন্য সহজ উপায় নাই। তবে প্রভুকে আঘাত করিয়া অতি অনায়াসে তাঁহাকে ব্যথা দিতে পারেন। তাই সার্ব্বভৌম বলিতেছেন, "আহা কি সুন্দর বস্তু এই সন্ন্যাসীটী। কিন্তু ইহাঁর কি ভয়ঙ্কর অবস্থা! এত অল্প বয়সে সন্ন্যাস লইয়াছেন, ইহাতে ইন্দ্রিয় বারণ কিরূপে হইবে? আমি ইহাঁর যাহাতে মঙ্গল হয় করিব। ইহাঁকে অদ্বৈত মার্গে প্রবেশ করাইব। এইরূপে যাহাতে ইহাঁর ধর্ম্ম থাকে, আমি তাহাই করিব।"

গোপীনাথ আর সহ্য করিতে না পারিয়া বাহ্য হারাইলেন। তিনি প্রভুর আগমন অবধি প্রাণপণে তাঁহার সম্বন্ধে কোন কথাই বলেন নাই, উঠাইতেও দেন নাই। সেই তিনি, সার্ব্বভৌমের সাক্ষাতে, আর সার্ব্বভৌমের সভায়, শিষ্যগণ মাঝে, একেবারে গুপ্ত কথা ব্যক্ত করিয়া ফেলিলেন। গোপীনাথ রুক্ষ ভাবে বলিতেছেন, "ওখানে পাণ্ডিত্য চলিবে না। তুমি যাঁহার ভাল করিবে বলিয়া বারম্বার ঔদার্য্য দেখাইতেছ, তিনি তোমার সহায়তার অপেক্ষা রাখেন না। তিনি স্বয়ং শ্রীভগবান্।"

যেমন কোন নির্জ্জন সরোবরে বন্দুকের শব্দ করিলে বিবিধ পক্ষী, বিবিধ স্বর করিয়া উড়িতে থাকে, সেইরূপ গোপীনাথের বাক্যে সার্ব্বভৌমের সভায় নানা বিধ শব্দের উৎপত্তি হইল। সার্ব্বভৌমের অত্যন্ত ক্রোধ হইল, কিন্তু গম্ভীর প্রকৃতি বলিয়া হঠাৎ কিছু বলিলেন না। একটু ঠাহরিয়া বলেন, তাহার অবকাশও পাইলেন না। যেহেতু তাঁহার শিষ্যগণ চারিদিক হইতে, "কি প্রমাণ?" "কি প্রমাণ?" বলিয়া শত কণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিল।

গোপীনাথ তখনি বুঝিলেন কাজ ভাল করেন নাই, কিন্তু তখন আর উপায় নাই। আপনি বিচলিত হইয়া যে ঝড় উঠাইয়াছেন, তাহা নিবারণ করিবার উপায় হঠাৎ স্থির করিতে পারিলেন না। তবে শিষ্য-গণের সহিত মারামারি করিবেন না, ইহা তখনি স্থির করিলেন। শিষ্য-গণের প্রতি দৃষ্টিক্ষেপও করিলেন না। সার্ব্বভৌমের পানে চাহিলেন, চাহিয়া উত্তর করিলেন।

সার্ব্বভৌমও দেখিলেন যে কাজ ভাল হয় নাই। নবীন সন্ন্যাসীটী তাঁহার প্রিয় বস্তু, বাড়ীতে অতিথি, ও নির্দ্দোষী। তাঁহাকে লইয়া যে তাঁহার শিষ্যগণ চর্চ্চা করিবে ইহা তাঁহার অভিমত হইতে পারে না। তিনি সেখানে উপস্থিত; তিনি সেখানে থাকিতে শিষ্যগণ বিচার করিবে, তাহাও হইতে পারে না। তাহার পরে গোপীনাথ তাঁহার ভগ্নী-পতি, তাঁহার ভগিনীপতির সহিত যে তাঁহার শিষ্যগণ সমান সমান হইয়া বিচার করিবে ইহাও তাঁহার ইচ্ছা নয়। সুতরাং তিনি, শিষ্য-গণকে লক্ষ্য না করিয়া, গোপীনাথের দিকে চাহিয়া তাঁহার কথা শুনিতে লাগিলেন।

গোপীনাথের উচিত ছিল যে তখনি সার্ব্বভৌমের নিকট ক্ষমা চাহিয়া একেবারে চুপ করা। তিনি তাহাই করিতেন; কিন্তু তিনি তখন একটু বিচলিত হইয়াছেন, তাঁহার পক্ষে ঐ অবস্থায় কি করা কর্ত্তব্য ঠিক করিতে পারিলেন না। তিনি সার্ব্বভৌমকে বলিলেন, "ইহা লইয়া তোমার সহিত বিচার করিতে আমার ইচ্ছা নাই। তবে ভট্টা-চার্য্য তুমি উঁহার মহিমা জান না তাই বলিলাম। তুমিও সত্বর জানিবে যে, ও বস্তুটী কি।" কিন্তু শিষ্যগণ চুপ করিয়া থাকিবার পাত্র নন। সার্ব্বভৌমকে উত্তর দিবার অবকাশ তাঁহারা দিলেন না, "কি প্রমাণ?" "কি প্রমাণ?" বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন।

গোপীনাথ তখনও চুপ করিলে পারিতেন, কিন্তু চিত্ত কিঞ্চিৎ বিচলিত হওয়ায় তাহা পারিলেন না। সার্ব্বভৌমের দিকে চাহিয়া শিষ্যগণের কথার উত্তর দিলেন। বলিতেছেন, "প্রমাণ এই যে, তাঁহাতে শ্রীভগবানের সমস্ত লক্ষণ দেখা যায়।"

শিষ্যগণ আবার সার্ব্বভৌমকে উত্তর করিতে দিলেন না, অমনি বলিয়া উঠিলেন, "এই সন্ন্যাসী শ্রীভগবান্, তুমি কি অনুমানে সাধিবে?" গোপীনাথ আবার উত্তর করিলেন,—কিন্তু সেইরূপে সার্ব্বভৌমের দিকে চাহিয়া বলিতেছেন, "ঈশ্বর-তত্ত্ব অনুমানে জ্ঞান হয় না। ঈশ্বর-তত্ত্ব জানিবার এক মাত্র উপায় ঈশ্বর-কৃপা। তাহার পরে শিষ্যগণকে আর কোন কথা কহিতে না দিয়া সার্ব্বভৌমকে বলিতেছেন, "ভট্টাচার্য্য! পৃথিবীতে তোমার মত পণ্ডিত নাই, তুমি জগতের গুরু, শাস্ত্রে তোমার দ্বিতীয় নাই। কিন্তু তুমি যে বলে বলীয়ান, ঈশ্বর জ্ঞান সে বলের অধীন নয়। যেহেতু তোমাতে ঈশ্বর কৃপা নাই।"

সার্ব্বভৌম আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিলেন না। তিনি নৈয়ায়িক। গোপীনাথের তর্ক করিতে ভুল গেল, তিনি কিরূপে চুপ করিয়া থাকিবেন? তাহা কি কখন হইতে পারে? অমনি বলিতেছেন, "তোমাতে যে ঈশ্বর-কৃপা আছে তাহার প্রমাণ?

গোপীনাথ তখন ঠকিলেন, ঠকিয়া কতক কান্দ কান্দ হইয়া, কতক কোপের সহিত বলিতেছেন, "তুমি স্বচক্ষে যাহা দেখিয়াছ তাহাতেও তুমি প্রভুকে চিনিতে পারিলে না। কাজেই বলি যে তোমাতে ঈশ্বর কৃপার লেশ মাত্র নাই।"

সার্ব্বভৌম গোপীনাথের ভাব দেখিয়া একটু ভয় পাইলেন। কুলীন ভগিনীপতি, উড়িষ্যা পর্য্যন্ত তাঁহার বাড়ী আসিয়াছেন। যদি কোপ করিয়া চলিয়া যান, তাহাও পারেন। তাই গোপীনাথকে একটু শান্ত করিবার অভিপ্রায়ে বলিতেছেন, "ভাই, ক্রোধ করিও না। আমি শাস্ত্রদৃষ্টে বলি। শাস্ত্রে কলিযুগে অবতারের উল্লেখ নাই। তাই শ্রীভগবানের নাম ত্রিযুগ হইয়াছে। তুমি যাহা বলিলে তাহা ঠিক, সন্ন্যাসীটী পরম ভাগবত, কিন্তু তিনি ভগবান্ এ কথা শাস্ত্রে পাই না।"

শ্রীগৌরাঙ্গ অবতার হয়েছেন, শ্রীনবদ্বীপে এ কথা প্রথম উঠিলেই বিপক্ষ পণ্ডিতগণ শাস্ত্র দেখিতে চাহিলেন। সার্ব্বভৌম গোপীনাথকে

যে কথা বলিয়াছিলেন, তাঁহারা তাহাই বলিতে লাগিলেন। কাজেই গৌরভক্তগণ দেখিলেন যে সাধারণ লোকের নিকট গৌর অবতার প্রমাণ করিবার নিমিত্ত, শাস্ত্র-প্রমাণ প্রয়োজন, তাই গৌরভক্ত পণ্ডিতগণ, শাস্ত্র অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। এই রূপে শাস্ত্র হইতে তাঁহারা নানা প্রমাণ বাহির করিতে লাগিলেন। যখন শ্রীনিমাই সন্ন্যাসী হইলেন, তখন আবার বিপক্ষ পণ্ডিতগণ বলিতে লাগিলেন, শ্রীভগবান সন্ন্যাসী হইবেন তাহা কোন্ শাস্ত্রে আছে? সে শাস্ত্রীয় প্রমাণ বাহির করিতেও ভক্তগণ বাধ্য হইলেন।

তখন পণ্ডিতগণ ন্যায় ও শাস্ত্র লইয়া উন্মত্ত হইয়াছিলেন। যে কোন কথা উপস্থিত হইলেই পণ্ডিতগণ শাস্ত্রের প্রমাণ চাহিতেন। সুবিধার মধ্যে শাস্ত্রের অবধি ছিল না, কাজেই প্রমাণেরও অবধি ছিল না। অতএব শাস্ত্রের এত বড় শাসন সত্ত্বেও লোকের সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ হইতে বড় বাধা হইত না। ন্যায়ের চর্চ্চাতে আবার সেইরূপ লোকের "কি প্রমাণ?" ব্যাধি উপস্থিত হইল। প্রভাতে এক পড়ুয়া আর এক পড়ুয়াকে উঠাইতেছেন, "উঠ প্রভাত হয়েছে।" নিদ্রিত পড়ুয়া চক্ষু মেলিয়া, হাঁই তুলিতে তুলিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রভাত হইয়াছে তাহার কি প্রমাণ?" জাগরিত পড়ুয়া বলিলেন, "যেহেতু আলো হইয়াছে।" নিদ্রিত পড়ুয়া বলিলেন, "আলো হইলেই প্রভাত হয় না, গৃহ দাহ হইলেও রজনী যোগে আলো হয়।" এইরূপে দুই প্রহর পর্য্যন্ত বিচার হইল। এই গেল সমাজের গতি।

এখন বিচার করুন যে গৌরাঙ্গ কিরূপ সময়ে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। যখন কথা উঠিল যে নবদ্বীপে শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হয়েছেন, তাহার পূর্ব্বে অবতার বলিয়া কথা আদৌ জগতে ছিল না। এখন অবতারে বিশ্বাস পূর্ব্বাপেক্ষা সহজ হইয়াছে, কিন্তু তখন শ্রীভগবান মনুষ্য সমাজে আসিয়াছেন, এরূপ কথা শুনিলে স্বভাবতঃ সর্ব্বদেশে, সকল স্থানে হাসি পাইবার কথা। কিন্তু গৌর অবতারের কথা যখন ও যে স্থানে উঠিল, সে সময়ের ও সে নগরের অবস্থা মনে করুন। সে সময়ে সে স্থানে প্রমাণ ব্যতীত প্রভাত হইয়াছে ভদ্র লোকে ইহাও স্বীকার করিতে অনিচ্ছুক। সুতরাং হে সুবোধ পণ্ডিত! কৃপাময় পাঠক! এখন বিবেচনা করুন যে, এইরূপ সময়ে ও সমাজে, শ্রীগৌরাঙ্গের

জীবের নিকট শ্রীভগবান বলিয়া সম্মান লইতে, কত শক্তি ও আয়োজনের প্রয়োজন হইয়াছিল। এই যে তাঁহার ভক্তগণ তাঁহাকে শ্রীভগবান বলিয়া পূজা করিতেন, ইহা মুখে নয়, একেবারে হৃদয়ের সহিত। তাহা না হইলে যে সমুদায় মহান্তগণ পরকালের নিমিত্ত সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া বৃক্ষতলবাসী হয়েছেন, তাঁহারা হিন্দু হইয়া, তাঁহার শ্রীপদে তুলসী, চন্দন, ও গঙ্গাজল দিয়া পূজা করিতে পারিতেন না। শ্রীগৌরাঙ্গের প্রতি কিঞ্চিন্মাত্র অবিশ্বাস থাকিলে, গোড়া হিন্দুর পক্ষে, গঙ্গাজল তুলসী দিয়া তাঁহার শ্রীচরণ পূজা করা একেবারে অসম্ভব হইত।

সেই সময় ও সেই সমাজের কথা এই গ্রন্থের প্রারম্ভে কিছু বর্ণনা করিয়াছি। সেই স্থলে বাসুদেব সার্ব্বভৌম বস্তু কি তাহাও কিঞ্চিৎ বর্ণনা করিয়াছি, যেখানে বিচার ও প্রমাণ ব্যতীত প্রভাত হইয়াছে কি না লোকে গ্রহণ করিত না, সেই সমাজের শীর্ষস্থানীয় বাসুদেব সার্ব্বভৌম। তিনি এই সমাজের দুগ্ধফেণ, কি প্রকাশ, কি শক্তি। তাঁহার সহিত শ্রীপ্রভুর রঙ্গ, অতএব অতিশয় রহস্যজনক। সেই নিমিত্ত উহা আমি একটু বিস্তার করিয়া লিখিলাম। পাঠক মহাশয়দিগের মধ্যে যাঁহারা সতেজ বুদ্ধিসম্পন্ন, তাঁহারা আপনাদের ও সার্ব্বভৌমের মনের ভাবের অনেক ঐক্য দেখিতে পাইবেন, সেই নিমিত্তই আমি এ অধ্যায় একটু বিস্তার করিলাম।

শ্রীগোপীনাথ আবার চঞ্চল হইলেন, হইয়া বলিতে লাগিলেন, "তুমি পণ্ডিত শিরোমণি হইয়া কিরূপে বলিতেছ যে কলিযুগে অবতার, শাস্ত্রে এ কথা নাই? তবে এ সমুদায় শ্লোকের অর্থ কি?" ইহাই বলিয়া শ্রীগোপীনাথ প্রভুর অবতার সম্বন্ধে যে যে শাস্ত্রীয় প্রমাণ তখন সংগৃহীত হইয়াছিল, তাহা একে একে বলিতে লাগিলেন। এ সমুদায় শাস্ত্রীয় প্রমাণরূপ নীরস বিষয়ে আমি হস্তক্ষেপ করিব না। প্রথমতঃ আমার শাস্ত্র জ্ঞান নাই; দ্বিতীয়তঃ গোপীনাথ যাহা সার্ব্বভৌমকে বলিয়াছেন তাহা ঠিক কথা, অর্থাৎ শাস্ত্রের প্রমাণে শ্রীগৌরচন্দ্রকে যিনি বিশ্বাস করেন, তাঁহার বিশ্বাস না করাই ভাল।

গোপীনাথ শাস্ত্রীয় প্রমাণ বলিতে থাকিলে সার্ব্বভৌম তাঁহার প্রতিপক্ষ করিতে পারিতেন, করিলেও হয়ত সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের ন্যায় পণ্ডিতের সহিত গোপীনাথ পারিয়া উঠিতেন না। কিন্তু সার্ব্বভৌম

অনেক কারণে সহিয়া গেলেন, আর তর্ক উঠাইলেন না। বলিলেন, "ও সমুদায় এখন থাকুক। তুমি এখন তোমার শ্রীভগবানকে তাঁহার গণ সহ আমার হইয়া নিমন্ত্রণ কর গিয়া; তবে আমাকে শিক্ষা দেওয়া,—তাহা পরে দিলেই পারিবে।"

এইরূপ কথা বলিয়া সার্ব্বভৌম সমুদায় মনের বেগ ব্যক্ত করিলেন। প্রথমতঃ, তোমার শ্রীগৌরাঙ্গকে গণ সহ নিমন্ত্রণ কর, ইহা হাঁসিবার কথা। শ্রীভগবানের আবার "গণ" কে? আর তাঁহাকে আবার মনুষ্যে নিমন্ত্রণ করিবে তাহাই বা কি? আবার, সার্ব্বভৌম গোপীনাথকে উপরের কথা গুলিতে ইহাও বলিলেন যে, শ্রীভগবানকে নিমন্ত্রণ করা, ইহাও যেরূপ হাস্যকর কথা, তুমি গোপীনাথ আমি সার্ব্বভৌম, তোমার আমাকে শিক্ষা দিতে আসা, সেও সেইরূপ হাস্যকর।

এই কথা শুনিয়া গোপীনাথ ও মুকুন্দ সার্ব্বভৌমের সভা ত্যাগ করিয়া প্রভুর ওখানে চলিলেন। এখন সার্ব্বভৌমের অবস্থা শ্রবণ করুন। তিনি দিগ্বীজয়ী, জয় করা তাঁহার ব্যবসায়, পরমার্থ ও আনন্দ। এইরূপ অন্যকে জয় করিয়া তাঁহার কয়েকটী প্রবৃত্তি বড় প্রবল হইয়াছিল। তাহার মধ্যে অন্যের উপর আধিপত্য করা একটী। তিনি যেখানে থাকিবেন সেখানকার কর্ত্তা তিনি, এরূপ অবস্থা না হইলে তাঁহার সে স্থানে থাকিবার সম্ভাবনা হইত না। এ অবস্থার বিপরীতও কখন হয় নাই, কারণ তাঁহার সমকক্ষ লোক তখন ভারতবর্ষে ছিলেন না। অতএব তাঁহার কোথাও থাকিতে অসুবিধা হয় নাই। এখন তাঁহার নিজ স্থানে, এমন কি তাঁহার নিজ ভবনে, তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী আসিয়া উপস্থিত। প্রতিদ্বন্দ্বী শুধু নয়, তাঁহার বড়, স্বয়ং ভগবানের ন্যায় পুজিত। সার্ব্বভৌমের এ অবস্থা মনে মনে ভাল লাগিতেছে না।

আবার তাঁহার পক্ষে নবীন-সন্ন্যাসীর প্রতি ঈর্ষা ভাব অতি গর্হণীয় কার্য্য, তাহাও মনে বুঝিতেছেন। যখন মনে মনে বুঝিতেছেন যে, নবীন-সন্ন্যাসীর উপর তাঁহার একটু ঈর্ষা জন্মিয়াছে, তখনি আপনাকে ধিক্কার দিতেছেন। কাজেই আপনার মনের যে ঈর্ষা, উহা আপনার মনের নিকট আপনি গোপন করিতেছেন। ভাবিতেছেন, "জগন্নাথ মিশ্রের পুত্রের উপর আমার ঈর্ষা, তাহা হইতে পারে না। তাঁহার উপর মাঝে মাঝে একটু ক্রোধ হইতেছিল, কিন্তু তাহাতে আমারও

দোষ নাই, তাঁহারও দোষ নাই, সে দোষ তাঁহার গোঁড়াগণের। তাহারা বলে কি না তিনি স্বয়ং শ্রীভগবান্! এ কথা শুনিলে সহজে একটু বিরক্তি হয়, কিন্তু এ সামান্য কথা লইয়া আমার মত লোকের চিত্ত চাঞ্চল্য ভাল দেখায় না। আমার চিত্তের চাঞ্চল্যও হয় নাই, সন্ন্যাসীর উপর কোন প্রকার ঈর্ষাও নাই। তবে সন্ন্যাসীটী অপরূপ বস্তু, আমার আশ্রয় লইয়াছে, আমিও বলিয়াছি যে তাহার যাহাতে ভাল হয়, তাহা করিব। এখন পাঁচ জন মূর্খতে যদি তাহাকে 'তুমি ভগবান' বলিয়া পূজা করিতে থাকে, তবে আর তাহার চিত্ত কত দিন স্থির থাকিবে? এ অপরূপ বস্তুটী একেবারে নষ্ট হইয়া যাইবে। আপনিও ক্রমে ভ্রম কূপে পড়িয়া আপনাকে ভগবান ভাবিবে। অতএব সন্ন্যাসীকে কেহ ভগবান না বলে তাহার উপায় করিতে হইবে। আবার গোপীনাথ প্রভৃতি যে সন্ন্যাসীকে ভগবান বলে, তাহাতে তাহাদেরই বা লাভ কি? শাস্ত্রে দেখি যে জীবকে শ্রীভগবান বুদ্ধি করিলে সর্ব্বনাশ হয়। অতএব গোপীনাথ প্রভৃতি তাহাদের নিজের সর্ব্বনাশ করিতেছে, এরূপ করিতে দেওয়া উচিত নয়। সুতরাং আমি তাহা দিব না। গোঁড়াগণ যে সন্ন্যাসীকে শ্রীভগবান বলিয়া উন্মত্ত হইয়াছে, এই অবস্থা হইতে তাহাদিগকে উদ্ধার করিতে হইবে। তাহা হইলে সন্ন্যাসীরও ভাল, তাহার অনুগতগণেরও ভাল, আমারও কর্ত্তব্য-কর্ম্ম করা হয়, যেহেতু ইহারা সকলে আমার আশ্রিত। অতএব এ সন্ন্যাসীটী ভগবান, এ কথাটী আমি একেবারে বন্ধ করিয়া দিব। কেন দিব? আমি সন্ন্যাসীর উপর ঈর্ষান্বিত বলিয়া নয়। তবে কেন দিব? না, আমার কর্ত্তব্য কাজ, আর উহা করিলে সকলের ভাল।"

এই সমুদায় ভাবিয়া সার্ব্বভৌম আপনার মনকে বুঝাইলেন যে, তাঁহার সন্ন্যাসীর উপর ঈর্ষা নাই, আর তিনি যে সন্ন্যাসীর ভগবত্তা উড়াইয়া দিতে ইচ্ছা করিতেছেন, এ কেবল সাধু অভিপ্রায়ে, কোন মন্দ অভিপ্রায়ে নহে। কিন্তু সরল কথায় বলিতে, তিনি যে সন্ন্যাসীকে শাসন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাঁহার মূল কারণ এই যে তিনি সন্ন্যাসীর আধিপত্য সহিতে পারিতেছেন না। সার্ব্বভৌম সেই জন্য সন্ন্যাসীর ভগবত্তা কিরূপে উড়াইয়া দিবেন, তাহার উপায় মনে মনে স্থির করিলেন। সে উপায় কি, পরে বলিতেছি।

এ দিকে মুকুন্দ ও গোপীনাথ প্রভুর ওখানে আসিলেন। পরে গোপীনাথ সার্ব্বভৌম প্রেরিত অতি অপূর্ব্ব মহাপ্রসাদ প্রভুকে ও ভক্তগণকে ভুঞ্জাইলেন। প্রসাদ গ্রহণের পরে প্রভু ও ভক্তগণ বসিলেন। তখন গোপীনাথ করযোড়ে প্রভুকে বলিতেছেন, "প্রভু, ভট্টাচার্য্য আর এক কথা বলিয়াছেন। তিনি বলেছেন যে যদিও আপনার নামটী ভাল, কিন্তু আপনার সম্প্রদায় ভাল নয়। অতএব তিনি ভাল এক জন ভিক্ষুক আনাইয়া আপনার পুনঃ সংস্কার করাইবেন। তাঁহার বড় ভয় হইয়াছে, যে আপনার অল্প বয়স, কিরূপে ইন্দ্রিয় দমন হইবে ও ধর্ম্ম থাকিবে। তাহার উপায় তিনি ঠাহরিয়াছেন। তিনি আপনাকে অদ্বৈত মার্গে প্রবেশ করাইবেন, ও স্বয়ং ক্লেশ করিয়া নিয়ত আপনাকে বেদ শ্রবণ করাইবেন।"

গোপীনাথ এ সমস্ত কথা এরূপে বলিলেন যে, শুনিয়া প্রভুর রাগ হয়। কিন্তু তাঁহার কিছুই হইল না, প্রভুর মুখে বিরক্তি কি কোন মন্দ ভাবের চিহ্ন পর্য্যন্ত দেখা গেল না। বরং এ কথা শুনিয়া প্রভু যেন বড় সুখী হইলেন। বলিতেছেন, "বটে বটে, তাঁহার উপযুক্ত কথাই হয়েছে। তাঁহার আমার উপর বাৎসল্য ভাব ও বিস্তর অনুগ্রহ, আমার মঙ্গল সর্ব্বদা কামনা করিতেছেন। আমি এ কথা শুনিয়া বড়ই কৃতার্থ হইলাম।"

সভাসদ্‌গণের কাহারও এ কথা ভাল লাগিল না। সকলেই ভাবিয়াছলেন, প্রভু ভট্টাচার্য্যের দম্ভের কথা শুনিয়া অন্ততঃ মনে মনে ক্রোধ করিবেন, কিন্তু তাঁহার মুখে, কি কথায় ক্রোধের লেশও উপলক্ষিত হইল না। বরং যেন সার্ব্বভৌমের উপর বড় খুসী! কাজেই ভক্তগণের তখন প্রভুকে বুঝাইয়া, যাহাতে সার্ব্বভৌমের উপর তাঁহার রাগ হয় তাহার উপায় করিতে হইল। সেই অভিপ্রায়ে মুকুন্দ বলিতেছেন, "আপনি ভট্টাচার্য্যের এ সমুদায় অভিপ্রায় বিষম অনুগ্রহ ভাবিতে পারেন, কিন্তু তাঁহার কথা সমুদায় তোমার ভক্তগণের গাত্রে অগ্নি-কণার ন্যায় লাগিয়াছে। বিশেষতঃ গোপীনাথ বড় দুঃখ পাইয়াছেন, যেহেতু ভট্টাচার্য্য তাঁহার কুটুম্ব। এমন কি, গোপীনাথ দুঃখে অদ্য উপবাসী আছেন।"

এ কথা শুনিয়া প্রভু আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গোপীনাথের দিকে চাহিলেন, চাহিয়া বলিতেছেন, "গোপীনাথ সে কি? ভট্টাচার্য্য মহাশয় স্নেহ

ও বাৎসল্যে আমার যাহাতে মঙ্গল হয়, তাহা তিনি যেরূপ বুঝেন, সেইরূপ বলিয়াছেন, তাহাতে তুমি দুঃখ পাও কেন?"

গোপীনাথ তখন ক্রন্দন করিয়া উঠিলেন। বলিতেছেন, "সার্ব্বভৌম আমার কুটুম্ব। তিনি তোমাকে কথায় কথায় অবজ্ঞা করিয়া কথা বলেন, আমি ইহা কিরূপে সহ্য করিব?"

গোপীনাথ কহে পুন সজল নয়ন॥
ভট্টাচার্য্য বাক্য হইল শেলের সমান।
মোর বুকে লাগিয়াছে বিকল পরাণ॥
সেই শেল তুমি প্রভু উদ্ধারো আপন।
তবে সে করিব আমি জীবন ধারণ॥—চন্দ্রোদয় নাটক।

গোপীনাথের প্রার্থনা অতি অল্প,—না? জগতের যে সর্ব্ব প্রধান নৈয়ায়িক, প্রভু তাঁহাকে উদ্ধার করুন, তাহা হইলে তিনি অন্ন জল খাইবেন, প্রাণ রাখিবেন, নতুবা অনাহারে প্রাণত্যাগ করিবেন! প্রভুর কাণ্ড এইরূপ অবুঝ ভক্তগণ লইয়া! করেন কি? শ্রীভগবানের সংসারই অবুঝ ভক্ত লইয়া, তাহাদের কথা না শুনিলে তাঁহার সংসার থাকে না। প্রভু বলিতেছেন, "দামোদর! তুমি গোপীনাথকে লইয়া যাও, যাইয়া প্রসাদ গ্রহণ করাও।" তাহার পরে গোপীনাথের প্রতি চাহিলেন, একটু হাঁসিলেন, হাঁসিয়া বলিলেন, "তুমি ভক্ত, শ্রীজগন্নাথ বাঞ্ছা কল্পতরু। তিনি অবশ্য তোমার বাঞ্ছা পূর্ণ করিবেন। যাও, এখন প্রসাদ গ্রহণ কর গিয়া।"

এই কথা প্রভু যে মাত্র বলিলেন অমনি ভক্তগণ আনন্দে হরিধ্বনি করিয়া উঠিলেন। তাঁহারা জানেন প্রভুর শক্তির সীমা নাই, ও তাঁহার বাক্য অখণ্ডনীয়। তাঁহারা বুঝিলেন যে সার্ব্বভৌমের সৌভাগ্য-চন্দ্র উদয় হইতে আর বিলম্ব নাই। গোপীনাথ অমনি আহ্লাদে গদ গদ হইয়া, প্রভুকে প্রণাম করিয়া, প্রসাদ গ্রহণ করিতে চলিলেন।

এখন এই দুই জনের দুই কথা মনে করুন। শ্রীনবীন সন্ন্যাসী ও শ্রীসার্ব্বভৌম, উভয়েই শক্তিধর পুরুষ। উভয়ে উভয়কে পদতলে আনিবেন এই সঙ্কল্প করিলেন। যুদ্ধটীতে বিশেষ রস আছে। যখন দুই বীর-পুরুষে যুদ্ধ হয়, তখন ক্ষুদ্র লোকে জ্ঞানহারা হইয়া তাহা দাঁড়াইয়া দেখে।

পাঠক মহাশয় আপনার নিকট আমার একটী জিজ্ঞাস্য আছে। প্রশ্ন এই যে, গুরু হওয়া ভাল, না শিষ্য হওয়া ভাল? যদি বল শিষ্য হওয়া ভাল, কিন্তু দেখিবে জগতে সকলেই গুরু হইতে চাহে, শিষ্য হইতে কেহ চাহে না। এখন গুরু ও শিষ্য উভয়ের কার্য্য দেখুন। গুরু দান করেন, শিষ্য গ্রহণ করেন। গুরুর কিছুই প্রাপ্তি হয় না, শিষ্যের সমুদায় লাভ। এমত স্থলে শিষ্য হওয়াতেও লাভ আছে, কিন্তু জগতে দেখিবেন সকলেই গুরু হইবার বাসনা করিতেছে।

দুই জনে দেখা হইল। এক জন বলেন, তুমি আমার নিকট শিক্ষা কর। অন্য জন বলেন, তাহা নয়, তুমি আমার কাছে কর। এমত স্থলে যে সুবোধ সে শিখাইতে না গিয়া শিখিতে স্বীকার করে। কারণ তাহার যাহা আছে তাহা ত আছেই, আর যদি কিছু নূতন পায়, তবে তাহা ছাড়িবে কেন?

এই যে আমি গুরু হইব, আমি অন্যকে শিক্ষা দিব, আমি অন্যের নিকট শিখিব না, এই কুপ্রবৃত্তিতে জগতের জীব নষ্ট হইল। যদি কিছু গ্রহণ করিতে চাও তবে দীন হইয়া আঁচল পাত। যে মাত্র ইহা করিতে শিখিবে, সেই তোমার প্রতি শ্রীভগবানের করুণা হইবে। বিবেচনা করিতে গেলে তুমি অতি দীন, তোমার ক্ষমতা মাত্র নাই। এক মুহূর্ত্ত পরে কি হইবে তুমি বলিতে পার না। ত্রিতলে থাকিয়া, সৈন্য পরিবেষ্টিত থাকিয়াও তোমার নিশ্চিন্ততা নাই। সেখানে তোমার অভিমান কেন আইসে? শ্রীভগবান তাই জীবের আঁচল পাতিবার অধিকার দিয়াছেন; আঁচল পাতিলেই, এই জগতে, সরল মনে যাহা চাও তাহাই পাওয়া যায়।

এই আঁচল পাতার প্রধান প্রতিবন্ধক দম্ভ ও অভিমান। "আমি উহার নিকট কেন খর্ব্ব হইয়া শিষ্যত্ব স্বীকার করিব," এই প্রকার প্রায় জীব মাত্রেরই ভাব। ঐ ব্যক্তি আমার পদতলে আসুক, আমি উহার অধীন হইব না। জীবগণে অন্যকে পদতলে আনিবে, অন্যের উপর কর্ত্তৃত্ব করিবে, এই সাধ মিটাইবার জন্য সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দিতেছে। আমি গুরু হইব, ও ব্যক্তি আমার পদতলে পড়িয়া প্রণাম করিবে। গুরুগিরির এই সুখ, আর এই সামান্য সুখের নিমিত্ত জীব অনায়াসে পরম লাভ ত্যাগ করিতেছে।

সার্ব্বভৌম যখন প্রথম নবীন-সন্ন্যাসীর মহাভাব দেখিলেন, তখন এরূপ মুগ্ধ হইলেন যে, স্কন্ধে করিয়া তাঁহাকে গৃহে আনয়ন করিলেন। তখন প্রভুর মহাভাব দেখিয়া ভাবিলেন, ত্রিজগতের মধ্যে এই ব্যক্তি ভাগ্যবান। তখন আপনার বিদ্যা বুদ্ধি অতি নিষ্ফল ধন বলিয়া বোধ করিলেন। তাঁহার যে বিদ্যা বুদ্ধি আছে তাহা আর যাইবে না। কিন্তু নবীন-সন্ন্যাসীর যে মহাভাব তাহা তাঁহার নাই। সে যে পরম ধন সন্দেহ নাই, সেরূপ বোধ না হইলে তিনি তাঁহাকে অত যত্ন করিয়া বাড়ী আনিতেন না। সার্ব্বভৌমের কর্ত্তব্য ছিল যে, কৃষ্ণ-প্রেম-রূপ মহাভাব যে পরম ধন, যাহা তাঁহার নাই, তাহাই যদি পারেন আদায় করুন। কিন্তু তাঁহার প্রবৃত্তি সে দিকে গেল না। তিনি লইবেন না, তিনি দিবেন। তিনি শ্রীকৃষ্ণ-প্রেম লইবেন না, তিনি তাঁহার নাস্তিকতা-রূপ ছাইভস্ম প্রভুকে দিবেন। কেন? কারণ দিলে তিনি গুরু হইবেন, আর আধিপত্যে সুখ ভোগী হইবেন। এই অতি তুচ্ছ কুপ্রবৃত্তি তৃপ্তির নিমিত্ত তিনি পরম ধন অবহেলায় ছাড়িলেন। তাই বলি, গুরু হইব এই লোভে জীব ছারেখারে গেল।

এই যে পুরুষ ভাব ইহা শ্রীগৌরাঙ্গের ধর্ম্ম পক্ষে একেবারে বিষ তাঁহার দাসেরা বলেন যে, ত্রিজগতে পুরুষ কেবল এক জন, আর সেই পুরুষ তিনি—কানাইলাল। আর সকলেই প্রকৃতি। আর সকলকেই গ্রহণ করিতে হইবে। যাহারা পুরুষ হইতে চাহেন, তাহারা নির্ব্বোধ ও আত্মঘাতী। অতএব প্রকৃতির যে ধর্ম্ম, অর্থাৎ গ্রহণ করা, তাহাই কর, ইহা শ্রীগৌরাঙ্গের ধর্ম্মের সার কথা। তুমি প্রকৃতি হও; পুরুষ এ অভিমান ছাড়িয়া দাও, পুরুষ এ অভিমান করিলে শ্রীবৃন্দাবনে যাইতে পারিবে না। সেখানে পুরুষ, অর্থাৎ যে ব্যক্তি পুরুষের প্রকৃতি অনুকরণ করে, সে যাইতে পারে না।

সার্ব্বভৌম ঐশ্বর্য্য কামনা করেন। ঐশ্বর্য্য ব্যতীত অন্য কোন মূল্যবান সম্পত্তি যে ত্রিজগতে আছে তাহা তিনি জানেন না। তিনি আপনি বড় হইবেন, বড় হইয়া অন্যের মস্তকে পদ দিবেন, এই তাঁহার চরম আশা। কাজেই তিনি প্রভুকে শিক্ষা দিতে চলিলেন। কিন্তু পাঠক মহাশয়, আপনি যদি বৃদ্ধি পাইতে চাহেন, তবে প্রকৃতি হউন। আমি আপনাকে এ সম্বন্ধে প্রভুর আজ্ঞা বলিতেছি। তাঁহার

শ্রীমুখের শ্লোক শ্রবণ করুন—

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন, কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥

প্রভু বলিতেছেন, সেই ব্যক্তিই কেবল হরিকীর্ত্তনে অধিকার পায়, যে ব্যক্তি তৃণের ন্যায় দীন ভাব ধরিয়া, আপনি অপমান লইয়া অন্যকে মান দেয়। অতএব পাঠক, জীব মাত্রকে মনে মনে তোমার গুরু ভাবিয়া তাহাকে শ্রদ্ধা করিও। কারণ এমন জীব নাই যার কাছে তুমি কিছু না কিছু শিখিতে না পার। আপনি নীচ হইয়া অন্যকে মান দাও, ইহাতে তোমার কত লাভ হইবে তাহা বলিতে পারি না। প্রথমতঃ তোমার মন কোমল হইবে। দ্বিতীয়তঃ তুমি হৃদয়ে সুখ পাইবে, অন্যের হৃদয়ে সুখ দিবে। তৃতীয়তঃ তুমি ক্রমে শশিকলার ন্যায় বৃদ্ধি পাইবে। আর চতুর্থতঃ, তুমি কি শুন নাই যে তিনি "দীন দয়াদ্র্র নাথ," অর্থাৎ দীন জন দর্শনে শ্রীভগবানের পদ্ম-চক্ষু করুণার জলে ডুবিয়া যায়?

তবে কি অন্যকে শিক্ষা দিবে না? তুমি দীন ভাব অবলম্বনে যেরূপ শিক্ষা দিতে পারিবে, গুরু ভাবে তাহা পারিবে না। তুমি প্রতিষ্ঠা লোভ ত্যাগ করিয়া শিক্ষা দিলে তাহার ফল সদ্য উদয় হইবে। এখন বিনয়তার অবতার শ্রীগৌরাঙ্গ, ও দম্ভের পর্ব্বত সার্ব্ব-ভৌম ভট্টাচার্য্যের সংঘর্ষণে, কি ফলোৎপত্তি হইল শ্রবণ করুন।

সার্ব্বভৌম শ্রীগৌরাঙ্গের ভগবত্তা উড়াইয়া দিবেন, তাঁহার এই সংকল্প। তাঁহার এই কার্য্যের সহায় এই কয়েকটী উপকরণ, যথা, অতি তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, অগাধ শাস্ত্র বিদ্যা, শার্ষস্থানীয় পদ, মর্য্যাদা ও তীব্র শাসন বাক্য। সার্ব্বভৌমের সহিত প্রভুর দেখা হইল, ও দুই জনে নিভৃতে বসিলেন। ভট্টাচার্য্য প্রথমতঃ আপনার নিস্বার্থতা প্রমাণ করিলেন। বলিলেন, "স্বামী, তুমি এক গ্রামস্থ, বন্ধুতনয়, ও পরম গুণে ভূষিত। তোমাতে সহজে আমার চিত্ত ধাবিত হয়। এই নিমিত্ত আমি তোমাকে গুটী কয়েক কথা বলিতে বরাবর ইচ্ছা করিতেছি। আমার উদ্দেশ্য বিচারি করিয়া তুমি আমার ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করিবা।"

এ স্থলে একটী কথা বলিয়া রাখি। সার্ব্বভৌম যতই দাম্ভিক ও

পদস্থ হউন, প্রভুর নিকট আসিলেই একটু নম্র হইতে বাধ্য হয়েন। কেন তাহা বুঝিতে পারেন না, কিন্তু ইহা বুঝিতে পারেন যে, পরোক্ষে তাঁহার যত খানি সাহস, প্রভুর নিকট আইলে উহার সমুদায় থাকে না। সার্ব্বভৌম এক ঠাকুরকে উপাসনা করেন, সে বিদ্যা বুদ্ধি। প্রভুর কত দূর বিদ্যা জানেন না, কত টুকু বুদ্ধি জানেন না। কিন্তু যদিও প্রভুর বিদ্যা বুদ্ধির সীমা জানেন না, তবু সার্ব্বভৌমের এ বিশ্বাস অটল রূপে রহিয়াছে যে, বালক-সন্ন্যাসী আর কোন ক্রমে তাঁহার ন্যায় পণ্ডিতের সমকক্ষ হইবেন না। ইহা তাঁহার মজ্জগত বিশ্বাস। কিন্তু তবু সেই বালক-সন্ন্যাসীর নিকট আসিলেই একটু স্তম্ভিত হয়েন, আর চেষ্টা করিয়াও আপনার সেই সহজ সচ্ছন্দতা ও নিশ্চিন্ততা লাভ করিতে পারেন না। সার্ব্বভৌম সে দিবস সংকল্প করিয়া আসিয়াছেন, আর প্রভুর নিকট নত হইবেন না। সেই নিমিত্ত রুক্ষ কথা বলিবার চেষ্টা করিতেছেন।

সার্ব্বভৌম বলিলেন, "তুমি আমার ধৃষ্টতা ক্ষমা করিবে, কিন্তু আমি তোমার সমুদায় কার্য্য শাস্ত্রসম্মত কি ন্যায়সঙ্গত বলিতে পারি না। তুমি অল্প বয়সে সন্ন্যাস লইয়াছ, উহা ভাল কর নাই; কিন্তু সে কথা বলিয়া আর ফল নাই। তোমার যে ভক্তি উদয় হইয়াছে উহা দুর্লভ, কিন্তু যদি তুমি ভাবুকের ধর্ম্ম অবলম্বন করিবে, তবে সন্ন্যাস আশ্রম কেন গ্রহণ করিলে? সন্ন্যাসীর পক্ষে নর্ত্তন গায়ন অতি দূষ্য কার্য্য, কিন্তু তোমার সেই হইল ভজন সাধন! তোমার বয়স অল্প, ইন্দ্রিয় বশে রাখিতে হইবে, জ্ঞানের আশ্রয় ব্যতীত, নর্ত্তন ও গায়নে, কিরূপে ইহাতে শক্ত হইবে?"

শ্রীনিমাই তখন করযোড়ে বলিলেন, "আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, আমি অজ্ঞ, বালক, ভাল মন্দ বুঝি না, আর সেই নিমিত্ত আপনার আশ্রয় লইয়াছি। আমি আমার এই দেহ আপনাকে সমর্পণ করিলাম। আমার যাহাতে মঙ্গল হয় আপনি তাহাই করুন।"

সার্ব্বভৌম এই কথায় পরম পুলকিত হইলেন। যদি প্রভু বলিতেন, "ভট্টাচার্য্য, তুমি অন্ধ, দাম্ভিক, ও বৃথা রস লইয়া আছ। আমার নিকট অমূল্য ধন আছে, আর আমি উহা বিনা বিনিময়ে তোমাকে দিতে আসিয়াছি," তবে ভট্টাচার্য্য মহা ক্রুদ্ধ হইতেন। এই জীবের

ধর্ম্ম। শ্রীপ্রভু যে তাহা না বলিয়া বলিলেন, "তুমি বড় আমি ছোট," তাই এই সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য, পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা পণ্ডিত ও বুদ্ধিমান, একেবারে আহ্লাদে গলিয়া গেলেন। হে প্রতিষ্ঠা—লোভ! তোমাকে ধন্য!

সার্ব্বভৌম বলিলেন, "তুমি অতি সুপাত্র, তাই তোমার গুণে তোমার প্রতি আমার চিত্ত এইরূপে ধাবিত হইতেছে। তুমি সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম লইয়াছ, ইহা ভাবুকের ধর্ম্ম অপেক্ষা অনেক বড়। অতএব আমি তোমাকে জ্ঞানমার্গে প্রবেশ করাইব। সন্ন্যাসীর প্রধান ধর্ম্ম বেদ-শ্রবণ, তুমি উহা শ্রবণ কর; ক্রমে তোমার জ্ঞান স্ফূরিত হইবে, ও ইন্দ্রিয় দমন শক্তি বৃদ্ধি পাইবে, আমি তোমাকে প্রত্যহ অপরাহ্নে বেদ শ্রবণ করাইব।"

প্রভু বলিলেন, "যে আজ্ঞা। আমি অপরাহ্নে আপনার নিকট বেদ শ্রবণ করিব।" পর দিবস শ্রীমন্দিরে প্রভু ও সার্ব্বভৌম মিলিত হইলেন। সেখান হইতে দুই জনে সার্ব্বভৌমের বাড়ী আইলেন। দুই জনে নিভৃত স্থানে বসিলেন,—প্রভু এক আসনে, সার্ব্বভৌম আর এক আসনে। সার্ব্বভৌম বেদ খুলিয়া বসিলেন, প্রভু শ্রবণ করিতে লাগিলেন। সার্ব্বভৌমের মনস্কামনা সিদ্ধ হইল, তিনি তাঁহার যে স্থান তাহা পাইলেন। তিনি গুরু, চির দিন গুরু হইয়া আসিয়াছেন। তবু গুরুগিরির পিপাসা নিবৃত্তি হয় নাই। এখনও আপনি বাছিয়া গুরুর আসন লইলেন, লইয়া আসন জুড়িয়া বসিলেন, বসিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন।

এ দিকে আবার সেই আসন ত্যাগ না করিলে তাঁহার ভদ্র নাই। তাঁহার প্রকৃতি ভাব প্রাপ্ত হইতে হইবে, অর্থাৎ গ্রহণ করিবার শক্তি পাইতে হইবে, তবে প্রেম কি ভক্তির বীজ পাইবেন। সার্ব্বভৌম আসন জুড়িয়া বসিলেন। প্রভুর তাঁহাকে কৃপা করিতে হইলে, সেই আসন হইতে তাঁহাকে ছাড়াইতে হইবে।

সার্ব্বভৌম বেদপাঠ ও তাহার ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। প্রভু মনোনিবেশ পূর্ব্বক এক চিত্ত হইয়া শ্রবণ করিতে লাগিলেন। প্রভু হাঁ কি না, ভাল কি মন্দ, কিছু বলিলেন না। এমন কি, একটী কথাও বলিলেন না। তাহাও নয়, বেদ শ্রবণে তাঁহার মনে কিরূপ খেলা খেলিতেছে, তাহার চিহ্ন মাত্রও বদনে দেখিতে দিলেন না।

কিন্তু তাঁহার মনে মনে কি খেলিতেছে? প্রভুর তখন ভক্তভাব। কৃষ্ণনাম শুনিলে তিনি প্রেমে মূর্চ্ছিত হয়েন। এই তাঁহার হৃদয়ের অবস্থা। কৃষ্ণ-কথা ব্যতীত তাঁহার মুখে অন্য কথা আইসে না, কর্ণে তিনি অন্য কথা শ্রবণ করেন না, হৃদয়ে তাঁহার অন্য কথার স্থান নাই। কিন্তু সার্ব্বভৌম তাঁহাকে বেদ ব্যাখ্যা করিয়া শুনাইতেছেন যে, "এ সমুদায় মায়া, জগত মায়া, ভগবান্ মায়া। ভগবান্ আর কোন পৃথক বস্তু নয়, তুমিই ভগবান্।" ইহাতে শ্রীভগবান্ গেলেন, শ্রীকৃষ্ণ গেলেন, বৃন্দাবন গেলেন, গোপীগণ গেলেন, ভগবদ্ভক্তি গেলেন। এমন কি, পরকাল পর্য্যন্ত গেলেন। রহিলেন কি না—নাস্তিকতা। ইহার প্রত্যেক অক্ষর শ্রীপ্রভুর হৃদয়ে বিষাক্ত শরের ন্যায় লাগিতেছে। প্রভু এত বিকল হইতেছেন যে, তাঁহার প্রাণ বাহির হয়। কিন্তু শক্তিধর সব পারেন, সমুদায় সহিয়া নীরব হইয়া বসিয়া রহিয়াছেন। সার্ব্বভৌমের নিকট প্রতিশ্রুত হইয়াছেন, বেদ শুনিবেন, তাহাই শুনিতেছেন। সন্ধ্যা হইল, পুস্তকে ডোর দেওয়া হইল। প্রভু বাসায় আসিয়া, তাপিত হৃদয় শীতল করিতে, শ্রীমন্দিরে আরাত্রিক দর্শন করিতে গমন করিলেন।

সার্ব্বভৌম ব্যাখ্যা করিলেন, তাঁহার যতদূর সাধ্য। বাসনা, নবীন-সন্ন্যাসীটীকে, বিদ্যা ও বুদ্ধিতে, একেবারে চমকিত করিবেন। এক একবার পাণ্ডিত্য ও বুদ্ধির চমক উঠাইতেছেন, আর ভাবিতেছেন নবীন-সন্ন্যাসী স্তম্ভিত হইবেন। কিন্তু তিনি তাহা না হওয়াতে সার্ব্বভৌম একটু মনস্তাপ পাইতেছেন। আবার প্রভুর মুখের ভাব ঠাহরিয়া দেখিতেছেন যে, তাঁহার মনের গতি কিছু বুঝিতে পারেন কি না। কিন্তু প্রভুর মুখ দেখিয়া কিছু বুঝিতে পারিতেছেন না। মনে ভাবিলেন, নবীন-সন্ন্যাসীর ধান্দা লাগিয়াছে, দুই এক দিবস ধান্দা ভাঙ্গিতে যাইবে। উহা অতিক্রম করিলে তখন কথা বলিবেন।

দ্বিতীয় দিবস সার্ব্বভৌম আবার পড়িতে ও প্রভু শ্রবণ করিতে বসিলেন। প্রভু ঠিক সেইরূপ চুপ করিয়া সময় কাটাইলেন, সার্ব্বভৌমও দুঃখিত হইয়া পাঠ বন্ধ করিলেন।

এইরূপে তিন চারি করিয়া সাত দিবস গত হইল। সার্ব্বভৌম তখন ধৈর্য্য হারাইয়াছেন। ভাবিতেছেন, এ ত ভোগ মন্দ নয়? এত

পরিশ্রম করিয়া আমি কোন কালে কাহারও নিকট বেদ ব্যাখ্যা করি নাই। কিন্তু ফল কি হইতেছে? সন্ন্যাসীটী একবার আমার নিকট উপকার স্বীকার করিল না? ভাল, তাই না করুক, একবার ভাল কি মন্দ কিছুই বলিল না? ইহার মানে কি? এটী কি পাগল, না নির্ব্বোধ, না মূর্খ? সত্যই কি এ মূর্খ, আমি যাহা বলিতেছি তাহা বুঝে না? কিন্তু মুখ দেখিলে ত তাহা বোধ হয় না। বোধ হয় যেন সব বুঝে। তবে কি ইহার কাছে আমার ব্যাখ্যা ভাল লাগিতেছে না? তাহাই বা বলি কিরূপে। যেরূপ বিনয়ী, লাজুক, ও নম্র, ইহার ত দম্ভ ও অভিমানের লেশ আছে বলিয়া বোধ হয় না। যাহা হউক কল্য ইহার তথ্য জানিতে হইবে। ইহার তথ্য না জানিয়া আর ব্যাখ্যা করিব না।

এদিকে প্রভুও সার্ব্বভৌমের বিষাক্ত বাণ-স্বরূপ ব্যাখ্যায় জর জর হইয়াছেন। তিনি শক্তিধর বলিয়া সহিয়া ছিলেন, ত্রিজগতে আর কেহ পারিতেন না।

অষ্টম দিবসে সার্ব্বভৌম পুস্তক খুলিয়া বলিতেছেন, "স্বামিন্! এই সপ্ত দিবস পরিশ্রম করিয়া বেদ পাঠ করিতেছি, কিন্তু তুমি হাঁ কি না কিছুই বল না কেন?"

প্রভু। আপনার আজ্ঞা বেদ শ্রবণ করা, তাই করিতেছি।

সার্ব্বভৌম। সে উত্তম, কিন্তু আমিত শুধু পাঠ করিতেছি তাহা নয়, ব্যাখ্যাও করিতেছি। ব্যাখ্যা তোমার নিমিত্ত করিতেছি। কিন্তু তুমি চুপ করিয়া শুনিতেছ, ব্যাখ্যা সম্বন্ধে একটী কথাও বলিতেছ না।

প্রভু। আমি অজ্ঞ, অধ্যয়ন নাই। আপনি ভুবন-বিজয়িপণ্ডিত, আপনার ব্যাখ্যা আমি বুঝিতে পারিতেছি না।

সার্ব্বভৌম। বুঝিতেছ না? তবে আমি ব্যাখ্যা কেন করিতেছি? তুমি বুঝিবে বলিয়া, এই জন্যে ত? আমি ব্যাখ্যা করি, তুমি চুপ করিয়া বসিয়া থাক। বুঝ না বুঝ, আমি কিরূপে জানিব? যে না বুঝে সে জিজ্ঞাসা করে। তোমার একি ভাব? বুঝ না বলিতেছ। বুঝ না, তবে জিজ্ঞাসা কেন কর না?

প্রভু। বেদের সূত্র গুলি পরিষ্কার। তাহা অনায়াসে বুঝা যায়। তাহা পরিষ্কার বুঝিতেছি, কিন্তু আপনি যে ব্যাখ্যা করিতেছেন তাহা বুঝিতে পারিতেছি না।

সার্ব্বভৌম এ কথা শুনিয়া, প্রভু কি বলিতেছেন, হঠাৎ বুঝিতে পারিলেন না। প্রভু যাহা বলিলেন তাহা অসম্ভব। সেরূপ কথা তাঁহার শুনা অভ্যাস নাই। আর চতুর্ব্বিংশতি বর্ষ বয়স্ক একটী নিরীহ বালক-সন্ন্যাসীর নিকট যে এরূপ কথা শুনিবেন, ইহা তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নাই। বালক-সন্ন্যাসীর কথার তাৎপর্য্য এই যে, পণ্ডিতপ্রবর সার্ব্বভৌম ভুল ব্যাখ্যা করিতেছেন! সার্ব্বভৌম বলিলেন, "তুমি কি বলিলে? বেদের সূত্র বেশ বুঝিতে পার, আমার ব্যাখ্যা বুঝিতে পারিতেছ না? অর্থাৎ আমার ব্যাখ্যায় ভুল যাইতেছে, আর তোমার মনোমত হইতেছে না?"

প্রভু বলিলেন, "শাস্ত্রে দেখিতে পাই, কোন উদ্দেশ্য সাধন নিমিত্ত, শ্রীভগবানের আজ্ঞাক্রমে, শঙ্করাচার্য্য বেদের প্রকৃত অর্থ আচ্ছাদন করিয়া, মনঃকল্পিত অর্থ করেন। শঙ্করাচার্য্যের ব্যাখ্যা যে মনঃকল্পিত, তাহা বেদের সূত্র ও তাঁহার ব্যাখ্যা পাঠ মাত্র জানা যায়। সূত্রের একরূপ অর্থ, শঙ্করাচার্য্য কল্পনা বলে আর একরূপ অর্থ করিয়াছেন। আপনার ব্যাখ্যা সেই শঙ্করাচার্য্যের অনুযায়ী। সে ব্যাখ্যা শুনিয়া আমার অন্তর অত্যন্ত বিকল হইতেছে। কিন্তু আপনি বেদ শ্রবণ করিতে আজ্ঞা করিয়াছেন, তাহাই আপনার আজ্ঞানুসারে শ্রবণ করিতেছি।"

সার্ব্বভৌম বুঝিলেন, প্রভু তাঁহার অর্থের ভুল ধরিতেছেন, তাঁহার অর্থ কল্পিত বলিতেছেন। তিনি পুরীতে টোল স্থাপন করিয়া বেদ পড়াইয়া থাকেন। কাশীতে যেরূপ প্রকাশানন্দ স্বরস্বতীর বেদের টোল, শ্রীক্ষেত্রে তেমনি সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের বেদের টোল। বহুতর পড়ুয়া এখন কাশীতে না যাইয়া, শ্রীক্ষেত্রে বেদ পড়িতেছেন। এমন কি, বহুতর দণ্ডী সার্ব্বভৌমের টোলে বেদ পড়িয়া থাকেন। সেই সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য বেদের ব্যাখ্যা করিতেছেন। শুনিতেছেন কে, না নদে-নিবাসী জগন্নাথ মিশ্রের বেটা, বয়স চতুর্বিংশতি, কখন বেদ পাঠ করেন নাই। ব্যাখ্যা করিতেছেন যিনি, তিনি কে, না সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য, স্বয়ং সেই বেদের আকরস্থান, কাশীতে গমন করিয়া সেখানকার যত বিদ্যা বুদ্ধি শুষিয়া লইয়া আসিয়াছেন। সেই বালক-সন্ন্যাসীর প্রতি তাঁহার বাৎসল্য ভাব। তাঁহাকে অতি পরিশ্রম করিয়া, শত সহস্র কার্য্যের মধ্যে বেদ ব্যাখ্যা করিয়া শ্রবণ করাইতেছেন। এখন সেই বালক

বলে কি যে, তোমার ব্যাখ্যায় প্রয়োজন নাই, আমি বেদ বেশ বুঝি, তোমার ব্যাখ্যা আমূল কেবল ভুল! কাজেই সার্ব্বভৌম ধৈর্য্য হারাইলেন, হারাইয়া ক্রুদ্ধ হইলেন।

বলিতেছেন, "হুঁ"! আবার পাণ্ডিত্য অভিমানও আছে! বাহিরে দীনতা, অন্তরে দেখি অভিমানপূর্ণ। তুমি আমাকে শিখাবে না কি? তাই হউক, এখন বৃদ্ধকালে তোমার নিকটেই বেদ শিখিব। তুমি ব্যাখ্যা কর, আমি শ্রবণ করি। দেখি তুমি কাহার কাছে কিরূপ ব্যাখ্যা শিখিয়াছ।"

ভট্টাচার্য্য পুনঃ পুনঃ কহয়ে প্রভুরে।
বেদান্ত শুনহ নাচ কাচ ত্যজ দূরে॥
প্রভু কহে যে আজ্ঞা যাহাতে মোর হিত।
হয় তাহা কৃপা করি কর যে উচিত॥
মূর্খ মুঞি মোর নাহি দিশ পাশ জ্ঞান।
দয়া করি কর যাহে মোর পরিত্রাণ॥
ভট্টাচার্য্য কহে ভাল তাহাই হইবে।
ঈশ্বর তোমার অর্থে ভালই করিবে॥
এত কহি ভট্টাচার্য্য বেদান্ত ব্যাখ্যান।
সাত দিন করেন প্রভু বসিয়া শ্রবণ॥
নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম আর তত্ত্বমসি জ্ঞান।
মায়াময় বাদ যাহা পাষণ্ডী বিধান॥
এই সব মত ব্যাখ্যা করে ভট্টাচার্য্য।
কিছু নাহি কহে প্রভু করি রহে ধৈর্য্য॥
ভট্টাচার্য্য কহে তুমি মৌনে কেন রহ।
বুঝ কি না বুঝ তাহা কিছুই না কহ॥
প্রভু কহে কি কহিব যে কহিছ অর্থ।
সকলি যে বিপর্য্যয় ব্যাখ্যান অনর্থ॥
সচ্চিৎ আনন্দময় রূপ ভগবান।
অনন্ত স্বরূপ শক্তি যোগমায়া হন॥
জীব মায়াদাস সেব্য সেবক সম্বন্ধ।
ইহার অন্যথা কহ এ বড়ই ধন্ধ॥

মুখ্য অর্থ ছাড়ি কর গৌণার্থ ব্যাখ্যান।
লক্ষণ করিয়া সব কহ অবিধান ॥
ঈশ্বর নিঃশক্তি আর বিগ্রহ অনিত্য।
অশ্রোতব্য এই বাক্য বড়ই অনর্থ॥
শুনি দগ্ধ হয় কর্ণ না সহে পরাণে।
ভট্টাচার্য্য ইহা শুনি ক্রোধ হৈল মনে॥
কহয়ে তুমি যে বড় আমারে শিখাও ?
কি শিখেছ তুমি তবে শুনি দেখি কও॥
প্রভু কহে তবে যদি আজ্ঞা কর তুমি।
কিছু ব্যাখ্যা করি তবে যাহা জানি আমি॥
তবে প্রভু সেই সূত্র ব্যাখ্যা আরম্ভিল।
ষাটি প্রকার তার সদর্থ করিল॥
শুনি ভট্টাচার্য্য তবে চমকিয়া কহে।
ইহা ত সামান্য মনুষ্যের সাধ্য নহে॥
ভট্টাচার্য্যের যেই পাণ্ডিত্য অভিমান।
গেল যদি প্রভু তবে হৈল কৃপাবান॥

সার্ব্বভৌম যে নিতান্ত বালকের ন্যায় চঞ্চল হইয়া কথা বলিতেছেন, প্রভু তাহা লক্ষ্য করিলেন না। তিনি শঙ্করাচার্য্যকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন, "শঙ্করাচার্য্যের ইচ্ছা মায়াবাদ স্থাপন। সেটী যেন তেন প্রকারেণ করিতে হইবে। কিন্তু বেদ তাহার বিরোধী। বেদ বিরোধী হইলে কেহ তাঁহার মত লইবে না। সেই নিমিত্ত, বেদের সূত্রের পরিষ্কার অর্থ ত্যাগ করিয়া, মনঃকল্পিত অর্থ করিয়াছেন। কাজেই সূত্র বুঝিতে যত সহজ, তাঁহার ভাষ্য বুঝা তাহা অপেক্ষা অনেক কঠিন। বেদে বলেন যে, "শ্রীভগবান সচ্চিদানন্দবিগ্রহ ও তাঁহার উপর প্রীতি জীবের পঞ্চম পুরুষার্থ।"

প্রভু এই কথা বলিয়াই বেদের সূত্র আওড়াইলেন, ও তাহার সরল অর্থ করিতে লগিলেন।

ভট্টাচার্য্য প্রথমে ভাবিলেন, তাড়া দিয়া প্রভুকে নিরস্ত করিবেন। সেই উদ্যোগও করিলেন। কিন্তু আপনি বুদ্ধিমান লোক, প্রথমেই প্রভুর মুখে নূতন কথা শুনিলেন, যাহা পূর্ব্বে কখন শ্রবণ করেন নাই, শুনিয়া একটু

আকৃষ্ট হইলেন। আকৃষ্ট হইয়া প্রভুকে তাড়া না দিয়া তাঁহাকে ব্যাখ্যা করিতে দিলেন। ব্যাখা করিতে দিয়া আরো ধান্দায় পড়িলেন, যেহেতু প্রভুকে আরও নূতন কথা বলিতে অবকাশ দিলেন। আবার আকৃষ্ট হইলেন, হইয়া শুনিতে লাগিলেন। প্রভুর কথা শুনিবামাত্র বুঝিলেন যে, সন্ন্যাসী নির্ব্বোধ নহেন। আর একটু পরে বুঝিলেন, সন্ন্যাসী পণ্ডিত বটেন। আর একটু পরে বুঝিলেন যে, সন্ন্যাসী কেবল পণ্ডিত ও সুবোধ নহেন, একজন উচ্চ শ্রেণীর পণ্ডিত!

প্রভুর উপর সার্ব্বভৌমের ক্রমেই শ্রদ্ধা হইতেছে। যখন সার্ব্বভৌম বুঝিলেন যে, সন্ন্যাসী তাঁহার অবজ্ঞার পাত্র ত নহেন, এক জন তাঁহার সমকক্ষ। যখন দেখিলেন যে, সন্ন্যাসী তাঁহার সমকক্ষ, তখন কিছু ব্যস্ত ও ভীত হইলেন। ভাবিতেছেন, তাঁহার গুরুর আসন খানি রাখিতে যুদ্ধ করিতে হইবে। আর চুপ করিয়া থাকা উচিত নয়। ভট্টাচার্য্য তখন উত্তর আরম্ভ করিলেন।

ভট্টাচার্য্য পূর্ব্বপক্ষ আবার করিল।
বিতণ্ডা ছল নিগ্রাহাদি অনেক উঠাল।—শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত।

অর্থাৎ তর্কে জয়ী হইবার নিমিত্ত নৈয়ায়িকদিগের যত ন্যায্য ও অন্যায্য উপায় আছে, ভট্টচোর্য্য সমুদায় অবলম্বন করিলেন। যথা চৈতন্য চরিতে—

ইত্থং প্রমাণৈ রখিলৈশ্চ শক্ত্যো তাৎপর্য্যতো লক্ষণয়াচ গৌণ্যা।
মুখ্যা জগৎস্বার্থ তদন্ত মিশ্রস্বরূপয়া স্বমতমাবভাষে॥

অর্থাৎ এইরূপ শ্রীগৌরাঙ্গ দেব অখিল প্রমাণ দ্বারা তথা তাৎপর্য্য লক্ষণা গৌণী মুখ্যা, জহৎস্বার্থা অজহৎস্বার্থা এবং জহদজহৎস্বার্থা নামক শব্দের শক্তি দ্বারা স্বীয় মত প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

অসৌ বিতণ্ডাচ্ছন্ন নিগ্রহাদির্নিরস্ত ধীর পূর্ব্ব পক্ষং।
চকার বিপ্রঃ প্রভুণা সচাস্ত সুসিদ্ধ সিদ্ধান্তবতা নিরস্তং॥

অনন্তর বিপ্রবর সার্ব্বভৌম বিতণ্ডাছল ও নিগ্রহাদি দ্বারা নিরস্ত বুদ্ধি হইয়া পুনর্ব্বার পূর্ব্বপক্ষ করিলেন, এবং স্বভাব সিদ্ধ সিদ্ধান্তবিৎ মহাপ্রভু শীঘ্র পূর্ব্বপক্ষকে নিরস্ত করিলেন।

তখন ভট্টাচার্য্যের প্রাণ পণ হইয়াছে, তিনি তখন যান, তাঁহার সর্ব্বনাশ উপস্থিত। তাঁহার চির জীবনের সাধনের ধন সেই গুরু আসন, তাঁহার অর্থের পরম সীমা সেই ভুবনবিখ্যাত প্রতিষ্ঠা—যায় যায় হইয়াছে।

কিন্তু করেন কি? আবার অন্যায় ছল উঠাইয়া পদে পদে আপনি অপদস্থ হইতে লাগিলেন।

যখন দুই বীরে মল্ল যুদ্ধ হয়, তখন প্রথম ধীরে ধীরেই আরম্ভ হয়, ক্রমে প্রাণ পণ হয়। একজন ক্রমে দুর্ব্বল হইতে থাকেন, তাহার পরে তাহার সমুদায় শক্তি লোপ হইয়া পড়ে। তখন সে নিরাশ হইয়া পৃষ্ঠাসন অবলম্বন করে, আর তাহার জয়ী প্রতিদ্বন্দ্বী তাহার হৃদয়ের উপর বসিয়া তাহার গলা চাপিয়া ধরে। পরাজিত মল্ল তাহার প্রতিদ্বন্দ্বীর পানে কাতর ভাবে চাহিতে থাকে।

পণ্ডিতপ্রবর সার্ব্বভৌম ক্রমে দুর্ব্বল হইতেছেন; বুঝিতেছেন, দুর্ব্বল হইতেছেন, কিন্তু উপায় নাই। প্রাণ পণ করিয়াও পারিতেছেন না। অগ্রে যে বিরোধ করিতেছিলেন, তাহা ক্রমে ক্রমে ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইলেন। আর শক্তি নাই। তখন নিরাশ হইয়া অতি কাতর বদনে, চুপ করিয়া বসিয়া, প্রভুর দিকে চাহিয়া, তাঁহার কথা শুনিতে লাগিলেন। তখন সার্ব্বভৌম হইয়াছেন যেন একটী পঞ্চম বর্ষের শিশু, আর প্রভু, তাঁহার পরম উপদেষ্টা, অতিশয় বাৎসল্যের সহিত তাঁহাকে বেদের প্রকৃত তাৎপর্য্য কি বুঝাইয়া দিতেছেন প্রভুবলিলেন, "ভট্টাচার্য্য, শ্রীভগবদ্ভক্তি জীবের পরম সাধন, যাহারা মুনি, সমস্ত বন্ধন ছেদন করিয়াছেন, তাঁহারাও ভগবদ্ভক্তি কামনা করিয়া থাকেন।"

ইহা বলিয়া প্রভু অন্যান্য অনেক শ্লোকের মধ্যে, শ্রীভাগবতের এই শ্লোকটী পাঠ করিলেন, যথা—

আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থংভূতো গুণোহরিঃ॥

সার্ব্বভৌম তখন বিনয়ের সহিত বলিলেন, "স্বামিন্! এই শ্লোকটীর অর্থ আপনার মুখে শুনিতে ইচ্ছা।" প্রভু বলিলেন, "যে আজ্ঞা তাই করিব। কিন্তু অগ্রে আপনি একবার অর্থ করুন। পরে আমি ইহার অর্থ যেরূপ বুঝিয়াছি করিব।"

সার্ব্বভৌম ইহাতে পরম আশ্বাসিত হইলেন—তিনি নূতন জীবন পাইলেন। তিনি মরিয়াছিলেন, বাঁচিবার এই একটী উপায় পাইলেন। এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় তাঁহার পাণ্ডিত্য দর্শাইবার অবকাশ পাইলেন। এই শ্লোক অবলম্বন করিয়া তিনি তাঁহার বিচ্যুতপদ, যত দূর পারেন,

পুনঃ অধিকার করিবেন। তাই অতি আগ্রহের সহিত এই শ্লোকের ব্যাখ্যা আরম্ভ করিলেন। নানা তর্কের ছল উঠাইলেন, নানা কথার নানা অর্থ করিলেন, শ্লোকের এইরূপে নয়টী অর্থ করিলেন, করিয়া ভাবিলেন, তিনি যাহা করিলেন ইহা জগতের অন্যের পক্ষে অসম্ভব।

কিন্তু প্রভুর সেরূপ ভাব বোধ হইল না, তিনি যেন সার্ব্বভৌমের অদ্ভুত পাণ্ডিত্য দেখিয়া কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না। সার্ব্বভৌমের ব্যাখ্যা সমাপ্ত হইলে, তিনি প্রশংসা আশয়ে মহাপ্রভুর মুখ পানে চাহিলেন। প্রভুও সার্ব্বভৌমকে যথেষ্ট প্রশংসা করিলেন। করিয়া বলিতেছেন, "পৃথিবীতে তোমার সমান পণ্ডিত নাই। তুমি ইচ্ছা করিলেই এক শ্লোকের নানাবিধ অর্থ করিতে পার। তবে ভট্টাচার্য্য, তুমি পাণ্ডিত্যের শক্তিতে অর্থ করিয়াছ। কিন্তু ইহা ব্যতীত শ্লোকের আরও তাৎপর্য্য আছে।"

ভট্টাচার্য্য ইহাতে বিস্মিত হইলেন। তিনি ন্যায্য ও অন্যায্য যত প্রকার উপায় আছে, সমুদায় অবলম্বন করিয়া, শ্লোকটীকে নানারূপে বিভাগ করিয়া, নানারূপ অর্থ করিয়াছেন। যখন তাঁহার বিবেচনায় শ্লোক ব্যাখ্যা সম্বন্ধে বলিবার আর কিছু নাই ও সম্ভব নাই, তখনই ব্যাখ্যা করিতে ক্ষান্ত দিয়াছেন। এখন প্রভুর মুখে শুনিতেছেন শ্লোকের আরও অর্থ আছে। ইহাতে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিতেছেন, "সেকি? আপনি বলেন ইহাতে আরও অর্থ আছে। আর কি অর্থ আছে বলুন দেখি?

প্রভু এই কথা শুনিয়া ঈষৎ হাস্য করিলেন, করিয়া ব্যাখ্যা আরম্ভ করিলেন। সার্ব্বভৌম যে নানাবিধ অর্থ করিয়াছিলেন, তাহার একটিও স্পর্শ করিলেন না। সে পথেই গেলেন না। শুদ্ধ তাহা নহে, যে পথ লইলেন, উহা একেবারে নূতন। এবং যত গুলি অর্থ করিলেন তাহা সমুদায় নূতন।

এইরূপে প্রভু সেই আত্মারাম শ্লোকের অষ্টাদশ প্রকার অর্থ করিলেন!

কিরূপে প্রভু এই এক শ্লোকের বিবিধ অর্থ করিলেন, তাহা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে বিবরিত আছে। প্রভুর ব্যাখ্যার পদ্ধতি দেখাইবার নিমিত্ত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে এই কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিলাম। প্রথমে প্রভু আত্ম শব্দ লইলেন, লইয়া এই শব্দটীর যত

প্রকার অর্থ আছে বলিলেন। যথা চৈতন্য চরিতামৃতে—

আত্ম শব্দে ব্রহ্ম, দেহ, মন, যত্ন, ধৃতি।
বুদ্ধি, স্বভাব, এই সাত অর্থ প্রাপ্তি॥

তথাহি বিশ্ব প্রকাশে। আত্মা, দেহ মনো ব্রহ্ম স্বভাব ধৃতি বুদ্ধিষু প্রযত্নে চ।

প্রভু এইরূপে ঐ শ্লোকে যত গুলি শব্দ আছে, তাহার একটি একটি লইতে লাগিলেন, ও তাহার প্রত্যেক শব্দের কত অর্থ তাহা অভিধান হইতে উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতে লাগিলেন। এইরূপে ঐ শ্লোকের মধ্যে যত গুলি শব্দ আছে অভিধান অনুসারে প্রত্যেক শব্দের যতটী অর্থ সব বলিয়া গেলেন। এই সমস্ত শব্দের নানাবিধ অর্থ যোগ করিয়া শ্লোকের নানাবিধ অর্থ করিতে লাগিলেন।

শুদ্ধ তাহা নহে, প্রত্যেক অর্থের তাৎপর্য্য এক, অর্থাৎ ভগবদ্ভক্তিই সর্ব্বজীবের পরম পুরুষার্থ!

এখন প্রভু, সার্ব্বভৌমের নিকট ভক্তির প্রাধান্য দেখাইবার নিমিত্ত, অন্যান্য বহুতর শ্লোকের মধ্যে আত্মারাম শ্লোকটী আওড়াইয়া ছিলেন। এই শ্লোকের যে অর্থ ব্যাখ্যা করিতে হইবে তাহা তিনি জানিতেন না। শ্লোক ব্যাখ্যা করা প্রভুর কার্য্য নহে। সে সমস্ত পণ্ডিতগণের কার্য্য। সার্ব্বভৌমের নিকট শ্লোক পড়িতে গিয়া যে তাহার মধ্যে বাছিয়া আত্মারাম শ্লোকের ব্যাখ্যা করিতে হইবে, তাহা জানিবার প্রভুর কোন কারণ ছিল না। সার্ব্বভৌমও যে প্রভুর নিকট শ্লোকের অর্থ শুনিতে চাহিবেন তাহাও অননুভবনীয়।

ঘটনাটী এইরূপে হইল। প্রভু কথায় কথায় অন্য শ্লোকের মধ্যে আত্মারাম শ্লোকটী আওড়াইলেন। সার্ব্বভৌমও, কেন তিনিই জানেন, উহার ব্যাখ্যা শুনিতে চাহিলেন। প্রভু বলিলেন, আগে তুমি ব্যাখ্যা কর পরে আমি করিব। এই অনুমতি পাইয়া সার্ব্বভৌম অর্থাৎ সেই ভুবনবিজয়ী পণ্ডিত, তাঁহার যতদূর সাধ্য, সেই শ্লোকটী নিঙড়াইয়া যতদূর পারেন অর্থ বাহির করিলেন। আর যখন দেখিলেন শ্লোকের মধ্যে এক বিন্দুও অর্থ নাই, তখনি প্রভুকে উহার অর্থ করিতে দিলেন।

প্রভু অমনি ব্যাখ্যা আরম্ভ করিলেন। সার্ব্বভৌম যত প্রকার অর্থ করিলেন প্রভু তাহার একটিও লইলেন না। নূতন নূতন অর্থ করিতে

লাগিলেন। প্রথমেই দেখাইলেন যে সমুদায় অভিধান খানি তাঁহার কণ্ঠস্থ। তাহার পরে এই সমস্ত শব্দ সংযোগ করিয়া প্রভু প্রথমে একটী সম্পূর্ণ নূতন অর্থ করিলেন।

সার্ব্বভৌম মনে মনে ভাবিতেছেন, অদ্ভুত! অদ্ভুত!

তাহার পরে শ্লোকের শব্দের অন্য অর্থ দিয়া উহার আর একটী অর্থ করিলেন। সার্ব্বভৌম ভাবিতেছেন, হরি! হরি! কি অদ্ভুত! কি পাণ্ডিত্য! কি অমানুষিক শক্তি!

প্রভু আবার শ্লোকের উপরি উক্ত প্রকারে আর একটী নূতন অর্থ করিলেন। তখন সার্ব্বভৌম এই নূতন নূতন অর্থের মধ্যে আর একটী কারিগরি দেখিতে পাইলেন। দেখিতেছেন যে, যদিও প্রভু শ্লোকের নূতন নূতন অর্থ করিতেছেন, কিন্তু সমুদায় অর্থ দ্বারাই তাঁহার মত অর্থাৎ শ্রীভগবদ্ভক্তিই যে জীবের পুরুষার্থ, তাহা প্রমাণ করিতেছেন। সার্ব্বভৌমের ইহা দেখিয়া ক্রমে বুদ্ধি শুদ্ধি লোপ পাইতে লাগিল।

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে প্রভু যে শ্লোকের অর্থ করিলেন উহা পূর্ব্বে যে ভাবিয়া চিন্তিয়া রাখিয়াছিলেন তাহা নয়। উপস্থিত মত করিলেন। ইহা সার্ব্বভৌম বুঝিলেন। উপস্থিত মত অর্থ করিতে, আবার, নবীন সন্ন্যাসী যে তাঁহার ন্যায় পণ্ডিতের একটা অর্থ লইলেন না তাহাও বুঝিলেন। প্রথমে প্রভু যখন শব্দের অর্থ করিতে লাগিলেন তখন সার্ব্বভৌম ভাবিলেন, "শব্দ যে উহার খেলার সামগ্রী। ইনি যে সরস্বতীর বরপুত্র।" ক্রমে ক্রমে নূতন নূতন অর্থ শুনিয়া স্তম্ভিত হইতে লাগিলেন, পরে বুঝিলেন নবীন সন্ন্যাসী মনুষ্য নয়। শ্লোকের অর্থ করিতে প্রভু এই যে অদ্ভুত শক্তি দেখাইতে লাগিলেন, ইহা যে কত বিস্ময়কর তাহা পাঠকগণ বুঝিতে পারেন। কিন্তু পাঠকগণ যতই বুঝুন, সার্ব্বভৌম উহা যেরূপ বুঝিলেন ওরূপ আর কেহ বুঝিতে পারিবেন না, কারণ তিনি নিজে কারিগর লোক। পণ্ডিতের পাণ্ডিত্য পণ্ডিতে যেরূপ বুঝিতে পারেন অন্যে তাহা পারেন না। আবার যাঁহার যত বড় পাণ্ডিত্য তিনি অন্যের পাণ্ডিত্য শক্তি তত অনুভব করিতে পারেন। নবীন সন্ন্যাসীর পাণ্ডিত্য সার্ব্বভৌম যেরূপ অনুভব করিলেন, তাহা অপেক্ষা নিকৃষ্ট পণ্ডিতে তাহা পারিতেন না।

প্রভুর শ্লোকের অর্থ শুনিতে শুনিতে সার্ব্বভৌমের মনের ভাব

ক্রমেই পরিবর্ত্তিত হইতে লাগিল। প্রথমে প্রভুর মুখে বেদের অর্থ শুনিয়া সার্ব্বভৌম বুঝিলেন যে, জগতের মাঝে তিনি অদ্বিতীয় পণ্ডিত নন, তাঁহার উপরে আরো পণ্ডিত আছেন। কিন্তু প্রভুর ব্যাখ্যা শুনিতে আরম্ভ করিয়া একেবারে বিস্মিত হইলেন। প্রথমেই বুঝিলেন যে সন্ন্যাসীর শক্তি তাঁহা অপেক্ষা অধিক। শুধু তাহা নহে, তবে কি না, অমানুষিক—মনুষ্যের এরূপ শক্তি হইতে পারে না!

তখন ভাবিতেছেন, এটীত মনুষ্য নয়, তবে এ বস্তুটী কি? ইনি কি স্বয়ং বৃহস্পতি, মনুষ্য রূপ ধরিয়া আমার অহংকারকে খর্ব্ব করিতে আসিয়াছেন? যথা চৈতন্য চরিতে—

অথৈষ বিস্মের মনা দ্বিজাগ্রণী হৃদাহৃদি ব্যাকুলিতং জগাদ।
ক এষ মৎপ্রাতিভ খণ্ডনার্থ মিহাবতীর্ণঃ কিমুগীস্পতি স্যাৎ॥

অর্থাৎ সার্ব্বভৌম ব্যাকুলিত ও বিস্মিত হইয়া ভাবিতেছেন, ইনি কি বৃহস্পতি, আমার প্রতিভা হরণ করিতে আসিতেছেন? আবার ভাবিতেছেন, বৃহস্পতি হইলেও আমি একটু যুদ্ধ করিতে পারিতাম, ইনি তাঁহা অপেক্ষাও বড়।

তখন গোপীনাথের কথা মনে পড়িল। ভাবিলেন, গোপীনাথ বলেছিল যে, এ সন্ন্যাসী সেই স্বয়ং,—তিনি। তাই কি হবে? সেইরূপ আকৃতি প্রকৃতি বটে, যেমন সুন্দর মুখশ্রী, তেমনি মধুর প্রকৃতি, আবার তেমনি সুন্দর, সর্ব্বাঙ্গ লাবণ্যে মণ্ডিত। এত রূপ গুণ কি তাঁহা ব্যতীত আর কাহারো সম্ভবে? এই কথা মনে হওয়াতে শরীর আনন্দে পরিপূর্ণ হইল। সেই মুহূর্ত্তে সার্ব্বভৌমের যত অবিদ্যা অন্তর্হিত হইল। তাহাতে কি হইল, না চিত্তদর্পণ নির্ম্মল ও সমুদায় দেখিবার ও বুঝিবার শক্তি হইল। তখন দেখিলেন, তিনি অভিমানে ও ঈর্ষার দ্বারা চালিত হইয়া সম্মুখের বৃহদ্বস্তুটীকে অবজ্ঞা করিয়াছেন, আর তাঁহার প্রতি নানাবিধ অত্যাচার করিয়াছেন। তখন অনুতাপানলে দগ্ধ হইতে লাগিলেন, আর থাকিতে পারিলেন না। গলায় বসন দিয়া "আমি অপরাধী" বলিয়া আপনাকে ধিক্কার দিয়া প্রভুর চরণে পড়িতে গেলেন!

কিন্তু তাঁহার চরণে পড়িতে পারিলেন না, পড়িতে গিয়া দেখেন যে সম্মুখে নবীন সন্ন্যাসী আর নাই, তবে সে স্থানে একটী বিচ্ছুরতা

মণ্ডিত সুবর্ণ বর্ণের অঙ্গ লইয়া এক জন অতি সুন্দর পুরুষ, ত্রিভঙ্গ হইয়া দাঁড়াইয়া! তাঁহার ষড়্ভুজ। উর্দ্ধে দুই বাহু দুর্ব্বাদলের ন্যায় বর্ণ, উহাতে ধনুর্ব্বাণ। মধ্যের দুই বাহু নীলকান্ত মণির ন্যায়, উহাতে মুরলী। নিম্নের দুই বাহু সুবর্ণ বর্ণের, উহাতে দণ্ড ও কমণ্ডলু। এই সুন্দর মূর্ত্তির শ্রীবদন মুরলীরন্ধ্রে চুম্বিত। ইহার মুখে মধুর হাস্য. ইহার গলে বনমালা. ইহার মস্তকে চূড়া। ইহার অঙ্গের জ্যোতি সুশীতল, স্নিগ্ধকারী, ও আনন্দপ্রদ!

সার্ব্বভৌমের প্রণাম করিতে হইল না, তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। যথা চৈতন্য ভাগবতে—

অপূর্ব্ব ষড়ভুজ মূর্ত্তি কোটি সূর্য্যময়।
দেখি মূর্চ্ছা গেলা সার্ব্বভৌম মহাশয়॥

সার্ব্বভৌমের বিদ্যামদে চিত্তদর্পণ মলিন হইয়াছিল। চাঁদ কাজীকে বাহু বলে অন্ধ করে। চাঁদ কাজীর যখন বাহু বল অন্তর্হিত হইল, তখনি তাহার চক্ষু পরিষ্কার হইল। যে বলে চাঁদকাজীর উদ্ধার সাধ্য হইয়াছিল, সে বলে সার্ব্বভৌমের কিছুই হইত না। যে শক্তিতে সার্ব্বভৌম উদ্ধার হইলেন, উহা চাঁদকাজীকে স্পর্শও করিত না। সার্ব্বভৌমকে কৃপা করিতে তাঁহার পাণ্ডিত্য অভিমান হরণ করিবার প্রয়োজন হয়, প্রভু তাহাই করিলেন। যে মাত্র তাঁহার পাণ্ডিত্য অভিমান গেল, সেই তিনি দিব্য চক্ষু পাইলেন।

সার্ব্বভৌমের ষড়ভুজ মূর্ত্তি কিরূপ দর্শন করিলেন, উহা আপনি জগন্নাথের শ্রীমন্দিরে অঙ্কিত করিয়া রাখেন। উহা অদ্যাপি আছেন, সকলেই দেখিতে পারেন।

সার্ব্বভৌম মূর্চ্ছিত হইলে প্রভু তাঁহার অঙ্গে শ্রীহস্ত দিলেন।

শ্রীহস্ত পরশে বিপ্র পাইল চেতন।—চৈতন্য ভাগবত।

সার্ব্বভৌম অর্দ্ধ চেতন পাইয়া চক্ষু মেলিলেন, তখন সার্ব্বভৌম প্রভুর পাদপদ্ম হৃদয়ে ধরিলেন। প্রভু বলিলেন, তুমি আমার ভক্ত, অতএব আমি তোমাকে দর্শন দিলাম।

সংকীর্ত্তন আরম্ভে আমার অবতার।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে মুই বহি নাই আর॥—চৈতন্য ভাগবত।

তাহার পরে সার্ব্বভৌম ক্রমে সচেতন হইলেন। একটু চেতন

পাইয়া উঠিলেন, উঠিয়া নিদ্রোত্থিতের ন্যায় ইতি উতি চাহিতে লাগিলেন, অর্থাৎ তাঁহার সেই চিত্তহর মূর্ত্তি খুজিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন না, তবে সে স্থানে দেখিলেন সেই নবীন সন্ন্যাসী বসিয়া। প্রভু সার্ব্বভৌমকে সম্পূর্ণরূপে চেতন হইতে অবকাশ দিলেন না। তাঁহার সম্পূর্ণরূপে চেতন হইবার পূর্ব্বেই প্রভু উঠিয়া বাসায় গমন করিলেন।

তখন সার্ব্বভৌমের নিপট্ট বাহ্য হইল। সার্ব্বভৌম তখন কি দেখিয়াছেন, কি শুনিয়াছেন তাহা স্মরণ করিতে লাগিলেন। দেখিবার পূর্ব্বে কি কি ঘটনা হয় স্মরণ করিতে লাগিলেন। কখন ভাবিতেছেন, সমুদায় ইন্দ্রজাল, আবার ভাবিতেছেন বেদের যে নূতন অর্থ শুনিলাম তাহা ত ইন্দ্রজাল নয়! আত্মারাম শ্লোকের যে ব্যাখ্যা শুনিলাম তাহা ত সমুদায় মনে আছে! মূর্ত্তি দেখিয়াছি তাহা স্বপ্ন হইতে পারে, কিন্তু মূর্ত্তি দেখিবার অগ্রে না আমি সন্ন্যাসীকে শ্রীকৃষ্ণ ভাবিয়া তাঁহার চরণে পড়িতে গিয়াছিলাম? সন্ন্যাসী মনুষ্য নয়, তাহা তাঁহার পাণ্ডিত্যে প্রকাশ। তাঁহার অমানুষী শক্তি, তাঁহার পক্ষে ষড়ভুজ হওয়ার বিচিত্র কি? তবে এ ষড়ভুজের অর্থ কি? ইহার এক অর্থ এই হইতে পারে, যথা, অগ্রে রাম, পরে শ্রীকৃষ্ণ, পরে শ্রীগৌরাঙ্গ। অর্থাৎ আমিই সেই রাম, আমিই সেই কৃষ্ণ, আমিই সেই গৌরাঙ্গ। প্রভু ষড়ভুজের দ্বারা আমাকে সেই পরিচয় দিলেন। এ সপ্ন কিরূপে? স্বপ্নে এত জ্ঞানগর্ভ অর্থ কিরূপে থাকিবে? প্রভু মুখে কিছু বলিলেন না, প্রকারান্তরে আমাকে সমুদায় পরিচয় দিয়া গেলেন।

সার্ব্বভৌম ভাবিতেছেন, এ আমি কি দেখিলাম? স্বপ্নে এরূপ সম্ভবে না। স্বপ্নে এরূপ আমূল সংলগ্ন অর্থ হইতে পারে না। যাহা দেখিয়াছি তাহা ঠিক। তবে কে, কিরূপে উহা আমাকে দেখাইলেন? এই সন্ন্যাসীরই এ কার্য্য তাহার আর সন্দেহ নাই। তবে এ সন্ন্যাসী কি শ্রীভগবান?

যে এই ভাবিতেছেন, অমনি সার্ব্বভৌমের মন বলিয়া উঠিতেছে, "না! না! ভগবান কিরূপে হইবেন?" সার্ব্বভৌমের এরূপ মনের ভাবের কারণ যে, জীবের দুইটী মন্ত্রী আছেন, সন্দেহ ও বিশ্বাস। দুই উপকারী, তাহার মধ্যে সন্দেহ, বিশ্বাস অপেক্ষা বলবান। সন্দেহ

ও বিশ্বাসে হুড়াহুড়ি বাধিলেই সন্দেহের জয় হয়। সার্ব্বভৌম ভাবিতেছেন, "শ্রীভগবান কখন নয়, শ্রীভগবান কলিকালে নর-সমাজে আসিয়াছেন তাহা কি হইতে পারে? এ হাসিবার কথা। তবে সন্ন্যাসীটী ইন্দ্রজাল জানে, তাহার দ্বারা আমার ভ্রম জন্মাইয়াছিল। সে ভগবান কখন হইতে পারে না।"

আবার বিশ্বাস আসিতেছে। ভাবিতেছেন, "সন্ন্যাসী আপনি স্বীকার করিলেন যে তিনি শ্রীভগবান, ইহা কি ঘোর নাস্তিক ও পাষণ্ড ব্যতীত পারে? কিন্তু সন্ন্যাসী নাস্তিক নয়, মূর্খ নয়, ভণ্ড নয়। ইহার প্রেম শ্রীরাধার প্রেমের ন্যায়, যাহা মনুষ্যের পক্ষে অসম্ভব। ইহার বুদ্ধি বিদ্যা সরস্বতীকান্তের ন্যায়। ইহাঁর বৈরাগ্য অকথ্য, ইহাঁর স্পৃহা মাত্র নাই। ইহাঁর দীনতা দেখিলে হৃদয় বিদীর্ণ হয়। ইহাঁর বদনের সারল্যে অতি কঠিন পুরুষের নয়নে জল আইসে। এ ব্যক্তি আপনাকে শ্রীভগবান বলিয়া পরিচয় দিবে কেন? ইহার স্বার্থ কি, ইহার ত কোন স্পৃহা নাই? এ ত ভণ্ড ভক্ত নয়, কারণ ইহার বায়ুতে জীবের হৃদয় ভক্তিতে গদ গদ হয়। যে প্রকৃত ভক্ত, সে কি কখন শ্রীভগবানকে সিংহাসন-চ্যুত করিয়া আপনাকে সেখানে বসাইতে পারে? ইনি শ্রীভগবান তাহার সন্দেহ নাই, শ্রীভগবান না হইলে আপনাকে শ্রীভগবান বলিয়া পরিচয় দিতেন না।" ইহা ভাবিয়া আবার সার্ব্বভৌম আনন্দে বিহ্বল হইতেছেন

সার্ব্বভৌমের এইরূপে সমুদায় নিশি গেল। এই এক নিশির মধ্যে তাঁহার হৃদয় কর্ষিত হইল। তাঁহার হৃদয়-ক্ষেত্র কণ্টক-বৃক্ষে পরিপূর্ণ ছিল, প্রভু তখন তাহার মধ্যে ভক্তি-বীজ রোপণ করিলে উহা অঙ্কুরিত হইত না। এই নিমিত্ত ভক্তি-বীজ রোপণ করিবার পূর্ব্বে, প্রথমে উহার হৃদয়স্থ কণ্টকী লতা গুলি উৎপাটিত ও হৃদয়ের কর্ষণ করিতে হয়। ষড়্‌ভুজ দর্শন করিয়া এবং প্রভুর সহবাসে সার্ব্বভৌম ভক্তি পাইলেন না। তবে ভক্তি পাইবার যোগ্য পাত্র হইলেন। এই এক নিশির মধ্যে তাঁহার হৃদয়ক্ষেত্র কর্ষিত ও সম্পূর্ণরূপে পরিষ্কৃত, ও নয়ন জলে আর্দ্র হইল। তখন কেবল বীজ রোপিত হইতে বাকি রহিল।

সে নিশি ভট্টাচার্য্যের আনন্দে অনবরত নয়ন জল পড়িয়া তাঁহার

হৃদয় নির্ম্মল ও কোমল করিয়া রাখিল। কিঞ্চিৎ রজনী থাকিতে তিনি নিদ্রা গেলেন।

এ দিকে প্রভু বাসায় আসিয়া রজনী যাপন করিয়া, অতি প্রত্যূষে শয্যোত্থান দর্শন করিতে চলিলেন। প্রভু দর্শন করিতেছেন, ভক্তগণ নিকটে দাঁড়াইয়া। শ্রীজগন্নাথ দেবের গাত্রোত্থান, মুখধাবন, স্নান, বস্ত্র-পরিধান, বাল্যভোগ ও পরে হরিবল্লভ ভোগ হইল। তখনও আন্ধার আছে। তাহার পরে প্রাতঃধূপ পূজা হইল। এমন সময় শ্রীজগন্নাথের দুই দিক হইতে দুইজন সেবক হঠাৎ বাহির হইলেন। তাঁহারা প্রভুর নিকটে আইলেন, এক জনের হস্তে মালা আর এক জনের অঞ্জলিতে ধূপ পূজার প্রসাদান্ন। তাঁহারা প্রভুর নিকট আইলে,

মহাপ্রভু অধো মাথা করিলা আপনে।
এক জন মালা গলে দিলেন তখনে।
বহির্ব্বাস অঞ্চল প্রসারি ভগবান।
প্রসাদান্ন আর জল করিলা স্বাদন॥ চৈতন্যচন্দ্রোদয়ে—

শ্রীগৌরাঙ্গের গলায় মালা পরান হইলে, তিনি বহির্ব্বাসের অঞ্চলে প্রসাদান্ন লইলেন। ভক্তগণ অবাক হইয়া দেখিতেছেন। এত ভোরে উহারা কাহারা আইলেন? কেন ইঁহারা আইলেন? আপনা আপনি আসিবারও কোন কথা নয়। কেহ অবশ্য তাঁহাদিগকে পাঠাইয়া দিয়াছেন। কে পাঠাইয়াছেন? প্রভুর সঙ্গে কি গোপনে গোপনে সেবক-গণের সহিত কোন বন্দবস্ত হইয়াছিল? তাই বা কখন হইল? আমরা ত সর্ব্বদা প্রভুর সঙ্গে! সকলে ভাবিতেছেন, এ কাণ্ড স্বয়ং শ্রীজগন্নাথ করিলেন, তাহার সন্দেহ নাই। বোধহয় তাঁহারা, অর্থাৎ জগন্নাথ ও প্রভু, দুই জনে কি যুক্তি করিয়াছিলেন। অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া ভক্তগণ এই কাণ্ড দেখিতেছেন। কিন্তু তাঁহাদের আশ্চর্য্য ভাব আবার আরো বৃদ্ধি পাইল। তাঁহাদের বোধ হইল যেন প্রভু সমুদায় জানিতেন, অর্থাৎ দুই জনে আসিয়া যে তাঁহাকে প্রসাদ দিবেন, ইহা যেন প্রভু প্রত্যাশা করিতেছিলেন। প্রভু প্রসাদ পাইলেন, কিন্তু বাঙ্নিষ্পত্তি করিলেন না, তবে অমনি তীরের মত ছুটিলেন। প্রভু যদি দৌড়িলেন, ভক্তগণও তাঁহার পশ্চাৎ চলিলেন। প্রভু হঠাৎ ও বিদ্যুৎশক্তিতে গমন করিলেন, সুতরাং ভক্তগণ তাঁহার সঙ্গে আসিতে পারিলেন না।

কিন্তু তবু তাঁহারা দেখিতে পাইলেন যে প্রভু দৌড়িয়া যাইতেছেন নিজ বাসার পথ ছাড়িলেন, ছাড়িয়া সার্ব্বভৌমের বাড়ী যে পথে সেই পথের দিকে ছুটিলেন। ইহাতে তাঁহারা অত্যন্ত বিস্ময়ান্বিত হইলেন। তাঁহারাও সেই পথে কাজেই চলিলেন। প্রভু দৌড় দিয়া, একবারে সার্ব্বভৌমের গৃহের দ্বিতীয় কক্ষার ভিতরে, দ্বার অতিক্রম করিয়া, উপস্থিত হইলেন। গৃহে সার্ব্বভৌম নিদ্রা যাইতেছেন, দাওয়ায় এক জন ব্রাহ্মণকুমার শয়ন করিয়া। প্রভু যাইয়া "সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য" বলিয়া ডাকিলেন। ইহাতে প্রথমেই ব্রাহ্মণবালক উঠিল, উঠিয়া প্রভুকে দেখিয়া তটস্থ হইয়া, সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যকে ডাকিতে লাগিল। বলিল, ভট্টাচার্য্য মহাশয়! শীঘ্র উঠুন, সন্ন্যাসী ঠাকুর আসিয়াছেন। সার্ব্বভৌম ইহাতে উঠিলেন, উঠিয়া হাঁই তুলিতে তুলিতে "কৃষ্ণ" "কৃষ্ণ" বলিতে লাগিলেন। সার্ব্বভৌম প্রভাতে শয্যা হইতে উঠিবার অগ্রে কৃষ্ণ নাম বলিতেন না। এই প্রথম বলিতে আরম্ভ করিলেন। যখন বুঝিলেন যে প্রভু আসিয়াছেন, তখন ব্যস্ত হইয়া গাত্রোত্থান করিলেন। সার্ব্বভৌম আসিয়াই প্রভুর চরণে পড়িলেন, প্রভু তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন।

এখন সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য কিরূপ ধর্ম্ম মানেন, তাহা একটু বর্ণনা করিবার প্রয়োজন হইতেছে। এখনকার ব্রাহ্মণ পণ্ডিত যেরূপ তিনিও সেইরূপ, তবে এখনকার ব্রাহ্মণ পণ্ডিত অপেক্ষা অধিক দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ, অধিক তেজস্বর, ও অধিক সূক্ষ্মদর্শী। ভিন্ন জাতির জল হিন্দুদের আচরণীয় নহে, কিন্তু সার্ব্বভৌমের অঙ্গে যদি ঐরূপ জলের ছিটা লাগিত, তবে তিনি উপবাস ও প্রায়শ্চিত্ত করিতেন। সমাজের ঘোর শাসন ছিল, তাহা ভট্টাচার্য্যেরাই করিতেন, কাজেই তাঁহাদের সেই শাসনের অধীন থাকিতে হইত। আপনারা না মানিলে অন্যে মানে না, সুতরাং সেই শাসন অন্য অপেক্ষা আপনারা অধিক মানিতেন। আচার ও সূচি লইয়া দেশ সমেত লোক বিব্রত। এ অস্পৃশ্য, এ দ্রব্যটা অসূচি, ইহার বিচারই ক্রমে জীবের প্রধান ধর্ম্ম হইল। জাতি বিচার ইহার প্রধান কারণ, আর এক বিচার দেহ-ধর্ম্ম লইয়া। অস্নাত ভোজন করিতে নাই, দন্তধাবন না করিলে পূর্ব্বপুরুষ নরকে যায়, রাত্রিকালের বসন ত্যাগ করিতে হয়, ভোজনাবশিষ্ট যাহা উহা

উচ্ছিষ্ট। অমুক চণ্ডাল, তাহার ছায়া স্পর্শ করিতে নাই। অমুকের বাড়ী মুসলমান ভৃত্য, তাহাকে সমাজচ্যুত করিতে হইবে। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, গৌড়ের রাজা সুবুদ্ধি রায়ের মুখে, জোর করিয়া মুসলমানের জল দেওয়া হইয়াছিল বলিয়া, নবদ্বীপের পণ্ডিত মহাশয়গণ ব্যবস্থা করিলেন যে, তাঁহার তপ্ত ঘৃত পান করিয়া প্রাণ ত্যাগ করিতে হইবে। এই সব কঠোর শাসনের শাস্ত্রবেত্তা শ্রীনবদ্বীপের ভট্টাচার্য্যগণ, এই ভট্টাচার্য্যের প্রধান সার্ব্বভৌম!

শ্রীগৌরাঙ্গের ধর্ম্ম হইল ঠিক ইহার বিপরীত। জাতি বিচার আবার কি, সকলেই ত শ্রীভগবানের? যে ভক্ত সেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, এমন কি অভক্ত ব্রাহ্মণ অপেক্ষা ভক্ত চণ্ডাল শ্রেষ্ঠ। হরিদাস যবন, তাঁহার পাদোদক ভক্তগণ পান করিতে লাগিলেন। হরিদাস যবন, তিনি কুলিন গ্রামের বর্দ্ধিষ্ণু বসুগণের গুরু। যে অন্ন শ্রীভগবানকে প্রদান করা হইয়াছে, সে আবার উচ্ছিষ্ট কি? তাহা অতি পবিত্র বস্তু, অঙ্গে মাখিতে হয়। অতএব ভট্টাচার্য্যগণের নিয়মাবলি আর শ্রীগৌরাঙ্গের ধর্ম্ম, একেবারে উভয় ধর্ম্ম যাজন করা যায় না। এই নিমিত্ত ভট্টাচার্য্যগণ শ্রীগৌরাঙ্গের ধর্ম্মের প্রতিবাদী হইলেন। যদিও প্রভু সমাজের বিরোধী কোন উপদেশ দিতেন না, তবু তাঁহার ধর্ম্ম সামাজিক নিয়মের বিরোধী তাহা পণ্ডিতগণ বুঝিলেন, আর সেই নিমিত্ত উহা ধ্বংশ করিবার প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছিলেন।

এই সার্ব্বভৌম শাস্ত্রবেত্তা ভট্টাচার্য্যগণের প্রধান। তাঁহাকে শ্রীগৌরাঙ্গের ধর্ম্ম প্রচারের নিমিত্ত ভক্তি-পথে আনা হইল। সার্ব্বভৌম ভক্তি পাইলেন, ষড়ভুজ দর্শন করিলেন, শ্রীকৃষ্ণ নাম গ্রহণ করিলেন। কিন্তু তবু তিনি উপরি উক্ত নিয়মাবলিতে আষ্টে পিষ্টে আবদ্ধ রহিলেন। সেই সমুদায় বন্ধন হইতে উদ্ধার করিতে পারিলে তাঁহার কিছুই হইবে না। প্রভু এখন সেই বন্ধন ছেদন করিতে বসিলেন!

উভয়ে বসিলে, প্রভু অতি যতন করিয়া অঞ্চলের প্রসাদান্ন বাহির করিয়া ভট্টাচার্য্যের হস্তে দিয়া মধুর হাসিয়া বলিতেছেন, "গ্রহণ কর, ইহা, শ্রীমুখের প্রসাদ।" তখন সার্ব্বভৌম স্নান করেন নাই, বাসী বসন ত্যাগ করেন নাই, শৌচে যায়েন নাই, এমন কি দন্তধাবনও করেন নাই, তিনি কিরূপে প্রসাদ গ্রহণ করিবেন? প্রসাদ কি না

ভাত! ভট্টাচার্য্য ব্রাহ্মণ, শত মৃত্যু স্বীকার করিবেন, তব মুখ না ধুইয়া অন্ন মুখে দিতে স্বীকার করিবেন না। সেই ভাত লইয়া, অতি প্রত্যূষে সার্ব্বভৌমকে, স্নান না করিয়া, মুখ না ধুইয়া প্রভু উহা গ্রহণ করিতে অর্থাৎ খাইতে বলিতেছেন! প্রভু যে বলিলেন, "শ্রীমুখের প্রসাদ গ্রহণ কর," তাহার মানে, ভট্টাচার্য্য ব্রাহ্মণের নিকট, আর কিছু নয় কেবল এই যে, "মুখ না ধুইয়াই তুমি এই কয়েকটী শুখ্না ভাত খাও।" কিন্তু সার্ব্বভৌম তখন আর সেই পূর্ব্বকার ভট্টাচার্য্য ব্রাহ্মণ নাই তাঁহার হৃদয় কোমল হইয়াছে, তখন শ্রীবৃন্দাবনের বায়ু তাঁহার অঙ্গে লাগিয়াছে।

প্রভু খাও খাও ভট্টাচার্য্যে বলে হাসি। (চন্দ্রোদয় নাটক।)

ভট্টাচার্য্য আর দ্বিধা করিলেন না। অঞ্জলি পাতিয়া প্রসাদান্ন গ্রহণ করিলেন, করিয়া অভ্যাস বশতঃ তবু দুইটা শ্লোক পড়িলেন, যথা—

(১) শুষ্কং পর্য্যুষিতং বাপি নীতম্বা দূরদেশতঃ।
প্রাপ্ত মাত্রেণ ভোক্তব্যং নাত্রকাল বিচারণা॥

(২) ন দেশ নিয়মস্তত্র ন কাল নিয়মস্তথা।
প্রাপ্তমন্নং দ্রুতং শিষ্টৈর্ভোক্তব্যং হরিরব্রবীৎ॥

সার্ব্বভৌম প্রসাদ গ্রহণ করিলেন, অর্থাৎ কুলধর্ম্ম ছাড়িলেন!

কিন্তু সেই প্রসাদান্ন ভোজন মাত্র সার্ব্বভৌমের এক অপরূপ ভাব হইল, কি না, (যথা চন্দ্রোদয়ে)

চক্ষুজলে বস্ত্র সিক্ত কণ্টকিত গাত্র।

তাহার পরে সার্ব্বভৌম আপনাকে আর সামলাইতে পারিলেন না, মৃত্তিকায় পড়িয়া গেলেন, তখন তাঁহার কি দশা হইল তাহার বর্ণনা শ্রবণ কর

নিরন্তর কণ্ঠে শব্দ হয় ঘর ঘর।
অপস্মার রোগে যৈছে দাগ্ধ কলেবর॥
মহীতলে গড়াগড়ি যায় বার বার।—চন্দ্রোদয় নাটক।

এই মহাপ্রসাদে কি শক্তি নিহিত করা ছিল তাহা প্রভুই জানেন। সার্ব্বভৌম এই কয়েকটী শুষ্ক প্রসাদান্ন যে মুখে দিলেন, অমনি অচৈতন্য হইয়া ভূমিতে পড়িয়া গেলেন। প্রভুর হাতে এই প্রসাদ গ্রহণ রূপ প্রক্রিয়া দ্বারা সার্ব্বভৌম নির্ম্মল হইলেন।

যথা চরিতামৃতে—চৈতন্য প্রসাদে মনের সব জাড্য গেল।

সার্ব্বভৌম যদি অচেতন হইয়া গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন, প্রভু তাঁহার গাত্রে পদ্মহস্ত বুলাইতে লাগিলেন, হস্ত বুলাইয়া তাঁহাকে ধরিয়া উঠাইলেন, যেহেতু তাঁহার উঠিবার শক্তি ছিল না। উঠাইয়া প্রভু অতি আদরে, অতি প্রেমে—আহা ভগবানের প্রেমের কি বর্ণনা করিব, যে প্রেমের কণা পাইয়া সতী নারী স্বামীর চিতায় পুড়িয়া মরে—সেই শ্রীভগবানের প্রেমে সার্ব্বভৌমকে বুকে করিয়া গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন!

প্রভু আলিঙ্গন দিবার সময় কি বলিলেন, তাহা শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী চরিতামৃতে এই রূপে বর্ণনা করিতেছেন। প্রভু ভট্টাচার্য্যকে আলিঙ্গন দিতে দিতে বলিতেছেন—

মুই আজি অনায়াসে জিনিনু ত্রিভুবন।
আজি মুই করিনু বৈকুণ্ঠ আরোহণ॥
আজি মোর পূর্ণ হৈল সর্ব্ব অভিলাষ।
সার্ব্বভৌমের হৈল মহাপ্রসাদে বিশ্বাস॥
আজি তুমি নিষ্কপটে কৈলা কৃষ্ণাশ্রয়।
কৃষ্ণ আজি নিষ্কপটে তোমা হৈলা সদয়॥
আজি সে খণ্ডিল তোমার দেহাদি বন্ধন।
আজি তুমি ছিন্ন কৈলে মায়ার বন্ধন॥
আজি কৃষ্ণ প্রাপ্তি যোগ্য হৈল তোমার মন।
বেদ ধর্ম্ম লঙ্ঘি কৈলে প্রসাদ ভক্ষণ॥

সেই আলিঙ্গনের সহিত সার্ব্বভৌম পঞ্চম পুরুষার্থ পাইলেন। তাঁহার শুদ্ধ বন্ধন ছেদন হইল তাহা নহে, আরও কিছু হইল। যেরূপ বিদ্যুৎ-মালা মেঘের সহিত খেলা করে, সেইরূপ আনন্দ লহরী, তাঁহার অঙ্গের সহিত খেলা করিতে লাগিল। সেই লহরী, শরীরে যত ধমনি আছে তাহা বাহিয়া; সর্ব্বাঙ্গ আবৃত করিল, প্রত্যেক অঙ্গ-ছিদ্র দিয়া সেই আনন্দ চোঁয়াইয়া পড়িতে লাগিল, আর তাহাতেই প্রত্যেক লোমকূপে একটী২ পুলকের সৃষ্টি হইল! তখন হৃদয়-কবাট খুলিয়া গেল, ঝলকে ঝলকে আনন্দের তরঙ্গ আসিতে লাগিল। তরঙ্গ আসুক তাহে ক্ষতি নাই, কিন্তু হৃদয়ে আর স্থান রহিল না। এমন অবস্থায় মূর্চ্ছা হয়,

কিন্তু প্রভু তখন সার্ব্বভৌমের আনন্দ তরঙ্গের নালী কাটিয়া দিবার নিমিত্ত তাঁহাকে ধরিলেন, তাঁহার দুই হস্ত ধরিয়া উঠাইলেন, উঠাইয়া দুই জনে নৃত্য আরম্ভ করিলেন!

বাসুদেব সার্ব্বভৌম এইরূপ নৃত্য করিতে লাগিলেন। এই যে নৃত্য, ইহা বন্ধন ছেদনের অব্যর্থ প্রমাণ। চির-আবদ্ধ পশুগণ যদি কোনরূপে বন্ধন ছেদন করিতে পারে, তবে একবার অকারণে ছুটছুটি করে। সমাজের বন্ধনে লোকে স্থির শান্ত, ভব্য সভ্য, হইয়া বেড়ায়। মদ্যপানে সেই বন্ধন ছিন্ন হইলে তখন নির্লজ্জের ন্যায় নৃত্য করিতে থাকে। যখন মদ্য পান করিয়া কেহ নৃত্য করে, তখন সে যে উন্মত্ত হইয়াছে তাহার সেই নৃত্যই তাহার প্রমাণ। সার্ব্বভৌম নৃত্য করিয়া প্রমাণ করিলেন যে, তিনি তাঁহার পূর্ব্বকার বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়াছেন!

কোন এক জন যুবক এক দস্যুপতির নিকট আসিয়া তাহার দলভুক্ত হইতে ইচ্ছা প্রকাশ করিল। দস্যুপতি দেখিল যুবক বলবান বটে, পরে তাহার মুখ দেখিয়া বলিল, "বাপু! তুমি পারিবে না, দস্যু হইবার যে সমস্ত গুণ প্রয়োজন তাহা তোমার নাই।" যুবক দুঃখিত হইয়া বলিল যে, সে পরীক্ষা দিতে প্রস্তুত আছে! দস্যুপতি ইহাতে হাসিয়া তাহার পার্শ্বে তরবারি খানি লইয়া যুবকের হস্তে দিল, দিয়া বলিল, "ঐ যে ষাঁড়টী মাঠে চরিতেছে, উহার মস্তকটী লইয়া আইস।" যুবক বলিল, "অনর্থক একটী জীব হত্যা কেন করিব?" তখন দস্যুপতি একটি ভৃত্যকে ডাকিল। তাহাকে বলিল যে, "তুমি ঐ পশুর মস্তকটী লইয়া আইস।" সে কোন কথা না বলিয়া তাহাই করিল। যদি যুবকটি আজ্ঞা মাত্র সেই পশুটীর মস্তক ছেদন করিতে পারিত, তবে দস্যুপতি বুঝিতে পারিত যে সে তাহারই গণ বটে।

পূর্ব্বে বলিয়াছি মদ্যপান করিয়া যে নৃত্য করে তাহাকে একথা বলা যাইতে পারে যে "হাঁ, এ ব্যক্তি মাতাল বটে।" সেইরূপ যে ব্যক্তি প্রেম ও ভক্তির শক্তিতে নৃত্য করিতে পারে তাহাকে বলা যাইতে পারে যে সে ভক্ত কি প্রেমিক বটে।

যখন জগাই মাধাই উদ্ধার হইলেন, জগাই নাচিতে লাগিলেন। তাহার পরে মাধাইও নাচিতে লাগিলেন। মাধাই অপেক্ষা জগাই ভাল, বিশেষতঃ তিনি শ্রীনিত্যানন্দকে প্রাণে বাঁচাইয়াছিলেন। অতএব জগাই নাচিতে

থাকিলে ভক্তগণ আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন না। কিন্তু যখন মাধাই নাচিতে লাগিলেন, তখন তাঁহারা বলিতে লাগিলেন, "প্রভুর একি ঠাকুরাল! জগাই নাচিলেও নাচিতে পারে। এ যে মাধাই নাচে!" মাধাই যখন প্রেমে ও ভক্তিতে নাচিতে পারিলেন, তখন বুঝা গেল যে তাঁহার সর্ব্ব বন্ধন ছেদন হইয়াছে।

দেবাদিদেব মহাদেব-অবতার শ্রীঅদ্বৈত সকল ভক্তের শীর্ষস্থানীয়। তাঁহার দাস্য ভক্তি। তিনি গঙ্গাজল তুলসী দিয়া শ্রীভগবানকে পূজা করিতেন। তিনি ধ্যানপরায়ণ যাজক ও মন্ত্রবিৎ। তিনি পূজা অর্চ্চনা আদি সমুদায় ভক্তির অঙ্গ পালন করিতেন। নৃত্য গীত তাঁহার ভজন নয়। যখন তিনি প্রভুর প্রকাশ দেখিলেন, তখন নানা উপহারে ও শাস্ত্র বিধানে শ্রীভগবানের চরণ পূজা করিলেন। কিন্তু তথনও তাঁহার জাড্য রহিয়াছে। পূজা সমাপ্ত হইলে প্রভু বলিলেন, "নাড়া একবার নৃত্য কর।" অমনি সেই পরম-গম্ভীর, পৃথিবী পূজিত বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ভঙ্গি করিয়া নাচিতে লাগিলেন। সে ভঙ্গি দেখিয়া প্রভু পর্য্যন্ত হাসিতে লাগিলেন। শ্রীঅদ্বৈত যখন নৃত্য করিলেন, তখনি তাঁহার সর্ব্বার্থ সিদ্ধি হইল। সার্ব্বভৌম নৃত্য করিতেছেন, অতএব তাঁহার সর্ব্ব বন্ধন ছেদন হওয়াতে নাচিবার আর বাধা নাই। কিন্তু নাচিতে বাধা নাই বলিয়াই কি লোকে নাচে? তা ত পারে না? ঘরে দ্বার দিয়া কি কেহ আপনা আপনি নাচিতে পারে? তাহার সে ইচ্ছা হইবে কেন? নাচিবার কারণ চাই, কিছু উত্তেজক মাদক দ্রব্য চাই। সেই মাদক ভট্টাচার্য্যের পক্ষে হইতেছে—প্রেম ও ভক্তি। ভট্টাচার্য্য মুক্ত হইয়াছেন শুধু নয়, সেই সঙ্গে নৃত্য করিবার শক্তি, যে শক্তি কেবল বিশুদ্ধ প্রেম ভক্তিরই আছে,—উহা পাইয়াছেন। তাই প্রভুর হস্ত ধরিয়া নৃত্য করিতেছেন। এখন ব্রজের দুই সখীর একটী কাহিনী শ্রবণ করুন—

প্রথম সখী। ভদ্রে, একি? তুমি যে নৃত্য করিতেছ?

দ্বিতীয় সখী। কেন? একটু নাচিব না? তোরা নাচিস্, আমি কেন নাচিব না?

প্রথম। আমরা নাচি, আমরা কুলটা, আমরা কুল হারাইয়াছি, লজ্জায় জলাঞ্জলি দিয়াছি। আমাদের ও তোমাদের অনেক প্রভেদ। তুমি কুলবালা, ধীর, গম্ভীর; আমাদের লজ্জাবিহীন আচার ব্যবহার

দেখিয়া তুমি ঘৃণায় মূর্চ্ছিত হইতে, আমাদিগকে নিন্দা করিতে, এমন কি আমাদের ছায়া পর্য্যন্ত স্পর্শ করিতে না। তোমার এ দশা কেন?

দ্বিতীয় সখী। সই! আমিও শ্যামের হাতে কুল হারাইয়াছি।

প্রথম সখী। সে কি! সই, তুই এত বড় গম্ভীর, তোর এ দশা হইল, কেন বল দেখি?

দ্বিতীয় সখী। শুন্‌বি

শুন সই মনের মরম। ধ্রু।
এত দিন জাতি কুল, রাখিয়াছিলাম গো,
হাতে হাতে মজাইলাম কুলের ধরম॥
কানু সেই কালন্দী তীরে, মুই গেনু যমুনা নীরে,
গা খানি মাজিতেছিলাম একা।
যুবতীর চিত চোরা জলের ভিতর গো,
যৌবন রতনে দিল দাগা॥
হৃদয়ের মাঝারে শ্যাম, লুকাইয়া রাখি গো,
উপরেতে ঝাঁপি দিলাম বাস।
হেন কালে গুরু জনা, চিনিতে নারিল গো,
অনুমানে কহে কানু দাস॥*

সার্ব্বভৌম শ্যামকে হৃদয়ে লুকাইয়া রাখিবেন বলিয়া ইচ্ছা করিয়াছিলেন কিন্তু পারিলেন না, নাচিয়া উঠিলেন, আর তখনি "অনুমানে" বুঝা গেল যে তাঁহার হৃদয়ে শ্যামকে আঁচল দিয়া ঝাঁপিয়া লুকাইয়া রাখিয়াছেন!

ভক্তগণ তখন সেখানে উপস্থিত হইয়াছেন। সেই বৃদ্ধ দীর্ঘকায় ব্রাহ্মণ, সেই গর্ব্বিত দণ্ডিদিগের গুরু সেই জ্ঞানের প্রস্রবণ, সেই নদীয়া বিজয়ী পণ্ডিতের নৃত্য ইহাও যেরূপ অদ্ভুত, পশ্চিমে সূর্য্য উদয়ও সেইরূপ অদ্ভুত। ভক্তগণ বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। আমি পূর্ব্বে একবার বলিয়াছি যে প্রেমের নৃত্য ক্রমে প্রস্ফুটিত ও মধুর হয়। প্রথম দিনকার নৃত্যে মাধুর্য্যের সঙ্গে একটু হাস্য উদ্দীপকও থাকে। যে ব্যক্তি কখন নৃত্য করে নাই, করিবার সাধনাও নাই, সে যদি নৃত্য আরম্ভ করে, তবে তাহার নৃত্য প্রথম প্রথম কতকটা হস্তির কি গণ্ডারের নৃত্যের ন্যায়

* এ পদটী অতি অপরূপ সুরে শ্রীবদন অধিকারী গাইতেন।

হায় সার্ব্বভৌম সেইরূপ হেলিয়া দুলিয়া কত ভঙ্গি করিয়া নৃত্য করিতেছেন। ইহাতে—

ভট্টাচার্য্যের নৃত্য দেখি হাসে প্রভুর গণ।—চরিতামৃত।

গোপীনাথ বলিতেছেন, "ভট্টাচার্য্য কি কর? তোমার পড়ুয়াগণ কি বলিবে? ত্রিভুবন কি বলিবে? বলিবে যে সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য পাগল হয়েছে। ছি! সম্বরণ কর। তোমার নৃত্য করিতে লজ্জা করিতেছে না?"

তখন সার্ব্বভৌম এই অপরূপ শ্লোকটী রচনা করিয়া বলিলেন। যথা,

পরিবদতু জনো যথা তথায়ং,
নমু মুখরোহয়ং ন বিচাররামঃ।
হরিরসমদিরা মদাতিমত্তা,
ভুবি বিলুঠাম নটাম নির্ব্বিশামঃ॥

অয়ে! মুখর লোকে যেখানে সেখানে নিন্দা করে করুক, কিন্তু আমরা বিচার করিব না, হরিরস মদিরায় অতিশয় মত্ত হইয়া ভূমিতে লুণ্ঠন করিব, নৃত্য করিব ও পতিত হইব।

তাহার পরে সকলে ধরিয়া সার্ব্বভৌমকে শান্ত করিলেন। প্রভুও ভক্তগণ সঙ্গে বাসায় আইলেন।

একটু পরে সার্ব্বভৌমও সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। যথা চন্দ্রোদয়ে—

প্রভু দরশনে তবে চলে শীঘ্রগতি।
পাছে এক ভৃত্য তার চলিল সংহতি॥
জগন্নাথ না দেখিয়া সিংহদ্বার ছাড়ি।
প্রভুর বাসার কাছে যান ত্বরা করি॥
তাঁর ভৃত্য উচ্চৈঃস্বরে ডাকি তারে কয়।
জগন্নাথ মন্দিরের পথ এই নয়॥

এখন সার্ব্বভৌমকে ডাকিয়া ভৃত্যের এরূপ বলিবার তাৎপর্য্য পরিগ্রহ করুন। সার্ব্বভৌমের ভৃত্যগণ তখন সকলে বুঝিয়াছে যে তিনি আর এখন ঠিক প্রকৃতিস্থ নাই। তিনি যে একটু পূর্ব্বে ঘরের পিড়ায় অচেতন হইয়া গড়াগড়ি দিয়াছিলেন, তাহা তাহারা জানিয়াছে, কেহ বা দেখিয়াছে। সে সম্বন্ধে তাহাদের মনে নানারূপ তর্ক বিতর্ক হইয়াছে, নবীন সন্ন্যাসী তাঁহাকে পাগল করিয়াছেন, এ কথাও উঠিয়াছে। সার্ব্বভৌম ঢুলিতে ঢুলিতে চলিলা-

ছেন। তিনি প্রত্যহ ঐরূপ সময়ে শ্রীঠাকুর দর্শন করিতে গমন করেন। সে দিবস তাহা না করিয়া মন্দিরের পথ ছাড়িয়া, অন্য পথে চলিলেন। কাজেই ভৃত্য ভাবিল, ভট্টাচার্য্যের এখনও ভাল চৈতন্য হয় নাই। তাই বলিল, "ঠাকুর ও পথে নয়, ও পথে নয়!"

তাহার পরে শ্রবণ করুন। সার্ব্বভৌম আসিতেছেন, আর—

——ভট্টাচার্য্য মনে মনে কথা কয়।
গোপীনাথ যে কহিল সেই সত্য হয়॥
সত্য গৌর ভগবান সাক্ষাৎ ঈশ্বর।
সে নহিলে কেবা হয় এত শক্তিধর॥
এই মনে ভাবি শীঘ্র দেখিতে চলিল।
আপন মাসীর পুরদ্বারে উত্তরিল॥
গোপীনাথ আচার্য্য ভট্টাচার্য্যেরে দেখিয়া।
অগ্রসরি তথা হৈতে আইল উঠিয়া॥
গোপীনাথ দেখি সার্ব্বভৌম সুখী মর্ম্মে।
জিজ্ঞাসিল মহাপ্রভু আছেন কিবা কর্ম্মে॥
গোপীনাথ বলেন প্রভু আছেন বসিয়া।
এসো এসো প্রভুর চরণ দেখি গিয়া॥—চন্দ্রোদয় নাটক।

সার্ব্বভৌম অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন, করিয়া প্রথমে প্রভুকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। এ প্রণাম আর এক প্রকার, পূর্ব্বকার মত "রোগী যেন নিম খায় নয়ন মুদিয়া," সে মত নয়। প্রণাম করিয়া উঠিয়া দুই কর যুড়িয়া অগ্রে দাঁড়াইলেন। সার্ব্বভৌমের প্রেমধারা পড়িতেছে, ও গদ গদ হইয়া এই দুইটী শ্লোক উপস্থিত মত রচনা করিয়া মনের ভাব ব্যক্ত করিলেন। যথা, চৈতন্য চন্দ্রোদয়ে—

নানা লীলা রস বশতয়া কুর্ব্বতো লোকলীলাং
সাক্ষাৎকারেঽপি চ ভগবতো নৈব তত্ত্ববোধ।
জ্ঞাতুং শক্নোত্যহ ন পুমান্ দর্শনাৎ স্পর্শরত্নং
যাবৎ স্পর্শাজ্জনয়তি ভরাং লোহ মাত্রং ন হেম॥

অপিচ স্বজন হৃদয় সদ্মা নাথপদ্মাধিনাথো
ভুবি চরসি যতীন্দ্রচ্ছদ্মনা পদ্মনাভঃ।
কথমিহ পশুকল্পা স্তামনল্পানুভাবং
প্রকটমনু ভবামো হন্ত বামো বিধির্নঃ॥

সার্ব্বভৌম পরে করযোড়ে বলিলেন, "প্রভু! গোপীনাথ আমাকে তোমার পরিচয় বলিয়াছিলেন, কিন্তু আমার তর্কনিষ্ঠ মনে তাহা বিশ্বাস হইল না। আমি তাই তোমাকে উপদেশ দিতে গিয়াছিলাম। প্রভু! তবু আমার অপরাধ কি? তুমি নানা লীলা কর। এখন মনুষ্যরূপ ধরিয়া কপট সন্ন্যাসী হইয়া আমার অগ্রে আসিয়াছ। আমি তোমাকে কিরূপে চিনিব? তোমার যদি ইচ্ছা হয় যে তুমি গোপন থাকিবে, তবে আমি কিরূপে তোমার সে রহস্য ভেদ করিব? আমি তর্কনিষ্ঠ, তোমাকে চিনিতে প্রমাণ চাহিলাম, তাহা পাইলাম না, কাজেই তোমাকে চিনিতে পারিলাম না। কিন্তু তুমি কৃপালু। আমার দুর্দ্দশা দেখিয়া আমার নিকট প্রকাশ হইতে ইচ্ছা করিলে। আমার তর্কনিষ্ঠ মন, প্রমাণের প্রয়োজন, তাই প্রমাণ দিলে। স্পর্শমণিকে কেহ চিনিতে পারে না, চেনাইতে হইলে উহা দ্বারা লোহকে স্পর্শ করিতে হয়। প্রভু! আমি তর্ক করিয়া করিয়া যে লোহপিণ্ড হইয়াছিলাম, আমাকে স্পর্শন দ্বারা যখন দ্রব করিলে, তখনই আমি চিনিতে পারিলাম যে তুমি স্পর্শমণি।

সার্ব্বভৌমের আর দম্ভ নাই। তিনি তখন বিনয়ী, দীনহীন, কাঙ্গাল। তখন তাঁহার সর্ব্ব বচন ও সর্ব্ব অঙ্গ মধুময় হইয়াছে। তাঁহার বাক্য শুনিয়া ও ভঙ্গি দেখাইয়া ভক্তগণ আনন্দে দ্রবীভূত হইলেন। কিন্তু প্রভু কি করিলেন? তিনি সার্ব্বভৌমকে ষড়ভুজ দর্শন করাইয়াছেন, সার্ব্বভৌমকে প্রসাদান্ন ভোজন দ্বারা উদ্ধার করিয়াছেন, ইহা তাঁহার কিছু মনে নাই। অন্ততঃ সে সমুদায় তাঁহার মনে আছে, কি কস্মিন্‌-কালে অবগত ছিলেন, তাঁহার কথায় ও ভঙ্গিতে কিছুমাত্র বোধ হইল না। সার্ব্বভৌম তাঁহাকে শ্রীভগবান বলিয়া স্তব করিতেছেন শুনিয়া তিনি প্রথমে যেন বুঝিতে পারিলেন না। পরে বুঝিতে পারিয়া লজ্জায় মস্তক অবনত করিলেন, শেষে আর শুনিতে পারিলেন না, তাই—

দুই হস্তে ভগবান, আচ্ছাদিল দুই কাণ,
সার্ব্বভৌমে কহেন বচন।
শুন ভট্টাচার্য্য তুমি, তোমার বালক আমি,
মোরে কোথা করিবে বাৎসল্য।
তুমি মহা বিজ্ঞ হও, কেমনে একথা কও,
লোক উপহাসের প্রাবল্য॥"—(চন্দ্রোদয়।)

সার্ব্বভৌমকে প্রভু বলিতেছেন, “আমি তোমার বালক, তুমি আমারে কেন লজ্জা দিতেছ?” গোপীনাথ তখন আর থাকিতে পারিতেছেন না। বলিলেন, “ভট্টাচার্য্য! কেমন বলেছিলাম, এখন ঠিক হলো?” ভট্টাচার্য্য গোপীনাথের পানে চাহিলেন। আর দ্বন্দ্বের ইচ্ছা নাই, বিদ্রূপের শক্তি নাই। সার্ব্বভৌম কৃতজ্ঞ চক্ষে গোপীনাথকে দর্শন করিতে লাগিলেন। বলিতেছেন, ‘গোপীনাথ! আমার এই সম্পত্তি কেবল তোমা হতে। আমি প্রভুর কৃপা পাইবার কিছু করি নাই, কোন মতে উপযুক্তও নহি। তবে তুমি প্রভুর ভক্ত ও আমার দুরবস্থায় তোমার বড় দুঃখ হইতেছিল। প্রভু তোমার দুঃখ দেখিতে পারিলেন না, তাই তোমার নিমিত্ত আমাকে উদ্ধার করিলেন।’

এ কথা শুনিয়া প্রভু আর থাকিতে পারিলেন না। সার্ব্বভৌমকে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন। তখন মহা প্রীতিতে দুই জনে বসিয়া ভক্তি তত্ত্ব কথা কহিতে লাগিলেন। সার্ব্বভৌম তখন বেদ ও নানা শাস্ত্র হইতে শ্রীভগবানের ভক্তিই যে জীবের পুরুষার্থ, তাহা প্রমাণ করিলেন। প্রভু মহাসুখে শুনিতে লাগিলেন। সার্ব্বভৌম জিজ্ঞাসা করিলেন, “প্রভু, আমি এখন কি করিব? আমাকে উপদেশ করুন।” প্রভু বলিলেন, “কেন? শাস্ত্র ত উপদেশ করিয়া গিয়াছেন, হরিনাম ব্যতীত কলিতে আর গতি নাই।” ইহা বলিয়া প্রভু “হরের্ণামৈব কেবলং শ্লোক পাঠ করিলেন। এই কথা শুনিয়া ভট্টাচার্য্য এ শ্লোকের অর্থ শুনিতে চাহিলেন।

প্রভু আবিষ্ট হইয়া অর্থ করিলেন। এই এক সামান্য শ্লোকের দ্বারা প্রভু জীবের কি ধর্ম্ম তাহা বিস্তার করিয়া প্রমাণ করিলেন। সার্ব্বভৌম শুনিয়া চমৎকৃত হইলেন। এ শ্লোকের মধ্যে যে এত নিগূঢ় অর্থ আছে, তাহা তিনি কস্মিন্ কালেও জানিতেন না।

প্রভু এই শ্লোকের অর্থ দুই তিন স্থানে করিয়াছেন। কিরূপ অর্থ করেন তাহার আভাস মাত্র পাওয়া যায়, তাহা আমি প্রথম খণ্ডে দিয়াছি।

সার্ব্বভৌম গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন, ও যাইবার সময় জগদানন্দ ও দামোদরকে সঙ্গে করিয়া লইলেন। তাহার পরে—

উত্তম উত্তম প্রসাদ তাহাই আনিল।
নিজ বিপ্র হাতে দুই জনা সঙ্গে দিল॥

নিজ দুই শ্লোক লেখি এক তালপাতে।
প্রভুকে দিও বলি দিল জগদানন্দ হাতে॥—শ্রীচরিতামৃত।

এই দুই শ্লোক ও প্রসাদ লইয়া চারি জনে প্রভুর নিকট আসিলেন। মুকুন্দ, জগদানন্দের হাতে তালপাত দেখিয়া, উহা লইয়া শ্লোক পাঠ করিলেন। তিনি বুদ্ধির কার্য্য করিয়া ঐ দুই শ্লোক ঘরের ভিতে লিখিয়া রাখিলেন। জগদানন্দ সেই পত্র প্রভুর হাতে দিলেন, প্রভু পড়িয়া অমনি চিরিয়া ফেলিলেন। কিন্তু তাহাতে শ্লোক নষ্ট হইল না, যে হেতু মুকুন্দ পূর্ব্বে উহা প্রাচীরে লিখিয়া রাখিয়াছিলেন।

এই দুই শ্লোক ভক্ত কণ্ঠমণি হার।
সার্ব্বভৌমের কীর্ত্তি ঘোষে ঢক্কা বাদ্যকার॥—শ্রীচরিতামৃত।

সে দুই শ্লোক এই—

বৈরাগ্যবিদ্যানিজভক্তিযোগং, শিক্ষার্থমেকঃ পুরুষঃ পুরাণঃ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যশরীরধারী, কৃপাম্বুধির্যস্তমহং প্রপদ্যে॥ ১॥
কালান্নষ্টং ভক্তিযোগং নিজং যঃ প্রাদুষ্কর্ত্তুং কৃষ্ণচৈতন্য নামা।
আবির্ভূতস্তস্য পাদারবিন্দে, গাঢ়ং গাঢ়ং লীয়তাং চিত্তভৃঙ্গঃ॥ ২॥

সার্ব্বভৌম প্রথমে এই দুই শ্লোকে পরিচয় দিলেন যে, প্রভু তাঁহার হৃদয়ে কিরূপে উদয় হইয়াছেন। এই দুই শ্লোকের মর্ম্ম এই যে, "সেই পুরাণ পুরুষ, অর্থাৎ শ্রীভগবান, দেখিলেন যে তাঁহাতে যে ভক্তি ইহা ক্রমে নষ্ট হইতেছে, অতএব জীবের প্রতি কৃপা করিয়া সেই তাঁহার প্রতি ভক্তি প্রভৃতি ধর্ম্ম শিক্ষা দিবার নিমিত্ত, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম ধরিয়া যিনি জগতে আবির্ভূত হইয়াছেন, তাঁহার পাদপদ্ম আমার চিত্ত ভৃঙ্গ গাঢ়রূপে প্রাপ্ত হউক।"

সার্ব্বভৌম সম্বন্ধে আর গোটা দুই কথা বলিতে বাকি আছে। সার্ব্বভৌমের অবস্থা কিরূপ হইল তাহা চরিতামৃত এইরূপ বর্ণনা করিতেছেন, যথা—

সার্ব্বভৌম হইল প্রভুর ভক্ত এক জন।
মহাপ্রভুর সেবা বিনা নাহি অন্য মন॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শচীসুত গুণধাম।
এই ধ্যান, এই জপ লয় এই নাম॥

কিন্তু সার্ব্বভৌমের মনের কি ভাব হইল তাহার অন্য সাক্ষীব

প্রয়োজন নাই। তিনি স্বয়ং শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুকে স্তুতি করিয়া যে গ্রন্থ লিখিয়াছেন তাহা মুদ্রিত হইয়াছে। সার্ব্বভৌম শ্লোকছন্দে প্রভুর রূপ ধ্যান প্রভৃতি বর্ণনা করিতেন। পাঠক মহাশয়! আমি সেই গ্রন্থ হইতে গোটা কয়েক শ্লোক নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

উজ্জ্বল বরণ গৌরবর দেহং, বিলসতি নিরবধি ভাব বিদেহং।
ত্রিভুবন পাবন কৃপয়ালেশং, তং প্রণমামি চ শ্রীশচী তনয়ং॥
অরুণাম্বর ধর সুচারু কপোলং, ইন্দু বিনিন্দিত নখচয় রুচিরং।
জল্পিত নিজ গুণ নাম বিনোদং, তং প্রণমামি চ শ্রীশচী তনয়ং॥
বিগলিত নয়ন কমল জলধারং, ভূষণ নব রস ভাব বিকারং।
গতি অতি মন্থর নৃত্য বিলাসং, তং প্রণমামি চ শ্রীশচী তনয়ং॥
চঞ্চল চারু চরণগতি রুচিরং, মঞ্জীর রঞ্জিত পদযুগ মধুরং।
চন্দ্র বিনিন্দিত শীতল বদনং, তং প্রণমামি চ শ্রীশচী তনয়ং॥
ভূষণ ভূরজ অলকাবলিতং, কম্পিত বিম্বাধর বর রুচিরং।
মলয়জ বিরচিত উজ্জ্বল তিলকং, তং প্রণমামি চ শ্রীশচী তনয়ং॥
নিন্দিত অরুণ কমল দল নয়নং, আজানুলম্বিত শ্রীভুজ যুগলং।
কলেবর কৈশোর নর্ত্তক বেশং, তং প্রণমামি চ শ্রীশচী তনয়ং॥
নব গৌরবরং নব পুষ্পশরং, নব ভাবধরং নবোল্লাস্যপরং।
নব হাস্যকরং নব হেমবরং, প্রণমামি শচীসুত গৌরবরং॥
নব প্রেমযুতং নবনীতশুচং, নব বেশকৃতং নব প্রেমরসং॥
নবধা বিলাসং সদা প্রেমময়ং, প্রণমামি শচীসুত গৌরবরং॥
হরিভক্তি পরং হরিনাম ধরং, কর জপ্য করং হরিনাম পরং।
নয়নে সততং প্রেম সংবিশতং, প্রণমামি শচীসুত গৌরবরং॥
নিজ ভক্তি করং, প্রিয় চারুতরং, নট নর্ত্তন নাগরী রাজকুলং।
কুলকামিনী মানসোল্লাস্যকরং, প্রণমামি শচীসুত গৌরবরং॥
করতাল বলং নীলকণ্ঠ করং, মৃদঙ্গ ররাব সুবীণা মধুরং
নিজভক্তি গুণাবৃত নাট্যকরং, প্রণমামি শচীসুত গৌরবরং॥
যুগধর্ম্মযুতং পুন নন্দসুতং, ধরণী সুচিত্রং ভবভাবোচিতং।
তনু ধ্যান চিত্রং নিজবাস যুতং, প্রণমামি শচীসুত গৌরবরং॥
অরুণনয়নং চরণবসনং, বদনে স্খলিতং স্বনাম মধুরং।
কুরুতে সুরসং জগতো জীবনং, প্রণমামি শচীসুত গৌরবরং॥

এই শ্লোক গুলি সার্ব্বভৌমের। তিনি চর্ম্ম-চক্ষে ও দিব্য-চক্ষে প্রভুকে কিরূপ দেখিয়াছিলেন, তাহা উপরি উক্ত শ্লোক গুলি দ্বারা বুঝা যাইবে। শ্রীনিমাইয়ের কি রূপ, কি গুণ, কি প্রকৃতি ছিল, ভারতবর্ষের তখনকার সর্ব্বপ্রধান পণ্ডিত এই শ্লোকগুলি দ্বারা তাহার সাক্ষ্য দিতেছেন।

ভক্তগণ এই শ্লোক গুলি দ্বারা প্রভুর রূপ, গুণ, ও ধ্যান হৃদয়ে অঙ্কিত করিয়া লউন।

সার্ব্বভৌম উদ্ধার হইলেন বটে, কিন্তু এখন বাকি রহিলেন রূপ, সনাতন, রামানন্দ রায়, বৌদ্ধাচার্য্য ও প্রকাশানন্দ সরস্বতী। ইহার তাৎপর্য্য বলিতেছি। প্রভুর কার্য্য করিতে বড় বড় যে সকল বাধা ছিল, সে সমুদায় আপনি ক্রমে ক্রমে দূরীভূত করিতেছেন। যে কার্য্য ভক্তের দ্বারা সম্ভব তাহা ভক্তের দ্বারা করাইতেছেন, যাহা ভক্তের দ্বারা সম্ভব নয় তাহা আপনি করিতেছেন। প্রভুর প্রথম বাধা নবদ্বীপের রাজা জগাই মাধাই। প্রভু তাঁহাদিগকে উদ্ধার করিলেন। দ্বিতীয় বাধা চাঁদকাজী, প্রভু তাহাকে কৃপা করিলেন। তৃতীয় বাধা অধ্যাপক পণ্ডিত ও নৈয়ায়িকগণ। ইহাদের আদি স্থান শ্রীনবদ্বীপ, আর এ সম্প্রদায়ের সর্ব্ববাদীসম্মত রাজা শ্রীবাসুদেব সার্ব্বভৌম। প্রভু তাঁহাকে উদ্ধার করিলেন। এখন বাকি রহিলেন কয়েক জন, তাঁহাদেরও অন্য সকলের কথা ক্রমে বলিব, প্রকাশানন্দের কথা এখন একটু বলি।

নবদ্বীপ যেরূপ ন্যায়, তন্ত্র, স্মৃতি, ও পুরাণের স্থান, কাশী সেইরূপ বেদের স্থান। বেদ পড়িতে কাশীতে যাইতে হয়, সেখানকার উপাস্য দেবতা শঙ্করাচার্য্য, সেখানে তখনকার তাঁহার সর্ব্বপ্রধান পাণ্ডা প্রকাশানন্দ সরস্বতী। এই প্রকাশানন্দ দশ সহস্র শিষ্য লইয়া কাশীতে বিরাজ করেন। ইনি সার্ব্বভৌমের ন্যায় ভারতবিখ্যাত। সার্ব্বভৌম যেরূপ নবদ্বীপের পাণ্ডিত্যের ও বুদ্ধিবৃত্তির প্রকাশ, প্রকাশানন্দ ঐরূপ কাশীর বিদ্যাবুদ্ধির প্রকাশ। শঙ্করাচার্য্যের মত ও প্রভু শ্রীগৌরাঙ্গের মত ঠিক বিপরীত। শঙ্করাচার্য্য বলেন, "আমি তিনি, তিনি আমি।" প্রভু বলেন, "আমি তাঁহার, তিনি আমার"।" শঙ্করাচার্য্যের মত যদি ঠিক হয়, তবে প্রভুর মত বাতুলামি। যদি প্রভুর মত সত্য হয়, তবে শঙ্করের মত কর্ত্তব্যে নাস্তিকতা।

শঙ্করের মতে অনেকে আকৃষ্ট হয়েন, তাহার কয়েকটী কারণ আছে। প্রথমতঃ বড় হইতে সকলের সাধ, আর সাধারণের বিশ্বাস জ্ঞান বড়-লোকের দ্রব্য। জ্ঞানী লোকে ভক্তের ভাবকালি দেখিয়া হাসিবেন. আর ভক্তের ঘাড় হেট করিয়া বসিয়া থাকিতে হইবে। কারণ জ্ঞানীর এমন কিছু নাই যাহা ভক্তগণের বিদ্রুপের সামগ্রী হইতে পারে। জ্ঞানী লোকে বলিবেন, "স্ত্রীলোকে রোদন করে, তুমি রোদন কর কেন? নৃত্য কর তোমার লজ্জা করে না? এই মাটীতে মৃদঙ্গ হয় বলিয়া ঢলিয়া পড়, এই কি মনুষত্ব?" এই সমুদায় জ্ঞানী লোকের বিদ্রুপ-বাণের তীক্ষ্ণ আঘাত হইতে রক্ষা পাইবার ভক্তের কোন কবচ নাই। এ সমুদায় কথা শুনিয়া ভক্তের পরাজিত হইয়া বসিয়া থাকিতে হয়। কাজেই সাধারণের ধারণা যে শঙ্করের ধর্ম্ম বড় লোকের ধর্ম্ম, আর ভক্তের ধর্ম্ম দুর্ব্বলের ধর্ম্ম। কাজেই লোকে স্বভাবত শঙ্করের ধর্ম্মের আশ্রয় লইতে চায়

দ্বিতীয়তঃ শঙ্করের ধর্ম্মযাজন অপেক্ষাকৃত সহজ। শঙ্করের ধর্ম্মপালন করিতে আরাম আছে। "আমি তিনি, তিনি আমি" এই বলিয়া বসিয়া থাকিলে তাহার আর কোন ভজনের কাজ রহিল না, কেবল খাও ও আমোদ কর। পিতা যত্ন করিয়া পুত্রকে বিদ্যাভ্যাস করান। বিদ্যাভ্যাস করিলে তাঁহার পুত্রের মানসিক বৃত্তি পরিবর্দ্ধিত হইবে ও পরকালে ভাল হইবে। কিন্তু দুর্ব্বৃত্ত পুত্রের নিকট এ শাসন ভাল লাগে না। বিদ্যাভ্যাস করিতে প্রথমে কিছু কষ্ট, এ ভুবনে পরিশ্রম ব্যতীত কিছু লাভ হয় না। পুত্রের এ কষ্ট সহ্য হয় না। পিতা মরিয়া গেলেন, তখন পুত্র ভাবিল, "বাঁচিলাম, আর পড়িতে হইবে না।" এইরূপে, ভজন নাই এরূপ ধর্ম্মযাজন প্রথম সুলভ, তাই অনেকে উহাতে আকৃষ্ট হয়েন। তাঁহারা জানেন না যে, ভজনের ন্যায় সুখ ত্রিভুবনে আর নাই, তাহা জানিলে আর ভজনকে একটী কষ্টকর দণ্ড ভাবিতেন না।

ভক্তের ধারণা যে, শ্রীভগবদ্ভক্তি সর্ব্ব প্রধান কর্ম্ম। তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা বলবৎ কাজ শ্রীভগবানের ভজন। মোটা মুটী, ভক্ত হওয়া অপেক্ষা কর্ত্তব্যে নাস্তিক হওয়ায় আপাতত অনেক সুবিধা আছে।

কিন্তু ভক্তিধর্ম্মের আবার একটী শক্তি আছে, সে অনির্ব্বচনীয় ও অনিবার্য্য। একটী গল্প এখানে বলিব। বৈদ্যনাথ দেওঘরে এক জন

তেজস্বর সন্ন্যাসী আমাকে দর্শন দিতে আইলেন। তিনি বাঙ্গালী, ইংরাজী জানেন, সবল, ৫৫ বৎসর বয়স্ক। দেখিলাম, লোকটী সাধু বটে। আমি প্রণাম করিয়া আদর করিয়া বসাইলাম। কিন্তু মনে মনে বড় বিরক্ত হইলাম, যেহেতু আমি তখন বিরলে কিঞ্চিৎ ভজন করিতে যাইতেছিলাম। ভাবিলাম, অগত্যা আজ এই সন্ন্যাসীকে লইয়াই ভজন করিতে হইল; দেখি, যাহা আমার কপালে থাকে।

আমি বলিলাম, "ঠাকুর! তুমি কি কর, তোমার এ ব্রতের উদ্দেশ্য কি?" সন্ন্যাসী তখন নানা কথা বলিলেন। দেখিলাম, তিনি এক প্রকার উদ্দেশ্য-শূন্য। বলিতে কি, জীবমাত্রে প্রায় উদ্দেশ্য শূন্য! যে কোন সাধু হউন, যদি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা কর, তুমি যে এই কষ্ট করিতেছ, ইহা কি নিমিত্ত? তবে দেখিবেন যে, অনেক সময়ে তিনি নিজের কি উদ্দেশ্য তাহা ভাল করিয়া জানেন না।

ঠাকুরের মনের ভাব এই যে, তিনি একটী ভাল কাজ করিতেছেন; কিন্তু সে ভাল কাজ কি, তাহা বিচার করিয়া দেখেন নাই। আমি বলিলাম, "ঠাকুর! তুমি যে সমুদায় বড় বড় কথা বলিতেছ, উহার অধিকারী আমি নই। তুমি কৃপা করিয়া অধমের বাড়ী পদধূলি দিয়াছ, আমি তোমাকে দুই একটি গীত শুনাইব।" ইহা বলিয়া আমি সুরে সুর মিলাইয়া, একটী বিখ্যাত মহাজনের পদ গাইতে লাগিলাম। সে পদটীর প্রথম চরণ এই, যথা—

দণ্ডে দণ্ডে তিলে তিলে, চাঁদ মুখ না দেখিলে,
মরমে মরিয়া আমি থাকি, (সজনী গো)।

এ পদটী কেন গাইলাম বলিতেছি। আমি শ্রীভগবানের ভজন করিতে যাইতেছিলাম; যাইতে পারিলাম না, তাহাতে আমি একটু দুঃখ পাইলাম। মনের মধ্যে এই ভাব ছিল বলিয়া, উপরি উক্ত পদটী আমার মুখে আসিল।

এই প্রথম চরণ গাইতে আরম্ভ করিয়া দেখি, ঠাকুরের বদন ভক্তিতে লাবণ্যময় হইল, চক্ষু ছল ছল করিয়া আইল। তাহার পরে দ্বিতীয় চরণ গাইলাম, যথা—

দুই ভুজ লতা দিয়া, হৃদি মাঝে আকর্ষিয়া,
নয়নে নয়নে তারে রাখি, (সজনী গো)॥

তখন সন্ন্যাসী ঠাকুর অত্যন্ত অধীর হইলেন। তখন তাঁহার সুন্দর বদন দিয়া অতি পরিসর ধারা পড়িতে লাগিল।

একটু পরে সন্ন্যাসী ঠাকুর শান্ত হইলেন। কান্দিয়া ঠাকুরের চক্ষু রক্তবর্ণ হইয়াছে, বদন অতি কমনীয় হইয়াছে। বলিতেছেন, "এই ঠিক্, আমি ইহাই চাই। আমি এই সম্পত্তি কিরূপে পাইব, তাহারই নিমিত্ত ঘুরিয়া বেড়াইতেছি।"

যাহা স্বাভাবিক মিষ্ট তাহা প্রমাণ করিতে কষ্ট নাই। সদ্যোজাত শিশুর মুখে এক বিন্দু তিক্ত দিলে সে কান্দিয়া উঠিবে,—এক বিন্দু মধু দিলে চাটিতে থাকিবে। তাহাকে আর এ কথা বুঝাইতে হয় না যে, এ বস্তু তিত, এ বস্তু মিঠ। আমি সন্ন্যাসী ঠাকুরকে কখনই বুঝাইতে পারিতাম না যে, ভক্তি-ধর্ম্ম বলিয়া একটী সামগ্রী আছে, যাহা অতি মধুর, অতি সরল, ও অতি তেজস্কর। তাহা করিতে গেলেই যুদ্ধ বাধিত। তবে আমি করিলাম কি, না, তাঁহার বদনে, আস্বাদ করিতে, ভক্তি-ধর্ম্মরূপ মধু এক বিন্দু দিলাম। তিনি চাকিলেন, আর বেশ! বেশ! বলিয়া আনন্দে অধীর হইলেন।

শ্রীভগবানের সৃষ্টি সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর। আম্র দেখিতে সুন্দর, শুঁকিতে সুন্দর, আস্বাদিতে সুন্দর। সেইরূপ ভক্তি-ধর্ম্ম যাজন যে জীবের স্বভাবিক ধর্ম্ম, তাহার কয়েকটী সহজ লক্ষণ একে একে বলিতেছি।

শ্রীভগবান আছেন, অর্থাৎ একজন যে কর্ত্তা আছেন, ইহা মনুষ্য মাত্রের মনের অটল ভাব। যাহারা মুখে বলেন শ্রীভগবান নাই, তাঁহারা মুখে মুখে বলেন, মনে বলিতে পারেন না। কারণ, যেমন মস্তক না থাকিলে জীবন থাকে না, সেইরূপ ভগবান নাই এরূপ বিশ্বাস মনুষ্যের না থাকিলে তাহার পৃথক অস্তিত্বই থাকে না। সার কথা, যখন শ্রীভগবান আছেন, মনুষ্য মাত্রকে স্বভাব এই ভাব দিয়াছেন, তখন অবশ্য শ্রীভগবান আছেন।

দ্বিতীয়তঃ, জীব দিবানিশি নিরাশ্রয়ে ভাসিতেছে। সেই নিমিত্ত জীবের স্বভাব এই যে, বিপদে পড়িলে চুপ করিয়া বসিয়া থাকে না। যখন আপনি নিবারণ করিতে না পারে, তখন কান্দিয়া বলে, "শ্রীভগবান রক্ষা কর।" যদি শ্রীভগবান রক্ষা-কর্ত্তা না হইতেন, তবে স্বভাব মনুষ্যকে "ত্রাহি মাং রক্ষ মাং" এ ভাব দিতেন না। ইহাতে কি বুঝিলাম, না, "হে

শ্রীভগবান! তুমি আমার আশ্রয়। আমি দুর্ব্বল জীব, বিপন্ন, আমাকে রক্ষা কর।" এই যে ভাব ইহা স্বভাবসিদ্ধ।

আর এই ভাবকেই ভক্তি-ধর্ম্ম বলে, অতএব ভক্তি-ধর্ম্ম স্বাভাবিক। লোকে যাহাকে শঙ্করাচার্য্যের মত বলিয়া থাকেন, ইহা তাহার বিপরীত। অতএব ভক্তি বলিয়া মনেতে একটী মানসিক বৃত্তি আছে, সেই বৃত্তি আলোচনা মনুষ্যের স্বাভাবিক ধর্ম্ম, কাজেই উহা আলোচনায় সুখ আছে। লোকে তাই ভক্তির সামগ্রী খুঁজিয়া বেড়ায়, পাইলে কৃতার্থ হয়। কেহ এইরূপে স্বামীকে, কেহ গুরুকে, কেহ রাজাকে, আপনার ভক্তি টুকু দিয়া সুখ ভোগ করেন।

ত্রিপুরার মহারাজা সিংহাসনে বসিয়া। সরস্বতীর কৃপা-পাত্র যদুভট্ট তম্বুরা লইয়া তাঁহার নিজ-কৃত গীত দ্বারা মহারাজের সম্মুখে বসিয়া স্তুতি করিতেছেন। সুস্বরে তান লয় মিল করিয়া, তিলোক-কামোদ রাগিণীতে নিজ-কৃত এই গীত গাইতেছেন, যথা—

জয়তি ত্রিপুরেশ্বর দয়াল বীরচন্দ্র,
গুণী-জন প্রতিপালন,
তোমা সমান দাতা কই নাহি রাজা।

এই গীত শুনিয়া মহারাজের হৃদয় দ্রব হইল, গাইতে গাইতে যদুভট্টের হৃদয় আরো দ্রব হইল। উভয়ে উভয়ের রসে পরিপ্লুত হইলেন। মহারাজ ভক্তিরূপ সুধা গ্রহণ, ও ভট্ট উহা প্রদান, করিয়া আনন্দ-সাগরে ভাসিতে লাগিলেন। ভক্তির একটী ছবি দিলাম। সিংহাসনে সামান্য রাজাকে না বসাইয়া যদি রাজার রাজাকে বসাও, আর যদুভট্টের স্থানে এক জন ভক্তকে নিযুক্ত কর, তাহা হইলে বিশুদ্ধ ভক্তির একটী নিদর্শন পাইবে। প্রথমতঃ ভক্তি-ভজন কিরূপ মধুর বুঝিবে, তবে ভক্তি হইতে প্রেম-সাধন আরো মধুর লাগিবে।

কিন্তু এই ভক্তি আলোচনার সুখে একটী বাধা আছে। ভক্তির পাত্র মাত্রেই মলিন ও স্বার্থপর। এইরূপে পতিব্রতা স্ত্রী পতির মলিনতা ও স্বার্থপরতা দেখিয়া হৃদয়ে ব্যথা পায়েন, এইরূপে শিষ্য গুরুর মলিনতা দেখিয়া ক্লেশ পায়েন। সুতরাং ভক্তি হইতে তখনই অখণ্ড সুখোৎপত্তি হয়, যখন উহা শ্রীভগবানে অর্পিত হয়, যেহেতু তিনি দোষশূন্য ও গুণময়। অতএব হে মূর্খ-জীব! শ্রীভগবান না থাকিলে

স্বভাব কি কখন ভগবদ্ভক্তি দিতেন? স্বভাব জীবকে ভগবদ্ভক্তি দিয়াছেন; ইহাতে প্রমাণ করিতেছে যে, শ্রীভগবান আছেন। জীবের আনন্দের একটী প্রস্রবণ প্রেম, আর একটী প্রস্রবণ ভক্তি। তাই শ্রীভগবান জীবকে কৃপা করিয়া "ত্রাহি মাং রক্ষ মাং," কি "তুমি কৃপাময় ও পবিত্র ইত্যাদি," কি "তুমি নয়নানন্দ" বলিয়া পূজা করিয়া আনন্দ ভোগ করিবার নিমিত্ত ভক্তি ও প্রেম দিয়াছেন।

তাহার পরে ভক্তি-ধর্ম্ম চর্চ্চা যে মনুষ্যের স্বাভাবিক ধর্ম্ম তাহার আরো কারণ বলিতেছি। ভক্তি-ধর্ম্ম আমের ন্যায় সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর। গোপীগণ কি প্রয়োজনে শ্রীভগবানকে ভজনা করেন, দ্বিতীয় খণ্ডের মঙ্গলাচরণে তাহার কথা একটি চরণে উল্লেখ করিয়াছি। ভক্তিধর্ম্ম যাজন করিবার উপকরণ গুলি একবার স্মরণ করুন। যথা, পূর্ণিমা-নিশি বৃন্দাবন, কুসুম-কানন, লাবণ্য, সৌন্দর্য্য, কাব্য, সংগীত ও নৃত্য ইত্যাদি। ইহা যাজন করিলে বাহ্য-সৌন্দর্য্য হয় প্রতি অঙ্গ লাবণ্যময় হয়। যিনি যাজন করেন, তাঁহার নয়ন মনোহর, গলার স্বর মধুর, ও হৃদয় কোমল হয়। সুতরাং তাহাতে তাঁহার জ্ঞানরূপ বীজ সহজে ফলবতী হয়। তাঁহার প্রকৃতি মধুর হয়, আর তাঁহার দশ দিক সুখময় বোধহয়।

উচ্চ শ্রেণীর লোকের মধ্যে ভক্তি-ধর্ম্মের প্রধান বিরোধী শঙ্করাচার্য্য। অন্ততঃ শঙ্করাচার্য্যের ভাষ্য জ্ঞানী সন্ন্যাসীগণ যেরূপে ব্যাখ্যা করেন, উহা ভক্তি-ধর্ম্ম বিরোধী। তাঁহার তখনকার প্রধান পাণ্ডা শ্রীপ্রকাশানন্দ সরস্বতী, আর প্রভুর তখন প্রকাশানন্দকে উদ্ধার কার্য্য বাকী রহিল। ইহার প্রায় ছয় বৎসর পরে এই প্রধান কার্য্য সমাধা হয়।*

* যাঁহারা প্রকাশানন্দের উদ্ধার বিবরণ জানিতে উৎসুক, তাঁহারা কৃপা করিয়া আমার কৃত 'প্রবোধানন্দ ও গোপালভট্ট' পড়িবেন।

চতুর্থ অধ্যায়।

তোরা আয়রে পুরবাসীগণ, আনন্দেতে করি সংকীর্ত্তন।
তোদের ভবের মেলা, ধুলা খেলা, হারাস্‌নে জীবন রতন।
তোদের গোলকধামে লয়ে যেতে এসেছেন পতিতপাবন॥

মাঘ মাসে শুক্ল-পক্ষে প্রভু সন্ন্যাস লইয়া ফাল্‌গুন মাসে নীলাচলে আইলেন। চৈত্র মাস আসিয়াছে, প্রভু ভক্তগণ লইয়া সার্ব্বভৌমের মাসীর বাড়ীতে বাসা করিয়া আছেন। গোবিন্দ, জগদানন্দ, ও দামোদর ভিক্ষা করেন, প্রায়ই সার্ব্বভৌম ভিক্ষার নিমন্ত্রণ করেন। প্রভু অতি গোপনে বাস করিতেছেন, ভক্তগণ পরিবেষ্টিত হইয়া সর্ব্বদা থাকেন, কেহ নিকটে আসিতে পারে না। প্রভুর মহিমা কাজেই নীলাচলবাসীগণ ভাল করিয়া জানিতে পারিলেন না। তবে অবশ্য কিছু কিছু জানিতে পারিলেন সার্ব্বভৌম ক্রমে ক্রমে শশিকলার ন্যায় প্রেম ও ভক্তিতে বৃদ্ধি পাইতেছেন। কথায় আছে, গুপ্ত-প্রেম গুপ্ত থাকে না, সার্ব্বভৌম আপনার দশা গোপন করিবার অনেক চেষ্টা করিলেন, কিন্তু পারিলেন না। পূর্ব্বে তাঁহার এক ভাব, এখন আর এক ভাব! পূর্ব্বে দাম্ভিক, এখন অতি বিনয়ী। পূর্ব্বে নিরস, গভীর, ও কঠিন, এখন সর্ব্বদা তরল, চঞ্চল, প্রফুল্ল, মধুরভাষী, ও পরোপকারী। কথায় কথায় নয়নে জল আসিয়া, তাহার গুপ্ত-প্রেম ব্যক্ত করে। পড়ুয়াগণ ইহা জানিল, আর ইহাও জানিল যে, এ সব নবীন সন্ন্যাসীর কার্য্য। সুতরাং এ কথা নীলাচলময় ব্যক্ত হইল যে, সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য এখন বড় ভক্ত হইয়াছেন। আর তাঁহার পরিবর্ত্তনের কারণ, এক জন অতি সুন্দর নবীন-বয়স্ক সন্ন্যাসী। কিন্তু তবু নীলাচলবাসী কেহ প্রভুকে দেখিতে আইলেন না, তাহার নানা কারণ ছিল। প্রধান কারণ এই যে, পুরী তখন সাধু ও সন্ন্যাসীতে পরিপূরিত, কে কাহার তল্লাস করে?

প্রভু নীলাচলে দোল দেখিলেন, সার্ব্বভৌমকে উদ্ধার করিলেন, পরে এক দিবস ভক্তগণকে লইয়া যুক্তি করিতে বসিলেন। সকলে প্রভুকে ঘেরিয়া বসিলেন, প্রভু শ্রীনিতাইয়ের হস্ত ধরিয়া ও অন্যান্য ভক্তগণের পানে চাহিয়া বলিতে লাগিলেন, "তোমরা আমার চিরদিনের বান্ধব; তোমাদের ঋণ শোধ দিব, এমন আমার কিছু নাই। তোমরা কৃপা করিয়া আমাকে নীলাচলচন্দ্র দেখাইলে, এখন আমাকে সেইরূপ কৃপা করিয়া অনুমতি কর, আমি দক্ষিণ-দেশ যাইব।"

শ্রীনিত্যানন্দ দক্ষিণ যাইবার উদ্দেশ্য জিজ্ঞাসা করিলেন। আরো বলিলেন, "তুমি নীলাচলে বাস করিবে এরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছ, এখন আবার নীলাচল পরিত্যাগ কিরূপে করিবে?"

প্রভু বলিলেন, "আমার দাদা প্রায় বিংশতি বৎসর অনুদ্দেশ হইয়া দক্ষিণ দেশে গমন করেন। আমি এত দিন তোমাদের ও জননীর গাঢ় অনুরাগে তাঁহার তল্লাস লইতে পারি নাই। এখন আমি তাঁহার পথ অনুসরণ করিয়া গৃহের বাহির হইয়াছি, অতএব আমার প্রথম কর্ত্তব্য কর্ম্ম তাঁহার তল্লাস করা।"

এখন এখানে একটী নিগূঢ় রহস্য বলি। বিশ্বরূপ, পুনা নগরের নিকট পাণ্ডুপুরে, অষ্টাদশ বর্ষ বয়সে অদর্শন হয়েন। শিবানন্দ সেন উহা জানিতে পান। তাঁহার পুত্র কবিকর্ণপুর পিতার মুখে সেই ঘটনা শুনিয়া, তাঁহার কৃত গৌরগণোদ্দেশ দীপিকায় উহা লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, যথা—

যদা শ্রীবিশ্বরূপোঽয়ং তিরোভূতঃ সনাতনঃ।
নিত্যানন্দাবধূতেন মিলিত্বাপি তদাস্থিতঃ॥
ততোঽবধূতো ভগবান্ বলাত্মা
ভবন্ সদা বৈষ্ণববর্গ মধ্যে।
জজ্জ্বাল তিগ্মাংশু সহস্রতেজা
ইতি ব্রুবন্ মে জনকো ননর্ত্ত॥

তথা ভক্তমাল গ্রন্থে—

শ্রীগৌরাঙ্গের অগ্রজ শ্রীল বিশ্বরূপ মতি।
দার পরিগ্রহ নাহি কৈল হৈলা যতি॥
শ্রীমান্ ঈশ্বরপুরীতে নিজ শক্তি।
অর্পি তিরোধান কৈলা প্রচারিয়া ভক্তি॥
নিত্যানন্দ প্রভুতে এক শক্তিসঞ্চারিল।
ভক্তগণ মধ্যে তেজপুঞ্জ রূপ হৈলা॥
সহস্র সূর্য্যের তেজঃ ধারণ করিলা।
শিবানন্দ সেন হেরি নাচিতে লাগিলা॥

অতএব বিশ্বরূপ দেহ ত্যাগ করেন বটে, কিন্তু তাঁহার ছোট ভাই নিমাইকে ত্যাগ করেন না। বিশ্বরূপ প্রথমে ঈশ্বরপুরীর দেহে প্রবেশ

করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুকে মন্ত্র দান করেন। দাদা ব্যতীত আর কাহার নিকট শ্রীভগবান মন্ত্র কেন লইবেন? তাহা হইলে যে তাঁহার মর্য্যাদার ব্যাঘাত হয়? আবার ঈশ্বরপুরী যখন দেহত্যাগ করেন, তখন বিশ্বরূপ শ্রীনিত্যানন্দের শরীরে প্রবেশ করেন, করিয়া শ্রীবৃন্দাবন হইতে এক দৌড়ে শ্রীনবদ্বীপে চলিয়া আইসেন। সেই নিত্যানন্দের নিকট শ্রীগৌরাঙ্গ বলিতেছেন, আমি বিশ্বরূপের উদ্দেশে দক্ষিণ দেশে গমন করিব!

এখন, শ্রীনিত্যানন্দের শরীরে বিশ্বরূপ, এ কথার অর্থ কি? আমরা শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলায় এই অতি আশ্চর্য্য ও সুখপ্রদ কথাটীর বহুতর প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইতেছি। হে পাঠক! পুলকিতাঙ্গ হইয়া শ্রবণ করুন।

মহাভারতে দেখিবেন, যুধিষ্ঠির বনবাসী বিদুরের পশ্চাৎ গমন করিতে থাকিলে, তিনি তাঁহার পানে ফিরিয়া চাহিলেন, চাহিয়া আপন দেহ ত্যাগ করিয়া যুধিষ্ঠিরের শরীরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। এইরূপে আমাদের শাস্ত্রে পরকায়া প্রবেশ শক্তির কথা সর্ব্বস্থানে উক্ত আছে। সে কথার অর্থ এই। এই দেহটী একটী গৃহ মাত্র, আর অভ্যন্তরে পরমাত্মার সহিত জীবাত্মা বাস করেন। পরমাত্মা হইতে জীবাত্মা প্রাণ পান, আর দেহ দ্বারা তিনি অর্থাৎ জীবাত্মা জড় জগতের সহিত পরিচয় করেন। জীবাত্মা দেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দ্বারা শ্রবণ দর্শনাদি করিয়া জড় জগত হইতে শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া একটী স্বতন্ত্র জীব সৃষ্ট হয়েন। এই পৃথকীকৃত জীবটী, তাহার দেহরূপ গৃহ ভঙ্গ হইলে, অন্য স্থানে গমন করেন। সে স্থান তাঁহার দেহেন্দ্রিয়ের গোচর নহে, কিন্তু জীবাত্মার গোচর; এই গেল সর্ব্ব সাধারণ নিয়ম।

কিন্তু এমনও হইতে পারে যে, কোন পৃথকীকৃত জীবাত্মার এ জগতের কোন কর্ম্ম করিতে বাকি আছে, কি ইচ্ছা আছে। তখন তিনি কি করিবেন? তাঁহার দেহ নাই, সুতরাং জগতের সহিত কোন সম্বন্ধ স্থাপন করিতে পারেন না। তখন তাঁহার অন্যের দেহের সাহায্য লইতে হয়। ইহাকে বলে "ভূতে পাওয়া," কি সাধু ভাষায় "আবেশ"। এইরূপে সুরাসক্ত ব্যক্তি পরকালে মদ্য না পাইয়া, অথচ মদ্যের লোভে অভিভূত হইয়া, তাহার পিপাসা কথঞ্চিৎ পরিমাণে শান্তি করিবার নিমিত্ত, মদ্যপায়ীর দেহে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করে। এইরূপ দেহশূন্য জীবে, তাহার শোকাকুল নিজ জনকে সান্ত্বনা করিবার চেষ্টা করে। "চেষ্টা করে"

এ কথা উপরে বারম্বার বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, চেষ্টা করে, কিন্তু সহজে কি সর্ব্বদা পারে না। যদি দেহ-শূন্য জীব মনে করিলেই মনুষ্যের শরীরে প্রবেশ করিতে পারিত, তবে আর লোকের এই সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ হইত না। অতএব দেহশূন্য জীবে মনুষ্যের শরীরে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করে, কিন্তু সর্ব্বদা পারে না, কখন কখন পারে।

কি অবস্থায় পারে, কি অবস্থায় পারে না, তাহা লইয়া অধিক বিচার করিবার প্রয়োজন নাই। তবে একটী উদাহরণ বলিতেছি। তুমি তোমার ঘরে বাস করিতেছ। সেখানে যদি কেহ প্রবেশ করিতে চাহে, তবে, তোমার সম্মতি লইয়া কি জোর করিয়া, কি তোমার নিদ্রিত অবস্থায় তোমাকে লুকাইয়া, তাহার যাইতে হইবে। কোন দেহ-শূন্য জীব তোমার দেহে প্রবেশ করিবেন, করিয়া তোমাকে এক কোণে ঠেলিয়া ফেলিয়া, আপনি তোমার দেহটী লইয়া আমোদ করিবেন, এরূপ বন্দবস্তে তুমি কখন সম্মত হইতে পার না। অতএব যদি তোমার দেহে, কোন দেহ-শূন্য জীব প্রবেশ করিতে ইচ্ছা করেন, তবে তুমি, জান না, কিন্তু তবু তুমি ভিতরে ভিতরে, তাহার বিরোধী হইয়া থাক, আর তাই তোমার দেহে কেহ সহজে অধিকার করিতে পারে না।

কিন্তু কখন কখন তোমার এরূপ অবস্থা হয় যে, তুমি সচেতন থাক না। তাহা হইলে কেহ অনায়াসে চুপে চুপে তোমার দেহে প্রবেশ করিতে পারে। তাই নিদ্রিত অবস্থায় অনেক সময় দেহ-শূন্য জীবের সহিত পরিচয় হয়। কখন বা তুমি ইচ্ছা করিয়া আপনার দেহে দেহ-শূন্য জীবকে আসিতে আহ্বান কর। এইরূপে জীবে ইচ্ছা মত আবিষ্ট হইয়া থাকে; যেমন বসিয়া প্রেত সাধন কি স্প্রিচুয়াল সার্কেল করা। কখন বা তুমি অন্যমনস্ক, কি অসাবধান আছ; এমন সময় ফাঁক পাইয়া, তোমার শরীরে দেহ-শূন্য জীব প্রবেশ করিল।

স্ত্রীলোকের যে ভূতাবেশ হয়, তাহা প্রায় এই শেষোক্ত রূপে। স্ত্রীলোকের বিরোধ-শক্তি অল্প। কোন একটী দেহশূন্য জীবে হঠাৎ তাহার দেহে প্রবেশ করিল, করিয়া আর ছাড়িল না। সেই দেহ-শূন্য জীবের প্রেতভূমি ভাল লাগে নাই, তাহার সেখানে থাকিতে নিতান্ত অনিচ্ছা। এখন সে একটী দেহ পাইয়া এ জগতে আবার বাঁচিয়া উঠিল। সে যে দেহ আশ্রয় করিয়াছে উহা কেন ছাড়িবে? অতএব তাহাকে নানা উপায়ে দেহ হইতে বিতাড়িত করিতে হয়। তাহাকে বলে ভূত-ছাড়ান।

আবার কেহ কেহ শক্তি-সম্পন্ন। তাঁহারা বাহুবলে তোমার গৃহে প্রবেশ করিতে পারেন, তুমি নিবারণ করিতে পার না। তাঁহারা বড় লোক। তাঁহারা ইচ্ছা করিলেই তাঁহাদের অপেক্ষা দুর্ব্বল জীবের দেহে প্রবেশ করিতে পারেন, তবে তাঁহারা তাহা বিশেষ কোন কারণ ব্যতীত করেন না, কারণ তাঁহারা মহৎ লোক। স্বার্থের নিমিত্ত অন্যের দেহে বল করিয়া প্রবেশরূপ কুকর্ম্ম তাঁহারা কেন করিবেন?

যখন দেহ ভঙ্গ হয়, তখন জীব দেহ-শূন্য হইয়া অন্য স্থানে গমন করে। কখন যোগ-সাধন শক্তিতে কেহ বা দেহ হইতে আপনার আত্মা বাহির করিতে পারেন, আবার উহা দেহে প্রবেশ করাইতে পারেন। যখন তাঁহার আত্মা দেহ হইতে বাহির করেন, তখন তাঁহার দেহ মরিয়া পড়িয়া থাকে, আবার যখন তাঁহার আত্মা দেহের মধ্যে প্রবেশ করে, তখন সে দেহ বাঁচিয়া উঠে। এইরূপে যোগ বলে কোন মনুষ্য, দেহ হইতে আত্মা বাহির করিয়া, অন্য দেহে প্রবেশ করিতে পারে। ইহাকেই বলে পরকায়া-প্রবেশ।

অতএব পরকায়া প্রবেশ দুইরূপ। দেহ-বিশিষ্ট মনুষ্যে যোগ-বলে পরকায়া প্রবেশ করিতে পারেন, ও দেহ-শূন্য মনুষ্য, অর্থাৎ মনুষ্য মরিয়া গেলে, পরকায়া প্রবেশ করিতে পারেন।

দেহ-স্বামীর সহিত, দেহ-শূন্য আত্মা-অতিথীর চারি প্রকার সম্বন্ধ হইতে পারে। প্রথম, কোন দেহ-শূন্য জীব অন্যের শরীরে প্রবেশ করিলেন, করিয়া এক কোণে পড়িয়া থাকিলেন; দেহ-স্বামীর সহিত কোন সম্বন্ধ রাখিলেন না। তিনি যে সেখানে আছেন তাহা জানিতেও দিলেন না। তিনি দেহ-স্বামীর দেহ-রূপ গৃহে বাস করেন বই নয়। দেহ-স্বামীর সহিত প্রত্যক্ষরূপে আর কোন সম্বন্ধ রাখেন না। যেমন বিদুর যুধিষ্ঠিরের শরীরে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার দেহ জীর্ণ হইয়াছিল, আর উহাতে বাস করিতে পারিতেছিলেন না, অথচ পৃথিবীতে আর কিছু কাল কোন কার্য্যের নিমিত্ত থাকিতে তাঁহার ইচ্ছা হইল। তাই বিদুর আপনার দেহ ফেলিয়া দিয়া যুধিষ্ঠীরের দেহে প্রবেশ করিয়া সেখানে বাস করিতে লাগিলেন। যুধিষ্ঠির জানিতে পারিলেন না যে, বিদুর তাঁহার দেহরূপ গৃহের এক কোণে বাস করিতেছেন।

এইরূপে কার্য্য সিদ্ধির নিমিত্ত দেহ-শূন্য জীব চুপে চুপে অন্যের

দেহে প্রবেশ করেন। সেখানে গোপনে বাস করেন, এত গোপনে যে দেহ-স্বামী পর্য্যন্ত অবস্থিতি জানিতে পারেন না। শিশুগণ, যাহাদের দৈবাৎ দেহ-ভঙ্গ হইয়া গিয়াছে, অর্থাৎ জগতে তাহাদের যে শিক্ষার প্রয়োজন তাহা হয় নাই, তাহারা এইরূপে, তাহাদের ভ্রাতা, কি ভগ্নী, কি পিতা, কি মাতার দেহে চুপে চুপে বাস করিয়া পরিবর্দ্ধিত হয়।

কিন্তু দেহ-শূন্য জীব, দেহি-জীবের সহিত আর কয়েক প্রকার সম্বন্ধ পাতাইয়া থাকেন। এক প্রকার এইরূপ। যথা, দেহ-শূন্য জীব, দেহ-স্বামীর দেহে প্রবেশ করিয়াছে, করিয়া উহা অধিকার করিবার চেষ্টা করিতেছে। কতক পারিতেছে, কতক পারিতেছে না। আর এক প্রকার এই, দেহ-শূন্য জীব, দেহীর দেহে প্রবেশ করিয়াছে, দেহ সম্পূর্ণরূপে অধিকার করিতেছে, কখন একেবারে ছাড়িয়া দিতেছে। আর এক প্রকার এই যে, আত্মা অন্যের দেহ সম্পূর্ণরূপে অধিকার করিয়াছে, করিয়া আর ছাড়িয়া দিতেছে না। যাহার দেহ তাহাকে এক কোণে ঠেলিয়া ফেলিয়া আপনি দেহটিকে সম্পূর্ণরূপে অধিকার করিয়া বসিয়া আছে।

এখন এই কয়েক প্রকার পরকায়া প্রবেশের কথা পর পর বিবরিয়া বলিতেছি।

প্রথম। আত্মা অন্যের দেহে প্রবেশ করিল, করিয়া চুপে চুপে বাস করিতে লাগিল, দেহ-স্বামী জানিতে পারিল না।

দ্বিতীয়। আত্মা অন্যের দেহে প্রবেশ করিল, কিন্তু দেহটী সম্পূর্ণ অধিকার করিতে পারিল না।

তৃতীয়। আত্মা অন্যের দেহে প্রবেশ করিল, ও দেহটী সম্পূর্ণরূপে অধিকার করিল। এইরূপে ইচ্ছামত দেহটী অধিকার করে, ইচ্ছামত ছাড়িয়া দেয়। সমস্ত গৌরলীলাটী এইরূপ আবেশের ভিত্তিভূমিতে স্থাপিত।

চতুর্থ। আত্মা অন্য দেহে প্রবেশ করিল, করিয়া দেহস্বামীকে ঠেলিয়া ফেলিয়া আপনি দেহটী অধিকার করিয়া বসিল, আর তাড়াইয়া না দিলে ঐ স্থান ছাড়িল না। ইহাকে ভূতে পাওয়া বলে।

কোন পাঠক বলিতে পারেন যে, উপরে যাহা লেখা হইল, তিনি তাহার এক আখরও বিশ্বাস করেন না। আমরাও বলিতেছি যে, তর্ক করিয়া তাঁহাকে বুঝাইবার চেষ্টাও আমরা করিব না, যেহেতু এ সমস্ত

নিগূঢ় বিষয় বুঝাইতে তর্কের শক্তিতে কুলায় না। তবে একটী কথা বলিয়া রাখি। তুমি পশু-জীবন না দেব-জীবন যাপন করিবে? অর্থাৎ পশুর মত খাইলাম, নিদ্রা গেলাম ও মরিয়া গেলাম, ইহাই করিবে, না পশুত্ব অপেক্ষা অন্য কোন সম্পত্তি আছে কিনা তাহার অনুসন্ধান করিবে? যদি তোমার পশু-জীবন ব্যতীত অন্যরূপ জীবনে স্পৃহা থাকে, তবে অগ্রে তোমার মলিন চিত্তদর্পণকে নির্ম্মল করিবার চেষ্টা কর। সাধন-ভজন কর ও সাধু-সঙ্গ কর। তাহা হইলে ক্রমে তোমার চিত্ত পরিষ্কৃত হইবে। তখন অনেক বিষয় দেখিতে পাইবে, যাহা তুমি এখন দেখিতে পাইতেছ না। দুর্ভাগ্য ক্রমে তুমি দেখিতে পাও না, তাই বলিয়া যাহারা বলে দেখিতে পাই, তাহাদের কথা দম্ভের সহিত উড়াইয়া না দিয়া, স্বভাবের প্রকৃতি ধরিয়া, শ্রীভগবানের অপরূপ মনুষ্য সৃষ্টি অনুশীলন ও অনুসন্ধান কর। তাহা হইলে সেই কারিগর শিরোমণির অনেক কারিগরি দেখিতে পাইবে। তখন আর এ সমস্ত নিগূঢ় বিষয় সম্বন্ধে কিছু মাত্র সন্দেহ থাকিবে না।

তবে তোমার যাহাতে উপরের কথা গুলিতে বিশ্বাস হয়, তাহার সাহার্য্যের নিমিত্ত দুই একটী কথা বলিব। যে কথা সর্ব্বস্থানে ও সর্ব্বকালে প্রচলিত আছে, তাহা যে অমূলক হইতে পারে না, ইহা বিজ্ঞ লোকের স্বীকার করা কর্ত্তব্য। এই উপরে যে আবেশের কথা বলিলাম, ইহা সর্ব্ব শাস্ত্রে, সর্ব্ব দেশে, সর্ব্ব সময়ে, কি অসভ্য বর্ব্বর, কি সুসভ্য জাতীর মধ্যে দেখিতে পাইবে। পৃথিবীতে যত প্রকার ধর্ম্ম প্রচলিত হইয়াছে সমুদায়ের ভিত্তিভূমি এই আবেশ। বাইবেলে এই আবেশের কথা লেখা আছে। মহম্মদ স্বয়ং আবিষ্ট হইতেন। বুদ্ধদেব ও হিন্দুদের ত কথাই নাই।

যখন ইউরোপের মেস্মেরিজমের কথা প্রথমে শুনিলাম, তখন আমরা উহা অবিশ্বাস করিয়াছিলাম। ভাবিতাম, গাত্রে হস্ত বুলাইয়া রোগ আরাম করা অসম্ভব। কিন্তু আমরা মেস্মেরিজমের প্রক্রিয়া দেখিলাম, দেখিলাম ঠিক আমাদের মন্ত্র দ্বারা ঝাড়ানের মত। অগ্রে মেস্মেরিজম মানিতাম না, মন্ত্রদ্বারা ঝাড়ানও মানিতাম না। এখন দুই মানিতে বাধ্য হইলাম। দেখিলাম, মেস্মেরিজমে গাত্রে হস্ত বুলায়, ফুৎকার দেয়, আর রোগীকে বলে, "বল, নাই"। পূর্ব্বে ঝাড়ানেতেও

ঠিক এইরূপ দেখিয়াছিলাম। তখন বুঝিলাম যে, ইহাতে প্রকৃতপক্ষে শক্তি না থাকিলে, এরূপ অদ্ভুত রোগ আরোগ্যের পদ্ধতি দুই স্থানে দুই সময় অবলম্বিত হইত না।

শ্রীগৌরাঙ্গলীলায় এই আবেশের কথা আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত পাওয়া যায়। পূর্ব্বে এই পরকায়া-প্রবেশের কথা শাস্ত্রে দেখিতাম,—শুধু আমাদের শাস্ত্রে নয়, বৌদ্ধ শাস্ত্রে, খ্রীষ্টিয়ান শাস্ত্রে, মুসলমান শাস্ত্রে। পরে, সম্প্রতি, ঠিক এই কথা, আমেরিকা কি অন্যান্য দেশে উঠিল। তাহার পরে, আমরা শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলা পাঠ করিলাম। দেখিলাম, আমূল কেবল ঐ কথা। তখন বিস্মিত হইলাম। তখন ভাবিলাম, এই আবেশ প্রকৃত সত্য না হইলে এরূপ সর্ব্বদেশের মহাপুরুষগণ উহা মানিতেন না। তবে আমেরিকার কাণ্ড প্রায় ভূতপ্রেত লইয়া, শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলার কাণ্ড দেবদেবী, এমন কি, স্বয়ং শ্রীভগবান লইয়া।

বিবেচনা করুন, এই পরকালে যে বিশ্বাস, উহা সাধন ভজনের ভিত্তিভূমি। পরকালে বিশ্বাস নাই বলিয়া লোকে নাস্তিক হয়, কুকর্ম্মান্বিত হয়, লোকে দুঃখে অভিভূত হয়, আর জীব জগতের দুঃখে কাতর হয় না। পুত্র-শোক বড় দুঃখ, কিন্তু যদি পুত্রের সহিত মিলন হইবার সম্ভাবনা থাকে, তবে সে শোকে কাতর করিতে পারে না। এইরূপে মনুষ্যের যে কোন দুঃখ হউক, যদি পরকালে বিশ্বাস থাকে, তবে সে দুঃখ সহ্য করা সহজ হইয়া উঠে। পরকালে যাহার বিশ্বাস আছে, তাহার নিকট মৃত্যু অতি প্রিয়-সুহৃদ্, দুঃখ তৃণের ন্যায় তাচ্ছিল্যের সামগ্রী। অতএব এই বিশ্বাস মনুষ্য-সুখের ভিত্তিভূমি। তাই আমি এ কথা একটু বিস্তার করিয়া বিচার করিতেছি।

আমরা শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলায় দেখিলাম যে, এই পরকায়া-প্রবেশের কথা সর্ব্বশাস্ত্রে যেরূপ আছে এবং আমেরিকাতে যে সমুদায় কাণ্ড হইতেছে, তাহারই প্রমাণ উহাতে রহিয়াছে। গৌরাঙ্গ-লীলার প্রমাণ গুলি দেখিলে সে গুলি যে সত্য, তাহা আপনি আপনি মনে বিশ্বাস হয়। এমন কি, আমেরিকার কাণ্ড গুলি যদিও এ কালের কথা, আর শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলার কথা চারি শত বর্ষ পূর্ব্বের কথা, তবু আমেরিকার প্রমাণ অপেক্ষা শ্রীগৌরাঙ্গলীলা ঘটিত ঘটনার প্রমাণই বলবৎ।

কেন, তার কারণ বলা বাহুল্য। প্রথমতঃ, ঘটনা গুলি শুনিলেই বুঝা যায়, উহা কল্পনার কথা নয়। শুনিলেই, আপনা আপনি মনে বিশ্বাস হয়। কোন্ ঘটনা সত্য কি অসত্য, তাহার ইহা অপেক্ষা বলবৎ প্রমাণ আর নাই, যে, শুনিলেই মনে উহা বসিয়া যায়। আমেরিকায় এই আবেশ লইয়া কেবল ছাই পাঁসের আলোচনা হয়, কিন্তু গৌর-লীলায় ইহা দ্বারা মনুষ্যের নিগূঢ়-তত্ত্ব প্রকাশিত হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, গৌরাঙ্গ-লীলা যাঁহারা লিখিয়াছেন, তাঁহারা সাধু। তাঁহাদের নাম স্মরণে ভুবন পবিত্র হয়। তৃতীয়তঃ, যাঁহারা ঐ লীলা লিখিয়াছেন, তাঁহারা শ্রীপ্রভুকে স্বয়ং তিনি, অর্থাৎ পূর্ণব্রহ্ম সনাতন, বলিয়া জানিতেন। তাঁহারা তাঁহার সম্বন্ধে মিথ্যা লিখিতে সাহস কখন পাইতেন না। তাঁহার লীলা লিখিতে, কোন আনুমানিক কথা লেখা যে মহাপাপ, তাহা তাঁহারা বেশ জানিতেন। শিবানন্দ সেনের পুত্র শ্রীকবি-কর্ণপুর, তাঁহার নিজের কাহিনী এইরূপ বলেন। তাঁহার বয়স তখন সাত বৎসর। তিনি শ্রীগৌরাঙ্গের বাম-পদের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ বদনে করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার তদ্দণ্ডে সংস্কৃত ভাষা জ্ঞান, ও কবিত্ব স্ফূর্ত্তি হয়। হইয়া, যদিও তিনি কিছুমাত্র সংস্কৃত জানিতেন না, তবু অঙ্গুষ্ঠ স্পর্শ মাত্র এক শ্লোক রচনা করিয়া প্রভুকে শুনাইয়াছিলেন।

কবি কর্ণপুর তাঁহার গৌরাঙ্গ-লীলা ঘটিত "চৈতন্য চন্দ্রোদয়" নামক অপরূপ নাটক সমাপ্ত করিয়া ইহাই বলিতেছেন, যথা—

যদ্যোচ্ছিষ্ট প্রসাদা দয়মজনি মম প্রৌঢ়িমা কাব্যরূপী,
বাগ্দেব্যা যঃ কৃতার্থীকৃত ইহ সময়োৎকীর্ত্ত্যা তস্যাবতারং।
যৎ কর্ত্তব্যং ময়ৈ তৎকৃতমিহ সুধিয়ো যেহনুরজ্যন্তি তে হমী,
শৃণ্বন্ত্বন্যান্নমামশ্চরিত মিদমমী কল্পিতং নো বিদন্ত॥

উপরের শ্লোকের প্রেমদাসের অনুবাদ—

যদুচ্ছিষ্ট প্রসাদেতে, প্রৌঢ়িমা হইল চিতে,
ইচ্ছা হইল কাব্য রচিবারে।
বাগ্দেবী বসিয়া মুখে, গৌরলীলা বর্ণে সুখে,
দ্বার মাত্র করিয়া আমারে॥
আমার কর্ত্তব্য যেই, তা আমি করিল এই,
সুবুদ্ধি হয়েন যেই জন।

ইথে অনুরাগ তার, গৌরলীলামৃত সার,
নিরবধি করুন শ্রবণ॥
গৌরলীলা যে দেখিনু, তার কিছু বিচারিনু,
সত্য এই না কহি কল্পন।
ইথে রতি নাহি যার, দূরে তারে নমস্কার,
তার মুখ না দেখি কখন॥

শ্লোকঃ।

শ্রীচৈতন্যকথা যথামতি যথাদৃষ্টং যথাকর্ণিতং,
জগ্রন্থে কিয়তী তদীয় কৃপয়া বালেন যেয়ং ময়া।
এতাং তৎ প্রিয়মণ্ডলে শিব শিব স্মৃত্যৈকশেষং গতে,
কো জানাতু শৃণোতু কস্তদনয়া কৃষ্ণঃ-স্বয়ং প্রীয়তাং॥

প্রেম দাসের অনুবাদ—

শ্রীচৈতন্য কথামৃত, দেখিনু শুনিনু যত,
কোটী গ্রন্থে না যায় বর্ণন।
দানলীলা যাত্রা।
অজ্ঞান বালক হঞা, আমি তার কৃপা পাঞা,
কিছু মাত্র করিল লিখন॥
গৌর প্রিয় মণ্ডল, তা দেখিল যে সকল
স্মৃতি পথে গেল তাহা সব।
পুস্তকে লিখিল যাহা, সত্য হয় নয় তাহা,
অন্য কেবা জানিব শুনিব॥
অতএব কৃষ্ণ তুমি, সর্ব্বজ্ঞের শিরোমণি,
অন্তর্ব্বাহ্য তোমাতে গোচর।
যদি সত্য লিখি আমি, তবে তুষ্ট হঞা তুমি,
প্রীতি হবে আমার উপর॥

হিন্দুগণ কখন সপথ করিতে ইচ্ছুক নহেন, ইংরাজ অধিবাসীগণ তাহা বেশ জানেন। কেন চাহেন না, পাছে ভুলক্রমে মুখ দিয়া একটী মিথ্যা কথা বাহির হয়। কবি কর্ণপুর পরম ভাগবত, হিন্দু হইয়া, ও শ্রীকৃষ্ণের নাম লইয়া এইরূপ কঠোর সপথ করিয়া, তাঁহার

গ্রন্থ সমাপন করিতেছেন যে, "যদি তিনি সত্য বলেন, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার প্রতি তুষ্ট হইবেন।" অর্থাৎ যদি মিথ্যা লিখেন তিনি অসন্তুষ্ট হইবেন।

শ্রীনবদ্বীপে শ্রীনিমাই যে কৃষ্ণযাত্রা লীলা, অর্থাৎ দানলীলা, করিলেন, সেই লীলা বর্ণনা করিতে কর্ণপুর বলিতেছেন যে, রঙ্গভূমিতে উপস্থিত হইলে প্রত্যেকের শরীরে ব্রজের পরিকর একে একে প্রবেশ করিলেন। যথা, শ্রীঅদ্বৈতের দেহে শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীনিমাইয়ের দেহে শ্রীমতী রাধিকা, শ্রীগদাধরের দেহে ললিতা ও শ্রীনিতাইয়ের দেহে বড়াই বুড়ী। অদ্বৈত পঞ্চাশ-বর্ষ বয়স্ক, কিন্তু তখন পঞ্চদশ-বর্ষ বয়স্ক নবীন-যুবক বলিয়া বোধ হইতেছেন; এমন কি, ঠিক শ্রীকৃষ্ণের মত। কবি কর্ণপুর বলিতেছেন যে, শুদ্ধ বেশে যে অদ্বৈতকে ওরূপ দেখা যাইতেছিল এরূপ নয়, কারণ শুদ্ধ বেশে ওরূপ আমূল ও আন্তরিক ও বাহ্যিক পরিবর্ত্তন হয় না। তবে অদ্বৈত ঠিক কৃষ্ণরূপে যে প্রকাশ পাইলেন, তাহার কারণ এই যে, তাহার শরীরে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং-প্রবেশ করিয়াছিলেন।

যথা কবিকর্ণপুরের চন্দ্রোদয় নাটকে—

এহি ত অদ্বৈত নয় বুঝিনু নিশ্চয়।
বেশ রচনার শিল্পে এমত কি হয়?
কিন্তু স্বয়ং কৃষ্ণ হয়েছিলেন আবির্ভাব।

প্রেমদাসের চন্দ্রোদয় নাটকের অনুবাদ।

এই গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের, দ্বিতীয় অধ্যায়ে, এই কৃষ্ণ-যাত্রা বর্ণিত আছে। পাঠক মহাশয় কৃপা করিয়া এই দানলীলা পাঠ করিয়া দেখিবেন। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমতীকে যখন আকর্ষণ করিলেন, তখন তাহার পরে কি লীলা হইল তাহা আর নরলোককে দেখিতে দিবেন না বলিয়া সমুদায় ব্রজের পরিকর অন্তর্ধান করিলেন। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীমতী রাধা, শ্রীললিতা, শ্রীবড়াই বুড়ী সকলেই চলিয়া গেলেন। রহিলেন কে —না, শ্রীঅদ্বৈত, শ্রীনিমাই, শ্রীগদাধর, ও শ্রীনিতাই।

এখানে চন্দ্রোদয় নাটক হইতে কিছু অনুবাদ করিতেছি। মৈত্রি ও প্রেম-ভক্তিতে কথা হইতেছে। মৈত্রি প্রভুর এই দান-লীলার কথা শুনিতেছেন, প্রেম-ভক্তি বর্ণনা করিতেছেন। শ্রীঅদ্বৈতের দেহে শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীনিমাইয়ের দেহে শ্রীমতী রাধা, শ্রীনিতাইয়ের দেহে বড়াই বুড়ী প্রবেশ করিয়া দান-লীলা করিতেছেন।

প্রেমভক্তি। যখন শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমতী রাধার বসন ধরিলেন, তখন বড়াই বুড়ি কোপাবিষ্ট হইয়া রাধাকে লইয়া অন্তর্ধান করিলেন। বড়াই বুড়ী রাধাকে লইয়া এইরূপে অন্তর্দ্ধান করিলে নিত্যানন্দ নিজরূপ ধরিলেন, ধরিয়া মহা আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন।

মৈত্রি। সে কি? বড়াই বুড়ী কোথা গেলেন, শ্রীনিত্যানন্দই বা কিরূপে আইলেন?

প্রেম ভক্তি। বড়াই বুড়ী নিত্যানন্দে প্রবেশ করিয়াছিলেন। তিনি শেষ লীলা আর মনুষ্যকে দেখাইবেন না বলিয়া অন্তর্ধান করিলেন, কাজেই নিত্যানন্দ রহিলেন। সে কিরূপ বলিতেছি। যেমন জলে উত্তাপ প্রবেশ করিলে উহা তপ্ত হয়, আবার তাপ চলিয়া গেলে উহা পূর্ব্বকার মত শীতল হয়। সেইরূপ যখন বড়াই নিত্যানন্দে প্রবেশ করেন তখন একরূপ হইয়াছিলেন, আবার বড়াই চলিয়া গেলে তিনি পূর্ব্বকার সহজ নিত্যানন্দ হইলেন।

এই ঘটনাটীতে পরকায়া-প্রবেশ রূপ প্রক্রিয়ার ব্যাখ্যা এবং প্রকারান্তরে পরকালের অস্তিত্ব প্রমাণ করিতেছে।

এখন বাছিয়া বাছিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলা হইতে আর দুই চারিটী ইহা অপেক্ষাও অদ্ভুত ঘটনা বলিতেছি। পূর্ব্বে বলিয়াছি, শ্রীগৌরাঙ্গের দেহ শ্রীভগবানের, অতএব উহাতে ব্রহ্মাণ্ড-প্রকাশ হইতে পারেন। আর সেই দেহে অক্রূর, ব্রহ্মা, মহাদেব, প্রভৃতি সকলি প্রকাশ হইতেন। যে দিবস শ্রীগৌরাঙ্গ মুরারির দেব-গৃহে নর-বরাহ আকার ধারণ করেন, সে দিন দেবগৃহে প্রবেশ করিয়া প্রভু আপনা আপনি বলিতেছেন, "একি দেখি? ইনি যে প্রকাণ্ড শুকরাকৃতি? ইনি যে আমার মর্ম্ম স্পর্শ করিতে আসিতেছেন।" ইহা বলিতে বলিতে যেন বরাহের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার নিমিত্ত পশ্চাৎ হটিতে লাগিলেন, হটিতে হটিতে অচেতন হইলেন, হইয়া, নরবরাহাকৃতি হইয়া বিশাল গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ যখন বলরাম-রূপে প্রকাশ থাকেন, সে কাহিনীটী পাঠক মহাশয় কৃপা করিয়া এই গ্রন্থে দ্বিতীয় খণ্ডের ষষ্ঠ অধ্যায় পড়িয়া দেখিবেন। শ্রীগৌরাঙ্গ অমানুষিক বল ধরিয়া নৃত্য করিতেছেন, ভক্তগণ বুঝিতে পারিতেছেন না, প্রভু তখন কাহার প্রকাশ-রূপে বিরাজ করিতেছেন। তাই তাঁহার মাতৃস্বসৃ-পতি চন্দ্রশেখর তাঁহাকে একটু শচে-

ভন দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, বাপ তোমার একি ভাব, আমরা বুঝিতে পারিতেছি না।" প্রভু করিতেছেন কি না, যখন একটু চেতন পাইতেছেন আর তখনি বলিতেছেন, "অদ্য আমার প্রাণ যায়।" এই চেতন অবস্থায় প্রভুকে চন্দ্রশেখর উপরি উক্ত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। প্রভু প্রকারান্তরে এইরূপে তাঁহার তখনকার পরিচয় দিলেন, যথা—

"হলায়ুধ (বলরাম) মোর অঙ্গে প্রবেশ করিল।"—চৈতন্য ভাগবত।

এখন অনেক এমন আছেন যাঁহাদের হিন্দু দেবদেবীর উপর বিশ্বাস নাই। তাঁহারা বলিতে পারেন যে, বলরাম, কি মহাদেব, কি ব্রহ্মা, বলিয়া যত দেবগণের নাম উল্লেখ আছে ইহা কেবল রূপক বর্ণনা, ইঁহারা প্রকৃত কেহ ছিলেন না, অতএব ইহাদের অস্তিত্বে তাঁহারা বিশ্বাস করেন না। এরূপ বলিলে, আমরা যাহা বলিতেছি তাহাতে কোন দোষ পড়িতেছে না। যদি ব্রহ্মা, মহাদেব প্রভৃতি শ্রীভগবানের রূপক বর্ণনাই হয়েন, তবে শ্রীভগবান সেই রূপক রূপেই অন্য দেহে প্রকাশ পাইয়াছিলেন। শ্রীহরিদাসের দেহে শ্রীব্রহ্মার প্রকাশ হইত। যদি পাঠক অবিশ্বাসী হন, ব্রহ্মার পৃথক অস্তিত্ব না মানেন, এবং বলেন যে ব্রহ্মা শ্রীভগবানের আংশিক প্রকাশ, আমরা তাহাই স্বীকার করিয়া লইলাম। শ্রীহরিদাসের যেরূপ দেহ উহা শ্রীভগবানের এই ব্রহ্মা-রূপ আংশিক প্রকাশের উপযোগী, তাই হরিদাসের দেহে ব্রহ্মারূপে প্রকাশ পাইয়াছিলেন ; অতএব ব্রহ্মাকে রূপক সৃষ্টি বলিলেও পরকায়া প্রবেশ সম্বন্ধে কোন দোষ হইতে পারে না।

প্রকৃতপক্ষে শ্রীগৌরাঙ্গ অবতারের উদ্দেশ্য এক কথায় বলা যাইতে পারে। সে উদ্দেশ্য কি, না, শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থে জীবের যে প্রেম-ভক্তি ধর্ম্মের উপদেশ আছে উহা কি তাহা বুঝাইয়া দেওয়া।

কেহ এমন আছেন, তাঁহারা শ্রীমদ্ভাগবতের যে শ্রীকৃষ্ণলীলা উহা রূপক বর্ণনা মনে করেন। শ্রীল ভক্তিবিনোদ কেদারনাথ দত্ত তাঁহার কৃত শ্রীকৃষ্ণ সংহিতায়, এই রূপক বর্ণনা কি, তাহা বিবরিয়া বলিয়াছেন। এই লীলা যাঁহারা সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া বিশ্বাস করেন তাঁহারা অধম-অধিকারী। যাঁহারা শেষোক্ত শ্রেণীর লোক, তাঁহারা বলিতে পারেন যে, বড়াই বুড়ী, কি বৃন্দাদেবী, কি ললিতা, ইঁহারা প্রকৃত কোন বস্তু নহেন, রূপক বর্ণনা মাত্র। তবে ইঁহারা কোথা হইতে আইলেন, আসিয়া শ্রীকৃষ্ণ-যাত্রার দিবসে, শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীগদাধর প্রভৃতিতে প্রবেশ করিলেন? দুর্ভাগ্য ক্রমে যাঁহাদের বিশ্বাস এই-

রূপ কিছু মৃদু, তাঁহারা ইহা মনে করিতে পারেন যে, শ্রীভগবান সেই রূপক অবলম্বন করিয়া, নবদ্বীপবাসী ও জগতের জীবগণকে ব্রজের নিগূঢ়-রস কি, তাহা বুঝাইয়াছিলেন। মনে ভাব, প্রবোধ চন্দ্রোদয় নামক নাটক আছে, তাহাতে যে সমুদায় ব্যক্তির কথা উল্লেখ আছে, —যথা বিবেক, অধর্ম্ম, বিদ্যা, উপনিষদ,—উহা মনঃকল্পিত, তাহা সকলে জানেন। এই নাটক খানির উদ্দেশ্য জীবকে জ্ঞানোপদেশ দেওয়া। মনে ভাব, তোমরা জন কয়েক সাজীয়া, কেহ দয়া হইলে, কেহ ধর্ম্ম হইলে, হইয়া সেই নাটক অভিনয় করিলে। করিয়া সেই জ্ঞানপূর্ণ অভিনয় সভ্যগণকে দর্শন করাইয়া, পরে আবার যে স্বাভাবিক আকার তাহাই ধারণ করিলে কোমল শ্রদ্ধ ভক্তগণ, যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণ-লীলা রূপক মনে করেন, তাঁহারা ঐরূপ ভাবিতে পারেন যে, শ্রীভগবান সেই ব্রজের নিগূঢ়-রস বুঝাইবার নিমিত্ত, তাঁহার ভক্তের মধ্যে যাঁহার দেহ যেরূপ উপযোগী, তাঁহার দেহে সেইরূপ প্রকাশ পাইলেন। যথা, বিবেচনা কর, দেখিলেন গদাধরের দেহে ললিতারূপ রাধার প্রধান সখী প্রকাশ হইলে সর্ব্বাপেক্ষা উপযোগী হইবে, অতএব তাঁহার দেহে সেইরূপে প্রকাশ হইলেন। কি ইহাও হইতে পারে যে, কোন গোলোকবাসী শ্রীভগবানের ভক্তের প্রকৃতি শ্রীললিতার ন্যায়। আবার গদাধরের প্রকৃতিও ললিতার ন্যায়। পূর্ব্বোক্ত জন তাই ব্রজের নিগূঢ়-রস বুঝাইবার নিমিত্ত শ্রীগদাধরের দেহে ললিতারূপে প্রবেশ করিলেন।

এখানে আবার বলি, যে ব্যক্তিগণ শ্রীকৃষ্ণলীলা সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে ভাগ্য পাইয়াছেন, তাঁহারা যে রসাস্বাদন করিতে পারিবেন, যাঁহারা জ্ঞানী, অতদূর বিশ্বাস করিতে পারেন না, অর্থাৎ সে লীলাকে রূপক বর্ণনা ভাবেন, তাঁহারা তাহার এক কণাও আনন্দ-রস ভোগ করিতে পারেন না। জ্ঞানী পাঠক মহাশয়! তুমি করযোড়ে শ্রীগৌরাঙ্গের নিকট প্রার্থনা করিও, যে তুমি জ্ঞানরূপ কণ্টকাকীর্ণ স্থান হইতে অব্যাহতি পাইয়া বিশ্বাস-রূপ বৃন্দাবনে প্রবেশ করিতে পার। ইহা যিনি পারেন, আমি তাঁহার চরণধূলী দ্বারা মস্তক ভূষিত করি। যিনি শ্রীকৃষ্ণলীলা রূপক বলিয়া বিশ্বাস করেন, উহার অধিক পারেন না, তিনি মনোনিবেশপূর্ব্বক ভজন করুন, ব্রজের পরিকরগণ

তাহার সম্মুখে জীবন্ত হইয়া উদয় হইবেন। ইহা আমার প্রত্যক্ষ দেখা আছে।

শ্রীবিশ্বরূপ সন্ন্যাস করিয়া গমন করিয়াছেন, তাঁহার পিতা মাতা, জগন্নাথ ও শচী, অতি শোকাকুল আছেন। কেবল শিশু নিমাইকে কোলে করিয়া কথঞ্চিৎ মন সান্ত্বনা করিতেছেন। এক দিবস নিমাই, তখন তাঁহার বয়ঃক্রম ছয় হইতে আটের মধ্যে হইবে, নৈবেদ্যের একটি তাম্বুল খাইয়া অচেতন হইয়া পড়িলেন। এখন এ সম্বন্ধে শ্রীচরিতামৃত কি বলিতেছেন শ্রবণ করুন, যথা—

এক দিন নৈবেদ্যের তাম্বূল খাইয়া।
ভূমেতে পড়িল প্রভু অচেতন হইয়া।
আস্তে ব্যস্তে পিতা মাতা মুখে দিল পাণি।
সুস্থ হঞা কহে প্রভু অপূর্ব্ব কাহিনী॥
এথা হইতে বিশ্বরূপ লয়ে গেল মোরে।
সন্ন্যাস করহ তুমি কহিল আমারে॥
আমি বৈল আমার অনাথ পিতা মাতা।
আমিহ বালক সন্ন্যাসের কিবা কথা॥
গৃহস্থ হইয়া করি পিতৃ মাতৃ সেবন।
ইহাতে সন্তুষ্ট হয়েন লক্ষ্মী নারায়ণ॥
তবে বিশ্বরূপ এথা পাঠাইল মোরে।
মাতা পিতাকে কহিল কোটী নমস্কারে॥

বিশ্বরূপ যোড়শ বর্ষ বয়সে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া অষ্টাদশ বর্ষ বয়সে পাণ্ডুপুরে অদর্শন হয়েন। যখন এই উপরি উক্ত ঘটনা হয়, তখন হয় তিনি এ জড়-জগতে ছিলেন, কি তাঁহার দেহ ভঙ্গ হইয়াছিল। কিন্তু তিনি যে অবস্থাই থাকুন, উপরের লিখিত ঘটনায় ইহাই দেখা যাইতেছে যে, তিনি ছিলেন ও তিনি তাঁহার দেহের সাহায্য না লইয়া কনিষ্ঠের নিকট আসিয়াছিলেন, ও তাঁহার সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। আর যখন তিনি নিমাইয়ের সহিত মিলিত হইলেন, তখন অখণ্ডরূপে তিনি সেই বিশ্বরূপই ছিলেন, অর্থাৎ সেই জ্ঞান ও সেই পিতা মাতা ও ভ্রাতাতে তাঁহার স্নেহ সম্পূর্ণ রূপে সজীব ছিল।

অতএব দেহ ও আত্মা পৃথক, ও আত্মা দেহের সহায়তা ব্যতীত

জীবিত থাকিতে পারে, শুধ তাহা নয়, অখণ্ডরূপে জীবিত থাকিতে পারে। অর্থাৎ দেহ গেলেও পূর্ব্বে তাহার যাহা যাহা ছিল সমুদায় থাকে। ইহাতে অপরিস্ফুট আত্মার কখন কখন একটু ক্লেশ হয়। এরূপ জীবের জড়-জগতের প্রতি সম্পূর্ণরূপে মমতা যায় না, অথচ দেহ ভঙ্গ হইয়াছে বলিয়া উহার সহিত সম্বন্ধ রাখিতে পারে না। তাই সাধুগণ ভজন সাধনের দ্বারা বিষয় লোভ হইতে অবসৃত হয়েন। যাহাদের জড়-জগতের প্রতি লোভ অতি প্রবল, তাহারা আবার এই সংসারে উহার শান্তির নিমিত্ত জন্ম গ্রহণ করে।

এখন উপরি উক্ত ঘটনাটী যদি সত্য হয়, তবে পরকালের বিষয়ে আর সন্দেহ থাকিতে পারে না। বিশ্বরূপ অখণ্ডরূপে দেহ ব্যতীতও ছিলেন, অতএব দেহ ব্যতীতও জীব অখণ্ডরূপে থাকিতে পারে। তবে কথা হইতেছে, ঘটনাটী সত্য কি না? কিন্তু একটু বুঝিয়া দেখুন, এটী কল্পনা করিবার কথা নয়। লোকে যে যে কারণে কল্পনা করেন, তাহার একটীও ইহাতে পাওয়া যায় না। ঘটনা শুনিলেই সত্য বলিয়া আপনা আপনি ইহা বিশ্বাস হয়। সত্য না হইলে কল্পনা করিয়া ঐরূপ ঘটনা লিখিত হইত না।

ইহা অপেক্ষা আরো অদ্ভুত কথা বলিতেছি। মুরারি গুপ্তের কড়চা হইতে এখানে কয়েক চরণ উদ্ধৃত করিব। মুরারি গুপ্তের কড়চায় দেখিতে পাই যে, প্রভুর বয়ঃক্রম যখন ২৮ বৎসর তখনি ঐ গ্রন্থ লিখিত হয়। মুরারি প্রভুর বড়, এমন কি; ছোট কালে তাঁহাকে কোলে করিয়াছেন। মুরারি প্রভুর পিতার বন্ধু ও এক দেশস্থ। নবদ্বীপেও এক স্থানে বাস করেন। মুরারি প্রভুর সমুদায় আদি-লীলা অবগত ছিলেন। এখন তাঁহার কড়চায় কি বলিতেছেন শ্রবণ করুন।

নবম বর্ষ বয়সে শ্রীনিমাইয়ের উপবীত হইল। তিনি নিয়মানুসারে গোপনীয় স্থানে বসিয়া আছেন। তাহার পরে, ইহাই ঘটিল, যথা, (কড়চার প্রথম প্রক্রম, ৭ম সর্গ ১৮ হইতে ২৬ শ্লোক পর্য্যন্ত উদ্ধৃত, শ্রীল প্রভু রাধিকা নাথ গোস্বামীর অনুবাদ সহিত মহাশয়ের)—

ততঃ কদাচিন্নিবসন্ স্ব মন্দিরে
সমুদ্যদাদিত্য করাতি লোহিতঃ।
স্বতেজসা পূরিত্ত দেহ আবভা-
বুবাচ মাতর্ব্বচনং কুরুষ্ব মে ॥ ১৮॥

তাহার পরে নিজ মন্দিরে বাস করিতে করিতে কোন দিন শ্রী-মহাপ্রভু সমুদিত সূর্য্যকর অপেক্ষা অতি লোহিত বর্ণ হইলেন, ও নিজ তেজঃ দ্বারা পরিপূরিত দেহ হইয়া দীপ্তি পাইতে লাগিলেন। সেই সময় জননীকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, "হে মাত! আমার একটী কথা প্রতিপালন কর।"

তর্হ্যেব যুক্তং স্ব সুতং স্বতেজসা
বিলোক্য ভীতা তমুবাচ বিস্মিতা।
যদুচ্যতে তাত করোমি তত্ত্বয়া
বদস্ব যাতু মনসি স্থিতঃ স্বয়ং॥ ১৯॥

সেই সময় স্বীয় ঐশ্বরিক তেজোযুক্ত নিজ পুত্রকে বিলোকন করিয়া শ্রীশচীদেবী ভীতা ও বিস্মিতা হইয়া কহিলেন, "হে তাত! তুমি যাহা বলিবে আমি তাহা করিব, তোমার মনে যাহা আছে তাহা তুমি স্বয়ং বল।"

তদিত্থ মাতুর্বচনামৃতং পুন
স্তং প্রাহ মাতর্ণহরেস্তিথৌ ত্বয়া॥ ২০॥
ভোক্তব্য মাকর্ণ্য বচঃ সুতস্য সা
তথেতি কৃত্বা জগৃহে প্রহৃষ্টবৎ॥ ২১॥

শ্রীমহাপ্রভু নিজ জননীর এই প্রকার বচনামৃত শ্রবণ করিয়া পুন-র্বপি কহিলেন, "হে মাতঃ! তুমি আর শ্রীহরিবাসরে ভোজন করিও না।" শ্রীশচীদেবী প্রহৃষ্টবৎ "তাহাই করিব" বলিয়া এই বাক্য গ্রহণ করিলেন।

নিবেদিতং পূগ ফলাদিকঞ্চ যৎ
দ্বিজেনভূক্ত্বা পুনরব্রবীচ্চতা॥ ২২॥
ব্রজামি দেহ পরিপালয়স্ব
সুতস্য নিশ্চেষ্ট গতং ক্ষণার্দ্ধাং॥ ২৩॥

তাহার পরে, এক ব্রাহ্মণ কর্তৃক নিবেদিত পূগ ফলাদি (গুবাক ফলাদি) ভোজন করিয়া, পুনরায় মাতাকে কহিলেন, "হে মাত! আমি চলিলাম, তোমার পুত্রের নিশ্চেষ্টগত দেহ পরিপালন কর।"

ইত্যুক্ত্বা সহসোত্থায় দণ্ডবচ্চ পতদ্ভুবি
বিসংজ্ঞবিমতং দৃষ্টা মাতা দুঃখ সমন্বিতা॥ ২৪॥

এই কথা বলিয়া সহসা উঠিয়া দণ্ডবৎ করিয়া পৃথিবীতে পতিত হইলেন। জননী পুত্রের সংজ্ঞা রহিত দেখিয়া দুঃখ সমন্বিত হইলেন।

স্নাপয়ামাস গাঙ্গেয়ৈ স্তোয়ৈরমৃত কল্পকৈঃ।
ততঃ প্রবুদ্ধঃ সুস্থোঽসৌভূত্বা সমবসৎ সুখী ॥ ২৫ ॥

তাহার পর অমৃততুল্য গঙ্গাজলে স্নান করাইতে লাগিলেন। তাহাতে শ্রীমহাপ্রভু চৈতন্য লাভ করিয়া সুস্থ হইয়া স্বাভাবিক তেজঃ যুক্ত হইয়া অবস্থান করিয়াছিলেন।

তেজসা সহজে নৈব তচ্ছ্রুত্বা বিস্মিতোঽভবৎ ॥
জগন্নাথোঽব্রবীদেনাং দৈবীং মায়াং ন বিদ্মহে ॥ ২৬ ॥

তাহা শুনিয়া শ্রীজগন্নাথ মিশ্র বিস্মিত হইলেন এবং শ্রীশচীদেবীকে বলিয়াছিলেন, "দৈব মায়া বুঝিতে পারিলাম না।"

স্ত্রীলোকের যে ভুতে পাওয়া কাহিনী শুনা যায়,—কেহ কেহ এরূপ ঘটনা দর্শনও করিয়া থাকিবেন,—উপরের কথাটী ঠিক সেইরূপ। ভুত-গ্রস্ত স্ত্রীলোকে হঠাৎ জ্ঞানশূন্য হয়, হইয়া অন্যের ন্যায় কথা বলিতে থাকে। জিজ্ঞাসা করিলে বলে, আমি অমুক। তাহার পরে তাহাকে ছাড়ান হয়, কি সে ভুত আপনি ছাড়িয়া যায়। যখন সেই ভুত স্ত্রীলোককে ত্যাগ করে, সেই সময় স্ত্রীলোক অচেতন হইয়া পড়ে। তখন সকলে তাহার মুখে ও কপালে, শীতল জলের আঘাত করে, তাহাকে ডাকিতে থাকে। সে একটু পরে চেতন পায়, চেতন পাইয়া পূর্ব্বকার ন্যায় সহজ অবস্থা পায়।

শ্রীমুরারির কাহিনী অনুসারে নিমাইয়ের আমুল ঠিক তাহাই হইয়াছিল। ভগবান প্রকট হইবার পরও শ্রীগৌরাঙ্গকে অদ্বৈত এইরূপ ভূতগ্রস্ত ভাবিতেন, যথা চৈতন্য চন্দ্রোদয়ে—

অদ্বৈত বলেন ভূত আবেশ যে করে।
তাতে আর কৃষ্ণাবেশ সম ভাব ধরে॥

আপনারা দেখিবেন যে, মনুষ্য যদি কতকগুলি নিয়ম প্রস্তুত করে, তবে উহা অনেক সময়ে পরস্পরে বিরোধী হয়। রাজা প্রজা-শাসনের নিমিত্ত কতকগুলি নিয়ম করিলেন, কিন্তু যে কর্ম্মচারিগণ এই শাসন কার্য্যে নিযুক্ত, তাঁহারা শাসন করিতে গিয়া দেখেন যে নিয়মগুলি মাঝে মাঝে পরস্পরে বিরোধী। কিন্তু ভগবানের নিয়ম সেরূপ হয়

না। সমুদায় নিয়মে পরস্পরে সামঞ্জস্য আছে। এমন কি, এই নিয়ম গুলি একটু মনোযোগ করিয়া দেখিলেই জানা যায় যে, সৃষ্টিকর্ত্তা এক জন আছেন, তিনি একজন বই দুই জন নন, আর তিনি জ্ঞানময়। তাঁহার নিয়মের এরূপ সামঞ্জস্য যে একটি প্রক্রিয়া দেখিলে অন্য প্রক্রিয়া অনুভব করা যায়। একটী গ্রহের গতি দেখিলেই বুঝা যায় যে অন্যান্য গ্রহের গতি কিরূপ হইবে, একটী জীবের সন্তানোৎপত্তি পদ্ধতি দেখিলেই জানা যায়, অন্য জীবের সন্তানোৎপত্তি নিয়ম কিরূপ। ফল কথা, শ্রীভগবানের নিয়ম অকাট্য, তাহাতে জটিলতা মাত্র নাই। আর নিয়মাবলিতে পরস্পরে অসামঞ্জস্য হইতে পারে না।

এখন মনে ভাবুন ভূতে পাওয়া প্রক্রিয়াটী সত্য, অর্থাৎ প্রকৃতই পরকালের কোন মলিন জীব, এ জগতের কোন জীবের দেহে প্রবেশ করিয়া, এ জড় জগতের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া থাকে। ইহা যদি ঠিক হয়, তবে শ্রীভগবানের নিয়মানুসারে যাহারা অপেক্ষাকৃত পবিত্র, তাঁহারাও অপেক্ষাকৃত পবিত্র দেহে অবশ্য প্রবেশ করিতে পারিবেন। এমন কি, অতি পবিত্র দেহ পাইলে, অতি পবিত্র আত্মা, এমন কি যিনি শ্রীভগবানের পার্ষদ, তিনি পর্য্যন্ত সেই দেহে আশ্রয় করিয়া জড় জগতের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিতে পারেন।

অতএব শ্রীল নারদ কি শ্রীবেদব্যাস এইরূপে ইচ্ছা করিলে, প্রয়োজন সাধন নিমিত্ত, এই জড় জগতের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিতে পারেন।

এখন আর একটু উপরে উঠুন। এইরূপে শ্রীভগবান্, উপযুক্ত দেহ পাইলে, জড় জগতের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিতে শক্তি পায়েন। শ্রীভগবান সম্বন্ধে "করিতে শক্তি পায়েন," এরূপ কথা বলা এক প্রকার অন্যায়, এক প্রকার অন্যায়ও নয়। যেহেতু যদিও তিনি সমুদায় পারেন, তবু তিনি চঞ্চল রাজার ন্যায়, আপনার নিয়ম আপনি ভঙ্গ করেন না। তিনি, ইচ্ছা করিলে, অসংখ্য উপায়ে জড় জগতের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিতে পারেন বটে, কিন্তু তবু তিনি তাহা না করিয়া, চিন্ময় দেহধারী আত্মাগণ সম্বন্ধে যে যে উপায় সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনিও চিন্ময় বলিয়া, সেই উপায় অবলম্বনে জড় জগতের সহিত

ঐরূপ সম্বন্ধ স্থাপন করেন। উহার বিপরীত করিয়া তাঁহার নিজের নিয়ম কখন ভঙ্গ করেন না।

পাঠক, এখন অবতার কিরূপে হয় তাহা বুঝিয়া লউন। যাঁহারা সন্দিগ্ধ-চিত্ত তাঁহারা এখন দেখুন যে, অবতার ঘটনা শুধু অসম্ভব নয়, বরং অতি স্বাভাবিক। শ্রীকৃষ্ণ এই জড় জগতের সহিত আংশিক রূপে, যে সে দেহের দ্বারা প্রকাশ হইতে পারেন। কিন্তু পূর্ণ হইয়া প্রকাশ হইতে হইলে শ্রীমতী রাধার দেহের প্রয়োজন। ত্রিজগতে রাধারাণী ব্যতীত এরূপ আর কেহ নাই, যিনি শ্রীকৃষ্ণকে হৃদয়ের উপর আপাদ মস্তক স্থান দিতে পারেন।

যদি বল রাধা ইনি কে? রাধা শ্রীভগবানের প্রকৃতি। এই জগত, শ্রীভগবানের প্রকাশ। ইহার কি জড় পদার্থ কি জীবগণ, সমুদায় পুরুষ ও প্রকৃতি দ্বারা জড়ীভূত। অতএব শ্রীভগবানেরও পুরুষ প্রকৃতি ভাব আছে। তাঁহার প্রকাশ যে জগত, তাহা যদি পুরুষ ও প্রকৃতি দ্বারা জড়ীভূত হইল, তবে তিনিও তাহাই। সে যাহা হউক যদি পারি তবে রাধার তত্ত্ব উপযুক্ত স্থানে ব্যক্ত করিব।

অতএব যিনি যীশু, তিনি শ্রীভগবানের এক জন পরকালের উচ্চ বস্তু। তিনি আপনাকে শ্রীভগবানের পুত্র বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন, তাই তিনি ভগবানকে দাস্য-ভক্তি দ্বারা ভজন করেন। অর্থাৎ তিনি এই জগতের একটী উপযোগী দেহ লইয়া জীবের মঙ্গলের নিমিত্ত খৃষ্টিয় ধর্ম্ম প্রচার করেন। যিনি মহাম্মদ, তিনিও এক জন উচ্চ বস্তু, তিনি শ্রীভগবানের সখা বলিয়া আপনাকে পরিচয় দিয়াছেন। শ্রীভগবানকে সখ্য-ভক্তি দ্বারা তিনি ভজনা করেন। অর্থাৎ জীবের নিকট সেইরূপ ভজনা প্রকাশ করিবার নিমিত্ত, তিনি একটী উপযোগী দেহ আশ্রয় করিয়া এই ধর্ম্ম জগতে প্রচার করেন। এখানে শ্রীগীতার শ্লোক স্মরণ করুন—

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম॥

সেইরূপ শ্রীনবদ্বীপে শ্রীভগবান তাঁহার উপযোগী দেহ আশ্রয় করিয়া জীবের নিকট ব্রজের নিগূঢ় রস, যাহা পূর্ব্বে জীবে "অনর্পিত," তাহা প্রকাশ করিলেন।

যীশু, কি মহম্মদ, কি গৌরাঙ্গ, যেই হউন, মিথ্যা কহিবার লোক নহেন। ইহাঁরা আপনারা স্পষ্ট করিয়া আপনাদের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। যীশু আপনাকে ভগবান হইতে সম্পূর্ণ পৃথক রাখিয়া তাঁহার পুত্র বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। মহম্মদ ঐরূপ আপনাকে সখা বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। শ্রীগৌরাঙ্গ ঐরূপ শ্রীভগবানের সিংহাসনে বসিয়া আপনাকে শ্রীপূর্ণব্রহ্ম সনাতন বলিয়া পরিচয় দিয়া, সেই পরব্রহ্মের পূজা লইয়াছেন।

রহস্য এই যে, যীশু এক দেশে শিক্ষা দিলেন, শ্রীগৌরাঙ্গ আর এক দেশে শিক্ষা দিলেন। উভয়ে যে বিষয়ে শিক্ষা দিলেন, তাহা অতি সূক্ষ্ম। অথচ পরস্পরের শিক্ষায় সম্পূর্ণ সমাঞ্জস্য; এমন কি, খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মকে শ্রীবৈষ্ণব-ধর্ম্মের এক শাখা বলিলেও হয়। তবে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম অতি মোটা, বৈষ্ণব-ধর্ম্ম অতি সূক্ষ্ম, তাহা যে সে বুঝিতে পারিবেন। এই যে যীশুর ও শ্রীগৌরাঙ্গের শিক্ষায় সামাঞ্জস্য, ইহাই এক অকাট্য প্রমাণ যে উভয়েই সত্য বস্তু।

তবে উপরে উপবীত কালে শ্রীগৌরাঙ্গের যে কাহিনী বলিলাম, সে সম্বন্ধে একটা কথা বলিব। কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, সে কাহিনীটী যে সত্য তাঁহার অকাট্য প্রমাণ কি? তাহার অকাট্য প্রমাণ নাই ও এ সমুদায় বিষয়ের অকাট্য প্রমাণ হইতে পারে না। আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি যিনি অকাট্য প্রমাণ চাহেন, তিনি সাধন ভজন করুন, আপনা আপনি অকাট্য প্রমাণ পাইবেন। তবু গোটা কয়েক কথা বলিব। মুরারি গুপ্তের বাড়ী প্রভুর বাড়ীর নিকট।* এক দেশস্থ বলিয়া তাঁহার সহিত শচী জগন্নাথের অতি আত্মীয়তা ছিল। মুরারি নিমাইকে ছোট বেলা কোলে করিয়া বেড়াইয়াছেন। মুরারি বৈদ্যচিকিৎসা করিয়া সংসার চালাইতেন। প্রভু বরাহরূপে তাঁহার নিকট প্রকাশ হইলে, তিনি তাঁহাকে শ্রীভগবান জ্ঞানে তাঁহার চরণ আশ্রয় করিলেন। প্রভু পাছে তাঁহাকে ফেলিয়া গোলোকে চলিয়া যান, এই ভয়ে প্রভুর অগ্রে মরিবেন ইচ্ছা করিয়া আত্মহত্যা করিতে গিয়াছিলেন। এ কাহিনী পাঠক মহাশয়ের স্মরণ থাকিতে পারে।

প্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া দক্ষিণ দেশ ভ্রমণ করিয়া পুনরায় নীলাচলে প্রত্যাগমন করিলেন। প্রভু নীলাচলে প্রত্যাগমন করিলে নবে-

বাসীগণ তাঁহাকে দর্শন করিতে চলিলেন। সেই সঙ্গে মুরারিও গমন করিলেন। নীলাচলে প্রভুর সঙ্গে তখন দামোদার পণ্ডিত গিয়াছিলেন, তাহাও পাঠকগণ জানেন। মুরারি নীলাচলে গমন করিলে দামোদর পণ্ডিত তাঁহাকে বলিলেন, "হে বৈদ্যরাজ! হরি কথা কি জীবে জানিতে পাইবে না? শ্রীগৌরহরির আদিলীলা কেবল তুমিই উত্তম রূপে অবগত আছ, তুমি এই সময়ে তাঁহার আদিলীলা জীবের উপকারের নিমিত্ত লিপিবদ্ধ করিয়া রাখ।" মুরারি স্বীকার করিলেন। কথা হইল যে, মুরারি মুখে প্রভুর লীলা কাহিনী বলিবেন, দামোদর উহা সংক্ষেপে শ্লোক আবদ্ধ করিবেন। দুই জনে তাহাই করিলেন। এই হইল মুরারির কড়চা।

প্রভুর বয়ঃক্রম তখন ২৮ বৎসর। অতএব প্রভুর বাসার এক কোণে প্রভু প্রেমানন্দে বিহ্বল, আর এক কোণে কিঞ্চিত দূরে মুরারি ও দামোদর বসিয়া, তাঁহার লীলা কথা লিখিতেছেন।

অতএব এই গ্রন্থের মধ্যে কোন জ্ঞানত অলীক কথা থাকিবার সম্ভাবনা অতি অল্প। আবার, যে ধর্ম্মের যত প্রমাণ থাকুক, শ্রীগৌরাঙ্গ-অবতার সম্বন্ধে মুরারির কড়চা যেরূপে প্রমাণ, এরূপে প্রমাণ বুদ্ধ, কি মহম্মদ, কি খৃষ্ট, এমন কি কোন ধর্ম্মের সম্বন্ধে নাই।

অপর, মুরারি যাহা বলিলেন ইহা নূতন কথা নহে, পৃথিবীর তাবদ্দেশে, সকল সময়ে, এই আবেশের কথা লেখা আছে। মুরারি মিথ্যা কথা কহিবার লোক নহেন। মুরারি শ্রীগৌরাঙ্গকে পূর্ণব্রহ্ম সনাতন বলিয়া জানেন, সুতরাং তাঁহার সম্বন্ধে মিথ্যা বলিবেন ইহা হইতে পারে না। মুরারির ওরূপ কাহিনী কল্পনা করার কোন স্বার্থ নাই, বরং স্বার্থের হানি আছে। সে কিরূপে পরে বলিতেছি। প্রথম দেখুন, প্রভু তখনি "গুপারি খাইলেন," এ অদ্ভুত কাহিনীর মধ্যে এরূপ অসংলগ্ন কথা কেন? এ ঘটনা কিরূপে হইয়াছিল বলিতেছি। শ্রীজগন্নাথ বাড়ীতে নাই, নিমাই উপবীত লইয়া গুপ্তভাবে আছেন, এমন সময়ে তিনি জননীকে ডাকিলেন। জননী আসিয়া দেখেন যে পুত্রের শরীর দিয়া লোহিত সূর্য্যের আলো বাহির হইতেছে, আর উহাতে সে স্থান আলোকিত করিয়াছে। শচী দেখিয়া অতিশয় ভয় পাইলেন। নিমাই শচীকে একটা আদেশ করিলেন, অমনি তিনি ভয়ে তদ্দণ্ডে

তাহা স্বীকার করিলেন। পরে নিমাই বলিলেন, "আমি চলিলাম। আমি গমন করিলে তোমার পুত্র অচেতন হইবেন, তুমি তাহাকে শুশ্রূষা করিও।" ইহাই বলিয়া যেন প্রণাম করিতে গেলেন, শচী তাই ভাবিলেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তখন শ্রীভগবান লুকাইলেন, আর ভূতাবেশ ছাড়িলে যেমন সামান্য জীব ঢলিয়া পড়ে, নিমাইয়ের দেহ তেমনি স্বভাবের নিয়মানুসারে ঢলিয়া পড়িল।

শচী তখন মহাব্যস্ত হইলেন, বিশেষতঃ বাড়ীতে কর্ত্তা নাই। তখন মুরারিকে ডাকাইলেন, যেহেতু তিনি চিকিৎসক, তাঁহাদের আত্মীয় ও নিকটে বাস করেন। মুরারিকে ডাকাইলেন এ কথা কেন বলি? মুরারি সেখানে না আইলে তিনি গুপারি ভক্ষণের কথা বলিতেন না। আর এ কথাও লিখিতেন না যে শ্রীভগবান শচীকে বলিলেন, "আমি গমন করিলে তোমার পুত্রের দেহ অচেতন হইবে। অতএব তুমি তাহাতে ভয় পাইও না, তাহাকে শুশ্রূষা করিও, করিলে অচেতন ভাব ছাড়িয়া যাইবে।"

মুরারি আসিবার অগ্রেই শচী পুত্রকে স্নান করান, মুখে জলের ছাটী মারা, নাম ধরিয়া ডাকা, প্রভৃতি চিকিৎসা দ্বারা আরোগ্য করিয়াছিলেন। মুরারী আসিয়া সমুদায় কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। যথা,

মুরারি জিজ্ঞাসা করিতেছেন। তোমার পুত্র কি কিছু খেয়ে ছিল।

শচী। আর কিছু নয় একটা গুপারি।

মুরারি। এ কিরূপে হইল বল দেখি?

তাই শচী যেরূপ আনুপূর্ব্বিক তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, মুরারিও তাহাই দামোদরকে বলিলেন, দামোদরও সংক্ষেপে তাহা সূত্রে বদ্ধ করিলেন। তাহার পরে জগন্নাথ মিশ্র গৃহে আইলেন, তিনি সমুদায় শুনিয়া বলিলেন, "এ দেবতাগণের কাণ্ড, আমি বুঝিতে পারিলাম না।" নিমাই তাহার ভগবান-ভাব তাঁহার পিতাকে কখন দেখিতে দেন নাই।

তাহার পরে আবার বিচার করুন। এ ঘটনা কল্পনা হইলে, কি মুরারির মনে কিছু মাত্র কল্পনার সন্দেহ থাকিলে, তিনি উহা উক্ত করিতেন না। যেহেতু এ ঘটনাতে প্রকারান্তরে শ্রীগৌরাঙ্গের ভগবত্তায় দোষ পড়িতেছে। যদি কেহ শ্রীগৌরাঙ্গকে ভগবান বলিয়া

মানিতেন, তাহার মধ্যে সর্ব্বপ্রধান এক জন মুরারি। তিনি যে কাহিনী বলিলেন, তাহাতে ভিন্ন লোকে, এমন কি নিজ-জনেও, সিদ্ধান্ত করিতে পারেন যে, শ্রীগৌরাঙ্গ এক জন সামান্য মনুষ্য, তবে শ্রীভগবান তাঁহার শরীরে প্রবেশ করিতেন বটে। এইরূপ সিদ্ধান্ত যে অতি স্বাভাবিক তাহা মুরারির গ্রন্থের পদ্মের শ্লোকেই প্রকাশ। মুরারি যেরূপ গৌরাঙ্গভক্ত, গৌরাঙ্গ ব্যতীত অন্য দেবদেবী মানিতেন না, দামোদরও তাহাই। মুরারি উপরি-উক্ত কাহিনী বলিলে দামোদর চমকিয়া গেলেন, একটু কষ্টও পাইলেন। উপরে ৭ প্রক্রমের ২৬ শ্লোক পর্য্যন্ত উদ্ধৃত আছে। এখন ২৭ শ্লোক হইতে শ্রবণ করুন—

ইতি শ্রুত্বা কথাং দিব্যাং প্রাহ দামোদরো দ্বিজঃ
কিমিদং কথিতং ভদ্র স্বয়ং কৃষ্ণ জগদ্‌গুরুঃ ॥২৭॥
জাতঃ কথং ব্রজামীতি পালয় স্বসুতং শুভে।
ইতি মাতৃকথাং প্রাহ্যোতস্মে সংশয়ো মহান্॥ ২৮॥
কিং মায়া জগদীশস্য তদ্বক্তুং ত্বমিহার্হসি।
হরেশ্চরিত্রমেকহিতায় জগতাং ভবেৎ ॥২৯॥

এই দিব্য কথা শুনিয়া সন্দিহান হইয়া শ্রীদামোদর দ্বিজ শ্রীমুরারি গুপ্তকে কহিলেন, "হে ভদ্র! তুমি এ কি কহিলে? ইহাতে আমার মহা সন্দেহ হইল। জগৎ পিতা শ্রীকৃষ্ণ শ্রীগৌরাঙ্গরূপে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি কিরূপে মাতাকে কহিলেন, 'হে শুভে! আমি চলিলাম, তুমি তোমার পুত্রের দেহ পালন কর,' হে ভদ্র মুরারি গুপ্ত! ইহা কি জগদীশ্বরের মায়া?

অর্থাৎ দামোদর বলিতেছেন, "মুরারি! তুমি বল কি, শ্রীগৌরাঙ্গ স্বয়ংই শ্রীভগবান, তবে তিনি কিরূপে বলিলেন তোমার পুত্রের দেহ সমর্পণ কর, আমি চলিলাম?"

ইতি শ্রুত্বা বচস্তস্য চিন্তয়িত্বা বিচার্য্যচ।
নত্বা হরিং পুনঃ প্রাহ শৃণুষ্ব সুসমাহিতং ॥১॥

শ্রীমুরারি গুপ্ত শ্রীদামোদর পণ্ডিতের এই বচন শ্রবণ করত চিন্তা ও বিচার করিয়া শ্রীহরিকে প্রণতি পূর্ব্বক পুনর্ব্বার কহিতে লাগিলেন, "হে দামোদর পণ্ডিত, সাবধান হইয়া শ্রবণ কর।*

জনস্য ভগবদ্ধ্যানাৎ কীর্ত্তনাৎ শ্রবণাদপি।
হরেঃ প্রবেশো হৃদয়ে জায়তে সুমহাত্মনঃ॥ ২॥

শ্রীভগবদ্ধ্যান, কীর্ত্তন ও শ্রবণ হেতু সুমহাত্মা জনের হৃদয়ে শ্রীহরি প্রবিষ্ট হইয়া থাকেন॥

তস্যানুকারঞ্চ তত্র তত্তেজ স্বৎ পরাক্রমং।
দধাতি পুরুষোনিত্য আত্মদেহাদি বিস্মৃতিং॥ ৩॥

শ্রীভগবান হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইলে মনুষ্য ভগবানের অনুকরণ করে এবং ভগবত্তেজ ভগবৎ পরাক্রম ধারণ করে এবং আত্ম দেহাদি বিস্মৃত হয়।

ভাবদেবং ততঃকালে পুনর্বাহ্যো ভবেত্ততঃ।
করোতি সহজং কর্ম্ম প্রহ্লাদস্য যথা পুরা॥ ৪॥
তদাত্মোভুত্তোয় নিধৌ পুনর্দ্দেহ স্মৃতি স্তটে।

তাহার পরে সময়ে পুনরায় বাহ্য হইয়া থাকে ও বাহ্য হইলে সহজ কর্ম্ম করিয়া থাকে। যেমন পূর্ব্বকার প্রহ্লাদের সমুদ্র মধ্যে তদাত্ম্য ও তটে বাহ্য হইয়াছিল। অর্থাৎ সমুদ্র মধ্যে প্রহ্লাদ যখন নিক্ষিপ্ত হন, তখন শ্রীভগবন্ময় হইয়াছিলেন, আর তটে আপনার সহজ অবস্থা পাইয়াছিলেন।

ঈশ্বরস্তস্য সংশিক্ষাং দর্শয়ং স্বচ্ছকারহ।
লোকস্য কৃষ্ণভক্তস্য ভবেদেতৎ স্বরূপতা॥ ৬॥
যথা এনাধ মুহ্যন্তি জনা ইত্যপি শিক্ষয়ন্।

ঈশ্বর শ্রীগৌরাঙ্গ দেব ইহা শিখাইবার জন্য আপনি করিয়াছিলেম। এবং শ্রীকৃষ্ণ-ভক্ত-জনের শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপতা হয় ইহাতে লোক সকল যাহাতে ভ্রান্ত না হয়, তাহাও শিখাইবার জন্য এই লীলা করিয়াছিলেন।

ভক্তদেহ ভগবত আত্মা চৈবনশংসয়েঃ॥ ৭॥

ভক্তদেহ ভগবানের আত্মা ইহাতে সংশয় নাই।

কৃষ্ণঃ কেশী বধং কৃত্বা নারদায়ত্মনো যশঃ।
তেজশ্চ দর্শয়মাস ততো মুনিবরো ভুবি॥ ৮॥
পপাত দণ্ডবত্তাস্মিন্ স্থানে শতগুণাধিকং।
ফলমাপ্নোতি গত্বাতু বৈষ্ণবো মথুরাং পুরীং॥ ৯॥

শ্রীকৃষ্ণ কেশী বধ করিয়া শ্রীনারদকে আপনার যশ ও তেজ দর্শন করাইয়াছিলেন, তাহার পরে মুনিবর শ্রীনারদ ভুমিতে দণ্ডবৎ পতিত

হইয়াছিলেন ; মনুষ্য মথুরাপুরী গমন করিয়া সেইস্থানে (কেশী তীর্থ) শত গুণ ফল প্রাপ্ত হয়।

এবং রামো জগদ্‌যোনি বিশ্বরূপমদর্শয়ৎ।
শিবায় পুনরেবাসৌ মানুষী স মনোৎ ক্রিয়াং ॥১০ ॥

এই প্রকার ভগবান রামচন্দ্র শ্রীশিবকে বিশ্বরূপ দেখাইয়াছিলেন, পুনরায় মানুষী ক্রিয়া করিয়াছিলেন।

মুরারি গুপ্ত উপরে কি বলিলেন, পাঠক অনুভব করিয়া দেখুন ! তিনি বলিলেন যে, ভক্তজনে কীর্ত্তনাদির দ্বারা হৃদয় এরূপ নির্ম্মল করিতে পারেন, যে স্বয়ং ভগবান উহাতে কখন কখন প্রবেশ করিয়া থাকেন। তিনি ভক্ত-হৃদয়ে কিয়ৎকালের নিমিত্ত অবস্থিতি করেন। তখন সেই ভক্ত আত্মবিস্মৃত হন. হইয়া ভগবানের ন্যায় কথা বলেন. এমন কি, ক্ষমতা পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হন। তাহার পরে শ্রীভগবান তাঁহার হৃদয় হইতে চলিয়া গেলে, সেই ভক্ত আবার নিজের প্রকৃতি প্রাপ্ত হয়েন। এই মুরারির কথা।

তাহার পরে মুরারি বলিতেছেন, "শ্রীভগবান জীব-শিক্ষার নিমিত্ত শচীর উদরে জন্মগ্রহণ করেন। তাই তিনি কখন ভক্তভাব, কখন ভগবানভাব অবলম্বন করিতেন। ভক্ত হইয়া ভক্তি কি বস্তু তাহা জীবগণকে শিখাইতেন। শ্রীগৌরাঙ্গ এই লীলা দ্বারা দেখাইলেন যে, শ্রীভগবান মনুষ্য হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া থাকেন, আর যাহার হৃদয়ে প্রবেশ করেন সে ভগবান ভাব প্রাপ্ত হয়, আর তাই দেখিয়া যেন কেহ তাঁহাকে ভগবান বলিয়া পূজা না করে।"

মুরারির উপরি উক্ত ঘটনার এই ব্যাখ্যা শুনিয়া কোন সন্দিগ্ধ চিত্ত পাঠক হাস্য করিয়া বলিতে পারেন, "বৈদ্যরাজ ! তাই যদি হইল, তবে তোমার শ্রীগৌরাঙ্গকে কেন ভক্ত বল না ? তিনি ভক্ত-শিরোমণি ছিলেন, তাই শ্রীভগবান তাঁহার হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে ক্ষণিক মাত্র ভগবত্ত্ব অর্পণ করিতেন, প্রকৃত পক্ষে তিনি আমাদের ন্যায় এক জন মনুষ্য বই নয়।"

যদি ইহা স্বীকার করা যায় যে, শ্রীভগবান শ্রীগৌরাঙ্গের দেহে প্রবেশ করিয়া ভক্তি-ধর্ম্ম শিক্ষা দিয়াছিলেন, তাহাতে প্রভুর ভগবত্তায় দোষ পড়িল বটে, কিন্তু তিনি যে ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন, তাহা

প্রমাণিত হইল, অর্থাৎ শ্রীভগবান মঙ্গলময়, তাঁহার শ্রীশ্রীচরণ সেবনই জীবের সর্ব্ব প্রধান কর্ম্ম।

কিন্তু বিবেচনা করিতে হইবে যে, মুরারি যে সিদ্ধান্ত করিলেন, উহা ভক্তগণের নিমিত্ত, বহিরঙ্গ লোকের জন্য নয়। বহিরঙ্গ লোকে উপরের ঐ প্রশ্ন করিলে মুরারি এই উত্তর দিবেন যে, শ্রীগৌরাঙ্গ যে শ্রীভগবান, তিনি তাহার অন্য শত সহস্র প্রমাণ পাইয়াছেন। তিনি তাহার বরাহ প্রভৃতি রূপ দর্শন করিয়াছেন। তিনি তাঁহার মহাপ্রকাশ দর্শন করিয়াছেন। তিনি তাঁহার শত শত বার অন্যান্য প্রকাশ দর্শন করিয়াছেন; তিনি শত শত বার তাঁহার নিজ মুখে শুনিয়াছেন যে তিনিই সেই পূর্ণব্রহ্ম, তিনিই সকলের আদি। তিনি কখন শচীনন্দন হইতে পৃথক বস্তু তাহা বলেন নাই। শচীর উদরে তাহার দেহ যে উৎপত্তি সেই তাঁহার নিজ দেহ, তাহা বারম্বার বলিয়াছেন। শ্রীঅদ্বৈত যখন শ্যামসুন্দর রূপ দর্শন করিতে চাহেন তখন তাহাকে বলেন, "এই গৌর রূপই আমার রূপ, আর অদ্বৈতের প্রিয় এই রূপ।" জগদানন্দকে নিজ হস্তে আপনার গৌর-গোবিন্দ বিগ্রহ পূজা করিতে দিয়াছিলেন। শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া তাঁহার আজ্ঞা ক্রমে গৌর মূর্ত্তি স্থাপন করেন। ইত্যাদি ইত্যাদি।

মুরারি কেবল ভক্তের নিমিত্ত লিখিতেছেন বলিয়া তাঁহার মনের ভাব প্রকাশ করিয়া বলিতে পারেন নাই। হৃদয় নির্ম্মল হইলে শ্রীভগবান স্বয়ং প্রবেশ করিয়া প্রকাশ হয়েন, হইয়া ভক্ত ঠিক ভগবানের ন্যায় হয়েন, এ কথা মুরারি বলিতে পারেন না। এরূপ যে কোথা হয়েছে তাহার প্রমাণ নাই। প্রহ্লাদের ক্ষণিক অধিরূঢ় অর্থাৎ তিনিই ভগবান এ ভাব, আর শ্রীগৌরাঙ্গের বিষ্ণু-খট্টায় বসিয়া শ্রীপদ বাড়াইয়া গঙ্গাজল, চন্দন, ও তুলসী দ্বারা শ্রীভগবানের পূজা লওয়া, এই দুই ভাব বহু পৃথক। অবশ্য ভগবৎ প্রেমে উন্মাদ হইলে ভক্তগণ শ্রীভগবানের লীলার অনুকরণ করিয়া থাকেন। কেহ গোপাল আবেশে ত্রিভঙ্গ হইয়া দাঁড়াইয়া যেন মুরলী বাদন করিতেছেন, কেহ বা বাল গোপাল আবেশে জানু-গতিতে চলিতেছেন। প্রেমে ভক্তগণ এরূপ করিয়া থাকেন। শ্রীগৌরাঙ্গ-দাসের ন্যায় ভক্ত ত্রিভুবনে আর হয় নাই। তাঁহারা অনেকে প্রহ্লাদ অপেক্ষাও বড়। কই তাঁহারা কবে

শ্রীভগবান কর্ত্তৃক আবেশিত হইয়া শ্রীভগবানের ন্যায় কথা কহিয়াছিলেন, কি ঐশ্বর্য্য দেখাইয়াছিলেন, কি পা বাড়াইয়া দিয়া শ্রীভগবানের পূজা লইয়াছিলেন?

কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গের লীলার আমূল তাই। শ্রীভগবানের সিংহাসনে বসিয়া শ্রীনিমাই প্রফুল্ল বদনে ভক্তগণ সঙ্গে বিহার করিতেছেন। অঙ্গের আলোতে গৃহ বৈদ্যুতিক আলো অপেক্ষা কোটি গুণ আলোকিত হইয়াছে, অঙ্গ গন্ধে দিগ্ আমোদিত হইয়াছে। কথা কহিতেছেন, আর যেন সুধা উগরাইতেছেন. আর বলিতেছেন কি না, "আমিই আদি, আমিই অন্ত, আমিই তোমাদের, তোমরা আমার।"

আর কি বলিতেছেন, না," আমি জীবের দুঃখে কাতর হইয়া ভক্তগণের আকর্ষণে জীবকে আশ্বাস দিতেও ভক্তি-ধর্ম্ম শিখাইতে আসিয়াছি।" কই, কবে এরূপ কে বলিয়াছেন কি করিয়াছেন? কোন শাস্ত্রে, কোন দেশে, এরূপ নাই।

বুদ্ধ, যীশু, মহাম্মদ, নানক, প্রভৃতি বহুতর অবতার জগতে প্রকাশ হইয়াছেন, কিন্তু কবে কোন্ অবতার শ্রীভগবানের সিংহাসনে বসিয়া, শ্রীভগবানের তেজ প্রকাশ করিয়া, শ্রীভগবান বলিয়া আপনাকে পরিচয় দিয়া, "বর মাগো" বলিয়া জীবগণকে আশ্বাসিত করিয়াছেন? এরূপ ঘটনা কেহ কখন শুনেন নাই, অনুভবও করেন নাই।

শ্রীভগবানের বিগ্রহ চিন্ময়, জড়-পদার্থ দ্বারা সৃষ্ট নয়। শ্রীভগবানকে চর্ম্ম-চক্ষে দর্শন করা যায় না, দর্শন করিতে হইলে তাঁহাকে চর্ম্ম চক্ষু-গোচর দেহ ধারণ করিতে হয়। মনুষ্যের ধ্যান স্ফূর্ত্তির নিমিত্ত এরূপ দেহ প্রয়োজন, তাই শ্রীভগবান চর্ম্ম-চক্ষু-গোচর রূপ ধরিয়া থাকেন। আকাশ ধ্যান যে ভক্তের নিকট নিষ্ফল তাহা ভক্ত মাত্রে জানেন, আর যিনি ইহা বিশ্বাস না করেন তিনি স্বয়ং পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন যে ভক্তের ধ্যান জীবন্ত সামগ্রী।

তাহার পর শ্রীগৌরাঙ্গ স্বয়ং বলিয়াছিলেন, যে তাঁহার দেহ শ্রীভগবানের দেহ, শুধু আধার নয়। মুরারিকে শ্রীগৌরাঙ্গ আলিঙ্গন করিলে তিনি ১০ম স্কন্ধের ৮১ অধ্যায়ের ১৪ শ্লোক পড়িয়া শ্রীভগবানকে স্তুতি করিলেন। সে শ্লোকের অর্থ এই যে, "কোথা আমি দীন, আর কোথা তুমি শ্রীভগবান, তুমি আমাকে হৃদয়ে ধরিয়া আলিঙ্গন করিলে!"

মুরারির এই বাক্য শুনিয়া শ্রীগৌরচন্দ্র কি বলিলেন শ্রবণ করুন। যথা, চৈতন্য চরিতে ৭ম সর্গ,—

শ্রুত্বা স ইত্থমুদিতং ভগবাংস্তদৈব
স্বৈশ্বর্য্যমুত্তমমুপেত্য ররাজ নাথঃ।
রম্যাসনোপরি পরিষ্ঠিত উদ্ভটেন
তেজশ্চয়েন দিননাথ সহস্রতুল্যঃ॥ ১০১॥

ভগবান গৌরচন্দ্র এই কথা শুনিয়া তৎকালীন স্বীয় ঐশ্বর্য্য লাভ করত অত্যুদ্ভট তেজের দ্বারা সহস্র সূর্য্যের ন্যায় প্রকাশমান হইয়া শোভন আসনোপরি অধিষ্ঠানান্তর পরম শোভা পাইতে লাগিলেন॥ ১০১॥

ইদং শরীরং পরমং মনোজ্ঞং, সচ্চিদ্ঘনানন্দময়ং মমৈব।
জানীত যূয়ং ন হি কিঞ্চিদন্য, দ্বিনাস্তি ভূমৌ স ইতীদ মুচে॥ ১০২॥

এবং কহিলেন, আমার এই শরীর পরম মনোজ্ঞ, নিত্য, চিদ্ঘন, ও আনন্দ ময়, তোমরা নিশ্চয় জানিও আমার শরীর ব্যতিরেকে এই ভূমণ্ডলে আর কিছুই নাই॥ ১০২॥

তাহার পরে যদি শচীনন্দন শ্রীভগবান হইতে পৃথক বস্তু হইতেন, আর তাঁহার দেহটী শ্রীভগবানের না হইয়া এক জন মনুষ্যের হইত, তবে শ্রীভগবান সেই দেহে প্রকাশ পাইয়া, কুলবতীগণের মস্তকে শ্রীপাদ দিয়া বলিতেন না যে, "তোমাদের চিত্ত আমাতে হউক," অর্থাৎ "আমাকে তোমরা স্বামী বলিয়া গ্রহণ কর।" আবার তাহা হইলে শ্রীভগবান সেই দেহে প্রকাশ পাইয়া সেই দেহের পদ, তাঁহার দেহধারী বৃদ্ধা জননীর মস্তকে দিতেন না। শ্রীভগবান কর্তৃক এরূপ মূঢ়তার কার্য্য সম্ভব হয় না। শ্রীঅদ্বৈত দম্ভ করিয়া বলিয়াছিলেন, জগন্নাথ-সুত যদি "তিনি" হয়েন, তবেই কেবল তাঁহার মস্তকে চরণ দিতে সক্ষম হইবেন। শ্রীগৌরাঙ্গ তাই করিলেন, আর তখনি শ্রীঅদ্বৈত স্বীকার করিলেন যে, প্রভু স্বয়ং আসিয়াছেন। আবার শ্রীশচীর মস্তকে পা দিয়া, শ্রীভগবান ইহাই প্রমাণ করিলেন যে, তিনি আর শচীনন্দন পৃথক বস্তু নন, আর শচীনন্দনের যে দেহ, উহা তাঁহার নিজের দেহ। আর যদিও বাহ্য সম্পর্কে শচী তাঁহার জননী, কিন্তু প্রকৃত-পক্ষে তিনি শচীর পিতা। আরো দেখাইলেন যে, যদিও শচী অতি বৃদ্ধা, কিন্তু তিনি তাহা অপেক্ষা অনেক প্রাচীন।

পঞ্চম অধ্যায়।

গৌরাঙ্গ কল্পতরু, অদ্বৈতাদি শাখা চারু
কীর্ত্তন কুসুম পরকাশ।
ভকত ভ্রমরগণ, মধু লোভে অনুক্ষণ
আনন্দেতে ফিরে চারু পাশ॥
হরি নাম পত্র শোভে, স্নিগ্ধ সুমধুর ভাবে,
কিবা সুশীতল তার ছায়।
কলি দগ্ধ জীব যত, পাপ তাপে সন্তাপিত,
তার তলে আসিয়া জুড়ায়॥
অকৈতব প্রেম ফল, রসভরে টলমল,
খাইতে বড়ই মিঠে লাগে।
পদ-লগ্নকৃত আশ, হইয়ে উদ্ধব দাস,
কাতরেতে সেই ফল মাগে॥

শ্রীবিশ্বরূপ শ্রীনিত্যানন্দের দেহে সর্ব্বদা বিরাজ করিতেন, এমন কি শচীর কখন কখন ভ্রম হইত যেন নিত্যানন্দ তাঁহার সেই হারাণ পুত্র বিশ্বরূপ। সেই নিত্যানন্দের নিকট শ্রীগৌরাঙ্গ বলিতেছেন যে, "তিনি অনুমতি পাইলে তাঁহার দাদা বিশ্বরূপের অনুসন্ধানে যাইবেন।"

এখন বিশ্বরূপ যে এ জগতে নাই, তাহা কি শ্রীগৌরাঙ্গ জানিতেন না? তাঁহাকে যাই ভাব, এ কথা তাঁহার না জানিবার কোন কারণ ছিল না, কারণ শচী ব্যতীত পৃথিবী সমেত এ কথা জানিতেন যে, বিশ্বরূপ অষ্টাদশ বর্ষ বয়সে পাণ্ডুপুরে দেহ ত্যাগ করিয়াছেন। অতএব প্রভুও জানিতেন। তবে তিনি কিরূপে বলিলেন যে, বিশ্বরূপের অনুসন্ধানে গমন করিবেন? শ্রীচরিতামৃত এ কথার এই উত্তর দিতেছেন, যথা—

বিশ্বরূপ অদর্শন জানেন সকল।
দাক্ষিণাত্য উদ্ধারিতে পাতেন এই ছল॥

অর্থাৎ জীব উদ্ধার, ভক্তি ধর্ম্ম প্রচার, প্রভুর একটী প্রধান কার্য্য। কিন্তু তাহা তিনি সহজ অবস্থায় মুখে বলিতেন না, এমন কি, বলিতেও

কুণ্ঠিত হইতেন, কারণ সে অবস্থায় তিনি দীন হইতে দীন। দক্ষিণ দেশে ভক্তি-ধর্ম্ম প্রচার করা তাঁহার কর্ত্তব্য ইহা সাব্যস্ত করিয়াছেন। সুতরাং দক্ষিণ দেশে গমন করিবেন ইহা তাঁহার স্থির সংকল্প। তাই অনুমতি চাহিতেছেন। এ কথা বলিতে পারিতেন যে, শ্রীপাদ আমাকে অনুমতি কর, আমি দক্ষিণ দেশে ধর্ম্ম-প্রচার করিতে যাইব। কি প্রভু দৈন্যের অবতার। সহজ অবস্থায় যিনি ভক্তগণের প্রত্যেকের হস্ত ধরিয়া ক্রন্দন করিয়া দিবা নিশি বলিতেছেন, "তোমরা ভক্ত, আমাকে কৃপা করিয়া বল আমার কিরূপে শ্রীকৃষ্ণে মতি হয়।" তিনি কি মুখাগ্রে এই দম্ভের কথা আনিতে পারেন যে, "আমি দেশ উদ্ধার করিতে যাইব?" অথচ দক্ষিণ দেশ উদ্ধার করিতে যাইতে হইবে। কিন্তু কি বলিয়া যাইবেন; তাহাই বিশ্বরূপের অনুসন্ধানে গমন করিবেন এই "ছল পাতিলেন"।

প্রকৃত পক্ষে তাঁহার দক্ষিণ ভ্রমণের মধ্যে বিশ্বরূপের অনুসন্ধান বড় একটা দেখা যায় না, কেবল ভক্তি ধর্ম্মপ্রচার তাহাই দেখা যায়।

শ্রীনিত্যানন্দ বলিলেন, যে, "উত্তম কথা আমরাও যাইব।" কিন্তু প্রভু বলিলেন, "তাহা হবে না, আমি একাকী যাইব।"

তখন শ্রীনিত্যানন্দ বলিলেন, "কেন, আমাদের অপরাধ?" প্রভু বলিলেন, "তোমাদের গাঢ় অনুরাগ আমার প্রধান কণ্টক, আমি ইচ্ছা-মত কার্য্য করিতে পারি না। আমার মনোমত কার্য্য করিলে তোমা-দের মনে দুঃখ দিতে হয়, তাহা আমি পারি না। ইহা বলিয়া শ্রীনিত্যানন্দের মুখপানে চাহিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "আমি সন্ন্যাস লইয়া বৃন্দাবন যাইব সংকল্প করিলাম, তুমি ভুলাইয়া আমাকে শান্তিপুরে আনিলে। দেখ, তুমি মধ্যবর্ত্তী না হইলে, আমি আজি কোথা থাকিতাম, আর এখন কোথা আছি? তাহার পরে, সন্ন্যাসীর প্রধান সহায় দণ্ড; ইচ্ছা করিলে, আর আমার দণ্ডখানি ভাজিয়া ফেলিয়া দিলে। এখন আমি অঙ্গহীন সন্ন্যাসী হইলাম, তোমরা আমাকে ভালবাসিয়া সব কর, কিন্তু আমার কার্য্য নষ্ট হয়।"

ভাল মানুষ, ছোট ভাইয়ের দাস, শ্রীনিত্যানন্দ উত্তর করিতে না পারিয়া ঘাড় হেট করিলেন। তখন দামোদর বলিলেন, "আমার অপরাধ কি?" প্রভু বলিলেন, তুমি ব্রহ্মচারী, আমি সন্ন্যাসী। পদে আমি তোম

অপেক্ষা বড়, কিন্তু আমি সন্ন্যাসের কি কি নিয়ম তাহা সকল জানিও না, স্মরণ রাখিতেও পারি না, অনেক সময় শ্রীকৃষ্ণের বিরহে, সে সমুদায় নিয়ম পালন করিতেও পারি না। কিন্তু তুমি সমুদায় বিধি অবগত আছ ও পালন করিয়া থাক, এবং সর্ব্বদা আমাকে সাবধান ও রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছ। এই বিধি সমুদায় পালন করিতে গিয়া, আমি শ্রীকৃষ্ণের নিমিত্ত যে একটু রোদন, তাহাও করিতে পারি না।"

জগদানন্দ বলিতেছেন, "প্রভু সকলের গুণানুবাদ কীর্ত্তন করিতেছেন, আমাকে ভুলিবেন না। আমার কি অপরাধ শুনিয়া রাখি।"

প্রভু বলিলেন, "তুমি ত নাটের গুরু। আমি সন্ন্যাস ধর্ম্ম আশ্রয় করিয়াছি, তাহা তুমি ভুলিয়া গিয়াছ। তোমার দিবানিশি এক মাত্র চেষ্টা যে আমার ধর্ম্ম নষ্ট হয়। তোমার ইচ্ছা আমি উদর পূর্ত্তি করিয়া পঞ্চাশ ব্যঞ্জনে ভোজন করি, অতি উত্তম শয্যায় শয়ন করি, উত্তম তৈল মর্দ্দন করি, তাম্বূল ভক্ষণ করি, এবং এইরূপ বিষয় সুখ সমুদায় ভোগ করি। কিন্তু এ সমুদায় আমি করিতে পারি না। আমি সন্ন্যাসী হইয়াছি, এ সমুদায় বিষয়ে সুখ করিলে আমার ধর্ম্ম নষ্ট হইবে। কিন্তু তুমি তাহা বুঝিবে না। আমার সম্মুখে বিষয় সুখ রাখিয়া উহা আমি ভোগ করি, তাহার নিমিত্ত অতিশয় ব্যগ্রতা দেখাইবা। আমি অনুরোধ রাখিতে পারি না, আর তুমি রাগ করিয়া আমার সহিত কথা বন্ধ কর। আবার কথা কহাইবার নিমিত্ত তোমাকে আমার বহু সাধ্য সাধনা করিতে হয়।"

প্রভু তাহার পরে আবার বলিতেছেন, "সকলের কথা যখন বলিলাম তখন মুকুন্দের কথাও বলি। মুকুন্দ এই প্রথম সংসারের বাহির হইয়াছেন, তাই তাঁহার হৃদয় অদ্যাপি নিতান্ত কোমল রহিয়াছে। পরের দুঃখ একে বারে সহিতে পারেন না, আমার দুঃখ কিরূপে সহিবেন? শীতে তিন বার স্নান করিতাম, মুকুন্দ ইহা দেখিয়া বড় কষ্ট পাইতেন। আমি মৃত্তিকায় শয়ন করি, মুকুন্দ ইহা সহিতে পারেন না। আমার সন্ন্যাস আশ্রম পালন জন্য অন্যান্য দুঃখে মুকুন্দের হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়। এ সমুদায় কথা সাহস করিয়া মুকুন্দ আমাকে বলেন না, কিন্তু আমি মুখ দেখিয়া বুঝিতে পারি। আমি যে নিয়ম পালন করি উহাতে আমার কিছু দুঃখ হয় না, কিন্তু আমি দুঃখ পাইতেছি ইহা অনুমান

করিয়া মুকুন্দের যে দুঃখ তাই দেখিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়। আমি মুকুন্দের মুখপানে চাহিতে পারি না।"

এই বলিয়া প্রভু যাহার যে গুণ তাহা সমুদায় দোষ বলিয়া কীর্ত্তন করিলেন। শ্রীনিত্যানন্দের, প্রভুর সন্ন্যাসাদি কার্য্যে, কিছু মাত্র আস্থা নাই। তাই দণ্ড ভাঙ্গিয়া ফেলেন, আর প্রভুকে শান্তিপুরে লইয়া যান। তাঁহার মতে প্রভুর এ সমুদায় কাচ ফেলিয়া দিয়া নদিয়ায় জননীর নিকট যাওয়াই উচিত। জগদানন্দের ও দামোদরের ঠিক বিপরীত ভাব। দামোদরের সর্ব্বদা ভয় পাছে প্রভুর ধর্ম্ম-পালন ঠিক নিয়ম মত না হয়। জগদানন্দের ভয় পাছে প্রভুর পেট না ভরে, কি ভাল নিদ্রা না হয়। মুকুন্দের ভজন সাধন প্রভুকে কীর্ত্তন শ্রবণ করান, প্রভুর রূপ দর্শন, ও প্রভুর চরণ সেবন। তিনি প্রভুর সোণার অঙ্গে কৌপীন, কি মৃত্তিকায় শয়ন, কি রূপে দেখিবেন?

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভৃতি ভক্তগণ মস্তক অবনত করিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিতে লাগিলেন। যত দিবস তাঁহারা প্রভুকে ঘিরিয়া ছিলেন, তত দিবস তাঁহারা ও নদেবাসীগণ নিশ্চিন্ত ছিলেন। নদেবাসীগণ, নদের যথা সর্ব্বস্ব, তাঁহাদের হস্তে ন্যস্ত করিয়া নিশ্চিন্ত আছেন। তাঁহারা নিজেও তাঁহাদের প্রাণ মন বুদ্ধি সমুদায় শ্রীগৌরাঙ্গকে দিয়া, বসিয়া আছেন। শ্রীগৌরাঙ্গ এখন বলিতেছেন যে, তিনি দক্ষিণ দেশে যাইবেন, একা যাইবেন, কাহাকেও সঙ্গে লইবেন না! যিনি বলিতেছেন, তিনি অগ্রে সাব্যস্ত করেন পরে প্রস্তাব করেন, আর যে প্রস্তাব করেন তাহা ত্রিভুবন যদি তাঁহার বিরোধী হয়, তাহাও শুনেন না। ভক্তগণ বিষাদ সাগরে মগ্ন হইয়া ভুবন অন্ধকারময় দেখিতে লাগিলেন।

তখন শ্রীগৌরাঙ্গ ভক্তগণকে সান্ত্বনা বাক্য বলিতে লাগিলেন। বলিতেছেন, "শতবার দেহ ত্যাগ করা যায়, তবু তোমাদের সঙ্গ ত্যাগ করা যায় না। তোমরা আমাকে রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া নীলাচলচন্দ্র দর্শন করাইলে। এ দেহ সম্পূর্ণরূপে তোমাদের, আমাকে যেখানে সেখানে বিক্রয় করিতে পার। আমি একবার দক্ষিণ দেশে যাব, একাকী যাব। যাইয়া সেতুবন্ধ পর্য্যন্ত দ্রুতগতিতে গমন করিয়া ফিরিয়া আসিব। তোমরা এখানেই থাক, আমি যে যাব সেই আসিব।"

শ্রীনিত্যানন্দ বলিতেছেন, প্রভু নিতান্তই যাইবেন তবে আর আমরা

কি বলিব? তবে একাকী যাইবেন ইহা আমরা সহিতে পারিব না। প্রথমতঃ নাম জপ করিতে তোমার হস্ত আবদ্ধ। সঙ্গে তোমার কৌপীন, বহির্ব্বাস ও জল-পাত্র যাইবে। কিন্তু উহা কে বহন করিবে? যদি তুমি স্বয়ং বহন কর, তবে নাম জপিবে কিরূপে? তাহার পরে, তুমি পথে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া থাকিবে, কে তোমাকে সন্তর্পণ করিবে? কে তোমার জন্য ভিক্ষা করিবে, করিয়া তোমাকে প্রসাদ ভুঞ্জাইয়া তোমার প্রাণ রক্ষা করিবে? তুমি স্বেচ্ছাময়, তুমি আমাদের যাহা আজ্ঞা করিবে, তাহা আমাদের করিতে হইবে। কিন্তু তোমাকে এরূপে বিদায় দিতে আমরা প্রাণ থাকিতে কিরূপে পারি?”

প্রভুর মন একটু শিথিল হইল, তাহা ভক্তগণ বুঝিলেন। তাহার পরে শ্রীনিত্যানন্দ বলিতেছেন, “তাহার পরে সার্ব্বভৌম ও গোপীনাথের নিকটে বলুন, এ কথা শুনিয়া তাঁহারা কি বলেন শ্রবণ করুন!” শ্রী-নিত্যানন্দ ভাবিলেন যে, প্রভু সার্ব্বভৌমকে গুরুর ন্যায় শ্রদ্ধা করেন। যদি প্রভুর কিছু মন ফিরাইতে হয়, তবে উহা সার্ব্বভৌম দ্বারা করা-ইতে হইবে।

প্রভু বলিলেন, “ভাল, তবে চল সার্ব্বভৌমের নিকট যাই,” আর ইহা বলিয়া তাঁহার নিকট সকলে গমন করিলেন। সার্ব্বভৌম, সর্ব্ব সুমঙ্গল উপস্থিত দেখিয়া, মহাহর্ষে উঠিয়া পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া প্রভুকে ও শ্রীনিতাইকে পূজা করিলেন। সার্ব্বভৌম জানেন না যে প্রভু তাঁহার গলায় ছুরি দিতে আসিয়াছেন। দুই এক কৃষ্ণ কথার পরে প্রভু তাঁহার দক্ষিণ ভ্রমণ ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন।

সার্ব্বভৌম মর্ম্মাহত হইলেন। শ্রীভগবদ্দত্ত মনুষ্য-হৃদয়ের যে মধুর ভাব গুলি তাহা তিনি কখন ইচ্ছা করিয়া উৎকর্ষ করেন নাই, বরং চেষ্টা করিয়া দলন করিয়াছেন। এইরূপে তাঁহার হৃদয়-বৃন্দাবন পোড়াইয়া ছাই করিয়া, নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়াছিলেন। সেই ভস্মাবৃত স্থান প্রথমত আর্দ্র করিয়া, পরে কর্ষণ করিয়া, শ্রীপ্রভু যত্ন করিয়া প্রেমের বীজ রোপণ করিলেন। এই বীজ এখন অঙ্কুরিত হইয়াছে। প্রভু এখন তাই ভাঙ্গিতে চাহিলেন, তিনি তাহা সহিবেন কিরূপে? প্রভু যাইবেন শুনিয়া, তিনি সিহরিয়া উঠিলেন।

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া সার্ব্বভৌম বলিতেছেন, “প্রভু! তোমার

বিরহ যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইবে জানিতাম না। তুমি স্বেচ্ছাময়, যখন ইচ্ছা করিয়াছ, কাহার সাধ্য উহা হইতে তোমাকে বিরত করে। তবে তুমি গমন করিলে তোমার বিরহে আমাদের জীবন থাকিবে না তাহা বুঝিতেছি। সার্ব্বভৌম বলিতেছেন—

কথং মমাভূন্নহি পুত্রশোকঃ
কথং মমাভূন্নহি দেহপাতঃ।
বিলোক্য যুষ্মচ্চরণাব্জযুগ্মং
সোঢ়ুং ন শক্তোঽস্মি ভবদ্বিয়োগং॥ ৯৭॥
যত কেন গন্তাসি পথাম্নু কেন
কথং পথক্লেশসহোঽথ ভাবী।—চৈতন্য চরিত।

প্রভো! আমার পুত্রশোক কেন না হইল, আমার দেহপাত কেন না হইল, আপনার পাদপদ্ম-যুগল দর্শন করিয়া আপনার বিয়োগ কিরূপে সহ্য করিব?

প্রভো! আপনি কোন পথে যাইবেন? এবং কিরূপেই বা পথের ক্লেশ সহ্য করিবেন? হা কষ্ট!

আবার চৈতন্য চরিতামৃতে—

শুনি সার্ব্বভৌম হৈল অত্যন্ত কাতর।
চরণে ধরিয়া কহে বিষাদ অন্তর॥
বহুজন্মের পুণ্য ফলে পাই তোমার সঙ্গ।
হেন সঙ্গ বিধি মোর করিলেক ভঙ্গ॥
শিরে বজ্র পড়ে যদি পুত্র মরি যায়।
তাহা সই তোমার বিচ্ছেদ সহনে না যায়॥

এই প্রবল প্রতাপান্বিত, শ্রীবৃহস্পতি-অবতার, সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের নিকট এখন শ্রীগৌরাঙ্গ, তাঁহার এক মাত্র পুত্র চন্দনেশ্বর অপেক্ষা, বহুগুণে প্রিয় হইয়াছেন। যখন শুকদেব শ্রীকৃষ্ণের আদিলীলা বর্ণনা করিতে করিতে বলিলেন যে, শ্রীনন্দনন্দন গোপগোপীগণের নিকট এত প্রিয় হইলেন, যে তাঁহারা তাঁহাকে আপন পুত্র হইতে অধিক প্রীতি করিতে লাগিলেন, তখন শ্রোতৃবর্গ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে, ইহা কিরূপে হইতে পারে? এ যে একেবারে অস্বাভাবিক?

তাহাতে শুকদেব বলিলেন, এরূপ হওয়া অস্বাভাবিক নয়, বরং সম্পূর্ণ স্বাভাবিক, যেহেতু, যিনি যত নিকট সম্পর্কীয় হউন, শ্রীভগবানের ন্যায় নিকট সম্পর্কীয় কেহ নহেন, কারণ তিনি জীবের প্রাণের প্রাণ। সুতরাং সার্ব্বভৌম যে বলিবেন, পুত্র মরিয়া যায় ইহাও সহ্য করা যায়, তবু প্রভুর বিরহ সহ্য করা যায় না, তাহার বিচিত্র কি? শ্রী-গৌরাঙ্গ সার্ব্বভৌমের দুঃখ দেখিয়া কাতর হইলেন। বলিলেন, ভট্টাচার্য্য, তুমি এত কাতর হইতেছ কেন? আমি সেতুবন্ধ পর্য্যন্ত যাইব, যে যাইব সেই আসিব, আর শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় সত্বর ফিরিয়া আসিব।

এই যে শ্রীপ্রভু বলিলেন, তিনি সত্বর ফিরিয়া আসিবেন, ইহাতে সকলে নিতান্ত আশ্বস্ত হইলেন। কারণ তাঁহারা জানেন প্রভুর বাক্য অব্যর্থ। সার্ব্বভৌম সাহস করিয়া আর তখন প্রভুকে তাঁহার ইচ্ছা হইতে নিবৃত্ত করিবার যত্ন করিলেন না। ভাবিলেন, উহা পরে সুবিধা মত করিবেন। তবে বলিলেন, প্রভু! তুমি স্বেচ্ছা-ময়, তোমাকে আমরা রোধ করিতে পারিব না। তবে যদি যাইবেন, আর কিছু দিন থাকুন, প্রাণ ভরিয়া চরণ দর্শন করি। প্রভু এ কথা শুনিয়া তখনি স্বীকার করিলেন।

সার্ব্বভৌম তখন প্রভুকে প্রত্যহ নিমন্ত্রণ করিয়া মনের সাধে ভিক্ষা দিতে লাগিলেন। তাঁহার স্ত্রী (যাহাকে ষাঠীর মাতা বলিতেন, যেহেতু তাঁহার কন্যার নাম ষাঠি,) রন্ধন করেন, আর সার্ব্বভৌম স্বয়ং পরি-বেশন করেন। সার্ব্বভৌম ও ভক্তগণ প্রভুকে নিবৃত্ত করিতে পারি-লেন না। প্রভু যাইবেন ইহা সাব্যস্ত হইল, তবে এক জন ভৃত্য সঙ্গে লইবেন, সকলের অনুরোধে ইহা স্বীকার করিলেন।

প্রভু সার্ব্বভৌমের অনুরোধে পঞ্চ দিবস রহিলেন।

পঞ্চ দিবস পরে প্রভাতে প্রভু বলিতেছেন, "তবে আমি চলি-লাম।" এই কথায় সকলের মুখ মলিন হইয়া গেল। মনোদুঃখে ও নীরবে সকলে প্রভুর সহিত শ্রীজগন্নাথ মন্দিরে গমন করিলেন। প্রভু করযোড়ে, সর্ব্ব সমক্ষে, শ্রীজগন্নাথের নিকট দক্ষিণ ভ্রমণের আজ্ঞা মাগিলেন। পূজারি তখন আজ্ঞা মালা ও চন্দন আনিয়া দিলেন, প্রভু মহা আনন্দিত হইয়া মালা গ্রহণ করিলেন। তখন সকলে একত্র হইয়া মন্দির প্রদক্ষিণ করিলেন, করিয়া সমুদ্র পথ ধরিলেন। সঙ্গে সমু-

দায় ভক্তগণ চলিলেন, এবং গোপীনাথ ব্রাহ্মণ দ্বারা প্রসাদান্ন আর প্রভুর ভৃত্য দ্বারা চারিখানি কৌপীন ও বহির্ব্বাস সেই সঙ্গে লইলেন।

একটু গমন করিয়া প্রভু দাঁড়াইলেন। দাঁড়াইয়া সার্ব্বভৌমকে বাড়ী ফিরিয়া যাইতে অনুরোধ করিলেন। সার্ব্বভৌম বলিলেন, "প্রভু, আমার একটি নিবেদন আছে। গোদাবরী তীরে, বিদ্যানগরের অধিকারী শ্রীরামানন্দ রায় আছেন। সে দেশ গজপতি প্রতাপরুদ্রের অধিকার। সেই রামানন্দ রায় জাতিতে কায়স্থ ও বিষয়ীর কার্য্য করেন, কিন্তু আমার ইচ্ছা যে আপনি তাঁহাকে তাই বলিয়া উপেক্ষা করিবেন না। তাঁহাকে অবশ্য দর্শন দিবেন। তাঁহার ন্যায় ভক্ত ও রসজ্ঞ পৃথিবীতে নাই। তাঁহার কথা কিছু না বুঝিতে পারিয়া, বৃথা বিদ্যা মদে, আমি তাঁহাকে চির দিন উপহাস করিয়া আসিয়াছি। এখন আপনার কৃপাবলে তাঁহার মাহাত্ম্য বুঝিয়াছি. অতএব তাঁহাকে উপেক্ষা করিবেন না।" প্রভু বলিলেন, "তাই হইবে।"

প্রভু সার্ব্বভৌমকে আর সঙ্গে যাইতে দিবেন না। বলিলেন, তুমি গৃহে যাও, যাইয়া শ্রীকৃষ্ণ ভজন করিও, আমি তোমার আশীর্ব্বাদে ফিরিয়া আসিব। ইহাই বলিয়া সার্ব্বভৌমকে হৃদয়ে ধরিলেন, ধরিয়া অতি প্রেমে গাঢ় আলিঙ্গন দিলেন। সার্ব্বভৌমকে আলিঙ্গন দিয়া প্রভু চলিলেন। ভট্টাচার্য্য একটু স্থির হইয়া দাঁড়াইলেন, পরে কাঁপিতে লাগিলেন, এবং "প্রভু!" বলিয়া মৃত্তিকায় মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

শ্রীগৌরাঙ্গ আর ফিরিয়া চাহিলেন না, চলিতে লাগিলেন, তবে একটু আস্তে আস্তে, প্রভু কি বলিয়া ফিরিয়া চাহিবেন? কি দেখিবেন? দেখিয়া সহিবেন কিরূপে? কিন্তু ভক্তগণ অমনি সার্ব্বভৌমকে ঘিরিয়া বসিলেন, বসিয়া তাঁহাকে সন্তর্পন করিতে লাগিলেন। সার্ব্বভৌম চেতন পাইলেন, আর ভক্তগণ তাঁহাকে বুঝাইতে লাগিলেন। পরে তাঁহারা লোক দ্বারা তাঁহাকে বাড়ী পাঠাইয়া দিলেন। সার্ব্বভৌম বাণাহত মৃগের ন্যায় ধীরে ধীরে গৃহে প্রত্যাগমন করিতে লাগিলেন। এ দিকে প্রভু ভক্তগণ সহিত সমুদ্র পথে, সমুদ্রের ধারে ধারে, আলালনাথে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

প্রভু আলালনাথকে প্রণাম করিয়া নৃত্য আরম্ভ করিলেন। প্রভুর সৌন্দর্য্য, হাব, ভাব, প্রকৃতি, বসন, ও বয়স দেখিয়া লোকে চমকিত হইল।

চারিদিক হইতে এত লোক আসিল যে, ভক্তগণের প্রভুকে রক্ষা করা ভার হইয়া পড়িল। যাহারা প্রভুকে দেখিতে আসিয়াছে তাহারাও উন্মত্ত হইয়াছে, হইয়া গৃহ ভুলিয়াছে, এবং ভুলিয়া হরি হরি বলিয়া নৃত্য করিতেছে। এই মহা কলরব মধ্যে প্রভুর ভিক্ষা সমাধান হওয়া দুর্ঘট হইল। তখন ভক্তগণ নিরুপায় হইয়া মন্দিরের দ্বারে কবাট দিলেন। এবং গোপীনাথ যে প্রসাদান্ন আনিয়াছিলেন তাহা প্রথমে নিতাই গৌরকে ভুঞ্জাইলেন, ও সেই প্রসাদ আর সকলে বাঁটিয়া খাইলেন। এদিকে লোকের ভিড় ক্রমে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। হরি-ধ্বনিতে গগন যেন ভাঙ্গিয়া যায় এইরূপ উপক্রম হইল সকলের প্রার্থনা "প্রভু, একবার দর্শন দাও।" কিন্তু ভক্তগণ ভয়ে দ্বার খুলিলেন না, যেহেতু লোকের ভিড় এত যে তাঁহারা দ্বার খুলিতে সাহস পাইতেছেন না। প্রভু লোকের আর্ত্তি দেখিয়া স্থির থাকিতে পারিলেন না, তিনি দ্বার খুলিয়া দিতে আজ্ঞা করিলেন। ইহাতে সহস্র সহস্র লোক, প্রভুকে দর্শন করিল, আর "জয় কৃষ্ণচৈতন্য," "জয় সচল জগন্নাথ" বলিয়া নৃত্য করিতে লাগিল।

এ রহস্য যেন স্মরণ থাকে যে, প্রভু এক জন সন্ন্যাসী বই নয়, কিন্তু তাঁহাকে দর্শন মাত্র লোকে তাঁহাকে শ্রীভগবান বলিয়া সাব্যস্ত করিয়া লইল। সারা নিশি এইরূপ নৃত্যে ও হরিনামের কোলাহলে যাপিত হইল।

নিত্যানন্দ অন্যান্য ভক্তগণকে বলিতেছেন, "তোমরা এখন প্রভুর দক্ষিণ ভ্রমণ উদ্দেশ্য বুঝিলে ত? এইরূপ গ্রামে গ্রামে হইবে।"

প্রভাত হইল, সকলে প্রাতঃস্নান করিলেন, প্রভু বিদায় মাগিলেন। কেহ কোন কথা বলিতে পারিলেন না। প্রভু সকলকে ধরিয়া ধরিয়া আলিঙ্গন দিলেন, আর সকলে একে একে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন, ও পড়িয়া থাকিলেন! পড়িয়া থাকিলেন—তাঁহারা যেরূপ সার্ব্বভৌমকে ধরিয়া উঠাইয়াছিলেন, তাঁহাদের আর কে উঠাইবে? তখন প্রভু কি করিলেন? যথা চরিতামৃতে—

বিচ্ছেদে ব্যাকুল প্রভু চলিল দুঃখী হৈয়া।

পশ্চাতে ভৃত্য জলপাত্র ও বহির্ব্বাস বহন করিয়া চলিলেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

আমায় ধর নিতাই॥
জীবকে হরিনাম বিলাতে,
লাগিল সে ঢেউ প্রেম-নদীতে,
সেই তরঙ্গে আমি এখন ভাসিয়া যাই।
যে দুঃখ আমার অন্তরে,
বাথীত কেবা কব কারে,
জীবের দুঃখে আমার হিয়া বিদরিয়া যায়॥

শ্রীগৌরাঙ্গের উক্তি॥

শ্রীগৌরাঙ্গ অতি ব্যাকুল হৃদয়ে ভৃত্যের সহিত চলিলেন। ভক্তগণ পড়িয়া রহিলেন। এইরূপে সারা দিবস ও রজনী গেল। পর দিবস প্রভাতে তাঁহারা ধীরে ধীরে রোদন করিতে করিতে নীলাচল যাইতে লাগিলেন।

শ্রীগৌরাঙ্গ তাঁহার প্রিয় জীবগণকে উদ্ধার করিতে চলিলেন। ভক্তগণ পশ্চাৎ করিয়া প্রভু একটু অগ্রবর্ত্তী হইয়া দুই বাহু তুলিয়া অতি মধুর ও অতি গভীর স্বরে কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। যথা, প্রভুর শ্রীমুখের কীর্ত্তন—

কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হে।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হে॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ রক্ষ মাং।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ পাহি মাং॥
রাম রাঘব রাম রাঘব রাম রাঘব রক্ষ মাং।
কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব পাহি মাং॥

সেই সুমধুর কীর্ত্তন শুনিয়া যেন ত্রিভুবন সুশীতল ও আশ্বাসিত হইতে লাগিল। প্রভুর বয়স তখন কেবল পঞ্চবিংশতি, সর্ব্বাঙ্গ মনোহর, ও কায়া অতি দীর্ঘ। তাঁহার পরিধান কৌপীন ও বহির্ব্বাস।

দুই হস্ত ঊর্দ্ধদিকে, তাহাতে জপের মালা, সেই মালা ভক্তিপূর্ব্বক মস্তকে ধরিয়া রাখিয়াছেন। প্রভু সুমধুর স্বরে "কৃষ্ণ পাহি মাং" বলিয়া গীত গাইতেছেন আর পদ্ম-চক্ষু দিয়া শত সহস্র ধারা পড়িতেছে। প্রভু যাইতেছেন কেন, না পতিত জীবকে উদ্ধার করিতে! আমার বোধহয় দেবগণ অন্তরীক্ষে দাড়াইয়া প্রভুর অপরূপ শোভা দর্শন ও তাহার মস্তকে পুষ্পবর্ষণ করিতেছিলেন।

প্রভুর বাহ্যজ্ঞান নাই, কাহার সহিত কথা নাই. ভৃত্য নীরবে পশ্চাৎ যাইতেছেন। প্রভুর গতি ভঙ্গ নাই, এক মনে চলিয়াছেন, তাঁহার মন তিনিই জানেন। এমন সময় প্রভু হঠাৎ স্থির হইলেন, দাড়াইলেন পরে বসিলেন। কেন বসিলেন তাহা কে বলিবে? কিন্তু একটু পরে বুঝা গেল তিনি কেন বসিলেন। যেমন পুষ্প ফুটিলে মধুকর আপনি আসিয়া সেখানে উপস্থিত হয়, সেইরূপ প্রভু বসিলে ক্রমে ক্রমে এক দুই করিয়া বহু লোক আসিয়া উপস্থিত হইল. তাহারা আসিয়া প্রভুকে দর্শন করিয়া "হরি" "হরি" বলিয়া নৃত্য করিতে লাগিল। প্রভু একটু পরে আপনি উঠিলেন, উঠিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। ক্রমে প্রেমের তরঙ্গ উঠিল, প্রভু তাহার মধ্যে দুই এক জনকে আলিঙ্গন করিলেন, তাহার পরে আবার চলিলেন। কখন বা প্রভু চলিতেছেন, আর পথের লোক তাঁহাকে দেখিয়া তাহার পশ্চাৎ চলিল। প্রভু বলিলেন, "বল হরিবোল।" তাহারা হরি হরি বলিতে বলিতে চলিল। এইরূপ কতক দূর গমন করিলে তাহার মধ্যে যাহার মন নির্ম্মল হইল, তাহার হৃদয়-ক্ষেত্র যখন আর্দ্র ও কর্ষিত হইয়া প্রেমরূপ বীজ অঙ্কুরিত করিতে শক্তি পাইল,—অমনি প্রভু দাঁড়াইলেন, ফিরিলেন ও সেই ব্যাক্তিকে আলিঙ্গন করিলেন। সে অমনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া থাকিল, প্রভু চলিয়া গেলেন। এই যে প্রভুকে লোকে একবার দর্শন করিল, কি এই যে দুই একজন প্রভুর আলিঙ্গন পাইল, উহাতে সে দেশ উদ্ধার হইয়া গেল। কিরূপে বলিতেছি।

প্রভু দক্ষিণ দেশে যে শক্তিতে ভক্তি-ধর্ম্ম প্রচার করেন তাহা অনমুভবনীয়, সেরূপ শক্তির কথা কোথাও কোন কালে শুনা যায় নাই। শ্রীচরিতামৃত এই অচিন্তনীয় শক্তির এইরূপ বর্ণন।

করিতেছেন, যথা—

এই শ্লোক পথে পড়ি চলিলা গৌর হরি।
লোক দেখি পথে কহে বল হরি হরি॥
সেই লোক প্রেম মত্ত বলে হরি কৃষ্ণ।
প্রভু পাছে সঙ্গে যায় দর্শন সতৃষ্ণ॥
কতক্ষণে রহি প্রভু তারে আলিঙ্গিয়া।
বিদায় করিল তারে শক্তি সঞ্চারিয়া॥
সেই জন নিজ গ্রামে করিয়া গমন।
কৃষ্ণ বলে হাসে কান্দে নাচে অনুক্ষণ॥
যারে দেখে তারে কহে কহ কৃষ্ণ-নাম।
এই মত বৈষ্ণব কৈল সব নিজ গ্রাম॥
গ্রামান্তর হৈতে দেখিতে আইল যত জন।
তার দর্শন কৃপায় হয় তাহারি সম॥
সেই যাই গ্রামের লোক বৈষ্ণব করয়।
অন্য গ্রামে আসি তারে দেখি বৈষ্ণব হয়॥
সেই যাই অন্য গ্রাম করে উপদেশ।
এই মত বৈষ্ণব হৈলা সব দক্ষিণ দেশ॥
এই মত পথে যাইতে শত শত জন।
বৈষ্ণব করেন তারে করি আলিঙ্গন॥
সেই গ্রামে রহি ভিক্ষা করে যার ঘরে।
সেই গ্রামের যত লোক আইসে দেখিবারে॥
প্রভুর দর্শনে হয় মহা ভাগবত।
সে সব আচার্য্য হঞা তারিল জগত॥
এই মত কৈলা যাবৎ গেলা সেতুবন্ধে।
সর্ব্বলোক বৈষ্ণব হৈলা প্রভুর সম্বন্ধে॥

অধিক আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই সমুদায় লোকে শুধু "হরি" কি "কৃষ্ণ" এই শব্দ বলিতে শিখিল, কি বলিতে লাগিল, কি উন্মত্ত হইয়া নৃত্য করিতে লাগিল, তাহা নহে। প্রভুর ধর্ম্মের যে নিগূঢ় তত্ত্ব, তাহা যাহার যতদূর অধিকার, তাহার মনে সেই মুহূর্ত্তের মধ্যে সমুদায় স্ফূর্ত্তি হইল! স্ফূর্ত্তি হইল বলিলে ঠিক বলা হইল না, সেই মুহূর্ত্তে তাহার হৃদয়ে সেই সমুদায় তত্ত্বের বীজ রোপিত হইল।

মহাজনগণ, যাহারা প্রভুর পার্ষদ ও লীলা লেখক, তাঁহাদের এই শক্তি সঞ্চার প্রক্রিয়া বর্ণনায় একটী বড় রহস্য অবগত হওয়া যায়। সেটী এই যে, প্রভু যেন প্রক্রিয়াটী বেশ বুঝিতেন, ও বেশ জানিতেন। যেমন কর্দ্দম কুম্ভকারের নিকট, সেইরূপ কোন জীব, (যাহাকে প্রভু কৃপা করিবেন) তাঁহার নিকট। কাহাকে স্পর্শ করিলেন, কাহাকে উহা করিলেন না তাহাকে বলিলেন "হরি বল"। ফল কিন্তু উভয় স্থলেই সমান হইল. উভয়েই "হরি" বলিয়া উন্মত্ত হইয়া নৃত্য করিতে লাগিল। কেন এক জনকে শ্রীমুখের বাক্যের দ্বারা, কেন অন্য জনকে স্পর্শ করিয়া শক্তি সঞ্চার করিলেন, তাহা তিনিই জানেন। যদি বল প্রভু বিচার করিয়া কোন বিশেষ প্রক্রিয়া অবলম্বন করিতেন না, অর্থাৎ তিনি যে পদ্ধতিই অবলম্বন করিতেন ফল একই হইত। অর্থাৎ যাহাকে স্পর্শ করিয়া উদ্ধার করিতেন, তাহাকে তাহা না করিয়া যদি বলিতেন "হরি বল" তাহা হইলেও সেই সমান ফল হইত। কিন্তু আমাদের প্রভুর লীলা চিন্তা করিয়া তাহা বলিয়া বোধ হয় না। ইহার যে একটী শাস্ত্র আছে তাহার সন্দেহ নাই, সাধুগণ উহার নিয়ম কিছু কিছু জানেন, প্রভু ইহার অধ্যাপক।

প্রভু এইরূপে প্রথমে এক জনকে শক্তি-সঞ্চার করিলেন, কিন্তু তখন তাহাতে কোন তত্ত্ব স্ফূরিত হইল না। কেবল যন্ত্রের ন্যায় সে বিবশ হইয়া মুখে হরি বলিতে ও নৃত্য করিতে লাগিল। ইহাতে তাহার নানাবিধ ভাব হইতে লাগিল, যথা নয়ন দিয়া জল ও মুখ হইতে লালা পড়িতে লাগিল, ও তাহার ঘর্ম্ম হইতে লাগিল। এ পরিশ্রমের ঘর্ম্ম নয়, এ ঘর্ম্ম আর এক রূপ। ক্রমে তাহার মূর্চ্ছা হইতে লাগিল, ইহাতে হইল কি না, তাহার হৃদয় নূতন আকৃতি ধারণ করিল। প্রায় জীব মাত্রের হৃদয় কিরূপ না সুবর্ণ খনির এক খণ্ড মৃত্তিকা। মৃত্তিকাবৃত সুবর্ণ উদ্ধার করিতে হইলে নানাবিধ প্রক্রিয়ার প্রয়োজন। প্রভু যখন শক্তি সঞ্চার করিলেন, তখন হৃদয়ে সেই সমুদায় প্রক্রিয়া আরম্ভ হইল। হৃদয় দ্রব হইল, আর তাহার মধ্যস্থিত সাধুভাব মলিন আবরণ হইতে পৃথক্কৃত হইতে লাগিল। এখন বিবেচনা করুন, সুবর্ণ এইরূপে দ্রবীভূত হইলে, ছাঁচে ঢালা হয়। সেইরূপ যখন হৃদয় দ্রবীভূত হইল, তখন প্রভু তাহাকে আলিঙ্গন দিলেন। সেই ব্যক্তি পূর্ব্বে এক জন সামান্য জীব

ছিল, এখন সে প্রভুর আলিঙ্গন-রূপ ছাঁচে পড়িয়া ব্রজের একজন পরিকর হইল। এখন শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত হইতে উপরে যে কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত আছে, তাহার মধ্যে এই চরণটী বিচার করুন; যথা—

"কতক্ষণ রহি" প্রভু তারে আলিঙ্গয়ে।

এখানে "কতক্ষণ রহি" এই কয়েকটী কথা বলিবার তাৎপর্য্য কি? ইহার অর্থ এই যে, যে পর্য্যন্ত হৃদয় সম্পূর্ণরূপে দ্রবীভূত না হয়, ততক্ষণ প্রভু অপেক্ষা করেন। স্বর্ণকার স্বর্ণ উত্তাপে দিয়া "কতক্ষণ" বসিয়া থাকে। কেন না স্বর্ণ দ্রবীভূত হইতে খানিক সময় লাগে। ইহাও সেইরূপ।

একটু পূর্ব্বে বলিলাম যে, প্রভুর এই আলিঙ্গন পাইয়া কৃপা-পাত্র শুধু ভক্তিরসে পরিপ্লুত হইল না, বৈষ্ণব ধর্ম্মের সমুদায় নিগূঢ় তত্ত্ব ক্রমে তাহার হৃদয়ে স্ফূরিত হইল। তদণ্ডে না, ক্রমে ক্রমে, অর্থাৎ প্রভু আলিঙ্গন দিয়া তাহার হৃদয়ে এই নিগূঢ় তত্ত্বের বীজ রোপণ করিয়া দিলেন, প্রভু চলিয়া গেলেন, আর বীজ ক্রমে অঙ্কুরিত ও বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। তবে সকলের হৃদয়ে সমান স্ফূরিত হইল না, যেহেতু ক্ষেত্র অর্থাৎ অধিকার সকলের সমান নহে।

মনে ভাবুন কোন নিবিড় জঙ্গলে, যেখানে আম্র বৃক্ষ নাই, সেখানে কোন ব্যক্তি একটু স্থান পরিষ্কার করিয়া, উহা কর্ষণ ও জল দ্বারা সিঞ্চিত করিয়া, একটী আম্র বীজ রোপণ করিল, ও বীজটী বেড়া দিয়া সে চলিয়া গেল। মনে ভাবুন, ত্রিশ বৎসর পরে সেই ব্যক্তি আবার সেখানে আইল। আসিয়া সে কি দেখিবে? সে দেখিবে যে, সেখানে একটী আম্রের বাগান হইয়াছে, যে বৃক্ষ গুলি হইয়াছে, সে ঠিক আম্রের বৃক্ষের মত, তাহাতে যে ফল হইতেছে সেও ঠিক আম্রের মত, সেইরূপ আস্বাদ, সেই গন্ধ, সেই আকার। এই শক্তি সঞ্চার প্রক্রিয়া, বিশেষ বিশেষ ঘটনা লইয়া পরে আরো বিচার করিতে হইবে, তখন এই বিষয় আরো পরিষ্কার হইবে। তাহাতে কতক বুঝা যাইবে যে, শ্রীভগবান, মনুষ্য সৃষ্টি করিতে কত কারিগরিই করিয়াছেন, ও তাহাদিগকে কত প্রকার শক্তিই দিয়াছেন।

প্রভু কখন ধীরে, কখন বিদ্যুতের গতিতে গমন করিতেছেন। যখন দ্রুত যাইতেছেন, তখন ভৃত্য পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে পারিতেছেন না, তবু

কোন গতিকে প্রভুকে নয়নের অগোচর হইতে দিতেছেন না। যখন প্রভু কোন নগরে কি গ্রামে প্রবেশ করিতেছেন, তখন ভারে ভারে উপহার আসিতেছে, ভৃত্য যাহা প্রয়োজন তাহা লইতেছেন আর ফিরাইয়া দিতেছেন। যখন জনপদ দিয়া গমন করিতেছেন, তখন আহারীয় কোন না কোন প্রকারে মিলিতেছে। কিন্তু মাঝে মাঝে পথে জঙ্গল, জঙ্গল নয় নিবিড় অরণ্য, ১০। ১৫ দিনের পথ কিছু পাওয়া যায় না। ভৃত্য এই সংবাদ জানিয়া কিছু আহারীয় সংগ্রহ করিলেন, করিয়া ঐ বিস্তীর্ণ জনশূন্য বনে প্রভুর পশ্চাৎ প্রবেশ করিলেন।

কিছু দিন পরে এই আহারীয় দ্রব্য ফুরাইয়া গেল, ভৃত্য প্রভুকে আর ভিক্ষা দিতে পারিলেন না। সারা দিন উপবাসে গেল, রজনী আসিল। নিবিড় জঙ্গল আর যাইবার যো নাই, প্রভু সেই অন্ধকারে বৃক্ষতলে বসিলেন। ইহা দেখিয়া ভৃত্য প্রভুর পদতলে বসিলেন। প্রভু তখন বৃক্ষ হেলান দিয়া বসিয়া শ্রীকৃষ্ণ বিরহে কখন নীরবে কখন উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন।

ভৃত্য আপনি উপবাসী তাহাতে তাহার দুঃখ নাই, কিন্তু প্রভু উপবাসী রহিলেন, ইহাতে তাহার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। একে তাহার এই দুঃখ, তাহার পরে প্রভুর করুণস্বরে রোদন। ভৃত্য মৃতবৎ প্রভুর পদতলে, দুই জানুর মধ্যে মস্তক রাখিয়া, বসিয়া থাকিল। প্রভুর নিদ্রা নাই, ক্ষুধা বোধ নাই, অন্য কোন দুঃখ নাই, কেবল দুঃখ—শ্রীকৃষ্ণ বিরহ।

আবার এমনও হইল, হিংস্র পশুগণ গর্জ্জন করিয়া উঠিল। প্রভু উহা শুনিলেন কি না তাহা ভৃত্য জানিতেও পারিলেন না, কিন্তু ভৃত্য ভয় পাইয়া প্রভুর পদতলের আরো নিকটে আইলেন। এমন সময় ব্যাঘ্র সম্মুখে আইল। ভৃত্য জীবধর্ম্ম বশতঃ বড় ভয় পাইলেন। ব্যাঘ্র তাহাদিগকে খানিক দেখিল, দেখিয়া চলিয়া গেল। এইরূপ হিংস্র জন্তুর সহিত মুহুর্মুহু দেখা হইতেছে, কিন্তু তাহারা প্রভুকে দর্শন মাত্র তাহাদের পশুভাব হারাইয়া অতি নম্র হইয়া দূরে চলিয়া যাইতেছে, কখন বা সঙ্গে সঙ্গে বহুদূর পর্য্যন্তগমন করিতেছে।

শচীর দুলাল নিমাই এখন উপবাসী রহিতে লাগিলেন। তিনি ভক্ত ভাব অবলম্বন করিয়া ভক্তের দুঃখ ও সুখ আস্বাদ করিতেছেন। ভক্তের

সময় সময় উপবাস করিতে হয়, কাজেই তাঁহার তাহা করিতে হইল। তাঁহার নিজের বেলা উপাদেয় সেবা আর ভক্তের বেলা উপবাস, এরূপ বিচার তিনি কখন করিতে পারেন না। জীব উদ্ধারের নিমিত্ত প্রভু কাঙ্গাল বেশ ধরিলেন, বৃক্ষতলবাসী হইলেন, সুতরাং উপবাস করিবেন তাহা আর বিচিত্র কি? কিন্তু সেই শচীর স্তন্য দুগ্ধে প্রতিপালিত, এবং নবদ্বীপবাসীর আদরে বর্দ্ধিত ভুবনমোহন "বরতনু" ক্রমে দুর্ব্বল হইতে লাগিলেন। প্রভুর সুন্দর, সুবলিত, প্রকাণ্ড, ও রোগশূন্য দেহ হঠাৎ দুর্ব্বল হইবার কথা নয়। যত দিবস তাঁহার শরীরের দৌর্ব্বল্য স্পষ্টরূপে প্রকাশিত হয় নাই, তত দিবস তাঁহার কাঙ্গাল বেশ অন্য লোকের নিকট তত প্রস্ফুটিত, কি ক্লেশকর দর্শন হয় নাই। কিন্তু প্রভু স্ব ইচ্ছায় স্বভাবের নিয়মের অধীনে আসিয়াছেন। সেই ভীষণ রৌদ্রের সময়, সেই উষ্ণ প্রধান দেশে, অনবরত পথ হাঁটিয়া চলিয়াছেন। কৃষ্ণ-বিরহ-রূপ "মহা-জ্বর" তাঁহার হৃদয় ক্ষয় করিতেছে, উদরাগ্নি ও উপবাস, তাঁহার সর্ব্ব তনু ক্ষয় করিতেছে, সেখানে যে ক্রমে দুর্ব্বল হইবেন তাহার বিচিত্র কি?

সর্ব্বাঙ্গ ধুলায় ধুসরিত, তবে নয়ন-জলের স্রোত শরীরের যে অংশ দিয়া বাহিয়া পড়িতেছে, সে স্থান ধৌত হওয়াতে, দেহের স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য জলজল করিতেছে। প্রভুর পরিধান কৌপীন ও বহির্ব্বাস, তাহা আবার অতি মলিন ও জীর্ণ হইয়া গিয়াছে, লজ্জা নিবারণের নিমিত্ত কটিদেশে কেবল অতি ক্ষুদ্র একখণ্ড বস্ত্র এই মাত্র। প্রভুর মুখে শ্মশ্রুর আবির্ভাব হইয়াছে। কাটোয়ায় কেশ মুণ্ডন করেন, আবার কেশ পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে, এখন উহাতে জটা হইয়াছে। কটিদেশ একগাছি দড়ি দ্বারা বেষ্টিত, উহাতে কৌপীন আবদ্ধ। দুই হস্ত উচ্চ করিয়া প্রভু মালা জপিতেছেন, আর উচ্চৈঃস্বরে "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" বলিয়া ডাকিতেছেন।

প্রভুর সেই বিশাল অঙ্গ প্রত্যঙ্গে অস্থি দর্শন দিল। প্রভুকে তখন দর্শন করিলে বোধ হইতে লাগিল যেন ভক্তিদেবী পুরুষ বেশ ধরিয়া বেড়াইতেছেন। আর ইহাও বোধ হইতে লাগিল, ইহা দেখা অপেক্ষা মৃত্যু শত গুণে ভাল।

প্রভুর গার্হস্থ্য সুখ দেখিয়া নবদ্বীপের ষণ্ডাগণ তাঁহাকে প্রহার করিতে চাহিয়াছিল। এখন যদি তাহারা সেই প্রভুকে দর্শন করিত, তবে

কান্দিয়া আকুল হইত। তাহারা বলিত, "হে সুন্দর! আমরা ভাল হইব শ্রীহরিকে ভজনা করিব, আর তাঁহাকে ভুলিব না, তুমি যাহা বল তাহাই করিব। এ বেশ, এ ভাব ত্যাগ কর, আমরা আর সহিতে পারিতেছি না।" এইরূপে প্রভুর অননুভবনীয় ক্লেশ জীব উদ্ধারের কারণ হইল।

প্রভুকে দর্শন করিয়া বালকগণ পশ্চাতে লাগিল। এক রাখাল অন্যকে ডাকিয়া বলিতেছে, "আরে পাগল দেখে যা, এ হরিনামের পাগল। হরিনাম বলিলে খেপিয়া উঠে।" এ কথা শুনিয়া রাখালগণ জুটিয়া গেল। সেই রাখাল বলিতেছে, "দেখ্, এমনি বেশ যাইতেছে, কিন্তু হরিনাম শুনিলেই খেপিয়া উঠিবে। আয় আমরা পাগলকে খেপাই।" সকলে তখন "হরিবোল" "হরিবোল" বলিয়া চীৎকার করিতে ও করতালি দিতে লাগিল।

প্রভু দ্রুত যাইতেছিলেন, হরিবোল শুনিয়া স্থির হইয়া দাড়াইলেন। তাহার পরে মুখ ফিরাইয়া দাড়াইলেন। সেই রাখাল বলিতেছে, "দেখ্লি ত? ফিরিয়া দাঁড়াইয়াছে, আরো হরি বল। এই খ্যাপে আর কি?" রাখালগণ আরো উৎসাহের সহিত হরি বলিতে লাগিল। তখন প্রভু বসিয়া পড়িলেন। বসিয়া গাত্রে ধূলা মাখিতে লাগিলেন। রাখালগণ যত হরি বলে, প্রভু তাহাদের দিকে চাহিয়া, আহ্লাদে হাসিয়া হাসিয়া গাত্রে তত ধূলা মাখেন। রাখাল বলিতেছে, "ঐ দেখ খেপিয়াছে।" কিন্তু ইহার মধ্যে রহস্য এই যে, প্রভু খেপুন আর না খেপুন, রাখালগণ প্রকৃতই খেপিল. তাহাদের মুখে চিরদিনের নিমিত্ত এই হরিনাম লাগিয়া গেল।

প্রভু যাইতেছেন, প্রভুর মহিমা প্রভুর অগ্রে অগ্রে যাইতেছে। সে মহিমা এই যে, শ্রীকৃষ্ণ আসিয়াছেন, তিনি এখন সন্ন্যাসীর বেশ ধরিয়া জীবগণকে হরি নাম বিলাইতেছেন। এ কথা প্রভুর অগ্রে অগ্রে চলিয়াছে। প্রভুর সঙ্গে ভৃত্য তাঁহার কৃত পুস্তকে বলিতেছেন যে, তিনি যাইয়া দেখেন যে লোকে প্রভুর আগমন প্রতীক্ষা করিতেছে। শুধু তাহা নয়, প্রভু যে স্বয়ং শ্রীভগবান তাহা সাব্যস্ত করিয়া তাহারা তাঁহার প্রতীক্ষা করিতেছে।

প্রভু কত দিন পরে কূর্ম্মস্থানে উপস্থিত হইলেন। সেখানে কূর্ম্মকে দর্শন করিয়া প্রভু বহু নৃত্য গীত করিতে লাগিলেন।

যথা, চৈতন্য চরিতামৃতে—

কূর্ম্ম দেখি কৈল তাঁরে স্তবন প্রণামে ॥
প্রেমাবেশে হাসি কান্দি নৃত্য গীত কৈল।
দেখি সর্ব্বলোক চিত্তে চমৎকার হৈল ॥
আশ্চর্য্য শুনিয়া লোক আইল দেখিবারে।
প্রভুর রূপ প্রেম দেখি হৈলা চমৎকারে ॥
দর্শনে বৈষ্ণব হৈল বোলে কৃষ্ণ হরি।
প্রেমাবেশে নাচে লোক ঊর্দ্ধ বাহু করি ॥
কৃষ্ণনাম লোক মুখে শুনি অবিরাম।
সেই লোক বৈষ্ণব কৈল অন্য সব গ্রাম ॥
এই মত পরম্পর দেশ বৈষ্ণব হইল।
কৃষ্ণ নামামৃত বন্যায় দেশ ভাসাইল ॥
কতক্ষণে প্রভু যদি বাহ্য প্রকাশিলা।
কূর্ম্মের সেবক বহু সম্মান করিলা ॥

পর দিবস প্রাতে প্রভু সে স্থান ত্যাগ করিয়া চলিলেন। লোক তাঁহার পশ্চাৎ চলিল, কিন্তু প্রভু তাহাদিগকে নিবৃত্ত করিয়া গৃহে পাঠাইলেন ও বলিলেন, "ঘরে গিয়া শ্রীকৃষ্ণ ভজন কর।" প্রভু এক ক্রোশ পথ গমন করিলে, সেই কূর্ম্ম-স্থানে বাসুদেব নামক এক জন ব্রাহ্মণ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি পরম ভক্ত, কিন্তু কুষ্ঠব্যাধি-গ্রস্ত। তাহাতে তাঁহার দুঃখ নাই, যেহেতু শ্রীভগবানে তাঁহার গাঢ় ভক্তি। ভক্তের হৃদয়ে কি একটী আনন্দ স্রোত বহিতে থাকে, সুতরাং তাহাকে কোন দুঃখে কাতর করিতে পারে না। বাসুদেবের সর্ব্বাঙ্গ ক্ষত হইয়াছে, তাহাতে কীড়া হইয়াছে। সকলে ভাবে ঐ কীড়া তাঁহাকে বড় দুঃখ দিতেছে, কিন্তু বাসুদেব তাহা ভাবেন না। তিনি ভাবেন যে, তাঁহার দেহ একেবারে জগতের ত্যজ্য সামগ্রী নহে, যেহেতু উহা সেই কীড়া গুলিকে আহার দিতেছে। তাই যদি কীড়া গুলির মধ্যে কোন একটা অঙ্গের ক্ষত স্থান হইতে মৃত্তিকায় পড়িয়া যায়, তবে উহা দুঃখ পাইবে বলিয়া উহা আবার সেই স্থানে যত্ন পূর্ব্বক রাখিয়া দেন। যেমন মাতা পুত্রগণকে স্তন পান করাইয়া থাকেন, বাসুদেব সেইরূপ কীড়াগণকে আপন অঙ্গ দিয়া পালন

করেন। তাহার আর এক বিশেষ কারণ এই যে, এই কাড়া গুলি ব্যতীত তাঁহার নিজ-জন আর কেহ ছিল না। তাঁহার অঙ্গের দুর্গন্ধে কেহ তাঁহার নিকটে আসিতে পারিত না, সুতরাং কীড়া গুলি তাঁহার এক মাত্র সঙ্গী, তাই তাহাদিগকে নিজ-জন ভাবিয়া যত্ন করিয়া পালন করিতেন। বাসুদেব রজনীতে শুনিলেন যে, শ্রীভগবান সন্ন্যাসীর বেশ ধরিয়া নগরে নগরে হরিনাম বিতরণ করিয়া বেড়াইতেছেন। এই কথা শুনিয়া তিনি তখন সন্ন্যাসীরূপী শ্রীভগবানকে দর্শন করিতে চলিলেন। কিন্তু চলৎ-শক্তি নাই, তাই আস্তে আস্তে কখন বসিয়া, কখন উঠিয়া, কখন জানু গতিতে, যেরূপে পারেন, কূর্ম্ম স্থানে যাইতে লাগিলেন। শ্রীভগবানকে দর্শন করিতে যাইতেছেন, সুতরাং অঙ্গে একটু বল হইয়াছে, আর সেই বলে প্রকৃতই কূর্ম্ম-স্থানে উপস্থিত হইতে পারিলেন।

সেখানে যাইয়া শুনিলেন যে, প্রভু তাঁহার আগমনের একটু পূর্ব্বেই চলিয়া গিয়াছেন।

বাসুদেব বড় আশা করিয়া গিয়াছিলেন, সে আশা ভঙ্গ হইল, সেও সামান্য আশা নয়, কাজেই সামলাইতে পারিলেন না। "হা ভগবান! আমি তোমাকে দেখিতে পাইলাম না," বলিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

যখন প্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া রাঢ় দেশে ভ্রমণ করেন, তখন শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া, "হা হরি শ্রীগৌরাঙ্গ দর্শন দাও" বলিয়া রোদন করিতে থাকিলে প্রভুর "গতি ভঙ্গ হয়।" এখনও তাহাই হইল। "হা ভগবান! আমি তোমাকে দেখিতে পাইলাম না।" বলিয়া যেইমাত্র বাসুদেব মূর্চ্ছিত হইলেন, তখনই শ্রীগৌরাঙ্গের "গতি ভঙ্গ" হইল। প্রভু চলিতে পারিলেন না, দাঁড়াইলেন, আর যেন কাণ পাতিয়া কি শুনিতে লাগিলেন। তখন "এই যে আমি আইলাম" অর্দ্ধস্ফুটবাক্যে এই কথা বলিয়া, ফিরিয়া কূর্ম্ম-স্থানের দিকে দৌড়িলেন। প্রভু তখন বাসুদেব হইতে এক ক্রোশ দূরে, এ এক ক্রোশ মুহূর্ত্তের মধ্যে অতিক্রম করিলেন, ভৃত্য প্রভুর পশ্চাৎ আসিতেও পারিলেন না। তাহার পরে—

কুষ্ঠী বিপ্র পাশ গেলা প্রভু গৌরচন্দ্র।
চিরকালে পাইল যেন অতিশয় বন্ধু॥

দীর্ঘ দুই ভুজ প্রকাশিয়া দামোদরে।
গাঢ়তর আলিঙ্গন কৈল ব্রাহ্মণেরে॥
রক্ত রসা কৃমি দেখি ঘৃণা না করিল॥—চন্দ্রোদয় নাটক।

বিদ্যুতের ন্যায় প্রভু আসিয়া, বাসুদেবকে উঠাইয়া গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন, তাহাতে কি হইল শ্রবণ করুন, যথা, চৈতন্য চরিতে—

আগত্য দোর্ভ্যাং পরিরভ্য বিপ্রং কুষ্ঠৈঃ সমং মোহমপাচকার।
সচেতনাং চারুতরাং তনুঞ্চ প্রখ্যালয়ন্তং ধৃতহর্ষশোকঃ॥

"গৌরাঙ্গদেব আগমন করিয়া বিপ্রকে দুই বাহু দ্বারা আলিঙ্গন করত কুষ্ঠরোগের সহিত তাহার মোহকে বিনষ্ট করিলেন। অনন্তর বিপ্র চেতনা ও মনোহর শরীর প্রাপ্ত হইয়া হর্ষ এবং শোক ভরে প্রভুকে প্রণাম করিলেন।"

বাসুদেব আলিঙ্গন পাইয়া চেতন প্রাপ্ত হইলেন, হইয়া দেখেন, অঙ্গ সুবর্ণের ন্যায় হইয়াছে, কুষ্ঠ রোগের চিহ্নও নাই! তখন প্রভুকে প্রণাম করিলেন, করিয়া বলিলেন, "হে দয়াময়! এ কি করিলে? তুমি সেই লক্ষ্মীর আবাস স্থান, তুমি আমাকে হৃদয়ে ধরিয়া আলিঙ্গন করিলে! জগতের জীব মাত্রে ঘৃণা করিয়া আমার নিকট আইসে না। তুমি যাহা করিলে এ কেবল তুমিই পার, জীবের পক্ষে ইহা সম্ভব নয়, কারণ তোমার কাছে উত্তম ও অধম সকলেই সমান, সকলেই তোমার সমান প্রিয়।"

আবার বলিতেছেন, "প্রভু! আমার সুখ হইতেছে না। আমি অস্পৃশ্য ছিলাম বলিয়া মনে আমার অভিমান আসিতে পারিত না, তাই তোমাকে পাইলাম। এই দেহ তুমি কৃপা করিয়া সুন্দর করিলে, এখন আর সে দীনতা থাকিবে না। আমার ভয় হইতেছে যে আমার অভিমান সৃষ্টি হইলে, আমি তোমাকে হারাইব।"

মোরে দেখি মোর গন্ধে পলায় পামর।
হেন মোরে স্পর্শ তুমি স্বতন্ত্র ঈশ্বর॥
কিন্তু আছিলাম ভাল অধম হইয়া।
এবে অহঙ্কার মোর জন্মিবে আসিয়া॥—চরিতামৃত।

এই কথা শুনিয়া প্রভুর হৃদয় দ্রব হইল, প্রভুর চন্দ্রবদন নয়ন

জলে ভাসিতে লাগিল। প্রভু ভাবিতে লাগিলেন যে বাসুদেব তাঁহাকে পরাজয় করিল।

প্রভু বলিলেন, "তোমার ন্যায় ভক্তের যদি অহঙ্কার হয়, তবে জীবে শ্রীকৃষ্ণকে ভজনা করিবে কেন? তোমার অভিমান হইবে না। তুমি শ্রীকৃষ্ণ ভজন কর, আর জীবগণকে ভক্তি-ধর্ম্ম শিক্ষা দিয়া উদ্ধার কর।"

চন্দ্রোদয় নাটক হইতে এই সম্বন্ধে এই কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিলাম। যথা, বাসুদেব বলিতেছেন—

কোথা আমি দরিদ্র পরম পাপী জন।
কোথা কৃষ্ণ ভগবান লক্ষ্মী নিকেতন॥
নিন্দিত ব্রাহ্মণ মোরে ঘৃণা না করিলা।
বাহু পসারিয়া মোরে আলিঙ্গন কৈলা॥
এই শ্লোক বিপ্রবর যখন পড়িল।
সেইক্ষণে আর এক অদ্ভুত দেখিল॥
রক্ত রসা কৃমি কুষ্ঠ সব কোথা গেল।
প্রকৃত সুন্দর দেহ অতি দীপ্ত হইল॥
দেখিয়া বাসুদেব কহিল প্রভুরে।
"এমন সুন্দর কেন করিলে আমারে॥
তুমিত ঈশ্বর পার সকল করিতে।
কিন্তু আমি ব্যাধি যুক্ত ছিনু সুস্থ চিত্তে॥
নিরুদ্বেগে সুখে ছিনু স্থির ছিল মন।
নিরন্তর স্মৃতি ছিল গোবিন্দ চরণ॥
সংপ্রতি সুন্দর কৈলে ভজিতে না পাব।
বিষয়ে আসক্ত মন নানা দিকে যাব॥
কৃষ্ণ সুখ ছাড়াইয়া ইন্দ্রিয় সুখ দিলে।
ব্যাধি ঘুচাইয়া কেন এমন করিলে?"

প্রভু গদগদ চিত্তে উত্তর করিলেন—

তা শুনিয়া সদ্রব হইল প্রভুর মন।
কহিতে লাগিলা তুমি শুনহ ব্রাহ্মণ॥

পুনর্ব্বার তোমার গোবিন্দ স্মৃতি বিনা।
না হবে ব্যাপার বাহ্যে মনে দুর্ব্বাসনা॥
অতএব মনে কিছু উদ্বেগ না কর।
ভক্তি সুখ আস্বাদন কর নিরন্তর॥

বাসুদেব এ কথা শুনিয়া আর উত্তর করিবার সুবিধা পাইলেন না, যেহেতু প্রভু উপরের কথা গুলি বলিতে বলিতে অন্তর্ধান করিলেন।

বাসুদেবের তাহাতে বিশেষ দুঃখ হইল না, কারণ প্রভু যেমন তাহার জড় চক্ষু হইতে অন্তর হইলেন, অমনি অভ্যন্তরের চির-নয়নে উদয় হইয়া তাঁহাকে আনন্দ প্রদান করিতে লাগিলেন।

এখানে একথা উঠিতে পারে যে, প্রভু যখন বাসুদেবকে দেহ ও ভবরোগ হইতে উদ্ধার করিলেন, তখন তাঁহাকে প্রথমে ফেলিয়া না গিয়া একটু অপেক্ষা করিলেই পারিতেন, কারণ তাহা হইলে তাঁহার দুই ক্রোশ পথ ভ্রমণের শ্রম লইতে হইত না। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, শ্রীভগবান ও জীবমাত্রে এক শৃঙ্খলে আবদ্ধ, পরস্পর পরস্পরকে অনবরত আকর্ষণ করিতেছেন। যখন সেই আকর্ষণ পূর্ণ মাত্রায় হয়, তখনি জীব ভগবানে মিলন হয়। বাসুদেবের একটু বাকী ছিল, কূর্ম্ম স্থানে আসিয়া প্রভুকে না পাইয়া সেই টুকু পূরণ হইল, আর অমনি শ্রীভগবান দর্শন পাইলেন। মহারাসের রজনীতে গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণকে হারাইয়া বহু রোদন করিতে করিতে যখন তাঁহাদের বিরহ অসহনীয় হইল, তখনি আবার শ্রীভগবানের শ্রীবদন দেখিতে পাইলেন।

প্রভুর কি নাম, কোথায় তিনি অবতীর্ণ হইয়াছেন, ইত্যাদি, কূর্ম্ম-স্থানের লোকে জানিতে পারিয়াছিলেন কি, না ঠিক জানি না। দক্ষিণ দেশে অনেক স্থানে এইরূপে তাঁহার পরিচয় কেহ যে পান নাই তাহা জানি। কূর্ম্ম স্থানের লোকেরা যাহা হউক প্রভুকে একটী নাম দিল। সে নামটী "বাসুদেবামৃত পদ!"

তাহার পরে প্রভু জিয়ড় নৃসিংহের স্থানে উপস্থিত হইলেন। এই ঠাকুর স্বয়ং প্রহ্লাদ কর্ত্তৃক স্থাপিত। সেই কথা মনে করিয়া প্রভু সেখানে অকথ্য প্রেম প্রকাশ করিলেন। কিন্তু প্রভু সেখানে এক রাত্রি মাত্র বাস করিয়া প্রভাতে আবার চলিলেন। এইরূপে ক্রমে গোদাবরী তীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

গোদাবরী তীর জঙ্গলে পূর্ণ। প্রভু চিরকাল বন ভাল বাসেন সেই বন দর্শন করিয়া প্রভুর বৃন্দাবন মনে পড়িল, ক্রমে গোদাবরীকে যমুনা ভ্রম হইতে লাগিল, প্রভু আনন্দে ডগমগ হইয়া চলিলেন। কবি-কর্ণপুর তাঁহার চৈতন্যচরিত মহাকাব্যে গোদাবরী দর্শনে প্রভুর মনের ভাব এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, উহা অতি সুন্দর বলিয়া এখানে দিলাম—

গোদাবরীতুঙ্গতরঙ্গ শীতৈ—
র্মরুদ্ভিরাশ্লিষ্টলতাসমূহৈঃ।
ইতস্ততো ভূরি সমেত মত্ত-
বনং বিলোক্যৈষ ননন্দ নাথঃ॥১২২॥

কদম্ববীথীষু নদন্মৃদঙ্গৈঃ
সমুল্লসত্তাণ্ডবসৎকলাপৈঃ।
বিশ্রব্ধমুন্নেত্রযুগৈঃ কৃপালু-
র্ননন্দ ভূয়ো হরিণৈঃ সকান্তৈঃ॥১২৩॥

নিষ্কূজশান্তাঃ ক্বচ চণ্ডশব্দ-
প্রতিধ্বনিগ্রস্তদিশঃ ক্বচাপি।
ক্বচপ্রসুপ্তোরু করাল সত্ত্ব-
শ্বাসাগ্নিদীপ্ত্যা বনভূমিভাগাঃ॥১২৪॥
গোদাবরীবেগমহানিনাদ-
ভীমাগিরি প্রস্রবণা রবেণ।
শ্রীগৌরচন্দ্রস্য বিতেনরুচ্চৈঃ
সুকোমলং চিত্তমনাপ্তধৈর্য্যং॥১২৫॥
ক্ষণাৎ স্খলৎপাদবিকম্পপক্ষৈ-
শ্চঞ্চূপতদ্বীজচয়ৈঃ প্রপূর্ণৈঃ।
শুকৈর্দলদ্দাড়িমচুম্ববদ্ভি-
র্গোদাবরীতীরবনে স রেমে॥১২৬॥
তাম্বূলবল্লীদলবৃন্দ মুচ্চৈ-
র্ভিন্দাদ্ভিরুগ্রৈঃ ক্রকচৈ রসদ্ভিঃ।
অজস্রদীর্ঘেণ বিমুগ্ধ ঝিল্লী-
ঝঙ্কাররাবেণ নিকামরম্যে॥১২৭॥

জ্যোতির্গণাচুম্বিভিরম্বুদাভৈ-
স্তমালমালার্জ্জুন কোবিদারৈঃ।
নানাবিধৈঃ পত্ররথৈরসস্তি-
শ্চমুরবৃন্দৈ শ্চমরৈশ্চ যুষ্টৈঃ ॥ ১২৮ ॥
অর্কপ্রভাপর্কবিহীনসান্দ্র-
স্নিগ্ধাতিসচ্ছীতল চারুভূমৌ।
অকৃতিমালেপনিপীত মূলে-
বাপীতড়াগাদিনিরন্তরালে ॥১২৯ ॥

তৎপরে গোদাবরীর উত্তুঙ্গ তরঙ্গমালায় সুশীতল বায়ু কর্ত্তৃক আলিঙ্গিত লতা সমূহ দ্বারা ইতস্ততঃ সঞ্চালিত কাননের মধ্যভাগ সন্দর্শন করিয়া গৌরচন্দ্র অতিশয় আনন্দিত হইলেন ॥১২২॥

তৎপরে কদম্ব বিণী শব্দিত মৃদঙ্গ এবং তৎশ্রবণে মেঘ আশঙ্কায় সমুল্লাস যুক্ত ময়ূর নৃত্য ও উত্তোলিত পিচ্ছ তথা বিশ্বস্তভাবে ঊর্দ্ধ নয়ন হরিণীগণের সহিত হরিণগণ অবলোকন করিয়া গৌরচন্দ্র পুনর্ব্বার অতিশয় আনন্দিত হইলেন ॥১২৩॥

যে অরণ্যের ভূভাগ সকল কোন স্থানে পশু পক্ষ্যাদির শব্দ শূন্য হওয়ায় শান্ত, কোন স্থানে প্রচণ্ড শব্দের প্রতিধ্বনিতে দিক্ সকল গ্রস্ত প্রায় এবং 'কোথাও বা প্রসুপ্ত অতি ভয়ানক জন্তু সকলের নিশ্বাস রূপ অগ্নি' দ্বারা বন ভূভাগ সুদীপ্ত তথা গোদাবরীর জলবেগের মহা নিনাদ ও ভয়ানক গিরি প্রস্রবণ শ্রীগৌরচন্দ্রের সুকোমল চিত্তকে ধৈর্য্য শূন্য করিতে লাগিল ॥ ১২৪ ॥ ১২৫ ॥

যাহার উপরে ক্ষণে ক্ষণে পদস্খলন হয় অর্থাৎ পা পিছলিয়া যায়, তাদৃশ মনোহর পক্ষিগণের পক্ষ ও চঞ্চু পতিত বীজ সমূহ দ্বারা, তথা বিদারিত দাড়িম ফলে চুম্বনকারী ও তাম্বুল লতার উৎকৃষ্ট দল সকলকে সশব্দে খণ্ড খণ্ড করিতেছে, সুতরাং শব্দায়মান তীক্ষ্ণকর পত্র অর্থাৎ করাত সদৃশ প্রশস্ত চঞ্চুশালী শুকপক্ষিগণে পরিব্যাপ্ত এবং বিমুগ্ধ ঝিল্লী (ঝিঁঝিপোকা) সমূহের নিয়ত সুদীর্ঘ ঝঙ্কার রবে যাহা অতিশয় রমণীয়, তথা নক্ষত্রাদি জ্যোতির্গণ স্পর্শী অর্থাৎ সমধিক সমুন্নত অম্বুদ সদৃশ তমাল শ্রেণী, অর্জ্জুন বৃক্ষ, কোবিদার (রক্তকাঞ্চন)

তথা নানাবিধ শব্দায়মান পক্ষিগণ চমুর (মৃগ) ও চমর নামক পশু-গণে যাহা সেবিত এবং প্রভাকরের প্রভা বিহীন সুতরাং নিবিড় ও সুস্নিগ্ধ, যাহার সুচারু ভূভাগ সুশীতল তথা নৈসর্গিক লেপন ক্রিয়ায় যাহার মূল দেশ পরিষ্কৃত ও দীর্ঘিকা তড়াগাদি দ্বারা যাহা নিয়ত ঘন সন্নিবিষ্ট অর্থাৎ আচ্ছন্ন তাদৃশ গোদাবরী নদীর তীরস্থ বনমধ্যে গৌর-চন্দ্রের মন অতীব পরিতৃপ্ত লাভ করিল॥ ১২৬—১২৯॥

প্রভু গোদাবরী পার হইলেন, ঘাটে স্নান করিলেন, স্নান করিয়া ঘাটের একটু দূরে বসিয়া মালা জপ করিতে লাগিলেন। প্রভু রামানন্দ রায়কে আকর্ষণ করিতে লাগিলেন।

এই রামানন্দ রায়ের কথা সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য বলিয়া দিয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন, প্রভু বিষয়ী বলিয়া তাঁহাকে উপেক্ষা না করিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইবেন। প্রভু তাই সেখানে গিয়াছেন, প্রভু তাই ঘাটে বসিয়া রামানন্দ রায়কে অপেক্ষা করিতেছেন। রামানন্দ রায় কায়স্থ, উৎকল নিবাসী, বিদ্যানগরের অধিপতি। বিদ্যানগর প্রতাপ রুদ্র গজপতির সাম্রাজ্যের অধীন, রামানন্দ উহার অধিকারী, অর্থাৎ প্রতাপ রুদ্রের নামে সেই দেশ শাসন করেন। সুতরাং তাঁহার সমুদায় বিষয় কার্য্য করিতে হয়, কিন্তু তবু তিনি বিষয় হইতে নির্লিপ্ত। যাঁহারা বিষয়কে তুচ্ছ করিয়া শ্রীভগবান ভজনের নিমিত্ত বনে গমন করেন, তাঁহারা অবশ্য মহাপুরুষ এবং মহা-শক্তিধর। কিন্তু যাঁহারা বিষয়ের মধ্যে থাকিয়া, বিষয়ের সহিত খেলা করেন, ও উহা হইতে অন্তর থাকিয়া শ্রীভগবানের পাদপদ্মে আপনার চিত্ত দিতে পারেন, তাঁহারা আরো শক্তিধর। রামানন্দ রায় সেইরূপ একজন। রামানন্দ রায় মৃত্তিকায় পা দেন না, দোলায় ভ্রমণ করেন। রামানন্দ ভৃত্য দ্বারা পরিবেষ্টিত, উত্তম শয্যায় শয়ন করেন, আর যথা যোগ্য সমুদায় বিষয় ভোগ করেন, কিন্তু তবু হৃদয় শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমে দিবানিশি টলমল করিতেছে। রামানন্দ রায় ইহার পূর্ব্বে জগন্নাথ বল্লভ নামক নাটক লিখিয়াছেন, লিখিয়া গজপতি মহারাজকে উহা উৎসর্গ করিয়াছেন। এই নাটকের নায়ক শ্রীকৃষ্ণ, নায়িকা শ্রীমতী রাধা। নাটক খানি মধু হইতে মধু, পাঠকগণ কৃপা করিয়া পড়িয়া দেখিবেন। ইহা এখন অনুবাদ সহিত মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছে। এ পর্য্যন্ত রামানন্দ একাকী

ছিলেন, তিনি যে রস ভোগ করিতেন তাহা ভোগ করিবার আর সঙ্গী ছিল না। কাজেই সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য তাঁহার কথা বুঝিতে না পারিয়া তাঁহাকে বিদ্রূপ করিতেন।

প্রভু ঘাটের একটু দূরে বসিয়া রামানন্দ রায়কে আকর্ষণ করিতেছেন, কাজেই তাঁহার আসিতে হইল। তাঁহার হঠাৎ গোদাবরীতে স্নান করিবার ইচ্ছা হইল, তাই স্নান করিতে আইলেন। তিনি স্নান করিতে যাইবেন, সে কাজেই বৃহৎ ব্যাপার হইল। সঙ্গে বহুতর বৈদিক ব্রাহ্মণ, বহুতর ভৃত্য, সৈন্য, হস্তি, ঘোড়া আইল। এমন কি অগ্রে বাদ্য বাজিতে লাগিল। এই সজ্জায় রামানন্দ, প্রভু যে ঘাটের একটু দূরে নদী তীরে বসিয়া, সেই ঘাটে স্নান করিতে আইলেন। যে প্রভু বিষয়কে তৃণ হইতে লঘু ভাবেন, রামানন্দ এই সজ্জায় তাঁহার সম্মুখে দর্শন দিতে উপস্থিত হইলেন।

প্রভু যে স্থানে বসিয়া রামানন্দ রায়কে অপেক্ষা করিতেছিলেন, সে একটী তীর্থ স্থান হইয়াছে। সে স্থান অতি আদরে সুসজ্জীভূত, ও অদ্যাপি লোকে উহা দর্শন করিয়া থাকে।

রামানন্দ স্নান করিলেন, তর্পণ করিলেন, পূজা করিলেন। এই সব করিতে করিতে হঠাৎ দেখিলেন যে, নদীর তীরে, একটু দূরে, এক জন সন্ন্যাসী বসিয়া মালা জপ করিতেছেন। সন্ন্যাসী তিনি অনেক দেখিয়া থাকেন, সচরাচর তাহাদের প্রতি শ্রদ্ধাও বড় ছিল না, কিন্তু ইহাঁকে দর্শন করিবা মাত্র তাঁহার হৃদয় বিচলিত হইল।

দেখিতেছেন যেন, সন্ন্যাসী বন আলো করিয়া বসিয়া আছেন। তাঁহার গাত্র দিয়া যে তেজ বাহির হইতেছে তাহা অমানুষিক। কিন্তু সন্ন্যাসীকে দেখিয়া তিনি শুধু যে বিস্মিত হইলেন তাহা নয়, অত্যন্ত আকৃষ্ট হইতে লাগিলেন। সন্ন্যাসী যেন তাঁহার প্রাণ ধরিয়া টানিতে লাগিলেন।

রাজা আর থাকিতে পারিলেন না, তিনি দ্রুত গমনে সন্ন্যাসীর দিকে যাইতে লাগিলেন। এদিকে প্রভু রামানন্দকে দেখিয়া তাঁহাকে হৃদয়ে করিবেন তাহাই ভাবিতেছেন। যখন রামানন্দ তাঁহার দিকে আসিতে লাগিলেন তখন তাঁহার ইচ্ছা হইল যে, অগ্রবর্ত্তী হইয়া তাঁহাকে বুকের মধ্যে আনয়ন করেন। যে প্রভু বিষয়ী হইতে বহু

দূরে থাকেন, যে প্রভু গভীর অটল, তিনি অদ্য একটী অপরিচিত বিষয়ে সংস্পৃষ্ট, শূদ্রকে হৃদয়ে করিবার নিমিত্ত ধৈর্য্য হারাইলেন! কোন এক জন ভক্ত এক খণ্ড হরিতকী সঞ্চয় করিয়াছিলেন বলিয়া প্রভু তাহাকে বলিয়াছিলেন, যে "তোমার অদ্যাপি সঞ্চয় বাসনা যায় নাই, অতএব তুমি আমার সহিত থাকিতে পারিবে না।"

সেই প্রভু অদ্য এক জন ভোগী রাজা, যিনি বাজনা বাজাইতে বাজাইতে স্নান করিতে গমন করেন, তাহাকে গাঢ় আলিঙ্গন করিবেন বলিয়া চঞ্চল হইলেন! কিন্তু তবু ধৈর্য্য ধরিয়া বসিয়া থাকিলেন। রামানন্দ প্রভুর নিকট গমন করিলেন, করিয়া শির লোটাইয়া প্রণাম করিলেন।

প্রভু অমনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন, দাঁড়াইয়া বলিলেন, "উঠ, কৃষ্ণ বল।" তাহার পরে বলিলেন, "তুমি না রামানন্দ?" রামানন্দ তখন করযোড়ে বলিলেন, "হাঁ! আমি সেই পাপাত্মা শূদ্রাধম বটে।" প্রভু আর কথা বলিলেন না। যেন চিরদিনের হারাণ বন্ধু পাইলেন, ও অমনি আনন্দে হুঙ্কার করিয়া, দুই দীর্ঘ ভুজ দিয়া তাহাকে ধরিয়া, বুকের মাঝে করিলেন।

শ্রীগৌরাঙ্গের ধর্ম্মে প্রণাম ইত্যাদি অভ্যর্থনা প্রশস্ত নয়। গৌর-দাস জীবকে আলিঙ্গন করিয়া থাকেন। প্রণামে জীবকে পৃথকীকৃত ও ছোট বড় করে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে জীবে জীবে গাঢ় সম্বন্ধ, আর জীবের মধ্যে, বলিতে কি, ছোট বড় নাই। সকলেরই এক উৎপত্তি স্থান, সকলের এক গতি। যাঁহারা এই ভাব হৃদয়ে ধারণ করিতে পারেন, তাহাদের জীব মাত্রে গাঢ় আকর্ষণ হয়, আর গাঢ় আকর্ষণ হইলে প্রণামরূপ অভ্যর্থনায় তৃপ্তি হয় না।

শ্রীগৌরাঙ্গ-ধর্ম্মের এখন হীন দশা বলিয়া প্রণামের, ও সেই সঙ্গে কপট দৈন্যের, ঘটা কিছু অধিক হইয়াছে।

প্রভু যেন চির সুহৃদ পাইলেন, পাইয়া রাম রায়কে হৃদয়ে ধরিলেন, ও আনন্দে মূর্চ্ছিত হইলেন। রামানন্দ যেন চির আশ্রয় স্থান পাইলেন, আর ইহাতে এত সুখের উদয় হইল যে, ধৈর্য্য ধরিতে পারিলেন না, তিনিও মূর্চ্ছিত হইলেন। তখন সতী স্ত্রী ও মৃত পতি

যেরূপ চিতায় শয়ন করিয়া থাকেন, সেইরূপ উভয়ের বাহু দ্বারা পরিরম্ভিত. হইয়া, অচেতন অবস্থায়, মৃত্তিকায় পড়িয়া রহিলেন।

রাজা রামানন্দ যখন সন্ন্যাসীর নিকটে গমন করিতে লাগিলেন তখন তাঁহার সঙ্গে যে বহুতর লোক ছিল, সকলেরই দৃষ্টি সেই দিকে পড়িল। সকলে প্রভুকে দেখিলেন, ও তাঁহার ও তাঁহাদের রাজার কাণ্ড দেখিলেন। এই বহুতর লোকে ইহা দেখিয়া ভক্তিতে গদ গদ হইয়া, যাহার যেরূপ রুচি সে সেইরূপে মনের ভাব ব্যক্ত করিতে, ও সেই সঙ্গে সকলে রোদন করিতে লাগিলেন। এই সহস্র লোক একেবারে এক মুহূর্ত্তে দ্রবীভূত হইলেন।

প্রভু ও রামানন্দ এইরূপে নিশ্চেষ্ট হইয়া কিছুকাল পড়িয়া রহিলেন, কিন্তু তবু সঙ্গীগণ দেখিলেন যে তাঁহাদের অঙ্গ পুলকে আবৃত হইয়াছে, আর প্রেমানন্দ ধারায় বদন ভাসিয়া যাইতেছে। তাহার পরে উভয়ে উঠিলেন ও সুস্থ হইয়া বসিলেন। একটু চাওয়া চাহির পর, প্রভু মধুর হাসিয়া বলিলেন, "আমি যখন নীলাচল হইতে দক্ষিণে আসি, তখন তথাকার বাসুদেব সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য আমাকে বলেন যে, গোদাবরী তীরে ভাগবতোত্তম রামানন্দ রায়কে দর্শন করিও, সেই নিমিত্ত আমার এখানে আগমন। আমি বড় ভাগ্যবান, যেহেতু অনায়াসে তোমার দর্শন পাইলাম।" ইহাতে—

রায় কহে সার্ব্বভৌম করে ভৃত্য জ্ঞান।
পরোক্ষেহ মোর হিতে হয় সাবধান॥
তাঁর কৃপায় পাইনু তোমার দরশন।
আজি সফল হইল মোর মনুষ্য জনম॥
সার্ব্বভৌমে তোমার কৃপা তার এই চিন।
অস্পৃশ্য স্পর্শিলে হঞা তাঁর প্রেমাধীন॥
কাঁহা তুহি সাক্ষাৎ ঈশ্বর নারায়ণ।
কাঁহা মুই রাজ সেবক বিষয়ী শূদ্রাধম॥
মোর স্পর্শে না করিলে ঘৃণা বেদ ভয়।
তোমার কৃপায়ে তোমায় করায় সদয়॥
তোমার কৃপায় করায় নিন্দ্য কর্ম্ম।
সাক্ষাৎ ঈশ্বর তুমি কে জানে তোমার মর্ম্ম॥

আমা নিস্তারিতে তোমার ইহাঁ আগমন।
পরম দয়ালু তুমি পতিতপাবন॥
মহান্ত স্বভাব এই তারিতে পামর।
নিজ কার্য্য নাহি তবু যান তার ঘর॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশম স্কন্ধে অষ্টমাধ্যায়ে প্রথম শ্লোক—

মহদ্বিচলনং নৃণাং গৃহিণাং দীন চেতসাং।
নিঃশ্রেয়সায় ভগবন্ কল্পতে নান্যথা ক্বচিৎ॥
আমার সঙ্গে ব্রাহ্মণাদি সহস্রেক জন।
তোমার দর্শনে সবার দ্রবীভূত মন॥
"কৃষ্ণ" "হরি" নাম শুনি সবার বদনে।
সবার অঙ্গ পুলকিত অশ্রু নয়নে॥
আকৃতে প্রাকৃতে তোমার ঈশ্বর লক্ষণ।
জীবে না সম্ভবে এই অপ্রাকৃত গুণ॥—চরিতামৃত।

প্রভু উত্তরে বলিলেন, "আমাকে ওরূপ কথা কেন বলিতেছ? তুমি পরম ভক্ত, তোমার সঙ্গীগণের মুখে হরি কি কৃষ্ণ নাম, ইহার বিচিত্র কি? তোমার দর্শনে ইহাদের মন দ্রবীভূত হইয়াছে। তাহার সাক্ষী দেখ। আমি মায়াবাদী সন্ন্যাসী, ভক্তি কি পদার্থ তাহা জানি না, তোমার স্পর্শে আমারও কিঞ্চিৎ ভক্তির উদয় হইয়াছে। আমি এখন বুঝিলাম, সার্ব্বভৌম আমাকে কেন তোমার নিকট পাঠাইয়াছেন। আমি মায়াবাদী সন্ন্যাসী, আমার কঠিন মন দ্রব করিবার নিমিত্ত তিনি তোমার আশ্রয়ে আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন।"

উভয়ে উভয়কে দর্শনে, আনন্দে ভাসিয়া, উভয়ে উভয়ের স্তুতি করিতেছেন। ইহার মধ্যে এক জন ব্রাহ্মণ করযোড়ে প্রভুকে ভিক্ষার নিমন্ত্রণ করিলেন, প্রভুও স্বীকার করিলেন। তাহার পরে রামানন্দ রায়ের প্রতি মধুর হাসিয়া প্রভু বলিতেছেন, "তোমার আবার দর্শন কামনা করি, যেহেতু তোমার মুখে কৃষ্ণ কথা শুনিবার নিমিত্ত আমার অত্যন্ত স্পৃহা হইয়াছে।" "তোমার আবার দর্শন কামনা করি" এরূপ কথা, যাহা প্রভু সেই বিষয়ে-জড়ীভূত শূদ্রকে বলিলেন, ইহা তিনি কস্মিন্ কালে কাহাকেও বলেন নাই। রামানন্দ বলিলেন, "স্বামী. যদি কৃপা করিয়া এই পামরকে উদ্ধার করিতে আসিয়াছেন, তবে

দিন কয়েক এখানে থাকিতে হইবে, কারণ আমার মন অতি কঠিন ও মলিন। আপনি দিন কয়েক থাকিয়া একটু বিশেষ করিয়া আমার হৃদয় মার্জ্জনা না করিলে উহা শোধিত হইবে না।" রামানন্দ রায় ইহা বলিয়া প্রভুকে প্রণাম করিয়া বিদায় হইলেন। দর্শন মাত্রে পরস্পর পরস্পরের প্রেম ডোরে এরূপ আবদ্ধ হইয়াছেন, যে এই ক্ষণিক বিদায়ের নিমিত্ত উভয়ে বড় কষ্ট অনুভব করিতে লাগিলেন।

প্রভু ব্রাহ্মণের গৃহে, ও রামানন্দ নিজ ভবনে গমন করিলেন। পরস্পরের দর্শন লালসা ক্রমেই বাড়িতে লাগিল এবং সূর্য্য অস্ত গেলে রামানন্দ, সামান্য বেশ ধারণ করিয়া, একটী মাত্র ভৃত্য সঙ্গে লইয়া গোপনে প্রভুর সহিত মিলিত হইলেন। আবার রামরায় প্রভুকে প্রণাম ও প্রভু তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন, পরে উভয়ে বসিলেন।

প্রভু বলিতেছেন, বল, রামরায়, জীবগণ কিরূপ সাধন ভজন করিলে উদ্ধার হইবে?

এখন রামরায় প্রভুকে জানেন না; প্রভু কে, তাঁহার কি মত, তাহা জানেন না। প্রভুকে সাক্ষাৎ ঈশ্বর বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন বটে, কিন্তু সে স্তুতি বাক্য, সন্ন্যাসী মাত্র "নারায়ণ" বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন। রায় কেবল এই মাত্র জানিয়াছেন যে, প্রভু একটী ধীশক্তি সম্পন্ন অতি বৃহৎ বস্তু ও কৃষ্ণ ভক্ত, ও তাঁহার চিত্ত একেবারে হরণ করিয়া সেই স্থানে উপবেশন করিয়াছেন। প্রভুর এই হঠাৎ প্রশ্নের কিরূপ উত্তর করিবেন ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলেন না। আবার প্রভুর আজ্ঞা রাখিয়া যে কথা কাটাকাটী করিবেন ও বলিবেন যে, "আগে আপনি বলুন," ইহাও পারিলেন না, বলিতে সাধ্যও হইল না। সেখানে আপনার কি মত গোপন করিয়া, সর্ব্ব সাধারণোপযোগী যে মত প্রথম তাহাই বলিলেন। বলিলেন, "স্বামী! আমি সাধন ভজনের কথা কিছু জানি না, তবে শ্রীবিষ্ণুপুরাণে দেখিতে পাই এ প্রশ্নের এইরূপ উত্তর আছে যে, "যাহার যে স্বধর্ম্ম তিনি তাহা পালন করিলে পরিণামে তাহার শ্রীভগবানে ভক্তি হয়।"

এই বিষ্ণু পুরাণের শ্লোকে দেখা যায় যে হিন্দুধর্ম্মের ন্যায় উদার ধর্ম্ম জগতে নাই। খ্রীষ্টীয়ানগণ বলেন, তাঁহারা ব্যতীত আর সকলে নরকে যাইবে। মুসলমানগণও তাহাই বলেন, কিন্তু হিন্দুরা বলেন যে

সকলেই শুধু স্বধর্ম্ম পালন দ্বারা ক্রমে উদ্ধার হইবেন। স্বধর্ম্ম পালন করিতে করিতে ক্রমে শ্রীভগবদ্ভক্তির উদয় হয়, সেই ভক্তি হইলে জীব উদ্ধার হইয়া যায়। তবে কি ধর্ম্মের ভাল মন্দ নাই? অবশ্য আছে। জীবের পরিবর্দ্ধনই গতি। জীব ক্রমে পরিবর্দ্ধিত হয়। যে ধর্ম্মে তোমার এখন ক্ষুধা নিবৃত্তি হইতেছে, তুমি একটু পরিবর্দ্ধিত হইলে তোমার উহা অপেক্ষা সারবান আহার প্রয়োজন হইবে। রাম-রায়ে ও প্রভুতে যে অদ্ভুত কথোপকথন, ইহা দ্বারা জীবে কিরূপে ক্রমে ক্রমে উন্নতি করিয়াছেন, তাহাই বিকসিত হইতেছে। এরূপ কথোপকথন জগতে আর কোথাও পাওয়া যায় না।

এই যে রামরায় উত্তর করিলেন, ইহার মধ্যে কয়েকটী কথা মানিয়া লইলেন, যথা শ্রীভগবান আছেন, ও ভক্তির দ্বারাই তাঁহাকে পাওয়া যায়। তবে তিনি যে উত্তর করিলেন, ইহাতে তাঁহার প্রকৃত মত কি তাহা কিছুই বুঝা গেল না।

প্রভু এ কথা শুনিয়া বলিলেন, রামরায় এ ত তুমি মোটা কথা বলিলে। ইহা অপেক্ষা নিগূঢ় যদি কিছু থাকে তবে বল।

রামরায় তখন গীতার একটী শ্লোক পড়িয়া বলিলেন যে, গীতায় দেখিতে পাই, শ্রীভগবান বলিতেছেন, "জীব যে কোন কর্ম্ম করে, উহা আমাকে সমর্পণ করিয়া করিলেই তাহার সাধন সিদ্ধ হয়।" কিন্তু প্রভু এ কথাও উড়াইয়া দিলেন। তিনি বলিলেন, রাম রায় এ সমু-দায় বাহ্য কথা। ইহা অপেক্ষা নিগূঢ় যাহা তাহাই বল।

হঠাৎ লোকের মনে বিশ্বাস হইতে পারে যে, রামরায় গীতার যে কথা বলিলেন, উহা অতি বড় কথা, এমন কি খ্রীষ্টীয়ান ধর্ম্মে এ কথাটী সকল অপেক্ষা বড় বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। যেহেতু তাহা-দের প্রধান প্রার্থনার মধ্যে এই নিবেদন যে, "প্রভু তোমার যাহা ইচ্ছা তাহাই হউক" সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান। কিন্তু প্রভু এ কথা মানিলেন না, যেহেতু ইহাতে জীবে ও ভগবানে যে কোন ঘনিষ্টতা আছে তাহা বুঝা যায় না।

রামরায় তাহা বুঝিয়া বলিলেন, এ কথা যদি বাহ্য হইল তবে স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া যিনি শ্রীভগবানের শরণ লন, সেই প্রকৃত সাধক। রাম রায় এ কথারও প্রমাণ দিলেন। কিন্তু প্রভু এ কথাও উড়াইয়া

দিলেন। শাস্ত্রের তাৎপর্য্য এই যে, যে ব্যক্তির শ্রীভগবানে এত অনুরাগ, যে, তাঁহাকে পাইবেন এই লোভে, আপনার কুলধর্ম্ম পর্য্যন্ত ত্যাগ করেন, তিনি অবশ্য শ্রীভগবানের প্রিয় হন। কিন্তু রাম রায়ের কথায় ঠিক তাহা বুঝাইল না। মনে ভাবুন সাহেবের বিবি বিবাহ করিবে বলিয়া যদি কোন হিন্দু খ্রীষ্টিয়ান হয়, তবে কি সে বড় সাধক হইল?

রাম রায় তখন একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন, ভক্তি ও জ্ঞান উভয় যোগে যিনি শ্রীভগবানের উপাসনা করেন, তিনিই প্রকৃত সাধক।

প্রভু এ কথাও মানিলেন না। বলিতে কি, ভক্তি ও জ্ঞান এক প্রকার বিরোধী। মনে ভাবুন, যদি কোন জ্ঞানবতী স্ত্রী স্বামীকে ইহা বলিয়া ভক্তি করে যে, স্বামী স্ত্রীলোকের পরম গুরু অতএব স্বামীকে ভক্তি না করিলে মহাপাপ হয়, কি তাহাকে ভক্তি না করিলে সংসার বিশৃঙ্খল হয়, কি দুঃখের উৎপত্তি হয়, তবে তাহার যে ভক্তি সে ভক্তি নয়, উহা এক প্রকার স্বার্থপরতা। জ্ঞান-মিশ্রা ভক্তি বলিতে মোটামুটি এই যে, শ্রীভগবান জীবন মরণের কর্ত্তা, অতএব তাঁহাকে ভক্তি করা কর্ত্তব্য। না করিলে ক্ষতি, করিলে লাভ। এরূপ হিসাব কিতাব করিয়া যিনি শ্রীভগবানকে ভক্তি করেন, তিনি শ্রীভগবানকে ভক্তি করেন না, তিনি আপনার স্বার্থের পোষণ করেন।

রামরায় আবার চিন্তা করিতে লাগিলেন। পরে বলিতেছেন, শ্রীমদ্ভাগবতে দেখিতে পাই যে, জ্ঞানশূন্য ভক্তি দ্বারাই শ্রীভগবানকে পাওয়া যায়। ইহা বলিয়া শ্রীভাগবত হইতে শ্লোক পড়িলেন।

যখন রাম এইরূপ বিশুদ্ধ ভক্তির কথা বলিলেন, তখন প্রভু একটু সন্তোষ প্রকাশ করিলেন। করিয়া বলিতেছেন, "এ ভাল কথা, কিন্তু ইহা অপেক্ষা যদি আরো কিছু ভাল কথা থাকে তবে বল।"

জ্ঞানশূন্য ভক্তি কাহাকে বলি না উদ্দেশ্যশূন্য ভক্তি। সম্রাটকে দর্শন করিয়া প্রণাম করিলাম আর বলিলাম, রাজন্! আমি তোমার দাসানুদাস। কিন্তু মনে রহিল যে রাজা আমার উপর সন্তুষ্ট হইবেন, হইয়া আমার ভাল করিবেন। ইহাকে রাজভক্তি বলে না, ইহাকে

বলে তোষামোদ। অতএব জ্ঞানশূন্য যে ভক্তি, ইহা দ্বারাই শ্রীভগবানের পাদপদ্ম পাওয়া যায়, প্রভু ইহা স্বীকার করিলেন। প্রভু আরো গুহ্য শুনিতে চাহিলেন, তখন রাম রায় প্রেমের কথা উঠাইলেন।

এতক্ষণ রাম রায় গীতার রাজ্যে ছিলেন, এখন উহা ছাড়িয়া শ্রীমদ্ভাগবতের অধিকারে আইলেন। ভক্তি ধর্ম্ম দুই রাজ্যে বিভক্ত, শ্রীগীতার রাজ্যে ও শ্রীভাগবতের রাজ্যে। জ্ঞান-মিশ্রা ভক্তি গীতার শেষ সীমা। জ্ঞান-শূন্যা ভক্তি শ্রীভাগবত রাজ্যের আরম্ভ। যে পর্য্যন্ত রাম রায় গীতার রাজ্যে ছিলেন, সে পর্য্যন্ত প্রভু "ইহা বাহ্য" বলিয়া বলিয়া উড়াইয়া দিলেন। যে মাত্র রাম রায় জ্ঞানশূন্য ভক্তির কথা বলিলেন, অর্থাৎ শ্রীভাগবত রাজ্যের সীমায় আইলেন, সেই প্রভু বলিলেন, "ইহা ভাল বটে, কিন্তু ইহার পরে আরও বল।"

ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য, শ্রীভগবানের এই দুই ভাব। তিনি সর্ব্ব-শক্তিমান, এই গেল তাঁহার ঐশ্বর্য্য ভাব। তিনি তাঁহার রূপ ও গুণে আকর্ষণ করেন, এই গেল তাঁহার মাধুর্য্য ভাব। গীতায় শ্রীভগবানের ঐশ্বর্য্যভাবের ভজনার কথা লেখা, শ্রীভাগবতে মাধুর্য্য ভাবের ভজনা বিরচিত। গীতার রাজ্যের অন্তর্গত বৌদ্ধ, খৃষ্টীয়, মুসলমান ও প্রাচীন হিন্দু ধর্ম্ম। এই কয়েক ধর্ম্মের সার কথা গীতায় উদ্ধৃত আছে। এই সমস্ত ধর্ম্মে যে যে কথা ছড়ান আছে, উহা গীতায় একত্রিত করা হইয়াছে ও পর পর সাজান হয়েছে। মিঠাইকার, তাহার দোকানে যেরূপ নানা রসের খাদ্য দ্রব্য, নানা সুন্দর আকার দিয়া সাজাইয়া রাখে, গীতায় সেইরূপ, জগতের যত ধর্ম্ম, ও সে সম্প্রদায়ে যত রস আছে, তাহাকে সুন্দর আকার দিয়া সাজাইয়া রাখা হইয়াছে। তাই, গীতা জগতে আদরিত হইতেছে ও হইবে।

শ্রীভাগবত জ্ঞান-শূন্য ভক্তি হইতে আরম্ভ। শ্রীভগবান যে নিজ জন, ইহা, জ্ঞান থাকিতে, হৃদয়ে সম্যক প্রকারে বুঝা যাইতে পারে, কিন্তু বোধ অর্থাৎ আস্বাদ করা যায় না। শ্রীভাগবত গ্রন্থের তাৎপর্য্য এই যে, শ্রীভগবান নিজ-জন, আর নিজ-রূপে তাঁহাকে যে ভজনা তাহা দ্বারাই "তাঁহাকে" পাওয়া যায়। নিজ-জন কাহাকে বলে? পিতা কি প্রভু, সখা কি ভাই, সন্তান কি পতি, ইহারাই নিজ-জন। প্রভু কে না, যিনি ক্রীত-দাসের কর্ত্তা। ক্রীত-দাসের মরণ বাঁচনের কর্ত্তা ও

প্রভু। ক্রীত দাসের নিজ-জন প্রভু ব্যতীত আর কেহ নাই, যেমন পুত্রের নিজ-জন পিতা বই আর নাই। আর নিজ-জন কে, না, বন্ধু বা ভাই ভগ্নী। আর কে, না পতি বা পত্নী। এই সমুদায় নিজ-জন লইয়া সংসার।

সে কালে এ দেশে দাস রাখিবার পদ্ধতি ছিল। এখনও কোন কোন দেশে আছে। এই দাস শব্দ হইতে দাস্য-ভক্তি কথাটী লওয়া হইয়াছে। তুমি এক জন সংসারী, এখন দেখ তোমার সংসার পাতাইতে কি কি লাগে। তুমি, তোমার সন্তান, তোমার জনক জননী, তোমার অতি আত্মীয়, ও তোমার ঘরণী।

এই যে কয়েকটী বস্তু লইয়া সংসার, ইহাদের পরস্পরে যে আকর্ষণ তাহাকে "প্রেম" কি "রস" কি "ভাব" বলে। সন্তানের পিতার প্রতি যে ভাব তাহাকে দাস্য প্রেম বলে। যদি বল ক্রীত-দাসের আবার প্রভুর উপর প্রেম কি? কিন্তু ক্রীত-দাসের জগতে কেহ নাই, সে প্রভুর সহিত থাকিয়া থাকিয়া, প্রভুর নিজের ও তাহার গণের প্রতি আকর্ষিত হয়, এমন কি শুনা যায় যে ক্রীত-দাসে প্রভুর নিমিত্ত প্রাণও দিয়াছে। পুত্রের পিতার উপর যে প্রেম ইহাকে শাস্ত্রকারেরা দাস্য প্রেম বলেন। ফল কথা, শ্রীভগবানকে পিতা বলিয়া বোধ ও প্রভু বলিয়া বোধ, এ দুই ভাবে বড় বিভিন্নতা নাই। দাসের প্রভুর প্রতি খানিক স্নেহ, খানিক ভক্তি, ও খানিক ভয় আছে। সন্তানেরও পিতার প্রতি তাহাই আছে।

তাহার পরে জীব মাত্রের অন্ততঃ এক জন অতি আত্মীয় আছেন। তিনি যদিও সকল অবস্থায় এক সংসারে থাকেন না, কিন্তু সংসার পূর্ণ মাত্রায় পাতাইতে একটী সখার প্রয়োজন। এই রূপ আত্মীয়ের উপর এক প্রকার স্নেহ আছে তাহাকে বলে সখ্য ভাব। তাঁহার নিকট কোন বিষয়ে অবিশ্বাস নাই, তিনি সুখ দুঃখের সাথী, তাঁহাকে মনের বেদনা বলিতে কোন বাধা নাই। তিনি আর তুমি এক শ্রেণীর লোক। তুমিও বড় না, তিনিও বড় না। তিনি তোমাকে যথা সাধ্য সাহায্য করিতে প্রস্তুত, কিন্তু তাঁহার ক্ষমতা তোমার ন্যায় অতি পরিমিত। এইরূপ যে ভাব সে গেল সখ্য প্রেম। বাৎসল্য ও মধুর প্রেমের ব্যাখার প্রয়োজন নাই।

আমরা এইরূপে সংসার পাতাইয়া বাস করি। আমরা এই সংসার পাতাইয়া বাস করিব বলিয়া শ্রীভগবান তাহার উপযোগী সমুদায় দিয়াছেন। স্ত্রী দিয়াছেন, পুত্র দিয়াছেন, অতএব এই সংসার পাতানই আমাদের স্বাভাবিক গতি। এই সংসার শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া আমরা শ্রীভগবান-রূপ কেন্দ্রের দিকে ধাবিত হইতেছি, কি উহার চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি।

এই কেন্দ্রের দিকে ধাবিত হইতে আকর্ষণের প্রয়োজন। এই আকর্ষণ যদি না থাকে, চির দিন ঘুরিয়া বেড়াইবে। যদি আকর্ষণের সহায়তা লইতে পার, তবে সেই কেন্দ্র অভিমুখে গমন করিতে পারিবে। এই আকর্ষণ হইতেছে কি না,—প্রেম। এই প্রেমে পরিবার শৃঙ্খলে আবদ্ধ, আর এই প্রেমে সর্ব্ব পরিবার শ্রীভগবানে আবদ্ধ।

এই প্রেম চারি প্রকার যাহা উপরে বলিলাম, অর্থাৎ, দাস্য, বাৎসল্য, সখ্য ও মধুর। আর বলিলাম যে সংসার পাতাইয়া বাস করা জীবের স্বভাব। অতএব এই সংসার যে প্রণালীতে আবদ্ধ হইয়াছে, শ্রীভগবানকে এই সংসার ভুক্ত করিতে হইলে সেই প্রণালী ব্যতীত আমাদের আর গতি নাই। আর যে গতি নাই তাহার আর কোন প্রমাণ প্রয়োজন করে না। ইহা স্বীকার করিলেই হইবে যে সংসার পাতাইয়া বাস করা আমাদের স্বভাব।

অতএব এই সংসারের যে চারিটী বস্তু পুত্র, সখা, পতি ও পিতা, ইহার মধ্যে শ্রীভগবানকে এক জন কর। হয় তাঁহাকে পিতারূপে ভজনা কর, না হয় সখা রূপে, না হয় পুত্র রূপে, না হয় পতি রূপে। তাহা না করিলে তাঁহাকে সংসারে স্থান দিতে পারিবে না, তিনি বাহিরের লোক হইবেন।

এই গেল শ্রীমদ্ভাগবতের সার সংগ্রহ। এখন মনে ভাব, তুমি যেন শ্রীভগবানকে পিতা রূপে ভজনা করিবে। তাহা হইলে সে ভজনার প্রণালী কিরূপ, তাহা আর কোথায় তোমার শিখিতে যাইতে হইবে না। ঠিক যেরূপ সরল সুবোধ শিশু পুত্র, সর্ব্বগুণনিধি পিতাকে ভজনা করে, সেইরূপ করিলেই হইবে। শিশু পুত্র বলি কেন, না, তাঁহার নিকট সকলেই শিশু। এখন বিচার কর, এরূপ পুত্র পিতাকে কিরূপে ভজনা করে।

এই প্রভুকে, কি সখা, কি সন্তান, কি পতি ভাবে, দুইরূপে ভজনা করা যাইতে পারে, যথা সাক্ষাৎ ভাবে, ও গোপীর অনুগত হইয়া। সাক্ষাৎ ভাবে কিরূপে ভজনা করিতে হয় তাহাই এখন বলিতেছি। প্রথমে ধ্যানে তোমার পিতাকে ভজনা করিতে থাক। যদি তিনি জীবিত থাকেন, তবে তাঁহার সেবা শুশ্রূষা কর। যদি তোমার কোন গুরু থাকেন, তবে তাঁহাকেও ঐরূপ করিলে হইবে। এইরূপ করিতে করিতে প্রভুকে কিরূপে ভজনা করিতে হয় জানিতে পারিবে। তখন সেই পিতার স্থানে শ্রীভগবানকে বসাইবে। এই যে তোমার মধুর প্রভৃতি চারি প্রকার ভাব আছে, ইহা স্বাভাবিক। এত স্বাভাবিক যে এই ভাবের বস্তু না পাইলে তুমি অস্থির হইবে। যাহার পুত্র নাই, সে পুত্র পুত্র করিয়া প্রাণ ছাড়িবে। যাহার স্ত্রী নাই, সে আপনাকে অপূর্ণ ও তাহার সংসার শূন্য ভাবিবে। অতএব এই চারিভাব স্বাভাবিক। এই ভাবের বস্তুর নিমিত্ত লালসাও স্বাভাবিক। এই আকাংক্ষা জীবের দ্বারা কতক পরিপূরিত হয়, কিন্তু সম্পূর্ণরূপে হয় না। যেহেতু এই ভাবের বস্তু গুলি অপূর্ণ ও মলিন। পতিপ্রাণা সতী আপনার পতির নিমিত্ত প্রাণ দিবে। কিন্তু তবু দেখিবে যে তাহার পতি নির্ম্মল কি পূর্ণ নহেন। অতএব তাহার মধুর ভাবের সম্পূর্ণ রূপে তৃপ্তি সাধন হইতেছে না। এই ভাবের তখনি পিপাসা শান্তি হইবে, যখন ইহার বস্তু নির্ম্মল ও পূর্ণ হইবে। এমন বস্তু শ্রীভগবান বই আর নাই। অতএব এই ভাব গুলি দ্বারা যখন শ্রীভগবানকে ভজনা করা হয়, তখনি জীবের প্রকৃত প্রয়োজন সাধন হয়,—তখনি জীব প্রেমানন্দ তরঙ্গে পড়িয়া ভাসিতে থাকে। এ সম্বন্ধে আরও অধিক বলিতেছি, অর্থাৎ শ্রীপ্রভুতে ও রাম রায়ে যে বিচার তাহা এখন বর্ণনা করিব।

প্রভু স্বীকার করিলেন যে, জ্ঞানশূন্য ভক্তি দ্বারা শ্রীভগবানের ভজনা হয়। ইহা স্বীকার করিয়া বলিতেছেন, "রাম রায়! আরো গূঢ় কথা বল।"

রাম রায় বলিলেন, "সর্ব্বোত্তম সাধনা শ্রীভগবানকে প্রেম ও ভক্তি দ্বারা ভজনা করা।"

প্রভু এ কথা শুনিয়া বড় সন্তুষ্ট হইলেন, বলিতেছেন, "এ অতি

উত্তম কথা। কিন্তু, রাম রায়, যদি আরো কিছু নিগূঢ় থাকে, কৃপা করিয়া আমাকে বল।” রাম রায় দেখিলেন যে ক্রমে ক্রমে প্রেমের রাজ্যে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এই প্রেমের রাজ্য তাঁহার নিজ দেশ। তখন ভক্তির কথা একেবারে ছাড়িয়া দিলেন। বলিতেছেন, “দাস্য প্রেমের দ্বারা শ্রীভগবানকে সেবা করাই সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম ভজন।”

প্রভু হাসিয়া বলিলেন, “সাধু রাম রায়! তুমি আমাকে কৃতার্থ করিলে। কিন্তু ইহা অপেক্ষা আর কিছু উত্তম আছে?”

রাম রায় বলিলেন, “আছে, সে সখ্য প্রেম। শ্রীভগবানকে প্রভু বলিয়া ভজন করায় যে আনন্দ, তাহা অপেক্ষা সুহৃদ্ বলিয়া ভজন করায় অধিক আনন্দ।”

প্রভু বলিলেন, “আমি কৃতার্থ হইলাম! কিন্তু আরও যদি কিছু নিগূঢ় থাকে তাহাও আমাকে বল, আমাকে বঞ্চিত করিও না।”

রাম রায় তখন এক প্রকার গ্রহ-গ্রস্ত হইয়াছেন। তিনি তখন যেন আর স্ববশে নাই। তিনি যেন তখন প্রভুর জিহ্বা যন্ত্র স্বরূপ হইয়াছেন। প্রভু যেন সাধন তত্ত্ব তাঁহার মুখ দিয়া প্রকাশ করিতেছেন। রাম রায় প্রভুর কথা শুনিয়া বলিতেছেন যে, “সখ্য প্রেম অপেক্ষা বাৎসল্য প্রেম আরো গাঢ়। অতএব শ্রীভগবানকে আপনার পুত্র ভাবিয়া যদি ভজন করা হয়, তবে উহা সাধনার এক প্রকার শেষ সীমা হয়।”

প্রভু বলিলেন, “রাম রায়, তুমি আমাকে একেবারে বিনামূল্যে ক্রয় করিলে, তবু আরও যদি গুহ্য থাকে তবে বল।”

রাম রায় বলিলেন, “আছে। শ্রীভগবানকে কান্তভাবে ভজনা করা।” এখানে আমরা শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত হইতে এইরূপ পংক্তি উদ্ধৃত করিতেছি। যথা—

প্রভু কহে এহো হয় আগে কহ আর।
রায় কহে দাস্য প্রেম সর্ব্ব সাধ্য সার।
প্রভু কহে এহো হয় কিছু আগে আর।
রায় কহে সখ্য প্রেম সর্ব্ব সাধ্য সার॥

প্রভু কহে এহোত্তম আগে কহ আর।
রায় কহে বাৎসল্য প্রেম সর্ব্ব সাধ্য সার॥
প্রভু কহে এহোত্তম আগে কহ আর।
রায় কহে কান্ত ভাব প্রেম সাধ্য সার॥

রাম রায় এইরূপে শ্রীমদ্ভাগবত রাজ্যের শেষ সীমায় আইলেন। আসিয়া এখানে বিশ্রাম করিবেন ভাবিলেন। এই উদ্দেশ্যে কান্ত ভাব কি তাহাই বর্ণনা আরম্ভ করিলেন। বলিতেছেন, "স্বামী! সাধনার উদ্দেশ্য শ্রীভগবানকে প্রাপ্তি। কিন্তু প্রাপ্তি অনেক প্রকার আছে—আংশিক ও পূর্ণমাত্রায়। কিন্তু যাহারা সাধক তাহারা বড় বুঝিতে পারে না। যদি সমুদায় ব্যঞ্জন উত্তম হয়, তবে ক্ষুধার্ত্ত ব্যক্তি যেটি অগ্রে বদনে দেয় সেইটি সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম ভাবিয়া থাকে। শ্রীভগবানে এত মধু আছে যে, যে অংশ পায় তাহা পাইয়া জীব মুগ্ধ হয়। এমন কি, শ্রীভগবানকে যিনি যে ভাবে ভজনা করেন তাঁহার কাছে সেই ভাবই সর্ব্বোত্তম বলিয়া বোধ হয়। রাম রায়ের কথার তাৎপর্য্য গ্রহণ করুন।

যাঁহারা দাস্যভাবে শ্রীভগবানকে ভজনা করেন, তাঁহারা বলেন দাস্য ভাব সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। যাঁহারা দাস্য ভাবে ভজনা করেন তাঁহাদের মধ্যে এমন ভক্ত আছেন যে, তাঁহারা বলেন যে দাস্যভাবই সর্ব্বোত্তম। শুধু তাহা নয়, কান্ত প্রভৃতি ভাবে ভজনা করা জীবের অধিকার নাই, অতএব এরূপ ভজনা করিতে যাওয়া তাহাদের পক্ষে বিড়ম্বনা মাত্র।

যখন গৌরাঙ্গ প্রকাশ হইয়াছেন, তখন পশ্চিম দেশে বল্লভাচার্য্যও ঐরূপ শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচার করিতেছিলেন। তাঁহার মত এই যে বাৎসল্য প্রেমই সর্ব্বোত্তম। এই মত তিনি দক্ষিণ পশ্চিম দেশে প্রচার করিতে করিতে নীলাচলে প্রভু গৌরাঙ্গের সহিত যুদ্ধ করিতে আগমন করেন। শ্রীধর স্বামী যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাঁহাতে দেখা যায়, যে উপরে রামরায় যাহা বলিলেন, অর্থাৎ কান্ত ভাবই সর্ব্বোত্তম, ভাগবতও তাহাই বলিয়াছেন। বল্লভ ভট্ট, শ্রীধর স্বামীর টীকা উড়াইয়া দিয়া, আপনি শ্রীভাগবতের টীকা করিলেন। করিয়া বাৎসল্য প্রেমই সর্ব্বোত্তম তাহাই প্রমাণ করিলেন।

এই তত্ত্ব সংস্থাপন করিবার নিমিত্ত বৃহৎ গ্রন্থও লিখিলেন। তাঁহার শিষ্যের সংখ্যা অত্যন্ত বৃদ্ধি হইল, এবং পশ্চিম দক্ষিণ দেশে বহুতর লোক তাঁহার আশ্রয় লইল। এই বল্লভাচার্য্যের শিষ্যগণ অদ্যাপি সেই সমস্ত দেশে বড় প্রবল। এই শাখার উপাচার্য্যগণকে "গোকুলে গোঁসাই" বলে। ইহাদের শিষ্যগণ প্রায়ই বণিক সুতরাং আচার্য্যগণের অনেকের ঐশ্বর্য্যের সীমা নাই। শ্রীগৌরাঙ্গের গণ "করঙ্ক কান্থা-ধারী। কিন্তু গোকুলে গোস্বামীর মধ্যে অধিকাংশ লোক রাজরাজেশ্বর রূপে অবস্থিতি করেন। শ্রীগৌরাঙ্গ সম্প্রদায়ী আচার্য্যগণের মধ্যে, সেই দেখা দেখি, ঐশ্বর্য্য লোভে মুগ্ধ হইয়া, রাজরাজেশ্বরের ন্যায় বাস প্রথা প্রচলিত হইয়াছে। কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুর পার্ষদগণ, কাঙ্গাল হইতে কাঙ্গালরূপে অবস্থিতি করিয়া জীব উদ্ধার করিতেন। তাঁহাদের দীন-বেশ দেখিলে, জীবের হৃদয় দ্রব হইত। এখনকার আচার্য্যদের মধ্যে, কাহার ঐশ্বর্য্য দেখিয়া জীবের হৃদয় দ্রব হয় না, বরং শ্রীবৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রতি ঘৃণার উদয় হয়।

শ্রীবল্লভাচার্য্য নীলাচলে শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুর সঙ্গে যুদ্ধ করিতে যাইয়া, শেষে আপনি তাঁহার শরণাগত হইলেন। এমন কি শেষে, শ্রীগদাধর গোস্বামীর নিকট যুগল মন্ত্র লইয়া কান্ত ভাবে শ্রীভগবানকে ভজনা করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার শিষ্যগণ, যাঁহারা দেশে রহিলেন, তাঁহারা বল্লভাচার্য্যের পূর্ব্বকার মত পালন করিতে লাগিলেন, ও এখনও করিয়া থাকেন। তাঁহাদিগকে বল্লভাচারী বলে। তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে বালগোপাল অর্থাৎ সন্তানভাবে উপাসনা করেন।

রাম রায় প্রভুকে বলিতেছেন, "যাহার যে ভাব তাহার কাছে সেই উত্তম সন্দেহ নাই, কিন্তু তাই বলিয়া সব সমান তাহা নয়, ভাল মন্দ অবশ্য আছে। দাস্য ভাব অতি উত্তম তাহার সন্দেহ নাই, কিন্তু দাস্য অপেক্ষা সখ্য আরও ভাল, যেহেতু সখ্য ভাবে দাস্য ও সখ্য উভয়ই আছে। এই রূপ মধুর ভাব সার্ব্বাপেক্ষা উত্তম। যেহেতু এক মধুর ভাবে দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, ও কান্তভাব, এই চারি ভাবই জড়িত আছে। অতএব যিনি মধুর ভাবে ভজনা করেন, তিনি কর্ত্তব্যে চারি ভাবেই ভজনা করেন, সুতরাং সর্ব্বোত্তম অধিকারী হয়েন।"

রাম রায় বলিলেন যে, "মধুর ভাবে দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও কান্ত

এই চারি ভাব আছে," ইহার তাৎপর্য্য পরিগ্রহ করুন। কান্ত মানে স্ত্রীলোকের স্বামী। স্ত্রী স্বামীর কখন দাসী হয়েন, কখন সখা হয়েন, কখন মাতার ন্যায় হয়েন, কখন বা বক্ষবিলাসিনী হয়েন। রাম রায় বলিলেন, অতএব শ্রীকৃষ্ণকে পূর্ণমাত্রায় প্রাপ্তি কেবল এই কান্ত ভাবেই হয়। এইরূপে রাম রায়, শ্রীভাগবতের রাজ্যের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত যাইয়া বিশ্রাম করিবেন, ভাবিলেন।

প্রভু ইহা শুনিয়া বলিতেছেন, "রাম রায়, তুমি বলিলে যে, 'সাধনার এই সেই সীমা' ইহা ঠিক। কিন্তু যদি আরও কিছু থাকে বল।"

এই কথা শুনিয়া রাম রায় অবাক হইলেন!

রায় কহে ইহা অগ্রে পুছে কোন জনে।
এত দিন নাহি জানি আছে এ ভুবনে॥—চৈতন্য চরিতামৃত।

রাম রায় ভাবিতে লাগিলেন, ইহার পরে আবার কি? ইহা ভাবিবার কারণও রাম রায়ের আছে। পাঠক মহাশয়, যদি এ পর্য্যন্ত মনোযোগ দিয়া পড়িয়া থাকেন, তবে তিনিও ভাবিতে পারেন যে, ইহার পরে আবার কি হইতে পারে? রাম রায় ভাবিতে ভাবিতে হঠাৎ তাঁহার মনে স্ফূর্ত্তি হইল। বলিতেছেন, ইহার অগ্রে, "রাধার প্রেম!"

প্রভু বলিলেন, রাধার প্রেম যদি কান্ত ভাব অপেক্ষাও গাঢ় হইল, তবে তাহার কারণ আছে; অতএব তাহা বল, আমি শ্রবণ করি। তোমার মুখে কৃষ্ণকথা যেন অমৃতের ধার। আমার অঙ্গ শীতল হইতেছে। বল বল, রাম রায়, রাধার প্রেম এত শ্রেষ্ঠ কেন?

রাম রায় বলিতেছেন, ত্রিজগতে রাধার প্রেমের সমান নাই। শত কোটী গোপী শ্রীকৃষ্ণের সহিত রাস করিলেন, কিন্তু তাহাতে শ্রীভগবানের তৃপ্তি হইল না। রাধা ব্যতীত তাঁহার প্রেম পিপাসা শান্তি হইল না।

তখন প্রভু বলিতেছেন, ইহাই সাধনের সীমা তাহার সন্দেহ নাই, কিন্তু আরও কি কিছু নিগূঢ় আছে? যদি থাকে তবে বলিয়া আমার কর্ণ শীতল কর।

প্রভু কহে ইহা হয় আগে কহ আর।
রায় কহে ইহা বহি বুদ্ধি গতি নাহি আর॥

রাম রায় যে এরূপ বলিলেন, ইহাতে তাঁহার কি দোষ? সূক্ষ্ম,

সূক্ষ্মতর, সূক্ষ্মতম সৃষ্টির নানা দ্রব্য আছে। কিন্তু জীবের দৃষ্টি সীমা বিশিষ্ট, সেই সীমা অতিক্রম করিতে পারে না।

রাম রায় ভাবিতে লাগিলেন। ভাবিয়া ভাবিয়া শেষে বলিতেছেন, "স্বামী! আর শক্তি নাই। যাহা দিয়াছিলে সব নিঃশেষ হইয়াছে। যদি আর কিছু শক্তি দাও তাহা হইলে তোমার কথার উত্তর দিতে পারিব। তবে আমার নিজকৃত একটী গীত আছে। সেটী গাইতেছি, শ্রবণ করুন। উহা ভাল কি মন্দ, আর উহাতে আপনাকে সুখ দিবে কি না জানি না।"

ইহা বলিয়া রাম রায় এই গীতটী গাইতে লাগিলেন—

পহিলহি রাগ নয়ন ভঙ্গ ভেল।
অনুদিন বাঢ়ল অবধি না গেল॥
না সো রমণ না হাম রমণী।
দুহু মনে মনোভব পেশল জানি॥
এ সখি সে সব প্রেম-কাহিনী।
কানু ঠামে কহবি বিছুরল জানি॥
না খোঁজনু দোতী না খোঁজনু আন।
দুহুঁ কি মিলনে মধ্যত পাঁচ বাণ॥
অব সোই বিরাগ তুঁহু ভেল দোতী।
সুপুরুষ প্রেমক ঐছন রীতি॥
বর্দ্ধন রুদ্র নরাধিপ মান।
রামানন্দ রায় কবি ভাণ॥

শ্রীনবদ্বীপের পুরুষোত্তম আচার্য্যের পরে আর একটী "পাত্রের" সহিত প্রভু এই মিলিত হইলেন। রামানন্দ রায় অনুরাগা ভক্ত, কাব্য ও সঙ্গীত তাঁহার ভজনের উপকরণ, পৃথিবীর মধ্যে তিনি রসিক শিরোমণি। রামানন্দ রায় গাইতে আরম্ভ করিলে, প্রভু প্রেমে চঞ্চল হইতে লাগিলেন। ক্রমে এরূপ অধীর হইলেন যে, আর শ্রবণ করিতে না পারিয়া নিজ হস্ত দ্বারা, "চুপ্" "চুপ্," এই ভাব ব্যক্ত করিতে, রামানন্দের মুখ আবরণ করিলেন। মনের ভাব এই, "চুপ্, এ অতি পবিত্র বস্তু! বহিরঙ্গ লোকে শুনিবে, চুপ্!"

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, জ্ঞান-মিশ্রিত ভক্তি গীতার শেষ সীমা।

গীতার আরম্ভ মায়াবাদ হইতে। শ্রীমদ্ভাগবতের আরম্ভ জ্ঞান-মিশ্রিত ভক্তির অপর পারে, জ্ঞান-শূন্য ভক্তি হইতে। সেখান হইতে আরম্ভ হইয়া প্রেমের কাণ্ড রাধা ভাবে সমাপ্ত। এখন রাম রায় যাহা বলিলেন, ইহা কেবল, শ্রীগৌরাঙ্গের ভক্তগণই সম্ভোগ করিতে পারেন। যথা, চৈতন্য চন্দ্রামৃত হইতে প্রবোধানন্দ সরস্বতীর বাক্য—

ভ্রান্তং যত্র মুনীশ্বরৈরপি পুরা যস্মিন্ ক্ষমামণ্ডলে
কস্যাপি প্রবিবেশ নৈব ধিষণা যদ্বেদ নো শুকঃ।
যন্ন ক্বাপি কৃপাময়ে ন চ নিজেপ্যুদ্ঘাটিত শৌরিণা
তস্মিন্ন জ্বলভক্তিবর্ত্মনি সুখং খেলন্তি গৌরপ্রিয়াঃ ॥ ১৮ ॥

যে মধুর ভক্তি-পথে ব্যাস প্রভৃতি মুনীন্দ্রগণও ভ্রান্ত হইয়াছেন, যাহাতে পূর্ব্বে পৃথিবীতলে কাহারও বুদ্ধি প্রবেশ করে নাই, যাহা শুকদেবও অবগত ছিলেন না, এবং যাহা কৃপাময় শ্রীকৃষ্ণ নিজ ভক্তের প্রতিও প্রকাশ করেন নাই, তাহাতে এক্ষণে শ্রীগৌর-ভক্তগণ সুখে ক্রীড়া করিতেছেন ॥ ১৮ ॥

রাম রায়ের উপরি উক্ত গীতে প্রেমের চরম সীমা বিরচিত হইতেছে। অতএব প্রেমের রাজ্যটী একবার আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত সংক্ষেপে বর্ণনা করিব। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, জড় জগতে পরস্পরের মিলন করিবার শক্তিকে বলে আকর্ষণ, আর জীব মণ্ডলীতে এই শক্তিকে বলে প্রেম। সূর্য্য মধ্যস্থলে থাকে, তাহার চতুষ্পার্শ্বে গ্রহগণ উপগ্রহ সঙ্গে করিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়। এ সমুদায় আকর্ষণশক্তি দ্বারা হয়। আকর্ষণে উপগ্রহ ও গ্রহ সংযোগ সিদ্ধ হয়, আর আকর্ষণে ইহারা সূর্য্যের চতুষ্পার্শ্বে ঘুরিয়া বেড়ায়। সেইরূপ জীবগণ এই প্রীতি বন্ধন দ্বারা সংসারবদ্ধ হইয়া শ্রীভগবানের চতুষ্পার্শ্বে ঘুরিয়া বেড়ায়। জড় জগত ও জীব জগত নানা নিয়মের অধীন, কিন্তু ইহাদের যত প্রভু আছে, তাহাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান প্রভু আকর্ষণ কি প্রেম। ইহা অতিক্রম করিতে তাহারা পারে না, ইহারা এই শক্তির সম্পূর্ণ অধীন। এই প্রেমের শক্তি এখন বিবেচনা কর। স্বামী দেহ ত্যাগ করিলে তাহার স্ত্রী ঐ দেহের সহিত স্বইচ্ছায়, এমন কি জিদ করিয়া, অগ্নিতে পুড়িয়া মরিতেছে। কোন ইষ্ট সাধনের নিমিত্ত কি কেহ

অগ্নিতে প্রবেশ করিয়া প্রাণত্যাগ করিতে পারে? মনুষ্যের উপর, কেবল প্রীতিরই এরূপ আধিপত্য আছে। রেলের গাড়ি হইতে সন্তান পড়িয়া গিয়াছে, তাহার পিতা তদ্দণ্ডে সেই সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি হইতে লম্ফ দিতে পারে। প্রেমের শক্তির আরও উদাহরণ দিতেছি। তুমি যদি ইচ্ছা কর যে, তুমি জগতের এক প্রান্তে বাস করিবে। তুমি যদি এরূপ ইচ্ছা কর, তবে তুমি একটীও সঙ্গী পাইবে না। যদি কেহ যায়, তবে সে বিশেষ স্বার্থ সাধনের নিমিত্ত যাইবে। কিন্তু যদি তুমি যাইবার সময় তোমার স্ত্রীকে ফেলিয়া যাও, তবে তিনি রোদন করিবেন, সমুদায় ভুবন অন্ধকার দেখিবেন, ও তাহাকে সঙ্গে লইয়া যাইবার নিমিত্ত তোমাকে সাধ্য সাধনা করিবেন। যে শক্তিতে স্ত্রী ও স্বামীতে এইরূপ বন্ধন করিয়াছে, তাহার এখন তেজ অনুভব করুন!

শাস্ত্রে বলে, কোন বংশে এক জন সাধু হইলে তাহার বহু পুরুষ উদ্ধার হইয়া যায়। প্রকৃত পক্ষে যদি স্বামী সাধু হন, তবে সেই সঙ্গে তাহার স্ত্রী উদ্ধার হইতে পারেন। বেলুন যন্ত্র পৃথিবীর আকর্ষণ অতিক্রম করিয়া উর্দ্ধে উঠে, আবার উহার শক্তি একটু অধিক হইলে সেই বেলুন অন্য দ্রব্য লইয়াও উঠিতে পারে। দুই জীব প্রীতিতে আবদ্ধ, এক জন পবিত্র, এক জন অপবিত্র। যে পবিত্র সে তাহার অপবিত্র সঙ্গীকে উর্দ্ধ দিকে, ও যে অপবিত্র সে তাহার পবিত্র সঙ্গীকে অধোদিকে আকর্ষণ করে। এই টানাটানিতে, কখন পবিত্র কখন অপবিত্র, জীবের জয় হয়। বিল্বমঙ্গল ঠাকুর চিন্তমণি বেশ্যাতে অনুরক্ত ছিলেন, তাহাতে চিন্তামণি উদ্ধার হইয়া গেল। আবার মুনি ঋষি মহাতপ করিয়াও কুসঙ্গের শক্তিতে অধঃপাতে গিয়াছেন।

যেমন ধূমকেতু সূর্য্যের দিকে গমন করে, সেইরূপ ভক্তগণ শ্রীভগবানের দিকে ধাবিত হন। যেরূপ ধূমকেতু তাহার পুচ্ছ লইয়া সূর্য্যের দিকে ধাবিত হয়, সেইরূপ সাধুগণ তাহাদের নিজ জন লইয়া শ্রীভগবানের দিকে ধাবিত হন। সর্ব্ব জীবে সমান দয়া কি সমান স্নেহ জীবে সম্ভবে না। ইহা কেবল স্বয়ং ভগবানই পারেন। সেই নিমিত্ত, প্রেম পরিবর্দ্ধনের জন্যে, শ্রীভগবান মনুষ্যকে সংসারবদ্ধ হইয়া থাকিবার বলবৎ বাসনা দিয়াছেন। তাই, জীব সংসার পাতাইয়া বাস করে। এই সংসার তাহার উদ্ধার কি পতনের কারণ হয়। যদি সে

ব্যক্তি স্বয়ং, কি যে তাহার প্রিয়, সে সাধু হয়, তবে সে ব্যক্তি উদ্ধার হইয়া যায়। আর যদি তাহার বিপরীত হয়, তবে সে সংসারে আবদ্ধ হইয়া ঘুরিতে থাকে। এই নিমিত্ত প্রেম প্রভৃতি হৃদয়ের কমনীয় ভাব গুলি পরিবর্দ্ধনের নিমিত্ত সংসারে বাস করা জীব মাত্রেরই কর্ত্তব্য। যখন কোন জীব দেখেন যে সংসার তাঁহাকে অধোদিকে লইয়া যাইতেছে, তিনি উহা ছাড়াইয়া উর্দ্ধে যাইতে পারিতেছেন না, তবে তাঁহার শেষকালে সংসার হইতে দূরে বাস করাই কর্ত্তব্য। আর এই নিমিত্ত, আমাদের দেশের ভাল লোক সকলেই প্রৌঢ় বয়সে, হয় বনে, না হয় তীর্থ স্থানে, জীবন যাপন করিতেন। ইহাতে তাঁহারা স্বয়ং উদ্ধার হইতেন, ও তাঁহাদের নিজ জনকে উদ্ধার করিতেন।

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভু সন্ন্যাস হইলেন। শ্রীনিত্যানন্দ আকুমার ব্রহ্মচারী। ইহা দেখিয়া ভক্তগণ অনেকে সংসারে প্রবেশ করিতে অনিচ্ছুক হইলেন। তখন মহাপ্রভু শ্রীনিত্যানন্দকে বলিলেন যে, তাঁহার সংসারে প্রবেশ করিয়া জীবগণকে পথ দেখাইতে হইবে। তিনি স্বয়ং এইরূপ সংসারে প্রবেশ না করিলে ভক্তগণ উহা করিবেন না।

অতএব সংসার ত্যাগ করা ধর্ম্ম নয়, সংসারে বাসই ধর্ম্ম। তবে সংসারে বাস যত দূর পার, নির্লিপ্ত হইয়া করিতে হইবে। কাহাকেও অতিরিক্ত ভাল বাসিও না, আর যদি তাহা কর তবে ভজন দ্বারা আপনাকে এরূপ শক্তিসম্পন্ন কর যে, তাহার প্রেমে তোমার অধোগতি না হয়।

জড় জগতের আকর্ষণ যেমন তেমনি থাকে, কিন্তু প্রেম পরিবর্দ্ধনশীল। সংসারে বাস করিয়া প্রেম পরিবর্দ্ধন হয়, আর ভজন দ্বারা ভগবৎ প্রেম পরিবর্দ্ধন করিতে হয়।

প্রেম দুই রূপ, অহেতুক ও হেতুক, বা পরকীয় ও স্বকীয়। যে প্রেমের হেতু আছে সে স্বকীয়, যাহার হেতু নাই সে পরকীয়।

এখন বিবেচনা করুন, ঠিক বলিতে স্বকীয় প্রেম প্রেমই নয়। "সোণার পাথরের বাটি" যেরূপ অসংলগ্ন, "স্বকীয় প্রেমও" সেইরূপ দুটী অসংলগ্ন বস্তু। স্ত্রী স্বামীতে যে প্রেম উহা স্বকীয়। এ প্রেমের হেতু কি? ইহার হেতু এই যে, স্ত্রীর প্রেমের বস্তু স্বামী, কেন না,

তিনি তাহার স্বামী। অতএব স্ত্রী যে স্বামীকে ভাল বাসেন তাহার কারণ এই যে তিনি তাঁহার স্বামী। অন্য লোক যদি তাহার স্বামী হইতেন, তবু তিনি তাঁহাকে ঐরূপ ভাল বাসিতেন। অতএব স্ত্রী যে স্বামীকে ভাল বাসেন উহা প্রেম নয়, উহার মূল স্বার্থপরতা। জননী যে পুত্রকে ভাল বাসেন তাহাও প্রেম নয়, কারণ সে তাহার পুত্র বলিয়া তাহাকে ভাল বাসেন, আর কোন কারণে নয়।

অতএব বিশুদ্ধ প্রেম পরকীয় ব্যতীত আর কোন রূপ হইতে পারে না। আর বিশুদ্ধ প্রেম কি না, অকৈতব প্রেম। এই অকৈতব প্রেম কি না, যাহাতে স্বার্থ গন্ধ নাই। কিন্তু স্বকীয় প্রেম মাত্রেই স্বার্থগন্ধ আছে। অতএব অকৈতব প্রেম পরকীয় প্রেম হইতে উৎপন্ন। এই পরকীয় অর্থাৎ অহেতুক অর্থাৎ নিস্বার্থ বিমল প্রেম হইতে অখণ্ড আনন্দঘন যে ব্রজেন্দ্রনন্দন, তাঁহাকে পাওয়া যায়। স্বকীয় প্রেম অর্থাৎ কান্ত ভাবে, স্বার্থ গন্ধ আছে বলিয়া, তাঁহাকে অর্থাৎ শ্রীব্রজেন্দ্র-নন্দনকে পাওয়া যায় না।

আকর্ষণ জড় জগতের প্রাণ। আকর্ষণ যেরূপ নানা প্রকার আছে, প্রীতিও সেইরূপ দাস্য সখ্যাদি নানা প্রকার আছে। আকর্ষণে যেরূপ জড় জগতকে পৃথকীকৃত করে, প্রত্যেককে যথাস্থানে নিয়োজিত করে, ও প্রত্যেককে পৃথক্ পৃথক্ প্রকৃতি সম্পন্ন করে, সেইরূপ প্রীতিও জীব-গণ সম্বন্ধে সেইরূপ করিয়া থাকে। এই আকর্ষণের তত্ত্ব বিচার করিয়া জীবগণ উহার উপর আধিপত্য স্থাপন করে, করিয়া জড়জগতকে করায়ত্বে আনে। জীবগণ সেইরূপ প্রীতির সূক্ষতত্ত্ব বিচার করিয়া প্রীতির উৎকর্ষ সাধন করে, করিয়া উহার উপর আধিপত্য স্থাপন করে। অনুসন্ধানের দ্বারা জীবগণ জানিয়াছে যে গন্ধক ও পারদে পর-স্পর আকর্ষণ আছে, ইহা জানিয়া পারদ ও গন্ধক একত্র করিয়া কর্জ্জলি প্রস্তুত করে। সেইরূপ জীবগণ প্রীতির সূক্ষতত্ত্ব বিচার করিয়া ক্রমে ক্রমে প্রীতি উৎকর্ষ করিয়া, উহার দ্বারা শ্রীভগবানের উপর পর্য্যন্ত আধিপত্য স্থাপন করে। তাই চণ্ডীদাস বলিয়াছেন, "এ তিন ভুবনে সারই পিরিতি।" আর এই প্রীতির সূক্ষতত্ত্ব বুঝাইবার জন্ম শ্রীগৌরাঙ্গ অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

শ্রীরাম রায়ের এই পদটীতে সেই প্রীতি-তত্ত্বের সীমা প্রকাশ করিতেছে।

শ্রীমদ্ভাগবত শ্রীভগবানের রাসলীলা বর্ণনা করিতে বলিলেন, মধুর মুরলী রব শুনিয়া গোপীগণ আইলেন, পরে সকলে শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিহার করিলেন। প্রত্যেক গোপী এক এক কৃষ্ণ পাইয়া তাহার সহিত নৃত্য গীতাদি বিহার করিতে লাগিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীমতী রাধার আভাস মাত্র আছে। শ্রীভাগবতে যে আভাস আছে, তাহা পূর্ণ মাত্রায় প্রকাশ করিলে, দুই এক জন ছাড়া জীবে বুঝিতে পারিত না। শ্রীগৌরাঙ্গ এই রাধাতত্ত্ব জীবের নিকট বুঝাইবার নিমিত্ত অবতীর্ণ হইয়া উহা নানারূপে বুঝাইলেন। আপনি রাধাভাব ধারণ করিয়া রাধার প্রেম কি তাহা দেখাইলেন। আর শ্রীরামানন্দের হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া, পরকীয় রসের প্রকাশ স্বরূপ যে শ্রীমতী, তাহার তত্ত্ব প্রকাশ করিলেন!

এখন রাম রায়ের গীতের অনুবাদ করিতে চেষ্টা করিব। শ্রীমতী বলিতেছেন, "সখি! আমার শ্যামের সহিত কিরূপে প্রীতি হইল তাহা বলিতেছি। প্রথমে, তাঁহার সহিত নয়নে নয়ন মিলন হইল। আমি তাঁহাকে দেখিলাম, তিনি আমাকে দেখিলেন। অমনি তদ্দণ্ডে প্রীতির সৃষ্টি হইল। কিন্তু সৃষ্টি হইল তাহা নয়, বাড়িতে বাড়িতে চলিল, আর তাহার শেষ পাইলাম না।"

এখন শ্রীমতীর কথা লইয়া একটু বিচার করিব। শ্রীকৃষ্ণ কে, তাহা শ্রীমতী জানেন না। তাঁহাতে কোন গুণ আছে কি না, তিনি স্নেহ-শীল কি নিঠুর, দেব কি দৈত্য, ইহাও জানেন না। তবে প্রীতি দেখা মাত্র হইল কেন? এরূপ কি কখন হয়? ইহার উত্তর এই যে, এরূপ হয়। কোন সুন্দরী স্ত্রী ও সুন্দর যুবকে এইরূপ দেখা দেখি মাত্র পরস্পরের মধ্যে প্রীতির সৃষ্টি হয়। কিন্তু সে কেন? তাহার কারণ, এক জন পুরুষ, আর এক জন রমণী। কিন্তু রাধার মনে সে ভাবের গন্ধও ছিল না। শ্রীরাধা বলিতেছেন—

না সো রমণ না হাম রমণী।

অর্থাৎ, "সখি! এই যে প্রীতি হইল, ইহা আমি রমণী ও তিনি রমণ

তাহা বলিয়া নহে। তিনি যে পুরুষ আর আমি যে নারী, তাহা আমি তখন কিছুই জানিতাম না ও বুঝিতাম না।"

অতএব দেখ, সামান্য সুন্দরীতে ও সুন্দরে যে প্রীতি, সে প্রীতি ও রাধার প্রীতির সহিত অনেক বিভিন্নতা। পুরুষ যে স্ত্রীলোকের সুখের ও স্ত্রী যে পুরুষের সুখের সামগ্রী, শ্রীমতী তখন তাহা কিছুই জানেন না। তবে এই যে প্রীতি হইল, তাহার হেতু কি? ইহার কিছু হেতু পাওয়া যায় না, তাই উহাকে বলে অহেতুক প্রেম।

শ্রীমতী বলিতেছেন, "সখি! যখন লোকে প্রীতি করে, তখন তাহার মধ্যস্থ একজন দূতী থাকে। সে মধ্যবর্ত্তিনী থাকিয়া পরস্পরের পরিচয় করিয়া দেয়, আর পরস্পরের প্রীতিবর্দ্ধনের সহায়তা করে।" শ্রীমতীর কথার তাৎপর্য্য এই যে, দূতী এরূপ বলে, অমুক তোমাকে দর্শনাবধি তোমার বিরহে মৃতবৎ আছেন। এইরূপ বলিয়া পরস্পরের প্রীতি সম্বর্দ্ধন করিয়া দেয়।

শ্রীমতী বলিতেছেন যে, আমরা পরস্পরের দর্শনাবধি অধীন হইলাম, আমাদের প্রীতি আপনা আপনি বাড়িতে থাকিল, দূতীর প্রয়োজন হইল না। তবে আমাদের দৌত্য কে করিল? আমাদের দূত কেবল, "পাঁচ বাণ।"

"পাঁচ বাণ" কি, না পরস্পরে লোভ। এ "পাঁচ বাণ" কাম নয়, যেহেতু শ্রীমতী জনেন না, যে তিনি স্ত্রী ও শ্যাম পুরুষ। এইরূপ প্রীতি মনুষ্যের সম্ভবে না, যেহেতু তাহারা অপূর্ণ অর্থাৎ পরিবর্দ্ধনশীল। এরূপ প্রীতি কেবল সম্ভব শ্রীমতী রাধারই। তিনি কে? শ্রীভগবান, পুরুষ ও প্রকৃতি সম্মিলিত, রাধা তাঁহার প্রকৃতি অংশ। অতএব শ্রীভগবান্‌কে দুই ভাগে, অর্থাৎ পুরুষ ও প্রকৃতি করিয়া, সাধক, তাঁহাদিগকে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধা রূপে, সম্মুখে রাখিলেন। রাখিয়া এই অকৈতব প্রীতির খেলা খেলাইতে লাগিলেন।

কান্ত ভাবে গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের সহিত প্রত্যক্ষ বিহার করেন। কিন্তু পরকীয় ভাবে গোপীগণ পরক্ষে বিহার করেন, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ ও রাধার যে প্রীতির খেলা, তাই যোজকতা করিবার একজন হয়েন। তাঁহারা কৃষ্ণের সহিত আপনারা বিহার করেন না। রাধাকৃষ্ণের বিহার করাইয়া আনন্দ ভোগ করেন।

শ্রীকৃষ্ণে ও রাধায় যে প্রীতি উহা জীবে সম্ভবে না। সে এত গাঢ়, এত পবিত্র, এত সূক্ষ্ম, এত মধুর, যে জীবে উহা প্রত্যক্ষ ভোগ করিবার শক্তি ধরে না। অতএব শ্রীরাধাকৃষ্ণ লীলা-রস আস্বাদ করিয়া জীবে ক্রমে প্রীতিরূপ পঞ্চম পুরুষার্থ পাইয়া ব্রহ্মত্ব, ইন্দ্রত্ব পর্য্যন্ত তুচ্ছ করে।

হে তত্ত্বকথা! তুমি সূর্য্যের ন্যায় অতি বৃহৎ তেজস্কর বস্তু, তোমাকে আমি লাগ পাই না। আমি ক্ষুদ্র, তোমার তেজ আমি সহিতে পারি না। তুমি এখন আমাকে বিদায় দাও, আমি প্রভুর লীলারূপ সুধা সাগরে প্রবেশ করিয়া আমার তাপিত অঙ্গ শীতল করি।* আমি ক্ষুদ্র-বুদ্ধি, তত্ত্বকথা সমুদায় বুঝি না। যাহা একটু বুঝি, তাহাও সমুদায় এখানে দিতে পারিলাম না, যেহেতু সকল কথা ভাষায় কুলায় না। যাঁহারা এ বিষয়ে রসিক, তাঁহারা শ্রীগোস্বামীগণের গ্রন্থ পড়িবেন।

সে দিনকার কথা, দিগম্বর শিশু ছিলাম, এখন বৃদ্ধ হইয়াছি। বৃদ্ধ যে হইয়াছি তাহা সকল সময় বুঝিতে পারি না। লোকে বলে তাই শুনি কি দর্পণে মুখ দেখিয়া বুঝি, কি আপনার শারীরিক দৌর্ব্বল্য দেখিয়াও কতক জানিতে পাই। শিশুকাল হইতে মনে যে সকল সাধের সৃষ্টি হইয়াছে, সে সাধ গুলি আছে, একটীও যায় নাই। এখনও ইচ্ছা করে বালকের ন্যায় খেলা করি, তবে অঙ্গে শক্তি নাই তাই পারি না, কি লোকে হাঁসিবে তাই করি না। লোকে যাহাই বলুন, আমি দেখিতেছি যে আমি ক্রমেই যেন শিশু হইতেছি, ক্রমেই যেন আমার সাধ ও চাঞ্চল্য বাড়িয়া যাইতেছে। শুনিতে পাই, যে বার্দ্ধক্যের সঙ্গে অন্তরিন্দ্রিয়গণ জড়বৎ হয়। কৈ, আমার তাহা বিশ্বাস হয় না।

তবে এখন বিলাস-রূপ যে সুখ, তা ভোগ করিবার শক্তি আমার নাই। আমি এক দিন প্রাচীরের গায়ে এই কয়েকটী কথা লিখিয়া রাখিয়া ছিলাম, যথা—

হে ঐশ্বর্য্য! হে ইন্দ্রিয়সুখ! আমি তোমাদিগকে পরীক্ষা করিলাম। সুখ তোমাদের নিকট নাই। বিষয় জগতে যাহা যাহা প্রয়োজন,—ধন, জন, সম্পত্তি,—সমুদায় আমি পাইয়াছি। দরিদ্র ছিলাম, এখন দারিদ্র্য

* এই অধ্যায়ের শেষ এই কয়েক পংক্তি আমি আমার নিজজনের নিমিত্ত লিখিলাম। বহিরঙ্গ লোক ইচ্ছা করেন, তবে এই কয়েক পাত না পড়িয়া উলটাইয়া যাইবেন।

নাই ; নগণ্য ছিলাম, প্রতিষ্ঠা পাইয়াছি। প্রণয়ের বস্তু পাইয়াছি, এবং আমি যতদুর সাধ্য ভাল বাসিয়াছি, আবার সেইরূপ ভালবাসাও পাইয়াছি। তবু সাধ মিটে নাই। যথেষ্ট অর্থ করায়ত্ত করিয়া, পুত্রকে ক্রোড়ে করিয়া, প্রণয়িনীকে হৃদয়ে লইয়া, ভ্রাতার গলা ধরিয়া, আনন্দ ভোগ কি শান্তি লাভের চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু সাধ মিটে নাই। ক্রমেই লালসা বাড়িয়া যাইতেছে। এ সাধটা কি? এই যে দিবা নিশি প্রাণ কান্দিতেছে, এ কেন, কাহার জন্যে?

এখন বুঝিতেছি যে, যদি আমি জগতের, এমন কি ইন্দ্রলোকের কি ব্রহ্মলোকের, কর্ত্তৃত্ব পাই, তবু আমার সাধ মিটিবে না, তৃপ্তি হইবে না, তবু প্রাণ হা হুতাশ করিবে। কোথা যাব? কার কাছে যাব? কি করিব? কিসে আমার তাপিত প্রাণ জুড়াইবে? আমার এই হা হুতাশ কিছুতেই গেল না, বরং ক্রমে বাড়িতেছে।

আবার আমার যে এই তাপ, ইহা কেন, তাহাও বুঝিতে পারি না। আমি কত দিন জিজ্ঞাসা করিয়াছি, প্রাণ তুমি কেন কান্দ? কিন্তু বুঝিতে পারি না আমার এইরূপ দশা কেন।

এই মাত্র বলিলাম প্রণয়িনীকে হৃদয়ে করিয়া তৃপ্তি লাভ করিতে পারি নাই। তাহা নয়। প্রণয়িনীকে হৃদয়ে করিয়াছি, আর যেন আগুণ শত গুণ জ্বলিয়া উঠিয়াছে, কেন? কাহার জন্যে? প্রণয়িনী অপেক্ষা প্রণয়িনী আর কে?

অতি বড় অনেকটী শোক পাইয়াছি। এক একটী শোকে হৃদয়ে এক একটী গহ্বর খনন করিয়া রাখিয়াছে। আমার দাদা ও মেজদাদা ও অন্যান্য পরলোকগত নিজ-জনের জন্য প্রাণ কান্দে, তাঁহাদের সহিত সঙ্গ করি, ইহা ইচ্ছা করে। এমনও বোধ হয় যে, তাঁহাদের যদি পাই তবে আমার এই দুঃখ যাইয়া আমি শীতল হইব। কিন্তু আমি বুঝিয়াছি, সে আমার ভ্রম। তাঁহাদের এখন পাইলে আহ্লাদে মূর্চ্ছিত হইব সন্দেহ নাই, কিন্তু সে আনন্দ কত দিন থাকিবে? ক্রমে উহা ক্ষয় পাইবে, আবার প্রাণ কান্দিয়া উঠিবে, আবার হা হুতাশ আরম্ভ হইবে।

মহাজনগণ রাসমণ্ডল এইরূপ বর্ণন করিয়াছেন, যথা—

রাস হাট পরে ছত্র শশধর ধরে রে।

পবন চামর হয়ে মন্দ মন্দ বহে রে॥
চৌদিকে ফিরত দীপ তারকার মালা।
নটন হিল্লোলে দোলে নব ব্রজবালা॥
কোকিল কোটাল হয়ে কামেরে জাগায়।
ভ্রমর ঝঙ্কার দিয়ে শ্যাম গুণ গায়॥
ভ্রমর হাটের বাদ্য পসার যৌবন।
গ্রাহক রসিক বর মদনমোহন॥

এখন ফাল্গুন মাস। মন্দ মন্দ, বলপ্রদ, স্নিগ্ধকারী, সুগন্ধ, বায়ু বহিতেছে। এ বায়ু আমার অঙ্গে বরাবর অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় লাগে। শিমূল পুষ্প ফুটিয়াছে, দেখিয়া বোধ হয় যেন প্রভাতের ভানু উদয় হইতেছে। উহা দেখিলে আমার হৃদয়ে আনন্দ ডগ মগ করিয়া উঠে। কিন্তু সে ক্ষণিক, তাহার পরক্ষণেই প্রাণ অস্থির হইয়া পড়ে। ভাবি যে, এ সুখ কাহার সহিত ভোগ করিব, আমার এ সুখের সাথী কে?

ফাল্গুন মাস আমার নিকট চির দিন বিষম কাল। ফাল্গুন মাসের সমুদায় আমার পক্ষে যন্ত্রণাদায়ক। ফাল্গুণ মাস আসিতেছে মনে করিলে আনন্দ, আইলে আনন্দ পাই না। গত হইলে, আবার তখন উহার কথা মনে করিয়া আনন্দ পাই। তাই বুঝিলাম সম্ভোগে সুখ নাই, তবে জগতে যদি কিছু সুখ থাকে তবে সে পূর্ব্বের সম্ভোগ স্মরণে, ও আগন্তুক সম্ভোগ আশায়। ফাল্গুন মাস আসিতেছে এই সুখ, আইলে অমনি সুখ ফুরাইল, আবার গত হইলে উহা স্মরণ করিয়া কিঞ্চিৎ সুখ আইল।

ফাল্গুণ মাসে শিমুল ফুল ফুটে, উহা দেখিলে আমার নিকট যেন প্রভাতের ভানু বৃক্ষ আড়াল দিয়া উঠিতেছে মনে হয়। তখন আবার আম্র ও সজ্‌না মুকুলিত হয়। কেন, কি জানি, বলিতে পারি না, পুষ্পে সুশোভিত সজনার গাছ দেখিলে আমার বোধ হয় যে এক জন অতি প্রাচীন সাধু দাঁড়াইয়া আছেন। আবার মুকুলিত আম্র বৃক্ষকে দেখিলে বোধ হয় যেন স্বয়ং ভগবতী জগতকে আশীর্ব্বাদ করিতেছেন। মাঠের প্রতি দৃষ্টি কর, দেখিবে দ্রোণ পুষ্প, জল-কলমী ফুটিয়া রহিয়াছে। কলমী ফুটিয়া রহিয়াছে, অথচ লতা প্রায় শুখাইয়া গিয়াছে। এ সমুদায় দেখি, আর আমার প্রাণ আন চান করে, বোধ হয় আমি আমার প্রাণধনকে হারাইয়াছি। আবার জল-কলমী অপেক্ষা স্থল-কলমী

আরো হৃদয়-ভেদী। উহা আমি দেখিতে পারি না। শ্রীবৈষ্ণবগণ, কীর্ত্তনে শ্রীকৃষ্ণের রূপ ও ভঙ্গি বর্ণনা করিতে গিয়া এই বলিয়া অক্ষর দিয়া থাকেন, যথা "ইহাতে কি অবলা বাঁচে?" প্রকৃতই স্থল-কলমী দর্শন করিলে কি জীবে বাঁচে?

একটী যাত্রার গীত এই বলিয়া আরম্ভ, যথা—

বসন্ত-কাল সুখের কাল, সুখের কপাল নয়।
মনসুখে, সারী শুকে, সুখেরি মিলন হয়॥

এই উপরের গীত মনে করিলে আমার হৃদয় দ্রব হয়। বসন্তকাল সুখের কাল বটে, কিন্তু একাকিনী, বিরহিণী, বিয়োগিনীদের পক্ষে বিষম কাল। দেখ, ভাটীর ফুল ফুটিয়া দিক্ আমোদিত করিল, আর মধুমক্ষিকাগণ মধুপানে উন্মত্ত হইয়া পুষ্পের সহিত বিহার করিতে লাগিল। "ফটিক জল" পক্ষী দেখিতে ক্ষুদ্র, কিন্তু তার স্বরে অবলার প্রাণ থাকে না। সেই সঙ্গে হরিদ্রা পাখী ও কোকিল ডাকিতে লাগিল। উহারা বসন্ত রাজার সেনা, সকলেই একই কালে উপস্থিত হইলেন। ইহাদের সহায় হইলেন আম্র মুকুল, নেবু এবং ভাটী প্রভৃতি বন-ফুলের গন্ধ। ইহারা সমুদায় "কাম জাগাইবার কোটাল"। ইহারা বিরহিণীর হৃদয়ে আগুণ জ্বালিয়া দেন, তাহাদিগকে পোড়াইয়া মারেন। একটী শ্লোক আছে তাহার অর্থ এই যে, বিরহিণী কোকিলের ডাক শুনিয়া "জৈমিনী ভারতী" বলিয়া চিৎকার করিয়া উঠিলেন। দেবতা ডাকিলে বজ্র ভয় নিরাকরণ করিবার নিমিত্ত, লোকে জৈমিনী ভারতীর নাম লইয়া থাকে। বিরহিণীর কর্ণে কোকিলের ডাক বজ্রাঘাতের ন্যায় লাগিল, তাই ঐ নাম ধরিয়া ডাকিলেন। পূর্ব্বে আমি এই শ্লোকটী একটী কবিতা মাত্র ভাবিতাম। কিন্তু আমার আর সেরূপ বোধ নাই। কোকিলের ডাক শুনিলে আমি "জৈমিনী ভারতী" বলিয়া উঠি না বটে, কিন্তু ঐ স্বর বাণের ন্যায় আমার হৃদয়ে প্রবেশ করে, আমার শরীর সিহরিয়া উঠে, আমি অতি কাতর হইয়া পড়ি।

চণ্ডিদাসের এই পদটীর ন্যায় গীত আমি কখন শুনি নাই। এটী গোলোক-চ্যুত সতেজ সুধা চক্র। গীতটী এখন শ্রবণ করুন। এই গীত গান করিয়া আমি শত দিন নয়ন জল ফেলিয়াছি—

নিকুঞ্জ মন্দিরে, ফুলের বাগান, কি সুখ লাগিয়া কনু।
মধু খাই খাই, ভ্রমরা মাতিল, বিরহ জ্বালাতে মনু॥
জাতি রুইনু, জুতি রুইনু, রুইনু গন্ধ মালতী।
ফুলের সুবাসে, নিদ্রা নাহি আসে, কঠিন পুরুষ জাতি॥
কুসুম তুলিয়া, বোঁটা ফেলি দিয়া, শেজ বিছাইনু কেনে।
যদি শুই তায়, কাঁটা বিন্ধে গায়, কালিয়া নাগর বিনে॥
রতন মন্দিরে, সখীর সহিতে, তা সঙ্গে করিনু প্রেম।
চণ্ডীদাস কহে, কানুর পিরীতি, যেন দরিদ্রের হেম॥

চণ্ডিদাস বলিতেছেন কি না, কৃষ্ণ বিরহিণীর অবস্থা। কিন্তু আমি ত কৃষ্ণকে চিনি না? তাঁহাকে প্রত্যক্ষে কি পরোক্ষে দেখি নাই। তাঁহার সহিত পরিচয় নাই, তাঁহাকে খুঁজি নাই, তবে তাঁহার জন্য আমি কেন বিরহিণী হইব, তবে তাঁহার জন্য কেন প্রাণ কান্দিবে, তবে তিনি কেন আমার সেই হারাধন, কি হা হুতাশের কারণ হইবেন?

বিশেষতঃ আমার যে অবস্থা প্রায় জীব মাত্রের এইরূপ, কাহার অধিক কাহার অল্প। কেহ সংসারের কার্য্যে বিব্রত থাকায় এই মনাগুনের তত্ত্ব লইতে পারেন না, কেহ বা নানা উপায়ে এই অগ্নিকে নিস্তেজ করিয়া ফেলিয়াছেন, এই মাত্র। কিন্তু অবস্থা সকলের এক, সকলই ধন হারা হইয়া আমারি মত হাহাকার করিয়া বেড়াইতেছেন।

তাই বুঝিলাম এই সংসারে কোকিল প্রভৃতি "কোটাল হইয়া কামকে জাগাইতে' থাকে, কিন্তু এ সংসারে এমন কিছু নাই যাহাতে উহা নির্ব্বাণ করিতে পারে। শিশুকাল হইতে শত সহস্র বাসনা সৃষ্টি হইতেছে, ক্রমে পরিবর্ত্তন ও মার্জ্জিত হইতেছে, ক্রমে মনাগুণ বাড়িতেছে, আর উহা শত সহস্র পৃথক পৃথক শিখাকারে হৃদয়ে জ্বলিতেছে। যত শুভ ও সুন্দর দর্শনে এই মনাগুণকে উদ্রেক করে। এই কাম আর কোথায়ও নির্ব্বাপিত হইবে না। এই ব্যাধির এক মাত্র ঔষধ সেই চরম গতি, শ্রীভগবানের পাদপদ্ম। শ্রীকৃষ্ণ পরিণামে জীবকে শীতল করিবেন তাহার নিমিত্ত তাহাদের হৃদয়ে এই শত সহস্র শিখা সৃষ্টি করিয়া থাকেন।

এইরূপে রাজা রামানন্দ রায় সন্ধ্যার সময় আইসেন, প্রভুর সহিত সমস্ত রাত্রি কৃষ্ণ-কথায় যাপন করেন, আবার প্রত্যুষে বাড়ী চলিয়া

যান। রামানন্দ ক্রমেই প্রেমে উন্মত্ত হইতেছেন, আর প্রভু সম্বন্ধে তাঁহার মনে ক্রমেই ধান্দা লাগিতেছে। রাম রায় আর এক দিন বলিলেন, স্বামী! আমার বলিতে ভয় করে, আপনি দিন দশেক এখানে থাকুন্। যদি আমাকে কৃপা করিতে এখানে আসিয়াছেন, কিছু দিন না থাকিলে আমার এই দুষ্ট মন শোধিত হইবে না। প্রভু বলিলেন, তুমি বল কি? দশ দিন কেন, আমি যাবৎ বাঁচিব, তাবৎ তোমার সঙ্গ ত্যাগ করিতে পারিব না। আমি তোমার মহিমা শুনিয়া তোমার নিকট কৃষ্ণ-কথা শুনিতে আসিয়াছিলাম। তাহা যেমন শুনিয়াছিলাম তেমনি দেখিলাম। কৃষ্ণ-কথা শুনাইয়া তুমি আমার মন শুদ্ধ করিলে। নীলাচলে তোমায় ও আমায় দুই জনে কৃষ্ণ-কথায় সুখে কাটাইব।

আবার সন্ধ্যার সময় রাম রায় আইলেন। ক্রমেই প্রেমের হিল্লোল বাড়িতেছে, ক্রমেই, সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতর, সূক্ষ্মতম তত্ত্বের বিচার হইতেছে, ক্রমেই রাম রায় আর এক রূপ হইতেছেন।

ক্রমেই তিনি বিহ্বল হইতেছেন। নিশাভাগে প্রভুর সহিত কৃষ্ণ কথায় যাপন করেন, দিবাভাগে চিরদিনের নিয়মানুসারে পূজা করেন। পূজা আর কিছু নয় ধ্যান করেন, আর ধ্যানে শ্রীরাধাকৃষ্ণের সেবা করেন। শ্রীরাধাকৃষ্ণের তাঁহার প্রতি কৃপাও সেইরূপ। রাম রায় ধ্যান করিতে বসিলেন, অমনি শ্রীবৃন্দাবন আসিয়া তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন,—শুধু বৃন্দাবন নয়, বৃন্দাবনের পরিকর সহিত স্বয়ং শ্রীরাধাকৃষ্ণ আইলেন। রাম রায় এইরূপ এক দিন ধ্যান করিতেছেন, নয়ন হইতে আনন্দ ধারা পড়িতেছে, এমন সময় শ্রীরাধাকৃষ্ণ তাঁহার হৃদয় হইতে অন্তর্হিত হইলেন। ইহাতে রাম-রায় বড় ব্যাকুলিত হইলেন। যাহারা ধ্যান সুখের মাঝে এইরূপ বঞ্চিত হয়েন, তাহাদের দুঃখের অবধি থাকে না। রাম রায় ব্যাকুলিত হইয়া হৃদয়-বৃন্দাবনে শ্রীরাধাকৃষ্ণকে তল্লাস করিতে লাগিলেন। করিতে করিতে আবার রাধাকৃষ্ণ তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। তাহার পরে অতি আশ্চর্য্য একটী কাণ্ড দেখিলেন। দেখিলেন, শ্রীকৃষ্ণ ক্রমে রাধার অঙ্গের মধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিলেন, করিতে করিতে কৃষ্ণ একেবারে লুকাইলেন। রহিলেন কে না—এক জন অতি গৌরবর্ণ সন্ন্যাসী! দেখিলেন সে সন্ন্যাসীটী আর কেহ নন, শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং রাধার অঙ্গ দ্বারা আবৃত!

তাহার পরে দেখিলেন যে, যে সন্ন্যাসী আসিয়াছেন ও যাঁহার সহিত তিনি এখন প্রত্যেক নিশি যাপন করিতেছেন, ইনি সেই সন্ন্যাসী!

রাম রায়ের এ সমুদায় কিছু ভাল লাগিতেছে না। তিনি শ্রীরাধা-কৃষ্ণ খুঁজিতেছিলেন, তাই খুঁজিতে লাগিলেন। আর সন্ন্যাসীকে উহার হৃদয় হইতে বিতাড়িত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু সন্ন্যাসীর রূপ ক্রমেই ফুটিতে লাগিল, ক্রমেই তিনি হৃদয় জুড়িয়া বসিতে লাগিলেন। তখন রাম রায় অতি ব্যাকুলিত হইয়া বলিতে লাগিলেন, যথা, চৈতন্যমঙ্গল গীতে—

আজ এ কি হলো আমার হৃদয় মাঝার।
জাগে গোরা রূপ খানি অতি মনোহর।
ধ্যান করি চির দিন কালিয়া বরণ।
কাল বহি নাহি জানি, না দেখে নয়ন॥
গোপ বেশ বেণুকর নবীন কিশোর।
কোথা লুকাইল আজ শ্যাম নটবর॥

কিন্তু গৌররূপ গেলেন না, তাঁহার প্রতি সজল নয়নে চাহিয়া রহিলেন।

ধ্যান করে কৃষ্ণ, রাজা দেখে গৌরচন্দ্র।
পুনরপি ধ্যান করে জপে মহামন্ত্র॥
পুনরপি গৌররূপ দেখয়ে নয়নে।
কি হৈল কি হৈল বলি গণে মনে মনে॥
পুনরপি ধ্যান করে সুস্থির হিয়ায়।
পুনরপি গৌরচন্দ্র হিয়ার মাঝায়॥

রাম রায় তখন সমস্ত ব্যাপার বুঝিলেন। তিনি বুঝিলেন, শ্রীকৃষ্ণ রাধা অঙ্গ গ্রহণ করিয়া, সন্ন্যাসী হইয়া, জীবকে হরিনাম বিতরণ করিতে, তাঁহাকে দর্শন দিতে আসিয়াছেন। তিনি ভাবিলেন—

'অন্তর্যামি ঈশ্বরের এই রীতি হয়।
বাহিরে না কহে বস্তু প্রকাশে হৃদয়॥—চরিতামৃত।

তিনি বুঝিলেন, নবীন সন্ন্যাসী মুখে কিছু না বলিয়া তাঁহার হৃদয়ে তাঁহার পরিচয় দিলেন। রাম রায় তখন আনন্দে বিহ্বল হইলেন!

সন্ধ্যা হইলে দ্রুত গমনে যাইয়া রাম রায় প্রভুকে বলিতেছেন, যথা—

কৃষ্ণতত্ত্ব, রাধাতত্ত্ব প্রেমতত্ত্ব সার।
রসতত্ত্ব, লীলাতত্ত্ব বিবিধ প্রকার॥
এত তত্ত্ব মোর চিতে কৈলে প্রকাশন।
ব্রহ্মাকে বেদ যেন পড়াইল নারায়ণ॥
অন্তর্যামী ঈশ্বরের এই রীতি হয়।
বাহিরে না কহে বস্তু প্রকাশে হৃদয়॥—চরিতামৃত।

রাম রায় বলিতেছেন, তুমি আমার মুখ দিয়া যত তত্ত্ব প্রকাশ করিলে ইহার আমি কিছুই জানিতাম না। ইহাতে বুঝিলাম যে, তুমি আমার হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া এ সমুদায় নিগূঢ় কথা প্রকাশ করিলে। ইহাতে আমার মনে বোধ হয় তুমি সেই অন্তর্যামী ঈশ্বর। এ সম্বন্ধে আরও গুহ্য কথা বলি। আমি যখন প্রথমে তোমাকে দর্শন করি, তখন তোমাকে একজন সন্ন্যাসী মাত্র ভাবিয়াছিলাম। কিন্তু এখন আমার মুহুর্মুহু এইরূপ বোধ হইতেছে যে, তুমি আমার সেই শ্যাম-সুন্দর। আবার ভাবি যে, তাহা হইলে তোমার বর্ণ কাঁচা সোণার মত কেন? তখন ভাবি তুমি শ্রীমতী রাধা। কিন্তু এখন আমি একটী স্থির করিয়াছি যে, তুমি শ্যামসুন্দর, শ্রীমতী রাধার অঙ্গ দ্বারা আপনার রূপ লুকাইয়া জগতে বিচরণ করিতেছ।

প্রভু বলিলেন, তুমি যে এরূপ বলিবে তাহাতে বিচিত্র কি? শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমের ধর্ম্মই এই। যাঁহাদের এই কৃষ্ণ-প্রেম আছে, তাঁহারা চতুর্দ্দিক কৃষ্ণময় দেখেন। তুমি যে আমাকে রাধাকৃষ্ণ ভাবিবে এ বিচিত্র কি? স্থাবর জঙ্গমও তোমার নিকট রাধাকৃষ্ণ বলিয়া ভ্রম হইবে।

রাম রায় বলিতেছেন, প্রভু! এই জঙ্গলময় দেশে, বিষয় কার্য্য লইয়া বিব্রত ছিলাম। আমাকে কৃপা করিবার নিমিত্ত তুমি তল্লাস করিয়া বাহির করিলে। এখন তুমি আমাকে বঞ্চনা করিতেছ। প্রভু এ কি তোমার উচিত?

শ্রীভক্তগণ শ্রীভগবানকে এইরূপ ধমকাইয়া কথা বলেন, আর শ্রীভগবানের নিকট অন্যের স্তুতি ও চাটুবাক্য অপেক্ষা ভক্তের তির স্কার অনন্ত গুণে মধুর লাগে। এই ধমক খাইয়া,

তবে প্রভু হাসি তারে দেখাল স্বরূপ।
রসরাজ মহাভাব দুই এক রূপ॥
দেখি রামানন্দ হইল আনন্দে মূর্চ্ছিত।—চরিতামৃত।

প্রভু গাত্রে হস্ত বুলাইয়া তাঁহাকে চেতন করাইলেন। বিদ্যানগরে প্রভুর কার্য্য শেষ হইয়া গেল, তখন বিদায় মাগিলেন। প্রভু বিদায় হইবার সময় রামরায়কে বিষয় ত্যাগ করিয়া নীলাচলে যাইতে বলিলেন। কিন্তু ওরূপ আজ্ঞার আর প্রয়োজন হইল না, রাম রায় তখন প্রেমে উন্মত্ত হইয়াছেন, বিষয় কার্য্য করিবার আর তাঁহার ক্ষমতা রহিল না। প্রভু তাঁহাকে বলিলেন, "যাবৎ আমি দক্ষিণ ভ্রমণ করিয়া না আসি, তাবৎ তুমি এখানে থাকিও।" রাম রায়, প্রভু প্রত্যাগমন করিবেন সেই আশায়, বিদ্যানগরে প্রভুর পথ নিরীক্ষণ করিয়া চাহিয়া রহিলেন। প্রভু দক্ষিণ দেশে চলিয়া গেলে রাম রায় মূর্চ্ছিত হইলেন, আর বিদ্যানগরে ক্রন্দনের রোল উঠিল। প্রভু সেই নগরে দশ দিবস বাস করায় সমস্ত নগরবাসী প্রেম ও ভক্তির তরঙ্গে ডুবিয়া গিয়াছিল, আর শ্রীমহাপ্রভুকে একেবারে চিত্ত সমর্পণ করিয়াছিল। তাহারাও রাজার সহিত শোকে অভিভূত হইল।

এইরূপে প্রভু এখন একেবারে গৌড়ীয় ভক্তগণের নয়নের অদর্শন হইলেন।

ও দিকে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভৃতি ভক্তগণের কথা পাঠক স্মরণ করুন। প্রভু আলালনাথে ভক্তদিগকে ফেলিয়া গমন করিলে, তাঁহারা অচেতন হইয়া সারা দিন রাত্রি পড়িয়া রহিলেন। পর দিবস প্রভাতে, প্রভুর আজ্ঞা ক্রমে, ধীরে ধীরে শ্রীক্ষেত্রে প্রত্যাগমন করিলেন। যে প্রভুর নিমিত্ত তাঁহারা সমুদায় ত্যাগ করিয়াছেন, সেই প্রভু তাঁহাদিগকে এখন ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, সুতরাং তাঁহারা শ্রীক্ষেত্রে মৃতবৎ পড়িয়া রহিলেন। আর তাঁহাদের গরব নাই, আদর নাই, সুখ নাই, তেজ নাই, এমন কি চেতন পর্য্যন্ত আছে তাহাও অনেক সময় বোধ হইত না। জীবন ধারণের নিমিত্ত আহার করেন, কয়েক জনে বসিয়া একচিত্ত হইয়া প্রভুর কথা বলেন, গলাগলি হইয়া রোদন করেন, রাত্রে প্রভুকে স্বপন দেখেন, এইরূপে দক্ষিণ মুখে চাহিয়া নিশি দিন যাপন করিতে লাগিলেন।

সার্ব্বভৌম রোদন করিয়া করিয়া তখন অন্য রূপ ধারণ করিয়াছেন। যখন বড় দুঃখ বোধ করেন, তখন শ্রীনিত্যানন্দ প্রভৃতির সঙ্গে প্রভুর কথা শুনিয়া মনকে সান্ত্বনা করেন। সৌভাগ্য অন্তর্দ্ধান না হইলে তাহাকে কেহ চিনিতে পারে না। প্রভু নীলাচল ত্যাগ করিলেই, তাঁহার মহিমা সূর্য্যের ন্যায় ক্রমে প্রকাশ পাইতে লাগিল। ক্রমে এই সমুদায় কথার সৃষ্টি হইতে লাগিল; যথা, শ্রীকৃষ্ণ সন্ন্যাসীরূপে বিচরণ করিতে নীলাচলে আগমন করিয়াছিলেন; তিনি সার্ব্বভৌমকে কৃপা করিয়া এখন আবার অদর্শন হইয়াছেন। তখন নীলাচলবাসী ভক্ত ও অভক্তগণ সকলে সার্ব্বভৌমকে ঘিরিয়া ফেলিলেন। তাঁহাদের আবেদন এই যে প্রভুকে তাঁহারা দেখিবেন। সার্ব্বভৌম ইহাদিগকে ইহাই বলিয়া সান্ত্বনা করিয়া বিদায় করিলেন যে, প্রভু দক্ষিণ দেশে গমন করিয়াছেন, সত্বর আসিবেন, আইলে তাঁহাদের সহিত মিলাইয়া দিবেন।

ক্রমে জনরব মহারাজ প্রতাপরুদ্রের কর্ণে গেল। তখন তিনি সার্ব্বভৌমকে আহ্বান করিয়া, কটক হইতে পুরীতে দূত পাঠাইলেন। সার্ব্বভৌম রাজার আজ্ঞা শুনিয়া একটু বিস্ময়াবিষ্ট ও চিন্তিত হইলেন। ভাবিতে লাগিলেন যে, অসময়ে রাজা তাঁহাকে কেন ডাকিলেন? মহারাজ প্রতাপ রুদ্র দোর্দ্দণ্ড প্রতাপান্বিত। তখন হিন্দুদিগের মধ্যে তিনিই কেবল মুসলমানগণের সঙ্গে যুদ্ধ করিতেছেন ও যুদ্ধে জয় লাভ করিতেছেন। স্বয়ং রাজপুত, আবার রাজপুত্রদিগের শ্রী, পদ ও মর্য্যাদা তখন তিনিই কেবল রক্ষা করিতেছেন। মুসলমানগণ তাঁহাকে চতুর্দ্দিক হইতে ঘিরিয়া ফেলিয়াছে, কাজেই তাঁহার রক্ষার নিমিত্ত তিনি দিবা নিশি. বিব্রত, দিবা নিশি সৈন্য লইয়া যুদ্ধ কার্য্যে ব্যস্ত। তিনি ডাকিতেছেন, কাজেই সার্ব্বভৌমের ভয়ও হইল।

সার্ব্বভৌম দ্রুতগতিতে কটক গমন করিয়া রাজার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। রাজা তাঁহাকে দেখিয়া সহাস্যে সম্ভাষণ ও প্রণাম করিয়া বসিতে আসন দিলেন। সার্ব্বভৌম আশ্বস্ত হইয়া বসিলেন। তখন রাজা বলিতেছেন, "ভট্টাচার্য্য! আমি শুনিলাম এক মহাশয় নাকি নীলাচলে আগমন করিয়াছেন, তিনি নাকি বড় প্রতাপান্বিত, এমন কি অনেকে তাঁহাকে স্বয়ং জগন্নাথ বলিয়া বিশ্বাস করে। তিনি নাকি

তোমাকে বড় কৃপা করিয়াছেন। তাই তোমাকে ডাকাইলাম। তুমি তাঁহার সমুদায় কথা বল, আমি শুনিব।"

সার্ব্বভৌম। মহারাজ যাহা শুনিয়াছেন, সে সমুদায় ঠিক। তিনি অতি মহাশয়, তাই আমাকে কাঙ্গাল দেখিয়া আমার দুষ্ট মন শোধন করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন।

রাজা। বটে! তবে তুমি একবার তাঁহাকে আমাকে দেখাও।

সার্ব্বভৌম দেখিলেন যে, রাজার যেরূপ ভাব, তাহাতে যেন তিনি প্রভুকে কটকে আজ্ঞা দিয়া লইয়া আইসেন। তাই ব্যস্ত হইয়া বলিতেছেন, "মহারাজ, আপনি যাহা শুনিয়াছেন সমুদায় সত্য। কিন্তু তিনি সন্ন্যাসী, নির্জ্জনে ভজন করেন, রাজদর্শন সন্ন্যাসীর পক্ষে নিষিদ্ধ। তিনি প্রাণ গেলেও তাঁহার যে ধর্ম্ম নষ্ট করিবেন উহা বোধ হয় না।"

রাজা। সে কি! তোমরা সকলে উদ্ধার হইয়া যাইবে, কেবল আমি রাজা বলিয়া উদ্ধার হইব না?

সার্ব্বভৌম। তিনি কৃপাময়, মহারাজকে দর্শন দিলেও দিতে পারেন, আমি সে চেষ্টা করিতাম, কিন্তু সম্প্রতি তিনি দক্ষিণদেশে তীর্থ ভ্রমণে বহির্গত হইয়াছেন।

রাজা। শ্রীক্ষেত্র অপেক্ষা বড় তীর্থ আবার কোথায়? ক্ষেত্র আসিয়া আবার তাঁহার তীর্থ দর্শন করিবার প্রয়োজন কি ছিল?

সার্ব্বভৌম। তাঁহার নিজের কিছু প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু জীবের কুকর্ম্মের নিমিত্ত তীর্থ স্থান সমুদায় কলুষিত ও নিস্তেজ হয়। তাই মহাজনগণ সেখানে যাইয়া উহা পবিত্র করিয়া থাকেন।

রাজা। তুমি এরূপ কেন করিলে? তুমি তাঁহাকে যাইতে দিলে কেন? তুমি তাঁহাকে বুঝাইয়া পড়াইয়া রাখিলে না কেন? তাহা হইলে আমি তাঁহাকে দেখিতে পাইতাম।

সার্ব্বভৌম। তার ক্রটি করি নাই। তবে তিনি স্বতন্ত্র, তাঁহাকে বাধ্য করিতে পারিলাম না।

রাজা। তুমি কেন খুব জিদ করিয়া ধরিলে না?

সার্ব্বভৌম। আমি কোন অংশে ক্রটী করি নাই। তাঁহার পা ধরিয়া রোদন করিয়াছি, তাঁহার সাক্ষাতে প্রাণত্যাগ করিতে চাহি-

রাছি, কিন্তু তাঁহাকে রাখিতে পারিলাম না। যেহেতু তিনি স্বতন্ত্র ঈশ্বর। ত্রিলোকের মধ্যে কাহারও তিনি বাধ্য নন।

রাজা। স্বতন্ত্র. ঈশ্বর! সামান্য লোকের মুখে আমি এ কথা শুনিয়াছি, তুমিও কি তাঁহাকে শ্রীভগবান বল না কি?

সার্ব্বভৌম। আমি মন্দমতি, তর্কনিষ্ঠ, তাঁহাকে পূর্ব্বে চিনিতে পারি নাই। এখন তিনি আমার দুর্দ্দশা দেখিয়া, আমার প্রতি কৃপার্ত্ত হইয়া, আমাকে তাঁহার পরিচয় দিয়াছেন।

রাজা। তিনি শ্রীভগবান, আর আমি তাঁহাকে দর্শন করিতে পারিলাম না? তুমি পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বিজ্ঞ। তুমি দেখিয়া শুনিয়া তাঁহাকে শ্রীভগবান বলিতেছ, সেখানে আর আমার সন্দেহ করা উচিত হয় না। তবে আমি শ্রীভগবানকে পাইয়া দেখিতে পারিলাম না?

সার্ব্বভৌম। তিনি আবার আসিবেন, এমন কি শ্রীক্ষেত্রে বাস করিবেন। অতএব মহারাজ ব্যগ্র হইবেন না। যখন আপনার স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করিবেন, তখন অবশ্য আপনাকে দর্শন দিবেন।

কথা এই যে, শ্রীভগবান আসিয়াছেন, আসিয়া তাঁহাকে দেখা না দিয়া গমন করিয়াছেন, ইহাতে জীবমাত্রেরই ক্ষোভ হইতে পারে। প্রতাপ রুদ্রের ত আরো হইবার কথা, যেহেতু তিনি রাজা, সকল বিষয়ের অগ্রভাগ তাঁহার। তাঁহার মনোদুঃখ দেখিয়া সার্ব্বভৌম রাজাকে আশ্বাস দিলেন যে, তিনি আসিবেন, আর শ্রীক্ষেত্রে থাকিবেন। রাজাকে সান্ত্বনা দিবার নিমিত্ত আর একটী কথা উঠাইলেন। বলিতেছেন, "মহারাজ! শ্রীভগবান ত সত্বরই প্রত্যাগমন করিবেন, কবে আসিবেন তাহার নিশ্চয়তা নাই। তাঁহার থাকিবার একটী বাসস্থান চাই। এমন বাসা চাই যে, সেখানে অনেক স্থান থাকে, ও উহা নির্জ্জন ও মন্দিরের অতি নিকট হয়।"

রাজা ইহাতে, প্রভুকে একটু উপকার করিবার সুবিধা পাইয়া, সহর্ষে বলিতেছেন, "তাহার ভাবনা কি? ভাল বাসাই দেওয়া যাইবে। আমার বোধহয় কাশী মিশ্রের বাটী দিলে হইতে পারে।" সার্ব্বভৌম এই বাসার কথা শুনিয়া মনের সহিত অনুমোদন করিলেন। অতএব প্রভু প্রত্যাগমন করিলে কাশী মিশ্রের বাড়ী থাকিবেন, সাব্যস্ত হইল। কাশী মিশ্র রাজার গুরু।

তাহার পরে রাজা সার্ব্বভৌমের নিকট প্রভুর রূপ, গুণ, চরিত্র শুনিতে লাগিলেন। রাজা, শ্রীমতী রাধার ন্যায়, সার্ব্বভৌম-রূপ যে ভাট তাঁহার মুখে প্রভুর কথা শুনিয়া, তাঁহাকে না দেখিয়াই, চিত্ত মনের অধিকাংশ তাঁহার শ্রীচরণে সমর্পণ করিলেন।

এ দিকে প্রভু "কৃষ্ণ কৃষ্ণ পাহি মাং" বলিয়া দক্ষিণ দেশের জঙ্গলে প্রবেশ করিলেন।

প্রভুর সহিত এইরূপে বৌদ্ধাচার্য্য, জৈনাচার্য্য, শঙ্করাচার্য্য, শৈবাচার্য্য প্রভৃতি যত প্রধান প্রধান সম্প্রদায়ের আচার্য্যগণের মিলন হইল। মুসলমান আগমনের পূর্ব্বে ভারতবর্ষের কি অবস্থা ছিল, তাহা দাক্ষিণাত্য দর্শনে জানা যাইত। মুসলমানগণ তখন সে দেশে প্রবেশ করিতে পারে নাই। সুতরাং দক্ষিণ দেশে মারামারী কাটাকাটা নাই, সেখানে কেবল ধর্ম্ম ও বিদ্যা চর্চ্চা। বিদ্যাভ্যাস ও ধর্ম্ম চর্চ্চা ইহা ভদ্রলোকের কেবল এক মাত্র কার্য্য। প্রভুর এইরূপ ভ্রমণ করিতে প্রায় দুই বৎসর গেল, দ্বারকা যাইতে পথে কুলিনগ্রাম নিবাসী রামানন্দ বসুর সহিত দেখা হইল। তিনি প্রভুকে পূর্ব্বে দর্শন করেন নাই, নাম শুনিয়াছিলেন মাত্র। তখন তীর্থ ভ্রমণের ফল স্বরূপ, প্রভুকে পাইবা মাত্র, তাঁহাকে প্রাণ মন সমর্পণ করিয়া, তাঁহার সহিত রহিয়া গেলেন, ও নীলাচলে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। বসু রামানন্দের একটী গীতের ভণিতা শ্রবণ করুন—

বসু রামানন্দের বাণী, দিবা নিশি নাহি জানি,
গৌর আমায় পাগল কৈলে।

প্রভুর দক্ষিণ ভ্রমণ কাহিনী এখন লেখা হইবে না। ইহা এই গ্রন্থের পরিশিষ্টে সন্নিবেশিত হইবে। এখানে কেন উহা দিলাম না, তাহার নানা কারণ আছে, সে কি কি তাহা বলিবার প্রয়োজন নাই। তবে এই মাত্র বলিয়া রাখি, শুদ্ধ সে লীলাই এক বৃহৎ গ্রন্থের ব্যাপার।

প্রভু যেখানে গমন করেন, অমনি সেখানে এই কথা প্রচার হয় যে, শ্রীকৃষ্ণ আসিয়াছেন। সেখানেই লোকে ভক্তির শক্তিতে উন্মাদগ্রস্ত হয়। প্রভু সেখানে দুই একটী আচার্য্যকে সৃষ্টি করেন, আবার অন্য স্থানে গমন করেন। এই আচার্য্য সৃষ্টির মধ্যে আবার একটী রহস্য আছে।

তিনি দক্ষিণ দেশে কোন বিশেষ ধর্ম্মের সর্ব্ব প্রধান আচার্য্যকে ধরিতেছেন, ও তাঁহাকে শক্তি সঞ্চার করিয়া তাঁহা দ্বারাই শ্রীবৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচার করিতে নিযুক্ত করিতেছেন। আবার আর এক অদ্ভুত কথা শ্রবণ করুন। প্রভু যেখানে গমন করেন সেই স্থানে একটী চির স্মরণীয় কীর্ত্তি স্থাপিত হয়। সৌরাষ্ট্রে প্রভু বটবৃক্ষ তলে বসিয়াছিলেন, তাহা অদ্যাপি লোকে দেখাইয়া থাকেন। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকায় আমি একটী প্রস্তাব লিখি, তাহা হইতে এই কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিলাম—

"শ্রীগৌরাঙ্গ-ভক্ত শ্রীযুক্ত রামযাদব বাগচি দক্ষিণ দেশে ইলোরার গহ্বর দেখিতে গমন করেন। এই গহ্বরের মধ্যে প্রাচীন নানাবিধ ভগ্নপ্রায় মন্দির আছে। ইহার স্থান অতি দুর্গম্য, বোম্বাই হইতে কয়েক দিবস দূরে। রামযাদব বাবু কষ্টে শ্রষ্টে সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। দেখেন কি যে, সেখানে একটী শ্রীরাধাকৃষ্ণের মন্দির আছে, আর সন্ধ্যার সময় ঐ মন্দিরে আরতি আরম্ভ হইল।

"কিন্তু আর এক কাণ্ড দেখিয়া তিনি বিস্ময়াপন্ন হইলেন। তিনি দেখিতেছেন কি যে, সেই বিগ্রহের সম্মুখে আমাদের দেশীয় খোল করতাল লইয়া, কয়েক জন ঐ দেশীয় বৈষ্ণব, আমাদের সংকীর্ত্তন আরম্ভ করিল। আমাদের সংকীর্ত্তন বলার তাৎপর্য্য এই যে, যদিও সে কীর্ত্তনের ভাষা স্বতন্ত্র, কিন্তু তবু উহার অন্যান্য আকৃতি ঠিক আমাদের সংকীর্ত্তনের মত। রামযাদব বাবু আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া শুনিতেছেন, এমন সময় সেই কীর্ত্তনের মধ্যে শ্রীগৌরাঙ্গের নাম শুনিলেন! ইহাতে তাঁহার শরীর বিস্ময়ে কাঁপিয়া উঠিল। এই নিবিড় জঙ্গলে, এই বহুদূর দেশে, এই খোল করতাল, এই সংকীর্ত্তন, আর আমাদের নবদ্বীপবাসী ব্রাহ্মণ কুমারটীর নাম কিরূপে আইল? এই ভাবিতে ভাবিতে রামযাদব বাবু বিভোর হইলেন।

"কীর্ত্তনান্তে বৈষ্ণবগণের নিকট ইহার তথ্য জিজ্ঞাসা করিলেন। কিন্তু তাহারা কিছুই বলিতে পারিল না। তখন রামযাদব বাবুর এই সংকল্প হইল যে, ইহার তথ্য না জানিয়া যাইবেন না। এই উদ্দেশ্যে সেখানে রহিয়া গেলেন, ও দুই দিবসের অনুসন্ধানে একটী প্রাচীন বৈষ্ণব পাইলেন। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন, তোমাদের বাড়ী যে বঙ্গদেশে, সেই বঙ্গদেশ হইতে, এই খোল করতাল ও এই

কীর্ত্তন আসিয়াছে। কিরূপে আইল ইহা জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন, তোমাদের দেশের যিনি চৈতন্য দেব, তিনি ঐ মন্দিরের সম্মুখে নৃত্য করিয়াছিলেন।

"পথে যাইতে যাইতে সেই ইলোরার মন্দিরের সম্মুখে শ্রীগৌরাঙ্গ নৃত্য করিয়াছিলেন। সে প্রায় চারিশত বৎসরের কথা। আর সে কথা, সে তরঙ্গ, অদ্যাপি আছে! একবার এই বিষয়টী অনুভব করুন, তবে বুঝিবেন যে, গৌরাঙ্গ কিরূপ বস্তু। "এখানে তোমাদের চৈতন্য নৃত্য করিয়াছিলেন," বৈষ্ণব ইহাই বলিলেন। কেবল নৃত্য করিয়াছিলেন তাহাতেই বৈষ্ণব ধর্ম্মের বীজ বপন করা হইল!"

প্রভুর মস্তকে জটা, মুখে শ্মশ্রু, পরিধান জীর্ণ কৌপিন। সেই অতি দীর্ঘ দেহ এখন ক্ষীণ হইয়াছে, সর্ব্বাঙ্গ ধুলায় ধুসরিত, নয়ন প্রেমে টলমল ও ঈষৎ লোহিত বর্ণ। প্রভুকে দর্শন মাত্রে লোকের হৃদয় দ্রব হয়। প্রভু এই যে প্রায় দুই বৎসর দক্ষিণ দেশ ভ্রমণ করিলেন, ইহার মধ্যে এক দিবস শ্রীনবদ্বীপ স্মরণ করিয়াছিলেন। পুনানগরের নিকট প্রভু বৃক্ষ হেলন দিয়া বসিয়া আছেন, যেন জগতের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা দীন ও কাঙ্গাল। তাঁহার ভৃত্য একটু দূরে বসিয়া। প্রভুর হঠাৎ শ্রীনবদ্বীপ মনে পড়িল। তখন রোদন করিতে লাগিলেন, আর অস্ফুট স্বরে বলিতে লাগিলেন, "কোথা আমার প্রাণপ্রতিম মুরারি, কোথা নরহরি? আমি তোমাদের না দেখিয়া বাঁচি না। কবে আমি তোমাদিগকে আবার দেখিব?"

এ দিকে স্বপ্নবিলাসের কাহিনী মনে করুন। শ্রীকৃষ্ণ গোপীর প্রেমঋণ শোধিতে পারিলেন না। বলিলেন, তোমরা অহেতুক আমাকে এত প্রীতি করিয়া আমাকে চিরঋণে আবদ্ধ করিয়াছ। আমি তোমাদিগকে কিছু দিলে তোমরা লইবে না, লইলেও আমার এমন কিছু নাই যাহাতে তোমাদের ধার শোধ হইতে পারে। তাহাতে শ্রীমতী বলিলেন, "সে ঋণ শোধ করা বড় অধিক কথা নয়, তুমি তাহা অনায়াসে শোধিতে পার। তুমি জীবকে হরি নাম যদি দাও তবে আমি তোমাকে ঋণ হইতে খালাস দিব।"

শ্রীমতী যদিও কতক রহস্য ভাবে এ কথা বলিলেন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ অমনি বলিলেন "তথাস্তু।" তাই শ্রীকৃষ্ণ একখানি "দাস খত"

লিখিয়া দেন। তাহাতে লেখা থাকে যে, তিনি কলিযুগে সন্ন্যাসী হইয়া দ্বারে দ্বারে হরিনাম বিতরণ করিবেন। শ্রীভগবান এই কার্য্য করিয়া শ্রীমতীর ঋণ হইতে পরিত্রাণ পাইবেন, তাই গৌর অবতার হইলেন। এই গেল স্বপ্নবিলাসের কথা। কৃষ্ণ কীর্ত্তন ও যাত্রা, যাহা বাঙ্গলা দেশে গীত হইয়া থাকে, তাহাতে সে দাস খত খানি গীত হইয়া থাকে। সে দাস খত এইরূপে লিখিত—

"ইয়াদি কৃত্য, গুণ সমুদ্র, সৎ সাধু শ্রীরাধা।
সচ্চরিত্র, চরিতেষু, পুরাহ মনের সাধা॥
তস্য খাতক, হরি নায়ক, বসতি ব্রজপুরি।
তস্য কর্জ্জ, পত্র মিদং, লিখিতং সুকুমারী॥
তারিখস্য, দ্বাপরস্য, পরিশোধ কলিযুগে।
এই কথায়ে, খত লিখিনু, ইসাদি মঞ্জুরি ভাগে॥"

এখন উপরি উক্ত কাহিনী অবলম্বন করিয়া মহাজনগণ যে পদ প্রস্তুত করিয়াছেন, শ্রবণ করুন—

কেন্দে, আকুল হলো গৌরহরি।
(বলে) কোথা রাই কিশোরী॥ ধ্রু॥

প্রেম-নয়নে দীনের পানে, চাও বারেক কৃপা করি।
ছেড়া কাঁথা করোয়া হাতে, কেন্দে বেড়াই পথে পথে,
তোমারি নাম নিতে নিতে এসেছি আশা করি॥
(খালাশ হব বলে)

প্রভু এইরূপে ত্রিজগতের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা দীন হইয়া দক্ষিণে ভ্রমণ করিতেছেন। এদিকে এ কথা শ্রীনবদ্বীপে প্রকাশ হইল যে, নিমাই নীলাচল ত্যাগ করিয়া একটী ভৃত্য সঙ্গে করিয়া, দক্ষিণ দেশে গিয়া গিয়াছেন। তখন সমস্ত গৌড়দেশ ঘোর বিয়োগে অভিভূত হইলেন। শ্রীনিমাই নীলাচলে বাস করিবেন, শ্রীনিত্যানন্দ প্রভৃতি তাঁহাকে রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন। যত দিবস এরূপ সাব্যস্ত ছিল, তত দিবস লোকে এক প্রকার মনকে বুঝাইয়া রাখিয়াছিল। কিন্তু এখন এ কি কথা? নিমাই কোথায় গেলেন? তিনি একা গেলেন, তাঁহাকে রক্ষা কে করিবে? নিমাই কি আর ফিরিয়া আসিবেন?

যে নিমাই সর্ব্বদা প্রেমে বিভোর, আহার না করাইয়া দিলে যিনি

আহার করেন না, যাঁহাকে সাধ্য সাধনা না করিলে কৃষ্ণ ভজন রাখিয়া শয়নে গমন করেন না, তিনি এখন দূর ও জঙ্গলময় দেশে একাকী হাঁটিতেছেন! কে ভিক্ষা দিতেছে, কে রন্ধন করিতেছে, কোথা রাত্রি বাস করিতেছেন, এই ভীষণ রৌদ্র কিরূপে সহিতেছেন? যে নিমাইকে নয়নের উপর রাখিয়া ভয় হয়, তাঁহার শ্রীঅঙ্গে পদে পদে ব্যথা লাগিবে, তাঁহার এখন এই দশা! নবদ্বীপে হাহাকার পড়িয়া গেল।

শ্রীকৃষ্ণ-বিরহ জীবের পুরুষার্থের সীমা। এই কৃষ্ণ-বিরহ প্রভু আপনি রাধা ভাব ধারণ করিয়া জীবকে দেখাইলেন। আর এই কৃষ্ণ বিরহ কিরূপ, তাহা তিনি নবদ্বীপে নিজ পরিকরগণ দ্বারা জীবকে দেখাইলেন। শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় গমন করিলে ব্রজবাসীগণের দশা যেরূপ হইয়াছিল, শ্রীনবদ্বীপ-বাসীগণের প্রকৃতই তাহাই হইল। গৌর-পরিকরগণ গোপগোপীর যে দশা তাহাই পাইলেন। কেহ দাস্য, কেহ সখ্য, কেহ বাৎসল্য কেহ মধুর ভাবে অভিভূত হইয়া গৌর-বিরহ সাগরে ডুবিলেন।

শচী ও বিষ্ণুপ্রিয়া ঘোর বিয়োগে চেতনহারা হইলেন। শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়ার যদিও একটু চেতন থাকিল, শচী একেবারে পাগল হইলেন। তাঁহার মনে এই ভাব বসিয়া গেল যে, তিনি শ্রীমতী যশোদা, আর নিমাই তাঁহার কৃষ্ণ, এখন মথুরায় গিয়াছেন। শচী সেই ভাবে বিভোর। যখন একটু চেতন হয়, তখন শ্রীনবদ্বীপে অভ্যাগত সাধুগণকে অন্বেষণ করেন। কাহারও নিকট লোক পাঠাইয়া দেন। কাহাকে বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করেন। এই ... লোকের নিকট তাঁহার একই মাত্র প্রশ্ন এই, "নিমাই নীলাচলে কি ফিরিয়া আসিয়াছেন? নিমাইকে দেখিতে বড় সুন্দর, তাহার কচি বয়স, পরিধান কৌপীন; সর্ব্বদা কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে, আর প্রেমে পাগলের মত ঢুলে ঢুলে চলে।" যথা, এই প্রাচীন পদ হইতে উদ্ধৃত—

নীলাচলপুরে, গতায়াত করে, সন্ন্যাসী বৈরাগী যারা।
তাহা সবাকারে, কান্দিয়া শুধায়, শচী পাগলিনী পারা॥
তোমরা কি এক সন্ন্যাসী দেখেছ?
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম, তাঁরে কি ভেটেছ?

বয়স নবীন, গলিত কাঞ্চন, জিনি তনু খানি গোরা।
হরে কৃষ্ণ নাম, বোলয়ে সঘন, নয়নে গলয়ে ধারা॥

তাহারা বলে, "না, দেখি নাই"।

যখন অচেতন থাকেন তখন নানা রঙ্গ করেন। কখন শ্রীবাসের বাড়ীতে নিমাইকে তল্লাস করিতে গমন করেন। কখন লোকের নিকট জিজ্ঞাসা করেন, তোমরা মথুরার সংবাদ বলিতে পারো? কখন নিমাইয়ের নিমিত্ত রন্ধন করেন। কখন নিমাইকে বসিয়া খাওয়ান!

লোকে দেখে যে তিনি নিমাইকে খাওয়াইতেছেন, তাহার সহিত কথা কহিতেছেন, কিন্তু নিমাইকে কেহ দেখিতে পায় না। কখন শচী রজ্জু লইয়া যশোদাভাবে রাগ করিয়া নিমাইকে বান্ধিতে গমন করেন, তখন সকলে যশোদার শ্রীকৃষ্ণকে বন্ধনরূপ লীলা প্রত্যক্ষ দর্শন করেন। আবার রাত্রিতে কখন স্বপ্ন দেখিয়া নিমাই নিমাই বলিয়া কান্দিয়া উঠেন।

বিষ্ণুপ্রিয়ার ঘোর বিয়োগ লোচনানন্দ ঠাকুর বর্ণনা করিয়াছেন। লোচন সেই বর্ণনা শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়াকে পড়িতে দিয়াছিলেন। এমন কি, কিম্বদন্তী আছে যে, শ্রীমতী উহার দুই এক স্থানে পরিবর্ত্তনও করেন। লোচন দাসের, শ্রীমতীর সেই বার মাসের দুঃখ বর্ণনা অর্থাৎ বারমাষিয়া, শ্রবণ করুন, করিলে মন নির্ম্মল হইবে —

১। ফাল্গুনে গৌরাঙ্গ চাঁদ পূর্ণিমা দিবসে।
উদ্বর্ত্তন তৈলে স্নান করাব হরিষে।
পিষ্টক পায়স আর ধূপ দীপ গন্ধে॥
সংকীর্ত্তন করাইব, মনের আনন্দে॥
ও গৌরাঙ্গ প্রভু হে! তোমার জন্মতিথি পূজা।
আনন্দিত নবদ্বীপ বাল বৃদ্ধ যুবা॥

২। চৈত্রে চাতক পক্ষী পিউ পিউ ডাকে।
তাহা শুনি প্রাণ কান্দে কি কহিব কাকে।
বসন্তে কোকিল সব ডাকে কুহু কুহু।
তাহা শুনি আমি মূর্চ্ছা পাই মুহু মুহু॥
পুষ্প মধু খাই মত্ত ভ্রমরীর বোলে।
তুমি দূর দেশে আমি গোঙাব কার কোলে॥
ওগৌরাঙ্গ প্রভু হে! আমি কি বলিতে জানি।

বিন্ধাইল শরে যেন ব্যাকুল হরিণী॥
৩। বৈশাখে চম্পকলতা নূতন গামছা।
দিব্য ধৌত কৃষ্ণকেলি বসনের কোঁচা॥
কুঙ্কুম চন্দন অঙ্গে সরু পৈতা কান্ধে।
সে রূপ না দেখি মুই জীব কোন ছান্দে॥
ও গৌরাঙ্গ প্রভু হে! বিষম বৈশাখের রৌদ্র।
তোমা না দেখিয়া মোর বিরহ সমুদ্র॥

৪। জ্যৈষ্ঠে প্রচণ্ড তাপ তপন সিকতা।
কেমনে বঞ্চিলে প্রভু পদাম্বুজ রাতা॥
সোঙরি সোঙরি প্রাণ কান্দে নিশি দিন।
ছট ফট করে যেন জল বিনু মীন॥
ও গৌরাঙ্গ প্রভু হে! তোমার নিদারুণ হিয়া।
অনলে প্রবেশ করি মরিবে বিষ্ণুপ্রিয়া॥

৫। আষাঢ়ে নূতন মেঘ দাদুরীর নাদে।
দারুণ বিধাতা মোরে লাগিলেক বাদে॥
শুনিয়া মেঘের শব্দ ময়ূরের নাট।
কেমনে যাইব আমি নদীয়ার বাট॥
ও গৌরাঙ্গ প্রভু! মোরে সঙ্গে লইয়া যাও।
যথা রাম তথা সীতা মনে চিন্ত চাও॥

৬। শ্রাবণে ললিত ধারা মন বিদ্যুল্লতা।
কেমনে বঞ্চিব প্রভু কারে কব কথা॥
লক্ষ্মীর বিলাস ঘরে পালঙ্কে শয়ন।
সে সব চিন্তিয়া মোর না রহে জীবন॥
ও গৌরাঙ্গ প্রভু হে! তুমি দয়াবান।
বিষ্ণুপ্রিয়া প্রতি কিছু কর অবধান॥

৭। ভাদ্রে ভাস্বত তাপ সহনে না যায়।
কাদম্বিনী নাদে নিদ্রা মদন জাগায়॥
যার প্রাণনাথ প্রভু না থাকে মন্দিরে।
হৃদয়ে দারুণ শেল বজ্রাঘাত শিরে॥
ও গৌরাঙ্গ প্রভু হে! বিষম ভাদ্রের খরা।
জীবন্তে মরিল প্রাণনাথ নাহি যারা॥

৮। আশ্বিনে অম্বিকা পূজা দুর্গা মহোৎসবে।
কান্ত বিনা যে দুঃখ তা কার প্রাণে সবে॥
শরৎ সময়ে নাথ যার নাহি ঘরে।
হৃদয়ে দারুণ শেল অন্তর বিদরে॥
ও গৌরাঙ্গ প্রভু হে! মোরে কর উপদেশ।
জীবনে মরণে মোর করিহ উদ্দেশ॥

৯। কার্ত্তিকে হিমের জন্ম হিমালয়ের বা।
কেমনে কৌপীন বস্ত্রে আচ্ছাদিবা গা॥
কত ভাগ্য করি তোমার হৈয়াছিলাম দাসী।
এবে অভাগিনী মুই হেন পাপ রাশি॥
ও গৌরাঙ্গ প্রভু হে! অন্তর যামিনী।
তোমার চরণে আমি কি বলিতে জানি॥

১০। অগ্রাণে নূতন ধান্য জগতে বিলাসে।
সর্ব্ব সুখ ঘরে প্রভু কি কাজ সন্ন্যাসে॥
পাটনেতে ভোট প্রভুর শয়ন কম্বলে।
সুখে নিদ্রা যাও তুমি আমি পদতলে॥
ও গৌরাঙ্গ প্রভু হে! তোমার সর্ব্ব জীবে দয়া।
বিষ্ণুপ্রিয়া মাগে রাঙ্গা চরণের ছায়া॥

১১। পৌষে প্রবল শীত জলন্ত পাবকে।
কান্ত আলিঙ্গনে দুঃখ তিলেক না থাকে॥
নবদ্বীপ ছাড়ি প্রভু গেলা দূর দেশে।
বিরহ অনলে বিষ্ণুপ্রিয়া পরবশে॥
ও গৌরাঙ্গ প্রভু হে! পরবাস নাহি সহে।
সংকীর্ত্তন অধিক সন্ন্যাস ধর্ম্ম নহে॥

১২। মাঘে দ্বিগুণ শীত কত নিবারিব।
তোমা না দেখিয়া প্রাণ ধরিতে নারিব॥
এই ত দারুণ শেল রহিল সংপ্রতি।
পৃথিবীতে না রহিল তোমার সন্ততি॥
ও গৌরাঙ্গ প্রভু হে! মোরে লেহ নিজ পাশ।
বিরহ সাগরে ডুবে এ লোচন দাস॥

শচী বিষ্ণুপ্রিয়ার কথা এখানে আর অধিক বলিব না। তাঁহাদের বিরহ বর্ণনের স্থান আছে।

সপ্তম অধ্যায়

প্রভু দুই বৎসর দক্ষিণ ভ্রমণ করিয়া নীলাচলে আগমন করিলেন। এই দুই বৎসরের ভ্রমণ বৃত্তান্ত অতি সংক্ষেপে এখানে বর্ণিত হইল।

প্রভু বিদ্যানগর হইতে ত্রিমল্ল নগরে উপনীত হইলেন। এখানে বহু বৌদ্ধ বাস করেন, বৌদ্ধগণের শিরোমণি মহাপণ্ডিত রামগিরির সহিত প্রভুর তর্ক হয় এবং রামগিরি পরাজিত হইয়া প্রভুর চরণ আশ্রয় করেন। তৎপর ঢুণ্ডিরাম তীর্থে ঢুণ্ডিরাম নামক মহা পাণ্ডিত্যাভিমানীর সহিত প্রভুর বিচার হইল, এবং ঢুণ্ডিরাম প্রভুর কৃপা পাইয়া "হরি দাস" নামে খ্যাত হইলেন। প্রভু ক্রমে "অক্ষয় বট" নামক স্থানে আসিয়া তথাকার "বটেশ্বর শিবকে" দর্শন করিলেন। হঠাৎ সেখানে তীর্থরাম নামক ধনী বণিক সত্য বাই ও লক্ষ্মী বাই নামক দুটি বেশ্যা সহ উপস্থিত হইয়া প্রভুকে পরীক্ষা করিতে লাগিল। কিন্তু প্রভুর প্রেমের বেগ দেখিয়া ইহারা তিন জনই তাঁহার চরণে পতিত হইয়া তাহাদের পাপরাশি দূরীভূত করিল। তীর্থরামের স্ত্রী কমলকুমারীও প্রভুর কৃপা পাইলেন। বটেশ্বরে সাত দিন থাকিয়া দশ ক্রোশ ব্যাপী এক বিশাল জঙ্গলে প্রভু প্রবেশ করিলেন। তৎপর মুন্নানগরে আসিয়া অদ্ভুত নৃত্য করিলেন, এবং উহা দর্শন করিয়া লক্ষ লক্ষ লোক পবিত্র হইল। মুন্নানগর হইতে প্রভু বেঙ্কট নগরে পৌছিয়া ঘরে ঘরে হরিনাম বিতরণ করিলেন। এখন প্রভু পন্থভীল নামক দস্যুকে উদ্ধার করিতে চলিলেন। বগুলা নামক বনে পন্থভীলের বাস। পন্থ প্রভুর দুটি চারিটি কথা শুনিয়া অমনি দল সমেত অস্ত্র শস্ত্র দূরে নিক্ষেপ করিয়া কৌপীন ধারণ করিল ও হরি নামে মত্ত হইল। এখান হইতে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিতে বলিতে প্রভু উন্মত্তের ন্যায় তিন দিবস পর্য্যন্ত অনাহারে গমন করিয়া চতুর্থ দিবস দুগ্ধ ও আটা সেবা করিলেন।

তদনন্তর গিরীশ্বর লিঙ্গ দর্শন করিয়া প্রভু নিজ হস্তে তথাকার শিবকে অঞ্জলি করিয়া বিল্বপত্র প্রদান করিলেন। এখানে এক মৌন সন্ন্যাসীর সহিত প্রভুর সাক্ষাৎ হয়। এই সন্ন্যাসী নিরন্তর ধ্যানে মগ্ন, কাহারও সহিত কথা কহেন না, কিন্তু প্রভু তাঁহার মৌন ভঙ্গ করিয়া তাঁহাকে প্রেম দান করিলেন। এখান হইতে ত্রিপদীনগরে উপস্থিত হইয়া প্রভু শ্রীরাম মূর্ত্তি দর্শন করিলেন। সেখানে মথুরা নামক এক তার্কিক রামাইত পণ্ডিত প্রভুর সহিত তর্ক করিতে আসেন, কিন্তু তিনি প্রভুর ভাব দেখিয়া তখনই তাঁহার শরণাগত হইলেন। তৎপর পানা নরসিংহ দর্শন করিয়া প্রভু বিষ্ণুকাঞ্চী ধামে লক্ষ্মীনারায়ণ দর্শন করিলেন। সেখান হইতে ৪ ক্রোশ দূরে ত্রিকালেশ্বর শিব। এই শিব দর্শন করিয়া ভদ্রা নদীস্থ পক্ষগিরি তীর্থে আইলেন। তৎপর কাল তীর্থে বরাহদেবের মূর্ত্তি দর্শন করিয়া পাঁচ ক্রোশ দক্ষিণে সন্ধি তীর্থে আইলেন। সেখানে অদ্বৈতবাদী সদানন্দপুরীকে ভক্তি প্রদান করিয়া চাঁইপল্লী তীর্থে যাত্রা করিলেন।

চাঁইপল্লী হইতে নাগর নগর, ও সেখান হইতে তাঞ্জোরের কৃষ্ণভক্ত ধনেশ্বর ব্রাহ্মণের বাটী উপস্থিত হইলেন। তৎপর চণ্ডালু নামক গিরি, যেখানে বহু সন্ন্যাসীর বাস, সেখানে গমন করিলেন। তথাকার ভট্ট নামক ব্রাহ্মণ ও সুরেশ্বর নামক সন্ন্যাসীবরকে কৃপা করিয়া প্রভু পদ্ম-কোট তীর্থে অষ্টভুজা ভগবতীকে দর্শন করিলেন। এই স্থানে প্রভু যখন অষ্টভুজা দেবীকে বেড়িয়া বালক বালিকার সহিত হরি কীর্ত্তন করেন, তখন হঠাৎ পুষ্প বৃষ্টি হইয়াছিল। এখানে প্রভু এক অন্ধ ব্রাহ্মণকে চক্ষু দান করেন। কিন্তু অন্ধ ব্রাহ্মণ প্রভুর রূপ দর্শন করিবা মাত্র প্রাণত্যাগ করিল, এবং প্রভুও মহা সমারোহে তাঁহার সমাধি দিলেন। পদ্মকোট হইতে ত্রিপাত্র নগরে চণ্ডেশ্বর শিব ও তথাকারে প্রধান দার্শনিক বৃদ্ধ ও অন্ধ ভর্গদেবকে কৃপা করেন। ত্রিপাত্র নগরে প্রভু সাত দিন ছিলেন।

প্রভু আবার গভীর বনে প্রবেশ করিলেন। এক পক্ষ পরে এই বন পার হইয়া রঙ্গধামে নরসিংহ দেবের মূর্ত্তি দর্শন করিলেন। এখান হইতে বাসভ পর্ব্বতে গমন করিয়া পরমানন্দ পুরীর সহিত সাক্ষাৎ করেন। তৎপর রামনাথ নগরে আসিয়া রামের চরণ ও তদনন্তর

রামেশ্বর তীর্থে রামেশ্বর শিব দর্শন করিলেন। তিন দিন পরে সাধ্বী-বন নামক স্থানে মৌনব্রতধারী মহা তাপসকে দেখিতে গিয়া তাঁহাকে কৃপা করিলেন। মাঘী পূর্ণিমার দিন প্রভু তাম্রপর্ণী নদীতে স্নান করিয়া, সমুদ্র পথ ধরিয়া, কন্যাকুমারী চলিলেন।

কন্যাকুমারীতে সমুদ্র স্নান করিয়া প্রভু ফিরিলেন। সাঁতন পর্ব্বত দিয়া ত্রিবাঙ্কুরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখনকার ত্রিবাঙ্কুরের রাজার নাম রুদ্রপতি। তিনি অতিশয় প্রজা বৎসল, ভক্ত ও পুণ্যবান। প্রভু এক বৃক্ষতলে হেলান দিয়া অশ্রুপূর্ণ নয়নে হরি নাম করি-তেছেন, আর শত শত নগরবাসী তাহাকে দর্শন করিতে আসিল। ক্রমে রাজা রুদ্রপতি প্রভুর মহিমা শুনিয়া তাঁহাকে রাজধানী আনি-বার নিমিত্ত এক দূত পাঠাইলেন। প্রভু অবশ্য অস্বীকার করিলেন। শেষে রাজা স্বয়ং আসিয়া প্রভুর চরণে পতিত হইয়া তাঁহার কৃপা অর্জ্জন করিলেন। ত্রিবাঙ্কুরের নিকট রামগিরি নামক পর্ব্বতে অনেক গুলি শঙ্করের শিষ্য বাস করেন। প্রভু তাহাদিগকে উদ্ধার করিয়া মৎস্য তীর্থ, নাগপঞ্চপদী, চিতোল প্রভৃতি স্থান দর্শন করিয়া তুঙ্গভদ্রা নদীতে আসিয়া স্নান করিলেন। সেখান হইতে চণ্ডপুর নগরে ঈশ্বর ভারতী নামক কোন জ্ঞানী সন্ন্যাসীকে প্রেম দান করিয়া তাঁহার নাম কৃষ্ণদাস রাখিলেন। চণ্ডপুর পরিত্যাগ করিয়া দুই দিবস ভয়-ঙ্কর দুর্গম পথ দিয়া চলিলেন। অনেক ব্যাঘ্র ও অন্যান্য হিংস্র জন্তুর সহিত প্রভুর দেখা হইল. তাহারা প্রভুকে দেখিয়া অন্য দিকে চলিয়া গেল। এই দুর্গম পথ পরিত্যাগ করিয়া প্রভু পর্ব্বত বেষ্টিত একটি অতি দৈন্য ক্ষুদ্র গ্রামে আসিয়া কোন ভক্ত ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণীকে দর্শন দিলেন।

ক্রমে নীলগিরি পর্ব্বতের নিকটস্থ কাণ্ডারি নামক স্থানে আসিয়া অনেক সন্ন্যাসীর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তদনন্তর অন্যান্য স্থান ভ্রমণ করিয়া প্রভু গুর্জ্জরী নগরে অগস্ত্য কুণ্ডে স্নান করিলেন। গুর্জ্জরী নগরে প্রভু প্রেমের হিল্লোল তুলিয়া সহস্র সহস্র লোককে ভক্তি প্রদান করিলেন। গুর্জ্জরী নগর হইতে বিজাপুর পর্ব্বত দিয়া সহ্য-কুলাচল ও মহেন্দ্র মলয় দর্শন করিয়া পুনানগরে উপস্থিত হইলেন। পুনানগর তখন কতকটা নদিয়ার মত, চতুষ্পাঠিতে ও পণ্ডিত দলে পরিপূর্ণ।

প্রভু তচ্ছর নামক জলাশয়ের ধারে বসিয়া, কৃষ্ণ বিরহে বিভোর, সহস্র লোক দ্বারা অমনি তিনি বেষ্টিত হইলেন। এক জন বলিলেন, শ্রীকৃষ্ণ ঐ জলাশয়ের মধ্যে। অমনি প্রভু সরোবরের মধ্যে ঝম্প দিয়া জলমগ্ন হইলেন! উপস্থিত লোক সকল হাহাকার করিয়া তাঁহাকে কোন ক্রমে উঠাইয়া প্রাণে বাঁচাইল।

পুনা হইতে প্রভু ভোলেশ্বর দর্শন করিতে চলিলেন। ভোলেশ্বর, পটস্ গ্রামের সন্নিকটস্থ গোরঘাট নামক গ্রামে। সেখান হইতে দেবলেশ্বরে, ও তথা হইতে খাণ্ডবায় খাণ্ডবা দেবকে দর্শন করিতে গমন করিলেন। যে নারীর বিবাহ না হয় তাহার পিতা মাতা তাহাকে খাণ্ডবা দেবকে সেবা করিবার নিমিত্ত অর্পণ করিয়া থাকে। ইহাদিগকে সাধারণতঃ লোকে "মুরারী" বলিয়া ডাকে, এই মুরারী অর্থাৎ দেবদাসীগণের মধ্যে অনেকেই ভ্রষ্টাচারিণী। ইহাদের প্রতি কৃপার্ত্ত হইয়া প্রভু ইহাদিগকে উদ্ধার করিলেন। তৎপরে চোরানন্দী বনে প্রবেশ করিয়া নারোজি নামক প্রসিদ্ধ ডাকাইতকে উদ্ধার ও সঙ্গে করিয়া মূলানদী তীরস্থ খণ্ডলা তীর্থে গমন করিলেন, সেখান হইতে নাসিক নগরে ও নাসিক নগর হইতে পঞ্চবটি বনে প্রবেশ করিয়া দমন নগরে উপস্থিত হইলেন। সেখান হইতে উত্তর দিক ধরিয়া ১৫ দিন পরে সুরাট নগরে আইলেন। এখানে তিন দিন বাস করিয়া তথাকার অষ্ট-ভূজা ভগবতীর নিকট পশু বলিদান প্রথা নিবারণ করিয়া তাপ্তি নদীতে আসিয়া স্নান করিলেন। তার পর নর্ম্মদায় স্নান করিয়া বরোচ নগরে যজ্ঞ কুণ্ড দর্শন করিয়া বরদায় আইলেন। এখানে নারোজী ডাকাইত, যিনি প্রভুর কৃপা পাইয়া তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে আসিতেছিলেন, দেহ ত্যাগ করিলেন, এবং মৃত্যুর সময় প্রভু স্বয়ং তাঁহার কর্ণে কৃষ্ণ নাম প্রদান করিয়াছিলেন। বরদার রাজা প্রভুকে দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন।

মহানদী পার হইয়া প্রভু আহামেদাবাদে উপনীত হইলেন। সেখান হইতে শুভ্রামতী নদীর তীরে পৌঁছিয়া প্রভু দুই জন বাঙ্গালী ভক্তের দেখা পাইলেন, অর্থাৎ কুলীনগ্রামের প্রসিদ্ধ রামানন্দ বসু ও গোবিন্দ চরণ। ইহাদিগকে সঙ্গে করিয়া দ্বারকায় চলিলেন। শুভ্রামতী নদী পার হইয়া যোগা নামক স্থানে আশ্চর্য্য রূপে বারমুখি নামক বেশ্যাকে

উদ্ধার করিয়া, সোমনাথ দর্শন করিতে ছুটিলেন, যাফেরাবাদ দিয়া ছয় দিন পরে সোমনাথে পৌছিলেন। যবনেরা সোমনাথের দুর্দ্দশার এক শেষ করিয়াছে, ইহা দর্শন করিয়া প্রভু হাহাকার করিয়া কান্দিয়া উঠিলেন, এবং সোমনাথকে পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা করিতে লাগিলেন যে, তিনি তাঁহার ঐশ্বর্য্য সহ পুনরায় তাঁহার ভক্তগণের চক্ষে উদয় হউন—

"এস প্রভু সোমনাথ অন্তরে আমার।
হৃদয়ের মধ্যে হেরি মূরতি তোমার॥"

প্রভু এই বাক্য দ্বারা সোমনাথকে স্তুতি করিয়াছিলেন।

সোমনাথ হইতে জুনাগড়, ও জুনাগড় হইতে গৃর্ণার পাহাড়ে আসিয়া শ্রীকৃষ্ণের চরণ চিহ্ন-দর্শন করিলেন, এবং গয়ায় চরণ-চিহ্ন দর্শন করিয়া যেরূপ ভাবের তরঙ্গ উঠিয়াছিল, সেইরূপ ভাব-তরঙ্গে একেবারে অধীর হইয়া পড়িলেন। এই স্থানে ভর্গদেব নামক কোন প্রতাপশালী সন্ন্যাসীকে পীড়া হইতে মুক্ত করিয়া, তাঁহাকে প্রেমদান করেন এবং ভর্গদেব প্রভুর সঙ্গে চলিলেন। তৎপর ঝারিখণ্ড, অর্থাৎ, নিবিড় জঙ্গল পথে চলিতে আরম্ভ করিলেন। সঙ্গে ষোল জন ভক্ত। এই ঝারিখণ্ডের মধ্য দিয়া প্রভু চলিয়াছেন, আর করতালি দিয়া সুস্বরে, "হরে কৃষ্ণ হরে, হরে কৃষ্ণ হরে," এই গীত গাইতেছেন। সঙ্গীগণ আনন্দে বিভোর হইয়া, বনের শোভা দর্শন ও অতি সুস্বাদু ফল আহার করিতে করিতে সঙ্গে সঙ্গে যাইতেছেন। সাত দিন পরে এই নিবিড় বন উত্তীর্ণ হইয়া অমরাপুরী গোপীতলা নামক স্থানে উপস্থিত হইলেন। ইহাকেই প্রভাস তীর্থ বলে। প্রভাস তীর্থ দর্শন করিয়া প্রভু একেবারে জ্ঞানহারা হইয়া পড়িলেন—কখন কান্দিতেছেন, কখন হাসিতেছেন,—যেন চির পরিচিত স্থানে আসিয়া পূর্ব্বকার সমস্ত চিহ্ন দর্শন করিতেছেন। গোবিন্দের কড়চা হইতে এই কয় পংক্তি উদ্ধৃত হইল—

অমরাপুরীর লোক একত্র জুটিয়া।
আনন্দ পাইল সবে প্রভুরে দেখিয়া॥
পাগলের ন্যায় যেন ইতি উতি চায়।
আবেশে উন্মত্ত হয়ে ইতি উতি ধায়॥

উৰ্দ্ধশ্বাসে ছুটে কভু যেন জ্ঞান হারা।
মিশিয়া গিয়াছে উর্দ্ধে নয়নের তারা॥
পৃষ্ঠদেশে এলায়ে পড়েছে জটাভার।
হৃদয় মাঝারে অশ্রু পড়ে অনিবার॥
পাগলের মত বেশ শিথিল অম্বর।
সর্ব্বাঙ্গে উড়িছে খড়ি ধূলায় ধূসর॥

১লা আশ্বিন প্রভাস তীর্থ ছাড়িয়া প্রভু দ্বারকায় চলিলেন। সাগরের তীরে তীরে চলিলেন, এবং চারি দিন পরে দড়ার উপর দিয়া সাগরের খাড়ি পার হইয়া দ্বারকায় উপনীত হইলেন। প্রভাসের ন্যায়, দ্বারকায় আসিয়াও এই তীর্থস্থান প্রেমের বন্যায় ডুবাইলেন। এক পক্ষ কাল দ্বারকায় থাকিয়া নানাবিধ রঙ্গ করিয়া নীলাচল মুখে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন; সঙ্গীগণকে বলিলেন যে, তিনি বিদ্যানগর হইতে রামানন্দ রায়কে সঙ্গে করিয়া জগন্নাথ পৌঁছিবেন।

আশ্বিন মাসের শেষে প্রভু পুনরায় বরদা নগরে আইলেন। তাহার ষোল দিন পরে নর্ম্মদা নদীতে আসিয়া স্নান করিলেন। এখানে ভর্গদেবের সহিত প্রভুর ছাড়াছাড়ি হইল, এবং ভর্গদেব বিদায় কালে প্রভুর চরণ ধূলি লইয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। ভর্গদেব দক্ষিণ, ও প্রভু নীলাচলের দিকে. চলিলেন।

নর্ম্মদার ধারে ধারে প্রভু চলিয়াছেন। সঙ্গে ভক্ত রামানন্দ বসু ও গোবিন্দ চরণ। দোহদ নগর ত্যাগ করিয়া কুক্ষি নগরে অনেক বৈষ্ণবের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। এখানে দুটি ভক্তকে বিশেষরূপে কৃপা করিয়া, ক্রমে বিন্ধ্যাচলে উঠিয়া মন্দুরা নগরে উপস্থিত হইলেন। এখান হইতে তিন দিনে দেওঘরে আসিয়া আদি নারায়ণ নামক এক কুষ্ঠরোগীকে আরোগ্য করেন। দেওঘর হইতে ত্রিশ ক্রোশ দূরে শিবানীনগর। দুই দিনে সেই স্থানে পৌঁছিয়া উহার পূর্ব্ব ভাগস্থ মহলপর্ব্বত দিয়া চণ্ডী নগরে আসিয়া চণ্ডীদেবী দর্শন করিলেন।

অতঃপর রায়পুর দিয়া অবশেষে বিদ্যানগরে রামানন্দ রায়ের সহিত মিলিত হইলেন।

রামানন্দ যাইয়া চরণে পড়িলে, প্রভু তাঁহাকে সপ্রেমে আলিঙ্গন করিলেন। নগরে মহা কলরব হইল। প্রভু আসিয়াছেন শুনিয়া লোকে নানারূপ উৎসব

করিতে লাগিল। প্রভু তখন বলিলেন, "রাম রায় এখন নীলাচলে চল।" রাম রায় বলিলেন, "প্রভু, তোমার আজ্ঞা পাইয়া আমি রাজাকে লিখিয়াছিলাম যে, আমা হইতে আর বিষয় কর্ম্ম হইবে না। আমি অনেক চেষ্টা করিয়া রাজার নিকট বিদায় লইয়াছি। এখানে কেবল তোমার প্রতীক্ষায় ছিলাম, আমার মহা সমারোহের সহিত যাইতে হইবে। আমার সঙ্গে হাতি, ঘোড়া, সৈন্য যাইবে, অতএব আপনি অগ্রে গমন করুন। আমি দিন দশেকের মধ্যে সমুদায় গোছাইয়া আপনার পশ্চাৎ আসিতেছি।"

তখন প্রভু নীলাচল মুখে চলিলেন। মহানদীর তীরস্থ রত্নপুর আইলেন, এবং মহানদীর পূর্ব্ব দিক দিয়া গমন করিয়া স্বর্ণগড়ে উপনীত হইলেন। রত্নপুরের রাজা শান্তীশ্বর পরম ধার্ম্মিক। তিনি স্বয়ং উপস্থিত হইয়া প্রভুকে ভূমি লোটাইয়া প্রণাম করিলেন, এবং প্রভু তাঁহার নিকট ভিক্ষা গ্রহণ করিলেন। তৎপর সম্বলপুর দিয়া ভ্রমরা নগর, প্রতাপনগর, দাসপাল নগর উদ্ধার করিয়া রসাল কুণ্ডেতে আইলেন। এখানে কোন পাষণ্ড মাড়ুয়া ব্রাহ্মণ প্রভুকে মারিতে উদ্যত হয়; কেন না, তিনি তাহার পুত্রকে স্পর্শ করিয়া পরম ভক্ত করিয়াছিলেন। পুত্রের আকিঞ্চনে প্রভু পরে মাড়ুয়া ব্রহ্মণকেও কৃপা করেন। শেষে ঋষিকুল্যা নামক স্থান পবিত্র করিয়া প্রভু আলালনাথের কাছে উপস্থিত হইলেন।

নীলাচলের এক দিবসের পথ থাকিতে প্রভু অগ্রে ভৃত্যদ্বারা, আপন আগমন সংবাদ পাঠাইলেন। প্রভুর ভক্তগণ বসিয়া আছেন, সকলেরই গৌরগত-প্রাণ, কিন্তু গৌর নাই! ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল, প্রভু আসিতেছেন, আগুন। ভৃত্য তাঁহাদিগকে এই সংবাদ বলিয়া সার্ব্বভৌমকে এই সংবাদ দিতে চলিলেন। সকলে অমনি চলিলেন; কিন্তু যাইবেন কি? এক সময়ে নৃত্য করা আর গমন করা সহজ কথা নয়, তাঁহারা নৃত্য করিবেন না গমন করিবেন?

প্রভুর আগমন শুনি নিত্যানন্দ রায়।
উঠিয়া চলিল প্রেমে কেহ নাহি পায়॥
জগদানন্দ, দামোদর পণ্ডিত মুকুন্দ।
চারিতে চলিল দেহে না ধরে আনন্দ॥—চরিতামৃত।

কিন্তু প্রভুকে আনিতে অন্যান্য গৌড়ীয় ভক্তগণও চলিলেন। যখন তিনি শান্তিপুর ত্যাগ করিয়া নীলাচলে আইলেন, তখন সঙ্গে পঞ্চ জন ভক্ত ব্যতীত আর কাহাকেও আসিতে দিলেন না। প্রভু দেশ ছাড়িলে কোন কোন ভক্ত আর গৌরশূন্য দেশে থাকিতে পারিলেন না। শ্রীগদাধর, শ্রীনরহরি, শ্রীমুরারি, শ্রীভগবান (ইনি খঞ্জ), শ্রীরাম ভট্ট, প্রভৃতি নীলাচলে দৌড়িলেন। ইহাঁরা প্রায় সকলেই নবীন ব্রহ্মচারী। নীলাচলে আসিয়া শুনিলেন যে, প্রভু দক্ষিণে গমন করিয়াছেন। ইহাতে আশা ভঙ্গ হইয়া মৃত্যুবৎ অবস্থায় শ্রীনিত্যানন্দ প্রভৃতির সহিত প্রভুর প্রতীক্ষায় সেখানে রহিয়া গেলেন। নিত্যানন্দ, জগদানন্দ, দামোদর পণ্ডিত ও মুকুন্দ ব্যতীত আর কে কে প্রভুকে আগুইয়া আনিতে ছুটিলেন, তাহা গোবিন্দ তাঁহার কড়্চায় এইরূপ বর্ণন করিয়াছেন—

আলালনাথের কাছে প্রভু যবে আসে।
গদাধর মুরারি ছুটিয়া আইল পাশে॥
খঞ্জন আচার্য্য আসে গাঢ় অনুরাগে।
খোঁড়া বটে তবু আইসে সকলের আগে॥
সার্ব্বভৌম আগে দুই ডঙ্কা বাজাইয়া।
নরহরি দেখা দেয় নিশান লইয়া॥

সার্ব্বভৌম শুনিলেন প্রভু আসিতেছেন, আর সেই লোকমুখে শুনিলেন ভক্তগণ তাঁহাকে আনিতে ছুটিয়াছেন। তখন তিনি কি করিবেন ভাবিতে লাগিলেন। শ্রীভগবান নীলাচলে আসিতেছেন, তাঁহাকে একটু আদর করিয়া আনা উচিত। আর এখন ভয় কি? রাজা টের পাইয়াছেন, আর এক প্রকার নবীন সন্ন্যাসীর নিজ-জন হইয়াছেন। সার্ব্বভৌম, নিশান, পতাকা, খোল, করতালের অনুসন্ধান আরম্ভ করিলেন। পুরীময় রাষ্ট্র হইল সার্ব্বভৌমের সন্ন্যাসী আসিতেছেন। সকলে শুনিয়াছেন স্বয়ং মহারাজা সেই সন্ন্যাসীর শ্রীচরণে আত্ম সমর্পণ করিবার নিমিত্ত পাগল হইয়াছেন। সুতরাং প্রভুকে আনিবার নিমিত্ত খোল করতাল ডঙ্কা ইত্যাদির সহিত বহুতর লোক চলিলেন। ইহাঁরা পূর্ব্বে প্রভুকে কখন দেখেন নাই।

বহু দিন পরে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভৃতি সঙ্গীগণ পাইয়া প্রভুর বদন

অতি প্রফুল্ল হইল। সার্ব্বভৌম সমুদ্রধারে প্রভুকে পাইলেন। তিনি ও তাঁহার সঙ্গীগণ হরিধ্বনি করিয়া উঠিলেন। সার্ব্বভৌম প্রভুর চরণে রোদন করিয়া পড়িলেন, প্রভু উঠাইয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। তখন শ্রীজগন্নাথের সেবকগণ প্রণাম করিলেন। প্রভু, তাহারা জগন্নাথের সেবক শুনিয়া, জিহ্বা কাটিয়া বলিলেন যে, শ্রীজগন্নাথের সেবক সকলের প্রণামের পাত্র, ইহারা তাঁহাকে প্রণাম করেন ইহাতে তাঁহার ভয় হয়। প্রভু তখন সর্ব্ব সমেত শ্রীমন্দির দর্শনের নিমিত্ত গমন করিলেন। কিন্তু শ্রীজগন্নাথ তখন স্নান করিতেছেন, তখন তাঁহার দর্শন নাই, ইহাতে সেবকগণ একটু কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া সার্ব্বভৌমকে তাঁহাদের দুঃখের কথা জানাইলেন। এক দিন কাল প্রভু বিনা অনুমতিতে দর্শন করিতে গিয়াছিলেন বলিয়া পাণ্ডাগণের বিষম ক্রোধের ভাজন হইয়াছিলেন, এখন সেই পাণ্ডাগণ, যদিও তাঁহারা প্রভুর মহিমা প্রত্যক্ষ কিছু দেখেন নাই, তবু তাঁহাকে জগন্নাথের স্নানের নিমিত্ত তদ্দণ্ডে দর্শন করাইতে পারিবেন না বলিয়া ব্যস্ত হইলেন। প্রভু এই কথা শুনিয়া কিয়ৎকালের নিমিত্ত দর্শন সুখে বঞ্চিত হইলেন বলিয়া মনে বড় ব্যথা পাইলেন। কিন্তু ধৈর্য্য ধরিয়া বলিলেন যে স্নান পর্য্যন্ত তিনি অপেক্ষা করিবেন।

গোপীনাথ সার্ব্বভৌমকে কাণে কাণে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, প্রভুকে দর্শনের পরে কোথায় লইয়া যাওয়া হইবে। সার্ব্বভৌম বলিলেন অদ্য আমার এখানে, কল্য তাঁহার বাসায়, কাশী মিশ্রের আলয়ে। তাহার পরে প্রভুকে বলিতেছেন, "প্রভু, মহারাজা আপনার বাসা স্বয়ং ঠিক করিয়া গিয়াছেন। সে কাশী মিশ্রের বাড়া। সেখানে স্থান বিস্তর আছে। আবার শ্রীমন্দির ও সমুদ্রের নিকট, পরম নির্জ্জন ও কুসুম কাননে সুশোভিত।"

সার্ব্বভৌম এইরূপে রাজার নিমিত্ত প্রভুর নিকট প্রথম দর্শন হইতেই দৌত্য কর্ম্ম আরম্ভ করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে শ্রীমন্দিরের কবাট উৎঘাটিত হইলে প্রভু দর্শন সুখ সম্ভোগ করিতে লাগিলেন। সে সুখ কিরূপ তাহা এখানে বর্ণনা করিতে পারিলাম না, বহু জনতা দেখিয়া, প্রভু হৃদয়ের বেগ সম্বরণ করিলেন। পাণ্ডাগণ, প্রসাদী মালা ও চন্দন আনিয়া প্রভুকে অর্পণ করিলেন। তাহাদের সকলেরই ইচ্ছা যে প্রভুর সহিত পরিচিত হন,

আর সেই আবেদন সার্ব্বভৌমের নিকট জানাইলেন। সার্ব্বভৌম তাহাদিগকে পর দিবস প্রত্যুষে কাশী মিশ্রের বাটীতে যাইতে বলিলেন। বলিলেন, "কল্য প্রাতে আমি প্রভুকে তাঁহার বাসায় লইয়া যাইব। তোমরা সকলে সেখানে উপস্থিত থাকিও। একে একে তোমাদের সকলের সহিত মিলন করাইয়া দিব।" সার্ব্বভৌম প্রভুকে নিজ বাটীতে লইয়া গেলেন। তিনি পূর্ব্বেই আপনার বাড়ী প্রভুর অভ্যর্থনার নিমিত্ত ধৌত, পরিষ্কার ও সুসজ্জিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। প্রভু তাঁহার বাটীতে পদার্পণ করিবা মাত্র ষাটী ও চন্দনেশ্বরের মাতা অর্থাৎ সার্ব্বভৌমের ঘরণী হুলু ধ্বনি করিয়া উঠিলেন, এবং তাঁহার বাটীতে অন্যান্য মঙ্গলসূচক ও আনন্দ কলরব হইতে লাগিল। প্রভু ভক্তগণ লইয়া সমুদ্র স্নানে গমন করিলেন। এ দিকে সার্ব্বভৌম চব্য চোষ্য প্রভৃতি অতি উপদেয় সামগ্রী সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। প্রভু হাস্য কৌতুকে ভক্তগণের সহিত নানারূপ প্রসাদ গ্রহণ করিলেন। সার্ব্বভৌম আপনি পরিবেশন করিলেন এবং আপনার সাধ মিটাইয়া প্রভুকে ভোজন করাইলেন। প্রভুর ভোজন সমাপ্ত হইলে তাঁহার শ্রীঅঙ্গ চন্দনে লিপ্ত করিয়া গলায় ফুলের মালা দিয়া উত্তম শয্যায় শয়ন করাইলেন।

এইরূপে প্রভু দুই বৎসর পরে, উত্তম বস্তু সেবন এবং উত্তম শয্যায় শয়ন করিলেন। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে প্রভু নিজ জনের মনে ব্যথা দিবেন এই ভয়ে সন্ন্যাসের যে সকল নিয়ম তাহা তাঁহাদের নিকট থাকিলে পালন করিতেন না।

সার্ব্বভৌম মনে ভাবিলেন যে, প্রভু দুই বৎসর হাঁটিয়া বেড়াইয়াছেন, অতএব তাঁহার শ্রীপদে ব্রণ হইয়া থাকিবে। অদ্য তিনি স্বহস্তে তাঁহার পদ সেবা করিয়া আপনার মনের ও প্রভুর শ্রীচরণের দুঃখ দূর করিবেন। ইহাই ভাবিয়া প্রভু শয়ন করিলে, তাঁহার পদতলে বসিলেন। প্রভু ভট্টাচার্য্যের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়া অতি কাতর বদনে তাঁহাকে উহা করিতে নিষেধ করিতে লাগিলেন। সে নিষেধ ভট্টাচার্য্য শুনিলেন কিনা জানি না। কিন্তু প্রভুর পদতলে বসিয়া সার্ব্বভৌম দেখিলেন যে, পদতল দুটীতে ব্রণের চিহ্ন মাত্র নাই, বরং পদ্মফুলের ন্যায় শোভা পাইতেছে।

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে প্রভু জটা ধারণ, কি গাত্র ধূলায় ধূসরিত করুন, তাঁহার শ্রীঅঙ্গ দিয়া অনুক্ষণ পদ্ম গন্ধ নির্গত হইত। এমন কি, শুদ্ধ সেই গন্ধের লোভে কেবল মনুষ্য নহে, পশু, পক্ষী ও কীট পর্য্যন্ত আকৃষ্ট হইত। প্রভু

জীবের দুঃখ নাশের নিমিত্ত পথে বিস্তর হাঁটিয়াছিলেন, কিন্তু ভক্তগণের সাধন বলে তাঁহার পদতল চির দিনই সমান মনোহর ছিল, এত মনোহর ছিল যে, সে পদতল দেখিলেই বুঝা যাইত যে ইহা সামান্য মনুষ্যের নহে।

সার্ব্বভৌম শ্রীপদ দর্শন করিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন, তাঁহার মনের দুঃখ ও ভ্রম গেল। ভাবিলেন, পৃথিবী যাহার বিচরণে ধন্যা, তিনি তাঁহার শ্রীপদে আঘাত কেন করিবেন? সার্ব্বভৌম প্রভুর আজ্ঞাক্রমে প্রসাদ পাইতে চলিলেন, প্রভু একটু নিদ্রা গেলেন। তাহার পরে সারা নিশি প্রভু নির্জ্জনে ভক্তগণ লইয়া তীর্থ যাত্রার কথা বলিতে লাগিলেন। বলিতেছেন, "দক্ষিণ দেশে নানারূপ বিগ্রহ দেখিলাম, মায়াবাদী, বৌদ্ধ, নাস্তিক, শৈব প্রভৃতি বহু বিধ সাধু দেখিলাম। বৈষ্ণব বড় দেখিলাম না। যাহা দেখিলাম তাহাদের মধ্যে তোমাদের মত এক জনকেও দেখিতে পাইলাম না। তবে এক রামানন্দ রায় আমাকে সুখ দিয়াছেন। পৃথিবীতে তাঁহার ন্যায় রসিক ভক্ত আর দেখি নাই।"

সার্ব্বভৌম অমনি বলিলেন, "তাই প্রভু তোমাকে তাঁহার সহিত মিলিতে বলিয়াছিলাম। অগ্রে যখন তিনি আমাকে শ্রীকৃষ্ণকথা, কি রস-তত্ত্ব শুনাইতেন, তখন না বুঝিতে পারিয়া আমি তাঁহাকে বিদ্রূপ করিতাম। কিন্তু তুমি যখন আমার বৃথা জ্ঞানরূপ অজ্ঞানতা দূর করিলে, তখনি তাঁহার মহিমা বুঝিতে পারিলাম।"

প্রভু বলিতেছেন, "সাধকেরা শ্রীভগবানকে প্রাপ্তির নিমিত্ত নানা পথ অবলম্বন করিয়া থাকেন। কিন্তু আমি দেখিলাম রামানন্দের মতই সর্ব্বোত্তম। তাই আমি তাঁহার মত অবলম্বন করিয়াছি।

এই কথা শুনিয়া সার্ব্বভৌম হাঁসিয়া উঠিলেন। বলিতেছেন, "রামানন্দ আর মত-কর্ত্তা হইতে পারেন না। তুমি তাঁহার কাছে শিক্ষা করিয়াছ, এ কথা তুমি যাহাকে দেখ তাহার কাছে বলিয়া থাক। তবে বুঝিলাম যে জগতে রামানন্দ রায়ের দ্বারা তুমি রস-তত্ত্ব প্রচার করিবে।

প্রভু বলিতেছেন, "দক্ষিণ দেশে আর দুটী উপাদেয় বস্তু পাইয়াছি। দুই খানি গ্রন্থ, 'ব্রহ্মসংহিতা ও শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত। রামানন্দের কাছে যে মত শুনিলাম, এই দুই গ্রন্থে তাহাই দেখিলাম। রামানন্দ এই দুই গ্রন্থ লিখাইয়া লইয়াছেন, আমি উহা আনিয়াছি লিখাইয়া লইব।

এইরূপে ব্রহ্মসংহিতা ও শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত ভারতবর্ষে প্রচারিত হইল। কৃষ্ণকর্ণামৃত গ্রন্থকার বিল্বমঙ্গল ঠাকুরের বিষয় এখন সকলে অবগত হইয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতের ন্যায় উপাদেয় গ্রন্থ জগতে দুর্ল্লভ। প্রভুর অবতারের পূর্ব্বে যে কয়েক খানি মহা গ্রন্থ প্রকাশিত হয়, তাহার মধ্যে কর্ণামৃত একখানি সর্ব্ব প্রধান। এই কয়েক খানি মহা গ্রন্থের নাম করিতেছি, যথা—জয়দেব, শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত, চণ্ডী দাস, বিদ্যাপতি, শ্রীভগবদ্গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, শকুন্তলা, ও রামানন্দ রায়ের জগন্নাথ বল্লভ নাটক।

শকুন্তলার নাম ইহার মধ্যে করিতাম না, কিন্তু যাঁহারা রসিক ভক্ত, তাঁহারা এই মহা নাটকেতে কেবল কৃষ্ণলীলা আস্বাদ করিয়া থাকেন।

পর দিবস প্রাতে সার্ব্বভৌম প্রভুকে লইয়া শ্রীজগন্নাথ দর্শন করাইয়া কাশী মিশ্রের আবাসে লইয়া গেলেন, সেখানে কাশীমিশ্র গললগ্নবাস হইয়া দাঁড়াইয়া আছেন। সে বাড়াটী সর্ব্ব প্রকারে মনোমত, বাড়ীতে কয়েক খানি ঘর, কাশী মিশ্র সমস্ত সংস্কার ও ধৌত করিয়া রাখিয়াছেন। প্রভু আগমন করিবা মাত্র কাশী মিশ্র চরণে পড়িলেন, পড়িয়া বলিলেন, প্রভু আমার এই গৃহ গ্রহণ করুন, আর সেই সঙ্গে আমাকেও গ্রহণ করিতে হইবে।

কাশী মিশ্র মহারাজের গুরু। যখন মহারাজা পুরীতে আগমন করেন, তখন কাশী মিশ্রকে ভোজন, তাঁহার পদ সেবা ও তাঁহাকে নিদ্রিত করাইয়া, আপনি ভোজন ও আরাম করেন।

কাশী মিশ্র প্রভুর চরণে পড়িলে, সার্ব্বভৌম তাঁহার পরিচয় দিয়া দিলেন। বলিলেন, "মহারাজ তোমার থাকিবার নিমিত্ত এই বাসা সাব্যস্ত করিয়া দিয়াছেন। তোমার যোগ্য বাসা সন্দেহ নাই। এখন ইহা আপনি গ্রহণ করেন, ইহা কাশী মিশ্রের ও আমাদের সকলের ইচ্ছা।"

প্রভু কাশী মিশ্রকে উঠাইয়া আলিঙ্গন করিলেন, করিয়া বলিলেন, এ দেহ তোমাদের, তোমরা যাহা বল সেই আমার কর্ত্তব্য।

কাশী মিশ্র প্রভুর আলিঙ্গন পাইবা মাত্র বিহ্বল হইলেন। দেখি-

লেন, প্রভু শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী। কাশী মিশ্র চির দিনের নিমিত্ত প্রভুর হইলেন। যথা চরিতামৃতে—

কাশী মিশ্র আসি পড়ে প্রভুর চরণে।
গৃহ সহিত আত্ম তারে কৈল নিবেদনে॥
প্রভু চতুর্ভুজ মূর্ত্তি তারে দেখাইলা।
আত্মসাৎ করি তারে আলিঙ্গন কৈল॥

প্রভু আপনার বাসা দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলেন। কাশী মিশ্র বহির্বাটিতে পীড়ায় দিব্যাসনে যত্নপূর্ব্বক তাঁহাকে বসাইলেন। প্রভুর দক্ষিণ পার্শ্বে সার্ব্বভৌম বসিলেন। তখন পূর্ব্ব দিনের কথা অনুসারে শ্রীনীলাচলবাসী ভক্তগণ এবং জগন্নাথ-সেবকগণ প্রভুর সহিত মিলিত হইতে আইলেন।

তাঁহারা জনে জনে প্রভুকে প্রণাম করিতে লাগিলেন। ইহাতে প্রভু হাহাকার করিয়া উঠিলেন। শাস্ত্রের নিয়মানুসারে সন্ন্যাসী সকলেরই প্রণম্য। সন্ন্যাসীর কাহাকেও প্রণাম করিতে নাই, কাজেই প্রভু উঠিয়া জনে জনে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন। যিনি যখন প্রণাম করিতেছেন, সার্ব্বভৌম দক্ষিণে দাঁড়াইয়া অমনি তাঁহার পরিচয় করিয়া দিতেছেন। বলিতেছেন, ইনি পরীক্ষা মহাপাত্র, এই শ্রীমন্দিরের কর্ত্তা। ইনি জনার্দ্দন মহাপাত্র, শ্রীজগন্নাথের অন্তরঙ্গ সেবা করিয়া থাকেন। ইনি কৃষ্ণদাস, ইহাঁর কার্য্য স্বুবর্ণ বেত্র ধরিয়া শ্রীজগন্নাথের প্রহরীর কার্য্য করা। ইনি শিখি মাইতি, ইনি কায়স্থ ও লিখনাধিকারী, আর ইহাঁর এই দুই ভ্রাতা মুরারি ও মাধবী। ইনি মহাশয় দাস, রন্ধন শালার কর্ত্তা। ইনি প্রদ্যুম্ন মিশ্র, পরম বৈষ্ণব। ইনি প্রহরিরাজ মহাপাত্র, ভাগবতোত্তম।

সার্ব্বভৌম এইরূপ শ্রীজগন্নাথের যত প্রধান প্রধান সেবক তাঁহাদিগকে প্রভুর সহিত মিলন করিয়া দিতেছেন। এমন সময় মহারাজার ব্রাহ্মণ মন্ত্রী চন্দনেশ্বর, মুরারি, ও হংসেশ্বর এই তিন জন আসিয়া উপস্থিত। যদিও ইহাঁরা রাজপাত্র, তথাপি ইহাঁরা মহাভক্ত। ইহাঁরা আসিয়া প্রভুকে প্রণাম করিলে, সার্ব্বভৌম তাঁহাদিগের পরিচয় করাইয়া দিলেন।

এমন সময় চারি পুত্রের সহিত ভবানন্দ রায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ভবানন্দ ও তাঁহার পুত্রগণ প্রভুকে প্রণাম করিলে, সার্ব্বভৌম পরিচয় দিয়া

বলিতেছেন, ইনি ভবানন্দ রায়, রামানন্দ রায় ইঁহার প্রথম পুত্র, আর এই চারি জন রামানন্দ রায়ের ভ্রাতা। এই কথা শুনিয়া প্রভু মহা আনন্দিত হইয়া, বৃদ্ধ ভবানন্দ রায়কে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন। বলিতেছেন, তুমি রামানন্দের পিতা? তোমার মত ভাগ্যবান আর ত্রিজগতে নাই। রামানন্দ যাঁহার পুত্র তাঁহার আর অভাব কি? ভবানন্দ রায় তখন করযোড়ে বলিলেন, আমি শূদ্র, বিষয়ী, অধম। আমাকে যে তুমি স্পর্শ কর, ইহা কেবল তুমি শ্রীভগবান বলিয়া। তোমার কাছে ছোট বড় সমান।

নিজ গৃহ বিত্ত ভৃত্য পঞ্চ পুত্র সনে।
আত্ম সঁপিলাম আমি তোমার চরণে॥
এই বাণীনাথ রবে তোমার চরণে।
যবে যে আজ্ঞা তাহা করিবে সেবনে॥—চরিতামৃত।

এইরূপে ভবানন্দ রায় আপন পুত্র বাণীনাথ পট্টনায়ককে প্রভুর ওখানে রাখিলেন। তাঁহার কার্য্য হইল ইঙ্গিত বুঝিয়া প্রভুর সেবা করা।

প্রভু প্রত্যাগমন করিয়াছেন, এই সংবাদ নবদ্বীপে পাঠাইবার নিমিত্ত ভক্তগণ বড় ব্যস্ত হইলেন। কিন্তু বিনানুমতিতে কিছু করিতে পারেন না। তাহাই শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে জানাইলেন যে, শচী মা ও ভক্তগণ বড় ব্যস্ত আছেন। তাঁহার প্রত্যাবর্ত্তন সংবাদ পাইলে নবদ্বীপবাসীগণ সজীব হইবেন। অতএব "প্রভু আজ্ঞা করুন, নবদ্বীপে তোমার আগমন সংবাদ পাঠাই।" প্রভু "পাঠাও" বলিলেন না। বলিলেন, তোমাদের যাহা অভিরুচি, তাহাই কর। প্রভু দুই বৎসর পূর্ব্বে নীলাচল পরিত্যাগ করিয়া দক্ষিণে গমন করেন এবং আবার একাদশ মাস পরে নীলাচলে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। এই সংবাদ লোকে চৈত্র মাসে শ্রীনবদ্বীপে আনিল।

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, প্রভু ইচ্ছা করিয়া অলৌকিক কোন কার্য্য করিতেন না। কিন্তু তবুও এইরূপ অলৌকিক কার্য্য অনবরত যেন আপনাপনি তাঁহার সহিত বিচরণ করিত। প্রভু যে মাত্র নীলাচলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, অমনি সেই মুহূর্ত্তে ভারতবর্ষের নানাস্থান হইতে তাঁহার এই লীলার সহকারীগণ বিনা সংবাদে নীলাচল মুখে ছুটিলেন। প্রভু শীতের শেষ মাসে নীলাচলে আসিলেন, আর দুই চারি সপ্তাহের মধ্যে তাঁহার চির সঙ্গীগণ, আপনি আপনি তাঁহার চরণের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিলেন।

পূর্ব্বে কয়েক স্থানে বলিয়াছি যে, এই গৌর অবতারে "পাত্র" কেবল সাড়ে তিন জন। অর্থাৎ স্বরূপ দামোদর, রামানন্দ রায়, শিখি মাহাতি ও মাধবী দাসী। শিখি মাহাতি ও মাধবীর কথা এই মাত্র উপরে বলিলাম। রামানন্দের কথা শুনিয়াছেন। স্বরূপ দামোদরের কথাও বারম্বার পূর্ব্বে বলিয়াছি। এই স্বরূপ দামোদর এখন নীলাচলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

পুরুষোত্তম আচার্য্য শ্রীনবদ্বীপে বাস করেন। প্রভু প্রকাশ পাইলেই তাঁহার চরণে আত্ম সমর্পণ করিলেন। কিন্তু সে গোপনে। তিনি যে প্রভুর এক জন, কি বিশেষ এক জন, তাহা কেহ জানিতে পারিলেন না। সে কেবল তিনি জানিতেন, আর প্রভু জানিতেন। শ্রীপ্রভুর লীলাঘটিত যত গুলি গ্রন্থ আছে, তাহাতে ছোট বড় শত শত ভক্তের নাম উল্লেখ করা আছে। কিন্তু পুরুষোত্তম আচার্য্যের নাম কোথায়ও পাওয়া যায় না। শ্রীমহাপ্রভুর অবতারের পরে লক্ষ মহাজনের পদ সৃষ্টি হইয়াছে, ইহার মধ্যে কেবল একটীতে পুরুষোত্তমের নাম পাইয়াছি। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থকার শ্রীপুরুষোত্তম আচার্য্য অর্থাৎ স্বরূপ দামোদর সম্বন্ধে এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন—

পুরুষোত্তম আচার্য্য নাম পূর্ব্বাশ্রমে।
নবদ্বীপে ছিলা তিহ প্রভুর চরণে॥
প্রভুর সন্ন্যাস দেখি উন্মত্ত হইয়া।
সন্ন্যাস গ্রহণ কৈল বারাণসী গিয়া॥
গুরু ঠাঁঞি আজ্ঞা মাগি আইল নীলাচলে।
রাত্রি দিনে কৃষ্ণ প্রেম আনন্দ বিহ্বলে॥
পাণ্ডিত্যের অবধি বাক্য নাহি কার সনে।
নির্জ্জনে রহয়ে লোক সবা নাহি জানে॥
কৃষ্ণরসতত্ত্ববেত্তা দেহ প্রেমরূপ।
সাক্ষাৎ মহাপ্রভুর দ্বিতীয় স্বরূপ॥
গ্রন্থ শ্লোক গীত কেহ প্রভু পাশে আনে।
স্বরূপ পরীক্ষা কৈলে প্রভু তাহা শুনে॥
ভক্তি সিদ্ধান্ত বিরুদ্ধ আর রসাভাস।
শুনিলে না হয় প্রভুর চিত্তের উল্লাস॥

অতএব সরূপ গোসাঞি করেন পরীক্ষণ।
শুদ্ধ হয় যদি প্রভুরে করান শ্রবণ॥
সঙ্গীতে গন্ধর্ব্ব সম, শাস্ত্রে বৃহস্পতি।
দামোদর সম আর নাহি মহামতি॥

পুরুষোত্তম আচার্য্য শ্রীনবদ্বীপে গোপনে বাস করেন। অন্তরঙ্গ সেবা করেন, রস লইয়া থাকেন, হৈ চৈ হইতে দূরে পলায়ন করেন, সুতরাং তাঁহার মাহাত্ম্য প্রভু ব্যতীত আর প্রায় কেহ জানিতেন না। পুরুষোত্তম প্রভুর "দ্বিতীয় স্বরূপ।" প্রভু যখন সন্ন্যাস করিলেন, তখন প্রভুর উপর রাগ করিয়া, তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া, যেখানে প্রভুর নাম পর্য্যন্ত নাই, যেখানে সাধুগণ ভক্তি-ধর্ম্মের বিরোধী, সেই বারাণসী নগরে পলায়ন করিলেন, করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন। সেখানে তাঁহার নাম হইল সরূপ দামোদর। এই সরূপ প্রভুকে পূর্ণব্রহ্ম সনাতন বলিয়া জানিতেন, শুধু জানিতেন তাহা নহে, প্রভুর তত্ত্ব তিনিই প্রথম তাঁহার গ্রন্থে প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু প্রেমের শক্তি দেখুন, অকৈতব প্রেমের সূক্ষ্ম গতি অনুভব করুন। পুরুষোত্তম প্রভুকে পূর্ণব্রহ্ম জানিতেন, অথচ তাঁহার উপর রাগ করিয়া, তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন! অতএব শ্রীকৃষ্ণের উপর যে রাধার প্রেমজনিত মান উহা অসম্ভব নয়, তাহাই সরূপ নিজ কার্য্য দ্বারা দেখাইলেন।

এই সরূপ চির দিন নীলাচলে প্রভুর সহিত বাস করিয়াছিলেন। শয়নে জাগরণে, সুখে দুঃখে, প্রভুর সহিত থাকিতেন।

এই সরূপ, দাসরূপে প্রভুর সেবা করিতেন, সখারূপে তাঁহার সুখ দুঃখের ভাগী হইতেন, মাতারূপে তাঁহাকে পালন করিতেন। প্রভুকে যত্ন করিয়া আহার করাইতেন, শয্যায় শয়ন করাইতেন, ও নানারূপে রক্ষা করিতেন। প্রত্যেক মুহূর্ত্ত সেবার নিমিত্ত সরূপের প্রয়োজন হইত, আর প্রত্যেক মুহূর্ত্ত তাঁহাকে পাওয়া যাইত। প্রভু শয্যায় যাইতেছেন না, রজনী অধিক হইতেছে, প্রভু নাম জপ করিতেছেন, কৃষ্ণ নাম গ্রহণরূপ সুখ হইতে বঞ্চিত হইয়া নিদ্রা যাইবেন না। কিন্তু শরীর অতি দুর্ব্বল, একটু নিদ্রা না গেলে শরীর থাকিবে না, ইহাই ভাবিয়া সরূপ নানারূপ সাধ্য সাধনা করিতেছেন। বলিতেছেন, "প্রভু শয়নে চলুন, অধিক রজনী হইয়াছে।" শ্রীনবদ্বীপে শচী তাঁহার নিমাইকে ঐ

সেবা করিতেন। প্রভু যাইবেন না, সরূপও ছাড়িবেন না। তখন প্রভু সরূপকে খোসামোদ আরম্ভ করিলেন। বলিতেছেন, "সরূপ! একটু অপেক্ষা কর, আমি এখনি যাইতেছি।" কি, "স্বরূপ! রাত্রি ত অধিক হয় নাই, আমাকে আর একটু কৃষ্ণ নাম করিতে দাও, তোমাকে মিনতি করি।" কি, "সরূপ! আমার নিদ্রা আসিতেছে না, শয়ন করিয়া কি করিব?" কি, একেবারে ভাবে বিহ্বল হইয়া বলিতেছেন "সরূপ! আমি শয়ন করিব কিরূপে? কৃষ্ণ এখনি আসিবেন, আমি তাই তাঁহাকে অপেক্ষা করিয়া জাগিয়া আছি।"

প্রভু যাহাই বলুন, সরূপের হাত এড়াইতে পারিলেন না। কোন প্রকারে সরূপ প্রভুকে শয্যায় লইয়া গেলেন, প্রভু শয়ন করিলেন। সরূপ প্রদীপ নির্ব্বাণ করিয়া, দ্বার দিয়া বাহিরে দাঁড়াইয়া থাকিলেন, থাকিয়া প্রভু কি করেন তাহাই জানিবার নিমিত্ত কাণ পাতিয়া থাকিলেন। দেখেন যে প্রভু, তিনি চলিয়া গিয়াছেন ভাবিয়া, আবার চুপে চুপে নাম জপ করিতেছেন। তখন সরূপ আবার গৃহে প্রবেশ করিলেন, আর প্রভু দেখিলেন যে ধরা পড়িয়াছেন, অমনি ভয়ে তাঁহার মুখ শুখাইয়া গেল। সরূপ বলিতেছেন, "প্রভু, ভক্তগণকে দুঃখ দিতে তোমার একটু কষ্ট হয় না? ভাল, তোমার যেন নিদ্রা নাই, কি কৃষ্ণ নাম গ্রহণরূপ সুখ ত্যাগ করিয়া নিদ্রা যাইতে ইচ্ছা নাই; কিন্তু আমরা ত সামান্য জীব? আমাদের ত দেহ ধর্ম্ম আছে? আমরা একটু নিদ্রা না গেলে বাঁচিব কিরূপে?"

প্রভু অতিশয় লজ্জা পাইয়া বলিতেছেন, "সরূপ! ক্ষমা দাও, আমি এখনি. নিদ্রা যাইতেছি।" প্রভু ও সরূপে এইরূপ নিতি নিতি কাণ্ড হয়।

প্রভু কৃষ্ণ বিরহে কি মিলনে, যে ভাবে বিভাবিত হয়েন, তাহা সরূপের গলা ধরিয়া কান্দিয়া বলেন।

প্রভু কৃষ্ণ বিরহে রাই উন্মাদিনী ভাবে বিভাবিত হইলেন। অমনি সরূপ তাঁহার নিকট ললিতা রূপে প্রকাশ পাইলেন। প্রভু সরূপকে ললিতা বলিয়া সম্বোধন করিতে লাগিলেন। প্রভু সরূপের গলা ধরিয়া মন উঘাড়িয়া মনের বেদনা বলিতেছেন, আর সরূপও তখন সেই ভাবে বিভাবিত হইয়া সেই রস আস্বাদন করিতেছেন।

প্রভু যখন রাধারূপে কৃষ্ণ দর্শনে বৃন্দাবনে যাইতেছেন, সরূপ তখন

ললিতা-রূপে তাঁহার সঙ্গে যাইতেছেন। প্রভু যখন কৃষ্ণ বিরহে মূর্চ্ছিত হইতেছেন, সরূপ তখন কর্ণে কৃষ্ণ নাম শুনাইয়া প্রভুর চেতন করাইতে-ছেন। প্রভুর চিত্ত ও সরূপের চিত্ত এক হইয়া গিয়াছে। প্রভু যে ভাবে বিভাবিত হইলেন, সরূপ অমনি আপনা আপনি, সেই ভাবে বিভাবিত হইলেন। প্রভুর বিরহ ভাব উপস্থিত, সরূপ অমনি আপনা আপনি বিরহের পদ গাইয়া প্রভুকে শান্ত করিতে লাগিলেন। এই নিমিত্ত তিনি প্রভুর "দ্বিতীয় স্বরূপ" নামে অভিহিত হন।

প্রভু ও সরূপ দুই জনে হাত ধরা ধরি করিয়া, এক চিত্ত হইয়া, প্রেমের যে নিবিড় মালঞ্চ তাহাতে দিব্য চক্ষে দ্বাদশ বর্ষ বিচরণ করি-য়াছিলেন। চন্দ্রোদয় নাটক সরূপকে এইরূপ বর্ণনা করিতেছেন—

অহো রস, ফলবান কৃষ্ণ ভগবান।
তার রসাচার্য্য ভাব হইতে মূর্ত্তিমান॥
সন্ন্যাসীর বেশ বহু প্রকাশ করিয়া।
অবতীর্ণ হৈল লোক কৃপা যুক্ত হইয়া॥
সর্ব্বলোক দামোদর সরূপ বলেন।
প্রেম হইতে অপৃথক তাঁহারে মানেন॥

প্রভু গদ গদ হইয়া কৃষ্ণের রূপ বর্ণনা করিতেছেন, সরূপ শ্রবণ করিতেছেন। প্রভু, কৃষ্ণের প্রতি তাঁহার কত ভালবাসা, তাহা বর্ণনা করিতেছেন, সরূপ শ্রবণ করিতেছেন। সে গোলোকের ভাষা, সে গোলোকের কণ্ঠস্বর, সে গোলোকের ভাব, সে গোলোকের অঙ্গ প্রত্য-ঙ্গের ভঙ্গি, সেই দুর্লভ সুধা, যাহা চিরদিন জীবের নিকট গুপ্ত ছিল, তাহা ভোগ করিবার প্রধান অধিকারী সরূপ।

প্রভু দ্বাদশ বর্ষ, গোপনে, এই সমুদায় ব্রজের রস নিঙ্গড়াইয়া সুধা বাহির করিলেন। সরূপ শুনিলেন, আর সেখানেই উহা শেষ হইয়া যাইত। কিন্তু তাহা হইলে প্রভুর অবতার বৃথা হইয়া যাইত। সুতরাং সরূপ সেই সুধা পাত্রে ধরিলেন, আর জীবের জন্য উহা চির দিনের নিমিত্ত সঞ্চিত করিয়া রাখিলেন।

এই সুধা কি, না ব্রজের নিগূঢ় রস। এই রস বাহির করিতে আমাদের প্রভুর ন্যায় বস্তুর দ্বাদশ বর্ষ লাগিয়াছিল। এই রসের চর্চ্চা জনতার মধ্যে হইত না। তাই প্রভু আপনার কুটীরে, রজনীতে,

সরূপের গলা ধরিয়া উহা উদ্গীরণ করিলেন। সরূপ এই সমুদায় ভাব তাঁহার কড়চায় লিখিয়া রাখিলেন, আর সঙ্গীত দ্বারা উহার জীবন্ত আকার দিলেন।

সরূপ সঙ্গীতে গন্ধর্ব্ব সম। এখন যে উন্মাদকারী কীর্ত্তনের সুর শুনা যায়, সরূপ, প্রভুর কৃপা পাইয়া, তাহা সৃষ্টি করেন। শুধু সুর নয়, তালও বটে। এইরূপে দশ সহস্র মহাজনের পদের সৃষ্টি হইল।

সরূপ যদি প্রভুর সহিত এই দ্বাদশ বর্ষ বাস না করিতেন, তবে প্রভু যে এত দিন কি করিয়াছিলেন, কেহ তাহা জানিতে পারিত না।

সরূপ রাগ করিয়া কাশীতে চৈতন্যানন্দ গুরুর নিকট সন্ন্যাস লইলেন। গুরু বলিলেন, বেদ পড়, কিন্তু সরূপের বেদ পড়িতে ব'য়ে যাইতেছে। তিনি গোপনে গৌররূপ ধ্যান করেন, আর রোদন করেন, শেষে আর থাকিতে পারিলেন না। শুনিয়াছেন প্রভু নবদ্বীপ ত্যাগ করিয়া নীলাচলে গিয়াছেন, আর তাঁহার তল্লাসের নিমিত্ত কাশী হইতে নীলাচলে ছুটিলেন। নীলাচলে আসিয়া শুনিলেন, প্রভু কয়েক দিন মাত্র দক্ষিণ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। প্রভু কাশী মিশ্রের আলয়ে ভক্তগণ লইয়া বসিয়া নাম জপ করিতেছেন। এমন সময় সরূপ আইলেন। আসিয়া প্রভুর দ্বারের আগে দাঁড়াইলেন। গোপীনাথ তাঁহাকে দেখিয়া, ত্বরিত প্রভুর নিকট গমন করিলেন, করিয়া সংবাদ দিলেন। বলিলেন, শ্রীনবদ্বীপের পুরুষোত্তম আচার্য্য এখন অবধূত বেশে, আপনাকে দর্শন করিবার নিমিত্ত দ্বারে দাঁড়াইয়া।

প্রভুর চন্দ্রবদন আনন্দে প্রফুল্ল হইল। তাঁহাকে আনয়ন কর, না বলিয়া আপনিই অগ্রবর্ত্তী হইয়া তাঁহাকে আনিতে চলিলেন!

উভয়ে যখন গৃহস্থ ছিলেন, তখন উভয়ের মধ্যে প্রীতির সৃষ্টি। এখন উভয়ে সন্ন্যাসী, মুখামুখি হইয়া দাঁড়াইলেন। উভয়ের নয়নে নয়ন মিলিত হইল।

সরূপের বুক দুর্ দুর্ করিতেছে, তবু কষ্টে শ্রেষ্টে এই শ্লোকটী পাঠ করিয়া চরণে পড়িতে গেলেন। যথা—

হেলোদ্ধূলিতখেদয়া বিশদয়া প্রোন্মীলদ্দামোদয়া,
সম্যচ্ছাস্ত্রবিবাদয়া রসদয়া চিত্তার্পিতোন্মাদয়া।

শশ্বদ্ভক্তি বিনোদয়া সমদয়া মাধুর্য্যমর্য্যাদয়া,
শ্রীচৈতন্যদয়ানিধে তব দয়া ভূয়াদমন্দোদয়া ॥—চন্দ্রোদয় নাটক।

শ্রীচৈতন্য দয়া নিধি, তব দয়া সাধ্য বিধি,
মোরে হও আনন্দ উদয়া ॥
মাধুর্য্য মর্য্যাদা যেই, তাহাতে লক্ষিতা সেই,
সে মাধুর্য্য মর্য্যাদা বিশদা।
খেদকে কাঁপায় হেলে, রস দেই সর্ব্বকালে,
আমোদ উন্মীলে তাহে সদা ॥
যাহা হতে চিত্তোন্মাদ, সাম্য শাস্ত্রে করে বাদ,
মাধুর্য্য মর্য্যাদা মতা অতি।
নিরন্তর অতিশয়, ভক্তির বিনোদ হয়,
শ্রীকৃষ্ণ চরণে দেই রতি ॥
হেন দয়া মোরে কর, এত বলি দামোদর,
প্রভুর নিকটে চলি যায় ॥

সরূপ চরণে পড়িতে গেলে প্রভু তাঁহাকে দুই বাহু দ্বারা ধরিলেন। আর দুই জনে এলাইয়া পড়িলেন। উভয়ে উভয়কে ভুজলতায় বন্ধন করিয়া, অচেতন হইয়া মৃত্তিকায় পড়িয়া গেলেন!

ভক্তগণ স্থির নয়নে দেখিতেছেন। অনেকক্ষণ পরে উভয়ের চেতন হইল, ও উভয়ে উঠিয়া বসিলেন। তখন সেখানে বসিয়াই কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল। প্রভু বলিতেছেন, "তুমি যে আসিবে তাহা কল্য আমি স্বপ্নে দেখিয়াছি। আসিয়া বড় ভাল করিয়াছ। তোমা বিনা আমি অন্ধ ছিলাম, এখন আমি দুই চক্ষু পাইলাম।"

সরূপ বলিতেছেন, "প্রভু, আমি আপনি আসি নাই। তোমার কৃপা পাশে আমাকে বান্ধিয়া আনিয়াছ। আমি অতি অধম, তাই তোমাকে ছাড়িয়া দূর দেশে গিয়াছিলাম। তোমার চরণে যদি লেশ মাত্র প্রেম থাকিত তবে আমি আর যাইতে পারিতাম না।" সরূপ তখন শ্রীনিত্যানন্দকে ও পরমানন্দ পুরীকে প্রণাম করিলেন ও অন্যান্য ভক্তগণের সহিত যথাযোগ্য সম্ভাষণ করিলেন। প্রভু সরূপকে একখানি ঘর ও তাঁহার সেবার নিমিত্ত এক জন কিঙ্কর দিলেন।

এই যে পরমানন্দ পুরীর কথা বলিলাম, ইহাঁর মাহাত্ম্যের কথা কি বলিব, ইহাঁতে প্রভুর দাদা বিশ্বরূপের শক্তি ছিল! ইনি ত্রিহুত নিবাসী, মাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য, অতএব ঈশ্বরপুরীর পরমার্থ ভাই, আর তাঁহার কৃষ্ণ-প্রেমের অংশী। দেখিতে পরম সুন্দর, প্রকৃতি অতি মধুর, ভারতবিখ্যাত সুখ্যাতি। প্রভুর সহিত সাক্ষাৎ পরিচয় নাই। কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গের নাম শুনিয়াছেন যদিও তখন দেশে মুসলমান ও হিন্দু যুদ্ধে ছারে খারে যাইতেছে ও উহাতে সমস্ত রাজপথ একেবারে বন্ধ হইয়া গিয়াছিল, তবু শ্রীগৌরাঙ্গের কথা তখন সমস্ত ভারত প্রচার হইতেছে। পরমানন্দপুরী প্রভুর কথা শুনিবা মাত্র তাঁহাতে আকৃষ্ট হইলেন। শুনিলেন যে শ্রীগৌরাঙ্গের যে কৃষ্ণ-প্রেম তাহার এক কণা তাঁহার গুরু মাধবেন্দ্রপুরীর ছিল না। তাঁহার যেরূপ প্রেম তাহা জীবে সম্ভবে না, আর শুনিলেন যে শ্রীগৌরাঙ্গ স্বয়ং—তিনি। শ্রীগৌরাঙ্গ যে স্বয়ং তিনি, পরমানন্দ ইহা কতক বিশ্বাস করিলেন। আবার তাঁহার সমুদায় কাণ্ড শুনিয়া তাঁহাতে এত আকৃষ্ট হইলেন যে তাঁহাকে খুজিতে বাহির হইলেন। শুনিলেন তিনি দক্ষিণ দেশে গিয়াছেন। তাই তীর্থ ভ্রমণ ছল করিয়া দক্ষিণ দেশে গমন করিলেন সেখানে শুনিলেন প্রভু উত্তরাভিমুখে গমন করিয়াছেন। তখন আবার উত্তরে আসিতে লাগিলেন। শেষে সাব্যস্ত করিলেন যে, শ্রীগৌরাঙ্গ যেখানে থাকুন সম্ভবতঃ শ্রীনবদ্বীপে গমন করিলে তাঁহার ঠিকানা জানিতে পারিবেন, ইহাই ভাবিয়া একেবারে নবদ্বীপ আইলেন। নবদ্বীপে কেন, একেবারে শ্রীশচীর মন্দিরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শচীর তখন যত কুটুম্বিতা তাহা সন্ন্যাসীর সঙ্গে। সন্ন্যাসী মাত্রে আদর করেন। আর সন্ন্যাসীকে তাঁহার ভয় নাই, তাঁহাদের যাহা করিবার তাহা করিয়াছেন। তাঁহাদের নিকট কোন সংবাদ পান না। তখন নিমাইকে তল্লাস করিতে তাঁহাদিগকে অনুরোধ করেন, আর বলেন যদি তাঁহার সহিত দেখা হয়, তবে আমাদের দুর্দ্দশার কথা বলিবে, আর একবার আমাকে দেখা দিয়া যাইতে বলিবে।

পরমানন্দপুরীকে দেখিয়া শচীর বোধ হইল যে বিশ্বরূপ আসিয়াছেন। ফল কথা, শচী তখনও জানেন না যে বিশ্বরূপ অদর্শন হইয়াছেন। পুরী ভাবিলেন শচীর নিকট শ্রীগৌরাঙ্গের সংবাদ পাইবেন, শচী ভাবিলেন পুরীর নিকট নিমাইয়ের সংবাদ পাইবেন। কিন্তু উভয়ের আশা ভঙ্গ হইল। তং

পূর্ব্বে বলিয়াছি, প্রভুর লীলার মধ্যে পদে পদে অলৌকিক ঘটনা উপস্থিত হইত। পরমানন্দ পুরী শচীর বাটী আইলেন। শচী ও তিনি প্রভুর সংবাদ না পাইয়া দুঃখিত হইয়া বসিয়া আছেন, এমন সময় শ্রীনিত্যানন্দ প্রেরিত লোক নীলাচল হইতে সংবাদ আনিলেন যে, প্রভু শ্রীক্ষেত্রে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন।

ঐ সংবাদে শ্রীনবদ্বীপে আনন্দ কলরব' হইল। সকলেই নীলাচলে প্রভুকে দর্শন করিতে সাজিলেন। ভক্তগণের মধ্যে গমনোপযোগী আয়োজন হইতে লাগিল। কিন্তু পরমানন্দপুরীর দেরি সহিল না, তিনি কমলা কান্ত নামক প্রভুর জনৈক ব্রাহ্মণ ভক্তকে সঙ্গে করিয়া, শচীর নিকট বিদায় হইয়া, নীলাচল মুখো দৌড়িলেন।

শ্রীক্ষেত্রে ভক্তগণ জগন্নাথ দর্শনের নিমিত্ত গমন করেন। কিন্তু ভক্তোত্তম পরমানন্দ, শ্রীক্ষেত্রে, শ্রীগৌরাঙ্গকে দর্শন করিতে চলিলেন। শ্রীক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া প্রভুকে তল্লাস করিতে করিতে শ্রীজগন্নাথ মন্দির তাঁহার দৃষ্টি গোচর হইল। তখন শ্রীজগন্নাথকে মনে পড়িল। ইহাতে পুরী অনুতাপানলে দগ্ধ হইলেন। ভাবিতেছেন, এ আমি কি করিলাম? ভক্তগণের ঠাকুর জীবন্ত সামগ্রী। পুরী ভাবিতেছেন, শ্রীক্ষেত্রে আসিয়া অগ্রে শ্রীজগন্নাথকে দর্শন না করিয়া এ কি কুকার্য্য করিলেন? শ্রীজগন্নাথকে অবমাননা করিলেন? তখন করযোড়ে শ্রীমন্দিরের দিকে ফিরিয়া বলিতেছেন, যথা চন্দ্রোদয় নাটকে,—

আগে না দেখিয়া প্রভু তোমার চরণ।
গৌরচন্দ্র দেখিবারে করি অন্বেষণ॥
ইথে মোর যদ্যাপি হইল অপরাধ।
তাহা ক্ষমি জগন্নাথ করিবে প্রসাদ॥
তুমি সে সর্ব্বজ্ঞ জান সবার অন্তর।
মোর উৎকণ্ঠার কথা তোমার গোচর॥
উৎকণ্ঠাতে লয়ে যায় কি করিব আমি।
ইহা জানি মোর অপরাধ ক্ষম তুমি॥

মন্দির পানে চাহিয়া শ্রীজগন্নাথকে নিবেদন করিতেছেন, এমন সময় দেখিলেন মন্দিরের নিকট জনতা হইয়াছে। ইহাতে আপনাপনি একটু অগ্রবর্ত্তী হইলেন। আবার দেখিলেন, সম্মুখে লোক সমূহ, আর মধ্যস্থানে

একটী সন্ন্যাসী বসিয়া। সন্ন্যাসী অতিশয় দীর্ঘাঙ্গ বলিয়া সবার উপরে তাঁহার মস্তক দেখা যাইতেছে।

দেখিলেন, সমুদয় লোকের দৃষ্টি এই সন্ন্যাসীর উপর রহিয়াছে। দেখিলেন, সন্ন্যাসীর অঙ্গের বর্ণ বিমল হেমের ন্যায় উজ্জ্বল। আর একটু নিকট হইয়া দেখিতেছেন, সন্ন্যাসীটী অল্প বয়স্ক। আর দেখিলেন যে, তাঁহার অতুলনীয় রূপ। শুনিয়াছেন, শ্রীগৌরাঙ্গের রূপ অমানুষিক, তাই যুবক সন্ন্যাসীটীকে দেখিয়া ভাবিতেছেন, ইনিই শ্রীগৌরাঙ্গ তাহার সন্দেহ নাই।

পুরী গোসাঞি, প্রভুকে কিরূপ দেখিতেছেন তাহা চন্দ্রোদয় নাটক এইরূপ বর্ণন করিয়াছেন—

দেখিলেন মহাপ্রভু ভক্তগণ সঙ্গে।
জগন্নাথ দেখি বসিয়াছেন অতি রঙ্গে॥
জগন্নাথ রূপ গুণ কহিতে কহিতে।
দুই নেত্রে অশ্রুধারা বহে শতে শতে॥
হেম মণি শিলা বিলাসিত বক্ষঃস্থল।
তাহা বাহিয়া পড়িছে আনন্দ অশ্রুজল॥
আপাদ মস্তক সব পুলকে বেষ্টিত।

পুরী গোসাঞি শ্রীগৌরাঙ্গ দর্শন করিবামাত্র তাঁহার মনের যে কিছু সন্দেহ ছিল তাহা গেল, তিনি বুঝিলেন যে এরূপ চিত্রাকর্ষণ, এরূপ রূপ ও লাবণ্য ধারণ, শ্রীভগবান ব্যতীত মনুষ্য করিতে পারে না। শ্রীগৌরাঙ্গের রূপ দেখিয়া পুরী গোসাঞির আনন্দজল পড়িতে লাগিল। যাঁহারা শ্রীভগবানের কৃপা পাত্র, তাঁহারা দর্শন সুখ অপেক্ষা আর অধিক কোন সুখ আছে তাহা জানেন না।

পুরী গোসাঞি অগ্রে দাঁড়াইলেন। মহাপুরুষ দেখিলেই লোকে চিনিতে পারে। লোকে বুঝিলেন যে, একটী মহাপুরুষ আসিয়াছেন। দেখিলেন, সন্ন্যাসীর প্রেমানন্দে বদন প্রফুল্ল হইয়াছে। তাঁহার সেবক কমলাকান্ত অমনি পরিচয় দিলেন যে, ইনি পরমানন্দপুরী। পরমানন্দপুরীর ভারত বিখ্যাত নাম, শুনিবামাত্র সকলে চিনিলেন। প্রভু গাত্রোত্থান করিলেন, করিয়া পুরী গোসাঞিকে যাইয়া প্রণাম করিলেন। পুরী গোসাঞি উহাতে ভয় পাইলেন, কিন্তু আপত্তি করিতে সাহস হইল না। প্রভু যদি প্রণাম করিলেন, পুরী তখন তাঁহাকে উঠাইয়া প্রেমে আলিঙ্গন করিলেন। প্রভু বলি-

লেন, গোসাঞি, শ্রীজগন্নাথের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া এখানে থাকুন। পুরী বলিলেন, আমার ইচ্ছা তোমার নিকট থাকি। তোমার তল্লাসে শ্রীনবদ্বীপে গিয়াছিলাম, সেখানে শচী জননী আমাকে ভিক্ষা দিলেন। সেখানে শুনিলাম তুমি নীলাচলে আসিয়াছ। এ কথা শুনিয়া জননী শচী ও অন্যান্য সকলে আনন্দে পরিপ্লুত হইয়াছেন। ভক্তগণ, সম্মুখে রথ যাত্রা উপলক্ষ করিয়া, তোমাকে দেখিতে আসিতেছেন। আমার তত বিলম্ব সহিল না, তাই অগ্রে আইলাম। এখন তোমার রূপ দর্শন করিয়া নয়ন শীতল হইল। যথা—

দেখিয়া তোমার রূপ নেত্র জুড়াইল।
তীর্থ যাত্রাদি মোর সফল হইল॥—চন্দ্রোদয়।

প্রভু তাঁহাকে নিজ বাসায় এক খানি ঘর দিলেন, ও সেবার নিমিত্ত এক জন কিঙ্কর দিলেন। তাহার অনতিবিলম্বে সরূপ আইলেন। যখন পুরী ও সরূপ আইলেন, তখন সার্ব্বভৌম এই শ্লোক পড়িলেন যে, যেখানে যত নদী থাকেন সমুদায় সাগরে গমন করিয়া থাকেন। পুরীকে সে দিবস জগদানন্দ ভিক্ষার নিমন্ত্রণ করিলেন।

তাহার পর গোবিন্দ আইলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ বসিয়া নাম জপ করিতেছেন, গোবিন্দ আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া করযোড়ে দাঁড়াইলেন। সার্ব্বভৌম জিজ্ঞাসা করিলেন, কে তুমি? তাহাতে গোবিন্দ বলিতেছেন, "আমি শূদ্রাধম শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর সেবক। তিনি যখন দেহ ত্যাগ করেন, তখন আমাকে আর তাঁহার অন্য সেবক কাশীশ্বরকে বলেন যে, তোমরা যাও, যাইয়া শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে সেবা করিবে। আর আমার পক্ষ হইতে তাঁহাকে বলিবে যে, "তিনি যখন গৃহাশ্রমে ছিলেন তখন আমি তাঁহার মধুর নটেন্দ্ররূপ দেখিয়াছি ও হৃদয়ে অঙ্কিত করিয়াছি। এখন তাঁহাকে দর্শন করিলে আর সেরূপ দেখিতে পাইব না, বরং আমার প্রাপ্ত ধন হারাইব, তাই তাঁহাকে দেখিতে যাই নাই। শ্রীপাদ পুরী গোসাঞীর আজ্ঞাক্রমে আমি শ্রীচরণে উপস্থিত হইলাম। এখন, প্রভু কৃপা করিয়া আমাকে স্থান দিতে আজ্ঞা হয়। কাশীশ্বর তীর্থ করিতে গিয়াছেন, করিয়া সত্বর আসিবেন।"

ঈশ্বরপুরীর সন্দেশ বাক্য শুনিয়া প্রভু অত্যন্ত মুগ্ধ হইলেন। বলিলেন, "আমার প্রতি তাঁহার যে বাৎসল্যপ্রেম তাহার অবধি নাই।" কিন্তু

পাঠক মহাশয়! একবার ঈশ্বরপুরী কি বস্তু অনুভব করুন। যে নিমাই শ্রীভগবান বলিয়া জগতে পূজিত, তাঁহার গুরু তিনি। পাছে তাঁহার হৃদয় হইতে গৌর-নটেন্দ্র রূপ কিছু মলিন হয়, এই ভয়ে, তাঁহার যে শিষ্য, যিনি জগতে শ্রীভগবান বলিয়া পূজিত, তাঁহাকে দেখিতে আইলেন না। সার্ব্বভৌম গোবিন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কায়স্থ, তুমি ঈশ্বরপুরী গোসাঞির কি কার্য্য করিতে?" গোবিন্দ বলিলেন, "সমুদায় কার্য্য করিতাম, এমন কি রন্ধন পর্য্যন্ত।" ইহাতে সার্ব্বভৌম পূর্ব্ব অভ্যাস বশতঃ একটু সাশ্চর্য্য হইয়া প্রভুকে বলিতেছেন, "পুরী, গোসাঞি সর্ব্ব শাস্ত্রজ্ঞ। তিনি কিরূপে শূদ্র সেবক রাখিলেন?"

এ কথার তাৎপর্য্য পরিগ্রহ করুন। জাতি বিচার হিন্দু ধর্ম্মের মজ্জাগত। সন্ন্যাসীদিগেরও শাস্ত্র মতে ব্রাহ্মণ ব্যতীত শূদ্র সেবক রাখিতে নাই।

প্রভু বলিলেন, যাঁহারা মহাজন তাঁহারা লোকের মাহাত্ম্য দেখিয়া বিচার করেন, জাতি দেখিয়া বিচার করেন না। সার্ব্বভৌম তখন বলিলেন, "তা বটে! বৈষ্ণবের কাছে এ সমুদায় ক্ষুদ্র বিধি আবার কি?"

সার্ব্বভৌম বলে প্রভু এই সুনিশ্চয়।
কৃষ্ণ বৈষ্ণবের চেষ্টা লৌকিক না হয়॥—চন্দ্রোদয়।

প্রভু গোবিন্দের কথায় কোন উত্তর না দিয়া সার্ব্বভৌমকে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন। বলিতেছেন, "ভট্টাচার্য্য, তুমি ইহার বিচার কর। যিনি গুরুকে সেবা করিয়াছেন তিনি পূজ্য, আমি তাঁহার সেবা কিরূপ লইব? আবার এ দিকে গুরুর আজ্ঞা। এখন আমি কি করি?" সার্ব্বভৌম বলিলেন, "গুরুর সাক্ষাৎ আজ্ঞা সর্ব্বাপেক্ষা বলবৎ। অতএব গোবিন্দকে গ্রহণ করা উচিত।"

তখন প্রভু উঠিয়া গোবিন্দকে আলিঙ্গন করিলেন। এই গোবিন্দ প্রভুর সেবক হইলেন। এই গোবিন্দ কথা কি বলিব? যেমন প্রভু তেমনি সেবক। নিজে উদাসীন, পরম ভক্ত, অন্যকে সেবা করা গোবিন্দের ধর্ম্ম। গোবিন্দ প্রভুকে কিরূপ সেবা করিয়াছিলেন তাহা ক্রমে বলিব। ত্রিভুবনে গোবিন্দ হইতে অধিক ভাগ্যবান আর নাই।

অগ্রে কাশীশ্বর, দক্ষিণে পুরী গোসাঞি, বামে ভারতী গোসাঞির, পশ্চাতে স্বরূপ ও গোবিন্দ, মধ্যস্থানে শ্রীগৌরাঙ্গ, এইরূপে প্রভু জগন্নাথ দর্শনে গমন করিতেন। সকলের কথা বলিলাম, এখন ভারতী ঠাকুরের আগমন বার্ত্তা বলি।

কেশব ভারতী প্রভুকে সন্ন্যাস মন্ত্র দেন। ব্রহ্মানন্দ ভারতী তাঁহার পরমার্থ ভাই। গোবিন্দের আগমনের পরেই নীলাচলে প্রভুকে দর্শন করিতে আসিয়াছেন। তাঁহার যেমন গৌরবর্ণ তেমনি প্রকাণ্ড দেহ, আবার সমস্ত ভারতবর্ষে তিনি পরম সাধু ও পণ্ডিত বলিয়া বিখ্যাত, কিন্তু তিনি ভক্ত নহেন শান্ত, অর্থাৎ নিরাকার ঈশ্বরকে ধ্যান করিয়া থাকেন। প্রভুকে কখন দর্শন করেন নাই, তাঁহার মহিমা শুনিয়া তাঁহাকে দর্শন করিতে আসিয়াছেন। মুকুন্দ প্রভুর দ্বার রক্ষা করিতেছেন, এমন সময় সেখানে আসিয়া আপনার পরিচয় দিয়া প্রভুকে দর্শন করিবেন এই অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। মুকুন্দ তখন শীঘ্র প্রভুর নিকট যাইয়া সংবাদ বলিলেন, "ব্রহ্মানন্দ ভরতী ঠাকুর আসিয়াছেন, তোমাকে দর্শন করিতে চাহেন।" প্রভু একটু মধুর হাস্য করিয়া বলিলেন, "তিনি গুরু, আমি তাঁহাকে দেখিতে যাইব, বিশেষতঃ তিনি শান্ত। এই যে বলিলেন, তিনি "শান্ত;" ইহাতে ইহাই ব্যক্ত করিলেন যে, তিনি অন্য জাতীয়, প্রভুর গণ নহেন। তখন শ্রীগৌরাঙ্গ ভক্তগণ সমভিব্যাহারে, দ্বারে যে ভারতী ঠাকুর দাঁড়াইয়া, তাঁহাকে আনিতে চলিলেন। ভারতী দেখিলেন প্রভু ভক্তগণ পরিবেষ্টিত হইয়া আসিতেছেন। তাঁহার নয়ন-ভৃঙ্গ প্রভুর শ্রীমুখ-পদ্ম প্রতি আকৃষ্ট হইল।

চতুর্দ্দিকে ভক্তগণ মাঝে বিশ্বম্ভর।
তারক বেষ্টিত যেন পূর্ণ শশধর॥
দূর হৈতে ব্রহ্মানন্দ প্রভুকে দেখিয়া।
কহিতে লাগিলা অতি বিস্ময় পাইয়া॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ইহোঁ জানিল নিশ্চয়।
যে অপূর্ব্ব শুনিয়াছি সেইরূপ হয়॥
কণক পরিঘ সম দীর্ঘ বাহুদ্বয়॥
স্ফুটতর কণক কেতকী কান্তি হয়।
নব দমনক মাল্য লাল্যমণি দ্যুতি॥
উদয় করিল গৌরচন্দ্র চারু গতি॥
এই মত ব্রহ্মানন্দ দেখে নেত্র ভরি।
তাহার নিকট আইলা গৌরাঙ্গ শ্রীহরি॥—চন্দ্রোদয় নাটক।

প্রভু প্রথমেই নাম শুনিয়া বলিয়াছেন, "ইনি শান্ত, ইহার নিকট আমি যাইব" তাহার পরে দেখেন ভারতী ঠাকুর চর্ম্মাম্বর পরিধান করিয়াছেন।

দেখিবা মাত্র প্রভু চটিয়া গেলেন। তখন মুকুন্দের দিকে চাহিয়া বলিতেছেন, "কৈ, ভারতী গোসাঞি কোথায়?" মুকুন্দ বলিলেন, "ঐ তোমার অগ্রে দাড়াইয়া।" প্রভু বলিলেন, "মুকুন্দ, তুমি অজ্ঞান। তুমি কাহাকে ভারতী বলিতেছ, উনি ভারতী গোসাঞি হইলে চর্ম্মাম্বর পরিবেন কেন?" যথা, প্রভু বলিতেছেন—

যদি হইতেন তিনি ভারতী গোসাঞি।
বাহ্য বেশ চর্ম্মাম্বর পরিতেম নাই॥
শ্রীকৃষ্ণ চরণ আশ্রয় যে সভাকার।
চর্ম্মাম্বর বাহ্য প্রতারণা নাহি তার॥—চন্দ্রোদয় নাটক।

এই কথা শুনিয়া ভাল মানুষ ভারতীর মুখ শুখাইয়া গেল। ভারতীর প্রভুর সহিত পাল্লাপাল্লি দিবার ইচ্ছা নাই। প্রভুকে আত্ম সমর্পণ করিতে আসিয়াছেন। পূর্ব্বেই প্রভুকে শ্রীভগবান বলিয়া অনেকটা বিশ্বাস হইয়াছিল, এখন দর্শন মাত্রে সে বিশ্বাস দৃঢ় হইয়াছে। অতএব প্রভু যখন মধুর ভর্ৎসনা করিলেন, তখন ভারতী কথায় কিছু বলিলেন না, তবে মুখের ভাবে বলিলেন, ক্ষমা কর, আমি এখনি চর্ম্মাম্বর ত্যাগ করিতেছি। প্রভু তখন পণ্ডিত দামোদরের দিকে চাহিলেন। দামোদর ইঙ্গিত বুঝিয়া একখানি নূতন বহির্ব্বাস আনিলেন। ভারতী উহা গ্রহণ করিয়া পরিধান করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন, "ঠিক! আমি এখন বুঝিলাম, আমি যে চর্ম্মাম্বর পরিতাম ইহা কেবল দম্ভের নিমিত্ত। চর্ম্মাম্বর পরিয়া ভবসাগর পার হওয়া যায় না।"

যে মাত্র ভারতী গোসাঞি বহির্ব্বাস পরিধান করিলেন, অমনি প্রভু আসিয়া তাঁহাকে অতি বিনীত ভাবে প্রণাম করিলেন।

কাপড়ের বহির্ব্বাস পরিবর্ত্তে চর্ম্মের বহির্ব্বাস, প্রভুর বাহ্য প্রতারণা বলিয়া সহ্য হয় নাই, কিন্তু এখন বাহ্য প্রতারণা ব্যতীত, তাঁহার ধর্ম্মের মধ্যে, আর কই কি আছে? মাঝে মাঝে দুই একটী বিমল বস্তু দর্শন হয় বটে, কিন্তু অধিকাংশ বাহ্য প্রতারণা।

যখন প্রভু ব্রহ্মানন্দকে প্রণাম করিলেন, তখন ভারতী অতিশয় ভয় পাইলেন। কারণ প্রভুকে দর্শন মাত্রে তাঁহার চিরকালের বিশ্বাস নষ্ট হইয়া পুনর্জন্ম হইয়া গিয়াছে। প্রভু যে স্বয়ং শ্রীভগবান তাঁহার তখন এই বিশ্বাস

হইয়াছে। ব্রহ্মানন্দ ভয় পাইয়া প্রভুকে বলিতেছেন, "স্বামিন্! তোমার জীব শিক্ষা দিবার লাগি অবতার। আমাকে সেই নিমিত্ত প্রণাম করিলে। তুমি তোমার জীবকে দৈন্য ও গুরু সম্পর্কীয় জনকে ভক্তি শিক্ষা দিতেছ। কিন্তু তবু আমার এই মিনতি রাখিবেন, আমাকে ওরূপ আর করিবেন না। আমাকে প্রণাম করিবেন না, আমার মনে বড় ভয় হয়।" তখন প্রভুর ভক্তগণের সহিত ব্রহ্মনন্দের পরিচয় হইল, আর সরূপ প্রভৃতি সকলে তাঁহাকে প্রণাম করিলেন।

তাহার পরে ব্রহ্মানন্দ প্রভুকে বলিতেছেন, "শ্রীজগন্নাথ দেবের মহিমা বর্ণিবার শক্তি আমার নাই। কিন্তু এখন সেই মহিমা আরো উজ্জ্বল হইয়াছে। যেহেতু সংপ্রতি শ্রীক্ষেত্রে উভয় স্থির ও জঙ্গম ব্রহ্ম উপস্থিত। স্থির ব্রহ্ম নীল, জঙ্গম গৌরবর্ণ ধরিয়া উদয় হইয়াছেন।

প্রভু উপরের কথা শুনিয়া সামান্য স্তুতি রূপে হইলেন, লইয়া হাসিয়া বলিলেন, "স্বামী যাহা বলিলে ঠিক! এই নীলাচলে নীলবর্ণ ধরিয়া স্থির জগন্নাথ ছিলেন, এখন তুমি, জঙ্গম জগন্নাথ, গৌরবর্ণ ধরিয়া উদয় হইয়াছ।" ব্রহ্মানন্দ-স্বামীর অঙ্গের বর্ণ অতি গৌর, পূর্ব্বে বলেছি।

ব্রহ্মানন্দ তখন প্রভুকে ছাড়িয়া দিয়া সার্ব্বভৌমকে বলিতেছেন, ভট্টাচার্য্য, তুমি নৈয়ায়িকের শিরোমণি। তুমি বিচার কর যিনি ব্যাপ্য তিনি জীব, যিনি ব্যাপক তিনি শ্রীভগবান, এই শাস্ত্রের বচন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য স্বামী আমাকে চর্ম্মাম্বর ঘুচাইলেন, ইহাতে আমি হইলাম ব্যাপ্য অর্থাৎ জীব, স্বামী হইলেন ব্যাপক অর্থাৎ শ্রীভগবান।

ভট্টাচার্য্য বলিলেন, স্বামী আপনারই জয় হইল, আপনার কথাই শাস্ত্র সম্মত।

ব্রহ্মানন্দ বলিলেন, "শাস্ত্রের কথাও বটে, শ্রীভগবানের যে প্রকৃতি তাহার কথাও বটে। শ্রীভগবানের প্রকৃতিই এই যে, চির দিন ভক্তের নিকট তিনি হারি মানিয়া থাকেন।" তাহার পরে, আবার প্রভুকে বলিতেছেন, "স্বামী, আর এক অদ্ভুত কথা শ্রবণ কর। চির দিন আমি নিরাকার ধ্যান করিয়া আসিয়াছি, কিন্তু তোমাকে দর্শন মাত্রে আমার সে ভাব দূরে গিয়াছে। আমার হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণ উদয় হইয়া আনন্দ দিতেছেন, আমার মন শ্রীকৃষ্ণতে আকৃষ্ট হইতেছে, আমার জিহ্বা কৃষ্ণ নাম গ্রহণ করিতে লোলুপ হইয়াছে।

অধিক কি, তোমাকে আমার সেই কৃষ্ণ বলিয়া বোধ হইতেছে।" যখন ব্রহ্মানন্দ এই কথা গুলি বলিলেন, তখন ভাবে এত মুগ্ধ হইয়াছেন যে, প্রভু আর উহা হাসিয়া উড়াইয়া দিতে পারিলেন না। তখন প্রভু তাঁহার চির দিনের পন্থা অবলম্বন করিলেন। সে কি তাহা বলিতেছি। এই যে চরিতামৃতে কথাটী আছে,—

"অন্তর্য্যামি ঈশ্বরের এই রীতি হয়।
বাহিরে না কহি বস্তু প্রকাশে হৃদয়॥"

এই কথাটী স্মরণ করুন। প্রভুর এই এক প্রভাব ছিল। প্রভু আপনাকে শ্রীভগবান, কি অবতার, কি শ্রীভগবানের কেহ, এরূপ কোন কথা মুখাগ্রে আনিতেন না, কিন্তু তাঁহাকে দর্শন মাত্র লোকের তাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া বিশ্বাস হইত। অর্থাৎ মুখে তিনি কাহার নিকট আপনার পরিচয় দিতেন না। তবে তাহার অন্তরে উদয় হইয়া, তিনি বস্তু কি, তাহা প্রকাশ করিতেন। এরূপ ঘটনা যখন হইত, তখনই যে ভাগ্যবানের নিকট তিনি এইরূপে অন্তরে অন্তরে পরিচয় দিতেন, সে, স্বভাবত, "তুমি নিশ্চিত সেই তিনি, জীবের প্রাণ, যে হেতু তোমাকে আমার হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া বোধ হইতেছে," এরূপ বলিলে, প্রভুর একটী উত্তর ছিল, তিনি তাহাই বলিয়া সেই ভাগ্যবানের নিকট আপনাকে গোপন করিবার চেষ্টা করিতেন। ব্রহ্মানন্দকে এখন সেই উত্তরটী দিলেন। বলিলেন, "স্বামী, তোমার কৃষ্ণের প্রতি গাঢ় অনুরাগ, যাহার এরূপ ভাব সে চারি দিকে কৃষ্ণময় দেখে। এমন কি, স্থাবর জঙ্গম প্রভৃতিকে কৃষ্ণ বলিয়া বোধ হয়, আমাকে হইবে তাহার বিচিত্র কি?"

সার্ব্বভৌম বলিলেন, সে ঠিক কথা। কৃষ্ণ-প্রেম গাঢ় হইলে এরূপ হয়। আবার যাহার কৃষ্ণ-প্রেম নাই, তাহাকে যদি সাক্ষাৎ কৃষ্ণ দর্শন দেন, কিম্বা যদি তিনি ছদ্মবেশেও উদয় হয়েন, তাহা হইলেও ঐরূপ হয়।

প্রভু অমনি কর্ণে হস্ত দিয়া বলিতেছেন, শ্রীবিষ্ণু! সার্ব্বভৌম তুমি কি ভুলে গেলে যে অতি স্তুতি আর নিন্দা ইহা উভয় সমান?

ব্রহ্মানন্দ আবার প্রভুকে ছাড়িয়া দিয়া, কতক যেন আপন মনে আর কতক সার্ব্বভৌমকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন, "যিনি শ্রীভগবান তিনি পরম সুন্দর। তাঁহার দর্শনে, জীবকে আনন্দে বিহ্বল করে। সে আনন্দ পরিত্যাগ করিয়া যে নিরাকার ধ্যান করে তাহার কেবল দুর্ব্বাসনা। আবার

ইহাও বলা যাইতে পারে যে, যাহার দর্শনে আনন্দে বিহ্বল করে, সেই বস্তু শ্রীভগবান। এই যে বস্তুটী সন্ন্যাসী রূপ ধরিয়া আমাদের সম্মুখে দাঁড়াইয়া, ইঁহার দর্শনে শুধু আমার মন নির্ম্মল হইয়াছে, ও রুচি পরিবর্ত্তন হইয়াছে তাহা নয়, আনন্দে একেবারে উন্মাদ করিয়াছে। ইহাতে আমি সিদ্ধান্ত করি যে এই যে বস্তুটী, ইনি সেই তিনি, যিনি তাঁহার রূপে ও গুণে সর্ব্ব জীবকে আকর্ষণ করেন। ভট্টাচার্য্য তুমি কি বল?" এই কথা আরম্ভ হইলেই 'প্রভু অভ্যন্তরে চলিয়া গেলেন, আর সকলে নিশ্চিন্ত হইয়া তত্ত্ব বিচার করিতে লাগিলেন, যথা—

চৈতন্য গোসাঞি হন স্বয়ং ভগবান।
সার্ব্বভৌম হন বৃহস্পতি বিদ্যমান॥
ব্রহ্মানন্দ ভারতী পরম বিজ্ঞতম
দামোদর (সরূপ) পণ্ডিতাদি শাস্ত্রজ্ঞ উত্তম॥
সবে মেলি কৈল পরম ব্রহ্মের বিচার॥

সার্ব্বভৌম বলিলেন, স্বামী আপনার সিদ্ধান্ত অতি চমৎকার।

ব্রহ্মানন্দ বলিতেছেন, "দেখ ভট্টাচার্য্য, শাস্ত্রে ও মহাভারতে আমরা এই কথার অপরূপ প্রমাণ পাইতেছি। শ্রীভগবানের সহস্র নামের মধ্যে এই একটী আছে, যথা—

সুবর্ণ বর্ণো হেমাঙ্গো বরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদী।
সন্ন্যাস কৃৎ সমঃ শান্তো নিষ্ঠা শান্তিপরায়ণঃ॥

এই যে শ্রীভগবান সুবর্ণবর্ণ ধরিয়া সন্ন্যাসী হইবেন শাস্ত্রে উক্তি আছে, ইহা এত দিন সফল হয় নাই, এখন হইল। শ্রীভগবান স্বয়ং আনন্দ, সুতরাং, তিনি জীবকে আনন্দ দিয়া থাকেন। নিরাকার ধ্যানে আনন্দ কি? তিনি যাহাকে কৃপাবান হয়েন, তাহার নিকট ভুবন মোহন রূপ ধারণ করিয়া তাহাকে আনন্দ দিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি ভাগ্যবান সে সেই আনন্দ প্রদ রূপ ধ্যান না করিয়া নিরাকার ধ্যান কেন করিবে?"

এমন সময় পণ্ডিত দামোদর আসিয়া গলায় বসন দিয়া ব্রহ্মানন্দকে ভিক্ষার নিমন্ত্রণ করিলেন, আর তাঁহাকে আপনার কুটিরে লইয়া গেলেন। ভারতীকে প্রভু বাসা করিয়া দিলেন, আর একটী ভৃত্য দিলেন।

সার্ব্বভৌম প্রভুর সহিত অহরহঃ রহিয়াছেন, আবার মনে তাহার অহরহ একটী বাসনা রহিয়াছে। প্রতাপ রুদ্র তাঁহাকে বড় শ্রদ্ধা করেন,

তাঁহার অন্নদাতা। রাজা মহাপ্রভুকে দর্শনের নিমিত্ত পাগল হইয়াছেন তাহা চক্ষে দেখিয়াছেন। রাজার প্রধান ভরসা তিনি। সার্ব্বভৌম এই কথা প্রভুর নিকট উত্থাপন করিবেন ইহা অনবরত চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু সাহস হইতেছে না। বলিতে যান, আবার পারেন না। রাজার সহিত যদি তাঁহার নিস্বার্থ সম্বন্ধ থাকিত, তবে এরূপ কুণ্ঠিত হইতেন না। ও দিকে বিলম্বও আর করিতে পারেন না, যেহেতু রাজার নিকট হইতে এক পত্র আইল। রাজা এই পত্রে জানিতে চাহিয়াছেন যে, তাঁহার কথা প্রভুর নিকট বলা হইয়াছিল কি না, আর প্রভুর কিরূপ অনুমতি হইয়াছে। তখন ভট্টাচার্য্য সাহস করিয়া, করযোড়ে, প্রভুকে বলিলেন, "প্রভু একটী নিবেদন।" প্রভু মুখ তুলিয়া কথা শুনিবার সম্মতি প্রকাশ করিলেন। তখন সার্ব্বভৌম বলিলেন, "প্রভু অভয় দেন ত বলি।" তখনি প্রভু বুঝিলেন যে সার্ব্বভৌমের অভিপ্রায় ঠিক সৎ নহে। তাই—

প্রভু কহে কহ তুমি নাহি কিছু ভয়।
যোগ্য হইলে করিব অযোগ্য হইলে নয়॥—শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত।

সার্ব্বভৌম বলিতেছেন, "মহারাজা প্রতাপ রুদ্র তোমার সহিত মিলিবার জন্য নিতান্ত ব্যকুল হইয়াছেন। আমাকে লইয়া যাইয়া তোমাকে এইকথা বলিবার নিমিত্ত বিস্তর সাধ্য সাধনা করিয়াছেন। আবার সম্প্রতি অতি কাতর হইয়া এক পত্র লিখিয়াছেন। একবার তাঁহাকে দর্শন দেও, এই আমাদের ইচ্ছা।" প্রভু এই কথা শুনিয়া সিহরিয়া কর্ণে হস্ত দিলেন। বলিতেছেন, "ভট্টাচার্য্য, তুমি বিজ্ঞতম, তুমি ওরূপ কথা কিরূপে বল? যে নিষ্ঠাবান, শ্রীকৃষ্ণের ভজন করিবে, তাহার পক্ষে বিষয়ী ব্যক্তি ও নারী দর্শন অপেক্ষা বিষ খাইয়া মরা ভাল। তুমি আমাকে রাজ-দর্শন-রূপ অবৈধ কার্য্যে রত করিও না, যেহেতু আমি ভিক্ষুকের ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছি।

সার্ব্বভৌম বলিলেন, প্রভু, তুমি যে শাস্ত্রের কথা বলিলে তাহা আমি জানি। রাজা ও সামান্য বিষয়ী হইলে আমি কখন এ কথা বলিতাম না। রাজা শ্রীজগন্নাথের সেবক, পরম ভক্ত, তাই তুমি তাহাকে দর্শন দিলে শাস্ত্র বিরুদ্ধ কার্য্য হইবে না।

প্রভু বলিলেন, তাহা হইলেও বিষয়ী ব্যক্তি ও নারী ভিক্ষুকের পক্ষে বিষ। এমন কি, বিষয়ী ব্যক্তির কি স্ত্রীর মূর্ত্তি পর্য্যন্ত ভিক্ষুকের দর্শন করিতে নাই।

কি জানি যদি মন বিচলিত হয়। ঐশ্বর্য্যশালী রাজার সহিত তুমি আমাকে মিলিতে বল?

সার্ব্বভৌম তবু নিরস্ত হইলেন না, যেন প্রত্যুত্তরে কি বলিবেন তাহারই উদ্যোগ আরম্ভ করিলেন। তখন প্রভু একটু কঠিন হইয়া বলিলেন, ভট্টাচার্য্য তুমি আর্য্য, তোমার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে পারি না। তুমি যদি এরূপ অন্যায় আজ্ঞা কর তবে নীলাচল হইতে আমার পলাইতে হইবে। এই কথা শুনিয়া ভট্টাচার্য্য করযোড়ে ক্ষমা মাগিলেন, আর বলিলেন, এমন কার্য্য আর করিবেন না।

সার্ব্বভৌম তখন রাজাকে প্রত্যুত্তরে লিখিলেন যে, প্রভুর অনুমতি হইল না। আবার ইহাও লিখিলেন যে, প্রভুর অনুমতি অবশ্য হইবে, যেহেতু তিনি ভক্তবৎসল। কিন্তু রাজার বিলম্ব সহিতেছে না। তিনি আবার সার্ব্বভৌমকে পত্র লিখিলেন। তাহাতে লেখা ছিল যে, প্রভু যদি অস্বীকার করেন, তবে তাঁহার ভক্তগণ দ্বারা তাঁহার মন দ্রব করাইবে। রাজা আরো লিখিলেন যে প্রভুকে দর্শন নিমিত্ত তিনি নিতান্ত ব্যাকুল হইয়াছেন, তাহার রাজ্য পর্য্যন্ত ভাল লাগিতেছে না। এমন কি, প্রভু যদি তাঁহাকে দেখা না দেন, তবে তিনি কর্ণে কুণ্ডল পরিয়া যোগী হইয়া বাহির হইবেন। এই পত্র পড়িয়া সার্ব্বভৌম বড় চিন্তিত হইলেন। প্রভুর নিকট আবার গমন করেন এ সাহস হইল না, তখন ভক্তগণ লইয়া ষড়যন্ত্র করিতে বসিলেন। তাঁহাদের নিকট সমুদায় বলিলেন ও তাঁহাদিগকে রাজার পত্র দেখাইলেন। সার্ব্বভৌম তখন শ্রীনিত্যানন্দকে বলিলেন যে, তিনি যদি প্রভুর মন কোমল করিতে পারেন তবেই হইবে। শ্রীনিত্যানন্দের সাহস হইল না। তখন ভট্টাচার্য্য বলিলেন, চল সকলে যাই। প্রভুকে রাজার সহিত মিলিতে বলিব না, তবে চল রাজার চরিত্র বলি গিয়া। এইরূপে সকলে দল বান্ধিয়া যাইয়া প্রভুকে ঘিরিয়া ফেলিলেন, সার্ব্বভৌম সকলের পাছে, নিতাই সকলের আগে।

সকলের মুখ দেখিয়া প্রভু বুঝিলেন যে, তাঁহাদের কোন কথা আছে, তাই শুনিবার নিমিত্ত মুখ উঠাইলেন। নিতাই বলিতে গেলেন, কিন্তু একটু তোতলা, তাহাতে আবার কথাটা তত ভাল নয়, তাই বলিতে একটু ইতস্তত করিতে লাগিলেন। ইহা দেখিয়া প্রভু বলিলেন, তোমরা যেন কি বলিবে? বল, আমি শুনিতেছি। ইহাতে নিতাই সাহস বান্ধিয়া বলিলেন, তোমাকে না বলিলে মরি, বলিতেও সাহস হয় না। আর কিছু নহে, রাজা তোমাকে

দর্শন করিবার নিমিত্ত বড় ব্যাকুল হইয়াছেন। রাজা পত্র লিখিয়াছেন, তাহা পড়িয়া আমাদের তাহার প্রতি বড় শ্রদ্ধা হইয়াছে। রাজা লিখিয়াছেন যে, যদি তোমায় দর্শন না পান, তবে কর্ণে কড়ি দিয়া উদাসীন হইবেন, তাঁহার রাজ্য সুখ আর ভাল লাগিতেছে না, তাহার মনের এক মাত্র সাধ যে তোমার চরণ ও শ্রীবদন নয়ন ভরিয়া একবার দেখিবেন।

"প্রভু এই কথা শুনিয়া কতক রুক্ষ কতক ব্যঙ্গ ভাবে বলিলেন, "তোমাদের ইচ্ছা যে আমাকে লইয়া এখন কটকে চল। তাহা হইলে তোমাদের বড় ভাল হইবে, না? তোমরা যদি পরমার্থ না মান লোকে কি বলিবে, তাই, একবার ভাব দেখি? লোকের কথা দূরে থাকুক, দামোদর পর্য্যন্ত আমাকে নিন্দা করিবেন। ভাল, দামোদর আমাকে আজ্ঞা করিলে আমার রাজার সহিত মিলিতে আপত্তি থাকিবে না।"

দামোদর বলিলেন, "আমি ক্ষুদ্র জীব তুমি শ্রীভগবান, তোমাকে আমি বিধি দিব ইহা হইতে পারে না। তবে রাজার যদি তোমার প্রতি প্রকৃত ভক্তি ও প্রেম থাকে, তবে তিনি অবশ্য তোমার চরণ পাইবেন, ইহা আমি বলিতে পারি।" শ্রীনিত্যানন্দ তাড়া খাইয়া ভয় পাইয়াছেন। বলিতেছেন, "সর্ব্বনাশ! রাজ দর্শন কর তোমাকে এ কথা কে বলে? তবে রাজা যখন তোমার নিমিত্ত প্রাণ ছাড়িতে প্রস্তুত, তখন তোমার কৃপার চিহ্ন স্বরূপ তাঁহাকে এক খানা তোমার বহির্ব্বাস পাঠাইতে অনুমতি দাও, তাহা পাইলে রাজা এখন সুস্থির হইবেন। প্রভু বলিলেন, "যদি তোমাদের ইচ্ছা হয় তবে তাহা কর, আমার আপত্তি নাই।"

তাহা করা হইল, রাজাও বস্ত্র পাইয়া কৃতার্থ হইলেন, কিন্তু নিরস্ত হইলেন না, তাহার কারণ বলিতেছি।

প্রভু যে রাজার সম্বন্ধে এই বাহ্য নিষ্ঠুরতা দেখাইলেন তাহার আর কোন কারণ নাই, কেবল এই যে, ভুপতির তখন প্রভু দর্শনে অধিকার হয় নাই। রাজা সকলের কর্ত্তা, যাহা ইচ্ছা করেন তাহাই করিতে পারেন। তাঁহার বাসনা রোধ করে এমন লোক কেহ নাই। ইচ্ছা হইয়াছে প্রভুকে দেখিবেন, তখন দেখিবেনই দেখিবেন। এই যে ইচ্ছা, উহা কেবল প্রেম ও ভক্তি জনিত নহে। তাহা হইলে, প্রভুর দর্শন সুলভ হইত। কিন্তু এই ইচ্ছার হেতু প্রেম ও ভক্তি ব্যতীত আরও কিছু ছিল, সে এই যে,—তিনি রাজা। তিনি

রাজা, প্রভুর সহিত মিলিতে চাহিয়াছেন তাহা পারিবেন না, তাহা কিরূপে হইবে? তিনি না সে দেশের রাজা? তাই, প্রভু নিঠুর হইয়া বলিলেন, এ কথা পুনরায় উত্থাপিত হইলে তিনি নীলাচল ত্যাগ করিবেন রাজা শুধু বহির্ব্বাস পাইয়া ঠাণ্ডা হইতেন না, তবে সার্ব্বভৌমের পত্রে অনেকটা আশ্বস্ত হইলেন। সার্ব্বভৌম লিখিলেন যে, প্রভু অবশ্য তাঁহাকে দর্শন দিবেন, তিনি যেন ব্যস্ত না হন।

প্রতাপরুদ্র স্নানযাত্রার দুই তিন দিন থাকিতে প্রতি বৎসর পুরীতে আসিয়া থাকেন. সেই নিয়মানুসারে নীলাচলে আইলেন। রাজা আইলেন, রাম রায়ও আইলেন রামানন্দ, প্রভুকে বিদ্যানগর হইতে বিদায় করিয়া দিয়া, সৈন্য সামন্ত সমভিব্যহারে রাজার কাছে গমন করিলেন। করিয়া, তাঁহাকে সমুদায় বিষয় কার্য্য বুঝাইয়া দিয়া চির দিনের নিমিত্ত অবসর লইলেন, এখন রাজার সহিত নীলাচলে আইলেন।

রাজা পুরীতে আসিয়াই, "কে আছ, সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যকে ডাকিয়া আনো" বলিয়া শ্রীজগন্নাথ দর্শনে চলিলেন। দূত দৌড়িয়া আসিয়া সার্ব্বভৌমকে রাজার আজ্ঞা জানাইল।

শ্রীরামানন্দ রায় রাজার সহিত আইলেন, রাজা আসিয়া যখন শ্রীজগন্নাথ দর্শন করিতে চলিলেন, তখনি তাঁহার সহিত রায়ের ছাড়াছাড়ি হইল। রাম রায় জগন্নাথ না দেখিয়া প্রভুকে দেখিতে দৌড়িলেন

রাজা শ্রীজগন্নাথ দর্শন করিয়া আসিয়া, চন্দ্রাতপের ছায়াতে পাত্র মিত্র লইয়া বসিয়া, সার্ব্বভৌমকে প্রত্যাশা করিতেছেন। রাজার হৃদয় আনন্দে পরিপ্লুত। শ্রীজগন্নাথ দর্শন করিয়াছেন বলিয়া নয়, প্রভুকে দর্শন করিবেন সেই আশয়ে। সার্ব্বভৌম তাঁহাকে পূর্ব্বে আশা দিয়া পত্র লিখেন, তাহাতে রাজা ইহাই বুঝেন যে তিনি নীলাচলে আইলেই প্রভুর দর্শন পাইবেন। তাহার পরে রামানন্দ তাঁহার নিকট কটকে আইলেন, আসিয়া কার্য্য হইতে অবসর মাগিলেন। রাজা কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন যে, তিনি বিষয় ত্যাগ করিবেন, করিয়া প্রভুর চরণে থাকিবেন। এইরূপ রাজার নিকট আবার প্রভুর কথা উত্থাপিত হইল। তখন রামানন্দ সহস্র মুখে প্রভুর গুণানুবাদ করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে রাজার শ্রীপ্রভুর ভগবত্তা সম্বন্ধে যে কিছু সন্দেহ ছিল, তাহা রাম রায়ের সহিত কথা কহিয়া দূর হইল। রাজা তখন কাতর হইয়া রামানন্দের শরণাগত হইয়া বলেন, তুমি প্রভুর

প্রিয় পাত্র, আমায় প্রভুকে দেখাও। রামরায়ও স্বীকার করেন যে, তাহা অবশ্য হইবে। প্রভু প্রেম ভক্তির বশ, তোমার সময় হইলে তোমাকে অবশ্য দর্শন দিবেন। তাঁহার রীতিই এই।

রাজা প্রতি বৎসর স্নানযাত্রার কিছু পূর্ব্বে নীলাচলে যেরূপ আসিয়া থাকেন, এবারও সেইরূপ আসিয়াছেন। কিন্তু এবার জগন্নাথ দর্শন করিতে তত নয় যত প্রভুকে দর্শন করিতে। দূতী প্রেরণ করিয়া প্রিয়তমের নিমিত্ত বাসর সজ্জা করিয়া, প্রিয়তমের আগমন সংবাদ প্রতীক্ষায়, উল্লাসে, প্রিয়া যেরূপ বসিয়া থাকে, রাজা সেইরূপ সার্ব্বভৌমকে প্রত্যাশা করিতেছেন।

সার্ব্বভৌম আইলেন, আশীর্ব্বাদ করিলেন, রাজা প্রণাম করিলেন, ভট্টাচার্য্যকে বসাইলেন, বসাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভট্টাচার্য্য চল, প্রভুর নিকট লইয়া চল।" ভট্টাচার্য্যের মুখ মলিন হইয়া গেল। কষ্টে শ্রষ্টে বলিলেন যে, প্রভুর এখনও অনুমতি হয় নাই। তাহার পরে রাজাকে দুইটা আশ্বাস বাক্য বলিতে গেলেন, কিন্তু সম্রাট সে অবসর দিলেন না। প্রভুর অনুমতি নাই ইহা শুনিবা মাত্র ব্যাকুলিত হইয়া রোদন করিয়া উঠিলেন। যথা চৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটকে—

না দিবেন অভাগার প্রতি, শ্রীচৈতন্য দরশন,
হাহা ধিক রাজত্ব, ইহা হইতে সুনীচত্ব,
পৃথিবীতে আর আছে কতি।
দর্শন না করি যারে, হেন নীচ অধমেরে,
মহাপ্রভু করে দরশন!

রাজা বলিতেছেন, ভট্টাচার্য্য, ধিক আমার রাজত্ব, আমি কি এত নীচ! আমি যাহাকে ঘৃণা করিয়া দেখি না তাহাকে প্রভু দেখা দেন, তবু আমাকে দেখা দিবেন না? ভাল ভট্টাচার্য্য আমি নয় নীচ হইলাম, তিনি ত শ্রীভগবান? তিনি পতিত উদ্ধার করিতে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তবে আমাকে উপেক্ষা কি বলিয়া করিবেন? তবে কি তিনি এই প্রতিজ্ঞা করিয়া অবতীর্ণ হইয়াছেন যে, একা প্রতাপরুদ্র ব্যতীত জগতের তাবৎকে উদ্ধার করিবেন? ভট্টাচার্য্য আমারও প্রতিজ্ঞা শুন। তিনি শ্রীভগবান, আমাকে দর্শন দিবেন না সঙ্কল্প করিয়াছেন; আমিও প্রতিজ্ঞা করিলাম তাঁহার দর্শন না পাইলে আমি প্রাণ ত্যাগ করিব।

ভট্টাচার্য্য বলিলেন, "এরূপ যাহার দৃঢ় সঙ্কল্প তাহার অভাব কি আছে ? অবশ্য প্রভু তোমাকে দর্শন দিবেন। সে বিষয়ে আর কিছু সন্দেহ নাই. তবে আরও দুই এক দিন অপেক্ষা কর।"

তেঁহ প্রেমাধীন তোমার প্রেম গাঢ়তর।
অবশ্য করিবেন কৃপা তোমার উপর॥—চরিতামৃত ।

এ দিকে রামানন্দ, রাজা শ্রীজগন্নাথ দর্শনে চলিলেন দেখিয়া, তাহার সঙ্গ ছাড়িয়া, প্রভুকে দর্শন নিমিত্ত আইলেন রামানন্দ আসিয়া প্রভুকে প্রণাম করিলেন, উভয়ে তখন গলাগলি হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন

রামানন্দের সহিত প্রভুর এত গাঢ় আত্মীয়তা দেখিয়া তাঁহার নিজ ভক্তগণ আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। তাহার পরে বসিয়া দুই জনে কথাবার্ত্তা আরম্ভ করিলেন। রাজা রামানন্দকে দূতী নিযুক্ত করিয়াছেন, আবার রাজা রামানন্দের চির দিনের অন্নদাতা। রাজাকে যে প্রভুর সহিত মিলাইবেন, ইহা তাঁহার কাযেই আন্তরিক ইচ্ছা। রামানন্দ বলিতেছেন, "প্রভু, তুমি যখন নীলাচলে আইলে, আমি তাহার কিছু দিন পরে রাজার নিকট গমন করিলাম। আমি যাইয়া রাজাকে আমাকে বিষয় হইতে অব্যাহতি দিতে অনুমতি চাহিলাম। রাজা ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি বলিলাম আমি যত দিন বাঁচিব, প্রভুর চরণ পূজা করিব, এই সঙ্কল্প করিয়াছি। এই কথা বলিবা মাত্র রাজা মহা প্রেমে চঞ্চল হইলেন, হইয়া উঠিয়া আমাকে আলিঙ্গন করিলেন। করিয়া বলিতেছেন, 'তুমি ধন্য, প্রভুর কৃপা পাইয়াছ, আমি ছার, তাহা পাইবার যোগ্য নহি। তুমি সচ্ছন্দে যাও, যাইয়া তাঁহার চরণ ভজন কর। আরও বলিতেছি। তুমি বিষয় কার্য্য করিও না, কিন্তু তোমার যে বেতন ইহার দ্বিগুণ পাইবা। তুমি তাঁহার শ্রীচরণ ভজন করিয়া জন্ম সার্থক কর। তিনি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ, কৃপাময়। যদি এ জন্মে আমাকে কৃপা না করেন, অবশ্য কোন জন্মে করিবেন।

এই সমুদায় বলিয়া রাম রায় বলিতেছেন, রাজার তোমার প্রতি যে প্রেম দেখিলাম তাহা দেখিয়া আমি বিস্মিত হইলাম। সে প্রেমের লেশও আমাতে নাই।

এই কথা শুনিয়া প্রভু বলিতেছেন, "তুমি শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত, তোমাকে যিনি ভক্তি করেন, তিনি ভাগ্যবান। রাজার এই গুণে তিনি শ্রীকৃষ্ণের কৃপা পাত্র হইবেন।" এই প্রথমে প্রভু রাজাকে যে কৃপা করিবেন, তাহার আভাস বলিলেন।

তাহার পরে প্রভু বলিতেছেন, "রামানন্দ, শ্রীমুখ দর্শন করিয়াছ?" রাম রায় বলিলেন, "না, এই এখন যাইব।" ইহাতে প্রভু বলিলেন, "এ কি অকার্য্য করিলে! জগন্নাথ ঈশ্বর দর্শন না করিয়া কেন এখানে আইলে?" রাম রায় বলিলেন, "চরণ রথ, হৃদয় সারথী। সারথী যে দিকে লইয়া যায় চরণ সেই দিকে গমন করে। হৃদয় সারথী এই দিকে আইলেন।" প্রভু বলিলেন, "তবে যাও, এখন জগন্নাথ দর্শন ও পিতা ভ্রাতা প্রভৃতির সহিত দেখা শুনা কর গিয়া।" রাম রায় প্রভু ও ভক্তগণকে প্রণাম করিয়া উঠিয়া গেলেন, এবং জগন্নাথ দর্শন করিয়া রাজার নিকট গমন করিলেন।

রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "রামানন্দ, প্রভুর নিকট নিবেদন করেছিলে?" রাম রায় বলিলেন, "ধৈর্য্য ধরুন। প্রায় হয়েছে, একটু বিলম্ব আছে। আর কিছু কাল অপেক্ষা করুন।" রামানন্দ আপন উদ্যানে মহা বিষয়ীর ন্যায় বাস করেন, প্রভুর ওখানে প্রায় দিবা নিশি যাপন করেন, আবার রাজাকেও একবার দর্শন করিতে গমন করেন। রাজার নিকট গমন করিলেই রাজা জিজ্ঞাসা করেন, "কত দূর? প্রভুর কি পূর্ব্বাপেক্ষা একটু মন শিথিল হয়েছে?"

রামানন্দ শেষে প্রভুকে ধরিলেন। তাঁহাকে বলিতেছেন, "প্রভু! রাজার সহিত দেখা করা আমার দুর্ঘট হয়েছে। দেখা হইলেই কেবল এক কথা, 'প্রভুর সহিত মিলাইয়া দাও। তুমি মনে করিলেই পারিবে।' রাজা ক্ষিপ্তের ন্যায় হইয়াছেন, তাঁহার যেরূপ ভাব তাহাতে তাঁহাকে দেখা না দিলে তিনি প্রাণে বাঁচিবেন এরূপ বোধহয় না।"

প্রভু একটু কাতর হইলেন। বলিতেছেন, "রামানন্দ, তোমরা আমাকে রাজার কথা বলিয়া কেন দুঃখ দাও? আমার তাঁহাকে দর্শন দিতে ত কোন আপত্তি নাই। তবে নিয়ম বিরুদ্ধ কাজ কিরূপে করি?"

রামানন্দ বলিলেন, "তোমার আবার কি বিধি মানিতে হইবে জানি না। যদি বল, জীব শিক্ষার নিমিত্ত তোমার সমুদায় বিধি পালন করা কর্ত্তব্য; তাহা সত্য, কিন্তু প্রতাপরুদ্র নামে রাজা, কর্ত্তব্যে ভক্ত।"

প্রভু বলিলেন, "তাহা আমি জানি। কিন্তু আমার যে অবস্থা, সমুদায় বিচার করিতে হইলে আমার অতি সতর্ক হইয়া চলিতে হয়। আমার একটু ছিদ্র পাইলে জীবে আর হরিনাম লইবে না।"

রামানন্দ। প্রভু, কত লক্ষ অধম পতিত অস্পৃশ্য পামরকে উত্তম হইতে

উত্তম করিলে, এমন কি ব্রজরস দান করিলে। রাজা তোমার ভক্ত, তাঁহাকে বঞ্চিত করিবা ইহাওত সঙ্গত হয় না?

প্রভু একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন, "রামানন্দ তুমি এক কার্য্যকর। তুমি তাঁহার পুত্রকে লইয়া আইস। শাস্ত্রে "আত্মা বৈ জায়তে পুত্র" বলে। রাজার পুত্রের সহিত মিলিব, তাহাতেই তিনি সন্তুষ্ট হউন।"

রামানন্দ ইহাতে সম্পূর্ণ রূপে না হউক, কতক আনন্দিত হইলেন, সন্দেহ নাই। আর সেই আনন্দ মনে, রাজার নিকট গমন করিয়া, সমুদায় কথা বলিলেন। বলিলেন, "প্রভুর তোমার উপর পূর্ণ কৃপা, আর সেই কৃপার আরম্ভ এই।" রাজাও আনন্দিত হইলেন। তখন, রসিক-ভক্ত-চূড়ামণি, জগন্নাথ-বল্লভ-নাটক-লেখক, রামানন্দ রাজপুত্রকে সাজাইতে লাগিলেন। রাজকুমারের কেবল যৌবনারম্ভ, বর্ণ শ্যাম, কাজেই তাঁহাকে কৃষ্ণের ন্যায় বেশভূষা দিলেন। তাঁহাকে পীতাম্বর পরাইলেন, আর তাঁহার উপযোগী আভরণ সমুদায় পরাইলেন। রাজকুমার কিরূপে চলিলেন, না যেরূপে যুবতী শয়নঘরে প্রথম পতির সহিত মিলিতে যায়। এইরূপ, মন্থর গতিতে, প্রতি পদ বিক্ষেপে, মঞ্জীর ধ্বনি করিয়া, রাজপুত্র প্রভুর নিকট উপস্থিত হইলেন।

রামানন্দের ইচ্ছা রাজপুত্রের হাব ভাব লাবণ্যে প্রভুকে ভুলাইবেন। রামানন্দ সেইরূপ করিয়া তাঁহাকে সাজাইয়াছেন। তাঁহাকে সেইরূপ অঙ্গ ভঙ্গী প্রভৃতি শিক্ষা দিয়াছেন। প্রকৃতই প্রভু রাজপুত্রকে দেখিয়া ভুলিলেন, রাজকুমারকে দর্শন মাত্র তাঁহার রাধা ভাবে শ্যামসুন্দরের স্মৃতি হইল। প্রভু তখন উঠিয়া বিবশীকৃত হইয়া রাজকুমারকে আলিঙ্গন করিলেন। বলিলেন, "তুমি বড় ভাগ্যবান, তোমার দর্শনে আমার ব্রজেন্দ্রনন্দনের স্মৃতি হইল।" প্রভু ইহা বলিতে বলিতে কুমারকে আলিঙ্গন করিলেন, কিন্তু রাজকুমার কি করিলেন?

> প্রভু স্পর্শে রাজপুত্রের হৈল প্রেমাবেশ।
> স্বেদ কম্প অশ্রু স্তম্ভ পুলক বিশেষ॥
> কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহে নাচে করয়ে রোদন।—চরিতামৃত।

প্রভু তাঁহাকে যত্ন করিয়া শান্ত করাইলেন, ও নৃত্য হইতে তাঁহাকে ক্ষান্ত করিলেন। প্রভু বলিলেন, "তুমি ভাগবতোত্তম। তুমি এখানে প্রত্যহ আসিবা।" রাজকুমার প্রভুর নিকট বিদায় লইয়া পিতার নিকট

চলিলেন। প্রভুর আলিঙ্গনে রাজকুমার আনন্দে টলমল করিতেছেন, অঙ্গ পুলকে পূর্ণ হইয়াছে, নয়ন দিয়া ধারা পড়িতেছে, অধিক কি তাঁহার পুনর্জন্ম হইয়াছে। তাঁহার রূপ এত মনোহর হইয়াছে যে, তাঁহাকে চেনা যাইতেছে না। রাজপুত্রের দশা দেখিয়া রাজা আনন্দে বিহ্বল হইয়া পুত্রকে আলিঙ্গন করিলেন। রাজা পুত্রকে আলিঙ্গন দিয়া সেই আনন্দের অংশ পাইলেন। যে ব্যক্তি শ্রীঅঙ্গের পরশ পাইয়াছে, তাহার অঙ্গ পরশের আস্বাদ করিয়া, রাজার, শ্রীপ্রভুর প্রতি, লোভ নিবৃত্তি হইল না, বরং বর্দ্ধিত হইল।

অষ্টম অধ্যায়।

একবার এস হৃদি-মন্দিরে,
কাঙ্গাল ডাকে অতি কাতরে।
একবার এস হে, এস হে, এস হে, গৌর এস হে।
তুমি আসিবে আশয়ে হৃদি-পদ্মাসন, পাতিয়া রাখিয়াছি।
একবার এস নাথ সেই আসনে বস।
আমি হেরিব বদন, পূজিব চরণ,
আমি ধোয়াব চরণ নয়নের জলে,
আর মাগিব এক ভিক্ষা।
আমি চাহি না ধন, চাহি না জন, চাহি না পদ, চাহি না সম্পদ।
শুভ দৃষ্টিপাত জীবগণ প্রতি কর।
বলরাম দাসের চির দুঃখ হর॥

নীলাচল হইতে সংবাদ আসিল যে, নবদ্বীপের চাঁদ দক্ষিণ দেশ ভ্রমণ করিয়া, সচ্ছন্দে নীলাচলে প্রত্যাগমন করিয়া সেখানে বাস করিতেছেন। এই সংবাদ শচীর মন্দিরে আইল, শচী শুনিলেন, বিষ্ণুপ্রিয়া শুনিলেন। দূত প্রভুদত্ত মহাপ্রসাদ, শচীর অগ্রে রাখিলেন। ঘোর বিয়োগানলে উত্তপ্ত শচীবিষ্ণুপ্রিয়া অমিয়-সাগরে ডুবিলেন। এই দুই বৎসর স্বপ্নের ন্যায় দুঃখ সাগরে ভাসিয়া বেড়াইয়াছেন। এই সংবাদ শুনিবা মাত্র দুঃখ সাগর শুখাইয়া, সুখের সাগর বহিল। "অবশ্য নিমাই আমার বাড়ী আসে নাই, তবুত বেঁচে আছে? তবুত ভাল আছে?" এই শচীর আনন্দ। "আমার শ্রীগৌরাঙ্গ সমুদ্রকূলে নৃত্য করিয়া এখন নীলাচলবাসীগণকে সুখ দিতেছেন, কত শত লোক উদ্ধার পাইতেছে।" এই বিষ্ণুপ্রিয়ার আনন্দ।

প্রাণনাথ মোর সিন্ধুকূলে প্রেমে নাচিছে। ধ্রু।
হরি বলে কত লোকে সুখে ভাসিছে॥

যখন দুঃখ থাকে, তখন বোধহয় ইহার আর প্রতিকার নাই। আবার অনেক সময় সেই দুঃখই সুখের আকর হয়।

'এই যে ভুবনমোহন দুর্ল্লভ ধন, এই যে প্রাণ হইতে প্রিয়তম বস্তু, তাহাদিগকে ছাড়িয়া, সন্ন্যাসী হইয়া বৃক্ষতলবাসী হয়েছেন, এ কথা শচী বিষ্ণুপ্রিয়া, প্রভুর প্রত্যাগমন সংবাদ শুনিবামাত্র, ভুলিয়া গেলেন। এই গেল রসিক-শেখরের এক অত্যাশ্চর্য্য রঙ্গ। তবে আবার দুঃখ কি গা? তাঁহার ইচ্ছায় অগ্নির গহ্বরও সুখ-সাগর হইতে পারে। প্রভুর প্রত্যাগমন সংবাদ এক মুহূর্ত্তে শ্রীনবদ্বীপময় হইয়া পড়িল, তখনি প্রভুর বাড়ী লোকারণ্য হইল। "জয় নবদ্বীপচন্দ্রের জয়!" এই ধ্বনি মুহুর্মুহু হইতে লাগিল। সকলে বলিয়া উঠিলেন, চল যাই প্রভুকে দর্শন করি গিয়া। যেন প্রভু ও পাড়ায় আছেন। কিন্তু প্রভু বিংশতি দিনের পথ দূরে, শুধু তাহা নহে; পথ অতি দুর্গম।

কিন্তু কে লইয়া যাইবে? প্রভু না যাইবার সময় বলিয়াছিলেন যে, আমার অভাবে তোমরা শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্যকে ভজনা করিও? চল সকলে সেখানে যাই। তিনিই আমাদিগকে লইয়া যাইবেন। এই কথা সাব্যস্ত করিয়া প্রভুর ভক্তগণ, নীলাচলের দূত সঙ্গে করিয়া অদ্বৈতের বাড়ী শান্তিপুরে চলিলেন।

সেখানে দিন কয়েক মহোৎসব হইল। শ্রীঅদ্বৈত অন্নদানে কখন কাতর নহেন। ইহার পরে সকলে জুটিয়া, তাঁহাকে অগ্রে করিয়া, শচীর মন্দিরে আসিলেন। সেখানে আবার মহোৎসব আরম্ভ হইল। সকলে পথের সম্বল সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। শচীর আজ্ঞা লইয়া, উহাঁর দত্ত সামগ্রী, ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার স্বহস্ত প্রস্তুত উপহার লইয়া, সকলে, "জয় জগন্নাথ", "জয় নবদ্বীপচাঁদ" বলিয়া চলিলেন। জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষে দূর দেশে গমন সুখের কার্য্য নয়; কিন্তু ভক্তগণ উহা মনে করিলেন না। সকলে প্রভুর নিমিত্ত অতি উপাদেয় খাদ্য সঙ্গে লইলেন, আর অনেকে, মহাপ্রভুরগণের সম্পত্তি-মৃদঙ্গ, করতাল মন্দিরা-বহন করিয়া লইয়া চলিলেন।

ভক্তগণ আসিতেছেন, এই সংবাদ প্রচার হওয়ায় রাজা প্রতাপরুদ্র ভক্ত আগমন দর্শন করিতে, গোপীনাথকে সঙ্গে করিয়া, অট্টালিকায় উঠিলেন। ভক্তগণ শ্রীক্ষেত্রে পঁহুছিয়া পায়ে নূপুর পরিলেন, এবং খোল ও করতাল বাজাইয়া নাচিতে নাচিতে চলিলেন। এইরূপে শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল গীত উঠিল। দুই শত ভক্তে, বহুতর মৃদঙ্গ ও করতালের সহিত, কীর্ত্তন করিতে করিতে প্রভুকে দর্শন করিতে চলিলেন।

যাঁহারা শ্রীভগবানকে ভীষণ ভাবিয়া ভজনা করেন, তাঁহারা ভয়ে ভীত হইয়া, কাঁপিতে কাঁপিতে, "তুমি দয়াময়" "তুমি দয়াময়" ইত্যাদি চাটুবাক্য বলিতে বলিতে গমন করেন। যাঁহারা মহাপ্রভুর গণ, তাঁহারা ভগবানকে প্রিয় হইতে প্রিয় ভাবিয়া, তাঁহাকে দর্শন করিতে, নূপুর পায় দিয়া নৃত্য করিতে করিতে গমন করেন।

কৃষ্ণমঙ্গল গীত শুনিয়া রাজা বিহ্বল হইলেন। বলিতেছেন, একি সুধা বর্ষণ? কথা একটীত বুঝিতেছি না, কেবল সুর শুনিয়া অন্তরে ভক্তির উদ্রেক, অঙ্গ পুলকিত ও হৃদয় দ্রবীভূত হইতেছে। কি আশ্চর্য্য!!

গোপীনাথ বলিলেন, মহারাজ! আমাদের বদান্যবর মহাপ্রভু জীবকে এই সংকীর্ত্তন সম্পত্তি দান করিয়াছেন।

ভক্তগণ শ্রীমন্দিরের সম্মুখে আসিলেন, কিন্তু মন্দিরে গেলেন না। মন্দির দক্ষিণে রাখিয়া কাশীমিশ্রের আলয়ে গমন করিলেন। এই স্থানে তাঁহাদের সর্ব্বস্ব ধন রহিয়াছেন। সেই আলয়ের নিকট পর্য্যন্ত আসিলে, প্রভু তাঁহার নীলাচলস্থ সঙ্গীগণ লইয়া বাহির হইলেন।

তখন প্রভুর বয়ঃক্রম সপ্তবিংশতি বৎসর। প্রভুর বদন আনন্দে প্রফুল্ল, পদ্ম সদৃশ নয়ন হইতে ধারা বহিতেছে।

তখন নয়নে নয়নে মিলন হইল। সকলের নয়ন প্রভুর শ্রীমুখে, আর প্রভুর নয়ন সকলের মুখে! সকলে দেখিতেছেন যে, প্রভু তাঁহাকেই দেখিতে-ছেন, আর তাঁহাকে নয়ন ভঙ্গি দ্বারা প্রাণের সহিত আকর্ষণ করিতেছেন।

সমাপ্ত।

শ্রী

অমিয় নিমাই চরিত।

অর্থাৎ

শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভুর লীলা বর্ণন

—•০•—

শ্রীশিশিরকুমার ঘোষ দাস কর্ত্তৃক
গ্রন্থিত।

দ্বিতীয় খণ্ড

দ্বিতীয় সংস্করণ।

—০—

কলিকাতা।

বাগবাজার, ২ নং আনন্দচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের গলি।
স্মিথ এণ্ড কোম্পানির যন্ত্রে
শ্রীকেশব লাল রায় দ্বারা
মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
গৌরাব্দ ৪১১। সন ১৩০২।

—•০•—

সূচীপত্র।

সপ্তদশ অধ্যায়।

অষ্টাদশ অধ্যায়।

উনবিংশ অধ্যায়।

বিংশ অধ্যায়।

একবিংশ অধ্যায়।

পরিশিষ্ট।

পাঠকগণের প্রতি নিবেদন।

শ্রীগৌরাঙ্গ নবদ্বীপে জীবগণকে অগ্রে ভক্তিধর্ম্ম ও পরে প্রেম ধর্ম্ম শিক্ষা দিয়াছিলেন। এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে ও দ্বিতীয় খণ্ডের কয়েক অধ্যায় পর্য্যন্ত প্রধানতঃ ভক্তির কথা লিখিতে হইয়াছে। মহাজনগণ প্রভুর লীলার

এই অঙ্গ বিস্তার করিয়া লিখিয়া গিয়াছেন। সুতরাং আমি প্রথম খণ্ড ও দ্বিতীয় খণ্ডের কয়েক অধ্যায় পর্য্যন্ত একটু সংক্ষেপে লিখিয়াছি। আমি দেখিলাম যে প্রভুর প্রত্যেক লীলা যদি প্রস্ফুটিত করিতে যাই, তবে এ গ্রন্থ সমাপন করিতে বহুদিন যাইবে ও আমার শক্তিতেও কুলাইবে না। অতএব আমি ভক্তির কাণ্ড সংক্ষেপে লিখিয়া প্রেমের কাণ্ড বিস্তার করিবার চেষ্টা করিয়াছি। সেই প্রেম-হিল্লোলের, আমার যথাসাধ্য বর্ণনা, পাঠক দ্বিতীয় খণ্ডের কয়েক অধ্যায় পরে পাইবেন। জীবগণ সেই তরঙ্গে সাঁতার দিবেন, এই আমার বাসনা। তবে আমার করযোড়ে নিবেদন এই যে, পাঠক মহাশয় অনেক দূর একেবারে পড়িবেন না। কারণ যেমন ভোজনের একটী সীমা আছে, তেমনি রসাস্বাদনেরও একটী সীমা আছে। একেবারে অধিক আস্বাদ করিতে গেলে, আস্বাদ শক্তি হ্রাস হইয়া যায়।

মাধুর্য্য ভজনে তিনটি অবস্থা হয়, যথা পূর্ব্বরাগ, মিলন, ও বিরহ। এই শেষ ভাবই সর্ব্বোৎকৃষ্ট, কারণ বিরহে পূর্ব্বরাগ ও মিলন সুখ উভয়ই আছে। শ্রীনিমাই এই সমুদায় রস আপনি আস্বাদ করিয়া জীবকে আস্বাদ করাইয়াছেন। আমি এই সমুদায় রস কিছু কিছু যথাসাধ্য বর্ণনা করিয়াছি বটে, কিন্তু আমার সাধ মিটে নাই। হয় ত এ সমুদায় রস ভাষার দ্বারা সম্যক প্রকার বর্ণনা করা অসাধ্য। না হয়, আমার শক্তিতে কুলায় নাই। আর যাহা হউক, এ দুঃখ আমার চিরদিন থাকিবে, যে আমি হৃদয়ে যে রস আস্বাদন করিলাম, তাহার এক কণা ব্যতীত, আমার কৃপা পরায়ণ পাঠক-গণের নিমিত্ত এই গ্রন্থে রাখিতে পারিলাম না।

তবে আমার গল-লগ্নীকৃত বস্ত্রে এই নিবেদন যে, শিক্ষা ব্যতীত ক খ পর্য্যন্ত গোচর হয় না। সাধন ভজন ব্যতীত এ সমুদায় রস শুষ্ক গ্রন্থ পড়িয়া কখনও পাইবার কথা নয়। একটু সাধন ভজন করুন, নয়নের আবরণ আপনিই পড়িয়া যাইবে। তখন প্রথম খণ্ডে বলরাম দাস যে শীতল নিকুঞ্জের কথা বলিয়াছেন, তাহা দেখিতে পাইবেন *।

* আমি এই গ্রন্থে "আমার অভিন্ন কলেবর" বলরাম দাসের বহুতর কবিতা সন্নিবেশ করায়, অনেকে, তিনি কে, জানিতে চাহিতেছেন। এ বিষয়ে গোপনের কিছুই নাই। পূর্ব্ব মহাজনগণ পদ বাঁধিবার সময়, আপনাদের ডাক নাম না দিয়া গুরুদত্ত নাম দিয়া ভণিতা দিতেন। আমারই আর এক নাম 'বলরাম দাস' তাই বলরাম দাসকে আমার অভিন্ন কলেবর বলিয়া পরিচয় দিয়াছি।

শ্রীমঙ্গলাচরণ।

আমি নিম্নের চারিটি বন্দনা-মালা মঙ্গলালয়ের শ্রীচরণে অর্পণ করিলাম।

কৃষ্ণনগর জেলায় হাঁসখালি গ্রামে, চূর্ণী নদীর ধারে, আমি যেরূপ হরি-নাম দর্শন ও শ্রবণ করি, তাহা একটি পদে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখি, তাহাই আমার প্রথম মঙ্গলাচরণ হউক।

[১]

ফাল্গুনের শেষে, ক�ৃষ্ণ-চূড়া ফুটে,
বসি সেই বৃক্ষ-তলে।
চূরণীর ধারে, বৃক্ষ শোভা করে,
আছিনু আপনা ভুলে॥
পুঁথি এক হাতে, গৌর-কথা তা'তে,
পহিলা পড়ছি লীলা।
আখরে আখরে, কত মধু ঝরে,
অঙ্গ এলাইয়া গেলা॥
এমন সময়, পাখী উড়ে যায়,
নামটি হলিদা পাখী।
উড়ি যায় চলে, মুখে হরি বলে,
ডালেতে বসিল দেখি॥
আর কত পাখী, ডালেতে বসিয়া,
সেই সঙ্গে হরি বলে।
অচেতন মত, চিত চমকিত,
চাহি দেখি মুখ তুলে॥

সব পাখী মিলে, মুখে হরি বলে,
আর কিছু নাহি শুনি।
ক্রমে হরি-নাম, বাড়িয়া চলিল,
চারি দিকে হরিধ্বনি ॥
আকাশে তাকাই, দেখিবারে পাই,
মোটা মোটা আখরেতে।
আকাশ ভরিয়া, হরিদ্রা বর্ণেব,
হরি-নাম লেখা তাতে ॥
শ্রবণ আমার, নাহি শুনে আর,
শুধু হরি-নাম বিনে।
যে দিকে তাকাই, দেখিবারে পাই,
অঙ্কিত হরির নামে ॥
ভাবিলাম মনে, এই ত্রিভুবনে,
সকলে গাইছে গুণ।
বলাই কেবল, দিন গোয়াইল,
বিষয়েতে দিয়া মন ॥

কিন্তু ইহাতে আমার পিপাসা গেল না, বরং একটি অনিবার্য্য বাসনার উদয় হইল। সে বাসনাটি আমি যে পদে প্রকাশ করি, তাহাও শ্রীচরণে দিলাম।

[২]

জাগাইলে ডাকি, আঁখি মেলে দেখি,
কে ডাকে উদ্দেশ নাই।
লুকায়ে রহিলে, কি লাগি ডাকিলে,
বৃথা ডাকে দুঃখ পাই ॥
মোর দশা ভেবে দেখ হরি। ধ্রু।
কোথা থাকো তুমি, কিছুই না জানি,
জানিলেও যাইতে নারি ॥

মিলিবে মু সনে, যদি থাকে মনে,
তবে এক কাজ কর।
যেতে সাধ্য নাই, এস মোর ঠাঁই,
মানুষের রূপ ধর॥
অন্য রূপ ধরি, এস যদি হরি,
ভয়ে আমি পলাইব।
মোর মত হও, আর কথা কও,
সুখ দুখ কথা কব॥
মোর মন ব্যথা, ছোট বড় কথা,
শুনিবে আপন হয়ে।
মোর দোষ যত, দেখিবে হে নাথ,
কৃপার নয়ন দিয়ে॥
কিছু মোর নাই, যে দিব তোমায়,
তুমিত আমারে দিবে।
এই অঙ্গীকার, বলরামে কব,
তবে সে তোমার হবে॥

তাহার পরে, শ্রীভগবান আমার হৃদয়ে কিরূপ ক্রমে ক্রমে স্ফুরিত হইলেন, তাহার এই দুইটি পদ আমি শ্রীচরণে অর্পণ করিলাম।

৩

পিড়ায় বসিয়ে, নিমিষ হারায়ে,
কুলবতীগণ লয়ে।
সোণার পুতুল, আঙ্গিনায় নাচে,
শচী দেখিছেন চেয়ে॥
সখাগণ বেড়ি, দেয় করতালি,
বাসু গাইছেন গান।
কোন ভক্তগণ, চন্দ্র মুখ চাই,
রূপ সুধা করে পান॥

হুলু হুলু ধ্বনি, করিছে রঙ্গিণী,
বাজে খোল করতাল।
ঝুমুর ঝুমুর, নূপুর বাজিছে,
মিশাইয়া তালে তাল॥
আড়ালে দাঁড়ায়ে, দেখে বিষ্ণুপ্রিয়ে,
মধুর গৌরাঙ্গ নৃত্য।
জগত আনন্দ, করুক বর্দ্ধন,
কহে বলরাম ভৃত্য॥

[৪]

পূর্ণ চাঁদ আলা, বন ফুল মালা,
বাতাবী ফুলের গন্ধ।
শিশির দুর্ব্বার, রস কবিতার,
পদ্ম-ফুল মকরন্দ॥
সুস্বর, সুরাগ, নৃত্য ও সোহাগ,
সতৃষ্ণ নয়ন-বাণ।
প্রেমানন্দ ধার, মধু-হাসি আর,
লজ্জা, আলিঙ্গন, মান॥
এই আয়োজনে, পূজে গোপীগণে,
সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরবরে।
বলরাম দীন, নীরস কঠিন,
কি দিয়া তুষিবে তাঁরে॥

উৎসর্গ পত্র।

পরলোক-গত আমার দাদা শ্রীল বসন্তকুমার ঘোষের শ্রীকর-কমলে—

এই গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ড আমি অর্পণ করিলাম। কেন, তাহা বলিতেছি। আমার দাদা অতি অল্প বয়সেই শ্রীভগবদ্ভক্তিতে জর জর হইয়াছিলেন। নগর হইতে বহু দূরে একটি ক্ষুদ্র পল্লীতে আমরা বাস করিতাম। আমরা কয় ভাই ও ভগিনী বসিয়া, ছোট বড় সমুদায় কথার বিচার করিতাম, বাহিরের লোকে কে কি বলে, তাহা লক্ষ্য করিবার আমাদের অবকাশ হইত না। আমরা যাহা কিছু লেখা পড়া শিখি, তাহাও ঐরূপে ঘরে বসিয়া। আমার বয়স তখন তের বৎসর, দাদার আঠার। তিনি সেই সময়ে এক দিবস কথায় কথায় আমাকে বলিলেন, "অবতারে দৃঢ় বিশ্বাস বড় ভাগ্যের কথা। তবে যদি কখন কোন অবতারে বিশ্বাস করিতে পারি, তবে নদের গৌরাঙ্গের শরণাগত হইব।" আমি বলিলাম, "তিনি কে?" তাহাতে দাদা বলিলেন, "তুমি শুন নাই? যেমন খ্রীষ্টিয়ানদিগের যিশুখ্রীষ্ট, তেমনি আমাদের নবদ্বীপের নিমাই,—দুজনায় অনেক মিলে।"

মহাপ্রভু নামে এক খানি চিত্রপটে আমি নিমাইকে দেখিয়াছিলাম। দেখিয়াছিলাম মাত্র, কিন্তু তাঁহার কথা তখন ভাল করিয়া জানিতে পারি নাই। যিশুখ্রীষ্টের কথা কিন্তু অনেক জানিয়াছিলাম। লুক-লিখিত সুসমাচার নামক খ্রীষ্টিয়ানদিগের বাঙ্গালা গ্রন্থ খানি পড়িয়াছিলাম, আর দাদার মুখেও যিশুখ্রীষ্টের কথা অনেক শুনিতাম।

আমি বলিলাম, "যিশুখ্রীষ্ট অনেক অলৌকিক কার্য্য করেন, নদের নিমাই কি তেমন কিছু করিয়াছিলেন?" দাদা বলিলেন, "অদ্ভুত কার্য্য না করিলে সহজে কি লোকে ঈশ্বরের প্রেরিত বলিয়া সম্মান করে?" দাদা আরো বলিলেন, "যীশুর কার্য্য ও নিমাইয়ের কার্য্য পর্য্যালোচনা করিয়া

দেখিলে বোধহয় যে, শ্রীভগবানের অবতার কার্য্যটি সত্য। কারণ অবতার কার্য্যটি একেবারে কল্পনা হইলে, পৃথিবীর দুই স্থানে, দুই জাতির মধ্যে, দুই সময়ে, এরূপ ঠিক একরূপ ঘটনা হইবার সম্ভাবনা হইত না।"

তাহার পরে দাদা আর একটি অদ্ভুত কথা বলিলেন। অর্থাৎ, "অবতার যদি কখন মানিতে পারি, তবেই আরাম পাইব।"

আমি প্রশ্ন করিলাম, "যীশুখ্রীষ্ট না মানিয়া, দাদা, তুমি গৌরাঙ্গ কেন মানিবে?" দাদা বলিলেন, "শ্রীভগবানের কার্য্যে ভুল নাই ও জটিলতা নাই। তিনি যে দেশের যে পীড়া, সেই দেশে তাহার ঔষধ দিয়া থাকেন। সাপের যদি ঔষধ থাকে, তবে যে দেশে সাপ আছে, সেখানেই তাহা পাওয়া যাইবে। যদি তিনি দুই স্থানে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন, তবে সাধারণত য়ীহুদীয় দেশের লোকের যীশুকে মানা কর্ত্তব্য, কিন্তু আমরা বাঙ্গালী কি ভারতবর্ষীয় লোক, আমাদিগকে গৌরাঙ্গ মানিতে হইবে।"

"অবতারে বিশ্বাস ভাগ্যের কথা" ইহার অর্থ কি, তাহা আমি জানিতে চাহিলাম। দাদা বলিলেন, "শিশির! আমরা কেন কান্দিয়া বেড়াই জান? আমরা সকলে যেন পিতৃহীন বালক, বিপদ-সাগরে পড়িয়া হাহাকার করিয়া বেড়াইতেছি। ঈশ্বর বলিয়া ডাকি, কিন্তু তিনি শুনেন না শুনেন, তাহা জানি না। তিনি শুনেন, এ কথা যদি জানিতে পাই, তবেই দুঃখের লাঘব হয়। যদি আরো জানিতে পাই যে, তিনি শুধু শুনেন, তাহা নয়, আমাদের প্রতি তাঁহার প্রচুর স্নেহ মমতা আছে, তবে আর একটুও দুঃখ থাকে না। অবতার মানে এই যে, তিনি আমাদের দুঃখে কাতর হইয়া, আপনি আমাদের মধ্যে আগমন করেন, কি কোন নিজ জনকে প্রেরণ করেন। সুতরাং অবতারে বিশ্বাস হইলে, সেই সঙ্গে এ বিশ্বাসও হইবে যে, শ্রীভগবান অতি নিজ জন, তিনি আমাদের দুঃখে অতি কাতর। এরূপ যাহার দৃঢ় বিশ্বাস হইল, তাহার আবার দুঃখ কি? দুঃখ হইলেও সে উহা আনায়াসে সহিয়া থাকিতে পারে।"

এ গুলি আন্দাজ চল্লিশ বৎসরের কথা। ইহা মনে উদয় হইতে পারে যে, আমার দাদা আঠার বৎসর বয়সে এ সমুদায় বড় বড় কথা কিরূপে শিখিলেন? কিন্তু আমার দাদা শিশুকাল হইতে পণ্ডিত। এই যে, তখন দাদার বয়স আঠার বৎসর, তখনি তিনি, আপনি আপনি ইংরাজীতে

মহা পণ্ডিত হইয়াছেন, সংস্কৃত শিখিয়াছেন, গণিতশাস্ত্র শেষ করিয়াছেন, ষ্টুয়ার্ট মিলের গ্রন্থখানির টিপ্পনি করিয়াছেন, নূতন পদ্ধতিতে ইংরাজী ব্যাকরণ একখানি প্রণয়ন করিয়াছেন। কেমিষ্ট্রী, ফিজিক্স্ প্রভৃতি ইউরোপীয় বিজ্ঞানশাস্ত্র মনোযোগের সহিত পড়িতেছেন, ও নানাবিধ যন্ত্র আনিয়া পরীক্ষা করিতেছেন। তাঁহার মানসিক শক্তির কথা কি বলিব? দশ অঙ্কে, দশ অঙ্কে, মনে মনে গুণ করিতে পারিতেন। কেমিষ্ট্রী শাস্ত্র ভাল করিয়া পড়িবেন বলিয়া ফ্রেঞ্চভাষা শিখিয়াছিলেন। তাহার পরে পারসী ভাষাও অধিকার করেন।

আমার দাদাকে আমি ঈশ্বরের ন্যায় ভক্তি করিতাম। তাঁহার একটু সন্তুষ্টির নিমিত্ত আমি শত বার প্রাণ দিতে পারিতাম। যেমন কাদা দিয়া পুতুল গড়ে, সেইরূপ তিনি আমাকে গড়িয়াছিলেন। ভালই গড়িয়াছিলেন, কিন্তু অল্প বয়সে আমাকে সংসার-স্রোতে ভাসাইয়া তিনি পরলোকে গমন করেন। আমি ভাসিতে ভাসিতে রাজনীতির আবর্ত্তে পড়িয়া গেলাম, সেই আমার দুর্গতির কারণ হইল।

আমার দাদা ভগবদ্ভক্তিতে জর জর পূর্ব্বে বলিয়াছি। এক দিবস তিনি তাঁহার নিজ কৃত এই গীতটি নির্জ্জনে বসিয়া গাইতেছিলেন, যথা—

আমার বন্ধু কত রস জানে। ধ্রু।
(আমি) মনেতে ধরিতে নারি, বর্ণিব কেমনে॥
(আমি) যখন চেতন থাকি, তাঁহারি করুণা দেখি,
তাঁহারি করুণা দেখি, নিশির স্বপনে॥

দাদা গাইতেছেন, আর বদন দিয়া ধারা পড়িতেছে। এমন সময় হঠাৎ আমি সেখানে গেলাম। আমি দাদার চোখে জল দেখিয়া ব্যস্ত হইয়া বলিলাম, "দাদা, তুমি কান্দ কেন?" দাদা অমনি যেন লজ্জা পাইয়া নয়ন মুছিয়া মস্তক অবনত করিলেন। আমি আবার জিজ্ঞাসা করিলাম। তখন তিনি ধীরে ধীরে বলিলেন. "তুমি আর একটু বড় হও, তখন বুঝিবে।"

দাদার প্রবল মানসিক শ্রম ও হৃদয়ের বেগ তাঁহার দেহ সহ করিতে পারিল না। অল্পকাল মধ্যেই তাঁহার দেহ ভগ্ন হইল। এক দিবস আমরা দুই ভাই দাঁড়াইয়া, মনোনিবেশপূর্ব্বক কথাবার্ত্তা কহিতেছি। এমন সময় দাদা কাসিয়া সম্মুখে কাস ফেলিলেন। আমি কথায় বিভোর, লক্ষ্য করিলাম না। দেখি, দাদা পদ দ্বারা সেই কাস আবরণ করিলেন। আমি

বুঝিলাম যে, আমি সেই কাস দেখিতে না পাই, সেই জন্যই দাদা উহা পা দিয়া ঢাকিলেন।

আমি অমনি বসিলাম, বসিয়া দাদার বাম পদ ধরিয়া বলিলাম, "তুমি পা সরাও, আমি কাস দেখিব।"

দাদা পা সরাইতে চাহিলেন না। আমি বুঝিলাম ব্যাপার কি, আর আমার ভুবন অন্ধকার হইয়া আসিল। দাদা ধীরে ধীরে বলিতেছেন, "তুমি দেখিবে কি? ও রক্ত!"

আমি রোদন করিতে লাগিলাম। দাদা অগ্রে বসিলেন। বসিয়া বলিলেন, "আমি আগে আসিয়াছি, আগে যাবো। শিশির! আমার দেহের কষ্ট এত যে, আমার আর এ জগৎ সহিতেছে না। আমাকে তুমি সচ্ছন্দ মনে অনুমতি কর। আমার নিজের কোন দুঃখ নাই, তবে আমি ভাবিয়া থাকি, আমার বিরহে তুমি বড় দুঃখ পাইবে।"

সে ঠিক কথা। বহুদিন তাঁহার সহিত বিচ্ছেদ হইয়াছে, কিন্তু সে বিরহ-অগ্নি সমানই রহিয়াছে। অদ্যাপি শ্রীভগবানের পূজা করিতে বসিয়া, আমি প্রভুকে দেখিতে পাই না, সে স্থানে দাদাকে দেখি।

সেই আমার অগ্রজ শ্রীল বসন্ত কুমার ঘোষ—যিনি এ জগতে থাকিলে তাঁহারই এই গ্রন্থ লিখিতে হইত, আমার এ গুরুতর ভার বহন করিতে হইত না—আমার এই পরিশ্রমের ধন, দ্বিতীয় খণ্ড খানি, তাঁহার শ্রীকরকমলে গ্রহণ করুন!

গৌরাব্দ ৪০৯

শ্রী

অমিয় নিমাই চরিত।

প্রথম অধ্যায়।

শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর তাঁহার চৈতন্যভাগবতে লিখিয়াছেন যে, শ্রীঅদ্বৈতের ক্রোধ "হাস্যময়," অর্থাৎ তিনি যতই ক্রোধ করুন না কেন, সে ক্রোধে লোকের ভয় কি রাগ হইত না, বরং হাসি পাইত। তাঁহার ভর্ৎসনা কি স্তুতির প্রকৃত অর্থ কি, তাহা সকল সময়ে বুঝিয়া উঠা ভার হইত। কীর্ত্তনান্তে দুই প্রহরের সময় ভক্তগণ গঙ্গাস্নানে গমন করিলেন। প্রেমানন্দে সকলেই চঞ্চল, যিনি অতি বৃদ্ধ, তিনিও শিশু হইয়াছেন। সুতরাং গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়া সকলে জল-কেলি আরম্ভ করিলেন। প্রথমে হাত ধরাধরি করিয়া "কয়া কয়া" খেলিলেন। তাহার পর জলযুদ্ধ আরম্ভ হইল। পরস্পরে নয়নে জল দেওয়া দেই করিতেছেন। এইরূপে নিমাই গদাধরের নয়নে জল দিতেছেন। যথা—

জল-কেলি গোরাচাঁদের মনেতে পড়িল।
পারিষদ্‌গণ সঙ্গে জলেতে নামিল॥
কার অঙ্গে কেহ জল ফেলিয়া সে মারে।
গৌরাঙ্গ ফেলিয়া জল মারে গদাধরে॥
জল-ক্রীড়া করে গোরা হরষিত মনে।
হুলা-হুলি কোলাকুলি করে জনে জনে॥
গৌরাঙ্গচাঁদের লীলা কহনে না যায়।
বাসুদেব ঘোষ তাই গোরাগুণ গায়॥

নিরীহ গদাধর সহিয়া আছেন, কখন রাগ করিয়া নিমাইয়ের আঁখিতে জল দিতে যাইতেছেন। কিন্তু চোখে জল লাগিয়া পাছে নিমাই ব্যথা পান, এই ভয়ে জল ফেলিয়া মারিতে পারিতেছেন না, কি নয়নে না ফেলিয়া মারিয়া অন্য স্থানে জল নিক্ষেপ করিতেছেন। নিতাই আর অদ্বৈতে ঘোর সমর বাধিয়া গেল। তখন অন্য সকলে জল-কেলি ক্ষান্ত দিয়া এই নিতাই অদ্বৈতে যুদ্ধ দেখিতে লাগিলেন। নিতাই বলবান্, বয়ঃক্রম বত্রিশ। অদ্বৈতের উপবাসে শুষ্ক শরীর, বয়ঃক্রম পঞ্চাশের অধিক। অদ্বৈত পারিবেন কেন? অদ্বৈত হারিলেন। তখন নিমাই মধ্যবর্ত্তী হইয়া বলিতেছেন, "একবার হারিলে হারি নয়, দুইবার হারিলেই হারি।" এ কথায় সকলে স্বীকার করিলেন, এবং নিতাই অদ্বৈতে আবার যুদ্ধ বাধিল। এবার নিতাই দুই হাতে জল লইয়া অদ্বৈতের চখে মারিতে লাগিলেন। অদ্বৈত ব্যথা পাইয়া দুই হাত দিয়া নয়ন রক্ষা করিতে করিতে বলিতেছেন, "গোঁয়ার!" "গোঁয়ার!" নিতাই বলিতেছেন, "তবে গোঁয়ারের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে এস কেন? ঝগড়া করিতে ত খুব পটু।" অদ্বৈত বলিতেছেন, "আমি শুদ্ধ ব্রাহ্মণ, মাসে আমার দশবার উপবাস। তুমি সন্ন্যাসী, জীবন রক্ষার নিমিত্ত দুটি অন্ন একবার খাবে, এই সন্ন্যাসের ধর্ম্ম। কিন্তু দিবানিশি মুখ খানি চলিতেছে, তোমার সঙ্গে আমি কেমন করে পারিব?" নিতাই বলিতেছেন, "তুমি ত বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ, উপবাস করিয়া দেহ শুষ্ক করিয়া থাক। আবার দেখিতে পাই, বৎসর বৎসর একটি করিয়া সন্তান হইতেছে।" এইরূপে কথায় কথায় বিষম ঝগড়া আরম্ভ হইল। খানিক এইরূপে উভয়ে উভয়কে দুর্ব্বাক্য বলিয়া, আবার পরস্পরে আলিঙ্গন করিলেন।

অসাক্ষাতে অদ্বৈত কখন কখন নিমাইয়ের প্রতি কিছু কিছু কটাক্ষ করিতেন। কখন বলিতেন, "নাচন, গাওন" আবার কি ধর্ম্ম? কখন বলিতেন, "কলিকালে আবার অবতার কোন্ শাস্ত্রে?" কখন বলিতেন, "নিমাই বড় বাড়াবাড়ি আরম্ভ করিয়াছেন। আমি উহার সকল্ প্রেম শুষিয়া লইব, দেখি কিরূপে প্রেমোন্মত্ত হইয়া নাচে।" কেহ কেহ অদ্বৈতের এই সমস্ত কথা বিশ্বাস করিয়া ভাবিতেন, অদ্বৈত শ্রীগৌরাঙ্গকে ভগবান বলিয়া মানেন না। আবার অদ্বৈতের প্রভুর প্রতি অতি গাঢ় ভক্তি দেখিয়া তাহা বিশ্বাস করিতে পারিতেন না। এক দিন শ্রীবাস, অদ্বৈতের মুখে এইরূপ নিমাইয়ের বিরুদ্ধে কিছু কথা শুনিয়া, একটু কুতূহল হইয়া,

শ্রীগৌরাঙ্গকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "প্রভু! অ বের উদয় হইল যে, তিনি
শ্রীগৌরাঙ্গের তখন ভগবান ভাব। এ কথা শুনিয়া তাহার সমুচিত দণ্ড তিনি যে
"শ্রীবাস, তুমি বল কি? অদ্বৈতের মত ভক্ত আমার ত্রি ভাবিতেছেন, "যে অদ্ভুত

এক দিবস কীর্ত্তনে নৃত্য করিতে করিতে শ্রীনিম এরূপ কাণ্ড হইতে
পড়িলেন। তখন শ্রীঅদ্বৈত আপনার মস্তক সেই শ্রীচরণে ঘষি নাই, কারণ এত
তাহার পরে একটি তৃণ দন্তে ধরিয়া উহা নিমাইয়ের অঙ্গে আপাদ পাত্র হইব।"
লেন, বুলাইয়া সেই তৃণ মস্তকে করিয়া আঁপনার থুতুতে হস্ত দিয়া বিতেছেন, এমন
করিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। একটু পরে নিমাই সচেতন হইয়া উ াকিলেন।
উঠিয়া বলিতেছেন, "আমি নৃত্যঃ করিতে কেন পারিতেছি না? বোধহয়, নিয়া
তোমরা কেহ আমার চরণ ধূলি লইয়াছ! কে লইয়াছ, বল।" তখন সকলে
চুপ করিয়া রহিলেন। অদ্বৈত ভয়ে ভয়ে অগ্রবর্ত্তী হইয়া করযোড়ে বলিতে লাগি-লেন, "বাপ! চরণ ধূলি চাহিলে যদি পাইতাম, তবে আর চুরি করিতে যাইতাম না। চাহিলে পাই না, কাজেই চুরি করিতে বাধ্য হই। তুমি যদি নিষেধ কর, তবে এরূপ কার্য্য আর করিব না। এবার আমাকে ক্ষমা কর।"

গৌরাঙ্গকে অদ্বৈতের এরূপ সভয়ে কথা বলিবার কারণ বলিতেছি। শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীঅদ্বৈতকে ভক্তি দেখাইতেন, তাঁহাকে প্রণাম করিতেন। শুদ্ধ তাহা নয়, মাঝে মাঝে তাঁহার চরণ ধূলিও লইতেন। শ্রীগৌরাঙ্গের এরূপ ব্যবহার শ্রীঅদ্বৈতের পক্ষে বিশেষ গৌরবের বিষয় সন্দেহ নাই। কিন্তু তিনি এই নিমিত্ত সরল ভাবে সর্ব্বদা দুঃখ প্রকাশ করিতেন। শ্রীগৌরাঙ্গ অদ্বৈতকে বলিতেছেন, "তোমার অভাব কি, যে তুমি ক্ষুদ্র ব্যক্তির স্থানে চুরি করিতে যাইবে? তা ভাল, চোরে দশ দিন চুরি করে, গৃহস্থ এক দিনে তাহার ধন উদ্ধার করে। এই দেখ আমি আমার দ্রব্য উদ্ধার করিতেছি।" ইহাই বলিয়া মহাবলী নিমাই অদ্বৈতকে মৃত্তিকায় ফেলিয়া, তাঁহার চরণে মস্তক ঘর্ষণ করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন, "এই আমি সব উদ্ধার করিলাম। এখন কি করিবে?" অদ্বৈত বলিলেন, "প্রভু, তুমি রক্ষা করিতেও পার, সংহার করিতেও পার, সুতরাং তোমার যাহা ইচ্ছা তাহাই কর। তবে, বাপ! তুমি যদি শাস্তি দাও, তবে আমি কার কাছে যাই?" শ্রীগৌরাঙ্গ কৃতার্থ হইয়া বলিলেন, "তুমি স্বয়ং মহাদেব, তোমার চরণ ধূলি সর্ব্বাঙ্গে মাখিলে ভক্তির উদয় হয়, অতএব সকলেরই কর্ত্তব্য তোমার চরণ ধূলি গ্রহণ করেন।" অদ্বৈত এই কথা শুনিয়া আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন।

কোন কারণে প্রেম শুষ্ক হইয়া গিয়াছে, তিনি কপট নৃত্য ব্যতীত প্রকৃত নৃত্য করিতে পারেন না। হঠাৎ কাহার হৃদয়ে কোন কারণে প্রেম শুষ্ক হইলে, সুরোন্মত্ত ব্যক্তির মাদকতা ছুটিলে তাহার যেরূপ দুঃখ হয়, সেই জাতীয় ক্লেশ হইয়া থাকে।

শ্রীগৌরাঙ্গ এই কথা বলিতেছেন, সকলে ভীত ও দুঃখিত হইয়া শুনিতেছেন, কিন্তু শ্রীঅদ্বৈত প্রেমে ডগমগ হইয়া নৃত্য করিতেছেন। তখন নিমাই বিনীতভাবে শ্রীঅদ্বৈতকে বলিতে লাগিলেন, "গোঁসাঞি! তুমি প্রেমে নৃত্য করিতেছ, কিন্তু আমি আর শ্রীবাস প্রেমধনে বঞ্চিত হইয়া ভয়ানক দুঃখ পাইতেছি। তুমি প্রেমের ভাণ্ডারী। শ্রীপাদ নিত্যানন্দ তোমার নিকট প্রেম পাইয়া নাচিতেছেন। তিলি, মালি পর্য্যন্ত তোমার কৃপায় প্রেম-সুখ ভোগ করিতেছে, কেবল আমি আর শ্রীবাস তোমার কৃপা পাইলাম না? গোঁসাঞি! আমাকে কৃপা কর, নতুবা আমার প্রাণ যায়।"

শ্রীঅদ্বৈত এই কথায় ভ্রূক্ষেপও না করিয়া দাড়িতে হাত দিয়া আরো আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন। তখন প্রভু কতক রহস্য, কতক বিরক্ত হইয়া বলিতেছেন, "গোসাঞি! যদি তুমি আমাকে প্রেমধন না দাও, তবে তোমার সমুদায় প্রেম শুষিয়া লইব।" এই যে প্রেম "শুষিয়া" লইব, ইহা শ্রীঅদ্বৈতের কথা। তিনি প্রায়ই অন্তরালে বলিতেন, "বিশ্বম্ভরের প্রেম আমি শুষিয়া লইব, দেখি কেমন করিয়া সে নাচে?" এখন প্রভু সেই অদ্বৈতের কথা লইয়া অদ্বৈতকে ব্যঙ্গ করিয়া বলিতেছেন, "যদি আমাকে প্রেম না দাও, তবে তোমার প্রেম শুষিয়া লইব।"

এ কথা শুনিয়া শ্রীঅদ্বৈত কিছু উত্তর করিলেন, কিন্তু কি উত্তর করিলেন তাহা জানা যায় না। চৈতন্যভাগবতে এই টুকু মাত্র পাওয়া যায়—

চৈতন্যের প্রেমে মত্ত আচার্য্য গোসাঞি।
কি বলয়ে কি করয়ে কিছু ঠিক নাই॥

ইহার তাৎপর্য্য ইহাই বলিয়া বোধহয় যে আচার্য্য গোসাঞি, অর্থাৎ শ্রীঅদ্বৈত, তখন প্রেমে উন্মত্ত। তিনি তখন যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা আর বুঝিয়া বলেন নাই। চৈতন্যভাগবত আবার বলিতেছেন—

যে ভক্তি প্রভাবে কৃষ্ণে বেচিবারে পারে।
সে যে বাক্য বলিবেক কি বিচিত্র তারে॥

অর্থাৎ ভক্তির বলে বলীয়ান হইয়া সত্যভামা শ্রীকৃষ্ণকে বেচিয়াছিলেন।

শ্রীঅদ্বৈত যে সেই ভক্তি-বলে শ্রীগৌরাঙ্গকে দুটা কর্কশ-বাক্য বলিবেন, তাহার বিচিত্র কি? ইহাতে অনুমিত হয় যে, অদ্বৈত শ্রীগৌরাঙ্গকে কিছু অনুচিত বাক্য বলিয়াছেন। শ্রীঅদ্বৈতের কর্কশ বাক্য শুনিয়া শ্রীনিমাই আর কোন উত্তর করিলেন না, অমনি দ্বার খুলিয়া গঙ্গাভিমুখে ছুটিলেন। নিমাই বিদ্যুতের ন্যায় এই কার্য্যটি করিলেন, সুতরাং নিত্যানন্দ ও হরিদাস ছাড়া আর কেহই লক্ষ্য করিতে পারিলেন না। নিতাইয়ের নয়ন গৌর ছাড়া আর কোন দিকে যাইত না, তাঁহার নয়ন-ভৃঙ্গ কেবল গৌর-মুখ-পদ্ম মধু পানে দিবানিশি থাকিত। নিতাই ও হরিদাস শ্রীগৌরাঙ্গের পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়িলেন।

নিমাই দৌড়িয়া যাইয়া জাহ্নবীতে ঝম্ফ প্রদান করিলেন। অনতিবিলম্বে নিতাই ও তাহার পরে হরিদাসও ঝম্ফ দিলেন। নিমাই মূর্চ্ছিত হইয়া জলমগ্ন হইলেন। নিতাই ও হরিদাস ডুব দিয়া একজন মস্তক ও এক জন চরণ ধরিয়া শ্রীনিমাইকে উঠাইয়া তীরে আনয়ন করিলেন। তখন নিমাই চেতন পাইয়া বিরক্তির সহিত নিতাইকে বলিতেছেন, "তুমি কেন আমাকে উঠাইলে? আমার প্রেম-শূন্য দেহ রাখিয়া কি ফল?" প্রভুর এই কথা শুনিয়া নিতাইয়ের নয়ন দিয়া ধারা পড়িতে লাগিল। নিতাইয়ের নয়নে জল দেখিয়া নিমাই ঘাড় হেঁট করিলেন। নিতাই বলিতেছেন, "সেবক যদি গরব করিয়া তোমাকে দুটা কথা বলে, তুমি কি তাই বলিয়া তাহাকে প্রাণে মারিবে? যথা ভাগবতে—

অভিমানে সেবকেরা বলিলে বচন।
প্রভু তা লইবে কি ভৃত্যের জীবন?

তুমি এরূপ করিয়া আচার্য্যকে প্রাণে না মারিয়া তাঁহাকে অন্য দণ্ড কর।"

তখন নিমাই লজ্জিত হইয়া বলিতেছেন, "আমি নন্দন আচার্য্যের বাড়ী গিয়া নিশি যাপন করি। তোমরা গৃহে যাও, কিন্তু এ ঘটনা প্রকাশ করিও না।" নিতাই ও হরিদাস প্রভুকে নন্দন আচার্য্যের বাড়ী রাখিয়া গৃহে গমন করিলেন। নন্দন আচার্য্য বাড়ীতে ছিলেন, প্রভুকে পাইয়া গোষ্ঠী সমেত আনন্দোৎসব করিতে লাগিলেন। প্রভু তখন শুষ্কবস্ত্র পরিলেন ও ভগবান আবেশে বিষ্ণুখট্টায় বসিলেন। আর নন্দন আচার্য্য ও তাঁহার পারিষদ্বর্গ সারানিশি বৈকুণ্ঠের আনন্দ ভোগ করিতে লাগিলেন।

প্রত্যূষে প্রভু, নন্দন আচার্য্যকে বলিলেন যে, তুমি শ্রীবাসকে একাকী আমার নিকট লইয়া আইস। এ দিকে প্রভু নিশিযোগে সংকীর্ত্তন ত্যাগ করিয়া গেলে, অনতিবিলম্বে সকলে জানিলেন, যে তিনি চলিয়া গিয়াছেন। রাসের নিশিতে শ্রীকৃষ্ণ হঠাৎ অদর্শন হওয়ায় গোপীদের যে ভাব হইয়াছিল, তখন তাঁহাদের তাহাই হইল, সমস্ত আনন্দ ফুরাইয়া গেল। সেখানে নিতাই ও হরিদাস নাই দেখিয়া সকলে ভাবিলেন যে, তাঁহারা প্রভুর সঙ্গে আছেন, ইহাতে তাঁহারা একটু আশ্বস্ত হইলেন। কিন্তু সকলেই মন-কষ্টের একশেষ পাইলেন। বিশেষতঃ শ্রীঅদ্বৈতের এরূপ কষ্ট হইল যেন তাঁহার প্রাণ বাহির হইয়া যায়। তাঁহার দুঃখ দেখিয়া তাঁহাকে আর কেহ কিছু বলিলেন না। তিনিও আপনাকে ধিক্কার দিতে দিতে নিজ বাড়ীতে আসিয়া উপবাস করিয়া শুইয়া থাকিলেন।

এ দিকে নন্দন আচার্য্যের সঙ্গে শ্রীবাস, প্রভুর অগ্রে আসিয়া দাঁড়াইলেন। প্রভুকে দেখিয়া শ্রীবাস কাঁদিতে লাগিলেন। তখন নিমাই বলিতেছেন, "শান্ত হও, আচার্য্য কিরূপ আছেন বল।" শ্রীবাস বলিলেন, "আচার্য্য উপবাস করিয়া পড়িয়া আছেন। যেমন অপরাধ, তিনি সেইরূপ দণ্ড পাইয়াছেন। তাঁহার যে গুরুতর অপরাধ, তাহাতে তিনি বলিয়াই আমরা সহ্য করিয়াছি, অন্য কেহ হইলে সহিতে পারিতাম না। তবে প্রভু, তুমি যেমন আমাদের প্রাণ, তাঁহারও প্রাণ বটে।" যথা চৈতন্যভাগবতে—

অন্য জন হইলে কি আমরাই সহি।
তোমার সে সবেই জীবন প্রভু বহি॥

শ্রীবাস বলিতেছেন, "প্রভু! এখন অদ্বৈত আচার্য্যকে একটি অভয় বাক্য বলিয়া প্রাণ রাখ।"

তখন নিমাই বলিতেছেন, "চল চল অদ্বৈতের বাড়ী যাই, তাঁহার বাড়ী যাইয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা করিব।" ইহাই বলিয়া দু'জনে আচার্য্যের বাড়ী আইলেন। এইরূপে অপরাধ যদিচ আচার্য্যের, তবু নিমাই তাঁহাকে সান্ত্বনা করিতে তাঁহার বাড়ী চলিলেন। দেখেন, আচার্য্য মরার মত পড়িয়া আছেন। নিমাই যাইয়া আচার্য্যকে ডাকিলেন। বলিতেছেন, "উঠ! আচার্য্য, এই আমি বিশ্বম্ভর।" আচার্য্য একে অপরাধী, তাহার পর প্রভুর এইরূপ দৈন্য, সৌজন্য, মহত্ত্ব ও কৃপা দেখিয়া অনুতাপানলে ও লজ্জায় একেবারে মরিয়া গেলেন। আচার্য্য কথা কহিতে পারিতেছেন না। প্রভু আবার

ডাকিলেন। তখন আচার্য্য ধীরে ধীরে বলিলেন, "প্রভু! আমি এতদিন পরে বুঝিলাম, আমার স্থায় দুর্ভাগা জগতে নাই। অন্য সকলকে তুমি দৈন্য দিয়াছ, তাহারা তোমার চরণ-সেবা করিয়া সুখে ও নিশ্চিন্ত হইয়া আছে। আমাকে তুমি কেবল খানিক অহঙ্কার দিয়াছ। আমাকে তুমি গৌরব কর ও ভক্তি কর। তাহাতে আমার দৈন্য যায় ও কেবল দম্ভের সৃষ্টি হয়। আমি বুঝিলাম, অন্য ব্যক্তিরা তোমার নিজ জন, আমি তোমার বহিরঙ্গ। আমাকে যে তুমি আত্মীয়তা দেখাও, সে তোমার কেবল বাহ্য। তুমি আমার প্রাণ ও সর্ব্বস্ব। তুমি আমাকে এই কৃপা কর, যেন দীন ভাবে তোমার চরণে থাকিতে পারি।" যথা চৈতন্যভাগবতে—

হেন কর প্রভু মোরে দাস্য ভাব দিয়া।
চরণে রাখহ দাসী নন্দন করিয়া॥

প্রভুর তখনও ভগবান আবেশ রহিয়াছে। তিনি গম্ভীর ভাবে বলিলেন, "আমার নিজ জন না হইলে তোমাকে দণ্ড করিতাম না। আমি আমার অনুগ্রহ-পাত্রকেই এইরূপে দণ্ড করিয়া থাকি।" যথা চৈতন্যভাগবতে, প্রভু বলিতেছেন—

অপরাধ দেখি কৃষ্ণ যারে দণ্ড করে।
জন্মে জন্মে দাস সেই বলিনু তোমারে॥

তখন অদ্বৈত উঠিয়া, বাহু তুলিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন, আর বলিতে লাগিলেন, "আমি আজ প্রভুর দণ্ড পাইলাম, আমি আজ কৃষ্ণের দাস হইলাম। আজ জানিলাম, শ্রীকৃষ্ণ আমাকে বিস্মৃত হয়েন নাই।"

একটি প্রবাদ আছে যে, শ্রীভগবান্ বলিতেছেন—

যে করে আমার আশ, তারি করি সর্ব্বনাশ।
তবু নাহি ছাড়ে পাশ, তার হই দাসের দাস॥

যে ব্যক্তি ভগবানের শ্রীপাদ-পদ্ম-মধু পান করিয়াছেন, তিনি দুঃখ পাইলে, শ্রীভগবান্ তাঁহাকে বিস্মৃত হয়েন নাই, তাঁহার ইহাই মনে হয়। হইলে ভক্ত আনন্দিত হয়েন। আর তখন ভক্তের নিকট ভগবান হারি মানেন।

মহাপ্রকাশের সময় শ্রীগৌরাঙ্গ তাঁহার অতি বৃদ্ধা জননীর মস্তকে শ্রীপাদ দিয়াছিলেন। আবার এই অপ্রকাশ অবস্থায় শ্রীনিমাই দীন হইতে দীন। তখন তাঁহার দৈন্য ও কাতর ভাব যিনি দেখিতেন, তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ

হইয়া যাইত। তবে অপ্রকাশ অবস্থায় তিনি বিশেষ গুরু জন ব্যতীত কাহাকেও প্রণাম করিতেন না। কারণ তাহা করিলে, তাঁহার ভক্তগণ ক্লেশ পাইতেন। কিন্তু তাই বলিয়া তিনি অন্য কাহাকেও তাঁহার চরণে প্রণাম করিতে দিতেন না। কেহ প্রণাম করিলে তিনিও প্রণাম করিতেন, কাজেই ভয়ে কেহ তাঁহাকে প্রণাম করিত না। শ্রীভগবান্ আবেশে যে নিমাই অতি বৃদ্ধা জননীর মস্তকে পদ দিয়াছিলেন, অন্য অবস্থায় তাঁহার কিরূপ দৈন্য ও গুরুজন প্রতি কিরূপ ভক্তি, তাহা এখন শ্রবণ করুন। এক দিবস শ্রীগৌরাঙ্গ সংকীর্ত্তনান্তে গঙ্গাস্নান করিতে যাইতেছিলেন, এমন সময় এক জন মান্যা ব্রাহ্মণ-নারী তাঁহার সম্মুখে নিপতিতা হইয়া বলিলেন, "তুমি শ্রীভগবান, আমাকে উদ্ধার কর।"

এই কার্য্যে শ্রীগৌরাঙ্গ স্তম্ভিত হইলেন, ও তাঁহার মুখ মলিন হইয়া গেল! তখন একটি দৃঢ় সংকল্প করিয়া, দ্রুতবেগে যাইয়া,—প্রাণত্যাগ করিবেন বলিয়া, গঙ্গায় ঝম্ফ প্রদান করিলেন। ভক্তগণ অনতিবিলম্বে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ঝম্প দিয়া পড়িলেন। কিন্তু নিমাইকে পাইলেন না। এখন বিবেচনা করুন, এ সমুদায় চকিতের মত হইয়া গেল। প্রভু জলে ঝম্প দিবেন, কেহ জানিতেন না। প্রভু ছুটিলেন, কিন্তু ভাবের অনুগত হইয়া তিনি মুহুর্মুহু এরূপ ছুটিতেন। যদি তাঁহারা বিন্দুমাত্র জানিতেন যে, প্রভু জলে ঝাঁপ দিয়া প্রাণত্যাগ করিতে যাইতেছেন, তবে আর এরূপ বিপদ হইতে দিতেন না। প্রভু তীরের মত ছুটিলেন, ছুটিয়া গঙ্গায় ঝম্প দিলেন।

নিমাই এরূপ কয় বার জলে ঝম্প দিয়াছিলেন, কিন্তু কখনও আপনি উঠেন নাই। কারণ সেই কয় বারই তিনি জলে অচেতন অবস্থায় ঝম্প দিয়াছিলেন, কাজেই তাঁহাকে ধরিয়া উঠাইতে হইয়াছিল।

এবার ঐরূপ দ্রুতগতিতে জলে ঝম্প দিলেন। ভক্তগণ পশ্চাৎ আইলেন, দেখিলেন প্রভু জলে ঝম্প দিলেন। সকলে ভাবিলেন প্রভু এখনি উঠিবেন। কিন্তু তিনি উঠিলেন না। তখন সকলে হাহাকার করিয়া গঙ্গায় ঝাঁপ দিলেন। কিন্তু স্রোতে তখন তাঁহার দেহ ঝম্প স্থান হইতে দূরে লইয়া গিয়াছে, কাজেই কেহ তাঁহাকে তল্লাস করিয়া পাইলেন না।

এ সংবাদ দাবানলের ন্যায় চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। যিনি যেখানে ছিলেন, দৌড়িয়া আইলেন। দুঃখিনী শচীও শুনিলেন, তিনি কি অবস্থায় গঙ্গাভিমুখে, দৌড়িলেন তাহা অনুভব করুন, বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন। শচী

আসিয়া দেখিলেন নিমাইকে পাওয়া যায় নাই। তখন তিনিও ঝাঁপ দিতে চলিলেন, ভক্তগণ ধরিয়া রাখিলেন। দিবস

শচী তীরে দাঁড়াইয়া নিমাই নিমাই বলিয়া চীৎকার করিতেছেন আর বুক চাপড়াইতেছেন। বার বার নিমাইয়ের জন্য ঝাঁপ দিতে যাইতেছেন, আর সকলে নিবারণ করিতেছেন। এমন সময় নিতাই আইলেন, এবং তিনি জলে ঝম্প প্রদান করিলেন। যথা শ্রীচৈতন্যমঙ্গলে—

জলে মগ্ন হইল প্রভু না পাই দেখিতে।
সর্ব্ব নিজ জন ঝাঁপ দিলেন পশ্চাতে॥
পুত্র পুত্র বলি ধায় আর শচীমাতা।
ঝাঁপ দিতে চাহে বিশ্বম্ভর হরি যথা॥
উন্মত্তা পাগলিনী শচী কান্দে উভরায়।
হা-কান্দ ক্রন্দনে কান্দে ভূমেতে লুটায়॥
ঐছন প্রমাদ দেখি অবধৌত রায়।
প্রভুর উদ্দেশে ঝাঁপ দিলেন গঙ্গায়॥
জলমগ্ন হইয়া প্রভুর ধরিলেন হাতে।
ধরিয়া তুলিল গঙ্গা কূলে আচম্বিতে॥

প্রভুকে ধরাধরি করিয়া তীরে উঠান হইল। একটু পরে তাঁহার চেতনা হইল।

তখন নিমাই নিতাইকে বলিতেছেন, "কেন তুমি আমাকে মরিতে দিলে না? আমার এ অপরাধময় দেহ রাখিয়া ফল কি? আমি জীবাধম, অতি মান্যা ব্রাহ্মণ-রমণী আমার চরণ-ধূলি গ্রহণ করিলেন। আমি কীটাণুকীট, অথচ আমাকে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া সম্বোধন করিলেন, ইহাতে আমি কৃষ্ণের চরণে যে অপরাধী হইলাম, তাহা হইতে নিস্তার পাইবার উপায় দেখিতেছি না। আমাকে তোমরা ছাড়িয়া দাও, আমি আমার এই কলুষিত দেহ ত্যাগ করিব।" ইহা বলিয়া বিহ্বল হইয়া প্রভু রোদন করিতে লাগিলেন। সকলে নানা মত সাধ্যসাধনা করিতে লাগিলেন, কিন্তু কোন ক্রমেই নিমাই প্রবোধ মানিলেন না। মধ্য স্থানে নিমাই, রোরুদ্যমানা শচীর কোলে বসিয়া, অশ্রুজল ফেলিতেছেন, আর হরিদাস প্রভৃতি ভক্তগণ তাঁহাকে ঘিরিয়া বসিয়া রোদন করিতেছেন। সকলে যথা সাধ্য বুঝাইলেন, কিন্তু নিমাই কোন ক্রমেই প্রবোধ মানিলেন না।

ভুর হৃদয়ে তরঙ্গের উপর তরঙ্গ আসিতেছে। তৃণ দিয়া কি গঙ্গার বন্ধ করা যায়? ভক্তগণের প্রবোধে প্রভুর তরঙ্গ নিবারিত হইল না। নিমাই, "শ্রীকৃষ্ণ! বাপ! আমি অপরাধী, তুমি আমার অপরাধ মোচনের উপায় বলিয়া দাও," এই বলিয়া ধূলায় গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন।

নিমাইয়ের মনের ভাব অনুভব করুন। ভক্ত অবস্থায় নিমাইয়ের ন্যায় দীন ত্রিজগতে আর নাই। শ্রীকৃষ্ণে দাস্য-ভক্তি কিরূপে পাইবেন, এই নিমিত্ত যাহাকে পান, তাহার কাছে কাতর হইয়া মিনতি করেন। সেই নিমাইকে বৃদ্ধা ব্রাহ্মণ-রমণী চরণে ধরিয়া বলিলেন, "তুমি শ্রীকৃষ্ণ, আমাকে উদ্ধার কর।" প্রভু ভাবিতেছেন, "হ'ল ভাল! কোথায় আমাকে লোকে ভক্তি শিক্ষা দিবে, আমাকে কৃপা করিবে, না আমাকে শ্রীভগবান করিয়া তুলিল?" ইহা ভাবিয়া নিমাই অসহনীয় যন্ত্রণা ভোগ করিতে লাগিলেন।

নিমাই উঠিলেন, উঠিয়া কান্দিতে কান্দিতে চলিলেন। এইরূপে দিখিদিক্ জ্ঞানহারা হইয়া মুরারি গুপ্তের বাড়ীর দিকে গমন করিলেন। আর সকলেই তাঁহার সঙ্গে কান্দিতে কান্দিতে চলিলেন। সেখানে কিছু কাল থাকিয়া পরে বিজয় মিশ্রের বাড়ী গেলেন। সেখানে কিছু কাল থাকিয়া কান্দিতে কান্দিতে আবার হরিদাস আচার্য্যের বাড়ীতে গেলেন। সেখানেও তাঁহার সঙ্গে সকলে গমন করিলেন। হরিদাস আচার্য্যের বাড়ীতে সমস্ত নিশি রোদন করিয়া যাপন করিলেন। প্রভাত হইলে হরিদাসের বাড়ী ত্যাগ করিয়া কান্দিতে কান্দিতে সুরধুনী তীরে আইলেন, ও একখানি নৌকা পাইয়া গঙ্গা পার হইয়া উত্তর তীরে গেলেন। এইরূপে সমস্ত দিবস রজনী কেবল রোদন করিয়া কাটাইলেন।

পারে গিয়া ভক্তগণের অনুনয় বিনয়ে শান্ত হইলেন, হইয়া বাড়ী ফিরিয়া আইলেন। শচী ও বিষ্ণুপ্রিয়া এবং ভক্তগণ প্রাণ পাইলেন।

অপরাহ্নে নিমাই প্রকৃতিস্থ হইয়া শ্রীবাসের বাটীতে বসিয়া বলিতেছেন, "আমি যদি আমার বৃদ্ধা জননীকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতাম, তবে লোকে আমাকে আমার জননীর প্রতি নিতান্ত অকৃতজ্ঞ বলিত, ও আমার কার্য্য দূষিত।" এই কথা শুনিয়া মুরারি উত্তর করিলেন, "তোমার শ্রীপাদপদ্ম হইতে জীবে প্রেম পাইয়া থাকে, তোমার কোন কার্য্যের নিমিত্ত লোকে নিন্দা করিবে না।" ভবিষ্যতে নিমাই এইরূপ "অকৃতজ্ঞ" হইবেন ও "দূষিত কার্য্য" করিবেন, ইহা মনে করিয়া মুরারির বাক্য

আশ্বাসিত হইয়া, তাঁহাকে দৃঢ় আলিঙ্গন করিলেন। এই আলিঙ্গনে মুরারির সর্ব্বাঙ্গ পুলকিত হইল, ও তখন তিনি এই শ্লোকটি পড়িলেন—

ক্বাহং দরিদ্রঃ পাপীয়ান্ ক্ব কৃষ্ণ শ্রীনিকেতনঃ।
ব্রহ্মবন্ধুরিতি স্মাহং বাহুভ্যাং পরিরম্ভিতঃ॥

এই কথা বলিবামাত্র নিমাইয়ে শ্রীভগবান প্রকাশ পাইলেন। তাঁহার সমস্ত "শরীর সহস্র সূর্য্যের ন্যায় তেজোময়" হইল! আর বলিলেন, আমার এই দেহ "পরম মনোজ্ঞ," "নিত্য," "জ্ঞান," ও "ঘন আনন্দময়।" তোমরা নিশ্চয় জানিও আমার শরীর ব্যতিরেকে এই ভূমণ্ডলে আর কিছুই নাই। যথা কবিকর্ণপূরের শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যচরিতে—

শ্রুত্বা স ইত্থমুদিতং ভগবাংস্তদৈব
স্বৈশ্বর্য্যমুত্তমমুপেত্য ররাজ নাথঃ।
রম্যাসনোপরি পরিস্থিত উদ্ভটেন
তেজশ্চয়েন দিননাথসহস্রতুল্যঃ॥
ইদং শরীরং পরমং মনোজ্ঞং
সচ্চিদ্ঘনানন্দময়ং মমৈব।
জানীত যূয়ং নহি কিঞ্চিদন্য-
দ্বিনাস্তি ভূমৌ স ইতীদমূচে॥

আবার একটু পরেই শ্রীভগবান অন্তর্হিত হইলেন, এবং নিমাই তখন নিমাইয়ের মত কথা বলিতে লাগিলেন। এইরূপে শ্রীভগবান মুহুর্মুহু প্রকাশিত হইয়া আবার প্রায় তখনই লুকাইতে লাগিলেন। অধিক রহস্যের বিষয় এই যে, যখন প্রকাশ পাইবেন তাহার পূর্ব্বে কেহ কিছু জানিতে পারিতেন না। সামান্য কথাবার্ত্তা হইতেছে, এমন সময় শ্রীভগবান প্রকাশ পাইলেন, নিমাইয়ের দেহ সহস্র সূর্য্যের ন্যায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। আকৃতি সমুদায় প্রগাঢ় ভক্তি-দায়ক ও চিত্ত-আকর্ষক হইল, এবং দুই একটি কথা বলিয়াই অন্তর্দ্ধান করিলেন। ক্ষণকাল পরেই নিমাইয়ের শরীর ও আকৃতি পূর্ব্বের ন্যায় সহজ মনুষ্যের মত হইল। বিশেষ রহস্য এই, শ্রীভগবান প্রকাশিত হইয়া যে সমস্ত কথা কহিলেন, সেই সকল কথার সহিত তাঁহারা পূর্ব্বে যে কথাবার্ত্তা বলিতেছিলেন, তাহার কোন সম্পর্ক নাই। যথা, যেরূপ উপরে বলা হইল। মুরারি বলিলেন, "আমি দরিদ্র, তুমি কৃষ্ণ, আমাকে আলিঙ্গন করিলে?" অমনি শ্রীভগবান্

হইলেন, এবং আপনার স্বরূপ সম্বন্ধে গুটিকতক কথা বলিয়া অন্তর্দ্ধান করিলেন। এক দিবস নিমাই তাঁহার চর্ব্বিত তাম্বূল মুরারিকে দিলেন। মুরারি দু'কর পাতিয়া প্রসাদ লইয়া কতক গ্রহণ করিলেন, কতক মস্তকে দিলেন। তখন প্রভু বলিতেছেন, "মুরারি করিলি কি? তুই সর্ব্বাঙ্গে ঝুঁটা মাখিলি?" ইহাই বলিতে বলিতে নিমাই ভগবান রূপে প্রকাশ পাইলেন, আর বলিলেন, "কাশীতে প্রকাশানন্দ সরস্বতী কুশিক্ষা দিতেছে, মায়াবাদ পড়াইতেছে, আর আমার এই বিগ্রহ মানিতেছে না। ইহার সমুচিত দণ্ড পাইবে।" প্রকাশানন্দ তখন সন্ন্যাসীগণের প্রধান। তখন ভগবদ্ভক্তি মানিতেন না, পরে শ্রীগৌরাঙ্গের অনুগত হইয়াছিলেন। এখন বিবেচনা করুন মুরারির মাথায় তাম্বূলের ঝুঁটা, আর প্রকাশানন্দের মায়াবাদ, এ উভয়ে কোন সম্বন্ধ নাই। নিমাই রহস্য করিয়া মুরারির মাথায় ঝুঁটা লাগিল বলিতেছেন, আর ভগবানরূপে প্রকাশ পাইয়া তখনই বলিতেছেন, প্রকাশানন্দ কুশিক্ষা দিতেছে। একটু পরেই শ্রীভগবান লুকাইলেন, এবং নিমাই ও মুরারিতে পুনরায় সামান্য কথা হইতে লাগিল। তবে মুরারিতে ও প্রকাশানন্দে এই মাত্র সম্বন্ধ ছিল। মুরারি পূর্ব্বে বেদের বড় গোঁড়া ছিলেন, তাই বরাহ-ভাবে শ্রীভগবান তাঁহাকে ঐ কথা লইয়া কটাক্ষ করিয়াছিলেন।

আবার কখন কখন এইরূপে ভগবান প্রকাশিত হইয়া ভক্তগণকে সূক্ষ্ম তত্ত্ব বুঝাইতেন। বরাহরূপে প্রকাশ পাইয়া মুরারির বাড়ীতে "বেদ অন্ধ" এ কথা বলিয়াছিলেন। আবার আর এক দিবস ঐ বরাহরূপে প্রকাশ পাইয়া হরের্নাম শ্লোকের অর্থ করিলেন। শ্লোকটি এই—

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥

এই কয়েকটি কথামাত্র লইয়া প্রভু ইহার এরূপ অর্থ করিলেন যে, সকলে চমকিত হইলেন। এই কয়েকটি কথার মধ্যে ওরূপ অর্থ আছে ইহা কেহ কখন স্বপ্নেও ভাবেন নাই। তিনি ইহার কিরূপ অর্থ করিয়াছিলেন তাহার বিস্তার বর্ণনা কোন গ্রন্থে নাই, তবু যে সংক্ষেপ বর্ণনা আছে তাহা বলিতেছি।

হরিনামই স্বয়ং ভগবান। ইনি আদি পুরুষ। এই নামরূপী আদি পুরুষ, সকল সময়ে জগতে উদয় হয়েন না, কলিতেই হইয়াছেন। "কেবল'

শব্দের অর্থ এই যে, এই হরি ভিন্ন অন্য কোন দেব
না। এবং এই কথা যে পরম সত্য ও সর্ব্বশাস্ত্রের
বুঝাইবার জন্যই তিনবার 'নাস্ত্যেব' বলা হই

ইহা বলি আন দেবে মানে
তার গতি নাই তিনবা

ইহাতে ইহাই বুঝাইতেছে, কলিতে
উপাসনায় উদ্ধার নাই।

এইরূপে যে দিবস আম্রবীজ
অদৃশ্য হইল, কেবল আম্র থাকি
ভগবানরূপে বলিতেছেন, "এই
সৃষ্টি হইল তাহা সমুদায় চলিয়া গেল,
প্রেমধনই নিত্য বস্তু, ইহা দ্বারা কৃষ্ণকে সেবা
বীজ হইল। নিমাই কিরূপে আম্র প্রস্তুত করি
হইয় এ সম্বন্ধে মুরারি গুপ্তের চৈতন্যচরিত
লি আছে। নিমাই মৃত্তিকায় বসিয়া সম্মুখে
পরে হস্তে ঘন ঘন তালি দিতে লাগিলেন,
"এই বীজ অঙ্কুরিত হইল। আবার বলিলেন, "এই
ক্ষুদ্র বৃক্ষ হইল।" আর তাহাই হইল। এইরূপে বৃক্ষে
উহাতে দুই শত ফল হইয়া পরিপক্ক হইল। তখন সেই
আর তখন বৃক্ষ কোথায় চলিয়া গেল। কিন্তু ফল গু
কৃষ্ণকে নিবেদন করিয়া সকলে প্রসাদ পাইলেন। যথা—

করতালৈঃ দিশঃ প্রোচে পশ্য শৈলূষ বেষ্টিতম্।
পশ্য পশ্যাম্রবীজংমে ভূমৌ সংরোপিতং ময়া।
পশ্য পশ্যাঙ্কুরো জাতো নিমেষেণ তরুঃ পুনঃ।
জাতঃ পশ্যাশু পুষ্পৌঘঃ পশ্য পশ্য ফলং পুনঃ॥

প্রভু প্রকাশাবস্থায় যেরূপ উপদেশ দিতেন, অপ্রকাশ
কখন ভক্তগণকে কিছু কিছু তত্ত্বকথা বলিতেন। এখন
তাঁহার টোলের শিষ্যগণ তাঁহার নিকট আসিয়া পাঠ লইতে
একটি শিষ্য বলিতেছেন, "আপনি কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলেন, সেও ত

শুনিয়া ... অতিশয় কষ্ট পাইলেন। শুনিবা-
ন. অ... করিতে লাগিলেন, ও
... বলিলেন যে, "চল, আমরা
... কারণ কৃষ্ণ নাই, এ কথা
... হইয়া গেলেন, তাহাকেও
... তাহার অবিশ্বাস দূর

... নিমাই কথন কাহাকে
... তাঁহার ভক্তগণ
... বলিয়াছিলেন
রূপ" ... না, এবং
জা..ন না। তবে ... করিয়াই
হউক, একটি অলৌকিক ...য়াছিলেন।
...লে কীর্ত্তন করিতে উ... ...ন, এমন
মেঘ দেখিয়া কীর্ত্তন হই... ...ক্তগণ
ভক্তগণের দুঃখ দেখিয়া, ...াড়া
দাঁড়াইয়া, মেঘ পানে চাহিয়া ...
কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। তথনি ...।
...প্ত কৃত চৈতন্যচরিতে—

...দাবৃতো ব্যোম্নি ঘনৈ র্গম্ভীর-নিঃস্বনৈঃ।

* * *

...। দুঃখিতাঃ সর্ব্বে বিঘ্নোঽয়ং সমুপস্থিতঃ।
তস্মিন্ সমায়াতো গৃহীত্বা মন্দিরাং হ...॥
...ন্ কৃতার্থয়ন্ কৃষ্ণং জগৌ স স্বজনৈঃ সহ।
...মরুদ্ভি র্মেঘৌঘাঃ খণ্ডিতা স্তে দিগন্তরং॥

...গ্র প্রভুর ভক্তভাবে দৈন্যের কথা বলিতেছিলাম। এখন
। একটি কাহিনী শ্রবণ করুন। চাপাল গোপাল নামে একজ...
...ন্ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, কীর্ত্তনাদিকে বড় ঘৃণা করিতেন। এ...
...াসের বাড়ী হইত বলিয়া শ্রীবাসের উপর তাঁহার বড় রা...

ও ঘৃণা ছিল। তাঁহাকে দুঃখ দিবার নিমিত্ত চাপাল গোপাল এক দিবস নিশিযোগে, যখন শ্রীবাসের ভিতর আঙ্গিনায় সংকীর্ত্তন হইতেছিল, তখন বাহির বাটীতে মদ্যপায়ী তান্ত্রিকগণ যেরূপে পূজা করিয়া থাকে, সেইরূপ সমুদায় পূজার সজ্জা করিলেন। এক ভাণ্ড মদ্যও রাখা হইল। প্রাতে শ্রীবাস উঠিয়া সেই কাণ্ড দেখিলেন। বুঝিলেন যে, উহা চাপাল গোপালের কার্য্য। তখন পাড়ার লোককে ডাকিয়া দেখাইলেন; দেখাইয়া আর কাহাকে কিছু না বলিয়া, সে স্থান হাড়ী আনাইয়া লেপাইলেন।

দুই দিবস পরে চাপাল গোপালের কুষ্ঠরোগ হইল। চাপাল গোপাল টোলে ছাত্রগণকে পড়াইতেছেন, এমন সময়ে একজন ছাত্র তাঁহার অঙ্গুলি ফুলিয়াছে দেখিয়া চাপালকে উহার কারণ জিজ্ঞাসা করিল। চাপাল তখন দম্ভ করিয়া বলিলেন, "তোমরা যাহা ভাবিতেছ, উহা তাহা নয়। আমি শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ, শিবপূজা করিয়া থাকি, আমার কেন ব্যাধি হইবে?" কিন্তু ক্রমেই ব্যাধি বাড়িতে লাগিল। চাপাল স্ত্রী পুত্রকে বড় যন্ত্রণা দিতেন, তাহারা তখন তাঁহাকে বাহিরে একখানি চালা বাঁধিয়া দিল। দূরে দাঁড়াইয়া নাসিকায় বস্ত্র দিয়া স্ত্রী এক মুষ্টি অন্ন দিয়া পলাইতেন। চাপাল অন্নাহার করিয়া যষ্টি ভর করিয়া গঙ্গাতীরে আসিয়া, বসিয়া থাকিতেন। কোন একজন দয়ালু লোকের পরামর্শে তিনি এক দিবস, নিমাই যখন স্নান করিতে আসিয়াছেন, অমনি তাঁহাকে বলিতেছেন, "নিমাই পণ্ডিত! আমি তোমার এক গ্রামে বাস করি, তোমার সহিত গ্রাম সম্পর্কও আছে। শুনিলাম তুমি নাকি বড় সাধু হইয়াছ, আর ব্যাধি ভাল করিতে পার। আমার ব্যাধি কেন ভাল করিয়া দাও না।"

তখন চাপালের সম্পূর্ণ মলিনতা ও দম্ভ রহিয়াছে। শ্রীনিমাইকে এই কথা বলিলে শ্রীনিমাই যদি নিমাই থাকিতেন, তবে করযোড়ে বলিতেন, "ঠাকুর! আমাকে এরূপ বলিয়া কেন অপরাধী কর।" কিন্তু চাপাল শ্রীনিমাইকে সম্বোধন করিলে, তদ্দণ্ডে শ্রীভগবান প্রকাশ হইলেন, আর তিনি বলিলেন, "তুমি ভক্তদ্রোহী, তোমার কুষ্ঠ হইয়াছে, এ সামান্য কথা। তোমার অনেক দুঃখ পাইতে হইবে।" এই কথা বলিয়া চলিয়া গেলেন।

যখন এ প্রসঙ্গ উঠিল, তখন ইহা শেষ করিয়া রাখি। চাপাল ইহার পরে অতি কষ্টে কাশী (বারাণশী) নগরে গমন করিয়াছিলেন। সেখানে বিশ্বেশ্বরের মন্দিরে হত্যা দিয়া পড়িয়া রহিলেন। বিশ্বেশ্বর স্বপ্নে বলিলেন যে, নবদ্বীপে

মানে শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভু, তিনি স্বয়ং ভগবান। সরল ভাবে তাঁহার চরণ আশ্রয় করিলে রোগ হইতে নিষ্কৃতি পাইবে। চাপাল বাড়ী ফিরিয়া আইলেন। পাঁচ বৎসর পরে কুলিয়া গ্রামে প্রভুর দর্শন পাইলেন, পাইয়া তাঁহার চরণে সকাতরে পতিত হইলেন। এ সম্বন্ধে চাপাল গোপালের উক্ত প্রাচীন গীত শ্রবণ করুন—

পরম করুণ হে প্রভু, নিতাই গৌর, তোমরা দু ভাই। ধ্রু।

(আমি) গিয়াছিনু কাশীপুরে, আমায় কয়ে দিলেন বিশ্বেশ্বরে,
পূর্ণব্রহ্ম শচীর ঘরে।
আমি কীড়ার জালায় জ্বলে মরি।
আমায় উদ্ধার কর গৌর হরি ॥

তখন শ্রীভগবান কৃপার্ত্ত হইয়া বলিলেন, তুমি শ্রীবাসের নিকট অপরাধী, তাঁহার পাদোদক পান কর, আরোগ্যলাভ করিবে।" চাপাল তাহাই করিয়া, ভব রোগ ও দেহ রোগ হইতে মুক্ত হইলেন, এবং সেই অবধি শ্রীগৌরাঙ্গের পরম ভক্ত হইলেন।

আবার প্রভু কখন কখন তাঁহার কৃপা পাত্র এবং ভক্তগণকে গোপন করিয়া কাহাকেও কৃপা করিতেন। শুক্লাম্বরের খুদ কাড়িয়া খাইয়া ছিলেন বলিয়া ব্রহ্মচারীর মনে বড় ক্ষোভ ছিল। সেই ক্ষোভ নিবারণ করিবার নিমিত্ত শ্রীগৌরাঙ্গ, এক দিন তাঁহার বাড়ী যাইয়া অন্ন খাইবেন, এই অভিপ্রায় ইলেন। শুক্লাম্বর এই কথা শুনিয়া যেমন আনন্দিত হইলেন, তেমনি ভয়ও পাইলেন। কারণ সামাজিক নিয়মানুসারে তাঁহার অন্ন শ্রীগৌরাঙ্গ ভোজন করিতে পারেন না। ইহাতে শুক্লাম্বর মিনতি করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। বলিলেন, "প্রভু, আমি অতি দীন ও মলিন; আমি আপনাকে অন্ন রন্ধন করিয়া দিব, এরূপ আমার সাহস হয় না, আপনি আমাকে ক্ষমা করুন।"

শ্রীগৌরাঙ্গ তাহা শুনিলেন না। তখন শুক্লাম্বর নিরুপায় হইয়া অন্যান্য ভক্তগণের নিকট পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহাতে ভক্তগণ বলিলেন, "শ্রীভগবানের নিকট জাতি বিচার নাই। তিনি সকলেরই অন্ন ভোজন করিয়া থাকেন। তুমি স্বচ্ছন্দে যাও, প্রভুকে ভোজন করাও।" তখন শুক্লাম্বর স্নান করিয়া পবিত্র মনে অন্ন চড়াইলেন ও তাহার সহিত এক খণ্ড

গর্ভথোড় দিলেন; আর হাঁড়ি ছুইলেন না। করযোড়ে শ্রীলক্ষ্মী ঠাকুরাণীকে আহ্বান করিয়া মনে মনে তাঁহার চরণ ধ্যান করিতে লাগিলেন।

ইতি মধ্যে প্রভু স্নান করিয়া ভক্তগণ সমভিব্যাহারে শুক্লাম্বরের বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত। শ্রীনিমাই ও নিতাই ভোজনে বসিলেন, আর সকলে দর্শন করিতে লাগিলেন। প্রভু ভোজন করিতে করিতে বলিতেছেন যে, এমন সুস্বাদু অন্ন তিনি জীবনে কখন ভোজন করেন নাই। আর গর্ভথোড় যে এত উপাদেয় হইতে পারে, তাহা তিনি পূর্ব্বে জানিতেন না। ভোজন করিয়া প্রভুদ্বয় উঠিলে, ভক্তগণ সেই উচ্ছিষ্ট অন্ন লইয়া কাড়াকাড়ি করিতে লাগিলেন। তাহার পরে সেখানে সকলে শয়ন করিলেন। শুক্লাম্বরের বাটী গঙ্গার উপর; গ্রীষ্মকাল, মন্দ মন্দ বায়ু বহিতেছে, সকলে নিদ্রা গেলেন। প্রভুও শয়ন করিলেন, আর তাঁহার নিকট কায়স্থ বংশোদ্ভুত বিজয় নামক কোন ব্যক্তিও শয়ন করিলেন। বিজয় প্রভুর বড় প্রিয় পাত্র, তাঁহার ন্যায় আখরিয়া * শ্রীনবদ্বীপে কেহ ছিলেন না। বিজয় প্রভুকে অনেক পুঁথি লিখিয়া দিয়াছিলেন। সকলে নিদ্রা যাইতেছেন, এমন সময় শ্রীগৌরাঙ্গ তাঁহার শ্রীহস্ত বিজয়ের বুকের উপর দিলেন। শ্রীকরস্পর্শে বিজয় নয়ন মেলিলেন, দেখেন যে, যে বাহু তাঁহার বক্ষের উপর রহিয়াছে, উহা চিন্ময় ও রত্নাঙ্গুরীয়তে খচিত। আরো দেখিলেন যে, সমস্ত জগৎ শীতল তেজে পরিপূরিত। বিজয় দেখিয়া তদ্দণ্ডে বাহ্যজ্ঞান হারাইলেন. ও হুঙ্কার করিয়া গাত্রোত্থান করিলেন। তাঁহার হুঙ্কারে সকলে চেতনা পাইলেন। সকলে, ও প্রভু স্বয়ং, বিজয়কে তাঁহার হুঙ্কার ও আনন্দের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। কিন্তু তাঁহার আনন্দে বাহ্য জ্ঞান নাই। তিনি কোন কথারই উত্তর করিতে পারিলেন না। তখন প্রভু মধুর হাসিয়া বলিতেছেন, "বুঝিলাম, শুক্লাম্বরের বাটীতে শ্রীকৃষ্ণ বিরাজ করেন। তাঁহাকেই বা বিজয় দেখিয়াছে? কি এ গঙ্গার মাহাত্ম্য? যাহাই হউক বিজয় নিশ্চয় কিছু বৈভব দর্শন করিয়া থাকিবে, তাহার আর সন্দেহ নাই।" এইরূপে তিনি নিজে যে এ নাটের গুরু ইহা গোপন করিলেন বটে, কিন্তু বিজয়ের এ পরিবর্ত্তনের মূল কে ভক্তগণ তাহা কিছু কিছু মনে অনুভব করিলেন। বিজয়ের তখন কি দশা হইল, তাহা চৈতন্য ভাগবতে এইরূপ লিখিত আছে—

---

* আখরিয়া—অক্ষর লেখক। বিজয়ের হস্তাক্ষর বড় ভাল ছিল এবং তিনি দ্রুত লিখিতে পারিতেন।

"না আহার, না নিদ্রা, রহিত দেহ ধর্ম্ম।
ভ্রমে বিজয় কেহ নাহি জানে মর্ম্ম॥"

সপ্ত দিবস পরে বিজয় চেতন পাইয়া সমুদায় কথা প্রকাশ করিলেন। নির্ব্বোধ লোকে ধ্যানে শ্রীভগবানের তেজ দেখিতে চাহিয়া থাকে। কিন্তু শ্রীভগবানের "চরণ নখর ছটা" দর্শন করার শক্তি জীবের নাই। দর্শন করিলে, বিজয়ের যেরূপ দশা হইয়াছিল, তাহাই উপস্থিত হয়। এইরূপে প্রভু কাহাকে কিরূপে কৃপা করিতেন, তাহা অন্য কেহ জানিতে পারিতেন না। আপনিও লুকাইবার চেষ্টা করিতেন, কিন্তু সে চেষ্টা সময় সময় বিফল হইত।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

বন্ধু হে, কি দেখ চিবুক ধরে। ধ্রু।
যে আনন্দ পাই, হেরি রাঙ্গা পদ,
কেন হে বঞ্চহ মোরে॥
লজ্জাশীল বলে, করহু বিদ্রূপ,
নিগূঢ় কব তোমারে।
লজ্জা ভান করে, নমিত বদনে,
পদ হেরি নয়ন ভরে॥

বলরাম দাস।

এক দিবস নিমাই শ্রীবাসের মুখে কৃষ্ণলীলা শুনিতে শুনিতে বলিলেন, "এসো, এক দিন অঙ্ক বন্ধন করিয়া, সাজিয়া গুজিয়া, কৃষ্ণলীলা রস আস্বাদন করা যাউক।" ভক্তগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে কিরূপ?" নিমাই বলিলেন, "তোমরা সমুদায় কৃষ্ণলীলার সজ্জা প্রস্তুত কর। তাহার পর কিরূপ করিতে হইবে, দেখা যাইবে।" বুদ্ধিমন্ত খান কায়স্থ জমীদার ও সদাশিব কবিরাজ প্রভুর বড় প্রিয়। এই দুই জনের উপর সজ্জা প্রস্তুতের ভার হইল। এই লীলার স্থান প্রভু আপনি নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন, যে, তাঁহার মেসো চন্দ্রশেখর আচার্য্যরত্নের বাড়ী যাত্রা হইবে। তাঁহার মাসার বাড়ী সাব্যস্ত করিবার কারণ বোধহয়, যে, সেখানে শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া যাইতে পারিবেন।

সেখানে কি হইবে সকলে আগ্রহ করিয়া জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। তাহাতে প্রভু বলিলেন, "আমি সেখানে রমণীর বেশ ধরিয়া নৃত্য করিব।" ইহাই বলিয়া শ্রীঅদ্বৈতের দিকে চাহিয়া, তিনি শিবাবতার এরূপ ইঙ্গিত করিয়া, মনে মনে হাসিয়া বলিতেছেন, "কিন্তু আমি এরূপ রূপবতীর রূপ ধরিব যে, যে ব্যক্তি জিতেন্দ্রিয় তিনি ব্যতীত আর কেহ সেখানে যাইতে পারিবেন না।" ইহার তাৎপর্য্য এই যে মহাদেব মোহিনী দেখিয়া উন্মত্ত হইয়াছিলেন, আর অদ্বৈত মহাদেব। ইহাতে শ্রীঅদ্বৈত, প্রভু রহস্য করিতেছেন, এ কথা এরূপে না লইয়া, একটু দুঃখিত হইয়া বলিলেন, "তবে আর আমার যাওয়া হইবে না, আমি জিতেন্দ্রিয় এ গৌরব আমার নাই।" এ কথা

শুনিয়া শ্রীবাস বলিতেছেন, "আমারও ঐ কথা।" তখন নিমাই একটু ঠকিলেন, ও হাসিয়া বলিতেছেন, "তবে হলো ভাল! তোমরা কেহ যাবে না, তবে এ রঙ্গ কাহাকে লইয়া করিব? তা আমি ইহার একটি উপায় করিতেছি। তোমরা আমার বরে সকলে জিতেন্দ্রিয় হইবে, ও আমাকে দেখিয়া মোহ পাইবে না।" এ কথা শুনিয়া আবার সকলে হাসিতে লাগিলেন।

তাহার পর সকলে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "যদি আমাদের নাট্যাভিনয় করিতে হয়, তবে কে কি সাজিবেন, আর কে কি করিবেন, কি বলিবেন, তাহা আগে ঠিক করিয়া দাও।" প্রভু বলিলেন, "আমি হবো রাধা, গদাধর হইবেন ললিতা, শ্রীপাদ নিত্যানন্দ হইবেন আমার বড়াই, হরিদাস কোতোয়াল, শ্রীবাস নারদ ইত্যাদি।" অদ্বৈত করযোড়ে বলিলেন, "আমার প্রতি কি আজ্ঞা হয়।" প্রভু বলিলেন, "সকলই তুমি, তোমাকে আর কি বাছিয়া দিব? তুমি হইবে শ্রীকৃষ্ণ।"

ইহাতে সকলে প্রভুকে বলিলেন, "কে কি বলিবে, কে কি করিবে, সমুদায় বলিয়া দিউন।" প্রভু বলিলেন, "তাহা বলিয়া দিতে হইবে না। সময় হইলে, যাহার যাহা করিতে কি বলিতে হইবে, আপনি স্ফূরিত হইবে।" সুতরাং কি যে কাণ্ড হইবে তাহা কেহ কিছু বুঝিতে পারিলেন না।

এই সমুদায় কথা স্থির হইলে সকলে উৎসাহের সহিত দ্রব্যাদি আহরণ করিতে লাগিলেন। শাড়ী, শংখ, কাঁচুলী, গোঁপ, দাড়ি প্রভৃতি নানাবিধ সজ্জা প্রস্তুত করা হইল। চন্দ্রশেখরের বাড়ীতে বুদ্ধিমন্ত খান তখন বড় বড় চান্দোয়া খাটাইলেন, বসিবার শয্যা পাতিলেন, দীপের সজ্জা করিলেন। সন্ধ্যা হইলে সমুদায় ভক্তগণ উপস্থিত হইলেন, আর তাঁহাদের বাড়ীর স্ত্রীলোক সকলে চলিলেন। শচী বিষ্ণুপ্রিয়াকে সঙ্গে করিয়া চলিলেন, মালিনী ভগিনীগণ লইয়া চলিলেন, মুরারির স্ত্রী আইলেন। এইরূপে বাড়ীর অভ্যন্তর স্ত্রীলোকে ভরিয়া গেল। সকলে প্রবেশ করিলে ঘরে কবাট পড়িল, কাহারও আসিবার অধিকার রহিল না। প্রভু দৃঢ়রূপে আজ্ঞা করিলেন, যে, যেন আর কেহ আসিতে না পারে।

এখন কে কি ভার প্রাপ্ত হইলেন বলিতেছি। সাজাইবার ভার পাইলেন বাসুদেব আচার্য্য। গায়ক হইলেন পঞ্চজন, যথা পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি, চন্দ্রশেখর আচার্য্যরত্ন (অর্থাৎ যাঁহার বাড়ী); আর শ্রীবাসের তিন ভাই।

যাঁহারা যাঁহারা সাজিবেন তাঁহারা রঙ্গ গৃহে সাজিতে লাগিলেন; আর সভায় গায়ক ও বাদক ও সভ্যগণ রহিলেন। স্ত্রীলোকে কেহ ছাঁচিয়ায়, কেহ পীড়ার উপর, কেহ অভ্যন্তরে বসিলেন।

প্রথমে বাদ্য আরম্ভ হইল। তাহার পরে গায়কগণ সুস্বরে শ্রীরাধাকৃষ্ণের স্তবের দুইটি শ্লোক পড়িলেন। যথা "জয়তি জননিবাসো" এবং "সম্পূর্ণেন্দুমুখী" ইত্যাদি। এই শ্লোকদ্বয় পাঠ হইলে সকলে আনন্দে হরি হরি বোল বলিয়া ধ্বনি করিয়া উঠিলেন।

এমন সময় হরিদাস রঙ্গভূমিতে সূত্রধররূপে উপস্থিত হইলেন। হরিদাসের মুখে মস্ত গোঁপ, স্কন্ধে যষ্টি, কিন্তু দুই হস্তে কুন্দ ও মল্লিকা প্রভৃতি পুষ্প। নয়নজলে বদন ভাসিয়া যাইতেছে। তিনি আসিয়া সেই পুষ্প দিয়া রঙ্গস্থলকে শ্লোক পড়িয়া পূজা করিলেন। আর প্রণাম করিয়া বলিলেন, "হে রঙ্গভূমি, তুমি অদ্য বৃন্দাবন হও।" পূজা সমাপ্ত হইলে হরিদাস সভ্যগণকে বলিতেছেন, "অদ্য আমি ব্রহ্মার নিকট গিয়াছিলাম, দেখি সেখানে শ্রীল নারদ মুনি বসিয়া। আমি ব্রহ্মাকে প্রণাম করিলে নারদ আমাকে একটি আজ্ঞা করিলেন। তিনি বলিলেন যে শ্রীকৃষ্ণের লীলা দর্শনের সাধ তাঁহার বহুদিন হইতে আছে। তাহার পর নাটকাগারে তাঁহাকে সেই লীলা দেখাইতে আমাকে আজ্ঞা করিলেন। আমি এখন কিরূপে নারদের আজ্ঞা পালন করিব ভাবিতেছি।"

ইহাই বলিয়া হরিদাস মুখ তুলিয়া দেখেন তাঁহার পারিপার্শ্বিক * অগ্রে দাঁড়াইয়া। ইনি মুকুন্দ। হরিদাস তাঁহার পারিপার্শ্বিক মুকুন্দকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, "নারদের আজ্ঞা শুনিলে ত? এখন তাহার উদ্যোগ কর।"

পারি। তোমার কথায় আমার বিস্ময় জন্মিল। শ্রীল নারদ আত্মারাম। তিনি ব্রহ্মার তনয় বটে, কিন্তু অধিকারে তাঁহারই সমান। সনকাদি আত্মারাম তাঁহার অনুজ। তিনি স্বয়ং আত্মারাম হইয়া শ্রীকৃষ্ণের লৌকিক লীলাতে লোভ করিবেন, এ বড় আশ্চর্য্য।

সূত্র। তুমি কি ভাগবতের "আত্মারাম" শ্লোক জান না? যাঁহারা আত্মারাম, তাঁহারাও শ্রীকৃষ্ণে অহৈতুকী ভক্তি লাভ করিতে ও তাঁহার লীলারসরূপ সুধা পান করিতে সাধ করিয়া থাকেন।

---

* নাটকের যে সূত্রপাত করে, তাহাকে সূত্রধর বলা যায়; যাহার সঙ্গে কথোপকথনের ছল করিয়া সেই সূত্রপাত হয়, তাহার নাম পারিপার্শ্বিক।

পারি। আত্মারামগণ ভাল ছাড়িয়া মন্দে কেন লোভ করেন?

সূত্র। পাগল, তুমি জান না, যে, ভগবানের অলৌকিক লীলা অপেক্ষা লৌকিক লীলা আরো মধুর। সৃষ্টি প্রক্রিয়াদি ভগবানের বড় বড় কথায় রস নাই। তাই বিচার করিয়া শুকদেব শ্রীভাগবতে শ্রীভগবানের মাধুর্য্য লীলা বর্ণনা করিয়াছেন। ইহা যিনি আস্বাদ করেন, তিনি শ্রীকৃষ্ণকে অচিরাৎ পাইয়া থাকেন। আর শ্রীভগবান এই নিমিত্ত, অর্থাৎ জীবগণের ভজন সুলভ করিবার নিমিত্ত, নরলীলা করিয়া থাকেন।

পারি। তা ভাল, তাই করা যাবে; কিন্তু এত ব্যস্ত কেন? নারদ ব্রহ্মলোকে, তাঁহার আসিতে ত অনেক সময় লাগিবে?

সূত্র। আরে অজ্ঞান! নারদ অন্তরীক্ষে গমন করেন। তাঁহার আসিতে কতক্ষণ লাগিবে? তুমি শীঘ্র সজ্জা কর।

পারি। যে আজ্ঞা। তবে শ্রীভগবানের কোন্ লীলা দেখাইব?

সূত্র। "দানলীলা" অভিনয় করিয়া দেখাই, ইহাই আমার ইচ্ছা।

পারি। তা হবে না। তোমার কন্যাগণ থাকিলে হইত।

সূত্র। সেকি? তাহারা ত ভাল আছে?

পারি। ভাল আছেন, তবে শ্রীবৃন্দাবনে গোপেশ্বর-শিব পূজা করিতে গিয়াছেন।

সূত্র। এত বড় বিপদের কথা! যদি কোন কৃষ্ণলীলা না দেখাইতে পারি, তবে নারদ অভিশাপ দিবেন; এখন উপায়?

পারি। ব্যস্ত কেন? তাঁহারা শীঘ্র আসিবেন।

সূত্র। তুমিত বল শীঘ্র আসিবেন, কিন্তু তাহারা পথ জানে না, সঙ্গে কেহ নাই, আবার সে বনে ভয় আছে শুনিয়াছি।

পারি। ভয় কি? সঙ্গে বড়াই বুড়ি আছে।

সূত্র। (হাসিয়া) বুড়ীর ত খুব সাহস। চোকে দেখে না, কাণে শুনে না, জীর্ণ শীর্ণ কলেবর।

ইহাই বলিতে বলিতে নারদ আইলেন। শ্রীনারদকে দেখিয়া সূত্রধর (হরিদাস) ও পারিপার্শ্বিক (মুকুন্দ) উভয়ে শীঘ্র শীঘ্র কন্যাগণকে আনিবার নিমিত্ত রঙ্গস্থল ত্যাগ করিলেন। নারদ রঙ্গস্থলে বীণাযন্ত্র হস্তে করিয়া কৃষ্ণমঙ্গল গীত গাইতে গাইতে আইলেন, সঙ্গে তাঁহার স্নাতক, তিনি শুক্লাম্বর। এখন যেরূপ যাত্রায় নারদের বেশ দেখা যায়, নারদের সেই বেশ। নারদকে

দেখিয়া সকলে অবাক হইলেন। তাহার কারণ, নারদ যে শ্রীবাস ইহা সকলে জানেন, কিন্তু শ্রীবাসকে কেহ চিনিতে পারিতেছেন না। শ্রীবাসের আকৃতি প্রকৃতি একেবারে পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে।

এখানে একটি নিগূঢ় রহস্য বলিতে হইতেছে। এই যে নাটক অভিনয় হইতেছে, ইহা সভাগণ ভুলিয়া গিয়াছেন। রঙ্গভূমিতে যাঁহারা আসিতেছেন, তাঁহারা আসিবার পূর্ব্বে আপনাদিগকে ভুলিয়া গিয়াছেন। শ্রীবাস আর এখন শ্রীবাস নাই, প্রকৃতই আপনাকে নারদ ভাবিতেছেন। যখন শ্রীঅদ্বৈত কৃষ্ণরূপ ধরিয়া আসিলেন, তখন প্রকৃতই শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার দেহে প্রবেশ করিয়াছেন। এই যে সকলে নাটক অভিনয় করিতেছেন, ইহাঁদের কথা ও কার্য্য পূর্ব্বে তাঁহাদিগকে শিক্ষা দেওয়া হয় নাই; সকলেই উপস্থিত মত কার্য্য করিতেছেন ও কথা বলিতেছেন। শ্রীবাস যখন নারদরূপ ধরিয়া আসিলেন, তখন শচী বিস্মিত হইয়া তাঁহার স্ত্রী মালিনীকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "এই কি তোমার পণ্ডিত?" তাহাতে মালিনী বলিলেন, "শুনছি বটে, কিন্তু চিনিতে পারিতেছি না।" প্রকৃত কথা তখন যাঁহারা রঙ্গভূমিতে উপস্থিত হইতেছেন, তাঁহাদের দেহে অন্যে প্রবেশ করায় তাঁহাদের আকার একেবারে পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে।

নারদ। কই হে স্নাতক, এখানে ত নাটক কিছু দেখি না?

(সূত্রধার, পারিপার্শ্বিক প্রভৃতি সঙ্গে করিয়া গোপীবেশে গদাধরের সুপ্রভা সখী সহ প্রবেশ।)

নারদ। তোমরা কাহারা?

সুপ্রভা। আমরা গোয়ালার মেয়ে, ব্রজে থাকি, গোপেশ্বর পূজিতে যাইতেছি। ঠাকুর আপনি কে?

নারদ। আমি কৃষ্ণের দাস নারদ।

(সকলে নারদকে প্রণাম।)

গোপী (গদাধর)। ঠাকুর, আমি কিরূপে শ্রীকৃষ্ণ,—যিনি গৌরচন্দ্ররূপে নবদ্বীপে উদয় হইয়াছেন,—তাঁহার চরণ পাইব? (ইহা বলিয়া কান্দিয়া নারদের চরণে পড়িলেন।)

নারদ। তুমি অবশ্য সে চরণ পাইবে। প্রত্যহ সুরধুনীতে অঙ্গ মার্জ্জনা করিও। (একটু পরে, গোপী কিছু শান্ত হইলে) তুমি বৃন্দাবনের গোপী, অবশ্য নৃত্য করিতে পার, একবার আমাকে নৃত্য দর্শন করাও।

গদাধরের রূপের অবধি নাই। যাই গৌরচরণ কিরূপে পাইব বলিয়া নারদের চরণে পড়িয়াছেন, অমনি প্রেমে বিভোর হইয়াছেন। গদাধরের চাঁদ-মুখ নয়ন জলে ভাসিতেছে। তখন সুপ্রভা সখীর অঙ্গে ভর দিয়া, মৃদঙ্গ মন্দিরার সহিত, তিনি মধুর নৃত্য করিতে লাগিলেন। হরিদাস স্কন্ধে যষ্টি লইয়া গোঁফ মোচড়াইতে মোচড়াইতে লম্ফ দিয়া সমস্ত আঙ্গিনা ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। অট্ট অট্ট হাসিতেছেন আর বলিতেছেন, "দিন গেল, কৃষ্ণ ভজ, এমন ঠাকুর আর পাবে না।"

সভ্যগণ হরিদাসের মুখে শুনিতেছেন "কৃষ্ণ ভজ," আর শ্রীকৃষ্ণ ভজনের ফল স্বরূপ শ্রীগদাধরকে দেখিতেছেন ও তাঁহার নৃত্য দর্শন করিতেছেন!

সুপ্রভা। (গদাধরকে) সখি, সময় গেল, পূজায় যাবে না?

গোপী। (নারদকে প্রণাম করিয়া) ঠাকুর অনুমতি কর, আমরা যাই। (গদাধর ও অন্যান্য নিষ্ক্রান্ত।)

স্নাতক। ইহাঁরা সকলে বৃন্দাবনে গেলেন। চল আমরাও সেখানে যাই, যাইয়া শ্রীকৃষ্ণ রহস্য দেখিগে।

নারদ। কেন, একি বৃন্দাবন নহে?

স্নাতক। ঠাকুর, একেবারে পাগল হইয়াছ, এ বৃন্দাবন কোথায়?

নারদ। পাগলই হইয়াছি বটে। কৃষ্ণ প্রেমানন্দে লোককে পাগলই করে। চল বৃন্দাবনে যাই; আমি পথ দেখিতে পাইতেছি না, তুমি পথ দেখাইয়া চল।

প্রকৃতই নারদ নয়ন জলে ভাসিতেছেন, আর সেই নয়ন জলে কিছু দেখিতেও পাইতেছেন না। নারদের তখন কৌতুক ভাব নাই। তিনি অতি গম্ভীর ও প্রেমে চঞ্চল হওয়ায় তাঁহার মুখের শোভা অপরূপ হইয়াছে। অগ্রে স্নাতক পথ দেখাইয়া যাইতেছেন, পশ্চাতে নারদ চলিয়াছেন।

স্নাতক। তবেই তুমি বৃন্দাবনে গিয়াছ? কৃষ্ণলীলা রহস্য দেখা হইল না।

নারদ। কেন? কি হইয়াছে?

স্নাতক। তুমি এক পা যাইবে, দশ পা নাচিবে। এইরূপে আমরা কত দিনে বৃন্দাবনে যাইব?

নারদ। বৃন্দাবনে যাইব বলিয়া আমার অন্তরে আনন্দ ধরিতেছে না। বৃন্দাবন শ্রীকৃষ্ণের নিজের স্থান। সেখানে বৃক্ষ লতা পর্য্যন্ত আনন্দে ভাসি-

তেছে। আমার পিতা ব্রহ্মা স্বয়ং ঈশ্বর, তিনি শ্রীকৃষ্ণের নিকট বৃন্দাবনে একটু স্থান চাহিয়া বলিয়াছিলেন, "হে প্রভু! বৃন্দাবনে আমাকে একটি অতি ক্ষুদ্র তৃণ কর।" তাহাতে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন, "কেন ব্রহ্মা, তুমি বড় বৃক্ষ না হইয়া বৃন্দাবনে ছোট তৃণ হইতে চাহিতেছ?" তাহাতে ব্রহ্মা বলিয়াছিলেন, "তোমাকে সহস্র বৎসর তপস্যা করিয়া মুনিগণ ধ্যানেও দর্শন করিতে পারেন না, সেই তুমি, তোমাকে গোপীগণ প্রেমবলে সর্ব্বদা দর্শন করিতেছেন, আমি যদি বৃন্দাবনে ক্ষুদ্র লতা হই, তবে সেই গোপীগণের পদরজঃ সর্ব্বদা পাইব।" স্নাতক! বৃন্দাবন এইরূপ লোভের সামগ্রী, সেখানে যাইতেছি, একটু নাচিব না?

(এমন সময়ে [নেপথ্যে] শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের মুরলীরব হইল।)

এই যে মুরলীরব হইল, ইহাতে কেন শুধু উপস্থিতগণ নহে, সমস্ত নবদ্বীপ-বাসী, এমন কি, যেন ত্রিভুবন মোহিত হইলেন। সেই রব শুনিয়া সকলের অঙ্গ শীতল হইল, সুখে যেন প্রাণ এলাইয়া গেল।

নারদ। ঐ শুন! ঐ শুন! তান তরঙ্গ! শ্রীকৃষ্ণের মধুর মুরলীধ্বনি হইতেছে! এই মুরলীধ্বনি শুনিয়া কুলবতীগণের, পতির অগ্রে, নীবী বন্ধন খসিয়া পড়ে। আমি এখন কি করি? অনুমানে বোধহয় শ্রীকৃষ্ণ আসিতেছেন, কারণ শ্রীঅঙ্গ গন্ধে আমার নাসিকা মাতিতেছে। চল একটু দূরে যাই, নতুবা সংজ্ঞা হারা হইব, কিছু দেখিতে পাইব না।

[একটু অন্তরাল গমন।]

(শ্রীঅদ্বৈতের শ্রীকৃষ্ণরূপে সখাগণের সহ প্রবেশ।)

শ্রীকৃষ্ণের করে মুরলী। অদ্বৈতের বয়স যদিও পঞ্চাসের উর্দ্ধ, কিন্তু এখন তাঁহাকে পঞ্চদশ বর্ষ বয়স্ক বালক বলিয়া বোধ হইতেছে। এখন শ্রীঅদ্বৈতের হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং প্রবেশ করিয়াছেন, আর তাহাতে অদ্বৈতকে ঠিক কৃষ্ণের ন্যায় বোধ হইতেছে, ও তাঁহার রূপ মাধুরী দেখিয়া সকলের নয়ন শীতল হইতেছে। শ্রীকৃষ্ণ প্রবেশ করিলে স্ত্রীলোকে হুলুধ্বনি ও সভ্যগণ হরিধ্বনি করিয়া উঠিলেন। আর সকলেই শ্রীকৃষ্ণের রূপ, হাব, ভাব, ভঙ্গি দর্শন করিতে লাগিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ। সখা শ্রীদাম! দেখ দেখি বৃন্দাবনের কি শোভা হইয়াছে। ফুলের শোভা ও গন্ধে, নয়ন ও নাসিকা আমোদ করিতেছে। ত্রিজগতের মধ্যে এইটাই আমার মনোমত স্থান।

শ্রীদাম। এ বৃন্দাবন শোভা অপেক্ষা তোমার খেলা আরও মনোহর।

শ্রীকৃষ্ণ। এখানে মধুমঙ্গলকে দেখিতেছি না কেন? তাঁহাকে তল্লাস করিয়া লইয়া আইস।

শ্রীমধুমঙ্গল ব্রাহ্মণ পুত্র, শ্রীকৃষ্ণের সখা ও বিদূষক।

(এমন সময় মধুমঙ্গল উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া উপস্থিত।)

মধুমঙ্গল। (শ্রীকৃষ্ণের প্রতি, হাঁপাইতে হাঁপাইতে) পথে আজ একটি ব্রহ্মহত্যা হইতেছিল। তোমার পুণ্যবলে বাঁচিয়া আসিয়াছি। বৃন্দাবনে কতকগুলি অল্পবয়স্ক গোপবালিকার সহিত একটা বৃদ্ধা রমণীকে দেখিলাম। সেটা নিশ্চিত ডাকিনী, বোধহয় বনে আমাকে খুঁজিয়া বেড়াইতেছিল। আমাকে ধরিতে পারিলেই গোপেশ্বর শিবের নিকট বলি দিত।

শ্রীকৃষ্ণ। সুবল! এ ব্যাপার কি বল দেখি? মধুমঙ্গল কাহাদের দেখিয়া আসিল?

সুবল। বোধ হয় শ্রীমতী রাধা সখীগণ বেষ্টিত হইয়া বড়াই বুড়িকে সঙ্গে করিয়া গোপেশ্বর শিবপূজা করিতে আসিয়াছেন।

মধুমঙ্গল। (হি হি করিয়া হাস্য করিয়া) যদি শ্রীমতী রাধা আসিয়া থাকেন, তবে সখার হাতে ধরা পড়িবেন।

নারদ। স্নাতক! চল আমরা অন্তরীক্ষে থাকিয়া শ্রীকৃষ্ণের লীলা দর্শন করি। [নারদ ও স্নাতকের প্রস্থান।]

(শ্রীমান পণ্ডিত আগে মশাল ধরিয়া, পশ্চাৎ বড়াই ও
সখীগণ সহিত শ্রীরাধিকার প্রবেশ।)

এখানে বেশ-গৃহের কথা কিছু বলি। নিমাই গদাধর প্রভৃতিকে বাসুদেবাচার্য্য স্ত্রীবেশ সাজাইতেছেন। হস্তে কঙ্কণ দিলেই নিমাইয়ের রুক্মিণীর আবেশ হইল, যথা চৈতন্য ভাগবতে—

"আপনা না জানে প্রভু রুক্মিণী আবেশ।"

নিমাই ভাবিতেছেন তিনি রুক্মিণী, তাঁহার বিবাহ হইবে, আর সেই নিমিত্ত তাঁহাকে সাজান হইতেছে। নিমাই রুক্মিণী ভাবে অধোমুখে রহিয়াছেন, নয়ন জলে পৃথিবী ভাসিতেছে। আর নখ দিয়া মৃত্তিকায় শ্রীকৃষ্ণকে পত্র লিখিতেছেন। লিখিতেছেন কি, না শ্রীমদ্ভাগবতের সেই সাতটি শ্লোক, যাহা রুক্মিণী প্রণয়-লিপি করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে প্রেরণ

করিয়াছিলেন। সেই পত্রখানির মর্ম্ম কিছু বলিতেছি। রুক্মিণী লিখিয়াছিলেন ঃ—"শ্রীকৃষ্ণ! তোমার রূপ ও গুণের কথা শুনিয়া আমার ত্রিবিধ তাপ দূরে গিয়াছে। আমি স্ত্রীলোক, কিন্তু তোমার রূপ গুণে আমার লজ্জা নষ্ট করিয়াছে। আর তাই নির্লজ্জ হইয়া বলিতেছি, আমার চিত্ত তোমাতে গিয়াছে। তা তুমি বিবেচনা কর, আমার দোষ্ কি? এ জগতে এমন কোন্ রূপবতী আছে যে তোমার কথা স্মরণ করিয়া লজ্জা ও ধর্ম্মকে জলাঞ্জলি না দেয়? অতএব আমার ধৃষ্টতা ক্ষমা কর, করিয়া আমাকে তোমার রাঙ্গা চরণে স্থান দাও।"

রুক্মিণী (নিমাই) অবনত মুখে নখ দিয়া শ্রীভাগবতের এই সাত শ্লোক লিখিতেছেন, আর প্রেমানন্দ ধারায় লেখা মুছিয়া যাইতেছে। আবার লিখিতেছেন। ভাবিতেছেন যে, যে বিপ্র দ্বারা সেই পত্র শ্রীকৃষ্ণকে পাঠাইবেন, সে সম্মুখে। মস্তক অবনত করিয়া পত্র লিখিতেছেন, আর কল্পিত বিপ্রকে সম্বোধন করিয়া স্ত্রীলোকের স্বরে (কারণ প্রভুর যখন গোপীভাব হইত তখন স্বর স্ত্রীলোকের মত হইত) কান্দিতে কান্দিতে বলিতেছেন, "বিপ্র! তুমি শীঘ্র শ্রীকৃষ্ণের কাছে এই পত্র লইয়া যাও। তুমি কৃষ্ণের রাঙ্গা পায় আমার অবস্থা ভাল করিয়া বলিও। বলিও যে আমার প্রকৃত অবস্থা পত্রে লিখিতে পারিলাম না। বিপ্র, তুমি আমার হইয়া সমুদায় বলিও।" বেশ গৃহে এই রঙ্গ হইতেছে, আর সকলে দাঁড়াইয়া দেখিতেছেন।

বেশ সমাপ্ত হইলে নিমাইয়ের ভাব পরিবর্ত্তন হইল। তখন শ্রীমতী রাধার ভাব হইল। আর সেই ভাবে রঙ্গ স্থলে প্রবেশ করিলেন। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে যখন নিমাই, রাধা ভাবে সখী সঙ্গে প্রবেশ করিলেন, তখন শ্রীমান পণ্ডিত আগে দেউটি ধরিয়া আইলেন।

নিমাই শ্রীরাধিকা হইয়াছেন, গদাধর ললিতা ও নিত্যানন্দ বড়াই। আরও দুই চারি জনে গোপ বালিকার বেশ ধরিয়াছেন। শ্রীনিমাই প্রকৃতই ভুবনমোহিনী রূপ ধারণ করিয়াছেন। তিনি যে পুরুষ তাহার কিছুমাত্র লক্ষণ তাঁহার শরীরে নাই। সেই রূপ দেখিয়া কি স্ত্রী কি পুরুষ সকলেরই মোহ হইল। যথা চৈতন্য মঙ্গলে—

পট্ট বসন পরে, নূপুর চরণ তলে,
মুঠে পাই ক্ষীণ মাঝা খানি।

রূপে ত্রিজগত মোহে, উপমা দিবার কাহে,
গোপীবেশ ঠাকুর আপনি ॥

গদাধরের রূপও তদনুরূপ। নিমাই রূপসী হইয়াছেন, শুধু তাহা নয়, তিনি যে নিমাই, ইহা কাহারও লক্ষ্য করিবার ক্ষমতা নাই। শচীও চিনিতে পারিতেছেন না। নিমাই বলিয়াছিলেন, আমাকে দর্শন করিলে তোমাদের মোহ হইবে, তাহাই হইল। সকলে সংজ্ঞা লাভ করিলে, আনন্দ কলরব অর্থাৎ হুলু, শঙ্খ ও হরিধ্বনি করিয়া উঠিলেন।

শ্রীরাধা প্রবেশ করিলে মধুমঙ্গল শ্রীকৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, "চল যাই, আমরা কুঞ্জের আড়ালে একটু লুকাইয়া দেখি, গোপবালিকাগণ কি করে।"

শ্রীকৃষ্ণ সখাগণের সহিত কুঞ্জের আড়ালে লুকাইলেন।

শ্রীরাধিকা (নিমাই)। সখি ললিতে! গোপেশ্বরকে পূজিবার নিমিত্ত সকল দ্রব্যই আনিয়াছি, কেবল শুখাইয়া যাইবে বলিয়া পুষ্প আনি নাই।

ললিতা (গদাধর)। তাহার ভাবনা কি? বৃন্দাবনে আবার ফুলের অভাব কি?

শ্রীরাধিকা। ফুলের অভাব নাই বটে, কিন্তু এখানে বন্য হস্তি আছে। সেই ভয়ে আমার অঙ্গ থর থর কাঁপিতেছে।

মধুমঙ্গল। (জনান্তিকে কৃষ্ণের প্রতি) সখে! এই গোয়ালিনীদের আস্পর্দ্ধার কথা শুনিলে ত?

শ্রীকৃষ্ণ। কি আস্পর্দ্ধা?

মধুমঙ্গল। তোমার মত নির্ব্বোধ ত্রিজগতে নাই। নির্ব্বোধ না হইলে ত্রিলোকের অধিপতি হইয়া গরু চরাইতে কেন আসিবে? ঐ গোয়ালিনী তোমাকে বন্য হাতি বলিতেছে, তুমি বুঝিতেছ না?

শ্রীরাধা। (সখীর প্রতি) শুধু বন্য হাতির ভয় নহে, তাহার সঙ্গে সহচর কতকগুলি গর্দভ আছে, এবং তাহারাও বড় বিরক্ত করে।

মধুমঙ্গল। সখা শুনিলে ত? এ সব কথা একটুও ভাল নহে। তুমি বন্য হাতি হও তাহাতে আমার আপত্তি নাই। আমি ব্রাহ্মণপুত্র, গোয়ালিনী গুলা আমাকে গাধা বলিবে কেন?

শ্রীরাধা। চল যাই লবঙ্গলতিকার ফুল তুলি গিয়া।

বড়াই। নাত্নি! উহা করিস্ না। এখনি কৃষ্ণের হাতে ধরা পড়িবি। সে চঞ্চল, লবঙ্গলতিকাকে বড় ভালবাসে।

ললিতা। যদি শ্রীকৃষ্ণ আসেন তবে তোমাকে জামিন রাখিয়া আমরা শ্রীমতীকে খালাস করিয়া লইয়া যাইব।

ইহাই বলিয়া সকলে হাস্য করিতে করিতে কুসুমচয়ন করিতে লাগিলেন। এমন সময় একটি মধুকর শ্রীরাধার মুখের চতুস্পার্শে গুন্ গুন্ করিয়া ঘুরিতে লাগিল।

শ্রীরাধা। ললিতে! এই ভ্রমরটি বড় ত্যক্ত করিতেছে।

শ্রীকৃষ্ণ। (অন্তরীক্ষে) ভ্রমরটার অপরাধ কি? মুখ দেখিয়া তাহার পদ্ম ভ্রম হইয়াছে।

মধুমঙ্গল। সখে! বড় সুবিধা হইয়াছে, কে ফুল তুলিতেছে বলিয়া তুমি এই সময় রাগ করিয়া গোপীগণের নিকট উপস্থিত হও।

শ্রীকৃষ্ণ। সখে! তোমার কাণ্ডজ্ঞান মাত্র নাই। এই যে গোপনে থাকিয়া আমরা শ্রীরাধার ভাব ও রূপ লহরী দর্শন করিতেছি, এ সুখ হইতে আমি কেন বঞ্চিত হইব? আমরা প্রকাশ হইলে ইহার কিছুই থাকিবে না। দেখিতেছ না ভোম্রার ভয়ে শ্রীরাধার মুখ কিরূপ অপরূপ রূপধারণ করিয়াছে? তবে তুমি বলিতেছ, আচ্ছা আমি চলিলাম।

(প্রকাশ হইয়া ললিতার প্রতি।)

তোমরা কারা গা? দেখিতেছি স্ত্রীলোক, কিন্তু সাহস দেখি পুরুষ অপেক্ষাও বেশী, স্বচ্ছন্দে অন্যের বাগানে বল দ্বারা ফুল তুলিতেছ, ইহাতে তোমাদের মনে কিছু শঙ্কা হইতেছে না? তোমাদের মুখ দেখিয়া আমার বোধ হইতেছিল, যে তোমরা সরল, কিন্তু ব্যবহারে দেখি নিতান্ত ইতর লোকের মতন। ফুল তুলিতেছ, ফুলের ডাল ভাঙ্গিতেছ, যেন এ সম্পত্তি তোমাদেরই। থাকো! ইহার উচিত ফল পাইবে।

বড়াই। কৃষ্ণ, তুই বড় চঞ্চল! এ বৃন্দাবন আমাদের সকলেরই, তুই আবার ইহার কর্ত্তা কবে হলি?

মধুমঙ্গল। বুড়ি তোর বাহাত্তরে ধরেছে। কোথা বালিকাগুলাকে নিবারণ কর্‌বি, না আরও উৎসাহ দিচ্ছিস্?

বড়াই। তুই বামুনের শিশু; কিন্তু তোর বুদ্ধি ঠিক পশুর মতন।

ললিতা। আরে কুষ্মাণ্ড! তুই যে কথা বলিস্, তুই আবার এ বনের কে?

মধুমঙ্গল। আমি কে শুনিবে? এ বনের রাজা আমার সখা কৃষ্ণ, আর আমি তাঁর পুরোহিত ও মন্ত্রি।

বড়াই। ওরে কৃষ্ণ! এ বন গোপীদের। তাহাদের নিজ অধিকারে ফুল তুলিতেছে, তুই তাহার বিরোধী না হইয়া আমি যে পরামর্শ দিই, তাহাই কর। রাধার কাছে বিনয় করিয়া ফুল ভিক্ষা কর, তবে কৃপা করিয়া সে তোকে দু চারিটি লবঙ্গ ফুল দিলেও দিতে পারে।

বুড়ি ইহাই বলিয়া রাধিকার অঞ্চলে যত লবঙ্গফুল ছিল, অঞ্চল ধরিয়া সেই গুলি শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গে ফেলিয়া দিলেন।

শ্রীরাধা। (বসনে মুখ ঝাঁপিয়া) আর্য্যে! করিলে কি? দেব পূজার লাগি ফুল তুলিলাম, তাহার এ কি অবস্থা করিলে?

ললিতা। বুড়ি, তুমি করিলে কি? ভয়পেয়ে এত পরিশ্রমের ফুল গুলি অপাত্রে দিলে?

বড়াই। আমরা এ দুষ্টের সহিত পারিব কেন? চল আমরা ঘরে যাই, এখানে থাকা নয়। (ইহা বলিয়া শ্রীরাধার হস্ত ধরিলেন।)

শ্রীরাধা। আর্য্যে! পূজা করিতে আইলাম, পূজা না করিয়া কিরূপে যাইব? পূজার দ্রব্য বা কোথা রাখিয়া যাই?

মধুমঙ্গল। তোমরা যাবে কোথা? আগে দান দাও, তবে বাড়ী যাইও।

বড়াই। আরে বামুনের পুত্র! দান আবার কিরে? এ দান কাহার সৃষ্টি?

সুবল। এ বনের রাজা আমাদের সখা কৃষ্ণ। তাঁহাকে দান না দিয়া শ্রীবৃন্দাবনে কেহ আসিতে পারে না।

বড়াই। কি! কৃষ্ণ আবার রাজা হয়েছেন? ভাল! দান কিসের নিবে? কোন পণ্য দ্রব্যত নাই, কেবল পূজার সজ্জা।

সুবল। (শ্রীকৃষ্ণের প্রতি) সখা! এ কথার উত্তর তুমি দাও।

শ্রীকৃষ্ণ। (অতীব গাম্ভীর্য্যের সহিত) আমার এ দানঘাটের এই নিয়ম যে, কুলবধূগণ এখানে আইলে তাহাদের রত্ন আভরণ, হাত দোলানি, মধুর হাস্য, নয়ন কটাক্ষ, এ সমুদায়ের দান দিতে হয়।

বড়াই। আমাদের কাছে কোন রত্ন টত্ন নাই, আঁচলের মধ্যে কেবল গোপেশ্বরের পূজার দ্রব্য।

মধুমঙ্গল। গোয়ালিনীর বুদ্ধি আর কতটুকু? গোপেশ্বর আমাদের সখা কৃষ্ণ, তাঁহাকে রাখিয়া কাহাকে পূজা করিতে যাচ্ছিস?

শ্রীরাধা। (ধীরে ধীরে) এত কথায় কাজ কি? পূজার সজ্জা সমুদায় দেখাও।

বড়াই। (মধুমঙ্গলের প্রতি) শোন্! তোর সখাকে আমাদের বাড়ী পাঠাইয়া দিস। পাথরের বাটীতে ঘোল আর লবণ দিব, বেশ চাটিয়া খাইবে।

(মধুমঙ্গল পূজার দ্রব্য হাত দিয়া ধরিল।

শ্রীরাধা। দেখ, দেখ, এ সমুদায় পূজার দ্রব্য অপবিত্র করে দিল, সব ফেলিয়া দাও, চল আমরা ঘরে যাই।

(শ্রীকৃষ্ণ দুই হাতে আগুলিয়া দাঁড়াইলেন।)

শ্রীরাধা। (বড়াইর প্রতি।) পূজার দ্রব্য সমুদায় ফেলিয়া দিলাম, তবে আবার কিসের দান?

শ্রীকৃষ্ণ। কেন, (চৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটকের অনুবাদ)

কাঞ্চন কমল মুখ অমূল্য রতন।
তার পর নীল রত্ন পদ্ম দুনয়ন॥
তার হেটে পদ্মরাগ অধর সুঠাম।
মুক্তাবলী তার মাঝে দন্ত নিরমাণ॥

এই সমুদায় রত্ন দানের সামগ্রী তোমার কাছে, আরো বল দানের দ্রব্য নাই?

শ্রীকৃষ্ণ রাধাকে ধরিতে চলিলেন, বড়াই রাধাকে রক্ষা করিয়া মধ্যস্থানে দাঁড়াইলেন।

বড়াই। আরে নন্দের বেটা, কুলবধূর উপর অত্যাচার করিস্? তোর ভাল হইবে না!

ললিতা। তুমি কে বট? বড় যে জোর? প্রাণে তোমার শঙ্কা নাই? কুলবধূর গায়ে হাত দিতে এসো?

(শ্রীকৃষ্ণ বড়াইকে ঠেলিয়া ফেলিয়া শ্রীরাধার বসন ধরিলেন)

অমনি যিনি যাহাতে প্রবেশ করিয়াছিলেন তিনি অন্তর্দ্ধান করিলেন।

অর্থাৎ যোগমায়া (বড়াই) গেলেন নিতাই রহিলেন, শ্রীকৃষ্ণ গেলেন অদ্বৈত রহিলেন, শ্রীরাধা গেলেন নিমাই রহিলেন, ললিতা গেলেন গদাধর রহিলেন ইত্যাদি।

এ পর্য্যন্ত যে সমুদায় কাণ্ড হইল, তাহা যাঁহাদের লইয়া কাণ্ড তাঁহারা স্বয়ং আসিয়াই আপনারাই এই সমুদায় অভিনয় করিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ আপনি রাধা থাকিয়া, শ্রীকৃষ্ণরূপে অদ্বৈতের শরীরে প্রবেশ করিয়াছিলেন। যথা চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকের অনুবাদ—

* * *

নিজ মনে চিন্তিল গৌরাঙ্গ ভগবান॥
শ্রীরাধার স্বরূপ গ্রহণ করিবারে।
পরম রহস্য তাহা অন্যে নাহি পারে॥
এই ভাবি রাধা-রূপ ধরিল আপনে।
রুদ্ররূপে অদ্বৈতের আত্ম করি মানে॥
অদ্বৈতের করিলেন শ্রীকৃষ্ণের বেশ।

* * *

বস্তুত শ্রীঅদ্বৈতের দেহে প্রভু স্বয়ং আবির্ভূত হইয়াছিলেন। আবার বলিতেছেন—

* * *

বেশ রচনার শিল্পে এমত কি হয়।
কিন্তু স্বয়ং কৃষ্ণ আসি হৈল আবির্ভাব।

অর্থাৎ শুধু সাজিলে কৃষ্ণ হওয়া যায় না। শ্রীঅদ্বৈত প্রকৃতই কৃষ্ণ হইয়াছিলেন। এইরূপে সকলেরই প্রকৃতি একেবারে পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। অবশেষে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার বস্ত্র ধরিলেন, কিন্তু ইহার পরের লীলা কাহাকে দেখিতে দিবেন না বলিয়া অমনি সকলেই অন্তর্হিত হইলেন। আর যাঁহারা পূর্ব্বে যেরূপ ছিলেন আবার ঠিক তাহাই থাকিলেন। যথা চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে—

কোপাবিষ্ট হয়ে বুড়ী কৃষ্ণকে ছাড়ায়ে।
অন্তর্দ্ধান করিলেন রাধা সঙ্গে নিয়ে॥
নিজরূপ ধরিলেন প্রভু নিত্যানন্দ।
নৃত্য করে সবা মাঝে পরম আনন্দ॥

বৈছে জল সুশীতল স্বভাব তাহার।
অগ্নিতাপ দিলে তপ্ত হয় পুনর্ব্বার॥
অগ্নি ছাড়াইলে পুনঃ শীতল সচ্ছন্দ।
এই মত যোগমায়া ছাড়ে নিত্যানন্দ॥

অর্থাৎ শীতল জলে উত্তাপ প্রবেশ করিলে উহা উষ্ণ জল হয়, উত্তাপ গেলে আবার জল শীতল হয়। সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণ অদ্বৈতের শরীরে প্রবেশ করিলে শ্রীঅদ্বৈত শ্রীকৃষ্ণ হইলেন, আবার শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্হিত হইলে তিনি অদ্বৈত হইলেন। আবার—

অদ্বৈত অদ্বৈত হইল সে কৃষ্ণমূর্ত্তি গেল কতি।

নিমাই যেমন রাধা ভাব লুকাইলেন, অমনি তাহাতে অন্যান্য শক্তির আবেশ হইতে লাগিল, আর সেই আবেশে নৃত্য করিতে লাগিলেন। যথা চৈতন্য ভাগবতে—

কখন বলয়ে দ্বিজ কৃষ্ণ কি আইলা।
তখন বুঝায় যেন বিদর্ভের বালা॥
ভাবাবেশে যখন অট্ট অট্ট হাসে।
মহাচণ্ডী হেন সবে বুঝেন প্রকাশে॥

পরিশেষে নিমাই শ্রীভগবতী ভাবে দেব গৃহে প্রবেশ করিয়া বিষ্ণুখট্টায় উঠিলেন। বিষ্ণুখট্টায় বসিয়া হরিদাসকে শিশুর ন্যায় কোলে উঠাইয়া লইলেন।

ভক্তগণ দেখিতেছেন যে, শ্রীভগবতী বিষ্ণুখট্টায় বসিয়া, আর তাঁহার কোলে শ্রীহরিদাস নিশ্চেষ্ট হইয়া শুইয়া আছেন। তখন সকলে ভক্তিভাবে ভগবতীর স্তব করিতে লাগিলেন। সে কিরূপ ভাবে, না, যেরূপে গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণ পাইবার নিমিত্ত, শ্রীবৃন্দাবনে ভগবতীর স্তব করিয়াছিলেন। সকলে বলিতে লাগিলেন, "জননি! কৃষ্ণ-প্রেম দাও।" এইরূপ স্তব করিতে করিতে সকলেই বিহ্বল হইলেন। তখন সকলেই আপনাকে আপনি ভুলিয়া গেলেন। ভুলিয়া গিয়া আপনাদিগকে অতি শিশু বালক ভাবিতে লাগিলেন। আর ভাবিতে লাগিলেন যে যিনি বিষ্ণুখট্টায় বসিয়া তিনি ভগবতী, এবং তাঁহাদের সকলেরই গর্ভধারিণী জননী। হরিদাসের বয়ঃক্রম যখন ছয় মাস তখন তাঁহার মাতা পতির সহগামিনী হইয়া, চিতায় প্রাণত্যাগ করেন। তাঁহার স্তন্যদুগ্ধ পানের সাধ মিটে নাই। এখন মাতার কোল পাইয়া

স্তন্য দুগ্ধের জন্য প্রাচীন লোভের উদয় হইল। তখন তিনি স্তন খুঁজিতে লাগিলেন। এদিকে অন্যান্য ভক্তগণ হরিদাসের সেই ভাব পাইয়া জননীকে ঘিরিয়া ফেলিলেন। তখন স্তব ছাড়িয়া দিয়া, শিশুগণ জননী অন্যমনস্ক হইলে যেরূপ রোদন করে, সেইরূপ সকলে মা মা বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। কেহ বা কোলে যাইবেন বলিয়া খট্টায় উঠিতে যাইতেছেন। কেহ বা "কোলে নে" বলিয়া জননীর হস্ত, কেহ তাঁহার পদ, কেহ তাঁহার অঞ্চল ধরিয়া টানিতেছেন। কেহ বা হরিদাসকে কোল হইতে নামাইয়া আপনি উঠিবার চেষ্টা করিতেছেন, কেহ বা গীত গাইতেছেন, কেহ বা নৃত্য করিতেছেন।

যখন গ্রন্থকার শ্রীগৌরাঙ্গের নাম মাত্র শুনেন নাই, আর তাঁহার সম্বন্ধে কিছুই জানিতেন না, তখন তিনি এই গীতটী প্রস্তুত করিয়াছিলেন। যথা—

মা যার আনন্দময়ী তার কিবা নিরানন্দ।
তবে পাপী তাপী শোকী, মিছা তুমি কেন কান্দ॥
মাঝ খানে জননী বসে, সন্তানগণ চারি পাশে,
ভাসাইছেন প্রেমময়ী প্রেমনীরে।
পাপ তাপ দূরে গেল, আনন্দরস উথলিল,
বাহু তুলে মা মা বলে, নৃত্য করে সন্তানবৃন্দ॥

যখন গ্রন্থকার এই গীতটী রচনা করিয়াছিলেন, তখন তিনি জানিতেন না যে, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রকৃতই এই লীলা করিয়াছিলেন। আরো শুনুন এই লীলা করিয়াছিলেন শুধু তাহা নয়, এই লীলা বিস্তার করিয়া গ্রন্থকার যাহা স্বপ্নেও ভাবেন নাই তাহাই করিয়াছিলেন। সে যাহা হউক, যখন সন্তানগণ জননীকে বড় পেড়াপিড়ী করিতেছেন, তখন নিশি প্রভাত হইল। তখন সকলে হাহাকার করিতে লাগিলেন যথা, চৈতন্যভাগবতে—

গৃহ মাঝে কান্দে সব পতিব্রতাগণ।
আনন্দ হইল চন্দ্রশেখর ভবন॥
আনন্দে সকল লোক বাহ্য নাহি জানে।
হেনই সময় নিশি হৈল অবসানে॥
আনন্দে না জানে লোক নিশি ভেল শেষ।
দারুণ অরুণ আসি ভেল পরবেশ॥

পোহাইল নিশি সবে কান্দে উভরায়।
কোটী পুত্র শোকেও এতেক দুঃখ নয়॥
যে দুঃখ জন্মিল সব বৈষ্ণব হৃদয়ে।
সে দুঃখে বৈষ্ণব সব অরুণেরে চায়ে॥
কান্দে সব ভক্তগণ বিষাদ ভাবিয়া।
পতিব্রতাগণ কান্দে ভূমিতে পড়িয়া॥

হরিদাস যখন বারংবার স্তন অন্বেষণ করিতে লাগিলেন, তখন ভগবতী আর করেন কি, সন্তানকে নিবৃত্ত করিতে না পারিয়া স্তন বাহির করিয়া তাঁহাকে উহা পান করাইতে লাগিলেন! ভক্তগণের সকলের ইচ্ছা ঐরূপ কোলে উঠিয়া স্তন পান করেন, আর তাঁহারা সেইরূপ ব্যগ্রতা দেখাইতে লাগিলেন। হরিদাসের স্তন পান করা হইলে ভগবতী তাহাকে নামাইলেন, আর এক জনকে বাহুদ্বারা ধরিয়া কোলে লইলেন। এইরূপে দেবী পরম সুখে, জনে জনে, স্তন পান করাইতে লাগিলেন। যথা ভাগবতে—

মাতৃভাবে বিশ্বম্ভর সবারে ধরিয়া।
স্তন পান করায়েন পরম স্নিগ্ধ হৈয়া॥

স্তন পান করিয়া সকলে স্নিগ্ধ হইলেন। তখন নাটক লীলা শেষ হইল, সকলে একে একে বাড়ী চলিলেন।

চন্দ্রশেখরের বাড়ী নিমাই যে অদ্ভুত শক্তি প্রকাশ করিলেন, তাহা সকলে বাড়ী ত্যাগ করিয়া গমন করিলেও, সেখানে তাহা জ্যোতির্ম্ময় আকারে জ্বলিতে লাগিল। এই তেজ সাত দিন ছিল। যে চন্দ্রশেখরের বাড়ী আইসে সেই জিজ্ঞাসা করে, এই যে তেজ জ্বলিতেছে, এ কি? কেহই সেই তেজের আগে চক্ষু মেলিতে পারেন না, যেন "চক্ষু ফুটিয়া পড়ে" যথা মুরারি গুপ্তের কড়চায়—

শ্রীচন্দ্রশেখরাচার্য্যরত্ন বাট্যাং মহাপ্রভুঃ।
ননর্ত্ত যত্র তত্রাসীত্তেজস্তু মহদদ্ভুতং॥
সপ্তাহং শীতলং চন্দ্রতেজসা সদৃশং হরিং।
* * * *
যে যে তত্রাগতা লোকা উচুস্তত্র কথং দৃশোঃ।
উন্মীলনে ন শক্তাঃ স্ম বিদ্যুদ্বৎ প্রেক্ষ্য ভূতলে॥

যথা চৈতন্য ভাগবতে —

সপ্তদিন শ্রীআচার্য্যরত্নের মন্দিরে।
পরম অদ্ভুত তেজ ছিল নিরন্তরে॥
চন্দ্র সূর্য্য বিদ্যুৎ একত্র যেন জ্বলে।
দেখয়ে সুকৃতি সব মহা কুতূহলে॥
যতেক আইসে লোক আচার্য্যের ঘরে।
চক্ষু মেলিবারে শক্তি কেহ নাহি ধরে॥
লোকে বলে কি কারণে আচার্য্যের ঘরে॥
দুই চক্ষু মেলিতে ফুটিয়া যেন পড়ে॥

আবার চৈতন্য মঙ্গলে—

আনন্দিত শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্য্য।
তাঁহার বাড়ীর কথা কহিব আশ্চর্য্য॥
নাচিয়া আইলা পঁহু রহিল ছটাক।
উদয় করিল যেন চাঁদ লাখ লাখ॥
অদ্ভুত শীতল শোভা অমৃত অধিক।
চাহিতে না পারি যেন চৌদিকে তড়িত॥
হৃদয় আহ্লাদ করে দেখি লাগে সাধ।
আঁখি মিলিবারে নারি রূপে করে আঁধ॥
চমক লাগিল সেই নদিয়ার জনে।
কিবা অপরূপ সে দেখিলা এত দিনে॥
আসিয়া বৈষ্ণবগণে পুছে সব জনে।
কি জান সন্দর্ভ কথা কহ না এখানে॥
সকল বৈষ্ণব বলে আমরা কি জানি।
নাচিয়া আইল বিশ্বম্ভর গুণমণি॥
এই মাত্র জানি কিছু নাহি জানি আর।
লোক বেদ অগোচর চরিত্র যাঁহার॥
সাত দিন অবিচ্ছন্ন ছিল তেজ রাশি।
তেজের ছটায় নাহি জানি দিবা মিশি॥

এই লাখ লাখ চাঁদের ন্যায় শীতল তেজ, নিমাই যখন শ্রীভগবান রূপে প্রকাশ হইতেন, তখনই দেখা দিত। তিনি অপ্রকাশ হইলেও

সে তেজ কিছুকাল সেই স্থানে থাকিত। চন্দ্রশেখরের বাড়ী সারা নিশি অধিক পরিমাণে সেই হরিদ্রা-শ্বেতবর্ণ তেজ নির্গত হয়, উহা অমনি রহিয়া যায়। আর যদিও নিমাই সেই স্থান ছাড়িলে প্রতি মুহূর্ত্তে ঐ তেজ ক্ষয় হইতেছিল, তবু সমুদায় ক্ষয় হইতে সাত দিবস লাগিয়াছিল।

তৃতীয় অধ্যায়।

বারাসিয়া সুর।

আমি জেনেছি পিতা, আমি তোমারি সন্তান।
আমি, জেনে শুনে বসে আছি আপন মনের কুতূহলে॥
আর, কে আমারে পায়, সংসারেরি দায়,
সব দূর করেছি।
এখন, চরণ সেবি, তোমার গুণ গাই কেবল সাধ মনে।
যদি, কেশেতে ধর, মারিবে মার,
আমার তাহে ক্ষতি কি,
ও বাপ, জেনো আমার কাছে তোমার প্রহার মিঠে লাগে॥
যদি ক্রোধ করি চাও, আমার নাহি হয় ভয়,
আমি তোমারি সন্তান,
তোমার, রাগে রাঙ্গা চক্ষুতলে বহে দেখি প্রেম সাগর।
মায়ে সন্তানে মারে, সন্তান কান্দে ফুকারে,
আরো যায় কোলের ভিতরে।
ও বাপ, এবে মার, পরে দিবে, শত চুম্ব বদনে॥ বলরাম দাস।

শ্রীঅদ্বৈত কার্য্যোপলক্ষে হরিদাসকে লইয়া শান্তিপুরে চলিয়া আইলেন। শান্তিপুরে আসিয়া বলিতেছেন, যথা চৈতন্যচন্দ্রোদয়ে—

অদ্বৈত বলেন ভুতে আবেশ যে করে।
তাতে আর কৃষ্ণাবেশে সমভাব ধরে॥
সে দিবস কৃষ্ণাবেশে নৃত্য যে করিনু।
কি করিনু কি বলিনু কিছু না জানিনু॥
লোকে সব সম্প্রতি সে সব কথা কয়।
তা শুনিয়া মোর হয় সন্দেহ প্রত্যয়॥
অতএব বুঝিলাম এই বিশ্বম্ভর।
অসীম প্রভাবশালী বুদ্ধি অগোচর॥

যে কারণেই হউক, শ্রীঅদ্বৈত বাড়ী আসিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ ও তাঁহার ধর্ম্ম, বাহ্যে একেবারে ত্যাগ করিলেন, আর এই কথা বলিতে লাগিলেন যে, বিশ্বম্ভরের অসীম ক্ষমতা সন্দেহ নাই, কিন্তু জ্ঞান চর্চ্চা ত্যাগ করিয়া নাচন গায়ন আবার কি ?

শ্রীঅদ্বৈত বলিতেছেন, যথা চৈতন্য ভাগবতে—

আদি অন্ত আমি পড়িলাম সর্ব্ব শাস্ত্র।
বুঝিলাম সর্ব্ব অভিপ্রায় জ্ঞান মাত্র॥

এই সব কথা বলিয়া তাঁহার শিষ্য ও অনুচরগণকে যোগবাশিষ্ঠ পড়াইতে লাগিলেন, আর ইহাও বলিতে লাগিলেন যে কলিযুগে অবতার নাই। এবং বিশ্বম্ভর যদিও বড় শক্তিধর, তবু তাঁহাকে শ্রীভগবান বলা যাইতে পারে না।

শ্রীঅদ্বৈত এরূপ কেন করিলেন ? বৃন্দাবন দাস বলেন, শ্রীঅদ্বৈত শ্রীগৌরাঙ্গের দাস্যভক্তি প্রয়াসী। কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গ তাহা তাঁহাকে না দিয়া উল্টিয়া তাঁহাকে ভক্তি করিতেন। শ্রীঅদ্বৈতের দুঃখ যে—

বলে নাহি পারি আমি প্রভু মহাবলী।
ধরিয়াও লয় মোর চরণের ধূলি॥

অতএব তিনি ভাবিলেন প্রভুর শরীরে ক্রোধ জন্মাইয়া দিব, দিয়া তিনি যে আমাকে ভক্তি করেন ইহা ঘুচাইয়া দিব। ক্রোধ হইলে তাঁহাকে (অদ্বৈতকে) দণ্ড করিবেন, আর প্রভুর দণ্ড পাইলে তাঁহার শরীর পবিত্র হইবে।

আবার কেহ কেহ বলেন তাহা নয়। অদ্বৈত শ্রীভগবানের জ্ঞান অংশ। জ্ঞানে শ্রীভগবানকে পাওয়া ক্লেশকর। এই নিমিত্ত তাঁহার শ্রীগৌরাঙ্গের প্রতি পদে পদে সন্দেহ হইত, আবার পদে পদে সন্দেহ যাইত। কারণ জ্ঞানের কর্ম্মই সন্দেহ সৃষ্টি ও সন্দেহ নাশ। যদি বল শ্রীঅদ্বৈত যখন সদাশিব, তখন উহা কি প্রকারে হয় ? তাহার উত্তর এই যে ব্রহ্মার এরূপ সন্দেহ হইয়াছিল। ইন্দ্রেরও এরূপ হইয়াছিল। আবার মহাদেব, কাশীরাজের পক্ষ হইয়া, শ্রীকৃষ্ণের সহিত যুদ্ধ পর্য্যন্ত করিতে গিয়াছিলেন। সুতরাং শ্রীঅদ্বৈত যে শ্রীগৌরাঙ্গের সহিত মাঝে মাঝে এরূপ বিরোধ করিবেন ইহা একেবারে অসম্ভব নয়। তবে তাঁহাদের মনের ভাব বিচার করিতে যাওয়া আমাদের পক্ষে বিড়ম্বনা।

একটি কথা বিবেচনা করিতে হইবে। স্বয়ং ভগবান ব্যতীত নিঃসন্দেহ ভাবটী কাহারও সম্ভবে না। যাঁহার যতদূর বিশ্বাস হউক না কেন, তাঁহার একটু সন্দেহ থাকিবেই থাকিবে। জীব মাত্রেরই এই প্রকৃতি। শ্রীভগবান যে কোন "রূপ" ধরিয়াই জীবের সম্মুখে আসুন, প্রথম বিস্ময় কাটিয়া গেলে জীবের মনে উদয় হইবে যে, ইনি কি সেই, না ইঁহার উপর আর এক জন আছেন? এই কারণে ব্রহ্মা, শিব ও ইন্দ্র পর্য্যন্ত কখন কখন শ্রীকৃষ্ণের অবতারকে ও শ্রীকৃষ্ণকে পর্য্যন্ত অবিশ্বাস করিতেন। কিন্তু অন্য স্থানে এই বিষয়ের বিস্তর বিচার করিয়াছি, তাহাতে দেখা যাইবে যে, শ্রীঅদ্বৈত এই সন্দেহ প্রকাশ করিয়া জীবের মহৎ উপকার করিয়া গিয়াছেন। শ্রীঅদ্বৈত যে কারণেই শ্রীগৌরাঙ্গকে ত্যাগ করুন, কিন্তু তিনি যে উপদেশ দিতে লাগিলেন, তাহাতে বিষের উৎপত্তি হইতে লাগিল। এই উপদেশ শুনিয়া হরিদাস টলিলেন না বটে, কিন্তু শ্রীঅদ্বৈতের কোন কোন প্রধান শিষ্যের মন টলিয়া গেল, যথা শঙ্কর, কামদেব নাগর, আগল পাগল ইত্যাদি। শ্রীঅদ্বৈতের শঙ্কর নামক এই শিষ্য আসামে গমন করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গের ধর্ম্মের ছায়া প্রচার করিয়াছিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গের কীর্ত্তন সেই দেশে লইয়া গেলেন, কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গকে প্রচার করিলেন না। এক দিবস শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীনিত্যানন্দকে বলিলেন, "চল, শান্তিপুরে আচার্য্যের বাড়ী যাই।" নিত্যানন্দ অমনি প্রস্তুত। মাতাকে বলিয়া প্রত্যূষে দুই জনে শান্তিপুরাভিমুখে চলিলেন। নবদ্বীপ ও শান্তিপুরের মধ্যে গঙ্গার ধারে ললিতপুর গ্রাম, সে গ্রামের ঠিকানা এখন পাওয়া যায় না। পথের ও গঙ্গার নিকট এক খানি ঘর দেখিয়া নিমাই নিতাইকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ কাহার বাড়ী জান?" নিতাই বলিলেন "জানি, একজন গৃহস্থ সন্ন্যাসীর।" নিমাই বলিলেন, "চল যাই, দেখি গৃহস্থ সন্ন্যাসী কেমন?" তখন নিমাইয়ের সম্পূর্ণ সহজ ভাব; তিনি যে কি বস্তু, বাহিরে তাহার লক্ষণমাত্র নাই। তখন কেবল একজন পরম সুন্দর, তেজস্বী ও চঞ্চল ব্রাহ্মণ যুবক এই মাত্র। সন্ন্যাসীকে দেখিয়া নিতাই, (তিনিও সন্ন্যাসী বলিয়া) নমস্কার করিলেন, সন্ন্যাসীও তাঁহাকে নমস্কার করিলেন। নিমাই প্রণাম করিলেন, আর সন্ন্যাসী আশীর্ব্বাদ করিলেন। সন্ন্যাসী লোকটি ভাল, অন্তরও সরল। নিমাইয়ের রূপ ও আকার দেখিয়া তাঁহাতে বড় আকৃষ্ট হইলেন, সুতরাং নিমাই প্রণাম করিলে মনের সহিত আশীর্ব্বাদ করিতেছেন, যথা তোমার

ধন হউক, বিদ্যা হউক, পুত্র হউক, ভাল বিবাহ হউক ইত্যাদি। নিমাই উঠিয়া করযোড়ে বলিলেন, "গোসাঞি ! এ কি আশীর্ব্বাদ করিলেন? আমি এ সমুদায় বিফল আশীর্ব্বাদ কেন লইব? আপনি আশীর্ব্বাদ করুন যে আমি 'কৃষ্ণদাস' হই।"

সন্ন্যাসী নিমাইকে প্রাণের সহিত আশীর্ব্বাদ করিয়াছেন। "কৃষ্ণদাস" কাহাকে বলে ও ঐ রূপ সমুদায় কথার কি অর্থ তাহা বড় বুঝেন না। তিনি নিমাইয়ের কথা শুনিয়া মনে বড়ই ব্যথা পাইলেন। বলিতেছেন, "শুনা ছিল এমন লোক আছে, তাহাদের ভাল বলিলে লাঠী মারিতে আসে, আজ তাহা চক্ষে দেখিলাম। কেন বাপু আমি তোমাকে কি মন্দ আশীর্ব্বাদ করিলাম? ধন, বিদ্যা, সুন্দরীভার্য্যা, পুত্র লাভের বর দিলাম। ইহা অপেক্ষা প্রার্থনীয় দ্রব্য জগতে আর কি আছে?"

নিমাই বলিতেছেন, "গোসাঞি, এ সমুদায় সুখ চিরস্থায়ী নয়। জরা আছে, মৃত্যু আছে, তখন তোমার আশীর্ব্বাদে কি লাভ হইবে? বরং এরূপ আশীর্ব্বাদ করুন যাহাতে আমার শ্রীকৃষ্ণে মতি হয়; ও আমি চির দিনের নিমিত্ত জরা ও মৃত্যু হইতে উদ্ধার হইতে পারি।"

এ কথা শুনিয়া সন্ন্যাসী আরও ক্রুদ্ধ হইলেন। বলিতেছেন, "এ লোকটি ত মন্দ নয়? আমি সন্ন্যাসী, সমস্ত ভারতবর্ষে বেড়াইলাম, কত শত তীর্থ করিলাম। আজ কি না একজন শিশু আসিয়া আমাকে ধর্ম্ম উপদেশ দিতে লাগিল?" নিত্যানন্দ গতিক ভাল নয় দেখিয়া বলিতেছেন, "গোসাঞি" আপনি বালকের কথা শুনিয়া কেন উগ্র হইতেছেন? আমি আপনাকে দর্শন মাত্রেই আপনার মহিমা বুঝিতে পারিয়াছি।" সন্ন্যাসী ভাবিতেছেন যে এই যুবকটি নির্ব্বোধ, আর তাঁহার সঙ্গের সন্ন্যাসী তাঁহাকে ভুলাইয়া লইয়া যাইতেছে। ইহা ভাবিয়া ঠাণ্ডা হইয়া নিতাইকে বলিতেছেন যে "যদি ভাগ্যক্রমে শুভাগমন হইয়াছে, তবে অদ্য এখানে অবস্থিতি করুন।" নিতাই বলিলেন, "আমরা ব্যস্ত আছি। কোন বিশেষ কার্য্যের নিমিত্ত শীঘ্রই যাইব। যদি ইচ্ছা হয়, বরং কিছু জল পান করিতে দিউন।" নিতাই উপস্থিত ত্যাগ করিবার পাত্র নহেন।

এই কথা শুনিয়া সন্ন্যাসী অভ্যন্তরে জলপানের উদ্যোগ করিতে গেলেন। তাঁহার স্ত্রী, দুটী পরম সুন্দর যুবক অতিথি দেখিয়া, আম্র, দুগ্ধ, ও কাঁটাল সজ্জা করিয়া দিলেন, ও নিমাই ও নিতাই স্নান করিয়া জলপানে বসিলেন।

সুতরাং সে আষাঢ় মাস হইবে। অতএব উপরে নিমাইয়ের যত লীলার কথা উল্লেখ করা হইয়াছে, ইহা মোটে দুই এক মাসের মধ্যে হইয়াছিল।

সে যাহা হউক, জলপান করিতে বসিলে সন্ন্যাসী, নিতাইকে ইঙ্গিত করিয়া বলিতেছেন, "কিছু আনন্দ কি আনিব?" নিতাই বড় বিপদে পড়িলেন। "আনন্দ" মানে মদ। তখন বুঝিলেন সন্ন্যাসী বামাচারী, কিন্তু কি বলেন ভাবিতেছেন, এমন সময় সন্ন্যাসীর স্ত্রী তাঁহাকে ডাকিল, ডাকিয়া বলিতেছেন, "তুমি কেন অতিথিকে ত্যক্ত করিতেছ, সচ্ছন্দে খাইতে দাও।"

সন্ন্যাসী স্ত্রীর কাছে গমন করিলে, নিমাই নিতাইকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "আনন্দ" কাহাকে বলে? নিতাই বলিতেছেন, "আনন্দ" মানে "মদ"। তখন নিমাই শ্রীবিষ্ণু শ্রীবিষ্ণু বলিয়া শীঘ্র আচমন করিলেন, করিয়া সন্ন্যাসীর আসিবার আগেই ছুটিয়া পলাইলেন। পলাইয়া কি করিলেন, না পাছে সন্ন্যাসী আবার ধরে বলিয়া, গঙ্গায় ঝাঁপ দিলেন। নিতাইও সেই সঙ্গে জলে ঝাঁপ দিলেন। সন্তরণে উভয়ে মহা পটু, শান্তিপুরও দুই এক ক্রোশের মধ্যে, পথও স্রোতের দিকে, দুই জনে আর ডাঙ্গায় উঠিলেন না। মহানন্দে সেই ললিতপুর হইতে শান্তিপুর পর্য্যন্ত ভাসিয়া চলিলেন। এ পর্য্যন্ত তাঁহারা যে কেন শান্তিপুর যাইতেছেন, নিতাই তাহার 'বিন্দুবিসর্গ'ও জানিতেন না। গঙ্গায় ভাসিয়া অর্দ্ধপথে আসিলে নিমাইয়ের শরীরে শ্রীভগবান প্রকাশ হইলেন, আর শরীর তেজোময় হইয়া উঠিল। বলিতেছেন, "নাড়া, আবার জীবকে জ্ঞান শিক্ষা দিতেছে? আজ আমিও তাহাকে ভাল করিয়া জ্ঞান শিক্ষা দিব।" শ্রীভগবানের কথায় নিতাই আর কি উত্তর দিবেন, চুপ করিয়া সঙ্গে ভাসিয়া চলিলেন। আর আজ কি হয় ভাবিয়া একটু কৌতূহলী ও একটু চিন্তিত হইলেন। কিছু পরে অদ্বৈতের ঘাটে উঠিলেন।

তখন দুই জনে অদ্বৈতের বাড়ী সেই আর্দ্রবস্ত্রে আইলেন। অদ্বৈত অভ্যন্তরে দুই একটি শিষ্য লইয়া তাহাদিগকে উপদেশ দিতেছেন। এমন সময় দুই জনে সম্মুখে আসিলেন। নিমাই ভগবান রূপে আইলেন, যথা চৈতন্য ভাগবতে—

> বিশ্বম্ভর তেজ যেন কোটি সূর্য্য ময়।
> দেখিয়া সবার চিত্তে উপজিল ভয়॥

হরিদাস দেখিবামাত্র চরণে পড়িলেন, কিন্তু তাঁহাকে প্রভু লক্ষ্য করিলেন না।

ঘরের মধ্যে অদ্বৈতের ঘরণী প্রভুকে দেখিয়া চিন্তিত হইলেন, কিন্তু কিছু বুঝিতে পারিলেন না। অদ্বৈতের পুত্র অচ্যুত আসিয়া প্রভুকে প্রণাম করিলেন। প্রভু তাহাকেও লক্ষ্য করিলেন না।

নিমাই আসিয়া কাহাকেই লক্ষ্য না করিয়া অদ্বৈতকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "হারে নাড়া, ভক্তিকে নাকি অবহেলা করিতেছিস?"

তেজ দেখিয়া অদ্বৈত আর আপনার স্বাতন্ত্র্য রাখিতে পারিতেছেন না। কিন্তু শ্রীঅদ্বৈত শ্রীঈশ্বরের শক্তিধর। আপনাকে একটু সামলাইলেন ও কষ্টে শ্রষ্টে কিয়ৎকাল আপনাকে শ্রীভগবানের সাক্ষাতে স্বতন্ত্র রাখিলেন, রাখিয়া বলিলেন, "চিরকালই জ্ঞান বড়, ভক্তি স্ত্রীলোকের ধর্ম্ম। বিনা জ্ঞানে ভক্তিতে কি করিতে পারে?"

প্রভু এ কথার আর কোন উত্তর করিলেন না। অদ্বৈতকে ধরিয়া আনিয়া আঙ্গিনায় ফেলিলেন, ফেলিয়া কিলাইতে লাগিলেন!

প্রভু জোরে কিল মারিতেছেন আর বলিতেছেন, "এখন বল্, ভক্তিকে আর অবহেলা করিবি না?" সকলে এই কাণ্ড দেখিয়া চমকিত হইলেন। হরিদাস ভয়ে থর থর কাঁপিতে লাগিলেন। নিতাই অবাক হইয়া দেখিতে লাগিলেন। অন্যান্য ব্যক্তিরা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া কি করিবেন স্থির করিতে পারিলেন না।

গৃহের দ্বারে অদ্বৈতের ঘরণী সীতাদেবী দাঁড়াইয়া। পতিব্রতা সতী পতির দুর্দ্দশা দেখিয়া পূর্ব্বকার কথা সমুদায় ভুলিয়া গেলেন। তখন সম্পূর্ণ স্ত্রীলোকের স্বভাব পাইয়া চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিলেন, "বুড়োকে মেরো না, বুড়ো বামুনকে মেরো না। বুড়ো বামুনকে কেন মারো? বুড়োর অপরাধ কি? ওগো তোমরা ধরগো, বুড়োকে যে মারিয়া ফেলিল! তোমরা দাঁড়াইয়া তামাসা দেখিতেছ, আর বুড়োর প্রাণ যাইতেছে? ওগো তুমি বুড়োকে মার কেন? বুড়ো যদি প্রাণে মরে? তোমার প্রাণে ভয় নাই? এ কি অরাজক? মারিয়া এড়াইবে ভাবিতেছ, তাহা কখন পারিবে না!"

সীতাদেবী ব্যগ্র হইয়া সমুদায় তত্ত্ব ভুলিয়া, প্রলাপ বকিতেছেন, কিন্তু কেহ তাঁহার কথায় লক্ষ্য করিতেছেন না। সকলে একেবারে স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া এবং নিমাইয়ের ভাব দেখিয়া যতটুকু অবাক হইতেছেন, অদ্বৈতের ভাব দেখিয়া সেই পরিমাণে আশ্চর্য্যান্বিত হইতেছেন।

শ্রীঅদ্বৈত কি করিতেছেন? তিনি প্রথমে চুপ করিয়া পড়িয়া থাকিলেন। বাঙ্ নিস্পত্তি করিলেন না। বরং বোধ হইতে লাগিল যেন কিল খাইয়া বড় আরাম পাইতেছেন! ক্রমে যেন কিলের শক্তিতে তাঁহার আনন্দের তরঙ্গ উঠিতে লাগিল, ক্রমে যেন এলাইয়া পড়িতে লাগিলেন। যেন প্রত্যেক আঘাতে তাঁহার শরীরে ঝলকে ঝলকে আনন্দ প্রবেশ করিতেছে। প্রত্যেক আঘাতে যেন পূর্ব্বাপেক্ষা আনন্দ পাইয়া অধিক চঞ্চল হইতেছেন। পরিশেষে আর আনন্দে থাকিতে পারিতেছেন না, নিমাইয়ের হাত ছাড়াইয়া উঠিলেন। তখন নিমাই তাঁহাকে ছাড়িয়া দিয়া, যেন ক্লান্ত হইয়া পিঁড়ায় বসিলেন।

শ্রীঅদ্বৈত উঠিয়া দাঁড়াইলেন। কিন্তু যেন আনন্দে দাঁড়াইতে পারিতেছেন না। শেষে একটু সামলাইয়া আঙ্গিনায় দ্রুতগতিতে নৃত্য করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। ক্রমে তাঁহার কথা ফুটিল। তখন কি করিতেছেন, না করতালি দিতেছেন, নৃত্য করিতেছেন, এবং বলিতেছেন, "ত্রিলোকবাসী জনগণ দেখ! আমার প্রভুর দয়া দেখ! আমি প্রভুকে ছাড়িয়া আইলাম, প্রভু আমাকে ছাড়িলেন না। আমার বাড়ী আসিয়া আমাকে বলদ্বারা কৃপা করিলেন। প্রভুর প্রহার কি শীতল! আমার ত্রিতাপ দূর হইয়া গেল। প্রভুর শ্রীকর-কমল কি মধুময়! শ্রীকরের প্রসাদ আমাকে আনন্দে একেবারে উন্মত্ত করিতেছে। প্রভু আমি তোমাকে আর কি দিব? এসো তোমাকে প্রণাম করি।" ইহাই বলিয়া পিঁড়ায় প্রভুর চরণে লোটাইয়া পড়িয়া চরণ খানি উঠাইয়া মস্তকে ধরিলেন। দর্শকেরা দেখিলেন যে শ্রীকর-প্রসাদ পাইয়া অদ্বৈতের সমুদায় আকৃতি প্রকৃতি পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। যখন অদ্বৈত প্রহারিত হইতেছেন, তখন তাঁহারা দেখিতেছেন, যেন প্রতি আঘাতে প্রভু অদ্বৈতের শরীরে সুধা প্রবেশ করাইতেছেন। যখন অদ্বৈত উঠিয়া নাচিতে লাগিলেন, তখন তাঁহাদের অন্তর দ্রব হইল। যখন অদ্বৈত তাঁহার প্রভুর সুযশ বর্ণনা করিতে লাগিলেন, তখন সকলে আনন্দে কান্দিতে লাগিলেন।

অদ্বৈত যখন প্রভুর চরণ তলে পড়িলেন, তখনি শ্রীভগবান লুকাইলেন! নিমাই অদ্বৈতকে, চরণ তলে পতিত দেখিয়া, "শ্রীবিষ্ণু" বলিয়া জীভ কাটিয়া উঠিয়া বলিতেছেন, "গোঁসাঞি করেন কি? আমাকে কেন এরূপ দুঃখ দিতেছেন?" এই বলিয়া আবার অদ্বৈতকে প্রণাম করিলেন।

করিয়া তাঁহাকে নিদ্রোত্থিতের ন্যায় বলিতেছেন, "গোঁসাঞি আমি ত কিছু চপলতা করি নাই?" তাহার পরে করযোড়ে অদ্বৈতকে বলিতেছেন, "আমি তোমার শিশু সন্তান, যেমন অচ্যুত, তেমনি আমি। আমাকে তোমার সদা রক্ষণাবেক্ষণ করিতে হইবে।" এ কথা শুনিয়া অদ্বৈত, হরিদাস, ও নিতাই পরস্পর চাহিয়া একটু হাসিলেন। অদ্বৈত বলিলেন, "এমন কিছু অধিক চাপল্য কর নাই, অমনি অল্প স্বল্প। তবে বেলা হইয়াছে, দুটো অন্ন ত মুখে দিতে হইবে। চল আবার স্নানে যাই॥ সমস্ত অঙ্গে কর্দ্দম লাগিয়াছে।"

নিমাই ভিজা কাপড়ে অদ্বৈতকে লইয়া আঙ্গিনায় লপ্টালপ্টি করায় অঙ্গে কাদা লাগিয়া গিয়াছে। বলিতেছেন, "চলুন স্নানে যাই।" আবার সীতা ঠাকুরাণী দ্বারে দাঁড়াইয়াছিলেন তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন, "মা কোথায়? শীঘ্র কৃষ্ণের নৈবেদ্য কর। বড় ক্ষুধা হইয়াছে।" ক্ষুধা হইবারই কথা, দুই ক্রোশ সাঁতার, আবার তাহার পরে আঙ্গিনায় লপ্টালপ্টি। "মা" তখন সব ভুলিয়া গিয়াছেন। মহা আনন্দিত হইয়া নানাবিধ সামগ্রী রন্ধন করিতে চলিলেন। আর প্রভু ও নিত্যানন্দ, অদ্বৈত ও হরিদাস স্নানে চলিলেন। সেখানে আবার জলক্রীড়া করিয়া সকলে গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। নিমাই একেবারে ঠাকুর ঘরে গেলেন, যাইয়া সাষ্টাঙ্গে ঠাকুর প্রণাম করিলেন। তাহা দেখিয়া অদ্বৈত নিমাইয়ের চরণে পড়িলেন, হরিদাস তাহা দেখিয়া অদ্বৈতের চরণে পড়িলেন। তখন কিরূপ শোভা হইল তাহা বৃন্দাবন দাস বলিতেছেন। যথা—যেন ধর্ম্মের একটি সেতু বন্ধন হইল! প্রথমে হরিদাস, তাহার পরে অদ্বৈত, তাহার পরে শ্রীগৌরাঙ্গ, তাহার পরে রাধাকৃষ্ণ!

নিমাই শ্রীঅদ্বৈতকে পদতলে দেখিয়া জীভ কাটিয়া শ্রীবিষ্ণু বলিয়া উঠিলেন। তাহার পরে তিন জনে ভোজনে বসিলেন। নিমাই যে অদ্বৈতকে প্রহার করিয়াছেন, ইহার ছন্দাংশ তিনি জানেন না। হাস্য কৌতুকে তিন জনে ভোজন করিতে লাগিলেন। সীতা পরিবেশন করিতেছেন। বাছিয়া বাছিয়া ভাল ভাল দ্রব্য নিমাইয়ের পাতে দিতেছেন। কিছু ক্ষণ পূর্ব্বে যে তিনি নিমাইকে গালি দিতেছিলেন, তখন আর তাহা কিছু মনে নাই। ভোজন শেষ না হইতেই নিতাই ঘরে অন্ন ছড়াইতে লাগিলেন। তাহার দুই কারণ। এক নিতাই চঞ্চল, দ্বিতীয় অদ্বৈত

বড় শুদ্ধ সাধ্বি লোক। নিতাই অন্ন ছড়াইয়া তাঁহার সেই শুদ্ধতাকে প্রকারান্তরে বিদ্রূপ করিতেন। অদ্বৈতের সঙ্গে আহারে বসিলেই প্রায়ই নিতাই উচ্ছিষ্ট অন্ন তাঁহার গায়ে দিতেন, আর অদ্বৈত অতিশয় ক্রোধ করিয়া উঠিতেন; কিন্তু পূর্ব্বে বলিয়াছি যে সে ক্রোধ হাস্যময়, সে ক্রোধে কেহ ভয় পাইতেন না, সকলে হাসিতেন। নিতাই এইরূপে অন্ন ছড়াইলে অদ্বৈত ক্রোধ করিয়া বস্ত্র খানি ত্যাগ করিলেন। পরস্পরে খানিক গালাগালি হইল, তাহার একটু পরে আবার মহা প্রীতে কোলাকুলি হইল।

শান্তিপুরের ওপারে অম্বিকা কালনা। সেখানে গৌরীদাস-পণ্ডিত বাস করেন। শালিগ্রামে বাড়ী, গৃহত্যাগ করিয়া উপরিউক্ত গ্রামে, গঙ্গাতীরে সাধন ভজন করেন। শান্তিপুর হইতে নিমাই একাকী তাঁহার বাড়ী যাইয়া উপস্থিত। গৌরীদাস নিমাইকে চিনেন না। দেখেন যে এক জন নবীন ব্রাহ্মণকুমার তাঁহার নিকট আসিতেছেন। তাঁহার রূপে চারিদিক আলো করিয়াছে। দেখিতেছেন নিমাইয়ের স্কন্ধে এক খানি নৌকার বৈঠা। গৌরীদাস নিমাইকে ও তাঁহার স্কন্ধে বৈঠা দেখিয়া, আর কথা কহিতে পারিলেন না। অবশ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। নিমাই বলিতেছেন, "আমি শান্তিপুরে আসিয়াছিলাম। হরিনদী গ্রামে নৌকায় চড়িলাম, আর এই বৈঠাখানি দিয়া বাহিয়া আইলাম।" এখন এই বৈঠা খানি ধর, ধরিয়া তাপিত জীবগণকে ভবনদী পার কর।" যথা ভক্তিরত্নাকরে—

পণ্ডিতেরে কহে শান্তিপুরে গিয়াছিনু।
হরিনদী গ্রামে আসি নৌকায় চড়িনু॥
গঙ্গা পার হৈনু নৌকা বাহিয়া বৈঠায়।
এই লেহ বৈঠা এবে দিলাম তোমায়।

নিমাই ইহা বলিয়া বৈঠা খানি গৌরীদাসকে দিতে গেলেন, আর গৌরীদাস পরতন্ত্রভাবে উহা লইতে হাত বাড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "তুমি কি বস্তু? তুমি কি আমাদের সেই কাণ্ডারী?"

নিমাই বলিতেছেন, "আমি নদীয়ার নিমাই পণ্ডিত।" এই কথা শুনিয়া গৌরীদাস চরণে পড়িতে গেলেন, নিমাই অমনি তাঁহাকে বক্ষে ধরিলেন। সেই সুযোগে নিমাই তাঁহার হৃদয়ে প্রবেশ করিলেন। গৌরীদাস

নিমাইয়ের কথা পূর্ব্বে কর্ণে মাত্র শুনিয়াছিলেন। মনে সদাই ভাবিতেন, নিমাই তাঁহার কেহ কি না? নিমাইকে দূর হইতে দর্শন করিয়াই বুঝিলেন যে এ বস্তুটি তাঁহার বড় প্রিয়। যখন শুনিলেন যে নিমাইপণ্ডিত, তখনই বুঝিলেন যে তিনি তাঁহারই। চরণে পড়িতে গেলেন, নিমাই তাঁহাকে বুকে ধরিলেন। গৌরীদাস ভাবিতেছেন যে, বৈঠা ত পাইলেন, নৌকাও চিরদিন বর্ত্তমান, এখন নৌকা বাহিবার শক্তি কোথায়? নিমাইয়ের আলিঙ্গনে সে শক্তিও তখনি পাইলেন। গৌরীদাস ভাবিতেছেন, শ্রীভগবান কি দয়াল! নিজ হস্তে বৈঠা বিতরণ করিতেছেন! এইরূপে গৌরীদাস চিরদিন নিমাইয়ের হইলেন। শ্রীনিমাইয়ের বৈঠা অদ্যাবধি কালনায় আছে।

কালনা হইতে নিমাই শান্তিপুর ফিরিয়া আইলেন, এবং কয়েক দিন পরে সদলে আবার নবদ্বীপে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। বলা বাহুল্য অদ্বৈতের জ্ঞান চর্চ্চা এই অবধি রহিত হইয়া গেল।

গৌরীদাস অপ্রকট হইলে এই বৈঠা খানি তাঁহার শিষ্য হৃদয়চৈতন্য পাইলেন। হৃদয়চৈতন্যের শিষ্য শ্যামানন্দ। ইনি প্রায় সমস্ত উড়িষ্যা দেশ গৌরভক্ত করেন। এই বৈঠা খানির কথা একবার মনে ভাব। নিমাইয়ের বয়ঃক্রম ২৩ বৎসর। তাঁহার বাল্যাবধি কার্য্য দেখিলে বুঝিতে পারিবে যে তাঁহার সমস্ত কার্য্যে একটি পূর্ব্বনির্দ্ধারিত সঙ্কল্পের পরিচয় দেয়। যাঁহারা শ্রীগৌরাঙ্গকে ভগবান বলিয়া মানিবেন না, তাঁহাদের অন্ততঃ এ কথা স্বীকার করিতে হইবে যে নিমাইয়ের কার্য্যের মূলাধার শ্রীভগবান; অর্থাৎ শ্রীভগবান প্রত্যক্ষ, নিমাইয়ের দ্বারা, একটি কার্য্য করিতে ছিলেন। সেটি কি, না জীবকে ভক্তি-ধর্ম্ম শিক্ষা প্রদান। ইহা স্বীকার করিলে প্রমাণিত হইবে, যে শ্রীভগবান জীবের অতি নিজজন। আবার যদি তিনি এত নিজজন, তবে তাঁহার স্বয়ং আসিবারই বা অসম্ভাবনা কি? অর্থাৎ যিনি হৃদয়ে বুঝিবেন যে শ্রীভগবান নিমাইয়ের দ্বারা ভক্তি-ধর্ম্ম প্রচার করিতেছেন, (ভক্তি-ধর্ম্ম কাহাকে বলি, না যাহাতে শিক্ষা দেয় যে, শ্রীভগবান জীবের নিজজন), তাঁহার এ কথা বুঝিতেও আর আপত্তি রহিবে না যে, সেই নিমাই শ্রীভগবান। অর্থাৎ যদি, "আমি তোমাদের নিজজন" এই কথা শিক্ষা দিবার জন্য শ্রীভগবান নিমাইকে প্রেরণ করিয়াছেন, এ কথা বিশ্বাস করিতে পার, তবে ইহা বিশ্বাস করিতে আপত্তি কি যে, নিমাইকে না পাঠাইয়া তিনি আপনিই নিমাই হইয়া আসিয়াছিলেন?

চতুর্থ অধ্যায়।

পীরিতি বিষম জ্বালা। ধ্রু।
পাগল কৈল আমায়, চিকণ কালা॥
অন্তরে প্রেমের সিন্ধু, আঁখি বহি পড়ে বিন্দু,
বন্ধু, কুল শীল ধরম নিলা॥
কথা কহিবারে যায়, কণ্ঠরোধ হয়ে যায়,
এতে বাঁচে কি কুলবালা॥
বদন পানে চেয়ে রয়, নয়ন জলে ভেসে যায়,
চাঁদ বদনে চাঁদের আলা॥—বলরাম দাস।

মুরারি প্রভুর পিতৃ-পিতামহের স্বদেশবাসী তাহাতে প্রভুকে জন্মাবধি দেখিতেছেন। প্রভুর আদি লীলা তিনি লিখিয়াছেন। প্রভু বাহিরের লোকের মধ্যে সর্ব্বাগ্রে মুরারির নিকট প্রকাশ পান। যখন নিমাই পাঁচ বৎসরের, তখনি মুরারির জ্ঞান চর্চ্চা তুষিয়াছিলেন। নিমাইয়ের সহিত কিছুকাল একত্র পাঠ করেন, তখন তাঁহার সহিত অনবরত কলহ করিতেন। যে তাঁহার স্নেহ পাত্র, তাহার সহিত নিমাইয়ের এইরূপ রঙ্গই হইত। গয়া হইতে আসিয়াই প্রথমে মুরারির কাছে তীর্থ যাত্রার কাহিনী বলেন।

মুরারি প্রভুর বড় প্রিয়। স্বয়ং পরম পণ্ডিত, বিজ্ঞ, দয়ালু, নিরীহ, স্নিগ্ধ; মুরারির শত্রু ছিল না। বরং তিনি সকলেরই প্রিয়। শরীরে অপার শক্তি ছিল, আবার তাহাতে যখন আবেশ হইত, তখন তাঁহার শারীরিক বলের সীমা থাকিত না। তাঁহার দেহে হনুমান কি গরুড় প্রকাশ পাইতেন। এক দিবস নিমাই, শ্রীবাসের আঙ্গিনায়, শ্রীভগবান ভাবে "গরুড়" বলিয়া আহ্বান করিতে লাগিলেন। মুরারি তাঁহার বাড়ীতে বসিয়াছিলেন। মুরারির সেখানে গরুড় আবেশ হইল, এবং বাড়ী হইতে "এই যে আমি" বলিয়া চীৎকার করিয়া রাজপথে দৌড়িলেন। রাজপথের লোক তাঁহাকে দেখিয়া ক্ষিপ্ত ভাবিতে লাগিল। কিন্তু মুরারির চেতনা

নাই, সুতরাং লোকাপেক্ষাও নাই। মুরারি শ্রীবাসের আঙ্গিনায় আসিয়া বলিলেন, "প্রভু, কেন আমাকে স্মরণ করিয়াছ? এই যে আমি গরুড় তোমার চিরদিনের বাহন। কোথা লইয়া যাইব, আজ্ঞা করুন।" এই বলিয়া অনায়াসে সেই চারি হস্ত পরিমিত দীর্ঘ নিমাইকে স্কন্ধে করিলেন, আর শ্রীবাসের আঙ্গিনায় দৌড়িয়া বেড়াইতে লাগিলেন। ভক্তগণ হরি ধ্বনি, ও স্ত্রীলোকে হুলুধ্বনি করিতে লাগিলেন। একটু পরে উভয়ে চেতনা পাইলেন।

মুরারিতে হনুমানই অধিকাংশ সময় প্রকাশ হইতেন, সুতরাং তিনি শ্রীরামের উপাসক। কাযেই তাঁহার শ্রীভগবানে দাস্য ভক্তি, ও তিনি ব্রজের নিগূঢ় রসে বঞ্চিত। প্রভু তাঁহাকে এক দিবস বলিলেন, "মুরারি, যদিও শ্রীকৃষ্ণে ও শ্রীরামে ভেদ নাই; কিন্তু তবু শ্রীকৃষ্ণলীলা বড় মধুর। তুমি শ্রীকৃষ্ণ ভজন কর, তাহা হইলে ব্রজের নিগূঢ় রস আস্বাদ করিতে পারিবে।"

প্রভুর আজ্ঞা, কাযেই মুরারি সম্মত হইলেন। সে রজনী গেল, প্রাতে মুরারি আসিয়া প্রভুর চরণে পড়িলেন। বলিতেছেন, "প্রভু! তোমার আজ্ঞা শ্রীকৃষ্ণ ভজন করা, সে আজ্ঞা আমার অবশ্য পালন করা কর্ত্তব্য। কিন্তু আমি আমার এই মাথা শ্রীরামচন্দ্রকে বেচিয়াছি, তাঁহাকে ছাড়িতে পারিলাম না। কাযেই তোমার আজ্ঞা পালন করিতে পারিতেছি না। অতএব সেই অপরাধে তুমি আমার প্রাণ বধ কর।"

তখন নিমাই তাঁহাকে উঠাইয়া হৃদয়ে ধরিলেন। ধরিয়া বলিলেন, "সাধু মুরারি! তুমি শ্রীরামচন্দ্রকে কেন ছাড়িবে? তুমি হনুমান, তুমি ছাড়িলে শ্রীরামের আর থাকিল কি? তবে তুমি যে শ্রীরামচন্দ্রকে চিরদিন ভজন করিয়াছ, তাহার পুরস্কার স্বরূপ, আমার বরে, তোমার হৃদয়ে ব্রজলীলা-রস স্ফুরিত হউক। তুমি তোমার প্রভু শ্রীরামচন্দ্রকে ভজন কর, অথচ ব্রজলীলাও আস্বাদন কর।" এইরূপে মুরারি প্রভুর বর পাইলেন। এখন সেই মুরারির এই অদ্ভুত পদ শ্রবণ করুন, তাহা হইলে বুঝিবেন প্রভুর বরে তাঁহার হৃদয়ে কিরূপ রসস্ফূর্ত্তি হইল—

সখি হে ফিরিয়া আপন ঘরে যাও। ধ্রু।
জীয়ন্তে মরিয়া যেই, আপনারে খাইয়াছে,
তারে তুমি কি আর বুঝাও॥

নয়ন পুতলী করি, লইনু মোহন রূপ,
হিয়ার মাঝারে করি প্রাণ।
পিরীতি আগুন জ্বালি, সকলি পুড়ায়েছি,
জাতি কুল শীল অভিমান॥
না জানিয়া মূঢ় লোকে, কি জানি কি বলে মোকে,
না করিয়া শ্রবণ গোচরে।
স্রোত বিথার জলে, এ তনুটি ভাসায়েছি,
কি করিবে কুলের কুকুরে?
যাইতে শুইতে রইতে, আন নাহি লয় চিতে,
বন্ধু বিনে আন নাহি ভায়।
মুরারি গুপত কহে, পিরীতি এমত হয়ে,
তার গুণ তিন লোকে গায়॥

এক দিবস মুরারিকৃত আটটি শ্লোকে শ্রীরামচন্দ্রের ভজন শুনিয়া প্রভু এত সন্তুষ্ট হইলেন যে, তাঁহার কপালে "রামদাস" এই কয়েকটি কথা স্বহস্তে লিখিয়া দিলেন। মুরারিকে প্রভু চর্ব্বিত তাম্বূল দিলে মুরারি কিছু গ্রহণ করিলেন, আর কিছু মস্তকে দিলেন, এ কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। প্রভু তদ্দণ্ডে ভগবান আবেশে ক্রোধ করিয়া, কাশীতে ভক্তদ্রোহী সন্ন্যাসী প্রকাশানন্দ সরস্বতীর মস্তকে দুষিলেন, আবার তখনি আবেশ গেল। যথা ভাগবতে—

ক্ষণেক হইল বাহ্যদৃষ্টি বিশ্বম্ভর।
পুনঃ সে হইল প্রভু অকিঞ্চন বর॥
"ভাই" বলি মুরারিকে কৈল আলিঙ্গন॥

মুরারি এই আলিঙ্গন পাইয়া আনন্দে ডগমগ হইয়া আপনা আপনি হাসিতে হাসিতে বাড়ীতে আসিতেছেন। বাড়ীতে আসিয়াও আনন্দে হাসিতে লাগিলেন। আবার স্ত্রীকে বলিতেছেন, "ভাত দাও।" স্ত্রী পতির ভাব দেখিয়া আপনিও আনন্দিত মনে অন্ন আনিয়া দিলেন। মুরারি আপনি আপনি কি বলিতেছেন, আর হাসিতেছেন। যথা—

এক বলে আর করে, খল খলি হাসে।—ভাগবত।

মুরারি ভোজনে বসিলেন। অন্নে ঘৃত মাখিলেন, আর গ্রাসে গ্রাসে "খাও খাও" বলিয়া যাঁহাকে তিনি সম্মুখে দেখিতেছেন, তাঁহার মুখে দিতেছেন। কাজেই সমুদায় অন্ন মৃত্তিকায় পড়িয়া যাইতেছে। মুরারির স্ত্রী

পতিপ্রাণা, তিনি কাজেই জানেন তাঁহার পতি কি রসে বিভোর। পতির আনন্দ দেখিয়া সুখ সাগরে ভাসিতেছেন। সমস্ত অন্ন এইরূপে মুরারি, তাঁহার সম্মুখের প্রিয়জনের মুখে দিলে, পতিব্রতা আবার অন্ন আনিয়া দিলেন। অবশেষে তাঁহার স্ত্রী তাঁহাকে যত্ন করিয়া অন্ন খাওয়াইলেন।

পর দিবস প্রাতে নিমাই মুরারির বাড়ী আসিয়া উপস্থিত। মুরারি দেখিয়া আনন্দে উঠিয়া প্রণাম করিয়া বসিতে আসন দিলেন। নিমাই বসিয়া বলিতেছেন, "মুরারি! কিছু ঔষধ দাও।" মুরারি ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "অসুখ কি?" নিমাই বলিলেন, "অজীর্ণ।" মুরারি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন? অজীর্ণ হইল কেন?" নিমাই বলিতেছেন, "তুমি জান না অজীর্ণ হইল কেন? কল্য ও কি করিলে? গ্রাসে গ্রাসে অত রাত্রে ঘৃত মাখা ভাত মুখে দিলে কেন? ভাই! তুমি দিলে আমি ফেলি কিরূপে?" নিমাই দেখিতেছেন মুরারি যে এই কাণ্ড করিয়াছিলেন, তাহা বিহ্বল অবস্থায়, কারণ ইহা কিছুমাত্র তাঁহার স্মরণ নাই। তখন বলিতেছেন, "তুই জানিস্ না, কাল রাত্রে কি করিয়াছিলি? তুই জানিস্ না, তোর স্ত্রী জানে, জিজ্ঞাসা কর্। তা, তোর অন্ন সেবনে যে অজীর্ণ হইয়াছে, তাহার ঔষধ তোর জল।" ইহাই বলিয়া মুরারি "না" "না" বলিতে, সেখানে তাহার যে জলপাত্র ছিল, উহা হইতে জলপান করিলেন।

মুরারি এক দিবস ভাবিতেছেন, সুখ ভোগের ত একশেষ করা গেল, শ্রীভগবানের সঙ্গে হাত ধরাধরি করিয়া ক্রীড়া করিলাম। আমাকে ভাই বলেন, আলিঙ্গন করেন। কিন্তু তাহার পরে? ভগবান কিছু এই মলিন জগতে চিরদিন রহিবেন না। যখন তিনি অপ্রকট হইবেন, তখন আমার উপায় কি হইবে? ইহার সৎপরামর্শ এই যে আমি আগে যাই, যাইয়া অপেক্ষা করিয়া বসিয়া থাকি। তখন ভগবান পৃথিবী হইতে অপ্রকট হইলে তদ্দণ্ডে দর্শন পাবো। আমাকে আর তাঁহার বিরহ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে না।

এই অতি উত্তম যুক্তি মনে করিয়া এক খানি অতি ধারাল ছুরী প্রস্তুত করাইলেন, করাইয়া ঘরে লুকাইয়া রাখিলেন। প্রভুকে ভাল করিয়া দেখিয়া, প্রণাম করিয়া, মনে মনে বিদায় হইয়া, সেই রাত্রিতে গলায় ছুরী দিয়া প্রাণত্যাগ করিবেন, করিয়া প্রভুর অপ্রকটের আগে গোলকে যাইয়া বসিয়া থাকিবেন! ইহাই স্থির করিলেন।

মুরারি এই সুযুক্তি স্থির করিয়া বসিয়া আছেন, এমন সময় প্রভু আসিয়া

উপস্থিত। প্রভুকে দেখিয়া তটস্থ হইয়া প্রণাম করিয়া আসন দিলেন। প্রভু বসিয়া দুই এক কথার পর বলিতেছেন, "ভাই, তুমি আমার একটা কথা রাখিবা ?"

মুরারি। সে কি ? আপনার কথা রাখিব না ? এ দেহ ত আপনার, তাহা ত জানেন।

নিমাই। এই ঠিক ?

মুরারি। ঠিক! তাহার আবার সন্দেহ কি ?

প্রভু তখন মুরারির কাণে কাণে বলিতেছেন, "যে ছুরী খানা প্রস্তুত করাইয়াছ, আমাকে আনিয়া দাও।" মুরারি একটু দিশাহারা হইয়া কি বলিবেন তাহা ঠিক করিতে না পারিয়া, শ্রীভগবানের নিকট একেবারে পরিষ্কাররূপে মিথ্যা কথা বলিতেছেন, "প্রভু! সেকি ? কে তোমার কাছে মিথ্যা কথা বলিল ? কৈ আমি ত ছুরীর কথা জানি না ?" নিমাই বলিতেছেন, "তুমি ত খুব লোক ? আমাকে আবার বলিবে কে ? তুমি যাহা দ্বারা ছুরী গড়াইয়াছ তাহা আমি জানি, যে জন্য গড়াইয়াছ তাহাও আমি জানি। যেখানে ছুরী খানি রাখিয়াছ তাহাও আমি জানি।" ইহাই বলিয়া নিমাই ঘরের ভিতর যাইয়া ছুরী খানি আনিয়া মুরারির সম্মুখে রাখিলেন, রাখিয়া বলিতেছেন, "মুরারি, তোমার এই কাজ ?" মুরারি অধোবদন হইলেন। নিমাই বলিতেছেন, "আচ্ছা মুরারি, আমি তোমার নিকট কি অপরাধী যে তুমি আমাকে ফেলিয়া যাইতে চাও ?"

মুরারি অধোবদনে কান্দিতে লাগিলেন। তখন নিমাই তাঁহাকে কোলে উঠাইয়া লইয়া মস্তকে হস্ত বুলাইতে লাগিলেন, অন্তরের বেগে কথা কহিতে পারিলেন না। বেগ সম্বরণ করিয়া বলিতেছেন, "মুরারি! তুমি এ বুদ্ধি কাহার কাছে শিখিলে? আমাকে কি অপরাধে ফেলিয়া যাইতে চাও ? আমার বিরহ তুমি সহ্য করিতে পারিবে না, কিন্তু আমাকে তোমার বিরহে ফেলিয়া যাইবা। মুরারি! এই কি তোমার অহেতুকী প্রীতি ?"

তখন উভয়ে অঝোর নয়নে ঝুরিতেছেন। নিমাই আবার বলিতেছেন, "মুরারি, আমাকে এখন ভিক্ষা দাও। বল তুমি আমাকে ছাড়িয়া যাইবা না ?" মুরারি কষ্টে বলিলেন "না।" তাহা নিমাই শুনিলেন না। মুরারির দক্ষিণ হস্ত খানি ধরিলেন, ধরিয়া আপনার মাথার উপর রাখিলেন।

রাখিয়া বলিতেছেন, "বল মুরারি, আমার মাথা খাও, তুমি এরূপ বুদ্ধি আর করিবে না ?" নিমাই বলিতেছেন, মুরারি কান্দিতেছেন, আর মুরারির স্ত্রী এ কথা শুনিয়া দ্বারে দাঁড়াইয়া কান্দিতেছেন। মুরারির স্ত্রীও প্রভুকে মনে মনে কোটি কোটি প্রণাম করিতেছেন। মুরারি তখন প্রভুর কোল হইতে নামিয়া তাঁহার চরণ তলে পড়িলেন। পড়িয়া বলিলেন, "প্রভু ! তোমাকে ছাড়িয়া কোথায় যাইব ? তুমি পাছে ফেলিয়া যাও এই চিন্তায় আমি উন্মাদ হইয়াছিলাম। প্রভু আমাকে ক্ষমা কর।"

দুধ জাল দিতে থাকিলে প্রথমে পাত্র উত্তপ্ত হয়। তাহার পর দুধ বিলোড়িত হইতে থাকে। আরও উত্তাপ পাইলে উথলিয়া পড়ে। সেইরূপ তখন নদীয়াতে উথলিয়া পড়িতেছে,—কি ? না, কৃষ্ণভক্তি। ভক্তি কিরূপে উথলিয়া পড়ে তাহা বলিতেছি।

নবদ্বীপের তখন কিরূপ অবস্থা হইয়াছে তাহা এই পদটীতে প্রকাশ—

ধর নাওসে কিশোরীর প্রেম, নিতাই ডাকে আয়।
এ প্রেম কলসে কলসে বিলায় তবু না ফুরায়॥
প্রেমে, শান্তিপুর ডুবু ডুবু ন'দে ভেসে যায়।
প্রেমে দুকুল ভেঙ্গে ঢেউ লাগিছে গোরাচাঁদের গায়॥

পদকর্ত্তা বলিতেছেন যে, তখন বন্যা আসিয়া নদীয়া ভাসিয়া গিয়াছে ; আর শান্তিপুর ডুবু ডুবু হইয়াছে ; আর মধ্যস্থলে গৌরচন্দ্র টলমল করিতেছেন ! এই ভক্তি কিরূপ, না, তরল সুধার ন্যায়। উহা জীবগণকে নিত্যানন্দ প্রভৃতি ভক্তগণ কলসী ভরিয়া পান করিতে দিতেছেন। যে চাহিতেছে তাহাকেই দিতেছেন, কিন্তু ভাণ্ডার অক্ষয়। পূর্ব্বে শ্রীগৌরচন্দ্র স্বয়ং ভক্তি বিতরণ করিতেন, তাহার পরে তাঁহার ভক্তগণ সেই শক্তি পাইলেন। তাঁহারাও বিতরণ করিতে লাগিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ ইচ্ছামাত্র জীবকে বিমলানন্দে মগ্ন করিতেন, ভক্তগণ নানা উপায়ে ঐ সুধা বিতরণ করিতে লাগিলেন। যথা, কাহাকে স্পর্শ করিয়া, কাহার প্রতি চাহিয়া, কাহার সহিত সঙ্গ করিয়া, কাহাকে আলিঙ্গন করিয়া, ইত্যাদি। যে ব্যক্তি এই সুধা পাইল, তাহার কি হইল ? তাঁহার শ্রীভগবানের প্রতি প্রগাঢ় আকর্ষণ হইল। শ্রীভগবানের কথা কি ? তাঁহার নাম মাত্র শুনিলে তাঁহার আনন্দ হয়। এত আনন্দ হয় যে, হৃদয় মধ্যে স্থান না পাইয়া বাহিরে প্রকাশ পায়। যথা, আনন্দে অঙ্গ পুলকিত হয়, নয়ন দিয়া প্রেমধারা বহে, আনন্দে অহরহ নৃত্য ও গীত করিতে ইচ্ছা

করে। মুরারি গুপ্ত আনন্দে ভোজন করিতে বসিয়া খল খল করিয়া হাসিতেছেন। যাহার আনন্দের বেগ অতি প্রবল হইল, তিনি অমনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

এইরূপ আনন্দে তখন নদীয়া টলমল করিতেছে। শ্রীধর রাজপথে যাইতেছেন, পথে একজন ভক্তের সহিত দেখা হইল; অমনি তাঁহার হাত ধরিয়া দুই জনে বহুতর লোকের মাঝে, কাহাকেও লক্ষ্য না করিয়া, নাচিতে লাগিলেন। পথের মধ্যে দুই ভক্তে দেখাদেখি হইল, পরস্পর পরস্পরে চাহিলেন, ও হাসিয়া গলিয়া পড়িলেন। আর কোন কথা বলিবার প্রয়োজন হইল না। উভয়ের মনের ভাব এই, "কি আনন্দ! কি আনন্দ!" নদের এ আনন্দ বর্ণন করিয়া লোচন দাস চৈতন্যমঙ্গলে এই গীতটী সন্নিবেশিত করিয়াছেন, যথা—

সুখেরি পাথার নদীয়ায়, গোরাচাঁদের উদয়। ধ্রু
এক দিন নয়, দু দিন নয়, নিতাই নূতন। (সুখেরি পাথার)
মনে করি, নদে ভরি, এ দেহ বিছাই।
তাহার উপরে আমার গৌরাঙ্গ নাচাই॥

ভক্তগণের কৃপায় তখন নবদ্বীপ নিমাইয়ের গণে পরিপূরিত হইয়াছে। ভক্তগণ যাহাকে পাইতেছেন, অমনি টানিয়া লইতেছেন। সকলেরই তখন পঞ্চম পুরুষার্থ প্রাপ্তি হইয়াছে। তাঁহাদের সমুদায় সাধ মিটিয়া গিয়াছে। কেবল একটি সাধ মিটে নাই। সেটি এই প্রার্থনায় প্রকাশ, "হে শ্রীভগবান! আমাদের এই পরিবার বৃদ্ধি কর।" আবার ভক্তিতে হৃদয় তরল হইয়া গিয়াছে, জীবের প্রতি দয়ার তরঙ্গ হৃদয়ে অনবরত বহিতেছে। ভক্তগণের সর্ব্বদাই মনে মনে প্রার্থনা এই, "হে শ্রীভগবান! তুমি যে সুখ আমাদিগকে দিয়াছ, ইহা জনে জনে বিতরণ কর। যেন তোমার পাদপদ্ম মধুপান করিয়া সকলেই আমাদের মতন আনন্দ ভোগ করে।" নিমাইয়ের এই বহুতর ভক্ত তখন তাঁহাদের দেহ ধর্ম্ম অনেকটা ভুলিয়াছেন। তাঁহাদের ক্ষুধা অতি অল্প, নিদ্রাও অতি অল্প। স্ত্রীলোকে বাড়ী বসিয়া ফুলের মালা গাঁথিতেছেন, নানাবিধ উপাদেয় আহারীয় প্রস্তুত করিতেছেন; পুরুষগণ ফুলের মালা ও আহারীয় দ্রব্য হাতে করিয়া প্রভুকে দর্শন করিতে যাইতেছেন। প্রভুকে কিরূপ নাগরীয়াগণ দেখিতেছেন, তাহা তাঁহার অতি প্রিয় পার্ষদ মুরারি ও শিবানন্দ বর্ণনা করুন—

গদাধর অঙ্গে যিনি অঙ্গ হেলাইয়া।
বৃন্দাবন গুণ গান বিভোর হইয়া॥
ক্ষণে হাসে ক্ষণে কান্দে বাহ্য নাহি জানে।
রাধাভাবে আকুল প্রাণ গোকুল পড়ে মনে॥
অনন্ত অনঙ্গ জিনি দেহের বলনি।
কত কোটি চাঁদ কান্দে হেরি মুখখানি॥
ত্রিভুবন দরবিত এ দোঁহার রসে।
না জানি মুরারিগুপ্ত বঞ্চিত কোন্ দোষে॥

আবার—

সোণার বরণ গোরা প্রেম বিনোদিয়া।
প্রেম জলে ভাসাওল নগর নদীয়া॥
পরিসর বুক বহি পড়ে প্রেম ধারা।
নাহি জানে দিবানিশি প্রেমে মাতোয়ারা॥
গোবিন্দের অঙ্গে পঁহু অঙ্গ হেলাইয়া।
বৃন্দাবন গুণ শুনে মগন হইয়া॥
রাধা রাধা বলি পঁহু পড়ে মুরছিয়া।
শিবানন্দ কান্দে পঁহুর ভাব না বুঝিয়া॥

প্রভু ভক্তের নিকট হইতে ফুলের মালা গ্রহণ করিলেন, এবং আপনার গলার মালা তাহাকে দিয়া উপদেশ করিলেন, "তুমি দিবানিশি হরেকৃষ্ণ নাম জপ কর। আর দশে পাঁচে মিলিয়া, স্ত্রী পুত্র পিতা মাতা লইয়া, বাড়ী বসিয়া কীর্ত্তন কর।" সেই উপদেশ পাইয়া সকলে সেইরূপ করিতে লাগিলেন। সন্ধ্যা হইলে নগরে নগরে পাড়ায় পাড়ায়—

বল ভাই হরি ও রাম রাম,
এই মত নগরে উঠিল ব্রহ্ম নাম।

এইরূপ সব পদ গীত হইতে লাগিল। খোল করতাল ও হরিধ্বনিতে নবদ্বীপ প্রতি রজনীতে উৎসবময় হইয়া উঠিল। নিত্যই এইরূপ উৎসব। তখন সমস্ত নবদ্বীপের অবস্থা কিরূপ হইল, তাহা বর্ণন করিয়া বাসুঘোষ এই নীচের পদ্যটী লিখিয়াছেন—

অবতার ভাল গৌরাঙ্গ অবতার কৈল ভাল।
জগাই মাধাই নাচে বড় ঠাকুরাল॥

চন্দ্র নাচে সূর্য্য নাচে আর নাচে তারা।
পাতালে বাসুকি নাচে বলি গোরা গোরা॥
নাচয়ে ভকতগণ হইয়ে বিভোর।
নাচে অকিঞ্চন যত প্রেম মাতোয়ায়॥
জড় পঙ্গু আতুর আদি উদ্ধারে পতিত।
বাসুঘোষ বলে মুঞি হইনু বঞ্চিত॥

"সূর্য্য নাচে চন্দ্র নাচে" ইহার ভাব পরিগ্রহ করুন। ভক্তগণের দেহ সর্ব্বদা নাচিতে পারে না, কিন্তু তাহাদের প্রাণ সর্ব্বদা নাচিতেছে। যাঁহাদের প্রাণ অনুক্ষণ আনন্দে নাচে, তাঁহারা দেখেন যে ত্রিভুবনও আনন্দে নাচিতেছে। তাঁহাদের মনে তখন যে ভাব তাহাতে প্রাণ আপনি নাচিয়া উঠে। তাঁহাদের ভাব যে, ভগবান তাঁহার, তাঁহার তিনি, তিনিই সব, সবই তিনি। এই জগতই আমার, এই জগতেই তিনি। ইহাতে মনে অতীব গৌরবের সৃষ্টি হইয়াছে। পতি-সোহাগিনী নারী সর্ব্বদা হাস্যমুখী, আদরে গলিয়া পড়েন, মাটিতে পা দেন না। ভক্তেরাও সেইরূপ, তবে একটু বিভিন্নতা এই যে, ভক্তিতে উন্মাদ হইয়া যিনি গৌরবান্বিত হয়েন, তাঁহার যে বিগলিত ভাব সে কেবলই মধুর।

আবার তখন দেশে যেন কি একটি তরঙ্গ আসিয়া উপস্থিত হইল। স্ত্রীলোকে পতির কোলে শুইয়া "হরি" "হরি" বলিয়া কান্দিয়া উঠিতেছেন। শিশু মাতার কোলে আপনা আপনি হঠাৎ হরি হরি বলিয়া নাচিতে লাগিল। পথে যাইতেছে, কিছু জানে না, কখন কৃষ্ণনাম মুখে লয় নাই, হঠাৎ পড়িয়া পাগলের মত হরি হরি বলিয়া গড়ি দিতে লাগিল। এই যে অভাবনীয় কাণ্ড শুধু নবদ্বীপে হইতেছিল তাহা নয়, দূরদেশেও এইরূপ হইতে লাগিল।

সেই প্রবল তরঙ্গের সময় আর একটি গান গীত হইত, সেটী এই—

বিজয় হইল নদেয় নন্দ ঘোষের বালা।
হাতে মোহন বাঁশী, গলে দোলে বনমালা॥

এখন বিবেচনা করুন শ্রীকৃষ্ণ "বালা" বলিয়া অভিহিত হয়েন না। কিন্তু তখন ভক্তগণের ব্যাকরণের বন্ধন ছিঁড়িয়া গিয়াছে। ব্যাকরণ কেন, দেহ বন্ধন, পরিবার বন্ধন, শাস্ত্র বন্ধন এবং সমাজ বন্ধন পর্য্যন্ত অন্তর্হিত হইয়াছে।

শ্রীনিমাই সমস্ত রজনী কীর্ত্তন করিয়া প্রত্যূষে শয়ন করিতে আইলেন। দু এক দণ্ড নিদ্রা যাইয়া গঙ্গাস্নান, ঠাকুর পূজা প্রভৃতি করিয়া আপনার গৃহে

কি শ্রীবাসের বাড়ীতে বসিয়া ভক্তগণ সমভিব্যাহারে কৃষ্ণ কথা রসে বিভোর আছেন। প্রত্যুষ হইতে শত শত ভক্তগণ তাঁহাকে দর্শন করিতে আসিতেছেন, আর দর্শন মাত্রে সকলে ভূমে লোটাইয়া প্রণাম করিতেছেন। নিমাই ভক্তগণ সহিত আবার স্নানে গমন করিলেন। সেখানে সকলে শিশুর ন্যায় জলকেলি করিয়া গৃহে আইলেন। নিমাই ভোজনে বসিলেন, আর নিতান্ত নিজজন তাঁহাকে ঘিরিয়া বসিলেন। বিষ্ণুপ্রিয়া সেখানে আসিতে পারেন না, তিনি আড়ালে দাঁড়াইয়া পতির ভোজন দর্শন করিতেছেন। শচী ভোজনের পাত্র পুত্রের সম্মুখে রাখিলেন। নিমাই শাক ভালবাসেন, বিষ্ণুপ্রিয়া নানাবিধ শাক রন্ধন করিয়াছেন। শচী সম্মুখে বসিয়া পুত্রকে ভোজন করাইতেছেন। শচী অগ্রে বসিয়া নিমাইয়ের সহিত তখন কথা বলিতে লাগিলেন। শচীর ইচ্ছা যে নিমাই তাঁহার সহিত অন্য লোকের মত সংসারের কথা বলেন। নিমাইয়ের মন সংসারের দিকে লইবার নিমিত্ত এই সুযোগে ঘরকন্নার দু একটা কথা বলেন। নিমাইয়ের মুখে সংসারের কথা শুনিলে শচী বড় সুখ পায়েন। যদি পুত্রের কাছে তাহার বধূ বিষ্ণুপ্রিয়ার দুই একটা কথা শুনেন, তবে আর শচীর আনন্দের সীমা থাকে না। এই সুযোগে বধূর দুই একটা কথাও বলেন। মাতৃবৎসল নিমাই সেই সময়, যথাসাধ্য মাতাকে সন্তোষও করেন।

শচী বলিতেছেন, "নিমাই, কাল আমি বড় আশ্চর্য্য স্বপ্ন দেখিয়াছি।" ইহা বলিয়া স্বপ্নে শ্রীকৃষ্ণকে কিরূপ দেখিয়াছেন, তাহার বিবরণ সমস্ত বলিলেন। নিমাই বলিতেছেন, "মা! উত্তম স্বপ্ন দেখিয়াছ, আমাদের ঘরের ঠাকুর বড় জাগ্রত।" পূর্ব্বে বলিয়াছি শ্রীজগন্নাথের ঘরে রঘুনাথ শালগ্রাম ঠাকুর ছিলেন। যখন নিমাই বলিলেন, "আমাদের ঘরের ঠাকুর বড় জাগ্রত," তখন উপস্থিত ভক্তগণ, শচীকে গোপন করিয়া, নিমাইয়ের পানে চাহিয়া একটু হাসিলেন। কিন্তু শচী নিমাইয়ের কথার রহস্য একটুও বুঝিলেন না। না বুঝিয়া তিনিও নিমাইয়ের সঙ্গে ঘরের ঠাকুরের গৌরব করিতে লাগিলেন। নিমাই বলিতেছেন, "আমি জানিতাম, আমার ঘরের ঠাকুর বড় প্রত্যক্ষ, আজ তোমার স্বপ্ন শুনিয়া আমার সে বিষয় নিঃসন্দেহ হইল।" ইহাই বলিয়া অতি গম্ভীর ভাবে, মাতার পানে চাহিয়া চুপে চুপে বলিতেছেন, "আমি তোমাকে একটী গোপনীয় কথা বলিতেছি। ঠাকুরের যে প্রত্যহ নৈবেদ্য দেওয়া হয়, তাহার অর্দ্ধেক থাকে, অর্দ্ধেক থাকে না। আমি ভাবিয়া কিছুই

স্থির করিতে পারিতাম না যে এ অর্দ্ধেক কে খায়? শেষে আমার মনে একটি সন্দেহ উদয় হওয়ায় আমি লজ্জায় মরিয়া গেলাম। আমি ভাবিতাম এ তোমার বধূর কাজ। কিন্তু এ ত প্রকাশ করিবার কথা নয়, কাজেই লজ্জায় তোমাকেও না বলিয়া মনের মধ্যে গোপন করিয়া রাখিতাম। যাহা হউক, আমার সে সন্দেহ এখন গেল। এ অর্দ্ধেক ঠাকুরই গ্রহণ করিয়া থাকেন।" এই কথা শুনিয়া ভক্তগণের যাহার যেরূপ অধিকার তিনি সেইরূপ হাসিতে লাগিলেন, কেহ উচ্চৈঃস্বরে, কেহ মৃদুস্বরে। বিষ্ণুপ্রিয়া আড়ালে দাঁড়াইয়া এই কথা শুনিয়া লজ্জা পাইয়া সুখে হাসিতে লাগিলেন, যথা চৈতন্য ভাগবতে—

হাসে লক্ষ্মী জগন্মাতা স্বামীর বচনে।
অন্তরে থাকিয়া স্বপ্ন-কথা সব শুনে॥

শচী তখন একটু বুঝিলেন যে নিমাই রহস্য করিতেছেন। এ কথা বুঝিয়া বলিতেছেন, "তুই বলিস্ কি নিমাই? বৌমা আমার স্বয়ং লক্ষ্মী। বৌমার অভাব কি যে সে চুরি করিয়া খাবে?"

তাহার পরে নিমাই শয়ন করিলেন। আর তাম্বূলের বাটা হাতে করিয়া শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া পদ সেবা করিতে গেলেন। কোন দিন বা গদাধর শ্রীমতীকে পদচ্যুত করিয়া আপনি বসিলেন। ভক্তগণ তখন স্ব স্ব গৃহে ভোজন করিতে ও কিঞ্চিৎ আরাম করিতে গমন করিলেন। অল্প একটু নিদ্রা যাইয়া নিমাই উঠিয়া বসিলেন, আর ভক্তগণ ক্রমে ক্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আবার সকলে কৃষ্ণ কথায় উন্মত্ত হইলেন। এবং অপরাহ্ণে নিমাই ভক্তগণ সমভিব্যাহারে নগর ভ্রমণে বহির্গত হইলেন।

নিমাইয়ের নগর ভ্রমণের বেশ অপরূপ। পরিধান অতি সূক্ষ্ম কার্পাস কি অতি মনোহর পট্টবস্ত্র। নিমাইয়ের মনোহর বেশ। মনোহর রূপ দেখিলে প্রিয় জনের আনন্দ, দুষ্ট লোকের ক্রোধ হয়। নগরে ভ্রমণ করিতেছেন, চতুষ্পার্শ্ব ভক্তগণে বেষ্টিত। যাঁহারা নিজজন তাঁহারা পথ হইতে সেই ভক্তদলে মিশিয়া যাইতেছেন। যাঁহারা বিপক্ষীয় তাঁহারা নিমাইয়ের নিকটে আসিতে পারেন না। তাহার দুইটি কারণ; প্রথমত নিমাই সর্ব্বদা ভক্তগণ পরিবেষ্টিত থাকিতেন। দ্বিতীয়ত, তাঁহার এরূপ তেজ ছিল যে নিকটে যাইয়া কেহ কথাবার্ত্তা বলে এরূপ সাহস হইত না।

যিনি বিপক্ষ তিনি দূর হইতে রুক্ষভাবে তাঁহার প্রতি চাহিতেন, আর আপনারা আপনারা তাঁহার নিন্দা করিতেন। এই বিপক্ষ দলের ক্রোধ ক্রমেই বাড়িয়া চলিল। তাঁহাদের বিশ্বাস যে কতকগুলি উন্মত্ত, কি পাষণ্ড, কি দুষ্ট লোকে জুটিয়া, নিমাইপণ্ডিতকে ভগবান সাজাইয়া, দেশ নষ্ট করিল। "নিমাইপণ্ডিত লোক ছিল ভাল, কিন্তু তাহাতে কি লাভ? তাঁহাকে ভগবান করিয়াছে; তাঁহার যে এত বুদ্ধি তাহা কাজেই লোপ পাইয়া গিয়াছে। এত সুখ কে কোথা ছাড়ে? জগন্নাথের পুত্র চিরকাল ভাত কাপড়ের কাঙ্গাল। আজি দুগ্ধে স্নান ও ঘৃতে আচমন! দেখ না যেন বিয়ের বর। যেন নাগর, নাগর সাজিয়া নগরে বেড়াইতেছে। মুখ দেখিলে বোধ হয় যেন নিরীহ ভাল মানুষ, কিন্তু সমুদায় ভণ্ডামি।" পরে ইহাদের বিপক্ষতা এত বাড়িয়া গেল যে তাহারা কাজির নিকট অভিযোগ করিল।

যাহা হউক, নিমাইয়ের নিকট যাইতে কাহার সাহস হইত না, তবে ফাঁক পাইলে কখন কখন কেহ নিমাইকে ত্যক্ত করিতেন। এক দিবস নিমাই স্নান করিতে গিয়াছেন, তীরে দাঁড়াইয়া, ভক্তগণ একটু অন্য মনস্ক হইয়াছেন। এমন সময় এক জন ব্রাহ্মণ অতি ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার নিকট আসিয়া উপস্থিত। তিনি কীর্ত্তন দেখিতে গিয়াছিলেন। তিনি সাধু, অন্তত আপনাকে সাধু বলিয়া বিশ্বাস আছে, সুতরাং মনে অভিমানে পূর্ণ। তিনি অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে পারেন নাই, ইহাতে অত্যন্ত অপমানিত হইয়া ক্রোধে অভিভূত হইয়াছেন। তাহার একটু পরে গঙ্গাস্নানে নিমাইকে দেখিয়া তাঁহার সেই ক্রোধ আরো বাড়িয়া উঠিল, ও তাঁহাকে ফাঁকে পাইয়া একবারে তাঁহার অগ্রে যাইয়া উপস্থিত। ক্রোধে অন্ধ হইয়া বলিতেছেন, "শুন নিমাইপণ্ডিত! আমি তোমার কীর্ত্তন দেখিতে গিয়া অপমানিত হইয়া আসিয়াছি। আমি তাপস ব্রাহ্মণ, তোমাকে শাপ দিব। তুমি যেমন আমাকে মনোদুঃখ দিয়াছ, আমি তেমনি তোমাকে শাপ দিলাম যে তুমি সংসার সুখ হইতে বঞ্চিত হও।" ইহাই বলিয়া আপনার উপবীত খণ্ড খণ্ড করিয়া ছিঁড়িয়া নিমাইয়ের চরণে নিক্ষেপ করিল।

বলা বাহুল্য যে ব্রাহ্মণের সমস্তই অন্যায়, নিমাইয়ের কোন দোষ নাই। তিনি নিজ বাড়ীতে ভজন করিতেছেন, সেখানে বহিরঙ্গ লোক গমন করিলে ভজনের ব্যাঘাত হয়। তুমি জোর করিয়া সেখানে যাইবে। যাইতে পার নাই বলিয়া, এই নবীন যুবককে, যিনি তাঁহার বৃদ্ধ মাতার একমাত্র পুত্র ও

নবীনা ভার্য্যার এক মাত্র সম্বল, চিরদিনের তরে সংসার হইতে বাহির করিয়া বৃক্ষতলবাসী করিবে, একি ভাল কাজ?

তবে ব্রাহ্মণের দোষ কি? তিনি যে স্ববশে ছিলেন এরূপ বোধ হয় না। এ কার্য্যটিও নিমাইয়ের লীলাখেলার একটি অঙ্গ।

নিমাই তখন সেই ক্রুদ্ধ ব্রাহ্মণের খণ্ড খণ্ড উপবীত, চরণ হইতে উঠাইয়া মস্তকে ধরিয়া, বলিলেন, "আমি তোমার এই শাপ গ্রহণ করিলাম!"

তখন ভক্তগণ হাহাকার করিয়া উঠিলেন।

এক দিন নিমাই নগর ভ্রমণ করিতে করিতে নগরের প্রান্তভাগে উপস্থিত। সেখানে শৌণ্ডিকগণ থাকে, নগরের মধ্যে মদ্য বিক্রয় করিতে পারিত না। মদ্য সম্বন্ধে এইরূপ শাসন যে উহা স্পর্শ করিলে গঙ্গাস্নান করিতে হইত। নিমাই সেখানে যাইয়া মদ্যপগণের স্থান দেখিয়া তাঁহার বলরাম ভাব হইল। তখন আবিষ্ট হইয়া শ্রীবাসকে বলিতেছেন, "মদ আনো, মদ আনো, শীঘ্র মদ আনো।" শ্রীবাস বলিলেন "প্রভু ক্ষমা দিউন। এখানে বহুতর ভিন্ন লোক, আপনি কি ভাবে বলিতেছেন তাহা তাহারা না বুঝিয়া কেবল কলঙ্ক করিবে।" কিন্তু বলরাম তাহা শুনিলেন না। তখন শ্রীবাস বলিলেন, "যদি ঠাকুর তুমি এরূপ কথা এখানে বল, তবে আমি গঙ্গায় প্রবেশ করিয়া প্রাণ ত্যাগ করিব।" তখন বলরাম একটু জব্দ হইলেন। একটু হাসিয়া বলিতেছেন, "যদি তোমার ইহাতে এত দুঃখ হয়, তবে আমি উহা ছাড়িলাম।" ইহা বলিয়া নিমাই বলরাম ভাব সম্বরণ করিলেন। উপস্থিত মাতালগণ শুনিলেন যে নিমাইপণ্ডিত আসিয়াছেন। তখন সকলে টলিতে টলিতে তাঁহাকে দেখিতে চলিল। একে একে সকলে নিমাইপণ্ডিতকে ঘিরিয়া ফেলিল। কেহ বলিতেছে "নিমাই-পণ্ডিত, একটু গান গাও।" কেহ বলিতেছে, "নিমাইপণ্ডিতের বেশ গানের দল।" কেহ বলিতেছে, "নিমাই একবার নাচ দেখি?" কাহার বা নিমাইয়ের গীত কি নৃত্য করিবার দেরি সহিল না। আপনারাই নৃত্য গীত করিতে লাগিল। কিন্তু তাহাদের মুখে কি আইল? তাহারা গীত গাইতে ও নৃত্য করিতে উদ্যত হইলে, এক অপরূপ কাণ্ড উপস্থিত হইল। নিমাই কৃপার্দ্র হইয়া তাহাদের দিকে চলিলেন। তখন তাহারা হরি হরি বলিয়া নাচিয়া উঠিল! নিমাই চলিলেন, আর, যথা চৈতন্য ভাগবতে—

হরি বলি হাতে তালি দিয়া কেহ নাচে।
উল্লাসে মত্তপ কেহ যায় তাঁর পাছে॥

এইরূপে মদ্যপগণ আর একরূপ মদ্যের আস্বাদ পাইয়া নিমাইয়ের পশ্চাৎ চলিল, ইহাতে কি হইল, না, যথা চৈতন্য ভাগবতে—

আনন্দে শ্রীবাস কান্দে দেখি পরকাশ।

সেখান হইতে ভ্রমণ করিতে করিতে, নিমাই নবদ্বীপের এক কোণে সার্ব্বভৌমের পিতা মহেশ্বর বিশারদের জাঙ্গালে, বিদ্যানগর গ্রামে উপস্থিত হইলেন। সেখানে দেবানন্দ পণ্ডিতের বাস। দেবানন্দ পরম সাধু উদাসীন, ও অদ্বিতীয় ভাগবত, কিন্তু ভক্তি মানেন না। ইনি বহু পূর্ব্বে এক দিবস ভাগবত পড়িতেছিলেন, শ্রীবাস সেখানে ছিলেন। পাঠ শুনিয়া শ্রীবাস বিগলিত হয়েন। ইহাতে দেবানন্দের পড়ুয়াগণ, "এ বামুন কান্দে কেন? ইহার ক্রন্দনে যে পাঠ শুনিতে পাই না?" ইত্যাদি বলিয়া তাঁহাকে ধরিয়া বাহিরে লইয়া যায়, এ কথার উল্লেখ পূর্ব্বে করিয়াছি। নিমাই যাইতে যাইতে দেবানন্দকে দেখিলেন, দেখিয়াই বিচলিত হইয়া বলিতেছেন, "শ্রীবাসের প্রেমানন্দ ধারা দেখিয়া তোমার পড়ুয়াগণ তাঁহাকে বাহিরে টানিয়া ফেলিয়া দিয়াছিল। তুমি যেমন গুরু, তোমার শিষ্যগুলিও তেমনি। রসময় শ্রীভাগবত পড়িয়া রস পাও না, কারণ ভক্তি মান না। তোমার ভাগবত পাঠে অধিকার নাই। পুঁথি খানা দাও, আমি উহা ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিই।" দেবানন্দ নিমাইয়ের রুদ্রমূর্ত্তি দেখিয়া, যদিও সেটি তাঁহার বাড়ী ও সেখানে তিনি শিষ্যগণ পরিবেষ্টিত, তথাপি অপরাধীর ন্যায় মস্তক অবনত করিলেন। কোন উত্তর করিলেন না।

নিমাই এরূপ বিচলিত হইলেন কেন? পূর্ব্বে বলিয়াছি, নিমাইয়ের যে নিজজন তাঁহাকে তিনি এইরূপ দণ্ড করিতেন। এই দেবানন্দ ভবিষ্যতে তাঁহার লীলার সঙ্গী হইবেন বলিয়া, এইরূপে তাঁহাকে দণ্ড করিয়াছিলেন। ইহার কিছুকাল পরেই এই দেবানন্দ শ্রীনিমাইয়ের চরণে পড়িয়া আত্ম সমর্পণ করিয়াছিলেন, ও আপনার অপরাধ ভঞ্জন করিয়া লয়েন। আর অপরাধী জীবে অদ্যাপি দেবানন্দের, "অপরাধ ভঞ্জন পাটে" অপরাধ ভঞ্জন নিমিত্ত গড়াগড়ি দিয়া থাকেন।

এইরূপে নিমাই ভক্তগণ লইয়া নানা দিন নানারূপ ক্রীড়া করেন। কিন্তু সমস্ত ক্রীড়ারই উদ্দেশ্য এক, ভক্তিবৃত্তি পরিবর্দ্ধন। এক দিন বহুতর ভক্তের সহিত নিমাই, দরিদ্র বেশে হস্তে কোদালি লইয়া, হরিমন্দির মার্জ্জনা করিতে চলিলেন। শ্রীভগবানের গৃহ মার্জ্জনা করিয়া তাঁহার সেবা করিতেছেন,

ইহাই সকলের প্রথম সুখ। দ্বিতীয় সুখ, শ্রীভগবানের নিমিত্ত অতি নীচ সেবা করিতেছেন। তৃতীয় আনন্দ, শ্রীভগবান স্বয়ং তাঁহার জীবকে শিক্ষা দিবার নিমিত্ত সেই কার্য্য করিতেছেন। অবশ্য নানাবিধ লোকে দূর হইতে তাঁহাদিগকে বিদ্রূপ করিতেছিল, কিন্তু তাহা তাঁহারা না শুনিয়া মুহুর্মুহু হরিধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে শ্রীমন্দির সমুদায় মার্জ্জনা করিয়া, পরিশেষে গঙ্গার অবগাহন করিতে চলিলেন।

এইরূপে আবার নৌকা বিহার করিতেন। শ্রীকৃষ্ণ আপনি কাণ্ডারী হইয়া গোপীগণকে নৌকায় উঠাইয়াছিলেন, সেই ভাবে বিভোর হইয়া সকলে নৌকায় উঠিলেন। নিমাই শ্রীভগবান ভাবে কর্ণধার হইয়া দাঁড়াইলেন। নিমাই হস্তে যখন "কেরুয়াল" ধরিয়া দাঁড়াইলেন, তখন তাঁহার রূপ যেন শত গুণ বৃদ্ধি হইল। ভক্তগণ গোপীভাবে নিমাইয়ের রূপ দর্শন করিতেছেন। ভক্তগণ বলাবলি করিতেছেন, আমাদের নবীন মেয়ে কি সুন্দর! নিমাই আনন্দে ডগমগ হইয়া নৃত্য করিতেছেন, আর ভক্তগণকে নৌকায় আরোহণ করিতে আহ্বান করিতেছেন। নিমাই ভক্তগণকে একে একে নৌকায় উঠাইতে লাগিলেন। ভক্তগণ ভাবিতেছেন, ভবনদী পার হওয়া কি সুখ! আর যে নাবিক তাঁহাদিগকে পার করিতেছেন, তাঁহার কি মধুর রূপ ও গুণ! নৌকায় উঠিয়া কেহ হরেকৃষ্ণ বলিয়া তালে তালে বৈঠা ফেলিতে লাগিলেন, কেহ গীত গাইতে লাগিলেন, কেহ বা নৃত্য করিতে লাগিলেন। এই নৌকা বিহার উপলক্ষ করিয়া বাসুঘোষের এই পদটি দেখিতে পাই, যথা—

না জানিয়ে গোরাচাঁদের কোন ভাব মনে।
সুরধুনী তীরে গেল সহচর সনে॥
প্রিয় গদাধর আদি সঙ্গেতে করিয়া।
নৌকায় চড়িল গোরা প্রেমাবেশ হইয়া॥
আপনি কাণ্ডারী হয়ে বায় নৌকা খানি।
ডুবিল ডুবিল বলি সিঞ্চে সবে পানি॥
পারিষদ্‌গণ সবে হরি হরি বলে।
পূরব স্মরিয়া কেহ ভাসে প্রেম জলে॥
গদাধরের মুখ হেরি মৃদু মৃদু হাসে।
বাসুদেব ঘোষ কহে মনের উল্লাসে॥

এই নৌকাবিহারের সময় শ্রীগৌরাঙ্গ একটি বড় মধুর লীলা করেন। নদীয়ার এক পার্শ্বে জাহান্নগরে, শ্রীসারঙ্গদেব নামক এক জন পরম সাধু শ্রীগোপীনাথের সেবা করিতেন। ইনি উদাসীন ও প্রাচীন, ইহার কিছু কাল পূর্ব্বে, শ্রীগৌরাঙ্গের চরণে আত্ম সমর্পণ করিয়াছিলেন। এক দিন প্রভু সারঙ্গদেবকে বলিতেছেন যে তিনি বৃদ্ধ হইয়াছেন, যাহাতে তাঁহার গোপীনাথের সেবা নিয়ম মত চলে সেই জন্য তাঁহার একটি শিষ্য করা কর্ত্তব্য। সারঙ্গদেব বলিলেন যে সৎ শিষ্য পাওয়া বড় দুর্ঘট, অতএব তাঁহার শিষ্য করিবার ইচ্ছা নাই। তাহাতে শ্রীগৌরাঙ্গ বলিলেন, "আমি তোমাকে বলিতেছি, তুমি এক জন শিষ্য গ্রহণ কর।" সারঙ্গ বলিলেন, "তবে আর কথা কি; শিষ্য বাছিয়া লইবার ক্ষমতা কিন্তু আমার নাই। কল্য প্রত্যূষে প্রথম যাহার মুখ দেখিব তাহাকেই শিষ্য করিব।" বোধ হয় প্রভুকে একটু জব্দ করিবার নিমিত্ত সারঙ্গ এই কথা বলিলেন, কিন্তু প্রভু জব্দ হইলেন না। প্রভু ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "তাহাই হইবে।"

রজনীযোগে সারঙ্গদেবের চিন্তায় নিদ্রা হইল না। যাঁহারা উদাসীন তাঁহাদের শিষ্যগণ তাঁহাদের হৃদয়ে পুত্র-প্রেম উদ্রেক করিয়া থাকেন। সারঙ্গ ভাবিতেছেন যে বৃদ্ধ বয়সে প্রভু আবার আমার ঘাড়ে কাহারে চাপাইয়া দিবেন? অতি প্রত্যূষে উঠিয়া তাঁহার প্রত্যাহিক নিয়মানুসারে গঙ্গাস্নান করিয়া তীরে বসিয়া নয়ন মুদিয়া মালা জপ করিতে লাগিলেন। তখন সূর্য্য উদয় হইতেছে; এমন সময়ে যেন কি একটি বস্তু তাঁহার কোলে আসিয়া উপস্থিত হইল। নয়ন উন্মীলন করিয়া দেখেন সেটী একটি মৃতদেহ! প্রথমেই তাহার মুখের দিকে দৃষ্টি পড়ায় শব দর্শনে যেরূপ ভয় কি ঘৃণার উদয় হয় তাহা তাঁহার হইল না। দেখেন মৃতদেহের নয়ন অর্দ্ধ মুদ্রিত, যেন নিদ্রা যাইতেছে। মুখ দেখিয়া বোধ হইতেছে যে তাহার শরীরে জীবন আছে। মৃতদেহের পানে সারঙ্গ যতই দেখিতেছেন ততই মুগ্ধ হইতেছেন। দেখেন যে মৃত ব্যক্তি একটি বালক বই না; বয়ক্রম ১১ কি ১২ বৎসর, দেখিতে পরম সুন্দর, মস্তক সম্প্রতি মুণ্ডিত হইয়াছে, গলায় যজ্ঞোপবীত, পরিধান পট্টবস্ত্র।

বালকটিকে দেখিবামাত্র সারঙ্গদেবের হৃদয়ে পুত্রবাৎসল্য উদয় হইল।

তখন সারঙ্গদেব যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, অর্থাৎ প্রাতে উঠিয়া যাহার মুখ দেখিবেন তাহাকে মন্ত্র দিবেন বলিয়াছিলেন, তাহা ভুলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু যেমন তাঁহার পুত্রবাৎসল্য উপস্থিত হইল, অমনি তাঁহার মনে সেই প্রতিজ্ঞার কথা উদয় হইল। তখন তিনি ভাবিতেছেন, "এই বালকটিকে যদি শিষ্যরূপে পাইতাম তবেই আমার মনোমত হইত ; কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য বশত এইটি মৃত।" আবার ভাবিতেছেন, "আমি ত পাগল মন্দ নয়? আমার প্রতি প্রভুর আদেশ আছে যে প্রাতে উঠিয়া যাহার মুখ দেখিব তাহাকে মন্ত্র দিব। জীবিত কি মৃত তাহা আমার দেখিবার আবশ্যক করে না।" এই কথা ভাবিয়া মস্তক অবনত করিয়া মৃতশিশুর কর্ণে মন্ত্র দিলেন!

এই মন্ত্র শিশুর কর্ণে উচ্চারণ করিবা মাত্র মৃতদেহে জীবনের চিহ্ন লক্ষিত হইল। তখন ঘাটে বহুতর লোক স্নান করিতে আসিয়াছেন, তাঁহারা স্তম্ভিত হইয়া দর্শন করিতেছেন। শিশু ক্রমে নয়ন মেলিল, শেষে সারঙ্গকে অবলম্বন করিয়া উঠিয়া বসিল। ঘাটে বহুতর লোক হরিধ্বনি করিতে লাগিল। তখন শিশুটিকে ক্রোড়ে করিয়া, বহু লোকের হরিধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে সারঙ্গদেবের বাসস্থানে আনা হইল।

এ দিকে অতি প্রত্যুষে শ্রীগৌরাঙ্গ সংকীর্ত্তন ভঙ্গ করিয়া বলিলেন, "চল, যাই, সারঙ্গের নূতন শিষ্য দর্শন করিয়া আসি।" ইহাই বলিয়া বহু ভক্তগণ সঙ্গে করিয়া, শিশুটিকেও যেমন সারঙ্গের স্থানে আনা হইল, অমনি তিনিও সেই সময়ে আসিয়া সেখানে উপস্থিত হইলেন। সারঙ্গদেবের তখন নানাবিধ ভাবে নয়নে ধারা বহিতেছিল। শ্রীগৌরাঙ্গদেবকে দেখিয়া উহা শত গুণ বৃদ্ধি পাইল। সারঙ্গ উঠিয়া ছিন্নমূল-দ্রুমের ন্যায় প্রভুর চরণে পতিত হইলেন। নিমাই আস্তে ব্যস্তে সারঙ্গদেবকে উঠাইয়া বলিতেছেন, "সারঙ্গ, শিষ্য পাইয়াছ? শিষ্যটি ত তোমার মনোমত হইয়াছে?" তখন সারঙ্গ কথা কহিতে পারিলেন না, সেই বালকটিকে ধরিয়া শ্রীগৌরাঙ্গের চরণে তাহার দ্বারা প্রণাম করাইলেন। একটু পরে সারঙ্গ বলিতেছেন, "প্রভু! এই বালকটিকে আশীর্ব্বাদ করুন। ইহার প্রতি আমার স্নেহ উথলিয়া পড়িতেছে।" তখন নিমাই দলবল সমেত বসিলেন, সারঙ্গকেও বসাইলেন। বালকটিও করযোড়ে প্রভুর অগ্রে মস্তক অবনত করিয়া বসিয়া রহিল। প্রভু বালকটিকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন, "বৎস! তুমি কে? কিরূপে

এখানে আসিলে? সমুদায় কথা উপস্থিত ভক্তগণকে বল। তাঁহারা শুনিবার জন্য অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়াছেন।"

তখন বালক ভূমিতে লুণ্ঠিত হইয়া প্রভুকে ও ভক্তগণকে প্রণাম করিয়া বলিতেছেন, "সর গ্রামে আমার বাড়ী। আমরা গোস্বামী বলিয়া পরিচিত। আমার সম্প্রতি যজ্ঞোপবীত হইয়াছে। সেই নিমিত্ত মস্তক মুণ্ডিত। আমাকে রজনীযোগে সর্পে দংশন করে। কিছুকাল পরে আমি অচেতন হইয়া পড়ি। আমার বোধ হয় আমাকে মৃত ভাবিয়া আমাদের গ্রামের যে খড়ি নদী তাহাতে আমাকে ফেলিয়া দেওয়া হয়। আর নূতন বর্ষাতে ভাসিতে ভাসিতে গঙ্গায় আসিয়া পড়ি। ক্রমে ভাসিতে ভাসিতে এখানে আসিয়াছি। আমার পিতা মাতা সকলে বর্ত্তমান, আমার নাম মুরারি।"

এই কথা বলিতে মুরারির নয়ন দিয়া জল পড়িতে লাগিল। আর উপস্থিত সকলে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

এই সরগ্রাম গুস্‌করা ষ্টেসনের নিকট। আর সেই গোস্বামী বংশীয়েরা অদ্যাপি আছেন। সর্পাঘাতে মৃত ব্যক্তিকে দাহন করিতে নাই এই নিমিত্ত বালকটিকে মৃত ভাবিয়া নদীতে ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছিল।

তখন শ্রীগৌরাঙ্গ বলিতেছেন, "বৎস! তোমার পিতা মাতা তোমার নিমিত্ত অত্যন্ত শোকাকুল হইয়াছেন। তুমিও তাঁহাদের নিমিত্ত অত্যন্ত ব্যাকুল আছ। আমরা এখনি তোমাকে তাঁহাদের নিকট পাঠাইয়া দিতেছি।" শিশুর তখন আরো নয়ন জল পড়িতে লাগিল, আর বলিল, "পিতা মাতা আমার নিমিত্ত ব্যাকুল হইয়াছেন বটে, কিন্তু আমি আমার এই গুরুর চরণ ছাড়িয়া যাইব না।"

এই কথা শুনিয়া উপস্থিত ভক্ত মাত্রেরই হৃদয় সিহরিয়া উঠিল। সারঙ্গদেব অত্যন্ত লজ্জা পাইয়া, দুই জানুর মধ্যে মস্তক রাখিয়া, রোদন করিতে লাগিলেন। তখন সকলে বলিতে লাগিলেন, যেমন সারঙ্গ তেমনি শিষ্য, আর যেমন সারঙ্গ তেমনি প্রভু।"

মুরারির সম্বাদ পাইয়া তাঁহার পিতা মাতা ও গ্রামস্থ বহুতর লোক দৌড়িয়া তাহাকে দেখিতে আসিলেন। মৃত পুত্র পুনঃপ্রাপ্ত হইলে পিতা মাতার কিরূপ আকৃতি প্রকৃতি হয়, নিমাইয়ের কৃপায়, সকলে তাহা মহাসুখে দর্শন করিলেন। মুরারি আর পিতামাতার সঙ্গে ফিরিয়া গেলেন না। তিনি উদাসীন ব্রত লইয়া তাঁহার গুরুর সেবায় নিযুক্ত রহিলেন।

তাঁহার পিতামাতা প্রভৃতি অনেকে সারঙ্গদেবের নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিলেন। পরে এক দিবস সারঙ্গ, মুরারিকে ও তাঁহার পিতামাতাকে ও অন্যান্য শিষ্য সঙ্গে করিয়া, নবদ্বীপে প্রভুর বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। *

ক্রমে শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণের যতটি উৎসব আছে, নিমাই ভক্তগণকে লইয়া সমুদায়ই করিলেন। পূর্ব্বে চন্দ্রশেখরের বাড়ী দানলীলা করিয়া ভক্তগণকে দেখাইয়াছেন। সেইরূপ ঝুলন উৎসব, নন্দোৎসব, ও শ্রীমতী রাধিকার জন্মোৎসবও করিলেন। যখন যে উৎসব করেন তখনই ভক্তগণ আত্মবিস্মৃত হইয়া উহা উপভোগ করেন। নবদ্বীপের নন্দোৎসবের বিশেষ বিবরণ পাওয়া যায় না। নীলাচলে নিমাই এই উৎসব যেরূপ করিয়াছিলেন, তাহার কিছু বর্ণনা শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে আছে। তাহাতে দেখা যায় যে নিমাই তখন "প্রকাশ" হইয়াছিলেন। আর যিনি তখন নন্দরূপে আবিষ্ট হয়েন, তিনি, নন্দ যেরূপ শ্রীকৃষ্ণের জন্ম দিনে যথা সর্ব্বস্ব বিতরণ করিয়াছিলেন, সেইরূপ আনন্দে বিভোর হইয়া তাঁহার যথা সর্ব্বস্ব সকলকে দান করিয়াছিলেন।

বাসুদেব ঝুলন লক্ষ্য করিয়া এই পদটি মাত্র করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, যথা—

দেখ ঝুলত গৌরচন্দ্র অপরূপ দ্বিজ মণিয়া।
বিধির অবধি, রস নিরুপম, কষিত কাঞ্চন জিনিয়া॥ ইত্যাদি।

শ্রীভক্তিরত্নাকর গ্রন্থে নবদ্বীপে এই নন্দোৎসবের যে কিঞ্চিৎ বর্ণনা আছে তাহা হইতে নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল, যথা—

একদিন শ্রীবাস ভবনে এথা বসি।
"কল্য কৃষ্ণ জন্মতিথি" কহে প্রভু হাসি॥
শ্রীবাসাদি বুঝিলেন প্রভুর অন্তর।
কালি নাচিবেন গোপবেশে বিশ্বম্ভর॥
পরম উল্লাসে শ্রীবাসাদি প্রিয়গণ।
করিলেন সকল সামগ্রী আয়োজন॥
সে দিবস মহানন্দ শ্রীবাসের ঘরে।
কৃষ্ণের জনম অভিষেক কর্ম্ম করে॥

* জাহানগরস্থ শ্রীশশীভূষণ পালের লিখিত মুরারি সারঙ্গের পাট প্রস্তাব শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকায় বিস্তার রূপে বর্ণিত আছে।

করি অভিষেক কিবা আবেশ হিয়ায়।
সংকীর্ত্তন সুখে সবে রজনী গোঁয়ায়॥
নিশি পোহাইলে গৌরচন্দ্র গণ সনে।
ধরে গোপবেশ সবে রহিয়া নির্জ্জনে॥
গোপবেশ নির্ম্মাণে নিমাই পরবীণ।
হইলা আপনি যেন গোয়ালা নবীন॥
ধরিলেন শ্রীগৌরসুন্দর গোপবেশ।
সে শোভা দেখিতে না রহয়ে ধৈর্য্যলেশ॥
রামাই সুন্দরানন্দ গৌরীদাস আদি।
গোপবেশ ধরে সবে শোভার অবধি॥
দধি নবনীত ভাণ্ড ভার লই কান্ধে।
প্রবেশয়ে শ্রীবাস অঙ্গনে চারু ছন্দে॥
শ্রীবাস অদ্বৈত গোপবেশে মত্ত হৈয়া।
দেন দধি হলদি অঙ্গনে ছড়াইয়া॥
নৃত্য গীত বাদ্য মহা কৌতুক বাড়য়।
শ্রীবাস ভবন যেন নন্দের আলয়॥

এইরূপে শ্রীরাধিকার জন্মোৎসব পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির ওখানে হইল। এক দিবস আবার শ্রীকৃষ্ণ যেরূপ সখাগণ লইয়া পুলিন ভোজন করিয়াছিলেন, সেই মত গঙ্গার পুলিনে ভক্তগণ লইয়া মহা হরি সংকীর্ত্তনের মাঝে নিমাই বনভোজন করিলেন।

এই যে নবদ্বীপে সুখের পাথার হইল, ইহার প্রস্রবণ নিমাই। নিমাই নবদ্বীপে কিরূপ বিচরণ করিতেছেন? যথা (নয়নানন্দের পদ)—

মুখখানি পূর্ণিমার শশী কিবা মন্ত্র জপে।
বিম্ব বিড়ম্বিত ঠোঁট কেন সদা কাঁপে॥

সদা মৃদুস্বরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ নাম জপ করিতেছেন। অন্তরের গুপ্ত প্রেম বাহিরে কিছু প্রকাশ হওয়ায় রাঙ্গা ঠোঁট মৃদু কাঁপিতেছে। যাঁহাদের এ সমুদায় বিষয়ে অনুসন্ধান আছে তাঁহারা দেখিয়া থাকিবেন, যে, বালক কি বালিকার মনে তরঙ্গ উপস্থিত হইয়াছে অথচ উহা আবদ্ধ আছে, এরূপ হইলে ঐরূপে ঠোঁট মৃদু মৃদু কাঁপিয়া থাকে। সে দৃশ্য অতি মনোহর। আর

এক কথা বলি, অতি সরল-চেতা লোক হইলে এইরূপে তাঁহাদের মনের ভাব বাহিরে সহজে প্রকাশ হয়।

নবদ্বীপে আনন্দে দিবা নিশি কোলাহল, হাস্য, নৃত্য, গীত, উৎসব; কীর্ত্তন, মৃদঙ্গ, শঙ্খ, করতাল, মন্দিরা ও মাদল শব্দ, ও আনন্দজনক হরি হরি ধ্বনি হইতে লাগিল। মধ্যস্থলে চাঁদের মত একখানি মুখ ও পদ্মের মত দুটি নয়ন—যাহার তারা প্রেমানন্দ ধারা রূপ মকরন্দে ডুবু ডুবু—লইয়া একটি ছবি বিহার করিতেছেন। ইহাতে জগৎ প্রফুল্ল হইল বটে, কিন্তু মন্দ লোকের ক্রোধ হইল। তাহারা এরূপ ছবি কিরূপে সহ্য করিবে? চৌরের জ্যোৎস্না কেন ভাল লাগিবে?

দুষ্ট মুসলমান ও হিন্দুরা জুটিয়া কাজির নিকট নালিস করিতে লাগিল। কাজি প্রথমে এ কথা কাণে তুলিলেন না, কারণ তিনি মহাশয় লোক। এ দিকে রাজ্য মধ্যে তাঁহার পদ অতি উচ্চ, যেহেতু তিনি গৌড়ের রাজার দৌহিত্র। নিমাইয়ের মাতামহ নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর সঙ্গে কাজির বিশেষ আলাপ, এমন কি গ্রাম সম্বন্ধও ছিল। নিলাম্বরকে কাজি চাচা বলিয়া ডাকিতেন। প্রথমে যখন সকলে অভিযোগ করিল, তখন কাজি, "নিমাই-পণ্ডিত ছেলে মানুষ, কি করিতেছে তাহার মধ্যে যাওয়া প্রয়োজন নাই," বলিয়া উড়াইয়া দিলেন। কিন্তু তাঁহার অধীনস্থ মুসলমান কর্ম্মচারীগণ তাঁহাকে উৎপীড়ন করিতে থাকিলে কাজি বাধ্য হইয়া এক দিন নগরে দল বল লইয়া সন্ধ্যাকালে আগমন করিলেন। দেখেন যে নদীয়ার সর্ব্ব স্থানে মৃদঙ্গ করতাল ও হরিধ্বনি হইতেছে। তিনি কাহাকে নিবারণ করিবেন? সকলেই উন্মত্ত। তখন তাঁহার সঙ্গীগণ একটি লোকের বাড়ী প্রবেশ করিয়া তাহাদের মৃদঙ্গ ভঙ্গ করিল, সেখানকার উপস্থিত ব্যক্তিগণ পলাইল, এবং তাহারা সম্মুখে যাহাকে পাইল তাহাকেই ধরিতে লাগিল। যথা চৈতন্য ভাগবতে—

হরিনাম কোলাহল চতুর্দ্দিকে মাত্র।
শুনিয়া স্মরয়ে কাজি আপনার শাস্ত্র॥

* * * *

আথে ব্যথে পলাইল নাগরিয়াগণ।
মহাত্রাসে কেশ কেহ না করে বন্ধন॥
যাহারে পাইল কাজি মারিল তাহারে।
ভাঙ্গিল মৃদঙ্গ, অনাচার কৈল দ্বারে॥

পরিশেষে সকলকে ভয় দেখাইয়া কাজি বলিলেন, "আমার নিষেধ শুনিয়াও কাহার বলে নগরে এরূপ উৎপাত করিতেছিস্? অদ্য এই পর্য্যন্ত করিয়া ক্ষান্ত দিলাম। আবার যদি কেহ নগরে সংকীর্ত্তন করে তবে তাহার জাতি মারা যাইবে।" এই ভয় দেখাইয়া কাজি বাড়ী ফিরিয়া গেলেন।

কাজির এই কার্য্যে ভক্ত-নাগরিয়াগণের মাথায় যেন বজ্রাঘাত হইল। সকলে আনন্দে দিবানিশি জানেন না, তাহার মধ্যে আবার এ কি উৎপাত? কাজি বহুতর সৈন্যদ্বারা পরিবেষ্টিত, বল দ্বারা তাহাকে বশীভূত করা অসম্ভব। বিশেষ ভক্তদের সম্বল কেবল হরিনাম ও খোল করতাল। তাঁহাদের তখন সংসারে ঔদাস্য, ও জীব হিংসার প্রতি একেবারে বৈরক্তি জন্মিয়াছে। তাঁহারা পাঠান সৈন্য পরিবেষ্টিত কাজিকে কিরূপে বাধ্য করিবেন? অনুনয় বিনয় করিয়া মুসলমানকে বাধ্য করিয়া হরি সংকীর্ত্তনের অনুমতি লইবেন, তাহারও কিছুমাত্র ভরসা নাই।

এরূপ অবস্থায় নাগরীয়াগণ কোন উপায় না দেখিয়া শেষে শ্রীপ্রভুর নিকটে আগমন করিলেন, আসিয়া সকলে আপনাদের দুঃখের কথা নিবেদন করিলেন। নিমাই তখন আশ্বাস দিয়া বলিলেন যে, "তোমরা নির্ভয়ে কীর্ত্তন কর, যে তোমাদিগকে বাধা দেয় আমি তাহাকে দণ্ড করিব।" নাগরীয়াগণ এই কথা শুনিয়া আশ্বাসিত হইলেন বটে, কিন্তু সম্পূর্ণরূপে নয়। কারণ কাজি সৈন্য লইয়া প্রতি নিশিতে, যাহাতে কীর্ত্তন না হইতে পারে, নগরে নগরে বেড়াইতে লাগিলেন।

তখন হরি সংকীর্ত্তন একেবারে বন্ধ হইয়া গেল। কেহ কেহ এরূপ বলিতে লাগিলেন যে, যদি কীর্ত্তন বন্ধ হয় তবে এ দেশ ছাড়িয়া যেখানে কীর্ত্তন করিতে পারি সেইখানেই যাইব। কেহ বা এরূপও বলিতে লাগিলেন যে হুড়াহুড়ি করিয়া কৃষ্ণনাম বলিবার প্রয়োজন কি? গোপনে বলাই ভাল।

কাজি সৈন্য বলে বলীয়ান, আবার নগরের অধিকাংশ হিন্দু তাঁহার পক্ষ। সুতরাং নাগরীয়াগণ যে ভয় পাইলেন ইহাতে তাহাদিগের বড় দোষ দেওয়া যায় না।

তখন প্রভুকে আবার সকলে যাইয়া বলিলেন, "প্রভু! আমরা কীর্ত্তন করিতে পারিতেছি না। আমাদিগকে বিদায় দেও, আমরা অন্য দেশে গমন করি।"

এই কথা শুনিয়া নিমাই রুদ্র মূর্ত্তি হইলেন। মুহূর্ত্তে তাঁহার সে সমুদায় কমনীয় ভাব লুকাইয়া ভয়ঙ্কর আকার উপস্থিত হইল! তখন নিমাই বলিতেছেন, "বটে! কাজি কীর্ত্তন বন্ধ করিবে? শ্রীকৃষ্ণের কীর্ত্তন? তবে আগে আমাকে রোধ করুক। আমি অদ্য নগরে নগরে কীর্ত্তন করিব। অদ্য আমি কাজীর দর্প চূর্ণ করিব। অদ্য আমি প্রেম বন্যায় নদীয়া ভাসাইব। শ্রীপাদ নিত্যানন্দ! শীঘ্র অগ্রবর্ত্তী হও। তুমি সর্ব্ব স্থানে ঘোষণা দাও, অদ্য সন্ধ্যার সময় আমি নগরে নগরে কীর্ত্তন করিব। আহারাদি করিয়া সকলকে অপরাহ্নে আমার বাড়ীতে আসিতে বল। সকলকেই হাতে একটি দীপ লইয়া আসিতে বলিবা!" তাহার পরে নাগরীয়াগণকে বলিতেছেন, "তোমরা ভয় করিও না। আমার এই আজ্ঞা সর্ব্বত্র ঘোষণা কর। অদ্য নগরে নগরে আমি কীর্ত্তন করিব।"

নাগরীয়াগণের তখন নিমাইয়ের মূর্ত্তি দর্শন করিয়া ও কথা শুনিয়া সমুদায় ভয় দূর হইল। তখন নিমাই যে শ্রীভগবান স্বয়ং, এ বিশ্বাস আবার আসিয়া দৃঢ়রূপে উপস্থিত হইল। সকলেই আনন্দে ও উৎসাহে পুলকিত হইয়া প্রভুর আজ্ঞা নগরে ঘোষণা করিবার নিমিত্ত দৌড়িলেন।

অতি অল্পক্ষণ মধ্যে এ কথা নদীয়ার সকল পল্লীতে প্রচারিত হইল। নিমাইপণ্ডিত অদ্য নগরে নগরে নৃত্য করিবেন, অদ্য তিনি কাজীর দর্প চূর্ণ করিবেন। যাহার কীর্ত্তন দেখিতে ইচ্ছা হয়, তাঁহাকে একটি দীপ হস্তে করিয়া বিকালে তাঁহার বাটীতে যাইতে হইবে।

এই ঘোষণায় নগর একেবারে টলমল হইয়া গেল, শত্রু মিত্র সকলেই এই সংবাদে বিচলিত হইলেন। যাঁহারা মিত্র তাঁহারা প্রভুর বাড়ী দৌড়িলেন, যাঁহারা শত্রু তাঁহারা রঙ্গ দেখিবার নিমিত্ত ব্যস্ত হইলেন। যাঁহারা না শত্রু না মিত্র, তাঁহারাও কৌতূহল তৃপ্তির জন্য আগ্রহ চিত্তে রহিলেন।

পঞ্চম অধ্যায়।

খাম্বাজ রাগিণী,—(বংশীধ্বনি ধ্রুপদ সুরে।)

কমল নয়নে বহিছে শত শত ধারা।
উর্দ্ধে চন্দ্র বদন তুলি [বলে] ওই দেখ
আমার প্রাণনাথ।

অন্তরা।

আনন্দেতে গোরার উথলিল হিয়া,
উল্লাসে নাচিছে হেলিয়া দুলিয়া,
গলিয়া গলিয়া সঙ্গী কোলে পড়ে,
মিলন আশয়ে পরেছেন অঙ্গে,
পট্ট বস্ত্র চন্দন ফুলের মালা।

আভোগ।

অলকা তিলকা চন্দ্র বদনে,
চাচর কেশ কুসুমে সুগন্ধ,
শিরে শোভিছে মোহন চূড়া,
দেখ দেখ দেখ গোরা বিনোদিয়া,
বিহরিছে ছবি কি ছটা,
সঙ্গীগণ রূপ অনিমিখে চায়,
গগনের চন্দ্র ভূতলে উদয়,
ঝলকে ঝলকে সুধা উগারয়।
প্রেমের তরঙ্গে নদিয়া মাতিল,
চারি দিক মধুময়॥ * —বলরাম দাস।

* আর্টষ্টুডিও নগর কীর্ত্তনের যে ছবি প্রকাশ করেন, তাহা এই গীতটী অবলম্বন করিয়া।

এখন যেরূপ নগর কীর্ত্তন হইয়া থাকে উহা নিমাইয়ের নগর-কীর্ত্তনের অনুরূপ। তবে সেটি আদর্শ, আর এখনকার সংকীর্ত্তন তাহার অনুকরণ মাত্র। একটি স্বয়ং শ্রীভগবানের ক্রিয়া, অপরটি তাঁহার ভক্তগণের। নিমাইয়ের এই নগর-কীর্ত্তন বর্ণনা করিবার শক্তি আমার নাই, বড় প্রয়োজনও নাই। কারণ বৃন্দাবন দাস শ্রীচৈতন্য ভাগবতে যাহা বর্ণনা করিয়াছেন, সেরূপ বর্ণন করা আমার সাধ্য নাই, এবং অন্য কোন মনুষ্যের আছে কি না, তাহাও জানি না। তাঁহার অনুকরণ করিয়া কিছু কিছু লিখিব এই মাত্র। *

তখনকার নদিয়া কলিকাতা অপেক্ষাও অনেক বড় হইবে। এই বৃহৎ নগরে একেবারে হুলস্থূল পড়িয়া গেল। সকলে নানাবিধ সজ্জা করিতে লাগিলেন। প্রভু কোন্ পথে গমন করেন তাহার ঠিকানা নাই। সকলেই আপনার বাড়ীতে আম্র পত্রসহ পূর্ণ কুম্ভ স্থাপন, কদলী বৃক্ষ রোপণ প্রভৃতি মঙ্গল কার্য্য করিলেন। সন্ধ্যা হইলে বাড়ী আলোকিত করিবেন, তাহার সমস্ত আয়োজন করিলেন। স্ত্রীলোকে খৈ, কড়ি, বাতাসা প্রভৃতি সংগ্রহ করিলেন, আর আপনারা বেশ ভূষা করিতে লাগিলেন।

কান্দির সহিত কলা সকল দুয়ারে।
পূর্ণ ঘট শোভে নারিকেল আম্র সারে॥
ঘৃতের প্রদীপ জ্বলে পরম সুন্দর।
দধি দুর্ব্বা ধান্য দিব্য বাটার উপর॥

প্রকৃত কথা নগর একেবারে আনন্দময় হইয়া গেল। সকলে আনন্দে উন্মত্ত হইলেন।

যাহারা কীর্ত্তনে চলিলেন সকলেরই হাতে এক একটি দেউটি (মশাল) কটিতে তৈলের ভাণ্ড বান্ধা। গলায় ফুলের মালা, অঙ্গ চন্দনে চর্চ্চিত। পিতা একটি দেউটি লইলেন, পুত্রও একটি লইলেন, যথা—

বাপে বান্ধিলেও পুত্র বান্ধে আপনার।

*। এই বিষয় বর্ণনা করিতে যাওয়ার আর একটী কারণ আছে। এক দিবস এই কীর্ত্তন চিন্তা করিতে করিতে আমি স্বপ্নের ন্যায় উহার ছায়া মত কি দেখিয়াছিলাম। সেই ছায়া মত যাহা আমার হৃদয়ে অঙ্কিত হয়, তাহা দেখিয়া বৃন্দাবন দাসের বর্ণনা আমি পুর্ব্বাপেক্ষা একটু ভাল করিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলাম। সেই সাহসে যথা সাধ্য, এই নগর কীর্ত্তন সম্বন্ধে কিছু লিখিতেছি। এই অধ্যায়ে যাহা কিছু নামোল্লেখ না করিয়া উদ্ধৃত করিব, সে সমুদায়ই ঠাকুর বৃন্দাবনের চৈতন্য ভাগবত হইতে।

আবার উহা ব্যতীত কেহ একের অধিক দীপও লইতেছেন। কেহ আপনি লইতেছেন, আবার ভৃত্য দ্বারাও লওয়াইতেছেন।

ইতিমধ্যে যে যে ব্যবহারে বড় হয়।
সহস্রেক সাজাইয়া কোন জনে লয়॥

অর্থাৎ কোন কোন জন সহস্র দীপও সাজাইয়া লইলেন। অতএব—

অনন্ত অর্ব্বুদ লক্ষ লোক নদিয়ার।
এ দেউটী সংখ্যা করিবার শক্তি কার॥

ক্রমে লোক আসিতেছে, প্রভুর বাড়ী পুরিয়া গেল। তাহার পরে—

কোটি কোটি লোক আসি আছয়ে দুয়ারে।

ইহারা কি বলিতেছে না—

পরশিয়া ব্রহ্মাণ্ড শ্রীহরিধ্বনি করে।

ইহারা নিমাইয়ের দ্বারে দাঁড়াইয়া, থাকিয়া থাকিয়া, হরিধ্বনি করিতেছে, আর নবদ্বীপ যেন কাঁপিয়া উঠিতেছে। প্রভুর নিজ জন আঙ্গিনায় দাঁড়াইয়া, বহিরঙ্গ নাগরিয়াগণ বাহিরে, নিমাই স্বয়ং গৃহের অভ্যন্তরে। সেখানে কি করিতেছেন? গদাধর তাঁহার বেশ করিতেছেন! গদাধর নিমাইয়ের বদন অলকা তিলকায় আবৃত করিতেছেন। ললাটের মধ্য স্থানে ফাগু বিন্দু দিলেন, নয়নে কজ্জল দিলেন, কেশ বিন্যাস করিতে লাগিলেন, মাথায় চূড়া বান্ধিয়া দিলেন, চূড়া বেড়িয়া মালতীর মালা দিলেন। তাহার পরে সর্ব্বাঙ্গ চন্দনে চর্চ্চিত করিলেন, নিমাই উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তখন আপাদ মস্তক ঝুলাইয়া একটী বৃহৎ মালা গলায় পরাইলেন। নিমাই পরিধেয় বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া সুন্দর পট্ট বস্ত্র পরিধান করিলেন। সেইরূপ চাদরও গলায় দিলেন। ভক্তগণ নিমাইয়ের পায়ে নূপুর পরাইয়া দিলেন। অঙ্গে দুই এক খানি আভরণও দিলেন। শচী প্রভৃতি প্রাচীন রমণীগণ সম্মুখে থাকিয়া ও বিষ্ণুপ্রিয়া প্রভৃতি অল্প বয়স্কা তরুণীগণ আড়ালে দাঁড়াইয়া নিমাইয়ের বেশ বিন্যাস দর্শন করিতেছেন। যখন নিমাইয়ের বেশ বিন্যাস গদাধর নরহরি প্রভৃতির মনোমত হইল, তখন তাঁহারা তাঁহাকে ছাড়িয়া দিলেন।

নিমাই এইরূপে কেন সাজিতেছেন? তিনি কি শ্বশুরালয় যাইতেছেন? না তিনি তরবারী এবং বন্দুক অস্ত্রধারী পাঠান সৈন্য পরিবেষ্টিত কাজীকে দমন করিতে যাইতেছেন? তিনি না বিপক্ষ দলের মধ্যে, যাহারা তাঁহাকে চক্ষের বিষ দেখে, তাহাদের মধ্যে যাইতেছেন? তাঁহায়

চূড়ায়, ফুলের মালায়, কাজি কেন মাথা হেঁট করিবেন? কথায় বলে, "চূড়া ত মথুরার নয়, চূড়ায় কুব্জা ভুলবে না।" বিপক্ষ লোক তাঁহার সজ্জা দেখিয়া আরো ত ঠাট্টা বিদ্রূপ করিবে? কিন্তু নিমাইয়ের এই ভুবনমোহন বেশ ধারণ করিবার উদ্দেশ্য ইহাই বলিয়া বোধ হয় যে, তিনি এই বেশ ধারণ করিয়া দেখাইতেছেন যে, শ্রীভগবানের ভজনে দুঃখ নাই, ভস্ম মাখা নাই, কি মাথা কুটা নাই। শ্রীভগবান প্রাণের প্রাণ, তাঁহার ভজনা শ্বশুরালয়ে প্রিয়া দর্শন অপেক্ষাও অধিক সুখ-কর। সুতরাং নিমাইয়ের বেশ ভূষা করায় দোষ কি হইল? অবশ্য কাজি পাঠান সৈন্য দ্বারা বেষ্টিত, ও তাহাকে দমন করিতে হইলে অলকা তিলকা, কি আপাদ মস্তক লম্বিত মালতীর মালা উপযুক্ত সজ্জা নহে। কিন্তু নিমাই পাঠানের শেল প্রভৃতি অস্ত্র শস্ত্রের সহিত ফুলের মালা দিয়া যুদ্ধ করিতে চলিলেন। তাঁহার উদ্দেশ্য এই যে, তিনি দেখাইবেন শেল ও ফুলের মালার মধ্যে কাহার কত শক্তি। তবে বিপক্ষগণ বিদ্রূপ করিতে পারে, কিন্তু তাহারা কি করিয়াছিল, পরে বলিতেছি।

নিমাই তখন আস্তে আস্তে মধ্য আঙ্গিনায় আসিলেন, আসিবার সময় সকলে দুধারে পথ ছাড়িয়া দিলেন। ধ্বনি হইল প্রভু আসিয়াছেন, আর অমনি লক্ষ লক্ষ লোকে হরিধ্বনি করিয়া উঠিলেন। রূপ দেখিয়া সকলে একেবারে মুগ্ধ হইলেন। সেই নটবর নাগর রূপ দেখিয়া কাহার নয়ন দিয়া অমনি প্রেমানন্দ ধারা বহিতে লাগিল। নিমাই যেন আদরে গলিয়া পড়িতেছেন, প্রসন্ন বদনে যেন জগতের দুঃখ হরণ করিতেছেন।

নিমাই মধুর হাস্য করিয়া চতুষ্পার্শ্বে চাহিলেন, আর সকলে আনন্দে গলিয়া পড়িলেন। সেই আনন্দের তরঙ্গ, লোকসাগরের সীমা পর্য্যন্ত চলিয়া গেল। সকলে আর স্থির থাকিতে পারিতেছেন না। আর কিছু করিতে না পারিয়া মুহুর্মুহু হরিধ্বনি করিতেছেন। আঙ্গিনার মধ্য স্থানে নিমাই—

তিলে তিলে বাড়ে বিশ্বম্ভরের উল্লাস।

তিনি মাঝে মাঝে হুহুঙ্কার করিতেছেন—

হুহুঙ্কার করেন প্রভু শচীর নন্দন।
নাদে পরিপূর্ণ হইল সবার শ্রবণ॥
হুহুঙ্কার শব্দে সব হইলা বিহ্বল।
হরি বলি সবে দীপ জ্বালিল সকল॥

নিমাই তখন কয়েক সম্প্রদায়কে কীর্ত্তন করিতে বলিলেন। এক দলের কর্ত্তা শ্রীঅদ্বৈত, অন্যদলের কর্ত্তা শ্রীহরিদাস, অন্যদলের কর্ত্তা শ্রীবাস, আর অন্য দলের কর্ত্তা স্বয়ং। স্বয়ং যে দলে থাকিলেন, সেই দলে নিতাই ও গদাধর থাকিলেন। নিতাই দক্ষিণে, গদাধর বামে। প্রথমে এই চারি সম্প্রদায় হইল বটে, কিন্তু ইহার পরে কত শত সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইল।

একটু পূর্ব্বে, এখনকার ও সে নগর-কীর্ত্তনের সহিত তুলনা করিতেছিলাম। এখনকার সংকীর্ত্তনে পূর্ব্বে উদ্যোগ, পরে আনন্দ। সে সংকীর্ত্তনে, আরম্ভের পূর্ব্বেই সেই লক্ষ লক্ষ লোকে আনন্দে অচেতন হইলেন, কাহার কিছুমাত্র বাহ্য রহিল না। অনেক বিলম্ব করিয়া, সকল লোককে বহু দুঃখ দিয়া, যখন লোকে আর ধৈর্য্য ধরিতে পারে না, তখন গোধূলি আইলেন। গোধূলি না আসিতে আসিতে সকলে প্রদীপ জ্বালিলেন। সেই সময় নগরের প্রত্যেক বৈষ্ণবের বাড়ী আলোকিত করা হইল। জ্যোৎস্না রাত্রির আলো, তাহার সহিত এই লক্ষ লক্ষ দীপের আলোকে নবদ্বীপ দিবার ন্যায় আলোকিত হইয়া গেল।

কীর্ত্তন করিতে করিতে লক্ষ লক্ষ হরিধ্বনির মাঝে শ্রীঅদ্বৈত বাহির হইলেন, ক্রমে শ্রীবাস, হরিদাস, পরে স্বয়ং শ্রীনিমাই বাহির হইলেন। জগাই মাধাই উদ্ধারের দিবস জন কয়েক লোকে, নিমাইয়ের কীর্ত্তন কিরূপ, দেখিয়াছিলেন, অদ্য সেই কীর্ত্তন নবদ্বীপের তাবৎ লোকে দেখিবেন! পথের দুধারে স্ত্রী পুরুষ দাঁড়াইয়া গিয়াছেন, যাহাদের অট্টালিকা আছে, তাহারা প্রাসাদের উপর দাঁড়াইয়া।

এত সে লোকের হইল সমুচ্চয়।
সরিষাও পড়িলে তল নাহি হয়॥
চলিলেন মহাপ্রভু নাচিতে নাচিতে।
লক্ষ কোটি লোক ধায় প্রভুরে দেখিতে॥
চতুর্দ্দিকে কোটি কোটি মহাদীপ জ্বলে।
কোটী কোটী লোক চতুর্দ্দিকে হরি বলে॥

নবদ্বীপের লোকে কীর্ত্তনের কথা শুনিয়াছেন, কিন্তু কীর্ত্তন কেহ দেখেন নাই। নিমাইকে সকলে দেখিয়াছেন, তাঁহার নৃত্য কেহ দেখেন নাই। শুনিয়াছেন নিমায়ের কীর্ত্তনে ব্রজরস মূর্ত্তিমন্ত হইয়া থাকেন। সুতরাং কি

বৈষ্ণব, কি শাক্ত, সকলে কীর্ত্তন দেখিতে আইলেন। কাজেই নবদ্বীপের প্রায় সমুদায় লোক এক স্থানে একত্র হইল।

নিমাইয়ের শরীরে তখন শ্রীভগবান প্রকাশ পাইয়াছেন। তাহাতে তাঁহার দেহ জ্যোতির্ম্ময় হইয়াছে। নিমাই যাইতেছেন, লোকে কিরূপ দেখিতেছেন তাহা বৃন্দাবন দাসের বর্ণনায় শ্রবণ করুন—

জ্যোতির্ম্ময় কনক বিগ্রহ দেব সার।
চন্দনে ভূষিত যেন চন্দ্রের আকার॥
চাঁচর চিকুরে শোভে মালতীর মালা।
মধুর মধুর হাসে জিনি সর্ব্ব কলা॥
ললাটে চন্দন শোভে ফাগুবিন্দু সনে।
বাহু তুলি হরি বলে শ্রীচন্দ্র বদনে॥
আজানু-লম্বিত মালা সর্ব্ব অঙ্গে দোলে।
সর্ব্ব অঙ্গ তিতে পদ্ম নয়নের জলে॥

নারীগণ সঙ্গিনীগণকে ডাকিয়া বলিতেছেন, যথা, প্রাচীন পদ—

সোণার গৌরাঙ্গ নাচে, দেখ না বাহির হয়ে।
না দেখিলে গোরারূপ মরিবি ঝুরিয়ে॥

যখন যাঁহার বাড়ীর নিকট আসিতেছেন, তখন পুরুষে শঙ্খধ্বনি ও হরিধ্বনি, স্ত্রীলোকে হুলুধ্বনি করিতেছে, এবং খই বাতাসা ও ফুল ছড়াইতেছে, সকলে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিতেছে। যাঁহারা প্রভুর সঙ্গে বাহির হইয়াছেন, তাঁহাদের বাহ্যজ্ঞান পূর্ব্বেই গিয়াছিল। যাঁহারা দর্শন করিতে লাগিলেন, তাঁহারা প্রেম ভক্তিতে গদ গদ হইয়া আনন্দে নৃত্য করিতে করিতে সঙ্গে চলিলেন। বাড়ী শূন্য পাইয়া চোরে চুরি করিতে পারিত, কিন্তু আনন্দে, চুরিরূপ যে সুখ, তাহাতে ক্ষান্ত হইয়া, তাহারা কীর্ত্তনানন্দে মত্ত হইল।

প্রথমে নাচিতে নাচিতে নিমাই নিজ ঘাটে আইলেন, আসিয়া খানিক নৃত্য করিলেন। শেষে সুরধুনী তীর দিয়া নৃত্য করিতে করিতে চলিলেন।

আমার গৌরাঙ্গ সুন্দর নাচেরে। ধ্রু
তাতা থৈয়া থৈয়া বাজেরে॥

নাচে বিশ্বম্ভর, সবার ঈশ্বর,
ভাগীরথী তীরে তীরে।

মহা হরিধ্বনি, চতুর্দ্দিকে শুনি,
মাঝে শোভে দ্বিজরাজে।
সোণার কমল, করে টলমল,
প্রেম সরোবর মাঝে॥
অপূর্ব্ব বিকার, নয়নে সুধার,
হুঙ্কার গর্জ্জন শুনি।
হাসিয়া হাসিয়া, শ্রীভুজ তুলিয়া,
বলে হরি হরি বাণী॥
বদন সুন্দর, গৌর কলেবর,
দিব্য বাস পরিধান।
চাঁচর চিকুরে, মালা মনোহরে,
যেন দেখি পাঁচবাণ।
চন্দন চর্চ্চিত, শ্রীঅঙ্গ শোভিত,
গলে দোলে বন মালা।
ঢলিয়া পড়য়ে, প্রেমে স্থির নহে,
আনন্দে শচীর বালা॥

এই যে সোণার কমল প্রেম সরোবরে টলমল করিতে ক... ছেন, কোথা? যাইতেছেন সেই যে অসুর চাঁদকাজী, যিনি পাঠান সৈন্য-গণ পরিবেষ্টিত, তাঁহার দর্প চূর্ণ করিতে!

আগে পাছে বহু সম্প্রদায় গান করিতেছে। শ্রীগৌরাঙ্গের নিজকৃত গীত তাঁহার সম্প্রদায়ে গীত হইতে লাগিল। যথা—

তুহার চরণে মন লাগুরে, হে সারঙ্গধর!

অর্থাৎ, হে ভগবান! তোমার চরণে আমার চিত্ত লাগুক॥

অন্য সম্প্রদায় গাইতেছেন—

বল ভাই হরি ও রাম রাম হরি ও রাম।
এই মতে নগরে উঠিল ব্রহ্মনাম॥ (এই নদে অবতারে),

অন্য সম্প্রদায়ে এই পদ গীত হইতেছিল—

বিজয় হইল নদে এ নন্দঘোষের বালা।
হাতে মোহন বাঁশী, গলে দোলে বনমালা॥

আর এক সম্প্রদায়ে—

হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণায় যাদবায় নমঃ।

আর এক সম্প্রদায়ে—

হরি বল মুগ্ধ লোকে হরি বলরে, ইত্যাদি।

নিমাই "শিব" "শিব" বলিয়া নৃত্য করিতেছেন।

নিমাই নৃত্য করিতে করিতে যাইতেছেন, যেন অঙ্গে অস্থি নাই। কখন বা কি ভাবিয়া মধুর হাস্য করিতেছেন, আর লোকে দেখিতেছেন যেন ঝলকে ঝলকে জ্যোৎস্না শ্রীমুখ হইতে ঝরিতেছে। সেই হাস্য দর্শনে তাহাদের বোধ হইতেছে যে, জগৎ সুখময়, এবং শ্রীভগবান আমাদের নিজ জন। নিমাইয়ের পদ্মচক্ষু দিয়া শতধারা বহিয়া জল পড়িতেছে, তখন তাহা দেখিয়া জীবমাত্রের হৃদয় তরল হইতেছে, ও অন্য জীবের প্রতি তাহাদের স্নেহ ও করুণার উদয় হইতেছে। নিমাই অঙ্গভঙ্গী করিয়া নৃত্য করিতেছেন, আর সকলের হৃদয় সেই সঙ্গে তরঙ্গায়মান হইতেছে। কেহ দর্শন করিতে করিতে ক্রমে সংজ্ঞাশূন্য হইতেছেন, কোথায় যে দাঁড়াইয়া আছেন, তাহা ভুলিয়া গিয়া ভাবিতেছেন যে, তিনি বৈকুণ্ঠে শ্রীভগবানের নিকট দাঁড়াইয়া, তাঁহার রঙ্গ দেখিতেছেন। কাহার এত কঠিন হৃদয় যে উহা কখন দ্রব হয় নাই। তিনি হয়ত আবার নিমাইয়ের ঘোর বিপক্ষ, শত্রুতা করিতে গিয়াছেন। এখন নিমাইয়ের নৃত্যভঙ্গী ও রূপ দেখিয়া প্রথমে স্তম্ভিত হইলেন, পরে ইচ্ছা না থাকিলেও তাহার হৃদয় দ্রব হইল, ও মরুভূমি সদৃশ নয়নে জল আইল, ও তখন সকল তত্ত্ব একেবারে বুঝিলেন। তত্ত্বটি এই যে, "তিনি তাঁহার" আর "তাঁহার তিনি।" কাজেই বিপক্ষ লোক চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় দর্শন করিতেছেন।

কেহ বলিতেছেন, "এ ব্যাপার কি? এ কি আকাশের চাঁদ খসিয়া পড়িয়া ভূতলে নৃত্য করিতেছে?" কেহ বলিতেছেন, "এ কি সোণার পুতুল? কোন্ কারিগরে এ পুতুল গড়িল?" কেহ বলিতেছেন, "যেমন রূপ তেমনি সেজেছেন। লোকটি রসিক বটে। এমন ছবি কখন দেখি নাই।"

দেখিয়া প্রভুর নৃত্য অপূর্ব্ব বিকার।
আনন্দে বিহ্বল সব লোক নদীয়ার॥
ক্ষণে হয় প্রভু সর্ব্ব অঙ্গ ধূলা ময়।
নয়নের জলে ক্ষণে সব পাখালয়॥

সে কম্প সে ঘর্ম্ম সে বা পুলক দেখিতে।
পাষণ্ডীর চিত্ত বিত্ত লাগয়ে নাচিতে॥
এই মত অপূর্ব্ব দেখিয়া সর্ব্ব জন।
সবেই বলেন এ পুরুষ নারায়ণ॥
কেহ বলে নারদ প্রহ্লাদ শুক যেন।
কেহ বলে যিনি হউন মনুষ্য নহেন॥
এই মত বলে যেন যার অনুভব।
অত্যন্ত তার্কিক বলে পরম বৈষ্ণব॥

বিপক্ষ মধ্যে বহুতর লোকের নিমাইয়ের প্রতি অশ্রদ্ধা ও শক্রতা আর রহিল না। যাহারা সেই নাগর বেশী রূপবান যুবকের নৃত্য দেখিলেন, তাহাদের মধ্যে অনেকের উহা দেখিয়া বিরক্তি না হইয়া আনন্দ হইল। আর নিমাইয়ের প্রতি অনিবার্য্য আকর্ষণ হইল। অনেক বিপক্ষ বলিতে লাগিলেন, ধন্য জগন্নাথ মিশ্র, ধন্য শচী, যাহাদের এরূপ সন্তান। কেহ এরূপও বলিলেন যে, ধন্য নদীয়া, যেখানে এরূপ মহাপুরুষের জন্ম হইয়াছে।

ভক্তের মধ্যে যাঁহারা উচ্চ অধিকারী, তাঁহারা ভাবিতেছেন যে, তাঁহারা শ্রীভগবানের সহিত "রাসলীলা" করিতেছেন। তাঁহারা সখী, আর নিমাই নন্দঘোষের বালা, আর নবদ্বীপ শ্রীবৃন্দাবন। তাঁহাদের মনে এই বিশ্বাস হওয়াতে তাঁহারা গাইতেছেন—

বিজয় হইল নদে এ নন্দঘোষের বালা।
হাতে মোহন বাঁশী, গলে দোলে বনমালা॥

তাঁহারা দেখিতেছেন, সেই নন্দঘোষের বালা তাঁহাদের সম্মুখে নৃত্য করিতেছেন। তাঁহারা সকলেই তাঁহার পানে চ হিয়া তাঁহার ভঙ্গী অনুকরণ করিয়া নৃত্য করিতেছেন। তাঁহাকে এই জনতার মধ্যে দেখিতে কাহারও কষ্ট নাই, যেহেতু নিমাইয়ের—

সবা হইতে সুপীত সুদীর্ঘ কলেবর।

ভক্তের মধ্যে লক্ষ লক্ষ লোকে, যাঁহারা বাহিরে দাঁড়াইয়া ছিলেন, পূর্ব্বেই নিমাইয়ের বাড়ীতে একেবারে জ্ঞানহারা হইয়াছেন। তাহার পরে সংকীর্ত্তনের তরঙ্গে পড়িয়া ভাসিয়া যাইতেছেন। তাঁহারা সকলে তখন আবিষ্ট হওয়ায় তাঁহাদের মধ্যে যাঁহার যেরূপ ভাব তাহাই প্রকাশ পাইতেছে। গাইতেছেন,

অথচ তিনি কখন গাইতে জানেন না, কিন্তু সেই মুহূর্ত্তে তাঁহার সুকণ্ঠ হইল। হে শ্রোতা মহাশয়! আপনি কি জানেন না যে ভক্তি কি প্রেমের উদয় হইলে অতি কর্কশ কণ্ঠও সুমিষ্ট হয়?

মধুকণ্ঠ হইলেন সব ভক্তগণ।
কভু নাহি গায়, সেই হইল গায়ন॥

এই সমস্ত বাহিরের ভক্ত একেবারে উন্মাদ হইলেন। ইহাঁদের দশা বৃন্দাবনদাস এইরূপে বর্ণনা করিয়াছেন, যথা—

কেহ নাচে কেহ গায় কেহ বলে হরি।
কেহ গড়াগড়ি যায় আপনা পাসরি॥
কেহ নানা মত বাদ্য গায় তার মুখে।
কেহ কার কান্ধে উঠে পরানন্দ সুখে।
কেহ কার চরণ ধরিয়া পড়ি কান্দে।
কেহ কার চরণ আপন কেশে বান্ধে॥
কেহ দণ্ডবৎ হয় কাহার চরণে।
কেহ কোলাকুলি করয়ে কারো সনে॥

কেহ বা কাহারও পানে চাহিয়া, আনন্দে হাসিয়া গলিয়া পড়িতেছেন, কেহ বা মুখ বাজাইতেছেন, কেহ বা নানাবিধ অলৌকিক বুলি বলিতেছেন, কেহ বা আনন্দে বৃক্ষে উঠিতেছেন, আর ডাল ধরিয়া ঝুলিয়া পড়িতেছেন, কেহ বা অকুতোভয়ে উচ্চ স্থানে উঠিয়া লাফ দিয়া পড়িতেছেন!

কেহ বা মনে মনে ভাবিতেছেন, তিনিই নিমাইপণ্ডিত, আর লোককে ডাকিয়া বলিতেছেন, "হে দুঃখী জীব! এই আমি নিমাইপণ্ডিত আসিয়াছি, আর তোমাদের ভয় নাই, আমি সমুদায় জগৎ উদ্ধার করিব।" এই কথা শুনিয়া এক জন ক্রুদ্ধ হইয়া বলিতেছেন, "পাষণ্ডগণেই জগতের অহিতকারী, এই আমি অদ্য সমুদায় জগতের পাষণ্ডী বিনাশ করিব।" ইহা বলিয়া বৃক্ষের ডাল ভাঙ্গিয়া পাষণ্ড বধ করিতে চলিলেন ও একটা প্রকাণ্ড ডাল ভাঙ্গিলেন। তখন সকলেরই গায়ে অতিশয় বল হইয়াছে, সহজ অবস্থায় সে ডাল ভাঙ্গিতে তাহার শক্তি হয় না। কাহারও বা পাষণ্ডীর কাছে পর্য্যন্ত যাইতে দেরি সহিল না, ঐখানে বসিয়া পাষণ্ডীর নামে ভূমে কিলাইতে লাগিলেন। কেহ বলিতেছেন, "হে পাষণ্ডীগণ! নিমাইপণ্ডিত

স্বয়ং ভগবান, তিনি হরিনাম সহিত অবতীর্ণ হইয়াছেন, তাঁহাকে তোমরা ভজনা কর। নতুবা একেবারে সংহার করিব।”

কেহ বা সম্মুখে যেন যমদূত দেখিতেছেন, দেখিয়া বলিতেছেন, “ওরে যমদূত! শীঘ্র যা, তোর রাজা যমকে বল্‌গে, তিনি স্বয়ং আসিয়াছেন, সেই যমের যম, আর রক্ষা নাই। তাহার লেখক চিত্রগুপ্তকে বলুক যে, সে তাহার খাতা ছিঁড়িয়া ফেলুক। আর তোরা সকলে আয়—

ভজ বিশ্বম্ভর নহে করিব সংহার।

কেহ বা আরো অশান্ত হইয়া কি করিতেছেন, না,—

যমরাজা বান্ধিয়া আনিতে কেহ চলে।

তিনি দর্পের সহিত যমরাজাকে বান্ধিয়া নিমাইয়ের পদতলে আনিতে চলিলেন!

এ পর্য্যন্ত কাজীর কথা আর কাহারও মনে নাই।

শ্রীগৌরাঙ্গ কাজী-দমন করিবেন বলিয়া বাহির হইয়াছেন, কিন্তু তাহার চেষ্টা কিছুই দেখা যাইতেছে না। তিনি নটবর বেশ ধরিয়া খঞ্জনের ন্যায় নৃত্য করিতে করিতে যাইতেছেন। কিরূপ যাইতেছেন, যথা—

সে তরঙ্গ দেখিতে সে ক্রন্দন শুনিতে।
পরম লম্পট পড়ে কান্দিয়া ভূমিতে॥
বোল্ বোল্ বলি নাচে গৌরাঙ্গ সুন্দর।
সর্ব্ব অঙ্গে শোভা করে মালা মনোহর॥
যজ্ঞ সূত্র, ত্রিকচ্ছ বসন পরিধান।
ধুলায় ধূসর প্রভু কমল নয়ন॥
মন্দাকিনী হেন প্রেম ধারার গমন।
চাঁদেরে না লয় মন দেখি সে বদন॥

* * *

অতি ক্ষীণ দেখি যেন মুকুতার হার॥
সুন্দর চাঁচর কেশ বিচিত্র বন্ধন।
তঁহি মালতীর মালা অতি সুশোভন॥

নিমাই নৃত্য করিতে করিতে যাইতেছেন, অগ্রে লোকে ফুল ছড়াইতেছেন, যথা—

পুষ্পময় পথে নাচি চলে বিশ্বম্ভর।

নিমাই নাচিতে নাচিতে যাইতেছেন, প্রথমে গঙ্গার ধারে গিয়া নিজের ঘাটে একটু নৃত্য করিলেন। তাহার পরে ঐরূপে নাচিতে নাচিতে মাধাইয়ের ঘাটে গমন করিলেন। তাহার পরে বারকোণা ঘাট দিয়া নগরের প্রান্তভাগে সিমলায় গমন করিলেন।

এতক্ষণ পরে নিমাই কাজীর বাড়ী মুখো চলিলেন! ইহাতে বুঝা গেল যে প্রভু ভক্তির তরঙ্গে নৃত্য করিতেছিলেন বলিয়া কাজীর কথা ভুলেন নাই। নিরপেক্ষ লোক ভাবিতে লাগিলেন অদ্য একটি বিষম রক্তারক্তির কাণ্ড হইতে চলিল। বিপক্ষ লোক ভাবিতেছেন, কাজীর সৈন্যগণ আইলে সমুদায় ভাবকালি লুকাইবে, আর কে কোথা পলাইবে, আর কত লোক যে প্রাণে মরিবে, তাহার ঠিকানা নাই। আজ নিমাইপণ্ডিত দায় ঠেকিলেন।

এ পর্য্যন্ত কাজী কি করিতেছিলেন, বলিতেছি। তিনি কয়েক দিন সন্ধ্যা হইতে বহুরাত্রি পর্য্যন্ত, নগরে নগরে সৈন্য লইয়া বেড়াইতেছিলেন, তাহার পরে আপনা আপনি কি বুঝিয়া নিরস্ত হইয়াছেন, আর কীর্ত্তন রোধের চেষ্টা ছাড়িয়া দিয়াছেন। তিনি সে দিবস সন্ধ্যার সময় হইতে বাড়ীতেই আছেন। এ দিকে যে এক দিনের মধ্যে নিমাই এত বড় সংকীর্ত্তন দল সংগ্রহ করিয়াছেন তাহা তিনি কিছুমাত্র জানেন না। বৃন্দাবন দাস বলিতেছেন—

সর্ব্ব প্রভু গৌরচন্দ্র শ্রীশচী-নন্দন।
দেখ তাঁর শক্তি এই ভরিয়া নয়ন॥
ইচ্ছা মাত্র কোটি কোটি সমৃদ্ধি হইল।
কত কোটি মহাদীপ জ্বলিতে লাগিল॥
কেবা রোপিলেন কলা প্রতি ঘরে ঘরে।
কেবা গায় বায় কেবা পুষ্প বৃষ্টি করে॥
হইল সকল পথ খই কড়িময়।
কেবা করে কেবা ফেলে হেন রঙ্গ হয়॥

ফল কথা, সে নিশিতে, সেই প্রকাণ্ড নগর নবদ্বীপ খৈ কড়ি ও পুষ্পময় হইয়াছিল। ইচ্ছামাত্র এই লোক-সমুদ্র লইয়া নিমাই চলিয়াছেন, কাজী কাযেই কিছু জানিতে পারেন নাই। যখন শ্রীগৌরাঙ্গ কাজী পাড়ার পথ ধরিলেন, তখনই লোকের কাজীর কথা মনে পড়িল, ও "মার কাজী,

মার কাজী” বলিয়া লক্ষ লক্ষ লোকে চীৎকার করিয়া উঠিল। শ্রীগৌরাঙ্গ কাজীর বাড়ীর পথ ধরিলে তখন কাজীর কর্ণে কোলাহলের শব্দ গেল। তিনি বাহির হইয়া দেখেন যে নগর আলোকিত হইয়াছে, ইহাতে কাজী বড় আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। তথ্য জানিবার নিমিত্ত তিনি তাঁহার প্রহরীগণকে বলিতেছেন, “দেখ ত কিসের গোল? একি কারু বিয়ে?” আবার কর্ণে যে ধ্বনি শুনিতেছেন, তাহাতে বোধ হইতেছে যেন কীর্ত্তন হইতেছে, তাহা ভাবিয়া রাগ করিয়া বলিতেছেন, “এ কি বিয়ে, না ভূতের কীর্ত্তন? নিমাই যদি আবার কীর্ত্তন আরম্ভ করে, তবে নদীয়ার সকলের জাতি মারিব। যাও, তোমরা শীঘ্র যাও।”

কাজীর সৈন্যগণ দৌড়িল, দৌড়িয়া দেখে যে অসংখ্য লোক আলো জ্বালিয়া গাইতে গাইতে ও নাচিতে নাচিতে, তাহাদের দিকে আসিতেছে। এ দিকে কাজী দেখিতেছেন যে গণ্ডগোল ক্রমে বৃদ্ধি পাইতেছে ও তাঁহার বাড়ীর দিকে আসিতেছে, তখন ব্যস্ত হইয়া আরো সৈন্য পাঠাইয়া দিলেন। এইরূপে কাজী দলে দলে সৈন্য পাঠাইতেছেন। অসংখ্য লোক দেখিয়া সৈন্যগণ অগ্রবর্ত্তী হইতে সাহসী হইল না। তাহার পরে যখন শুনিল ও দেখিল যে বহুতর লোক হাতে বৃক্ষের ডাল করিয়া, “মার কাজী, মার কাজী” বলিয়া দৌড়িতেছে, তখন তাহারা ভয় পাইল, ও পলাইবার চেষ্টা দেখিতে লাগিল। কিন্তু পলায়ন করা বড় কঠিন হইয়া পড়িল, যেহেতু প্রভু যে দিকে নৃত্য করিতে করিতে যাইতেছেন, সেই দিক হইতে আবার লোক অগ্রবর্ত্তী হইয়া তাঁহাকে লইতে কি সংকীর্ত্তনে মিশিতে আসিতেছে। সুতরাং কাজীর পাইকগণের পলাইবার পথ রহিল না। চারি দিক হইতে ঘেরা পড়িল।

কাজী স্বয়ংও সেইরূপ বিপদে পড়িলেন। তিনি যখন শুনিলেন যে অসংখ্য লোক তাঁহার বাড়ী আক্রমণ করিতে আসিতেছে, আর তাঁহার সৈন্যগণ, যেরূপ জলবিন্দু সমুদ্রে মিশিয়া যায়, সেইরূপ লোক সমুদ্র মাঝে ডুবিয়া গিয়াছে, তখন তিনি পলাইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু পলাইতে পারিলেন না। তাঁহার বাড়ীটী দুর্গের মত প্রাকার পরিখা বেষ্টিত না থাকায় বাড়ী রক্ষা করিবার উপায় সৈন্য ব্যতীত আর কিছুই ছিল না। কিন্তু সেই সৈন্যগণ কে কোথায় তাহার ঠিকানা নাই। কাজী প্রাণের ভয়ে অন্তঃপুরে লুকাইলেন।

এ দিকে মুসলমান সৈন্যগণ সেই সংকীর্ত্তনের দলে ডুবিয়া গিয়াছে। হাতের অস্ত্র ফেলিয়া দিয়াছে। কিন্তু তবু আপনাদিগকে লুকাইতে পারিতেছে না। যথা—

পুরিল সকল স্থান বিশ্বম্ভর গণে।
ভয়ে পলাইতে কেহ দিক নাহি জানে॥
মাথায় বান্ধিয়া পাক কেহ সেই দলে।
অলক্ষিতে নাচে অন্তরে প্রাণে হালে॥
যার দাড়ি আছে সেই হয়ে অধো মুখ।
লাজে মাথা নাহি তোলে, ডরে হালে বুক॥
অনন্ত অর্ব্বুদ লোক কেবা কারে চিনে।
আপনার দেহ মাত্র কেহ নাহি জানে॥

তখন কে মুসলমান কে হিন্দু, বাছিয়া লইবার শক্তি কাহারও ছিল না। সুতরাং পাইকদিগের কোন বিপদ হইল না। দেখিতে দেখিতে লোকে চারিপাশ হইতে কাজীর বাড়ী ঘিরিয়া ফেলিল। প্রভু কাজীর দর্প চূর্ণ করিতে যাইতেছেন, সাধারণ লোকে তাহার অর্থ ইহাই বুঝিতেছে যে, কাজীকে বধ কি প্রহার করিতে হইবে, ও তাহার বাড়ী ঘর ভাঙ্গিতে হইবে। প্রকৃতই লোকে যাইয়া তাহার বাহিরের ঘর ভাঙ্গিল, উদ্যান ও অন্ত অন্য স্থানে নানাবিধ অপচয় করিতে লাগিল। যথা চৈতন্য-চরিতামৃতে—

তর্জ্জ গর্জ্জ করে লোক করে কোলাহল।
গৌরচন্দ্র বলে লোক প্রশ্রয় পাগল॥
ঔদ্ধত্যে লোক ভাঙ্গে ঘর পুষ্প বন।
বিস্তারি বলিয়াছেন ইহা দাস বৃন্দাবন॥

সে বর্ণনা এই—

কেহ ঘর ভাঙ্গে কেহ ভাঙ্গেন দুয়ার।
কেহ লাথি মারে কেহ করয়ে হুঙ্কার॥
আম পনসের ডাল ভাঙ্গি কেহ ফেলে।
কেহ কদলীর বন ভাঙ্গি হরি বলে॥
পুষ্পের উদ্যানে লক্ষ লক্ষ লোক গিয়া
উপাড়িয়া ফেলে সব হুঙ্কার করিয়া॥

পুষ্পের সহিত ডাল ছিণ্ডিয়া ছিণ্ডিয়া।
হরি বলে নাচে সব শ্রুতি মূলে দিয়া॥

নিমাই কাজীর বাড়ী আসিয়া নৃত্য ও আর সমুদায় ভাব সম্বরণ করিলেন। শান্তভাবে বাহিরের ঘরে উঠিয়া কাজী কোথা জিজ্ঞাসা করিলেন। শুনিলেন কাজী অভ্যন্তরে লুকাইয়া আছেন, তখন অভ্যন্তরে তাঁহাকে ডাকিতে কয়েক জন ভব্য লোক পাঠাইলেন। তখন মুসলমান ও হিন্দুতে সমস্ত দেশে মর্ম্মান্তিক বিবাদ চলিতেছে। কাজী অহেতুক যে সমুদায় লোকের প্রতি অত্যাচার করিয়াছেন, তাহারা এখন তাঁহাকে ঘেরিয়াছে। 'একে কীর্ত্তনে পাগল হইয়াছে, তাহার পরে ক্রোধে সেই উন্মত্ততা বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু তিলার্দ্ধে সকলে শান্ত হইলেন। নিমাই আসিয়া যাই শান্ত হইলেন, অমনি সেই লক্ষ লক্ষ লোক স্থির হইলেন, ও তাঁহার মুখ পানে চাহিয়া রহিলেন।

কাজী যখন শুনিলেন যে নিমাইপণ্ডিত তাঁহাকে ডাকিতেছেন, তখন নিতান্ত আশ্বাসিত হইলেন। সে দিবস তাঁহার জাতি ও প্রাণ থাকে না থাকে তাঁহার মনে এই সন্দেহ হইয়া ছিল ও অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া জাতি ও প্রাণভয়ে কাঁপিতেছিলেন। এখন নিমাই পণ্ডিত তাঁহাকে ডাকিতেছেন শুনিয়া অনেক সাহস পাইলেন। বিশেষতঃ পূর্ব্বে যেরূপ লোকে "মার কাজী" "মার কাজী" ধ্বনি করিতেছিল, কাজীর ঘর দ্বার ভাঙ্গিতেছিল, এখন তাহারা তাহা হইতে ক্ষান্ত দিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে, কাজেই সমস্ত গোল থামিয়া গিয়াছে।

কাজী সেই লোকদিগের সঙ্গে ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে আইলেন, আসিয়া মস্তক অবনত করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গের আগে করযোড়ে দাঁড়াইলেন।

নিমাই কাজী আইলে অতি সমাদরের সহিত তাঁহাকে আহ্বান করিলেন, ও আপনিও বসিলেন, তাঁহাকেও বসাইলেন। তখন নিমাই কৌতুক করিয়া বলিতেছেন, "আপনার এ কিরূপ ভদ্রতা? আপনার বাড়ীতে আমরা আইলাম, আর আপনি বাড়ীর ভিতরে লুকাইলেন?"

তখন কাজী মাথা তুলিলেন, তুলিয়া নিমাইয়ের মুখ পানে চাহিলেন। দেখেন মুখে ক্রোধের চিহ্ন মাত্র নাই, বরং যেন করুণায় পূর্ণ। মুখ পানে চাহিয়া কাজী শুধু যে একেবারে আশ্বাসিত হইলেন তাহা নহে, অত্যন্ত বিচলিত হইলেন, যেন নিমাই তাঁহার হৃদয় ধরিয়া টানিতে লাগিলেন।

কাজী বলিতেছেন, "আমি কীর্ত্তনে বাধা দিই আবার অনেক অত্যাচারও

করিয়াছিলাম, তাহাতে তুমি রাগ করিয়া আসিতেছ ভাবিয়া লুকাইয়া ছিলাম। এখন তুমি শান্ত হইয়াছ জানিয়া আইলাম। তুমি আমার অপরাধ ক্ষমা কর, যেহেতু আমি তোমার মামা হই। নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী গ্রাম সম্বন্ধে আমার চাচা (কাকা।) তিনি তোমার নানা (মাতামহ)। কাজেই আমি তোমার মামা। তুমি ভাগিনা, মামা যদি অপরাধ করিয়া থাকে তবে তাহা লইতে পার না। বিবেচনা কর দেহ সম্বন্ধ অপেক্ষা গ্রাম সম্বন্ধ বড়। তুমি ভাগিনা, আমার বাড়ী আসিয়াছ, এ তোমার বাড়ী। আমি আর কি অভ্যর্থনা করিব?"

নিমাই বলিতেছেন,"তোমার সঙ্গে আমার গুটী দুই কথা আছে। প্রথমতঃ তুমি কি অপরাধে আমাদের কীর্ত্তন রোধ করিয়াছিলে? আবার আপনা আপনি ক্ষান্তই বা হইলে কেন? আমাকে এ সমুদায় খুলিয়া বল।"

কাজী বলিতেছেন, "সর্ব্ব লোকে তোমাকে গৌরহরি বলিয়া ডাকে, আমিও তোমাকে তাহাই বলিয়া ডাকিব। শুন গৌরহরি কেন আমি কীর্ত্তন রোধে ক্ষান্ত দিয়াছি; কিন্তু সে গোপনীয় কথা, তুমি একটু অন্তরালে আইস সমুদায় বলিব।" নিমাই বলিতেছেন, "এরা সকলেই আমার নিজ জন, অতএব ইহারা সকলেই এই কীর্ত্তন রোধের তথ্য শ্রবণ করুন।"

তখন কাজী বলিতেছেন, "আমার কীর্ত্তন রোধ করিবার ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু আমার লোক জনে আমাকে বিরক্ত করিতে লাগিল। তাহারা বলিতে লাগিল যে, আমি যদি কীর্ত্তন বন্ধ না করিয়া দিই তবে বাদসাহ আমার উপর ক্রোধ করিবেন। তাহাতেও আমি কীর্ত্তনে বাদী হইতাম না। কিন্তু তাহার পরে তোমাদের অনেক হিন্দু আসিয়া আমাকে পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল। তাহারা বলিল নিমাইপণ্ডিত নূতন মত চালাইতেছেন। সে মত হিন্দুধর্ম্মের বিরোধী। হিন্দুরা মন্ত্র মনে মনে জপ করে। হুড়পাড় হুড়দাড় করিয়া নাম করিলে বড় অপরাধ হয়। নিমাইয়ের উৎপাতে হিন্দুদিগের জাতি গেল, আর তাহাকে দমন করা রাজার কর্ত্তব্য, করিলে লোকের বিরক্তি না হইয়া সন্তোষের কারণ হইবে।" হিন্দুগণ কাজীকে কি বলিয়াছিল তাহা চরিতামৃতে এইরূপ বর্ণিত আছে—

গ্রামের ঠাকুর তুমি সবে তোমার জন।
নিমাই বোলাইয়া তাঁরে করহ বর্জ্জন॥

কাজী বলিতেছেন, "যখন হিন্দুগণ এরূপ বলিল তখন আমি কীর্ত্তন

রোধ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। প্রবৃত্ত হইয়াই বুঝিলাম কার্য্য ভাল করি নাই। রাত্রি স্বপ্নে দেখিলাম যে কীর্ত্তন রোধ করিয়াছি বলিয়া একটি নররূপী সিংহ আমার উপর তর্জ্জন করিতেছেন। তাহার পরে আমি কীর্ত্তনে বাধা দিতে যত পাইক পাঠাইয়াছিলাম, তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ "হরি হরি, কৃষ্ণ কৃষ্ণ" বলিয়া নাচিতে লাগিল। প্রথমে আমরা ভাবিলাম তাহারা হিন্দুগণকে বিদ্রূপ করিতেছে, কিন্তু তাহা নয়। দেখিলাম। তাহারা যেন ভূতগ্রস্ত হইয়াছে। আমি তাহাদিগকে তাড়না করিলাম, তাহারা বলিল, "কীর্ত্তনে বাধা দিতে গিয়া আমাদের এই দশা হইয়াছে, মুখে হরিনাম কি কৃষ্ণনাম ছাড়িতে পারিতেছি না।"

এরূপ ঘটনা তখন মুহুর্মুহু হইতেছিল। অর্থাৎ নিমাইকে কি তাঁহার ভক্তগণকে দর্শন কি স্পর্শন করিলে লোকের জিহ্বায় হরি কি কৃষ্ণনাম লাগিয়া যাইত, তাহারা চেষ্টা করিয়াও তাহা ছাড়িতে পারিত না।

কাজী বলিতেছেন, "আমি এই সমুদায় দেখিয়া শুনিয়া ভাবিলাম যে এ কীর্ত্তনে বাধা দেওয়া আমার কর্ত্তব্য নয়। ইহা মনুষ্যের কার্য্য নয়, ইহাতে ঈশ্বরের শক্তি আছে। আমি তাহাই ভাবিয়া কীর্ত্তনে আর বাধা দিই নাই।"

কাজী নিমাইয়ের মুখ পানে চাহিয়া যেমন ইহাই বলিতেছেন, সেই সুযোগে, ক্রমে তাঁহার মনের মধ্যে একটি ভাব ধীরে ধীরে উদয় হইতেছে। সেটি এই যে, এই নিমাইপণ্ডিত বস্তুটি কি ? এ প্রশ্ন পূর্ব্বেও তাঁহার মনে উদয় হইয়াছিল। পরে ভাবিতে ভাবিতে ও নিমাইকে দর্শন করিয়া হঠাৎ ইহার সিদ্ধান্ত মনে উদয় হইল। তখন এক দৃষ্টে শ্রীগৌরাঙ্গের মুখ দেখিতে লাগিলেন। নয়নে নয়নে মিলন হইল, আর কাজীর সর্ব্বাঙ্গ দিয়া আনন্দের লহরী চলিয়া গেল। কাজী সিহরিয়া মনে মনে বলিতেছেন, "সে কি তুমি ?" নয়নে নয়ন মিলিত হওয়ায় কাজী বুঝিলেন যে প্রভু ইঙ্গিত করিলেন যে তিনিই সেই তিনি। তখন আর ধৈর্য্য ধরিতে না পারিয়া বলিতেছেন, "গৌরহরি ! আমার বোধহয় হিন্দুগণ যে বড় ঈশ্বরকে নারায়ণ বলেন তিনিই তুমি !"

তখন দয়াল শ্রীগৌরাঙ্গ কাজীর একটি অঙ্গুলি স্পর্শ করিয়া বলিলেন, "যখন তুমি মুখে হরি, কৃষ্ণ ও নারায়ণ এই তিনটি নাম গ্রহণ করিয়াছ, তখন তোমার পাপ ক্ষয় হইল।"

বাস্তবিক তাহাই হইল।

নিমাইয়ের অঙ্গুলি স্পর্শমাত্র কাজীর পাপ ক্ষয় হইল। তখন তাঁহার দুই নয়ন দিয়া বহু ধারা পড়িতে লাগিল, আর ছিন্নমূল বৃক্ষের ন্যায় প্রভুর চরণে পড়িয়া বলিলেন, "প্রভু! তোমার উপর আমার ভক্তি হয়, তুমি আমাকে এরূপ কৃপা কর।"

প্রভু আস্তে ব্যস্তে কাজীকে উঠাইলেন। বলিতেছেন, "আমার তোমার নিকট একটি ভিক্ষা, তুমি বল আর কীর্ত্তনে বাধা দিবে না?"

কাজী বলিতেছেন, "বাপরে বাপ! আমিত নয়ই নয়, তবে আমার বংশে তালাক দিব যে কেহ কোন কালে যেন কীর্ত্তনে বাধা না দেয়।" এই কথা শুনিবামাত্র নিমাই উঠিলেন, আর নৃত্য করিতে করিতে চলিলেন। কাজী "হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণায় যাদবায় নমঃ," বলিয়া নাচিতে নাচিতে প্রভুর সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। প্রভু তাঁহাকে শান্ত করিয়া বাড়ী ফিরাইয়া দিলেন।

এই কাজী বাদসাহের দৌহিত্র। তিনি শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুকে পূর্ণব্রহ্ম সনাতন বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। হিন্দুগণ তাঁহাকে সমাজে লইলেন না, কিন্তু তাঁহার ও তাঁহার বংশীয়গণের আচার ব্যবহার হিন্দুর মত হইল। তাঁহারা গৌরহরিকে উপাসনা করিতে লাগিলেন। কাজীর কবর অদ্যাপি বিরাজিত। সেখানে ভক্ত বৈষ্ণবগণ গড়াগড়ি দিয়া আপনাদিগকে পবিত্র করিয়া থাকেন।

প্রভুর কার্য্যের একটি নিগূঢ় রহস্য বলিতেছি। তিনি যাঁহাকে কৃপা করিবেন, আগে তাঁহার দর্প চূর্ণ করিতেন। অর্থাৎ যে বিষয়ে যাহার দর্প অগ্রে তাহার সেই দর্প ভঙ্গ করিতেন, করিয়া কৃপা করিতেন। কাজী বাহু-বলে বলীয়ান কাজীকে বাহুবলে পরাস্ত করিয়া তাহাকে কৃপা করিলেন। দিগ্বীজয়ী বিদ্যাবলে বলীয়ান; তাঁহাকে বিদ্যায় জয় করিয়া তাঁহার সংসার-বন্ধন মোচন করিলেন। শ্রীমান অদ্বৈত প্রভু ভক্তিবলে বলীয়ান, তাঁহাকে ভক্তি-রহস্য দেখাইয়া দমন ও শ্রীচরণস্থ করিলেন।

এইরূপে নবদ্বীপ নিষ্কণ্টক হইল। গৌরভক্তগণ বলিয়া থাকেন যে গৌর অবতারের ন্যায় করুণ অবতার কোন যুগে উদয় হন নাই। যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার মামা কংসকে আছড়াইয়া মারিয়াছিলেন, কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গ তাঁহার মামা কাজীকে প্রেমদান করিয়া দমন করিলেন!

কাজী দমন করিয়া সকলে নাচিতে নাচিতে চলিলেন—

জয় কোলাহল প্রতি নগরে নগরে।
ভাসয়ে সকল লোক আনন্দ সাগরে॥

নাচিতে নাচিতে নিমাই শঙ্খবণিকের নগরে গমন করিলেন। শঙ্খবণিকগণ নিমাইয়ের আগে পুষ্প ছড়াইতে লাগিলেন। কেন? পাছে নদীয়ার কঠিন মাটিতে নৃত্য করিতে করিতে তাঁহার শ্রীপদে বেদনা লাগে। তাহার পরে তন্তুবায়দিগের নগরে গমন করিলেন। সেখানেও এইরূপ। তন্তুবায় নগরে কি হইল, না,

নাচে সব নাগরিয়া দিয়ে করতালি।
হরিবোল মুকুন্দ গোপাল বনমালী॥

শেষে শ্রীধরের ভাঙ্গা কুটীরে সকলে উপস্থিত। সেই কুটীরের দুয়ারে শ্রীধরের জলপাত্র রহিয়াছে।

কত ঠাঁই তালি তার চোরেও না হরে।

নিমাই সেখানে যাইয়াই সেই জলপূর্ণ-পাত্র লইয়া পান করিতে গেলেন। শ্রীধর নিষেধ করিতে করিতে প্রভু সমুদায় জল পান করিলেন। শ্রীধর ইহাতে ভাবে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তখন শ্রীধরের অঙ্গে হস্ত দিয়া তাঁহাকে চেতন করিয়া,

প্রভু বলে শুদ্ধ মোর আজি কলেবর।

যে অসংখ্য লোক সেখানে দাঁড়াইয়া, তাঁহারা জানিতেছেন নিমাই পূর্ণব্রহ্ম সনাতন। তাঁহার এইরূপ জলপান দেখিয়া সমস্ত লোক আনন্দ রসে পরিপূর্ণ হইলেন। তাঁহারা ভাবিতেছেন, "তুমি ভগবান সবারই ঈশ্বর। দৈন্য সকল স্থানেই মধুর। তোমার দৈন্য কি মধুর।"

পাঠানগণ পণ্ডিতের নগরী শ্রীনবদ্বীপ পুরী সৈন্য সামন্ত দ্বারা অধিকার করিয়া আছেন। শ্রীনিমাই চাঁদ এক মুহূর্ত্ত মধ্যে লক্ষ লোক একত্র করিলেন, আর এই লক্ষ লোককে সম্পূর্ণ বশীভূত করিয়া, যেমন বাজীকর পুতুল নাচায়, একবার হরি বলিয়া নৃত্য করাইয়া, একবার ক্রোধে মার মার বলিয়া উত্তেজিত করিয়া, সেই যবন-সেনাপতিকে পদ তলস্থ করিলেন। এইরূপ শক্তি মনুষ্যের সম্ভবে না। আমাদের ন্যায় সামান্য জীবে, এরূপ অবস্থার সিদ্ধান্ত করিতে পারিতেন না, যে তাঁহার কতদূর শক্তি আছে, তাঁহার আহ্বানে কত লোক আসিবে, ও যাহারা আসিবে তাহারা তাঁহার কতদূর

বশীভূত হইবে: কি যাহারা আসিবে, তাহাদের কত খানি তেজ আছে। ইহাতেই প্রমাণিত হয়, যে শ্রীগৌরাঙ্গ আমাদের ন্যায় জীব নহেন।

আবার শ্রীনবদ্বীপ পণ্ডিতের স্থান, তাহার মধ্যে অনেকে আচার্য্য, আপন আপন মত চালাইতেছেন, শ্রীগৌরাঙ্গ নবীন অধ্যাপক, দশ জনের মধ্যে একজন, তিনি যে মত চালাইতেছেন, তাহা সম্পূর্ণ নূতন। নৃত্য করিয়া ভজন পূর্ব্বে ছিল না।

তাহার পর রাজপথের উপর, দুই পায়ে নূপুর দিয়া বাহু তুলিয়া নৃত্য করিয়া ভজন করা সভাবতই লোকের নিকট হাসিবার সামগ্রী। বিশেষত নবদ্বীপের ন্যায় বিদ্বজ্জন সমাজে। নিমাই নানা কারণে নবদ্বীপের প্রধান লোকদের নিকট অপ্রিয় হইয়াছেন। তিনি রাজপথে প্রকাশ্য স্থানে নৃত্য করিতে করিতে যাইতেছেন, ইহাতে কুণ্ঠিত হইলেন না, বরং সম্পূর্ণ তাহার বিপরীত ভাব দেখাইলেন। সামান্য জীব হইলে এমন অবস্থায় একখানি মলিন বস্ত্র পরিয়া ভয়ে ভয়ে পাছে পাছে থাকিতেন, কিন্তু নিমাইচাঁদ ভঙ্গি করিয়া মাথায় চূড়া বাঁধিলেন, মুখ অলকা তিলকায় সুসজ্জিত করিলেন, আপাদলম্বিত মালা গলায় পরিলেন—এইরূপ বর সাজিয়া সর্ব্বাগ্রে নৃত্য করিতে করিতে চলিলেন। এরূপ অবস্থায়, এরূপ আচরণ শ্রীভগবান ব্যতীত জীবে সম্ভবে না।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

রাজ্য ছাড়ি বৃক্ষতলে, শ্রীরূপ কান্দিয়া বলে,
আমি যোগ্য নহি পদ লাভে।
মুই দীন হীন ছার, শত কোটি স্পৃহা যার,
সে কেমনে শ্রীচরণ পাবে॥
শুনরে দুর্ম্মার মন, বৃথা কর আকিঞ্চন,
যাহাতে নাহিক অধিকার।
রূপ বলে শুন বলাই, এসো বসে গুণ গাই,
লাভালাভের ছাড় হে বিচার॥

শ্রীবলরাম দাস।

শ্রীচৈতন্য ভাগবতে যথা—

মৎস্য কূর্ম্ম নরসিংহ বরাহ বামন।
রঘু সিংহ বৌদ্ধ কল্কী শ্রীনন্দনন্দন॥
এই মত যতেক অবতার সকল।
সব রূপ হয় প্রভু করি ভাব ছল॥

এইরূপ নিমাই শুদ্ধ স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীকৃষ্ণের বিবিধ অবতার হয়েন, তাহা নহে। কখন মহাদেব, কখন ব্রহ্মা, এবং কখন বা দুর্গা প্রভৃতি নানাবিধ শক্তিরূপা হইয়াছিলেন। আবার শ্রীকৃষ্ণলীলার যে সমুদায় গণ আছেন, তাঁহাদের রূপও গ্রহণ করিয়াছিলেন, যথা অক্রূর। অর্থাৎ দেহে কখন স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ, কখন শ্রীমতী রাধা, কখন বা অক্রূর হইতেন।

এই নিমাই যখন শ্রীকৃষ্ণ কি অক্রূর হইতেন, তখন কি তাঁহার অবয়ব ঠিক শ্রীকৃষ্ণের ন্যায়, কি ঠিক অক্রূরের ন্যায় হইত? এই প্রশ্নের উত্তর দিতেছি। যখন শ্রীকৃষ্ণ রূপে প্রকাশ পাইতেন, তখন নিমাই প্রায়ই বিষ্ণুখট্টায় বসিতেন। তাঁহার অঙ্গ দিয়া সোণার প্রচণ্ড তেজ বাহির হইত। সেই আলোতে সমস্ত ঘর আলোকিত হইত। নিকটে যে ভক্তগণ থাকিতেন তাঁহাদের কাহার কাহার অঙ্গ দিয়াও অধিক কি অল্প আলো বাহির হইত। এমন কি, গৃহের জড় দ্রব্য হইতেও আলো বাহির হইতে দেখা যাইত।

বিষ্ণুখট্টায় তেজাবৃত যে নিমাই বসিয়া, তাঁহাকে কেহ নিমাই রূপে দেখিতেছেন। কেহ বা নিমাইকে মোটে দেখিতে পাইতেছেন না। তবে তাঁহারা দেখিতেছেন যে নিমাইয়ের স্থানে শ্রীকৃষ্ণ ত্রিভঙ্গ হইয়া দাঁড়াইয়া। এইরূপে শ্রীঅদ্বৈত প্রভু, প্রথমে ঘরে প্রবেশ করিয়াই নিমাইকে দেখিতে পাইলেন না। দেখিলেন বিষ্ণুখট্টায় তাঁহার ভজনীয় বস্তু শ্রীকৃষ্ণ। আর নিমাই আপনাকে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া পরিচয় দিয়া, তাঁহার মস্তকে শ্রীপাদ তুলিয়া দিলেন।

যখন মহাপ্রকাশ হইয়াছে, মুরারিগুপ্ত প্রভুর সম্মুখে পড়িয়া আছেন, তখন প্রভু বলিতেছেন, "মুরারি উঠ, আমাকে দর্শন কর। তুমি হনুমান, আমি তোমার রামচন্দ্র।" মুরারি মস্তক উঠাইয়া দেখিলেন যে রাম সীতা লক্ষ্মণ প্রভৃতি সকলে আবির্ভূত, নিমাইকে মোটে দেখিতে পাইলেন না। কিন্তু মুরারি যে বস্তুকে রাম সীতা প্রভৃতি রূপে দেখিতেছেন, তাঁহাকেই শ্রীবাস তেজাবৃত নিমাই দেখিতেছেন। এক দিবস নিমাই দেব গৃহে প্রবেশ করিয়া নিতাইকে বলিতেছেন, "আমার রূপ দেখ।" নিতাই কিছু দেখিতে পাইলেন না। তখন যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন, নিমাই তাঁহাদিগকে অন্য স্থানে যাইতে বলিলেন। তাঁহারা গমন করিলে তবে নিতাই রূপ দেখিয়া আনন্দে ও ভাবে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। যখন নিমাইয়ের মহাদেব ভাব হইল, তখন তাঁহার প্রকৃতি সমুদায় মহাদেবের ন্যায় হইয়া গেল। মুখবাদ্য করিতে লাগিলেন। আপনাকে মহাদেব বলিয়া পরিচয় দিলেন। মহাদেবের ন্যায় কথা বলিতে লাগিলেন। তবে আকৃতি যেরূপ সেইরূপই থাকিল, কি কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত হইল, অথবা সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তিত হইল। অর্থাৎ, কেহ দেখিতেছেন দেহ প্রায় নিমাইয়ের বটে, কিন্তু প্রকৃতি একেবারে পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে, ঠিক মহাদেবের মত। "প্রায় নিমাইয়ের মত," এই নিমিত্ত বলি, যেহেতু এরূপে আবেশিত হইলে নিমাইয়ের অঙ্গের বর্ণ অনেক সময় পরিবর্ত্তিত হইত। যথা, শ্রীভগবান আবেশে নিমাইয়ের বর্ণ কখন কৃষ্ণ হইত, বলরাম আবেশে কি মহাদেব আবেশে বর্ণ কখন শুক্ল হইত। এ পরিবর্ত্তন সকলেই দেখিতে পাইতেন। আবার কখন কেহ কেহ নিমাইকে ঠিক জটাধারী মহাদেবের রূপই দেখিতেন।

এখন পূর্ব্বকার কথা স্মরণ করুন। যজ্ঞোপবীতের পরে নিমাই বসিয়া তাঁহার মাতাকে ডাকিলেন। মাতা আসিয়া দেখেন যে নিমাইয়ের

সমস্ত অঙ্গ তেজোময়। তখন নানাভাবে ও ভয়ে নিস্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইলেন। নিমাই বলিতেছেন, "আমি এই দেহ ছাড়িয়া চলিলাম, আবার আসিব। যিনি রহিলেন তিনি তোমার পুত্র। তুমি এই দেহ যত্ন করিয়া পালন করিবা।" ইহাই বলিয়া নিমাই মূর্চ্ছিত হইয়া মৃত্তিকায় ঢলিয়া পড়িলেন। সন্তর্পণে নিমাই চেতনা পাইলেন। তখন তাঁহার অঙ্গের সমুদায় তেজ লুকাইল, আর তিনি পূর্ব্বকার যে রূপ, সেই রূপ ধরিয়া নিমাই হইলেন।

সেই সময় জগন্নাথ বাড়ী ছিলেন না, আসিয়া সমুদায় শুনিয়া নিমাইকে ইহার অর্থ জিজ্ঞাসা করিলে, নিমাই অবাক হইয়া বলিলেন, "সে কি বাবা? আমি কি বলিয়াছিলাম?" জগন্নাথ বলিলেন, "তুমি না বলিয়াছিলে আমি দেহ ছাড়িয়া চলিলাম, তোমার পুত্র রহিল, এই দেহ পালন করিও?" ইহাতে নিমাই বলিতেছেন, "কৈ বাবা, আমি ত কিছু জানি না!"

এই লীলা মুরারিগুপ্ত তাঁহার গ্রন্থে বর্ণনা করিয়া ইহার বিচার এইরূপ করিতেছেন। তিনি বলিতেছেন যে শ্রীভগবানের সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ জড় চক্ষে দেখিবার সম্ভাবনা নাই। বিশেষত জীবে সেরূপ দেখিতেও সহ্য করিতে পারেন না। জীবের নয়নে প্রকাশ পাইবার নিমিত্ত জড় দেহের প্রয়োজন। সেই কারণে পূর্ব্বে শ্রীভগবান শচীর গর্ভে ও জগন্নাথের ঔরসে আপনার দেহ সৃষ্টি করিলেন। সেই দেহটি শ্রীভগবানের, সুতরাং উহাতে সর্ব্ব জীবে স্থান পাইতে পারেন, কাযেই সে দেহে অক্রূর কেন, কাহারই প্রকাশ পাইতে কোন বিচিত্র নাই।

শ্রীভগবানের দেহে অক্রূর প্রকাশ পাইতে পারেন, কিন্তু অক্রূরের দেহে শ্রীপূর্ণব্রহ্ম সনাতন প্রকাশ পাইতে পারেন না। অতএব নিমাইয়ের দেহে ও অন্যান্য দেহে এই প্রভেদ। শ্রীনিমাইয়ের দেহ পূর্ণব্রহ্ম সনাতন অবধি জীবমাত্রে প্রকাশ পাইতে পারিতেন। কিন্তু অন্য দেহে যাহার দেহ তিনি, কি তাহা অপেক্ষা যিনি ছোট তিনি ব্যতীত, আর কেহ প্রকাশ পাইতে পারেন না।

যে দিবস প্রভুর বলরাম আবেশ হইল, সে দিবস এ সমুদায় তত্ত্ব অতি স্পষ্টরূপে প্রকাশ পাইল। এই অদ্ভুত বলরাম প্রকাশ মুরারিগুপ্তের বাড়ীতে হয়। তিনি স্বয়ং দেখিয়া ইহার বর্ণনা করিয়াছেন। শ্রীভগবান রূপে নিমাইয়ের মহাপ্রকাশ যেরূপ, ইহাও প্রায় সেইরূপ অদ্ভুত।

এক দিবস প্রত্যূষেই প্রভু আবেশিত চিত্ত হইয়া, "মধু দাও, মধু দাও"

এই কথা বলিতে লাগিলেন। পরে স্ব ইচ্ছায় রাজপথে চলিলেন, অবশ্য ভক্তগণ সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। প্রভু মুরারিগুপ্তের বাড়ী যাইয়া উপস্থিত। তখন তাঁহার কি প্রকার রূপ তাহা মুরারিগুপ্ত বর্ণনা করিতেছেন। যথা, কেশ এলোথেলো, অঙ্গে দুঃসহ তেজ, গমন মদমত্ত হস্তীর ন্যায়, লোচন ঘূর্ণিত, গণ্ডস্থল রক্তবর্ণ। ঘন ঘন মূর্চ্ছা যাইতেছেন, আবার চেতনা পাইতেছেন। এবং মুহুর্মুহু "মধু দাও মধু দাও" ধ্বনি করিতেছেন। ইহাতে ভক্তগণ, ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রভু, আপনার এ কিরূপ আবেশ? আপনাতে সমুদায় আবেশ সম্ভাবনা, কিন্তু অদ্যকার এ আবেশ কি, আমরা বুঝিতে পারিতেছি না।"

কিন্তু নিমাই, "মধু দাও, মধু দাও" মেঘ গম্ভীর স্বরে এই কথা মাত্র বারম্বার বলিতে লাগিলেন। ভক্তগণ ব্যস্ত হইয়া তাঁহাকে ঘট-পূর্ণ গঙ্গাজল দিলেন। নিমাই তাহাই পান করিলেন, করিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন।

যথা, মুরারি গুপ্তের কড়চায়—

বিপ্রৈরুপেতো হরিনাম গায়নৈঃ,
হৃষ্টোগমদ্‌যো মুরারি বেশ্মনি।
তত্রাবদদ্দেহি সুধামধূৎকটাং,
প্রাচী দিবানাথ ইবাতি লোহিতঃ॥

চৈতন্য চরিত কাব্যে—

মদঘূর্ণিত লোলাক্ষঃ ক্ষণদানাথসুন্দরঃ।
শুক্লৈর্মহোভি র্গেহস্য শৈত্যং কুর্ব্বন্ননর্ত্ত সঃ॥

তখন নিমাইয়ের অঙ্গের বর্ণ শ্বেত হইয়াছে, আর তেজও শুক্লবর্ণের হইয়াছে। কারণ বলরামের বর্ণ শুক্ল। নিমাই মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতেছেন, আবার চেতনা পাইয়া নৃত্য করিতেছেন। তখন তাঁহার মেসো আচার্য্যরত্ন জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে নাথ! হে প্রভো! এ তোমার কি ভাব? আমাদিগকে বল।"

নিমাই তখন আবেশিত চিত্তে নৃত্য করিতেছেন। তিনি বলিলেন, "আমি তোমাদের কৃষ্ণ নই, অতএব তোমরা আমাকে অনায়াসে মধু দিতে পার," ইহাই বলিয়া, তিনি কে, অর্থাৎ তিনি যে বলরাম ও সেই হেতু অসীম বলশালী, তাহার পরিচয় দিবার নিমিত্ত, সেখানে উপস্থিত এক জন অতি

বলবান ব্রাহ্মণকে অঙ্গুলি দ্বারা, একটু হাস্য করিয়া, স্পর্শ করিলেন, এবং সে ব্রাহ্মণ, যদিও অতি বলবান, তবুও অতি দূরে যাইয়া পড়িল!

ভক্তগণ তবু জিজ্ঞাসা করিতে থাকিলে, নিমাই বলিতেছেন, "আমি নীলাম্বরপরিহিত, রৌপ্যবর্ণের পর্ব্বত সদৃশ, বৃহৎ কায়-বিশিষ্ট যে বলরাম, তাঁহাকে দর্শন করিলাম, তিনি আমার অঙ্গে প্রবেশ করিলেন—

হলায়ুধ মোর অঙ্গে প্রবেশ করিল। (চৈতন্যমঙ্গলে)

এইরূপে মুরারিগুপ্তের বাড়ী অন্য এক দিন নিমাইয়ের যে বরাহ আবেশ হয়, সে দিবসও নিমাই দেবগৃহে যাইয়া বলিয়াছিলেন, "এ যে দেখি প্রকাণ্ড শূকর! ইনি আমার দিকে আসিতেছেন। ইনি যে আমার মর্ম্মে ব্যাথা দিতেছেন।" ইহাই বলিতে বলিতে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া বরাহের ন্যায় হইলেন।

নিমাই এইরূপে আপনাকে বলরাম বলিয়া প্রকারান্তরে পরিচয় দিলে, ভক্তগণ তখন বলরামকে স্তব করিতে লাগিলেন, আর তাঁহার গুণগান করিতে লাগিলেন। নিমাই নৃত্য করিতে লাগিলেন। নৃত্য করিতে করিতে প্রেমের তরঙ্গ ক্রমেই বাড়িতে চলিল। শেষে উদ্দণ্ড নৃত্য আরম্ভ করিলেন। ক্রমেই নৃত্যের তেজ বাড়িতেছে, আর ক্রমে ভক্তগণের ভয় হইতেছে। উদ্দণ্ড নৃত্যে যেন নদীয়া টলমল করিতে লাগিল, আর হুঙ্কারে কর্ণ ফাটিয়া যাইতে লাগিল। যথা ভাগবতে—

হেন সে হুঙ্কার করেন হেন সে গর্জ্জন।
নবদ্বীপ আদি করি কাঁপে ত্রিভুবন॥
হেন সে করেন মহা তাণ্ডব প্রচণ্ড।
পৃথিবীতে পড়িলে পৃথিবী হয় খণ্ড॥
টল মল করে ভূমি ব্রহ্মাণ্ড সহিতে।
ভয় পায় ভৃত্য সব সে নৃত্য দেখিতে॥

শুদ্ধ তাহা নহে, এই নৃত্যের অবসান হইতেছে না। একে অতি উদ্দণ্ড নৃত্য, তাহাতে বিরাম নাই, কাজেই ভক্তগণ ভীত হইতে লাগিলেন। ভক্তগণ প্রভুকে নিরস্ত করিবার চেষ্টা করিতেছেন। নিমাই যখন চেতনা পাইতেছেন, তখন মনের বেগ নিবারণের চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু পারিতেছেন না। যখন বাহ্য হইতেছে, তখন চেতন মনুষ্যের ন্যায় দু একটি কথা বলিতেছেন, যথা

শ্রীভাগবতে—

কদাচিৎ কখন প্রভুর বাহ্য হয়।
"প্রাণ যায় মোর" সবে এই কথা কয়॥

আবার আর এক অদ্ভুত কথা বলিতেছেন, যথা ভাগবতে—

প্রভু বলে বাপ কৃষ্ণ রাখিলেন প্রাণ।
মারিলেন্ দেখি হেন জেঠা বলরাম॥

এ আবার কি? নিমাই শ্রীভগবান। তবে তিনি আবার কৃষ্ণকে বাপ, আর বলরামকে জেঠা কেন বলেন? পূর্ব্বে বলিয়াছি শ্রীভগবান জীব রূপ ধরিতে পারেন, কিন্তু জীব শ্রীভগবান হইতে পারেন না। আমরা শ্রীনিমাইয়ের লীলায় দেখিতেছি যে, এই নিমাই, শ্রীবিগ্রহ দূরে ফেলিয়া, বিষ্ণুখট্টায় বসিতেছেন; গঙ্গাজল, তুলসী ও চন্দনে, এবং "গোবিন্দায় নমো" এই শ্লোকে তাঁহার পদ পূজা করিতে দিতেছেন; কুলবালাগণকে আশীর্ব্বাদ করিতেছেন, "তোমাদের চিত্ত আমাতে হউক," বৃদ্ধ মাতার মস্তকে শ্রীপাদ দিয়া বলিতেছেন, "তোমার আমাতে প্রেম হউক।" আবার দেখিতেছি, বলরাম হইয়া "ভাই কানাই" বলিয়া ডাকিতেছেন। আর গোপী হইয়া কৃষ্ণ প্রাণেশ্বরকে হারাইয়াছেন বলিয়া রোদন করিতেছেন। আবার ইহাও দেখিতেছি, এই নিমাই আবার দন্তে তৃণ ধরিয়া, গলায় বসন দিয়া, ভক্তগণের প্রত্যেক জনের নিকট, কৃষ্ণ চরণে ভক্তি প্রার্থনা করিতেছেন, আর "বাপ কৃষ্ণ আমাকে উদ্ধার কর" বলিয়া ধূলায় গড়াগড়ি দিতেছেন।

ইহার তাৎপর্য্য এখন পরিগ্রহ করুন। যখন নিমাই বিষ্ণুখট্টায়, তখন তিনি নির্ব্বোধ জীবগণের নিকট, আপনার পরিচয় দিতেছেন। যখন গোপী কি বলরাম হইতেছেন, তখন ভক্তগণকে ব্রজের নিগূঢ় রস কি পদার্থ তাহা আপনি আস্বাদ করিবার ছল করিয়া, ভক্তগণকে আস্বাদ করাইতেছেন। আর যখন "হে কৃষ্ণ! হে কৃপাময়! আমি ভবকূপে পড়িয়া; হে পিতা! তুমি সন্তান বৎসল, তোমার দুঃখী সন্তানকে উপেক্ষা করিও না," বলিয়া ব্যাকুল হইতেছেন, তখন জীবগণকে, কিরূপে সাধন ভজন করিতে হয়, তাহা "আপনি যজিয়া" শিক্ষা দিতেছেন। এই নবদ্বীপ লীলায় শ্রীভগবানের অন্যান্য প্রয়োজন সিদ্ধির সহিত এই দুইটি ছিল। যথা,-প্রথম জীবের নিকট আপনার পরিচয়

দেওয়া; আর দ্বিতীয়, কিরূপে তাঁহাকে পাওয়া যায় তাহার উপায় দেখাইয়া দেওয়া।

নিমাই এইরূপে বলরাম আবেশে নৃত্য করিতেছেন, আর পৃথিবী টল মল করিতেছে। হুঙ্কার করিতেছেন, কর্ণ ফাটিয়া যাইতেছে। নৃত্য করিতে করিতে ছিন্নমূল তরুর ন্যায়, এরূপ বলের সহিত পড়িতেছেন যে, তাঁহার সমুদায় অস্থি ভাঙ্গিয়া যাইবার কথা। তিনি মৃত্তিকায় না পড়িয়া যান তাহার নিমিত্ত নিতাই প্রভৃতি, পাছে বাহু পসারিয়া থাকিয়া, তাঁহার সহিত বিচরণ করিতেছেন। কখন বা সফল হইতেছেন, কখন হইতেছেন না। নিমাই মৃত্তিকায় পড়িয়া গেলে সকলে, "প্রভুর প্রাণ বাহির হইল," বলিয়া হাহাকার করিয়া ধরিতেছেন। তাঁহাকে ঘিরিয়া বসিয়া তাঁহার মুখে জল দিতেছেন আর বায়ু ব্যজন করিতেছেন। কোথায় বেদনা লাগিয়াছে কি না তাহা দেখিবার নিমিত্ত কেহ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পরীক্ষা করিতেছেন। এই সব করিতেছেন আর অঝোর নয়নে রোদন করিতেছেন, কেহ বা ক্লেশে উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতেছেন।

কত ক্ষণ পরে নিমাই চেতনা পাইলেন। তখন উঠিয়া বসিলেন, বসিয়া বলিতেছেন, "আমার প্রাণ গেল, আমি আর সহিতে পারি না।" ভক্তেরা বলিতেছেন, "প্রভু! ক্ষমা দিউন।" কেহ বলরামকে স্তব করিয়া বলিতেছেন, "হে প্রভু! এখন প্রত্যাগমন করুন।" ভক্তেরা ইহা বলিতে বলিতে নিমাই আবার অচেতন হইতেছেন। তখন নিতাইয়ের গলা ধরিয়া নিমাই বলিতেছেন, "আমার ভাই কানাই কোথা?" ইহাই বলিয়া এমন করুণ স্বরে রোদন করিতেছেন, যে সে করুণ স্বরে পাষাণ পর্য্যন্ত বিগলিত হয়। এরূপ করিয়া যদি নিমাই ক্ষান্ত হন, তবে সে এক প্রকার মন্দ নয়। কিন্তু ভাই কানাই কোথায় বলিয়া কান্দিতে কান্দিতে, "এই যে আমার কানাই" বলিয়া আনন্দে নৃত্য আরম্ভ করিলেন, আর ভক্তগণের অমনি প্রাণ উড়িয়া গেল। কারণ নিমাই বলরামের নৃত্য আরম্ভ করিলেন! যাহা হউক, ক্রমে ভক্তগণও সেই তরঙ্গে পড়িয়া নাচিতে লাগিলেন।

ভক্তগণের ক্রমে ভয় কমিয়া গেল বটে, কিন্তু তাঁহারা শীঘ্র ক্লান্ত হইলেন, আর নৃত্য করিতে পারিলেন না। নিমাইয়ের নৃত্য কিন্তু এইরূপে চলিল, সমস্ত দিবা এই নৃত্য ভঙ্গ হইল না। রাত্রি হইল তবু নৃত্য ভঙ্গ হইল না।

এইরূপে—

আনন্দে ভরল নাহি দিগ্‌বিদিগে।
দুই দিন গেল প্রভুর আনন্দ না ভাঙ্গে॥

তখন ভক্তগণ দিশাহারা হইয়া কেবল রোদন করিতে লাগিলেন। দুই দিবস অনবরত উদ্দণ্ড নৃত্য করিয়া তাহার পরে নিমাই নিপট্ট বাহ্য পাইলেন।

যখন এই মহা নৃত্য হয়, তখন অনেকে অনেক প্রকার অলৌকিক দর্শন করিলেন। শ্রীরাম আচার্য্য দেখিলেন যে সমুদায় আকাশমণ্ডল নানা বেশ-ধারী দীপ্তকায় দেবগণ দ্বারা পরিপূর্ণিত, যথা মুরারি গুপ্তের কড়চায়—

শ্রীরামনামা দ্বিজবর্য্য সত্তমো,
হ্যপশ্যত্তদা তত্র সমাগতান্‌বহূন্।
কর্ণৈক পদ্মান্ কমলায়তেক্ষণান্,
শ্রোত্রৈক বিন্যস্ত সুকুন্তলার্চ্চিষা।
বিদ্যোতমানান্ সিতবস্ত্রমস্তকান্,
শ্রুত্বা ততোঽন্যে ননৃতুঃ প্রহর্ষিতাঃ॥

চৈতন্যচরিত কাব্যে—

শ্রীরামনামা বিপ্রাগ্র্যো দদর্শাকাশমণ্ডলাৎ।
সমাগতান্ মহাকান্তীন্ মহাদীপ্তান্ মহাজনান্॥
দিব্যগন্ধানুলিপ্তাঙ্গান্ দিব্যাভরণভূষিতান্।
দিব্যস্রগ্বসনান্ দিব্যান্ দিব্যরূপগুণাশ্রয়ান্॥
এককর্ণধৃতাম্ভোজ কর্ণপূর মনোহরান্।
উষ্ণীষপট্টসংশ্লিষ্ট-মস্তকান্ হৃষ্টমানসান্॥

"ঐ সময়ে শ্রীরাম নামক একজন বিপ্রাগ্রগণ্য আকাশমণ্ডলে সমাগত মহাকান্তি এবং মহাদীপ্তিশালী বহুসংখ্যক মহাপুরুষ আলোকন করিলেন। সেই সকল মহাপুরুষদিগের অঙ্গ দিব্যগন্ধে অনুলিপ্ত, দিব্যাভরণে ভূষিত, দিব্য মাল্য ও দিব্য বসনযুক্ত এবং স্বয়ং তাঁহারাও দিব্য অর্থাৎ স্বর্গীয় পুরুষ ও সুদিব্য রূপগুণযুক্ত তথা এক কর্ণে পরিহিত কর্ণপুর (কর্ণভূষণ) দ্বারা তাঁহাদের অবয়ব অত্যন্ত মনোজ্ঞ, পট্টবস্ত্রের উষ্ণীষে মস্তক সংশ্লিষ্ট এবং তাঁহাদের মন অতিশয় হর্ষযুক্ত।"

আবার বনমালীআচার্য্য আকাশমণ্ডলে পর্ব্বতাকার স্বুবর্ণ নির্ম্মিত লাঙ্গল দর্শন করিলেন। যথা মুরারিগুপ্তের কড়চায়—

তত্রৈব কাশ্চিদ্বনমালি নামা,
পশ্যত্যলং কাঞ্চননির্ম্মিতং ক্ষিতৌ।
সৌনন্দকং সূর্য্যকরপ্রকাশকং
স হৃষ্ট রোমাশ্রুভিরার্দ্র বিগ্রহঃ॥

তবে ভক্তমাত্রে একটি আশ্চর্য্য দর্শন করিয়াছিলেন। নিমাই নৃত্য করিতেছেন, এমন সময় সকলে বারুণীর গন্ধ পাইলেন। দেখিতে দেখিতে অসংখ্য ভ্রমর মেঘের ন্যায় আসিয়া একেবারে আকাশ আচ্ছন্ন করিল। (চৈতন্যচরিতে)—

তং তং গন্ধং সমাঘ্রায় মদোৎকটমতিস্ফুটং॥
আকস্মিকৈরিব ঘনৈর্ভ্রমরৈঃ পিদধে নভঃ॥

এই বলরাম আবেশে প্রভু বহু কার্য্য সাধন করিলেন। ইহা দ্বারা শ্রীবলরাম, যিনি সখ্য রসের আধার তাঁহার কানাইয়ের প্রতি প্রেম কিরূপ তাহা ভক্তগণকে আপনি আস্বাদ করিয়া, আস্বাদ করাইলেন। কিশোরীর প্রেম যেরূপ, দুর্লভ বস্তু, বলরামের প্রেমও সেইরূপ।

অপিচ, যাঁহারা শ্রীভগবানের অবতার বিশ্বাস করিতে পারেন, তাঁহাদের ন্যায় সুখী জীব ত্রিজগতে নাই। কারণ অবতার বিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের আর একটি বিশ্বাস আসে। সেটি এই যে, শ্রীভগবান নিজ জন, তিনি জীবের মঙ্গলের নিমিত্ত এত ব্যস্ত যে স্বয়ং আসিয়া তাঁহাদিগকে অভয় দিয়া তাঁহাদের নিশ্চিন্ত করেন, ও স্বয়ং তাঁহাদের সহিত সঙ্গ করিয়া তাঁহাদের সুখ বৃদ্ধি করেন। এই বলরাম আবেশে তাঁহাদের সে বিশ্বাস দৃঢ়ীভূত হইতে পারে।

সপ্তম অধ্যায়।

পশুর সমান, করিতে অজ্ঞান,
যেত অনায়াসে কাল।
পরিণাম জ্ঞান, দিলে ভগবান,
ভাবিতে পরাণ গেল॥
কি লাগি সৃজিলে, গোপন রাখিলে,
ভাবিয়া ভাবিয়া মরি।
বলায়ের প্রাণ, করে আনচান,
দেহ পদ গোর-হরি॥

নগর কীর্ত্তন করিয়া নিমাই আবার ঘরে কবাট দিলেন। নগর কীর্ত্তন করিয়া নবদ্বীপে ভক্তিদান প্রভৃতি কার্য্য এক প্রকার তাঁহার হইয়া গেল। বাহিরের লোকের সহিত সঙ্গ করিবার শক্তিও তাঁহার এক প্রকার রহিল না। কারণ তাঁহার নয়নে দিবানিশি কেবল অশ্রুধারা বহিতে লাগিল। অভ্যাস বশত দেহের কার্য্য, যথা স্নানাহার ইত্যাদি সমাধা করেন। ভক্তগণ সর্ব্বদা সঙ্গে থাকেন, কখন বা সঙ্গে করিয়া নগর ভ্রমণেও লইয়া যান, কিন্তু (যথা চৈতন্য ভাগবতে)—

কি নগরে কি চত্বরে কি জলে কি বনে।
নিরবধি অশ্রুধারা বহে শ্রীনয়নে॥

আর সে হাস্য কৌতুক রহিল না, আর সে কৃষ্ণ কথা রহিল না, এমন কি, সংকীর্ত্তন পর্য্যন্ত করিবার শক্তি রহিল না। নিমাই ভাবে বিভোর, কে কীর্ত্তন করে? কাজেই ভক্তগণ শ্রীল অদ্বৈত প্রভুকে প্রধান করিয়া সংকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। নিতাই, গদাধর, নরহরি, পুরুষোত্তম প্রভৃতি ভক্তগণ সর্ব্বদা প্রভুর বাড়ীতে প্রভুর সঙ্গে থাকেন। নিমাইকে

সকলে যখন যেখানে লইয়া যান, তাঁহাকে একেবারে ঘিরিয়া থাকেন। কেন? যথা চৈতন্য ভাগবতে—

কেহ মাত্র কোনরূপে বলে যদি হরি।
শুনিলেই পড়ে প্রভু আপনা পাসরি॥

এইরূপে দুষ্ট কি অবিবেচক লোকে ভক্তগণকে দুঃখ দিত। নিমাই স্নান করিয়া ভক্তগণ পরিবেষ্টিত হইয়া আসিতেছেন, এমন সময় কেহ রঙ্গ দেখিবার নিমিত্ত হরিধ্বনি করিয়া উঠিল। আর নিমাই ছিন্নমূল তরুর ন্যায় আর্দ্র বস্ত্রে মূর্চ্ছিত হইয়া পথে পড়িয়া গেলেন! ঘোর মূর্চ্ছা ও লোকের সংঘট্ট দেখিয়া ভক্তগণ নিমাইকে ধরাধরি করিয়া লইয়া চলিলেন। বাড়ীতে যাইয়া আবার স্নান করাইলেন, এবং বহুক্ষণ পরে নিমাই হরি হরি বলিয়া চেতনা পাইলেন।

স্নান করিয়া নিমাই বিষ্ণুপূজা করিতে চলিলেন। পূজা করিতে বসিয়া নয়ন জলে বস্ত্র আর্দ্র হইয়া গেল। তখন ভাবিলেন বস্ত্র খানি অশুদ্ধ হইয়াছে, ভাবিয়া উহা পরিত্যাগ করিলেন। আবার পূজায় বসিলেন, আবার নয়ন জলে বস্ত্র আর্দ্র হইল। এইরূপে চারিবার বস্ত্র পরিত্যাগ করিলেন, শেষে বুঝিলেন যে তাঁহা দ্বারা পূজা আর হইবে না। তখন গদাধরকে অতি বিষণ্ণ চিত্তে বলিলেন, "গদাধর! আমার ভাগ্যে নাই, তুমি পূজা কর।"

আপনার রসে বিভোর, মোটে বাহ্যজ্ঞান নাই, তাতে নিমাই সংসারের কথা কি বলিবেন? শচী নিমাইয়ের এই নূতন অবস্থা দেখিয়া একেবারে অত্যন্ত ব্যাকুল হইলেন। শচীর দুঃখ দেখিয়া নিমাই মাঝে মাঝে বিশেষ চেষ্টা করিয়া একটু সচেতন হয়েন, এমন কি শ্রীমতি বিষ্ণুপ্রিয়ার সহিতও কিছুকাল অতিবাহিত করেন। কিন্তু সে অল্পক্ষণ মাত্র। শ্রীনিমাইয়ের দিবানিশির ভেদ জ্ঞান লোপ হইয়া গেল।

জ্বর সচরাচর অষ্ট দিনের পর ছাড়িয়া যায়। যাহার জ্বর ছাড়িতে দুই পক্ষ লাগে তাহার অষ্ট দিবসে জ্বর না ছাড়িয়া আরো বৃদ্ধি পায়। যাহার জ্বর তিন সপ্তাহ থাকিবে, দুই সপ্তাহের শেষ দিবসে তাহার জ্বর না ছাড়িয়া আরো বাড়িয়া উঠে। গয়া হইতে শুভাগমন করিয়া নিমাই প্রেম-তরঙ্গে ভাসিতেছিলেন, ক্রমে সেই তরঙ্গ স্থির হইয়া যাইবার কথা। সামান্য জীবের এইরূপে নবানুরাগ আরম্ভ হইয়া পরে যাহার যেরূপ আধার, সেইরূপ প্রাপ্তিতে শান্ত হয়, নিমাইয়েরও সেইরূপ হইতেছিল। তিনি পূর্ব্বকার ভক্তি-ধন এই নয়

মাস উপভোগ করিয়া শান্ত হইতেছিলেন, হইতে হইতে আর একটি বিষম তরঙ্গ আসিয়া তাঁহাকে আবার ডুবাইয়া ফেলিল। সে তরঙ্গ আসিবার পূর্ব্ব-লক্ষণ যে সমস্ত উপস্থিত হইল, তাহা উপরে অল্প কিছু বলিলাম। এ তরঙ্গটি কিরূপ তাহা ক্রমে পরে বলিতেছি।

শ্রীনিমাই বাড়ীতে আপনার ভাবে বিভোর হইয়া বসিয়া আছেন। সঙ্গে নিতাই, গদাধর, নরহরি, পুরুষোত্তম প্রভৃতি সেবা করিতেছেন। শ্রীবাসের বাড়ীতে অদ্বৈত এবং অন্যান্যে কীর্ত্তন করিতেছেন। প্রভুর আজ্ঞাক্রমে, তিনি থাকুন না থাকুন, নিশিতে কীর্ত্তন বন্ধ হইত না। এক দিন কীর্ত্তনে অদ্বৈত অত্যন্ত অস্থির হইলেন, অতিশয় দুঃখ করিয়া কান্দিতে লাগিলেন। ভক্তগণ ইহাতে আরো উন্মত্ত হইয়া তাঁহাকে ঘিরিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। ইহাতে অদ্বৈত শান্ত না হইয়া আরো অস্থির হইতে লাগিলেন। নিশি প্রভাত হইল, ক্রমে দুই প্রহর বেলা হইল। ভক্তগণ শ্রান্ত হইলেন ও নানারূপে অদ্বৈতকে বুঝাইয়া শান্ত করিলেন।

অদ্বৈত কহিলেন, "তোমরা স্নানে গমন কর, আমি বিশ্রাম করিয়া পরে যাইব।" ভক্তগণ স্নানে গমন করিলেন, অদ্বৈত ঘরের দাওয়ায় একলা বসিয়া আবার তাহার মনের যে দুঃখরূপ অগ্নি তাহাকে দহন করিতেছিল, তাহাতে বায়ুবীজন করিতে লাগিলেন।

শ্রীঅদ্বৈতের কি দুঃখ এখন তাহা বলিতেছি। অদ্বৈত স্বয়ং মহাদেব, তাঁহার দুঃখ শুনিয়া, হয়ত কোন ভক্ত একটু হাস্য করিলেও করিতে পারেন। কোন কোন ভক্ত প্রভু অদ্বৈতকে মনে মনে একটু নিন্দা করিতেও পারেন। কিন্তু হে শ্রোতা মহোদয়গণ! আপনারা কৃপা করিয়া অতি শীঘ্র কোন সিদ্ধান্ত করিবেন না। অদ্বৈতের মনে এখন কি দুঃখ, বলিতেছি। তাঁহার মনে সেই পুরাতন, সেই চির দিনের দুঃখ, হুতাশনের ন্যায় প্রচণ্ড বেগে জ্বলিয়া উঠিল। তিনি ভাবিতেছেন, এই যে জগন্নাথের পুত্র নিমাইচাঁদ, যাঁহাকে তিনি ভজনা করিতেছেন, ইনি কি সত্যই তিনি, তাঁহার ভজনীয় বস্তু, শ্রীনন্দ-নন্দন? অদ্বৈত মনে মনে নিমাইকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, "প্রভো! আমি জীবের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা নীচ। তোমার ভক্তমাত্রে নিশ্চিন্ত হইয়া তোমাতে আত্ম-সমর্পণ করিয়া প্রেম-সরোবরে ভাসিয়া বেড়াইতেছেন। কেবল আমিই কি হতভাগ্য! কেবল আমিই তোমাকে বিশ্বাস করিতে পারিলাম না! এত দেখিলাম, এতবার বিশ্বাস করিলাম, কই তবু'ত আমার মন হইতে সন্দেহ:

বীজ গেল না? তাই বুঝিলাম, আমি অতি নরাধম, আমি তোমার নিকট নিতান্ত অপরাধী। হইবারই কথা। আমাকে না তুমি প্রণাম কর, ভক্তি কর, স্তুতি কর? আমাকে তোমার আপন ভাবিলে তুমি কি এরূপ করিতে? নিত্যানন্দ তোমার নিজজন, তোমার দাদা, আমি তোমার দাস হইতেও পারিলাম না? কাহাকে দোষ দিব? আমি আমার আপনার অভিমানে এ জন্ম নষ্ট করিলাম।" ইহাই ভাবিতে ভাবিতে সন্দেহজ্বরে জর্জ্জরিত হইয়া, পিঁড়া হইতে, "হা গৌরাঙ্গ" বলিয়া আঙ্গিনায় পড়িয়া গেলেন, আর সেই ধূলায়, বাণে বিদ্ধ জীবের ন্যায়, ঘোর আর্ত্তনাদে গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন।

এ দিকে শ্রীনিমাই তাঁহার বাড়ীতে বসিয়া অঝোর নয়নে, কি মনের ভাবে তিনিই জানেন, ঝুরিতেছেন। নিত্যানন্দ স্নান করিতে গিয়াছেন, সুতরাং তখন তিনি সঙ্গে নাই। যখন শ্রীঅদ্বৈত "হা গৌরাঙ্গ" বলিয়া শ্রীবাসের ঘরের পিড়া হইতে আঙ্গিনায় পড়িয়া গেলেন, তখন সেই কাতরধ্বনি কেহ শুনিল না। কিন্তু শ্রীনিমাই যদিও বহু দূরে তবু উহা শুনিলেন, শুনিয়া চমকিয়া উঠিলেন। তখন বৎসহারা গাভীর ন্যায় এদিকে ওদিকে চাহিলেন। তাঁহার অচেতন ভাব তদ্দণ্ডে সমুদায় অন্তর্হিত হইল, আর দ্রুতগতিতে শ্রীবাসের বাড়ী পানে ছুটিলেন। সঙ্গে যে যে ভক্তগণ সেখানে ছিলেন, তাঁহারাও চলিলেন। কিন্তু নিমাই তাঁহাদিগকে কিছু বলিলেনও না, তাঁহাদিগকে লক্ষ্যও করিলেন না। বরাবর শ্রীবাসের বাড়ী যাইয়া আঙ্গিনায় শ্রীঅদ্বৈত যে "প্রাণ যায়, প্রাণ যায়" বলিয়া কাতরে গড়াগড়ি দিতেছেন, তাঁহার পার্শ্বে বসিলেন। বসিয়া তাঁহার গাত্রে হস্ত দিলেন। শ্রীঅদ্বৈত কর কমল স্পর্শে শীতল হইলেন ও নয়ন মেলিলেন। তখন দুই জনের চারি চক্ষে মিলন হইল। দুই জনের চক্ষে পৃথক পৃথক ভাব। অদ্বৈতের চক্ষে পরিচয় দিল যে তিনি অকুল পাথারে ভাসিতেছেন। শ্রীনিমাইয়ের চক্ষু দেখিয়া অদ্বৈত বুঝিলেন যে নিমাই বলিতেছেন, "ভয় কি? এই যে আমি।" শ্রীনিমাইয়ের তখন ভগবান ভাব।

একটু পরে শ্রীনিমাই অদ্বৈত প্রভুকে ঠাকুর ঘরে লইয়া বলিলেন, "এইত আমি সম্মুখে। তুমি আর চাও কি?" অদ্বৈত এ কথায় যে একমাত্র উত্তর সম্ভব তাহাই দিলেন। অর্থাৎ, "প্রভু! তা বটে, তুমি যখন সম্মুখে, তখন আর আমার চাহিবার কিছু নাই।" কিন্তু ইহা বলিয়া

ভাবিতে লাগিলেন। কি ভাবিতে লাগিলেন তাহা তাঁহার পরের কথায় প্রকাশ হইল। তিনি মনে মনে ভাবিতেছেন, "তা বটে, তুমি যখন সম্মুখে, তখন আর আমার চাহিবার কিছু নাই। কিন্তু তুমি কে? তুমি কি সেই তুমি, যিনি আমার একমাত্র গতি, সেই শ্রীনন্দনন্দন? তুমি সেই, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই, কারণ আমি যাহা দেখিয়াছি, তাহাতে আর কোন সিদ্ধান্ত হইতে পারে না। সেরূপ সিদ্ধান্তও শতবার করিয়াছি, কিন্তু তবু কালে উহা নষ্ট হইয়া আবার সন্দেহের সৃষ্টি হইয়াছে। এখন আবার তোমাকে দর্শন করিয়া সে সন্দেহ একেবারে ঘুচিয়া গিয়াছে। কিন্তু পূর্ব্বেও এরূপ সন্দেহ হইয়াছিল, আর তোমাকে দেখিয়া উহা ঘুচিয়া গিয়াছিল, কিন্তু পুনরায় হইয়াছিল। এবার যে সে সন্দেহের মূল উৎপাটিত হইল, তাহার ঠিক কি? হয় ত, তুমি যাই দূরে যাইবে, আমার মনে আবার সন্দেহের সৃষ্টি হইবে। অতএব আর লজ্জা, ভয়, কি অনুরোধে আপনার কাজ ছাড়িব না। এবার একেবারে জন্মের মত সন্দেহটি উৎপাটিত করিয়া ফেলিব। তোমাকে আমি এরূপ পরীক্ষা করিব, যে তুমি আমার প্রভু না হইলে সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিবা না।"

যখন অদ্বৈত ইহা ভাবিতেছেন, তখন শ্রীগৌরাঙ্গ আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার চাহিবার কিছু নাই, আপনি স্বীকার করিতেছ, তবে ওরূপ কাতর কেন হইতেছ? তোমার কি দুঃখ বল।"

অদ্বৈত। আমার চাহিবার কিছু আছে, তুমি আমাকে কিছু বৈভব দেখাও।

শ্রীগৌরাঙ্গ। কি বৈভব দেখিবে?

অদ্বৈত তখন বলিলেন, "তুমি অর্জ্জুনকে যে বিশ্বরূপ মূর্ত্তি দেখাইয়াছিলে, তাহা আমাকে দেখাও।"

অদ্বৈতের মনের ভাব এই যে স্বয়ং সেই পূর্ণব্রহ্ম সনাতন, অর্থাৎ সেই শ্রীনন্দনন্দন, ব্যতীত অন্য কোন দেবতাই শ্রীভগবানের বিশ্বরূপ মূর্ত্তি দেখাইতে পারিবেন না। অতএব শ্রীগৌরাঙ্গ যদি বিশ্বরূপ দেখাইতে পারেন, তবে তিনি যে "সেই" তাহাতে আর কোন সন্দেহ থাকিবে না।

অদ্বৈত যে মাত্র বলিলেন বিশ্বরূপ দেখিব, অমনি তাঁহার সম্মুখ হইতে জড় জগৎ অন্তর্হিত হইল। আর সম্মুখে একটি তেজোময় দেহ দেখিতে লাগিলেন। সে দেহের সমুদায় অনন্ত। যখন তাঁহার চক্ষুর দিকে দৃষ্টি

করেন, দেখেন তাঁহার চক্ষু অসংখ্য। এইরূপ দেখেন তাঁহার অগনণীয় মস্তক, বাহু, ও পদ। আবার দেহের যে অঙ্গের প্রতি দৃষ্টি করিতে লাগিলেন, তাহার সীমা পাইলেন না। দেখিয়া অদ্বৈত মূর্চ্ছিত হইতেছেন, আর শ্রীগৌরাঙ্গ "দেখ দেখ" বলিয়া হুঙ্কার করিতেছেন, এবং অদ্বৈত চেতনা পাইতেছেন।

নিত্যানন্দ, প্রভুকে বাড়ীতে না পাইয়া, তল্লাস করিতে করিতে শ্রীগৌরাঙ্গকে শ্রীবাসের ঠাকুর ঘরে পাইলেন। ঘরে কবাট, বাহির হইতে প্রভুর হুঙ্কার শুনিয়া, তিনিও বাহির হইতে হুঙ্কার করিতে লাগিলেন। তখন্ শ্রীগৌরাঙ্গের ইচ্ছা ক্রমে অদ্বৈত কবাট খুলিয়া দিলেন, ও নিত্যানন্দ ঘরে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিয়া, বিশ্বরূপ দর্শন করিয়া, ভয়ে নয়ন মুদিয়া মৃত্তিকায় পড়িয়া গেলেন। তখন শ্রীগৌরাঙ্গ রূপ সম্বরণ করিলেন, অমনি অদ্বৈত ও নিত্যানন্দ প্রকৃতিস্থ হইলেন।

বিশ্বরূপ দেখিয়া উভয়ে হাত ধরাধরি করিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। অদ্বৈত বলিতেছেন, "মাতাল! তোকে এখানে ডাকিল কে ?" নিতাই বলিলেন, "আমাকে ডাকিবে কে ? আমি ঠাকুরের দাদা, আমি আসিয়াছি, তুমি এখানে কেন ?" অদ্বৈত তখন কাল্পনিক ক্রোধ করিয়া বলিতেছেন, "পশ্চিম দেশে যার তার ভাত খাইয়া, এখন বড় শুদ্ধ ব্রাহ্মণ হইয়া, আমাদের জাতি মারিতে আসিয়া, আবার ঠাকুরের দাদা হইয়াছেন !"

নিত্যানন্দ। আমি সন্ন্যাসী, আমার আবার অন্নে দোষ কি ? তুমি কাচ্চা বাচ্ছা নিয়া ঘোর সংসারী। আমি সন্ন্যাসী, আমাকে শাসন কর; তোমার প্রাণে ভয় নাই ?

অদ্বৈত। তুমি ত ভারি সন্ন্যাসী। দিনে তিনবার ভাত খাও। মাছ খাও, মাংস খাও, আবার সন্ন্যাসী !

তাহার পরে আবার উভয় উভয়কে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন।

অদ্বৈতের এইরূপ কথায় কথায় সন্দেহ কেন ? কিন্তু পূর্ব্বে এ বিষয় কিছু বিচার করিয়াছি। ব্রহ্মা কি ইন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণকে প্রথমে চিনিতে পারেন নাই। সদাশিবও কখন কখন শ্রীকৃষ্ণের সহিত যুদ্ধ করিয়াছেন। এবারও যে সেইরূপ তিনি মাঝে মাঝে শ্রীভগবানের সহিত বিরোধ ভাব দেখাইবেন তাহার বিচিত্র কি ? শ্রীঅদ্বৈতের শ্রীগৌরাঙ্গের প্রতি যে প্রেম, তাহার অবধি নাই। শ্রীগৌরাঙ্গ তাঁহার প্রাণ, বুদ্ধি, মন, আদি ও অন্ত। তিনি যে মাঝে

মাঝে অতি প্রীতিতে এরূপ সন্দিগ্ধ চিত্ত হইবেন, তাহা বিচিত্র কি? কিন্তু আমাদের বোধ হয় যে অদ্বৈতের এই সন্দেহ ভাবের আরো নিগূঢ় কারণ আছে।

শ্রীঅদ্বৈতের এই যে সন্দেহ ভাব ইহা প্রায় জীব মাত্রেরই হইয়া থাকে। নিত্যানন্দের যে বিশ্বাস, উহা সামান্য জীবে ঘটে না। শ্রীভগবানে বিশ্বাস সহজে হয় না। বিশ্বাস হয়, আবার যায়। গৌরচন্দ্র কোন সময়ে মহারাজা প্রতাপরুদ্রকে চতুর্ভুজ মূর্ত্তি দেখাইয়াছিলেন, তাহাতে তিনি বিশ্বাস করিলেন যে প্রভু পূর্ণব্রহ্ম সনাতন। কিন্তু আবার ভাবিতে লাগিলেন, বৈকুণ্ঠে ভক্ত মাত্রে চতুর্ভুজ হইয়া থাকেন। অতএব শ্রীগৌরাঙ্গ ঐরূপ দেখাইলেন বলিয়া তিনি যে ভগবান, ইহা ঠিক প্রমাণ হইল না। তাহাই ভাবিয়া মনে অবিশ্বাসকে আবার স্থান দিয়াছিলেন।

এই গৌর অবতারে তিনি স্বয়ং কি তাঁহার সহচরগণ, সকলেই তাঁহাদের চরিত্র দ্বারা জীবকে শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। শ্রীঅদ্বৈত প্রভু, প্রায় সমুদায় জীবের যে ভাব হয়, তাহা গ্রহণ করিলেন, অর্থাৎ অবিশ্বাস। প্রথমত তিনি দেখাইলেন যে, সেই কালে যে লক্ষ লক্ষ লোকে শ্রীগৌর-হরিকে শ্রীভগবান বলিয়া মানিয়া লইয়াছিলেন সে সহজে নহে। এখনকার সুসভ্য কৃতবিদ্য লোকে ভাবিতে পারেন যে, যাহারা গৌর-হরিকে অবতার বলিয়া মানিয়াছিলেন, তাঁহাদের বিচার শক্তি তত ছিল না। যাহারা এ কথা বলেন তাঁহারা অদ্বৈত বস্তুটী কি একবার পর্য্যালোচনা করুন। ভক্তগণ তাঁহাকে স্বয়ং মহাদেব বলিয়া জানিয়াছিলেন। অন্যান্য লোকে তাঁহাকে মহাপুরুষ বলিয়া জানিতেন। এই অবতারের পূর্ব্বে তিনিই বৈষ্ণবগণের রাজা। শ্রীহট্টে শ্রীঅদ্বৈত প্রভু যে স্থানে জন্ম গ্রহণ করেন সেখানকার রাজা উদাসীন হইয়া "কৃষ্ণদাস" নাম লইয়া তাঁহার ঘরে পড়িয়া। যখন অবতারের কথা উঠিল তখন এমনও চর্চ্চা হইয়াছিল যে কে শ্রীকৃষ্ণ? শ্রীনিমাই না শ্রীঅদ্বৈত? অদ্বৈতের ন্যায় সর্ব্ব শাস্ত্রে বিশারদ তখন আর কেহ ছিলেন না। তাঁহার শক্তি দেখিয়া লোকে তাঁহাকে মুনিঋষি বলিত।

কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, "অবতার এখনও হইয়া থাকে। একজনকে লইয়া পাঁচ জনে কোন কারণে পাগল হয়, হইয়া তাহাকে ভগবান বলে। গৌর অবতারও সেইরূপ। তবে নয় গৌর অবতার কিছু বড় আর এখনকার

অবতার কিছু ছোট।" কিন্তু আপনারা এ কথা মনে রাখিবেন যে, অবতার ব্যাপার শ্রীগৌরাঙ্গের পূর্ব্বে ছিল না। যখন গৌর অবতার বলিয়া ধ্বনি উঠিল তখন লোকে একবারে নূতন কথা শুনিল। সুতরাং তখন অবতারে বিশ্বাস স্থাপন করান অতি অসাধ্য কথা। এখন সেই দেখা-দেখি অবতার হইতেছে, এখন অবতার হওয়া কাজেই সোজা হইয়া গিয়াছে।

পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি যে নদিয়ার তখন কি অবস্থা ছিল। দীধিতী গ্রন্থ ভাল করিয়া ব্যাখ্যা করে এরূপ লোক এখন নাই। সেই সময় শ্রীঅদ্বৈত অদ্বিতীয় পণ্ডিত, ভক্ত ও তাপস। তাঁহাকে ঈশ্বরের ন্যায় সকলে মান্য করিত। তিনি বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সর্ব্বে সর্ব্বা। এখন তিনি কিরূপে, ক্রমে, শ্রীগৌরহরিকে গ্রহণ করিলেন, তাহা তিনি জীবগণকে দেখাইলেন। তিনি যেরূপ পদে পদে অবতার পরীক্ষা করিয়াছিলেন, তুমি যদিচ সুসভ্য, সুপণ্ডিত, সুবোধ, তুমি থাকিলেও ইহার অধিক আর কি করিতে? আহা মরি মরি, অদ্বৈত প্রভুর দুঃখ দেখ। অবিশ্বাসের বিন্দু হৃদয়ে প্রবেশ করিয়াছে, আর ত্রাহি ত্রাহি করিয়া ধূলায় গড়াগড়ি দিতেছেন। অতএব শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর চরিত্র ধ্যান কর। তুমি বড় উপকার পাইবে। তুমি দেখিবে যে, তুমি সেই সময়ে থাকিলে অবতার পরীক্ষার নিমিত্ত যাহা যাহা করিতে, তিনি তাহা, তোমার উপকারের নিমিত্ত, সমুদায় করিয়া গিয়াছেন। যদি শ্রীঅদ্বৈত শ্রীনিত্যানন্দের ন্যায় স্রোতে গা ঢালিয়া দিতেন, তবে, হে অবিশ্বাসী জীব! তুমি তাঁহাদের ন্যায় গা ঢালিয়া দিতে না পারিয়া এই পন্থা অবলম্বন করিতে নিরস্ত হইতে। আর মনকে ইহাই বলিয়া বুঝাইতে যে, "আমি অবিশ্বাসী, আমা দ্বারা ওরূপ গা ঢালিয়া দেওয়া চলিবে না। কাজেই ও পথ অবলম্বন করা চলিবে না।"

কিন্তু তুমি জীব, তোমার দর্শন শক্তি অল্প, সুতরাং তুমি সন্দিগ্ধ চিত্ত। অতএব সন্দিগ্ধ চিত্ত বলিয়া দুঃখ করিও না। তুমি অদ্বৈতের ব্যবহার অনু-করণ কর। জোর করিয়া বিশ্বাস করিও না। সত্য বস্তু বিশ্বাস করিতে জোর কেন করিতে হইবে? তোমরা অদ্বৈতের ন্যায় কথায় কথায় আপত্তি কর, বুঝিয়া সুঝিয়া ভজনীয় বস্তু বাছিয়া লও। ইহা করিতে পদে পদে সন্দেহ আসিবে। কারণ সন্দেহ জীবের শুদ্ধ স্বভাব তাহা নয়, শ্রীভগবানের প্রধান আশীর্ব্বাদ। সন্দেহ দ্বারা হৃদয়ের কর্ষণ হয় ও তাহার পরে বিশ্বাসরূপ বীজ

বপন করিলে সতেজ বৃক্ষ হয়। যে পরিমাণে সন্দেহ দ্বারা হৃদয় কর্ষিত হয়, সেই পরিমাণে বিশ্বাস রূপ অঙ্কুর-মূল হৃদয়ে প্রবেশ করে।

তবে এক কাজ করিও। বিশ্বাস প্রার্থনীয়, অবিশ্বাস নয়। যদি মনে সন্দেহের উদয় হয়, তবে তাহার নিমিত্ত "আমি বড় বুদ্ধিমান" ইহা বলিয়া গৌরব না করিয়া উহার নিমিত্ত ক্ষুব্ধ হইও, ও শ্রীঅদ্বৈতের ন্যায় "ত্রাহি ত্রাহি" করিও। তাহা হইলে শ্রীভগবান সেই সন্দেহের অপনয়ন করিয়া স্বহস্তে বিশ্বাস রূপ বীজ, তোমার হৃদয়ে রোপণ করিবেন।

অষ্টম অধ্যায়।

একলা বসিয়া বঁধুয়া, বাঁশীর স্বরে করে গান।
বঁধুয়ার বিনোদিয়া তান, তাহে অবলার প্রাণ,
আমার হবে বিল জ্ঞান;
শ্যাম আমায় পাগল কল্লে, গেল কুল শীল মান।
ফুট্‌লো পীরিতির ফুল," মধু ভরে টলমল,
উঠ্‌ছে আনন্দের হিল্লোল,
রসে অঙ্গ পড়ে খসে, আহ্লাদে প্রাণ আট খান।

বলরাম দাস।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, শ্রীগৌরাঙ্গের হৃদয়ে আর একটি তরঙ্গ আসিয়া তাঁহাকে ডুবাইয়া ফেলিল। এ নূতন তরঙ্গটি কি তাহা বলিতেছি। প্রথমে এ কথা মনে রাখুন, যে শ্রীগৌরাঙ্গ ভগবান-রূপে প্রকট হইয়া, তিনি কি বস্তু তাহার পরিচয় দিতেন, আর ভক্তরূপে প্রকটিত হইয়া সেই ভগবানকে কিরূপে ভজনা করিতে হয়, শিখাইতেন। এইরূপে ভক্তভাবে গয়ায় গদাধরের পাদপদ্ম দর্শন করিয়া, ও ঈশ্বর পুরীর নিকট মন্ত্র লইয়া ভক্তিরসে মগ্ন হইলেন, এবং ভক্তগণ লইয়া শ্রীকৃষ্ণ ভজন আরম্ভ করিলেন। হরিমন্দির মার্জ্জন, নাম সংকীর্ত্তন, শ্রীকৃষ্ণলীলা আস্বাদন প্রভৃতি, নানা উপায় দ্বারা ভজন ও ভক্তি পরিবর্ত্তন করিতে করিতে, ক্রমে তাঁহার পার্ষদগণ শ্রীভগবানকে পাইলেন। ইহা দ্বারা তিনি আপনি ভজিয়া ভক্তগণকে দেখাইলেন, যে, ভক্তি চর্চ্চা কিরূপে করিতে হয়, আর ভক্তি চর্চ্চা করিলে শ্রীভগবানকে পাওয়া যায়।

যখন পার্ষদগণ ভক্তিচর্চ্চা করিয়া করিয়া ভগবদ্দর্শনের উপযুক্ত হইলেন, তখন আপনি ভক্তভাব ছাড়িয়া ভগবানরূপে প্রকাশ হইলেন, হইয়া, শ্রীভগবানের স্বরূপ, আকৃতি, প্রকৃতি, সমুদায় তাঁহাদিগকে দেখাইলেন। সুতরাং

ভক্তি সাধন কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গেল। ভক্তি সাধনা কার্য্য যাই সম্পন্ন হইল, অমনি শ্রীগৌরাঙ্গের হৃদয়ে নূতন তরঙ্গ আইল, সেই তরঙ্গের দ্বারায় "প্রেম" সাধন কার্য্য আরম্ভ হইল।

অতএব প্রেম ও ভক্তি বিভিন্ন বস্তু। পূর্ব্বে এই গ্রন্থে সাধুগণের পথ অবলম্বন করিয়া প্রেম ও ভক্তির বিভিন্নতা দেখাই নাই। ভক্তিকে প্রেম বলিয়াই উক্তি করিয়াছি। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে প্রভু শুক্লাম্বরকে প্রেমদান করিয়াছিলেন, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাঁহাকে ভক্তিই দিয়াছিলেন। প্রেমের চর্চ্চা প্রকৃত প্রস্তাবে তখন আরম্ভ হয় নাই। পিতা ও পুত্র উভয়ের উভয়ের প্রতি ভিন্ন ভিন্ন ভাব। পুত্রের পিতার উপর যে ভাব, সে ভক্তি ও প্রেম মিশ্রিত। পিতার শিশু পুত্রের উপর যে ভাব, সে শুদ্ধ প্রেম, তাহাতে ভক্তির লেশ মাত্র নাই। সেইরূপ কোন ব্যক্তির কাহারও উপর প্রেমের লেশ মাত্র নাই, অথচ সম্পূর্ণ ভক্তি আছে। হরি মন্দির মার্জ্জনা শুদ্ধ ভক্তির কার্য্য। পূজা অর্চ্চনা প্রায়ই ভক্তির কার্য্য, ব্যক্তি বিশেষে উহা বিশুদ্ধ ভক্তির কার্য্য হইলেও পারে। এ পর্য্যন্ত শ্রীগৌরাঙ্গ যতরূপ সাধন করিলেন, ইহা সমুদায়, হয় শুদ্ধ ভক্তির সাধন, কি প্রধানতঃ ভক্তির সাধন। যথা প্রার্থনা, অর্চ্চনা, বন্দনা, নাম কীর্ত্তন, প্রভৃতি। তখন শ্রীনিমাই ভক্ত ও ভগবান ভাবে বিরাজ করিতেছিলেন। এই শ্রীভগবান ভাবে বিষ্ণুখট্টায় বসিলেন, আবার তখনই সে ভাব ত্যাগ করিয়া "কৃষ্ণ, আমায় কৃপা কর" বলিয়া ধূলায় পড়িলেন। যথা চৈতন্য ভাগবতে—

ক্ষণে হয় স্বানুভাব দম্ভ করি বৈসে।
"মুঞি সেই" "মুঞি সেই" বলি বলি হাঁসে॥
সেইক্ষণে "কৃষ্ণরে বাপরে" বলি কান্দে।
আপনার কেশ আপনার পায় বান্ধে॥

* * * *

কখনো ঈশ্বর ভাবে প্রভুর প্রকাশ।
কখনো রোদন করে, বলে মুঞি দাস॥

এইরূপে যখন তিনি কৃষ্ণদাস হইতেন, তখন নিমাইপণ্ডিত থাকিতেন। তখন নিমাইপণ্ডিত, উদ্ধবের ন্যায়, শ্রীকৃষ্ণকে ভজন করিতেন।

যখন নূতন তরঙ্গ আসিল ও প্রেমের চর্চ্চা আরম্ভ করিলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ-

দাসত্ব গেল, নিমাইপণ্ডিততত্ত্ব গেল। তবে শ্রীগৌরাঙ্গ কি হইলেন; না, শ্রীরাধা। পূর্ব্বে নিমাই দুইরূপে প্রকাশ হইতেন, ভক্ত ও ভগবান, বা কৃষ্ণের দাস নিমাইপণ্ডিত, বা শ্রীভগবান নিমাই পণ্ডিত। সে সাধনে শ্রীভগবান ছিলেন রাজা, কি প্রভু, কি দয়াময় ইত্যাদি। এখন নিমাইপণ্ডিত হইলেন রাধা ও কৃষ্ণ, নিমাই পণ্ডিততত্ত্ব আর কিছু রহিল না। এখন নিমাই পণ্ডিত রাধা ভাবে প্রকাশ পাইয়া, কৃষ্ণকে করুণাময় কি প্রভু বলা ছাড়িয়া, বলিতে লাগিলেন কি, না, "প্রাণেশ্বর"। পূর্ব্বে উদ্ধব ও কৃষ্ণ রূপে, এখন রাধা-কৃষ্ণ রূপে প্রকাশ হইতে লাগিলেন।

পূর্ব্বে দেখাইয়াছেন, ভক্তিসাধন কিরূপ, ও ভক্তি সাধনে ঐশ্বর্য্যশালী ভগবানকে পাওয়া যায়। এখন দেখাইতেছেন, প্রেম সাধন কিরূপ, ও এই প্রেম সাধনে, যাঁহাকে লাভ হয়, তিনি ঐশ্বর্য্যশালী শ্রীভগবান নহেন, মাধুর্য্যময় বস্তু। ভক্তি সাধনে যে ভগবানকে পাওয়া যায়, তিনি করুণাময়, ন্যায়পরায়ণ, বদান্যবর, ও ক্ষমাশীল। প্রেম সাধনে যে সাধ্য বস্তু, তিনি পরম মিষ্ট, সুন্দর, রসিক, কৌতুকপ্রিয়, প্রেমময়, মিষ্টভাষী বন্ধু। ভক্তি সাধন কর, বৈকুণ্ঠে নারায়ণকে পাইবে; প্রেম সাধন কর, গোলোকে শ্রীনন্দনন্দনকে পাইবে। অতএব শ্রীগৌরাঙ্গ এক্ষণে হইলেন শ্রীরাধাকৃষ্ণ। কখনো রাধা ভাবে শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গন করেন, কখনো শ্রীকৃষ্ণ হইয়া রাধাকে আলিঙ্গন করেন। কখনো "কৃষ্ণ প্রাণনাথ" বলিয়া রোদন করেন, কখনো "রাধা প্রাণেশ্বরী" বলিয়া রোদন করেন। কখনো সুধোদ্গারী মুরলী বাজাইয়া "রাধা" বলিয়া ডাকেন, কখনো শ্রীকৃষ্ণকে সম্মুখে দেখিয়া "এসেছো" বলিয়া আনন্দে মূর্চ্ছিত হয়েন। এক দিবস শ্রীগৌরাঙ্গ সুরধুনীতে স্নান করিতে গিয়াছেন, দেখেন, পুলিনে ফুলের বন ও তাহার নিকটে গাভী চরিতেছে। দেখিয়া ভাবে বিভোর হইলেন; ভাবিলেন তিনি বৃন্দাবনে, যে গাভীগণ চরিতেছে সে গুলি শ্রীকৃষ্ণের, যে ফুলবন রহিয়াছে উহা শ্রীকৃষ্ণে ক্রীড়া স্থান, সম্মুখে যে সুরধুনী দেখিতেছেন; উহা কাজেই যমুনা বলিয়া বোধ হইল।

এই ভাবে যখন মগ্ন হইলেন, তখন ভাবিতেছেন যে তিনি আর কেহ নহেন—কেবল রাধা। যমুনায় জল আনিতে আসিয়াছেন। এই ভাবে আড়্-চোকে গাভীগণ ও ফুলের বন পানে চাহিতেছেন। যেন দেখিতেছেন সেখানে শ্রীকৃষ্ণ আছেন কি না? তখন হৃদয়-মন্দির রাধা ভাবে সম্পূর্ণরূপে পরিপূর্ণ হইয়াছে। কাজেই একটু সশঙ্কিত। সশঙ্কিত কেন? না পাছে কৃষ্ণের হাতে

ধরা পড়েন, আর কৃষ্ণের হাতে পড়িলেই কুলশীল সমুদায় যাইবে। আবার কৃষ্ণ আসিয়া ধরেন ইহাও প্রাণে বড় সাধ। একবার আড়নয়নে নিকুঞ্জ বন পানে চাহিতেছেন, একবার জটিলা সেখানে আছে কি না এই ভয়ে এদিক ওদিক চাহিতেছেন।

এমন সময়ে দেখিলেন যেন কদম্বতলে শ্রীকৃষ্ণ ভুবনমোহন বেশ ধরিয়া অপরূপ ভঙ্গীতে বৃক্ষ হেলান দিয়া দাঁড়াইয়া। নয়নে নয়নে মিলিত হইল। শ্রীগৌরাঙ্গ স্ত্রীস্বভাবে নয়ন ফিরাইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু পারিলেন না, চাহিয়া রহিলেন। আর কৃষ্ণ যেন সেই সুযোগে নয়ন দ্বারা কি সঙ্কেত করিলেন। ইহাতে নিমাই ভয়ে ও আনন্দে জড়ীভূত হইলেন; হইয়া, ও বালা-স্বভাব বলিয়া, অতিশয় লজ্জা পাইয়া, মস্তক অবনত করিয়া গৃহাভিমুখে চলিলেন। একবার গমন করেন ও নানা ছল করিয়া পশ্চাদ্দিকে শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করেন। ক্রমে নবানুরাগিণী শ্রীমতী রাধা হইয়া ঘরের পিঁড়ায় আসিয়া বসিলেন!

এইরূপে নূতন তরঙ্গের সৃষ্টি হইল। আনন্দে অঙ্গে পুলকাদি অষ্ট-সাত্ত্বিক ভাব মুহুর্মুহু উদয় হইতেছে, নয়নে ধারার বিরাম নাই, ধারার উপর ধারা পড়িতেছে। আবার গুরুজনের ভয়ে শঙ্কিত হইয়া সমুদায় মনের ভাব গোপন করিবার নানা উপায় করিতেছেন, কিন্তু কোন ক্রমে পারিতেছেন না। কাহারও সহিত বাক্যালাপ করিতে ভাল লাগে না, কাজেই যদি কথা বলেন, সে এক বলিতে আর। বাহিরের সহিত প্রায় সম্পর্ক নাই, দিবানিশির প্রভেদ জ্ঞান নাই। লোকের সঙ্গ একেবারে ভাল লাগে না, মন অতিশয় চঞ্চল। একবার বাহির একবার ঘর করিতেছেন, যেন বাহিরে কি দেখিতে যাইতেছেন। ভক্তগণকে বারম্বার যেন কি বলিতে ইচ্ছা করিতেছেন, কিন্তু বলিতে পারিতেছেন না। কৃষ্ণনাম শুনিলেই চমকিয়া উঠিতেছেন। কখন একেবারে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতেছেন। সুখের মধ্যে এই যে আনন্দে চন্দ্রবদন টলমল করিতেছে।

শ্রীগৌরাঙ্গকে এখন তাঁহার ভক্তগণ "ভাব নিধি" বলিয়া থাকেন। ভাব-নিধির ভাব বর্ণনা এখানে আমরা অল্পমাত্র করিব। যদি এই গ্রন্থের অন্যান্য খণ্ড লিখিতে পারি তবে উহার বিস্তার করিব। তবে তাঁহার পার্ষদগণ নিকটে বসিয়া যাহা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহা দ্বারা পাঠক কিছু কিছু বুঝিতে পারিবেন। শ্রীগৌরাঙ্গ নিরলে থাকিতে ভাল বাসিতেছেন,

শ্রীনিতাইকে দেখিলে লজ্জায় জড়সড় হইতেছেন। কারণ ভাবিতেছেন নিতাই কৃষ্ণের দাদা বলরাম! সঙ্গীর মধ্যে তখন কেবল গদাধর, নরহরি, পুরুষোত্তম, মুরারি, আর দুই একটি। শ্রীনরহরি বসিয়া শ্রীগৌরাঙ্গের ভাব দেখিয়া এ ব্যাপার কি তাহা মনে মনে বিচার করিতেছেন—

"কি লাগি ধূলায়, ধূসর সোণার, বরণ শ্রীগৌর দেহ।
অঙ্গের ভূষণ, সকল তেজিল, না জানি কাহার লেহ॥
হরি হরি মলিন গৌরাঙ্গ চান্দে। ধ্রু
উহু উহু করি, ফুকরি ফুকরি, উরে পাণি হানি কান্দে॥
তিতিয়া গেয়ল, সব কলেবর, ছাড়ে দীরঘ নিশ্বাস॥
রাইয়ের পিরিতি, যেন হেন রীতি, কহে নরহরি দাস॥

শ্রীগৌরাঙ্গ বুকে কর হানিতেছেন, উহু উহু মলেম মলেম বলিতেছেন, দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িতেছেন, আর নয়ন জলে সমুদায় অঙ্গ ভিজিয়া যাইতেছে।

নরহরি ভাবিতেছেন, কার জন্য এবং কেন, প্রভু কান্দিতেছেন? ঠিক যেন শ্রীমতী রাধা যেরূপ শ্রীকৃষ্ণকে লোভ করিয়া দুঃখ পাইয়াছিলেন, সেইরূপ। এ যে রাধার প্রেম ইহা নরহরি কিরূপে বুঝিলেন, তাহা বলিতেছি। শ্রীগৌরাঙ্গ দুই একটি কথা বলিতেছেন, তাহাতে তাঁহার মনের ভাব কিছু প্রকাশ পাইতেছে। শ্রীগৌরাঙ্গ কৃষ্ণ বলিয়া ভূমিতে পড়িতেছেন, ও উঠিয়া ঊর্দ্ধমুখে চাহিয়া দুই হাত তুলিয়া বলিতেছেন, "কৃষ্ণ! আমি স্বচ্ছন্দে ঘরে ছিলাম, আমাকে বাউরী (পাগলিনী) কে করিল? হে কৃষ্ণ! তুমি আমাকে পাগল করিলে?" আবার বলিতেছেন, "কৃষ্ণের দোষ কি? বিধি! এ সব তোর কার্য্য, বিধি! এরূপ ঘটনা কেন করিলি? বিধি ধিক্ তোরে। আমি দুর্ব্বলা, কুলের মাঝারে থাকি, আমি কৃষ্ণকে কিরূপে পাব? তিনি দুর্লভ, আমি অবলা নারী, আমাকে কৃষ্ণের লোভ কেন দিলি?" এইরূপে বিধাতার উপর দোষ দিতেছেন। নরহরি সঙ্গীগণকে কাণে কাণে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "প্রভুর কি ভাব, তোমরা কিছু বুঝিতে পারিতেছ?"

কনক চম্পক গোরা চাঁদে।
ভূমিতে পড়িয়া কেন কান্দে?
ক্ষেণে উঠি কহে হরি হরি।
"কে করিল আমারে বাউরি?"

আজানু-লম্বিত বাহু তুলি।
বিধিরে পাড়য়ে সদা গালি ॥
কহে "ধিক্ বিধির বিধানে।
এমত যোটান করে কেনে ॥"
কোন্ ভাবে কহে গোরা রায়।
নরহরি সুধিয়া বেড়ায় ॥

যিনি শ্রীভগবানকে ভজন করিবার অধিকারী, তিনি যে পরম ভাগ্যবান তাহার সন্দেহ নাই, কিন্তু জীবগণ তখনই পরম পুরুষার্থ লাভ করেন যখন শ্রীভগবানের প্রতি তাঁহাদের প্রেম জন্মে। ইহার ন্যায় আর সৌভাগ্য হইতে পারে না। যাঁহার প্রেম হইয়াছে, তাঁহার আর ভগবানের নিকট কোন প্রার্থনা নাই; কারণ শ্রীভগবান্ তাঁহার অতি নিজ জন, এবং নিজ জনের কাছে কেহ কিছু চাহে না। ভগবৎ-প্রেমের এই চরম আদর্শ— শ্রীরাধা। রাধার প্রেম কি তাহা শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থে লিপিবদ্ধ ছিল, এবং শ্রীধরস্বামী তাহার বিস্তার করেন। জয়দেব, বিল্বমঙ্গল, চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, রামানন্দ রায় প্রভৃতি কবি উহা আরও পরিষ্কার করেন। কিন্তু এ পর্য্যন্ত "রাধা-প্রেম" অক্ষরে লেখা একটি কথা মাত্র ছিল, রাধার প্রেম কিরূপ পদার্থ, তাহা কার্য্যে কেহ কখন দেখেন নাই। এবং শ্রীভগবানকে যে কেহ সেরূপ প্রেম করিতে পারেন, তাহাও অনেকে মনে মনে বিশ্বাস করিতেন না। শ্রীগৌরাঙ্গের কৃপায় এখন তাঁহার পার্ষদগণ উহা স্বচক্ষে দেখিতেছেন। শ্রীগৌরাঙ্গ আপনি স্বয়ং রাধা হইয়া সেই প্রেমের যে কুটিল ও সূক্ষ্ম গতি তাহা সমুদায় পর পর দেখাইতেছেন।

রাধার এই প্রেম কিরূপ? রাধার ভগবানের উপর যে প্রেম, তাহা দম্পতি প্রেম অপেক্ষাও অধিক, পুত্রের প্রতি জননীর যে প্রেম, তাহা অপেক্ষাও অধিক। শ্রীগৌরাঙ্গ আপনি রাধা হইয়া, সেই প্রেম যে কবির কল্পনা নহে এবং উহার স্বরূপ কি, তাহা দেখাইতেছেন। এই প্রেমে, দেহ ও সংসারের ধর্ম্ম ভুলিয়া গিয়াছেন; বাহ্য জগতের সহিত সম্পর্ক লোপ হইয়া গিয়াছে; এবং অন্য চিন্তার সহিত সুতরাং তাঁহার সম্বন্ধ গিয়াছে। দিবানিশি কেবল কৃষ্ণের কথা ভাবিতেছেন, কাজেই বাহিরের লোক তাঁহাকে বিহ্বলের মত দেখিতেছে। প্রেমে শ্রীগৌরাঙ্গ একেবারে বাউলী হইয়াছেন।

একটি কথায় এ প্রেমের বেগ কিরূপ তাহার আভাস দিতেছি। যিনি

প্রিয় জন, তাহার নাম বড় মিষ্ট, প্রীতিতে তাঁহার নামটি পর্য্যন্ত মিষ্ট হইয়া যায়। এই নিমিত্ত স্বামীর নাম স্ত্রীর নিকট বড় মধুর, স্ত্রীর নাম স্বামীর নিকট বড় মধুর। রাধা ভাবে, শ্রীগৌরাঙ্গের নিকট কৃষ্ণনামটি বড় মিষ্ট। সে মিষ্টতা এত অধিক যে, নামটি কর্ণ-কুহরে প্রবেশ করিবা মাত্র আনন্দে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতেছেন। এমন প্রীতি কে কোথায় শুনিয়াছেন যে, প্রিয় জনের নাম শুনিয়া মূর্চ্ছা হয়? অতএব শ্রীভগবান সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়, তাহা শ্রীগৌরাঙ্গ রাধা ভাব অঙ্গীকার করিয়া, জীবকে দেখাইয়া, শ্রীমদ্ভাগবতের কথা সপ্রমাণ করিতেছেন। আপনি রাধা কেন হইলেন, তাহা বলা বাহুল্য। গ্রন্থে রাধার বর্ণন ত বরাবর ছিল, কিন্তু পুস্তকে পড়িয়া কি লোকের মুখে শুনিয়া লোকে রাধার প্রেম ভাল করিয়া হৃদয়ে ধরিতে পারেন না, ও কেহ পারে নাই। তাই একেবারে আপনি রাধা হইয়া সেই সমস্ত ভাব জীবকে দেখাইলেন। শ্রীনরহরি তখন প্রভুর ভাব বুঝিয়াছেন, বুঝিয়া প্রভুকে কি প্রকার দেখিতেছেন, তাহা আর একটি পদে এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন—

আরে মোর গৌর কিশোর। ধ্রু।

নাহি জানে দিবানিশি, কারণ বিহনে হাঁসি,
মনের ভরমে পঁহু ভোর।
ক্ষণে উচ্চ স্বরে গায়, ক্ষণে পঁহু কি সুধায়,
"কোথায় আমার প্রাণনাথ?"
ক্ষণে শীতে মহা কম্প, ক্ষণে ক্ষণে দেয় লম্ফ,
"কোথা পাই যাই কার সাথ।"
ক্ষণে ঊর্দ্ধ বাহু করি, নাচি বুলে ফিরি ফিরি,
ক্ষণে ক্ষণে করয়ে প্রলাপ।
ক্ষণে আঁখি-যুগ মুদে, "হা নাথ" বলিয়া কাঁদে,
ক্ষণে ক্ষণে করয়ে সন্তাপ।
কহে দাস নরহরি, আরে মোর গৌর হরি,
রাধার পিরীতে হৈল হেন।
ঐছন ভাবিয়া চিতে, কলিযুগ উদ্ধারিতে,
বঞ্চিত হইনু মুঞি কেন?

ভক্তগণ নিকটে বসিলে শ্রীগৌর উঠিয়া দূরে বসিতেছেন, সঙ্গ ভাল লাগিতেছে না। প্রেমের ধর্ম্মই এইরূপ। ব্যথার ব্যথী ব্যতিত, অর্থাৎ যাহার নিকট

প্রিয়জনের কথা মন খুলিয়া বলা যায়, এমন সঙ্গী ব্যতীত, অন্য সঙ্গ ভাল লাগে না। শ্রীগৌরাঙ্গ এইরূপে সঙ্গীগণকে ত্যাগ করিয়া একটু দূরে বসিয়া আপনি আপনি কথা বলিতেছেন, কিন্তু কি বলিতেছেন, নরহরি ও গদাধর অতি নিকটে বসিয়া সমুদায় শুনিতেছেন—

গৌর সুন্দর মোর। ধ্রু।
কি লাগি একলে, বসিয়া বিরলে,
নয়ন গলয়ে লোর।
হরি অনুরাগে, আকুল অন্তর,
গদ গদ মৃদু কহে।
"সকল অকাজ, করে মনসিজ,
এত কি পরাণে সহে?
"অবলা নারীর, কয়ে জর জর,
বুকের মাঝারে পশি।"
কহিতে ঐছন, পূরব বচন,
অবনত মুখ-শশী।
প্রলাপের পারা, কিবা কহে গোরা,
মরম কেহ না জানে।
পূরব চরিত, সদা বিভাষিত,
দাস নরহরি ভণে।

শ্রীগৌর আপনি আপনি বলিতেছেন, "আমি অবলা, আমার কি এত সহে?

গৌরাঙ্গ চাঁদের ভাব কহনে না যায়।
বিরলে বসিয়া পঁহু করে হায় হায়॥
প্রিয় পারিষদগণে বুঝায় তাঁহারে।
কহে "মুঞি ঝাঁপ দিব যমুনার নীরে॥
করিনু দারুণ প্রেম আপনি আপনি।
দুকুলে কলঙ্ক হইল না যায় পরাণি॥"
এত কহি গোরাচাঁদ ছাড়য়ে নিশ্বাস।
মরম বুঝিয়া কহে নরহরি দাস॥

এইরূপ বিভোর হইয়া যে এক ভাবে আছেন, তাহা নহে। ক্রমেই ভাব

প্রস্ফুটিত হইতেছে। নবানুরাগে কিছুকাল থাকিয়া এখন আর একটি ভাব কর্তৃক আক্রান্ত হইলেন। সেটি এই যে, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার সহিত মিলিত হইবেন, এই সংবাদ পাঠাইয়া দিয়াছেন। তখন শ্রীগৌরাঙ্গ, কৃষ্ণ আসিবেন, এই আনন্দে বাসক সজ্জা করিতেছেন। একটু পরেই ভক্তগণ বুঝিলেন যে, প্রভুর মনের ভাব কি। শ্রীগৌরাঙ্গ পুষ্প পল্লব সংগ্রহ করিতেছেন, ভক্তগণও তাহাই করিতে লাগিলেন। এইরূপে গৃহের মধ্যে অতি আনন্দে কুসুম শয্যা প্রস্তুত হইল। কখনও বা গদাধর, কি নরহরি, কি পুরুষোত্তমকে কিছু কিছু সাহায্য করিতে আজ্ঞা করিতেছেন। গদাধর বরাবর প্রভুর. বেশ বিন্যাস করিতেন। গদাধরকে সখী জ্ঞান হওয়ায় চুপে চুপে বলিতেছেন, "সখি! আমার শ্রীকৃষ্ণ আসিবেন, সংবাদ পাঠাইয়া দিয়াছেন, তুমি আমার বেশবিন্যাস করিয়া দাও।" গদাধর কি করিবেন ভাবিতেছেন, এমন সময় প্রভু আপনা আপনি বলিতেছেন, "সখি! কাজ নাই, আমার বেশের প্রয়োজন কি? আমি না কৃষ্ণের দাসী!" শেষে গদাধরের দিকে চাহিয়া মৃদু হাঁসিয়া বলিতেছেন, "সখি! তুমি আমাকে আর কি ভূষণ দিবে, এই দেখ আমি ভূষণে ভূষিত।" গদাধর শুনিতেছেন, প্রভু আবার বলিতেছেন, "শুনিবে? এই দেখ, গলায় আমি কৃষ্ণচন্দ্রের হার পরিয়াছি। আমার হৃদয়ে কি দেখিতেছ? এ শ্যাম পরশমণি! সখি, বল দেখি আমার হাতের ভূষণ কি? শুনবে? আমার হাতের ভূষণ শ্যামের পাদপদ্ম সেবা। আমার নয়নের ভূষণ সেই মধুর রূপ দর্শন।" এইরূপে গদ গদ হইয়া আপনার প্রতি অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ভূষণ বর্ণনা করিতেছেন, আর প্রেমানন্দ ধারা পড়িতেছে। প্রভুর বাসকসজ্জা বাসুঘোষ এইরূপে বর্ণনা করিতেছেন—

অরুণ নয়নে ধারা বহে।
অবনত মাথে গোরা রহে॥

ছায়া দেখি চমকিত মনে।
ভূমি গড়ি যায় ক্ষণে ক্ষণে॥

কানন পল্লব বিছাইয়া।
রহে পঁহু ধেয়ান করিয়া॥

বিরলে বসিয়া একেশ্বরে।
বাসক সজ্জার ভাব করে॥

বাসুদেব ঘোষ তা দেখিয়া।
বলে কিছু চরণে ধরিয়া॥

এই পদটি বাসক সজ্জার "গৌরচন্দ্রিকা" বলে। অর্থাৎ রাধা-কৃষ্ণ লীলার ভিন্ন ভিন্ন রস কীর্ত্তন করিবার আগে, প্রভু, সেই সেই রস যেরূপে তাঁহার পার্ষদ ভক্তগণকে আস্বাদ করাইয়াছিলেন, এবং ঐ ভক্তগণ উহা দর্শন কি শ্রবণ করিয়া যে পদ প্রস্তত করেন, তাহাকে গৌরচন্দ্রিকা বলে। বাসক সজ্জা কীর্ত্তন করিতে হইলে উপরের পদটি, কি ঐ ধরণের একটি পদ গাইতে হয়।

এইরূপে বাসকসজ্জা করিয়া প্রভু সারানিশি বসিয়া, গদাধর, নরহরি প্রভৃতি দুই একটি সঙ্গী লইয়া শ্রীকৃষ্ণের জন্যে প্রতীক্ষা করিতেছেন। একটু শব্দ শুনিলেই "ঐ এলেন বলিয়া চমকিয়া উঠিতেছেন। "পড়ে পাতার উপর পাত, ঐ এলেন প্রাণনাথ" এই ভাবে বিভোর হইয়া নয়ন মুদিয়া নিশি জাগরণ করিতেছেন। হে ভাবুক! হে রসিক! হে ভক্তগণ! তোমরা এই ভাবটি এখন অনুভব কর। শাস্ত্রে এ ভাবকে বলে "উৎকণ্ঠা।" "উৎকণ্ঠা" কি? এ কথা জিজ্ঞাসা করিলে কোন পণ্ডিত শাস্ত্র খুলিয়া দেখাইবেন যে, প্রিয়জনকে অপেক্ষা করিয়া, তাহার আসিতে বিলম্ব দেখিলে, মনের মধ্যে যে ভাব সমুদায় উদয় হয়, তাহাকে উৎকণ্ঠা বলে। শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণকে প্রতীক্ষা করিতেছেন, শ্রীকৃষ্ণ আসিতেছেন না, ইহাতে শ্রীমতীর যে ভাব হইয়াছিল, তাহাকে উৎকণ্ঠা বলে। কোন আচার্য্য হয়ত শাস্ত্র হইতে শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া, উৎকণ্ঠা কাহাকে বলে, তাহা তোমাকে বেশ করিয়া বুঝাইয়া দিবেন। কিন্তু যিনি যেরূপেই বুঝান, শ্রীগৌরাঙ্গ যেরূপে তাঁহার পার্ষদগণকে বুঝাইলেন, এরূপ আর কেহ পারেন নাই, পারিবেনও না। তিনি স্বয়ং রাধা হইয়া বাসকসজ্জা করিয়া, শ্রীকৃষ্ণকে প্রতীক্ষা করিতে করিতে, যখন বন্ধু আইলেন না, তখন উৎকণ্ঠার ভাবে আক্রান্ত হইলেন। ভক্তগণ ইহা দর্শন করিলেন। দর্শন করিয়া উহা হৃদয়ে গ্রহণ করিলেন, ও পরে লিপিবদ্ধ করিলেন।

এইরূপে শ্রীগৌরাঙ্গ রাধাভাবে প্রথম শ্রীকৃষ্ণ দর্শন অর্থাৎ নবানুরাগ ভাব হইতে শ্রীকৃষ্ণ-বিরহ পর্য্যন্ত, সমস্ত ভাব ধারণ করিয়া পার্ষদগণকে দেখাইলেন। দেখাইয়া, তাঁহাদের হৃদয়ে এই সমুদায় ব্রহ্মার দুর্ল্লভ ভাবগুলিন প্রবেশ করাইয়া দিলেন। তাহাই বাসুঘোষ বলিতেছেন—

"গৌর না হত, কেমন হইত, কেমনে ধরিতাম দে।
রাধার মহিমা, প্রেম-রস সীমা, জগতে জানা'ত কে ?"

ঐ পদে আবার বলিতেছেন, এরূপ জানাইতে "শকতি হইত কার ?"

এইরূপে শ্রীগৌরাঙ্গ যে চৌষট্টি-রস আপনি আস্বাদ করিয়া ভক্তগণকে দেখাইলেন, তাহার মধ্যে আমরা পাঠকের সুবিধার নিমিত্ত একটি, অর্থাৎ উৎকণ্ঠাভাব, লইয়া তাহার মর্ম্ম দেখাইতেছি। সমস্ত রসগুলিন বিস্তার করিয়া বর্ণন করিতে আমাদের সাধ্যও নাই, এবং করিতে গেলেও সেই এক বৃহৎ গ্রন্থ হয়। শ্রীগৌরাঙ্গ রাধাভাবে বাসকসজ্জা করিয়া, নয়ন মুদিয়া বসিলেন। ইহাতে যে চিত্রের উৎপত্তি হইল তাহা পার্ষদগণের হৃদয়ে বসিয়া গেল। তিনি কি বলিলেন তাহা তাঁহারা শুনিলেন; তিনি সে কথা যখন বলিলেন তখন তাঁহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গের কি ভাব হইল, তাহা তাঁহারা দেখিলেন। তিনি কোন্ কথা কি স্বরে বলিলেন, তাহাও শুনিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ গদাধরের গলা ধরিয়া বলিতেছেন, "সখি! কই কৃষ্ণ ত এলেন না। তোমরা দেখ্‌ছো না, এ দিকে যে আমার প্রাণ যায় ?" যাঁহারা উপস্থিত, তাঁহারা তখন সেই ভাব পাইলেন। তাঁহারাও ব্রহ্মার সেই দুর্ল্লভরসে মগ্ন হইলেন। অর্থাৎ তাঁহারাও ভাবিতে লাগিলেন যে কৃষ্ণ রাধার সহিত মিলিতে আসিবেন কথা ছিল, কিন্তু আসিতেছেন না। শ্রীগৌরাঙ্গের নিজজন আবার তাঁহাদের নিজগণকে এই রসের কিছু অংশ দিলেন। এইরূপে এই রসের আভাস ক্রমে ক্রমে সকলেই পাইতে লাগিলেন।

কিন্তু শুধু ইহাই নহে। যাহাতে এই রস চিরদিন থাকিতে পারে তাহারও উপায় করা হইল। শ্রীগৌরাঙ্গ কি বলিলেন, বলিতে গিয়া তাঁহার কি ভাব হইল, এ সমুদায় বর্ণনা করিয়া ভক্তগণ পদ প্রস্তুত করিলেন। এই হইল, "মহাজনের পদ।" এইরূপে আধুনিক কীর্ত্তনের সৃষ্টি হইল। মহাজনগণ ব্রজলীলায় শ্রীরাধাকৃষ্ণকে যে ভাব দিয়াছেন, তাহার নিগূঢ়তম অংশ শ্রীগৌরাঙ্গ রাধা-ভাবে ব্যক্ত করিলেন, আর তাঁহার পার্ষদগণ তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া জগতে প্রচার করিলেন।

কিন্তু শুদ্ধ লেখনী দ্বারায় ভাবের জীবন দেওয়া যায় না। ভাবকে যদি জীবন্ত করিতে চাও তবে তাহার দেহ সৃষ্টি কর, সৃষ্টি করিয়া তাহার প্রাণ প্রতিষ্ঠা কর। তখন সেই শক্তি তোমার সঙ্গিনী হইবে, আর তখন সেই ভাবকে জীবে পরিণত করিতে পারিবে। ভাবের দেহ কথা দ্বারা গঠিত হয়, কিন্তু সামান্য

কথায় ভাল হয় না। ভাবের যদি সুন্দর দেহ করিতে হয়, তবে কবিতা-দ্বারা উহা গঠন করা প্রয়োজন। দেহ যখন গঠিত হইল তখন দেখিতে সুন্দর হইল বটে, কিন্তু জীবন্ত হইল না। সঙ্গীত দ্বারা সেই দেহটির যখন প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিতে পারিবে, তখনই ভাব জীবন্ত হইবে।

শ্রীগৌরাঙ্গ কুসুমশয্যা করিয়া মহানন্দে নয়ন মুদিয়া শ্রীকৃষ্ণকে প্রতীক্ষা করিতেছেন। আনন্দে নয়ন দিয়া বারি পড়িতেছে। চুপ করিয়া আছেন, কখন কখন শ্রীকৃষ্ণের সেবার কোন দ্রব্যের কথা মনে পড়িতেছে। আর উহা আছে কি না জিজ্ঞাসা করিতেছেন। বলিতেছেন, "সখি! শ্রীকৃষ্ণের পদপ্রক্ষালনের নিমিত্ত সুবাসিত জল আছে ত?" যাঁহারা নিকটে আছেন, তাঁহারা বলিলেন, "আছে," আর না হয় তখনই ঝারিতে করিয়া জল আনিলেন। ক্রমে সময় যাইতেছে। আর শ্রীগৌরাঙ্গ একটু অধৈর্য্যের ভাব দেখাইতেছেন, একটু ছট্ ফট্ করিতেছেন, এক একবার উঠিয়া দাঁড়াইতেছেন। পুরুষোত্তমকে বলিতেছেন, "সখি! একটু এগোইয়া দেখ না, তাঁহার বিলম্ব কেন?" পুরুষোত্তম একটু দেখিয়া আসিয়া বলিলেন, "স্থির হও, কৃষ্ণ এখনি আসিবেন।" শ্রীগৌরাঙ্গ শুইলেন। বলিতেছেন, "তবে আমি একটু নিদ্রা যাই।" কিন্তু স্থির হইতে পারিলেন না, আবার উঠিয়া বসিলেন। বলিতেছেন, "সখি, নিদ্রা ত আসে না।" ক্রমে উৎকণ্ঠা বাড়িতেছে, ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িতেছেন। কিন্তু তাহাতে শরীর জুড়াইবে কেন? শেষে মৃদু স্বরে "উহুমরি" "উহুমরি" বলিতে লাগিলেন। তাহাতেও শান্ত হইলেন না। পরে আর থাকিতে না পারিয়া সখীগণের পানে চাহিয়া কথা আরম্ভ করিলেন। বলিতেছেন, "সখি! রাত্রি কি আর আছে? আমি বাসকসজ্জা করিয়া এ কি অকাজ করিলাম। ছি! কি লজ্জা! এখন তিনি আইলে আমি আর নিকুঞ্জে আসিতে দিব না।" ইহা বলিয়া আর ধৈর্য্য ধরিতে না পারিয়া একেবারে কান্দিয়া উঠিলেন। কান্দিতে কান্দিতে ঢলিয়া পড়িবার উপক্রম হইলে, তখন সখীগণ ধরিলেন। পুরুষোত্তমের গলা ধরিয়া বলিতেছেন, "সখি! আমার প্রাণনাথ কোথা? আর ত আমি সহিতে পারি না। সখি, রাত্রি যে পোহাইয়া গেল?" সখীগণ বুঝাইতেছেন, শ্রীগৌরাঙ্গ বুঝিবার চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু দুর্ব্বার মন প্রবোধ মানিতেছে না। মনের বেদনা বলিতে বলিতে বলিতেছেন, "চুপ! কি শব্দ হইল যে! ঐ বুঝি এলেন! সখি, দেখ ত। আমি

একটু রাগ করিয়া বসিয়া থাকি।" কিন্তু শব্দ কিছুই নয়। ইহাতে কাজেই পূর্ব্বাপেক্ষা আরো অধীর হইলেন। তখন করযোড়ে অতি করুণ স্বরে, প্রাণবল্লভকে বাছা বাছা মিষ্ট নাম ধরিয়া ডাকিতে লাগিলেন। বলিতেছেন, "আমার নয়নানন্দ! তুমি কোথা? আমি মান করিব বলিয়া তুমি ক্ষোভ করিয়াছ? আমি মান করিব না। আমি কি প্রকৃত তোমার উপর রাগ করিতে পারি? হে আমার মুরলীবদন! আমি চকোরিণী, তোমার মুখচন্দ্র-সুধা পান করিয়া প্রাণ ধারণ করি। আজ তোমার অধিনী পিপাসায় মরিতেছে, তুমি কৃপা-বারি বরিষণ করিলে না? তুমি না আমায় বড় ভাল বাসিতে? আমাকে না দেখিলে তোমার না পলকে প্রলয় হইত?"

সঙ্গীগণও তখন আত্মবিস্মৃত হইয়া ঐ রসে ডুবিয়া গিয়াছেন। ভক্তগণ এই রস প্রত্যক্ষরূপে আস্বাদন করিয়া উহা চির কাল সতেজ অবস্থায় থাকে, তাহার উপায় করিতে লাগিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ রাধাভাবে, কৃষ্ণ আইলেন না এই উৎকণ্ঠায় আকুল হইয়া, সঙ্গীগণের গলা ধরিয়া কি বলিয়াছিলেন, ভক্তগণ তাহা স্মরণ করিলেন, করিয়া সেগুলি লিপিবদ্ধ করিলেন। কিন্তু দেখিলেন, সেই কথাগুলি প্রভুর মুখে যেরূপ শুনিয়াছিলেন, লিপিবদ্ধ করিলে তাহাতে সে শক্তি কিছুই রহিল না। দেখিলেন যে শ্রীগৌরাঙ্গের মুখ-নিঃসৃত কথাগুলি কবিতা দ্বারা লিখিলে কিঞ্চিৎ পরিমাণে, সেই ভাব, সজীব করা যাইতে পারে। এই নিমিত্ত প্রভুর সেই কথাগুলি দিয়া নানা ছন্দে কবিতা বান্ধিলেন। একজনে বান্ধিলেন দেখিয়া সেই কথা গুলি লইয়া আর একজনে, এইরূপে বহু জনে, পদ বান্ধিলেন। ক্রমে এক এক ভাবের শত শত পদের সৃষ্টি হইতে লাগিল। শুধু শ্রীগৌরাঙ্গের মুখ-স্ফুরিত কথা নয়, উৎকণ্ঠার সময় তাঁহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গের যে ভাব হইয়াছিল, তাহাও ভক্তগণ কবিতায় লিখিলেন। এখন আমরা গুটিকয়েক এই উৎকণ্ঠার পদ, যাহা প্রায় সর্ব্ব সাধারণে অবগত আছেন, নিম্নে লিখিলাম। পাঠক মনে মনে ভাবুন যে, এই পদগুলির কথা, অঙ্গ প্রত্যঙ্গের বর্ণনা সমুদায়, শ্রীগৌরাঙ্গের রাধা ভাবে যে উৎকণ্ঠা, উহা হইতে ভক্তগণ গ্রহণ করিয়াছেন।

শ্রীগৌরাঙ্গ রাধা-উৎকণ্ঠায় অভিভূত হইয়া বলিতেছেন, "সখি! নিশি পোহাইয়া গেল, কই আমার প্রাণনাথ এলেন না। সখি! আর ত বিরহ অনলে আমি বাঁচি না। সখি! তোমরা আমায় এত ভাল বাসো, এখন আমার

উপায় কি, বলিয়া দিয়া উপকার কর। তোমরা ত জানো যে আমি প্রাণনাথ বিনা বাঁচি না। তোমরা প্রবোধ দিতেছ, কিন্তু মন আমার প্রবোধ মানিতেছে না।"

একটু থামিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ আবার বলিতেছেন, "সখি! এই দেখ আমি অগুরু, চন্দন, ফুলের মালা, থরে থরে সাজাইয়া রাখিয়াছি। আমি ফুলের নিমিত্ত বনে বনে অন্বেষণ করিলাম, ফুল আনিয়া একটি একটি করিয়া তাহার কাঁটা বাছিলাম, পাছে আমার প্রাণেশ্বরের কোমল অঙ্গে ব্যথা লাগে। দেখ আমার নিঠুর বন্ধু আমাকে বনে আনিয়া আর এলেন না।"

ভক্তগণ এই সমুদায় দর্শন ও শ্রবণ করিয়া নিম্নের পদ বান্ধিলেন—

নিশি গেল পোহাইয়ে প্রাণনাথ এলো না।
আর ত বিরহানলে এ প্রাণ বাঁচে না॥
তোমরা আমার প্রিয় সখি, উপায় বুদ্ধি বল না!
তোমরা জান, মন প্রাণ, নিষেধ সে মানে না।
বনে বনে ভ্রমি বুলি, বন ফুল আনিলাম তুলি,
বোঁটাগুলি দিলাম ফেলি, (কেন দিলাম?)
কিনা, শ্যাম অঙ্গে বাজিবে বলে।
সখি!
অগুরু, চন্দন, মালা, থরে থরে রেখেছি।
এই দেখ মালতীর মালা আমি গেঁথেছি।
এমন নিঠুর কালা, পর দুঃখ জানে না।
আনিয়া নিকুঞ্জ বনে এত দিলে যন্ত্রণা।

পাঠক মহাশয়, আর একটি পদ শ্রবণ করুন—

"কই গো বৃন্দে সই, বৃন্দাবন চন্দ্র কই?
গগনের চন্দ্র অস্তে গেল ওই।
করিয়া বাসক সজ্জা, ছি ছি ছি একি লজ্জা,
আমি পেলেম সই।
কই গো সই, নয়নের আনন্দ কই?
কার লাগি বনে আগমন?"
পড়ে পাতের উপর পাত, "ওই এল প্রাণনাথ,"
চমকিয়া উঠে ধ্বনি!

"আমি গাঁথিলাম ফুলের মালা,
সব শুখাইয়া গেল,
কত রাশি ফুল বাসি হয়ে রয়েছে ঐ॥"

উপরের দুটি গীতই এক অবস্থার। তাহার পরে শ্রীরাধা উৎকণ্ঠায় আরও ব্যাকুল হইয়াছেন। তখন পাগলিনী হয়েছেন—

(প্রেমের) হাট কি ভাঙ্গিলি। ধূয়া।
একে কুল কন্যে, শ্যামেরি জন্যে,
এলায়িত কেশা, ছিন্ন ভিন্ন বেশা, ইত্যাদি।

তাহার পরে রজনী প্রভাত হইতেছে, নিরাশা আসিতেছে, সেই সঙ্গে সঙ্গে একটু ক্রোধও আসিতেছে। রাধা বলিতেছেন,—

"ত্যজ সখি, কানুক আগমন আশ। ধ্রু
রজনী শেষ ভেল কেবল নৈরাশ। ইত্যাদি॥"

মহাজনেরা উপরের এই পদগুলি বান্ধিলেন, কিন্তু উহাতে তবুও প্রাণ দিতে পারিলেন না। উৎকণ্ঠার প্রকৃত অবস্থা তবু প্রকাশ হইল না। শ্রীগৌরাঙ্গ যখন বলিয়াছিলেন "কই? আমার প্রাণনাথ কই? সখি! ফুলের সজ্জা আমার অঙ্গে কণ্টকের ন্যায় বিঁধিতেছে।" তাহাতে মনের মধ্যে তাঁহার পার্ষদগণের যে অবর্ণনীয় ভাব উদয় হয়, তাহা তাঁহাদের কবিতায় দিতে পারিলেন না। শ্রীগৌরাঙ্গ যে করুণ স্বরে, কি স্বরের ভঙ্গীতে তাঁহার মনের বেদনা গুলি প্রকাশ করিয়াছিলেন, যাহা শুনিবা মাত্র হৃদয় শুধু দ্রব হয় না, উৎকণ্ঠার ভাবে বিভোর হইয়া পড়ে, তাহা তাঁহাদের কবিতায় প্রকাশ হইল না।

কিন্তু করুণাময় শ্রীভগবান ভাব দিয়াছেন, ভাবের ভাষা কি দেন নাই? ইহা কি হইতে পারে? পূর্ব্বে বলিয়াছি সেই ভাবের ভাষা সঙ্গীত! ভক্তগণ শ্রীগৌরাঙ্গের সেই ভাব গুলি কবিতা দ্বারা প্রকাশ করিতে না পারিয়া সঙ্গীতের সাহায্যে উহা ব্যক্ত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

এইরূপে পদে সুর বসান হইল। এই সুর বসান তোমার আমার কার্য্য নহে। কেবল তাঁহারা পারেন, যাঁহারা ভাবে অভিভূত হইয়াছেন। শ্রীগৌরাঙ্গের মুখে শুনিলেন, "সখি! আর ত আমি সহিতে পারি না।" যে স্বর-ভঙ্গীতে শ্রীগৌরাঙ্গ এই কথা গুলি বলিলেন, তাঁহারা সেই ভাবে

বিভাবিত হওয়ায়, যাহা অন্যের পক্ষে অসাধ্য কার্য্য তাহা অনায়াসে করিলেন। অর্থাৎ সুরের দ্বারা সেই ভাবকে প্রকাশ করিলেন।

শ্রীগৌরাঙ্গ রাধা ভাবে সুরধুনী তীরে শ্রীকৃষ্ণ দর্শন করিয়া ভাবে বিভোর হইয়া নীরব হইলেন। কথা কহিতেছেন না বটে, কিন্তু মনের ভাব লহরী প্রতি অঙ্গ প্রত্যঙ্গের গতিতে ও কার্য্যে প্রকাশিত হইতেছে। কখন উর্দ্ধমুখে চাহিয়া থাকিতেছেন, আর যেন কি দেখিয়া লজ্জায় মুখ হেঁট করিতেছেন, আবার মধুর হাসিয়া উর্দ্ধমুখে চাহিতেছেন। আপনি আপনি কথা কহিতেছেন, কখন রোদন করিতেছেন, কখন হাসিতেছেন। ভক্তগণ এই সমুদায় দর্শন করিয়া, রাধার নবানুরাগে কি ভাব হইয়াছিল তাহা বর্ণনা করিলেন। তাহার পরে শ্রীগৌরাঙ্গ আর বেগ সম্বরণ করিতে না পারিয়া, পুরুষোত্তমের গলা ধরিয়া রোদন করিতে করিতে বলিলেন, "উহু, আমি কি দেখিলাম! উহু, আমি কি মধুর রূপ হেরিলাম।" কিন্তু তাঁহার মনের ভাব এই কয়েকটি কথায় অতি অল্প মাত্র ব্যক্ত হইল। তবে ব্যক্ত হইল কিসে, না তাঁহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ভঙ্গীতে, ও গলার স্বরে। এই গলার স্বর শুনিয়া একটি রাগিণী সৃষ্টি হইল। পুরুষোত্তম জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "তুমি কি দেখিলে?" শ্রীগৌরাঙ্গ বলিলেন, "আমি কি দেখিলাম বলিতে পারি না। আমি দিশেহারা হইয়া গিয়াছি।" অনেক পীড়াপীড়ি করিতে বলিতে লাগিলেন, "আমি একটি অতি সুন্দর নবীন পুরুষ-রতন দেখিয়াছি।" ইহা বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের রূপ বর্ণনা করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণের রূপ বর্ণনা করিতে যে কথাগুলি বলিলেন, তাহা এখন সর্ব্ব সাধারণে অবগত আছেন। কিন্তু রূপ বর্ণনা করার সময় শ্রীগৌরাঙ্গের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ভাব ও গলার স্বর বিকৃত হইয়া গেল। বোধ হইতে লাগিল যে যাঁহার রূপ বর্ণনা করিতেছেন তিনি যেন তাঁহার সম্মুখে। যেন তাঁহার রূপ তাঁহার নয়নে ধরিতেছে না। যেন তাঁহার রূপ-সুধা নয়ন দ্বারা অঞ্জলি অঞ্জলি পান করিতেছেন। যেন সেই পুরুষ-রত্নকে পঞ্চেন্দ্রিয় দ্বারা আস্বাদন করিতেছেন। যে কণ্ঠ স্বরে এ রূপ বর্ণনা করিতেছেন, তাহাতে একটি রাগিণী সৃষ্টি হইল। সে রাগিণী 'মায়ূর' নামে অভিহিত হইল। ভাল কীর্ত্তনীয়ার কাছে মায়ূর রাগিণীতে রূপের গীত গাইয়া শুনিবেন, তাহা হইলে শ্রীগৌরাঙ্গ রাধা ভাবে শ্রীকৃষ্ণের রূপ দেখিয়া কিরূপ ভাবে বিমোহিত হইয়াছিলেন, কতক বুঝিতে পারিবেন। প্রাচীন রাগিণীর

মধ্যে কাফি, সিন্ধু, খাম্বাজ, বেহাগ, ভৈরবী, আলেয়া, মল্লার, সুহা, বাগশ্রী, আগাবরা, প্রভৃতি কয়েকটি দ্বারা যদিও এই ব্রজের নিগূঢ় ভাব কিয়ৎ পরিমাণে প্রকাশ করা যাইতে পারে, কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গের কণ্ঠস্বরে যে সকল রাগ রাগিণীর সৃষ্টি হয়, তাহার শুধু আলাপেই রস প্রস্ফুটিত হয়, কথার পর্য্যন্ত প্রয়োজন করে না।

এইরূপ প্রাচীন রাগের মধ্যেও কতকগুলি রাগ রাগিণী শ্রীগৌরাঙ্গ মুখ-স্ফরিত রসে মিশ্রিত হইয়া এদেশে আর এক রূপ আকার ধরিয়াছে।

মহাজনের পদ তাহাকেই বলি যাহার ভাব ও রাগ রাগিণী বিশুদ্ধ। আনন্দ উদ্দীপক রাগিণীতে মাথুরের ভাব হইলে রস ভঙ্গ হয়। ভাব যেরূপ, রাগিণী তাহার অনুযায়ী হইলেই প্রকৃত মহাজনের পদ হইল।

অনেক মহাজন এইরূপে সর্ব্বাঙ্গ শুদ্ধ পদ সৃষ্টি করিয়া জীবের গোলোকে যাইবার পথ পরিষ্কার করিলেন। কিন্তু তাঁহাদের সকলের কর্ত্তা, সকলের শ্রেষ্ঠ, শ্রীপুরুষোত্তম আচার্য্য। হে জীব! ভূমি-লুণ্ঠিত হইয়া এই পুরুষোত্তম আচার্য্যকে প্রণাম কর!

এইরূপে মহাজনী পদের সৃষ্টি হইল। শ্রীগৌরাঙ্গ যে ব্রজের নিগূঢ় রস প্রকাশ ও বিস্তার করিয়াছিলেন, এই সকল পদে, তাহা জীবের ভাগ্যের নিমিত্ত, রক্ষিত হইল। প্রথমে শ্রীগৌরাঙ্গের কথাগুলি বিবিধ ছন্দে আবদ্ধ হইল, তাহার পরে তাহাতে সুর সংযোগ করিয়া সেই গুলি জীবন্ত করা হইল। এখন জীবমাত্রে এই সকল মহাজনী পদ আস্বাদন করিতে পারিল, তবে অকৃত্রিম বস্তুটি আস্বাদন করিতে হইলে অগ্রে সাধন ও ভজন করিয়া মন নির্ম্মল করা প্রয়োজন। মন নির্ম্মল না হইলে এ রস প্রকৃতরূপে আস্বাদন করা অসম্ভব। যেমন নয়ন না থাকিলে চিত্র-দর্শনের সুখভোগ করা যায় না।

এইরূপে সহস্র সহস্র মহাজনের পদ সৃষ্টি হইল। ইহার এক একটি পদ গোলোকে যাইবার পথ, কি এক এক খানি ভবসাগর পারের নৌকা স্বরূপ। শ্রীগৌরাঙ্গের ভক্তগণ কি করুণাময় ও জীবের উপকারী বন্ধু!

যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন যে এই একটি পদ অবলম্বন করিয়া কিরূপে গোলোকে যাওয়া যায়? তাহার উত্তর পূর্ণ-মাত্রায় দিবার স্থান এ নয়। তবে একটি কথা মনে রাখুন। যে জড়-জগতে আমরা বাস করি তাহা লৌহ ও কয়লা প্রভৃতি দিয়া গঠিত। গোলোকের লৌহ ও কয়লা আর

কিছুই নয়, এই সমস্ত মধুর ভাব। এই ভাবগুলি ঘনীভূত হইয়া আমাদের সেখানকার বাড়ী, আহারীয় দ্রব্য, শয্যা প্রভৃতি প্রস্তুত হইয়া থাকে।

গোলোকে যাইবার একটি পথ ভাব; সঙ্গীত ও কবিতা সম্বল করিয়া সেই পথে যাইতে হয়। হে জীব! সঙ্গীত অভ্যাস কর। এমন আশীর্ব্বাদ ভগবানের অতি অল্প আছে। *

এখন "গৌর চন্দ্রিকার" উদ্দেশ্য অনুভব করুন। মনে ভাবুন কীর্ত্তনে "উৎকণ্ঠার" পালা গীত হইবে। সেখানে রীতি এই যে, প্রথমে, শ্রীগৌরচন্দ্র এই উৎকণ্ঠার রস কিরূপে পার্ষদগণকে দেখাইয়া ছিলেন, তাহার একটি পদ গাইতে হইবে। এই পদটি গীত হইলে উৎকণ্ঠা রস বস্তুটি কি, শ্রোতাগণ প্রথমে বুঝিলেন। ইহাতে আবার গৌরাঙ্গের উৎকণ্ঠা ভাব হৃদয়ে কিয়ৎ পরিমাণে অঙ্কিত হইল। আর যে এই ছবিটি হৃদয়-পটে লিখিত হইল, অমনি যাহার যেরূপ অধিকার, তাহার হৃদয়ে তত খানি রসের সৃষ্টি হইল। এখন উৎকণ্ঠা রসের একটি গৌরচন্দ্রিকা শ্রবণ করুন—

গৌরাঙ্গ চমকি, বলে "দেখ সখি,
শবদ হইল কেনে।"
বন্ধু না দেখিয়া, বলিছে কান্দিয়া,
"আর ত সহেনা প্রাণে ॥
আসিব বলিয়া, না এলো কালিয়া,
আশায় রজনী গেল।
কেন বা আইনু, পুড়িয়া মরিনু,
অবলা পরাণে মোল ॥"
পড়িল ঢলিয়া, ইহাই বলিয়া,
"পরাণের নাহিক আশা।"
কহিছে বলাই; রাধা ভাব লই,
পহুর এরূপ দশা ॥

উপরের ছবিটি হৃদয়ে ধারণ করুন, তাহার পরে শ্রীরাধাকৃষ্ণ কীর্ত্তন শ্রবণ করুন।

* যিনি বলেন যে সঙ্গীত শিখিবার স্বর কি বোধ তাঁহার নাই, তিনি অন্যায় বলেন। সঙ্গীত পারে না, এরূপ দুর্ভাগ্য লোক অতি দুর্লভ। প্রায় জীব মাত্রেই সঙ্গীত শিখিতে পারেন, সংকল্প করিলেই হয়।

আর গোটা দুই কথা বলিয়া এ অধ্যায় সমাপ্ত করিব। রস আস্বাদনের নিমিত্ত উভয় নায়ক নায়িকার প্রয়োজন। শুধু নায়িকার ভাব লইয়া থাকিলে রস হয় না। সুতরাং এ দিকে শ্রীগৌরাঙ্গ যেমন নায়িকার ভাব দেখাইতেছেন, সেইরূপ আবার নায়কের ভাবও দেখাইতেছেন। রাধা ও কৃষ্ণ মিলিত হইয়া শ্রীগৌরাঙ্গ। অতএব শ্রীগৌরাঙ্গ একবার রাধারূপে প্রকাশ পাইতেছেন, একবার কৃষ্ণরূপে প্রকাশ পাইতেছেন। কৃষ্ণের লোভে রাধা কিরূপ ব্যাকুল, তাহা রাধারূপে প্রকাশ হইয়া জীবগণকে দেখাইলেন। আবার রাধার লোভে শ্রীকৃষ্ণ কিরূপ ব্যাকুল, তাহা কৃষ্ণভাবে প্রকাশ হইয়া জীবগণকে দেখাইলেন। রাধাভাবে শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ নবানুরাগিণী হইলেন, তাহার আভাস পূর্ব্বে দিয়াছি। আবার রাধাকে দর্শন করিয়া শ্রীকৃষ্ণের কি ভাব হইল তাহা শ্রীকৃষ্ণ হইয়া ভক্তগণকে দর্শন করাইতেছেন। এই পদ দুইটি শ্রবণ করুন—

আরে মোর গোরা দ্বিজমণি।
রাধা রাধা বলি কান্দে, লোটায়ে ধরণী॥
রাধানাম জপে গোরা পরম যতনে।
সুরধুনী ধারা বহে কমল নয়নে॥
ক্ষণে ক্ষণে গোরা অঙ্গ ভূমে গড়ি যায়।
রাধানাম বলি গোরা ক্ষণে মূরছায়॥
পুলকে ভরল তনু গদ গদ বোল।
বাসু কহে গোরা কেন এত উতরোল॥

আর এই পদটি শ্রবণ করুন—

হরি হরি গোরা কেন কান্দে?
নিজ সহচরগণ, পুছই কারণ,
হেরই গোরা-মুখ চাঁদে॥
অরুণিত লোচন, প্রেমভরে টলমল,
ঝর ঝর ঝরে প্রেম-বারি।
ঐছন শিথিল, গাঁথিল মতি ফল,
খসয়ে উপরি উপরি॥
সোঙরি বৃন্দাবন, নিশ্বাসই পুনঃ পুনঃ,
আপনার অঙ্গ নিরখিয়া।

দুই হাত বুকে ধরি, রাই রাই করি,
ধরণী পড়ল মূরছিয়া॥
তাহে প্রিয় গদাধর, বসিয়া করিল কোর,
কহয়ে শ্রবণে মুখ দিয়া।
পুনঃ অট্ট অট্ট হাসে, জগ-জন মনে তোষে,
বাসুঘোষ মরম বুঝিয়া॥

এক দিবস শ্রীগৌরাঙ্গ অর্দ্ধ বাহ্য অবস্থায় সুরধুনীতীরে গমন করিয়াছেন, এমন সময় দেখেন, পুলিন ফুল-বনে শোভিত। নগরে বসতি অতিশয় ঘন, সুতরাং পুষ্পবন কি বৃক্ষ দেখিতে হইলে পুলিনে যাইতে হইত। শ্রীগৌরাঙ্গের পুষ্প-বন দেখিয়া অমনি বৃন্দাবন মনে হইল ও চারিদিকে যেন বৃন্দাবন দেখিতে লাগিলেন। তখন সুরধুনী যমুনা বলিয়া বোধ হইল। ইহাতে রাস-রসে বিহ্বল হইয়া দ্রুতবেগে শ্রীবাসের বাড়ী উপস্থিত হইলেন। আসিয়া ভক্ত-গণকে সমুদায় যন্ত্র মিলাইতে বলিলেন। আপনি আপনি আনন্দে ডগমগ হইয়া, ভক্তগণকে সেই আনন্দের অংশ দিতেছেন, কাজেই সকলেই আনন্দে ডগ মগ হইতেছেন। ভক্তগণ একে সেই আনন্দের অংশ পাইয়া সেই স্রোতে ভাসিতেছেন, তাহার পরে কতক দিবস প্রভু সংকীর্ত্তনে আইসেন নাই। সুতরাং তাঁহাকে শ্রীবাস আঙ্গিনায় পুনরায় পাইয়া ভক্তগণের তখন কি অবস্থা হইয়াছে, তাহা মনে অনুভব করুন। বাসুঘোষের পদে এই লীলার একটু আভাস আছে। যথা—

বৃন্দাবন লীলা গোরার মনেতে পড়িল।
যমুনার ভাব সুরধুনীরে করিল॥
ফুল-বন দেখি বৃন্দাবনের সমান।
সহচরগণ গোপী সম অনুমান॥
খোল করতাল গোরা সুমেল করিয়া।
তার মাঝে নাচে গোরা জয় জয় দিয়া॥
বাসুদেব ঘোষ তাহে করয়ে বিশ্বাস।
রাস-রস গোরাচাঁদ করিল প্রকাশ॥

ভাগ্যবান বাসুদেব সেই দিন সেখানে উপস্থিত। রাস-রসের আস্বাদন হইতেছে, ইহাতে তিনি কোথায়? তিনি—সেই নাগর? নাগর ব্যতীত রাস কিরূপে হইবে? যিনি আছেন শ্রীগৌরাঙ্গ, তিনি ত তখন নাগর নহেন,

রাধা। সকলের মনে কৃষ্ণ-বিরহ উদয় হইতেছে। তখন নাগর আর থাকিতে পারিলেন না। আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সে কিরূপ হইল, তাহা শ্রীল বাসুঘোষ নীচের পদে ব্যক্ত করিতেছেন। যথা—

সো'ঙরি পূরব লীলা ত্রিভঙ্গ হইয়া।
মোহন মুরলী গোরা অধরে লইয়া॥
মুরলীর রন্ধ্রে ফুক দিয়া গোরাচাঁদ।
অঙ্গুলি চালাইয়া করে সুললিত গান॥
নগরের লোক যত শুনিয়া মোহিত।
সুরধুনীর তীরে তরু লতা পুলকিত॥
ভুবন মোহিল গোরা মুরলীর স্বরে।
বাসুদেব ঘোষ ধৈরজ কিরূপেতে ধরে?

শ্রীগৌরাঙ্গ তখন রাধাভাব ত্যাগ করিয়া, শ্রীভগবান হইলেন, হইয়া শ্যামসুন্দর রূপ ধরিয়া, রাসের রজনীতে যেরূপ মুরলী বাজাইয়াছিলেন, সেইরূপ মুরলী বাজাইতে লাগিলেন। সেই মধুর মুরলী রব শুনিয়া ভক্তগণ বিমোহিত হইলেন। তখন এক অদ্ভুত কাণ্ড উপস্থিত হইল। যেমন নাগর ব্যতীত রাস হয় না, তেমনি নাগরী ব্যতীতও রস হয় না। শ্রীগৌরাঙ্গ যদি নাগর হইলেন, তখনই গদাধর রাধারূপিণী হইলেন, ও নরহরি মধুমতী হইলেন। যথা চৈতন্যমঙ্গলে—

নরহরি ভুজে আর ভুজ আরোপিয়া।
শ্রীনিবাস ঘরে নাচে রাস বিনোদিয়া॥
গৌর দেহ শ্যাম তনু দেখে ভক্তগণ।
গদাধর রাধারূপ হইল তখন॥
নরহরি মধুমতী হইল সেই কালে।
দেখিয়া বৈষ্ণবগণ হরি হরি বোলে॥
বৃন্দাবন প্রকাশ হইল সেই স্থানে।
গো গোপী গোপাল সঙ্গে শচীর নন্দনে॥
অধিষ্ঠান কামদেব শ্রীরঘুনন্দন।
অপ্রাকৃত মদন বলিয়া যে গণন॥

সকলে দেখিলেন যে, সে স্থান বৃন্দাবন হয়েছে। শ্রীরাধাকৃষ্ণ সখা সখী, এমন কি শ্যামলী ধবলী প্রভৃতি গাভীগণ উপস্থিত। তখন শ্রীরাধাকৃষ্ণ মধ্য

স্থানে দাঁড়াইলেন, আর সখীগণ মণ্ডলী করিয়া কর ধরাধরি করিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। এখানে এই গীতটি দিব—

কালাচাঁদ চাঁদ চাঁদ চাঁদের বামে চাঁদবদনী দাঁড়ালো। ধ্রু। *
শ্যামের মাথায় মোহন চূড়া, রাইয়ের মাথায় বেণী॥
চূড়া করে ঝলমল ঝলমল, বেণী ধরে ফণী॥
গোবিন্দ দাস কহে করযোড় করি।
এই পরিবার বৃদ্ধি কর কিশোরা কিশোরী॥

উপরে ঐ গীতটি দিলাম, তাহার একটি কারণ যে নদীয়ার সুখের দিন অদ্য হইতে ফুরাইল।

শ্রীগৌরাঙ্গ নবানুরাগ হইতে রাস পর্য্যন্ত সমুদায় রাধাকৃষ্ণ-লীলা-রস কিরূপ, তাহা ভক্তগণকে দেখাইলেন, যাহা শ্রীমদ্ভাগবতে লেখা ছিল ও জয়দেব প্রভৃতি ভক্তগণ পূর্ব্বে বিস্তার করিয়া গিয়াছিলেন, শ্রীগৌরাঙ্গের কৃপায়, তাঁহার পার্ষদগণ তাহা স্বচক্ষে দেখিলেন।

শ্রীগৌরাঙ্গ ব্রজের সমস্ত রস দেখাইলেন, কেবল একটি বাকি রহিল—সেটি মাথুর, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ-বিরহ।

ব্রজের ভাব প্রাপ্তি জীবের পক্ষে অতি দুর্ল্লভ। আমি ব্রজ-গোপী, কি আমি ব্রজের লোক, মুখে বলিলে হয় না। বাক্যের নূপুর পায়ে দিয়া, কি উপমার শাটী পরিয়া, গোপী সাজিলে গোপী হওয়া যায় না। অনেকে দেহ-তত্ব, কি ভাগবত-তত্ব, কি রস-শাস্ত্র পড়িয়া কতকগুলি কার্য্য মাত্র শিখেন, শিখিয়া আপনার মনকে এই বলিয়া বঞ্চনা করেন, যে তিনি ব্রজের লোক হইয়াছেন। অনেকে বেশ উপমা দিতে পারেন। কিন্তু উপমা যোজনা করিতে পারিলেই মন কেন নির্ম্মল হইবে, কৃষ্ণ-প্রেম কেন হইবে? একটি উপমা শ্রবণ করুন; যথা, জীবন কিরূপ? না, পদ্ম-পত্রের জলের ন্যায়। কিন্তু এই উপমার শুধু অর্থ বুঝিয়া কি ফল হইল? যিনি হৃদয়ে বুঝিতে পারেন যে জীবন অতি চঞ্চল, এই আছে এই নাই, আর ইহা বুঝিয়া জীবন যাপন করিতে পারেন, তিনিই প্রকৃত রূপে এই উপমার ফলভোগী।

* ব্রজবিহারের একটি প্রধান অঙ্গ নৃত্য। শ্রীগৌরাঙ্গের নৃত্য দর্শন করিয়া নৃত্যের একটি অস্ফুট শাস্ত্র সৃষ্টি হয়। এখানে সে বিষয়ের কিছু বিস্তার করিতে পারিলাম না বলিয়া মনে বড় ক্ষোভ রহিল।

তবে ব্রজের ভাব প্রাপ্তি জীবের পক্ষে দুল্লভ বলিয়া কি জীবে ব্রজের ভজন করিবে না ? তাহারও উপায় শ্রীমহাপ্রভু করিয়া গিয়াছেন। ব্রজের ভজন করিতে হইলে গোপীগণের অনুগত হইয়া করিতে হয়। তুমি রাধা হইতে পার না, সুতরাং তুমি রাধার দাসী হও। তুমি যশোদা হইতে পার না, তুমি তাঁহার গণ হও, হইয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত ব্রজবাসীগণের যে লীলা তাহা উপভোগ কর। তুমি রাধা হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে গাঢ় আলিঙ্গন কর এ সাধ্য তোমার নাই। তুমি এমত স্থলে শ্রীরাধা দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে গাঢ় আলিঙ্গন করাইয়া, দর্শন কর। তুমি যশোদা হইয়া শ্রীকৃষ্ণের মুখে নবনীত দিতে পার না, তুমি যশোদার দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের মুখে ননী দাও। তাহাতেই ব্রজবাসীগণ যে রস-আস্বাদ করেন তাহার অংশ পাইবে। আর যে অংশ পাইবে, তোমার পক্ষে সে প্রচুর হইতেও প্রচুরতর হইবে, তুমি প্রেমের পাথারে ডুবিয়া যাইবে।

এখানে কোন সরল স্নিগ্ধ ভক্তিংলোলুপ জীব নিতান্ত ব্যগ্র হইয়া জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, এই রাধাকৃষ্ণ-লীলা ব্যাপারটা কি ? যদি প্রভুর লীলা কথা আরও লিখিতে পারি, তবে এ বিষয় আমরা ক্রমে ক্রমে বিস্তার করিব, কিন্তু আমার জীর্ণ শীর্ণ দেহ, কখন কি হয় কিছু বলিতে পারি না। অথচ বিষয়টী বড় গুরুতর। সুতরাং এ সম্বন্ধে এ স্থলে দিগ্‌দর্শনরূপে কিছু বলিতে ইচ্ছা করি।

এক শ্রেণীর ভক্ত আছেন, তাঁহারা বলেন যে রাধাকৃষ্ণের লীলা সমস্ত রূপক বর্ণনা। আর এক শ্রেণীর ভাগ্যবান ভক্ত আছেন, তাঁহারা বলেন এ সমুদায় সত্য। আবার আর এক শ্রেণীর ভক্ত আছেন, তাঁহারা বলেন যে এ লীলা সত্য কি মিথ্যা ইহা বিচারের প্রয়োজনই নাই। এই ঐতিহাসিক বিচারের সহিত ব্রজের নিগূঢ়রস আস্বাদনের কোন সম্বন্ধ নাই। যদি বল তাহা কি প্রকারে হইতে পারে ? ইহার উত্তর এখানে এই মাত্র দিব যে যাঁহারা গাঢ়রূপে ভগবানের ভজন করিয়াছেন, তাঁহাদের হৃদয়ে লীলা স্ফূর্ত্তি হয়। তাঁহারা সে লীলার বৃন্দাদেবী, ও তাঁহাদের হৃদয় বৃন্দাবন হয়েন।

ব্রজের নিগূঢ় রস হৃদয়ে ধারণ করিতে হইলে মনে একটী অবস্থা বিশেষের প্রয়োজন, সে অবস্থা বিশেষ লাভ করিতে সাধন, ভজন, ও সময় লাগে। আমার "কালাচাঁদ-গীতা" নামক গ্রন্থে, আমি ব্রজের নিগূঢ় রস বিস্তার করিয়া বর্ণনা করিয়াছি। এবং পাঠকগণের সুবিধার নিমিত্ত এই গ্রন্থখানি সচিত্র করিয়াছি।

সে যাহা হউক, প্রেমের ভজন সম্বন্ধে এখানে গুটি দুই প্রয়োজনীয় কথা বলি। শ্রীভগবানকে জীবন্ত প্রীতি দ্বারা ভজনা করিতে শ্রীগৌরাঙ্গ আপনি যজিয়া শিক্ষা দিলেন। শ্রীভগবানকে প্রাণনাথ বলিয়া মুখে সম্বোধন করা অতি সহজ কথা, কিন্তু তাহাতে রসের উদয় হইবে না। যে পরিমাণে একটি চিত্র প্রস্ফুটিত হয়, সেই পরিমাণে উহা চিত্ত মুগ্ধ করে। কোন স্ত্রী স্বামীকে প্রাণনাথ বলিয়া সম্বোধন করিতেছেন, দেখিলে প্রকৃত প্রস্তাবে একটি জীবন্ত ছবি দেখা হয়। সেই স্ত্রীলোক যদি একটি কুকুরকে কি বিকটাকার দৈত্যকে বল্লভ বলিয়া সম্বোধন করে, তবে তাহাকে উন্মাদিনী বলিয়া তাহার প্রতি ঘৃণার কি দয়ার উদয় হয়। সেইরূপে যদি কোন জীব শ্রীনিরাকার ভগবানকে প্রাণনাথ বলিয়া সম্বোধন করে, তবে সেটি কি হয়? না, একটি নির্জীব কবিতা বই আর কিছুই নয়। অতএব যদি তুমি স্ত্রীলোক হও, শ্রীভগবান পুরুষের আকৃতি প্রকৃতি ধরিয়া তোমার সম্মুখে আগমন করেন, আর তুমি তাঁহাকে পতিত্বে বরণ কর, তবেই তুমি তাঁহাকে প্রকৃত প্রস্তাবে প্রাণনাথ বলিতে পার, তাঁহাকে প্রাণনাথ বলিবার তোমার অধিকার জন্মে। কিন্তু তুমি যেখানে তাহা পার না, সেখানে শ্রীশ্যামের বামে কিশোরীকে দাঁড় করাও, করিয়া তুমি তাঁহাদের যুগল বিলাসের সহায়তা কর। এই নিমিত্ত ভগবানের মানব-লীলা ব্যতীত তাঁহার প্রেমভক্তির ভজন হইতে পারে না। বৌদ্ধ কি মুসলমান কি খ্রীষ্টান, ইহাঁরা কিঞ্চিৎ মাত্র লীলা পাইয়াছেন বলিয়া ভক্তির ভজন করিতে পারেন, কিন্তু ইহাঁদের ব্রজের নিগূঢ় রস আস্বাদন করিবার মত ভগবৎ-লীলা কিছুমাত্র নাই।

এখন, ভগবানকে বিশুদ্ধ অকৈতব প্রেমের দ্বারা ভজন করিতে কি কি প্রয়োজন, বিবেচনা কর। প্রথম, শ্রীভগবানের ঠিক মানুষ হইতে হইবে। তাঁহার এক জন মাতা কি পিতা, কি মাতা পিতা উভয়ই চাই। তাঁহার ভ্রাতা চাই, স্ত্রী কি প্রণয়িনী চাই। তাঁহার এক জন মাতা না হইলে তাঁহাকে কে বাছা বলিয়া ডাকিবে? কাহার এত বড় শক্তি? কে সখা কি ভাই বলিয়া ডাকিবে? কেবা প্রাণনাথ বলিয়া ডাকিবে? তুমি ত ইহার কিছুই পার না। শুধু তাহা নয়। তাঁহার শুধু এক জন মা চাই তাহা নহে, নিজেরও আর একটি সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর দুরন্ত শিশু হওয়া চাই। তাহা না হইলে বাৎসল্য রসের সৃষ্টি হইবে না। তাঁহার এক জন সখা হইলেই হইল না, সখার সহিত তাঁহার খেলা চাই; আর তাঁহার নিজের ক্রীড়াশীল ও রল হওয়া চাই -

তাহা না হইলে সখ্যরসের স্ফূর্ত্তি হইবে না। সেইরূপ শুধু তাঁহার একটি প্রণয়িনী চাই, তাহা নহে, মধুর রস পুষ্টির নিমিত্ত তাঁহার স্বয়ং নবীন সুন্দর পুরুষ হওয়া চাই, আর তাঁহার প্রণয়িনীর লাবণ্যময়ী হওয়া চাই। ব্রজ রস স্ফূর্ত্তি করিতে কি কি প্রয়োজন, তাহা এখন অনায়াসে বুঝা যাইবে। উহাতে সুন্দর নাগর চাই, নিভৃত নিকুঞ্জ বন চাই, সঙ্কেত বাঁশী চাই, জটিলা চাই। আর চাই কি? না, নবানুরাগ, বাসকসজ্জা, অভিসার, মিলন, মান, বিরহ, রাস প্রভৃতি। তুমি যদি ব্রজলীলায় বিশ্বাস করিতে না পারে, তবে একটি বুদ্ধির কার্য্য করিও। মহাজনগণ বিশ্বাস করিয়া গিয়াছেন, সেই অনুরোধে যত দূর পার বিশ্বাস করিয়া লও। তবু যদি তোমার মনে সন্দেহ আসিয়া উপস্থিত হয়, তবে তুমি সমুদায় রূপক বলিয়া ভজনা আরম্ভ কর, তাহাতেও ক্ষতি নাই। দেখিবে কিছুকাল পরে সে সমুদায় ভাব ঘুচিয়া তোমার হৃদয়ে ব্রজলীলা মূর্ত্তিমন্ত হইয়া দাঁড়াইবে। আমাদের নবীন-নটবর নাগর জয়যুক্ত হউন! যাঁহার মধুর মুরলীরবে ব্রজাঙ্গনার নীবীবন্ধন খসিয়া পড়ে, তিনি জয়-যুক্ত হউন! যিনি ব্রজ-বধূর মুখ-কমল-মধু লুণ্ঠন করেন, তিনি জয়যুক্ত হউন! যিনি শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থখানির প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, সেই আমাদের শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর জয়যুক্ত হউন!

নবম অধ্যায়।

নিজ জন নিঠুর, আনে দয়া প্রচুর।
ভক্তজনে চঞ্চল, আনে গভীর অটল॥
নব অনুরাগ সুধা ভৃঙ্গ।
যত অত্যাচার তোমার, অঙ্গের ভূষণ আমার,
সব সুধা বরিষণ, প্রেম অঙ্কুরেতে শিশির সিঞ্চন।
বলরাম দাস মাগে সঙ্গ॥

কখন কখন বা শ্রীগৌরাঙ্গ আপন ইচ্ছায় শ্রীবাসের বাড়ী সংকীর্ত্তনে যাইতেন। এইরূপ কি ভাবে এক দিন সেখানে গিয়াছেন। গিয়া দেখেন, শ্রীবাসের আঙ্গিনায় শত শত ভক্তগণ মহানন্দে কীর্ত্তন করিতেছেন। শ্রীগৌরাঙ্গ আসিয়াছেন, সে আনন্দে ভক্তগণের কাহারও বাহ্য নাই। শ্রীবাসের আঙ্গিনায় কীর্ত্তন হইতেছে, সুতরাং তাঁহার আনন্দ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। এমন সময় এক জন দাসী আসিয়া ব্যস্ত হইয়া, শ্রীবাসকে বাড়ীর মধ্যে ডাকিয়া লইয়া গেল।

শ্রীবাসের এক পুত্র, বয়সে বালক, সেই পুত্রের সাংঘাতিক রোগ হইয়াছে। অভ্যন্তরে রমণীগণ তাহার সেবা শুশ্রূষা ও রোগ প্রতিকারের চেষ্টা করিতেছেন, শ্রীবাস বাহিরে প্রভুর সহিত নৃত্য করিতেছেন। তাঁহার যে এক মাত্র পুত্র সাংঘাতিক রোগে প্রাণে মরিতেছে, তাহাতে শ্রীবাসের মনে বড় একটা চিন্তা নাই। তিনি কেন চিন্তা করিবেন? তিনি যাঁহার, তাঁহার পুত্র যাঁহার, যিনি জীব মাত্রের গতি, সেই তিনি আঙ্গিনায় নৃত্য করিতেছেন। শ্রীবাস কাজেই রোগাক্রান্ত পুত্রকে রমণীগণের হস্তে সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া, বাহিরে আসিয়া সংকীর্ত্তনে নৃত্য করিতেছেন।

ডাকিবা মাত্র দাসীর সহিত শ্রীবাস দ্রুতগমনে বাটীর মধ্যে গমন করিলেন। তখন কেবল মাত্র চারি দণ্ড রাত্রি হইয়াছে। পুত্রের কাছে যাইয়া দেখেন যে তাহার অন্তিম কাল উপস্থিত। তখন তাহাকে অতি যত্নপূর্ব্বক তারকব্রহ্ম নাম শুনাইলেন। পুত্রের জননী প্রভৃতি রমণীগণ কান্দিবার উপক্রম করিলে শ্রীবাস বিনীতভাবে তাহাদের নিবারণ করিলেন। শ্রীবাস বলিতেছেন, "যাঁহার নাম শ্রবণ করিবামাত্র মহাপাতকী নিত্যধামে যায়, সেই শ্রীভগবান স্বয়ং আমার আঙ্গিনায় নৃত্য করিতেছেন। আমার এ পুত্রের যে ভাগ্য তাহা ব্রহ্মা পর্য্যন্ত লোভ করিতে পারেন। যদি তোমাদের তাহার উপর প্রকৃতই স্নেহ থাকে, তবে তোমরা আনন্দ উৎসব কর। সে শুভক্ষণে জন্মিয়াছিল। নৃত্যকারী শ্রীভগবানের সম্মুখে সে দেহ ত্যাগ করিল এই কথা মনে করিয়া আমার হৃদয় আনন্দে পুলকিত হইতেছে। তোমরা স্ত্রীলোক, দুর্ব্বল জাতি, যদি আমার এই কথায় মনকে সান্ত্বনা করিতে না পার, তবে অন্তত আমার এই কথাটি রাখ। কিছু কাল ক্রন্দন স্থগিত কর, এমন কি বাহিরে যে ভক্তগণ আছেন, তাঁহারা যেন এই ঘটনার বিষয় কিছুই জানিতে না পারেন। কারণ এই কথা প্রকাশ হইলেই দুঃখের তরঙ্গ উঠিবে, আর তাহা হইলে আমার প্রভুর আনন্দ-রস ভঙ্গ হইবে। অতএব, (যথা চৈতন্যভাগবতে)

কলরব শুনি যদি প্রভু বাহ্য পায়।
তবে ত গঙ্গায় প্রবেশিমু সর্ব্বথায়॥

শ্রীবাস বলিতেছেন, "যদি ক্রন্দন কলরব শুনিয়া প্রভুর আনন্দ-রস ভঙ্গ হয়, তবে আমি তদ্দণ্ডে গঙ্গায় প্রবেশ করিয়া প্রাণত্যাগ করিব।"

এই কথা শুনিয়া শ্রীবাসের স্ত্রী, অর্থাৎ মৃতপুত্রের মাতা ও তাঁহার বাড়ীর অন্য অন্য রমণীগণ কতক বুঝিয়া, কতক অনুরোধে, আর কতক ভয়ে, ক্রন্দনে ক্ষান্ত দিলেন, ও মৃত পুত্র লইয়া অভ্যন্তরের আঙ্গিনায় ঘিরিয়া বসিয়া রহিলেন। এ সংবাদ কাহাকেও জানিতে দিলেন না।

শ্রীবাসের মনে ভয়, যে যদি ভক্তের মধ্যে কেহ এই ঘটনা জানিতে পান, তবেই এ কথা ক্রমে প্রকাশ পাইবে, ও অবশেষে প্রভুর নৃত্য ভঙ্গ হইবে। অতএব এ কথা কাহাকেও জানিতে দিবেন না। এই সকল সিদ্ধির নিমিত্ত, সদ্য-মৃত পুত্রকে মৃত্তিকায় রাখিয়া, প্রফুল্লিত অন্তঃকরণে,

প্রফুল্লিত মুখে, কীর্ত্তন সমাজে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া দুই বাহু তুলিয়া "হরিবোল" "হরিবোল" বলিয়া নৃত্য আরম্ভ করিলেন।

কাজেই তখন ভক্তগণ কেহ জানিতে পারিলেন না। কিন্তু এ কথা অনেকক্ষণ গোপন থাকিবার নহে, কাজেই থাকিল না। ক্রমে প্রকাশ পাইতে লাগিল। যিনি এই সংবাদ শুনিতেছেন, তিনিই নৃত্যে ক্ষান্ত দিয়া চিত্র-পুত্তলিকার ন্যায় শ্রীবাসের মুখ পানে চাহিয়া দেখিতেছেন। দেখিতেছেন কি যে, যে শ্রীবাস সদ্য পুত্রশোকরূপ-বাণে বিদ্ধ, তিনি দুই বাহু তুলিয়া, মহানন্দে নৃত্য করিতেছেন। শ্রীবাসের এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া, সেই ভক্ত আবার শ্রীগৌরাঙ্গের পানে চাহিতেছেন। আর ভাবিতেছেন, "প্রভু এ তোমারই কাজ, তুমি ভিন্ন এরূপ রঙ্গ করে কাহার সাধ্য? এই শ্রীবাস তোমার একান্ত প্রিয়, ইহার হৃদয় মাঝারে তুমি ভিন্ন আর কিছুই নাই। সেই তুমি, তাঁহার আঙ্গিনায় নৃত্য করিতেছ, সেই তুমি তাঁহার এক মাত্র পুত্র হরণ করিলে, ইহাতে তোমার প্রতি শ্রীবাসের চিত্ত একবিন্দুও বিচলিত হইল না, বরং দেখিতেছি যেন শ্রীবাসের চিত্তে আনন্দ ধরিতেছে না। ধন্য তুমি, ধন্য তোমার ভক্ত!"

প্রকৃত পক্ষে যাঁহাদের মন নিতান্ত মায়াজালে আবদ্ধ, তাঁহারা ভাবিতে পারেন যে প্রভু এ কার্য্যটি ভাল করেন নাই, যেহেতু তিনি যখন শ্রীবাসের বাড়ীতে নৃত্য করিতেছেন, তখন তাঁহার সম্মুখে সেই শ্রীবাসের বাড়ীতে, কোন বিপদ আসিতে দেওয়া কর্ত্তব্য ছিল না। কিন্তু হে মুগ্ধ জীব! তুমি কি আমি, ভগবান নহি, তুমি আমি শ্রীবাসও নহি, তুমি আমি তাঁহাদের মহত্ত্বের পরিমাপক হইতে পারি না। শ্রীবাসের এই ঘটনা দ্বারা জগতে একটি কথার উৎপত্তি হইল। সে কথা পূর্ব্বে জগতে ছিল না, সেই কথায় লক্ষ লক্ষ লোক চিরদিন শিক্ষা পাইবে। এ অবতারের সমুদায় কাণ্ডই জীব শিক্ষার নিমিত্ত। এই লীলা দ্বারা শ্রীভগবান দেখাইলেন যে, তোমরা যাহাকে দুঃখ বল, ভক্তের নিকট তাহা সুখ। পুত্রশোক অপেক্ষা আর দুঃখ নাই। শ্রীবাস মর্ম্মে সেই বিষম আঘাত পাইয়া, সেই শেল বুকে করিয়া, ভক্তিবলে কি করিলেন, তাহা তিনি জীবকে দেখাইলেন।

তবে তোমরা বলিতে পার, যে শ্রীভগবান শ্রীবাসকে কেন এত দুঃখ দিলেন। কিন্তু শ্রীবাস একটুও দুঃখ পান নাই। যাঁহার মনে ধ্রুব বিশ্বাস যে শ্রীভগবান তাঁহার আঙ্গিনায় নৃত্য করিতেছেন, পুত্রশোকে তাঁহার কি

করিতে পারে? তোমার যদি সে বিশ্বাসটুকু থাকিত, তোমারও ঐ অবস্থায় দুঃখ হইত না।

তাহার পর আর একটি কথা সকলেরই জানা উচিত। যাঁহারা ভক্ত তাঁহারা ইহকালকে স্বপ্ন মনে করেন। কেবল পরকালই তাঁহাদের পক্ষে প্রকৃত। তাঁহাদের নিকট মৃত্যু চির-বিয়োগ নয়। মৃত্যু তাঁহাদের নিকট নূতন জীবন ও চির-মিলন।

বলিয়াছি যে, যিনি শ্রীবাসের মৃতপুত্রের বিষয় শুনিতেছেন, তিনিই নৃত্যে ক্ষান্ত দিয়া, স্তম্ভিত হইয়া, একবার শ্রীবাসের, একবার প্রভুর, মুখ দেখিতেছেন। এইরূপে এক এক করিয়া ক্রমে সকলেই নৃত্যে ক্ষান্ত দিলেন। সুতরাং সেই সঙ্গে সঙ্গে মৃদঙ্গ ও করতাল বাদ্যও ক্ষান্ত হইল। যখন সমস্ত কোলাহল বন্ধ হইয়া গেল, তখন শ্রীগৌরাঙ্গের বাহ্য হইল। বাহ্য পাইয়া ভক্তগণের মুখপানে চাহিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ বলিতেছেন, "কেন আমার অন্তর কান্দিয়া উঠিতেছে?" তখন শ্রীবাসের দিকে ফিরিয়া বলিতেছেন, "পণ্ডিত! তোমার বাড়ীতে কি কিছু দুর্ঘটনা হইয়াছে? কীর্ত্তনে কেন আমার সুখ হইতেছে না? আমার প্রাণ কেন কান্দিতেছে?" শ্রীবাস বলিলেন, "প্রভু! তুমি আমার বাড়ীতে, সুতরাং দুর্ঘটনা অসম্ভব।" প্রভু এ কথা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। তখন ভক্তগণের পানে চাহিয়া বলিতেছেন, "তোমরা আমাকে শীঘ্র বল, পণ্ডিতের বাড়ী কি কোন বিপদ হইয়াছে?"

ভক্তগণ পরস্পরের মুখ চাওয়া চায়ি করিতে লাগিলেন। প্রভুকে দুঃখের কথা কেহ বলিতে চাহেন না। কিন্তু শেষে বলিতে হইল। ভক্তগণ তখন কহিলেন যে, শ্রীবাসের পুত্র পরলোক গত হইয়াছে। এই কথা শুনিয়া প্রভু বলিতেছেন, "সে কি! কতক্ষণ?" ইহাতে পার্ষদগণ বলিলেন, "এই ঘটনা চারি দণ্ড রজনীর সময় হইয়াছে, আর সে প্রায় আড়াই প্রহর হইল।"

এই কথা শুনিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীবাসের মুখ পানে চাহিলেন। দেখেন, তাঁহার মুখ আনন্দে প্রফুল্ল। প্রভু শ্রীবাসের মুখ পানে চাহিয়া তাঁহার বদনের ভাব দেখিয়া বড় সুখী হইলেন। বলিতেছেন, "শ্রীবাস! তুমি ধন্য! তুমি অদ্য শ্রীকৃষ্ণকে ক্রয় করিলে।" কিন্তু তিনি আর ধৈর্য্য ধরিতে পারিলেন না, তাঁহার হৃদয় উথলিয়া উঠিল। অশ্রুপূর্ণ নয়নে আপনাপনি বলিতে লাগিলেন, "আমি কিরূপে এই সঙ্গ ত্যাগ করিব? এমন ব্যক্তির সঙ্গ ত্যাগ করিতে

হইবে মনে করিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে।” শ্রীগৌরাঙ্গ এই বলিয়া মস্তক অবনত করিয়া অনেক ক্ষণ রোদন করিলেন। শ্রীবাস তখন প্রভুকে শান্ত করিতে লাগিলেন। শ্রীবাস যখন বলিলেন, “প্রভু! পুত্রশোক সহিতে পারি, কিন্তু তোমার নয়ন জল দেখিতে পারি না, প্রভু শান্ত হও, আমার দুঃখ নাই, দুঃখের সম্ভাবনা নাই,” তখন শ্রীগৌরাঙ্গ নয়ন মুছিলেন।

শ্রীগৌরাঙ্গ একটু শান্ত হইলে সকলে সেই মৃত-শিশুকে ধরিয়া বাহিরে আনিলেন, আনিয়া শোয়াইলেন। প্রভু তখনি তাঁহার নিকট গমন করিলেন, ও তাহাকে জীবিত ভাবিয়া দুই একটি প্রশ্ন করিলেন। প্রভু প্রশ্ন করিবা মাত্রই অমনি সেই মৃত দেহে প্রাণ আসিয়া সঞ্চারিত হইল। আর শিশু কথা কহিতে লাগিলেন। এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া সকলে সেখানে আসিলেন। শ্রীবাসের অন্যান্য পরিবারবর্গ ও ভক্তগণ মৃত-শিশুকে ঘিরিয়া দাঁড়াইলেন। প্রভুর ইচ্ছা মত মৃত-শিশু উত্তর করিতেছে, যথা, “আমার এ জগতের কার্য্য শেষ হইয়া গিয়াছে, কাজেই আমি ভাল স্থানে যাইতেছি। প্রভু! তুমি কৃপা কর, যেন তোমার চরণে মতি থাকে।” ইহা বলা হইলে তাহার প্রাণ আবার তাহার দেহ ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল।

যখন মৃত পুত্র এইরূপ কথা কহিল, তখন মৃত শিশুর জননী প্রভৃতি স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন যে, প্রকৃত প্রস্তাবে সে শিশু মরে নাই, সম্পূর্ণরূপে জীবিত আছে। শোক, জীবের সর্ব্ব প্রধান দুঃখ। এই শোক সহ্য করিতে না পারিয়া, পূর্ব্বে রমণীগণ মৃত স্বামীর সহিত সহ-মরণ গমন করিতেন। শোকের কারণ আর কিছুই নয়। যিনি শোকাকুল, তিনি ভাবেন যে তাঁহার প্রিয়জন চিরকালের নিমিত্ত ধ্বংস হইয়া নীরব হইল, আর সে কথা কহিবে না, আর তাহার সহিত কোন কালে মিলন হইবে না। যদি তিনি জানিতে পারেন যে তিনি যাহাকে মৃত ভাবিতেছেন সে জীবিত আছে, তবে শোক জনিত দুঃখের অনেক পরিমাণে হ্রাস হয়। মৃত শিশুর মুখের কথা শুনিয়া তাহার জননী পর্য্যন্ত শোক ভুলিয়া গেলেন, এবং আনন্দে পরিপূরিত হইলেন। শ্রীবাসেরা চারি ভাই একেবারে প্রভুর চরণে পড়িলেন, এবং আর একবার প্রভুকে দেহ, গৃহ, প্রাণ, মন, বুদ্ধি, সমর্পণ করিলেন। আর একবার বলি কেন, তাঁহারা পূর্ব্বে এইরূপে একবার কেন, বহুবার আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন।

প্রভু বলিলেন, “শ্রীবাস! যখন সংসারে আসিয়াছ তখন তোমাকে ইহার নিয়মের অধীন থাকিতে হইবে। তবে কেহ কেহ সংসারের দণ্ডে ক্লেশ

পায়, কিন্তু তুমি তাহার বাহিরে। তবু তুমি আমার নিজজন, যথাসাধ্য তোমাকে একটি সান্ত্বনা বাক্য বলি। যেমন তোমার পুত্র পরলোক গত হইয়াছে, আমি আর শ্রীপাদ নিত্যানন্দ তোমার পুত্র রহিলাম।"

তখন সকলে শ্রীবাসের ভাগ্যকে প্রশংসা করিয়া হরিধ্বনি করিয়া উঠিলেন। ভক্তগণ তাহার পরে মৃতদেহ লইয়া সৎকার করিতে গেলেন।

সকলেই শোক দুঃখ ভুলিলেন, কিন্তু একটি কথা কেহই ভুলিতে পারিলেন না। সে কথাটি সকলের হৃদয়ে শেলের মত বিদ্ধিয়া রহিল। সকলেই বিষণ্ণ চিত্তে ভাবিতে লাগিলেন যে প্রভু ও কি কথা বলিলেন? প্রভু যে বলিলেন, এরূপ সঙ্গ কিরূপে ছাড়িবেন, তিনি আমাদিগকে কি ত্যাগ করিয়া যাইবেন? প্রভু ত্যাগ করিয়া গমন করিলে ত একজনও প্রাণে বাঁচিবে না? সকলে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া মনে মনে ইহার চিন্তা করিতে লাগিলেন। কথাটি এরূপ মর্ম্মভেদী যে উহা লইয়া পরস্পর আলোচনা করিতে পারিলেন না। সকলেই মনে মনে রাখিলেন।

দশম অধ্যায়।

আজ কেন গোরাচাঁদের বিরস বয়ান। ধ্রু
"কে আইল" "কে আইল" বলয়ে সঘন॥
চৌদিকে ভকতগণ কান্দি অচেতন।
গৌরাঙ্গ এমন কেন না বুঝি কারণ॥
ও মুখ চাহিতে হিয়া কেমন জানি করে।
কত সুরধুনী গোরার আঁখি যুগে ঝরে॥
হরি হরি বলি গোরা ছাড়য়ে নিশ্বাস।
শিরে কর হানে বাসু গদ গদ ভাষ॥

মাঝে মাঝে এইরূপে শ্রীগৌরাঙ্গ বাহ্যজ্ঞান লাভ করিয়া ভক্তগণের সঙ্গে দুই একটী কথা বলিতেন, কি কীর্ত্তন করিতেন। কিন্তু অন্য সময় একেবারে ভাবে বিভোর থাকিতেন। এক দিন শ্রীভক্তগণ নিমাইকে বিশেষ উদ্বিগ্ন দেখিতে লাগিলেন। মুখে যে আনন্দময় ভাব ছিল, তাহা হঠাৎ অন্তর্হিত হইল। পুত্রের সাংঘাতিক রোগ হইলে যেরূপ মুখে চিন্তার নিদর্শন দেখা যায়, সেইরূপ ঘোর উৎকণ্ঠায় তাঁহার মুখ-চন্দ্রিমা মলিন করিল। ভক্তগণ বুঝিলেন যে কোন ঘোর উদ্বেগ শ্রীগৌরাঙ্গের অন্তরে অতিশয় যন্ত্রণা দিতেছে। কিন্তু সে চিন্তাটী কি কেহ স্থির করিতে পারিলেন না। ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করেন, এরূপ সাহসও কাহারও হইতেছে না। জিজ্ঞাসা করিলেও ফল নাই, যেহেতু প্রভু হয় ত প্রশ্ন শুনিতে কি বুঝিতে পারিবেন না, বা উহার উত্তরও দিবেন না। নিমাই আপনার পিঁড়ায় বসিয়া আছেন, ভক্তগণ চতুষ্পার্শে তাঁহাকে ঘিরিয়া বসিয়া বদন নিরীক্ষণ করিতেছেন। নিমাইয়ের মুখ দেখিয়া হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে। তাঁহার চক্ষে জল নাই, যেন হুতাশে নয়নের জল শুখাইয়াছে। কেবল মাঝে মাঝে দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িতেছেন, কি অস্ফুটস্বরে "হায় হায়" করিতেছেন। শচী পুত্রের এই হৃদয়বেদনা দেখিয়া দুঃখে রোদন করিতেছেন। কিন্তু নিমাইয়ের মনের কি দুঃখ, তাহা

কেহ জানেন না। সুতরাং কিরূপে সে দুঃখ অপনয়ন করিবেন তাহাও স্থির করিতে পারিতেছেন না। সকলে বসিয়া নিমাইয়ের দুঃখ দেখিতেছেন, আর সেই সঙ্গে সঙ্গে দুঃখভোগ করিতেছেন।

নিমাই মাঝে মাঝে এদিক্ ওদিক্ চাহিতেছেন, কখন বা একটু উঠিয়া উকি মারিতেছেন, যেন কাহার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছেন। অল্প একটু শব্দ হইলেই চম্‌কিয়া উঠিতেছেন, ও মুখ শুখাইয়া যাইতেছে। কখন কখন শব্দ হইলে নিকটের ভক্তগণকে বলিতেছেন, "তোমরা দেখ ত কে এলো?" এই কথা শুনিয়া কেহ বা বাটীর বাহিরে যাইয়া দেখিয়া আসিলেন, আর বলিলেন, "কই? কেহ আসে নাই।" তখন আবার নিমাই একটু শান্ত হইলেন। আবার উকি মারিতে লাগিলেন, আবার কোন শব্দ হইলে বলিতে লাগিলেন, "আবার দেখিয়া আইস, কেহ আসিয়াছেন কি না।" কেন নিমাই এইরূপ করিতেছেন কেহ কিছু বুঝিতে পারিতেছেন না। এমন সময় গোপীনাথসিংহ আসিয়া উপস্থিত। তাঁহার পানে শ্রীগৌরাঙ্গ অতি কাতরভাবে চাহিয়া বলিলেন, "অক্রুর! তবে তুমি সত্যই আসিয়াছ? সত্যই আমাকে অনাথা করিয়া কৃষ্ণকে লইয়া যাইবে?" এই বলিয়া কান্দিয়া উঠিলেন। তখন সকলে বুঝিতে পারিলেন শ্রীগৌরাঙ্গের মনের ভাব কি।

শ্রীবৃন্দাবনে রাধাকৃষ্ণ লীলা-রস সমুদায় স্বয়ং আস্বাদন করিয়া ও ভক্তগণকে আস্বাদন করাইয়া, এখন শ্রীগৌরাঙ্গ এই কৃষ্ণলীলায় আর এক পদ অগ্রবর্ত্তী হইলেন। শ্রীনবদ্বীপে এখন "অক্রুর সম্বাদ" পালা আরম্ভ হইল। শ্রীগৌরাঙ্গের মনে এই ভাব বিন্ধিয়া গেল যে শ্রীঅক্রূর আসিতেছেন, আসিয়া তাঁহার কৃষ্ণকে মথুরায় লইয়া যাইবেন।

এখন উপরের যে বাসুঘোষের পদ উহা অনুভব করুন। অক্রুর আসিয়া কৃষ্ণকে লইয়া যাইবেন, অক্রূর আসিতেছেন, আগতপ্রায়, কিন্তু কখন আসিবেন ঠিক নাই, এই ভাবে শ্রীনিমাই বিভোর। কাজেই উদ্বেগে মুখ শুখাইয়া গিয়াছে, কাজেই একটু উঠিয়া মুহুর্মুহু উকি মারিতেছেন; কাজেই কোন শব্দ শুনিলেই "কে এলো" বলিয়া ভয়ে ব্যস্ত হইতেছেন। একট শব্দ হইলেই ভাবিতেছেন, "এই এসেছে!"

এখন মথুরার লীলা আরম্ভ হইতেছে। এখন কাজেই অক্রূরকে প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

অক্রূরকে প্রতীক্ষা করিতেছেন, করিতে করিতে ক্রমে ভাব ফুটিতে লাগিল, ভাব ফুটিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ এই রসে বিভোর হইলেন যে অক্রূর আসিয়াছেন, আসিয়া শ্রীকৃষ্ণকে লইয়া যাইতেছেন। ক্রমে যেন অক্রূর তাহার অগ্রে দাঁড়াইলেন। তখন অতি কাতর হইয়া অক্রূরকে সম্বোধন করিয়া অনুনয় বিনয় করিতেছেন। বলিতেছেন, "অক্রূর! তুমি আমার কৃষ্ণকে লইয়া যাইও না।" ইহা বলিয়া এরূপ কাতর স্বরে মিনতি করিতেছেন যে, ভক্তগণ, যাঁহারা চারিপার্শ্বে বসিয়া প্রভুর ভাব দর্শন করিতেছেন, তাঁহাদের হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে। আবার বলিতেছেন, "অক্রূর! আমার কৃষ্ণ যতনের ধন, মথুরা স্বার্থপরতার স্থান, সেখানে তাঁহার যত্ন হইবে না। তাঁহার হৃদয় ভালবাসায় গঠিত, তিনি ব্রজ ফেলিয়া যাইতে মর্ম্মাহত হইবেন।" নিমাই এইরূপ বলিতেছেন, আর যেন বুঝিতেছেন যে, তাঁহার কথা অক্রূর না শুনিয়া তবু কৃষ্ণকে লইয়া যাইবার উদ্যোগ করিতেছেন। আবার বলিতেছেন, "অক্রূরের দোষ কি, আমার কপালের দোষ। বিধি আমার কপালে কৃষ্ণ বিরহ লিখিয়াছে, অক্রূর কেবল সেই নির্ব্বন্ধ পালন করিতেছে মাত্র।" শ্রীগৌরাঙ্গের সেই মুহূর্ত্তের প্রলাপ অবলম্বন করিয়া মহাজনেরা নানা পদ রচনা করিয়াছেন, তাহার একটী পদ শ্রবণ করুন। শ্রীমতী রাধা বিধিকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—

তুই রে বিধি অক্রূর মূর্ত্তি ধরি।
আমার কৃষ্ণ নিলি চুরি করি॥
যদি কৃষ্ণ নিলি চুরি করি।
রাখিস্ তারে যতন করি॥
(আমার যতনের ধন রে)

এইরূপে অক্রূরকে অনুনয় বিনয় করিতেছেন, এমন সময় সে ভাব আরো প্রস্ফুটিত হইল। সে এই যে, নিদয় অক্রূর তাঁহার কৃষ্ণকে ছাড়িল না, লইয়া চলিল। তখন ব্যগ্র হইয়া বলিতেছেন, "অক্রূর! আমার প্রাণনাথকে কোথা নিয়া যাইতেছ? আমি বাঁচিব কিরূপে? আমাকে শোক-সাগরে ভাসাইয়া, অক্রুর, তুমি আমার কৃষ্ণকে লইও না।" ইহাই বলিয়া উঠিলেন। কিন্তু ভক্তগণ ঘিরিয়া দাঁড়াইলে আবার বসিলেন। তখন নিমাই ভক্তগণকে বলিতেছেন, "তোমরা যে চুপ করিয়া রহিলে? তোমরা যে কেহ কথা

কহ না? কৃষ্ণকে যে লইয়া গেল, দেখিতেছ না?" কিন্তু ভক্তগণ এ কথায় উত্তর দিলেন না, কেবল রোদন করিতে লাগিলেন। যথা—

হরি হরি কি কহিব গৌর চরিত। ধ্রু।
"অক্রূর' "অক্রূর" বলি, পুনঃ পুনঃ ধাইছে,
ভাবিয়া পূরব পীরিত॥
কাঁহা মোর প্রাণ, নাথ লই যাইছ,
ডারি মোরে শোকের কূপে।
কো পুন বচন, বোল নাহি ঐছন,
সব জন রহল নিচুপে॥
বোরি ভকতগণে, বোলত পুনঃ পুনঃ,
তু সব না কহসি ভাষ।
ঐছন হেরি, ভকতগণ রোয়ত,
না বুঝল গোবিন্দ দাস॥

তখন, "অক্রূর একটু দাঁড়াও, আমি একবার জনমের মত দেখিয়া লই," ইহাই বলিয়া উঠিয়া অক্রূরের পশ্চাৎ দৌড়িলেন। ভক্তগণ ব্যস্ত হইয়া ধরিতে উঠিলেন, কিন্তু তাঁহাদের বড় পরিশ্রম করিতে হইল না। কারণ "দাঁড়াও, দাঁড়াও" বলিয়া দু এক পা যাইতে যাইতে একটু কাঁপিলেন, আর দীঘল হইয়া ধূলায় মূৰ্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেলেন!

ভক্তগণ সর্ব্বদা সতর্ক থাকেন যে প্রভু মূৰ্চ্ছিত হইয়া ধূলায় না পড়েন, কিন্তু সকল সময় তাঁহাকে রক্ষা করিতে পারেন না। কারণ সকল সময় প্রভুর মনের ভাব বুঝিতে না পারিয়া তাঁহার বাহ্য গতিও বুঝিতে পারিতেন না। অনেক সন্তর্পণে নিমাই চেতন পাইলেন. অর্থাৎ তাঁহার মূৰ্চ্ছা ছাড়িয়া গেল, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে বাহ্যজ্ঞান হইল না। যেহেতু তখনও আপনাকে গোপী ভাবিতেছেন, আর ভাবিতেছেন যে কৃষ্ণকে মথুরায় লইয়া গিয়াছে। এই দুই ভাবে রোদন করিতে লাগিলেন।

এই কৃষ্ণ-বিরহ পূর্ব্বেও ছিল, এখনও তাহা রহিয়াছে, তবু উভয় ভাবে অনেক প্রভেদ। ইহার তথ্য পূর্ব্বে কিছু বলিয়াছি। পূর্ব্বে "নিমাই", "কৃষ্ণ" বিরহে কান্দিতেন, কিন্তু এখন নিমাই আর নিমাই রহিলেন না। এখন নিমাই শ্রীমতী রাধা, অথবা একজন গোপী। আর শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় গমন করিলে যেরূপ গোপীগণ কাতর হইয়া রোদন করিয়াছিলেন, সেইরূপ রোদন

করিতে লাগিলেন। যথা চৈতন্য ভাগবতে—

পূর্ব্বে যেন গোপী সব কৃষ্ণের বিরহে।
পায়েন মরণ ভয় চন্দ্রের উদয়ে॥
সেই সব ভাব প্রভু করিয়া স্বীকার।
কান্দেন সবার গলা ধরিয়া অপার॥

পুনঃ যথা চৈতন্যমঙ্গলে—

এই মতে আনন্দে সানন্দে দিন যায়।
আচম্বিতে উঠে খেদ প্রভুর হিয়ায়॥

কখন একটু চেতনা হইতেছে, আর ভক্তগণকে সন্দিগ্ধ হইয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "আমি কি প্রলাপ বলিলাম? আমি কি রাধা? আমি না নিমাই?" কিন্তু ইহার উত্তর শুনিবার অবকাশ পাইতেছেন না, আবার অচেতন হইতেছেন। এই গোপী ভাব উদয় হইলে, প্রভু আর শ্রীভগবান-রূপে সর্ব্ব সমক্ষে প্রকাশ হইয়া বিষ্ণুখট্টায় বসেন নাই। তবু মাঝে মাঝে শ্রীভগবান-রূপে প্রকাশ হইতেন বটে, কিন্তু সে কিরূপে পূর্ব্বে বলিয়াছি।

এই যে গোপীভাবে কৃষ্ণ-বিরহ, ইহা অদ্ভুত কাণ্ড। জোৎস্না দেখিয়া শিহরিয়া উঠিতেছেন। কেন? না, কৃষ্ণ বিনা কিরূপে রজনী যাপন করিবেন? শ্রীকৃষ্ণকে অক্রূর লইয়া গিয়াছেন, তিনি মথুরায় আছেন, কুব্জা তাঁহাকে ভুলাইয়া রাখিয়াছে, এই ভাবে শ্রীগৌরাঙ্গ ধূলায় পড়িয়া রোদন করিতেছেন। যথা চৈতন্যমঙ্গলে নিমাইয়ের উক্তি—

কুব্জা কুৎসিত মতি কৃষ্ণ হরে নিল।

জীবের শিক্ষা এই অবতারের এক প্রধান উদ্দেশ্য, তাহা পদে পদে বুঝা যায়। প্রভুর এইরূপ ভাব পরিবর্ত্তনে বুঝা যায় যে, জীবে সাধারণতঃ প্রথমে ভক্তি লইয়া শ্রীভগবান ভজন করি॥, ক্রমে ক্রমে মধুর ভাবে অবশেষে প্রাপ্ত হয়। অর্থাৎ শ্রীভগবানকে প্রভু বলিয়া ভজনা করিতে করিতে, তিনি শেষে পদতলস্থ ভক্তকে হৃদয়ে উঠাইয়া, যেরূপ পতি আপন নারীকে হৃদয়ে গাঢ় আলিঙ্গন করেন, সেইরূপ করিয়া থাকেন।

আপনার বাড়ীতে নিমাই বসিয়া আছেন, এমন সময় সেখানে শ্রীকেশব-ভারতী আইলেন। তাঁহাকেই লক্ষ্য করিয়া শচীদেবী বলিয়াছিলেন—

বড় সাধ ছিল মনে নদিয়া বসতি।
কাল হয়ে এলো মোর কেশব ভারতী॥

নিমাই যে "কে এলো কে এলো" বলিয়া উঠিতেছেন, সে কি এই কেশবভারতীর নিমিত্ত ? কেশবভারতী একজন ব্রাহ্মণ, পরম ভক্ত অতি শুদ্ধ চিত্ত। তাঁহাকে দর্শন মাত্র নিমাইয়ের অন্তরের বেগ অতিশয় বৃদ্ধি পাইল। ভক্ত দেখিলেই নিমাইয়ের এরূপ হইত, তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। ভারতী ঠাকুর শ্রীগৌরাঙ্গকে দর্শন করিয়া পুলকিতাঙ্গ ও তাঁহার ভাব দেখিয়া একেবারে বিস্মিত হইয়া, নিমাইকে দর্শন করিতেছেন। একটু দেখিয়া বলিতেছেন, "তুমি শুক না প্রহ্লাদ ?" এইরূপ স্তুতিবাদ শুনিয়া নিমাই আরো কান্দিয়া উঠিলেন। কেশবভারতী আবার ভাল করিয়া মুখ দেখিতেছেন, দেখিতে দেখিতে তাঁহার মনের ভাব ফিরিয়া গেল। তখন বলিতেছেন, "তুমি শুক কি প্রহ্লাদ নও, তুমি কি, বলিতেছি।" যথা চৈতন্যমঙ্গলে—

তুমি প্রভু ভগবান্ জানিনু নিশ্চয়।
সর্ব্ব জন প্রাণ তুমি নাহিক সংশয়॥

তাহাতে (চৈতন্যমঙ্গলে)—

এ বোল শুনিয়া প্রভু ব্যথিত অন্তর।
ন্যাসী নমস্করি বলে বচন মধুর॥
তোর কৃষ্ণ অনুরাগ অতি বড় হয়।
সে কারণে যেথা সেথা দেখ কৃষ্ণময়॥
বল বল আশীষ করুণা করিয়া।
কবে কৃষ্ণ অন্বেষিব সন্ন্যাসী হইয়া॥
কৃষ্ণের উদ্দেশে কবে দেশে দেশে যাব।
কোথা গেলে কৃষ্ণ প্রাণনাথে মুই পাব॥

পুনঃ যথা চৈতন্যচরিত কাব্যে—

প্রশংসাং স্বাং শ্রুত্বা দ্বিগুণ বিকলোঽহসৌ পুনরপি,
প্রকামং চক্রন্দায়মপি পুনরাহাতি চকিতঃ।
ভবান্ দেবোবিষ্ণু র্বিদিতমিদমেবং খলু মন্যে
ত্বাপাকর্ণ্য শ্রীমান্ন্যাসনমিহ কর্ত্তুং স চকমে॥ ৪৪॥

কেশবভারতী কাঞ্চননগরে অর্থাৎ কাটোয়ায় সুরধুনীতীরে একটী সুন্দর বটবৃক্ষতলে বাস করিতেন। তাঁহার বংশীয়েরা অদ্যাপি উহার নিকটবর্ত্তী স্থানে বিরাজ করিতেছেন। ভারতীকে দেখিয়া নিমাই বাহ্য পাইলেন,

ও তাঁহাকে অনেক যত্ন করিয়া ভিক্ষা করাইলেন, ও তাঁহার প্রতি অত্যন্ত ভক্তি দেখাইলেন। ভারতীকে নিমাই যত্ন করিলেন, করিয়া একটু বাহ্যও পাইলেন, কিন্তু তাহাতে তাঁহার ভাবের বিশেষ পরিবর্ত্তন হইল না।

এক দিন নিমাই পিঁড়ায় বসিয়া ভাবিতেছেন। কি ভাবিতেছেন তাহা তাঁহার কার্য্য দ্বারা কতক ব্যক্ত হইল। শ্রীকৃষ্ণ যে মথুরায় গিয়াছেন, ইহা ত নিমাই স্থির বুঝিয়া বসিয়া আছেন। এই সাব্যস্ত করিয়া কৃষ্ণ-বিরহে দিবানিশি পুড়িতেছেন। অতি ব্যথার স্থানে অভিমানে ক্রোধও হয়। নিমাই শ্রীকৃষ্ণের চরিত্র দেখিয়া মনে ক্রোধ করিলেন। ভাবিতেছেন, শ্রীকৃষ্ণ বড় নির্দ্দয় এবং কৃতঘ্ন। গোপীগণের সহিত তাঁহার ব্যবহার একটুও ভাল নয়। আপনি ত্রিজগৎকে মোহন করিতে পারেন, তাহাই বলিয়া অনুগত সরলা গোপীগণকে মোহিত করিয়া, কুলের বাহির করিয়া, শেষে পরিত্যাগ করা, নিতান্ত নিষ্ঠুরের কার্য্য হইয়াছে। এরূপ নিষ্ঠুরকে ভজন করায় ফল কি? সুখই বা কি? অতএব আর কৃষ্ণকে ভজন করিব না। বরং গোপীগণ ভাল, তাহারা কৃষ্ণের পাদপদ্মের নিমিত্ত সমুদায় ত্যাগ করিল। অতএব কৃষ্ণকে ভজনা না করিয়া গোপীগণকে ভজন করাই কর্ত্তব্য। নিমাই অহরহঃ মুখে কৃষ্ণনাম জপ করিতেন, কিন্তু এই অবধি গোপীগণকে ভজন করিবেন, শ্রীকৃষ্ণকে আর ভজন করিবেন না, মনে স্থির করিয়া, মুখে কৃষ্ণনাম জপ ছাড়িয়া দিয়া, এক মনে "গোপী" "গোপী" নাম জপিতে লাগিলেন।

ভক্তগণ প্রভুর ভাব কিছু কিছু বুঝেন। আর তাঁহারা প্রভুর মনের ভাব একটু বুঝিয়া বিস্মিত হইয়া সেই গোপীনাম জপ শুনিতেছেন। এমন সময় সেখানে কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ আসিলেন।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, ইনি আর নিমাই এক টোলে গঙ্গাদাসের নিকট পাঠ করিয়াছেন। অতএব প্রভুকে তিনি খুব চিনেন। নিজে তখন খ্যাতাপন্ন হইয়াছেন। ব্যাস যেরূপ বেদের, রঘুনন্দন যেরূপ স্মৃতির, রঘুনাথ যেরূপ ন্যায়ের, আগমবাগীশ সেইরূপ তন্ত্রশাস্ত্রের প্রধান আচার্য্য। শুনিয়াছেন, নিমাইপণ্ডিত অধ্যয়ন, অধ্যাপনা এবং সাধু পথ ছাড়িয়া দিয়া, "হরি ভজা" হইয়াছেন। এই জন্য তাঁহার সহিত তর্ক করিতে, অথবা শুধু কৌতুহল তৃপ্তির নিমিত্ত, একবার নিমাইপণ্ডিতকে দেখিতে আসিয়াছেন। দেখেন, নিমাইপণ্ডিত ভক্তগণ পরিবেষ্টিত। সকলে নীরব হইয়া ভক্তিপূর্ব্বক

তাঁহার মুখ পানে চাহিয়া রহিয়াছেন, আর তিনি এক মনে "গোপী" নাম জপিতেছেন।

নিমাইয়ের মুখ দেখিয়া, আগমবাগীশের জিগীষা বৃত্তির নিবৃত্তি হইয়া গেল। দেখেন যে, নিমাই নিতান্ত ভাল মানুষ, মুখে দম্ভের চিহ্ন নাই, বরং তাহাতে সারল্য ও বিনয়ের জ্যোতি অতি পরিষ্কাররূপে প্রকাশ পাইতেছে। তখন এরূপ নিরীহ ক্ষমতাশূন্য লোকের সহিত কোন তর্ক কি শাস্ত্রালাপ করিতে তাঁহার প্রবৃত্তি হইল না। তবে ইহাও ভাবিলেন, তিনি আগমবাগীশ যখন আসিয়াছেন, তখন তাঁহার আগমন একেবারে বিফল হওয়া উচিত নয়। তিনি আসিলেন, আর চলিয়া গেলেন, অথচ কেহ লক্ষ করিল না, ইহা হইতে পারে না। অতএব এই মুগ্ধ ব্রাহ্মণকুমারকে গোটা দুই উপদেশ দিয়া যাইবেন সিদ্ধান্ত করিলেন। ইহাই ভাবিয়া প্রভুকে বলিতেছেন, "পণ্ডিত! তোমার কার্য্যপ্রণালী শাস্ত্রসম্মত নয়।" কিন্তু নিমাই সে কথা শুনুন বা না শুনুন, শুনিয়াছেন যে, তাহার কোন লক্ষণ দেখিতে দিলেন না, অবিচলিত হইয়া "গোপী," "গোপী" নাম জপিতে লাগিলেন। তখন আগমবাগীশ আবার বলিতেছেন, "তোমার এ প্রণালী অশাস্ত্রীয়। কৃষ্ণনাম জপায় পুণ্য আছে, এরূপ শাস্ত্রে দেখিতে পাই। গোপী নাম জপিবার বিধি কোন শাস্ত্রে দেখিতে পাই না। অতএব গোপী নাম জপা ছাড়িয়া দাও, বরং কৃষ্ণনাম জপ কর, তাহাতে ফল পাইবে।"

কৃষ্ণনাম কর্ণে প্রবেশ করিলে প্রভু মুখ তুলিলেন, তুলিয়া আগমবাগীশের কথা শুনিতে লাগিলেন। কৃষ্ণানন্দ যাহা বলিলেন, নিমাই তাহার ভাব বুঝিলেন। কিন্তু কৃষ্ণানন্দ যে কে, তাহা চিনিলেন না। তবে তিনি যে এক জন অন্য সম্প্রদায়ের লোক, অর্থাৎ নিজ জন নহেন, ইহা স্বভাবত মনে উদয় হইল। মনের ভাব এই হইল যে, তিনি ত গোপী, আর কৃষ্ণানন্দ একজন শ্রীকৃষ্ণের পক্ষীয় মথুরার লোক। প্রভু কৃষ্ণানন্দকে চাহিয়া বলিতেছেন, "তুমি বৃথা চেষ্টা করিতেছ। কৃষ্ণনাম আর লইব না। কৃষ্ণ নির্দয় ও কৃতঘ্ন।" তখন আগমবাগীশ জিভ্ কাটিয়া বলিতেছেন, "ও কথা বলিতে নাই, শুনিতে নাই, আর কৃষ্ণনাম ত্যাগ করিয়া গোপী নাম জপ করিলে মহা অপরাধ হয়।" প্রভু বলিতেছেন, "তুমি কৃষ্ণের দূত হইয়া আবার আমাকে ভুলাইতে আসিয়াছ? তুমি আমার কুঞ্জ হইতে বাহির হও।" আগমবাগীশ ইহার ভাব কিছু বুঝিতে না পারিয়া বিস্মিত হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিলেন। তখন

প্রভু বলিতেছেন, "আমি আর কৃষ্ণের সহিত কোন সম্বন্ধ রাখিব না। তুমি গেলে না? দাঁড়াও, আমি তোমাকে বাহির করিতেছি।" ইহাই বলিয়া নিকটে যে এক খানা যষ্টি ছিল তাহা করে লইয়া, "বাহির হও" বলিয়া ক্রোধের সহিত আগমবাগীশের পানে ধাইলেন। আগমবাগীশ যদি ঐ ভাবের ভাবুক হইতেন, তবে প্রভু তাঁহাকে কৃষ্ণের দূত ভাবিয়া যেরূপ কথা কহিতেছিলেন, তিনিও সেই ভাব স্বীকার করিয়া তাহার উত্তর দিতেন। কিন্তু তিনি সে ভাবের ভাবুক নহেন, অতএব প্রভুর ভাব কিছু বুঝিতে পারিলেন না। তবে তিনি এই বুঝিলেন যে, একজন অতিশয় বলবান, প্রকাণ্ড দেহধারী যুবক, যষ্টি হস্তে করিয়া তাঁহাকে, কি কারণে ক্রুদ্ধ হইয়া, মারিতে আসিতেছে। শ্রীকৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত মানুষ, তিনি আর কি করিবেন? "বাপ্‌রে, মার্‌লেরে" বলিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড় মারিলেন। এত ব্যস্ত হইয়া দৌড় মারিলেন যে, পশ্চাতে যে কেহ তাঁহাকে মারিতে আসিতেছে না, ইহা দেখিবার অবকাশও পাইলেন না। কেবল দৌড়িয়া দৌড়িয়া নিজের স্থানে, আপনার নিজজনের মধ্যে, উপস্থিত হইলেন। তখন পশ্চাদ্দিকে দেখিলেন যে কেহ আর আসিতেছে না, আর নিজজনকে কাছে দেখিয়া অনেকটা সাহসও হইল। কিন্তু তবু কথা কহিতে পারিলেন না। ভয়ে ও পরিশ্রমে কাঁপিতে ও ঘন ঘন শ্বাস ছাড়িতে লাগিলেন।

তখন নিজজনের নিকট হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিতেছেন, "অদ্য একটি ব্রহ্মহত্যা হইতেছিল। অদ্য পিতৃপুরুষের পুণ্যবলে প্রাণ পাইয়াছি। বড় ফাঁড়া কাটাইলাম! রাম! রাম! এমন স্থানেও মনুষ্য যায়? যাহা হউক, ইহার বিহিত করিতে হইবে। নিমাইপণ্ডিত কি দেশের রাজা হইয়াছেন?"

সকলে কৌতূহলী হইয়া বিবরণ জিজ্ঞাসা করায় আগমবাগীশ বলিতেছেন, "নিমাইপণ্ডিত বড় ভক্ত হইয়াছেন শুনিয়া আমি তাঁহাকে দেখিতে গিয়াছিলাম। দেখি যে, কতকগুলি অকালকুষ্মাণ্ড তাহার মুখ পানে চাহিয়া রহিয়াছে, আর নিমাই "গোপী" "গোপী" নাম জপিতেছে। বেচারার অবস্থা দেখিয়া আমার দুঃখ হইল। গোপী নাম জপা শাস্ত্রে নাই। ভাবিলাম ইহাকে একটি সদুপদেশ দিয়া যাই। ইহাই ভাবিয়া বলিলাম যে, তুমি গোপী নাম না জপিয়া কৃষ্ণনাম জপ কর। এই আমার অপরাধ। ইহাতে

কৃষ্ণকে ত অনেক কটু কাটব্য বলিল, সে কথা শুনিলে কর্ণে হস্ত দিতে হয়। তাহার পরে করিল কি,—সেই নিমাইপণ্ডিতকে দেখেছ ত, চারি হস্ত লম্বা, অঙ্গে অসুরের বল,—হাতে লাঠি লইয়া আমাকে মারিতে আসিল। তখন আমি দেখিলাম যে, এক দৌড় মারিতে পারিলে প্রাণ রক্ষা হইলেও হইতে পারে। তাই দৌড়িয়া প্রাণ পাইলাম। এখন তোমরা বিচার কর, নিমাই-পণ্ডিত কি নদের রাজা?"

আগমবাগীশের গণ যাঁহারা, তাঁহাদের নিমাইপণ্ডিত ও তাঁহার ধর্ম্মের উপর বড় অশ্রদ্ধা। তাঁহারা এ কথা শুনিয়া প্রভুর দোষ কীর্ত্তনের একটি উপলক্ষ্য পাইয়া বড় সন্তুষ্ট হইলেন। একজন বলিতেছেন, "কল্য নিমাইপণ্ডিতের সহিত একত্রে পড়াশুনা করিলাম, আজি তিনি কিরূপে গোসাঞি হয়েন?" আর একজন বলিলেন, "তিনি ব্রাহ্মণ বলিয়া হয় ত অভিমান করেন, কিন্তু আমরাও ত ব্রাহ্মণের তেজ রাখি। তিনি যে ব্রাহ্মণ মারিতে চাহেন, তাহার এ আস্পর্দ্ধা কেন হয়?" এক জনের পিতা একটু বড় লোক। তিনি বলিতেছেন, "তিনি জগন্নাথের বেটা, আমরাও কম লোকের সন্তান নহি।" আর এক জন বলিলেন, "তিনি মারিতে যে আসেন, তিনি কি রাজা?" এই কথা শুনিয়া আর এক জন বলিতেছেন, "ইহার প্রকৃত কর্ত্তব্য আমি বলিতেছি। তিনি যেমন আমাদের মারিতে আইসেন আমরাও তাঁহাকে মারিব, দেখি তাঁহাকে কে রাখে?"

তাহারা শ্রীনিমাইকে মারিবেন, এই পরামর্শ করিতে লাগিলেন, এখন নিমাইয়ের কথা শ্রবণ করুন। তিনি যষ্টি হাতে করিয়া যেমন "বাহির হও" বলিয়া অগ্রবর্ত্তী হইলেন, তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ভক্তগণও তাঁহাকে ধরিতে উঠিলেন। এ দিকে প্রভুর ভাব দেখিয়া আগমবাগীশ চীৎকার করিয়া ভয়ে দৌড় মারিলেন। আগমবাগীশের ভয় ও দৌড় দেখিয়া শ্রীনিমাইয়ের রসভঙ্গ হইল ও তদ্দণ্ডে তাঁহার নিপট্ট বাহ্য হইল। যদি কৃষ্ণানন্দ এই কৃষ্ণেয় দূত ভাব স্বীকার করিয়া নিমাইয়ের সহিত ব্যবহার করিতেন, তবে হয় ত তাঁহার মোটে বাহ্য হইত না।

নিমাই অনেক দিবস পর্য্যন্ত গোপীভাবে শ্রীকৃষ্ণ বিরহে বিভোর ছিলেন। কিছুতেই তাঁহার সে ভাব যায় নাই। সে ভাব দেখিয়া শচী প্রভৃতি ও ভক্ত-গণ কান্দিয়া কান্দিয়া ব্যাকুল হইয়াছেন। তাঁহারা নানা চেষ্টায় প্রভু যে এই

ভাব সাগরে ডুবিয়া আছেন, তাহা হইতে উঠাইতে পারেন নাই। কিন্তু আগমবাগীশ আসিয়া অতি সহজে তাঁহাকে চেতন করাইয়া দিলেন।

প্রভু সম্পূর্ণরূপে বাহ্য পাইয়া হাতের যষ্টি ফেলিয়া দিলেন। ভক্তগণ তাঁহাকে ধরিয়া আবার তাঁহার স্থানে আনিয়া বসাইলেন প্রভু বসিয়া ভক্তগণের পানে চাহিয়া বলিতেছেন, "আমি কি চাঞ্চল্য করিলাম?" ভক্তগণ কিছু বলিলেন না। কিন্তু তবু শ্রীনিমাই সমুদায় জানিতে পারিলেন। তিনি যে যষ্টি হাতে করিয়া আগমবাগীশকে তাড়াইয়াছিলেন, এ সমুদায় তাঁহার স্মরণ হইল। তখন তাঁহার চাঁদমুখ ক্লেশে একেবারে মলিন হইয়া গেল। তিনি আর কোন কথা বলিলেন না, চুপ করিয়া বিষণ্নমনে অবনত মুখে রহিলেন।

নিমাইয়ের এই নীরব অবস্থা রহিয়া গেল। তিনি যে কি ভাবিতেছেন, ও ভাবিয়া ক্লেশ পাইতেছেন, তাহা ভক্তগণ জানিতে পারিলেন না, কেহ জিজ্ঞাসা করিতেও সাহসী হইলেন না। তবে সকলে দেখিলেন যে, প্রভুর বাহ্যজ্ঞান রহিয়াছে, আর তিনি কোন ভাবে অভিভূত নহেন। এইরূপে নীরবে নিমাই গঙ্গাতীরাভিমুখে গমন করিলেন, ভক্তগণ পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। প্রভু গঙ্গাতীরে বসিলেন, ভক্তগণ একটু দূরে বসিলেন। এমন সময় এই একটি কথা বলিলেন, "কফ নিবারণের নিমিত্ত পিপ্পলি-খণ্ড ঔষধ ব্যবহার করিল, কিন্তু কফ নিবারণ না হইয়া আরো বাড়িয়া চলিল।" এই কথা বলিয়া প্রভু অট্ট অট্ট হাস্য করিয়া উঠিলেন। অর্থাৎ প্রভু যে হাস্য করিলেন তাহাতে বুঝা গেল যে, সে সুখের হাসি নয়, ক্লেশের হাসি।

ভক্তগণ এই কথা শুনিয়া সকলে চিন্তিত হইলেন। এ কথার অর্থ কি, সকলে বিচার করিতে লাগিলেন। পূর্ব্বে প্রভু বলিয়াছিলেন, "এমন সঙ্গ কিরূপে ত্যাগ করিবেন।" এখন বলিতেছেন, "ঔষধে পীড়া না সারিয়া বাড়িয়া চলিল।" এই দুইটি কথা মিলাইয়া সকলে বিচার করিতে লাগিলেন। নানা জনের নানা মত, কেহ কিছু স্থির করিতে পারিলেন না। কিন্তু যিনি যাহাই স্থির করুন, সকলেই একটি বিষয় নিশ্চিত বুঝিলেন। সেটি এই যে, প্রভু কি নিঠুরালী করিবেন, মনে মনে তাহারই যুক্তি করিতেছেন। কিরূপে কি করিবেন, তাহা মুখ ফুটিয়া বলিতে কাহারও প্রবৃত্তি হইতেছে না। পুত্রের আসন্ন কাল উপস্থিত হইলেও পিতা মাতা মুখে বলিতে পারে না, পুত্র মরিবে, কি মরিতেছে। প্রভু সন্ন্যাস করিবেন, ভক্তগণ এ কথা মুখেও আনিতে পারিতেছেন না। এই সময়ে নবদ্বীপের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া দেখুন।

নবদ্বীপে শ্রীগৌরাঙ্গ প্রকাশ হইয়াছেন। নূতন যৌবন, অমানুষিক রূপ, সুন্দর বসন। সর্ব্বাঙ্গ চন্দনে লেপিত, গলে মালতীর মালা, অতি সূক্ষ্ম শুভ্র উপবীত শ্রীঅঙ্গ বেড়িয়া শোভা করিতেছে। দুষ্ট লোকে ইহা দেখিয়া ঈর্ষা করিতে লাগিল।

আবার ভক্তগণ তাঁহাকে গৌরহরি, ও পুর্ণব্রহ্মসনাতন বলিতে লাগিলেন, ও ভগবানের ন্যায় শ্রদ্ধা ভক্তি ও প্রেম করিতে লাগিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গের সুখবিলাসের অবধি রহিল না। তাঁহার ভক্তগণ দেহ মন প্রাণ যথা সর্ব্বস্ব তাঁহাকে সমর্পণ করিয়াছেন। প্রতি দিবস তাঁহার বাড়ীতে বিবিধ উপহার আসিতেছে। যিনি যাহা সর্ব্বোৎকৃষ্ট দ্রব্য ভাবেন তাহার অগ্রভাগ প্রভুকে না দিয়া কেহ ভোগ করেন না। যিনি যখন দর্শন করিতে আসেন, হস্তে ফুলের মালা চন্দন ও কোন উপাদেয় দ্রব্য লইয়া আইসেন।

এই সমস্ত দেখিয়া দুষ্ট লোকের আর সহ্য হইল না। তাহারা বলিতে লাগিল, "শচীর বেটা আবার ঠাকুর হইল? নিমাইপণ্ডিতের বড় সুখ হয়েছে। ঠাকুর হয়েছেন, ক্ষীর ছানা চলিতেছে, আর দেখ না, কেমন নাগর হইয়া বেড়ান? উহার নাগরালি ঘুচাইতে হইবে।" ইহাই বলিয়া বণ্ডার দল তাঁহার শ্রীঅঙ্গে প্রহার করিবে এই পরামর্শ করিতে লাগিল। তাহার পর এই আগমবাগীশী কাণ্ড।

অন্তর্যামী ভগবান সমস্ত জানিলেন, ক্রমে এ কথা প্রকাশ হইয়া পড়িল। তখন শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীনিত্যানন্দকে বলিলেন, "শ্রীপাদ! নগরে পরামর্শ হইতেছে যে আমাকে প্রহার করিবে, এ কথা আপনি শুনিয়াছেন?" এ কথায় শ্রীনিত্যানন্দ কি উত্তর দিবেন, অধোবদন হইয়া রহিলেন। পরে শ্রীগৌরাঙ্গ বলিলেন, "যাহারা আমাকে প্রহার করিবে পরামর্শ করিতেছে, তাহাদিগকে আমি জানি। আমি সন্ন্যাসী হইব। কৌপীন পরিয়া, হাতে করোঙ্গা লইয়া, সেই সমুদায় লোকের বাড়ী যাইয়া ভিক্ষা মাগিব। আমার গার্হস্থ্য সুখের নাশ ও ভিক্ষুকের অবস্থা দেখিলে আর তাহাদের আমার উপর ক্রোধ থাকিবে না। বরং দয়া হইবে ও তখন সচ্ছন্দে তাহারা হরিনাম গ্রহণ করিবে।"

পরে শ্রীগৌরাঙ্গ আবিষ্ট হইয়া, শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে ও চন্দ্র সূর্য্যকে সাক্ষী মানিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ বলিলেন, 'শ্রীপাদ নিত্যানন্দ! তুমি সাক্ষী

থাকিলে। চন্দ্র সূর্য্য, তোমরা সাক্ষী রহিলে। আমার সন্ন্যাসে আমার নিজজন বড় দুঃখ পাইবেন। কেহ কেহ ইহাতে আমার উপর ক্রোধ করিবেন, কেহবা মনের দুঃখে আমাকে ত্যাগ করিবেন। কোন কোন ভক্ত মন দুঃখে আমাকে নিন্দা করিবেন। কিন্তু তোমরা সাক্ষী রহিলে, আমি স্বইচ্ছায় সন্ন্যাসী হইতেছি না। আমি জীবগণের তৃপ্তির নিমিত্ত সুখে বাস করিতেছিলাম। আমি ভাবিয়াছিলাম যে, আমি সুখে থাকিলে তাহারা সুখী হইবে। কিন্তু আমার সুখ তাহাদের প্রিয়কর হইতেছে না। অতএব এই অবধি আমি দুঃখী ভিক্ষুক হইব, হইয়া জীবের মনস্তুষ্টি করিব। অতএব তোমরা সাক্ষী থাকিলে, আমি যে, ঘরের বাহির হইলাম, ইহাতে আমার কোন দোষ নাই।"

এখন এই কথাগুলির তাৎপর্য্য পরিগ্রহ করুন। নিমাইকে তাঁহার নিজ জনে প্রাণের অধিক ভালবাসেন। প্রাণের অধিক ভালবাসা যে বলিলাম, ইহা বাহুল্য বর্ণনা নহে। অনেকেই তাঁহার নিমিত্ত অনায়াসে প্রাণ দিতে পারেন। তাহার পরে তাঁহার বৃদ্ধা মাতার তিনি ব্যতীত আর কেহ নাই। তাঁহার নবীনা ঘরণীর কেবল যৌবনাঙ্কুর হইতেছে। নিমাই এ সমুদায় নিজ জনকে কি দোষে ছাড়িয়া যাইবেন? তিনি এখন সমুদায় অনুগত জনের হৃদয়ে শেল হানিলে, তাঁহার নিঠুর ও কৃতঘ্নের ন্যায় কার্য্য করা হয়। তাঁহার আত্মীয় স্বজনের কি ইচ্ছা, তাহা অনায়াসে অনুভব করা যাইতে পারে। তাঁহাদের ইচ্ছা যে, শ্রীগৌরাঙ্গ গৃহে থাকিয়া পৃথিবীর যত সুখ আছে সমুদায় ভোগ করুন। প্রভুর অঙ্গে কৌপীন তাঁহারা কিরূপে সহ্য করিবেন? প্রভু নিত্যানন্দকে নিভৃতে ডাকিয়া বলিতেছেন, "শ্রীপাদ! আর তোমরা আমাকে দোষিতে পারিবে না। আমি তোমাদের তুষ্টির নিমিত্ত সংসারে থাকিয়া আনন্দে দিন যাপন ও নৃত্য গীত করিতেছিলাম। কিন্তু জীবের তাহা সহ্য হইল না। বরং আমার উপরে তাহাদের ক্রমে ক্রোধ হইতেছে। আমি এখন সমস্ত সাংসারিক সুখ বিসর্জ্জন দিয়া, তোমাদের মনস্তুষ্টির চেষ্টা ছাড়িয়া দিয়া, জীবগণের মনস্তুষ্টি করিব। আমি সন্ন্যাসী হইয়া, কৌপীন পরিয়া, যাহারা আমাকে মারিতে চাহিয়াছে, তাহাদের দ্বারে দাঁড়াইয়া ভিক্ষা মাগিব।"

এ কথা শুনিয়া শ্রীনিত্যানন্দের মস্তকে যেন বজ্রাঘাত হইল। তিনি বলিতেছেন, "প্রভু! এমন নিঠুরাণী করিও না। মায়ের দশা একবার মনে কর।"

প্রভু বলিতেছেন, "সেই জন্য আমি সংসারে থাকিয়া তোমাদের সঙ্গে কীর্ত্তনানন্দ ভোগ করিতেছিলাম। কিন্তু তাহা হইল না। জীবে আমার গার্হস্থ্য সুখ দেখিয়া হরিনাম লইল না। ইহা তোমরা এখন স্বচক্ষে দেখিলে। কাজেই আমার গার্হস্থ্য সুখের ও তোমাদের মনস্তুষ্টির নিমিত্ত, কঠিন জীবগণের উদ্ধার হইল না। এখন শ্রীপাদ! তুমি আমাকে উপদেশ দাও। তোমাদের মনস্তুষ্টির নিমিত্ত আমি সংসারে থাকিয়া সুখভোগ করিব, না, কৌপীন পরিয়া তোমাদিগকে দুঃখ সাগরে ভাসাইয়া, জীবগণকে উদ্ধার করিব?"

শ্রীনিত্যানন্দ উত্তর করিতে পারিলেন না। মস্তক অবনত করিলেন। নিতাইয়ের নয়ন দিয়া জল টপ্ টপ্ করিয়া পড়িতে লাগিল। নিতাই ভাবিতেছেন, "প্রভু, শ্রীভগবান। তিনি তাঁহার ত্রিতাপিত জীবগণকে, স্বয়ং কাঙ্গা-করঙ্গধারী হইয়া, উদ্ধার করিবেন। আমি নিবারণ করিলে তিনি শুনিবেন কেন? আর আমিই বা নিবারণ করি কি বলে? কিন্তু আমার কথা আমি ভাবি না, প্রভু যেখানে গমন করেন, আমি সঙ্গে যাইব। প্রভুর পথ হাঁটিয়া, উপবাসে, শীতে, রৌদ্রে, ক্লেশ হইবে, তাহাও তত ভাবিতেছি না। কিন্তু শচী বিষ্ণুপ্রিয়ার কি হইবে?" ইহাই ভাবিয়া নিতাই ভুবন অন্ধকারময় দেখিতে লাগিলেন। নিতাই একটু স্থির হইয়া বলিতেছেন, "প্রভু! তুমি চিরদিন স্বেচ্ছাময়। তোমাকে কে বিধি দিবে, বা নিষেধ করিবে? তবে এই নিবেদন, আর পাঁচজন ভক্তের নিকট এই কথা বলুন, আর যাইবার পূর্ব্বে তোমার বিরহে যেন সকলে না মরিয়া যায়, তাহার উপায় করুন।"

তখন শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীনিত্যানন্দের কথা শুনিয়া বড় সুখী হইলেন, ও মধুর হাসিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। বলিলেন, "তুমি এত ব্যস্ত হইও না। আমি এখনি যাইতেছি না। আর আমি যাইবার আগে সকলকে বলিয়া কহিয়া, স্থির না করিয়া, যাইব না।"

একাদশ অধ্যায়।

যাই মাগো তোমার তোমার বঁধুর কাছে রেখে।।
সদা কৃষ্ণনাম নিও, (যাবার বেলা) নিমাইর এই ভিক্ষে॥
বিষ্ণুপ্রিয়া অবোধিনী, ছুখিনী সে অনাথিনী,
যতন করে দিও তারে কৃষ্ণনাম শিক্ষে॥
রইতে নারি নিমাই গেল, এ কলঙ্ক চিরকাল,
জ্বলন্ত অনল সম বলরামের বক্ষে॥

প্রভু কিন্তু এ কথা নিতাইকে যে ভাবে বলিয়াছিলেন, আর কাহাকেও সে ভাবে বলিলেন না। তাঁহার মনের কথা কতক প্রকাশ করিলেন বটে, কিন্তু সে অন্য প্রকারে। কিরূপে বলিতেছি। পদকর্ত্তা বাসুঘোষের অগ্রজ পদকর্ত্তা গোবিন্দ ঘোষ ও মুকুন্দ বসিয়া আছেন, এমন সময় গদাধর দৌড়িয়া আসিয়া একটি সংবাদ বলিলেন। এই ঘটনা গোবিন্দ ঘোষ এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। যথা—

প্রাণের মুকুন্দ হে আজি শুনিনু আচম্বিত।
কহিতে পরাণ যায়, মুখে নাহি বাহিরায়,
শ্রীগৌরাঙ্গ ছাড়িবে নবদ্বীপ॥
ইহা ত না জানি মোরা, সকালে মিলিনু গোরা,
অবনত মাথে আছে বসি॥
নিঝরে নয়ন ঝোরে, বুক বাহি ধারা পড়ে,
মলিন হয়েছে মুখ-শশী॥
দেখিয়া তখন প্রাণ, সদা করে আনু চান,
শুধাইতে নাহি অবসর।
ক্ষণেক সম্বিত হইল, তবে মুঞি নিবেদিল,
শুনিয়া দিলেন উত্তর॥

আমিত বিবশ হইয়া, তাঁরে কিছু না কহিয়া,
ধাইয়া আইনু তব পাশ।
এই ত কহিনু আমি, যে কহিতে পার তুমি,
মোর নাহি জীবনের আশ॥
শুনিয়া মুকুন্দ কান্দে, হিয়া থির নাহি বান্ধে,
গদাধরের বদন হেরিয়া।
গোবিন্দ ঘোষ কহয়, ইহা যেন নাহি হয়,
তবে মুঞি যাইব মরিয়া॥

গদাধর মুকুন্দের ওখানে এই সংবাদ বলিতে যাওয়ার কারণ আছে। প্রথম গদাধরে ও মুকুন্দে এক আত্মা, আর দ্বিতীয়, প্রভু যে সন্ন্যাস করিবেন এ সংবাদ মুকুন্দ সর্ব্বাগ্রে সর্ব্বসমক্ষে বলিয়াছিলেন। তিনি ভাব গতিকে পূর্ব্ব হইতে বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, প্রভু আর অধিক দিন ঘরে রহিবেন না। যথা চৈতন্যমঙ্গলে—

ইঙ্গিত আকারে তাহা বুঝিল মুকুন্দ।
প্রভু রাখিবারে করে প্রকার প্রবন্ধ॥
"শুন শুন সর্ব্বজন আমার উত্তর।
সন্ন্যাস করিবে এই দেব বিশ্বম্ভর॥
যাবৎ আছয়ে দেখ নয়ন ভরিয়া।
শ্রীমুখের কথা শুন শ্রবণ পূরিয়া॥
ছাড়িয়া যাইবে প্রভু নিজ গৃহবাস।
জননী ছাড়িবে আর সব নিজ দাস॥"

এখন প্রভু যে সন্ন্যাস করিবেন, গদাধর ইহা কিরূপে বুঝিলেন বলিতেছি। প্রভু নীরবে আছেন, মনের ভাব কাহাকেও কিছু বলিতেছেন না। তাঁহার ভক্তগণও নীরবে তাঁহার সহিত দিবানিশি বাস করিতেছেন। এক দিন সকালে উঠিয়া প্রভু অতি কাতর স্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। ভক্তগণও সেই ভাব দেখিয়া, ও করুণ রোদন শুনিয়া, ধৈর্য্য হারা হইয়া, সেই সঙ্গে সঙ্গে রোদন করিতে লাগিলেন। এমন সময় প্রভু তাঁহাদের রোদন দেখিয়া আপনা হইতে বলিতেছেন, "কল্য নিশাযোগে আমি এক দুস্বপ্ন দেখিয়া বড় কাতর হইয়াছি, আর আমি রোদন সম্বরণ করিতে পারিতেছি না।" তখন স্বপ্ন বৃত্তান্ত শুনিবার নিমিত্ত, সকলে প্রভুর মুখ পানে আগ্রহের

সহিত চাহিলেন। প্রভু একটু ধৈর্য্য ধরিয়া বলিতেছেন, "আমি স্বপ্নে দেখিলাম যে, একজন ব্রাহ্মণ আমার কাছে আসিয়া সন্ন্যাসের একটি মন্ত্র বলিল। তাহা আমার হৃদয়ে শেলস্বরূপ বিদ্ধিয়া গেল। আমি এখন কোনও ক্রমে মন স্থির করিতে পারিতেছি না।" ইহা বলিয়া উচ্চৈঃ-স্বরে পুনরায় রোদন করিতে লাগিলেন। তাহাতে কোন ভক্ত বলিলেন, "ইহাতে দুঃখিত হইবার কারণ কি, আমরা বুঝিলাম না। কেহ কোন মন্ত্র বলিয়া থাকে, তাহাতে তুমি কান্দ কেন? মনে করিলেই ত রোদন সম্বরণ করিতে পার?"

প্রভু বলিলেন, "তাহা আমি পারিতেছি না। সে মন্ত্র আমার হৃদয়ে বিষের স্বরূপ জ্বলিতেছে। সে মন্ত্রের কথা মনে করিতেছি, আর আমার প্রাণ কান্দিয়া উঠিতেছে। সে মন্ত্রের তাৎপর্য্য এই যে, "তুমি তিনি।" কিন্তু তোমরা বিবেচনা কর যে, (যথা চৈতন্যমঙ্গলে)—

কেমনে ছাড়িব আমি প্রিয় প্রাণনাথ।
তাহারে ছাড়িয়া বা সাধিব কোন কাজ॥

"যদি আমি আর শ্রীভগবান এক হইলাম, তবে ভক্তি কি প্রেম রহিল না, তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণ রহিলেন না, তাহা হইলে আমার প্রাণেশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে ত্যাগ করিয়া আমার কি কার্য্য সাধন হইবে?" প্রভুর এই উক্তিতে সম্ভবত কোন ভক্ত, প্রভু যে স্বয়ং ভগবান, ইহা ইঙ্গিত করিয়া, বলিয়া থাকিবেন, "তুমি তিনি" এ কথা অন্যায় কি হইল? ঠিক কথা-ইত বলা হইয়াছে? যে ব্রাহ্মণ তোমার কর্ণে এই কথা বলিয়া গিয়াছে, সে তোমার তত্ত্ব অবগত আছে বই আর নয়।"

কোন ভক্ত এরূপ বলিয়া থাকিবেন, এ কথা বলার তাৎপর্য্য এই যে কেহ যে প্রভুর এই দুঃখের কারণ হাসিয়া উড়াইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহার সন্দেহ নাই। যেহেতু তখন একটি রহস্যের তরঙ্গ না উঠিলে, মুরারি অত দুঃখের মাঝে কিরূপে প্রভুর সহিত রহস্য করিলেন? এখন শ্রবণ করুন। মুরারি গুপ্ত করপুটে নিবেদন করিতেছেন, "প্রভু! তুমি সেই মন্ত্রকে ষষ্ঠী তৎপুরুষ কর।" যথা চৈতন্যচরিত কাব্যে—

ইতি শ্রুত্বা গুপ্ত সপদি স মুরারিঃ সমবদৎ।
প্রভো তৎ ষষ্ঠীতৎপুরুষ বচনং তত্র কুরুভোঃ।

অর্থাৎ মুরারি বলিতেছেন যে, "প্রভু! মন্ত্রের অর্থ যদি "তুমি তিনি," অর্থাৎ

তুমি আর ভগবান যদি এক এইরূপ হয়, তবে তুমি সেই মন্ত্রকে 'তুমি তাঁহার' করিয়া লও। তাহা হইলেই হইল।" *

এই কথা শুনিয়া, অতি দুঃখের মাঝেও, শ্রীগৌরাঙ্গ একটু হাস্য করিলেন, করিয়া বলিতেছেন, "ঠিক হইয়াছে! তাহাই করিব। যেমন বিষ, তাহার উপযুক্ত প্রতীকার তুমি বলিলে। কিন্তু কি করিব, আমি স্ববশে নাই। আমার প্রাণ কান্দিয়া কান্দিয়া উঠিতেছে। এ কি শব্দের শক্তিতে হইতেছে? যাহাই বল, আমার সংসারে থাকা হইল না। আমি বুঝিলাম আমাকে এত দিন পরে গৃহের বাহির হইতে হইল।"

এই কথা শুনিয়া গদাধর আর প্রভুর পানে চাহিতে পারিলেন না। মাঠের মাঝখানে যেরূপ দেবতার গর্জ্জন শুনিলে, লোকে দিগ্বিদিক জ্ঞানহারা হইয়া দৌড় মারে, সেইরূপ গদাধর দৌড়িয়া, মুকুন্দের নিকট গমন করিয়া, সমুদায় বৃত্তান্ত বলিলেন। গদাধর বলিলেন যে, তাঁহার আর বাঁচিবার ইচ্ছা নাই। মুকুন্দ বলিলেন, তাঁহারো তাহাই। গোবিন্দ ঘোষ বলিলেন, তাঁহারও তাহাই। এই কথা বলিয়া তাঁহারা সকলে মুখ চাওয়াচাই করিয়া কান্দিতে লাগিলেন।

নিতাই প্রভুর নিজ মুখে শুনিয়াছেন যে, তিনি সংসার ছাড়িবেন। এখন ভক্তগণও এক প্রকার বুঝিলেন যে, প্রভু আর অধিক কাল গৃহে থাকিতেছেন না। প্রভুর ভক্তগণ তখন পৃথিবীর সমুদায় সুখ সম্পত্তি ত্যাগ করিয়া তাঁহার অনুগত হইয়াছেন। তাঁহারা নয়ন মুদিলে প্রভুর রূপ দেখেন। নয়ন মেলিলে তাঁহার রূপ দেখিতে পাইবেন বলিয়া তাঁহার কাছে বসিয়া থাকেন। যখন আপনারা আপনারা কথা বলেন, তখন কেবল প্রভুর কথাই বলেন।

এক জন আসিতেছেন, এক জন যাইতেছেন, পথে দেখা হইলে আগের জন জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রভু কেমন আছেন, কি করিতেছেন?" আর কোন কথা আছে, আর কোন বস্তু আছে, ভক্তগণ তাহা তখন ভুলিয়া

* প্রভুর স্বপ্নের প্রতিপাদ্য বাক্য "তত্ত্বমসি"। বেদের এই মহাবাক্যের অর্থ সাধারণে "সেই তুমি হও" এইরূপ বুঝিয়া থাকে। কিন্তু প্রকৃত অর্থ তাহা নহে। তাই মহাপ্রভু ভঙ্গী দ্বারা মুরারিগুপ্তের মুখে সেই মহাবাক্যের প্রকৃত অর্থ জীবগণকে বুঝাইলেন। "তস্য ত্বম্, ইহা ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস করিলে তত্ত্বম্ শব্দ হয়। তস্য অর্থাৎ তাঁহার, ত্বং অর্থাৎ তুমি, অসি অর্থাৎ হও।" মুরারিগুপ্তের এই ব্যাখ্যা শুনিয়া প্রভু বলিলেন, "ঠিক হইয়াছে, তাহাই করিব।"

গিয়াছেন। এখন তাঁহারা শুনিলেন যে, সেই প্রভু তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া যাইতেছেন। কাজেই গদাধর বলিলেন, "আমার আর বাঁচিবার সাধ নাই।" সকলেই মনে মনে সংকল্প করিলেন যে, প্রভু যদি প্রকৃতই এরূপ নিঠুরালী করেন, তবে সকলে প্রাণত্যাগ, কি ঐরূপ একটা কিছু করিবেন। তাঁহাদের বিশেষ ভয়ের কারণ এই যে, প্রভু কি করিবেন তাহা তাঁহারা জানেন না। সকলেই ইহাই লইয়া দিবা নিশি চিন্তা করিতে লাগিলেন। সকলের আহার নিদ্রা সুখেচ্ছা একেবারে গেল।

শচী এ সমুদায় কথা কিছু জানেন না। কিন্তু তবু দিন দিন শুখাইয়া যাইতেছেন। মধ্যযোগে নিমাইকে সংকীর্ত্তনে মগ্ন দেখিয়া শচী ভাবিয়াছিলেন যে, পুত্র এত দিন পরে বান্ধা পড়িল, আর বিশ্বরূপের ন্যায় নিঠুরালী করিয়া পলাইতে পারিবে না, কারণ নিমাই সংকীর্ত্তনে পাগল, আর বাড়ী ছাড়িয়া এরূপ সংকীর্ত্তন কোথাও পাইবে না। কোথায় নিতাইকে পাইবে, কোথায় অদ্বৈতকে পাইবে, কোথায় শ্রীবাসকে এবং কোথায় অন্যান্য সঙ্গীকে পাইবে? সুতরাং নিমাই এ সমুদায় সঙ্গীর ও সংকীর্ত্তনের লোভ ছাড়িয়া পলাইবে না। কিন্তু নিমাইয়ের সংকীর্ত্তনে স্পৃহা কমিয়া গেল, নৃত্য গীত এক প্রকার থামিয়া গেল, সঙ্গীগণের সহিত কৃষ্ণ কথা বন্ধ হইল, কেবল থাকিল,—নীরবে রোদন ও বিভোর অবস্থা। শুদ্ধ ইহা নয়। পূর্ব্বে নিমাই আনন্দে ডগমগ থাকিতেন, এখন যেন অতি ব্যথিত, যেন হৃদয়ে শেল বিন্ধিয়া রহিয়াছে, আর তাহাতে চন্দ্রবদন কাতর। শচী আর মনোদুঃখে নিমাইয়ের মুখ পানে চাহিতে পারেন না। কিন্তু সেও শচীর প্রকৃত দুঃখ নয়। নিমাই কি আর ঘরে থাকিবে? আর নিমাইকে কিসে ঘরে আট্‌কিয়া রাখিবেন? নিমাই তাঁহার বাধ্য নয়, বিষ্ণুপ্রিয়ার বাধ্য নয়, নিমাই ত আর সংকীর্ত্তনে মত্ত নাই? নিমাই ত আর তাহার ভক্তগণের নয়? নিমাই তখন আপনা আপনি বসিয়া কান্দে, কাহার সহিত কথা কহে না।

এমন সময় শচী দেখিলেন যে, কেশবভারতী আসিয়াছেন, আর নিমাইয়ের সহিত তিনি কথা কহিতেছেন। তখন "নিলে, নিলে! আমার নিমাইকে নিলে!" মনে এই মহা আতঙ্ক হইল। কি করেন, কিছু স্থির করিতে না পারিয়া, দুঃখিনী শচী তাড়াতাড়ি তাঁহার ভগিনী, চন্দ্রশেখরের পত্নীকে, ডাকাইয়া আনিলেন। ভগিনী আইলে অতি নির্জ্জন স্থানে

তাঁহাকে লইয়া শচী বসিলেন। তখন অতি বিষণ্ণ মনে বলিতেছেন, (যথা প্রেম দাসের চন্দ্রোদয় নাটকে)—

শচী বলে ভগ্নী শুন, তোমারে কহি যে পুনঃ,
আমার জীবন বিশ্বম্ভর।
সন্ন্যাসী দেখিয়া তারে, বড়ই আদর করে,
তা দেখিয়া মোর লাগে ডর॥

শচীর ভগ্নী জিজ্ঞাসা করিলেন, "নিমাই কবে কিরূপে কাহাকে আদর করিলেন?" তাহাতে শচী বলিলেন, "সে দিবস কেশবভারতী নামক একজন সন্ন্যাসী আইলে, নিমাই তাহার সহিত কি কথা বলিল, আর কত আদর করিয়া তাহাকে খাওয়াইল, দেখিয়া আমার প্রাণ উড়িয়া গেল।" ভগ্নী বলিলেন, "ইহাতে দোষ কি হইল? বোধ হয় কেশবভারতী বড় একজন ভক্ত হইবেন, তাই নিমাই তাঁহাকে আদর করিয়াছেন।"

শচী। ভগিনী! তুমি কি ভুলে গিয়াছ? সন্ন্যাসীর নাম শুনিলে আমার প্রাণ কাঁপিয়া উঠে। বিশ্বরূপ আমাকে যে শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন, তাহা ত আর ভুলিবার নহে। আমার বাড়ীর পাশ দিয়া যদি সন্ন্যাসী যায়, তবে আমি অমনি ঠাকুর ঘরে গিয়া হত্যা দিই, যেন আমার নিমাইকে না নিয়া যায়। যদি ঘাটে সন্ন্যাসী দেখি, তবে আমার অমনি বোধ হয় যে, সে নিমাইকে ভুলাইয়া লইতে আসিয়াছে।

তখন দুই ভগ্নী পরামর্শ করিয়া সিদ্ধান্ত করিলেন যে, এ কথা নিমাইকে জিজ্ঞাসা করা কর্ত্তব্য। শচী বলিলেন, "ভগিনী! দেখ দেখি নিমাই বাহিরে আছে কি না? স্নানের বেলা হইল, এখনো বাড়ী আইল না কেন?" ইহাই বলিতে বলিতে শচীর ভগিনী বলিতেছেন, "ঐ যে নিমাই আসিতেছে," বলিতে বলিতে নিমাই আসিলেন। শচী দেখিলেন নিমাই সচেতন আছেন।

নিমাই জননীকে দেখিলেই করপুটে পদতলে পড়িয়া প্রণাম করিতেন। যে কয়েক বার এরূপ দেখিতেন, সে কয়েকবারই এইরূপ করিতেন। জননীকে দেখিয়া অমনি ভক্তিতে গদ গদ হইয়া শির লোটাইয়া প্রণাম করিলেন। যথা চন্দ্রোদয়ে—

মায়ে দেখি গৌরহরি, দুই হস্তাঞ্জলি করি,
প্রণমিল চরণ যুগল।

শচী চির-জীবী হও বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। বলিতেছেন, "বাপ! আমার নিকট বসিয়া তোমার মাসী, দেখিতেছ না? উহাকে প্রণাম কর।" এ কথা শুনিয়া,

মায়ের আজ্ঞায় তারে, প্রণমিল বিশ্বম্ভরে,
তিঁহ তবে সঙ্কুচিত হইল।

যদিও তিনি প্রভুর মাসী, তবু প্রভু প্রণাম করিলেন বলিয়া জড়সড় হইলেন।

শচী সমস্ত মনের কথা খুলিয়া পুত্রের নিকট বলিতে পারিতেন না, কারণ তাঁহার মন কেবল এক সাধে পরিপূর্ণ, অর্থাৎ নিমাই ঘরে থাকিয়া সংসার করুক। বিশ্বরূপের সন্ন্যাস হইতেই এই সাধ অতি প্রবল হইয়াছে। কিন্তু নিমাই একেবারে সংসারের সুখকে তৃণবৎ অগ্রাহ্য করেন। সুতরাং তাঁহার এক ভাব, নিমাইয়ের এক ভাব, কাজেই পুত্রের নিকট সমুদায় মনের কথা বলিতে কুণ্ঠিত হয়েন। এখন শচী চিন্তায় ব্যাকুল, অতএব পূর্ব্বকার সঙ্কুচিত ভাব সংকল্প দ্বারা পরিত্যাগ করিয়া বলিতেছেন, "নিমাই! একটি কথা আমি জিজ্ঞাসা করিব। আমাকে ভাঁড়াইবা না, উচিত উত্তর দিতে হইবে।"

নিমাই। মা, আজ্ঞা করুন।

শচী। তুমি সন্ন্যাসী দেখিয়া অত আদর কর কেন? কেশবভারতীকে সে দিবস তোমার অত ভক্তি দেখিয়া আমি বড় ভয় পাইয়াছি।

নিমাই। মা, ভারতী ঠাকুর পরম ভক্ত, তাহাই আদর করিয়াছি। তাহাতে দোষ কি?

শচী। নিমাই, তুমি আমাকে ভাঁড়াইতেছ? আমার কথার উত্তর দিতেছ না। তুমি কি বিশ্বরূপের মত আমার বুকে শেল মারিয়া, আমাকে ফেলিয়া যাইবে? স্পষ্ট করিয়া উত্তর দেও।

নিমাই। মা, আমায় কি করিতে হইবে আমি বলিতে পারি না, কারণ আমি স্ববশে নাই। কিন্তু আমি যদি কোথাও যাই, তোমাকে বলিয়া যাইব। যদি কোথাও যাই, তোমার অনুমতি লইয়া যাইব, আর যদি কোথাও যাই, তবে আবার আসিয়া তোমাকে দেখা দিব।

শচী এ সমুদায় কথা শুনিয়া অত্যন্ত আশ্বস্ত হইয়া পুলকিত হইলেন। নিমাই সত্যবাদী; চন্দ্র সূর্য্য নষ্ট হইবে, তবু নিমাইয়ের কথা লঙ্ঘন হইবে না, তাহা শচী জানেন। এরূপ স্পষ্ট করিয়া কখন তিনি তাঁহার মনের

তাব পুত্রকে জিজ্ঞাসা করিতেও পারেন নাই, এরূপ স্পষ্ট উত্তরও পান নাই। শ্রীগৌরাঙ্গ যেরূপে উত্তর দিলেন, তাহাতে শচী একেবারে নিঃশঙ্ক হইলেন। তখন মনের মধ্যে একটি প্রাচীন কথা, তাঁহাকে ক্লেশ দিবার অবসর পাইয়া, দগ্ধ করিতে লাগিল। এ কথাটী এত দিন গোপন করিয়া রাখিয়াছিলেন। এত দিন তিনি এ কথাটি গোপন করিয়া যে অন্যায় করিয়াছেন, তাহা বুঝিতেও পারেন নাই। এখন যখন নিঃশঙ্ক হইলেন, মনে যখন বুঝিলেন যে নিমাই বিশ্বরূপের মত তাঁহাকে ফেলিয়া যাইবেন না, তখন তাঁহার যে কাজ ভাল হয় নাই, ইহা বুঝিতে পারাতে, তাঁহার অনুতাপানল জ্বলিয়া উঠিল। শচী বলিতেছেন, "বাপ, আমি তোমার নিকটে একটি বিষয়ে বড় অপরাধী আছি। আমি এত দিন ভয়ে বলি নাই অদ্য বলিব। তুমি বাপ, অবশ্য আমাকে ক্ষমা করিবা ?"

শ্রীনিমাই শিহরিয়া বলিতেছেন, "মা! এ কথা বলিতে নাই। জননীর আবার পুত্রের নিকট অপরাধ কি? তবে বিবরণ কি, বল, শুনিতেছি।"

শচী বলিতেছেন, "তোমার দাদা বিশ্বরূপের কথা।"

এই কথা বলিতেই নিমাই অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া বলিতেছেন, "সে কি! দাদার কথা? দাদার কথা এ জন্মে শুনিব, ইহা আমি কখন আশাও করি নাই। বল বল, আমি শুনিতে বড় ব্যস্ত হইয়াছি।"

শচী বলিতেছেন, "তোমার দাদা যখন আমার বুকে আগুন দিয়া আমাকে ফেলিয়া যায়, তাহার কিছু দিন পূর্ব্বে আমার হস্তে এক খানি পুঁথি দিয়া বলিয়াছিল, "মা! নিমাই বড় হইলে, তুমি তাহাকে এই পুঁথি খানি দিয়া বলিবা যে, তোমার দাদা তোমায় এই পুঁথি খানি পড়িতে বলিয়াছে।"

শচী বলিতেছেন, "এই কথা শুনিয়া আমি পুঁথি লইলাম না। আমি বলিলাম, 'আমি কেন দিব? তুমি নিজে দিলেই ত দিতে পারিবে?' তাহাতে বিশ্বরূপ অতি কাতর হইয়া বলিল, 'মা! আমার এ কথা তোমার রাখিতে হইবে। যদি আমি পারি, তবে আমিই নিমাইকে দিব। কিন্তু মরণ বাঁচনের কথা কিছু বলা যায় না। তাই এই পুঁথি খানি তোমার কাছে রাখিতে চাই। যদি আমি না পারি, নিমাইকে দিও।"

শচী বলিতেছেন, "তখন আমি জানি না যে, বিশ্বরূপ আমার বুকে শেল মারিবে। আমি বিনয় বচনে মুগ্ধ হইয়া পুঁথি খানি লইলাম।" ইহাই বলিয়া শচী মস্তক অবনত করিয়া নীরব হইলেন।

নিমাই জননীকে চুপ করিতে দেখিয়া একটু অধীর হইয়া বলিতেছেন, "মা, চুপ করিলে কেন? বুঝিতেছ না যে, তোমার কাহিনী শুনিতে আমার প্রাণ অতিশয় ব্যাকুল হইয়াছে?"

শচী ধীরে ধীরে বলিতেছেন, "বাপ! আমার বলিতে ভয় করে।

তখন শ্রীনিমাই একটু বিরক্ত হইয়া বলিতেছেন, "মা, তুমি আমাকে ভয় কর এ তোমার বড় অন্যায়। আমি যাই হই, তোমার পুত্র বই নয়, তুমি শিঘ্র বল সে পুঁথি খানি কোথায়?"

শচী তখন অবনত মস্তকে বলিলেন, "বিশ্বরূপ তাহার পরে সন্ন্যাস করিল। এক দিন রন্ধন করিতে করিতে সে পুঁথির কথা মনে পড়িল। সেই পুঁথি খানি আনিলাম, তোমাকে দিব কি না ভাবিতে লাগিলাম। শেষে ভাবিলাম পড়িয়া শুনিয়া বিশ্বরূপ সন্ন্যাসী হইল। এই পুঁথি যদি নিমাই পড়ে তবে হয় ত তাহার মনেও ঔদাস্য হইবে। তাহাই ভাবিলাম যে, পুস্তক খানি নিমাইকে দিব না। ইহা বলিয়া শচী আবার চুপ করিলেন। নিমাই ইহাতে আগ্রহ করিয়া বলিতেছেন, "তুমি পুঁথি খানি এখন দাও, আমি উহা দেখিবার নিমিত্ত বড় ব্যগ্র হইয়াছি।"

শচী তখন ধীরে ধীরে বলিলেন, "আমি পুঁথি তোমাকে দিব না ভাবিয়া, উহা আখার মধ্যে ফেলিয়া দিয়া, পোড়াইয়া ফেলিয়াছি।"

নিমাইয়ের চন্দ্রবদন মলিন হইয়া গেল!

শচী উহা দেখিয়া বলিতেছেন, "বাপ! তুমি রাগ করিবে জানি, তাই আগে, আমি ক্ষমা চাহিয়াছিলাম।" এই কথা শুনিয়া নিমাই লজ্জা পাইলেন, মুখ উঠাইয়া জননীর দিকে চাহিয়া মধুর হাস্য করিলেন। বলিতেছেন, "আমার দাদার এক মাত্র নিদর্শন পুঁথি খানি নষ্ট হওয়ায় স্বভাবত দুঃখ পাইয়াছিলাম, মা আমাকে ক্ষমা কর। তোমার দোষ কি? তুমি বাৎসল্য প্রেমে অভিভূত। তুমি ভালই করিয়াছ। তুমি সচ্ছন্দ হও, আমিও সচ্ছন্দ হইলাম।"

শচীর মনে তদ্দণ্ডে আবার একটু শঙ্কার উদয় হইল। বলিতেছেন, "নিমাই, তুমি যে বলিলে, যদি যাই, তবে বলিয়া অনুমতি লইয়া যাইব,— তুমি কি কোথাও যাইবে?" নিমাই বলিলেন, "হাঁ মা, আমার ইচ্ছা আছে যে, কোন পুণ্যভূমি দর্শনে যাইব।"

শচী। তুমি বল কি? তুমি তিল মাত্র অদর্শন হইলে আমি মরিয়া যাইব।

নিমাই। মা! তুমি বিপরীত বুঝিতেছ। আমি তোমাদের সুখের নিমিত্ত যাইব।

শচী। বাপ, যাহা কর, আমাকে আর দুঃখ দিও না।

নিমাই। মা, তোমার কি কোন দুঃখ আছে? (যথা, চন্দ্রোদয় নাটকের অনুবাদ)—

তোমার মানসে সদা, কৃষ্ণচন্দ্র আছে বাঁধা,
তাহাতে সম্পূর্ণ আছ তুমি।
দশ দিক সুখময়, সদাই তোমার হয়,
তোমারে বা কি বলিব আমি?

শচী। বাপ, তাহা সত্য, কৃষ্ণ সকলের কর্ত্তা, কিন্তু তুমি আমার সুখ দুঃখ দিবার কর্ত্তা। তুমি বল কৃষ্ণ আমার হৃদয়ে আছেন তাহাই শুনি, কিন্তু আমি ভিতরে কি বাহিরে তোমাকে বই ত কৃষ্ণকে দেখিতে পাই না।

নিমাই। আমিত পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে তোমাকে না বলিয়া, তোমার অনুমতি না লইয়া, কোথাও যাইব না।

শচী। তা বটে।

এখন শ্রীনিমাইয়ের সাহস অনুভব করুন। তিনি পুত্র, শচী জননী, তাঁহার ন্যায় পুত্র, শচীর ন্যায় জননী। তিনি শচী-জননীর নিকট অনুমতি লইয়া কৌপীন পরিবেন! এইরূপ সাহস কি সামান্য জীবের হইতে পারে?

দ্বাদশ অধ্যায়।

গেরুয়া বসন, অঙ্গেতে পরিব,
শঙ্খের কুণ্ডল পরি।
যোগিনীর বেশে, যাব সেই দেশে,
যেখানে নিঠুর হরি।
মথুরা নগরে, প্রতি ঘরে ঘরে,
খুঁজিব যোগিনী হয়ে।
যদি কারু ঘরে, মিলে গুণ নিধি,
বাঁধিব অঞ্চল দিয়ে॥
আপন বন্ধুয়া, বান্ধিয়া আনিব,
আমি না ডরাই কারে।
যদি রাখে কেউ, ত্যজিব এ জিউ,
নারী বধ দিব তারে॥
পুন ভাবি মনে, বান্ধিব কেমনে,
সে শ্যাম নাগরের হাতে।
বান্ধিয়া কেমনে, রাখিব পরাণে,
তাই ভাবিতেছি চিতে।
জ্ঞানদাস কহে, বিনয় বচনে,
শুন বিনোদিনী রাধা।
মথুরা নগরে, যেতে মানা করি,
দারুণ কুলের বাধা॥

নিমাই দাস্য ভক্তি হইতে আরম্ভ করিয়াই, তিনি স্বয়ং ভগবান এই পরিচয় দিলেন। তাহার পর গোপীভাবে ব্রজলীলা আস্বাদ করিয়া, তাঁহার ভক্তগণকে উহা আস্বাদ করাইতেছিলেন, কিন্তু জীবের দুর্ম্মতি দেখিয়া তাঁহার স্মরণ হইল যে, ভক্তগণকে ব্রজের নিগূঢ় রস শিক্ষা দেওয়া

ব্যতীত তাঁহার আর একটি কার্য্য আছে, অর্থাৎ নাস্তিক, মায়াবাদী, অভক্ত প্রভৃতি কঠিন জীবগণকে উদ্ধার করা। অতএব তিনি সন্ন্যাস করিয়া জীবগণের হৃদয় দ্রব করিবেন, করিয়া তাহাতে হরিনামরূপ বীজ রোপণ করিবেন, ইহাই সিদ্ধান্ত করিলেন। এমন সময় কেহ স্বপ্নযোগে সন্ন্যাসের মন্ত্র তাঁহার কর্ণে প্রদান করিলেন।

সন্ন্যাসের পূর্ব্বে, স্বপ্নযোগে এই মন্ত্র প্রদান করিবার একটি নিগূঢ় তাৎপর্য্য ছিল বলিয়া বোধ করা যাইতে পারে। প্রভু গোপীভাবে সন্ন্যাস করিয়া কৃষ্ণ অন্বেষণে যাইবেন। যদি সন্ন্যাস করিতে বসিয়া, প্রভু প্রথম সেই মন্ত্র শ্রবণ করিতেন, তবে হয় ত তদ্দণ্ডে তাঁহার প্রাণ বিয়োগ হইত। যেহেতু তখন তিনি রাধা ভাবে বিভোর। রাধাকে যদি কেহ এ কথা বলে যে, কৃষ্ণ আর কোন স্বতন্ত্র বস্তু নহেন, তুমিই তিনি, তাহা হইলে শ্রীমতী তাঁহার এক মাত্র সুখ ও আশা হইতে বঞ্চিত হইয়া, তদ্দণ্ডে প্রাণে মরিয়া যাইবেন। সেইরূপ যদি শ্রীগৌরাঙ্গ সন্ন্যাস করিতে বসিয়া, প্রথমে তাঁহার গুরুর নিকট শুনিতেন যে, সন্ন্যাস মন্ত্রের তাৎপর্য্য "তুমিই তিনি," অর্থাৎ শ্রীভগবান আর কোন স্বতন্ত্র বস্তু নহেন, তুমিই ভগবান, তবে একটা অনর্থ ঘটিবার সম্ভাবনা হইত। এই জন্য পূর্ব্বেই স্বপ্নযোগে শ্রীপ্রভু সন্ন্যাস মন্ত্রের তাৎপর্য্য কি, তাহা শ্রবণ করিলেন। সেই মন্ত্র শুনিয়া, প্রভু মর্ম্মাহত হইয়া রোদন করিতে থাকিলেন। ভক্তগণ হাসিয়া, প্রভুর সেই দুঃখ উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিলেন, কতক কৃতকার্য্যও হইলেন।

প্রভু এখন ভাবিতে লাগিলেন, তিনি কি করিবেন? যদি সন্ন্যাসী হইয়া কাঙ্গালের জীবন অবলম্বন না করেন, তবে জীব উদ্ধার পায় না। কিন্তু সন্ন্যাসের মন্ত্র ভক্তি পথের বিরোধী, সুতরাং সেই আশ্রমই বা তিনি কিরূপে অবলম্বন করেন? এখন পাঠক, জ্ঞানদাসের উপরিউক্ত পদটি বিচার করুন। প্রভু স্থির করিলেন যে তিনি সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করিবেন, কিন্তু সন্ন্যাসীদিগের ধর্ম্ম অর্থাৎ "তিনিই আমি" এই তত্ত্ব গ্রহণ করিবেন না। তবে করিবেন কি, না, গেরুয়া বসন পরিধান করিবেন, হস্তে করোয়া ও দণ্ড লইবেন, সন্ন্যাস আশ্রমের যত দুঃখ স্বীকার করিয়া লইয়া সংসার ত্যাগ করিবেন। করিয়া সন্ন্যাসের মন্ত্র জপ কি যোগাভ্যাস না করিয়া, শ্রীকৃষ্ণের অন্বেষণ করিবেন।

এখানে একটি কথা বলিয়া রাখি। প্রভুর মন তাঁহার পার্ষদগণেরও

জানিবার সম্ভাবনা ছিল না, আমরা কিরূপে জানিব? তিনি বসিয়া গল্প করিতেন না, কি ধর্ম্ম উপদেশও দিতেন না। তিনি কি করিবেন না করিবেন তাহা লইয়া পার্ষদগণের সহিত পরামর্শ করিতেও বসিতেন না। তবে তাঁহার কার্য্যের, কি আবিষ্ট অবস্থার দুই একটি কথা দ্বারা, তাঁহার মনের ভাব কতক জানা যাইত। প্রকৃত কথা, জীব উদ্ধার করা, কি ধর্ম্ম প্রচার করা, যে তাঁহার অতি প্রধান কার্য্য, তাহা, বাহিরের লোকে তাঁহার প্রত্যক্ষ কার্য্য, কি কথা দ্বারা, জানিতে পারিত না। শ্রীনিত্যানন্দ ও হরিদাসকে যে হরিনাম প্রচার করিতে আদেশ করেন, তাহা বাহিরের লোকে জানিবার সম্ভাবনা ছিল না। যদি নাগরীয়াগণ আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিতেন, আর তাঁহাদের কর্ত্তব্য কর্ম্ম কি জিজ্ঞাসা করিতেন, তখন এই মাত্র বলিতেন যে, "তোমরা হরেকৃষ্ণ নাম জপ কর।"

তাঁহার ভাব দেখিয়া বোধ হইত, শ্রীনিমাইয়ের প্রধান কার্য্য রসাস্বাদন করা। তিনি ভাব তরঙ্গে ডুবিয়া থাকিতেন। "আমি জীব উদ্ধার করিতে সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইব," এ কথা তিনি প্রকাশ্যে বলিতেন না, কি প্রায় কাহাকেও জানিতে দিতেন না। তবে ভক্তগণকে বলিতেন যে, কৃষ্ণ অন্বেষণে গৃহত্যাগ করিবেন।

তবে হরিনাম প্রচার করা যে তাঁহার অতি প্রধান কার্য্য, তাহা লোকে প্রকারান্তরে, তাঁহার নানা কার্য্য দেখিয়া বুঝিতে পারিত। হরিনাম প্রচারের জন্যে প্রভু কি করিতেন, বলিতেছি। ভক্তগণ প্রভুর কৃপায়, নূতন নূতন রস আস্বাদ করিয়া পরিবর্দ্ধিত হইতেন, হইয়া এরূপ শক্তিসম্পন্ন হইতেন যে, তাঁহারা অনায়াসেই যেখানে সম্ভব, জীবগণের হৃদয় দ্রব করিতে পারিতেন। হরিনাম প্রচারের যে সমুদায় প্রধান বাধা, যাহা অতিক্রম করা ভক্তগণের সাধ্যাতীত, (যেমন জগাই মাধাইকে উদ্ধার,) ঐ সকল প্রভু নিজে করিতেন। আবার প্রভু দেখিলেন যে, তিনি সংসারে থাকিলে হরিনাম প্রচার হইবে না। তাই হরিনাম প্রচারের পথ পরিষ্কার করিবার নিমিত্ত, সংসার ত্যাগ করিলেন। প্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণ করিবার কোন প্রয়োজন ছিল না। তিনি নিজে বলিয়াছেন, "কি কাজ সন্ন্যাসে মোর প্রেম নিজ ধন।" তাঁহার সন্ন্যাস কার্য্যটি কেবল মলিন জীবগণকে উদ্ধার করিবার নিমিত্ত।

সে যাহা হউক, নিমাই আবার বিরহ রসে ডুবিয়া গেলেন। যাঁহারা

তরঙ্গের মধ্য দিয়া বড় নদী পার হইয়াছেন, তাঁহারা এটা লক্ষ্য করিয়াছেন কি? নৌকায় এক একটী তরঙ্গ আঘাত করিতেছে, আর উহা টলমল করিতেছে। নৌকা যতই অগ্রবর্ত্তী হইতেছে, ততই তরঙ্গ বাড়িতেছে! ক্রমেই বোধ হইতেছে যে নৌকা বুঝি ডুবিল। পরে সম্মুখে বৃহৎ একটি তরঙ্গ নৌকার দিকে আসিতেছে দেখা গেল। দেখিয়া প্রাণ শুখাইয়া গেল, মনে উদয় হইল বার বার এইবার বুঝি নৌকা ডুবিল। ভক্তগণ সেইরূপ বুঝিলেন যে, আর একটী প্রকাণ্ড রস-তরঙ্গ প্রভুকে আঘাত করিতে আসিতেছে। এবার প্রভুকে একেবারে ডুবাইবে, কি কূল ছাড়াইয়া অকূলে ভাসাইয়া লইয়া যাইবে। এই বার বুঝি প্রভুকে হারাইলেন।

প্রকৃতই এই তরঙ্গে নিমাইকে কূলের অর্থাৎ গৃহের বাহির করিল। নিমাই এত দিবস কৃষ্ণ বিরহরূপ অগ্নি হৃদয়ে পুরিয়া রাখিয়াছিলেন, কিন্তু আর তাহা পারিতেছেন না, উহা অতি প্রবলরূপে প্রকাশিত হইয়া পড়িল। পূর্ব্বে নীরবে রোদন করিতেছিলেন, এখন "প্রাণ যায়" বলিয়া পার্ষদগণের গলা ধরিলেন। দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ লোকে মনের দুঃখ মনে রাখেন, কিন্তু দুঃখ ক্রমে প্রবল হইতে থাকিলে, পরিশেষে তাহাদের এরূপ অবস্থা হইতে পারে, যে, আর তখন মর্ম্মী প্রিয়জনের আশ্রয় না লইয়া থাকিতে পারেন না।

শ্রীবাসের বাড়ীতে নিমাই বসিয়া। নিমাই ভক্তগণকে নিকটে ডাকিলেন, ডাকিয়া বলিলেন, "তোমরা আমার বান্ধব, আমাকে বিদায় দাও। আমি আর তোমাদের কাছে থাকিতে পারিতেছি না।"

নারিব নারিব হেথা রহিবারে আমি।
দেখিবারে যাব যথা বৃন্দাবন ভূমি॥ (চৈতন্যমঙ্গল গীত)

ইহা বলিয়া, "কৃষ্ণ আমার প্রাননাথ, আমি তোমাকে কবে দেখিব" বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে কান্দিতে লাগিলেন।

কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি ডাকে অতি উচ্চ নাদে।
সকরুণ স্বরে প্রাণনাথ বলি কান্দে॥ (চৈতন্যমঙ্গল)

তাহার পরে অঙ্গের জ্বালায় ধূলায় গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন। বৃশ্চিকে দংশন করিলে লোকে ধূলায় গড়াগড়ি দিয়া থাকে। পুত্র বিয়োগ সংবাদ পাইলেও লোকে ঐরূপ গড়াগড়ি দিয়া থাকে। নিমাই কৃষ্ণ-বিরহ যন্ত্রণায় ধূলায় গড়াগড়ী দিতেছেন। পার্ষদগণ চারিপার্শ্বে বসিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা করিবার চেষ্টা করিতেছেন। প্রভু একটু শান্ত হইলে সকলে তাঁহাকে ধরিয়া

উঠাইলেন। গদাধর অমনি প্রভুর পশ্চাদ্দিকে বসিলেন, আর নিমাই তাঁহার অঙ্গে এলাইয়া পড়িলেন। সোণার অঙ্গ ধূলায় ধূসরিত, রোদন করিয়া নয়ন পদ্ম-পুষ্পের ন্যায় লোহিত বর্ণ হইয়াছে। গদাধরের অঙ্গে হেলন দিয়া নিমাই নীরবে নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিলেন, কথা কহিতে পারিতেছেন না। চতুষ্পার্শ্বে ভক্তগণ রোদন করিতেছেন। নিমাই অঙ্গুলি দ্বারা সঙ্কেত করিয়া ভক্তগণকে আরো নিকটে আসিতে বলিলেন, যেন কি বলিবেন। সকলে আরো নিকটে আইলেন। নিমাই কথা কহিতে গেলেন, কিন্তু—

কহিতে আরম্ভ মাত্র গদ গদ স্বর।
অরুণ কমল আঁখি করে ছল ছল॥
সকরুণ কণ্ঠ আধ আধ বাণী কহে।
সম্বরিতে নারি ক্ষণে নিঃশব্দে রহে॥ (চৈতন্য মঙ্গল)

দৃঢ় সংকল্পে একটু ধৈর্য্য ধরিয়া বলিতেছেন, "তোমরা আমার চির বান্ধব, আমাকে বিদায় দাও। আমি যোগী হইব, হইয়া দেশে দেশে আমার প্রাণ-নাথকে তল্লাস করিয়া বেড়াইব। আমি তোমাদের লাগি এত দিন আমার হৃদয়ের বেগ সহ্য করিয়াছিলাম, আর পারিতেছি না। তোমাদের যদি আমার উপর স্নেহ থাকে, তবে আমাকে মনোসুখে বিদায় দাও। তোমা-দিগকে ফেলিয়া যাইতে আমার হৃদয় ফাটিয়া যাইবে, কিন্তু আমি থাকিতে পারিলাম না।"

ভক্তগণ কোন উত্তর করিলেন না, কেবলই রোদন করিতে লাগি-লেন। নিমাইও উত্তর শুনিবার অবকাশ পাইলেন না। কথা বলিতে বলিতে ভক্তগণকে ভুলিয়া গেলেন। তখন এক অদ্ভুত ঘটনা উপস্থিত হইল। তাহা এই যে, এক দেহে এক সময় উভয় রাধা-কৃষ্ণ প্রকাশ পাইলেন। এইরূপে শ্রীরাধা-কৃষ্ণ উভয়ে শ্রীনিমাইয়ের দেহে প্রকাশ পাইয়া, উভয় উভয়ের নিমিত্ত প্রাণ উঘাড়িয়া বিরহ দুঃখ বলিতে লাগিলেন। আর উভয়ে শ্রীবৃন্দাবন স্মরণ করিয়া কান্দিতে লাগিলেন। উভয়ই শ্রীবৃন্দাবন স্মরণ করিয়া অতি আর্ত্তনাদে শ্রীবৃন্দাবনের পরিকরগণকে ডাকিতে লাগিলেন। একবার রাধা ভাবে নিমাই, কোথা আমার প্রাণেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ, কোথা আমার ললিতা, কোথা আমার বিশাখা, কোথা আমার নিভৃত নিকুঞ্জ, ইত্যাদি বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। রোদন করি-তেছেন, ইতি মধ্যে আবার শ্রীকৃষ্ণ ভাবে বিভাবিত হইলেন। তখন

শ্রীকৃষ্ণ ভাবে রোদন করিতে করিতে "মা যশোদা, নন্দ পিতা" বলিয়া কান্দিতে লাগিলেন। ভক্তগণের গলা ধরিয়া কান্দিতে কান্দিতে বলিতে লাগিলেন, "আমার মা যশোদা কোথায়? তোমরা কি দেখেছ, আমার পিতা নন্দ কোথা? তোমরা বলিতে পার, কোথা আমার দাদা বলরাম? আমার প্রাণের সখা ছিদাম কি বেঁচে আছে? আমার সুবল? আহা! আমার সুবল আমার চিত্রপটের সহিত কথা কহিত। আমার প্রাণেশ্বরী রাধা! আমার কি কঠিন প্রাণ! প্রাণেশ্বরি, তোমাকে ভুলিয়া আমি কিরূপে প্রাণ ধরিয়া আছি? আহা! আমার সকল কথা একবারে স্মরণ হইল। ইহাতে আমি কিরূপে বাঁচি? তোমরা সকলে একবারে মনে উদয় হইলে, আমি কার জন্যে কান্দিব? কোথা আমার সুখের বৃন্দাবন? কোথায় বা যমুনা পুলিন? কোথায় আমার প্রাণ-তুল্য মুরলী? কোথা আমার নিধুবন? কোথায় আমার ভাণ্ডীর বন? কোথায় বা আমার গোকুল? কোথায় আমার শ্যামলী, ধবলী?

আবার তদ্দণ্ডে রাধা ভাবে শ্রীকৃষ্ণের নিমিত্ত রোদন করিতে লাগিলেন। যথা, চৈতন্যমঙ্গলে—

ভাবান্তরে বলে পহু কাঁহা গুণমণি।
না শুনি বিদরে হিয়া সে মুরলী ধ্বনি॥
কবে সে মধুর রূপ হেরিব নয়নে।
হিয়াতে চাপিব সেই রাতুল চরণে॥
এ ছার সংসারে আমি কেমনে রহিব।
নন্দের দুলাল আমি কোথা গেলে পাব॥

এইরূপে বৃন্দাবন স্মরণ করিতে করিতে ক্রমেই তরঙ্গ উঠিতে লাগিল,

* নারিব নারিব হেথা রহিবারে আমি।
দেখিবারে যাব আমি বৃন্দাবন ভূমি॥
কতি মোর কালিন্দি যমুনা নিধুবন।
কতি মোর বেহুলা ভাণ্ডীর গোবর্দ্ধন॥
কতি গেল আর মোর ললিতা আর রাধা।
কতি গেল আর মোর শ্রীনন্দ যশোদা॥
শ্রীদাম সুদাম মোর রহিল কোথায়।
শ্যামলী ধবলী বলি অনুরাগে ধায়॥ (চৈতন্যমঙ্গল)

তখন আর থাকিতে পারিলেন না। গলায় যে উপবীত ছিল, ছিঁড়িয়া ফেলিলেন, ও "বৃন্দাবন, বৃন্দাবন" বলিয়া উঠিয়া ছুটিলেন। কিন্তু অধিক দূর যাইতে পারিলেন না। ঘোর মূর্চ্ছায় অভিভূত হইয়া মৃতবৎ ধূলায় পড়িয়া গেলেন। এই উপবিত তাঁহাকে কুলে আটকাইয়া রাখিয়াছে ভাবিয়া, সেই রজ্জু ছিঁড়িয়া, কুলের বাহিরে অনন্ত পথে যাইতে, অচেতন হইয়া, দীর্ঘস্ত্র হইয়া, পতিত হইলেন।

ভক্তগণ, কি "হলো কি হলো" বলিয়া প্রভুকে ধরিয়া সন্তর্পণ করিতে লাগিলেন। সজোরে কপালে জলের আঘাত করিতে লাগিলেন, বায়ুব্যজন করিতে লাগিলেন। কর্ণে অতি-উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম করিতে লাগিলেন। একটু পরে নিমাইয়ের দাঁতে দাঁত ছাড়িয়া গেল, নিমাই নিশ্বাস ফেলিলেন, চক্ষু মেলিলেন। সকলে তখন যত্ন করিয়া তাঁহাকে উঠাইলেন, আর গদাধর অমনি প্রভুর পশ্চাদ্দিকে বসিয়া তাঁহাকে হৃদয়ে ধরিলেন।

নিমাই বাহ্য পাইয়া বলিতেছেন, "তোমাদের স্নেহ আমার কাল হইল। তোমাদের স্নেহে আমি আমার মনোমত কার্য্য করিতে পারি না। তোমাদের নিমিত্ত আমি শ্রীকৃষ্ণ ভজন করিতে পারি না। কিন্তু কৃষ্ণ কৃপাময়। তোমরা আমাকে রাখিতে পারিবে না। যদি তোমরা স্নেহে আমাকে আবদ্ধ করিয়া রাখ, তবে শ্রীকৃষ্ণ আমার প্রাণ লইয়া যাইবেন। তোমরা যদি আমার প্রাণ বাঁচাইতে চাহ, তবে আমাকে ছাড়িয়া দেও, আমি একবার দৌড়িয়া শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া আসি। তোমরা আমার এ শূন্যদেহ রাখিয়া কি করিবে? ইহাতে ত আমার প্রাণ নাই। আমার প্রাণ শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে গিয়াছে। ভাই! আমার এ দেহে কি আর কিছু আছে, যে তোমরা রাখিবে? ইহা কৃষ্ণের বিরহে পুড়িয়া ছাই হইয়া গিয়াছে। তোমাদের বিনয় করিয়া বলি, আমাকে ছাড়িয়া দাও।"

ভক্তগণ দেখিলেন, বিষম বিপদ। "তুমি বৃন্দাবনে যাও" এ কথা মুখে বলিতে পারেন না। প্রভু নবদ্বীপ ছাড়িবেন, এ কথা মনে করিলে তাঁহাদের চতুর্দ্দিক অন্ধকার হইয়া যায়। আবার প্রভুকে রাখেন বা কি বলিয়া? বুঝিলেন, তাঁহাকে রাখিতে পারিবেন না। যদি সামান্য রজ্জু দিয়া বান্ধিয়া রাখেন, তবু তাঁহার প্রাণ বাহির হইয়া পলাইবে। ভক্তগণ কি করিবেন ও বলিবেন, কিছুই স্থির করিতে পারিতেছেন না।

গদাধর যখন নিমাইয়ের মুখ পানে চাহিয়া কথা বলিতে সাহস পাইলেন না, তখন তাঁহার সহিত কথা কাটা কাটি করা, তাঁহার পক্ষে অসম্ভব। কিন্তু ঘোর বিপদ কাল উপস্থিত; প্রভু গৃহ ছাড়িয়া যাইতেছেন, তখন তাঁহার ভয় একবারে দূর হইয়া গেল। তাই নির্ভীক হইয়া স্পষ্ট করিয়া বলিতে লাগিলেন, প্রভু! তুমি সন্ন্যাসী হইয়া যাইবে তাহাতে আমার ক্ষতি কি? যেহেতু আমি উদাসীন। আমি তোমাকে ছাড়িয়া না থাকিতে পারি, তোমার পাছ পাছ যাইব, কিন্তু তোমার মত কি, পরিষ্কার করিয়া বল। তোমার মতে কি গৃহে থাকিয়া শ্রীকৃষ্ণ ভজন হয় না? এখন আমার মত কি বলিতেছি, শ্রবণ কর। তুমি যদি গৃহ ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইয়া যাও, তবে প্রথম জননী বধের ভাগী হইবে। আর জননীকে বধ করিয়া যে ধর্ম্মার্জ্জন, তাহা কেবল বিড়ম্বনা মাত্র।" গদাধর শুধু জননীর দোহাই দিয়া বলিলেন, শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার কথা আর স্পষ্ট করিয়া বলিলেন না। কিন্তু তিনি যে এই দুই জনকেই মনে করিয়া বলিতেছেন, তাহা সকলেই বুঝিলেন।

প্রভু কি উত্তর দেন, শুনিবার নিমিত্ত ভক্তগণ অতি আগ্রহের সহিত তাঁহার মুখ পানে চাহিয়া রহিলেন। তখন নিমাই গদাধরের পানে মুখ ফিরাইলেন। মুখে দেখা গেল, যেন তিনি গদাধরের কথা শুনিয়া মর্ম্মে আঘাত পাইয়াছেন। বলিতেছেন, "গদাধর! তুমি তোমার বাক্যবাণে বিষ মাখাইয়া আমার মর্ম্মে আঘাত করিতেছ। আমার অতি সরলা, পুত্র-বৎসলা, বৃদ্ধা জননীর আমা বই আর নাই। তিনিই আমার সংসার ত্যাগের প্রধান বিরোধী। তাঁহার ভাবনাই আমার হৃদয়ে জ্বলন্ত আগুণের ন্যায় জ্বলিতেছে। তোমরা আমার প্রাণের বান্ধব। কোথায় আমার সেই অগ্নি নিবাইবে, না তাহাই আবার জ্বালিয়া দিতেছ? গদাধর! নিঠুরালী করিও না। আমার জননীর শেষ দশায়, যে তাঁহাকে আমার বিরহ বেদনা পাইতে হইবে, তাহা মনে করিলে, আমি শ্রীকৃষ্ণকে ভুলিয়া যাই। গদাধর! আর এরূপ বাক্য-বাণে আমার অঙ্গ খণ্ড খণ্ড না করিয়া, যদি আমাকে ভালবাস, তবে আপন সুখের নিমিত্ত আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ না যাইয়া, আমার বৃদ্ধ জননীকে পালন করিও, তাঁহার নয়ন জল মুছাইও। আর তাঁহার যাহাতে শ্রীকৃষ্ণে মতি হয়, তাহাই করিও। যাইবার বেলা, তোমাদের কাছে, আমার এই ভিক্ষা।"

আবার একটু থামিয়া বলিতেছেন, "মানুষের বিষম জ্বর হইয়া থাকে, শুনিয়াছ? আমার সেই শ্রীকৃষ্ণ বিরহরূপ বিষম জ্বর হইয়াছে। সেই বিষম জ্বরে আমার ইন্দ্রিয়গণ, সংসারের মায়া, সমুদায়ই ভস্ম হইয়া গিয়াছে। আমার প্রাণাধিক বন্ধুগণ! আমার গৃহে থাকিতে কি অসাধ? তোমাদের সঙ্গ, যাহা ব্রহ্মাদির দুর্ল্লভ, জননীর চরণ সেবা, যাহা আমার সর্ব্ব প্রধান কর্ত্তব্য কর্ম্ম, ইহা কি স্ব-ইচ্ছায় ত্যাগ করিতেছি? আমি স্ববসে নাই। আমাকে শ্রীকৃষ্ণ ঘরের বাহির করিতেছেন। আমি গৃহে থাকিবার নিমিত্ত বল করিয়া ইচ্ছা করিতেছি, আর যাই এরূপ মনে আসিতেছে, অমনি যেন আমার প্রাণ বাহির হইতেছে। অতএব যদি তোমরা আমার স্বোয়াস্তি কামনা কর, তবে আমাকে ছাড়িয়া দাও। আমি বৃন্দাবনে যাইয়া আমার প্রাণনাথ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে দেখিয়া আসি।"

ভক্তগণ মস্তক অবনত করিলেন। তাঁহারা ভুবন অন্ধকারময় দেখিতে লাগিলেন, প্রভুর কথায় উত্তর করিতে পারিলেন না।

একটি কথা মনে রাখুন। যদিও নিতাইয়ের নিকট প্রভু হরিনাম প্রচার ও জীব উদ্ধারের কথা বলিয়াছিলেন, এখন সর্ব্ব সমক্ষে সে সমুদায় কথা কিছু বলিলেন না। এখনকার তাঁহার সমুদায় কথার তাৎপর্য্য এই যে, "আমাকে বিদায় দাও, আমি কৃষ্ণের অন্বেষণে যাইব।"

শ্রীবাস একটু পরে কথা কহিলেন। বলিতেছেন, "প্রভু! তাহাই হউক। তুমি স্বতন্ত্র ঈশ্বর, তোমকে আমরা রাখিতে পারিব না। তবে আমাকে এই অনুমতি কর যেন আমি তোমার সঙ্গে যাইতে পারি।" আবার বলিতেছেন, "আমি ভাল বলিলাম না। আমি কেবল আমার কথা ভাবিতেছি। প্রভু! তুমি যাবে যাও; কিন্তু যে তোমার সহিত যাইতে চাহে, তাহাকে সঙ্গে যাইতে অনুমতি দাও।"

নিমাইয়ের তখন সকলকে শান্ত করিবার সময়। কাজেই আপনি শান্ত হইলেন। বলিতেছেন, "তোমরা এ ক্ষুদ্র কথা লইয়া কেন এত আড়ম্বর করিতেছ? সওদাগরে ধন আহরণের নিমিত্ত দূরদেশে গমন করে। ধনোপার্জ্জন করিয়া গৃহে আসিয়া বন্ধু-বান্ধবকে দেয়। আমিও বিদেশে সেইরূপ প্রেম-ধন উপার্জ্জন করিতে যাইতেছি। উপার্জ্জন করিয়া আনিয়া তোমাদিগকে দিব।"

শ্রীবাস বলিলেন, "প্রভু ও কথার কেহ প্রবোধ মানিবে না। তুমি

সন্ন্যাসী হইয়া নবদ্বীপ ছাড়িলে যে প্রাণে বাঁচিবে, তাহাকে তুমি ফিরিয়া আসিয়া প্রেম-ধন দিও। কিন্তু আমি তোমাকে পলকে হারাই। তুমি যখনই যাইবে, তখনই আমি মরিয়া যাইব। সুতরাং তুমি যে ধন লইয়া আসিবে, তাহাতে আমার কি ?”

মুরারি ভাবিতেছেন যে, সংসারের কথায় প্রভু ভুলিবেন না। গদাধর সে কথা বলিয়া কিছু করিতে পারেন নাই। আমি পরমার্থ কথা, অর্থাৎ যে কথায় প্রভুর লোভ আছে, তাহাই বলিয়া, তাঁহার হৃদয় কোমল করিবার চেষ্টা করিব। ইহা ভাবিয়া বলিতেছেন, “প্রভু! আমরা ক্ষুদ্র কীট, পিপীলিকা হইতেও অধম। তুমি কৃপাময়, দয়া করিয়া আমাদিগকে কিঞ্চিৎ ভক্তি দিয়াছ। তুমি যদি এখন আমাদিগকে ফেলিয়া যাও, তবে সংসার ব্যাঘ্রে আমাদিগকে ভক্ষণ করিবে ? প্রভু ! আপন হাতে বৃক্ষ রোপণ করিলে, জল সিঞ্চনে পরিবর্দ্ধন করিলে, এখন আপন হাতে সেই বৃক্ষ কাটিতে চাহিতেছ ? প্রভু ! তোমার একটু মমতা হইতেছে না ?”

হরিদাস কিছু বলিলেন না, দুই খানি চরণ ধরিয়া ভূমিতে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন, পড়িয়া এই মাত্র বলিলেন, “আমার প্রাণ, মন, বুদ্ধি তোমাকে অর্পণ করিলাম, গ্রহণ কর।” এ পর্য্যন্ত ভক্তগণ অতি কষ্টে ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়াছিলেন। মুকুন্দ সেই ধৈর্য্য ভাঙ্গিয়া দিলেন—

মুকুন্দ কহয়ে প্রভু পোড়য়ে শরীর।
অন্তরে পোড়য়ে প্রাণ না হয় বাহির॥ (চৈতন্য মঙ্গল)

মুকুন্দ বলিতেছেন, “প্রভু! তুমি দেশান্তরে যাবে, ইহা কি সহা যায় ? আমাদের প্রাণ বাহির হইতেছে না, কিন্তু প্রাণ জ্বলিয়া গেল। প্রভু! তুমি আমাদের প্রাণ ! আমাদের প্রাণের প্রাণ ! তুমি কোথা যাবে ? এ কথা মনে করিতেও পারি না।” ইহা বলিতে বলিতে মুকুন্দ উচ্চৈঃস্বরে কান্দিয়া উঠিলেন। তখন সকলের হৃদয়ের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল। একটা ক্রন্দনের রোল হইল, আর ভক্তগণ অস্থির ও দিশাহারা হইয়া, “প্রভু ক্ষমা দাও” বলিয়া, সকলেই চরণ ধরিয়া পড়িয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন।

তখন শ্রীভগবান ব্যতিব্যস্ত হইলেন। শ্রীভগবান ইচ্ছা মাত্র অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি ও ধ্বংশ করিতে পারেন, কিন্তু অবুঝ ভক্তকে বুঝাইতে পারেন না। শ্রীনিমাই তখন পরাস্ত হইয়া, কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া, একটু স্থির হইয়া রহিলেন। স্থির থাকিয়া কি করিতে লাগিলেন, শ্রবণ করুন—

ভকতের দুঃখ দেখি ভকতবৎসল।
অরুণ করুণ আঁখি করে ছল ছল॥
গদ গদ স্বর, কথা না বাহির হয়।
সকরুণ দিঠে প্রভু ভক্ত পানে চায়॥ (চৈতন্য মঙ্গল)

পরে সকলের প্রতি অতি করুণ ও স্নেহপূর্ণ নয়নে চাহিয়া ধীরে ধীরে বলিতেছেন, "তোমরা শান্ত হও। আমার এ দেহ তোমাদের। তোমরা আমাকে যেখানে সেখানে বেচিতে পার। প্রথমত, আমি এই পথেই বৃন্দাবন যাইতেছি না। আমার বিলম্ব আছে। আবার, তোমাদিগকে আমি একেবারে ফেলিয়া যাইতেছি না। আমাকে তোমরা সর্ব্বদা দেখিতে পাইবে। আমি যেখানে থাকি, তোমরা সেখানে স্বচ্ছন্দে যাইও, আর আমিও মধ্যে মধ্যে তোমাদিগকে দেখিতে আসিব। তোমরা যখনই সংকীর্ত্তন করিবে, তখনই তাহার মধ্যস্থলে আমি নাচিব।" শ্রীবাসের প্রতি চাহিয়া বলিতেছেন, "তোমার ঠাকুরমন্দিরে আমাকে সর্ব্বদা দেখিতে পাইবে। আর এক কথা বলি। যিনি শ্রীকৃষ্ণ ভজন করিবেন,—কি আমার জননী, কি বা বিষ্ণুপ্রিয়া, কি তোমরা ভক্তগণ,—তিনিই আমাকে দেখিতে পাইবেন। আমি তোমাদের নিকট এই কথা অঙ্গীকার করিলাম।" এই কথা শুনিবা মাত্র ভক্তগণের একটি কথা মনে পড়িল। সেটি তখন তাঁহারা ভুলিয়া গিয়াছিলেন। সেটি এই যে, নিমাই শ্রীভগবান, আর কেহ নহেন। তখন সকলে ভাবিতে লাগিলেন, প্রভুর সহিত অধিক হঠকারিতা ভাল নয়। তিনি যতদূর স্বীকার করিলেন সেই ভাল। শ্রীবাস বলিতেছেন, "প্রভু! তুমি ইচ্ছাময়, এবং তোমার ইচ্ছা ভাল বই মন্দ হইতে পারে না। আমরা নির্ব্বোধ বলিয়া তোমাকে উপদেশ দিতে যাই, আর তোমার গতি রোধ করিতে চেষ্টা করি। তবে একটি নিবেদন। তুমি আমাদের সকলের প্রাণ, দেখিও যেন তোমার বিরহে কেহ প্রাণে না মরি।"

নিমাই মধুর হাসিয়া জনে জনে বার বার প্রেমালিঙ্গন করিতে লাগিলেন। এখন চণ্ডীদাসের পদটি স্মরণ করুন, অর্থাৎ—

"নামের প্রতাপে যার, ঐছন করিল গো,
অঙ্গের পরশে কি না হয়।"

শ্রীনিমাই "অঙ্গের পরশ" দিলেন, কাজেই সকলে অনেকটা শান্ত হইলেন।

যথা চৈতন্য মঙ্গলে—

এ বোল শুনিয়া, প্রভু সে হাসিয়া,
সবারে করিল কোলে।
প্রেম প্রকাশিয়া, সবা সম্বোধিয়া,
প্রবোধ উত্তর বলে॥
শুন সর্ব্ব জন, আমার বচন,
সন্দেহ না কর কেহ।
যথা তথা যাই, তোমা সভা ঠাঁই,
আছিয়ে জানিও এহ।

সন্ধ্যাকালে প্রভু হরিদাসকে সঙ্গে করিয়া মুরারির গৃহে গমন করিলেন, এবং উভয়ে দেব গৃহে উঠিলেন্। প্রভু মুরারিকে নিকটে বসাইলেন। মধুর বাক্যে প্রবোধ করিতে লাগিলেন। বলিতেছেন, "মুরারি! শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য ত্রিজগতে ধন্য। তাঁহার সেবা করিলে কৃষ্ণের কৃপা হয়। আমার অভাবে, তুমি তাঁহাকে আশ্রয় করিও।"

মুরারি অঝোর নয়নে কান্দিতে লাগিলেন। মুরারিকে যেরূপে সান্ত্বনা করিলেন, এইরূপে প্রত্যেকের বাড়ী যাইয়া নিমাই সকলকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। কাহারে কি বলিয়া শান্ত করিলেন, তাহা তিনিই জানেন।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

রাজ্য ছাড়ি বৃক্ষতলে, শ্রীরূপ কাতরে বলে,
"আমা হতে না হল ভজন।"
আমি দীন হীন ছার, শত কোটী স্পৃহা যার,
কি গুণে পাইব সে চরণ॥
শুনরে দুর্ব্বার মন, বৃথা কর আকিঞ্চন,
যাহাতে নাহিক অধিকার।
শ্রীরূপ বলে শুন বলাই, এসো বসে গুণ গাই,
পাও না পাও ছাড় সে বিচার॥

শ্রীনিমাই সন্ন্যাস করিবেন, এ কথা আর গোপন থাকিল না। ভক্তগণের কাছে তাঁহাদের পত্নীরা শুনিলেন। স্ত্রীলোকদিগের নিকট শচী শুনিলেন। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া পিতৃ আলয়ে ছিলেন; তিনিও সেখানে এ কথা শুনিলেন। লোকে যে নিঠুরালী করিয়া তাঁহাদিগকে এ সংবাদ দিল তাহা নয়। নিমাই সন্ন্যাস করিবেন অর্থাৎ সংসার ত্যাগ করিবেন। নিমাইয়ের সংসার কেবল জননী ও ঘরণী লইয়া। তাঁহার পিতা নাই, ভ্রাতা ভগিনী নাই, পুত্র কন্যাও নাই। নিমাই সন্ন্যাস করিবেন, তাহার অর্থ এই যে, তিনি জননীকে ও আপনার পত্নীকে ত্যাগ করিবেন। অতএব নিমাইয়ের সন্ন্যাসের সহিত প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ কেবল ঐ দুই জনের! নিমাই সন্ন্যাস করিলে ঐ দুই জনের যেরূপ সর্ব্বনাশ হইবে, এরূপ কাহারও নয়। নিমাইয়ের সন্ন্যাস করিবার এই দুই জন যেরূপ প্রতিবন্ধক, এরূপ আর কেহ নহে। অতএব যদি কেহ তাঁহাকে গৃহে রাখিতে পারেন, তবে এই দুই জনে। কাজেই সকলে, আকার ইঙ্গিতে, শচী ও বিষ্ণুপ্রিয়াকে বলিলেন যে, তাঁহাদের প্রিয় বস্তুর গতিক ভাল নহে, এই বেলা তাঁহারা উপায় করুন।

নিমাই প্রতিশ্রুত আছেন যে, জননীর অনুমতি না লইয়া কোথাও যাইবেন না। সুতরাং শচী যখন এ সংবাদ শুনিলেন, তখন উহা হাসিয়া উড়াইয়া দিতে পারিতেন, কিন্তু তাহা তিনি পারিলেন না। ষোল বৎসরের

পরম সুন্দর, পিতৃ মাতৃ বৎসল, স্নিগ্ধ, সাধু ও পণ্ডিত পুত্র তাঁহাকে ফেলিয়া যাওয়ায় তাঁহার একটি রোগের সৃষ্টি হইয়াছিল। সেটি বায়ু রোগের মত। নদীয়ায় সন্ন্যাসী দেখিলেই তাঁহার প্রাণ উড়িয়া যাইত। সন্ন্যাসী দেখিলেই ভাবিতেন যে, সে আগে বিশ্বরূপকে লইয়া গিয়াছে, এখন নিমাইকে লইতে আসিয়াছে। যদি কোন সন্ন্যাসীর সহিত নিমাইয়ের একটু ঘনিষ্ঠতা দেখিতেন, অমনি ঠাকুর ঘরে গমন করিয়া হত্যা দিয়া পড়িতেন। আর বলিতেন, "ঠাকুর! তুমি দেখ, আমি তোমাকে যথা সাধ্য সেবা করিতেছি। তুমি স্বামী ও পুত্র লইলে, আমি তোমার ও আমার নিমাইয়ের মুখ পানে চাহিয়া, সহিয়া আছি। আমার নিমাইকে লইও না। তুমি এরূপ আশীর্ব্বাদ কর যে, নিমাই আমার এক শত বৎসর বাঁচিয়া সংসারে থাকিয়া ঘরকন্না করুক।" শচী সংকীর্ত্তন ভাল বাসেন না, তবে নিমাইয়ের ভয়ে কিছু বলিতে পারেন না। সংকীর্ত্তন আরম্ভ হইলে, পিঁড়ায় বসিয়া, যাহাতে শীঘ্র শীঘ্র উহা বন্ধ করিয়া সকলে বাড়ী চলিয়া যান ও নিমাই ঘরে আসিয়া শুইয়া থাকে, ইহার নানা মত উপায় করেন। কখন অদ্বৈত, কখন নিতাই, কখন নরহরি, কি কখন শ্রীবাসকে, আপনার নিকট ডাকিয়া আনিয়া বলেন, "রাতি অধিক হইয়াছে, নিমাইকে শুইতে পাঠাইয়া দাও।"

নিমাই যে জগতপূজ্য হইয়াছেন, নিমাই যে কৃষ্ণ কথায় মত্ত থাকেন, নিমাই যে সাধুসঙ্গ করেন, ইহার কিছুই শচীর ভাল লাগে না। পাড়ার মেয়েদের ডাকিয়া বিষ্ণুপ্রিয়াকে ভুবনমোহিনী বেশে সাজাইয়া, তাম্বূলের বাটা হাতে দিয়া, রজনীতে পুত্রের ঘরে পাঠাইয়া দেন। শচী দেবীর তখন সম্পদের সীমা নাই। আর সংসারের এক মাত্র ও সম্পূর্ণ কর্ত্তা তিনিই। নিমাইয়ের শয়ন ঘর সুসজ্জিত করিয়া দিয়াছেন, উত্তম পালঙ্ক, শয্যা, বালিস, মশারি প্রস্তুত করিয়া শয়ন ঘর সুখের স্থান করিয়াছেন। তাঁহার বধূকে সাজাইয়া বসাইয়া রাখিয়াছেন। কিন্তু নিমাই ধূলায় গড়াগড়ি দিতেছেন। ইহা তাঁহার ভাল লাগিবে কেন? শুধু তাই নয়। নিমাই এক একবার ছিন্নমূল তরুর ন্যায় মৃত্তিকায় পড়িতেছেন, আর শচী কান্দিয়া উঠিয়া বলিতেছেন, "বাছার এইবার হাড় ভাঙ্গিয়া গেল।"

সাংসারিক সুখে কিছুতেই নিমাইয়ের লোভ জন্মাইতে পারিলেন না দেখিয়া, শচীর ব্যাকুলতা ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। দিবানিশি মনে ভয় যে পুত্র চলিয়া যাইবে। রাত্রিতে স্বপ্নে নিমাই বলিয়া কান্দিয়া উঠেন, আর দিবা

নিশির মধ্যে এক মুহূর্ত্তও স্বস্তি পান না। ভরসার মধ্যে নিমাইয়ের বাক্য, অর্থাৎ তিনি না বলিয়া কোথাও যাইবেন না। কিন্তু এ আশ্বাস বাক্যের শক্তি স্বভাবত ক্রমেই হ্রাস হইতেছিল। যদিও তিনি জানিতেন নিমাই সত্যবাদী, নিমাইয়ের কথা পূর্ব্বের সূর্য্য পশ্চিমে উদয় হইলেও লঙ্ঘন হইবার নহে, তথাচ তিনি জানিতেন যে, তিনি নিমাইকে কখন কোন কথায় "না" বলিতে পারিবেন না।

শচী অর্দ্ধ ক্ষিপ্তের ন্যায় হইলেন। যাঁহারা নিজজন, তিনি প্রথমে তাঁহাদের জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। নিমাই সন্ন্যাস করিবে এ কথা মুখে আনিতে পারেন না, ঠারে ঠোরে জিজ্ঞাসা করেন, যথা—"তুমি শুনেছ নিমাই নাকি কি করিবে, সে নাকি আমারে অকূলে ভাসাইয়া পলাইবে?" তাহারা বলিল যে, তিনি ইহার উহার কাছে জিজ্ঞাসা না করিয়া, আপনার পুত্রকেই জিজ্ঞারা করুন, আর তিনি পুত্রকে ধরিয়া রাখুন। তিনি ইচ্ছা করিলেই মাতৃবৎসল আজ্ঞাকারী পুত্রকে অবশ্য রাখিতে পারিবেন।

শচী এই পরামর্শ গ্রহণ করিলেন। পুত্রকে একটু বিরলে পাইয়া তাঁহার নিকট গমন করিলেন। নিকটে বসিয়া পুত্রের হস্ত ধরিয়া তাঁহার বদন নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। পূর্ব্বে বলিয়াছি, শচীর বয়স তখন অন্ততঃ সাতষট্টি বৎসর। তার পর আটটি কন্যার শোক পাইয়াছেন, তার পরে বিশ্বরূপের সন্ন্যাসজনিত বিষম বিয়োগ সহিয়াছেন। তাহার পর, দেবতুল্য পতি হারাইয়াছেন। শচী চিরদিন দুঃখের বোঝা বহিয়া বহিয়া, তাঁহার মেরুদণ্ড ভগ্ন হওয়ায় কুব্জা হইয়া গিয়াছেন। তাহার পরে, যে অবধি নিমাই কৃষ্ণ-বিরহে অভিভূত হইয়াছেন, সেই অবধি চিন্তায় চিন্তায়, আর কান্দিয়া কান্দিয়া, আরো ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছেন।

পুত্রের মুখ পানে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন, অনেক ক্ষণ কিছু কথা কহিতে পারিলেন না, তাহার পরে বলিলেন, "নিমাই! কি শুন্‌ছি যে?"

পূর্ব্বে নিমাইয়ের সাহসকে প্রশংসা করিয়াছি। বলিয়াছি যে, তাঁহার অসীম সাহস, তিনি সচ্ছন্দে এ ভরসা করিলেন যে, তাঁহার ন্যায় পুত্র, শচীর ন্যায় জননীর নিকট হইতে বিদায় লইয়া, সন্ন্যাস করিতে যাইবেন। কিন্তু এ সময় নিমাই জননীর বদন, তাঁহার দীনহীন বেশ, এলো-থেলো কেশ, জীর্ণ শীর্ণ দেহ, চিরদুঃখিনীর মুখ, দেখিয়া মস্তক হেঁট করিলেন। শ্রীভগবানের সাহস সে মুহূর্ত্তে পলাইয়া গেল।

নিমাই এই অবস্থায় একটু নীরব থাকিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, "মা! তুমি জিজ্ঞাসা করিয়া ভাল করিয়াছ। আমি ভাবিতেছিলাম যে আমিই তোমার নিকট এ কথা উত্থাপন করিব। কিন্তু কোন মুখে করিব ভাবিয়া, অনেক চেষ্টা করিয়াও পারি নাই। মা! তুমি আমাকে যেরূপ পালন করিয়াছ, জগতে এরূপ কোন মাতা কোন সন্তানকে করিতে পারে নাই। তোমার দুগ্ধে এ দেহ পালিত। আমার শৈশবে তুমি জননীর কার্য্য করিলে, আমি একটু বড় হইলে প্রতিপালন করিলে ও পাড়াইলে শুনাইলে, তখন পিতার কার্য্য করিলে। এখন তুমি অতি বৃদ্ধ হইয়াছ, তুমি শোকের উপর শোক পাইয়া জরজর। আমি তোমার এক মাত্র পুত্র। এখন আমার কর্ত্তব্য কার্য্য তোমাকে পালন করা, আপনার প্রাণ দিয়া তোমাকে সেবা করা। না মা?"

শচী পুত্রের মুখপানে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন, কোন উত্তর করিতে পারিলেন না, বা করিলেন না।

শচী যদি কোন উত্তর না করিলেন, তখন নিমাই বলিতেছেন, "মা! লোকের শুভক্ষণে সন্তান জন্মে, অশুভক্ষণেও সন্তান জন্মে। মা! আমি অশুভক্ষণে জন্মিয়াছিলাম। লোকের অন্ধ, আতুর, খঞ্জ, অক্ষম, পুত্র জন্মিয়া থাকে। মা আমি তোমার সেইরূপ বৃথা পুত্র, আমার দ্বারা তোমার প্রতিপালন হইল না।"

নিমাইয়ের আয়ত নয়ন দুটি জলে পূরিয়া যাইতেছে, কিন্তু উহা অতি কষ্টে সম্বরণ করিবার চেষ্টা করিতেছেন। শচীর নয়নে জল নাই, তবে মুখ শুখাইয়া গিয়াছে। এক দৃষ্টে পুত্রের মুখ দেখিতেছেন; যেন পুত্রকে হারাইবেন জানিয়া, জন্মের মত প্রাণ ভরিয়া দেখিয়া লইতেছেন।

নিমাই বলিতেছেন, "এ জন্মে আমা দ্বারা তোমার ঋণ শোধ হইল না। আর কোটি জন্ম চেষ্টা করিলেও শোধ করিতে পারিব না। তবে, মা! তুমি সদাশয়, তোমার নিজগুণে আমার এই ঋণ শোধ করিয়া লইবে। আমি তোমাকে বলিয়াছিলাম, তোমাকে না বলিয়া কিছু করিব না। এখন মা! আমাকে খালাস দেও, আমি সন্ন্যাসী হইয়া কৃষ্ণ অন্বেষণে বৃন্দাবনে যাইব। আমার হিত চেষ্টাই তোমার জীবনের এক মাত্র উদ্দেশ্য। আমার সুখ ও মঙ্গল হইবে, ইহা ভাবিয়া তুমি আমাকে সচ্ছন্দ মনে অনুমতি দাও।"

শচী এ কথা শুনিয়া মূর্চ্ছিত কি জড়বৎ হইতে পারিতেন। কিন্তু ঘোর

বিপদ কাল বলিয়াই হউক, অথবা যে কারণেই হউক, তিনি এক প্রকার স্থির ও সজীব রহিলেন। নিমাইয়ের কথার কোন উত্তর দিতে পারিলেন না। তবে অস্ফুট স্বরে, পুত্রের পানে চাহিয়া, একটি শব্দ উচ্চারণ করিয়া একটি প্রশ্ন করিলেন, সে শব্দটি,—

"বিষ্ণুপ্রিয়া ?"

নিমাই আবার মস্তক হেঁট করিলেন !

আপনাকে একটু সামলাইয়া বলিতেছেন, "মা! তাহার তত দুঃখ হইবে না। যদি আমি নিদয় হইয়া, কি অন্যে আকৃষ্ট হইয়া, তাহাকে ত্যাগ করিতাম, তবে তাহার দুঃখ হইতে পারিত। যদি আমি নিজ সুখে বিভোর হইয়া তাহাকে ত্যাগ করিতাম, তবে তাহার ক্ষোভের কারণ হইত। কি আমি মোটে এ জগতে না থাকিতাম, তবে তাহার দুঃখ হইত। আমি থাকিব, তবে একটু দূরে। তাহাতে তাহার দুঃখ কেন হইবে? আমি সাধু-পথ অবলম্বন করিতেছি, ইহাতে তাহার ভাল ও আমার ভাল হইবে, তাহাতে সে কেন দুঃখ পাইবে? তাহার নিমিত্ত তুমি ভাবিও না। আমার হইয়া সে তোমার সেবা করিয়া সুখ পাইবে, জীবে তাহার দুঃখে উপকৃত হইবে, তাহাতেও তাহার সুখ হইবে। আর তুমি তাহাকে, ও সে তোমাকে, আমার কথা স্মরণ করাইয়া দিবে। দুই জনে পরস্পরে ব্যথার ব্যথী, আমার কথা কহিয়া বড় সুখ পাইবে। তবে মা! আমার এই নিবেদন, তাহাকে কৃষ্ণনামে শিক্ষা দিও, এই আমার ভিক্ষা। *

শচী বলিতেছেন, "নিমাই! আমার চিরদিনের একটি সাধ ছিল। আমার সে সাধ মনে মনে ছিল। এখন বুঝিলাম, আমার সে সাধ পূরিল না। সাধ ত পূরিল না, তবে তোমাকে বলিয়া মন হইতে ফেলিয়া দিই। নিমাই! আমার বড় সাধ ছিল যে তুমি নদের মাঝে বড় পণ্ডিত হও, তোমার পদ, মর্য্যাদা, ধন হউক। আমার পুত্রবধূ হউক, তোমার সন্তান হউক, আর আমি সে সব লইয়া নদীয়ায় বসতি করি। আর আমি তোমাকে

---

* বৃথা পুত্র তোমার জন্মেছিলাম উদরে।
হলোনা হলোনা (আমা হতে) প্রতিপালন তোমারে॥
বিষ্ণুপ্রিয়া তোমার জ্বলন্ত আগুনি, গৃহে রইল সে হয়ে অনাথিনী,
মা যতন করে রেখো তারে।
[মা জননী গো]

এইরূপ রাখিয়া মরিয়া যাই, আর তুমি একশো বৎসর বাঁচিয়া থাক। সে সব সাধে ছাই পড়িল। পুত্রবধূ হয়েছে, ধন ও মর্য্যাদা হয়েছে, কিন্তু সে সব আমার দুঃখের কারণ হইল। নিমাই! তুই পথে হাঁটিবি কিরূপে? তুই যখন হাঁটীস, তখন পা বহিয়া যেন রক্ত পড়ে। তাও যাউক। নিমাই! তুই কি এখন দ্বারে দ্বারে মাগিয়া খাইবি? * বৈরাগী হইয়া দ্বারে দাঁড়াইবি, আর তোকে মুষ্টি ভিক্ষা দিবে, অমনি আর এক বাড়ী যাইবি। নিমাই! তোকে রাঁন্ধিয়া কে দেবে? আর যদি কেহ আমার উপর দয়া করিয়া তোকে রান্ধিয়া দেয়, তোকে বসিয়া, কে খাওয়াইবে? আমি তোর খাবার সময় তোর সম্মুখে বসিয়া কত ছল করিয়া, তোর অচৈতন্য ভাঙ্গিয়া, তোকে মাথার দিব্য দিয়া, দুটা খাওয়াই। তাহা আর তোরে কে করিবে? নিমাই! এই যে সব আমি বলিতেছি, ইহা এখনই মনে হইল, এমন নয়। এ সব আমি পূর্ব্বে ভাবিয়া রাখিয়াছি। তুমি যে যাইবে, আমার প্রাণ কান্দিয়া কান্দিয়া আমাকে বলিত, আর তোমার যে সমুদায় ক্লেশ হইবে, তাহাও আমার মন আপনা আপনি বলিত। আমি ভাবিতাম যে, আমার সুখ-সম্পদ থাকিবে না। আমি কি এমন ভাগ্য করিয়াছি যে, তোমার ন্যায় পুত্র আমার হইয়া আমার ঘরে থাকিবে? নিমাই! তুমি আমাকে ও বউমাকে কৃষ্ণসেবা করিতে বলিতেছ। তিনি মাথার উপর। কিন্তু নিমাই! আমরা তোমার ভজন করিয়া থাকি, কৃষ্ণের ভজন করিতে পারি না। ইহাতে কি তিনি আমাদের উপর ক্রোধ করিবেন? যদি করেন, আমরা মেয়েমানুষ, আমরা কিরূপে তাঁহাকে সন্তোষ করিব?" শচী একটু চুপ করিলেন। আবার বলিতেছেন, "নিমাই আমার নিকট অনুমতি চাহিতেছ, ভাল। আমার দুঃখ আমি অনায়াসে সহিব। যদিও তোমাকে তিল মাত্র না দেখিলে মরি, তবু তোমার সুখের নিমিত্ত, আমি না হয় যে কটা দিন আর বাঁচিব, আরো দুঃখ পাইব। কিন্তু পরের মেয়ে, আমার নিরপরাধিনী বউমাকে, কি বলিয়া বুঝাইব?"

শ্রীভগবান ক্রমেই মস্তক অবনত করিতেছেন। যেমন অপরাধীগণ

---

* এ হেন কোমল পায় কেমনে হাঁটিবে।
ক্ষুধায় তৃষ্ণায় অন্ন কাহারে মাগিবে॥
ননীর পুতলী তনু রৌদ্রেতে মিলায়।
কেমনে সহিবে ইহা এ দুঃখিনী মায়॥ (চৈতন্যমঙ্গল)

বিচারকের অগ্রে ভয়ে করযোড়ে থাকে, শ্রীভগবান সেইরূপ শচীর অগ্রে করযোড়ে বসিয়া, অপরাধীর ন্যায় দীনভাবে বসিয়া। শচীর কথা যত শুনিতেছেন, ততই মাথা হেঁট করিতেছেন।

শচী একটু চুপ করিয়া থাকিয়া আবার বলিতেছেন, "নিমাই! তুমি যে কি ধর্ম্ম পালন করিবা, আমি স্ত্রীলোক, বুঝিতে পারি না। তোমার সর্ব্বজীবে দয়া দেখিতে পাই, কেবল জন কয়েক ছাড়া,—আমি, বিষ্ণুপ্রিয়া, আর তোমার প্রিয় ভক্তগণ। তুমি সন্ন্যাস করিলেই এরা সকলেই মরিয়া যাইবে। তা হলে তোমার কি ধর্ম্ম হইবে? তবে কি, যে তোমার যত নিজজন হইবে, তুমি তাহার প্রতি তত নিঠুরালি করিবে, এই কি তোমার বিচার?" *

তখন করযোড় করিয়া নিমাই বলিলেন, "মা! ক্ষমা দাও। তোমার কাতর ধ্বনি আমার হৃদয় বিদারণ করিতেছে। তুমি যদি এরূপ মর্ম্মাহত হও, মনসুখে বিদায় না দিলে, আমি যাইব না।"

শচী। 'মনসুখে আমি তোমাকে সন্ন্যাসী করিব, তা আমি কিরূপে পারি? তবে তোমার যদি সুখ হয়, তবে আমি সব দুঃখ সহিব। নিমাই! তুমি যখন এ কথা বলিলে যে তোমার মঙ্গল হইবে, তখন আমি বাধো দিব না। তুমি আমার নিকট অপরাধী বলিতেছ, ও কথা মাকে বলিলে মায়ে কষ্ট পায়। আমি তোমাকে সরল মনে অনুমতি দিলাম। তবে মনসুখে অনুমতি দেওয়া আমার ক্ষমতা নাই। যেহেতু আমি মা, ও তোমা বই আমার আর নাই।

এখন পাঠক বিচার করুন যে, শ্রীভগবান জিতিলেন, না, শচী জিতিলেন? আমরা বলি শ্রীভগবান জিতিলেন,—ইহার রহস্য বলিতেছি। নিমাই তিন রূপে মায়ের নিকট বিদায় লইতে পারিতেন। প্রথমত, তাঁহার প্রতি শচীর যে স্নেহ, তাহারই শক্তিতে। দ্বিতীয়ত, তাঁহাকে বুঝাইয়া। তৃতীয়ত, তাঁহার ঈশ্বরশক্তির দ্বারা জননীকে অভিভূত করিয়া। নিমাই শেষোক্ত দুই পথ ঘৃণা করিয়া অবলম্বন করিলেন না। তাঁহার জননীর গৌরব

---

* সর্ব্ব জীবে দয়া তোর মোরে অকরুণ।
না জানি কি লাগি মোরে বিধাতা দারুণ॥
আগেতে মরিব আমি পাছে বিষ্ণুপ্রিয়া।
মরিবে ভকত সব বুক বিদরিয়া॥ (চৈতন্যমঙ্গল)

খাড়াইবার নিমিত্ত, আর শচী তাঁহাকে গর্ভে ধরিবার কিরূপে উপযুক্তা হইয়াছিলেন, তাহা জগতে বুঝাইবার নিমিত্ত, প্রথম পথটী অবলম্বন করিয়া শচীর নিকট বিদায় লইলেন। নিমাই বলিলেন, "মা! আমি সন্ন্যাসী হইয়া গমন করিলে আমার মঙ্গল হইবে।" অমনি শচী বলিলেন, "তবে তুমি যাও।"

শচী অনুমতি দিবা মাত্র তাঁহার হৃদয়ে দুঃখের তরঙ্গ উঠিতে লাগিল; তাহা যথা সাধ্য নিবারণ করিয়া বলিতেছেন, "একটি কথা আমি বলি, দেখ দেখি তোমার মনে হয় কি না। এত অল্প বয়স সন্ন্যাসের সময় নয়। কিছু কাল পরে গেলে কি হয় না? বাড়ীতে ভক্তগণ আছেন, তাঁহাদের লইয়া এখন সংকীর্ত্তন কর, তাহার পরে যাইও?"

নিমাই শুধু শচীর নিস্বার্থতার বলে অগ্রে বিদায় লইয়া, পরে পূর্ব্বোক্ত দ্বিতীয় (অর্থাৎ বুঝাইয়া), ও তৃতীয় পথ (অর্থাৎ ঐশ্বর্য্য) অবলম্বন করিলেন।

নিমাই বলিলেন, "মা! আমি নদীয়ার এই সম্পত্তি ছাড়িয়া, তোমা হেন জননীকে অকুলে ভাসাইয়া যাবো, ইহা কি আমি স্ববশে থাকিলে পারি? আমি স্ববশে নাই। বিয়োগ আর সংযোগ শ্রীভগবান করেন। আমরা তাঁহার ইচ্ছাধীন। আমাদের এক মাত্র কর্ত্তব্য তাঁহাকে ভজন করা। সংসারে লিপ্ত হইয়া আমরা তাঁহার চরণ হইতে বঞ্চিত হই। শ্রীকৃষ্ণ ভজন করিয়া তাঁহার চরণ পাই। *

"ভজন ব্যতীত আমাদের আর কোন শক্তি নাই, সংযোগ বিয়োগ তিনি করেন। তিনি গলায় ফাঁসী দিয়া আমাকে লইয়া যাইতেছেন। আমিও পরম সুখে যাইতাম। কেবল তোমার আর অন্যান্য যাঁহারা আমাকে প্রাণের অধিক ভালবাসেন, তাঁহাদের নিমিত্ত যাইতে পারিতেছি না। তোমরা আমাকে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছ, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ রাখিতে দিবেন না, লইয়া যাইবেন। তাঁহার হাতেই তুমি আমাকে সমর্পণ কর। তুমি ত দিবানিশি আমার মঙ্গল কামনা করিয়া থাক। মা! আমি সত্য বলিতেছি যে সংসার ত্যাগ করিয়া গমন করিলেই আমার মঙ্গল হইবে। আমার মঙ্গল হইলে তোমার মঙ্গল হইবে। শ্রীকৃষ্ণের হস্তে আমাকে সঁপিয়া দিলে তুমি তাঁহাকে

* সংসার আরতি করি মরিবার তরে।
শ্রীকৃষ্ণ আরতি করি ভব তরিবারে॥

পাইবে, তোমার নিমাইকেও পাইবে। * তাহা না কর, পরিশেষে তাঁহাকেও হারাইবে, তোমার নিমাইকেও হারাইবে। তাহাই মা, বলিতেছি, তুমি মনসুখে বিদায় দাও যে, আমি সুখের সহিত সুখের বৃন্দাবনে যাইয়া সুখময় শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করি।" এই কথা বলিতেই নিমাই বিহ্বল হইলেন। বলিতেছেন, "মা! তুমি ত আমার মনোবেদনা সমুদায় জানো। মা! কৃষ্ণ-বিরহে আমার নয়ন শ্রাবণের মেঘের মত হয়েছে। দিবানিশি আমার হৃদয় পুড়িতেছে, আমার সে অগ্নি শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন আর কেহ নিবাইতে পারিবেন না। বৃন্দাবনে যাইয়া শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া প্রাণ জুড়াইব। কিন্তু তোমার কথা মনে হওয়ায় এই সংকল্প করি যে, তোমাদের বুকে শেল আঘাত করিয়া যাইব না। কিন্তু এ ইচ্ছা হইবা মাত্র—"। নিমাই নীরব হইলেন। শচী দেখেন নিমাইয়ের চক্ষু স্থির হইয়াছে। অমনি ব্যস্ত হইয়া কোলে করিলেন। "নিমাই" "নিমাই" বলিয়া কর্ণে অতি কাতর স্বরে, চীৎকার করিতে লাগিলেন। অনেকে দৌড়িয়া আইল, নিমাইয়ের চক্ষে জলের ছাটী মারিতে মারিতে তাঁহার নিশ্বাস পড়িল, একটু পরে নয়ন মেলিলেন।

শচী বুঝিলেন যে পুত্রকে আর রাখিতে পারিবেন না। বলিতেছেন, "নিমাই! তুমি কি চেতন আছ?" নিমাই বলিলেন, "আছি।"

শচী বলিতেছেন, "নিমাই! আমি শুনেছি যে যাহারা সন্ন্যাসী হয় তাহারা পিতাকে পিতা, মাতাকে মা, বলে না। তুমি সন্ন্যাসী হইলে তুমি আর আমাকে মা বলিবে না। তাহাই কি?" প্রভু দেখিলেন, জননী পাগল হইতেছেন, বুঝিবার অবস্থা তাঁহার নাই। ফল কথা, এ পর্য্যন্ত শচী যে কি শক্তিতে এরূপ স্থির হইয়া কথা বলিতেছিলেন, তাহা বুদ্ধির অগম্য। অতি বৃদ্ধা, শোকাকুলা, তাহে স্ত্রীলোক, শ্রীভগবান শচীর ঘাড়ে যে বোঝা চাপাইলেন, তাহা তিনি সহ্য করিতে পারিতেছেন না। পাগলের মত দুই একটা অর্থশূন্য কথা বলিতে লাগিলেন।

শ্রীভগবানের তখনও একটী কার্য্য বাকি আছে। শচী বিদায় দিয়াছেন বটে, কিন্তু "মনসুখে" নয়। তাঁহার মনসুখে বিদায় লইতে হইবে।

* [ওমা] কেন্দনাকো আর, নিমাই বলে,
কৃষ্ণ বলে কান্দ।
কৃষ্ণ পাবে আর পাবে নিমাই চান্দ॥ (চৈতন্যমঙ্গল

কিন্তু শ্রীভগবান দেখিলেন, শচী আর দুঃখের বোঝা বহিতে পারেন না। যাহা চাপাইয়াছেন তাহাই অধিক হইয়াছে। তখন তাড়াতাড়ি জননীকে জ্ঞান দিলেন।

শচী তখন দেখিতেছেন যে, ব্রহ্মাণ্ডে যত জীব আছে তাহার সকলের প্রাণ শ্রীভগবান। সেই শ্রীভগবানের সহিত সমস্ত জীবের গাঢ় সম্বন্ধ। তাহাদের মঙ্গলের নিমিত্ত শ্রীভগবান স্বয়ং আগমন করিয়া, সন্ন্যাসী হইবেন, হইয়া জীবের দ্বারে দ্বারে হরিনাম বিতরণ রূপ অভয় প্রদান করিবেন। শচী ভাবিতেছেন, "এ অতি শুভ কথা। আমি তিন-লোকের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ভাগ্যবতী, যে, শ্রীভগবান আমার উদরে জন্ম লইয়াছেন। এখন সেই শ্রীভগবান, জীবের পক্ষে যে সর্ব্বাপেক্ষা শুভ কর্ম্ম, তাহাই করিতে যাইতেছেন, ইহাতে বাধা দিতে আমার দুর্ব্বুদ্ধি কেন হইল ?"

শচী ভাবিতেছেন, তাঁহার ত এ কর্ম্মে বাধা দেওয়া উচিত নয়। বরং গাঢ় আনন্দ প্রকাশ করা কর্ত্তব্য। ইহাই ভাবিয়া বলিতেছেন, "বাপ্ নিমাই! তুমি কে, আমি তাহা জানিয়াছি। আমি তোমার মা নয়, তুমি আমার পুত্র নও। তুমিই সকল জীবের মা ও বাপ। তুমি কৃপা করিয়া আমার গর্ব্ভে জন্ম লইয়াছ। যত দিন মনসুখে আমার বাড়ী পবিত্র করিয়াছ, সেই আমার পক্ষে যথেষ্ট। তুমি এখন মনসুখে, তোমার অতি প্রিয় যে জীব, তাহাদের মঙ্গলের নিমিত্ত সন্ন্যাস করিবে। এ বড় শুভ কথা। তুমি কৃপা করিয়া, আমার সম্মান বাড়াইবার নিমিত্ত, আমার কাছে অনুমতি চাহিতেছ। আমি মনসুখে অনুমতি দিলাম, তুমি স্বচ্ছন্দে সন্ন্যাস কর।"

শচী যে অতি জ্ঞানের ও উত্তম কথা বলিলেন, তাহা সকলের স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু ইহা লইয়া পরে একটু বিচার করিব।

যখন শচী এই কথা বলিতেছেন, তখন আহ্লাদে ডগমগ হইয়া গলিয়া গলিয়া পড়িতেছেন। এই কথা বলা যখন সাঙ্গ হইল, তখন শচীর জ্ঞান অন্ত-র্হিত হইল। ভাবিতেছেন, "আমি কি বলিলাম? আমি না নিমাইকে বিদায় দিয়া পথের ভিখারী করিলাম?" *

---

* (শচীর) সেইক্ষণে বিশ্বম্ভরে কৃষ্ণ বুদ্ধি হৈল।
আপন তনয় বলি মায়া দূর গেল॥
* * *
জগত দুর্লভ কৃষ্ণ আমার তনয়।
কারো বশ নয় মোর শক্তি কিবা হয়॥ [ও পিঠে]

শচী জ্ঞান পাইয়া পুত্রকে অতি আনন্দে বিদায় দিলেন। যখন সে কার্য্য হইয়া গেল, তখন আবার জ্ঞান হারাইলেন। জ্ঞান হারাইয়া বাৎসল্যপ্রেমে অভিভূত হইলেন। অভিভূত হইয়া দুই রূপ দুঃখে জর জর হইতে লাগিলেন। প্রথম এই যে, নিমাই সন্ন্যাসী হইল, আর দ্বিতীয়, তিনিই তাঁহাকে বৈরাগী করিলেন। তখন এই দুঃখে আহত হইয়া, শচী ইহাই বলিয়া ধূলায় পড়িলেন। যথা শ্রীচৈতন্যমঙ্গলে—

আমি কি বলিতে কি বলিলাম।
মা হয়ে নিমা'য়ে বিদায় দিলাম॥ ধ্রু

দুইটি সুখ একেবারে আইলে যেরূপ কোনটিই ভাল করিয়া ভোগ করা যায় না, দুইটি দুঃখ এক সময়ে আইলেও সেইরূপ উভয়ের একটিও পূর্ণ পরিমাণে দুঃখ দিতে পারে না। তাই শচী প্রাণে মরিলেন না। শচী তখন কেবল "নিমাই নিমাই" বলিয়া ধূলায় গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন।

শচী যে কথা মুখ দিয়া একবার বলিয়াছেন, তাহাতে যে আবার 'না' বলিবেন, সেরূপ মেয়ে তিনি নন। তিনি নিমাইয়ের মা, ও তাঁহারই মত দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ। এই যে গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন, ইহার মধ্যে এক বারও এ কথা বলিলেন না যে, "নিমাই! আমি কি বলিতে গিয়া কি বলিয়াছিলাম্। নিমাই! আমি ত বিদায় দেই নাই, আর যদি দিয়া থাকি, সে আমার ঘাড়ে দুষ্ট স্বরস্বতী আসিয়াছিল, আমি কখনও যেতে দিব না।" তবে ইহাই বলিয়া গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন, "কি কৈলাম? আমার নিমাইকে পথের ভিখারী করিলাম? বাছার ত কোন দোষ নাই! বাছা ত' আমায় নির্ভর করিয়াছিল। নিমাই আমার মাতৃবৎসল। আমাকে না জানাইয়া কোন কাজ করে না। নিমাই যোগ্য হইয়াছে, তবু মা বই জানে না।" তাহার পরে নিমাইকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন, "নিমাই! তোমার আমাকে ত্যাগ করিবার ইচ্ছা ছিল না। কু-লোকে তোমাকে কু-পরামর্শ দিয়া ঘরের বাহির করিতেছিল।

এত অনুমানি শচী কহিল বচন।
"স্বতন্ত্রঈশ্বর তুমি পুরুষ রতন॥
মোর ভাগ্যে এত দিন ছিলে মোর বশ।
এখন আপন সুখে করগে সন্ন্যাস॥
পুনর্ব্বার শচী মাতা মাথাচ্ছন্ন হৈল।
"হায় কি করিলাম" বলি ভূমিতে পড়িল॥ (চৈতন্যমঙ্গল)

তুমি তাহাদের হাত ছাড়াইতে না পারিয়া আমার উপর নির্ভর করিয়াছিলে। তুমি ভাবিয়াছিলে, আমি আর কিছু তোমাকে যেতে দিব না। কেমন নিমাই? এখন দেখ, আমি তোমার কেমন মা! এই নবীন বয়স, ভুবনমোহন রূপ, তোমাকে কৌপীন পরাইয়া ঘরের বাহির করিলাম!"

শ্রীগৌরাঙ্গ অমনি ব্যস্ত হইয়া, জননীকে উঠাইয়া, আপনার অঙ্গে হেলান দিয়া বসাইলেন। বলিতেছেন, "মা! সত্য কি পাগল হইলে? ওকি তুমি অনুমতি দিয়াছ? শ্রীকৃষ্ণ তোমার জিহ্বায় বসিয়া অনুমতি করিয়াছেন। মা! কেন কান্দিতেছ? আমি কি তোমাকে ত্যাগ করিতেছি? এ যে পরমার্থ ত্যাগ, এ ত ত্যাগ নয়, চির-মিলন! আমি যে নিমাই তাহাই আছি। আর তুমি আমার যে মা, তাহাই আছ। আমি যেখানে যাই, তুমি যেখানে থাকো, আমি যাহা তাহাই থাকিব, তুমি যাহা তাহাই থাকিবা। আমি তোমার পুত্র, তুমি আমার মা; এ সম্পর্ক কোন কালে যাইবার নহে। তুমি যেমন আমার কথা দিবানিশি ভাবিবা, আমিও তেমনি তোমার কথা তিল মাত্র ভুলিতে পারিব না। না হয় কিছুকাল দেখাদেখি হইবে না। তাহাতে কি? ভালবাসা নষ্ট হইলেই দুঃখ, তাহা কোন যুগে হইবে না। মনে ভাবো, আমি যেন ধনোপার্জ্জনের নিমিত্ত বিদেশে যাইতেছি। অন্যের পুত্র বৃথা ধন আনিয়া জননীকে দেয়; আমি তোমাকে অক্ষয়, অব্যয়, পরম ধন আনিয়া দিব। মা! শান্ত হও, তোমার মলিন মুখ আমি কিরূপে দেখি? তাহা হইলে আমি কিরূপে যাইব? তুমি বলিলে আমি সকলের উপর করুণ, কেবল তোমাদের উপর নিদয়। মা! শ্রীভগবান, যে তাঁহার নিজজন, তাহার প্রতি অত্যাচার করিয়া থাকেন। কারণ তিনি জানেন যে তাঁহার ভক্ত উহা সহিবে। সন্তানেও জননীর প্রতি অত্যাচার করিয়া থাকে, কারণ সে জানে যে জননী উহা সহিবেন। যেখানে গাঢ় স্নেহ সেখানে পদে পদে এরূপ নিঠুরালী হইয়া থাকে। মা! আমার অত্যাচার তুমি ব্যতীত অন্যে সহিবে কেন?" ইহা বলিতে বলিতে জননীর গলা ধরিলেন, ধরিয়া রোদন করিতে করিতে বলিলেন, "মা! আমি স্ববশে থাকিলে কি, তোমা হেন জননীকে এই বৃদ্ধকালে ফেলিয়া যাইতে পারি? আমি যাইব না থাকিব, এইরূপ কত প্রকারে মনকে বুঝাইতেছি। কিন্তু এ কথা উদয় হইবা মাত্র যেন আমার হৃদয় বিদরিয়া যাইতেছে। কিন্তু মা! আমি থাকিতে পারিলাম না; সংসারের সুখ ভোগ আমার কপালে নাই। তাই

বলিয়া তুমি ক্ষোভ করিও না; সংসারের সুখ মিছা, আর প্রকৃত যে সুখ, আমি তাহারি নিমিত্ত সংসার ত্যাগ করিতেছি।"

তখন শচী আঁচল দিয়া নিমাইয়ের নয়ন জল মুছাইতে লাগিলেন, আর বলিতেছেন, "বাপ! যদি তুমি যাইবে, তবে বিশ্বরূপের মত নিঠুরালী করিও না। আমার চাঁদ, আমার এই কথাটি রাখিও। আমাকে মাঝে মাঝে দেখা দিও, আর আমাকে সর্ব্বদা তোমার সংবাদ দিও।" শ্রীনিমাই বলিতেছেন, "মা সেকি? এ বুদ্ধি তোমাকে কে দিল, যে আমি তোমাকে ফেলিয়া যাবো, আর আসিব না, আর তোমাকে ভুলিয়া থাকিব? মা! আমি তা পারিব কেন? আমার সন্ন্যাসী হওয়া শ্রীকৃষ্ণ ভজনের একটি উপলক্ষ মাত্র। সন্ন্যাসী হইলাম বলিয়া তোমার চরণে আপরাধ করিব না। যে সন্ন্যাসে তোমার সহিত সম্পর্ক লোপ হয়, সে সন্ন্যাসের মুখে ছাই। তুমি যাহা বল তাহাই করিব, যেখানে থাকিতে বল সেখানে থাকিব।"

শচী নিমাইয়ের মুখ পানে চাহিয়া বলিলেন, "বাপ! তুমি যখন অন্য বাড়ী যাও, তখন আমি অস্থির হইয়া দ্বারে বসিয়া থাকি। সেই তুমি বৃন্দাবন যাইবে। তাহা হইলে বোধ হয় আমার প্রাণ বাহির হইবে। দেখিস্ নিমাই! জননী-বধের ভাগী হইস্ না। তোকে লোকে বড় নিন্দা করিবে।"

নিমাই তখন ধীরে ধীরে বলিতেছেন, "মা! তোমাকে একটি গোপনীয় কথা বলি। আমার বিরহে, তুমি কি আমার নিজজন, কেহ প্রাণে মরিবে না। তুমি, কি তোমার দুঃখিনী বধু, কি ভক্তগণ, যিনি "অনুরাগে" শ্রীকৃষ্ণ ভজন করিবেন, তিনিই আমাকে দেখিতে পাইবেন।* আর জননী আরো বলি, যখন আমার বিরহে তুমি বড় ব্যাকুল হইবে, তখন তুমি আমায় দর্শন পাইবে। মা! তুমি ভাবিতেছ আমি তোমাকে ভুলিয়া যাইব। আমার আবার ভয়, যে পাছে তোমরা আমাকে ভুলিয়া যাও। আমার প্রতি তোমার যে গাঢ় ভালবাসা তাহা যাহাতে কিঞ্চিৎ শিথিল না হয়, তাই তোমার বধূকে তোমার কাছে রাখিয়া গেলাম। উভয়ে উভয়কে আমাকে স্মরণ করাইয়া দিবে।"

* "অনুরাগে" কথাটিতে চিহ্ন দিলাম। কারণ শুনিয়াছি যে এখনও যিনি অনুরাগে শ্রীগৌরাঙ্গকে ভজনা করেন, তিনি তাঁহাকে দেখিতে পান।

শচী চিরদিন রন্ধনে পটু। তাঁহার পুত্রের সর্ব্বপ্রধান সেবা রন্ধন করিয়া দেওয়া। যাহা পুত্র ভালবাসেন তাহাই সংগ্রহ করেন, মনসুখে তাহাই উত্তম করিয়া রন্ধন করেন, আর মনসুখে তাহা বসিয়া পুত্রকে খাওয়ান। এই তাঁহার সুখের সীমা, ইহার অধিক সুখ তিনি হৃদয়ে ধারণা করিতে পারেন না। শচীর এখন সেই কথা মনে পড়িল। বলিতেছেন, "নিমাই! তুমি কি ভালবাসো, তাহা আমি যেরূপ জানি, জগতে আর কেহ সেরূপ জানে না। তোমারও আমার রন্ধন ভিন্ন, আর কাহারও রন্ধন ভাল লাগে না। নিমাই! আমি এখন সেই কথা ভাবিতেছি, তোর পেটও ভরিবে না, আর শরীর কাহিলী হইয়া যাইবে।"

শ্রীনিমাই বলিতেছেন, "মা! তুমি এ কথা ভাবিও না যে, আমি তোমার ঘর ছাড়িয়া যাইতেছি। তুমি যেরূপ কর সেইরূপ প্রত্যহ করিও। আমার নিমিত্ত আমার প্রিয়বস্তু সংগ্রহ করিয়া রন্ধন করিয়া, আমি যে স্থানে বসিয়া ভোজন করি, সেখানে তুমি এখন যেরূপ বসিয়া আমাকে ভোজন করাও, তোমার যে দিন ইচ্ছা হয়, সেইরূপ করিও। আমি তাই ভোজন করিয়া প্রাণরক্ষা করিব। আমি যে ভোজন করিলাম ইহার প্রত্যয়ের নিমিত্ত, তোমাকে আমি মাঝে মাঝে প্রত্যক্ষ দর্শন দিব। সে সুখ তোমার, এখন আমাকে নয়নের উপর রাখিয়া যে সুখ পাও, তাহা অপেক্ষা অনন্ত গুণ অধিক হইবে। আরো বলি, মা! তুমি বলিলে যে তোমার সাধ যে নবদ্বীপে আমি ঘর-কন্না করি। তাই তোমার সুখের নিমিত্ত, আমি কিছু কাল যাওয়া স্থগিত রাখিয়া, নদীয়ায় গৃহস্থালী করিব।"

শ্রীনিমাইয়ের এই সময়কার লীলা ভক্তগণে আলোচনা করিতে পারেন না, করিতে তাঁহাদের হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়। আমি কঠিন বলিয়া করিতেছি। ভক্তগণের একটু বিশ্রাম দিবার নিমিত্ত, এখন এ কাহিনী ক্ষান্ত দিয়া, গোটা দুই কথা লইয়া বিচার করিব। শ্রীশচী পুত্রকে অনুরোধ করিয়াছিলেন,"নিমাই! এখন গৃহত্যাগ না করিয়া, আমার মৃত্যুর পরে করিলে ভাল হয়।" এইরূপ-কথা কিছু দিন পরে নিমাইকে কেশবভারতীও বলিয়াছিলেন, আর অদ্যাবধি অনেক লোকে বলিয়া থাকেন। ইহাঁরা বিজ্ঞলোক, অত্যন্ত জ্ঞানবান্, অন্যের কার্য্য প্রণালী বিচার করিতে অত্যন্ত পটু। তাঁহারা বলেন, শ্রীগৌরাঙ্গ বৃদ্ধ জননীকে ত্যাগ করিয়া ভাল করেন

মাই। কেহ এ কথাও বলেন যে, যদি তিনি গৃহত্যাগ করিবেন, তবে বিবাহ কেন করিলেন? এ সমন্ধে অধিক না বলিয়া বলরাম দাসের এই পদটি উদ্ধৃত করিব।

যত বিজ্ঞ জনে প্রভুরে নিন্দয়ে।
বলে "কেন ছাড়িলেন বৃদ্ধ মায়ে॥"
কেহ কেহ বলে অতি বিজ্ঞ হয়ে।
"কেন শ্রীগৌরাঙ্গ করিলেন বিয়ে?
বৃদ্ধ জননীরে নবীনা ঘরণী।
ছাড়ি ভাল কাজ করেন নাই তিনি॥
গৃহ ছাড়িবেন যদি মনে ছিল।
বিয়া নাহি করা তার ছিল ভাল॥
এই সব কথা বলে বিজ্ঞ লোকে।
কি উত্তর দিব? শুনি বসি দুঃখে॥
যখন শ্রীগৌরাঙ্গ সন্ন্যাসী হইল।
ভুবনে উঠিল, ক্রন্দনের রোল॥
মদে মাঝে তাঁর শত্রুপক্ষ ছিল।
কাতরে তাহারা কান্দিতে লাগিল॥
"হেন মহাজন চিনি নাই মোরা।"
অনুতাপে দগ্ধ আগে হল তারা॥
নবীনা ঘরণী যদি বৃদ্ধা মাত।
সন্ন্যাসের কালে গোরার না থাকিত॥
তবে বল তাঁর সন্ন্যাসের কালে।
কেন কান্দিবেক ভুবন সকলে?
করুণায় যদি জীব না কান্দিত।
তবে কি কেহ বৈষ্ণব হইত?
যখন শ্রীগৌরাঙ্গ সন্ন্যাসী হইল।
তখন অদ্ভুত তরঙ্গ উঠিল॥
যত গৌড়বাসী কান্দিতে লাগিল।
সেই কালে কত সন্ন্যাসী হইল॥

কেহ বা শোকেতে পাগল হইয়া।
কত শত দিন বেড়া'ল ভ্রমিয়া॥
"কি হ'লো কি হ'লো" শুধু এই রব।
"হায় হায় হায়" করে জীব সব॥
ইহাতে জীবের হিয়া দ্রব হ'লো।
তবে ভক্তি-বীজের অঙ্কুর হইল॥
নবীন সন্ন্যাসী সোণার বরণ।
সদা ঝুরিতেছে কমল নয়ন॥
অতি দীর্ঘ কায় সুবলিত অঙ্গ।
কৌপীন পরেছেন আমার শ্রীগৌরাঙ্গ॥
দৃষ্টি মাত্র জীবের হিয়া দ্রব হয়।
"মনু মনু" বলি পড়ে রাঙ্গা পায়॥
আদরে শ্রীগৌরাঙ্গ ধরে তারে বুকে।
বলে, "প্রিয় শুন হরি বল মুখে"॥
এইরূপে গৌর জীবে উদ্ধারিল।
শচী বিষ্ণুপ্রিয়ায় তাহাতে ত্যজিল॥
শচী বিষ্ণুপ্রিয়া নিজ-জন তাঁর।
তাঁহাদের দুঃখে জীবের উদ্ধার॥
যেবা হয় অতি নিজ-জন তাঁর।
দুঃখ দেওয়া তারে স্বভাব তাঁহার॥
বলেন তাহারে, যে নিজ-জন তাঁর।
"আমার দৌরাত্ম্য সহিবে কে আর?"
যখন শ্রীগৌরাঙ্গ সন্ন্যাসী হইল।
শচী বিষ্ণুপ্রিয়ায় স্পষ্ট ত বলিল॥
"তোমাদের দুঃখে জীবের মঙ্গল।
"দুঃখ নিবে কি না স্পষ্ট করি বল?
"বড়ই মলিন হ'লো সব জীব।
"তোমাদের আঁখি- জলেতে শোধিব॥
"কারে দুঃখ দিব কে আর সহিবে।
"তোমাদের দুঃখে জীব উদ্ধারিবে॥"

দুহে ইহা শুনে শিরে দুঃখ নিয়ে।
অনুমতি দিল গদ গদ হয়ে॥
ক্ষুদ্র লোকে ভাবে বড় দুঃখ পেল।
শচী বিষ্ণুপ্রিয়া ভাগ্য বলি নিল॥
যখন শ্রীগৌরাঙ্গ করিল সন্ন্যাস।
শচী বিষ্ণুপ্রিয়ার হ'লো সর্ব্বনাশ॥
আর যত তাঁর প্রিয় ভক্তগণ।
সকলের সঙ্গে সদাই মিলন॥
কেবল কান্দিল শচী বিষ্ণুপ্রিয়া।
শূন্য নদিয়ার ঘরেতে শুইয়া॥
অতএব শুন ওহে ভক্তগণ।
শচী বিষ্ণুপ্রিয়া তাঁর নিজ-জন॥
নিজ-জন বলি দিল এত দুঃখ।
তুমি ভাব দুঃখ তাদের মহা সুখ॥
শ্রীগৌরাঙ্গ যদি সন্ন্যাসী না হত।
বলাই কি তাঁরে চিনিতে পারিত?

সন্ন্যাস আশ্রম সৃষ্টি করিবার একটি প্রধান উদ্দেশ্য জীবকে সংসারের অনিত্যতায় উপদেশ দেওয়া, আর পরকালের প্রতি দৃষ্টি করিতে উত্তেজিত করা। মহাজনে সন্ন্যাস ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া দেখাইয়া থাকেন যে, জীবগণ যে সুখকে সুখ বলে তাহা তাঁহাদের ন্যায় মহাজন পা দিয়া ফেলিয়া দিয়া থাকেন। সন্ন্যাসীর স্ত্রীর মুখ দেখিতে নাই। সন্ন্যাসীর উদর পুর্ত্তি করিয়া অন্ন সেবা করিতে নাই। সন্ন্যাসীর ব্যঞ্জন কি অন্নের অন্য উপকরণ ব্যবহার করিতে নাই। তাঁহাদের, শীতের নিমিত্ত গাত্রে অন্যের পরিত্যজ্য ছেঁড়া বস্ত্র, ও লজ্জা নিবারণের নিমিত্ত কৌপীন পরিধান করার অধিকার আছে মাত্র।

সন্ন্যাস আশ্রমের আর এক উদ্দেশ্য জীবের নিকট শ্রদ্ধা আহরণ করা। যে ব্যক্তি পরমার্থের নিমিত্ত স্বার্থ ত্যাগ করেন, তাঁহাকে লোকে সহজেই ভক্তি করে ও তাঁহার উপদেশ মান্য করে। শ্রীভগবান এইরূপে সন্ন্যাসী হইয়া জীবকে শিক্ষা দিবেন। তিনি তাঁহার সুখ বিসর্জ্জন দিয়া জীবের হৃদয় দ্রব করিবেন। সুতরাং তিনি এইরূপ অদ্ভুত ত্যাগ স্বীকার করিলেন যে

সামান্য জীবে তাহা পারেন না। তিনি, সাতষট্টি বৎসর বয়স্কা শোকাকুলা জননী শচী, ও চতুর্দ্দশ বর্ষ বয়স্কা রমণী বিষ্ণুপ্রিয়া, এই দুই জনকে ফেলিয়া চলিলেন। আর সমস্ত গৌড় ও পরে সমস্ত ভারতবর্ষ হাহাকার করিয়া উঠিল। যদি তিনি শচীর মৃত্যু অন্তে গমন করিতেন ও মোটে বিবাহ না করিতেন, তবে লোকে তাঁহার সন্ন্যাসে কান্দিবে কেন?

শ্রীভগবান শচীকে জ্ঞান দিয়া তাঁহার অনুমতি লইয়া পরে আবার জ্ঞান হরণ করিলেন। জ্ঞানী লোকে বলিতে পারেন, প্রভু এ কাজ কি ভাল করিলেন? যদি জ্ঞান দিলেন আবার লইলেন কেন? জননীকে জ্ঞান দিয়া ফাঁকি দিয়া অনুমতি লইলেন, শেষে তাঁহাকে আবার অকুলে ভাসাইলেন, একি ভাল করিলেন? এ কথার একটু বিচার করিব। এ কথা বিচার করিতে গেলে বৈষ্ণব ধর্ম্মের সার কথা উঠিবে। যাঁহারা শ্রীভগবানের অস্তিত্ব মানেন, তাঁহারা তাঁহার সহিত তিনরূপ সম্বন্ধ পাতাইয়া থাকেন। একদলে বলেন যে, তিনিও যে আমিও সে, অতএব তাঁহাকে ভজনা করিবার প্রয়োজন নাই। তিনি যখন কোন এক পৃথক্ বস্তু নহেন, তখন তিনি কিছু দিতেও পারেন না, লইতেও পারেন না,—লওয়া কি দেওয়া আমার নিজের হাত। আমার সাধ্য থাকে সাধন করিয়া ধন আহরণ করিব, সাধ্য না থাকে পারিব না,—যাহা আছে হারাইব। আর এক শ্রেণী আছেন, যাঁহারা শ্রীভগবানকে শাস্তা ও দাতা বলিয়া ভজনা করেন। যদি পাপ করি শ্রীভগবান দণ্ড করিবেন, যদি তাঁহার মনস্তুষ্টি করিতে পারি তবে পুরস্কার পাইব। এই শ্রেণী জীবের ভজন, সুতরাং দুই রূপ। একরূপ, "হে ভগবান! পাপ মার্জ্জনা কর," আর একরূপ, "হে ভগবান! আমাকে ভাল ভাল দ্রব্য দাও।"

আর এক শ্রেণীর লোক আছেন, তাঁহারা বলেন যে, শ্রীভগবানের ভজন প্রণালী আমাদের সংসার দ্বারা আমরা জানিতে পাই। আমরা জীবগণের সহিত সম্বন্ধ পাতাইয়া থাকি। যাহার সহিত আমি যেরূপ সম্বন্ধ পাতাই, সে আমার সহিত সেইরূপ পাতায়। যথা, আমি যদি এক জনের বন্ধু হই, তবে সেও আমার বন্ধু হয়। আমি যদি কাহার সহিত স্ত্রীরূপ সম্বন্ধ পাতাই, তবে আমি তাহার স্বামী হই। যদি প্রভু বলিয়া কাহার সহিত সম্পর্ক করি, তবে তিনি আমার সহিত দাস সম্পর্ক স্থাপিত করেন। এইরূপ জীবগণে সমাজ আবদ্ধ পরিবার আবদ্ধ হইয়া বাস করে।

সেইরূপে শ্রীভগবানের সহিত তুমি যেরূপ সম্বন্ধ পাতাও, তিনিও তোমার সহিত সেইরূপ সম্বন্ধ করিবেন। তাঁহাকে সখা বলিয়া ভজনা করিলে তিনি তোমার সহিত বন্ধুর ন্যায়, তুমি তাঁহাকে পুত্ররূপে ভজনা করিলে তোমাকে পিতার ন্যায়, ব্যবহার করিবেন। এইরূপে শ্রীভগবানের সহিত চারি প্রকার সম্বন্ধ স্থাপন করা যায়, যথা দাস্য সখ্য বাৎসল্য ও মধুর। এ সমুদায় সম্বন্ধ পাতাইবার উপায়, ভক্তি আর প্রেম। অর্থাৎ শ্রীভগবানকে মুখে নাথ কি বন্ধু বলিলে লাভ নাই। তাঁহার উপরে সেই প্রকৃত ভাব হওয়া চাই, তবে তিনিও ঐরূপ ভাবে তোমার সহিত মিলিত হইবেন। যাঁহারা শ্রীভগবানের সহিত এইরূপ সম্বন্ধ স্থাপন করিতে পারেন, তাঁহারাই বৃন্দাবনে স্থান পাইয়া থাকেন। মন্ত্র তন্ত্রের বলে, কি উপমা-অলঙ্কার পরিয়া, কি বাক্য-ঢক্কা গলায় দিয়া, শ্রীবৃন্দাবনে প্রবেশ করা যায় না। এই সম্বন্ধ স্থাপন, তত্ত্ব কথার দ্বারা কি কতকগুলি নিয়ম পালন করিয়া, করা যায় না।

এরূপ ভজনে যাগ যজ্ঞ যোগ পূজা, কি কোন গুপ্ত প্রকরণ কিছু থাকিল না। এরূপ ভজনে কোন স্বার্থ সাধনের প্রয়োজন থাকিল না, কারণ যাঁহার কাছে চাহিব তিনি নিজ-জন, তাঁহার নিকট চাহিতে হইবে কেন? স্ত্রী কি কখনো স্বামীর কাছে ব'লে থাকে, "আমাকে পোষণ কর?" অতএব এ ভজনের প্রধান সাধন ভক্তি, প্রেম-ভক্তি, ও প্রেম। প্রেম-ভক্তি গেলো ত সব গেলো, প্রেম-ভক্তি থাকিল ত সব থাকিল।

শ্রীভগবান শচীর প্রেম হরণ করিলেন। বাৎসল্য প্রেমে শচীর জ্ঞান আবৃত ছিল। সেই জ্ঞান উদয় হওয়ায় শচী দেখিলেন যে, নিমাই তাঁহার পুত্র নহেন। আর দেখিলেন যে, নিমাই জীবগণের উপকারের নিমিত্ত সন্ন্যাস করিতে যাইতেছেন। তখন, এরূপ শুভ কর্ম্মে বাধা দিতে নাই, ইহাই বুঝিয়া, তিনি যে বস্তুকে পুত্র ভাবিতেন, তাঁহাকে বিদায় দিলেন।

কিন্তু এই জ্ঞান হওয়াতে শচীর অতিশয় অনিষ্ট ঘটনা হইল। অগ্রে তিনি শ্রীভগবানের এক মাত্র জননী ছিলেন, এই জ্ঞান উদয় হওয়ায় তিনি একজন সামান্য জীব মাত্র হইলেন। পূর্ব্বে তাঁহার বিমল সুখের প্রস্রবণ যে অতি প্রিয় বস্তুটি ছিল, জ্ঞান পাইয়া তাহা হারাইয়া ছিলেন। শচী জ্ঞান পাইলেন বটে, কিন্তু পুত্রটী হারাইলেন। কাজেই শ্রীভগবান শচীর জ্ঞান হরণ করিয়া, আবার তাঁহাকে মাতৃস্বরূপ যে দুর্ল্লভ পদ তাহাই দিলেন, সুতরাং সেই সঙ্গে সঙ্গে সেই প্রিয় ও সুখের বস্তুটি তাঁহাকে প্রত্যর্পণ করিলেন। অবশ্য

জ্ঞানের অবস্থায় শচীর কান্দিবার কোন কারণ ছিল না; আর জ্ঞান যাওয়ায় "হা নিমাই" বলিয়া কান্দিয়া উঠিলেন। কিন্তু ভালবাসার সেবা করিতে হইলে এরূপ কান্দিতে হইবে। যেখানে ভালবাসা সেখানেই বিরহ। বিরহ লইতে যদি আপত্তি থাকে তবে ভালবাসা পাইবে না। প্রেমোত্থিত সুখ চাও তবে বিরহরূপ দুঃখ লইতে হইবে। যাহার বিরহ রূপ দুঃখ নাই, তাহার মিলন সুখ নাই। এই বিরহে ভালবাসাকে পুষ্টি ও পরিস্কৃত করে। তাই নিমাই শচীকে বলিয়াছিলেন যে, সন্ন্যাসী হইয়া তিনি মাঝে মাঝে শচীকে দর্শন দিবেন; তাহাতে শচী যত সুখ পাইবেন, তিনি (নিমাই) সর্ব্বদা নয়নের নিকট থাকিলে তাহার শতাংশের এক অংশও সুখ পাইবেন না।

ফল কথা, যদি জ্ঞানী হও, তবে যত প্রকার মানসিক প্রবৃত্তিতে হৃদয়কে কোমল করে, অর্থাৎ প্রেম-ভক্তি, দয়া, স্নেহ, মমতা, এ সমুদায় থাকিবে না। এ সমুদায় না থাকিলে, ইহা হইতে যে দুঃখের উৎপত্তি হয় তাহা পাইবে না বটে, কিন্তু একটী নিরস শুষ্ক কাষ্ঠের ন্যায় হইয়া, এ সমুদায় হইতে যে সুখোৎপত্তি হয় তাহাও পাইবে না। অর্থাৎ জ্ঞানী হও, শ্রীভগবান কি কোন প্রিয়জনের নিমিত্ত কান্দিতে হইবে না, কিন্তু তাহাদের হইতে কোন সুখও পাইবে না। প্রেমের চর্চ্চা কর, তবে প্রেম হইতে যে সুখ উৎপত্তি হয় তাহা ভোগ করিতে পাইবে, ও বিয়োগ জনিত দুঃখ কাজেই ভোগ করিতে হইবে। তাই শ্রীভগবান শচীর প্রতি করুণা করিয়া, তাঁহার সুখ বৃদ্ধি করিবার নিমিত্ত, আপনি তাঁহার পুত্র থাকিবেন বলিয়া, তাঁহার জ্ঞান হরণ করিলেন, ও "হা নিমাই" বলিয়া কান্দিবার মহা ভাগ্য দিলেন।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

কিবা হইল দুর্ম্মতি, বিষ্ণুপ্রিয়া গুণবতী,
কি ক্ষণে আনিনু তোমা ঘরে।
দিবানিশি কান্দাইনু, সুখ মাত্র নাহি দিনু,
প্রিয়ে ! কৃপা করি ক্ষম মোরে॥
করি ধন আহরণ, আপন জন পোষণ,
জগ মাঝে সবে করে সুখী।
সুখ নাহি দিনু তোরে, জন্মের মত দেশান্তরে,
চলিছি একাকী তোরে রাখি॥
বলরাম দাস গায়, স্বামী পানে বালা চায়,
নয়নের তারা নাহি চলে।
শুখাইল মুখ-ইন্দু, অঙ্গ কাঁপে মৃদু মৃদু,
মূরছিয়া পড়ে পতি কোলে॥

নিমাই জননীর নিকট, তাঁহাকে বুঝাইয়া পড়াইয়া, অনুমতি লইলেন বটে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে শচী মর্ম্মাহত হইয়া বাহ্যজ্ঞান প্রায় হারাইয়া, অভ্যাস বশতঃ সংসারের কার্য্য করিতে লাগিলেন। শচীর এই দুঃখ-ভাব ঘুচাইয়া, নিমাই কিছু কাল সংসারী হইবেন, তিনি জননীকে সেই কথা বলিয়াছিলেন। কিন্তু তখনও নিশ্চিন্ত হইতে পারেন নাই। জননীর নিকট বিদায় লইয়াছেন বটে, কিন্তু চতুর্দ্দশ বর্ষ বয়স্কা নববালা, সেই সরলা, পতি-প্রাণা, পতি-গৌরবিণী, বিষ্ণুপ্রিয়ার নিকট বিদায় লইতে বাঁকি আছে। বিষ্ণুপ্রিয়া অগ্রহায়ণ মাসে পিত্রালয় গমন করিয়াছেন। সেখানে কাণাঘুষা শুনিলেন, তাঁহার স্বামী নাকি নিজ মুখে বলিয়াছেন যে, তিনি সন্ন্যাসী হইয়া গৃহ ছাড়িবেন। তাঁহাকে তাঁহার স্বামী,—যাঁহার হৃদয় কেবল ভালবাসা দ্বারা গঠিত,—যে ছাড়িয়া যাইবেন, ইহা তাঁহার বিশ্বাস হইল না। কিন্তু ভরসাই বা কি? তাই ব্যস্ত হইয়া পতির গৃহে, আপনা আপনি আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

শ্রীনিমাই রজনীতে ভোজন করিয়া খট্টায় শয়ন করিলেন, একটু নিদ্রাও গেলেন। এমন সময় বিষ্ণুপ্রিয়া অল্প সল্প বেশ বিন্যাস করিয়া, হাতে পানের বাটা, আর এক খানি রেকাবিতে চন্দনের বাটী ও ফুলের মালা লইয়া পতির গৃহে প্রবেশ করিলেন। দেখেন, পতি ঘুমাইয়া আছেন, বস্ত্রের দ্বারা সমুদায় অঙ্গ আবৃত, কেবল বদন খানি চন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইতেছে।

বিষ্ণুপ্রিয়ার ধৈর্য্য মাত্র নাই। পিতার গৃহ হইতে অনাহূত দ্রুতগমনে আসিয়াছেন, কেন, না স্বামীর কাছে শুনিবেন যে লোকে যে জনরব করিতেছে তাহার অর্থ কি? সেইরূপ ব্যস্ত হইয়া দুটা অন্ন মুখে দিয়া শীঘ্র শীঘ্র পতির গৃহে আগমন করিয়াছেন। তাঁহার ভাগ্যক্রমে সে দিবস প্রভু সংকীর্ত্তনে গমন করেন নাই। পতির নিকটে যাইয়া কি বলিবেন, এ সমুদায় কথা মনে মনে শত বার, রচনা করিয়াছেন। আর পতির নিকট যাইয়া দেখেন তিনি ঘুমাইতেছেন। পতিকে নিদ্রিত দেখিয়া বিষ্ণুপ্রিয়া অমনি দাঁড়াইলেন।

শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া ভাবিলেন, তাঁহার বল্লভের ভাগ্যে ত নিদ্রা প্রায় হয় না। একটু ঘুমাইতেছেন, এখন জাগান কর্ত্তব্য নয়। আবার ভাবিতেছেন, ভালই হইয়াছে। এই সুযোগে পদতলে বসিয়া মুখ খানি দেখি। তখন পানের বাটা ও হস্তের রেকাবি নিঃশব্দে খট্টার নিম্নে রাখিলেন, ও ঐরূপ নিঃশব্দে, ভয়ে ভয়ে, যেন কত অপরাধ করিতেছেন, স্বামীর পদতলে বসিলেন। বসিয়া, মহা সুখে ও অতি গৌরবের সহিত, পতির মুখ-চন্দ্র দেখিতে লাগিলেন। পতির শ্রীপদে হস্ত স্পর্শ করিতে সাহস হইতেছে না। শীতকাল,- তাঁহার করতল শীতল, উষ্ণ বস্ত্রে পতির চরণ আবৃত, তাঁহার করতল স্পর্শে নিদ্রাভঙ্গের সম্ভাবনা। ইহাই ভাবিয়া সেই উষ্ণ বস্ত্রের মধ্যে, ধীরে ধীরে হস্ত প্রবেশ কারাইতে লাগিলেন। যখন ভাবিলেন যে করতল উষ্ণ হইয়াছে, তখন শ্রীচরণ স্পর্শ করিলেন।

এইরূপে শ্রীচরণ স্পর্শ করিয়া কিয়ৎকাল স্পর্শ সুখ অনুভব করিতে লাগিলেন। একটু পরে, চোরগণ যেরূপ অতি নিঃশব্দে ও ক্রমে ক্রমে দ্রব্যকে স্থানভ্রষ্ট করে, সেইরূপ শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া পদদুটি হস্ত দ্বারা উঠাইতে লাগিলেন। মনে মহা ভয় যে পাছে পতির নিদ্রাভঙ্গ হয়। কিন্তু বিধি তাঁহাকে সে রাত্রি সুপ্রসন্ন; নিমাইয়ের নিদ্রাভঙ্গ হইল না। তখন

শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া তাঁহার পতির দুটি অভয় পদ উঠাইয়া আপনার হৃদয়ে ধরিলেন।

এই যে বিষ্ণুপ্রিয়া নিমাইয়ের পদ হৃদয়ে ধরিলেন, ইহার তিনটি কারণ আছে। প্রথমতঃ, শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া ভাবিলেন যে, তাঁহার উষ্ণ হৃদয়ে পদতল চাপিলে শ্রীনিমাইয়ের আরাম হইবে। দ্বিতীয়তঃ, ভাবিলেন যে, তাঁহার বুকের মধ্যে কুচিন্তা জ্বলন্ত অনলের ন্যায় পোড়াইতেছিল, স্বামীর শীতল পদ স্পর্শে উহা নির্ব্বাণ হইবে। তৃতীয়তঃ, বরাবর ভাবিতেছেন যে, স্বামীর অভয় পদে একবার স্মরণ লইবেন, তাহা এখন লইলেন। শ্রীপাদ হৃদয়ে ধরিয়া বিষ্ণুপ্রিয়া পতির প্রসন্ন বদন দেখিতে লাগিলেন। ভাবিতেছেন, ত্রিভুবনে এমন সুন্দর মূর্ত্তি আর নাই। পদস্পর্শে শরীর আনন্দে পুলকিত হইল, আর তাহাতে যেন পতিমুখ আরো প্রফুল্লিত হইল। হাস্য ও রোদন যেরূপ শৃঙ্খলে আবদ্ধ, সুখ ও দুঃখ সেইরূপ। অধিক হর্ষ হইলে রোদনের উৎপত্তি, ও অধিক রোদনে হাস্যের উৎপত্তি, অধিক দুঃখে সুখের উৎপত্তি ও অধিক সুখে দুঃখের উৎপত্তি হয়। তখন বিষ্ণুপ্রিয়া ভাবিতেছেন, তাঁহার মত ভাগ্যবতী ত্রিজতে আর কেহ নাই, তাঁহার কি এ ভাগ্য থাকিবে? ইহাই মনে উদয় হওয়ায় নয়ন দুটি জলে পুরিয়া গেল, আর যদিও পতির নিদ্রাভঙ্গ ভয়ে নীরবে রহিলেন, কিন্তু নয়ন জল নিবারণ করিতে পারিলেন না। জল নয়নে স্থান না পাইয়া ভাসিয়া চলিল, তখন উহার একবিন্দু পতির শ্রীপাদপদ্মে পড়িল।

এই উষ্ণ নয়নজল পায়ের উপর পড়িলে শ্রীগৌরাঙ্গের নিদ্রাভঙ্গ হইল, ও তখন তিনি নয়ন মেলিলেন। দেখেন তাঁহার প্রিয়া পদতলে বসিয়া তাঁহার চরণ দুই খানি হৃদয়ে ধরিয়া নীরবে রোদন করিতেছেন। ইহা দেখিবা মাত্র নিদ্রার আবেশ একেবারে গেল। তখন অতিশয় ক্লেশ পাইয়া ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া, আপন প্রিয়াকে ঊরুর উপর রাখিয়া, দক্ষিণ হস্তে চিবুক ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "তুমি আমার প্রাণ-প্রিয়া, তুমি কাঁদ কেন? *

---

* দুনয়নে বহে নীর, ভিজিল হিয়ার চির,
হৃদয় বাহিয়া পড়ে ধারা।
চেতন পাইয়া চিতে, উঠে প্রভু আচম্বিতে,
বিষ্ণুপ্রিয়া পুছে অতি পারা॥ [ও পিঠে]

বিষ্ণুপ্রিয়া এই মধুর সম্ভাষণ শুনিলেন, শুনিয়া তাঁহার উত্তর দিবার ইচ্ছা হইল, কিন্তু পারিলেন না। তাঁহার ধৈর্য্য বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল। তখন পূর্ব্বে যে ধারা পড়িয়াছিল, তাহার বেগ শত গুণ বৃদ্ধি হইল।

শ্রীগৌরাঙ্গ ইহাতে আরো ব্যস্ত হইয়া প্রিয়ার অঞ্চল দিয়া তাঁহার নয়ন মুছাইতে লাগিলেন। কিন্তু তাহাতে বিপরীত ফল হইল, হৃদয়ের তরঙ্গ বাড়িয়া উঠিল। শ্রীনিমাই অতি কাতর হইলেন। কিন্তু তবু ধৈর্য্য ধরিয়া আর কোন কথা না বলিয়া প্রিয়ার নয়নজল মুছাইতে লাগিলেন। ভাবিলেন, হৃদয়-বেগের কিছু নিবৃত্তি না হইলে প্রিয়া কথা কহিতে পারিবেন না। বসিয়া নয়ন জল মুছাইতে লাগিলেন, ও প্রিয়ার হৃদয়ের দুঃখ-তরঙ্গে মুখে যে নানা ভাব খেলিতেছে, তাই এক দৃষ্টে, সজল নয়নে, দেখিতে লাগিলেন।

পরে আবার বলিতেছেন, "প্রিয়ে! আমাকে দুঃখ দিতেছ, আমার প্রতি কৃপা করিয়া তোমার কথা আমাকে বল। এই আমার ক্রোড়ে বসিয়া, আর তুমি পতিপ্রাণা, তোমার আবার দুঃখ কি হইতে পারে?"

নিমাই দেখেন, বিষ্ণুপ্রিয়া কথা বলিবার চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু পারিতেছেন না। স্বামীর কোলে অল্প অল্প কাঁপিতেছেন, কেবল স্থান গুণে মূর্চ্ছিত হইতেছেন না। নিমাই দ্বারা নানা প্রকারে আশ্বাসিত ও সেবিত হইয়া শেষে পতির মুখ পানে চাহিলেই। নিমাই দেখিলেন, দৃষ্টি ক্ষোভে পূর্ণ। বিষ্ণুপ্রিয়া ধীরে ধীরে বলিতেছেন—

"তুমি নাকি,—মাকে অকূলে ভাসাইয়া যাইবে?"

শ্রীমতী "আমাকে" বলিতেছিলেন, তাহা না বলিয়া বলিলেন, "মাকে।"

নিমাই যদিও বুঝিলেন, পূর্ব্বেও বুঝিয়াছিলেন যে, প্রিয়া তাঁহার সন্ন্যাসের জনরব শুনিয়াছেন, ও তাহাই শুনিয়া ব্যাকুল হইয়াছেন, তবুও মনের ভাব প্রকাশ না করিয়া হাসিয়া বলিলেন, "আরও বুঝাইয়া বল, ফেলে যাব সে কি?"

"মোর প্রাণ প্রিয়া তুমি, কান্দ কি কারণে জানি,
কহ কহ ইহার উত্তর।
থুইয়া উরুর পরে, চিবুক দক্ষিণ করে,
পুছে বাণী মধুর অমর॥ (চৈতন্যমঙ্গল)

বিষ্ণুপ্রিয়ার ইচ্ছা নয় যে সন্ন্যাস শব্দ মুখে আনেন। তাই বলিতেছেন, "তোমার দাদা যাহা করিয়াছিলেন, তুমি নাকি তাঁহাই করিবে ?"

নিমাই হাসিতে লাগিলেন। একটু হাসিয়া বলিলেন, "তোমাকে এ কথা কে বলিল ? আপনা আপনি অহেতুক কেন দুঃখ পাইতেছ ?" ইহাতে বিষ্ণুপ্রিয়া পতির হস্ত খানি মস্তকে রাখিয়া বলিলেন, "আমার মাথা খাও, ঠিক কথা বল।" ইহাতে শ্রীনিমাই বলিলেন, "কত দিবস পরে তোমাকে দর্শন পাইলাম, এখন তোমার চাঁদমুখ দেখিব, না কেবল কান্না কাটা করিব। যখন যেখানে যাই, তোমার অনুমতি লইয়া যাইব। এখন ও সমুদায় ভুলিয়া যাও।" ইহা বলিয়া প্রিয়ার সহিত নানাবিধ হাস্য কৌতুক করিতে লাগিলেন।

প্রভুর এ সমস্ত গার্হস্থ্যরস পূর্ব্বে ভোগ করিবার অবকাশ ছিল না। সমস্ত নিশা সংকীর্ত্তনে যাইত। যখন ভাবে বিভোর থাকিতেন, তখনই সংকীর্ত্তনে গমন করিতেন না। তাহাতে শ্রীমতীর বা কি ? উভয় সময়েই তিনি বঞ্চিত। কিন্তু শচীমার মনের বাসনা কি তাহা তিনি জানিতেন, ও সে দিবস মায়ের মুখে শুনিলেন যে, তাঁহার সাধ যে নিমাই অন্ততঃ কিছু কাল ঘরকন্না করুন। প্রভু তাহাতে প্রতিশ্রুত হয়েন, যে তিনি মায়ের এই সাধ যথাসাধ্য পালন করিবেন। এই সংকল্প করিয়া তাঁহার সমস্ত ভাবকে তখন হৃদয়ে লুকাইয়াছেন। সুতরাং চতুর্ব্বিংশতি বর্ষ বয়স্ক পতি, চতুর্দ্দশ বর্ষ বয়স্কা বল্লভার সহিত যেরূপ হাস্য কৌতুক করে, প্রভু প্রিয়ার সহিত তাহাই করিতে লাগিলেন।

শ্রীমতি বিষ্ণুপ্রিয়া পতির এই নূতন ভাব দেখিয়া একেবারে আহ্লাদে গলিয়া পড়িলেন।

এইরূপে প্রায় সমস্ত রজনী গেল। নববালা সমস্ত নিশা ঢোকে ঢোকে আনন্দ পান করিলেন। হৃদয়ে যেন আনন্দ ধরিতেছে না। তখন স্বাভাবিক নিয়মে হৃদয়ে আবার দুঃখের তরঙ্গ উঠিল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বড় সুখ হইলে সেই সঙ্গে সঙ্গে দুঃখ আসিয়া আপনি উপস্থিত হয়। ভাবিতেছেন, আমি কি ছার যে আমার এ সুখ থাকিবে ? ইহা ভাবিয়া পতির মুখপানে চাহিলেন, চাহিয়া শিহরিয়া উঠিলেন। পতি-পানে চাহিয়া সেই সন্দেহ গেল না, বরং যেন বাড়িয়া গেল। পতি-মুখ দেখিয়া বুঝিলেন, যেন তাঁহার পতি, তাঁহার পানে চাহিয়া অন্তরে অন্তরে কান্দিতেছেন। তখন

শ্রীমতী ব্যস্ত হইয়া, পতিকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "তুমি কান্দ কেন ?"

ইহার তাৎপর্য্য পরিগ্রহ করুন। বিষ্ণুপ্রিয়া পতি-মুখপানে চাহিয়া দেখিলেন যে, যদিও তিনি আমোদ ও কৌতুক করিতেছেন বটে, কিন্তু সে সমুদায় বাহ্য, যেন প্রকৃত পক্ষে অন্তরে অন্তরে কান্দিতেছেন। তখন তাঁহার মাথা একবারে ঘুরিয়া গেল। মনের সন্দেহ ঘুচাইবার নিমিত্ত স্বামীর মুখপানে আবার চাহিলেন, চাহিরা সন্দেহ গেল না, বরং বদ্ধমূল হইল। তখন ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "তুমি কান্দিতেছ কেন ?"

শ্রীগৌরাঙ্গ এই কথা শুনিয়া চমকিত হইলেন। সরলা স্ত্রীর মুখের ভাব দেখিয়া প্রকাশ্যে কান্দিয়া ফেলেন, এরূপ ভাব হইল। কিন্তু দৃঢ় সংকল্পে ধৈর্য্য ধরিয়া বলিলেন, "কৈ এই ত আমি হাসিতেছি।" শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া এ কথায় প্রবোধ মানিলেন না। পতির দুই খানি হস্ত লইয়া আপনার বুকে ধরিলেন। আর বলিলেন, "তোমার ভাব আমার নিকট একটুও ভাল বোধ হইতেছে না। তুমি আমাকে যেন ফাঁকি দিতেছ, আমি তোমার মুখ দেখিয়া মনের ভাব বুঝিতেছি। যদিও আমি মেয়ে মানুষ, কিন্তু আমি তোমার মুখ দেখিলে মনের ভাব বুঝিতে পারি। তবে কি সত্যি সত্যি তুমি, মা এবং আমার গলায় ছুরি দেবে ?*

এখন নিমাইয়ের বিষ্ণুপ্রিয়ার হৃদয়ে শেল মারিবার সময় উপস্থিত হইল! কাজেই প্রভু একটু গম্ভীর হইলেন, হইয়া বলিলেন, "প্রিয়ে! হিত-বাক্য শুন। আমার ইচ্ছা তোমার হিত হয়, তোমার ইচ্ছা আমার হিত হয়। উভয়ের মনস্কামনা সিদ্ধি হবে, কেবল এক শ্রীকৃষ্ণ ভজন করিলে। তুমিও তাই কর, আমি ও তাই করি। তোমার নাম বিষ্ণুপ্রিয়া, তুমি নামের স্বার্থকতা কর।"

শ্রীমতীর মুখ শুকাইয়া গেল। পতি যাহা বলিলেন, তাহা সমুদায় শুনিতেও পাইলেন না, কিন্তু তবু স্পষ্ট বুঝিলেন যে তাঁহাদের ছাড়াছাড়ির কথা হইতেছে। বিষ্ণুপ্রিয়া মূর্চ্ছিত হইলেন না। কারণ তাঁহার সম্মুখে কি বিপদ তাহা তখন সম্যকরূপে মনে ধারণা করিতে পারেন নাই। বিষ্ণুপ্রিয়া

---

*প্রভু কর বুকে নিয়া, পুছে দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া,
মিছা না বলিহ মোর তরে।
হেন অনুমান করি, যত কহ সে চাতুরি,
পলাইবে মোর অগোচরে (চৈতন্য মঙ্গল)

বলিলেন, "আমি তোমাকে একটি কথা বলি। তুমি যাই কর, বাড়ী ত্যাগ করিও না। আমি বাপের বাড়ী থাকিব, তোমার কাছে আসিব না, তুমি মাকে ত্যাগ করিও না, মা মরিয়া যাইবেন, আর লোকে তোমাকে নিন্দা করিবে।" আর কি কি বলিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু বলিতে পারিলেন না, ঘুরাইয়া ফিরাইয়া উহাই বার বার বলিতে লাগিলেন।

উপরের কথা গুলি ও আরো অনেক কথা, যে অবধি এই বিপদের কথা শুনিয়াছেন, সেই অবধি চেষ্টা করিয়া করিয়া মনে মনে যোজনা করিয়াছিলেন, পতিকে বলিয়া তাঁহাকে নিবৃত্ত করিবেন, কিন্তু সময় কালে তাহার অধিকাংশ ভুলিয়া গিয়াছেন। কেবল আমি তোমার কাছে আসিব না, জননীকে বধ করিও না, এইরূপ দুই একটি কথা বার বার বলিতে লাগিলেন।

শ্রীগৌরাঙ্গ তাঁহার বালা-প্রেয়সীর তাঁহাকে বাড়ী রাখিবার চেষ্টা দেখিয়া, দুই ভাবে বিভোর হইলেন। তাঁহার প্রিয়াকে, তাঁহার অতি ভালবাসার পাত্রীকে দুঃখ দিতেছেন, তাহাতে হৃদয় ফাটিয়া যাইতেছে। ইহার পরে, তাঁহার বালিকা স্ত্রীর, তাঁহার ন্যায় ধীশক্তিসম্পন্ন স্বামীকে বুঝাইয়া পড়াইয়া রাখিবার চেষ্টা দেখিয়া, আবার দয়ার উদ্রেক হইতেছে। প্রিয়ার প্রতি দয়ার্দ্র হইয়া চাহিতে লাগিলেন।

নিমাই বলিতেছেন, "তুমি ঠিক বুঝিয়াছ, আমি সন্ন্যাসী হইব। কিন্তু প্রিয়ে! তোমার প্রতি কি আমার ভালবাসার অভাব আছে? তোমাকে দুঃখ দিতেছি বটে, আমার নিমিত্ত তুমি বড় দুঃখ পাইবে, কিন্তু আমিও ত তোমার নিমিত্ত দুঃখ পাইব? তোমাকে দুঃখ দিতেছি আর আমি দুঃখ লইতেছি। ইহা কি ইচ্ছা করিয়া করিতেছি? বিষ্ণুপ্রিয়ে! শ্রীকৃষ্ণের সেবার নিমিত্ত এ সমুদায় করিতেছি, তোমার ও আমার দুজনের ভাল হবে।"

বিষ্ণুপ্রিয়া পতির এই কথা শুনিলেন, কিন্তু উহা তাঁহার হৃদয় ভাল করিয়া স্পর্শ করিল না। যেন আপনা আপনি কথা কহিতে লাগিলেন। বলিতেছেন, "আজ কয়েক দিন আমি অনেক অমঙ্গল দেখিতেছি, তাহাতে বুঝিতে পারিলাম যে, আমার সুখ ফুরাইয়া গিয়াছে। আমি এ সব জানি, আমি ত সে উছটের কথা এক দিনও ভুলি নাই।" এই কথা বলিয়া পতির মুখ পানে চাহিয়া বলিতেছেন, "হাঁগো সত্যবাদী! আমার পায়ে উছট লাগিলে, তুমি না বলেছিলে, এই যে আমি আছি, তোমার ভয় কি?"

শ্রীগৌরাঙ্গ মস্তক অবনত করিলেন।

বিষ্ণুপ্রিয়া। তোমার দোষ কি? তুমিত গুণনিধি। আমার কপালে বিধি পতি থাকিতে বৈধব্য লিখিয়াছেন। কিন্তু এ সব কি? আমি কি স্বপ্নে দেখিতেছি, না তুমি তামাসা করিতেছ? তুমি কি আমাকে ভয় দিতেছ?

শ্রীগৌরাঙ্গ সাশ্রুপূর্ণ নয়নে প্রিয়ার দিকে চাহিয়া আছেন। বলিলেন, "প্রিয়ে! এ স্বপ্নও নয় তামাসাও নয়, সত্যই আমি সন্ন্যাসী হইব। এখন তুমি আমাকে মনসুখে অনুমতি দাও।"

শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার ঠিক চেতনাবস্থা নাই, তাহা থাকিলে মূর্চ্ছিত হইতেন। একবার ভাবিতেছেন, স্বপ্ন। শ্রীগৌরাঙ্গ, এ যে সত্য ও স্বপ্ন নয়, তখন তাহাই বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছেন। বলিতেছেন, "প্রিয়ে! আমি তোমাকে ফেলিয়া সন্ন্যাসী হইয়া যাইব, এখন মনসুখে আমাকে অনুমতি দাও।"

বিষ্ণুপ্রিয়া। তুমি বল কি? তুমি যাবে কোথা? তুমি কেন যাবে? ইহা নাকি আবার হয়! আমি ম্যাকে এখনি ডাকিয়া বলিতেছি। আমাকে নয় পায় ঠেলিলে, তাঁহাকে আর এই বৃদ্ধ কালে ফেলে যাইতে পারিবে না। এই কথা বলিয়া শ্রীমতী মায়ের নিকট চলিলেন। মায়ের নিকট চলিলেন তাহার অনেক কারণ, এক কারণ এই স্বামী ত্যাগ করিলেন, কাজেই মায়ের আশ্রয় লইতে চলিলেন।

শ্রীগৌরাঙ্গ ধরিলেন, ধড়িয়া ক্রোড়ে বসাইলেন। বলিতেছেন, "প্রিয়ে! একটু ধৈর্য্য হও। আমি যাইব, তাহাতে আমার ক্লেশ। তোমাকে দুঃখ দিতেছি, তাহাতে ক্লেশ। তুমি পতিপ্রাণা, সমুদায় দুঃখ আমার ঘাড়ে না দিয়া ইহার কিছু অংশ লও। মার নিকট আমি অনুমতি লইয়াছি, তিনি মনসুখে অনুমতি দিয়াছেন। এখন তোমার নিকট অনুমতি লইব।"

বিষ্ণুপ্রিয়া। তুমি বল কি? মা অনুমতি দিয়াছেন?

শ্রীগৌরাঙ্গ। হাঁ, তিনি মনসুখে অনুমতি দিয়াছেন।

বিষ্ণুপ্রিয়া। মা অনুমতি দিয়াছেন! তা দিলেও পারেন। তিনি আর ক দিন বাঁচিবেন? আমি বল দেখি এ চির-জীবন কিরূপে কাটাইব? তুমি আমাকে কার হাতে দিবে? মা অল্পকাল পরে চলিয়া যাইবেন, তখন আমাকে কে রক্ষা করিবে?

তাহার পরে আবার বলিতেছেন, "আমি তোমাকে এক কথা বলি। তুমি মাকে ফেলিয়া যাইও না, তোমার অধর্ম্ম হবে। তুমি সন্ন্যাসী হবে, তার মানে আমাকে ত্যাগ করিবে। তার জন্যে তুমি বাড়ী কেন ছাড়িবে? আমি

বাপের বাড়ী থাকিব।" পতির মুখ পানে চাহিয়া দেখেন যে তাঁহার প্রস্তাব অনুমোদিত হয় নাই, তাহাতে আবার বলিতেছেন,"তাহাতে হবে না? আচ্ছা! আমি বিষ খেয়ে কি গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়া মরিব। তুমি ঘর ছাড়িও না, মাকে ত্যাগ করিয়া অধর্ম্ম ও লোকনিন্দা ঘাড়ে করিও না। তুমি সন্ন্যাসের দুঃখ লইও না।"*

শ্রীগৌরাঙ্গ অতি কাতর ও করুণ স্বরে বলিলেন, "প্রিয়ে! তুমি সব কথা বুঝিতেছ না। এ জনম আমি ক্রন্দন করিতে আসিয়াছি। ক্রন্দনও করিয়াছি, তবু জীবে হরিনাম লইল না। এখন আমি ও আমার নিজ জন সকলে একত্র হইয়া, রোদন করিয়া জীবের হৃদয় দ্রব করাইব। আমি তোমাদিগকে ত্যাগ করিলে মা রোদন করিবেন, তুমি রোদন করিবে, জীবে তাহা, ও আমার অবস্থা দেখিবে ও শুনিবে। তখন জীবে আমার জননীর অবস্থা, তুমি আমার প্রাণ প্রিয়া তোমার অবস্থা, দেখিয়া আমাকে কৃপার্দ্র হইবে, হইয়া হরিনাম লইবে। তাহাই মার নিকট অনুমতি লইয়াছি, ও তোমার নিকট লইব। মাকে ও তোমাকে কান্দাইতে হইবে, তাহা না হইলে জীব উদ্ধার হইবে না।

এ কথা শুনিয়া বিষ্ণুপ্রিয়া স্তম্ভিত হইলেন!

একটু থামিয়া বলিতেছেন, "তোমাকে আমি লজ্জা ত্যাগ করিয়া আজ মনের কথা বলিব। আমার মত ভাগ্যবতী এ জগতে নাই। তোমার রূপে ও গুণে পশু পক্ষী মোহিত। আমি ঘাটে যাই, শুনি যে লোকে আমাকে দেখাইয়া, তোমার রূপ গুণের প্রশংসা করিতেছে। আমি পথে তাহাই শুনি, ঘরেও তাই শুনি, এমন কি, আমি শুনি যেন ত্রিজগত কেবল তোমার রূপ ও গুণের কথা বলিতেছে। সেই তুমি আমার স্বামী, আমার সামগ্রী! দেখ আমি তোমাকে দেখিতে পাই না। তুমি আমার কাছে আইস না, ভাল করিয়া কথা কও না। এমন কি তোমার মুখ খানিও আমি ভাল করিয়া যে দেখিব তাহার অবকাশ তুমি দেও না। কিন্তু তাহাতে আমি দুঃখ করিতাম না। ভাবিতাম আমারই স্বামী ত? আবার যখন তুমি কীর্ত্তন করিতে, আমি একা শুয়ে ভাবিতাম, যে, আমি আর একটু বড় হইলে, তখন তুমি

---

*কি কহিব মুই আর, আমি তোমার সংসার,
সন্ন্যাস করিবে মোর তরে।
তোমার নিছনি লয়ে, মরিব মু বিষ খেয়ে,
সুখে নিবেশহ তুমি ঘরে॥ (চৈতন্য মঙ্গল)

আমাকে লইয়া আমোদ আহ্লাদ করিবে, আর আমি তোমাকে পাইব। * দেখ সে সাধ আমি ছাড়িলাম। আমাকে ছাড়িলে তোমার দুঃখ হইতে পারে, কিন্তু আমি ছার, আমাকে ছাড়িয়া তোমার দুঃখ কেন হইবে? তুমি বাড়ী ছাড়িয়া যাইও না। কে তোমাকে রান্ধিয়া দিবে ? কে তোমার সেবা করিবে? আবার পথে হাঁটিবে কিরূপে? তোমার পা দুখানি যেন শিরীষ ফুল। তুমি আমার গলায় ছুরি দিয়া যদি না বলিয়া যাও, আমি কি করিতে পারি। কিন্তু তুমি ঘরের বাহির হও, এ অনুমতি আমি দিতে পারিব না।"†

শ্রীগৌরাঙ্গ বলিলেন, "প্রিয়ে সংসারের সুখ, তোমাদের স্নেহ, ত্যাগ করিতেছি, এ সমুদায় আমি ইচ্ছা করিয়া করিতেছি না। আমার প্রাণ জর জর হইয়াছে। তুমি আমাকে ঘরে রাখিতে চাও কেন? তুমি আপনি বলিলে, তুমি আপনার সুখ চাও না, আমার সুখের নিমিত্ত আমাকে ঘরে রাখিতে চাহিতেছ। তুমি যেমন বুঝো তেমনি বলিতেছ। কিন্তু ঘরে থাকিলে আমার সুখ হইবে না, আমাকে ছেড়ে দাও, আমি বৃন্দাবনে যাই, তবেই আমি বাঁচিব।"

বিষ্ণুপ্রিয়া তাড়াতাড়ি বলিতেছেন, "যদি বৃন্দাবনে গেলে সুখী হও তবে যাও, আমাকেও সঙ্গে লও। দেখ, রাম যখন বনে গমন করেন, তখন সীতাকে লইয়া গিয়াছিলেন।"

শ্রীগৌরাঙ্গ। প্রিয়ে! তুমি সব ভুলে গেলে? তোমাকে সঙ্গে লইলে আর আমার সন্ন্যাস হইল না, তাহা হইলে আর জীবের নিকট করুণা পাইব না। আমায় কাঙ্গাল, তোমায় কাঙ্গালিনী, হইতে হইবে। তুমি আমার সঙ্গে থাকিলে তাহা হইবে না। প্রিয়ে! আমি তোমার, যেখানে থাকি সেইখানেই তোমার। আমাকে যাইতে দেও, দিয়া, হৃদয়ের মধ্য-স্থানে আমাকে রাখিয়া, তোমার বিরহ-যন্ত্রণা দূর করিও। তোমার বিরহও

---

* আমা হেন ভাগ্যবতী, নাহি কোন যুবতী,
তুমি মোর নিজ প্রাণনাথ।
বড় প্রীতি আশা ছিল, দেহ মন সমর্পিল,
এ নব যৌবনে দিবে হাত॥ (চৈতন্যমঙ্গল)

† কেমনে হাঁটিয়া যাবে পথে।
শিরীষ কুসুম যেন, সুকোমল শ্রীচরণ,
ভয় লাগে পরশিতে হাতে॥ (চৈতন্যমঙ্গল)

আমি ঐ উপায়ে সহ্য করিয়া থাকিব। শুন, তোমাকে সার কথা বলি। নয়নের অন্তরে গমন করিলে তাহাকে বিচ্ছেদ বলে না। প্রীতি ছিন্ন হইলেই তাহাকে বিয়োগ বলে। আমি চলিলাম, কিন্তু আমি আমার প্রতি তোমার প্রীতিটুকু রাখিয়া যাইতেছি। তা লইয়া গেলে তুমি কিরূপে বাঁচিবে, আমিই বা কিরূপে বাঁচিব? সুতরাং আমি তোমারই থাকিব, কেবল স্থানান্তরে বাস করিব। প্রিয়ে! তুমি আমার, আমি তোমার। আমি জীবের দুঃখে দুঃখ পাইতেছি, তুমি আমাকে বাধা দিও না, আমি তোমার পতি, তুমি পতি-প্রাণা তুমি আমার সহায়তা কর।

ইহা বলিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ বিষ্ণুপ্রিয়ার দুই খানি হস্ত ধরিলেন। পতি দুই খানি হস্ত ধরিলে, বিষ্ণুপ্রিয়া মুখ খানি উঠাইলেন, পতির মুখপানে চাহিলেন, নয়নে নয়ন মিলন হইল, না বলিতে পারিলেন না, মূর্চ্ছিত হইয়া ঢলিয়া পড়িয়া গেলেন।*

তখন শ্রীগৌরাঙ্গ হাহাকার করিয়া প্রিয়াকে ধরিলেন। ধরিয়া সন্তর্পণ করিতে লাগিলেন। আর তাহার কর্ণে বলিতে লাগিলেন, "উঠ! তোমার ত জীবন আছে? তোমাকে ত বধ করি নাই? প্রিয়ে! দেখিও, নারীবধের ভাগী আমাকে করিও না। উঠ! আমার প্রতি কৃপা করিয়া উঠ। আমি তোমাকে চিরদিন দুঃখ দিয়া অদ্য তোমার কোমল হৃদয়ে শেল আঘাত করিতেছি। কিন্তু তুমি পতি-প্রাণা, পতির অপরাধ না লইয়া, জীবিত হইয়া আমার প্রাণদান কর।"

বিষ্ণুপ্রিয়া নয়ন মেলিলেন, একটু সজীব হইলে উঠিয়া বসিলেন, কিন্তু তবু নয়নে তখন জল আইসে নাই। নয়নে একটু জল আসিলেই প্রাণরক্ষা হয়, কিন্তু তখন সর্ব্বেন্দ্রিয় শুখাইয়া গিয়াছে। কাজেই বিহ্বলের ন্যায় বকিতে লাগিলেন। প্রভুকে বলিতেছেন, "আমি কি করিব বলিয়া দাও। তুমি গেলে আমি কি হইলাম? আমিত সধবা থাকিব? তুমি আমার স্বামী, তাহা বলিতে দিবে ত? আমি তোমার স্ত্রী, লোকে ইহা ত বলিবে? না, আমি এখন ত্রিজগতে একাকিনী হইব? আমাকে সবে ভাগ্যবতী বলিত, এখন সকলে অভাগী না বলে, তাহাই করিয়া তুমি যাইও।"

---

* প্রিয়া করে ধরি, অনুমতি মাগিতে,
মুরছে পড়িল তছু ঠাঁই।

"আর একটি কথা বলি," ইহাই বলিয়া পতির এক খানি হাত ধরিলেন। ধরিয়া বলিতেছেন, "তুমি সন্ন্যাসী হইয়া গেলে লোকে আমাকে কি বলিবে? পৃথিবীতে যত স্ত্রীলোক আমাকেই নিন্দা করিবে। বলিবে কি, যে, ইহার ঘরণী অতি নিঠুর, কাল সাপিনী, তা না হইলে এ যৌবন কালে ইনি সংসার কেন ছাড়িবেন? সংসারে যদি ইহার সুখ থাকিত, তবে কি ঘর ছাড়িয়া বনবাসী হইতেন? তুমি সত্য করিয়া বল, আমি কি ত্যক্ত করিয়া তোমাকে ঘরের বাহির করিলাম?*

শ্রীগৌরাঙ্গ তখন প্রিয়ার অবস্থা দেখিয়া একটু চিন্তিত হইলেন; হইয়া, তাঁহাকে অগ্রে নানারূপে শান্ত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু কিছু করিতে পারিলেন না। তখন একটি চতুর্দ্দশ বর্ষ বালিকার নিকট

*প্রভুর সন্ন্যাসের পর বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রলাপ বর্ণনা করিয়া বলরাম দাস এই পদটী গ্রথিত করেন, যথা—

আমার বয়সী, যে তোমা দেখিল,
কত না নিন্দিল মোরে।
সে ত অভাগিনী, হেন গুণমণি,
কেন রহে তার ঘরে?
যদি রূপ গুণ, থাকিত তাহায়,
পতি কি যৌবন কালে।
কৌপীন পরিয়া, কাঙ্গাল হইয়া,
গৃহ ছাড়ি বনে চলে?
নিঠুর রমণী, পাপিনী তাপিনী,
পতি দেশান্তরি করে।
নিদয় হইয়া, চলিছ ফেলিয়া,
লোকে গালি পাড়ে মোরে॥
আমি কি তোমায়, দিয়াছি বিদায়,
সত্য করে বল নাথ!
তোমার লাগিয়া, মরিছি পুড়িয়া,
তাহে লোকে পরিবাদ॥
তুমি মোর পতি, হইয়াছ যতি,
একা মোর সর্ব্বনাশ।
প্রিয়ার রোদন, তারিবে ভুবন,
আর বলরাম দাস॥

শ্রীভগবান পরাজিত হইয়া, ঐশ্বর্য্যের সহায়তা লইতে বাধ্য হইলেন। শচীর যেরূপ প্রেম হরণ করিয়া লইয়াছিলেন, বিষ্ণুপ্রিয়ারও তাহাই করিলেন। করিয়া, তাঁহাকে জ্ঞান দিলেন। দিয়া বলিতেছেন, "কি মিছে মায়ায় মুগ্ধ হইয়া পাগলের মত বকিতেছ? শ্রীকৃষ্ণ একাই সকলের পতি। শ্রীকৃষ্ণ ভজন জীবের এক মাত্র কাজ তাহাই কর, তবেই নিত্য ও বিশুদ্ধ আনন্দ পাইবে।"

বিষ্ণুপ্রিয়া তখন জ্ঞান পাইয়াছেন। সুতরাং প্রভুর তত্ত্ব উপদেশ গুলি অতি মিষ্ট লাগিতেছে, ক্রমেই হৃদয়ের জ্বালা অপনয়ন হইতেছে, আর শান্তি আসিতেছে। যখন মনে সম্পূর্ণরূপে শান্তি হইল, তখন দেখেন যে তাঁহার পতি আর পতি নাই, শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী শ্রীবিষ্ণু। *

বিষ্ণুপ্রিয়া স্বামীর এইরূপ দেখিয়া প্রথমে স্তম্ভিত হইলেন। একটু সামলাইয়া ভক্তিতে গদ গদ হইয়া, গলায় বসন দিয়া প্রণাম করিলেন। করিয়া করযোড়ে বলিলেন, "আমি অবলা বালিকা, আমার প্রতি এ ভাব কেন? ঠাকুর! আমার স্বামী কোথা গেলেন? আমি তাঁহাকে ছাড়া এক মুহূর্ত্ত বাঁচি না। ঠাকুর! তুমি কি আমার স্বামী? তাহা যদি হও তবে আমি তোমার চরণে কোটি প্রণাম করি। তুমি আবার আমার স্বামীর মত হও।" †

ঐশ্বর্য্য প্রেমের নিকট পরাজিত হইল, শ্রীভগবানের ভক্তি প্রীতির অগ্রে দুর্ব্বল হইয়া পড়িল। শ্রীভগবান বিষ্ণুপ্রিয়ার নিকট আবার পরাজিত হইলেন।

শ্রীগৌরাঙ্গ কাজেই তাঁহার ঐশ্বর্য্য সম্বরণ করিতে বাধ্য হইলেন। তখন দুই বাহু দ্বারা প্রিয়াকে কোলে লইয়া বলিতে লাগিলেন, "সাধ্বী বিষ্ণুপ্রিয়ে! তুমি আমার নিমিত্ত শ্রীনারায়ণকে উপেক্ষা করিলে! আমি তোমাকে কি ত্যাগ করিতে পারি? লোক দৃষ্টে ত্যাগ করিব মাত্র, কিন্তু তুমি যখনই আমার বিরহ বেদনায় কাতর হইবে তখনই আমি আসিয়া তোমাকে জুড়াইব। আর জানিও, বিরহ ব্যতীত মিলনে সুখ নাই। বিরহ হইলেই, তুমি মিলন সুখ কাহাকে বলে প্রকৃতরূপে আস্বাদ করিতে পারিবে।"

---

* দূরে গেল শোক দুঃখ, আনন্দে ভরিল বুক,
চতুর্ভুজ দেখে আচম্বিতে।

† তবে দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া, চতুর্ভুজ দেখিয়া,
পতি বুদ্ধি নাহি ছাড়ে তবু। (চৈতন্যমঙ্গল)

তখন, গাঢ় আলিঙ্গনে, বিষ্ণুপ্রিয়ার নয়নে জল আইল। শ্রীগৌরাঙ্গের কোলে বসিয়া অঝোর নয়নে ঝুরিতে লাগিলেন, আর প্রভু তাঁহার নয়ন জল মুছাইতে লাগিলেন। প্রভু বিষ্ণুপ্রিয়াকে জ্ঞান দিয়াছিলেন বটে, কিন্তু সে জ্ঞানে তাঁহার প্রেম ধ্বংস করিতে পারে নাই, বরং উত্তেজিত হইয়াছিল, তাহা উপরে দেখাইয়াছি। তবু জ্ঞান পাইয়া তিনি প্রভুর সমুদায় লীলা পরিস্কাররূপে বুঝিতে পারিলেন। তখন কান্দিতে কান্দিতে বলিলেন, "তুমি স্বেচ্ছাময়, আমাকে দাসী পদ দিয়াছিলে, যেন আমার উহা থাকে। তুমি জীবের মঙ্গল করিবে তাহাতে আমি দুঃখ লইব, এ ভাগ্যের কথা। তুমি মনসুখে শুভ কার্য্য কর, কেবল এই করিও যেন আমার চিত্ত তোমার চরণ হইতে ক্ষণকালও বিচলিত না হয়।"

শ্রীগৌরাঙ্গ বলিলেন, "তাহাই হউক! আমার তোমাকে ভুলিবার সম্ভাবনা নাই, কারণ উপকৃত জীবগণে, তোমায় আমাকে স্মরণ করাইয়া দিবে।"

পঞ্চদশ অধ্যায়।

(শচীদেবীর উক্তি।)

আর না হেরিব, প্রসর কপালে,
অলকা তিলক কাচ।
আর না হেরিব, সোণার কমলে,
নয়ন খঞ্জন নাচ ॥
আর না নাচিবে, শ্রীবাস মন্দিরে,
সকল ভকত লয়ে।
আর না নাচিবে, আপনার ঘরে,
আর না দেখিব চেয়ে ॥
আর কি দুভাই, নিমাই নিতাই,
নাচিবেন এক ঠাঁই।
নিমাই বলিয়া, ফুকারি সদাই,
নিমাই কোথাও নাই ॥

(বিষ্ণুপ্রিয়ার উক্তি।)

নিদয় কেশব, ভারতী আসিয়া,
মাথায় পাড়িল বাজ।
গৌরাঙ্গ সুন্দর, না দেখি কেমনে,
রহিব নদীয়া মাঝ ॥
কেবা হেন জন, আনিবে এখন,
আমার গৌরাঙ্গ রায়।
শাশুড়ী বধূর, রোদন শুনিয়া,
বংশী গড়াগড়ি যায় ॥

শ্রীগোবিন্দের কড়চা বলিয়া এক খানি অতি সুন্দর গ্রন্থ আছে। গ্রন্থকার কায়স্থ, বেশ পয়ার লিখিতে পারেন, বর্ণনা শক্তিও বেশ আছে। সংস্কৃত ভাষায় উত্তম অভিজ্ঞতা ছিল, তাহা স্পষ্ট বোধ হয়। ফল কথা, তখন কায়স্থ, বৈদ্য, ব্রাহ্মণ সকলেই একটু না একটু সংস্কৃত শিখিতেন ও বৈদ্য ও কায়স্থ-

দের মধ্যে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতও ছিলেন। গোবিন্দ তাঁহার গ্রন্থে বলিতেছেন, তাঁহার স্ত্রী বিয়োগ হওয়ায় পুত্রবধূ সংসারের কর্ত্তা হয়েন। গোবিন্দ গৃহশূন্য হওয়ায় সংসারে থাকিয়া আর সুখ পায়েন না। ইহার উপর পুত্রবধূ তাঁহাকে উৎপীড়ন আরম্ভ করিল। গোবিন্দের কখন কখন ইচ্ছা হইত উদাসীন হইবেন, কিন্তু মনে সাধ করিলেই সন্ন্যাসী হওয়া যায় না। চিরদিনের মায়া ত্যাগ করিতে শক্ত হয়েন না। পুত্রের কাছে নালিস করেন, পুত্র তাঁহার স্ত্রীকে ধমকান, কিন্তু সে মুখে। ফল কথা, গোবিন্দের পুত্র যদিও ভালমানুষ, কিন্তু স্ত্রীর অনুরোধে তিনি পিতাকে এক প্রকার বাড়ীর বাহির করিয়া দিলেন।

এই গোবিন্দ দায় ঠেকিয়া বাড়ীর বাহির হইলেন, কিন্তু বাড়ীর বাহির হইলেই ত উদাসীন হয় না? পথে আসিয়া ভাবিতে লাগিলেন, কোন্ দিকে যাইবেন। ফকির হইবেন, কি, দরবেশ হইবেন, কি গলায়-দড়ি দিয়া মরিবেন। শেষে মনে হইল যে, নদিয়ায় না কি একটা কাণ্ড হইতেছে। ভাবিলেন সেখানে যাই। যদি সত্য শ্রীভগবান আসিয়া থাকেন, তবে ভাল, না হয় তাঁহার ক্ষতি কি? তাঁহার নদিয়াই বা কি, মক্কাই বা কি? বাড়ী ত আর স্থান পাইবেন না? ইহাই ভাবিয়া নদিয়ায় আইলেন, আসিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "হাঁ গা, তোমরা বল্‌তে পারো, নদে যে অবতার হয়েছেন, তাঁহার বাড়ী কোথা?" তাহাতে একজন বলিলেন, "ঐ যে তিনি ঘাটে স্নান করিতেছেন।"

প্রকৃতই শ্রীগৌরাঙ্গ তখন ভক্তগণ পরিবেষ্টিত হইয়া স্নান করিতেছিলেন। গোবিন্দ দেখিলেন, মধ্য স্থানে অতি পরম সুন্দর একজন যুবাপুরুষ স্নান করিতেছেন, আর তাঁহার চতুষ্পার্শ্বে অনেক তেজস্কর সাধুলোকে প্রতি কার্য্যে তাঁহাকে অতীব ভক্তি দেখাইতেছেন। গোবিন্দ তাঁহার গ্রন্থে বলিতেছেন যে, সেই যুবা-পুরুষটিকে দেখিয়া তাঁহার মাথা ঘুরিয়া গেল। ভাবিতেছেন, এমন রূপ কখন দেখেন নাই। রূপ যেন আঁখিতে ধরিতেছে না। কাজেই মাঝে মাঝে নয়ন মুদিয়া আপনাকে সামলাইতেছেন। রূপে এত মাধুর্য্য আছে, গোবিন্দ ইহা পূর্ব্বে জানিতেন না। নয়ন দিয়া রূপ যেন ঢোকে ঢোকে পান করিতে লাগিলেন। অতি উত্তম আস্বাদীয় সামগ্রী সম্মুখে থাকিলে যেরূপ জিহ্বায় জল আইসে, রূপ দেখিয়া সেইরূপ গোবিন্দের নয়নে জল আইল, ও বদন ভাসিয়া যাইতে লাগিল।

তখন গোবিন্দের মনে হঠাৎ একটি অতি সূক্ষ্ম তত্ত্ব-কথা উদয় হইল। তিনি ভাবিলেন, "এ বস্তুটি শ্রীভগবান। কেন না এরূপ রূপ জীবে সম্ভবে না। তাঁহার পরে, আমি কে, আর উনি কে? উনিবা কোথা, আমিবা কোথা? এই মাত্র আমি উহাঁকে দেখিলাম; কিরূপ মানুষ জানি না, কোন গুণ আছে কি না জানি না, আমি মরি কি বাঁচি তাহাতে উহাঁর কোন লাভালাভ নাই; আমি যে উহাঁকে এ স্থান হইতে দেখিতেছি তাহাও উনি জানেন না; কিন্তু তবু উনি প্রাণ, মন, সমুদায় হরণ করিয়া লইলেন। এখন আমি উহাঁর অতি অল্প সন্তোষের নিমিত্ত আমার এই প্রাণ শত বার দিতে পারি। অতএব ইনি ভগবান, সর্ব্ব জীবের প্রাণ।"

যে ব্যক্তি এই গ্রন্থ লিখিতেছেন, তাহার মনেও শ্রীগৌরাঙ্গ চর্চ্চা করিতে ঠিক এইরূপ ভাব উদয় হইয়াছিল। লেখক কঠিন হৃদয় বলিয়া, উহা ছাড়া তাহার হৃদয়ে আর একটু অধিক উদয় হইয়াছিল। আমি ভাবিলাম, যে, যদি শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীভগবান না হইয়া, শুধু একজন পরম ভক্ত বলিয়া তাঁহার পার্ষদগণের মন হরণ করিতেন, তবে কখন তিনি উহা আপনি গ্রহণ করিতেন না। না করিয়া শ্রীভগবানের দিকে লইয়া যাইতেন। তাহাও নয়, যদি বল মহাজন মাত্রই জীবগণের মন আকর্ষণ করিয়া থাকেন, শ্রীগৌরাঙ্গ তাহা হইলেও পারেন। তাহা সত্য। কিন্তু তাঁহারা তাঁহাদের পার্ষদ কি শিষ্যগণের চিত্তের অল্প কিছু অংশ আপনারা লয়েন, আর শ্রীভগবানের সেবার নিমিত্ত অধিকাংশ রাখেন। শ্রীগৌরাঙ্গের ভক্তগণের, শ্রীঅদ্বৈত অবধি সকলেরই, মন গৌররূপে একেবারে পূরিয়া গিয়াছিল। তাঁহারা সকলে পরম ভক্ত হইয়াও তাঁহাদের যে টুকু ভগবানে ভক্তি ছিল, সমুদায় শ্রীগৌরাঙ্গকে অর্পণ করিলেন।

শ্রীযীশুখ্রীষ্টের মত পরম বস্তু দুর্ল্লভ। কত কোটি লোক তাঁহাকে ভজনা করিতেছেন। কিন্তু তিনি তাঁহার ভক্তগণের নিকট ঈশ্বরের পুত্র বই নয়, তিনি তাঁহার ভক্তগণের ভক্তি অধিকাংশ শ্রীভগবানের নিমিত্ত রাখিয়া, আপনি অল্প কিছু লইয়াছিলেন। সেইরূপ শ্রীমহম্মদ কত কোটি লোকের উপাস্য, কিন্তু তবু তিনি শ্রীভগবানের "দোস্ত" অর্থাৎ সখা বই নয়। তাঁহার ভক্তগণের ভক্তির অল্প অংশ মহম্মদ স্বয়ং লইয়া, অধিকাংশ শ্রীভগবানের নিমিত্ত রাখিয়াছিলেন। কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গ তাঁহার ভক্তগণের সমুদায় ভক্তি, সমুদায় চিত্ত, হরণ করিয়াছিলেন। ইহা জীবে কোন কালে পারেন নাই,

পারিবেনও না। অর্থাৎ গৌরাঙ্গ শ্রীভগবান না হইলে, তিনি কখনই তাঁহার পার্ষদগণের সমুদায় ভক্তি আপনি লইতে পারিতেন না, আর তাঁহার ভক্তগণও তাঁহাকে সমুদায় প্রাণ দিতেন না—দিতে পারিতেনও না। আরো ভাবুন, শ্রীগৌরাঙ্গ যদি শুধু পরম ভক্ত হইতেন, তবে তাঁহার পার্ষদগণের যে ভগবদ্ভক্তি, উহা আপনি লইতে সাহস পাইবেন কেন? সে যাহা হউক, গোপীগণ যমুনায় জল আনিতে গিয়া যে তাঁহাদের মন প্রাণ সমুদায় হারাইয়া আসিয়াছিলেন, সে ঠিক কবির কল্পনা নয়। এ সমুদায় যে কবির বর্ণনা নয়, তাহার আর একটি উদাহরণ দিতেছি। শ্রীনরহরির (শ্রীখণ্ডের) এই দশা হইয়াছিল। তিনি শ্রীগৌরাঙ্গকে দর্শন করিয়া, একেবারে আপনার যথাসর্ব্বস্ব হারাইয়া, আপনার দশা আপনি বহুতর পদে বর্ণনা করিয়াছেন। তাহার মধ্যে দুইটী পদ এখানে দিতেছি, যথা—

মরম কহিব, সজনী কায়, মরম কহিব কায়। ধ্রু।
উঠিতে বসিতে, দিক নেহারিতে,
হেরি যে গৌরাঙ্গ রায়॥
হৃদি-সরোবরে, গৌরাঙ্গ পশিল,
সকলি গৌরাঙ্গ ময়।
এ দুটি নয়নে, কত বা হেরিব,
লাখ আঁখি যদি হয়॥
জপিতে গৌরাঙ্গ, ঘুমাতে গৌরাঙ্গ,
সকলি গৌরাঙ্গ দেখি।
ভোজনে গৌরাঙ্গ, গমনে গৌরাঙ্গ,
কি হ'লো মোর এ সখি?
গগনে চাহিতে, সেখানে গৌরাঙ্গ,
গোর হেরি যে সদা।
নরহরি কহে, গৌরাঙ্গ চরণ,
হিয়ায় রহিল বাঁধা॥

তাহার পরে নরহরি, ব্যথিত হৃদয় শীতল করিবার নিমিত্ত, সঙ্গিনী খুঁজিতে লাগিলেন, যথা—

কে আছে এমন, মনের বেদন,
কাহারে কহিব সই।

না কহিলে বুক, বিদরিয়া মরি,
তেঁই সে তুহারে কই ॥
বেলি অবসানে, ননদিনী সনে,
জল আনিবারে গেনু।
গৌরাঙ্গ চাঁদের, রূপ নিরখিয়া,
কলসী ভাঙ্গিয়া আনু ॥
সঙ্গে ননদিনী, কাল ভুজঙ্গিনী,
কুটিল কুমতি ভেল।
নয়নের বারি, সম্বরিতে নারি,
বয়ান শুখায়ে গেল ॥
কাঁপে কলেবর, গায়ে আসে জ্বর,
চলিতে না চলে পা।
গৌরাঙ্গ চাঁদের, রূপের পাঁথারে,
সাঁতারে না পাই থা ॥
অঙ্গ ঝলমল, শ্রীঅঙ্গ সকল,
শরদ চাঁদের আলো।
সুরধুনী তীরে, দাঁড়াইয়ে আছে,
দুকূল করিয়া আলো ॥
বুক পরিসর, তাহার উপর,
চন্দন ফুলের মাল।
নয়ন ভরিয়া, দেখিতে না পানু,
ননদী হইল কাল ॥
দীঘল দীঘল, নয়ন যুগল,
বিন্ধিল কুসুম শরে।
রমণী কেমনে, ধৈরজ ধরিবে,
মদন কাঁপয়ে ডরে ॥
কহে নরহরি, গৌরাঙ্গ মাধুরী,
যাহার হৃদয়ে জাগে।
কুল-শীল তার, সকলি মজিল,
গোরাচাঁদের অনুরাগে ॥

গোবিন্দ এইরূপে রূপ দেখিয়া ভুলিয়া গিয়া কি করিবেন, স্থির করিতে না পারিয়া, অবশ হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ তীরে উঠিলেন, গোবিন্দ দাঁড়াইয়া; যখন শ্রীগৌরাঙ্গ গৃহে চলিলেন, কাজেই তাঁহার পাছ পাছ চলিলেন। গোবিন্দ ভাবিতেছেন, শ্রীগৌরাঙ্গ তাঁহাকে টানিয়া লইয়া যাইতেছেন। ভক্তগণ প্রভুর বাড়ীতে প্রভুকে দ্বারে রাখিয়া স্ব স্ব গৃহে আর্দ্র বস্ত্র ত্যাগ করিতে গমন করিলেন। গোবিন্দ আর কোথায় যাইবেন, দাঁড়াইয়া থাকিলেন। যখন শ্রীগৌরাঙ্গ অভ্যন্তরে প্রবেশ করেন, তখন গোবিন্দের দিকে চাহিলেন, গোবিন্দ কৃতার্থ হইলেন। প্রভু ঈষৎ হাস্য করিয়া অঙ্গুলি হেলাইয়া ডাকিলেন, গোবিন্দ ভিতরে গমন করিলেন। গোবিন্দকে স্নান করিতে ইঙ্গিত করিলেন। গোবিন্দ স্নান করিয়া আইলেন, অন্ন পাইলেন। এইরূপে গোবিন্দ তাঁহার প্রাণেশ্বরের বাড়ীতে রহিয়া গেলেন।

প্রভুর বাড়ীতে এখন দুইটি ভৃত্য হইলেন, ঈশান ও গোবিন্দ। প্রভুর বাড়ীর কর্ত্তা দামোদর পণ্ডিত। এই দামোদর পণ্ডিত মুরারি গুপ্তকে বলেন যে, প্রভুর আদি লীলা তিনি যেরূপ জানেন এরূপ আর কেহ নহেন, অতএব তাঁহার সেই সমুদায় কাহিনী গ্রন্থ নিবদ্ধ করা উচিত। তাই মুরারি গুপ্ত একটি একটী লীলা বলেন, আর দামোদর পণ্ডিত তাহা অতি সহজ সংস্কৃত শ্লোকে প্রকাশ করেন। তাহাকেই মুরারি গুপ্তের কড়চা বলে।

দামোদর পণ্ডিত প্রভুর বাড়ীর সমুদায় দেখা শুনা করেন। পরম পণ্ডিত, পরম ভক্ত, গৌর ব্যতীত আর কিছু জানেন না, মানেনও না। নিজে, ও তাঁহার অন্য চারি ভ্রাতা উদাসীন, প্রভুর বাড়ীতে থাকেন, আর সমুদায় সংসারের তত্ত্বাবধারণ করেন। তখন নিমাইয়ের সংসার বড় মানুষের মত। প্রভু শচীর নিকট প্রতিশ্রুত হইয়াছেন, যে, তিনি কিছুকাল সংসারী হইবেন।*

দেড় মাস কাল প্রভু শচীদেবীর অনুরোধে ঘরকন্না করিলেন। প্রভু ব্রজ-

---

* এই মনে সবা সনে করায় পিরিতি।

* * * *

আছিল অধিক করি পিরিতি বাড়ায়া।
মায়েরে সন্তোষ করে হৃদয় জানিয়া।
যে কথায় অন্তরে সে থাকে সুস্থ হয়ে।
পরিজন পরিতোষ যা হয় উচিত। (চৈতন্যমঙ্গল)

লীলা-রস আস্বাদনে তখন নিরস্ত থাকিলেন। বিভোর অবস্থা আর রহিল না।

প্রভাতে গাত্রোত্থান করিয়া, পূজা আহ্নিক, পরে ভোজন, করিয়া শয়ন করেন। তখন শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া পানের বাটা লইয়া পদতলে উপস্থিত হয়েন। অতি অল্প একটু গড়াগড়ি দিয়া প্রভু আসিয়া বহির্ব্বাটীতে উপবেশন করেন। দিবানিশি প্রভুর বাড়ীতে লোকের সমারোহ। যত লোকে প্রাতে গঙ্গা-স্নানে গমন করেন, বাটীতে প্রত্যাবর্ত্তনের সময় একবার প্রভুকে প্রণাম করিতে আইসেন। কেহ ভব-রোগের, কেহ কেহ দেহ-রোগের নিমিত্ত, আর ভক্তগণ, দর্শন করিতে আগমন করেন। যিনি যাহা উত্তম দ্রব্য পান, তাহা অবশ্য প্রভুর নিমিত্ত আনয়ন করেন। এইরূপে প্রভুর ভাণ্ডার অনবরত পরিপূর্ণ হইতেছে।

আবার যেমন পূর্ণ হইতেছে, তেমনি ব্যয় হইতেছে। ভিক্ষুক, কাঙ্গাল, সাধু, ভক্ত, অতিথি, ইহাদের প্রভুর বাড়ী যাইতে মানা নাই। প্রভু যেন দ্বারকা লীলা আরম্ভ করিলেন। শচীদেবীর রন্ধন করিতেও আলস্য নাই। শচীদেবী যে একা সমুদায় রন্ধন করিয়া উঠিতে পারেন তাহা নয়, শচী রন্ধন করেন, বিষ্ণুপ্রিয়া করেন, ভক্তগণের বাড়ীর পরিবারেরা আসিয়া সাহায্য করেন। এরূপ সাহায্য না করিলে চলে না। যেহেতু প্রভুর বাড়ী প্রত্যহ মহোৎসব। ভাণ্ডার যেন অক্ষয়!

অতিথি, কাঙ্গাল, ও সাধু ব্যতীত আর এক প্রকাণ্ড দল প্রভুর অন্নের প্রার্থী ছিলেন। তাঁহারা ভক্তগণ। প্রভুর প্রসাদ পাইবেন, সকলের ইচ্ছা। প্রভুর ভোজন দর্শন করিবেন, ইহাও সকলের ইচ্ছা। সুতরাং প্রভু ভোজন করিতে বসিলে সে স্থানে বসিবার নিমিত্ত শচী অল্প একটু স্থান পাইতেন বটে, কিন্তু ভক্তগণের মধ্যে স্থান লইয়া বড় হুড়াহুড়ি হইত। প্রভু ভোজন করিতেছেন, ভক্তগণ দর্শন করিবেন, এই তাঁহাদের সুখ। কেনই বা সুখ না হবে? শ্রীভগবানের ভোজন দর্শন করিতে কাহার না সুখ হয়? প্রভু ভোজন করিতে বসিয়া ভক্তগণকে তাঁহার সঙ্গে ভোজন করিতে আহ্বান করিতে লাগিলেন। শ্রীপাদ নিত্যানন্দকে বড় ডাকিতে হইত না, আপনিই পাত লইয়া বসিতেন। অন্যান্য ভক্তগণকে ডাকিলে, তাঁহারা বলিতেন, "আপনি ভোজন করুন, আমরা দেখি।" কখন বা প্রভু এই কথা শুনিয়া নিরস্ত হইতেন, কখন বা হইতেন না। তবু এইরূপে, প্রভু বসিলে অবশ্য

তাঁহার সহিত দশ বিশ জনের বসিতে হইত। ভোজন কালে প্রভু হাস্ত রহস্ত করিতেছেন, মার সহিত রঙ্গ করিতেছেন। মা ভাবিতেছেন, যেন নিমাই দুগ্ধপোষ্য বালক, "নিমাই ইহা খা, আর একটু খা, আমার মাথা খাইস," এই তাঁহাদের আলাপ। প্রভু কখন মার উপর কপট রাগ করিলেন, করিয়া অন্ন আহার করিবেন না ; আর শচীর তখন সাধ্য সাধনা রূপ যে অপরূপ দৃশ্য, তাহা দেখিয়া কে না মুগ্ধ হইতেন ? প্রভুর ভোজন হইলে সেই উচ্ছিষ্ট লইয়া ভক্তগণে কাড়াকাড়ি করিতেন।

অপরাহ্নে প্রভু হয় ত একটু পাশা খেলা করিলেন, না হয় কৃষ্ণ কথায় যাপন করিলেন। অল্প বেলা থাকিতে নগর ভ্রমণে বাহির হইলেন। বাহির হইবার সময় গদাধর কেশ সজ্জা করিয়া দিলেন। নিমাই অতি অপূর্ব্ব বস্ত্র পরিধান করিলেন, গলায় ফুলের মালা দিলেন, দিয়া ভক্তগণের সহিত নগর ভ্রমণে নির্গত হইলেন। সন্ধ্যার সময় গৃহে আসিয়া সকলে সংকীর্ত্তন কি কৃষ্ণ কথায় রত হইলেন। তাহার পরে আহার করিয়া উত্তম শয্যায় শয়ন করিলেন।

এই যে প্রভু সংসারীর ন্যায় দ্বারকা-লীলা করিতেছেন, কিন্তু ইহা দর্শন করিয়াও, লোকের মন নির্ম্মল ও পবিত্র হইতেছে। প্রভুর বাড়ীতে সংকীর্ত্তন অহরহ হইতেছে, প্রভুর বাড়ীর চারি পার্শ্বে, নদিয়ার প্রতি গলিতে, প্রতি পাড়ায়, সংকীর্ত্তন হইতেছে। তবু প্রভু আলগোচ থাকেন। বহুক্ষণ শচীর সঙ্গে থাকেন, নিশি বিষ্ণুপ্রিয়ার সহিত যাপন করেন, এইরূপে প্রায় দেড় মাস শ্রীনিমাই গৃহস্থালী করিলেন। প্রভুর যত নিজ-জন সকলেই প্রভু, যে সন্ন্যাসী হইবেন, ইহা ক্রমেই ভুলিতে লাগিলেন।*

এক দিবস, অগ্রহায়ণ মাসে, সন্ধ্যাকালে, প্রভু ভক্তগণ পরিবেষ্টিত,—পিঁড়ায় বসিয়া কৃষ্ণ-কথা রসে আছেন, এমন সময় একটি যুবক ব্রাহ্মণ-কুমার আঙ্গিনায় আসিয়া দাঁড়াইলেন, দাঁড়াইয়া চিত্র পুত্তলিকার ন্যায় প্রভুর পানে চাহিয়া রহিলেন। তখন আলো আছে, সুতরাং সকলে তাঁহাকে দেখিতে পাইতেছেন। দেখেন যে, যুবকটি পরম সুন্দর ব্রাহ্মণ-কুমার, আর যেন ভাবে বিভোর।

* নিরবধি পরানন্দ সংকীর্ত্তন রঙ্গে।
হরিষে থাকেন সর্ব্ব বৈষ্ণবের সঙ্গে।
পরানন্দ বিহ্বল সকল ভক্তগণ।
পাসরি রহিল সবে প্রভুর গমন॥

প্রভু তাঁহার পানে চাহিলেন, চাহিয়াই চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। তখন দুই বাহু পসারিয়া, 'লোক নাথ এসেছ?' বলিয়া অঙ্গিনায় যাইয়া, সেই যুবকটিকে বুকে করিয়া, তাঁহাকে লইয়া অচেতন হইয়া পড়িলেন।

এই লোকনাথ যশোহরের তালখড়ির পদ্মনাভ চক্রবর্ত্তীর পুত্র। ইহাঁর কাহিনী আমার কৃত শ্রীনরোত্তম চরিত গ্রন্থে বিবরিত আছে। সুতরাং এখানে আর তাঁহার সম্বন্ধে অধিক কিছু বলিব না। লোকনাথ নদে অবতারের কথা শুনিয়াই, প্রভুকে না দেখিয়াই, তাঁহাকে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন। প্রভু তাঁহাকে চির পরিচিতের ন্যায় হৃদয়ে ধরিলেন, পঞ্চ দিবস নিকটে রাখিলেন, ও পরে বৃন্দাবনে এই বলিয়া পাঠাইয়া দিলেন যে, "তুমি যাও, সেই তীর্থ স্থানে বাস কর, আমিও সত্বর সন্ন্যাসী হইয়া সেখানে আসিতেছি।"

প্রভু পৌষ মাস কাটাইলেন। শ্রীনবদ্বীপবাসী যাহার যেরূপ অধিকার প্রভুকে সেই ভাবে, যথা,—শচী পুত্র ভাবে, বিষ্ণুপ্রিয়া পতি ভাবে, পুরুষোত্তম সখা ভাবে, গদাধর প্রাণনাথ ভাবে, শ্রীবাস প্রভৃতি প্রভু ভাবে, প্রাণ ভরিয়া আস্বাদ করিলেন। ইহাতে, প্রভু যে সন্ন্যাস করিবেন তাহা এক প্রকার ভুলিয়া, তাঁহারা যে "সুখের পাঁথারে" সন্তরণ দিতেছেন, তাহাও একটু ভুলিলেন। আনন্দের উপভোগে যেরূপ আনন্দ, উহার প্রত্যাশায় ও গত আনন্দের ধ্যানে, তাহা অপেক্ষা অধিক আনন্দ। আনন্দের মধ্যে থাকিলে ক্রমে উপভোগ্য শক্তি হ্রাস হইয়া যায়। মিলন সুখ শ্রীভগবানের নিজস্ব ধন। উপভোগে এরূপ সুখের শক্তি ক্রমে হ্রাস হইয়া যায়, এবং তখন বিরহ প্রয়োজন হয়। যেমন আহারান্তে পুনরায় ক্ষুধার নিমিত্ত কিয়ৎকাল উপবাস প্রয়োজন। এই বিরহে, প্রীতি ও মিলন সুখ পরিবর্দ্ধিত হয়, এই নিমিত্ত রাসের রজনীতে শ্রী ভগবান অন্তর্ধান করিয়াছিলেন। এইরূপে যখন সুখের জোয়ার আসিয়া নবদ্বীপ পরিপূর্ণ হইল, যখন তাঁহার নিজ জনের, তাঁহাকে আস্বাদ করিবার শক্তি হ্রাস হইবার উপক্রম হইল, তখন শ্রীগৌরাঙ্গের গৃহত্যাগের সময় হইল।

প্রভু কল্য গৃহত্যাগ করিবেন। কিন্তু সকলে প্রত্যাহিক মহোৎসব ও কীর্ত্তনে মগ্ন আছেন। প্রভু সন্ন্যাস করিবেন, এ কথা আর কাহার মনে নাই। প্রভু প্রত্যূষে উঠিলেন। নিমাইয়ের মুখ আনন্দময়, চতুর্দ্দিকে আনন্দ বিতরণ করিতেছেন। সমস্ত দিবস ভক্তগণ ও জননীর সহিত আনন্দে যাপন করিলেন, পঞ্চাশ ব্যঞ্জন ভোজন করিলেন। অপরাহ্নে ভক্তগণ সমভিব্যাহারে

নগর দর্শনে বাহির হইলেন। প্রভু জানিতেছেন যে, আর সে নগরে বেড়াই-বেন না। তাই মনে মনে তাঁহার পরিচিত প্রত্যেক বৃক্ষ, লতা, গৃহ, গলির নিকট, বিদায় হইতেছেন। নগর ঘুরিয়া তাঁহার অতি প্রিয় স্থান সুরধুনী তীরে উপবেশন করিলেন। এখানে বসিয়া শিষ্যগণ পরিবেষ্টিত হইয়া বিদ্যা-চর্চ্চা করিয়াছেন, ভক্তগণ পরিবেষ্টিত হইয়া কৃষ্ণ কথা কহিয়াছেন,—আর কহিবেন না। স্থির গঙ্গানীরে দৃষ্টিপাত করিতেছেন, শীত কাল জল অতি পরিষ্কার হইয়াছে, অতি বেগে স্রোত চলিয়াছে, এই জলে বয়স্যগণ ও ভক্তগণ সমভিব্যাহারে কত কোন্দল ও কেলী করিয়াছেন,—আর করিবেন না। সে স্থান হইতে বিদায় হইয়া সন্ধ্যার প্রাক্কালে গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া আপনার পিঁড়ায় বসিলেন,—আর সেখানে বসিবেন না।

তখন ভাবিতেছেন, নবদ্বীপবাসীগণের নিকট বিদায় হইতে হইবে। শ্রীকৃষ্ণ যখন গোষ্ঠ বিচরণ করিতেন, তখন গাভীগণ বৃন্দাবনে ছড়াইয়া পড়িলে মুরলীধ্বনি করিতেন, আর গাভীগণ উচ্চ-পুচ্ছ হইয়া তাঁহার নিকট দৌড়িয়া আসিত। এখন মনে মনে নবদ্বীপবাসীগণকে আকর্ষণ করিতেছেন, ইহাতে তাঁহারা সকলে অতিশয় চঞ্চল হইলেন। নবদ্বীপবাসীগণ কেহ ভক্তি কথায় মুগ্ধ, কেহ বিষয় কার্য্য বিব্রত ছিলেন। এখন হঠাৎ তাঁহাদের হৃদয় মাঝারে শ্রীগৌরাঙ্গ চন্দ্রের শ্রীমুখ স্ফুরিত হইল। তখন প্রভুকে দর্শন করিবার নিমিত্ত সকলে অতিশয় ব্যাকুলিত হইলেন, আর সারি বান্ধিয়া তাঁহকে দর্শন করিতে চলিলেন। সকলেরই হস্তে ফুলের মালা ও চন্দন, সকলেই উপাদেয় আহারীয় সামগ্রী হস্তে করিয়া, আনন্দে ডগমগ হইয়া, প্রভুকে দর্শন করিতে চলিলেন।

প্রভু পিঁড়ায় বসিয়া। শ্রেণীবদ্ধ হইয়া ভক্তগণ আনন্দে হরিধ্বনি করিয়া উঠিলেন, তাহার পরে শত শত লোক সাষ্টাঙ্গ হইয়া প্রভুকে প্রণাম করিলেন। প্রভুও তাহাদিগকে আহ্বান করিলেন। তখন এক এক করিয়া উহার দ্রব্য অর্থাৎ চন্দন, ফুলের মালা, উপাদেয় আহার দ্রব্য হস্তে করিয়া, প্রভুকে প্রণাম করিলেন, এবং প্রভুও আপনার ফুলের মালা লইয়া তাঁহার গলায় পরাইয়া দিলেন, এবং ভক্তকে তাঁহাকে মালা পরাইয়া দিবার অনুমতি দিলেন। ভক্ত প্রভুর গলায় মালা দিলে, প্রভু তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "তোমার যদি আমার প্রতি কিঞ্চিৎ মাত্র স্নেহ থাকে, তবে শ্রীকৃষ্ণ ভজন কর।" এই রঙ্গ জনা জনার সহিত হইতে লাগিল।

এমন সময় শ্রীধর আসিয়া উপস্থিত। দরিদ্র শ্রীধর প্রভুকে আর কি দিবেন, একটি লাউ হস্তে লইয়া আসিয়াছেন। তখন আর প্রভুর সঙ্গে শ্রীধরের কোন্দল নাই, তাঁহাকে কিছু অদেয় নাই, লাউটি সম্মুখে রাখিয়া, শ্রীধর প্রভুকে প্রণাম করিলেন। প্রভু সহাস্যে শ্রীধরকে আহ্বান করিয়া, মনে মনে ভাবিতেছেন, শ্রীধরের দ্রব্য এই লাউটি ভোজন করিতে হইবে। এবং জননীকে ডাকিয়া বলিলেন, "এই লাউ দিয়া পায়স রন্ধন করা হউক।" এইরূপে সারি সারি ভক্তগণ আসিয়া প্রভুর বাড়ী পরিপূর্ণ করিতেছেন, ও মুহুর্মুহু হরিধ্বনি হইতেছে।

রজনী দ্বিপ্রহর হইল। তখন সমুদায় ভক্তগণের নিকট বিদায় লওয়া হইল। মহা হর্ষে প্রভু ভোজনে বসিলেন,—আর নবদ্বীপের বাড়ীতে আর ভোজন করিবেন না।

শচীর সহিত কথা কহিতে কহিতে ভোজন করিলেন। সে কথা এরূপ, যেন তিনি আর শচী ব্যতীত জগতে আর কেহ আছেন, তাহা তাঁহারা জানেন না। শচীর ইচ্ছা, প্রভু সমুদায় আহার করেন, তাই নিমাই সমুদায় আহার করিলেন। প্রভু আপনার শয়ন ঘরে গমন করিলেন, শচী আপনার শয়ন ঘরে গমন করিয়া শয়ন করিলেন। শচী পুত্রের মুখ আর প্রাতে দেখিবেন না!

উত্তম শয্যায় বসিয়া নিমাই প্রিয়াকে প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন, সে দিন আর ঘুমাইয়া পড়িলেন না। বিষ্ণুপ্রিয়াও তাড়াতাড়ি পতির গৃহে প্রবেশ করিলেন। নিমাই 'এসো, এসো' বলিয়া মধুর সম্ভাষণ করিলেন। পতিকে বড় প্রফুল্ল দেখিয়া বিষ্ণুপ্রিয়ার মনে একটি সাধ ছিল, তাহা প্রবল হইল। বলিতেছেন, "তুমি যদি অনুমতি কর, আমি আজ তোমাকে সাজাইব।" নিমাই বলিলেন, "আমি অনুমতি দিব, কিন্তু আগে বল, তুমিও তার পরে আমাকে সাজাইতে দিবে?" বিষ্ণুপ্রিয়া স্বীকার করিলেন, কেবল ভাবিলেন যে, পুরুষ মানুষ আবার সাজান-গোজানের কি বুঝেন? বিষ্ণুপ্রিয়া পতিকে সাজাইতে বসিলেন। পতিকে সাজাইবেন, সংকল্প পূর্ব্বে করিয়া সাজাইবার সজ্জা সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিলেন। এখন তাহাই করিতে লাগিলেন। শ্রীমুখে বিন্দুর উপর বিন্দু দিয়া অলকা তিলকা দ্বারা সাজাইলেন। তাহার পরে, যেখানে যেখানে শোভা পায় চন্দন দিয়া, গলায়

মালতীর মালা দিলেন। তাহার পরে নিজ হস্তে একটি খিলি উঠাইয়া পতির মুখে দিলেন!

সজ্জা হইলে অর্দ্ধ অবগুণ্ঠনে সলজ্জভাবে অগ্রে দাঁড়াইয়া মহাসুখে পতির মুখ দেখিতে লাগিলেন!

তখন শ্রীনিমাই বলিলেন, "এসো, এখন আমার পালা," ইহা বলিয়া বিষ্ণুপ্রিয়াকে সাজাইতে লাগিলেন। বিষ্ণুপ্রিয়া দেখিতেছেন যে, পুরুষ-মানুষও সাজাইতে জানে। * বেশবিন্যাসে বিষ্ণুপ্রিয়ার রূপ একেবারে ত্রৈলোক্য মোহিনী হইল। †

এখানে আমি বলরাম দাসের বিষ্ণুপ্রিয়ার বন্দনার কিঞ্চিৎ প্রকাশ করিব।

চাঁদ বদনী ধনী, প্রিয়া মৃগ-নয়নী। ধুয়া।
বিষ্ণুপ্রিয়া ধনী আমার তড়িত প্রতিমা।
কোথা পাব কিবা দিব তাহার উপমা॥
কাঞ্চন বরণী ধনী নবদ্বীপ-ময়ী।
অধিষ্ঠাত্রী দেবী মোর সুখে গুণ কই॥
হের দেখসিয়ে আমাদের বিষ্ণুপ্রিয়া।
সর্ব্ব অঙ্গে শ্রীলাবণ্য পড়িছে খসিয়া॥
নবীনা প্রিয়াজী কেবল যৌবন উদয়।
লজ্জায় মুগুধা ধনী অধোমুখে রয়॥
চঞ্চল চরণে গৃহ কোণেতে লুকায়।
শ্রীগৌরাঙ্গ গৃহ মাঝে খুঁজিয়া বেড়ায়॥
পদ্ম গন্ধ বহে মরি সুরস অধর।
দিবানিশি মত্ত তাহে গৌরাঙ্গ ভ্রমর॥

---

* তবে মহাপ্রভু সে রসিক শিরোমণি।
বিষ্ণুপ্রিয়া অঙ্গে বেশ করয়ে আপনি॥
সুন্দর ললাটে দেয় সিন্দুরের বিন্দু।
দিবাকর কোলে যেন রহিয়াছে ইন্দু॥
সিন্দুরের চৌদিকে চন্দন বিন্দু আর।
শশিকোলে সূর্য্য তারা দেখিবারে ধায়॥ (চৈতন্যমঙ্গল)

† ত্রৈলোক্য মোহিনী বেশ নিরখি বদন। (চৈতন্যমঙ্গল)

বিষ্ণুপ্রিয়া পূর্ণশশী গৌরাঙ্গ চকোর।
যার রূপ-সুধা পিয়ে প্রমত্ত শ্রীগৌর॥
গৌর-প্রেম গরবিণী ধনী বিষ্ণুপ্রিয়া।
গৌর-বক্ষ-বিলাসিনী দেহ পদছায়া॥
জন্মিলে মরণ আছে নাহি তাহে ভয়।
বলরাম দাসে ধনি রেখো রাঙ্গা পায়॥

উপরের এই ছবিটি কেন দিলাম? শ্রীভক্তগণ বিষ্ণুপ্রিয়ার এরূপ রূপ আর দেখিবেন না। এই বেলা রূপটি হৃদয়ে অঙ্কিত করিয়া লউন।

আবার, তাঁহার সুখের শেষ রজনীতেই বা বিষ্ণুপ্রিয়া তাঁহার পতিকে সাজাইবেন, এরূপ ইচ্ছা কেন হইল? বোধ হয় প্রভুর লীলাখেলার এ একটি অঙ্গ। অতঃপর শ্রীগৌরাঙ্গ যেন মুগ্ধ হইয়া প্রিয়ার পানে চাহিতে লাগিলেন। প্রিয়ার প্রতি প্রিয়ের লোভ, ইহা হইতে প্রিয়ার সুখ আর হইতে পারে না। বিষ্ণুপ্রিয়া ইহাতে সুখে বিভোর হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু লজ্জা পাইয়া গৃহকোণে লুকাইলেন। এইরূপ লুকাচুরি খেলিতে খেলিতে শেষে ধরা পড়িলেন, কি ধরা দিলেন।

এইরূপে শ্রীগৌরাঙ্গ নানা রস বিথারে প্রীতির বন্যা উঠাইলেন। বিষ্ণুপ্রিয়া একবারে কৃতার্থ হইলেন। শ্রীনিমাই প্রিয়ার সহিত এরূপ রসকৌতুক ও গাঢ় প্রেমালাপ কখন করেন নাই।

এখন কোন পাঠক প্রশ্ন করিতে পারেন যে, প্রভু যাওয়ার নিশিতে কেন এরূপ করিলেন। তিনি যাইবার দিন অত প্রীতি দেখাইয়া কেবল বিষ্ণুপ্রিয়ার, তাঁহার বিরহজনিত দুঃখ, আরো তীক্ষ্ণতর করিলেন বই নয়। কিন্তু যদি কেহ এরূপ প্রশ্ন করেন, তবে আমরা ইহার উত্তর কতবার করিব, উত্তর ত পূর্ব্বেই দিয়াছি? শ্রীগৌরাঙ্গের উদ্দেশ্য এই যে, তাঁহার প্রতি যে বিষ্ণুপ্রিয়ার বিরহ, উহা অগ্নিশিখার ন্যায় জ্বলিতে থাকুক। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার সহিত শেষের রজনীতে অতি প্রীতি করিয়া কি করিলেন, না, সেই বিরহরূপ-দীপে, যাইবার বেলা, একটু তৈল ঢালিলেন, আর গোটা দুই সলিতা বেশী করিয়া দিলেন।

যখন প্রীতি-ডোরে আবদ্ধ দুটি জীব ছাড়া ছাড়ি হয়, তখন স্বভাবতঃ কি কথা হয় শ্রবণ করুন—

প্রিয়ে। তুমি আমাকে ভুলিবে না, ত?

প্রিয়। তুমি আমাকে ভুলিবে না, ত?

প্রিয়া। তোমার ছবিটি আমাকে দিয়া যাও, দেখিয়া প্রাণ ধারণ করিব।

প্রিয়। আমি তোমার রূপ হৃদয়ে পূরিয়া লইয়া যাইব, ও সেই ছবি দেখিয়া প্রাণ শীতল করিব।

প্রীতিডোরে আবদ্ধ জীব, বিচ্ছেদের শেষ দিন এইরূপে কথা কহিয়া থাকেন। এ কথা আর কেহ বলেন না যে, "তুমি আমাকে ভুলিয়া যাও।" যদি বলেন, সে ক্ষোভ করিয়া, মনের সঙ্গে নহে।

প্রীতির অঙ্কুর হইলে বিচ্ছেদে উহা পরিবর্দ্ধিত হয়। যে প্রীতি বিরহে নষ্ট হইয়া যায়, সে প্রকৃত প্রীতি নয়। বিরহে প্রকৃত প্রীতি ক্রমেই পরিবর্দ্ধিত হয়। বিরহে, প্রিয়-জনের রূপ, গুণ, প্রত্যেক প্রীতির কার্য্য একটি অগ্নি শিখারূপ হইয়া হৃদয়ে জ্বলিতে থাকে। সেই শিখা গুলি প্রিয়বস্তুর দূত স্বরূপ হইয়া সর্ব্বদা তাহার বিষয় স্মরণ করাইয়া দেয়। যদিও প্রথম প্রথম এ গুলিতে হৃদয় দগ্ধ করে, কিন্তু পরিণামে এই এক একটি শিখা হৃদয়ের এক একটি কোটর প্রফুল্ল করে।

কিম্বা প্রিয়জনের এই অঙ্গের লাবণ্য, গুণ, ও প্রীতির কার্য্যকে প্রীতি-অঙ্কুরের এক একটি বৃক্ষমূলের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। এই সমুদায় দ্বারা প্রীতি-অঙ্কুর পরিবর্দ্ধিত ও সজীব হইয়া হৃদয়ে আবদ্ধ থাকে।

প্রিয়জনের কার্য্যকে তাঁহার প্রিয়া লীলাখেলা ভাবিয়া থাকেন। প্রিয়জনের প্রত্যেক লীলাখেলা তাঁহার প্রিয়ার একটি সুখের প্রস্রবণ। সুতরাং যে প্রিয়জনের অধিক লীলা, তাঁহার প্রিয়ার অধিক দুঃখের ও পরিণামে সুখের প্রস্রবণ।

প্রিয়জন তাঁহার লীলাখেলা দ্বারা তাঁহার প্রিয়ার হৃদয়ক্ষেত্রে বীজ-রোপণ করেন। তাঁহার বিয়োগে, নয়নজলে সেই সমুদায় লীলাখেলা-রূপ বীজ অঙ্কুরিত হয়, পরে কুসুমিত হয়, বা সুপক্ক রসাল ফল ধারণ করে।

শ্রীরাধা বৃন্দাকে বলিতেছেন, "সখি! তুমি কি আমার ব্যথা জান না? যে দিবস মাধব মধুপুরে গেলেন, আমি রাজপথে দাঁড়াইলাম। প্রকাশ হইতে পারি না, যেহেতু সেখানে শ্রীনন্দ, যশোদা, জটিলা, কুটিলা, সকলে

দাঁড়াইয়া। কাজেই একটি কুঞ্জের আড়ালে লুকাইয়া শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতে লাগিলাম। মাধব যখন গমন করেন, সেই কুঞ্জের প্রতি চাহিলেন, ও সৌভাগ্য ক্রমে তাহার সহিত আমার নয়নে নয়নে মিলন হইল। তখন আমি নয়ন ভঙ্গিতে বলিলাম—

(ছড়ার সুরে)

বন্ধু, আমার কে আছে?
রেখে যাও কার কাছে?

তখন আমার প্রসন্ন বদন, আমার প্রতি প্রসন্ন হয়ে—

(গীত)

যেতে যেতে, রথ হতে, কি কথা বলিতেছিল।
মুখের কথা মুখে রইল।
আমার মুখপানে চেয়ে,
নয়ন জলে ভেসে গেল।
(কে জানে মা, তার কথা তিনি জানেন।)
(অভিপ্রায় বুঝি, যাবার মন তার ছিল না।)
(তা নৈলে কেন, যাবার বেলা কেন্দে গেল।)

সখি! বন্ধুর সেই কান্দা বদন, আমার হৃদয়ে দিবানিশি জ্বলিতেছে।"

শ্রীকৃষ্ণ যাইবার বেলা তাঁহার এই কান্দা বদনটি শ্রীরাধার হৃদয়ে তাঁহাকে, স্মরণ করাইয়া দিবার নিমিত্ত, সঙ্গিনী স্বরূপ রাখিয়া গিয়াছিলেন। এই সঙ্গিনী বড় দুঃখ দিয়াছিল, কিন্তু আবার অপার সুখও দিয়াছিল, কারণ সে প্রিয়ের ভালবাসার একজন সাক্ষী। এই জন্য জীবের ভজন সাধন সুলভের নিমিত্ত ও তাহাদের সহিত প্রীতিবর্দ্ধনের নিমিত্ত, আর জীবের সুখের নিমিত্ত, শ্রীভগবান নর-লীলা করিয়া থাকেন। শ্রীভগবানের নর-লীলা কি মধুর! তিনি যত মনুষ্যের মত লীলা করেন, ততই উহা মধুর হয়। বৈষ্ণব ধর্ম্মে, শ্রীকৃষ্ণলীলা ও শ্রীগৌরাঙ্গলীলা আছে। আহা! শ্রীবৈষ্ণবেরা কি ধন্য!

যাঁহারা শোকাকুল, লোকে তাঁহাদের এই পরামর্শ দিয়া থাকে, যে, "তোমারা তোমাদের হারান প্রিয়বস্তুকে বিস্মৃত হও।" কিন্তু বিস্মৃত হওয়া শোকের ঔষধ নয়, স্মরণ করাই ঔষধ। শোকাকুল জনকে আমাদের বিনীতভাবে নিবেদন এই যে, তাঁহারা তাঁহাদের হারান প্রিয়বস্তুকে ভুলিবার

চেষ্টা না করিয়া, তাঁহার কথা দিবানিশি চিন্তা করুন। তাঁহার গুণ স্মরণ করুন, ও রূপ ধ্যান করুন, তাহা হইলে শুধু শোকের যন্ত্রণা লাঘব হইবে তাহা নয়, ঐ শোকে হৃদয় নির্ম্মল করিবে, ও পরিণামে ঐ শোক হইতে বিমল আনন্দ স্ফুরিত হইবে।

তবে জীবের সঙ্গে শ্রীগৌরাঙ্গের একটু প্রভেদ আছে। পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে, শ্রীগৌরাঙ্গ কুলবধূগণকে আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন, যে, "তোমাদের চিত্ত আমাতে হউক।" অতএব তাঁহার পক্ষে বিষ্ণুপ্রিয়ার নিকট বিদায় হইবার বেলা, যতদূর সম্ভব; তাঁহার প্রতি প্রিয়ার ততদূর প্রীতিবর্দ্ধন করিয়া যাওয়া, অসংলগ্ন কার্য্য নহে। যেহেতু তাঁহাতে প্রীতির ন্যায় জীবের পক্ষে সৌভাগ্য আর নাই।

প্রদীপ নির্ব্বাণ করিয়া গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া নিদ্রা গেলেন। রজনী আন্দাজ ছয় দণ্ড আছে, বিষ্ণুপ্রিয়া মহাসুখে নিশ্চিন্ত হইয়া পতির কোলে ঘুমাইতেছেন। শ্রীনিমাই আস্তে আস্তে উঠিলেন। তখন ঐরূপে ধীরে ধীরে তাঁহার শিওরের বালিস বিষ্ণুপ্রিয়ার বুকে, আপনি যেখানে ছিলেন, সেখানে, রাখিলেন। তাহার পরে আপনার চরণের উপর বিষ্ণুপ্রিয়ার যে বাম-চরণ ছিল, সেই বাম-চরণ পার্শ্বের বালিসের উপরে, রাখিলেন। *

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রিয়ার মুখচুম্বন করিয়া ধীরে ধীরে তাঁহার কোল হইতে সরিয়া আইলেন। ঐরূপ ধীরে ধীরে গাত্রোত্থান করিলেন। ধীরে ধীরে পালঙ্ক হইতে অবতরণ করিয়া নিঃশব্দে দ্বার উন্মোচন করিলেন। তাঁহার রাত্রিবাসের অঙ্গের বসন ভুষণ প্রভৃতি ত্যাগ করিয়া সামান্য বস্ত্র পরিধান করিলেন। আঙ্গিনায় আগমন করিয়া, মনে মনে জননীকে প্রণাম করিয়া, বাহিরের দ্বার উন্মোচন করিলেন। বাহিরে আসিয়া, ভবনকে, শ্রীনবদ্বীপধামকে, ও জননীকে, সম্বোধন করিয়া আবার প্রণাম করিলেন। তখন দ্রুতগতিতে গঙ্গাভিমুখে যাইয়া, তাঁহার দাদা বিশ্বরূপকে মনে করিয়া, সেই শীতকালের শেষ রাত্রিতে, শীতে, গঙ্গায় ঝাঁপ দিলেন। ইহার অর্দ্ধদণ্ড পূর্ব্বে প্রিয়ার গাঢ় আলিঙ্গনে, দুগ্ধফেণনিভশয্যায় শয়িত ছিলেন। তখন আর শরীরে সুখ দুঃখ

* নিদ্রিতা শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া শ্রীবাম-চরণে।
পার্শ্বে উপাধানোপরি করিয়া রক্ষণে॥
বক্ষঃস্থলে নিজ গণ্ড উপাধান দিয়া।
বাহির হইল গোরা দ্বার উদ্ঘাটিয়া॥ (শ্রীবংশী শিক্ষা গ্রন্থ)

বোধ জ্ঞান নাই। ক্ষণ পরে গঙ্গার অপর পারে উঠিয়া, সেই আর্দ্র বস্ত্রে, দ্রুতগমনে, কাটোয়া অভিমুখে চলিলেন।

যে গঙ্গার ঘাটে শ্রীগৌরাঙ্গ পার হইলেন, নবদ্বীপের লোকে তাহাকে অভিশাপ দিয়াছিল। সেই হইতে সে ঘাটের নাম হইল, "নিরদয়ের ঘাট। †

"বিষ্ণুপ্রিয়া অতি সুখে ঘোর নিদ্রায় ছিলেন, সেই সুখ অন্তর্হিত হওয়ায়, একটু পরেই চমকিয়া জাগিয়া উঠিলেন। তখন দেখেন যে নিকটে পতি নাই। ইহাতে, তিনি একটু* সরিয়া গিয়াছেন ভাবিয়া,—যেহেতু ঘর অন্ধকার,—পালঙ্কে হাত বুলাইতে লাগিলেন। পালঙ্কে হাত বুলাইয়া দেখিলেন যে, সেখানে শ্রীগৌরাঙ্গ নাই। পতির নিদ্রাভঙ্গ হইবে বলিয়া প্রথমে কোন শব্দ করেন নাই। এখন তিনি পালঙ্কে নাই বুঝিয়া, "তুমি কোথা গেলে" বলিয়া মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। কিন্তু কোন উত্তর পাইলেন

---

* শয়ন মন্দিরে, গৌরাঙ্গ সুন্দর,
উঠিল রজনী শেষে।
মনে দৃঢ় আশ, করিব সন্ন্যাস,
ঘুচাব এ সব বেশে॥
ঐছন ভাবিয়া, মন্দির ত্যজিয়া,
আইলা সুরধুনী তীরে।
দুই কর যুড়ি, নমস্কার করি,
পরশ করিল নীরে॥
গঙ্গা পরিহরি, নবদ্বীপ ছাড়ি,
কাঞ্চন নগর পথে।
করিলা গমন, শুনি সব জন,
বরজ পড়িল মাথে॥
পাষাণ সমান, হৃদয় কঠিন,
সেও শুনি গলি যায়।
পশু পাখী ঝুরে, গলয়ে পাথরে,
এ দাস লোচন গায়॥

† এ ঘাটের নাম আইজ হইতে।
নিরদয় ঘাট জানিহ নিশ্চিতে॥ (শ্রীবংশী শিক্ষা গ্রন্থ)

না। তখন উঠিয়া বসিলেন, দেখেন ঘরের কপাট খোলা। পতি ঘরে নাই বুঝিয়া, তখন উঠিয়া পিঁড়ায় আইলেন। সেখানেও কোন শব্দ কি পতির কোন উদ্দেশ পাইলেন না।

অমনি তাঁহার মনে ঘোর উদ্বেগ আসিয়া উপস্থিত হইল। ভাবিতেছেন, "এত প্রত্যূষে তিনি কোথা গেলেন? এমন সময় একাকী ত তাঁহার কোথাও যাইবার কথা নয়? তিনি না আমাকে ছাড়িয়া যাইবেন বলিয়াছিলেন?" আবার তখন, শ্রীগৌরাঙ্গ তাঁহার সহিত গত রাত্রে যত ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাঁহার প্রতি যে ভাবে চাহিয়াছিলেন, যে ভাবে কথা কহিয়াছিলেন, তাঁহার প্রত্যেক গতি, প্রত্যেক কার্য্য একবারে মনে উদয় হওয়ায়, সন্দেহ ক্রমেই বাড়িয়া চলিল। * একবার ভাবিতেছেন, জননীকে সংবাদ দিবেন, আবার ভাবিতেছেন, হঠাৎ তাঁহাকে কেন ভয় দিবেন? কিন্তু আশঙ্কা ক্রমেই বাড়িয়া চলিল। তখন আর থাকিতে না পারিয়া, জননীর ঘরে চলিলেন। পিঁড়ায় উঠিয়া বিষ্ণুপ্রিয়া আর দাঁড়াইতে পারিলেন না, বসিয়া পড়িলেন। তখন দুয়ারে আঘাত করিতেছেন, আর মৃদুস্বরে ডাকিতেছেন, "মা উঠ! মা উঠ!"

শচী যদিও নিমাইকে লইয়া আনন্দে ভাসিতেছিলেন, কিন্তু সেই আনন্দের মধ্য স্থানে "নিমাই বাড়ী ছাড়িবেন," এই চিন্তাটি সজীব হইয়া বসিয়াছিল। আনন্দে মগ্ন আছেন, কিন্তু কোন একটা শব্দ শুনিলে এই

এথা বিষ্ণুপ্রিয়া, চমকি উঠিয়া,
পালঙ্কে বুলায় হাত।
প্রভু না দেখিয়া, উঠিল কান্দিয়া,
শিরে মারে করাঘাত॥
"মুঞি অভাগিনী, সকল রজনী,
জাগিল প্রভুরে নিয়া,
প্রেমেতে বান্ধিয়া, মোরে নিদ্রা দিয়া,
প্রভু গেল পলাইয়া॥"
কাঞ্চন নগর, গেল বিশ্বম্ভর,
জীব উদ্ধারিবার তরে।
এ দাস লোচন, দগধয়ে মন,
না পাইল শচী দেখিবারে॥

উৎকণ্ঠা উপস্থিত হয় যে, "ঐ বুঝি নিমাই গেল!" অমনি বুক দুর-দুর করিয়া উঠে, আর জিজ্ঞাসা করেন, "কি ও?" বিষ্ণুপ্রিয়া যেই "মা উঠ!" "মা উঠ!" বলিয়া ডাকিলেন, অমনি বৃদ্ধা শচী ধড়ফড় করিয়া উঠিলেন, বলিতেছেন, "কে ও, যেন মা বিষ্ণুপ্রিয়া? সংবাদ কি? নিমাই ত ভাল আছে?" বিষ্ণুপ্রিয়া বলিলেন, "হাঁ মা, আমি। মা, তিনি ঘরে ছিলেন, কোথা চলিয়া গিয়াছেন।" এই কথা শুনিয়া শচী প্রথমে "সে কি!" বলিয়া দিয়াশলাই দিয়া শীঘ্র শীঘ্র একটী প্রদীপ জ্বালিলেন। তাহার পর দুয়ার খুলিলেন। এখন বাসুঘোষের এই পদটি শ্রবণ করুন—

শচীর মন্দিরে আসি, দুয়ারের পাশে বসি,
ধীরে ধীরে কহে বিষ্ণুপ্রিয়া।
"শয়ন মন্দিরে ছিল, নিশা অন্তে কোথা গেল,
মোর মুণ্ডে বজর পাড়িয়া॥"
গৌরাঙ্গ জাগয়ে মনে, নিদ্রা নাহি দু নয়নে,
শুনিয়া উঠিল শচী মাতা।
আলু থালু কেশে ধায়, বসন না রয় গায়,
শুনিয়া বধূর মুখের কথা॥
তুরিতে জ্বালিয়া বাতি, দেখিলেন ইতি উতি,
কোন ঠাঞি উদ্দেশ না পাইয়া।
বিষ্ণুপ্রিয়া বধূ সাথে, কান্দিতে কান্দিতে পথে,
ডাকে শচী নিমাই বলিয়া॥
ধুয়া। বিষ্ণুপ্রিয়া, তুমি ডাক প্রাণনাথ বলিয়া। ধ্রু।
আমি ডাকি নিমাই বলিয়া॥
তা শুনি নদীয়ার লোকে, কান্দে উচ্চৈঃস্বরে শোকে,
যারে তারে পুছেন বারতা।
এক জন পথে ধায়, দশ জন পুছে তায়,
গৌরাঙ্গ দেখেছ যেতে কোথা?
সে বলে দেখেছি যেতে, আর কেহ নাহি সাথে,
কাঞ্চন নগর পথে ধায়।
বাসু কহে আহা মরি, আমার গৌরাঙ্গ হরি,
পাছে জানি মস্তক মুড়ায়॥

শচী রাজপথে, প্রদীপ হাতে করিয়া চলিয়াছেন, বিষ্ণুপ্রিয়া ছায়ার মত শাশুড়ীর বস্ত্র ধরিয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতেছেন। শচী "নিমাই" "নিমাই" বলিয়া ডাকিতে ডাকিতে চলিয়াছেন, কোন উত্তর পাইতেছেন না। গলার শব্দ অধিক দূর যাইতেছে না ভাবিয়া, বিষ্ণুপ্রিয়ার দিকে চাহিয়া বলিতেছেন, "মা, আমিও ডাকি, মা, তুমিও ডাক।" বিষ্ণুপ্রিয়া বলিলেন, "আমি কি বলে ডাকিব?" বিষ্ণুপ্রিয়া মনে মনে যাহাই বলিয়া ডাকুন, প্রকাশ্যে আর কোন শব্দ করিলেন না।

কিন্তু রাত্রি অবসান হইতেছে, দু একটি লোকের সহিত দেখা হইতে লাগিল। দুইজনে ফিরিলেন, ফিরিয়া দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইলেন, কিন্তু শচীর কাঁকালি ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে, দাঁড়াইতে পারিতেছেন না, বসিয়া পড়িলেন। তখন দেখেন, তাঁহাদের বাড়ীর দিকে লোক সব আসিতেছে শচী বাহির বাটিতে বসিয়া, (যেখানে নিমাই, মুরারির নিকট তীর্থ যাত্রার ও গদাধরের পাদপদ্ম দর্শনের কথা বলিয়াছিলেন)। বিষ্ণুপ্রিয়া তাঁহাকে ধরিয়া বসিয়া। কিন্তু তাঁহাদের বাটীতে অনেক লোক ও তাঁহার ভৃত্য ঈশান আসিতেছে দেখিয়া, শচী বিষ্ণুপ্রিয়াকে ভিতরে যাইতে বলিলেন। আর আপনি ঈশানকে লইয়া বাহির দুয়ারে রহিলেন।

যে সকল ব্যক্তি আসিতেছেন, ইহাঁরা সমুদায় প্রভুর ভক্ত। ইহাঁদের নিয়ম ছিল যে, প্রত্যুষে গঙ্গাস্নান করিয়া প্রভুকে দর্শন করিয়া, বাড়ী প্রত্যাগমন করিতেন। সেই নিয়মানুসারে তাঁহারা প্রত্যুষে প্রভুকে দর্শন করিতে আসিতেছেন। কিন্তু সে দিবস তাঁহারা পূর্ব্বদিন অপেক্ষা অধিক সকালে ও দ্রুতগতিতে আসিতেছেন। প্রভুর বাড়ী গঙ্গার নিকট। শচী বিষ্ণুপ্রিয়া গঙ্গাতীরাভিমুখে যাইতে যাইতে শচী "নিমাই, নিমাই" বলিয়া যে ডাকিয়াছিলেন, সে স্বর তাঁহাদের কর্ণে গিয়াছিল। তখন ব্যস্ত হইয়া সকলে প্রভুর বাড়ীর দিকে চলিয়া আসিলেন। নিতাই আসিলেন, শ্রীবাস আসিলেন, আর বাসুঘোষও আসিলেন। আসিয়া কি দেখিলেন, তাহা বাসুঘোষ স্বয়ং স্বচক্ষে দেখিয়া এইরূপ বর্ণনা করিতেছেন—

সকল মহন্ত মেলি, সকালে সিনান করি,
আইল গৌরাঙ্গ দেখিবারে।
গৌরাঙ্গ গিয়াছে ছাড়ি, বিষ্ণুপ্রিয়া আছে পড়ি,
শচী কান্দে বাহির দুয়ারে॥

শচী কহে শুন মোর নিতাই গুণমণি। ধ্রু
কেবা আসি দিল মন্ত্র, কে শিখাইলে কোন তন্ত্র,
কিবা হৈল কিছুই না জানি ॥
গৃহ মাঝে শুয়েছিনু, ভাল মন্দ না জানিনু,
কিবা করি গেল রে ছাড়িয়া।
কেবা নিঠুরাই কৈল, পাঁথারে ভাসাঞা গেল,
রহিব কাহার মুখ চাহিয়া ॥
বাসুদেব ঘোষ ভাষা, শচীর এমন দশা,
মরা হেন রহিল পড়িয়া।
শিরে করাঘাত মারি, ঈশানে দেখায় ঠারি,
গোরা গেল নদীয়া ছাড়িয়া ॥

ভক্তগণ দ্রুতগতিতে আসিয়া দেখেন, শচী ঈশানের অঙ্গে অঙ্গ হেলেন দিয়া বসিয়া। শচীকে ওরূপ সময়ে বাহির দুয়ারে দেখিয়া সকলে আরো ব্যস্ত হইলেন। শ্রীবাস, "ব্যাপার কি বল" * বলিয়া, শচীকে সুধাইলে, তিনি নিতাইয়ের পানে চাহিয়া বলিতেছেন, "আমি কিছু জানি না। রাত্রে শুয়েছিলাম, চিন্তায় চোখে নিদ্রা নাই, কখন নিমাই কি করে। বউ মা আসিয়া আমারে ডাকিলেন, চমকিয়া উঠিয়া প্রদীপ জ্বালিয়া সমস্ত বাড়ী তল্লাস করিলাম। বাহিরের কবাট খোলা, দেখিয়া বুঝিলাম, নিমাই বাহিরে গিয়াছে। বউ মাকে, কার কাছে রাখিয়া যাইব বলিয়া, সঙ্গে লইয়া পথে জিজ্ঞাসা করিতে করিতে চলিলাম। নিমাই তোমাদের বাধ্য। এখন তোমরা নিমাইকে যেখানে পাও সেখান হইতে আমাকে আনিয়া দাও।" তাহার পরে ঈশানের প্রতি চাহিয়া কপালে আঘাত করিয়া সঙ্কেত দ্বারা বলিলেন যে, নিমাই নিশ্চিত আমায় ফেলে চলে গিয়াছে। সঙ্কেত দ্বারা বলিলেন, মুখে বলিয়া উঠিতে পারিলেন না।

বাসুদেব ঘোষ সেখানে উপস্থিত ছিলেন, সুতরাং নিচের চিত্রটি তাঁহার স্বচক্ষে দেখিয়া অঙ্কিত, যথা—

পড়িয়া ধরণীতলে, শোকে শচীদেবী বলে,
লাগিল দারুণ বিধি বাদে।

---

* প্রথমেই বলিলেন শ্রীবাস উদার।
আই কেন রহিয়াছেন বাহির দুয়ার ॥ (চৈতন্যভাগবত)

অমূল্য রতন ছিল, কোন ছলে কেবা নিল,
সোণার পুতলি গোরাচাঁদে॥
অঙ্গুরী অঙ্গদ বালা, গোরাচাঁদের কণ্ঠমালা,
খাট পাট সোণার ছলিচা।
সে সব রয়েছে পড়ি, নিমাই গিয়াছে ছাড়ি,
মুঞি প্রাণ ধরিয়াছি মিছা॥
গৌরাঙ্গ ছাড়িয়া গেল, নদিয়া আঁধার হৈল,
ছট ফট করে মোর হিয়া।
যোগিনী হইয়া যাব, যথায় গৌরাঙ্গ পাব,
কান্দিব তার গলায় ধরিয়া॥
যে মোরে নিমাই দেবে, মূল্য করি কিনে লবে,
হও মুঞি তার দাসের দাসী।
বাসুদেব ঘোষ ভণে, শচী কান্দে অকারণে,
জীব লাগি নিমাই সন্ন্যাসী॥

এই কথা শুনিয়া মহান্তগণের শিরে বজ্রাঘাত হইল। কিছু কাল কেহ কথা কহিতে পারিলেন না। কথা ফুটিলে নিতাই মায়ের দিকে চাহিলেন, চাহিয়া কি ভাবিলেন, এবং দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হইয়া শচীকে বলিলেন, "মা, ব্যস্ত কি? আমি তোমার পুত্রকে আনিয়া তোমার সহিত মিলন করিয়া দিব, আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি।"

বজ্রাঘাতের ন্যায় নিমাইয়ের গৃহত্যাগ সংবাদ শুনিবামাত্র সকলে জড়বৎ হইয়াছেন, সকলে দিশেহারা হইয়াছেন, কে কি করিবেন কি বলিবেন স্থির করিতে পারিতেছেন না। কেবল নিতাই সজীব আছেন, তিনি জননীকে দুই একটি সান্ত্বনা বাক্য বলিয়া, মহান্তগণকে সঙ্গে করিয়া একটু দূরে আইলেন, আসিয়া তাঁহাদের সহিত পরামর্শ করিতে লাগিলেন। নিতাই বলিলেন, "তোমরা কি বুঝো?" শ্রীবাস বলিলেন, "মনকে বঞ্চনা করিয়া কি লাভ? আমার বিশ্বাস প্রভু নিতান্তই এ জন্মের মত ঘর ছাড়িয়াছেন।" সকলে আবার নীরব হইলেন। সর্ব্বনাশ হইলে লোকের মনের ভাব যেরূপ হয় সকলের মনের ভাব তাহাই হইয়াছে। সকলের ইচ্ছা হইতেছে, যে, এখনি মরিলে বাঁচেন। এক জন বলিলেন, "প্রভু-শূন্য নদিয়ায় বাস করিবার আর প্রয়োজন নাই, আমি বাহির হইলাম, আমি সমস্ত পৃথিবী তল্লাস করিয়া তাঁহাকে

যেখানে পাই সেখানে যাইব। বাড়ী আনিতে পারি ভাল, নতুবা তাঁহার সঙ্গে থাকিব।" ইহাতে সকলেই "আমারও ঐ কথা" বলিয়া উঠিলেন। আবার পরামর্শ করিতেছেন। কেহ বলিলেন, "প্রভু নিশ্চিত সন্ন্যাস করিতে গিয়াছেন, অতএব ভারতবর্ষে সন্ন্যাসের যে যে প্রসিদ্ধ স্থান আছে, সম্ভবত সেখানে গিয়াছেন। সেখানে তল্লাস করিলেই তাঁহাকে পাওয়া যাইতে পারে। এসো, আমরা সেই সব স্থান ভাগ করিয়া লই। কেহ চল বৃন্দাবনে, কেহ চল নীলাচলে, কেহ চল বারানসীতে, কেহ বা পাণ্ডুপুরে। এইরূপে স্থান ভাগ করিয়া লইলে তল্লাসের সুবিধা হইবে।"

নিতাই বলিলেন, "এই উত্তম যুক্তি। কিন্তু প্রভু কোন সময়ে বলিয়াছিলেন যে, কাটোয়াতে কেশবভারতীর নিকট সন্ন্যাস লইবেন। অগ্রে সেখানে তল্লাস করা কর্ত্তব্য। সেখানে যদি তাঁহাকে না পাওয়া যায়, তখন সমস্ত ভারতবর্ষের প্রত্যেক স্থানে তাঁহাকে তল্লাস করিয়া বাহির করিব। আমি কাটোয়ায় চলিলাম, আমার সঙ্গে আমার সহায়তার নিমিত্ত জন কয়েক বিজ্ঞ, ধীর, ভক্ত দাও। কারণ তাঁহাকে শুদ্ধ ধরিতে পারিলে হইবে না, তাঁহাকে কোন গতিকে ফিরাইয়া আনিতে হইবে।"

এই কথা শুনিয়া অনেকে বলিয়া উঠিলেন, "আমি যাবো।" শ্রীবাস বলিলেন, "সকলে গেলে চলিবে না। প্রভুর বাড়ী আগলাইয়া রাখিতে হইবে। শচী বিষ্ণুপ্রিয়ার রক্ষণাবেক্ষণ করিতে হইবে। কারণ আমাদের একটু ফাঁক পাইলেই তাঁহারা গঙ্গায় ঝাঁপ দিবেন। তাহা শুধু নয়, তাঁহাদের কাছে না থাকিলে তাঁহারা হুতাশে প্রাণে মরিবেন। আমি যাইব না, আমি তাঁহাদের রক্ষণাবেক্ষণের নিমিত্ত থাকিলাম। তাহার পরে যদি কোন দিক হইতে কোন সংবাদ পাওয়া যায়, তখন কি করিতে হইবে তাহার পরামর্শের নিমিত্ত বিজ্ঞলোকের প্রয়োজন। তোমরা জন পাঁচেক শ্রীপাদের সহিত গমন কর। *

তখন এই পাঁচজন মনোনীত হইলেন, অর্থাৎ নিতাই, বক্রেশ্বর, মুকুন্দ, চন্দ্রশেখর এবং দামোদর। ইহারা যাইবেন বলিয়া প্রস্তুত হইলেন।

* চন্দ্রশেখর আচার্য্যপণ্ডিত দামোদর।
বক্রেশ্বর আদি করি চলিল সত্বর॥
এই সব লই নিত্যানন্দ চলি যায়।
প্রবোধিয়া শচী বিষ্ণুপ্রিয়ার হৃদয়॥ (চৈতন্যমঙ্গল)

চন্দ্রশেখর প্রভুর মেশো, পিতৃস্থানীয়, প্রভুর গৌরবের পাত্র। কাজেই নানা কারণে তাঁহার যাইতে হইল।

শচী ঈশানের অঙ্গে হেলান দিয়া, এবং মালিনী প্রভৃতি গর্ব্বিতা রমণী-গণ দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া, বসিয়া আছেন। বিষ্ণুপ্রিয়া তাহার একটু দূরে অন্তরালে পড়িয়া আছেন। শচীকে কিরূপ দেখাইতেছে, না, পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা কাঙ্গালিনী। তাঁহার নয়নে বারি নাই, কি পলক নাই, ইহার উহার পানে চাহিতেছেন, কিন্তু কাহাকে যে চিনিতে পারিতেছেন, তাহা বোধ হইতেছে না। বিষ্ণুপ্রিয়ার নবযৌবন সময়, কাঁচা সোণার বর্ণ। গত নিশিতে রশিকশেখর শ্রীগৌরাঙ্গ তাঁহাকে সাজাইয়াছিলেন, তাহার চিহ্ন জাজ্বল্যমান রহিয়াছে। মস্তকের সেই ভঙ্গিম বেণী রহিয়াছে, মুখে অলকার যে চিত্র, তাহা যেমন তেমনই রহিয়াছে। এখন ধূলায় পড়িয়া রহিয়াছেন। তাঁহার সমবয়স্ক রমণীগণ তাঁহাকে ঘিরিয়া বসিয়া আছেন। চারি দণ্ড পূর্ব্বে ত্রিলোকের মধ্যে তিনি ভাগ্যবতী ছিলেন, এখন ত্রিলোকের মধ্যে একাকিনী, অনাথিনী, কাঙ্গালিনী। একটু পূর্ব্বে সমুদায় ছিল, এখন কিছুই নাই—আশা পর্য্যন্ত।

নিতাই ও সকল মহান্তগণ আড়ালে থাকিয়া পরামর্শ করিয়া আবার আইলেন। আসিয়া, শচীকে (ও বিষ্ণুপ্রিয়াকে) শুনাইয়া শ্রীনিত্যা-নন্দ বলিতেছেন, "ত্রিলোক জননী! তোমার পুত্র চিরকাল স্বেচ্ছাময়। তিনি বস্তু কি, তোমরা তাহা ভাবিয়া আপনাদের মন শান্ত কর। তিনি যাহাকে যাহা বলিয়া গিয়াছেন, সকলের তাহাই করা কর্ত্তব্য। তিনি যে একবারে গৃহত্যাগ করিয়াছেন, তাহার নিশ্চয়তা নাই। কি ভাবে কোথা গিয়াছেন, আমরা কেহ কিছু জানি না। আপনারা ধৈর্য্য ধরুন, আমরা তাঁহার তল্লাসে বাহির হইলাম। যদি তিনি প্রকৃতই গৃহত্যাগ করিয়া থাকেন, তবে আমরা সমস্ত পৃথিবীর তল্লাস করিয়া তাঁহাকে ধরিব। ধরিয়া আপনার সহিত মিলন করাইব, আমি এই প্রতিশ্রুত হইলাম, আপনারা নিশ্চিন্ত হউন। এই কথা বলিয়া পাঁচ জন কাটোয়ার দিকে তীরের ন্যায় ছুটিলেন।

প্রভু বলে আশীর্ব্বাদ কর মাতা পিতা।
সাধ আছে কৃষ্ণ পদে বেচিব নিজ মাথা॥
হেনকালে কেশব ভারতী মহামতি।
দেখিয়া তাঁহারে প্রভু করিলা প্রণতি॥
কৃষ্ণদাস কর গোসাঞি দেহ ভক্তি বর।
বাসুঘোষ কহে মুণ্ডে পড়িল বজর॥

নিমাইয়ের মুখ পানে চাহিয়া ভারতী নানা ভাবে বিভোর হইলেন। দুঃখে যেন তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতে লাগিল। মনের মধ্যে ভাবের উপর ভাব, এইরূপে ভাবের তরঙ্গ আসিতে লাগিল। কিন্তু যত রূপ ভাবই আসুক, এই নবীন পুরুষটিকে সন্ন্যাস দিবেন না, ইহা মনের মধ্যে স্থির সংকল্প করিলেন।

তবে বাধার মধ্যে এই যে, তিনি নিমাইয়ের নিকট প্রতিশ্রুত আছেন। এখন সেই প্রতিজ্ঞা হইতে কিরূপে অব্যাহতি পাইবেন, তাহাই ভাবিবার নিমিত্ত, নিমাইকে স্থির করিয়া বসাইয়া, মনে মনে গাঢ় চিন্তা করিতে লাগিলেন।

এ দিকে নিত্যানন্দ প্রভৃতি পঞ্চ জন কাটোয়ার দিকে উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িলেন। কেহ কাহার সহিত কথা কহিতে পারিতেছেন না। মনে মনে কেবল শ্রীগৌরাঙ্গের নিকট কাতর হইয়া প্রার্থনা করিতেছেন। ভাবিতেছেন, "প্রভু! তুমি দয়াময়, তুমি ভক্ত বৎসল, আমাদের প্রতি প্রসন্ন হও! প্রভু, আমাদের দর্শন দাও! প্রভু, নিদয় হইও না! যদি তোমাকে কাটোয়ায় দেখিতে না পাই, তবে আমরা প্রাণ ধারণ করিতে পারিব না, আমাদের প্রাণ নিরাশে তদ্দণ্ডে বাহির হইয়া যাইবে।" সকলে যত ভারতীর স্থানের নিকটবর্ত্তী হইতেছেন, ততই বুক দুর দুর করিতেছে, ততই কাতর হইতেছেন, আর চলিতে পারিতেছেন না, কাঁকালি ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। বট বৃক্ষ দেখিলেন, একটু পরে দেখিলেন যে নিমাই, দুই জানুর মধ্যে মস্তক রাখিয়া, সেই বৃক্ষতল আলো করিয়া বসিয়া আছেন!

তখন সকলে একেবারে "ঐ যে প্রভু" বলিয়া উঠিলেন। পরক্ষণে আনন্দে হরিধ্বনি করিয়া সকলে দৌড়িয়া প্রভুর মুখো চলিলেন। হরিধ্বনি শুনিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ মুখ তুলিলেন। পরস্পরের নয়নে নয়ন মিলিত হইল। ভক্ত পঞ্চ জনের আনন্দে বাহ্য মাত্র নাই। প্রভু সহাস্য বদনে বলিলেন, "এসো, এসো, তোমরা আসিয়াছ, বড় ভালই হইয়াছে।" ভক্তগণ আসিয়া

নিমাইয়ের সম্মুখে ছিন্নমূল বৃক্ষের ন্যায় ধূলায় পড়িয়া গেলেন। প্রভু তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন।

প্রভু ভক্তগণকে বলিলেন, "তোমরা আসিয়া ভালই করিয়াছ।" আবার বলিতেছেন, "আমি সন্ন্যাস করিয়া বৃন্দাবন যাইব।" এই বৃন্দাবন নাম করিবা মাত্র শ্রীগৌরাঙ্গের নয়ন-জলে বদন ভিসিয়া গেল, তখন আবার ভারতীর পানে চাহিয়া করযোড়ে বলিতেছেন, "গোসাঞি! তোমার পাদপদ্মে আমার এই দেহ অর্পণ করিলাম, তুমি আমাকে ভবসাগর হইতে পার কর, যেন আমি অন্তিমে শ্রীকৃষ্ণের চরণ পাই।" এই কথা বলিতে শ্রীগৌরাঙ্গের কণ্ঠরোধ হইয়া গেল।

ভারতী গোসাঞি নিমাইয়ের প্রতি অঙ্গ নিরীক্ষণ করিতেছেন। মনে মনে ভাবিতেছেন, বিধির কি সুন্দর সৃষ্টি! আবার ভাবিতেছেন, "কি অদ্ভুত প্রেম! এ বস্তুটি না আমি সে দিবস শ্রীভগবান বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছিলাম? যাহা হউক, ইহাকে আমি সন্ন্যাস দিব না। নবনীত কি রৌদ্রে রাখিতে আছে? রাখিলে গলিয়া যায়। এই কমনীয় বস্তুটি নবনীত অপেক্ষাও কোমল ও মধুর। ইহাঁকে দর্শন মাত্র ইহাঁর প্রতি আমার কোটি পুত্রের স্নেহ হইয়াছে।" সতৃষ্ণ নয়নে ভারতী নিমাইয়ের চন্দ্র মুখখানি দেখিতেছেন, আনন্দে নয়নে জল আসিতেছে, আর উহা তিনি কষ্টে শ্রেষ্টে নিবারণ করিতেছেন। সেই মুহূর্ত্ত স্মরণ হইল যে, ইহাঁর জননী আছেন, আবার নবযৌবনা ঘরণী আছেন। তখন স্থির-প্রতিজ্ঞ হইয়া রুক্ষভাবে বলিতেছেন, "নিমাই! তুমি অন্য স্থানে গমন কর, আমা হতে তোমার সন্ন্যাস হইবে না।"

ভারতীর স্থান সুরধুনী তীরে, ঘাটের নিকট। সেই পথে লোক যাইতেছে, আর তাহারা বৃক্ষতলে এক অপরূপ দৃশ্য দেখিতেছে। দেখিতেছে যে, জন কয়েক উদাসীন,—কারণ চন্দ্রশেখর ছাড়া তাঁহার নিকটস্থ ভক্তগণের আর সকলেই উদাসীন এবং কাহার বা সম্পূর্ণ সন্ন্যাসের বেশ,—আর তাঁহাদের মধ্যস্থানে একটি অপরূপ বস্তু বসিয়া। শ্রীনিমাইকে দর্শন করিবা মাত্র মনে একটি ভাব উদয় হইত। সেটি এই যে "এ বস্তুটি কি? এটি কি আমাদের মনুষ্য জাতীয়?' তাহার পরে বোধ হইত, যেন মনুষ্য জাতীয় নহে, মনুষ্য অপেক্ষা কোন বড় জাতি হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন, কোন দেব-বংশীয় হইবেন। অন্ততঃ এরূপ মনুষ্য তাঁহারা কখন দেখেন নাই। মনুষ্যের এরূপ কাঁচা সোণার

বর্ণ, এরূপ নির্দ্দোষ সুবলিত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, এরূপ লাবণ্যময় ভঙ্গি, এরূপ সুচারু চিক্কণ কেশ, এরূপ কমলনয়ন, এরূপ পরিসর বক্ষ, এরূপ আজানুলম্বিত বাহু, এরূপ ক্ষীণ কটি, এরূপ হিঙ্গুলমণ্ডিত ওষ্ঠ, হস্ত ও পদতল, এরূপ দীর্ঘ কায়া, কখন দর্শন করেন নাই। সচরাচর লোকে চন্দ্রের সহিত মুখের তুলনা করিয়া থাকেন, কিন্তু মনুষ্যের মুখ পূর্ণিমার চন্দ্র হইতেও মনোহর হয়, ইহা কে কবে বিশ্বাস করিত? মনুষ্যের এরূপ তেজ হইতে পারে, অর্থাৎ তাঁহাকে দেখিবা মাত্র মনের প্রকৃতি একবারে পরিবর্ত্তিত হয়, ইহা তাঁহারা পূর্ব্বে কখন বিশ্বাস করিতেন না। নিমাইয়ের মুখ দেখিয়া তাঁহাদের চিত্তে নানাবিধ ভাবের উদয় হইতে লাগিল। প্রথমে বুঝিলেন যে, এ বস্তুটির অন্তরে মলা মাত্র নাই, এবং ইহাঁর সমুদায় গুণই আছে। কিন্তু তাহার পরে ক্রমে মনে অন্যান্য নানাবিধ ভাবের তরঙ্গ উঠিতে লাগিল। সে কি ভাব, তাহা তাহারা পরস্পরে যে কথা কহিতে লাগিলেন, তাহাতেই প্রকাশ পাইতে লাগিল। যথা, একজন আর একজনকে বলিতেছেন, "এই ব্রাহ্মণ-কুমারটিকে দেখিয়া কেন আমার প্রাণ কান্দিয়া উঠিতেছে? কেন আমার বুক ফাটিয়া যাইতেছে?"

এইরূপে ঘাটের পথে লোক দাড়াইয়া যাইতেছেন। যাঁহারা ঘাটে যাইতেছিলেন, তাঁহারা আর ঘাটে গমন না করিয়া দাড়াইয়া থাকিলেন। স্নান করিয়া কি জল লইয়া যাঁহারা গৃহে যাইতেছিলেন, তাঁহারা অমনি দাঁড়াইয়া গেলেন। এইরূপে সেখানে ক্রমেই জনতা হইতে লাগিল।

যখন ভারতী বলিলেন যে, তিনি নিমাইকে সন্ন্যাস-মন্ত্র দিবেন না, তখন শ্রীগৌরাঙ্গ করপুটে বলিলেন, "গোসাঞি! আপনি আমার নিকট প্রতিশ্রুত আছেন, আর সেই নিমিত্ত কৃতার্থ হইতে আমি আসিয়াছি।" ভারতী এ কথার উত্তর আগেই মনে যোজনা করিয়া রাখিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন, "সে কথা আমি পালন করিতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু সন্ন্যাসের সময় আছে। পঞ্চাশ বৎসর উত্তীর্ণ না হইলে রাগ নিবৃত্তি হওয়া কঠিন বলিয়া, তাহার পূর্ব্বে কাহাকে সন্ন্যাস-ধর্ম্ম দেওয়া কর্ত্তব্য নয়।"

তখন শ্রীগৌরাঙ্গ বিনীতভাবে বলিলেন, "গোসাঞি! আমি তোমার আগে কি বলিতে জানি। পঞ্চাশ বৎসর উত্তীর্ণ না হইলে যদি সন্ন্যাস ধর্ম্ম দিতে নাই, তবে যাহাদের অল্প আয়ু তাহাদের উপায় কি? আমি ভব-সাগরে হাবুডুবু খাইতেছি, তুমি আমাকে উদ্ধার কর, করিয়া দয়াময়ের কার্য্য কর।"

ভারতী বলিতেছেন, "তোমার সন্তান-সন্ততি হয় নাই, তোমার জননী বর্ত্তমান, আমি তোমাকে সন্ন্যাস দিতে পারিব না। তোমার যেখানে ইচ্ছা সেখানে যাইয়া মন্ত্র গ্রহণ কর।" শ্রীগৌরাঙ্গ বলিলেন, "গোসাঞি!" আমাকে আর পরীক্ষা করিবেন না। শ্রীকৃষ্ণ ভজনের নিমিত্ত এই জনম, আমি বৃন্দাবনে যাইয়া তাঁহার ভজন করিয়া জনম সফল করিব। আমার আর বিলম্ব সহিতেছে না, আমি সংসারডোরে আবদ্ধ আছি। আপনি আমাকে খালাস করিয়া দিউন। আপনি আমার জননী প্রভৃতির কথা বলিতেছেন, আমি তাঁহাদের প্রত্যেকের নিকট অনুমতি লইয়া আসিয়াছি, এখন কেবল আপনার কৃপা সাপেক্ষ রহিয়াছে।"

কাটোয়ায় যত লোক দাঁড়াইয়া, তাঁহারা সমুদায় কথা শুনিতেছেন। যাঁহারা পাছে দাঁড়াইয়া, তাঁহারা আগের লোকের নিকট উপরি উক্ত কথা-বার্ত্তার প্রত্যেক আখর শুনিতেছেন। যাঁহারা কুলবধূ, তাঁহারা তাঁহাদের জ্যেষ্ঠাগণের নিকট শুনিতেছেন। তাঁহারা সকলে শুনিলেন যে, ঐ ভুবন-মোহন যুবকটি, তাঁহার অতি বৃদ্ধা জননীর একমাত্র পুত্র। আবার তাঁহার নবযৌবনা পত্নী আছেন। এ সমুদায় ফেলিয়া তিনি সন্ন্যাস করিতে আসিয়াছেন। তাঁহারা আরো শুনিলেন যে, নদিয়ায় যে অবতার হইয়াছেন, তিনিই এই যুবক। যত লোক দাঁড়াইয়া তাঁহারা তখন আপনাকে ভুলিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের সম্মুখে যে কাণ্ড হইতেছে, তাহাতে তাঁহাদের সমুদায় ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি ও চিত্ত নিয়োজিত হইতেছে। সকলের তখন চির দিনের সমস্ত বাসনা গিয়া, উহার স্থানে নূতন একটি বাসনা উদয় হইয়াছে। সেটি এই যে, যেন এই নবীন পুরুষ-রত্ন সন্ন্যাসী না হন। ভারতীরও সেই ইচ্ছা দেখিয়া, সকলে তাঁহার প্রতি বড় কৃতজ্ঞ হইয়াছেন। যখন কথাবার্ত্তা হইতেছে, সকলেই কাণ পাতিয়া শুনিতেছেন। সকলেই নীরব। যখন কাহার একটি আখর শুনিতে ব্যাঘাত হইতেছে, অমনি চুপে চুপে তিনি তাঁহার পার্শ্বে যিনি দাঁড়াইয়া, কি কথা হইল তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন। যখন ভারতী দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হইয়া বলিলেন যে, যুবক-টিকে সন্ন্যাস দিবেন না, তখন কি পুরুষ কি নারী সকলেই আনন্দধ্বনি করিয়া উঠিলেন।

ভারতী বলিতেছেন, "তোমার মাতা ও পত্নী তোমাকে অনুমতি দিয়াছেন, শুনিয়া আমি বিস্ময়াবিষ্ট হইলাম। তাঁহারা ধন্য! তবে সম্ভবতঃ তাঁহারা

জানেন না, যে, সন্ন্যাস-আশ্রম পদার্থটি কি। এ আশ্রমে কত দুঃখ, নিশ্চিত তাঁহারা কিছুই জানেন না। নিমাই! তোমাকে আমি হৃদয়ের কথা বলি। তুমি তোমার আত্মীয়-স্বজনের, ও এ জগতের অতি যতনের ধন। তোমার অঙ্গ স্ত্রীলোক হইতেও কোমল। তুমি কখন দুঃখ কাহাকে বলে জান না। তোমাকে সন্ন্যাস দেওয়া আমার কোন ক্রমে উচিত নয়। প্রথমতঃ এরূপ করিলে আমি তোমার জননী ও পত্নী-বধের ভাগী হইব। তাহার পরে সন্ন্যাসের দুঃখ তুমি বহু দিন সহ্য করিতে পারিবে না, তুমি আপনিও প্রাণে মরিবে। আমি এ কাজ করিলে জগতে নিন্দার ভাগী হইব, আর পরকালে দণ্ড পাইব। আমি সন্ন্যাসী, আমার হৃদয়ের যত কোমল ভাব সমুদায় আমি শুষ্ক করিয়া ফেলিয়াছি। তুমি আমার কেহ নহ, তবু তোমাকে সন্ন্যাস দিব, এ কথা মনে করিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। এখন ভাব দেখি, তোমার জননীও পত্নীর কি দুঃখ হইবে? নিমাই! ঐ চেয়ে দেখ! এই সমুদায় লোক তোমাকে কেহ চিনে না, তুমি সন্ন্যাস করিবে শুনিয়া ইহারা হাহাকার করিয়া রোদন করিতেছে।"

তখন নিমাই সাশ্রুনয়নে তাহাদের পানে চাহিলেন, অমনি যাঁহারা পদস্থ ব্যক্তি, তাঁহারা বলিয়া উঠিলেন, "বাপু হে এমন কাজ কখন করিও না।" একজন বলিলেন, "বাপু! এই সুন্দর দেহে, এই যৌবনকালে, কৌপীন পরিলে দেশের লোক পাগল হইয়া যাইবে।" স্ত্রীলোকেও নানা কথা বলিতে লাগিলেন। এমন কি কুলবধূগণ, অবগুণ্ঠন দ্বারা যাঁহাদের মুখাবৃত, তাঁহারাও মাথা নাড়িতে লাগিলেন।

তখন শ্রীগৌরাঙ্গ সকলকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন, "তোমরা আমার বাবা ও মা, কারণ তোমাদের আমার প্রতি স্নেহ সেইরূপ দেখিতেছি। যদি আমার অঙ্গে রূপ থাকে, যদি আমার যৌবন উদয় হইয়া থাকে, তবে এই বেলা আমাকে শ্রীবৃন্দাবনে পাঠাইয়া দিন, যেখানে আমার প্রাণেশ্বর, আমার নয়নানন্দ, আমার একমাত্র গতি ও সুখ, শ্রীকৃষ্ণ আছেন।"

এই কথা বলিতে বলিতে শ্রীগৌরাঙ্গ বাহ্য হারাইলেন। তখন, "আমি বৃন্দাবনে যাব, আমার প্রাণনাথের সেবা করিব," এই ভাবে আনন্দে অচেতন হইয়া, দুই বাহু তুলিয়া কটি দোলাইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। অমনি মুকুন্দ সমুদায় ভুলিয়া গিয়া কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। নিতাই, পাছে কাটোয়ার কঠিন মাটিতে শ্রীনিমাই পড়িয়া আঘাত পান, এই ভয়ে দুই হাত

পসারিয়া নিমাইয়ের পাছে পাছে বেড়াইতে লাগিলেন। কাটোয়াতে এখন নবদ্বীপ উদয় হইলেন।

চন্দ্রশেখর মনে মনে ভাবিতেছেন, "বাপ, খুব নাচ! এখানে আর বাধা দিবার কেহ নাই। তোমার মা আর নাচিতে তোমাকে বাধা দিতে পারিবেন না।"

শ্রীগৌরাঙ্গ নৃত্য আরম্ভ করিলে, নয়ন দিয়া জল ছুটিতে আরম্ভ করিল। যেমন পিচকারী দিয়া জল চলে, এইরূপ নয়ন হইতে জল ছুটিয়া সকল লোক স্নাত হইতে লাগিলেন। কিন্তু সে কিছু নহে। সকল লোকের হৃদয় একেবারে বিলোড়িত হইল, সকলে সেই রসে মজিয়া গেলেন। তখন কেহ নৃত্য, কেহ গীত, কেহ গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন, কেহ বা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। আর সহস্র সহস্র লোকে হরিধ্বনি করিতে লাগিল। মুহূর্ত্ত মধ্যে সকলেই নিমাইয়ের সন্ন্যাসের কথা ভুলিয়া গেলেন। ভারতীর তখন আবার সেই পুরাতন ভাব মনে উদয় হইল। ভাবিতেছেন, "এটি মনুষ্য নয়, দেবতাও নয়, এটি স্বয়ং—তিনি। কারণ আমার চিত্ত তাহাই বলিতেছে। ইঁহাকে আমি 'না' কিরূপে বলিব? আবার মন্ত্রই বা দিই কি বলিয়া? মন্ত্র দিলে আমাকে প্রণাম করিবেন, আর স্বয়ং ভগবান আমাকে প্রণাম করিবেন, তবে ত আমার সাধন ভজনের খুব ফল হইল!" ভারতী তখন আপনার চিত্তকে আর আপন বশে রাখিতে পারিতেছেন না। দেখিতেছেন যে, তিনি শ্রীগৌরাঙ্গের হস্তে খেলার সামগ্রীর ন্যায় অধীন হইয়াছেন। তখন উঠিলেন, উঠিয়া শ্রীগৌরাঙ্গের হস্ত ধরিয়া নানা উপায়ে তাঁহাকে নৃত্য হইতে ক্ষান্ত করাইয়া বসাইলেন।

ভারতী বলিতেছেন, "নিমাই! আমি বুঝিলাম, তুমি শ্রীকৃষ্ণ, তুমিই সর্ব্বজীবের প্রাণ।" কিন্তু এই কথা বলা মাত্র নিমাই ভারতীর দুই খানি চরণ ধরিয়া পড়িলেন, পড়িয়া তাঁহাকে কিছু বলিতে না দিয়া বলিতেছেন "গোসাঞি! এমনি দুঃখে আমি মৃত। আমার জনম বিফলে গিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ ভজন করিতে না পারায় আমার মরণ বাঁচন সমান হইয়াছে। আবার তাহার উপর আপনি আমাকে অনুচিত কথা বলিয়া হৃদয়ে ব্যথা দিতেছেন। গোসাঞি! আমাকে খালাস করিয়া দিউন, আমার প্রাণ ওষ্ঠাগত হইয়াছে। আমি বৃন্দাবনে যাই!"

ভারতী বলিতেছেন, "তুমি আমার কথা শ্রবণ কর। তুমি শ্রীভগবান,

আমাকে বধ করিতে এই অবতার লইয়াছ, বুঝিলাম। আমি ক্ষুদ্র জীব, তোমাকে রোধ করিব, আমার কি ক্ষমতা? তবে অন্যের যে গতি আমারও সেই গতি। তুমি গৃহে প্রত্যাগমন কর। তুমি এই মাত্র বলিলে যে, তুমি তোমার জননী ও পত্নীর নিকট বিদায় হইয়া আসিয়াছ। সেখানে তোমার তাঁহাদের নিকট আবার বিদায় হইতে বিচিত্র কি? অতএব তুমি গৃহে প্রত্যাগমন কর। তাঁহাদের নিকট সমস্ত পরিষ্কাররূপে বলিয়া কহিয়া, আবার বিদায় হইয়া, আইস। যাঁহাকে তুমি জননী বলিয়া ও যাঁহাকে তুমি পত্নী বলিয়া গ্রহণ করিয়াছ, তাঁহারা যদি তোমাকে সন্ন্যাসে অনুমতি করেন, তবে আমি কোন্ ছার, আমি কেন তাহাতে বাধা দিব? যদি তুমি তাঁহাদের নিকটে সমুদায় বলিয়া কহিয়া অনুমতি লইয়া আমার নিকট আসিতে পার, তবে তুমি যখন বল তখনই তোমাকে সন্ন্যাস দিব।”

ভারতী ভাবিতেছেন, “নিমাই সকলের নিকট অনুমতি লইতে পারিবেন না; যদিও পারেন তবু আমাকে আর ধরিতে পারিবেন না। তাঁহার ফিরিয়া আসিবার অগ্রে আমি কাটোয়া ত্যাগ করিয়া এমনি স্থানে চলিয়া যাইব যে, আর আমাকে খুঁজিয়া পাইবেন না।” *

এই কথা শুনিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ, “ভাল” বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। বলিলেন, “যে আজ্ঞে, আমি তাঁহাদের অনুমতি আনিতে চলিলাম।” এই কথা বলিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ নবদ্বীপ অভিমুখে ছুটিলেন। পাঠকগণ! একটু মনে চিন্তা করিলেই বুঝিবেন যে এ অবস্থায় এরূপ কার্য্য সামান্য জীব করিতে পারে না। ভক্তগণ এই অননুভবনীয় কাণ্ড দেখিয়া স্তম্ভিত হইলেন। কিন্তু যখন দেখিলেন যে প্রভু অনুমতি আনিবার নিমিত্ত প্রকৃতই নবদ্বীপ মুখো ছুটিলেন, তখন সকলে ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। নিত্যানন্দ ডাকিয়া

* এত অনুমানি ন্যাসী করিল উত্তর।
সন্ন্যাস করিবে যদি যাহ নিজ ঘর॥
সাক্ষাতে জননী ঠাঁই লইবে বিদায়।
তোর পত্নী সুচরিতা যাবে তাঁর ঠাঁই।
সাক্ষাতে সবার ঠাঁই বিদায় হইয়া।
আইসহ মোর ঠাঁই সবা বুঝাইয়া॥
মনে আছে গোরাচাঁদে করিয়া বিদায়।
আসন ছাড়িয়া আমি যাবো অন্য ঠাঁই॥ (চৈতন্যমঙ্গল।)

বলিলেন, "প্রভু! কিঞ্চিৎ অপেক্ষা করুন, আমরাও আসিতেছি।" এই কথা শুনিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ দাঁড়াইলেন।

এ দিকে শ্রীগৌরাঙ্গ যে আজ্ঞে বলিয়া নবদ্বীপ মুখো যাইতে উদ্যত হইলে, ভারতীর মনে আর এক ভাবের উদয় হইল। ভাবিতে লাগিলেন, ইনি স্বয়ং ভগবান, ইহাঁকে ত্রিজগতে কেহ রোধ করিতে পারিবে না। এই নিমিত্তই ইনি জননী ও পত্নীর নিকট বিদায় লইতে পারিয়াছিলেন, আর এই নিমিত্তই তিনি শতবার চেষ্টা করিলেও শত বারই অনায়াসে অনুমতি লইতে পারিবেন। সেখানে আমি আর কেন শ্রীভগবানকে দুঃখ দিতেছি? বিশেষতঃ একবার তাঁহারা অনুমতি দিবার কালে অবশ্য বহু দুঃখ পাইয়াছেন, তাঁহাদের সেই দুঃখ কেন আমি পুনরায় দিব? তাহার পরে, শ্রীভগবানের কাছে আমি কোথা পলাইব?" ইহাই সমুদায় ভাবিয়া ভারতী প্রভুকে ডাকিলেন, "নিমাই! তুমি প্রত্যাবর্ত্তন কর"। এই কথা শুনিয়া প্রভু আবার ফিরিয়া আসিলেন। আসিলে, ভারতী বলিতেছেন, "নিমাই, আমি তোমাকে রোধ করিতে পারিলাম না, ত্রিলোকে কেহ পারিবে না। কিন্তু একটি কথা ভাবিয়া দেখ, আমি তোমাকে সন্ন্যাস দিব। আমি তোমাকে মন্ত্র দিলে তুমি আমাকে গুরু বলিবে, তাহাতে আমি অপরাধী হইব। সুতরাং আমার তাহাতে পতন হইবে। অতএব আমি তোমার গুরু হইলাম সত্য, কিন্তু তুমি আমার ভব সাগরের কাণ্ডারি হও, দেখিও যেন আমার পরকাল নষ্ট না হয়। বাপ্! তোমার গুরুর যদি অধোগতি হয়, তবে ত্রিলোকে তোমার বড় কলঙ্ক করিবে।"

ভারতীর তখন এরূপ ভাব যেন প্রভুর চরণে পড়েন, কিন্তু তাহা করিলেন না।

এই কথা শুনিয়া সমস্ত ভক্তগণ মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন। তাঁহারা পূর্ব্বে প্রভুকে সন্ন্যাসে অনুমতি দিয়াছেন, এখন কাজেই কিছু বলিতে পারিতেছেন না, চুপ করিয়া বসিয়া আছেন। কিন্তু অন্তর পুড়িয়া ছাই হইয়া যাইতেছে। যখন ভারতী প্রভুকে সন্ন্যাস দিতে অসম্মত হইলেন, আর সেই সংকল্পে দাঢ্যতা দেখাইতে লাগিলেন, তখন তাঁহাদের একটু আশার সঞ্চার হইল। যখন প্রভু আবার নবদ্বীপে জননী ও ঘরণীর অনুমতি লইতে চলিলেন, তখন সে আশা আর একটু বৃদ্ধি হইল। এখন ভারতী প্রভুকে সন্ন্যাস দিবেন স্বীকার করিলে, সেই কথা ভক্তগণের

হৃদয়ে শেলের স্বরূপ বিন্ধিয়া গেল, তাই দাঁড়াইতে না পারিয়া বসিয়া পড়িলেন।

উপস্থিত লোক সকলে শুনিলেন যে ভারতী সন্ন্যাস দিতে অঙ্গীকার করিয়াছেন। এ কথা শুনিয়া সকলে পরম ব্যথিত হইলেন, আর অনেকে সংকল্প করিলেন যে এরূপ গর্হিত কার্য্য কখন করিতে দিবেন না। যাঁহারা পণ্ডিত, তাঁহারা ভাবিতেছেন যে, এ কাজটাই অশাস্ত্রীয়, অতএব ভারতীর সহিত শাস্ত্র বিচার করিয়া তাঁহাকে পরাস্ত করিবেন। যাঁহাদের হৃদয় কোমল, তাঁহারা ও স্ত্রীলোকে ভাবিতেছেন, পায়ে ধরিয়া এই কার্য্য বন্ধ করিবেন,— ভারতীর পায়ে ধরিবেন ও নিমাইয়েরও পায়ে ধরিবেন। যাঁহারা গোঁয়ার, তাঁহারা ভাবিতেছেন যে, প্রকৃতই যদি ভারতী এই নবীন ব্রাহ্মণ কুমারের কর্ণে মন্ত্র দিতে যান, তবে না দিতে দিলেই হইবে। মন্ত্র দিবার অগ্রেই এ স্থান হইতে, গলদেশে হস্ত দ্বারা, সন্ন্যাসীকে বহিস্কৃত করিয়া দেওয়া যাইবে।

এ দিকে প্রভু ভারতীর অঙ্গীকার শ্রবণ করিয়া অতি প্রফুল্ল হইলেন। করযোড়ে তাঁহাকে বলিলেন, "অদ্য আমি তোমার কৃপায় সুস্থ হইলাম।" ভক্তগণের পানে চাহিয়া বলিতেছেন, "মুকুন্দ! একটু কৃষ্ণমঙ্গল গান কর, আমি শ্রবণ করি। কল্য আমি সংসার বন্ধন হইতে মুক্ত হইব।" নিত্যানন্দের পানে চাহিয়া বলিতেছেন, "শ্রীপাদ! তুমি ত সব জান। বল দেখি বৃন্দাবনে গেলে কৃষ্ণ কি আমায় দেখা দিবেন? আমি ত তাঁহাকে পাইব?" নিতাই উত্তর করিতে পারিলেন না, অঝোর নয়নে ঝুরিতে লাগিলেন।

চন্দ্রশেখর প্রভুর মেশো, বলিতে গেলে এক মাত্র তিনিই তাঁহার পিতৃস্থানীয় অভিভাবক। তাঁহাকে প্রভু অনেক সময় বাপ বলিতেন। শচী তাঁহার স্ত্রীর জ্যেষ্ঠা ভগ্নী, ও বিষ্ণুপ্রিয়া তাঁহার বধূমাতা। তাঁহাদিগকে আশ্বাস দিয়া আসিয়াছেন যে, নিমাইকে বাড়ী ফিরাইয়া আনিবেন। তিনি ভাবিতেছেন, তাঁহাকে নিমাইয়ের জননী ও তাঁহার বধূমাতার নিকট যাইয়া বলিতে হইবে যে, তাঁহাদের সেই হৃদয়ের ধন কৌপীন পরিয়া পলায়ন করিয়াছে। ভাবিতেছেন, "আমি এ সংবাদ লইয়া যাইব না। মা গঙ্গা আছেন, তাহাতেই প্রবেশ করিব, তাহা হইলে আমার সব দুঃখ যাইবে। যে পারে, সে এ সংবাদ শচীদেবীকে ও বধূমাতাকে বলুক গিয়া।"

মুকুন্দ কৃষ্ণমঙ্গল গাইতে লাগিলেন, আর শ্রীগৌরাঙ্গ অমনি নৃত্য করিতে লাগিলেন, নিত্যানন্দ প্রভুকে ধরিতে উঠিলেন। ভিন্ন লোকে যাঁহারা উপ-

স্থিত ছিলেন, তাঁহারা হরি হরি ধ্বনি করিতে লাগিলেন। কাটোয়ার লোক সারি সারি আসিতে লাগিলেন। যিনি আসিতেছেন, তিনি আসিবামাত্র দলে মিশিয়া যাইতেছেন, আর ভক্তিরসে বিবশীকৃত হইতেছেন। হরিধ্বনি শুনিয়া লোক দৌড়িয়া আসিতেছে। তাহার পরে খোল করতাল, আসিতে লাগিল, দলে দলে সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইতে লাগিল। খোল, করতাল, হরি, ও কীর্ত্তন ধ্বনিতে কাটোয়া টলমল করিতে লাগিল। তখন ভিন্ন গ্রামস্থ লোক সব সেই শব্দ শুনিয়া আসিতে লাগিল। আবার কেহ বা গ্রামে আপনার নিজ জনকে ডাকিতে দৌড়িলেন। তাঁহারা এরূপ অভিনব ও মধুর রস পান করিতেছেন যে, সঙ্গীর অভাবে দুঃখ পাইতেছেন। নিজ প্রিয় জনকে উহার অংশ দিতে ইচ্ছা করিতেছেন, এমন কি নিজ জনকে অংশ না দিয়া আপনি ভাল করিয়া রসাস্বাদ করিতে পারিতেছেন না। তিনি নিজ জনকে ডাকিতে দৌড়িলেন, নিজ জনকে ডাকিলেন, "ওরে শীঘ্র আয়, শীঘ্র দেখে যা। তাঁহার ভাব দেখিয়া শুধু নিজ জন পশ্চাতে দৌড়িল এরূপ নয়, গ্রামের অন্য লোকও দৌড়িল। এইরূপ দশ দিক হইতে লোক আসিতে লাগিল। প্রভু যে কি শক্তি প্রকাশ করিলেন তাহা অননুভবনীয়। কাটোয়া নগর জনপূর্ণ হইল ভক্তির তরঙ্গে লোক একেবারে পাগল হইয়া উঠিল।

সারা নিশি এই কাণ্ড হইল। প্রভাতে গদাধর ও নরহরি আসিয়া উপস্থিত *। তাঁহাদিগকে দেখিয়া, প্রভুর নিজজন ভাবিয়া, লোকে পথ ছাড়িয়া দিল, তাঁহারা আসিয়া "হা প্রভু" বলিয়া শ্রীগৌরাঙ্গের চরণে পড়িলেন। প্রভুর তখন একটু বাহ্যজ্ঞান হইল। তিনি দুই জনকে উঠাইলেন, উঠাইয়া অতি আনন্দের সঙ্গে বলিলেন, "আসিয়াছ ? বেশ করিয়াছ।" এই কথা শুনিয়া নরহরি ও গদাধরের প্রাণ আরও বিদীর্ণ হইয়া গেল। প্রভাত হইয়াছে। একটু পরে শ্রীগৌরাঙ্গ সন্ন্যাস গ্রহণ করিবেন। সারা নিশি নিত্যানন্দ বক্রেশ্বর, দামোদর প্রভৃতি ভক্তগণে ও আগন্তুক অসংখ্য লোকে আনন্দে নৃত্য করিয়া যাপন করিয়াছেন। কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, তাঁহারা নাচেন কেন ? ইহা ত নাচিবার কথা নয় ? শ্রীগৌরাঙ্গ সন্ন্যাস লইবেন, আর তাঁহারা নাচিতেছে ! তাঁহাদের হৃদয় কি এত কঠিন ?

ইহার উত্তর এই যে, শ্রীগৌরাঙ্গ সকলকে নাচাইলেন, তাই সকলে

* নবদ্বীপ হতে গদাধর নরহরি।
আসিয়া মিলিল তারা বলি হরি হরি ॥ —(চৈতন্যমঙ্গল।)

নাচিলেন। পাঠকগণের স্মরণ থাকিতে পারে, শ্রীবাস মৃত পুত্রকে আঙ্গিনায় শোয়াইয়া রাখিয়া নৃত্য করিয়াছিলেন। "ভক্তিতে মন নিবিষ্ট হইয়াছে," ইহার অর্থ আর কিছুই নয়, কেবল এই যে, মনোভৃঙ্গ শ্রীভগবানের পাদপদ্ম-মধু পান করিতেছে। যখন মনোভৃঙ্গ সেই পাদপদ্মমধু পান করে, তখন ভক্ত উন্মত্ত হইয়া সমুদায় দুঃখ ভুলিয়া যান, জগতে যে দুঃখ আছে ইহা মনে ধারণা করিতে পারেন না, এবং তাঁহার বোধ হয়, যেন ত্রিজগতকে লইয়া সেই ত্রিজগতের কর্ত্তা দিবা নিশি আনন্দে নৃত্য করিতেছেন। উপস্থিত যে অসংখ্য লোক আসিয়াছেন, তাঁহারা ভগবানের পাদপদ্ম-মধু আস্বাদ পূর্ব্বে জানিতেন না। এই প্রথমে আস্বাদ করিয়া আনন্দে বিভোর হইয়া সারা নিশি নৃত্য করিলেন। এখন প্রভাত হইলে তাঁহাদের স্মরণ যে, সুখের নিশি পোহাইয়াছে, দুঃখের দিন আসিয়াছে।

কাটোয়ায় তখন কি তরঙ্গ উঠিয়াছিল, আমি তাহা কি বর্ণনা করিব? সে ঢেউ অদ্যাপি রহিয়াছে। আমার সেই সোণার চাঁদের চাঁচর কেশ গুলি অদ্যাপি কাটোয়ায় আছেন। ভক্তগণ তাহা গঙ্গা তীরে প্রোথিত করিয়া, তাহার উপর একটি স্তম্ভ করাইয়া দিয়াছেন।

পাছে তাঁহার সন্তানগণ জীবের প্রতি অত্যাচার করে বলিয়া, দয়াময় প্রভু, দ্বারকাতে তাঁহার সন্তান-সন্ততিগণ সঙ্গে করিয়া লইয়া গেলেন। এ অবতারে সেই নিমিত্ত তিনি সন্তান উৎপাদন করিলেন না। প্রভু আমার এ জগতে আসিয়াছিলেন, তাহার চিহ্নের মধ্যে সেই কেশ গুলি আছেন।

অদ্য এই নৃত্যকারী সোণার-পুতুলটি কাঙ্গালের বেশ ধরিবেন, ধরিয়া বৃক্ষ-তলবাসী হইবেন, এই কথা একই কালে সকলের মনে উদয় হইয়া উঠিল। "সে কি? তা হবে না। তা করিতে দেওয়া হইবে না, ইহাও সকলে ভাবিতেছেন। ইহাও ভাবিতেছেন, এই যুবকটিকে সন্ন্যাস করিতে দেওয়া না দেওয়া তাহাদের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। এই যুবক আর এই সন্ন্যাসী যদি এরূপ যুক্তি করে, এই লক্ষ লোকের অনিচ্ছায় তাহারা কি করিতে পারে? জন কয়েক বিজ্ঞলোক অগ্রসর হইয়া প্রভুকে বলিতেছেন, "তুমি গৃহে ফিরিয়া যাও।" প্রভু অমনি তাহাদের পানে সাশ্রুনয়নে এরূপ কাতরভাবে চাহিয়া করযোড়ে ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন যে, তাঁহারা কান্দিয়া ব্যাকুল হইলেন। তাঁহারা প্রকৃতই ক্ষমা দিলেন, তাঁহারা

লাগিলেন, "না, আমরা পারিলাম না। তোমরা আর কেহ যাইয়া নিষেধ কর। নিষেধ করিলে তাঁহার যে দুঃখ উদয় হয়, তাহা আমরা সহ্য করিতে পারিলাম না।" আবার একদল সাহস বান্ধিয়া যাইতেছেন। প্রভু বলিতেছেন, "আমি শ্রীকৃষ্ণ-ভজন করিতে যাইতেছি, সুতরাং আমার দুঃখের সম্ভাবনা কি? বাবা! তোমারা পাগল হলে? আমি না অভাগ্য ছাড়িয়া ভাগ্য আহরণ করিতে যাইতেছি?"

প্রভু এই কথা গুলি এরূপ ভাবে ও এরূপ কণ্ঠস্বরে বলিতেছেন যে, যাঁহারা তাঁহার মন ফিরাইতে গিয়াছিলেন, তাঁহারা ভাবিতেছেন, "তা বটে ত? ইনি ত ভাল কথাই বলিতেছেন? ইনি ত সাধু পথই অবলম্বন করিতেছেন। আমাদের ইহাঁকে নিষেধ না করিয়া, বরং ইহাঁর এই পথ অবলম্বন করাই কর্ত্তব্য।"

এইরূপে দলে দলে, সাহস করিয়া, হাসিতে হাসিতে, হস্তে মায়া-রজ্জু লইয়া প্রভুকে বন্ধন করিতে যাইতেছেন, আর প্রভু তাঁহাদিগকে নানা উপায়ে কাঁদাইয়া নিরস্ত করিতেছেন।

তাঁহারাও নিরস্ত হইয়া বলিলেন, "কই, আমরাও পারিলাম না। তোমরা আর যদি কেহ পার, তবে যাও।"

গর্ব্বিত স্ত্রীলোকে কর্ত্তৃপক্ষীয়গণকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, "তোমরা সরিয়া যাও, আমরা দুটা কথা বলে দেখি।" তাঁহারা বলিতেছেন, "ও গো বাছা! তোমার না মা আছেন? লোকে বলিতেছে, তাই শুনিতেছি যে, তোমার জননী ও ঘরণী আছেন। তুমি যদি এ কাজ কর, তবে আমরাই দুঃখে সকলে মরিয়া যাইব। তখন, বাপু, তোমার মায়ের ও ঘরণীর কি দশা হইবে, একবার ভাবিয়া দেখ দেখি?"

প্রভু তাঁহাদিগকে বলিতেছেন, "মা! তোমরাই আমার জননী, আমার প্রতি তোমরা একটু দয়া কর। আমার হৃদয় কৃষ্ণের নিমিত্ত অনন্ত আগুনে দিবানিশি দগ্ধ করিতেছে। আমার জননীকে আমি ইচ্ছায় কি ফেলিয়া আসিয়াছি? আমি তিষ্ঠাইতে না পারিয়া আমার হৃদয়ের জ্বালা নিবাইতে বৃন্দাবনে যাইতেছি।" ইহা বলিয়া, উঠিয়া দাঁড়াইয়া, করযোড়ে তাঁহাদিগকে বলিতেছেন, "মা! আমি তোমাদের সন্তপ্ত পুত্র, আমাকে তোমার আশীর্ব্বাদ কর, যেন আমি ব্রজে কৃষ্ণ পাই।"

প্রভু যখন করুণ-স্বরে করুণনয়নে চাহিয়া এই কথা বলিলেন, রমণীগণ তখন বুঝিলেন যে, নিমাইকে নিবৃত্ত করা তাঁহাদের কার্য্য নয়।

হঠাৎ এ কথা মনে হইতে পারে যে, "উপস্থিত অসংখ্য লোকে কি একটি যুবককে নিষেধ করিতে পারিল না, এ কথা আমরা কিরূপে বিশ্বাস করি?" কিন্তু একটু শান্ত হউন। পূর্ব্বকালে যখন দুর্ব্বলা যুবতী পতির চিতারোহণ করিতে যাইতেন, তখন কি লোকে তাঁহাকে নিষেধ করিতে পারিত না? তাঁহার পিতা, মাতা, ভ্রাতা, শ্বশুর, শাশুড়ী, দেবর, গুরু, পুরোহিত, সকলে তাঁহাকে প্রাণপণে নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করিত। যদি তাহার সন্তান থাকে তাহাকে সেই সতীর কোলে বসাইয়া দেয়, আর সে মাতার গলা ধরিয়া কান্দে। উপস্থিত সহস্র সহস্র লোকে তাহাকে নিষেধ করে, নানা মত ভয় দেখায়। কিন্তু একটি বালক অপেক্ষাও যে দুর্ব্বলা, সেই রমণী উপস্থিত সকলকে করায়ত্ত করে, ও তাহারাই আবার তাহার আজ্ঞা শুনিয়া তাহাকে চিতায় বসাইয়া তাহাতে অগ্নি প্রদান করে। কেন? কারণ সতীকে নিবারণ করিতে পারে না। সতীকে রোধ করিতে না পারিয়া তাহার অনুগত হয়। মনুষ্যের বাহু বল আর কত টুকু? নিমাই-য়ের বল তাহা অপেক্ষা অধিক।

তবে শ্রীনিমাই সন্ন্যাস করিবেন বলিয়া, লোকে এত অধীর কেন-হইতেছে, সে সম্বন্ধেও দুই একটি কথা বলিতেছি। কোন একটি স্ত্রী লোক মরিতেছে, তাহা দেখিয়া ভিন্ন লোকে বিগলিত হয় না। কিন্তু সেই স্ত্রীলোক যদি সতী হইতে যায়, তবে সেই ভিন্ন লোকে কাঁদিয়া আকুল হয়,—কেন? যাঁহারা সতী-দাহ স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছেন, তাঁহাদের মুখে শুনিয়াছি যে, যে স্থানে এই ঘটনা হয়, তাহার চতুষ্পার্শ্বের লোক হাহা-কার করিয়া রোদন করিতে থাকে। সকলের সংসারে ঔদাস্য উদয় হয়, ও ভগবানের চরণের দিকে মন ধাবিত হয়। কেহ কেহ বা সতীদাহ দর্শন করিয়া সন্ন্যাসী, কেহ বা কিয়ৎকালের নিমিত্ত পাগলও হইয়া যায়। এমন কি, যে স্থানে এই ঘটনা হয়, তাহার চতুষ্পার্শ পবিত্র হইয়া যায়।

ইহার কারণ এই যে, ধর্ম্মের নিমিত্ত যে ত্যাগ, উহা দর্শনে লোকের মন স্বভাবতঃ দ্রবীভূত হয়। শ্রীভগবান যে আছেন, আর শ্রীভগবদ্ভজন যে জীবের সর্ব্বপ্রধান কার্য্য, ইহা অপেক্ষা ইহার আর বড় প্রমাণ হইতে পারে না, যে, ধর্ম্মের নিমিত্ত যে ত্যাগ তাহা দর্শন করিলে জীবের মন বিগলিত ও

পবিত্র হয়। ঐরূপ যদি কেহ সংসারের সুখ ত্যাগ করিয়া কৌপীন পরিধান ও হস্তে দণ্ড-কমণ্ডলু ধারণ করিয়া বৃক্ষতলবাসী হন, তাহা দর্শন করিলেও লোকের মন স্বভাবতঃ দ্রবীভূত হয়। যদি কাহার সন্ন্যাস গ্রহণ দেখিয়া মন বিগলিত না হয়, তবে সে ভণ্ড, কি তাহার সন্ন্যাসে কোন ত্যাগ স্বীকার নাই। যথা, যদি এমন কোন কাঙ্গাল, সন্ন্যাসী হয়, জগতে যাহার ত্যাগ করিবার ধন জন কি কোন সম্পত্তি নাই, তবে তাহার সন্ন্যাসের নিমিত্ত লোকে তত বিগলিত হয় না।

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, শ্রীগৌরাঙ্গ সন্ন্যাস করিবেন, যদি তাঁহার মনে ছিল, তবে তাঁহার জননী গত হইলে সন্ন্যাস করিলে, কি মোটে বিবাহ না করিলে ভাল হইত। কিন্তু তাহা হইলে তাঁহার সন্ন্যাসে এত কারুণ্য রসের উদয় হইত না। শ্রীগৌরাঙ্গের সন্ন্যাস এখন স্মরণ করুন। তাঁহার শোকাকুল জননীর বয়ঃক্রম সপ্তষষ্ঠি, আর তিনি তাঁহার একমাত্র সন্তান। তাঁহার ঘরণীর বয়ঃক্রম চতুর্দ্দশ বৎসর। নিমাইয়ের সম্পত্তির অবধি নাই। তাঁহার বয়ঃক্রম চতুর্ব্বিংশতি। তাঁহার রূপের তুলনা নাই। আবার প্রেমে কমল-নয়ন দিয়া অনবরত ধারা পড়িতেছে। এই বস্ত্র ছিন্ন কাঁথা গায়ে দিয়া, সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া, পথের কাঙ্গাল হইতেছেন। ইহা দেখিয়া যদি কাটোয়ার লোকে বিগলিত হইয়াছিলেন, তবে তাঁহাদের অপরাধ কি?

শুধু তাহা নয়। শ্রীগৌরাঙ্গের শ্রীমূর্ত্তি দর্শনে লোকের চির দিনের সঞ্চিত পাপ ক্ষয়, হৃদয় নির্ম্মল, ও প্রেম-ভক্তির উদয় হয়। তাঁহার মুখে হরিধ্বনি শ্যামের মুখের মুরলীর ন্যায়, উন্মাদকারী। তাঁহার নৃত্য দর্শনে সমস্ত অঙ্গ বিবশীকৃত হয়। কাটোয়ার লোকে তাঁহাকে দর্শন করিতেছেন, তাঁহার মুখে হরিধ্বনি শুনিতেছেন। সেই সুবর্ণের পুত্তলী তাঁহাদের সম্মুখে নৃত্য করিতেছেন। অতএব কাটোয়ার লোকের অপরাধ কি?

শুধু তাহাও নয়। যদি এই সমুদায় ত্যাগ করিয়া শ্রীনিমাই কাঙ্গাল হইতেছেন বলিয়া, একটু দুঃখ প্রকাশ করিতেন, তবু লোকের দুঃখের একটু লাঘব হইত। কিন্তু তাহা নয়। সন্ন্যাসী হইবেন বলিয়া, যেন নিমাইয়ের আনন্দ ধরিতেছে না। তাই গর্ব্বিতা রমণীগণ শ্রীগৌরাঙ্গকে যাইয়া বলিতেছেন, "বাপু হে! তুমি দুঃখে কাতর না হইয়া আনন্দে নাচিতেছ কেন? উহা ত আর দেখা যায় না। তোমার আনন্দ দেখিয়া আমাদের হৃদয় আরও বিদীর্ণ হইতেছে।"

তখন সে স্থল ক্রন্দনময় হইল। যাঁহারা তখনই উপস্থিত হইয়াছেন, তাঁহারা লোকের ভিড়ে অগ্রবর্ত্তী হইতে না পারিয়া অগ্রের লোকের নিকট জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "ব্যাপারটা কি? সে কথায় কে উত্তর দিবে, উত্তর দিতে কাহারও ক্ষমতা কি ইচ্ছা হইতেছে না। তাহার বার বার আকিঞ্চনে হয় ত কেহ উত্তর দিল, "ব্যাপার কি? অগ্রবর্ত্তী হইয়া দর্শন কর্। শুন নাই কি, যে, ইনি সন্ন্যাসী হইতেছেন?" আগন্তুক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, "উনি! উনি কে?" ইহাতে যিনি উপস্থিত ছিলেন, তিনি উত্তর এইরূপ দিলেন, "উনি কে, শুন নাই? উনি নিমাই, আজ বৃদ্ধা জননী ও যুবতী স্ত্রীকে ফাঁকি দিয়া সন্ন্যাসী হইতেছেন।"

আগন্তুক ব্যক্তি ভাবিতেছেন, "নিমাইপণ্ডিত ত ইহাঁর আপনার কেহ নহেন, তবে তাঁহার জন্য ইনি এরূপ শোকাকুল কেন হইতেছেন? শুধু ইহাও নহে, সকলেই দেখি কান্দিয়া কান্দিয়া পাগল হইতেছে।" সে ব্যক্তি আবার জিজ্ঞাসা করিতেছে, "নিমাইপণ্ডিত সন্ন্যাসী হইতেছেন তাহাতে তোমার কি? তুমি কান্দ কেন?" এখন যিনি উপস্থিত তাঁহার এ কথায় উত্তর দিবার কিছু নাই। উত্তর দিতে না পরিয়া একটু ভাবিয়া বলিতেছেন, "তুমি জান না তাই বলিতেছ, তার মায়ের আর নাই। তাঁহার মায়ের কি উপায় হইবে?" আগন্তুক তবু বুঝিতে পারিতেছেন না। তিনি আবার জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "ভাল, তাঁহার মায়ের আর কেহ নাই, তিনি কান্দুন। তুমি কান্দ কেন?" ইহাতে যিনি উপস্থিত তাঁহার আর কোন উত্তর রহিল না। তখন বিরক্ত হইয়া আগন্তুককে বলিতেছেন, "এখানে দাঁড়াইয়া ফুটনী না করিয়া একটু এগাইয়া দেখ, তুমিও আমার মত কান্দিবে।"

সপ্তদশ অধ্যায়।

অল্প বয়সে নিমাই রে, ও তোর কে মুড়ালে মাথা।

প্রাচীন বারাসিয়া।

এই অবস্থা। যদি লোকের শোক একটু শিথিল হয়, তবে নিমাইয়ের কাণ্ড দেখিয়া আবার উহা শত গুণ উথলিয়া উঠিতেছে। নিমাই কখন আনন্দে দুই বাহু তুলিয়া নানা ভঙ্গিতে নৃত্য করিতেছেন, যেন তাঁহার আনন্দ ধরিতেছে না। কখন বা বৃন্দাবন দিকে চাহিয়া, "আমি এলাম, আমি এলাম" বলিয়া, (যেন তাঁহাকে কেহ ডাকিতেছেন ও তিনি তাঁহার উত্তর দিতেছেন) সেই দিকে যাইবার চেষ্টা করিতেছেন, আর ভক্তগণ ধরিয়া রাখিতেছেন। নিমাই অমনি চেতনালাভ করিয়া ভারতীকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "আর কত বিলম্ব ?"

কাটোয়ায় ক্রন্দনের রোল উঠিল। কেহ আপনা আপনি বসিয়া কান্দিতেছেন। কেহ বা আর ঐ স্থানে থাকিতে না পারিয়া দূরে বসিয়া কান্দিতেছেন। কেহ উচ্চৈঃস্বরে, কেহ নীরবে, রোদন করিতেছেন। কেহ এত অধীর হইয়াছেন যে, কান্দিতে পারিতেছেন না, বুক চাপড়াইতেছেন, বা ভূমিতে গড়া গড়ি দিতেছেন। কেহ "কি হোলো" "কি হোলো" বলিয়া অন্যের নিকট সান্ত্বনা পাইবার নিমিত্ত সাহায্য চাহিতেছেন, কিন্তু কেহই তাহা দিতে পারিতেছেন না। কেহ কোন মান্য লোকের চরণ ধরিয়া বলিতেছেন, "তুমি যাইয়া মানা কর। কখন সন্ন্যাসী হইতে দিও না। তুমি অবশ্য পরিবে।" কোন কোন রমণী প্রায় উন্মাদিনী অবস্থায় লোকের ভিড় উত্তীর্ণ হইয়া, এলো থেলো কেশে, নিমাইয়ের সম্মুখে ছিন্নমূল তরুর ন্যায় পড়িয়া বলিতেছেন, "বাপ, তুমি সন্ন্যাসী হইও না।" অন্য রমণী জনা জনার উপাসনা করিয়া বলিয়া বেড়াইতেছেন, "ওরে, তোরা দাঁড়াইয়া কি দেখিতেছিস ? শীঘ্র উহার জননীকে সংবাদ দে। তিনি লোক পাঠাইয়া বান্ধিয়া বাড়ী লইয়া যাউন।"

কেহ বা বাহ্য হারাইয়াছেন, অচেতন হইয়া পড়িয়া আছেন। কেহ একেবারে উন্মাদ হইয়াছেন। কেহ বা প্রলাপ বকিতেছেন। এমন কি, কেহ ভাবিতেছেন, তিনিই শচী, ও "নিমাই কোলে আয়" বলিয়া তাঁহাকে কোলে করিতে যাইতেছেন। কেহ ভাবিতেছেন, তিনি বিষ্ণুপ্রিয়া, আর সেই ভাবে তিনি শিরে করাঘাত করিতেছেন। কেহ বা অধিরূঢ় ভাব প্রাপ্ত হইয়া, তিনিই নিমাই, মনে এই ভাব উদয় হওয়াতে, নিমাইয়ের মত নৃত্য করিতেছেন।

ইহার মধ্যে আবার বহুতর খোল করতাল আসিয়া উপস্থিত, এবং অনেক সংকীর্ত্তনের দল হইয়াছে। তাহারা এখানে ওখানে মহা কলরব করিয়া "হরি হরয়ে নমো" গাইতেছেন, আর হরিবোল বলিয়া নৃত্য করিতেছেন।

ভক্তগণ ভাবিতেছেন, প্রভুর সন্ন্যাস না হইতেই এই, হইলে না জানি কি হইবে।

এ দিকে শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভাতে গম্ভীর স্বরে চন্দ্রশেখর আচার্য্যকে বলিলেন, "বাপ! এ কার্য্যের যে নিয়ম আছে তাহা তুমি সমুদায় কর। আমি তোমাকে প্রতিনিধি করিলাম।"

এ আজ্ঞায় চন্দ্রশেখরের মনে কি উদয় হইল তাহা অনুভব করা যাইতে পারে। তিনি প্রভুর পিতৃস্থানীয়। শচীর বিশ্বাস তাঁহার খ্যাপা ছেলে অনেকটা অন্যের পরামর্শে খ্যাপাম করে। নিমাই তাহাদের আপনার কেহ নহেন, তাহা হইলে খ্যাপাইত না। চন্দ্রশেখর নিজ জন, তিনি অবশ্য নিমাইয়ের খ্যাপামতে উৎসাহ দিবেন না। ইহা ভাবিয়া বাছিয়া চন্দ্রশেখরকে তাঁহার পুত্র ফিরাইয়া আনিতে পাঠাইয়াছেন। সেই চন্দ্রশেখরকে প্রভু বলিতেছেন, "তুমি আমার প্রতিনিধি হইয়া আমার সন্ন্যাসের সহায়তা কর!" চন্দ্রশেখর ভাবিতেছেন, "প্রভুর যেরূপ গতিক, যদি আমি না থাকিয়া শচী দেবী এখানে থাকিতেন, হয় ত তাহা হইলে তাঁহাকেই আজ্ঞা করিতেন যে, 'মা! তুমি সন্ন্যাসের সমুদায় উদ্যোগ কর।' এ আজ্ঞাটী আমাকে না করিয়া অন্যকে করিলে ভাল হইত। আমি শচী দেবীকে ও বধূমাতাকে যাইয়া কি বলিব? ইহাই ত বলিতে হইবে যে আমি আপন হাতে তাঁহাদের দুর্ল্লভ ধনকে, বাড়ী না আনিয়া, জলে ভাসাইয়া দিয়া আসিয়াছি? প্রভু! তুমি চিরদিন বড় নিকরুণ। আমি এই কার্য্য করি, আর তুমি আনন্দে নৃত্য

কর। যাহা হউক আমি আর নদিয়ায় যাইব না, গঙ্গায় প্রবেশ করিব।"

চন্দ্রশেখর মনে যাহাই ভাবুন, মুখে বিরুক্তি করিতে সাহস হইল না। কেবল, "যে আজ্ঞা" বলিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু তাঁহার আর বড় কিছু করিতে হইল না। সন্ন্যাসোপযোগী সমুদায় দ্রব্য যাহা প্রয়োজন, লোকে শুনিবা মাত্র, আপনা আপনি আনিতে লাগিল। যখন সতীদাহ হয়, তখন শত শত লোকে কান্দিতে কান্দিতে কাষ্ঠ আহরণ করে। তেমনি কান্দিতে কান্দিতে লোকে দধি, মিষ্টান্ন, বস্ত্র, ফুল, চন্দন, প্রভৃতি সামগ্রী ভারে ভারে আনিয়া উপস্থিত করিতে লাগিল। আয়োজনের স্থান পুরিয়া গেল। চন্দ্রশেখর স্নান করিয়া স্বয়ং কৃষ্ণ পূজা করিতে বসিলেন!

এমন সময় নাপিত আইল। নাপিত কেন আইলেন, তাহা শ্রীভগবান জানেন। তাঁহার আসিবার ইচ্ছা মাত্র ছিল না। কাটোয়ায় নাপিতের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা তিনি পদস্থ, তাই বলিয়া তাঁহাকে ডাকা হইল, আর তিনি আসিলেন। নাপিত আসিবার সময় সকলে পথ ছাড়িয়া দিল, কারণ সন্ন্যাসের প্রধান সহায় নাপিত। সে মুহূর্ত্তে তিনিও একজন প্রধান নায়ক। নাপিতের যেন কোন দুঃখ নাই, স্বচ্ছন্দ মনে আসিতেছেন, আর সেইরূপে নিশ্চিন্ত ভাবে প্রভুর আগে দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসিলেন, "কি আজ্ঞা, ঠাকুর?"

প্রভু কি বলিলেন, তাহা প্রাচীন পদে এইরূপে বর্ণিত আছে—

খালাস কর হে নাপিত বৃন্দাবনে যাই।
তোরে কৃপা করিবেন কৃষ্ণ দয়াময়॥

নাপিত বলিলেন, "ঠাকুর! এই কাটোয়ায় নাপিত ঢের আছে, যাহাকে পার ডাক, আমা হতে তোমার ও কাজ হবে না।"

তখন প্রভু বলিতেছেন, "হরিদাস! তুমি উপবেশন কর। আমার প্রাণনাথ শ্রীকৃষ্ণকে তল্লাস করিতে আমি বৃন্দাবনে যাইব। আমার এই কেশগুলি আমাকে বন্ধন করিয়া রাখিয়াছে। আমি সেই বন্ধন দশায় বড় দুঃখ পাইতেছি, তুমি আমাকে খালাস কর, কৃষ্ণ তোমাকে কৃপা করিবেন।"

নাপিত বলিতেছেন, "ঠাকুর, তুমি ত বল্লে তোমাকে খালাস করিয়া দিতে। আর আমি তার উত্তর করিলাম যে ঢের নাপিত আছে, তাহাদের কাহাকে ডেকে নিয়ে এসো, আমা হতে হবে না।"

প্রভু বলিলেন, "নাপিত, তুমি আমাকে খালাস করিয়া দাও, তোমার

সৌভাগ্য হইবে, বংশ বাড়িবে, ও তুমি সর্ব্বপ্রকারে সুখী হইবে। অন্তিমে তুমি বৈকুণ্ঠে বাস করিতে পারিবে।"

নাপিত বলিলেন, "আমি সৌভাগ্য চাহি না, যাহা আছে তাহাও যাউক। আমার কুষ্ঠ হউক, আমার অঙ্গ গলিয়া তাহাতে পোকা হউক। আবার তুমি বৈকুণ্ঠের লোভ দেখাইতেছ? আমার সঙ্গে আমার বংশ ঘোর নরকে যাউক। ঠাকুর, আমা হতে তোমার ও কাজ হবে না।"

শ্রীভগবান, জননী, ঘরণী, ভক্তগণের নিকট বিদায় হইয়া, ভারতীকে বাধ্য করিয়া শেষে ক্ষুদ্র নাপিতের নিকট পরাস্ত হইয়া বসিয়া থাকিলেন। একটু পরে প্রভু মুখ তুলিয়া বলিলেন, "হরিদাস! আমার কেশ মুণ্ডনে তোমার আপত্তি কি? কি অপরাধে তুমি আমাকে এরূপ দুঃখ দিতেছ?"

নাপিত ঐরূপ মুখ তুলিয়া বলিলেন, "তুমিও কি ত্রিজগতে আর নাপিত পাইলে না? আমিই বা তোমার চরণে কি অপরাধ করিয়াছি যে, এত নাপিত থাকিতে তুমি আমাকে এ কাজ করিতে বল? ঠাকুর! যেরূপ গতিক দেখিতেছি, তাহাতে তুমি সন্ন্যাসী না হইয়া ছাড়িবে না। তুমি এক কাজ কর। ইচ্ছা হয় তুমি সন্ন্যাস কর, কিন্তু মাথা ক্ষৌরি করিও না।" ।

প্রভু একটু হাসিলেন, হাসিয়া বলিলেন, "হরিদাস! মুণ্ডন না করিলে হয় না। মুণ্ডন করা সন্ন্যাসের নিয়ম।"

মোর ভাগ্য নাশ প্রভু যাউক সর্ব্বথায়।
কেমনে বা হাত দিব তোমার মাথায়॥
যদি মোর কুষ্ঠ হয় গলি যায় অঙ্গ।
বংশ ঘোর নরকে যাক শুনহ গৌরাঙ্গ॥ (চৈতন্যমঙ্গল।)

এ গ্রন্থের অনেক স্থানে চৈতন্যমঙ্গল হইতে উদ্ধৃত আছে, তাহা ছাপার পুস্তকে নাই। নাপিতের সহিত প্রভুর যে কথা বার্ত্তা তাহা ছাপার চৈতন্যমঙ্গলে সমুদায় নাই। কাঁকড়া হোসেনপুর নিবাসী শ্রীপ্রাণবল্লভ চক্রবর্ত্তী এখনকার একজন প্রধান চৈতন্যমঙ্গল গীত গায়ক। তাঁহাদের ঘরে প্রথমে লোচনের পদ সুরে গাঁথা হয়। তাঁহারা পুরুষ পুরুষানুক্রমে এই চৈতন্যমঙ্গল গীত গাইয়া আসিতেছেন। তাঁহারা বলেন, তাঁহাদের ঘরে লোচনের নিজ হস্ত লিখিত চৈতন্যমঙ্গল আছে, সেই পুস্তকের প্রতিরূপ এক খণ্ড তাঁহাদের ছিল, সেখানি তাঁহারা আমাকে দিয়াছেন, ও উহা আমার নিকট আছে, এবং উহা হইতেই উপরের কয়েক ছত্র লওয়া হইল।

। যে কর সে কর তুমি না কর মুণ্ডন। (চৈতন্যমঙ্গল।)

নাপিত বলিলেন, "তবে আর তোমার সন্ন্যাস করা হইল না, আমি ত পারিবই না, আর কোন নাপিতে যে পারিবে তাহাও বোধ হয় না। আমি চির দিন বড় কঠিন, তবু আমি পারিতেছি না, অন্যে কেন পারিবে? ঠাকুর, তোমাকে মনের কথা বলি। অনেকের মস্তক মুণ্ডন করিয়াছি, কিন্তু তোমার যেমন সুন্দর কেশ, এমন কেশ আমার বাবার কালে আমি দেখি নাই। এই সুন্দর কেশ কি আমি ক্ষুর দিয়া কাটিতে পারি? তাহা পারিব না। লাভ হতে ক্ষৌর করিতে গিয়া হাত কাঁপিলে, তোমার মাথা কাটিয়া ফেলিব, ফেলিয়া আমার লাভ ত অনেক, আমারি সর্ব্বনাশ হইবে।"

তখন প্রভু অতি করুণস্বরে মিনতি করিয়া নাপিতকে বলিতেছেন, "হরিদাস! বিলম্বে আমার হৃদয় বিদরিয়া গেল। তুমি কৃষ্ণ-ভক্ত, আমি তোমার সেই ঠাকুরের অন্বেষণে যাইতেছি। আমাকে খালাস করিয়া দাও। হরিদাস! আমি তোমাকে মিনতি করি।"

নাপিত এক দৃষ্টে নিমাইয়ের মুখ দেখিতেছেন, একটু দেখিয়া বলিতেছেন, "বুঝেছি! তাই বল, আমি ভাবিতেছিলাম তোমার নিমিত্ত আমার এখন করিয়া প্রাণ কান্দিতেছিল কেন? তুমি সেই সকলের নাথ, সকলের কর্ত্তা শ্রীকৃষ্ণ! আমি মূর্খ বলিয়া তুমি আমাকে ফাঁকি দিতেছ। ঠাকুর, আমি অতি হীন, অতি নীচ জাতি, তুমি কি আমাকে বধ করিতে এবার ধরাধামে আসিয়াছ? ঠাকুর! আর এক জনকে ডাক।"

প্রভু দেখিলেন বড় বিপদ, তখন কতক মিনতি, কতক আজ্ঞার ভাবে বলিলেন, "হরিদাস! তুমি আমার বন্ধন মোচন করিয়া দাও, সন্ন্যাসের শুভক্ষণ আসিতেছে, আর বিলম্ব করিতে পারি না। তুমি আমাকে বন্ধন দশায় রাখিয়া যে দুঃখ দিতেছ, তাহা একবার মনে কর। আমার উপকার কর, আমি তোমাকে মিনতি করিতেছি।"

নাপিত অনেকক্ষণ প্রভুর সহিত যুদ্ধ করিয়াছে। প্রভুর সহিত যখন তাহার কথাবার্ত্তা হয়, তখন সকলে একেবারে চুপ করিলেন। সকলে নিবিষ্ট হইয়া অবুঝ ভক্তে ও চক্রী ভগবানে যুদ্ধ দেখিতে লাগিলেন। নাপিতের প্রথমে জয় দেখিয়া সকলে তাহাকে সাধুবাদ করিতে লাগিলেন। শেষে শ্রীভগবান না পারিয়া, প্রভুত্বের সহায় লইয়া, নাপিতকে আজ্ঞা করিলেন। তখন নাপিত নাচার হইয়া পরাজয় স্বীকার করিলেন। নাপিত প্রভুকে বলিতেছেন, "যদি আমি তোমার আজ্ঞা পালন করি, তবে আমার হৃদয় ফাটিয়া

যাইবে। আবার তুমি ভগবান, তোমার আজ্ঞা যদি না পালন করি, তাহা হইলেও সর্ব্বনাশ। ঠাকুর! তুমি আর একটি বিবেচনা কর। আমার যে কাজ তাহাতে পায়ের নখ ফেলিতে হয়। আমার এই হাত তোমার মাথায় দিব, আবার সেই হাত কাহার পায়ে দিব? ইহাতে আমার ও তাহার সর্ব্বনাশ করিব। ঠাকুর! আমি তোমার নাপিত, ত্রিজগতের মধ্যে ধন্য, আবার কাহার নাপিতের কার্য্য করিব?"

প্রভু তখন বলিলেন, "হরিদাস! তুমি তোমার ব্যবসায় ত্যাগ করিয়া মধুমদকের ব্যবসায় অলম্বন কর। তুমি আমাকে কৃপা করিয়া খালাস করিয়া দেও, কৃষ্ণ তোমাকে কৃপা করিবেন।

প্রভু কহে নিজগুণে দেহ ত সন্ন্যাস।
"হইও না সন্ন্যাসী নিমাই মুড়াইও না কেশ॥"
কাঞ্চন নগরের লোক সব মানা করে।
"সন্ন্যাস না কর বাছা ফিরে যাও ঘরে॥"
পঞ্চাশের উর্দ্ধ হলে রাগের নিবৃত্তি।
তবে ত সন্ন্যাস দিলে হয় ত উচিত॥
এ বোল শুনিয়া প্রভু বলে এই বাণী।
"তোমার সাক্ষাতে গুরু কি বলিতে জানি॥
পঞ্চাশ হইতে যদি হয় ত মরণ।
তবে আর সাধু সঙ্গ হইবে কখন॥"
এ বোল শুনিয়া কহে ভারতী গোসাঞি।
"সন্ন্যাস দিব রে তোরে শুন রে নিমাই॥"
এ কথা শুনিয়া প্রভু আনন্দ উল্লাস।
নাপিত ডাকাইল তবে মুড়াইতে কেশ॥
নাপিত বলেন' "প্রভু করি নিবেদন।
"এরূপ মনুষ্য নহে এ তিন ভুবনে॥
তব শিরে হাত দিয়া ছোঁব কার পায়।
যে বল সে বল প্রভু কাঁপে মোর গায়॥
কার পায়ে হাত দিয়া কামাইব নিতি।
অধম নাপিত জাতি মোর এই রীতি॥"
এ বোল শুনিয়া কহে বিশ্বম্ভর রায়।
"না করিও নিজ বৃত্তি ঠাকুর কহয়॥

[ও পিঠে]

তখন নাপিত অধোবদনে অঝোর নয়নে কান্দিতে লাগিলেন। নাপিত যখন পরাস্ত হইলেন, তখন সকলের আশা ফুরাইল। নাপিত যে প্রভুকে মুণ্ডনের আপত্তি করিতেছেন, তাহাতে লোকের কোন আশার সঞ্চার হওয়া অন্যায়, যেহেতু যে ব্যক্তি শচী বিষ্ণুপ্রিয়ার সম্মতি লইয়াছেন, তিনি কি আর নাপিতের মত করিতে পারিবেন না? কিন্তু জীবের ধর্ম্মই এই, যিনি নাস্তিক, কিছুই মানেন না, তিনিও বিপদকালে শান্তি স্বস্ত্যয়ন, কি নীচ লোকের দ্বারা দৈব ক্রিয়া করিয়া থাকেন। যখন নাপিত মুণ্ডন করিতে স্বীকার হইল, তখন সকলে বুঝিলেন সর্ব্বনাশের সময় উপস্থিত। নিমাই সংসারের বাহির হইল। নিমাই গেল, আর রাখিবার উপায় নাই। ভারতী কর্ণে মন্ত্র দিলেই হয়। কেবল সেই এক কার্য্য বাকী। এখন ভারতী যদি মন্ত্র না দেন, তবেই নিমাইকে ঘরে রাখিলেও রাখা যাইতে পারে। অতএব ভারতীকে মন্ত্র দিতে দেওয়া হইবে না'। ইহাই ভাবিয়া সকলে ভারতীকে ঘিরিয়া ফেলিলেন।

বিজ্ঞলোকে বলিতে লাগিলেন, "ভারতী ঠাকুর, তুমি এরূপ বালককে সন্ন্যাস দিয়া অশাস্ত্রীয় কাজ করিও না। পঞ্চাশের পূর্ব্বে কাহাকে সন্ন্যাস দিতে নাই। তুমি এরূপ অশাস্ত্রীয় কার্য্য করিয়া কেবল নারী-বধের ভাগী হইবে। কারণ ইহার বৃদ্ধা জননী আছেন, নব-যুবতী ঘরণী আছেন, তাঁহার আবার সন্তান সন্ততি হয় নাই।"

ভারতী বলিলেন, "শাস্ত্রের তাৎপর্য্য যে, পঞ্চাশের পূর্ব্বে রাগের নিবৃত্তি হয় না বলিয়া সন্ন্যাস দিতে নাই। কিন্তু এ বস্তুটি মনুষ্য নয়, তাহা আপনারা সকলে দেখিতেছেন। তাহার পরে ইনি ইহাঁর জননী ও ঘরণীর সম্মতি লইয়া সন্ন্যাস করিতেছেন।" বিজ্ঞগণ ভারতীর এইরূপ উত্তরে একটু বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "গোঁসাঞি, তুমি দেখিতেছ না যে, অসংখ্য লোক দুঃখে ও শোকে অধীর হইয়াছে? তুমি একটু কৃপা করিলেই লোকের এই দুঃখ অপনীত হয়।"

ভারতী মনে ভাবিতে লাগিলেন যে, তাঁহার উপর অত্যাচার হইতেছে,

কৃষ্ণের প্রসাদে জন্ম গোঁয়াইবে সুখে।
অন্ত কালেতে গমন হইবে বিষ্ণুলোকে।"
কাঞ্চন নগরের লোক কাতর হৃদয়।
বাসুঘোষ যোড় হাতে ভারতীরে কয়॥

যেহেতু তিনি নিরপরাধী, তবে লোকের নিকট তাহা প্রমাণ করিবার নিমিত্ত তাঁহার প্রবৃত্তি হইতেছে না। ভারতী একটু বিদ্রূপভাবে বিজ্ঞ-জনের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আমি সন্ন্যাসী, আমার ত দয়া মায়া না থাকিবার কথা। এই যে বস্তুটি, ইনি বালক, এখন ইহার হৃদয় নবনীতের ন্যায় কোমল আছে। ইহার নিমিত্ত তোমরা শোকাকুল আছ। আমাকে উপাসনা না করিয়া কেন ইহাকে বুঝাইয়া পড়াইয়া নিবৃত্তি কর না?"

বিজ্ঞ-জন বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "ঠাকুর! এ তোমার অন্যায় কথা। ইহার কি এখন জ্ঞান আছে। ইনি প্রেমে উন্মাদ, হয় ত আমাদের কথা ইহার কর্ণে প্রবেশও করিবে না। তোমার ত সহজ জ্ঞান আছে, তুমি কেন এরূপ গর্হিত কাজ কর!"

তখন বলবান যুবকগণ আর সহ্য করিতে না পারিয়া, বিজ্ঞজনকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন, "আপনারা একটু সরিয়া যাউন। সন্ন্যাসী বড় কঠিন, এ অনুনয় বিনয়ের কাজ নয়। যেমন রোগ তেমনি ঔষধ আমরা দিতেছি।" ইহাই বলিয়া যুবকগণ অতি ক্রুদ্ধ হইয়া সন্ন্যাসী যে স্ত্রীলোকের ন্যায় অবধ্য, ইহা ভুলিয়া যষ্টি হস্তে করিয়া, ভারতীকে ঘিরিয়া ফেলিল। তাহারা সকলে তর্জ্জন গর্জ্জন আরম্ভ করিল, গালি দিতে লাগিল, এমন কি মারিতে উদ্যত হইল। কেহ বা ইহাও বলিতে লাগিল, যে, "সন্ন্যাসী ঠাকুর বড় একটি শীকার পাইয়াছেন, আর লোভ সম্বরণ করিতে পারিতেছেন না।" কেহ বলিল, "তোকে বধ করিলে পাপ নাই। তুই সন্ন্যাসী নয়, তুই হিংস্র পশু।" কেহ বলিল, "আর বিলম্ব কি? তর্জ্জন গর্জ্জনের কাজ নহে। দেখিতেছ না নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া আছে। চতুর সন্ন্যাসী ভাবিতেছে, যে, এ কেবল ভয় দেখান হইতেছে। সকলে উহাকে ধর, ধরিয়া স্কন্ধে করিয়া লইয়া চল, তাহার পরে নৌকায় উঠাইয়া গঙ্গার ওপারে লইয়া ফেলিয়া দিয়া এস।"

ভারতী তখন উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, "তোমরা আমাকে যদি বধ করিতে পার, তবে বন্ধুর কার্য্য করিবা। এই যে বস্তুটি দেখিতেছ, ইনি স্বয়ং পূর্ণ-ব্রহ্ম সনাতন। ইহাঁকে আমি রোধ করিতে পারিলাম না। ত্রিজগতে কেহ পারে না। তাহা যদি পারিত, তবে এই যে ওঁর পিতৃস্থানীয় ওঁর মেশো সম্পর্কীয় আচার্য্য রত্ন বসিয়া আছেন, উনি কি পারি-

তেন না? তবে আমি বাধ্য হইয়া গোলোকের অধিকারীকে কৌপীন পরাইয়া কাঙ্গালের বেশ ধরাইতেছি, এ দুঃখ আমার চিরদিন থাকিবে। এ কলঙ্ক আমার কিছুইতেই যাইবে না। ত্রিজগতের ভক্তমাত্রেই আমাকে শাপ দিবে। অতএব, তোমরা দয়া করিয়া আমাকে বধ কর, করিয়া আমার যন্ত্রণা দূর কর।" ইহা বলিয়া ভারতী উচ্চস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। তাঁহার চিরদিনের উপার্জ্জিত যত জ্ঞান তাহার এক বিন্দুও আর তখন রহিল না। তখন প্রভুকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "বাপ নিমাই! তোমার মনে কি এই ছিল। তখন লোকে বুঝিলেন ভারতী নিরপরাধী।

এদিকে আকুল নাপিতকে শ্রীগৌরাঙ্গ অতিশয় মিনতি করিয়া কাতর স্বরে ডাকিয়া বলিলেন, "হরিদাস! শুভক্ষণ উপস্থিতপ্রায়। আমাকে সংসার বন্ধন হইতে মোচন করিয়া দাও, আমি বৃন্দাবনে যাই।" নাপিত তখন বাহ্য পাইলেন, পাইয়া প্রভুর অগ্রে বসিলেন। নাপিত কাঁপিতেছে, প্রভু তাহাকে সাহস দিতে লাগিলেন।

গৌর-ভক্তগণ চিরদিন জীবগণকে এই বলিয়া দোষিয়া থাকেন যে, তাহারা তাহাদের প্রভুকে ঘরের বাহির করিল। জীব কুকর্ম্মান্বিত না হইলে, কি মুগ্ধ থাকিয়া তাঁহাকে অগ্রাহ্য না করিলে, তাঁহার সন্ন্যাস গ্রহণ করিবার কোন প্রয়োজন হইত না। ভক্তগণ দুঃখে বলিয়া থাকেন, "জীব! তোকে ধিক্। তুই সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর শ্রীভগবানকে কৌপীন পরাইলি?" কিন্তু জীবের পক্ষ হইয়া আমি একটি কথা বলি। শ্রীভগবান যখন সন্ন্যাস-ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, তখন জীবমাত্রে, কি ভক্ত, কি অভক্ত, কি নিজ জন, কি ভিন্ন জন, সকলেই সন্তপ্ত-হৃদয়ে ধূলায় গড়াগড়ি দিয়াছিলেন।

যখন নাপিত প্রভুর অগ্রে বসিলেন, তখন বোধ হইল যেন ত্রিভুবন হাহাকার করিয়া উঠিল। উপস্থিতগণ "কি হ'লো, কি হ'লো" বলিয়া ঢুপ ঢাপ করিয়া ধুলায় পড়িয়া গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন, কেহ একেবারে মূর্চ্ছিত হইলেন। কেহ সংজ্ঞা হারাইলেন, আর বহুদিন সংজ্ঞালাভ না করিয়া "নিমাই নিমাই" বলিয়া পথে পথে রোদন করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। সে পরের কথা। প্রভুর নিজ জনের তখন অচেতন হইলে চলিবে না, জানিয়া, তাঁহারা বুকে পাষাণ বান্ধিয়া, বসিয়া থাকিলেন। কিন্তু তাঁহারা বস্ত্রে মুখ ঝাঁপিলেন। * আমি এখানে লেখনী রাখিলাম। মহা-

* মুণ্ডনের কালে বস্ত্র মুখে দেয় ঝাপ। — (চৈতন্যমঙ্গল)

জনগণ যে এই স্থানটি বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা হইতে কিছু কিছু আমি উদ্ধৃত করিয়া দিব।

এতদিন পরে, শ্রীজগন্নাথ মিশ্র যে স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন যে, নিমাই সন্ন্যাসী হইয়াছেন, আর অনন্ত কোটি লোকে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ তাঁহাকে নতি করিতে করিতে যাইতেছে; শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়ার যে বাসর-ঘরে যাইতে পায়ে উছট লাগিয়াছিল; ব্রাহ্মণ যে শাপ দিয়াছিল, "নিমাই পণ্ডিত! তোমার সংসার সুখ নাশ হউক," শাস্ত্রে যে ভগবানের সহস্র নামের মধ্যে এই পদ আছে, যথা;—"সন্ন্যাস কৃৎ শমো শান্তো নিষ্ঠা শান্তি পরায়ণঃ," এ সমুদায় সফল হইতে চলিল।

নাপিত অগ্রে বসিলেন। নিকটে যাঁহারা ছিলেন, তাঁহারা বস্ত্র দ্বারা মুখাবৃত করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। নাপিত প্রভুর চরণ স্পর্শ করিবা মাত্র নাপিত প্রেমে অধীর হইলেন। তাঁহার কার্য্য করিবেন কি, প্রেমে থর থর কাঁপিতে লাগিলেন, নয়ন বহুল পরিমাণে জল দ্বারা আবৃত হওয়ায়, তিনি একেবারে অন্ধ হইলেন।

এ দিকে যাঁহারা পশ্চাতে, তাঁহারা শুনিলেন প্রভু ক্ষৌর করিতে বসিয়াছেন। তখন সকলে নিরাশ হইয়া, যাহার যেরূপ প্রকৃতি সেইরূপ তাঁহার মনের বেগ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। সেইদণ্ডে অনেকে মনে স্থির করিলেন যে তাঁহারা আর গৃহে যাইবেন না। কেহবা এরূপ সংকল্পও করিলেন যে, নবীন সন্ন্যাসীর সঙ্গে সঙ্গে বনে গমন করিবেন। কেহবা মনে মনে বুঝিলেন যে, পাগল হইতেছেন। সহজ জ্ঞান কাহারও রহিল না। পশ্চাৎ দিক হইতে সকলে অধৈর্য্য হইয়া উচ্চৈঃস্বরে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, "মুণ্ডন কতদূর হইল?" "মুণ্ডন কি সমাপ্ত হইল?" "মুণ্ডন কি হইতেছে?"

কিন্তু মুণ্ডন হইবে কি? নাপিত তখন ক্ষুর রাখিয়া নৃত্য করিতেছে! একবার নৃত্য করিতে করিতে অগ্রে আসিয়া ভূমি লুণ্ঠিত হইয়া প্রভুর চরণে প্রণাম করিতেছে, আবার উঠিয়া প্রভুকে অগ্রে করিয়া নৃত্য করিতে করিতে পশ্চাৎ দিকে যাইতেছে। প্রভু স্বয়ং মোহিত হইয়া সেই ভঙ্গির নৃত্য দেখিতেছেন! আবার প্রভু মনের বেগ সম্বরণ করিয়া কাতর স্বরে বলিতেছেন, "হরিদাস! শুভক্ষণ উপস্থিত প্রায়, তুমি আমাকে খালা।

কর।" এ কথা শুনিয়া নাপিত যেন জাগ্রতোত্থিতের ন্যায় চমকিয়া উঠিয়া ক্ষৌর করিতে বসিতেছে।

কিন্তু নাপিতের হাত কাঁপিতে লাগিল, হাঁতের ক্ষুর পড়িয়া গেল, শেষে কাঁপিতে কাঁপিতে আপনি ধূলায় পড়িয়া গেল, পড়িয়া গড়ি দিতে লাগিল। প্রভু তখন তাহার গাত্রে পদ্ম হস্ত বুলাইতে লাগিলেন, নাপিত আবার শান্ত হইয়া উঠিয়া বসিল। কিন্তু একা নাপিতের অপরাধ নয়, প্রভুও মাঝে মাঝে ক্ষৌর রাখিয়া এক একবার নৃত্য করিতেছেন।

প্রভু বলিতেছেন, "হরিদাস! আমাকে একটু ক্ষমা দাও, আমি অল্প একটু নৃত্য করিয়া লই।" বৃদ্ধ মাতা ও নবীন ঘরণী ত্যাগ করিয়া, সন্ন্যাস লইবেন বলিয়া, ক্ষৌর হইতে বসিয়া, "আমি একটু নৃত্য করিয়া লই" এ কথা বলে, এরূপ অধিকার ত্রিজগতে এক আমাদের প্রভু ছাড়া আর কাহারও নাই।

আবার কখন বা নাপিতের কর ধরিয়া দুই জনে নৃত্য করিতেছেন। নিমাইয়ের যিনি অতি কৃপাপাত্র তাঁহার কর ধরিয়া তিনি নৃত্য করিতেন। এরূপ ভাগ্য অতি অল্প জীবের হইত। নাপিতের উপর বড় সদয়। নাপিত তাঁহাকে খালাস করিতেছে। এইরূপে ক্ষৌর কার্য্য আর হয় না। শ্রীচৈতন্য ভাগবত হইতে এই কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিলাম—

হেন যে কারুণ্য প্রভু গৌর-চন্দ্র করে।
শুষ্ক কাষ্ঠ পাষাণাদি দ্রবয়ে অন্তরে॥
এ সকল লীলা জীবে উদ্ধার কারণ।
এই তার সাক্ষী দেখ কান্দে সর্ব্ব জন॥
প্রেম-রসে পরম চঞ্চল গৌর-চন্দ্র।
স্থির নহে নিরবধি ভাব অশ্রু কম্প॥
বোল বোল করি প্রভু উঠে বিশ্বম্ভর।
গায়েন মুকুন্দ প্রভু নাচে নিরন্তর॥
বসিলেই প্রভু স্থির হইতে না পারে।
প্রেম-রসে মহা কম্প বহে অশ্রু ধারে॥
বোল্ বোল্ করি প্রভু করয়ে হুঙ্কার।
ক্ষৌর কর্ম্ম নাপিত না পারে করিবার॥

কথং কথমপি সর্ব্ব দিন অবশেষে।
ক্ষৌর কর্ম্ম নির্ব্বাহ হইল প্রেম-রসে॥

কেশ মুণ্ডন হইল, কেশ মুণ্ডন হয়েছে এ সংবাদ মুখে মুখে ছড়াইয়া পড়িল। কেশগুলি দর্শন করিবার নিমিত্ত সকলে হুড়াহুড়ি করিতে লাগিলেন, কিন্তু উহা স্পর্শ করিতে কাহার সাহস হইল না। নাপিতের কার্য্য হইলে, প্রভু স্নান করিতে দৌড়িলেন। মুখে মুখে লোকে সে কথা শুনিল, তাহারাও দৌড়িল। সকলে গগন ভেদি হরিধ্বনির সহিত, গঙ্গায় ঝম্প প্রদান করিল। কেশব ভারতীর স্থানে, কেশব ভারতী ব্যতীত আর কেহ রহিল না।

নাপিতও তাহাই করিলেন। তিনি তাঁহার অস্ত্রগুলি লইয়া বিপদে পড়িলেন। তাঁহার সে গুলার আর প্রয়োজন নাই, তিনি আর ক্ষৌর কার্য্য করিবেন না। সেগুলি কোথাও রাখিয়া বিশ্বাস হইল না। তখন উহা মস্তকে করিয়া নৃত্য করিতে করিতে গঙ্গায় চলিলেন। গঙ্গায় প্রবেশ করিয়া অস্ত্র গুলি টান দিয়া দূরে নিক্ষেপ করিলেন।

তখন নাপিত আসি, প্রভুর সম্মুখে বসি,
ক্ষুর দিল সে চাঁচর কেশে।
করি অতি উচ্চ রব, কান্দে যত লোক সব,
নয়নের জলে দেহ ভাসে॥
হরি হরি কি না হৈল কাঞ্চন নগরে। ধ্রু
যতেক নগরবাসী, দিবসে দেখয়ে নিশি,
প্রবেশিল শোকের সাগরে॥
মুণ্ডন করিতে কেশ, হৈয়া অতি প্রেমাবেশ,
নাপিত কান্দয়ে উচ্চরায়।
"কি হৈল, কি হৈল" বলে, হাতে নাহি ক্ষুর চলে,
"প্রাণ মোর বিদরিয়া যায়॥"
মহা উচ্চরোল করি, কান্দে কুলবতী নারী,
সবাই প্রভুর মুখে চায়ে।
ধৈরয ধরিতে নারে, নয়ন যুগল ঝোরে,
ধারা বহে নয়ন বাহিয়ে॥
দেখি কেশ অন্তর্ধান, অন্তরে দগধে প্রাণ,
কান্দিছেন অবধৌত রায়।
রসিকানন্দর প্রাণ, শোকানলে আন চান,
এ দুঃখ ত সহনে না যায়॥

প্রভুর কেশের সমাধি ও নাপিতের সমাধি অদ্যাপি কাটোয়ায় বিরাজিত। নাপিতের সমাধি "মধু মদকের" সমাধি বলিয়া প্রসিদ্ধ। শুনিয়াছি সেখানে গড়াগড়ি দিলে পাপী ও তাপীর হৃদয় শীতল হয়।

প্রভু স্নান করিয়া আর্দ্র বস্ত্রে ভারতীর নিকটে আসিলেন, সঙ্গে সঙ্গে আর্দ্র বস্ত্রে সকলে হরিধ্বনি করিতে করিতে আসিলেন। প্রভু আসিতেছেন দেখিয়া ভারতী তিন খণ্ড অরুণ-বস্ত্র হস্তে করিয়া দাঁড়াইলেন, ইহার এক খানি কৌপীন, আর দুই খানি বহির্ব্বাস। ভারতীকে বস্ত্র হস্তে দাঁড়াইতে দেখিয়া নিমাই দুই হস্তে অঞ্জলি করিয়া বস্ত্র মাগিলেন। ভারতী অর্পণ করিলেন। নিমাই তখন সেই তিন খানি বস্ত্র ভক্তিপূর্ব্বক মস্তকে ধরিলেন।

নিমাই যখন কৃতার্থ হইয়া অরুণ-বসন মস্তকে করিয়া দাঁড়াইলেন, তখন যেন ত্রিভুবন গলিয়া গেল। শুধু ইহা নয়। আমার গৌর, রসিক-শেখর; সেই বস্ত্র মস্তকে করিয়া করযোড়ে সেই লোক সমুদ্রের নিকটে অনুমতি চাহিতে লাগিলেন। বলিতেছেন, "হে আমার সুহৃদগণ! বাবা, মা! তোমারা অনুমতি কর, আমি এখন ভবসাগর পার হইব। তোমরা আমায় আশীর্ব্বাদ কর, যেন আমি ব্রজে কৃষ্ণ পাই। *

এ কথায় কে উত্তর দিবে? ইহার যে একমাত্র উত্তর অর্থাৎ রোদন তাই সকলে একস্বরে করিয়া উঠিলেন। ভারতী আসনে বসিয়া, নিমাই

মুড়াইয়া চাচর চুলে, স্নান করি গঙ্গাজলে,
বলে দেহ অরুণ বসন।
গৌরাঙ্গের বচন, শুনিয়া ভকতগণ,
উচ্চৈঃস্বরে করয়ে রোদন॥
অরুণ দুখানি কাটি, ভারতী দিলেন আনি,
আর দিল একটি কৌপীন।
মস্তকে পরশ করি, পরিলেন গৌর হরি,
আপনাকে মানে অতি দীন॥
তোমরা বান্ধব মোর, এই আশীর্ব্বাদ কর,
নিজ কর দিয়া মোর মাথে।
করিলাম সন্ন্যাস, নহে যেন উপহাস,
ব্রজে যেন পাই ব্রজ-নাথে॥
এত বলি গৌররায়, উর্দ্ধমুখ করি ধায়,
দিক্ বিদিক্ নাহি মানে।
ভক্ত জনার পাছে, লোটায়ে লোটায়ে কান্দে,
বাসুদেব হা-কাঁদকান্দনে॥

মুণ্ডিত মস্তকে কৌপীন ও বহির্ব্বাস পরিধান করিয়া সন্ন্যাসীর বাম দিকে বসিলেন। সতী-দাহের সময় যখন চিতাতে অগ্নি প্রদান করা হয়, তখন লোকে চুপ করে, তাহাদের পূর্ব্বকার আর্ত্তনাদ তখন ক্ষান্ত হইয়া যায়। সেইরূপ তখন সেই অসংখ্য লোকে চুপ করিলেন, প্রভুও শান্ত হইয়াছেন। দক্ষিণ দিকে মস্তক একটু নত করিয়া ভারতীকে বলিতেছেন, "গোঁসাঞি, আমাকে স্বপ্নে কোন ব্রাহ্মণ একটি সন্ন্যাসের মন্ত্র বলিয়াছিলেন। আপনি উহা শ্রবণ করুন। দেখুন, আমাকে সেই মন্ত্র, কি পৃথক্ মন্ত্র দিবেন।" ইহাই বলিয়া চুপে চুপে ভারতীর কর্ণে, তিনি স্বপ্নে পূর্ব্বে যে মন্ত্র পাইয়াছিলেন, যাহা পাইয়া রোদন করিয়াছিলেন, তাহা বলিলেন।

সন্ন্যাসের মন্ত্র অতি গোপনে রাখা হয়, কেহ জানিতে পারেন না। শ্রীগৌরাঙ্গের মুখে সন্ন্যাসের মন্ত্র শুনিয়া ভারতী বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। এই কথা বলিলেন, "এ সন্ন্যাসের মহামন্ত্র, তুমি যে পাইবা, তাহা তোমার পক্ষে বিচিত্র কি?" আবার সেই সঙ্গে সঙ্গে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন।

ভারতীর নিকট মন্ত্র লইবার অগ্রে শ্রীগৌরাঙ্গ এইরূপে তাঁহাকে মন্ত্র দিয়া শিষ্য ও তাঁহার হৃদয়ে শক্তি সঞ্চার করিলেন। এইরূপে শ্রীভগবান প্রকারান্তরে আপনার মর্য্যাদা রাখিলেন! ভারতী মন্ত্র পাইয়া প্রেমে উন্মত্ত হইলেন।

কেশব্ ভারতী প্রভুর কর্ণে সন্ন্যাস মন্ত্র দিলেন। কেশব ভারতী তখন প্রেমে বিহ্বল হইয়াছেন, অতএব তাঁহার মুখে সে মন্ত্রের রস-শোষণ শক্তি যাইয়া রস-সঞ্চার শক্তি হইয়াছে।

কিন্তু তখনও সমুদায় কার্য্য শেষ হয় নাই। শাস্ত্র অনুসারে নিমাইয়ের তখন পুনর্জন্ম হইল, সুতরাং প্রথম আশ্রমের সমুদায় লুপ্ত হইয়া গেল, নামও গেল। এখন তাঁহার নূতন নাম রাখিতে হইবে। কেশব ভারতী ভাবিতে লাগিলেন যে, নিমাইয়ের কি নাম রাখিবেন। ভারতীর শিষ্য ভারতী হয়, কিন্তু সন্ন্যাসের যে নয় সম্প্রদায় আছে, তাহার মধ্যে ভারতী সম্প্রদায় সর্ব্বাপেক্ষা ছোট। আর নিমাই যে তাঁহার, কি কাহার শিষ্য, ইহার কোন প্রমাণ রাখিতেও তাঁহার ইচ্ছা হইল না। ভাবিতে ভাবিতে তিনি নিমাই-য়ের নাম পাইলেন। কেহ বলেন নাম দৈববাণী দ্বারা উপস্থিত হইয়া সকলের নিকট প্রকাশ হইল, কেহ বলেন স্বরস্বতী ভারতীর হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে নামটি বলিয়া দিয়াছিলেন! তখন কেশব ভারতী নিমাইয়ের বুকে

হাত দিয়া বলিলেন, "নিমাই ! তুমি জীবমাত্রকে শ্রীকৃষ্ণে চৈতন্য করাইলে, অতএব তোমার নাম হইল—

শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য।

ইহাতে কি হইল শ্রবণ করুন। শ্রীজগন্নাথ-শচী-নন্দন নিমাই, তিনি হইলেন এখন ভারতীর শিষ্য শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য। জগতের যত পুরুষ সকলেই এখন তাঁহার পিতা, যত রমণী সকলেই তাঁহার মাতা। নিমাই পণ্ডিতের বাড়ী শ্রীনবদ্বীপে, কৃষ্ণ-চৈতন্যের বাড়ী নাই, কি বাড়ী অনন্ত পথে। তিনি পূর্ব্বে শচীর ভবনে বাস করিতেন, এখন বৃক্ষতলবাসী হইলেন। যখন নিমাই পণ্ডিত কৃষ্ণ-চৈতন্য হইলেন, তখন তাঁহার পুনর্জ্জন্ম হইল; তিনি তাঁহার জননীকে ত্যাগ করিলেন, ঘরণীকে ত্যাগ করিলেন, তাঁহার নবদ্বীপ গমন করিবার আর অধিকার থাকিল না, গৃহের মধ্যে বাস করিতে আর পারিবেন না। তাঁহার আর কোন সম্পত্তি রহিল না, সম্পত্তি স্পর্শ করিতেও অধিকার রহিল না। তাঁহার সম্পত্তির মধ্যে বাঁশের এক খানি যষ্টি, যাহাকে "দণ্ড" বলে; কমণ্ডলু অর্থাৎ কাঠের কি নারিকেলের মালার জল পাত্র; এক খানি কৌপীন; আর দুই খানি বহির্ব্বাস; এবং শীত নিবারণের নিমিত্ত এক খানি ছিঁড়া কাঁথা। নিমাইয়ের কৃষ্ণ-চৈতন্য নাম ধারণ করায় তাঁহার শয্যায় শয়ন করিবার অধিকার গেল, উপকরণ সহিত অন্ন গ্রহণ করিবার অধিকার গেল। এমন কি, অঙ্গে তৈল মর্দ্দনের অধিকারও রহিল না।

কৃষ্ণচৈতন্য এখন একলা, তাঁহার ত্রিজগতে আর এখন কেহ নাই। কিরূপ একলা তাহা একটী ঘটনায় বুঝা যাইবে। প্রভুকে হারাইলেন ভাবিয়া গদাধর বিনীত হইয়া চরণে পড়িলেন, পড়িয়া বলিলেন, "আমি তোমার সঙ্গে যাইব।" তাহাতে শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য রুক্ষভাবে গদাধরকে বলিলেন,"আমি একলা, আমি অদ্বিতীয়, আমার আবার সঙ্গী কে?" গদাধর এই বাক্যে ভয়ে আর কথা কহিতে পারিলেন না।

যে মাত্র প্রভুর নামকরণ করা হইল,অমনি সেই নামটি মুখে মুখে সকলে শুনিতে পাইলেন। তখন লোকে কেহ কৃষ্ণ, কেহ চৈতন্য, বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন। কিন্তু প্রভুর সেই মুহূর্তের ভাব দেখিয়া তখনি সে কলরব থামিয়া গেল।

প্রভুর নাম যে রাখা হইল, অমনি তিনি, "আমি বৃন্দাবনে আমার

প্রাণনাথের কাছে চলিলাম, আমাকে বিদায় দাও," বলিয়া উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিলেন। কিন্তু লোক ভিড় বলিয়া দৌড় মারিবার সুবিধা পাইলেন না। এই সুযোগে ভারতী উঠিয়া, "কৃষ্ণ-চৈতন্য দাঁড়াও, ফিরিয়া আইস, তোমার দণ্ড ও কমণ্ডলু লইয়া যাও," বলিয়া ঐ দুইটা বস্তু হস্তে করিয়া প্রভুকে ডাকিতে লাগিলেন।* সেই ধ্বনি প্রভু শুনিলেন, শুনিয়া দাঁড়াইলেন, তাহার পরে ফিরিয়া আসিলেন। আসিলে, ভারতী দণ্ড ও কমণ্ডলু তাঁহার হস্তে দিলেন।

তখন প্রভু ভক্তগণের প্রতি নির্দয় ও পাষাণবৎ, ও জীবের প্রতি সদয় হইয়া, সেই লোক-সাগরের মাঝে দণ্ড ও কমণ্ডলু হস্তে করিয়া দাঁড়াইলেন। প্রথমে নিজ ভক্তগণ সকলে চরণে পড়িলেন, পড়িয়া ভূমিলুণ্ঠিত হইয়া প্রণাম করিলেন। তখন সেই অনন্তলোক সেই সঙ্গে, "গোঁসাঞি! পরিত্রাণ কর," বলিয়া প্রণাম করিলেন।

আজ আমাদের প্রাণের নিমাই "গোঁসাঞি" হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ, ভক্তের আদরে বিনম্রীকৃত হইয়া, ত্রিভঙ্গ হইয়া দাঁড়াইয়া, তাহাদের দর্শন সুখ উৎপাদন করেন। শ্রীগৌরাঙ্গ, সেই নবীন বয়সে, কাঙ্গাল বেশ ও দণ্ড-কমণ্ডলু হস্তে ধারণ করিয়া, জীবের অগ্রে হরিনাম ভিক্ষা করিতে দাঁড়াইলেন! দীর্ঘকায়, সুবলিত অঙ্গ, পরম সুন্দর, সুবর্ণ কান্তি বিশিষ্ট নবীন-পুরুষ-রতন যখন কাঙ্গাল বেশ ধরিয়া, জীবের অগ্রে কৃপা-প্রার্থী হইয়া, ছল ছল নয়নে দাঁড়াইলেন, তখন সকলেই ভাবিলেন যে, "হে ভগবান! তুমিই সাধু! তুমিই ভক্ত! তুমিই দয়াময়! তুমিই মহাজন! তুমিই ধন্য! পতিব্রতা যে স্বামীর চিতায় পুড়িয়া প্রাণ দেয়, সে তাহার নিষ্ঠা তোমার কাছেই পাইয়াছে। রাজ্য সুখ ত্যাগ করিয়া যে শক্তিতে সাধুগণ কঠোর করেন-সেও তাঁহারা তোমারই নিকট পাইয়াছেন!"

তখন বোধ হইতে লাগিল যে, অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বর দীন ভাবে, দীন বেশে, কাতর স্বরে, করযোড়ে, মনুষ্যরূপ কীটের নিকট, কৃপা ভিক্ষা করিয়া যেন বলিতেছেন, "জীবগণ! আমার সমুদায় উদ্দেশ্য বুঝিতে না পারিলে আমার উপর তোমরা ক্রোধ করিও না। আমি নিরপরাধী। আপাতত কিছু দেখিয়া তোমরা আমাকে নিন্দা কর, কিন্তু অপেক্ষা কর, ক্রমে বুঝিবে যে আমার কোন দোষ নাই। তোমরা জানিবে, আমি তোমাদের তোমাদের মঙ্গলের নিমিত্তই সব, এই যে দুঃখ দেখ ইহাও তোমাদের

* ইহার মধ্যে একটাকে (দণ্ড) আমার নিতাই খণ্ড খণ্ড করিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছিলেন।

মঙ্গলের নিমিত্ত। এই যে জগতে প্রলোভনের নানা বস্তু রহিয়াছে, ইহাও তোমাদের নিমিত্ত। আমার প্রাণ তোমাদের নিমিত্ত ব্যাকুল, তোমরা আর কত কাল আমাকে ভুলিয়া থাকিবে?" *

শ্রীগৌরাঙ্গের সর্ব্বাঙ্গ চন্দনে চর্চ্চিত, সর্ব্বাঙ্গে ফুলের মালা, রক্তবর্ণ নয়ন দিয়া শত সহস্র ধারা পড়িতেছে। বাম হস্তে কমণ্ডলু, দক্ষিণ হস্তে দণ্ড, দণ্ডে বঙ্কিমভাবে একটু আশ্রয় লইয়া উপস্থিত জনগণকে বলিতেছেন, "মা! বাবা! আমাকে অনুমতি কর, আমি ব্রজে যাই। মা! বাবা! আশীর্ব্বাদ কর, যেন ব্রজে আমার প্রাণনাথকে পাই। মা! বাবা! যাইবার বেলা আমার আর একটি ভিক্ষা। তোমরা সকলে আমার শ্রীহরিকে ভজন কর, তিনি বড় কৃপাময়।"

হে আমার কৃপাময় পাঠক মহাশয়! তুমি প্রভুকে কি ভিক্ষা দিবে না? ঐ বেশে তোমার দ্বারে প্রভুকে কিংচির দিন দাঁড় করাইয়া রাখিবে?

তখন উপস্থিতগণের সকলে এই সংকল্প করিয়াছেন, যে সংসারে আর থাকিবেন না। শ্রীগৌরাঙ্গ যখন কাঙ্গাল বেশ ধরিয়া লোক সমাজে দাঁড়াইলেন, তখন কি তরঙ্গ উঠিল তাহার একটু আভাষ মাত্র বর্ণনা করা যাইতে পারে, তাহাই করিতে আমি চেষ্টা করিতেছি। বিবেচনা কর, চতুর্দ্দশবর্ষ বয়স্কা বালিকা বিধবা হইয়াছে। বালিকার রূপের অবধি নাই, কিন্তু বাহ্য-সৌন্দর্য্যের প্রতি তাহার দৃষ্টি নাই। মস্তকে ভুবনমোহন কেশ, কিন্তু উহা এলাইয়া স্কন্ধে পড়িয়াছে। ধূলায় গড়ি দেওয়ায় কেশ ধূলাবৃত হইয়াছে। বালিকার পরিধান অপূর্ব্ব পট্টবস্ত্র, সর্ব্বাঙ্গে মণি মুক্তার ভূষণ। পতি-বিয়োগ হওয়ায় ঠাকুর ঘরে প্রবেশ করিয়াছে, সেখানে ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক আত্মসমর্পণ করিতেছে। বলিতেছে, "এ দীনা কাঙ্গালিনীকে চরণে স্থান দাও।" আবার কি করিতেছে, না, সেই পট্টবস্ত্র ত্যাগ করিতেছে, করিয়া মলিন ছিন্নবস্ত্র পরিতেছে, পরিয়া ঠাকুরের সম্মুখে সেই বহুমূল্য বস্ত্র রাখিতেছে। অঙ্গের মণি-মুক্তা উন্মোচন করিতেছে, আর ঠাকুরের অগ্রে রাখিতেছে, আর প্রফুল্ল বদনে বলিতেছে, "ঠাকুর! এ সমুদায় দ্রব্যে আমার আর প্রয়োজন নাই, অতএব তুমি গ্রহণ কর। আর উহার বিনিময়ে আমাকে তোমার শ্রীচরণের ধূলি কর।"

* আমি, প্রাণের অধিক ভাল বাসি যারে।
আমি জানি সে ত ভালবাসে না আমারে॥
লক্ষ লক্ষ জনম গেল, তবু মোরে না খুজিল,

এরূপ দর্শন যাহার ভাগ্যে ঘটে, সে যদি মদ্যপ কি লম্পট হয়, তবে সে তদ্দণ্ডে সংকল্প করে যে, সে আর তুচ্ছ সুখের নিমিত্ত কুকর্ম্ম করিবে না। যদি কন্যার পিতা, মাতা, কি অন্যান্য নিজজনে এই চিত্র দর্শন করে, তবে তাহাদের হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়, সংসারে ঔদাস্য হয়, ও শ্রীভগবানে মন আকৃষ্ট হয়। নবীন সন্ন্যাসীকে দেখিয়া জীব সকল কান্দিয়া আকুল হইলেন। সকলেই ভাবিলেন যে, আর বাড়ী যাইবেন না, পিতা আপনার পুত্র, স্ত্রী আপনার স্বামী, রুগ্ন আপনার রোগ, কুলবধূ আপনার লজ্জা, বণিক আপনার ধন ভুলিলেন।

অষ্টাদশ অধ্যায়।

এমন করে যাইস না, যাইস না,
ধীরে ধীরে চল, গজগামিনী। ধ্রু
তুই, নয়ন মুদে চলে যাবি।
প্রেমের দায়ে কি প্রাণ হারাবি॥ (রাই উন্মাদিনী)

শ্রীগৌরাঙ্গ জীবগণের নিকট কৃষ্ণ-ভজন ভিক্ষা, ও তাঁহাদের আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিয়াই পশ্চিমাভিমুখে দৌড় মারিলেন। পূর্ব্বে ঐরূপ একবার দৌড় মারিয়াছিলেন, দণ্ড-কমণ্ডলু গ্রহণ করিতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন, এবারও দৌড় মারিলেন। বার বার দৌড় মারিতেছেন কেন? মনের ভাব যে, এক নিশ্বাসে বৃন্দাবনে যাইবেন, আর বিলম্ব সহিতেছে না!

যখন শ্রীগৌরাঙ্গ পশ্চিম দিকে দৌড় মারিলেন, তখন গদাধর, প্রভুর নিষেধ নিমিত্ত যাইতে পারিলেন না, ও নরহরি, দামোদর, বক্রেশ্বর প্রভৃতি অচেতন হইয়া পড়িলেন। কিন্তু নিতাই, চন্দ্রশেখর, মুকুন্দ ও গোবিন্দ সঙ্গে সঙ্গে দৌড়িলেন। আর এই লোক-সমুদ্র প্রভুর সঙ্গে সঙ্গে দৌড়িল! হে ভক্ত! এ পদটি কি শ্রবণ করিয়াছেন?

উভ হাতে শঙ্কর * বলে।
রথ রাখ যমুনার কূলে॥

এই লক্ষ লোকে "দাঁড়াও" "দাঁড়াও" বলিয়া প্রভুর পশ্চাতে "উভ হাতে" ডাকিতে ডাকিতে দৌড়িলেন। তাঁহারা বলিতেছেন, "প্রভু দাঁড়াও, আমরাও তোমার সঙ্গে যাবো। আমাদের কোথা ফেলিয়া যাও?"

সকলের মনে বোধ হইল, যে, তাহাদিগকে ফেলিয়া যাওয়া প্রভুর নিতান্ত অস্বাভাবিক কার্য্য হইতেছে। নিমাইয়ের সঙ্গে তাঁহাদের তখন চিরদিনের নিমিত্ত বন্ধন হইয়া গিয়াছে। তখন তাঁহারা নিমাইয়ের, নিমাই তাঁহাদের। কাজেই নিমাইয়ের তাঁহাদিগকে উপেক্ষা করিয়া গমন তাঁহাদের নিকট যেন নির্ম্মোহতার কার্য্য বোধ হইতেছে। নিমাইকে রাখিবার চেষ্টা করিয়া রাখিতে পারিলেন না। নিমাই চলিলেন, তখন সকলে বলিতেছেন, "তুমি চলিলে ভাল; আমাদের নিয়া চল, আমাদের কার কাছে রাখিয়া যাও?"

---

* পদ কর্ত্তার নাম।

যখন সেই শ্লোক-সমুদ্র তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়িল, তখন শ্রীগৌরাঙ্গ প্রথমে তাহাদিগকে লক্ষ্য করিলেন না। কিন্তু অধিক দূরও যাইতে পারিলেন না। যখন শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় গমন করেন, তখন গোপীগণ রথের অগ্রে পথে শয়ন করিয়া বলিতে লাগিলেন, "বন্ধু! যদি যাইবে, তবে তোমার রথ আমাদের হৃদয়ের উপর দিয়া গমন করুক।" তখন শ্রীকৃষ্ণ কাজেই রথ হইতে নামিয়া, তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা করিয়া, তাঁহার রথের পথ পরিষ্কার করিয়াছিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ দেখিলেন, যে, তাঁহার বৃন্দাবনের পথ লোকে বন্দ করিয়াছে। লোকের ভিড়ে তাঁহার যাইবার পথ নাই। সহস্র লোকে তাঁহার গমন পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

তখন তিনি অতি মধুর বাক্যে তাঁহাদিগকে সান্তনা করিয়া যাইবার পথ করিতে লাগিলেন। গৌরাঙ্গ বলিতেছেন, "বাবা! মা! তোমরা গৃহে ফিরিয়া যাও। কৃষ্ণ কৃপাময়, তোমাদের কৃপা করুন। তোমরা গৃহে যাইয়া কৃষ্ণ-ভজন কর। আমিও শ্রীকৃষ্ণ ভজনের নিমিত্ত চলিলাম। আমি অল্প বয়সে সন্ন্যাস করিলাম, তোমরা আশীর্ব্বাদ কর, যেন আমি হাস্যাস্পদ না হই, আর যেন বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণকে পাই।"

এই কথা বলিতে বলিতে, নিত্যানন্দ, চন্দ্রশেখর, ভারতী, প্রভৃতি আসিয়া শ্রীগৌরাঙ্গকে ঘিরিয়া দাঁড়াইলেন। কেশবভারতী বলিতেছেন, "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য! আমি তোমার বিরহ সহ্য করিতে পারিতেছি না, আমি তোমার সঙ্গে যাইব, আমাকে তুমি অনুমতি কর।" শ্রীগৌরাঙ্গ বলিলেন, "গোঁসাঞির যে আজ্ঞা।"

তখন প্রভু চন্দ্রশেখরকে সম্মুখে দেখিলেন। চন্দ্রশেখর শচীর ভগিনীপতি, শচীর বাড়ীর নিকটবাসী, প্রভুর এক মাত্র নিজ-জন। ভগিনীপতি চন্দ্রশেখরকে শচী আপনি পাঠাইয়াছেন। কেন? না, আর কাহাকে তাঁহার বিশ্বাস নাই। সকলে জুটিয়া তাঁহার নিমাইকে পাগল করেছে, পাগল করে ঘরের বাহির করেছে, এই তাঁহার মনের সন্দেহ। সুতরাং নিমাইকে বাড়ীতে ফিরিয়া আনিতে পাঠাইতে কাহাকেও বিশ্বাস হয় না। যদি তাঁহার পতি শ্রীজগন্নাথ মিশ্র বাঁচিয়া থাকিতেন তবে তাঁহাকে পাঠাইতেন। তিনি নাই, কাজেই তাঁহার ভগ্নীপতি চন্দ্রশেখরকে পাঠাইয়াছেন। সেই চন্দ্রশেখর কোথায় নিমাইকে ফিরাইয়া লইয়া যাইবেন, তাহা ত করিতে পারেন নাই, অধিকন্ত নিমাইকে আপন হাতে সন্ন্যাসী করিয়াছেন। চন্দ্র-

শেখর আপনাকে শ্রীনন্দের ন্যায় দুর্ভাগ্য ভাবিতেছেন। যশোদা নন্দের হাতে দিয়া শ্রীকৃষ্ণকে মথুরায় পাঠাইয়া দেন, নন্দ পুত্রকে মথুরায় হারাইয়া বৃন্দাবনে প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন। চন্দ্রশেখর ভাবিতেছেন, "আমার শুধু হাতে নবদ্বীপে ফিরিয়া যাইতে হইবে, শচী দৌড়িয়া আসিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিবেন, 'কৈ, আমার নিমাই কৈ,' বধূমাতা বিষ্ণুপ্রিয়া লজ্জা ত্যাগ করিয়া জিজ্ঞাসু হইয়া আমার মুখ পানে চাহিবেন, তখন আমি কি বলিব?" একবার ভাবিতেছেন, গঙ্গায় প্রবেশ কবিবেন, একবার ভাবিতেছেন, নিমাইয়ের সঙ্গে যাইবেন।

নিমাই ও চন্দ্রশেখরে চারি চক্ষু মিলন হইল। নিমাই এ পর্য্যন্ত রাধা ভাবে আপনাকে হারাইয়া বসিয়া আছেন। প্রাণেশ্বরের নিকট শ্রীবৃন্দাবনে যাইবেন, এই আনন্দে উন্মত্ত হইয়া দেহ-ধর্ম্ম পর্য্যন্ত বিস্মৃত হইয়াছেন। চন্দ্র-শেখর ও তাঁহাতে নয়নে নয়নে মিলন হইলে, তাহাতে কি হইল?

অমনি মনে পড়িল নদে ভূম। ধ্রু

চন্দ্রশেখর মুখ পানে চাহিলে, নয়নে নয়ন মিলন হইল, আর নবদ্বীপ মনে হইল। তাঁহার জন্মভূমি, তাঁহার আরামের বাড়ী, তাঁহার বাড়ীর সুখের মালঞ্চ, তাঁহার গঙ্গার পুলিন, তাঁহার সমুদায় খেলার স্থান, তাঁহার প্রাণাধিক ভক্তগণ, তাঁহার পুত্র-বৎসলা মাতা, তাঁহার প্রাণ হইতে প্রিয়তমা নবীনা ভার্য্যা, এ সমস্ত তাঁহার হৃদয়ে একেবারে উদয় হইল।

মুক্ত জীবের ন্যায় সুন্দর ও মনোহর বস্তু ত্রিজগতে নাই, কিন্তু মুক্ত জীব হইতেও মুগ্ধ ভগবান আরও মনোহর ও সুন্দর! অর্থাৎ জীব মুক্ত হইয়া সুন্দর হয়েন, আর শ্রীভগবান মায়ামুগ্ধ হইয়া সুন্দর হয়েন।

তখন শ্রীগৌরাঙ্গের প্রেম-ধারার স্থানে নয়নাশ্রু সৃষ্টি হইল। নিমাই বসিলেন। বসিয়া দুই হস্তে চন্দ্রশেখরকে ধরিয়া আপন অগ্রে বসাইলেন। তাহার পরে হস্ত দ্বারা তাঁহার গলাটি ধরিয়া গদ্‌গদ হইয়া বলিতে লাগিলেন, "বাপ! শিশুকালে যখন আমার পিতৃবিয়োগ হয়, তখন তুমি আমার পিতার কার্য্য করিয়াছিলে, এখন তুমি আমার বন্ধন মোচনের সহায়তা করিয়া নিঃস্বার্থ সুহৃদের কার্য্য করিলে। বাপ! তুমি বাড়ী যাও, আমার জননীকে তুমি যাইয়া সান্ত্বনা করিও। দেখিও তিনি যেন আমার বিরহে প্রাণে না মরেন। আর যিনি আমার নিমিত্ত দুঃখ পাইবেন, সকলকে আমার মিনতি জানাইয়া বলিও যে, তাঁহাদের নিমাই এ জন্মে কেবল তাহার নিজ-জনকে

দুঃখ দিতে জন্মিয়াছিল। তাঁহাদের বলিবে, তাঁহাদের নিমাই আর ঘরে যাইবে না। আর তাঁহাদের বলিও যে, নিমাই যে দিন গদাধরের পাদপদ্ম দেখিয়াছে, সেই দিন তাহাতে তাহার প্রাণ মিশিয়া গিয়াছে। বাপ! তুমি বাড়ী যেয়ে বলিও যে, এত দিনে, যার নিমাই তারই হয়েছে।" *

এই বলিতে নিমাইয়ের কণ্ঠরোধ হইয়া গেল। বিহ্বল হইয়া তখন চন্দ্রশেখরকে, ও তিনি যাহা ও যাহাদের, এ সমুদায় একেবারে ভুলিয়া গেলেন। শুধু চন্দ্রশেখরকে নয়, আপনাকেও ভুলিলেন। তখন, "প্রাণবল্লভ! আমি এই আইলাম" বলিয়া উঠিয়া আবার দৌড় মারিলেন।

ইহাতে সেই সমুদায় লোক তাঁহার পশ্চাতে দৌড়িল, বোধ হইল যেন এই লোক সমূহকে তিনি বাঁধিয়া লইয়া চলিতেছেন! কাটোয়ার পশ্চিমে তখন বন ছিল, প্রভু সেই বনে প্রবেশ করিলেন, লোক সকলও বনে প্রবেশ করিল। প্রভু ক্রমেই নিবীড় বনে প্রবেশ করিতে লাগিলেন, লোকেও সঙ্গে সঙ্গে চলিল। কিন্তু পশ্চাতের লোকের সংখ্যা ক্রমেই কমিতে লাগিল। কারণ নিমাই দৌড়িয়া যাইতেছেন, লোকে সঙ্গে সঙ্গে চলিতে পারিতেছে না। তাহার পরে বনের মধ্যে প্রবেশ করিলে ভিন্ন লোকে প্রভুকে হারাইলেন।

কিন্তু জন কয়েক ভক্ত তাঁহাকে ছাড়িলেন না। ভক্তগণের মধ্যে কেহ কাটোয়ায় অচেতন হইয়া পড়িয়া থাকিলেন, কেহবা সঙ্গে একটু যাইয়া প্রভুকে হারাইলেন, আর কেহবা প্রাণপণে প্রভুর পশ্চাৎ ছাড়িলেন না। এই জন কয়েক, নিত্যানন্দ, চন্দ্রশেখর, মুকুন্দ, ও গোবিন্দ।

তখন শ্রীপ্রভুর অবস্থা শ্রবণ করুন। প্রভু কটির-ডোরে কমণ্ডলু বাঁধিয়াছেন, আর হাতে দণ্ড লইয়া দৌড়িয়াছেন। করোয়া বান্ধা আছে, প্রভু যেমন দৌড়িতেছেন, উহা কটিতে দুলিতেছে। বিদ্যুতের ন্যায় দৌড়িতেছেন, পশ্চাতের লোক পাছে পড়িয়া যাইতেছে, শেষে তিনি উপরি-উক্ত নিজ-ভক্তগণ ব্যতীত অন্যের আঁখির বাহির হইলেন। ভক্তগণ প্রাণপণে দৌড়িতেছেন। তাঁহাদের ভয় যে, প্রভু একবার নয়নের অন্তরালে গমন করিলে আর তাঁহাকে ধরিতে পারিবেন না।

---

* আর ত ঘরে যাব ই ত না। ধ্রু
তোমরা গৃহে যেয়ে ইহাই বলো।
এত দিনে, যার রাধা তারি হলো॥
যদি আমার কথা বাড়ী পুছে।
বলিও, পাদপদ্ম পেযে মিশায়েছে॥

নিত্যানন্দ প্রভুর সহিত দৌড়িয়া পারিতেছেন না, তখন পশ্চাৎ হইতে ডাকিতে লাগিলেন, "প্রভু! একটু অপেক্ষা করুন, আমরা আর দৌড়িতে পারি না। হে আমার ভাই! তোমার অভাগা ভাইকে ফেলিয়া কোথায় যাইতেছ?" আবার জিভ কাটিয়া ভাবিতেছেন, "আমার ভাই? আমার ভাই কে? আমি কাহাকে ভাই বলিতেছি? উনি না শ্রীভগবান? ভাই বলে আর ডাকিব না, প্রভু বলে ডাকিব। আমার প্রভু দয়াময়, ভবসাগরের কাণ্ডারী, আমাকে ভবসাগর হইতে পার করিতে বলিব।" ইহাই ভাবিয়া ডাকিতেছেন, "হে প্রভু! হে দীননাথ! হে কৃপা-সাগর! আমি দীন। আমি ভবসাগরে পড়িয়া হাবু ডুবু খাইতেছি, আমাকে উদ্ধার না করিয়া, কোথা যাইতেছ?" *

পাঠক এখন বুঝিতেছেন যে, নিতাইয়ের তখন সহজ জ্ঞান এক প্রকার লোপ পাইয়াছে।

নিতাই যে এত ডাকিতেছেন, ইহাতে প্রভু "হাঁ" কি "না," কিছু বলিতেছেন না। এমন কি, তিনি যে সে ডাক শুনিতে পাইতেছেন, তাহাও বোধ হইতেছে না। প্রভু এক মনে দৌড়িতেছেন। ভক্তগণের মধ্যে নিতাই প্রভুর পশ্চাতে, অল্প দূরে, আর সকলে এত বহুদূরে পড়িয়া গিয়াছেন যে, কখন কখন নিমাই ও নিতাই উভয়েই তাঁহাদের নয়নের বাহির হইতে-ছেন। কিন্তু তবু নানা প্রকারে আবার তাঁহারা প্রভুর দর্শন পাইতেছেন। যেহেতু প্রভু সোজা পথে না যাইয়া, কখন পশ্চিম, কখন বা পূর্ব্ব মুখে যাইতেছিলেন। তাঁহার তখন দিগ্ বিদিগ্ জ্ঞান কতক রহিত হইয়াছিল।

এদিকে কাটোয়াবাসীগণ প্রভুকে হারাইয়া, যেমন দেবী-বিসর্জ্জন দিয়া লোকে বিষণ্ণ চিত্তে বাড়ীতে প্রত্যাগমন করে, সেইরূপ শোকাকুল হইয়া গৃহে আইলেন। বাড়ীতে আসিতে কাহার ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু ক্রমে, ধীরে ধীরে, একে একে গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। সকলেরই মনে, কি দেখিলেন,

---

* আরে মোর গৌরাঙ্গ সুন্দর। ধ্রু
প্রেম জলে ভিতিল সোণার কলেবর॥
কাটিতে করঙ্গ বাঁধা দিগ পথে ধায়।
প্রেমের ভাই নিতাই ডাকে ফিরিয়া না চায়॥
নিতাই বলে প্রভু যত পাতকী তরাইলে।
সে সব অধিক হয়ে আমা উদ্ধারিলে॥
যত যত অবতার অবনীর মাঝে।
পতিত পাবন নাম তোমার সে সাজে॥ (পদ কল্পতরু)

তাহাই কেবল জাগিতেছে। সংসারের কিছু ভাল লাগিতেছে না। সকলেরই প্রাণ কান্দিয়া উঠিতেছে, কেহ নীরবে বসিয়া রোদন করিতেছেন। যাঁহারা প্রভুর সন্ন্যাস দর্শন করিলেন, তাঁহাদের আবার যাঁহারা দর্শন করিলেন, তাহাদেরও চিত্ত নির্ম্মল হইল। কাটোয়ায় ও কাটোয়ার চতুষ্পার্শ্বস্থ স্থান এইরূপে পবিত্র হইল। সে তরঙ্গের লহরী অদ্যাপি সেখানে আছে, অদ্যাপি সেখানে পাষাণ সদৃশ জীবও গমন করিলেও দ্রবীভূত হয়েন।

কেহবা কিছু কালের নিমিত্ত একেবারে উন্মাদ হইলেন। গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্য পাগল হইয়া, "চৈতন্য" "চৈতন্য" বলিতে বলিতে বাহির হইলেন। তাঁহার এক বুলি হইল "চৈতন্য," কোন কথা কহিলেই, তিনি কেবল "চৈতন্য" এই কথা বলিতে লাগিলেন। সাত দিবস পরে তাঁহার নয়নে জল আসিল, আর তাঁহার ঘরণী তাঁহাকে দুটা অন্ন খাওয়াইলেন। কিন্তু তিনি তাঁহার নাম আপনা আপনি সাধ করিয়া, "চৈতন্য দাস" রাখিলেন।

পুরুষোত্তম আচার্য্য প্রভুর সর্ব্বাপেক্ষা মর্ম্মী ভক্ত। প্রধানতঃ তাঁহাকে লইয়া প্রভু নবদ্বীপে ব্রজলীলা আস্বাদন করিয়াছিলেন। তিনি এক অপূর্ব্বভাবে অভিভূত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণের নিঠুরতায় শ্রীমতী ক্রোধ করিয়া সখীকে বলিয়াছিলেন, "সখি! আর শ্রীকৃষ্ণকে ভজিব না। যাহাতে হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণ উদ্দীপ্ত হয়, তাহাও নিকটে রাখিব না। আমি সেই নিমিত্ত কেশ মুণ্ডন করিব। নীল সাটী ত্যাগ করিয়া গেরুয়া বসন পরিব।"

সখী বলিলেন, "শ্রীমতি! শ্রীকৃষ্ণকে ত্যাগ করিয়া তুমি কাহাকে ভজিবে?" তাহাতে শ্রীমতী বলিলেন, "মহেশকে ভজিব। গণেশকে ভজিব। তাঁহারা দয়াময়, ভক্তের দুঃখ বুঝেন। যাহা চাহিব তাহাই পাইব। আমি প্রীতির লাগি সব ত্যাগ করিলাম। আমি সেই এক বিন্দু প্রীতির আশায়, চাতকিনীর ন্যায়, সব জলে ভাসাইয়া দিলাম। আমি মোমের বাতী জ্বালাইয়া কুঞ্জে বসিয়া রহিলাম, আর আমার নিঠুর বন্ধু আমার উদ্দেশ না লইয়া, যাহারা প্রীতির মর্ম্ম জানে না, এই সমুদায় রমণীর সহিত বিহার করিতে লাগিলেন। অতএব প্রীতির ভজন বিড়ম্বনা মাত্র। আমি অদ্যাবধি সিদ্ধিদাতা গণেশের ভজনা করিব।"*

---

* ওর নামে নাই মোর সুখ।
[ওকে যেতে বল আমার কুঞ্জ হতে]
আমি জ্বালিয়া মোমের বাতী।
জাগি পোহাইনু সারা রাতি॥

কিন্তু, শ্রীমতীর যে অন্যায় ক্রোধ, তাহা সখীগণ তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলেন। আর আমাদের সকলেরই স্বীকার করিতে হইবে, যে, শ্রীমতী অন্যায় কার্য্য করিয়াছিলেন। যেহেতু কাহার সাধ্য যে শ্রীভগবানকে "নিঠুর" বলে? কাহার সাধ্য যে তাঁহাকে বলে, "তোমাকে আমি চাহি না। তুমি দূর হও!" প্রীতির ভজন করিয়াই ত ত্রিভুবনের মধ্যে শ্রীমতী এই অধিকার পাইয়াছিলেন?

শ্রীবৈষ্ণবেরা ধন্য! অন্যে প্রেমময়, দয়াময় বলিয়া শ্রীভগবানকে স্তুতি করেন। অন্যে তাঁহাকে পাইবার নিমিত্ত বহু দুঃখ করিয়া থাকেন। বৈষ্ণবেরা শ্রীমতীর দ্বারা তাঁহাকে "নিঠুর" "নিদয়" বলাইলেন, তাঁহাকে শ্রীমতীর পায় ধরাইলেন, গোপীর প্রীতির নিমিত্ত তাঁহাকে পাগল করাইবেন! অন্যে শ্রীভগবানের তল্লাস করিয়া বেড়ান, বৈষ্ণবেরা শ্রীভগবানকে বিষন্ন চিত্তে শ্রীমতীকে তল্লাস করাইয়া থাকেন। অন্যের, শ্রীভগবানের ক্রোধ হইবে, এই ভয়ে মুখ শুখাইয়া যায়। বৈষ্ণবগণের যে শ্রীভগবান, তিনি শ্রীমতীর ক্রোধ. হইবে এই ভয়ে তাঁহার সম্মুখে করযোড়ে থর থর কাঁপিতে থাকেন।

প্রীতি যে সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিধর বস্তু, যাহাতে শ্রীভগবান শ্রীমতীকে "দাস খত" লিখিয়া দিয়াছিলেন, শ্রীগৌরাঙ্গ যখন নবদ্বীপে মান-কাণ্ড আস্বাদ করেন ও করান, তখন তাহা ভক্তগণকে দেখাইয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের দূত ভাবিয়া তিনি কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশকে বাড়ীর বাহির করেন, তাহাও পাঠক মহাশয়ের অবশ্যই স্মরণ আছে। এখন প্রভুর ভক্ত পুরুষোত্তম আচার্য্য দেখাইতেছেন যে, শ্রীমতীর মান, কবির কল্পনা নয়, প্রকৃত পক্ষে, জীবে অতি প্রীতিতে শ্রীভগবানের প্রতি ক্রোধ করিয়া, তাঁহাকে ত্যাগ করিতে পারে।

শ্রীনিমাই যখন মস্তক মুণ্ডন করিলেন, তখন পুরুষোত্তম আচার্য্য ভাবিলেন যে, এরূপ নিদয় প্রভুকে ভজন করিতে নাই। যিনি কার্য্য উদ্ধারের নিমিত্ত তাঁহার ভক্তগণকে এরূপ মর্ম্মে আঘাত করিতে পারেন, তাঁহাকে বুদ্ধিমান লোকের মন প্রাণ সমর্পণ করিতে নাই। ইহাই ভাবিয়া, পুরুষোত্তম ক্রোধ করিয়া, যে দেশে নিমাইয়ের কথা নাই, যে নগরের সাধুগণ ভক্তিধর্ম্মকে ঘৃণা করেন, সেই কাশী নগরীতে দ্রুতবেগে গমন করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গের বিরুদ্ধ মত, অর্থাৎ "আমিই তিনি," এই ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন। তাঁহার নাম হইল স্বরূপ দামোদর।

ইঁহাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিতে পূর্ব্বে একবার ভক্তগণকে অনুরোধ করিয়াছিলাম। হে জীব! তাঁহার কার্য্য বিচার কর। শ্রীভগবানের উপর শ্রীমতী প্যারী ক্রোধ করিয়া, তাঁহাকে কুঞ্জ হইতে বাহির করিয়া দেন, এ কথা কে বিশ্বাস করিতে পারিত? জীবে কি কখন ভগবানের উপর ক্রোধ করিয়া, তাঁহাকে ত্যাগ করিতে পারে?

এই যে পুরুষোত্তম, ইনিই শ্রীগৌরাঙ্গ-তত্ত্ব, অর্থাৎ "শ্রীগৌরাঙ্গ রাধা-কৃষ্ণ এক দেহে মিলিত" এই শাস্ত্র প্রচার করেন। ইঁহার শ্রীগৌরাঙ্গে যেরূপ অটল বিশ্বাস, তাহা প্রভুর কোটি ভক্তের কাহার মধ্যে ছিল না। এই সরূপ দামোদর ক্রোধ করিয়া প্রভুকে ত্যাগ করিয়া গেলেন, যে প্রভুকে তিনি সর্ব্বান্তকরণে জানিতেন যে, তিনিই পূর্ণব্রহ্ম ও সনাতন, ত্রিভুবনবাসী সকলের উপরের কর্ত্তা।

হে জীব! সরূপ যাহা করিলেন, মনুষ্য এরূপ কখন যে পারে, তাহা কেহ বিশ্বাস করিতেন না। তাঁহার কার্য্যটি মনে একবার অনুভব কর, তাহা হইলে শ্রীভগবানে ও তাঁহার ভক্তে কিরূপ প্রেমের খেলা তাহা বুঝিতে পারিবে।

কলহ ও প্রীতি দুটি শৃঙ্খলে আবদ্ধ। যে স্থলে বিশুদ্ধ প্রেম সেখানেই কলহ। যেখানে কলহ নাই, সেখানে জানিবে যে প্রীতির সহিত একটু ভক্তি মিশান আছে। এমন হইতে পারে যে, পতি পত্নীতে অতিশয় প্রেম আছে, অথচ কলহ একেবারে নাই। সেখানে এক জন এক জনকে অতিশয় ভক্তি, অর্থাৎ মনে মনে একটু আপন অপেক্ষা বড় ভাবেন। শ্রীভগবানের উপর জীবের ক্রোধ সম্ভব। কিন্তু অতি প্রেমে অন্ধ করে, তাই শ্রীভগবানের উপর জীবের ক্রোধ অসম্ভব হয়। প্রেমে অন্ধ করে, করিয়া ক্রোধের সৃষ্টি হয়। এই প্রেম-কলহে প্রীতির বর্দ্ধন হয়, তাহা সকলে জানেন।

নিত্যানন্দ শ্রীগৌরাঙ্গের পশ্চাৎ যাইতে পারিতেছেন, অন্য ভক্তগণ পারিতেছেন না। প্রভু মধ্যে মধ্যে বিপরীত পথে যাইতেছেন, আর মূর্চ্ছিত হইয়া নিশ্চল হইয়া পতিত হইতেছেন বলিয়া, তাঁহারা তাঁহার লাগ পাইতেছেন, নতুবা তাহাও পাইতেন না। আমার অভিন্ন-কলেবর বলরাম দাস দুরন্ত মাঠে প্রভুদ্বয়ের অবস্থা বর্ণনা করিয়া একটি কবিতা লিখিয়াছেন। তাহা এই—

নবীন যৌবন, গলিত কাঞ্চন,
কটি বেড়া রাঙ্গা বাস।

সন্ন্যাস করিয়া, করঙ্গ বান্ধিয়া,
ধায় গোরা ঊর্দ্ধশ্বাস ॥
কটির দড়িতে, করঙ্গ ঝুলিছে,
হাতে দণ্ড করি ধায়।
কে জানে তার মন, ভাবেতে বিভোর,
কোথা যায় গোরা রায় ॥
লক্ষ লক্ষ লোক, সকলি উন্মত্ত,
ধূলায় পড়িয়া কান্দে।
শুদ্ধ নিতাইর, চক্ষে নাহি পাণি,
দৃষ্টি বাঁধা গোরা চাঁদে ॥
গোরা ধেয়ে গেল, চকিতের মত,
নিতাই দেখিল চখে।
গৌরাঙ্গ দৌড়িল, নিতাই ধাইল,
সদা চোখে গোরা রাখে ॥
নিত্যানন্দ সনে, আর তিন জনে,
পাগলের মত ধায়।
নয়ন মুদিয়া, নিমাই দৌড়িছে,
দিক্ বিদিগ্ জ্ঞান নাই ॥
নিতাই কাতর, দৌড়িবারে নারে,
কিন্তু বিশ্রামিতে নারে।
মাত্র এক বার, আড়াল হইলে,
ধরিতে নারিব তারে ॥
নিমাই চলিছে, বিদ্যুতের মত,
নিতাই চলিতে নারি।
প্রভু প্রভু বলি, ডাকে উচ্চৈঃস্বরে,
দাঁড়া ভাই কৃপা করি ॥
আছাড়ে আছাড়ে, হাড় ভাঙ্গি গেল,
আমি তোর বড় ভাই।
তুহার সন্ন্যাসে, ভুবন আঁধার,
চোখে না দেখিতে পাই ॥

তুমি ফেলে গেলে, আমিতো তা নারি,
আর মোর নাহি কেহ।
কৌপীন পরেছ, ভালই করেছ,
আমা সঙ্গে করি লহ॥
বিভোর নিমাই, আপনাতে নাই,
কোথা কি উত্তর দিবে।
নাহি কিছু জ্ঞান, উত্তান নয়ন,
নিমাই ভুলেছে সবে॥
নিতাই ভাবিছে, ভাই বলি মিছে,
ভাই বলি না পাইব।
পতিত পাবন, কাঙ্গালের ধন,
বলি এবে সে ডাকিব॥
"কোথা দীন-বন্ধু, অধম নিতাই,
বড় দুঃখে ডাকে তোরে।
দীন-বন্ধু নাম, সফল করহ,
এ হেন কাঙ্গাল তরে॥"
এ হেন সময়, ভাবেতে গৌরাঙ্গ,
মুরছিয়া পড়ে ধরা।
পড়িতে পড়িতে, ধরিল বাহুতে,
উত্তান নয়ন গোরা॥
কোলে শোয়াইল, ফেন বহে মুখে।
হতাশ নিতাই, জল নাহি চোখে॥
জল বিন্দু নাই, বাঁচাই নিমাই।
"এক বিন্দু জল, এনে দেরে ভাই;"
দুরন্ত সে মাঠ, কোথা লোক জন।
নিতাই চাহিছে, শুনে কোন জন?
ওষ্ঠাগত প্রাণ, কথা নাহি সরে।
নিতাইর হিয়া, যায় বিদরিয়া॥
বলে, "আয় আয়, আয় জীবগণ।
তোদের কামনা, হইল পূরণ॥

দীন দয়াময়, গোলোক আশ্রয়।
সন্ন্যাস করিয়া, শোয়ালি ধরায় ॥
ধিক্ ধিক্ ধিক্, তু মানুষ জাতি।
নিদয় নিঠুর, চির-বন্ধু-ঘাতী ॥
তোরা ত আনিলি, নদিয়া হইতে।
তোরা সবে দিলি, দণ্ড প্রভু হাতে ॥”
উঠিল গৌরাঙ্গ, চাহে ইতি উতি।
আবার ধাইল, বৃন্দাবন প্রতি ॥
যদি, না গৌরাঙ্গ, সন্ন্যাসী হইত।
তবে কি জীব, হরিনাম নিত?

প্রভুর মূর্চ্ছা ভঙ্গ হইলে উঠিলেন, কিন্তু তাঁহার জ্ঞান লাভ হইল না। তাঁহার সঙ্গী ভক্তগণের উদ্দেশ লইলেন না, উঠিয়াই আবার দৌড়িতে লাগিলেন। প্রভুর ক্লান্তি নাই। ভক্তগণ ক্লান্ত হইতেছেন। সন্ধ্যার পূর্ব্বে প্রভু এমনি দ্রুতবেগে ধাবিত হইলেন যে শ্রীনিত্যানন্দও তাঁহাকে হারাইলেন। সন্ধ্যা উপস্থিত হইল। ভক্তগণ বিষন্ন মনে দাঁড়াইলেন, কিন্তু প্রভু নাই!

সম্মুখের গ্রামে প্রবেশ করিলেন, বাড়ী বাড়ী জিজ্ঞাসা করিলেন, কেহ কোন উদ্দেশ বলিতে পারিল না। ভক্তগণ সে স্থান ছাড়িয়াও যাইতে পারেন না, প্রভু যদি তাহার নিকট কোথাও থাকেন? শ্রীনিত্যানন্দ ভক্তগণকে আশ্বাস দিতেছেন। বলিতেছেন, “ইহা কি হইতে পারে? প্রভু আমাদিগকে ফেলে যাইবেন, ইহা কিরূপে হইবে?” সারা নিশি সকলে বসিয়া, কাহারও আহার নিদ্রা নাই। রাত্রি শেষ হইতেছে, সমস্ত জগত নীরব, এমন সময় তাঁহারা কাতরধ্বনি শুনিতে পাইলেন, উহা লক্ষ্য করিয়া দ্রুতগতিতে তাঁহারা অগ্রবর্ত্তী হইলেন। তখন শুনিলেন কি না, যেন কেহ করুণস্বরে রোদন করিতেছে। তখনি বুঝিলেন যে আর কেহ নয়, প্রভুই রোদন করিতেছেন। কারণ ওরূপ করুণ স্বরে রোদন করে ত্রিজগতে কাহার সাধ্য? যেমন স্ত্রীলোক বিনাইয়া বিনাইয়া কান্দে, সেইরূপ অতি করুণ স্বরে,—যে স্বরে সমস্ত ত্রিভুবন কারুণ্যরসে পরিপ্লুত করে,—প্রভু অনেক দূরে কান্দিতেছেন। ভক্তগণ ধ্বনি লক্ষ্য করিয়া দৌড়িয়া দৌড়িয়া মাঠের মধ্যে গমন করিলেন, দেখিলেন একটি অশ্বত্থ বৃক্ষতল হইতে ধ্বনি আসিতেছে। তাঁহারা আরও দৌড়িলেন, নিকটে গমন করিয়া দেখেন যে,

তাঁহাদের জীবনের জীবন প্রভু, শূন্য গায়ে এক খানা কৌপীন মাত্র পরিধান করিয়া, বাম হস্তে গণ্ড রাখিয়া, আত্মহারা হইয়া, চীৎকার করিয়া রোদন করিতেছেন!

রোদন করিতে করিতে বলিতেছেন, "কৃষ্ণ! আমাকে কি দর্শন দিবা না?" আবার বলিতেছেন, "আমি যে আর সহিত পারি না? আমি কোথা যাবো? আমি কোথা তোমারে পাবো? কৃপাময়! আমাকে কি তুমি একটি বার দেখা দিবা না? তুমি ত আমার মন জানো? আমার মন যে আমার কথা শুনে না? আমার মন যে তোমার প্রতি ধায়? আমি ত কত করিয়াও নিবারণ করিতে পারিলাম না?"

ভক্তগণ প্রভুর দশা দেখিয়া, রোদন শুনিয়া, ও কি বলিয়া রোদন করিতেছেন শুনিয়া, চিত্র পুত্তলিকার ন্যায় স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইলেন। ভাবিতেছেন, প্রভু করেন কি? এরূপ করিতে থাকিলে জীব উদ্ধার কি হইবে? সমস্ত জগত যে গলিয়া যাইবে?*

একটু পরে প্রভু আবার উঠিলেন, উঠিয়া আবার পশ্চিম মুখে চলিলেন। ভক্তগণ যে তাঁহার নিকট আছেন, তাহা তিনি জানিতে পারিলেন না। কারণ বাহ্য জগতের সঙ্গে তাঁহার সম্বন্ধ অতি অল্পমাত্র ছি । ক্রমে যেটুকু ছিল, তাহাও গেল। পূর্ব্বে কখন নয়ন মেলিয়া, কখন মুদিয়া, গমন করিতেছিলেন। যখন বাহ্য জ্ঞান একেবারে গেল, তখন স্থির-নয়ন হইল, তারা উর্দ্ধে উঠিল, আর উহা অল্পমাত্র দেখা যাইতে লাগিল। প্রভু তখন বাহিরের আর কিছু দেখিতে পাইতেছেন না, তাহা তাঁহার পদগতিতে বুঝা যাইতেছিল। চক্ষু মুদিয়া যদি কেহ হাঁটিতে থাকে, কি নিদ্রিতাবস্থায় যদি কেহ পদবিক্ষেপ করে, তাহাতে তাহার যেরূপ পদে পদে পদস্খলন হয়, প্রভুর তাহাই হইতে লাগিল। প্রভুর পরিধান কৌপীন ও বহির্ব্বাস, অঙ্গে বস্ত্র নাই, তবে অঙ্গে কি, না ধুলা-মাখা। ধুলা কোথা হইতে আইল? পদ-স্খলন হওয়ায় কখন মৃত্তিকায় পড়িয়া যাইতেছেন, কখন বা একেবারে জ্ঞানহারা হইয়াও ধূলায় পড়িতেছেন। পশ্চাতে নিত্যানন্দ প্রভৃতি বাহু পসারিয়া তাঁহাকে রক্ষা করিতেছেন। কখন করিতেছেন, কখন পারিতেছেন না।

* এই স্থানটিকে "বিশ্রাম তলা" বলিয়া বোধহয়। লোচনের বাসস্থানের অর্থাৎ কো গ্রামের নিকট বিশ্রাম তলা বলিয়া যে প্রাচীন বটবৃক্ষ আছে, তাহার তলে প্রভু বসিয়াছিলেন। এই প্রাচীন বৃক্ষের তল পবিত্র স্থান বলিয়া ভক্তগণ অদ্যাপি সেখানে গড়াগড়ি দিয়া থাকেন। সেখানে একটি গৌর মন্দিরও হইয়াছে।

প্রভুর স্থির চক্ষু উর্দ্ধে স্থাপিত, কটিতে করঙ্গ ঝুলিতেছে, আর উহা শ্রীঅঙ্গে বার বার আঘাত করিতেছে দেখিয়া ভক্তগণ দুঃখ পাইতেছেন। প্রভুর মূর্চ্ছিত অবস্থায় উহা খুলিয়া লইতেও সাহস হইতেছে না।

প্রভু চক্ষে দেখিতেছেন না, কর্ণে শুনিতেছেন না, এই যে তাঁহার শরীরে ব্যাথা বোধ নাই, এই যে ক্ষুধা কি তৃষ্ণা বোধ নাই, নিদ্রা কি ক্লান্তি বোধ নাই, *কিন্তু তথাচ ভিতরটি সম্পূর্ণরূপে সজীব রহিয়াছে। তাহা তাঁহা অপরূপ প্রলাপ দ্বারা জানা যাইতেছে।

যাঁহারা যোগী, তাঁহারা নিশ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ প্রভৃতি নানা উপায় দ্বারা, ক্রমে ঈশ্বরেতে মন নিযুক্ত করেন। যাঁহারা ভক্ত, তাঁহারাও এই যোগাভ্যাস অর্থাৎ মনঃ সংযম করিয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহারা যোগীগণের উপায় অবলম্বন করেন না। জীবাত্মা দেহকে সজীব করেন, আর পরমাত্মা জীবাত্মাকে সজীব করেন। জীবাত্মার দেহের সঙ্গে প্রীতি, পরমাত্মার প্রীতি জীবাত্মার সঙ্গে। এই জীবাত্মাকে লইয়া দেহ ও পরমাত্মা টানাটানি করেন। জীবাত্মা স্ত্রীলোক, দেহ তাহার উপ-পতি, পরমাত্মা পতি। জীবাত্মাকে দেহের সহিত অল্পে অল্পে বিচ্ছেদ ঘটাইয়া পরমাত্মার সহিত মিলন করাকেই "যোগ" বলে।

জ্ঞানী লোকের এই পরমাত্মা তেজোময় আকাশ, ভক্তের এই পরমাত্মা, পরমসুন্দর নবীন-পুরুষ। জ্ঞানী লোকে মারিয়া ধরিয়া, ধমকাইয়া ও জোর করিয়া, কুলটারূপ জীবাত্মাকে দেহরূপ উপপতি হইতে বিচ্ছেদ ঘটাইয়া, তাহার (জীবাত্মার) পতির (পরমাত্মার সহিত মিলাইতে চাহেন।

জীবাত্মারূপ কুলটা, দেহরূপ উপ-পতির সঙ্গ-সুখে এত মোহিত হইয়া থাকেন যে, সেই দেহরূপ উপ-পতি যে অল্প দিনের বই নয়, ও পরিণামে দুঃখের কারণ হয়, তাহা ভুলিয়া যান। এই নিমিত্ত জ্ঞানীলোকে জীবাত্মাকে শাসন করেন। কিন্তু ভক্তগণ শাসন না করিয়া জীবাত্মায় ও দেহে অন্য উপায়ে বিচ্ছেদ ঘটাইয়া থাকেন। তাঁহারা জীবাত্মাকে, পর-

---

* অগ্রে পশ্চাতে কিছু না করে বিচার॥
সকল ইন্দ্রিয় বৃত্তি হীন কলেবর।
কোথা যান ইতি উতি নাহিক ঠাওর॥
পথ বা বিপথ কিছু নাহিক জ্ঞেয়ান।
পথ পানে নাহি চান ঘূর্ণিত নয়ন॥
কখন উন্মত্ত প্রায় উঠেন উর্দ্ধ স্থানে।
কখন বা গর্ত্তে পড়ে তাহা নাহি জানে॥
চলি চলি কখন পড়েন যাই জলে।
কখন প্রবেশে বনে চক্ষু নাহি মিলে॥ (চৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটক)

মাত্মার রূপে গুণে মোহিত করিয়া, দেহের সহিত বিচ্ছেদ ঘটাইয়া, শ্রীভগবানের সহিত মিলন করাইয়া দেন। তাঁহারা জীবাত্মা কুলটাকে স্বামীর রূপ গুণ দেখাইয়া বশীভূত করেন।

আরো একটু পরিস্কার করিয়া বলিব। জ্ঞানী জনে, জীবাত্মা কুলটাকে দেহরূপে উপ-পতি হইতে কোন সুখ ভোগ করিতে না দিয়া, পরমাত্মারূপ পতির সহিত "যোগ" ঘটান। ভক্তগণ, সেই কুলটাকে, পরমাত্মারূপ যে তাঁহার পতি, তিনি দেহরূপ উপ-পতি হইতে অধিক সুখকর, ইহা দেখাইয়া তাঁহাকে পতির সহিত মিলন করান। জ্ঞানী সেই নিমিত্ত দেহরূপ উপ-পতিকে উপবাস প্রভৃতি বহুপ্রকারে দুঃখ দিয়া, উহাকে জীবাত্মা-কুলটার নিকট সুখকর না করিয়া দুঃখকর করেন। ভক্তগণ কুলটাকে দেখাইয়া দেন, যে পরমাত্মারূপ পতি হইতে যে বিমলানন্দ উৎপত্তি হয়, তাহা দেহ সম্ভোগের সুখ হইতে অনন্ত গুণে শ্রেষ্ঠ।

জ্ঞানীগণ সেই নিমিত্ত ইন্দ্রিয়গণ ধ্বংশ করেন, যে, জীবাত্মা আর দেহ হইতে কোন সুখ না পায়। ভক্তগণ ইন্দ্রিয়কে সজীব রাখেন, রাখিয়া উহা দ্বারা পরমাত্মাকে আস্বাদ করাইয়া, জীবাত্মার উহাতে লোভ জন্মাইয়া দেন। জ্ঞানী জনে, ইন্দ্রিয়গণের কুপ্রবৃত্তি না হয়, সেই নিমিত্ত তাহাদিগকে একেবারে নষ্ট করেন। ভক্ত জনে ইন্দ্রিয়গণকে ধ্বংশ না করিয়া সৎপথে লইয়া যান, ও উহাদের দ্বারা অতি পবিত্র আনন্দ উপভোগ করেন।

জ্ঞানী লোকে তেজ অর্থাৎ শক্তির উপাসনা করেন, তাহাতে যে শক্তি পান, তাহা দ্বারা তাঁহারা সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় করিতে পারেন। ভক্তগণ পরমসুন্দর নবীন-পুরুষকে ভজনা করিয়া চিরদিনের একটি, "তুমি আমার, আমি তোমার," সঙ্গী লাভ করেন। সেই সঙ্গী কিরূপ, না পঞ্চ-ইন্দ্রিয় তৃপ্তিকর, তাঁহার রূপে নয়ন শীতল, অঙ্গ-গন্ধে নাশিকা উন্মত্ত করে। আর তিনি কিরূপ, না সরল, স্নিগ্ধ, সুবোধ, রসিক ও নিস্বার্থ প্রেমের প্রস্রবণ। এখন গীতার শ্লোক স্মরণ করুন। যথা, আমাকে যে যেরূপে ভজনা করে, আমি তাহাকে সেইরূপে ভজনা করি। অর্থাৎ শ্রীভগবানকে যেরূপ ভজনা কর, তিনি সেই রূপে উদয় হন। যিনি জ্ঞানী তিনি তেজরূপ ভগবান, যিনি ভক্ত তিনি নবীন নাগররূপ ভগবান পাইয়া থাকেন।

যোগীগণ শক্তিসম্পন্ন হয়েন বটে, তাহার কারণ তাঁহারা শক্তি প্রার্থনা করেন। আর ভক্তগণ শক্তি প্রার্থনা করেন না, তাঁহারা ঐশ্বর্য্যকে অতি হেয় মনে করেন।

কেন? যেহেতু ঐশ্বর্য্যে সুখ নাই, বরং দুঃখ আছে ও বিপদ আছে। এই খর্জ্জুর এ দেশেও আছে, অন্য দেশেও আছে। এখানে খর্জ্জুর হইতে রসের সৃষ্টি হয়, অন্যদেশে লোকে রস না লইয়া, ইহার ফল লইয়া থাকেন। যাঁহারা যোগী, তাহারা দেহরূপ বৃক্ষ হইতে ফল লয়েন, যাঁহারা ভক্ত তাঁহারা রস লয়েন।

ভৃঙ্গ গুণ গুণ করিয়া অতি চঞ্চলের ন্যায় এদিকে ওদিকে উড়িয়া বেড়ায়, কিন্তু যখন মধুপান করিতে ফুলের উপর উপবেশন করে, তখন নিশ্চল ও নীরব হইয়া থাকে। সেইরূপ ভক্তগণের চিত্ত-ভৃঙ্গ যখন ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম-মধুপান করিতে উপবেশন করেন, তখন তাঁহার বাহ্য জগতের সহিত কোন সম্বন্ধ থাকেনা। তখনি তাঁহার যোগ সিদ্ধ হয়। অতএব ভক্তগণও পরম যোগী, অথচ তাঁহাদের যোগাভ্যাস করিতে বনে গমন, কি নানাবিধ কঠোর সাধনের প্রয়োজন করে না।

শ্রীগৌরাঙ্গ আপনি আচরিয়া, তাঁহার জীবগণকে দেখাইতে ছিলেন, যে, ভক্তগণও পরম যোগী। শ্রীগৌরাঙ্গ এই যে গমন করিতেছেন, বাহ্য জগতের সহিত তাঁহার সম্পর্কমাত্র নাই, এমন কি ভক্তগণ চীৎকার করিয়া ডাকিয়াও তাঁহার সেই অদ্ভুত নিদ্রা-ভঙ্গ করিতে পারিতেছেন না, কিন্তু তাঁহার প্রাণ রসে টল মল করিতেছে। আশ্চর্য্য এই, তখন তাঁহার রাধাভাব একেবারে গিয়াছে, যাইয়া দাস্যভাব আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। তাহা তাঁহার শ্রীমুখের অর্দ্ধস্ফুটিত গোটাকয়েক বাক্যে প্রকাশ পাইতেছে। শ্রীভাগবতে লেখা আছে যে, অবন্তিনগরে একজন গৃহস্থ ব্রাহ্মণ অনুতপ্ত হইয়া পরিশেষে একটি সাধু সংকল্প করিয়াছিল। সে ভাবিল যে ভব-সাগর তরিবার একমাত্র উপায় ভজন করা। ইহাই ভাবিয়া সে সংকল্প করিল যে শ্রীমুকুন্দ চরণ ভজন করিবে। শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশ স্কন্ধে উদ্ধবের প্রতি শ্রীকৃষ্ণোক্ত ভিক্ষুকের বচনটী এই :—

এতাং স মাস্থায় পরাত্মনিষ্ঠা মধ্যাসিতাং পূর্ব্বতমৈর্ম্মহদ্ভিঃ।
অহং তরিষ্যামি দুরন্তপারং তমোমুকুন্দাঙ্ঘ্রি নিষেবয়ৈব ॥

প্রভু যাইতে যাইতে হঠাৎ এই শ্লোকটি আপনি আপনি উচ্চারণ করিলেন। ভক্তগণ তাঁহাকে ঘিরিয়া যাইতেছেন, সুতরাং তাঁহারা শুনিলেন। এই শ্লোকটি উচ্চারণ করিয়া আবার আপনি আপনি কথা কহিতে লাগিলেন। বলিতেছেন, "সাধু! সাধু! হে ব্রাহ্মণ! তুমিই সাধু তোমার সংকল্প

অতি উত্তম। আমিও তোমার অনুবর্ত্তী হইব। আমি শ্রীবৃন্দাবনে গমন করিব করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া শ্রীমুকুন্দের সেবা করিব।"

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, নিমাই দেহ-ধর্ম্ম সমুদায় ভুলিয়া গিয়াছেন, হৃদয়ের তরঙ্গে তাঁহার দেহ-ধর্ম্মকে নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে। এখন দেখিতেছি যে, সেই প্রবল তরঙ্গে তাঁহার হৃদয়ের অন্যান্য "ভাব," ও সমুদায় "স্মরণ" ধৌত করিয়া ফেলিয়াছে। তিনি সমুদায় ভুলিয়াছেন, নবদ্বীপ ভুলিয়াছেন, কি ছিলেন তাহা ভুলিয়াছেন, তাঁহার কে কে আছেন তাহা ভুলিয়াছেন, তাঁহার নিমিত্ত যে সহস্র সহস্র লোক বিষাদ সাগরে ডুবিয়া আছেন তাহার কণা মাত্রও তাঁহার মনে নাই। তিনি যে জগতের সমুদায় সুখ ত্যাগ করিয়া বৃক্ষতলবাসা হইয়াছেন তাহা তাঁহার মনে নাই। তাহার পরে তিনি যে রাধা ভাবে কৃষ্ণের অন্বেষণে যাইতে ছিলেন তাহাও ভুলিয়াছেন। তাঁহার মনে ঐ একটি ভাব রহিয়াছে অর্থাৎ তিনি বৃন্দাবনে যাইবেন, যাইয়া মুকুন্দ ভজন করিয়া ভব সাগর পার হইবেন। মনের ভাব এত প্রবল হইয়াছে যে উহা হৃদয়ে স্থান না পাইয়া কথা দ্বারা মুখ দিয়া বাহির হইয়া পড়িতেছে।

ইহার পূর্ব্ব দিন সমুদায় ত্যাগ করিয়া, নয়ন মুদিয়া মৃত্তিকায় আছাড় খাইতে খাইতে, বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের অন্বেষণের নিমিত্ত গমন করিয়াছেন।

উনবিংশ অধ্যায়।

গেল গৌর না গেল বলিয়া। ধ্রু
হাম অভাগিনী নারী অকূলে ভাসাইয়া॥
হায় রে দারুণ বিধি নিদয় নিঠুর।
জন্মিতে না দিলি তরু ভাঙ্গিলি অঙ্কুর॥
হায় রে দারুণ বিধি কি কাজ সাধিলি।
কোলের গৌরাঙ্গ আমার কারে নিয়ে দিলি॥
আর কে সহিবে আমার যৌবনের ভার।
বিরহ অনলে পুড়ে হব ছার খার॥
বাসুঘোষ কহে আর কারে দুঃখ কব।
গোরাচাঁদ বিনা প্রাণ,আর না রাখিব॥

এ দিকে নবদ্বীপের অবস্থা বাসুঘোষের উপরের পদে কিছু জানা যাইবে। পদটী শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়ার উক্তি।

শ্রীগৌরাঙ্গ কাটোয়ায় যে যে কাণ্ড করিয়াছেন, তাহার বিন্দু বিসর্গও নবদ্বীপবাসী কেহ শুনেন নাই। কাটোয়ায় যে কাণ্ড হইতেছে তাহা যিনি দর্শন করিলেন তিনি সেখানে আবদ্ধ হইয়া গেলেন। সেই কারণেই হউক, বা বড় দুঃখের কথা বলিয়া কেহ ইহা প্রকাশ করিতে নবদ্বীপে দৌড়িলেন না বলিয়াই হউক, কি প্রভুর বাড়ীর নিজ জনে, কি ভক্তগণে, কেহ এ কথার কিছু শুনিলেন না। শ্রীনিত্যানন্দের আগমন প্রত্যাশায় তাঁহারা পথ চেয়ে রহিলেন।

ক্রমে সমস্ত দিবা গেল নবদ্বীপে নিত্যানন্দ কি কেহ ফিরিলেন না। কেহ কেহ আর রহিতে না পারিয়া তাঁহারাও তল্লাসে ছুটিলেন, আর কাটোয়াভিমুখে চলিলেন। কেহ বা চলিতে অপারগ হইয়া পড়িয়া রহিলেন, আর কেহ বা প্রভুর বাড়ী আগলিয়া রহিলেন।

রজনী হইল, কোন সংবাদ আইল না। শচী বিষ্ণুপ্রিয়া মুখে জল পর্য্যন্ত দিলেন না। প্রভুর ভক্ত মাত্রে উপবাস করিলেন।

শচী মৃত্তিকায় পড়িয়া, আর উঠেন নাই, উঠিবার শক্তিও নাই। বিষ্ণুপ্রিয়া অব গুণ্ঠনাবৃতা; পার্শ্ব অবলম্বন করিয়া শুইয়া আছেন। ভক্তগণেরও ঐ দশা

তাঁহারা শচী বিষ্ণুপ্রিয়াকে ফেলিয়া কোথায় যাইতে পারিতেছেন না। মাঝে মাঝে শচী ও বিষ্ণুপ্রিয়া অভিভূতা হইয়াছেন, একটু তন্দ্রা আসিতেছে, আবার চমকিয়া উঠিতেছেন। শচী বলিতেছেন, "ও নিমাই! নিমাই! তুই বাড়ী ফিরে আয়, আর তোর সংকীর্ত্তনে মানা করিব না।"

নিমাইয়ের অপরাধ শচী আপনার ঘাড়ে আনিতেছেন। কিন্তু নিমাইয়ের সমুদায় অপরাধ, তল্লাস করিয়া শচী আপনার অপরাধ কিছুমাত্র পাইতেছেন না। তবে ঐ এক অপরাধ, যে তিনি সংকীর্ত্তনের বিরোধী ছিলেন। তাই ঐ কথা বারম্বার বলিয়া আপনার নিমাই যে নির্দ্দোষী তাহাই সাব্যস্ত করিতেছেন।

বিষ্ণুপ্রিয়ার বড় গৌরব যে তাঁহার পতি "মদন মোহন"। সে কথা পরে বলিতেছি। তিনি মাঝে মাঝে পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিতেছেন, আর মৃদুস্বরে বলিতেছেন, "যা ছিল কপালে"। *

যখন নবদ্বীপে বড় আনন্দ, যখন নিমাই আপনি রাধা ভাবে প্রকাশিত হইয়া ভক্তগণকে ব্রজলীলা আস্বাদন করাইতে লাগিলেন, তখন শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়াও সেই লীলা রসে অভিভূত হইয়া সেই সমুদায় রসাস্বাদন করিতেন। তাহার সাক্ষী শ্রীবৃন্দাবন দাস। শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া, পতির আগমন প্রতীক্ষায় বেশ ভূষা ও নানাবিধ সজ্জা, অর্থাৎ বাসক সজ্জা করিয়া বসিয়া আছেন। কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীবাস আঙ্গিনায় ভক্তগণ লইয়া কীর্ত্তন করিতেছেন। ক্রমে নিশি শেষ হইতেছে, আর বিষ্ণুপ্রিয়া প্রাণ নাথ আসিতেছেন না বলিয়া অধীর হইতেছেন। নিশি অবসানে নিমাই আইলেন। তখন বিষ্ণুপ্রিয়া রাধা ভাবে নিমাইয়ের প্রতি ক্রোধ করিয়া বলিতেছেন—যথা পদ—

অলসে অরুণ আঁখি, কহ গৌরাঙ্গ একি দেখি,
রজনী বঞ্চিলে কোন স্থানে।
(তোমার) বদন-সরসীরুহ, মলিন যে হইয়াছে,
সারা নিশি করি জাগরণে॥
(যাও গৌর) তুয়া সনে কিসের পিরীতি। ধ্রু
এমন সোণার দেহ, পরশ করিলে কেহ,
না জানি সে কেমন রসবতী॥

---

* সবে একে বোল বলে "যা ছিল কপালে।" (চৈতন্যমঙ্গল)

নদীয়া নাগরী সনে, রসিক হয়েছ ওহে,
অবহু কি পার ছাড়িবারে।
সুরধুনী তীরে যেয়ে, মার্জ্জন করগে হিয়া,
তবে সে আসিতে দিব ঘরে॥
গৌরাঙ্গ করুণ-ভাষী, কহে মৃদু মৃদু হাসি,
কাহে প্রিয়ে কহ কটু ভাষ।
হরিনামে জাগি নিশি, অমিয় সাগরে ভাসি,
গুণ গায় বৃন্দাবন দাস॥

চৈতন্য মঙ্গল গীতে শুনিতে পাই যে এক দিবস শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া শয়ন ঘরে আসিয়া দেখেন যে তাঁহার বল্লভ ধূলায় গড়াগড়ি দিতেছেন। তাহাতে তিনি হাহাকার করিয়া পার্শ্বে বসিয়া আপন জীবিতেশ্বরকে ইহাই বলিয়া উঠাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। যথা পদ—

হরি বলে হরি বলে, প্রাণনাথ আমার গো,
কেনে দেওগো ধূলায় গড়াগড়ি, একবার উঠ গো নাথ।
সোণার অঙ্গে ধূলা লেগেছে। ইত্যাদি।

এখন যদি শ্রীগৌরাঙ্গ বাড়ী থাকিতেন, কি যদি তিনি বাড়ী ফিরিয়া আসিতেন, আসিয়া দেখিতেন বিষ্ণুপ্রিয় ধূলায় তাঁহার নাম লইয়া এ পাশ ও পাশ করিতেছেন, তবে তিনিও বলিতে পারিতেন—

গৌর বলে গৌর বলে, প্রাণ প্রিয়া আমার গো—ইত্যাদি।

শ্রীঅদ্বৈত করযোড়ে অতি কাতর স্বরে বলিতেছেন, "হে বিশ্বম্ভর! হে গুণনিধে! হে দীনবন্ধো! তুমি আমার কি অপরাধে আমাকে ত্যাগ করিলে? আমি ভুবন অন্ধকার দেখিতেছি।" *

সকলেই মনে ভাবেন যে, তাঁহাতে ও প্রভুতে যত প্রীতি এরূপ আর কাহার সঙ্গে নাই। সকলেই ভাবেন যে, প্রভু যাহা করেন তাহা প্রায়ই তাঁহারি জন্য। সকলেই ভাবিতেছেন, প্রভু তাঁহাকেই ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, আর প্রভু তাঁহারই অপরাধের নিমিত্ত তাঁহাকে ও অন্যান্যকে ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। যিনি সকল চিত্ত আকর্ষণ করেন তিনিই,—শ্রীকৃষ্ণ!

* হে বিশ্বম্ভরদেব হে গুণনিধে হে প্রেমবারাং নিধে
হে দীনোদ্ধারণাবতার ভগবন্ হে ভক্তচিন্তামণে।
অন্ধীকৃত্য দিশো দশোহন্ধ তমসি কৃত্যাখিল প্রাণিনাং
[illegible]

শ্রীবাস বলিতেছেন, "প্রভু! তুমি কি এই জন্য আমাকে বাঁচাইয়াছিলে যে, এই অপরাধীকে ভাল করিয়া দণ্ড দিব?"

হরিদাস বলিতেছেন, "মনে বিশ্বাস ছিল যে, প্রভুকে আমি তিলে হারাই, আর ক্ষণমাত্র তিনি অদর্শন হইলে আমার হৃদয় ফাটিয়া যাইবে। প্রভুকে বহুক্ষণ দর্শন করি নাই, কই তবুত হৃদয় ফাটিতেছে না? তাই বুঝিলাম প্রাণ বড় কঠিন! তাহাই বুঝিলাম, প্রভুর উপর যে আমার প্রীতি, উহা বাহ্য, আর সেই নিমিত্ত আমি প্রভুকে হারাইলাম। আমার কপট প্রেমে তাঁহাকে কিরূপে বাধ্য করিব?"

কিন্তু নিমাইচন্দ্রের শচী, বিষ্ণুপ্রিয়া, শ্রীবাস প্রভৃতি কাহারও কথা মনে নাই। তাঁহার যে কেহ ছিলেন, কি আছেন; তাঁহারা যে শোকে পুড়িতেছেন, তাঁহার নিমিত্ত তাঁহারা যে মৃতবৎ হইয়া পড়িয়া আছেন, তাহাতে নিমাইচন্দ্রের কি? তিনি মহানন্দে মুকুন্দ-ভজন করিতে বৃন্দাবনে চলিয়াছেন, আর সমুদায় ভুলিয়াছেন!

মুরারি বড় গম্ভীর। আপনি ধৈর্য্য ধরিয়া কাহাকেও বা সান্ত্বনা করিতেছেন। ইহাও বলিতেছেন, "তোমরা এরূপ অদূরদর্শী কেন? তোমরা এরূপ চঞ্চল হইলে প্রভুর জননী ও ঘরণীকে কি বলিয়া বুঝাইবে?" কিন্তু তিনি অধিক ক্ষণ বুঝাইতে পারিলেন না। কারণ তাঁহার যে শান্তভাব ও গাম্ভীর্য্য সে সমুদায় বাহ্য। তিনি কথা কহিতে "হা নাথ।" বলিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন!

কিন্তু নিমাইয়ের তাহাতে কি? তিনি বৃন্দাবনে মুকুন্দ-ভজন করিতে চলিয়াছেন। যাঁহারা তাঁহার নিমিত্ত নিরাশা সাগরে হাবু ডুবু খাইতেছেন, তাঁহাদের জন্য কিছু দুঃখ—সে ত অনেক কথা, তাঁহাদের কথা পর্য্যন্ত মনে নাই। এখন চৈতন্যমঙ্গল গীতের একটি কাহিনী বলি।

শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া অন্তঃপুরে ধূলায় পড়িয়া একপার্শ্বে শুইয়া আছেন। এমন সময় উঠিয়া বসিয়া অতি প্রবল বিরহ-তরঙ্গে অভিভূত হইয়া, করযোড়ে শ্রীগৌরাঙ্গকে ইহাই বলিয়া আহ্বান করিতে লাগিলেন, "হে নাথ! দর্শন দাও। হে হরি! কৃপা কর। এই বেলা দর্শন দাও যেহেতু আমার প্রাণ বুঝি যায়। হে মদনমোহন! তুমি একটি বার দর্শন দাও, আমি জন্মের মত তোমাকে দেখিয়া মরি।"*

---

*হরি এই বেলা দাও দরশন।
ভুবন মোহন গৌরাঙ্গ।
দাও দরশন, মদনমোহন,

শ্রীনিমাই চলিয়াছেন। শ্রীবৃন্দাবনে যাইয়া মুকুন্দ-ভজন করিবেন, এই বাসনায় সর্ব্বেন্দ্রিয় এরূপ অধিকৃত হইয়াছে যে, তিনি যে ব্রজধামে চলিয়াছেন, ইহা ক্ষুধায়, তৃষ্ণায়, ক্লান্তিতে, অনিদ্রায় ইত্যাদি কিছুতেই তাঁহাকে কিছুমাত্র বাধা দিতে পারিতেছে না। কিন্তু যাইতে যাইতে হঠাৎ দাঁড়াইলেন, দাঁড়াইয়া কাঁপিতে লাগিলেন। তখন শ্রীনিতাই দেখিলেন প্রভু পড়িয়া যাইতেছেন। তখনই বাহু পসারিয়া তাঁহাকে ধরিলেন। প্রভুও নিতাইয়ের অঙ্গে এলাইয়া পড়িয়া, অঝোর নয়নে রোদন করিতে লাগিলেন। আর যাইতে পারেন না, শ্রীপদ আবদ্ধ হইল; আর ধৈর্য্য ধরিতে পারেন না, ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল। এই যে বিষ্ণুপ্রিয়া যে মাত্র "হে মদনমোহন হরি! দর্শন দাও," বলিয়া কাতর-ধ্বনি করিয়া উঠিলেন, অমনি সেই ধ্বনি, প্রেম রজ্জুর স্বরূপ হইয়া গৌরাঙ্গের দুটী পদ বন্ধন করিয়াছে। *

সূর্য্য গ্রহগণকে, ও গ্রহগণ সূর্য্যকে, পরস্পরে আকর্ষণ করিয়া থাকে। আকর্ষণ জীবন্ত হইলে তাহাকে প্রীতি বলে। সেইরূপে শ্রীভগবান জীবগণকে, জীবগণ ভগবানকে, ও জীবগণে পরস্পরে আকর্ষণ করিয়া থাকেন। তবে জড় পদার্থের আকর্ষণের হ্রাস বৃদ্ধি নাই, যেহেতু ইহা নির্জীব শক্তি। জীবগণে যে আকর্ষণ করেন, সে জীবন্ত শক্তি, উহা পরিবর্দ্ধনশীল, ও উহা তাঁহাদের করায়ত্তে আছে। শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়ার এইরূপ আকর্ষণে যে প্রভু আবদ্ধ হইবেন, তাহার বিচিত্র কি? বাসুদেব নামা একজন কুষ্ঠরোগগ্রস্ত এইরূপে প্রভুকে আকর্ষণ করিয়া নিকটে আনিয়াছিলেন, কিন্তু সে অনেক পরের কথা।

আপনারা সকলেই জানেন, শ্রীভগবান সর্ব্ব-শক্তিসম্পন্ন, ও সকলের উপর কর্ত্তা। ইহাও জানেন যে, তিনি স্বেচ্ছাময়। কিন্তু তিনিও আপনার একটি কর্ত্তা করিয়াছেন, সেটি প্রীতি। অতএব জীবগণ যেমন তাঁহার অধীন, কর্ত্তব্যে তিনিও জীবগণের অধীন। শ্রীভগবান বড় জিদ করিয়া, সমুদায় উপেক্ষা করিয়া, "মত্ত সিংহের" ন্যায় যাইতেছিলেন। নিতাই যে পশ্চাৎ হইতে চীৎকার করিয়া ডাকিতেছেন, তাহা ত কর্ণেও যাইতেছে

---

* প্রেম ফাঁসে বান্ধিল গৌরাঙ্গ মত্ত সিংহ।
চলিতে না পারে প্রভু গতি হইল ভঙ্গ॥
নিত্যানন্দ অঙ্গে অঙ্গ হেলাইয়া রহিল।
অঝোর নয়নে প্রভু কান্দিতে লাগিল॥ (চৈতন্যমঙ্গল)

না! কিন্তু বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রীতির অতি সূক্ষ্ম-রজ্জুতে বান্ধা গেলেন, আর নিতাইয়ের অঙ্গে এলাইয়া পড়িলেন।

প্রভু সেই রজ্জু ছিঁড়িবার নিমিত্ত লম্ফঝম্প করিতে লাগিলেন, করিতে করিতে ছিঁড়িলেন,—যেহেতু তিনি অসীম শক্তিধর;—নয়নজল মুছিলেন, আবার গতি পাইলেন, আবার পশ্চিমাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন।

প্রভু এবার আরো দৃঢ় সংকল্প করিয়া চলিলেন। কিন্তু শচী "নিমাই!" বলিয়া কান্দিতেছেন, বিষ্ণুপ্রিয়া "মদনমোহন!" বলিয়া ডাকিতেছেন, ভক্তগণ "প্রভু!" বলিয়া চীৎকার করিতেছেন। এই সমস্ত আকর্ষণ ও রোদন সূক্ষ্ম রজ্জুরূপে সৃষ্টি হইয়া প্রেম-ফাঁসরূপে পরিণত হইতেছে। এই সমস্ত প্রেম-ফাঁস প্রভুকে চারিদিকে ঘিরিতেছে। তিনি অসীম শক্তি-সম্পন্ন বলিয়া এ সমুদায় রজ্জু ছিঁড়িতেছেন। কিন্তু ইহা খণ্ড খণ্ড করিতে সময় লাগিতেছে, পরিশ্রমও হইতেছে। ইহাতে হইতেছে কি, যে শচীর "বাছা" আর বড় অগ্রগামী হইতে পারিতেছেন না,—কেবল ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন!

এইরূপে নিমাই তিন দিবস রাঢ়ে ঘুরিতেছেন। ঘুরিয়াই বেড়াইতেছেন, বৃন্দাবনের নিকট এক পাও যাইতে পারিতেছেন না। একবার সংকল্প করিয়া নিজ শক্তিতে দুই ক্রোশ পশ্চিম-উত্তর মুখো গমন করিলেন। এদিকে নবদ্বীপবাসীগণ পশ্চাতে টানিতে লাগিলেন। তাঁহারা টানিয়া টানিয়া আবার তাঁহাকে দুই ক্রোশ পশ্চাতে হটাইলেন। প্রভু প্রথম দিন যেখানে, তিন দিনের দিন প্রায়ই সেখানে। অথচ, তিন দিবস রজনী কেবল হাটিয়াছেন, আর প্রথম দিবস কেবল দৌড়াইয়াছেন। প্রভু অনবরত চলিয়াছেন, পিপাসা শান্তি নিমিত্ত একবার বিশ্রাম করেন নাই, অথচ তিন দিনের দিন বাড়ীর নিকট আছেন।

এইরূপে তিন দিবস রজনী গেল। প্রভু জলস্পর্শ করেন নাই, ভক্তগণও করেন নাই। প্রভু জলস্পর্শ করেন নাই, ভক্তগণের উহা স্পর্শ করিতে প্রবৃত্তি হইবে কেন? কিরূপে তাঁহারা বাঁচিয়াছিলেন, তাহা তাঁহারাই জানেন। প্রভু যখন ঘোর অচেতন দশা প্রাপ্ত হইলেন, তখন ভক্তগণ ভাবিলেন যে, তাঁহাকে কোনগতিকে শান্তিপুরে শ্রীঅদ্বৈতের বাড়ী লইয়া যাইবেন। প্রভুকে শান্তিপুরে লইতে পারিলেও তাঁহাকে শ্রীনবদ্বীপে লওয়া হইবে না, যেহেতু সন্ন্যাসীর নিজ গ্রামে যাওয়া নিয়ম বিরুদ্ধ। প্রভুকে কিরূপে শান্তিপুরে

লইবেন, দিবানিশি তাহারই উপায় করিতেছেন, নানা উপায়ে কতক কৃত-কার্য্যও হইয়াছেন। প্রভু কাটোয়া হইতে পশ্চিম দিকে গমন করিয়া বহুদূর গিয়াছিলেন, এখন সেই প্রভু শান্তিপুরের অপর পারে দুই চারি ক্রোশ দূরে। ভক্তগণ নানা উপায়ে প্রভুকে শান্তিপুরের এত নিকটে আনিয়াছেন।

তখন প্রভু শান্তিপুরের অপর পারে, চারি পাঁচ ক্রোশের মধ্যে, আসিয়াছেন। নিমাই নয়ন অর্দ্ধ মুদিত করিয়া চলিয়াছেন, নিতাইয়ের হৃদয়ে ক্রমেই আশা-লতা বাড়িতেছে, প্রভুকে ফিরাইতে পারিবেন এ ভরসা ক্রমেই বলবতী হইতেছে। সেখানে মাঠে রাখালগণ গরু চরাইতেছে। প্রভু অন্ধের ন্যায় গমন করিতেছেন, এমন সময়ে প্রভু, নিত্যানন্দ প্রভৃতি পঞ্চ বিগ্রহের প্রতি চাহিলেন। তাঁহাদের নয়ন-ভৃঙ্গ কাজেই পরিণামে প্রভুর মুখ-পদ্মে আকৃষ্ট হইল। প্রভুর বদন দেখিয়াই তাঁহাদের হৃদয় বিলোড়িত হইল। ক্রমে তাঁহাদের হৃদয়ে অপরূপ ভাবের উদয় হইতে লাগিল। তাঁহাদের নিকট বোধ হইল যেন জগতে কেবল শীতল বায়ু বহিতেছে, জগতে কেহ দুঃখী নাই, তাঁহাদেরও দুঃখ নাই। জগতে আছে কেবল আনন্দ, এবং সেই আনন্দের প্রস্রবণ শ্রীহরি, আর সেই শ্রীহরি কপট সন্ন্যাসী বেশ ধরিয়া তাঁহাদের সম্মুখ দিয়া গমন করিতেছেন।

তখন রাখালগণের জিহ্বায় শ্রীহরিনাম উদয় হইল, তাহারা আনন্দে হরিধ্বনি করিতে লাগিল। শেষে আনন্দে অচেতন হইয়া "হরিবোল" "হরিবোল" বলিয়া সকলেই নৃত্য করিতে লাগিল।

প্রভুর এই একটি অচিন্তনীয় শক্তি ছিল। এমন কি, তাঁহাকে দূর হইতে দর্শন করিয়াও কখন কখন জীবের "হরি বলে, বাহু তুলে" নাচিতে হইত। রাখালগণ এই আনন্দজনক হরিধ্বনি করিলে, শ্রীনিত্যানন্দ প্রভৃতি ভক্তগণ প্রভুর অচিন্তনীয় শক্তি দর্শন করিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। তাঁহারা ভাবিতেছেন, এরা না রাখাল? এরা হরি বলে কেন? এরা নাচেই বা কেন? প্রভু ত ইহাদিগের প্রতি দৃষ্টিপাতও করেন নাই? ইহারা ত কখন সাধন ভজন করে নাই? ভক্তগণ প্রভুকে শ্লাঘা করিয়া ভাবিতেছেন, "সাবাস! বুঝিলাম এ অবতারে তুমি রাখাল পর্য্যন্ত প্রেমে উন্মত্ত করিবা।" কিন্তু তাঁহাদের অধিক ক্ষণ প্রভুকে প্রশংসারূপ আনন্দভোগ করা হইল না, যেহেতু প্রভু হঠাৎ দাঁড়াইলেন!

প্রভু দাঁড়াইলে, তাঁহারাও দাঁড়াইলেন। দাঁড়াইয়া অবাক হইয়া তাঁহার

মুখপানে চাহিয়া রহিলেন। দেখিলেন, প্রভু দাঁড়াইয়া নয়ন উন্মীলিত করিলেন, করিয়া মস্তক অবনত করিয়া যেন কি শুনিতে লাগিলেন। ভক্তগণ বুঝিলেন, প্রভু হরিধ্বনি কর্ণে প্রবেশ করায়, দাঁড়াইয়াছেন। এখন সেই মধুর-ধ্বনি শুনিতেছেন।

এইরূপে প্রভু নয়ন মেলিয়া, কাণ পাতিয়া, কোন্ দিক্ হইতে হরিধ্বনি আসিতেছে তাহা লক্ষ্য করিয়া, রাখালগণের দিকে মুখ ফিরাইলেন। দেখিলেন রাখালগণ আনন্দে হরি বলিয়া নৃত্য করিতেছে।

প্রভু তখন সেই দিকে চলিলেন। সে সময় নয়ন মেলিয়া যাইতেছেন, আর পদস্খলন হইতেছে না। তবু ভক্তগণ যে নিকটে তাহা জানিতে পারিলেন না।

রাখালগণ প্রভুকে আগমন করিতে দেখিয়া তটস্থ হইয়া, ভক্তিতে গদ গদ হইয়া, তাঁহার শ্রীচরণে প্রণাম করিল। প্রভু কথা কহিলেন,—এই প্রথম। বলিতেছেন, "বাপগণ! উঠ। উঠিয়া আমাকে হরিনাম শুনাও। বাপ! আমি বহুদিন হরিনাম শুনি নাই। আমার কর্ণ বহুদিন উপবাসী আছে, তাই আমি মরিয়া আছি, তোমরা আমাকে হরিনাম শুনাইয়া প্রাণদান কর।"

আমাদের নবদ্বীপচন্দ্র যে তিন দিবস পূর্ব্বে বৈকুণ্ঠের সম্পত্তি ভোগ করিতেছিলেন, আর এখন বৃক্ষতলবাসী হইয়াছেন, তাহা তাঁহার মনে নাই। তিন দিবস পূর্ব্বে যে তাঁহার যত প্রিয় স্থান ও প্রিয়জন সমুদায় জন্মের মত ত্যাগ করিয়াছেন, তাহা তাঁহার মনে নাই। তাঁহার বৃদ্ধ জননী যে তাঁহার নিমিত্ত বিষাদ সাগরে হাবুডুবু খাইতেছেন, তাঁহার ত্রিজগতের মধ্যে ভাগ্যবতী নবীনা ভার্য্যা যে এখন ত্রিলোকের মধ্যে কাঙ্গালিনী হইয়াছেন, তাহা তাঁহার মনে নাই। প্রভু যে তিন দিবস অনাহারে ও অনিদ্রায় আছেন, তাঁহার যে চলিয়া চলিয়া অঙ্গ অসাড় হইয়া গিয়াছে, তাঁহার যে কণ্টকে শ্রীঅঙ্গ ক্ষত বিক্ষত হইয়াছে, তাঁহার পদ্ম ফুলের ন্যায় কোমল পদে যে চলিয়া ব্রণ হইয়াছে, তাহা তাঁহার বোধ নাই। বহুদিন হরিনাম শুনেন নাই, এই দুঃখে তিনি অন্য সমুদায় দুঃখ ভুলিয়া গিয়াছেন। এখন রাখালের মুখে হরিনাম শুনিয়া সমুদায় দুঃখ ভুলিয়া আনন্দে তাহাদের নিকটে দৌড়িতেছেন।

তিনি ঘোর অচেতন অবস্থায় ছিলেন। এ অচেতন অবস্থা কিছুতেই

ভঙ্গ হয় নাই। অনিদ্রায়, অনাহারে, পথের ক্লেশে, রৌদ্রে, শীতে, কি পিপাসায়, তাঁহার চেতন হয় নাই। নিত্যানন্দ তাঁহার পশ্চাতে চীৎকার করিয়া কান্দিয়া কান্দিয়া শতবার ডাকিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার চেতন হয় নাই। হরিনাম কর্ণে প্রবেশ করিবা মাত্র অমনি স্থির হইলেন, চেতন পাইলেন, ও নয়ন মেলিলেন। জীবগণ ক্ষুধায় মরে, তৃষ্ণায় মরে, অনিদ্রায় মরে, দেহের ক্লেশে মরে, বন্ধু বিরহে মরে। কিন্তু প্রভু ইহাতে মরেন নাই। প্রভু তিন দিন হরিনাম শুনেন নাই, তাহাতেই মরিয়াছিলেন। জীবগণ অনাহারে থাকিয়া আহার করিয়া, কি অনিদ্রায় থাকিয়া, নিদ্রা আরাম ভোগ করিয়া, বলিয়া থাকে যে, তাহারা মরিয়াছিল, এখন আহার করিয়া কি নিদ্রা গিয়া প্রাণ পাইল। প্রভু হরিনাম শুনিয়া বলিতেছেন, "আমি মরিয়াছিলাম, হে রাখালগণ! তোমরা আমাকে হরিনাম শুনাইয়া বাঁচাইলে।"

প্রভু রাখালগণকে নিকটে আনিয়া তাহাদের মস্তকে শ্রীকর স্পর্শ করিয়া বলিতেছেন, বাপ! তোমরা আমার বড় উপকার করিলে। শ্রীভগবান তোমাদিগের উপকার করুন। "বাপ! তোমরা এ হরিনাম কোথায় শিখিলে? বুঝিলাম তোমরা ব্রজের রাখাল হইবে।" *

তখন রাখালগণ ক্ষণেক বাহু তুলিয়া হরি বলিয়া নৃত্য করিল। প্রভু যে বৃন্দাবনে গমন করিতেছেন, এ ভাব মনের অভ্যন্তরে ছিল। এখন ভাবিতেছেন যে, ব্রজের নিকটবর্ত্তী হইয়াছেন তাহার সন্দেহ নাই, আর এই রাখালগণ সেই বৃন্দাবনের নিকটবর্ত্তী স্থানে থাকে বলিয়া হরিনাম বলিতে শিখিয়াছে। প্রভু বলিতেছেন "বাপ! তোমরা আমার বড় উপকার করিলে। আর একটু উপকার কর। বল দেখি, বৃন্দাবন কোন পথে যাবো?"

অতি দুঃখে হাঁসি পায়। প্রভুর এ প্রশ্নে একটু হাঁসি পাওয়ার কথা।

---

*ও ব্রজের রাখালগণ!
এ নাম কোথায় পেলি, কে শিখালে।
আমি বৃন্দাবনে যেতে ছিলাম।
নাম শুনে ফেরে এলাম॥
এই যে আমি মরে ছিলাম।
নাম শুনে প্রাণ পেলাম॥
আমার কর্ণ উপবাসী ছিল।
হরিনামে আবার প্রাণ এল॥ (প্রাচীন পদ)

বৃন্দাবন পশ্চিম উত্তরে। প্রভু নয়ন মুদিয়া পূর্ব্ব-দক্ষিণে আসিতেছেন। এখন জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "বাপ! বৃন্দাবন কোন পথে যাব ?"

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভৃতি প্রভুর কাছে দাঁড়াইয়া, কিন্তু তাঁহাদের প্রতি তাঁহার লক্ষ্য নাই! তাঁহারা যে কাছে দাঁড়াইয়া, তাহাও প্রভু জানেন না। যে মাত্র প্রভু রাখালগণের কাছে বৃন্দাবনের পথ জিজ্ঞাসা করিলেন, অমনি শ্রীনিত্যানন্দ বুঝিলেন যে তাঁহার বড় সুযোগ উপস্থিত। তিনি পশ্চাৎ হইতে তাহাদিগকে হস্ত দ্বারা সঙ্কেত করিয়া শান্তিপুরের পথ দেখাইতে বলিলেন। রাখালগণ সঙ্কেত বুঝিল, বুঝিয়া প্রভুকে শান্তিপুরে যাইবার, যে পথ সেই পথ দেখাইয়া দিল।

প্রভু তখন সেই পথ ধরিলেন। রাখালগণ তাঁহার পশ্চাতে আসিতেছিল, কিন্তু নিত্যানন্দ তাহাদিগকে নিবারণ করিলেন।

সেই সময় শ্রীনিত্যানন্দ চন্দ্রশেখরকে বলিলেন, "তুমি দ্রুতগতিতে শান্তিপুরে যাও, সেখানে যদি শ্রীঅদ্বৈত প্রভু আসিয়া থাকেন, তবে তাঁহাকে বলিবে যে, তিনি যেন এক খানি নৌকা লইয়া এই পারে অপেক্ষা করেন। আমি কোন ক্রমে প্রভুকে সেই ঘাটে লইয়া যাইব। যদি তিনি শান্তিপুরে না থাকেন, তবে তুমি তাঁহাকে শ্রীনবদ্বীপে পাইবে, তাঁহাকে শীঘ্র নৌকা লইয়া আসিতে বলিবে। আর বাড়ী যাইয়া সকলকে প্রভুর সন্ন্যাসের কথা বলিবে, আর বলিও যে আমি প্রভুকে শান্তিপুর লইয়া গেলে তাঁহাদিগকে সংবাদ দিব, দিলে তাঁহারা আসিয়া তাঁহার সহিত মিলিতে পারিবেন। জননীকে এ কথা এখন বলিও না।" কিন্তু শ্রীনিত্যানন্দের আজ্ঞা, আর সে আজ্ঞা বিবেচনা সঙ্গত, কাজেই অতি কষ্টে প্রভুকে ছাড়িয়া দ্রুত গতিতে চলিলেন। শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুকে যে নিতান্ত প্রয়োজন তাহা সকলে বুঝিলেন।

বিংশ অধ্যায়.

নবীন সন্ন্যাসী দেখি।
রূপে ঝরে আঁখি সখি॥

শ্রীনিত্যানন্দের কথা আমি কি বলিব? প্রভু নিতাই! তোমাকে কি ধন্যবাদ দিব? আহা! ধন্যবাদ ত অনেককে দিয়া থাকি? হৃদয়ে কি তোমার পাদপদ্মে প্রণাম করিব? তাহাও ত সকলে করিয়া থাকে? অতএব হে নিত্যানন্দ! হে বিশ্বরূপের অভিন্ন কলেবর! হে জীবের বন্ধু! আমি তোমার ধার শুধিতে পারিলাম না, তোমার নিকট চিরঋণী রহিলাম।

প্রভু শান্তিপুরের প্রশস্ত পথে চলিলেন, পশ্চাতে নিত্যানন্দ, তাঁহার পশ্চাতে একটু দূরে মুকুন্দ ও গোবিন্দ। প্রভুর তখন অর্দ্ধ বাহ্য অবস্থা। চিত্ত একটি ভাবে বিভোর, সুতরাং বাহ্য জগতের সহিত তাঁহার প্রায় সম্বন্ধ নাই। চক্ষু উন্মীলিত, পথ দেখিতেছেন, বাহিরের অন্যান্য দ্রব্যও দেখিতেছেন, কিন্তু তাহাতে ধ্যান ভঙ্গ হইতেছে না। মনে উহাই ভাবিতেছেন যে, অবন্তিনগরের বিপ্রের ন্যায় শ্রীবৃন্দাবনে যাইয়া একমনে গোবিন্দ-ভজন করিবেন। আবার "এতাং সমাস্থায়" শ্লোকটি পড়িলেন। আবার শ্লোকের তাৎপর্য্য বলিলেন। আবার বলিতেছেন, "সাধু বিপ্র! তোমার সঙ্কল্প জীবমাত্রের অনুকরণ করা উচিত।" ইহাই বলিতেছেন, আর গমন করিতেছেন,—এমন সময় বুঝিলেন যেন কেহ তাঁহার পশ্চাতে আসিতেছেন।

প্রভুর স্থির-নয়ন পথ-পানে রহিয়াছে, চিত্ত উপরি উক্ত ভাবে বিভোর রহিয়াছে। যদিও পশ্চাতে কেহ আসিতেছে জানিতে পারিলেন, তবু নয়ন-তারা স্থান-ভ্রষ্ট করিলেন না। পথের দিকে চাহিয়া কতক মনে মনে, কতক যেন পশ্চাতে লোকের নিকট জিজ্ঞাসু হইয়া বলিতেছেন, "বৃন্দাবন আর কত দূর?"

নিত্যানন্দ দেখিলেন যে, প্রভুর স্বর প্রশ্নাত্মক, তখন ভাবিলেন এ সুযোগ ছাড়া নয়। তাই অমনি প্রভুর কথায় উত্তর করিয়া বলিতেছেন, "বৃন্দাবন আর অধিক দূরে নাই।"

প্রভু এই কথা শুনিলেন, কিন্তু কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না। যেমন পূর্ব্বে ছিলেন সেইরূপ পথ পানে নয়ন রাখিয়া চলিলেন। মনের মধ্যে আনন্দ রহিয়াছে যে, বৃন্দাবনে যাইয়া নিশ্চিন্ত হইয়া মুকুন্দ-ভজন করিবেন। সেই ভাবের একটি আনুষঙ্গিক প্রশ্ন, "বৃন্দাবন কতদূর" জিজ্ঞাসা করিলেন। সে প্রশ্নের উত্তর পাইলেন, তবু মনে যে আনন্দ-তরঙ্গ খেলিতেছে উহা ভঙ্গ করিয়া, কোন্ ব্যক্তি যে তাঁহার প্রশ্নের উত্তর করিল, তাহা কিছুমাত্র জানিবার চেষ্টা না করিয়া, পূর্ব্বের মত মস্তক অবনত করিয়া চলিলেন।

নিত্যানন্দ ইহাতে ঠকিলেন। ভাবিয়াছিলেন তিনি প্রভুর কথায় উত্তর দিবে, আর তাঁহার গলার স্বর শুনিয়া, প্রভু তাঁহার দিকে চাহিবেন, কিন্তু প্রভু চাহিলেন না। তখন ভাবিলেন যে প্রভুকে শান্তিপুরে লইয়া যাইবার এই সুযোগ, এখন উহার বিশেষ চেষ্টা করিতে হইবে। প্রভুর ভাবগতিক নিতাই যেরূপ জানেন এরূপ আর কেহ নহে। তিনি বুঝিলেন যে, প্রভুর যতদূর চেতনা হইয়াছে এখন তাঁহাকে চিনিলেও চিনিতে পারেন। অতএব এখন পরিচয় দেওয়া উচিত। ইহাই বলিয়া দ্রুতপদে প্রভুর অগ্রে গমন করিলেন, করিয়া পথ আগুলিয়া সম্মুখে দাঁড়াইলেন। দাঁড়াইয়া বলিতেছেন, "আমি নিত্যানন্দ।"

এরূপ, "আমি নিত্যানন্দ," কতবার, কতপ্রকারে, কত চেঁচাইয়া প্রভুকে জানাইয়াছেন, কিন্তু প্রভুকে চেতন করাইতে পারেন নাই। এখন অগ্রে দাঁড়াইয়া নিতাই যখন আপনার পরিচয় দিলেন তখন প্রভু মুখ উঠাইলেন। মুখ উঠাইয়া কমল-নয়নে নিতাইয়ের পানে চাহিলেন।

দুই ভাইয়ের চারি চক্ষে মিলন হইল! মনে ভাবুন, সন্ন্যাসের পরে এই দেখা। মনে ভাবুন, নিতাই হারাধন পাইলেন। ইহাতে তাঁহার চতুর্দ্দিক অন্ধকারময় হইয়া আসিল, নয়নে শতধারায় জল, আর কণ্ঠে অতি বেগের সহিত ক্রন্দনের রব আসিতে উদ্যত হইল। কিন্তু তাহা হইলে প্রভুর হয়ত নিপট্ট-বাহ্য হইবে, আর নিপট্ট-বাহ্য হইলে তাঁহার যে মনস্কাম তাহার ব্যাঘাত হইবার সম্ভাবনা। ইহাই ভাবিয়া নিতাই, স্বয়ং ঈশ্বর সুতরাং বড় শক্তিধর বলিয়া, মনকে বশীভূত করিলেন। বদনে চিত্ত বিচলিতের কোন রূপ চিহ্ন দেখাইলেন না।

প্রভু মুখ উঠাইয়া শ্রীনিত্যানন্দের পানে চাহিলেন। চাহিবামাত্র চিনিতে পারিলেন না। বুঝিলেন, যে লোকটি পরিচিত বটে। অন্ততঃ ইহাকে

পূর্ব্বে দেখিয়াছেন। কিন্তু কোথায়, আর এ ব্যক্তি কে তাহা ঠিক নিরাকরণ করিতে পারিতেছেন না। সে নিমিত্ত নিতাইয়ের মুখে, দুই পরিসর নয়ন রাখিয়া, তাঁহাকে চিনিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

এমন সময় নিতাই প্রভুর ভাব বুঝিয়া আবার বলিলেন, "প্রভু! চিনিতে পারিতেছেন না আমি তোমার নিত্যানন্দ!"

প্রভু তখন একটু চিনিতে পারিলেন, বলিতেছেন, "তোমাকে যেন চেন চেন করি? যেন শ্রীপাদ?"

নিতাই করযোড়ে বলিলেন, "সেই অধমই বটে? আমি তোমার নিত্যানন্দই বটে।

প্রভু ইহাতে আশ্চর্য্যান্বিত ও আনন্দিত হইয়া বলিতেছেন, "তুমি শ্রীপাদ? তুমি বল কি? তাওত বটে! শ্রীপাদই ত বটে? তুমি এখানে কিরূপে আইলে? আমি বৃন্দাবনে যাইতেছি, তুমি কিরূপে আমাকে ধরিলে? আমি যে কিছু বুঝিতে পারিতেছি না।"

প্রভুর পাছে নিপট্ট-বাহ্য হয় ইহা নিত্যানন্দের বড় ভয়। সুতরাং বেশী কথা না বলিয়া বলিতেছেন, "বলিতেছি, আপনি চলুন। লোকমুখে শুনিলাম আপনি বৃন্দাবনে যাইতেছেন, আমিও তাই আপনার পাছে পাছে আইলাম। দৌড়িতে দৌড়িতে প্রাণ গিয়াছে। এই আপনার লাগ পাইলাম। এখন চলুন, কথা কহিতে কহিতে যাইব।

প্রভু তখন অতিশয় আনন্দিত হইয়া বলিতেছেন, "বড়ই সুন্দর! বড় বুদ্ধির কার্য্য করিয়াছ। চল এখন দুইজনে বৃন্দাবনে যাইয়া নির্জ্জনে এক মনে শ্রীমুকুন্দের ভজন করিব।"

প্রভু অধিক কথা বলেন, ইহা নিতাইয়ের ইচ্ছা নয়। তাই বলিতেছেন, "এই উত্তম যুক্তি। আপনি চলুন কথা কহিতে কহিতে যাইব।"

প্রভু চলিলেন। নিতাই অগ্রে, প্রভু পাছে। নিতাই পথ দেখাইয়া যাইতেছেন। নিতাই ভাবিতেছেন এইরূপে প্রভুকে ভুলাইয়া একবারে গঙ্গার ধারে লইয়া যাইবেন। দুই চারি পা যাইয়া প্রভু জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "শ্রীপাদ! শ্রীকৃষ্ণ ত আমায় দর্শন দিবেন?"

নিতাই ভাবিলেন, এই আবার কপাল পুড়িল। আবার শ্রীকৃষ্ণের কথা উঠাইলে হয় ত সেই পূর্ব্বকার মত ঘোর বিহ্বলতা আসিয়া পড়িবে। তাই প্রভুর কথায় সহানুভূতি না দেখাই- লিতেছেন, এখন "ওসব

থাক, চল অগ্রে বৃন্দাবনে যাই, তাহার পরে সেখানে যাইয়া কিরূপে কৃষ্ণের দর্শন পাই তাহার যুক্তি করিব।"

শ্রীনিতাই প্রভুকে কখন "আপনি" "আপনি" কখন "তুমি" "তুমি" করিতেন।

প্রভু মস্তক অবনত করিয়া পথ পানে চাহিয়া চলিতেছেন। একটু যাইয়া আবার বলিতেছেন, "শ্রীপাদ! শ্রীবৃন্দাবনে যাইয়া আমি কি করিব বলিতেছি। মাধুকরী করিব, করিয়া জীবন যাপন করিব। আবার কি করিব বলিতেছি। জয় রাধে শ্রীরাধে বলিয়া রাধাকুণ্ডের ধূলায় গড়াগড়ি দিব।" *

প্রভু শ্রীবৃন্দাবনে যাইয়া কি কি করিবেন এই সমুদায় মনের খেয়াল বলিতে আরম্ভ করা মাত্র গদ গদ হইয়াছেন। নিতাই দেখিলেন যে, ভাব বড় ভাল নয়, আবার কপাল পুড়িবার উপক্রম। তখন প্রভুর উত্থিত ভাব-তরঙ্গকে রোধ করিবার আশায় বলিতেছেন, "প্রভু! তোমার এ সমুদায় কথা এখন ভাল লাগিতেছে না। ক্ষুধায় পিপাসায় তুমিও কাতর, আমিও কাতর। আগে বৃন্দাবনে যাই, ক্ষুৎপিপাসা শান্তি করি, পরে মুকুন্দ ভজনের যুক্তি করিব।"

নিত্যানন্দ ভাবিলেন যে, তিনি ক্ষুধায় তৃষ্ণায় দুঃখ পাইতেছেন, এ কথা শুনিলে প্রভু একটু দয়ার্দ্র হইবেন। হয় ত তাঁহার নিজেরও ক্ষুধা-পিপাসা বোধ হইবে, এবং বোধ হইলে বাহ্য ইন্দ্রিয়গণ সজীব হইবে। তাহা হইলে অন্তরিন্দ্রিয়গণের শক্তি হ্রাস হইবে। প্রকৃতই নিতাইয়ের তাড়া খাইয়া প্রভু একটু চুপ করিলেন। কিন্তু অধিক ক্ষণ চুপ করিয়া থাকিতে পারিলেন না। খানিক গমন করিয়া ধীরে ধীরে, ভয়ে ভয়ে, আবার নিত্যানন্দকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "শ্রীপাদ! বৃন্দাবন, "আর" কতদূর আছে?"

এই কথা শুনিবামাত্র তাঁহার কি করা কর্ত্তব্য এই সিদ্ধান্ত মধ্যাহ্ন সূর্য্যের ন্যায় শ্রীনিত্যানন্দ সম্মুখে প্রকাশ হইল। নিতাই চিন্তার বোঝা ঘাড়ে করিয়া প্রভুর অগ্রে চলিয়াছেন, সে চিন্তায় একেবারে অভিভূত, সংজ্ঞা-

---

* নিতাই বলরে, কত দূর বৃন্দাবন॥
আমায় দিবেন কি কৃষ্ণ দরশন। ধ্রু
কবে বৃন্দাবনে যাবো, মাধুকরী করে খাবো,
রাধা কুণ্ডে পড়ি দিব।

শূন্য। ভাবিতেছেন, প্রভুকেত শান্তিপুর মুখে লইয়া যাইতেছেন, প্রভুও বৃন্দাবন পথ-ভ্রমে শান্তিপুরের পথে চলিতেছেন, তাঁহার বাহ্যও ক্রমে হইতেছে। যদি একবার প্রভু মস্তক তুলিয়া সূর্য্যের পানে চাহিয়া দেখেন, তখনই জানিতে পারিবেন যে, তিনি পূর্ব্বে-দক্ষিণে গমন করিতেছেন। যদি প্রভু জানিতে পারেন যে, আমি তাঁহাকে ভুলাইয়া শান্তিপুরাভিমুখে লইয়া যাইতেছি, তবে স্বেচ্ছাময় হয় ত রাগ করিয়া বৃন্দাবনের দিকে এমনি দৌড় মারিবেন যে, আমি আর ধরিতে পারিব না। এই চিন্তায় নিতাই অভিভূত। এমন সময় প্রভু জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৃন্দাবন 'আর' কতদূর ?"

এই যে, প্রভু "আর" শব্দটি ব্যবহার করিলেন, ইহাতে নিতাই বুঝিলেন যে, বৃন্দাবনের খুব নিকটে আসিয়াছেন, প্রভুর এই ভ্রম হইয়াছে। তখন তাঁহার কি কর্ত্তব্য এই সিদ্ধান্ত বিদ্যুৎ-গতির ন্যায় তাঁহার হৃদয়ে প্রবেশ করিল। তিনি বুঝিলেন যে, প্রভুর এই ভ্রমই তাঁহার সহায় হইবে। নিতাই বলিতেছেন, "আর কতদূর ? শ্রীবৃন্দাবন অতি নিকট।"

নিমাই আবার চলিলেন, একটু যাইয়া আবার ভয়ে ভয়ে বলিলেন, "শ্রীপাদ ! শ্রীবৃন্দাবন খুব নিকটে বলিলে, কিন্তু কত নিকটে ত বলিলে না।"

নিতাই বলিতেছেন, "বৃন্দাবনে ত এলাম ?"

তখন সুরধুনী তীরে যে গ্রাম সে গ্রামের বৃক্ষাদি দেখা যাইতেছে ! এমন কি অতি দূরে একটি বটবৃক্ষও দেখা যাইতেছে । এটি শান্তিপুরের অপর পারে। নিতাই বলিতেছেন, "প্রভু, তুমি একটু হাঁটিয়া চল, বৃন্দাবনে ত এলাম ?

প্রভু আর ভাল মন্দ না বলিয়া মস্তক অবনত করিয়া চলিলেন সেখান হইতে বটবৃক্ষটী পরিষ্কাররূপে দেখা যায়। নিতাই আপনি আপনি বলিতে-ছেন, "বৃন্দাবনে ত এলাম ? অদ্যই বৃন্দাবনে যাইব।"

এই কথা শুনিবামাত্র প্রভু দাঁড়াইলেন ও নিত্যানন্দের দিকে ফিরিলেন। তাঁহার বদনের ও কথার ভাবে নিতাই বুঝিলেন যে, বৃন্দাবন যে এত নিকটে তাহা প্রভু সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করিতেছেন না। প্রভু বলিতেছেন, "বৃন্দাবনে অদ্যই যাইব ? সেকি ? আমি যে তোমার কথা কিছুই বুঝিতেছি না ?" নিতাই বলিলেন, "আমার কথা বুঝা কষ্ট কি ? আমি তবু তোমারে ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিতেছি। ঐ একটী বড় বৃক্ষ দেখিতেছ ?"

প্রভু একটু ঠাহরিয়া দেখিয়া দেখিয়া বলিতেছেন, "হাঁ! ঐ ত বোধ হয় বটবৃক্ষ। নিতাই বলিতেছেন, "তাই বটে! আবার উহার ধারে একটী নদী দেখিতেছ ?"

প্রকৃত সেখান হইতে সুরধুনীর গর্ভ কিঞ্চিৎ দেখা যাইতেছিল। প্রভু আবার মনোনিবেশ করিয়া দেখিয়া বলিলেন, "ঐ ত একটী নদী বটে। ঐ বৃক্ষটী ও নদীটি কি ?

তখন নিত্যানন্দ একটু হাসিয়া বলিতেছেন, "ওটী বটবৃক্ষ, উহার আঙ্গিনায় যাইয়া বিশ্রাম করিব। এই বটবৃক্ষটী শ্রীবৃন্দাবনের বংশীবট, আর ঐ নদীটি,—যমুনা!"

এ কথা শুনিয়া প্রভু এত আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন, যে প্রথমে তিনি একবারে নিতাইয়ের কথা বুঝিতে পারিলেন না। ক্রমে নিতাইয়ের কথার ভাবার্থ তাঁহার হৃদয়ে প্রবেশ করিল। তখন প্রকৃতই অবাক, হইয়া নিতাই রহস্য করিতেছেন কি না, তাহা বুঝিবার নিমিত্ত তাঁহার মুখ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। নিতাই অবিচলিত রহিলেন। প্রভুরও কথা ফুটিল। বলিতেছেন, "আমি তোমার কথা শুনিয়া কথা কহিতে পারিতেছি না। ঐ বৃন্দাবন ? আমার কোন মতে প্রত্যয় হয় না। আমার ভাগ্যে বৃন্দাবন দর্শন কি আছে ? আর এত শীঘ্রই বা বৃন্দাবনে কিরূপে আইলাম ?"

নিতাই বলিলেন, "প্রভু, তুমি এখন চল। বংশীবট আঙ্গিনায় বিশ্রাম করিয়া, যমুনার জলে স্নান করিব। একটু দ্রুত চল, ক্ষুধায় তৃষ্ণায় শরীর অবসন্ন বোধ হইতেছে।"

যাঁহারা মহাপুরুষ তাঁহাদের প্রকৃতি কেবল বিপরীত দ্রব্য দ্বারা গঠিত। তাঁহাদের হৃদয় কুসুম হইতে কোমল, ও বজ্র হইতেও কঠিন। তাঁহাদের বুদ্ধি বৃহস্পতি হইতে তীক্ষ্ণ আর সারল্য দশম বৎসরের বালিকা হইতেও অধিক। শ্রীনিমাই চাঁদ, শ্রীনিতাইয়ের সামান্য প্রবঞ্চনায়, ভুলিলেন। তখন বলিতেছেন, "তুমি আগমন কর, আমি অগ্রে যাইয়া যমুনায় অঙ্গ মার্জ্জন করি।" ইহাই বলিয়া এমনি দ্রুতবেগে চলিলেন যে প্রভু খানিক অগ্রবর্ত্তী হইলে নিতাই টের পাইলেন। নিতাইও দৌড়াইয়া চলিলেন। নিতাইও দৌড়িতে খুব মজবুত, দুই জনকেই ধরা কঠিন, তবে নিতাইকে ধরা সহজ, তাহা ভক্তগণ জানেন।

নিতাইয়ের ইচ্ছা ছিল যে প্রভুকে লইয়া গঙ্গার ধারে বৃক্ষতলে বিশ্রাম

করিবেন। যেহেতু শ্রীঅদ্বৈত আসিয়াছেন কি না ইহা তিনি জানিতেন না। নিতাইয়ের মনের ভাব যে যদি তিনি শ্রীঅদ্বৈতকে পান, তবে দুই জনে প্রভুকে অবশ্য শান্তিপুরে লইয়া যাইতে পারিবেন। বিশেষতঃ শ্রীনিমাই শ্রীঅদ্বৈতকে বড় মান্য করিতেন, তাঁহার কথা প্রায় লঙ্ঘন করিতেন না। কিন্তু নিমাই আনন্দে উন্মত্ত হইয়া ছুটিলেন, নিতাইও অমনি পশ্চাতে ছুটিলেন। প্রভু তীরে পৌছিয়াই বিশ্রাম না করিয়াই গঙ্গায়, উহাঁকে যমুনা ভাবিয়া, ঝম্প প্রদান করিলেন। ঝম্প দিবার সময়ে এই শ্লোকটি পাঠ করিলেন, যথা চন্দ্রোদয় নাটকে :—

চিদানন্দভানোঃ সদানন্দসূনোঃ পর-প্রেম-পাত্রী দ্রব-ব্রহ্ম গাত্রী।
অঘানাং লবিত্রী, জগৎক্ষেমধাত্রী পবিত্রীক্রিয়ান্নো বপুর্মিত্র পুত্রী॥

ভাগ্যক্রমে শ্রীঅদ্বৈতের নৌকাও সেই সময়ে সেই ঘাটে লাগিল, নৌকায় তিনি ও আরো কেহ কেহ ছিলেন।

প্রভু স্নান করিয়া তীরে উঠিলেন, উঠিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইলেন। নয়ন মুদিত, দুই হস্ত মস্তকে, নয়নে আনন্দ ধারা বহিতেছে। শ্রীঅদ্বৈত তাঁহাকে দেখিয়া চিনিতে পারিতেছেন না। মস্তক মুণ্ডিত হওয়ায় প্রভুর আকৃতি পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। তবু দেখিতেছেন যে একটি সোণার বিগ্রহ সম্মুখে দাঁড়াইয়া। দেখিতেছেন, সুবলিত ও প্রকাণ্ড দেহ, পরিসর বুক ও "মুঠে পাই কটি খানি।" আর দেখিলেন শরীর দিয়া অমানুষিক তেজ বাহির হইতেছে। তখন বুঝিলেন, প্রভুই বটে।

কিন্তু তাঁহার দশা দেখিয়া শ্রীঅদ্বৈতের হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতে লাগিল। যাঁহার শ্রীপদে বেদনা লাগিবে বলিয়া নদিয়ার পথে লোকে ফুল ছড়াইতেন, যাঁহাকে হৃদয়ে কি নয়নের উপর রাখিয়া মনের বেগ মিটিত না আজ তাঁহার একি দশা? তিনি আজ প্রায় উলঙ্গ, স্নান করিয়াছেন তাহাতে আরো উলঙ্গ দেখা যাইতেছে, সে জ্ঞান নাই। শীত কালে স্নান করিয়াছেন, গাত্র দিয়া জল পড়িতেছে, কিন্তু গাত্র মার্জ্জনী নাই; আর্দ্র কৌপীন পরিয়াছেন উহা ত্যাগ করেন এরূপ দ্বিতীয় বস্ত্র নাই। শ্রীনবদ্বীপে প্রভু যদি কোন খানে দাঁড়াইতেন তবে শত শত লোকে তাঁহার শ্রীমুখের দিকে চাহিয়া করযোড়ে আজ্ঞা প্রতীক্ষা করিত। এখন তিনি একাকী, তাঁহাকে দুটি কথা বলে এমন লোক নাই। শ্রীঅদ্বৈত ভাবিতেছেন, "হে বসুন্ধরে। তুমি দ্বিধা হও, আমি উহাতে প্রবেশ করি।" শ্রীঅদ্বৈত অতি কষ্টে প্রভুর নিকট গমন

করিলেন, কিন্তু ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি চীৎকার করিয়া কান্দিয়া উঠিলেন। প্রভুর তখন গঙ্গাকে যমুনা বলিয়া ভ্রম হইয়াছে। জানিলে হয় ত ধৈর্য্য ধরিয়া থাকিতেন। কান্দিয়া তাঁহার ভ্রম অবস্থা হঠাৎ ভঙ্গ করিতেন না।

প্রভু যমুনায় স্নান করিতেছেন এই আনন্দ সাগরে ভাসিতেছেন। শ্রীঅদ্বৈতের অতি কাতর ক্রন্দন রবে তাঁহার রস-ভঙ্গ ও কাজেই ধ্যান ভঙ্গ হইল। তখন নয়ন মেলিলেন। দেখেন সম্মুখে শ্রীঅদ্বৈত!

শ্রীঅদ্বৈতকে দেখিয়া প্রভু বিস্ময়াপন্ন হইলেন। শ্রীনিত্যানন্দও সম্মুখে দাঁড়াইয়া। তাঁহার দিকে চাহিয়া প্রভু চুপে চুপে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "শ্রীপাদ! ইনি অদ্বৈত আচার্য্য না?" নিতাইয়ের এখন অনেক সাহস হইয়াছে। ওপারে শান্তিপুর, ঘাটে নৌকা, আর অদ্বৈত উপস্থিত, প্রভু আর যাইবেন কোথা? তখন আর প্রতারণা করিবার প্রয়োজন বোধ করিতেছেন না। সুতরাং স্পষ্টভাবে বলিলেন, "প্রভু! তিনিই বটে।"

শ্রীঅদ্বৈতকে পাইয়া, নিমাই অতি আনন্দিত হইলেন। তখন আর্দ্র-গাত্রে তাঁহাকে হৃদয়ে ধরিয়া গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন। করিয়া বলিতেছেন, "তুমিও আসিয়াছ? বেশ করিয়াছ! এখন আমরা সুখে মুকুন্দ-ভজন করিব।"

একটু পরেই মনে সন্দেহের উদয় হওয়ায় বলিতেছেন, "আমি বৃন্দাবনে তুমি কিরূপে জানিলে?" শ্রীঅদ্বৈত তখন বুঝিলেন, যে প্রভু বৃন্দাবনে আসিয়াছেন, তাঁহার এই ভ্রম হইয়াছে। ইহাতে হৃদয় আবার দ্রব হইল কোন উত্তর দিতে পারিলেন না। উত্তর করিতে গিয়া রোদন করিতে লাগিলেন।

প্রভু উত্তর না পাইয়া, এবং শ্রীঅদ্বৈতের রোদন দেখিয়া, প্রকৃত ব্যাপার কি বুঝিবার নিমিত্ত, একবার নিতাইয়ের, আর একবার অদ্বৈতের মুখ পানে চাহিতে লাগিলেন। নিতাইকে বলিতেছেন, "শ্রীপাদ! আমি ত কিছু বুঝিতে পারিতেছি না? আমি বৃন্দাবনে আইলাম, আসিতে পথে দেখি, তুমি অগ্রে দাঁড়াইয়া। আবার খানিক আসিয়া দেখি যে, শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য উপস্থিত! ইহা কিরূপে সম্ভবে? সত্য কি আমি বৃন্দাবনে, না কোথায়? আমি কি স্বপ্নে দেখিতেছি, না জাগ্রত আছি?" নিতাই কি উত্তর করিবেন ভাবিতেছেন। কিন্তু তাঁহার আর উত্তর করিতে হইল না। প্রভুর একবারে নিপট্ট বাহ্য হইল। তখন ব্যাপার কি সমুদায় একবারে পরিষ্কাররূপে বুঝিলেন। বুঝিলেন ওপারে শান্তিপুর। বুঝিলেন

নিতাই তাঁহাকে ফাঁকি দিয়া বৃন্দাবনের নাম করিয়া শান্তিপুরের ওপারে লইয়া আসিয়াছেন !

প্রভু মনে বড় ব্যথা পাইলেন। বৃন্দাবনে যাইয়া মুকুন্দ-ভজন করিবেন এই আনন্দে বাহ্যেন্দ্রিয় সমুদায় এক প্রকার ধ্বংশ হইয়া গিয়াছে। সেই বৃন্দাবনে আসিয়াছেন, সেই যমুনায় স্নান করিলেন, এত পথ হাটিলেন ও দেহের ক্লেশ এত লইলেন, এখন শুনিলেন যে, তিনি বৃন্দাবনে যাইতে পারেন নাই, বরং তিনি যে স্থান হইতে বৃন্দাবন মুখো গমন করেন, প্রায় সেই খানেই আছেন। তখন হৃদয়ে অতিশয় ব্যথা পাইয়া অত্যন্ত ক্রোধ করিলেন।

কিন্তু ভগবানের ক্রোধ, তাঁহার প্রীতির ন্যায়, কেবল মধুর। শ্রীনিমাই ক্রোধ ও দুঃখে নিতাইকে ভৎর্সনা করিয়া বলিতেছেন, "শ্রীপাদ! তুমি আমাকে প্রতারণা করিলে? এত বংশীবট নয়, এত যমুনা নয়, এ যে গঙ্গা! তুমি আমাকে ভুলাইয়া নিয়া আসিলে? শ্রীপাদ! তুমি আমাকে কৃপা করিয়া ভাই বলিয়া থাক, এই কি ভাইয়ের উপযুক্ত কাজ হইয়াছে? আমার সঙ্গীগণ একে একে শ্রীবৃন্দাবনে গেলেন, কেবল আমার যাওয়াই হইল না শ্রীপাদ! আমি যার লাগি সন্ন্যাসী হলেম, তারে ত আর পেলাম না।" *

প্রভুর ক্ষোভ বাক্যে, নিত্যানন্দ ধরা পড়িয়াছেন জানিয়া, একটু লজ্জিত হইয়া, মস্তক অবনত করিলেন। শ্রীঅদ্বৈত তখন সমুদায় অবস্থা বুঝিলেন, বুঝিলেন যে, সুরধুনীকে যমুনা বলিয়া ভুলাইয়া নিতাই প্রভুকে আনিয়াছেন। নিতাই যদি মস্তক অবনত করিলেন, তখন শ্রীঅদ্বৈত বলিতেছেন, "তোমাকে জীবে প্রতারণা করিতে পারে না। শ্রীপাদ সত্য কথাই বলিয়াছেন। ' গঙ্গার পশ্চিম ধারে যমুনা বহিয়া থাকেন ইহা শাস্ত্রের কথা। প্রভু করুণা কর, তোমার ভক্তগণ প্রতি একবার নয়ন মেল। এই শুষ্ক কৌপীন পরিধান করুন।" অদ্বৈত অতিশয় বিবেচনার সহিত সমভিব্যাহারে কৌপীন ও বহির্ব্বাস আনিয়াছিলেন।

---

* নিতাই এ ত নয় বংশীবট আঙ্গিনা। ধ্রু
তুমি জাহ্নবী দেখায়ে বল ঐ দেখা যায় যমুনা।
তুমি ভাই হযে ভাই এই করিলে, ব্রজে যেতে দিলে না।
আমার খেলার সাথী সব গিয়েছে, আমার যাওয়া হল না।
আমি যার লাগি সন্ন্যাসী হলেম, তারে বুঝি পেলাম না।

প্রাচীন পদ]

"আমার যাওয়া হইল না।" ইহা বলিতে বলিতে প্রভু আর্দ্র কৌপীন ত্যাগ করিয়া শুষ্ক কৌপীন পরিলেন। তখন শ্রীঅদ্বৈত বলিতেছেন, "বহুদিন উপবাসী আছেন, দাসের গৃহে পদার্পণ করুন, করিয়া এক মুষ্টি অন্ন গ্রহণ করুন, নৌকা প্রস্তত।" প্রভু এ কথার উত্তর করিলেন না। নিতাইয়ের দিকে রুক্ষভাবে চাহিয়া বলিলেন, "এই নিমিত্ত বুঝি তুমি আমাকে ভুলাইয়া আনিয়াছ?" শ্রীঅদ্বৈত বলিলেন, "শ্রীপাদ নিত্যানন্দ তোমাকে ভুলায়েন্ নাই। অদ্য ত্রিভুবনে দেখাইলেন যে, তুমি ভক্তবৎসল।" প্রভু বলিলেন, "তাহা নয়। শ্রীপাদ দেখাইলেন যে, আমি পুত্তলি, আর আমাকে সূত্রে বাঁধিয়া তিনি নাচাইয়া থাকেন।"

নিতাই অপরাধীর ন্যায় মস্তক অবনত করিলেন। কিন্তু সে কিছুক্ষণের নিমিত্ত। বলিতেছেন, "প্রভু! তোমার যে এই সমুদায় নিজজন ইহাদের প্রতি কি একটু করুণা করিবে না? জীবে তোমার করুণা পাইল, কিন্তু ইহারাও ত জীব?" শ্রীঅদ্বৈত বলিলেন, "প্রভু! আমাদের প্রতি সদয় হও। কেহ যে প্রাণে মরে নাই সে কেবল তোমার ইচ্ছায়। এখন নৌকায় উঠ। দুটা অন্ন মুখে দাও, দিয়া প্রাণ ধারণ কর।" ইহা বলিয়া শ্রীঅদ্বৈত শ্রীনিমাইয়ের হস্ত দুখানি ধরিলেন।

নিমাই অদ্বৈতের কথা ফেলিতেন না। এখনও তিনি কোন কথা বলিলেন না, আস্তে আস্তে নৌকায় উঠিলেন। তখন মুকুন্দ ও গোবিন্দ আসিয়াছেন, প্রভুরা উঠিলে, তাঁহারাও উঠিলেন। নৌকা যখন ভাসিল তখন নিতাইয়ের নয়নে জল, আর দেহে ক্ষুধা পিপাসা আইল। নিত্যানন্দের পূর্ব্বাশ্রমের নাম কুবেরপণ্ডিত। তাঁহার আনন্দ-নিত্য বলিয়া, নিত্যানন্দ নাম প্রাপ্ত হয়েন। তাঁহার এ গ্রহ ভোগ কেন? তাঁহার কার্য্য নৃত্য করা ও অন্যকে নৃত্য করান। তাঁহার কার্য্য আপনি আনন্দ-ভোগ করা অন্যকে আনন্দ দেওয়া। তাঁহার এ ভোগ কেন? এখন প্রভুকে নৌকায় উঠাইয়া, গঙ্গার মাঝখানে আসিয়া, তিনি আর অদ্বৈত, নিমাইয়ের দুই পার্শ্বে প্রহরী স্বরূপ বসিয়া, সুতরাং আবার স্বাভাবিক অবস্থা পাইলেন, অর্থাৎ নিত্যানন্দ হইলেন। তখন শ্রীঅদ্বৈতকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, "ওগো ঠাকুর! বাড়ী ত নিয়ে যাইতেছ, দুটা পেট ভরিয়া খাইতে দিতে পারিবে ত? অন্য সময় হইলে শ্রীঅদ্বৈত ইহার উপযুক্ত উত্তর দিতেন, কিন্তু যখন তাঁহার প্রভুর সন্ন্যাস-জনিত দুঃখ জাগরিত রহিয়াছে, কাজেই

তিনি এইমাত্র বলিলেন "তাই হবে।" কিন্তু নিতাইয়ের ওরূপ কথা ভাল লাগিতেছে না। প্রভুকে নৌকায় উঠাইয়া অতি আনন্দ হইয়াছে, কাজেই একটু কোন্দল করিতে ইচ্ছা হইতেছে। নিতাই বলিতেছেন, "এরূপ নয়। স্পষ্ট করিয়া বল। প্রভু লইলেন দণ্ড, কিন্তু দণ্ড পাইলাম আমি। অদ্য চারি দিবস জল-বিন্দু মুখে দেই নাই। আমরাও দেই নাই, প্রভুও দেন নাই। কিন্তু উহাঁর কি? উনি ঢোকে ঢোকে প্রেমানন্দ পান করিতেছেন, আমাদের হুতাশে কোথাকার প্রেম কোথা পলাইয়াছে। একে হুতাশ, তাহার পরে দৌড়িয়া প্রাণ গিয়াছে। অনাহারে কতদিন দৌড়ান যায়? তাই বলিতেছি, বাড়ী নিয়া যাইতেছ ভাল, যত চাইব তত অন্ন কিন্তু দিতে হবে।"

কিন্তু অদ্বৈতের কোন্দলে রুচি হইতেছে না। তিনি নিত্যানন্দের কথা শুনিয়া সকৃতজ্ঞ-চক্ষে তাঁহার প্রতি চাহিলেন। গদ গদ হইয়া বলিতেছেন, "তুমি যে কাজ করিয়াছ তাহাতে আমি কেন, যাবৎ চন্দ্র সূর্য্য থাকিবে সকলেই তোমাকে অন্ন দিবে। বাপ রে বাপ! এ কয়েক দিবস পশু পক্ষী পর্য্যন্ত আহারাদি করে নাই।" নৌকা শান্তিপুরের ঘাটে লাগিল। দেখেন ইহার মধ্যেই তীরে লোক সমবেত হইয়াছে। নৌকা দেখিয়া সকলে হরিধ্বনি করিয়া উঠিল। নিতাই বলিতেছেন, "শীঘ্র চল, শ্রীভগবানের আকর্ষণে, অতি অল্প সময়ের মধ্যে, এত লোক হইবে যে যাইতে পারিব না।" প্রভুগণ গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। পদধৌতের জল আইল। শ্রীঅদ্বৈত আপনি প্রভুর পদধৌত করিতে ইচ্ছা করিলেন, তাহাতে শ্রীনিমাই একটু বিরক্তি প্রকাশ করায় তাহা হইতে ক্ষান্ত দিলেন। পদধৌত করিয়া সকলে উত্তম আসনে বসিলেন। নিতাই বলিতেছেন, "আশ্চর্য্য! তুমি এক কার্য্য কর। দ্বারে কতকগুলি বলবান দ্বারী নিযুক্ত করিয়া দাও। এখনি এত লোক আসিবে যে তোমার বাড়ী চূর্ণ হইয়া যাইবে।" শ্রীঅদ্বৈত তাহাই করিলেন। নিতাই আরও বলিলেন, "কৃষ্ণের নৈবেদ্য প্রস্তুত করিতে যেন বিলম্ব না হয়।" একটু তাড়াতাড়ি করিবার কথা বটে; চারি দিবস মুখে জল পর্য্যন্ত দেওয়া হয় নাই।

শ্রীঅদ্বৈতের সম্পত্তির অবধি নাই, ভাণ্ডার সমুদায় দ্রব্যে পূর্ণ। অতি অল্প সময়ে মহা আয়োজন হইল। ঠাকুর ঘরে তিন পাত্রে ভোগ দেওয়া হইল। ভোগের কিরূপ আয়োজন হইল, তাহা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে

বিবরিত আছে। ঠাকুরের আরাত্রিক আরম্ভ হইল, গৌর, নিতাই ও ভক্তগণ উহা দর্শন করিলেন। তাহার পরে শ্রীকৃষ্ণকে ভোজন ও শয়ন করাইয়া অদ্বৈত নিতাই ও গৌরকে ঘরের মধ্যে, লইয়া গমন করিলেন। দেখেন যে শুভ্র বস্ত্রাবৃত দুইখানি পীঁড়ি, আর তাহার সম্মুখে কদলি পত্রে নানাবিধ অন্নব্যঞ্জন রহিয়াছে। প্রভু অন্নকে নমস্কার করিলেন, করিয়া বলিতেছেন, "হরিদাস কোথা? হরিদাস ও মুকুন্দ?" শ্রীভগবানের নিকট জাতি বিচার নাই!

মুকুন্দ যদিও বৈদ্য, কিন্তু হরিদাস প্রকৃত প্রস্তাবে যবন। প্রভু, হরিদাস বলিয়া ডাকিলে, হরিদাসের মুখ শুকাইয়া গেল। তিনি করযোড়ে বলিলেন, "প্রভু ক্ষমা দিউন, আমি পিঁড়ায় থাকিয়া ভোজন দর্শন করিব।" মুকুন্দও ঐ কথা বলিলেন। দুই জনেরই তাঁহাদের সহিত ভোজন করিতে নিতান্ত আপত্তি দেখিয়া প্রভু ক্ষান্ত দিলেন। দিয়া শ্রীঅদ্বৈতকে বলিতে-ছেন, "এক খানি পাতা দাও, আর অল্প দুটি অন্ন দাও।" শ্রীঅদ্বৈত বলিতেছেন, "আবার পাতা দিব কি? পীঁড়ির উপর উপবেশন কর।" প্রভু বলিতেছেন "সে কি? শ্রীকৃষ্ণের আসনে কিরূপে বসিব?" শ্রীঅদ্বৈত বলিলেন, "ও, একই কথা, তুমি উপবেশন কর।" ইহা বলিয়া প্রভু হাত ধরিয়া পীঁড়ির উপরে বসাইলেন।

শ্রীনিমাই অন্নের প্রতি চাহিয়া বলিতেছেন, "এত অন্ন কি করিব? সমুদায় উঠাইয়া লও, অল্প কিছু রাখ।"

অদ্বৈত। উঠাইয়া আর লইবনা। পাতে থাকে থাকিবে, তুমি আহার কর।

নিমাই। এত অন্ন খাইতে পারিব না, আর সন্ন্যাসীর উচ্ছিষ্ট রাখিতে নাই।

অদ্বৈত। প্রভু তোমাকে মিনতি করি, ভোজন কর।

নিমাই। তাহার পর এ সমুদায় উপকরণ লইয়া যাও। সন্ন্যাসীর উপকরণ ব্যবহার করিতে নাই।

অদ্বৈত। প্রভু ক্ষমা দাও। সমুদায় ভোজন করিতে হইবে, না করিলে আমি আত্মহত্যা হইব।

নিমাই। আচার্য্য? আমার কর্ত্তব্য দুটা মাত্র অন্ন গ্রহণ করিয়া জীবন যাপন করা। গুরুতর আহার করিলে ইন্দ্রিয় কিরূপে দমনে রাখিব?

নিমাই, এ কথা মনে মনে যে ভাবেই বলুন, বাহিরে দেখ যেন সরল ভাবে বলিতেছেন। তখন শ্রীঅদ্বৈত হাসিয়া বলিতেছেন, "নীলাচলে প্রত্যহ পর্ব্বত প্রমাণ অন্ন আহার কিরূপে কর? ঠাকুর সন্ন্যাসী হয়েছ ভাল, আমরা ত জানি তুমি কেমন? এ সমুদায় রঙ্গ বাহিরের লোকের সহিত করিও, আমাদের সঙ্গে কেন? প্রভু ক্ষমা দাও, অদ্য চারি দিবস মুখে জল মাত্র দেও নাই, আমি যাহা রন্ধন করিয়াছি সমুদায় ভোজন করিতে হইবে। তাহা না কর, তোমার সাক্ষাতে প্রাণত্যাগ করিব।" ইহা বলিয়া প্রভুর দক্ষিণ হস্ত খানি আপনি ধরিয়া জল দ্বারা ধৌত করিলেন। তাহার পর নিতাইয়েরও ঐরূপ করিলেন।

শ্রীনিমাই বড় স্বাধীন প্রকৃতির লোক, কাহার হাতের পুতুল হইতে বড় নারাজ। একটু পূর্ব্বে নিতাই তাঁহাকে হাতের পুতুল করিয়াছেন বলিয়া ধমকাইয়াছিলেন। কিন্তু তবু নিমাই স্নেহের বশ, ভক্তের দুঃখ দেখিতে পারেন না। সন্ন্যাস আশ্রমের প্রতি নিমাইয়ের কিঞ্চিৎ মাত্র শ্রদ্ধা নাই, এবং সন্ন্যাস ধর্ম্মকে অত্যন্ত ঘৃণা করেন, যখন শ্রীঅদ্বৈত জিদ করিয়া, যেন হাতে ছুরি করিয়া সম্মুখে বসিয়া বলিতে লাগিলেন, "তুমি যদি ভোজন না কর আমি তোমার সাক্ষাতে মরিব" তখন প্রভু অল্পে অল্পে ভোজন করিতে লাগিলেন, আর কথা কহিলেন না।

নানাবিধ ব্যঞ্জন করা হয়েছে। প্রভু আস্বাদ করিয়া আর একটিতে হাত দিতে যাইতেছেন, অমনি অদ্বৈত বলিতেছেন, "এটা বুঝি ভাল হয় নাই, ভাল হইয়া থাকে আমার মাথা খাও আর একটু খাও।" প্রভু করেন কি, দস্যু হস্তে পতিত, আবার একটু খাইলেন। এইরূপে অগ্রে বসিয়া শ্রীঅদ্বৈত শ্রীনিমাইকে ভোজন করাইতে লাগিলেন। সীতাদেবী দ্বারের আড়ে দাঁড়াইয়া এই কার্য্যের সহায়তা করিতেছেন। প্রভুর গুরুতর ভোজন হইতেছে আর বলিতেছেন, "আর কত খাইব?" অমনি অদ্বৈত বলিতেছেন, "আমার মাথা খাও, এই ব্যঞ্জন আর একটু খাও।"

কিন্তু শ্রীনিতাইকে ভোজন করাইতে কোন দুঃখ পাইতে হইতেছে না। ভাইকে হারাইয়াছিলেন, ভাইকে পেয়েছেন, ভাইয়ের সঙ্গে আহার করিতে-ছেন, নিতাই সন্ন্যাসের কথা সমুদায় ভুলিয়া গিয়াছেন। তিনি এক মনে ভোজন করিতেছেন। যখন আর ভোজন করিতে পারেন না,—উদর আর কিছু গ্রহণ করিতে নিতান্তই অনিচ্ছা প্রকাশ করিতে লাগিল, তখন শ্রীঅদ্বৈ-

তের সঙ্গে কোন্দল করিবার শক্তি ও সেই সঙ্গে ইচ্ছা হইল। বলিতেছেন, "আমি তখনি জানি পেট ভরিবে না। চারি দিনের উপবাস, এই কটা অন্নে কি আমার পেট ভরে? আমার অদৃষ্টে অদ্য উপবাস আছে আমি মনে মনে ইহা জানিতাম, তাই গঙ্গার গর্ভে আচার্য্যকে প্রতিশ্রুত করাইয়া লই যে, আমাকে পেট ভরিয়া দুটা ভাত দিতে হইবে, তা পেট ভরিল না,—পেট ভরিল না।" ইহা বলিয়া মাথা নাড়িতে লাগিলেন।

আচার্য্য উত্তরে বলিতেছেন, "আমি জানি যে তোমার সন্ন্যাস সমুদয় মিথ্যা, কেবল ব্রাহ্মণ বধ করা তোমার উদ্দেশ্য! তুমি এখন পর্ব্বত প্রমাণ অন্ন খাইতে পার, সব যদি তুমি খাও তবে আমরা খাব কি? শুদ্ধ তাও নয়, আমরা এত অন্ন পাবই বা কোথা? তুমি সন্ন্যাসী, তীর্থ করিয়া বেড়াও, ফল মূল ভোজন করিয়া জীবন যাপন কর, অদ্য দুটা অন্ন পাইলে কৃতার্থ হও। এখন উঠ, আর লোভ করিও না, সন্ন্যাসীর লোভ করিতে নাই।"

শ্রীনিতাই বলিলেন, "এই নে তোর ভাত নে। ইহাই বলিয়া, যেন, ক্রোধ করিয়া, হস্তে এক দলা ভাত লইয়া শ্রীঅদ্বৈতের গায়ে দিলেন। শ্রীঅদ্বৈতের অঙ্গে অন্ন পড়িলে তিনি ইহাই বলিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন "আজ অবধূতের ঝুটো আমার অঙ্গে লাগিল, অদ্য আমি পবিত্র হইলাম!" ইহাতে নিতাই বলিতেছেন, "ইহা শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদ, ইহাকে তুমি ঝুটো বলিলে, তুমি অতিশয় অপরাধ করিলে। আমার মত এক শত সন্ন্যাসীকে তৃপ্তি করিয়া ভোজন করাইলে তবে এই অপরাধের দণ্ড হয়।"

শ্রীঅদ্বৈত বলিলেন, "আবার সন্ন্যাসী! আবার সন্ন্যাসীকে নিমন্ত্রণ? উহু! আমা হইতে আর হবে না। সন্ন্যাসী নিমন্ত্রণ করিয়া এই ফল, সন্ন্যাসীর সঙ্গ করিয়া আমার কুল, ধর্ম্ম, পদ, বিধি সমুদায় গেল।" সে যাহা হউক, দুই প্রভু আচমন করিলেন। শ্রীঅদ্বৈত, শ্রীনিমাইকে যত্ন করিয়া উত্তম শয্যায় বসাইলেন, গলায় ফুলের মালা দিলেন, শ্রীঅঙ্গে চন্দন লেপিলেন, যত্ন করিয়া শোয়াইলেন, আর আপনি পদতলে বসিয়া পদসেবা করিতে গেলেন। ইহাতে নিমাই একটু বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "তুমি আমাকে ঢের নাচাইয়াছ, আর কাজ নাই। এখন যাও। মুকুন্দ, গোবিন্দ, হরিদাস প্রভৃতিকে, আর আপনার মুখে, অন্ন দেও গিয়া।"

শ্রীঅদ্বৈত তাহাই করিলেন; প্রভু একটু শয়ন করিলেন। কিছুক্ষণ পরে শ্রীঅদ্বৈতেরগণ খোল করতাল লইয়া উপস্থিত হইলেন, ও বাদ্য আরম্ভ

করিলেন। প্রভু উঠিয়া বসিলেন, বসিয়া কীর্ত্তন শুনিতে লাগিলেন। শ্রীঅদ্বৈতের বাড়ী, প্রভু তাঁহার অতিথি, তাঁহাকে ভোজন করাইলেন, এখন কীর্ত্তন শুনাইতে লাগিলেন। শ্রীঅদ্বৈত বিদ্যাপতির এই পদ গাওয়াইতে লাগিলেন ঃ—

কি কহব রে সখি আনন্দ ওর।
চির দিন মাধব মন্দিরে মোর॥
আর প্রাণ-প্রিয়া দূর দেশে না পাঠাব।
আঁচল ভরিয়া যদি ধন পাইব॥

প্রকৃতই শ্রীঅদ্বৈতের আনন্দের ওর নাই। মাধবকে হারাইয়াছিলেন, তখন পাইয়াছেন। "মাধব" যে সন্ন্যাসী হয়েছেন, তাহা তখন ভুলিয়া গিয়াছেন। মনের আনন্দে বলিতেছেন, আঁচল ভরিয়া যদি টাকা পাই তবু প্রিয়াকে আর দূর দেশে যাইতে দিব না। শ্রীঅদ্বৈতের গণ গাইতেছেন, আর তিনি স্বয়ং নৃত্য করিতেছেন, নৃত্য করিতে করিতে আসিয়া প্রভুকে প্রণাম করিতেছেন, আর প্রভু অমনি উঠিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিতেছেন। প্রভুর সন্ন্যাস করায় ভক্তগণের এই একটা লাভ হইয়াছে। অগ্রে গর্ব্বিত লোকে কেহ তাঁহাকে প্রণাম করিলে তিনিও ফিরিয়া প্রণাম করিতেন, কাজেই ভয়ে তাঁহারা কেহ প্রভুকে প্রণাম করিতেন না। সন্ন্যাসীর সন্ন্যাসী ব্যতীত, অন্যকে প্রণাম করিতে নাই, কাজেই শ্রীঅদ্বৈত প্রাণ ভরিয়া প্রভুকে প্রণাম করিতেছেন, আর প্রভু উঠিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গ ব্যতী ত আর ফিরিয়া প্রণাম করিতে পারিতেছেন না। কিন্তু প্রভুর কিছু ভাল লাগিতেছে না। তাঁহার হৃদয়ে কৃষ্ণ-বিরহ ভাব সেইরূপেই জ্বলন্ত রহিয়াছে। তবে এখন দাস্যভাব যাইয়া গোপী বিরহ-ভাব উপস্থিত হইয়াছে। অর্থাৎ এখন সাধু বিপ্রের ন্যায় বৃন্দাবন যাইয়া মুকুন্দ-ভজন করিবেন, সে ভাব আর নাই, শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় গমন করিলে গোপীগণ যে বিরহ-দুঃখ পাইয়াছিলেন, তাহাই এখন তাঁহার হৃদয় দগ্ধ করিতেছে। অতএব শ্রীঅদ্বৈত যে, মনের আনন্দে গাইতেছেন, "মাধবকে পাইয়াছি আর যাইতে দিবনা," কি কখন প্রভুর চরণ ধরিয়া বলিতেছেন, "প্রেম-ডোর দিয়া এই দুখানি চরণ বান্ধিয়া রাখিব, আর ছাড়িয়া দিব না," ইহা প্রভুর কিছুই ভাল লাগিতেছে না। শ্রীমুকুন্দও পিঁড়ায় প্রভুর নিকট বসিয়া, কিন্তু তিনি কীর্ত্তন শুনিতেছেন না, এক চিত্তে প্রভুর কাতর বদন দেখিতে

ছেন। মুকুন্দ শ্রীনিমাইয়ের বদন দেখিয়া বুঝিলেন, শ্রীঅদ্বৈত যে রস গাইতেছেন, তাহা প্রভুর ভাল লাগিতেছে না, আর তাঁহার মনে শ্রীকৃষ্ণ বিরহরূপ রসে পীড়া দিতেছে। তখন তিনি সুস্বরে এই গীতটি ধরিলেন—

আহা প্রাণ-প্রিয়া সখি কি না হৈল মোরে।
কানু-প্রেম বিষে মোর তনু মন জরে॥
রাত্রি দিন পোড়ে মন স্বোয়াস্তি না পাই।
কাঁহা গেলে কানু পাই তাঁহা উড়ি যাই॥

এই গীত শুনিবামাত্র প্রভুর ধৈর্য্য-বাধ ভাঙ্গিয়া গেল, অমনি নয়ন বহিয়া শত শত ধারা পড়িতে লাগিল। ক্রমে ভাবের তরঙ্গ এত প্রবল হইল যে, একেবারে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তখন সকলে হাহাকার করিয়া কীর্ত্তন রাখিয়া প্রভুকে সন্তর্পণ করিতে লাগিলেন। একটু পরে প্রভু হরি হরি বলিয়া উঠিলেন, উঠিয়া মহানন্দে নৃত্য আরম্ভ করিলেন। তখন আবার সকলে মৃদঙ্গ, করতাল বাজাইতে লাগিলেন, আর মুখে তালে তালে "হরিবোল" "হরিবোল বলিতে লাগিলেন। প্রভু যেমন নৃত্য করিতে আরম্ভ করিলেন, শ্রীনিত্যানন্দ অমনি (পাছে প্রভু মৃত্তিকায় পড়িয়া যান এই ভয়ে) বাহু পসারিয়া তাঁহার পশ্চাৎ দাঁড়াইলেন। প্রভু বহু দিন উপবাসে ও অনিদ্রায় আছেন, সকলেরি ইচ্ছা যে, তিনি নৃত্য না করেন, সেই নিমিত্ত পরামর্শ করিয়া সকলে বাদ্য রাখিলেন, আর চুপ করিলেন। যখন সমস্ত শব্দ রহিত হইল, তখন প্রভু বাহ্য পাইলেন। আর নিতাই ও অদ্বৈত তাঁহাকে ধরিয়া বাধ্য করিয়া অতি উত্তম শয্যায় শয়ন করাইলেন। শ্রীনিতাই ও কাছে শুইলেন, শ্রীঅদ্বৈত তাঁহার নিজস্থানে শয়ন করিতে গমন করিলেন।

দুই ভাই শয়ন করিলে নিতাই বলিতেছেন, "প্রভু! একটা কথা বলিব? প্রভু বলিলেন, "বল।" বলিতে গিয়া নিতাইয়ের হৃদয়ে তরঙ্গ উঠিতে লাগিল, কিন্তু কষ্টে শ্রষ্টে উহা নিবারণ করিলেন। বলিতেছেন, প্রভু! তুমি কি সমুদায় ভুলিয়া গিয়াছ? তোমার জন্য যে, তোমার নিজজন প্রাণে মরিতেছে, তাহাদের কথা কি তোমার মনে আছে?

নিমাই নীরব রহিলেন। নিতাই বলিতেছেন, মা বাঁচিয়া আছেন না আছেন, জানি না। শ্রীবাস, মুরারি প্রভৃতি তোমার ভক্তগণের কি দশা হয়েছে তাহারও কোন সংবাদ পাই নাই। আমরা অদ্য মুখে অন্ন জল দিয়াছি, তাঁহাদের সম্ভবতঃ অদ্যাবধি তাহাও হয় নাই। তুমি অনুমতি

কর, আমি কল্য প্রত্যূষে শ্রীনবদ্বীপে গমন করি, করিয়া সকলকে এখানে আনয়ন করি।"

শ্রীনিমাইয়ের তখন নবদ্বীপ মনে পড়িতে লাগিল। একটু চিন্তা করিয়া বলিতেছেন, "আমি যে সন্ন্যাস করিয়াছি এ সংবাদ কি নবদ্বীপবাসীরা শুনিয়াছেন?"

নিতাই বলিলেন, "আমি শ্রীআচার্য্যরত্নকে সে সংবাদ লইয়া পাঠাইয়াছি।

আচার্য্যরত্নের নাম শুনিয়া প্রভু আশ্চর্য্য হইলেন। বলিতেছেন, "তাঁহাকে কোথা পাইলে?" নিতাই তখন সংক্ষেপে সমুদায় কথা বলিলেন। বলিয়া বলিতেছেন, "সম্ভবতঃ আচার্য্যরত্ন নদিয়ায় তোমার সন্ন্যাসের কথা বলিয়াছেন। এখানে তুমি যে আসিয়াছ তাহার ঠিক সংবাদ তাঁহারা কেহ পান নাই, অতএব আমাকে আজ্ঞা কর, আমি নদে যাই, যাইয়া সকলকে এখানে আনি।"

প্রভু বলিলেন, "তা বটে। আমি যদি ইহাঁদিগকে দেখা না দিয়া যাই, তবে তাঁহারা প্রাণে মরিবেন। তুমি যাও, তাঁহাদের সকলকে লইয়া আইস।" প্রভুর এই অনুমতি পাইয়া নিতাইয়ের মনস্কামনা সিদ্ধি হইল। তিনি অতিশয় সুখী হইলেন, তাহার পরে আর একটু ভাবিতে লাগিলেন, ভাবিয়া বলিতেছেন, "প্রভু! এ সংবাদ শুনিলে সকলেই আসিতে চাহিবেন, একেবারে নবদ্বীপ ভাঙ্গিবে। আমার কাজেই সকলকেই আনিতে হইবে, যিনি আসিতে চান তাহাকেই আনিব?"

নিমাই বলিলেন, "তাহার সন্দেহ কি? যিনি আসিতে চান তাঁহাকেই আনিবে! আমি সকলের নিকট মহানন্দে বিদায় লইয়া যাইব।"

এই কথা শুনিয়া নিত্যানন্দ "যে আজ্ঞা" বলিলেন। নিতাই, "যে আজ্ঞা" বলিলেন, ইহাতে একটু আনন্দ প্রকাশ পাইল! নিতাই বরাবর শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়ার কথা ভাবিতেছিলেন, তাহাই তাঁহাকে আনিবার নিমিত্ত প্রভুর নিকট প্রকারান্তরে অনুমতি চাহিতেছিলেন। তাই দুইবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "সকলকেই আনিব?" প্রভুও বলিলেন, "হাঁ, সকলকেই এনো।" ইহাতে নিতাই শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়াকেও আনিতে পারিবেন, এরূপ অনুমতি পাইলেন বুঝিয়া, বড়ই আনন্দিত হইলেন। আর সেই আনন্দ, "যে আজ্ঞা", কথায় প্রকাশ পাইল। প্রভু নিতাইয়ের আনন্দ দেখিয়া একটু সন্দিগ্ধ

হইলেন। আর তখন তাঁহার মনে পড়িল যে, তিনি সন্ন্যাসী হইয়াছেন, আর শাস্ত্রমত শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়াকে দেখিতে পারিবেন না। তখন ধীরে ধীরে বলিতেছেন, "শ্রীপাদ! সকলকেই আনিবেন, যে আসিতে চায় তাহাকেই আনিবেন,—কেবল একজন ছাড়া।"

নিতাই আবার কপালে ঘা দিলেন। কিন্তু তাঁহার আর দ্বিরুক্তি করিবার সাধ্য হইল না।

অতি প্রত্যূষে উঠিয়া ছিলেন বলিয়া শ্রীপ্রভু গঙ্গাস্নান করিতে পারিলেন। নিতাই ঠিক অনুভব করিয়াছিলেন, নিমাইচাঁদ সন্ন্যাস করিয়া শ্রীঅদ্বৈতের বাড়ী আসিয়াছেন, এ সংবাদ দাবানলের ন্যায় চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইল লোকে তখনি দলে দলে আসিয়া শ্রীঅদ্বৈতের বাড়ী ঘিরিয়া ফেলিল। শত শত লোক 'প্রভু' 'প্রভু' বলিয়া চেঁচাইতে লাগিল। অদ্বৈতের বাড়ী প্রবেশ করিতে না পারিয়া, দ্বারীগণের নিকট "পথ ছেড়ে দে ওরে দ্বারী" বলিয়া মিনতি করিতে লাগিল। দ্বারীগণ তখন তাহাদের ইহাই বলিয়া নিরস্ত করিল, যে প্রভু অদ্য চারি দিবস জলমাত্র মুখে দেন নাই, তাঁহাকে সেবা করিতে দাও, একটু নিদ্রা যাইতে দাও, কল্য আসিও, প্রভুকে দেখাইব।

আগের দিন প্রভুকে কেহ দর্শন করিতে পারেন নাই। প্রাতঃকাল হইতেই ভিড় আরম্ভ হইয়াছে। প্রভু অতি প্রত্যূষে স্নান করিয়া ঘরে প্রবেশ করিলেন, আর ক্রমে লোকের ভিড় বাড়িতে লাগিল। লোক, "প্রভু দর্শন দাও" বলিয়া, চীৎকার আরম্ভ করিল। দ্বারীগণ আর বার নিবারণ করিতে পারেন না। তখন শ্রীঅদ্বৈত এক উপায় করিলেন, প্রভুকে লইয়া ছাদের উপর উঠিলেন। প্রভু ছাদের উপর দাঁড়াইলেন, তাহাতে সকলেই তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন।

উপস্থিতগণের মধ্যে কেহ প্রভুকে পূর্ব্বে দেখিয়াছিলেন, কেহ দেখেন নাই। সকলেই নাম শুনিয়াছেন, সকলেরই মনে বিশ্বাস যে, তিনি পূর্ণ-ব্রহ্ম সনাতন, কি ঐরূপ একজন। দর্শকগণ প্রভুকে দর্শন করিয়া কেহ ক্ষুণ্ণ হইলেন না। সকলেরই প্রভুকে দর্শন একটি মহাভাগ্য বলিয়া বোধ হইল। সকলেই বড় আশা করিয়া প্রভুকে দর্শন করিতে আসিয়াছেন, এমত স্থানে নিরাশা হওয়ারই কথা, যেহেতু যেখানে অধিক আশা সেখানেই নিরাশা। কিন্তু তাহা না হইয়া সকলে আশার অতিরিক্ত ফল

পাইলেন। প্রভুকে দর্শন করিয়া সকলে "ইনিই সেই বটে, সর্ব্বজীবের গতি ও কাণ্ডারী" এইরূপ বুঝিলেন। ভব সাগর পার হইবেন বলিয়া প্রথমে প্রভুকে দর্শন করিতে আসিয়াছেন, প্রভুকে দর্শন করিয়া স্বার্থের কথা ভুলিয়া গিয়া আনন্দে সহস্র সহস্র লোকে হরিধ্বনি করিয়া উঠিল। সহস্র সহস্র লোকে ভূমিতে লুণ্ঠিত হইয়া প্রণাম করিল, আর যাহার যেরূপ স্ফূরিত হইতেছিল সেইরূপ সহস্র সহস্র লোকে স্তুতি কি প্রার্থনা করিতে লাগিল। নিমাইয়ের এক অদ্ভুত শক্তি ছিল যে, যখন বহুতর লোকে তাঁহার শ্রীবদন নিরীক্ষণ করিত, তখন প্রত্যেক দর্শকের বোধ হইত যে, প্রভু তাহারই পানে চাহিয়া রহিয়াছেন। সুতরাং প্রত্যেক দর্শকের বোধ হইতে লাগিল যে, নিমাই যেন তাহার কথা শুনিবার নিমিত্ত তাহার পানে চাহিয়া আছেন। সেই সঙ্গে আবার সকলেরই আর এক ভাব হইল। সকলে লোক মাঝে দাঁড়াইয়া, ইহা সকলে ভুলিয়া গেলেন। এবং প্রত্যেকের মনে এই ভাব হইল যে তিনি আর প্রভু দাঁড়াইয়া, উভয় উভয়েরই পানে চাহিয়া রহিয়াছেন; আর প্রভু তাঁহার কথা শুনিবার নিমিত্ত কাণ পাতিয়া দাঁড়াইয়া আছেন! কাজেই যাহার যেরূপ মনের ভাব তিনি সেইরূপ মন উঘাড়িয়া বলিতে লাগিলেন। কেহ বলিতেছেন, "আমি পাপী, আমাকে উদ্ধার কর।" কেহ বলিতেছেন, "আমার নিমিত্ত আমি কিছু চাহি না, যেহেতু আমি তোমার দর্শনে নির্ম্মল হইয়াছি। আমার পুত্রটীকে ভাল কর।" কেহ বলিতেছেন, "প্রভু! আমি ভব কূপে পড়িয়া, আমাকে উঠাও।" কেহ বলিতেছেন, "আমি অস্পৃশ্য, আমাকে স্পর্শ করিলে পাপ হয়, আমার উপায় কি হবে? * শ্রীগৌর অবতারে এই সময়ে, জীবের হৃদয় হইতে

* অনেকে এই প্রাচীন পদটী শুনিয়া থাকিবেন, সুতরাং এইটী এখানে দিলাম। প্রভুর দর্শনে লোকের মনে কি ভাব হইল তাহা এই গীত দ্বারা কতক প্রকাশিত হইবে।

প্রভু দয়াল আমি সাধু মুখে শুনেছি।
অকুল পাথারে পড়ে ডাক্‌তেছি। ধ্রু
তুমি, দিয়া চরণ তরি, উঠাও কেশে ধরি,
আমি ভবার্ণবেতে ডুবে রয়েছি॥
অস্পৃশ্য পামর আমি, দয়ার ঠাকুর তুমি,
অগতির গতি প্রভু মনে জেনেছি।
তুমি করিয়া অধম তারণ, নাম ধর পতিত পাবন,
আমি অধম জনার হতে শুনেছি।
করিতে পতিত উদ্ধার, প্রকাশ হয়েছ এবার,
মোর সমান পতিত, প্রভু কোথা পাবে আর!
প্রভু যে তোমার শরণ লয়, তার দশা কি এমন হয়,
আমি আশা করিয়ে চেয়ে রয়েছি॥

যে সমুদায় প্রার্থনা উদিত হইয়াছিল, এরূপ কোন কালে, কি কোন দেশে হয় নাই।

প্রভু ছাদের উপর বসিলেন, চতুষ্পার্শ্ব হইতে বহুতর লোক তাঁহাকে সতৃষ্ণ নয়নে দর্শন করিতে লাগিলেন। সেই দর্শন সুখ ছাড়িয়া গৃহে গমন করেন এরূপ কাহারও ইচ্ছা হইতেছে না। প্রভু বসিয়া, আর ভক্তগণ চতুষ্পার্শ্বে বসিয়া। শ্রীঅদ্বৈত জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "ভাল প্রভু, আমার একটী কথার উত্তর দিতে হইবে। সন্ন্যাসীগণ সোঽহং বাদী, অর্থাৎ ভগবানের সহিত তাঁহারা আপনাদিগকে অভেদ মনে করেন। তাঁহারা ভগবানকে অদ্বৈত ভাবে ভজনা করেন, তুমি জীবকে ভক্তি পথ অর্থাৎ দ্বৈত ভাব শিক্ষা দাও, তুমি তাঁহাদের পথ কেন অবলম্বন করিলে?"

শ্রীগৌরাঙ্গ হাসিয়া বলিলেন, "আমিও শ্রীঅদ্বৈতকে ভজনা করি। সন্ন্যাসীদিগের যে অদ্বৈত তিনি শক্তিরূপ ও নিরাকার। এখন সেই শ্রীঅদ্বৈত রূপ ধারণ করিয়া শান্তিপুরে জন্ম লইয়াছেন।" ইহাতে শ্রীঅদ্বৈত বলিলেন, "তুমি সরস্বতী পতি, তোমার সহিত কথায় পারিব কেন?"

একবিংশ অধ্যায়।

চলে নন্দ রাজ রমণী, বলে কোথারে নীলমণি,
একবার দেখা দে আমায় ॥ ধ্রু

চন্দ্রশেখরকে নিত্যানন্দ পথ হইতে বিদায় করিলে তিনি দ্রুতবেগে আসিয়া শ্রীঅদ্বৈতকে সমুদায় কথা বলিলেন, শ্রীঅদ্বৈত অমনি কয়েক ব্যক্তি সঙ্গে করিয়া নৌকাসহ শান্তিপুরের অপর পারে গমন করিলেন। চন্দ্রশেখর শ্রীঅদ্বৈতকে পাঠাইয়া দিয়া নবদ্বীপে আপন গৃহে গমন করিলেন। আপন বাড়ী আইলেন বটে, কিন্তু যে কারণেই হউক প্রভুর বাড়ী যাইতে পারিলেন না। হয়, ভাবিলেন, ঠিক সংবাদ কিছু তাঁহার নিকট নাই, যেহেতু তিনি শ্রীগৌরাঙ্গকে মাঠের মাঝখানে রাখিয়া আসিয়াছেন, তাই শচীর কাছে আর গমন করিলেন না। না হয় ভাবিলেন, নিমাইকে বাড়ী আনিতে গিয়া বিদায় করিয়া দিয়া আসিয়াছেন, তিনি আর শচী দেবীকে কি বলিয়া মুখ দেখাইবেন? শচী বিষ্ণুপ্রিয়ার নিকট কাজেই তিনি কিছু বলিতে গেলেন না। কিন্তু ভক্তগণ অনেকে তাঁহার মুখে সন্ন্যাসের বৃত্তান্ত শুনিলেন।

আচার্য্যরত্ন নবদ্বীপে আসিবা মাত্র এ সংবাদ অনেকে জানিতে পারিলেন। কাজেই প্রভুর সংবাদ শুনিতে অমনি তাঁহারা তাঁহার নিকট দৌড়িলেন। আচার্য্যরত্ন প্রথমত তাঁহাদিগকে কিছু বলিতে পারিলেন না। কেবল রোদন করিতে লাগিলেন। তাহার কারণ,—কি বলিবেন? সকলে, "কোথা প্রভুকে রাখিয়া আইলে বল, বল, বল" বলিয়া দাপাদাপি করিতে থাকিলে—

আচার্য্য রতন কান্দি কহেন সবারে।
"কি জিজ্ঞাস আর?" বজ্রপাত হল শিরে ॥
সমাপ্ত হইল সংকীর্ত্তন নৃত্য খেলা।
সেই সব প্রেমের বিলাস বাক্য ধারা ॥
দৃষ্টি ছাড়ি মো সভার হৃদয়ে রহিল।
দৃষ্টি সুখ নবদ্বীপবাসীর ফুরাইল ॥

প্রভুর সেই প্রীতি সেই সকল করুণা।
স্মৃতি মাত্র করিতে তা রহিল ঘোষণা॥
"হাহা প্রভু গৌরচন্দ্র তোমার সন্ন্যাস।
আমা সকলের করিলেক সর্ব্বনাশ॥"
প্রভুর সন্ন্যাস শুনি আচার্য্যের মুখে।
সব ভক্তগণ শূন্য দেখে তিন লোকে॥
মূর্চ্ছিত হইয়া কেহ ভূমেতে পড়িল। (চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক)

কিন্তু প্রভুর বাড়ীর কেহ কিছু শুনিলেন না।

এ দিকে শ্রীনিত্যানন্দ অতি প্রত্যুষে শান্তিপুর ত্যাগ করিয়া নবদ্বীপ চলিলেন। শান্তিপুর নবদ্বীপ চারি পাঁচ ক্রোশ ব্যবধান। অর্দ্ধ পথ খুব হাঁটিয়া আইলেন। নবদ্বীপ দেখা যাইতেছে, শ্রীনবদ্বীপ দেবীকে যাইয়া কি বলিবেন? শচী দেবী কি বাঁচিয়া আছেন? বিষ্ণুপ্রিয়ার কি অবস্থা? এই সমস্ত চিন্তা একেবারে উদয় হইল। নিত্যানন্দের আনন্দ ফুরাইল, ও তখন ক্লেশে ধূলায় গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন। নিত্যানন্দ উঠিলেন, আবার চলিলেন, আবার ধূলায় পড়িলেন। আবার ভাবিতেছেন, তাঁহার এখন শোকের সময় নয়। প্রভু শান্তিপুরে আছেন এই শুভ সংবাদ যত শীঘ্র পারেন দিতে হইবে। আবার দৌড়িতে লাগিলেন। নদিয়ায় প্রবেশ করিয়া নিত্যানন্দের বোধ হইল যেন সুখের নদিয়া ছারে খারে গিয়াছে। যেন প্রত্যেক বাড়ী, গলি, বৃক্ষ, লতা, পশু, পক্ষী, রোদন করিতেছে। প্রকৃত কথা, বাহিরের জগত, জীবের ইচ্ছামত কান্দিয়া কি হাসিয়া থাকে। নিত্যানন্দ হৃদয়ে রোদন করিতেছেন, তাঁহার বোধ হইল ত্রিজগত ক্রন্দন করিতেছে। নিত্যানন্দ প্রভুর বাড়ী যাইলেন, তখনও প্রত্যূষ। বাড়ী নীরব। নিতাই ভাবিতেছেন, এরা কি বেঁচে আছে? প্রভুর আঙ্গিনায় গমন করিলেন, সেটী গৌর প্রিয়গণের নৃত্য করিবার স্থান। পতি সোহাগিনী রমণী অকস্মাৎ বিধবা হইলে যেরূপ দেখায়, সেই আঙ্গিনা তাহার ন্যায় বোধ হইতেছে।

নিত্যানন্দ আঙ্গিনায় দাঁড়াইয়া, "মা' 'মা" বলিয়া ভগ্নস্বরে ডাকিলেন। শচী ঘরে ছিলেন, নিতাইয়ের গলার সাড়া পাইয়া বলিতেছেন, "কেও নিতাই আমার নিমাইকে এনেছ?" ইহা বলিয়া বাহিরে আইলেন। বিষ্ণুপ্রিয়াও উঠিলেন, তিনিও দ্বারে দাঁড়াইলেন, আর প্রভুর বাড়ী যাঁহারা ছিলেন

তাঁহারা নিতাইকে ঘিরিয়া ফেলিলেন। নিতাই আসিয়াছেন, এ সংবাদ বাড়ী বাড়ী গেল, প্রভুর বাড়ী লোকারণ্য হইয়া গেল।

যখন নিতাই ও শচীর মিলন হইল, তখন মুরারি গুপ্ত সেখানে দাঁড়াইয়া, তিনি সেই মিলন যেরূপ বর্ণনা করিয়াছেন তাহাই যথেষ্ট। তিনি কি বলিতেছেন শ্রবণ করুন—

প্রেমাবেশে প্রভুরে রাখিয়া শান্তিপুরে।
নিত্যানন্দ আইলেন নদিয়া নগরে॥
ভাবিয়া শচীর দুঃখ নিত্যানন্দ রায়।
পথ মাঝে অবনীতে গড়াগড়ি যায়॥
ক্ষণেক সম্বরি নিতাই আইলেন ঘরে।
শুনি শচী ঠাকুরাণী আইলা বাহিরে॥
দাঁড়াইয়া মায়ের আগে ছাড়য়ে নিশ্বাস।
প্রাণ বিদরয়ে ভাইয়ের কহিতে সন্ন্যাস॥
কাতরে পড়িয়া শচী দেখিয়া নিতাই।
কাঁদি বলে, "কোথা আছে আমার নিমাই॥"
"মা কান্দিহ শচী মাতা শুন মোর বাণী।
সন্ন্যাস করিল প্রভু গৌর গুণমণি॥
সন্ন্যাস করিয়া প্রভু আইলা শান্তিপুরে।
আমারে পাঠাইয়া দিল তোমা লইবারে॥
শুনিয়া নিতাইর মুখে সন্ন্যাসের কথা।
অচৈতন্য হয়ে ভূমে পড়ে শচী মাতা॥
উঠাইল নিত্যানন্দ, "চল শান্তিপুরে।
তোমার নিমাই আছে অদ্বৈতের ঘরে॥"
শচী কান্দে নিতাই কান্দে নদিয়া নিবাসী।
সবারে ছাড়িয়া নিমাই হইল সন্ন্যাসী॥
কহয়ে মুরারি গোরাচাঁদ না দেখিলে।
নিশ্চয় মরিব প্রবেশিয়া গঙ্গা জলে॥

মালিনী প্রভৃতি প্রবীণা রমণীগণ প্রভুর বাড়ীতে শচীকে ঘিরিয়াছিলেন। আবার অল্পবয়স্কা কয়েক জন রমণী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার সেবার নিমিত্ত ছিলেন।

শচী যখন বাহিরে আইলেন, পাছে পাছে মালিনীও আইলেন। শচী নিমাইয়ের সন্ন্যাসের কথা শুনিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

অনেক সন্তর্পণে শচী চেতন পাইলেন। মালিনীকে অবলম্বন করিয়া উঠিয়া বসিলেন, বসিয়া বলিতেছেন, "মালিনি! নিমাই নাকি অদ্বৈতের ঘরে আমাকে নিতে পাঠাইয়াছে? চল যাই।" বলিয়া চুপ করিলেন। আবার বলিতেছেন, "নিমাই এখন কাঙ্গাল বেশ ধরিয়াছে, না আর তাহাকে দেখিব না। গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়া মরিব।" আবার চুপ করিলেন। একটু পরে উঠিয়া, "নিমাই" "নিমাই" বলিয়া ছুটিলেন। * তখন সকলে ধরিলেন, ধরিয়া বসাইলেন। শ্রীবাস বলিলেন, "মা! একটু অপেক্ষা কর, দোলা আসিতেছে, তাহাতে যাইবেন। আমরাও যাইব, যাইয়া সকলে মিলিয়া তোমার নিমাইকে ধরিয়া নদিয়ায় আনিব।"

প্রভুকে দর্শন করিবার নিমিত্ত সকলে চলিলেন। যিনি শুনিলেন তিনিই চলিলেন। স্ত্রীলোকও চলিলেন। সকলেই প্রভুর বাড়ীতে আসিয়া জুটিতেছেন। শুধু ভক্ত নন, যাঁহারা পূর্ব্বে শক্র ছিলেন, তাঁহারা পর্য্যন্ত।

পূর্ব্বে বলিয়াছি শ্রীনবদ্বীপে তিন শ্রেণীর লোক ছিলেন। এক শ্রেণী প্রভুর ভক্ত, এক শ্রেণী পরম শক্র, আর এক শ্রেণী ইহাও নয় উহাও নয়। প্রভুর সন্ন্যাসে এই তিন শ্রেণী আর থাকিল না, সকলেই প্রভুর সন্ন্যাসে রোদন করিতে লাগিলেন। আদবে শ্রীনিমাইয়ের প্রতি কাহার ক্রোধ হওয়া আশ্চর্য্য। যখন বালক ছিলেন, তখন বাহিরের লোকে, তাঁহার দুর্ব্বৃত্তপনায়, আমোদিত ব্যতীত বিরক্ত হইবার কারণ পাইতেন না। যখন বিদ্যাভ্যাস করিতেন, তখন কাহাকে মর্ম্মে আঘাত করিতেন না। যাহা কিছু কোন্দল করিতেন, সে কেবল নিজজনের সহিত। যখন সংসারী

---

* হেদে গো মালিনী সই চল দেখি যাই।
নিমাই অদ্বৈতের ঘরে কহিল নিতাই॥
সে চাঁচর কেশ হীন কেমনে দেখিব।
না যাব অদ্বৈতের ঘরে গঙ্গায় পশিব॥
এত বলি শচী মাতা কাতর হইয়া।
শান্তিপুর মুখো ধায় নিমাই বলিয়া॥
ধাইল সকল লোক গৌরাঙ্গ দেখিতে।
বাসুদেব সঙ্গে যায় কান্দিতে কান্দিতে॥

ছিলেন, তখন পরম পণ্ডিত, স্নেহশীল, উদার, বদান্যবর, নির্ম্মল চরিত্র, মধুরভাষী, কৌতুক-প্রিয়। যখন ভক্ত হইলেন, তখন তাঁহাকে দর্শনে লোকের হৃদয় দ্রব হইত। তবে তাঁহার শত্রু হয় কেন?

কিন্তু জগতের নিয়মই এই যে, সব স্থানে, সব অবস্থায় বিপরীত দেখিবে, বিপরীত ব্যতীত সংসারের কার্য্যই চলে না। অমাবস্যা ও পূর্ণিমা যেরূপ শৃঙ্খলে আবদ্ধ, সেইরূপ ভাল মন্দ, সুখ দুঃখ শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া আছে। যিনি লোকের প্রিয় হয়েন, তিনি শুধু সেই কারণে অন্যের অপ্রিয় হয়েন। এই সমুদায় দেখিয়া খ্রীষ্টীয়ান ও মুসলমান, সয়তানের, হিন্দুগণ, দেবতা ও অসুরগণের, অস্তিত্ব স্বীকার করেন। এমন কি, শ্রীভগবানের শত্রু আছেন ইহা সকল ধর্ম্মই বলিয়া থাকেন।

এই নবদ্বীপে শ্রীনিমাই শত্রুদলকে বশীভূত করিবেন, তাঁহার সন্ন্যাসী হইবার সেই এক কারণ। শ্রীকৃষ্ণ কংসকে বধ করিয়া বশীভূত করেন, ভগবান এ অবতারে কঠিন জীবগণকে কারুণ্যরসে দ্রব করাইয়া নির্ম্মল এবং বশীভূত করিলেন।

যখন সকলে শুনিলেন যে নিমাইপণ্ডিত সন্ন্যাস-ধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া গৃহ-ত্যাগ করিয়াছেন, তখন তাঁহার পূর্ব্বকার পদ, মর্য্যাদা, ধন, গার্হস্থ সুখ, রূপ, বয়স, আর এখনকার দীনাবস্থা মনে করিয়া, সকলেই হাহাকার করিয়া উঠিলেন। নিমাইয়ের পরম শত্রু যিনি তিনিও বলিতে লাগিলেন, "নিমাই-পণ্ডিত সত্যই মহাপুরুষ! আমরা ভাবিতাম, বুদ্ধিবলে তিনি তাঁহার পার্ষদ-গণকে স্তম্ভিত করিয়া তাহাদিগের সর্ব্বনাশ করিতেছেন। তাহা নয়, তাহা নয়। এমন মহাজনকে আমরা চিনিতে না পারিয়া নিন্দা করিয়াছি। ছিঃ! অতি গর্হিত কার্য্য হইয়াছে। এখন তাঁহাকে পাই তবে চরণে পড়িয়া ক্ষমা প্রার্থনা করি।" তাঁহারা যখন শুনিলেন যে, নিমাই পণ্ডিত শান্তি-পুরে অদ্বৈতের ঘরে আছেন, তখন তাঁহারা তাঁহাকে দর্শন করিতে ছুটিলেন।

আর এক দল নিমাই পণ্ডিতের অবস্থার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার জননীর ও ঘরণীর অবস্থা ভাবিতে লাগিলেন। তাঁহারা কাঁদিতে লাগিলেন। তাঁহারা প্রভুর বাড়ী, শচী ও বিষ্ণুপ্রিয়াকে যথা সাধ্য সান্ত্বনা করিতে দৌড়িলেন। ভক্তগণের তখন কান্দিবার অবস্থা হয় নাই, কিন্তু তাঁহাদের দশা দেখিয়াও অনেকে কান্দিতে লাগিলেন। সেই যে "কি হোল" "কি হোল" ক্রন্দন

রোল উঠিল, তাহা দাবানলের ন্যায় সমস্ত গৌড় দেশ বিস্তার হইয়া পড়িল।

ভক্ত ও অভক্তগণ একত্রে শান্তিপুর যাইবার নিমিত্ত প্রভুর বাড়ীতে সমবেত হইয়াছেন। দোলা আসিয়াছে, আঙ্গিনায় রহিয়াছে। শচীকে মালিনী প্রভৃতি ধরিয়া দোলার নিকট লইয়া গেলেন, শচী দোলা ধরিয়া দাঁড়াইয়াছেন, ভিতরে যাইবেন উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময় সকলে স্ত্রীলোকের ভূষণ ধ্বনি শুনিলেন। ধ্বনি শুনিয়া সকলে মুখ তুলিয়া দেখেন, আপাদ মস্তক অবগুণ্ঠনে আবৃত, কোন অল্প-বয়স্কা বালা, তাঁহার সম-বয়স্কা অন্য আর এক জনের আশ্রয় লইয়া আসিতেছেন! সকলে ভাবিতেছেন, ইনি কে? কিন্তু তাঁহাদের অধিক ক্ষণ ভাবিতে হইল না। যেহেতু সেই অবগুণ্ঠনাবৃত নব-বালা, প্রতি পদবিক্ষেপে মনোহর ভূষণ-ধ্বনি করিতে করিতে আগমন করিয়া, শচীদেবীর অঞ্চল ধরিয়া দাড়াইলেন।

তখন সকলেই বুঝিলেন তিনি শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া!

ইহাতে অপরূপ কারুণ্যরসে ত্রিজগত প্লাবিত হইল। তখন শাশুড়ী বধূ দুই জনে সেই লোকের মাঝে দাঁড়াইলেন। শচী বধূর দিকে ফিরিয়া, তাঁহার মুখপানে চাহিয়া, স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইলেন। বিষ্ণুপ্রিয়া শাশুড়ীর অঞ্চল ধরিয়া মস্তক অবনত করিয়া দাঁড়াইলেন। এও কি প্রভুর লীলা খেলা? এই যে সহস্র ভক্তগণের মধ্যে প্রভুর ঘরণী ও জননী দাঁড়াইলেন তাহার কারণ কি এই যে, জীবগণ এই দৃশ্য ধ্যান করিবে, করিয়া তাহাদের হৃদয় কর্ষিত ও পরে কারুণ্যরসে সিঞ্চিত করিবে? শচী পর্য্যন্ত স্তম্ভিত হইলেন, আপনার দুঃখ ভুলিয়া গেলেন, অন্যের কি কথা?

শ্রীনিত্যানন্দ বড় বিপন্ন হইলেন। বিষ্ণুপ্রিয়াকে লইতে প্রভুর আজ্ঞা নাই, আর তখন বুঝিলেন যে, প্রভু উত্তম আজ্ঞাই করিয়াছিলেন। শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া সেখানে যাইয়া কি করিবেন? প্রভু তাঁহার মুখ দেখিবেন না, তাই সন্ন্যাস লইয়াছেন। প্রভু যদি শুনিতে পান যে, বিষ্ণুপ্রিয়া আসিয়াছেন, তবে একেবারে দৌড় মারিবেন। আর বিষ্ণুপ্রিয়া গমন করিলে যদি দৌড় মারেন, তবে শ্রীমতীর বা কি সুখ হইবে? ভিন্ন লোকেও নিন্দা করিবে, হয় ত বলিবে প্রভুর সন্ন্যাস একটি ভণ্ডামি মাত্র, আর কিছুই নয়। এই সমুদায় চিন্তা নিত্যানন্দের হৃদয়ে বিদ্যুতের ন্যায় আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন নিতাই সর্ব্বজনকে শুনাইয়া, অতি কাতরস্বরে অথচ দৃঢ়রূপে বলিলেন, "শ্রীমতীকে লইতে প্রভুর আজ্ঞা নাই।"

যখন বিষ্ণুপ্রিয়া আসিয়া শাশুড়ীর অঞ্চল ধরিয়া দাঁড়াইলেন, তখন প্রথমে সকলে স্তম্ভিত হইলেন। তাহার পর তাঁহারা সেই মর্ম্মভেদী আঘাত সামলাইয়া রোদন করিবার উপক্রম করিতেছিলেন। কিন্তু নিতাইয়ের মুখে এই কথা শুনিয়া সকলে আবার স্তম্ভিত হইলেন।

লোকের এই স্তম্ভিত ভাব শচী ভঙ্গ করিলেন। সর্ব্বাগ্রেই তিনি বলিলেন, "তবে আমিও যাইব না।"

এই কথা শুনিয়া লোকে স্তম্ভিতের উপর স্তম্ভিত হইলেন। কে যে কি বলিবেন, কেহ স্থির করিতে না পারিয়া ভুবন অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন। এবার শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া লোকের স্তম্ভিতভাব ভঙ্গ করিলেন। যখন শচী বলিলেন, "তবে তিনিও যাইবেন না," তখন তিনি মনে একটু চিন্তা করিলেন, আর কোন উক্তি না করিয়া যে পথে আসিয়াছিলেন, অমনি সেই পথ, সেই আপাদ-মস্তক বস্ত্রাবৃত-নব-বালা শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া, সেই সখীর অঙ্গে নির্ভর করিয়া, ভূষণ-ধ্বনি করিতে করিতে, গৃহাভ্যন্তর দিকে গমন করিতে লাগিলেন। এইরূপে মহামায়াতনয়া, * চকিতের ন্যায়, জীবকে দর্শন দিয়া, মহামায়ায় অভিভূত করিয়া, তিলার্দ্ধে গৃহাভ্যন্তরে অদর্শন হইলেন। তিনি কি কাঁদাইতে আসিয়াছিলেন? তিনি না তাঁহার পতি-মুখে শুনিয়াছিলেন যে, জীবকে ক্রন্দন করাইবার নিমিত্ত তাঁহার পতির অবতার? তাঁহার পতি বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার ও তাঁহার নিজজনের নয়নজল দিয়া কলুষিত জীবকে ধৌত করিবেন। তাই কি পতির যে প্রিয় কার্য্য তাহাই সাধন করিবার নিমিত্ত বাহিরের জীবকে এই অবস্থায় দর্শন দিলেন? শ্রীঅঙ্গ হইতে ভূষণ-ধ্বনির কথা আমি দুইবার উল্লেখ করিলাম। তাহার কারণ, এই ভূষণ-ধ্বনি উপস্থিতগণের কর্ণে বজ্রের ন্যায় বেদনা দিতেছিল। শ্রীমতীর ধীরে ধীরে গমন সকলে নীরব হইয়া দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিলেন। কেহ কোন কথা বলিতে পারিলেন না, কেহ কাঁদিতেও পারিলেন না।

শচী বসিয়া পড়িলেন।

একটু পরে বলিলেন, "আমাকে বৌমার নিকট লইয়া চল।" সকলে তাঁহাকে সেখানে লইয়া গেলেন। শচী অভ্যন্তরে আগমন করিয়া বলিলেন,

---

* শ্রীমতীর জননীর নাম-মহামায়া।

তাঁহার নিমাইকে দেখিবার নিমিত্ত গমন উদ্যোগ অন্যায় হইয়াছে, তিনি যাইবেন না।

বিষ্ণুপ্রিয়া ইহাতে লজ্জিত হইলেন। ভাবিলেন, তিনি জননীকে অহেতুক দুঃখ দিয়াছেন। প্রকৃত পক্ষে যখন শ্রীনিতাই বলিলেন যে, প্রভুর শ্রীমতীকে লইবার অনুমতি নাই, তখন প্রথমে শ্রীপ্রিয়াজী এই সংবাদ বজ্রাঘাতের ন্যায় বোধ করিলেন। কিন্তু তখনি হৃদয়াকাশ পরিষ্কার হইয়া গেল, ও উহাতে আনন্দচন্দ্রের উদয় হইল। প্রথমে শুনিয়া ভাবিলেন যে, কি অন্যায়! কি অন্যায়! কেবল আমি না? ত্রিলোকের সকলে দেখিতে পারে, কেবল আমিই না? * যদি প্রভুর ঘরণী না হইতাম, তবে আমিও যাইতে পারিতাম। আমার কেবল মাত্র অপরাধ যে, আমি তাঁহার ঘরণী!

তখনি মনের মধ্যে যেন কেহ বলিতে লাগিল, "ভাল শ্রীমতি! তুমি নিমাইয়ের আধা হইয়া তাঁহার দর্শনে বঞ্চিত হইবে, না তাঁহার আধা না হইয়া দর্শন পাইবে? তুমি কি চাও?" অমনি মনে মনে উত্তর করিতেছেন, "সে কি! আমি শ্রীগৌরাঙ্গের আধা, শ্রীগৌর আমার আধা, এ সম্পর্ক আমি কোন লাভের নিমিত্ত ছাড়িতে পারি না। না হয় দেখা না হবে, তবু ত আমার? আমার বস্তু সকলে দেখিয়া নয়ন তৃপ্তি করুক। আমার ইহাতে ঈর্ষা কেন হইবে? ত্রিজগত আমার হৃদয়ের রত্ন-হার দেখিবার নিমিত্ত দৌড়িতেছে। ইহা অপেক্ষা আমার সৌভাগ্য ও আনন্দের বিষয় আর কি হইতে পারে? সকলে দেখুক, দেখিয়া আমার ভাগ্যকে প্রশংসা করুক। আমি নাই দেখিলাম, সামগ্রী আমারি ত?"

ক্রমে হৃদয়ে গৌরব আসিয়া ভরিয়া যাইতেছে। আর সেই সঙ্গে আনন্দের তরঙ্গ আসিতেছে। ভাবিতেছেন, "ত্রিজগত একদিকে, আর আমি একদিকে। আমার প্রভু আমাকে ত্রিজগতের সহিত পৃথক করিলেন!

---

* আমা লাগি প্রভু মোর করিল সন্ন্যাস।
ফিরিয়া যদ্যপি আইলা অদ্বৈতের বাস॥
স্ত্রী পুরুষ বাল-বৃদ্ধ যুবতী যুবক।
দেখিতে আনন্দে ধাঞা চলে সব লোক॥
কোন অপরাধ কৈনু মুঞি অভাগিনী।
দেখিতেও অধিকার না ধরে পাপিনী॥
প্রভুর রমণী যদি না করিত বিধি।
তথাপি পাই তু দেখা প্রভু গুণনিধি॥ (চন্দ্রোদয় নাটক)

ইহাতে এই প্রমাণ হইল যে, হয় আমি প্রভুর একমাত্র অরি, আর না হয়, সর্ব্বাপেক্ষা বল্লভা! কিন্তু তিনি ত আমার শত্রু নহেন, তাহা হইলে আমাকে যেরূপ ত্যাগ করিলেন, তেমনি অন্য একজন রমণীকে কৃপা করিতেন। তাহা ত করিলেন না? সন্ন্যাসে বড় দুঃখ, লোকে তাঁহার দুঃখ দেখিয়া কান্দিবে। সন্ন্যাসের অর্থ আমাকে ত্যাগ করা, অতএব আমাকে ত্যাগ করাই তবে তাঁহার সর্ব্বপ্রধান দুঃখ, যে দুঃখে লোকে কান্দিবে। * আমাকে ত্যাগ করা যদি তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা দুঃখ হইল, তবে আমার সহিত মিলন তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা সুখ, আর আমি তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা নিজজন।”

যখন শ্রীমতীর হৃদয়ে এই সকল ভাবতরঙ্গ উঠিয়া তাঁহাকে দুঃখ-সাগর হইতে সুখের রাজ্যে ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে, তখনি শচী আসিয়া বলিলেন, “তিনিও নিমাইকে দেখিতে যাইবেন না।” বিষ্ণুপ্রিয়া তখন অতি অনায়াসে শচীকে প্রবোধ দিয়া শান্ত করিলেন, আর শান্তিপুরে যাইবার সম্মতি করাইলেন।

শ্রীভগবান ব্যতীত আর সকলেই একটু না একটু স্বার্থপর। প্রথমে সকলেই আপনাদের মনের ভাবতরঙ্গে বিষ্ণুপ্রিয়াকে একেবারে ভুলিয়া গিয়াছিলেন, শচী পর্য্যন্ত। যখন বিষ্ণুপ্রিয়াকে সকলে দর্শন করিলেন, তখন তাঁহাদের হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া গেল। যখন শ্রীমতী, শ্রীনিতাইয়ের মুখে কঠিন আজ্ঞা শুনিয়া আবার অভ্যন্তরে লুকাইলেন, তখন একা শচী নয়, ভক্তমাত্রে সঙ্কল্প করিলেন যে, প্রভুকে কেহ দেখিতে যাইবেন না। † শচী যখন বুঝিলেন বিষ্ণুপ্রিয়ার কোন দুঃখ নাই, তিনি আনন্দ-সাগরে ভাসিতেছেন, তখনই শান্তিপুরে যাইতে সম্মত হইলেন। তাঁহার সঙ্গে ভক্তগণও চলিলেন।

বিষ্ণুপ্রিয়া জনকয়েক সঙ্গিনী লইয়া গৃহে রহিলেন। দোলায় চড়াইয়া শচীকে অগ্রে করিয়া, হরিধ্বনি করিতে করিতে সকলে শান্তিপুরাভিমুখে চলিলেন, কাহারা ও কতজনে এইরূপে চলিলেন, তাহা চৈতন্যচন্দ্রোদয়ে এইরূপ বর্ণিত আছে। যথা—

---

* কার উপরে কর অভিমান, অবুঝ প্রাণ। ধ্রু
তোমার অঙ্গে নূতন শাড়ী, তার কৌপীন পরিধান॥
শীত গ্রীষ্মে রৌদ্রে সে যে, তুমি থাক গৃহ মাঝে,
নিশি দিশি প্রভুর আমার বৃক্ষতলে অবস্থান॥ (বলরাম দাস)

† বিষ্ণুপ্রিয়া দশা দেখি যত ভক্তগণ।
দ্বিগুণ হইল দুঃখ না করে গমন॥ (চন্দ্রোদয় নাটক)

লক্ষ লক্ষ লোকে ধায় ঊর্দ্ধ মুখ করি।
অন্ন জল ঘর দ্বার সব পরিহরি॥
ঘর হতে বাহির না হয় কুল-নারী।
তারাও ধাইয়া যায় সব পরিহরি॥
বৃদ্ধ সব নড়ি হাতে মন্দ মন্দ ধায়।
শিশু সব আনন্দে উন্মত্ত হয়ে যায়॥
যে সব পণ্ডিত পূর্ব্বে উপহাস কৈল।
তাহারাও উৎকণ্ঠাতে ধাইয়া চলিল॥

অর্থাৎ প্রভু আবার বিদায় হইবেন, তাহাতেই নবদ্বীপবাসীগণকে আকর্ষণ করিতেছেন।

যখন নদিয়া শূন্য হইল, সকলে শান্তিপুরে ধাবমান হইলেন, তখন শ্রীমতী এলাইয়া পড়িলেন। তখন আপনার মন্দিরে—

কান্দে দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া, নিজ অঙ্গ আছাড়িয়া,
লোটায়ে লোটায়ে ক্ষিতিতলে।
"ওহে নাথ কি করিলে, পাথারে ভাসায়ে গেলে,"
কান্দিতে কান্দিতে ইহা বলে॥
এ ঘর জননী ছাড়ি, মুই অনাথিনী করি,
কার বোলে করিলে সন্ন্যাস।
বেদে শুনি রঘুনাথ, লইয়া জানকী সাথ,
তবে সে করিল বনবাস॥
পূরবে নন্দের বালা, যবে মধুপুরে গেলা,
এড়িয়া সকল গোপীগণে।
উদ্ধবেরে পাঠাইয়া, নিজ তত্ত্ব জানাইয়া,
রাখিলেন তা সবার প্রাণে॥
চাঁদ-মুখ না দেখিব, আর পদ না সেবিব,
না করিব সে সুখ-বিলাস।
এ দেহ গঙ্গায় দিব, তোমার শরণ নিব,
বাসুর জীবনে নাই আশ॥

এদিকে শান্তিপুরের যাত্রীগণ শচীর দোলা আগে করিয়া মহা কলরবের সহিত হরিধ্বনি করিতে করিতে চলিয়াছেন। বাসুঘোষ তাঁহার নিজের

পদে,—যাহা পাঠক মহাশয় একটু পূর্ব্বে পড়িয়াছেন,—বলিতেছেন যে, তিনি সেই সঙ্গে "কান্দিতে, কান্দিতে" চলিয়াছেন। শান্তিপুর যাইয়া দেখেন লোকের ভিড়ে পদবিক্ষেপ দুষ্কর। কিন্তু লোকে যখন শুনিল যে, নদেবাসী-গণ আসিতেছেন, অমনি সকলে হরিধ্বনি করিয়া পথ ছাড়িয়া দিল। তখন উভয় দলে, যাঁহারা ছিলেন, আর যাঁহারা আসিতেছেন,—হরিধ্বনি করিতে লাগিলেন। প্রভু প্রভৃতি সকলেই তখন শ্রীঅদ্বৈতের ছাদে বসিয়া। হঠাৎ কলরব বৃদ্ধি দেখিয়া শ্রীঅদ্বৈত ছাদের উপর উঠিয়া দাঁড়াইলেন, দাঁড়াইয়া বলিতেছেন, "এই নদেবাসীগণ আইলেন!" অমনি প্রভুও উঠিয়া দাঁড়াইলেন। সকলে দেখেন সর্ব্বাগ্রে দোলা, তাহার মধ্যে শচী মুখ বাড়াইয়া তাঁহার পুত্রকে ইতি উতি চাহিয়া খুজিতেছেন। প্রভু আর থাকিতে পারিলেন না সিড়ি বাহিয়া নীচে চলিলেন। এদিকে চারি পাঁচ জন বলবান দ্বারী, যাহারা দ্বার রক্ষা করিতেছিল, তাহারা দেখিল প্রভুর জননী ও নদেবাসীগণ দ্বারের আগে আইলেন, অমনি সম্ভ্রমে তাহারা দ্বার ছাড়িয়া দিয়া তাঁহাদিগকে প্রবেশ করাইল। দোলা আঙ্গিনায় নামিল। সন্ন্যাসীর সন্ন্যাসী ব্যতীত আর কাহাকে প্রণাম করিতে নাই। নিমাই তাহা মানিলেন না, দোলা নামিলেই অমনি ভূমিলুণ্ঠিত হইয়া জননীকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন। তাহার পরে হস্ত ধরিয়া জননীকে দোলা হইতে নামাইলেন। শচী নিমাইয়ের অঙ্গে ভর দিয়া বাহিরে আইলেন, কিন্তু দাঁড়াইতে না পারিয়া বসিয়া পড়িলেন। নিমাই জননীকে আবার প্রণাম করিয়া, তাঁহাকে স্তব ও প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন। বলিতেছেন, "মা! ত্রিজগতে যত সুন্দর বস্তু সব তুমি, তুমি দয়া, তুমি ভক্তি-রূপিণী। তুমি জীবকে কৃষ্ণ-ভক্তি দিতে পার, তুমি ভুবন পবিত্র করিয়া থাক, এমন কি, তোমার নাম যে গ্রহণ করে সে পবিত্র হয়।" করযোড়ে জননীকে প্রদক্ষিণ করিতেছেন, আর সম্মুখে আসিয়া এক একবার প্রণাম করিতেছেন। ইহা শচীর ভাল লাগিতেছে না। প্রথমে প্রদক্ষিণ করিতে নিমাই যখন পশ্চাতে যাইতেছেন, তখন তাঁহার মুখ দেখিতে পাইতেছেন না। তাহার পরে, মহা তেজস্কর পুত্রের প্রণামে একটু সঙ্কুচিত হইতেছেন।

নিমাই মায়ের অগ্রে বসিলেন। শচী বলিতেছেন, "নিমাই! আমাকে তুমি প্রণাম করিতেছ, ইহাতে যদি আমার অপরাধ হইত, তবে বাপ অবশ্য তুমি করিতে না?" ফল কথা, তখন শচী ভাবিতেছেন যে, তাঁহার পুত্র

স্বয়ং ভগবান। আবার বলিতেছেন, "নিমাই! তুমি যাই হও, তবু আমার এ বিশ্বাস কোন ক্রমে যায় না যে, তুমি আমার দুধের ছাওয়াল।" ইহা বলিয়া গলা ধরিয়া বদন চুম্বন করিলেন। ইহাতে জ্ঞান লোপ পাইয়া বাৎসল্য রসে শচী অভিভূত হইলেন। শচী পুত্রের সর্ব্বাঙ্গ নিরীক্ষণ করিতেছেন, উপস্থিত লোকে নীরব হইয়া মাতা-পুত্রের কাণ্ড দেখিতেছেন, শব্দমাত্র নাই। শচী কথা কহিতে আরম্ভ করিলেন। বাসুঘোষ পাছে দাঁড়াইয়া। স্নেহ ও কোপে পুত্রকে কি বলিতেছেন, তাহা বাসু ঘোষের বর্ণনায় শ্রবণ করুন—

নিতাই করিয়া আগে, চলিলেন অনুরাগে,
আইল সবাই শান্তিপুরে।
মুড়ায়েছে মাথার কেশ, ধরেছে সন্ন্যাসী বেশ,
দেখিয়া সবার প্রাণ ঝুরে॥
করযোড় করি আগে, দাঁড়াইল মায়ের আগে,
পড়িলেন দণ্ডবৎ হয়ে।
দুই হাত তুলি বুকে, চুম্ব দিল চাঁদ মুখে,
কান্দে শচী গলাটি ধরিয়া॥
"ইহার লাগিয়া যত, পড়াইলাম ভাগবত,
এ দুঃখ কহিব আমি কায়?
অনাথিনী করে মোরে, যাবে বাছা দেশান্তরে,
বিষ্ণুপ্রিয়ার কি হবে উপায়?
এ ডোর কৌপীন পরি, কি লাগিয়া দণ্ডধারী,
ঘরে ঘরে খাবে ভিক্ষা মাগি।
জীয়ন্ত থাকিতে মায়, উহা নাকি দেখা যায়,
কার বোলে হইলে বৈরাগী?"
গৌরাঙ্গের বৈরাগে, ধরণী বিদায় মাগে,
আর তাহে শচীর করুণা।
কহে বাসুদেব ঘোষে, গৌরাঙ্গের সন্ন্যাসে,
ত্রিজগতে করিল ঘোষণা॥

অদ্য আমার ভাগ্য ফুরাইল। আমার প্রতি যে আদেশ তাহা পালন করিলাম। প্রভুর বয়স তখন চতুর্ব্বিংশতি, প্রভু আর চতুর্ব্বিংশতি বৎসর প্রকট ছিলেন। যাঁহার ভাগ্যে থাকে তিনি প্রভুর এই সন্ন্যাস লীলা

লিখিবেন! এ লীলা অতি গুহ্য। প্রভু সরূপ ও রাম রায়কে লইয়া গম্ভিরায় অর্থাৎ তাঁহার কুটীরের গুপ্তস্থানে দ্বাদশ বৎসর যে অতি গুহ্য লীলা করিয়াছিলেন, তাহা জীবের নিকট গোপন রহিয়াছে। আমার মনের সাধ ছিল যে, আমি সেই লীলার যে কিঞ্চিৎ জানি, জীবগণের নিকট প্রকাশ করিব। সে সাধ আপাততঃ পুরিল না। যেহেতু আমাতে আর শক্তি নাই। প্রভু যাঁহাকে শক্তি দেন তিনিই লিখিবেন।

—•০•—

পরিশিষ্ট।

পাঁচ বৎসর হইল শ্রীগৌরাঙ্গ নবদ্বীপ ছাড়িয়া গিয়াছেন। জননীকে বলিয়া গিয়াছেন, "মা! আমি আবার আসিব।" শচী প্রত্যহ ভাবেন নিমাই কল্য আসিবেন। সমস্ত রাত্রি স্বপ্নে নিমাইয়ের সহিত কথা বলেন। পুত্রের নিমিত্ত প্রত্যহ রন্ধন করেন, আর বসিয়া কান্দেন। আর বলেন, "নিমাই! আমার ঘরে দ্রব্যের অভাব নাই। কত প্রকার রান্ধিলাম। নিমাই! বাপ আমার! ইহা কাহারে খাওয়াইব?"

অমনি শচী দেখেন যে নিমাই আসিয়া সমুদায় খাইতেছেন। শচী তখন সমুদায় ভুলিয়া গিয়াছেন। ভাবিতেছেন, নিমাই বাড়ীতে আছে। আবার একটু পরে চৈতন্য হইল। তখন সমুদায় স্বপ্ন ভাবিয়া কান্দিতে লাগিলেন।

কখন শচী অধিক রজনীতে স্বপ্ন দেখিয়া উঠিয়া একেবারে শ্রীবাসের বাড়ী উপস্থিত। সেখানে গিয়া, "মালিনী সই, মালিনী সই" বলিয়া ডাকিলেন। শচীদেবীর গলার সাড়া পাইয়া মালিনী তাড়া তাড়ি দুয়ার খুলিলেন। শচী মালিনীকে দেখিয়া বলিতেছেন, "নিমাই তোমাদের বাড়ী আসিয়াছে? আমি রান্ধিয়া বসিয়া রহিয়াছি, ভাত জুড়াইয়া গেল।" তখন মালিনী হাহাকার করিয়া শচীকে ধরিলেন, শচীর চেতন হইল। বাসুঘোষ এক দিনকার শচীর কথা এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন—

আজিকার স্বপনের কথা, শুন গো মালিনী সই,
নিমাই আসিয়াছিল ঘরে।
আঙ্গিনাতে দাঁড়াইয়া, গৃহ পানে চাহিয়া,
মা বলিয়া ডাকিল সে মোরে॥

ঘরেতে শুইয়া ছিলাম, অচেতনে বাহির হৈলাম,
নিমাইর গলার সাড়া পাইয়া।
আমার চরণ ধূলি, নিল নিমাই শিরে তুলি,
পুনঃ কান্দে গলাটি ধরিয়া॥
"তোমার প্রেমের বশে, ফিরি আমি দেশে দেশে,
রহিতে নারিলাম নীলাচলে।
তোমাকে দেখিবার তরে, আইলাম নদিয়া পুরে,"
কান্দিতে কান্দিতে ইহা বলে॥
আইস মোর বাছা বলি, হিয়ার মাঝারে তুলি,
হেন কালে নিদ্রা ভঙ্গ হইল।
পুন না দেখিয়া তারে, পরাণ কেমন করে,
কান্দিয়া রজনী পোহাইল॥
সেই হৈতে প্রাণ কান্দে, হিয়া থির নাহি বান্ধে,
কি করিব কহ গো উপায়।
বাসুদেব ঘোষ কয়, গৌরাঙ্গ তোমারি হয়,
নহিলে কি দেখা পাও তায়॥

শচীর একটু নিদ্রা আইলেই স্বপ্নে নিমাইকে দেখেন। প্রায় নিদ্রা হয় না, শুইয়া নিমাইকে ভাবেন। আর এক দিবসের কাহিনী শ্রবণ করুন—

বিরহ বিকল মায়, সোয়াথ নাহিক পায়,
নিশি অবসানে নাহি ঘুমে।
ঘরেতে রহিতে নারি, আসি শ্রীবাসের বাড়ী,
আঁচল পাতিয়া শুইল ভূমে॥
গৌরাঙ্গ জাগিয়ে মনে, নিদ্রা নাহি সর্ব্ব দিনে,
মালিনী বাহির হয়ে ঘরে।
সচকিত আসি কাছে দেখি শচী পড়ে আছে,
অমনি কান্দিয়া হাত ধরে॥
উথলিল হিয়ার দুঃখ, মালিনীর ফাটে বুক,
ফুকরি কান্দয়ে উভরায়।
হুঁহ হুঁহ ধরি গলে, পড়িয়া ধরণী তলে,
তখনি শুনিয়া সবে ধায়॥

দেখিয়া দুঁহার দুঃখ, সবার বিদরে বুক,
কত মত প্রবোধ করিয়া।
স্থির করি বসাইল, ভাসে নয়নের জলে,
প্রেমদাস যাউক মরিয়া॥

নিমাই গৃহ ছাড়িলে পাঁচ বৎসর গত হইয়াছে। শচী বিষ্ণুপ্রিয়াকে কাছে ডাকিতেছেন, ডাকিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "বাছা, নিমাই কি ঘরে শুইয়া আছে?" এই কথা শুনিয়া বিষ্ণুপ্রিয়ার মাথা ঘুরিয়া আইল, ও জলে নয়ন ভরিয়া গেল। শচী বলিতেছেন, "মা, তুই কান্দিস্ কেন?" তখন বিষ্ণুপ্রিয়ার আর সহ্য করিতে না পারিয়া ধুলায় পড়িয়া গেলেন। বিষ্ণুপ্রিয়ার অবস্থা দেখিয়া শচীর অর্দ্ধ চেতন হইল। বলিতেছেন, "ঠিক্! আমার ভুল হইয়াছে। নিমাই ত আমার বাড়ী নাই।" এখন শ্রীমতীর কথা শুনুন।

বিষ্ণুপ্রিয়ার কি দশা হইয়াছে তাহা প্রেমদাস এইরূপে বর্ণনা করিয়াছেন—

যে দিন হইতে গোরা ছাড়িল নদিয়া।
তদবধি আহার ছাড়িল বিষ্ণুপ্রিয়া॥
দিবা নিশি পিয়ে গোরা নাম সুধা খানি।
কভু শচীর অবশেষে রাখয়ে পরাণী॥
বদন তুলিয়া কার মুখ নাহি দেখে।
দুই এক সহচরী কভু কাছে থাকে॥
হেন মতে নিবসয়ে প্রভুর ঘরণী।
গৌরাঙ্গ বিরহে কান্দে দিবস রজনী॥
প্রবোধ করয়ে তারে কহি কত কথা।
প্রেমদাস হৃদয়ে রহিয়া গেল ব্যথা॥

পাঁচ বৎসর গত হইয়াছে, শচী গঙ্গা স্নানে যাইতেছেন। শচীর বয়ঃক্রম ৭২ বৎসর, ভাল চলিতে পারেন না। ঈশান তাঁহার হাত ধরিয়াছেন, বিষ্ণুপ্রিয়া শাশুড়ির অঞ্চল ধরিয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতেছেন। বিষ্ণুপ্রিয়ার নিয়ম ছিল যে শাশুড়ির সঙ্গ ব্যতীত কখন গঙ্গা স্নানে যাইতেন না। যখন গঙ্গা স্নানে যাইতেন, তখন মস্তক অবনত করিয়া, শাশুড়ির অঞ্চল ধরিয়া, তাঁহার চরণ দুটি দেখিতে দেখিতে যাইতেন। এইরূপে অঞ্চল ধরিয়া বিষ্ণুপ্রিয়া

চলিয়াছেন, এমন সময় তাঁহার কর্ণে কলরব প্রবেশ করিল। শচীও কলরব শুনিতে পাইলেন। কলরব লক্ষ্য করিয়া বুঝিলেন যে, বহুতর লোক একত্র হইয়া হরিধ্বনি করিতেছে।

ওপারে কুলিয়ানগরে কলরব হইতেছে। কলরবের কারণ বলিতেছি। পাঁচ বৎসর পরে শ্রীগৌরাঙ্গ নবদ্বীপের ওপারে কুলিয়াতে আসিয়াছেন। উদ্দেশ্য, জননীকে দর্শন করিবেন। কুলিয়াতে শ্রীগৌরাঙ্গ উপস্থিত হইলে বহু লক্ষ লোক আসিয়া তাঁহাকে ঘিরিয়া ফেলিয়াছে। স্নানের সময় শ্রীগৌরাঙ্গ স্নান করিতে আসিতেছেন। এ. পর্য্যন্ত তিনি গৃহাভ্যন্তরে ছিলেন বলিয়া লোকে তাঁহাকে দেখিতে পায় নাই। এখন তিনি স্নানের নিমিত্ত বাহির হইলে, অসংখ্য লোক তাঁহাকে দর্শন করিয়া, আনন্দে হরিধ্বনি করিয়া উঠিল।

ওপারে শ্রীগৌরাঙ্গ ঘাটে স্নান করিতে আসিতেছেন, এপারে শচী দেবীর অঞ্চল ধরিয়া বিষ্ণুপ্রিয়াও স্নান করিতে যাইতেছেন।

হরিধ্বনি শুনিয়া বিষ্ণুপ্রিয়া মাথা উঠাইলেন। শ্রীগৌরাঙ্গের এরূপ সুদীর্ঘ কায় যে লক্ষ লোকের মাঝে থাকিলেও তাঁহাকে দেখা যাইত। বিষ্ণুপ্রিয়া ব্যাপার খানা কি তখনি বুঝিলেন, বুঝিয়া শাশুড়িকে বলিতেছেন—

ওমা আমায় ধর ধর। ধুয়া।

কেন বা আনিলে সুরধুনী তীরে, ওপারে কুলিয়া দেখ নয়ন ভরে,
লক্ষ লক্ষ লোক হরি হরি বলে, কেন মা জননী বল আমারে॥
লক্ষ লক্ষ লোক হরি বলে নাচে, বুঝি তোর পুত্র ওখানে বিরাজে,
উহু মরি মরি দেখিবারে নারি, এ দুঃখ আমার কহিব কারে॥
পাপী তাপী হলো শ্রীচরণ ভোগী, জগতে বিষ্ণুপ্রিয়া সে বিয়োগী,
দাসীরে দণ্ড দিবার লাগি, এই অবতার॥
চল চল চল মাগো আমায় নিয়া চল, লুকাইয়া চল ঝাপিয়া অঞ্চল,
ঐ যে দেখা যায় দীঘল শ্রীঅঙ্গ, ঐ ত আমার প্রাণনাথ শ্রীগৌরাঙ্গ॥
সোণার অঙ্গেতে কৌপীন পরেছে, চিরদিন দুঃখ অবধি পেয়েছে,
তোমার মায়ায় আবার আসিছে, বাড়ি ডাকি আন।
বলরাম দাসের বিদরয়ে বুক, জীবের লাগিয়া প্রভুর এই দুঃখ,
ধিক ধিক ধিক জীব তোরে ধিক, হেন দুঃখ দেহ চির বন্ধু জনে॥

ইহার পরে সন্ন্যাস আশ্রমের নিয়মানুসারে শ্রীনিমাই জন্মভূমি দেখিতে এক দিনের নিমিত্ত শ্রীনবদ্বীপে আগমন করেন। তাহাতে—

আওল নদিয়া-লোক গৌরাঙ্গ দেখিতে।
আনন্দে আকুল চিত না পারে চলিতে॥
চির-দিনে গোরা চাঁদ বদন দেখিয়া।
ভুখিল চকোর আঁখি রহয়ে মাতিয়া॥
আনন্দে ভকতগণ হেরিয়া বিভোর।
জননী ধাইয়া গোরা চাঁদ করে কোর॥
মরণ শরীরে যেন পাইল পরাণ।
গৌরাঙ্গ নদিয়াপুরে বাসুঘোষ গান॥

তাহার পরে শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া পতিমুখ দর্শন করিলেন, করিয়া বলিতেছেন, যথা—

এত দিন সদয় হইল মোর বিধি।
আনি মিলায়ল গোরা' গুণনিধি॥
এত দিনে মিটল দারুণ দুখ।
নয়ন সফল ভেল দেখি চাঁদ মুখ॥
চির উপবাসী ছিল লোচন মোর।
চাঁদ পাওল যেন তৃষিত চকোর॥
বাসুদেব ঘোষ গায় গোরা পরবন্ধ।
লোচন পাওল যেন জনম-অন্ধ।

—•০•—

প্রথম অধ্যায়।

১৪০৭ শকে, পবিত্র জাহ্নবী তীরস্থ বিদ্বজ্জন-পরিশোভিত নবদ্বীপ নগরে, মনোহর ফাল্গুন মাসে, নির্ম্মল পূর্ণিমা নিশিতে, গৌরাঙ্গদেব পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইলেন। যেমন সন্ধ্যার সময় পূর্ব্ব দিকে এক খানি সোণার থালার ন্যায় চন্দ্র উদয় হইলেন, অমনি শ্রীগৌরাঙ্গ, সিংহ রাশিতে, পূর্ব্বফল্গুনী নক্ষত্রে, মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইলেন। সেই সময় আবার চন্দ্রগ্রহণ হইল এবং নবদ্বীপ নগরে সকলে হরিধ্বনি করিয়া উঠিলেন। গৌরভক্তগণ এই সমুদায় ঘটনা লইয়া নানা কথা বলিয়া থাকেন। শ্রীপাদ কবি কর্ণপূর বলেন যে, চন্দ্রগ্রহণ হইবার আর কোন কারণ ছিল না। বিধি দেখিলেন, যখন অকলঙ্ক-চন্দ্র-স্বরূপ গৌরাঙ্গ উদয় হইলেন, তখন আর সকলঙ্ক চন্দ্রের প্রয়োজন নাই। ইহাই বুঝাইবার নিমিত্ত বিধির ইচ্ছা ক্রমে রাহু চন্দ্রকে গ্রাস করিল। অন্য কেহ বলেন যে, শ্রীগৌরাঙ্গ অবতীর্ণ হইলে, সেই মহা ব্যাপার ঘোষণা করিবার নিমিত্ত গ্রহণ হইল, যেহেতু গ্রহণ হইলে লোক মাত্রে হরিধ্বনি করিবে। প্রকৃত কথা, যেই গৌরাঙ্গ অবতীর্ণ হইলেন, অমনি নবদ্বীপবাসী সকলে প্রফুল্লিত অন্তঃকরণে হরিধ্বনি করিতে লাগিলেন। সে যাহা হউক, এইরূপে হরিধ্বনির সহিত যে শ্রীগৌরাঙ্গদেব অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

যে নগরে, সমাজের লোক কেবল বিদ্যা বিদ্যা করিয়া উন্মত্ত; যে সমাজে সূচ্যাগ্রভাগাপেক্ষা তীক্ষ্ণ-বুদ্ধি-সম্পন্ন পণ্ডিত লোক বিদ্যমান; যে ন্যায়-শাস্ত্রে ভগবানকে স্থাপন করিতেছে ও আবার খণ্ডন করিতেছে; সেই নগরে, সেই সমাজে, সেই তর্ক-তরঙ্গের মাঝে, শ্রীগৌরাঙ্গ উদিত হইলেন। ইহাতে গৌর-ভক্তগণের মনে নানা ভাব উঠিতে পারে। এরূপ মনে উদয় হইতে পারে যে, সমস্ত বিদ্যাচর্চ্চার চরম ফল কি, তাহাই দেখাইবার নিমিত্ত শ্রীগৌরাঙ্গ বিদ্যাচর্চ্চার ফল-স্বরূপ স্বয়ং উদয় হইলেন। এরূপও কেহ কেহ ভাবিতে পারেন, পাছে লোকে এ কথা বলে যে, শ্রীগৌরাঙ্গ কেবল নির্ব্বোধ লোককে ভুলাইয়াছিলেন, এই নিমিত্ত তিনি বাছিয়া লইয়া সার্ব্বভৌমের সময় আবির্ভূত হইয়াছিলেন। অতি প্রখর বুদ্ধিমান লোক, যাহাদের বুদ্ধি সূক্ষ্ম

হইতেও সূক্ষ্ম, তাঁহারা তর্ক-শাস্ত্র পড়িয়া ও তর্ক করিয়া স্বভাবতঃ আপনাদিগকে সর্ব্বোচ্চ স্থানে আসীন ভাবেন; এমন কি, শ্রীভগবানের আধিপত্য পর্য্যন্ত স্বীকার করিতে গ্লানি মনে করেন। তাহারা এক প্রকার দৈত্য, তাহাদের ভয়ে দেবগণ পর্য্যন্ত কম্পিত হয়েন, এবং যত শুভ সমুদায় লুকাইয়া থাকে। যখন হিরণ্যকশিপু বিরাজমান, তখন তাহার দৈত্যভাব জগতে আধিপত্য করিত, আর যাহা কিছু ভাল লুকাইয়া ছিল। সেই সময় ভগবান নৃসিংহ রূপে অকুতোভয়ে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। সেইরূপই কি গৌরাঙ্গ যখন জগতের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান নৈয়ায়িক শ্রেষ্ঠ রঘুনাথ বিরাজ করিয়াছিলেন, সেইকালে তাঁহার উদয় হইবার উপযুক্ত সময় করিয়াছিলেন? এ সমস্ত নিগূঢ় কথা আমরা ক্ষুদ্র জীব কিরূপে বুঝিব?

শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের বাটিতে একটি বৃহৎ নিম্ববৃক্ষ ছিল, তাহারই তলাতে আঁতুড় ঘরে শ্রীগৌরাঙ্গদেব ভূমিষ্ঠ হইলেন। ধাত্রী দেখিলেন যে, শিশুটির জীবনের চিহ্ন কিছু মাত্র নাই। তখন তাহাকে জীবিত করিবার জন্য সকলে যত্ন করিতে লাগিলেন। একটু পরে শিশুটির নিশ্বাস পড়িতে লাগিল দেখিয়া সকলে আনন্দ-ধ্বনি করিয়া উঠিলেন। শিশুর শরীরটি অপেক্ষাকৃত কিছু বড়, কারণ ইনি ত্রয়োদশ মাস মাতৃ-গর্ভে ছিলেন। বর্ণ একেবারে কাঁচা সোণার ন্যায়।

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, শ্রীহট্টীয়গণ যে পাড়ায় বাস করিতেন, শ্রীজগন্নাথ মিশ্র সেই পাড়ায় গৃহ নির্ম্মাণ করেন। এই পাড়ায় শ্রীমুরারি গুপ্ত বৈদ্যের বাস ছিল। যখন শ্রীগৌরাঙ্গ ভূমিষ্ঠ হইলেন তখন, মুরারির বয়স আন্দাজ পোনর বৎসর। এই মুরারি গুপ্ত কর্তৃক শ্রীগৌরাঙ্গের বাল্যলীলা লিখিত হয়, এবং ঐ গ্রন্থকে মুরারি গুপ্তের কড়চা বলে। অনন্ত-সংহিতা অতি প্রামাণিক গ্রন্থ। সেই গ্রন্থে ও মুরারির কড়চায় শ্রীগৌরাঙ্গের আদি-লীলা লিখিত আছে। জগন্নাথ পুত্রের নাম রাখিলেন বিশ্বম্ভর। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ও বয়স্যগণ তাঁহাকে ঐ নামে ডাকিতেন, কিন্তু তাঁহার জননী তাঁহাকে নিমাই বলিয়াই ডাকিতেন। আর পরিশেষে সেই নামে তিনি নবদ্বীপে সকল সাধারণের নিকট বিখ্যাত হন। তাঁহার সূতিকা গৃহ নিম্ববৃক্ষ তলে বলিয়া এই নামের সৃষ্টি হয়, কি নিম্ব তিত, নিমাইকে যমের নিকট দিয়া করিবার নিমিত্ত তাহার জননী তাহাকে নিমাই বলিয়া ডাকিতেন,

তাহা লইয়া বিচার করিবার প্রয়োজন নাই। উপবীত কালে, তাঁহার আর একটি নাম হয় "গৌরহরি"। তাহার বৃত্তান্ত পরে বিবৃত হইবে। ভক্তগণ তাঁহার শ্রীগৌরাঙ্গ কি গৌর নাম রাখিয়াছিলেন। পাঠক পরে জানিবেন *তাঁহার সর্ব্ব শেষের নাম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।*

এই যে শিশুটি শচী ও জগন্নাথ প্রতিপালন করিতে লাগিলেন, ইহার আকৃতি ও প্রকৃতি ঠিক অন্য শিশুর ন্যায় নহে। প্রথমত যেরূপ বয়স, তাহা অপেক্ষা শরীর অনেক বড়। সেই শরীরে রোগ মাত্র নাই; আর শিশু এরূপ বলবান ও চঞ্চল যে নারীগণ তাহাকে কোলে করিয়া রাখিতে পারেন না। শিশুর আর একটি প্রকৃতি দেখিয়া সকলে বিস্ময়াপন্ন হইলেন। শিশু স্বভাবে যখন রোদন করে, তখন হরি-নাম শুনিলেই চুপ করে। অন্য রমণীর কোলে আঙ্গিনায় নিমাই রোদন করিতেছে, শচীরাণী ঘরে রন্ধন করিতেছেন। রমণী নিমাইকে থামাইতে পারিতেছেন না, তখন শচী তাহাকে ডাকিয়া বলিতেছেন, "তুই হরি হরি বল, ছেলে থামিবে এখন।" বাস্তবিক তাহাই হইত। রোরুদ্যমান শিশু সঙ্গীত-যন্ত্রের ধ্বনি শুনিলে যেরূপ চুপ করে, হরি-নাম শুনিলে রোরুদ্যমান নিমাই সেইরূপ অমনি চুপ করিত। এদিকে নিমাই কোলে থাকিবে না, নামিয়া পড়িবে। তখন হামাগুড়ি দিতে শিখিয়াছে। কোল হইতে নামিয়াই জানুযোগে দ্রুত গতিতে চলিবে। অন্যমনস্ক হইলেই কোথায় পলাইবে ঠিকানা নাই। এই জন্য নিমাইকে আঙ্গিনায় নামাইয়া প্রতিক্ষণ তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইত। একটু ফাঁক পাইলেই নিমাই আঙ্গিনা ছাড়িয়া রাজপথে উপস্থিত, কি গঙ্গামুখে চলিল; আর তখন যদি দেখিল তাহাকে কেহ ধরিতে আসিতেছে, তখন জানু পাতিয়া দ্রুতবেগে পলাইল। এইরূপ নিমাই যখন হামাগুড়ি দিয়া চলিত, তখন তাহার এক অপূর্ব্ব শোভা হইত। এই শোভা দর্শন করিবার নিমিত্ত শচী যাইয়া তাহাকে আঙ্গিনায় ছাড়িয়া দিতেন, এবং তাঁহার সঙ্গিনীদের সঙ্গে চিত্র পুত্তলিকার ন্যায় দাড়াইয়া দর্শন করিতেন। পদ-কর্ত্তা বাসুদেব ঘোষ নিমাইয়ের হামাগুড়ি এইরূপে বর্ণন করিয়াছেন—

এক মুখে কি কহিব গোরাচাঁদের লীলা।
হামাগুড়ি যায় নানা রঙ্গে শচী-বালা॥
লালে মুখ ঝর ঝর দেখিতে সুন্দর।
পাকা বিম্ব-ফল জিনি সুন্দর অধর॥

চৌর কর্ত্তৃক অপহরণ।

অঙ্গদ বলয়া শোভে সুবাহু যুগলে।
চরণে মগরা খাড়ু বাঘ নখ গলে॥
সোণার শিকলি পিঠে পাটের থোপনা।
বাসুদেব ঘোষ কহে নিছুনি আপনা॥

নিমাই যখন হাঁটিতে শিখিল, তখন তাহাকে লইয়া জগন্নাথ, শচী ও বিশ্বরূপ, এবং আত্মীয় প্রতিবাসীগণ, সকলেই শশব্যস্ত হইলেন। কোথা কোন দিক হইতে নিমাই ছুটিয়া পালাইবে, আর নগরে হারাইয়া যাইবে, সকলের এই ভয়। বিশেষত এক দিন নিমাই একটি সর্প ধরায়, তাঁহারা আর তাহাকে বিশ্বাস করিতেন না। আর এক দিন এইরূপ আর একটি বিপদ হয়।

এক দিবস মেঘমালী (শিবগীতা গ্রন্থ) নামক এক জন চৌর, শিশুটিকে এইরূপে পথে সহায়হীন ও স্বর্ণ আভরণে ভূষিত দেখিয়া, লোভ প্রযুক্ত তাহাকে লইয়া পলাইল। বাড়ীর সকলে হঠাৎ নিমাইকে না দেখিয়া চারিদিকে অনুসন্ধান করিতে লাগিল। কত শত লোক পথ দিয়া যাইতেছে কে কাহাকে তল্লাস করে? নিমাইয়ের উদ্দেশ না পাইয়া সকলে যখন চিন্তাসাগরে মগ্ন হইয়াছেন, তখনি নিমাই দৌড়িতে দৌড়িতে আসিয়া পিতার কোলে উঠিল। জিজ্ঞাসা করিলে বলিল যে, কে এক জন তাঁহাকে লইয়া গিয়াছিল, আর সেই রাখিয়া গেল। এই মেঘমালীর কথা এখন শ্রবণ করুন। এই দস্যু নিমাইকে স্কন্ধে করিবা মাত্র বালকটীর প্রতি তাহার গাঢ় স্নেহ ও আকর্ষণ হইল। এই শিশুটিকে বধ করিতে হইবে, এই কথা মনে করিয়া তাহার হৃদয় শিহরিয়া উঠিল। তখন সে কিরূপ নৃশংস ও দুরাচার তাহা মনে বুঝিতে পারিল। এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে সে প্রথমে নিমাইকে দ্বারে রাখিয়া চলিয়া গেল, পরে তাহার হৃদয়ে ঔদাস্যের উদয় হইল, এবং সেইক্ষণ হইতে মেঘমালী সংসার ত্যাগ করিয়া পরম সাধু হইলেন।

পূর্ব্বে বলিয়াছি শিশুটির আকৃতি মনুষ্যের মত হইলেও, ঠিক অন্যান্য শিশুর মত ছিল না। মনুষ্যের এরূপ নির্ম্মল গলিত কাঞ্চনের ন্যায় অঙ্গের বর্ণ হয়, ইহা কবিগণ বর্ণনা করিতেন বটে, কিন্তু এই শিশুতেই প্রথমে সকলে উহা প্রত্যক্ষ করিলেন। হস্ততল ও পদতল যেন হিঙ্গুল দ্বারা রঞ্জিত। যখন আঙ্গিনা দিয়া শিশুটি হাঁটিয়া যাইত, তখন বোধ হইত যেন পদতল দিয়া শোণিত ক্ষরিয়া পড়িতেছে। অঙ্গের গঠন সুঠাম। প্রতি অঙ্গের

চলন, প্রতি অঙ্গের গতি, নয়নের দৃষ্টি, মুখের হাসি এবং কথা—সমুদায়ই লাবণ্যময়। প্রফুল্ল বদন যেন কুঁদে কাটা, একেবারে দোষ-শূন্য। ঠোঁট দুখানি বিম্বের মত। কিন্তু বোধহয়, নয়ন দুটিই সর্ব্বাপেক্ষা মনোহর। দেবতা ভিন্ন মনুষ্যের এরূপ আঁখি হইতে পারে, ইহা শিশুকে দেখিবার পূর্ব্বে কেহই বিশ্বাস করিতে পারিতেন না। নয়ন দুটি পদ্ম-দলের ন্যায় দীঘল ছাঁদের, তাহাতে ঈষৎ রক্ত-বর্ণের আভা প্রকাশ পাইতেছে। যেন তাহার মধ্যে করুণা-রূপ মকরন্দ টল মল করিতেছে। শিশুটি যাহার প্রতি চাহিত, তাহারই চিত্ত তদ্দণ্ডে হরণ করিয়া লইত। তাহাকে যে দেখিত, তাহারই মনে কি একটি নূতন ভাবের উদয় হইত। সে ভাবটি এই যে,—এইটি কি মনুষ্য শিশু, না দেব শিশু?

নিমাইয়ের আর একটি অপ্রাকৃতিক গুণ দেখা যাইত, তাহাকে কোলে লইলে শরীর আনন্দে পুলকিত হইত। কি পুরুষ কি নারী নিমাইকে কোলে করিলে, আর ছাড়িতে চাহিতেন না। সুতরাং শচী আর পুত্রকে কোলে করিবার বড় একটা অবকাশ পাইতেন না।

ইহা ব্যতীত শিশুর জন্ম হইতেই শচী জগন্নাথ ও অন্যান্য নিজ জনে অনেকরূপ অলৌকিক ঘটনা দেখিতে লাগিলেন। শিশু যখন নিদ্রা যাই-তেছে, তখন কেহ দেখিল যে, তাহার হৃদয়ে চন্দ্রের ন্যায় কি জ্বলিতেছে। কখন দেখিল সর্ব্বাঙ্গ বিদ্যুৎ দ্বারা আবৃত। আবার কখন শচীদেবী গৃহ মধ্যে বহুতর জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি দেখিতে পাইলেন। তখন ভয় পাইয়া জগন্নাথ মিশ্রকে ডাকিলেন। কখন ভাবিতেন এ সব চোর, আবার কখন ভাবিতেন ডাকিনী। ডাকিনী ভাবিয়া শচীদেবী পুত্রের মাথায় রক্ষা বান্ধিয়া দিতেন, ও সর্ব্বাঙ্গে থুথু দিয়া মন্ত্র পড়িয়া পুত্রের প্রতি অঙ্গ জনার্দ্দনকে সঁপিয়া দিতেন।

এক দিবস রজনী যোগে শচীর কোলে শিশু ঘুমাইয়া আছে, শচীদেবী দেখিলেন যে নানাবিধ আলোর মানুষ তাঁহার পুত্রকে ঘেরিয়া কি করিতেছেন। এইরূপ অলৌকিক ব্যাপার মধ্যে মধ্যে দেখিয়া দেবীর তখন একটু সাহস হইয়াছে, তিনি তখন ব্যস্ত হইয়া নিমাইকে ডাকিয়া বলিলেন, "তুমি তোমার পিতার ঘরে যাইয়া শুইয়া থাক।" মনের ভাব এই, পিতার কাছে শুইলে পুত্রের বিপদ হইবে না। আর জগন্নাথ মিশ্রকে ডাকিয়া বলিলেন যে, নিমাই তাঁহার ঘরে যাইতেছে, তিনি অগ্রবর্ত্তী হইয়া তাহাকে ঘরে লইয়া যান।

নিমাই মায়ের কথা শুনিয়া আঙ্গিনা দিয়া তাঁহার পিতার ঘরে যাইতেছেন, এমন সময় শচী অতি মধুর নূপুরধ্বনি শুনিলেন। তিনি ব্যস্ত হইয়া নিমাই-য়ের কাছে গেলেন এবং দেখিলেন জগন্নাথ অগ্রবর্ত্তী হইয়া পুত্রকে লইতে আসিতেছেন। এরূপে উভয়েই পুত্রের শূন্য পায়ে অতি মধুর নূপুরধ্বনি শুনিলেন। পরে নিমাইকে ঘুম পাড়াইয়া দুই জনে পুত্রের কথা কহিতে লাগিলেন। জগন্নাথ বলিলেন, "এ পুত্রের দেহে গোপাল বিরাজ করেন।" বাৎসল্য স্নেহে অভিভূত শচী, ইহাতে আপনাকে কিছু মাত্র গৌরবান্বিত মনে না করিয়া বলিতেছেন, "যিনিই থাকুন, যেন আমার পুত্রের কোন অমঙ্গল না হয়।"

গৃহের ভিতর যাহাই হউক, যখন নিমাই খেলা করে, তখন ঠিক সামান্য বালকের মত। নিমাই সমস্ত দিন খেলায় উন্মত্ত। যদিও তাঁহার পিতা তাঁহার হাতে খড়ি দিয়াছেন, কিন্তু লেখা পড়ায় শিশুর কিছু মাত্র মন নাই। বয়স্য শিশুদের সঙ্গে মিলিয়া নিমাই সমস্ত দিন খেলায় উন্মত্ত থাকায়, শচী অনেক সময় দুঃখ পাইতেন। যশোদা যেমন নীলমণিকে সাজাইতেন, সেইরূপে শচী নিমাইকে সাজাইয়া ছাড়িয়া দিতেন, অমনি নিমাই খেলায় মাতিয়া সর্ব্বাঙ্গে ধূলা মাখিত। শচী ধরিয়া অঙ্গ মুছাইয়া দিতেন, কিন্তু চঞ্চল নিমাই তদ্দণ্ডে আবার যাহা তাহাই হইত। খেলার মত্ততায় নিমাইয়ের ক্ষুধা বোধ নাই, রৌদ্র জ্ঞান নাই। ক্ষুধা ও পিপাসায় মুখ শুখাইয়া গিয়াছে, রৌদ্রে বদন ঘামিয়া বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম পড়িতেছে, শচী অনেক তল্লাসে নিমাইয়ের লাগ পাইয়া তাহার অবস্থা দেখিয়া বলিতেছেন, "আমার অবোধ পুত্র! তোর কি ক্ষুধাও লাগে না? রৌদ্রে তোর সোণার অঙ্গ কালী হইল, তোর কবে জ্ঞান হবে!" কিন্তু নিমাই খেলা ফেলিয়া আসিবে না। তখন কোন দিন শচী জোর করিয়া আনিতেন; আর কোন দিন মা ধরিতে আসিতেছেন দেখিয়া নিমাই পলাইত। নিমাই পলাইলে ধরেন, শচীদেবীর এমন সাধ্য ছিল না। তখন শচীদেবী কান্দিতেন, আর মায়ের চোখে জল দেখিলে অত্যন্ত কাতর হইয়া নিমাই দৌড়িয়া আসিয়া মায়ের গলা ধরিত।

সন্ধ্যা হইলে, নিমাইয়ের ঘুমাইবার পূর্ব্বে ক্ষণেক কাল শচী আনন্দ সাগরে ভাসিতেন। সেই সময় নিমাইকে লইয়া তিনি খেলা করিতেন, এবং নিমাই মায়ের সঙ্গে খেলা করিত।

নিমাইয়ের কুকুর শাবক।

ঐ সময়ের লোক, পদকর্ত্তা শ্রীবাসুদেব ঘোষ, নিমাইয়ের মায়ের সঙ্গে খেলা এইরূপ বর্ণন করিয়াছেন—

শচীর আঙ্গিনায় নাচে বিশ্বম্ভর রায়।
হাসি হাসি ফিরি ফিরি মায়েরে লুকায়॥
বয়ানে বসন দিয়া বলে লুকাইনু।
শচী বলে বিশ্বম্ভর আমি না দেখিনু॥
মায়ের অঞ্চল ধরি চঞ্চল চরণে।
নাচিয়া নাচিয়া যায় খঞ্জন গমনে॥
বাসুদেব ঘোষ কহে অপরূপ শোভা।
শিশু-রূপ দেখি এই জগ মন লোভা॥

আবার চৈতন্যমঙ্গলে—

ক্ষণে হাসে ক্ষণে কান্দে ক্ষণে খটী করে।
ক্ষণে কোলে ক্ষণে দোলে হিয়ার উপরে॥
শচী মার স্তন যুগে দু পা রাখিয়ে।
সোণার লতিকা দোলে যেন বায়ু পেয়ে॥

এক দিবস নিমাইচাঁদ এক কুকুরের ছানা বাড়ী আনিয়া উপস্থিত। সেটিকে পিঁড়ায় তুলিয়া দড়ি দিয়া বান্ধিয়া রাখিলেন। অতি শুদ্ধা শচী-দেবী পুত্রের এই কাণ্ড দেখিয়া কুকুরের ছানা ত্যাগ করিবার নিমিত্ত নিমাইকে অনুনয় ও তাড়না করিলেন। কিন্তু নিমাই কোন ক্রমেই শুনিল না। যাহা হউক, নিমাইয়ের অগোচরে তাহার মাতা সেই কুকুর ছানা ছাড়িয়া দিলেন। এমন সময়ে নিমাইয়ের একটী বয়স্য দৌড়িয়া তাহাকে সংবাদ দিল, যে তাহার মা তাহার কুকুর ছানা ছাড়িয়া দিয়াছেন। নিমাইচাঁদ এ কথা শুনিয়া বাড়ীতে দৌড়িয়া আসিয়া দেখিল যে সত্যই কুকুর ছানা নাই। তখন সে ক্রোধে ও দুঃখে রোদন করিতে করিতে গড়াগড়ি দিতে লাগিল। শচীদেবী আর একটী ভাল ছানা আনিয়া দিব বলিয়া, এবং অনেক যত্ন করিয়া, তাহাকে সান্ত্বনা করিলেন।

এই খানে পাঠক জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, তুমি এ কুকুরের ছানার কথা কেন লেখ? উত্তর এই যে, যাঁহারা নিমাইচাঁদকে গোলকপতি ভাবেন, তাঁহারা, সেই পরম বস্তু, কুক্কুর শাবকের নিমিত্ত ধূলায় গড়াগড়ি দিয়াছি-লেন, ইহা মনে করিয়া একটী অতি মধুর রসাস্বাদন করিয়া থাকেন। আর,

কৃপাময় পাঠক! নিমাইচাঁদের সহিত আর একটু পরিচয় হইলে, তুমিও সম্ভবত এ সমুদায় কাহিনী মনে করিয়া সুখ পাইবে।

শ্রীনিমাইচাঁদের আর একটী অপ্রাকৃতিক শক্তি ছিল। পূর্ব্বে বলিয়াছি, শচীর অগ্রে নাচিবার সময়, নিমাই মধুর অঙ্গভঙ্গি করিয়া নাচিত। কিন্তু নিমাই শুধু শচীর অগ্রেই এরূপ নাচিত এমন নহে। তাহার মধুর নৃত্য দেখিবার নিমিত্ত পাড়ার সকলে যত্ন করিত, এবং নাচাইবার নিমত্ত সন্দেশ কলা দিত। নিমাই এক হাতে সন্দেশ ও এক হাতে কদলী করিয়া বাহু তুলিয়া এমন নাচিত যে, সকলে দেখিয়া বিস্মিত হইতেন। বোধ হইত, যেন নিমাই আপনি নাচিতেছে না, কে তাহাকে নাচাইতেছে। নৃত্য দেখিলে নিমাই যে স্ববশে নাই, তাহা স্পষ্ট বোধ হইত। কিন্তু ইহা অপেক্ষাও আশ্চর্য্যের কথা এই যে, সেই শিশুর নৃত্য দেখিলে দর্শকের সংসারে ঔদাস্য উদয় হইত, মন আর্দ্র হইত, ভক্তিতে শরীর পুলকিত হইত, আর হৃদয়ে আনন্দের তরঙ্গ খেলিয়া আনন্দাশ্রু পড়িত, এমন কি যাঁহারা দেখিতেন, তাঁহাদেরও সেই সঙ্গে সঙ্গে নাচিতে ইচ্ছা করিত, তবে লজ্জায় নাচিতে পারিতেন না।

নৃত্য অঙ্গভঙ্গি মাত্র, তাহাতে এত শক্তি কেন? অন্য এক জন অঙ্গভঙ্গি করিয়া নৃত্য করিতেছে, তাহাতে দর্শকের সুখ কেন উদয় হয়? নৃত্য কি অদ্ভুত বিদ্যা! ইহার শাস্ত্রও আছে। নৃত্যের কি অদ্ভুত শক্তি তাহা বালক নিমাই দেখাইতেন। চারি বৎসরের শিশু, সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর। শরীরে কখন রোগ হয় নাই। সর্ব্বাঙ্গ সুগঠিত, বদন যেন পূর্ণিমার চাঁদ, বর্ণ যেন সোণ কুসুমের ন্যায়। হৃদয় প্রশস্ত, কটি ক্ষীণ, শচী আঁটিয়া কাপড় পরাইয়া দিয়াছেন। আবার মুখ খানি মুছিয়া উহা অলকাবৃত করিয়াছেন। কেশ সংস্কার করিয়া মাথায় চূড়া বান্ধিয়া দিয়াছেন, আর সেই চূড়ায় সুবর্ণ ফুল ঝুলিতেছে। নিমাই শচীর আঙ্গিনায় নৃত্য করিতেছে। আর শচী ও অন্যান্য রমণীগণ হাতে তালি দিতেছেন। নিমাই দুলিতেছে, আর রমণীগণের হৃদয় দুলিতেছে। নিমাই নাচিতেছে, আর তাহাদের হৃদয় নাচিতেছে। দেখিতে দেখিতে দর্শকগণের নয়নে আনন্দাশ্রু আসিল, বাহ্যদৃষ্টি একটু কমিয়া গেল, তখন দেখিতেছেন যেন শচীর আঙ্গিনায় একটী অপরূপ সোণার পুতুল নাচিতেছে। ইহাতে জগত সুখময় বোধ হইতেছে, আর মনে বোধ হইতেছে যে, শ্রীভগবান পূর্ণানন্দ, তাঁহার রাজ্য সদানন্দ, ও তাহার সাক্ষী—নিমাইচাঁদ

এইরূপে নিমাই কখন বয়স্তের মধ্যে আপনি আপনি নৃত্য করিত। নিমাইকে মুখে হরিবোল বলিয়া, দুই বাহু তুলিয়া, ঘুরিয়া২ নৃত্য করিতে দেখিয়া, বয়স্তগণ তাহাকে ঘিরিয়া হাতে তালি দিত। পরে তাহারাও উন্মত্ত হইয়া "হরিবোল" বলিয়া নৃত্য করিত। যথা বাসু ঘোষের পদ—

কিয়ে হাম পেখনু কনক পুতলিয়া।
শচীর আঙ্গিনায় নাচে ধূলি ধূসরিয়া॥
চৌদিকে দিগম্বর বালকে বেড়িয়া।
তার মাঝে গোরা নাচে হরি হরি বলিয়া॥

কখন নিমাই নাচিতে নাচিতে ধূলায় গড়াগড়ি দিত, আবার সেই সঙ্গে২ বয়স্তের মধ্যেও কেহ কেহ ঐরূপ ধূলায় গড়াগড়ি দিত। যাহার উন্মত্ততা কিছু কম আছে, নিমাই এরূপ বয়স্তকে স্পর্শ কি আলিঙ্গন করিলে সেও, কেন কি জানি, তদ্দণ্ডে উন্মত্ত হইত। এইরূপে মুখে "হরিবোল" ধ্বনি শুনিলে শচী তখনি বুঝিতেন যে, এ নিমাইয়ের কায, আর দৌড়িয়া আসিয়া তাহাকে ধরিয়া কোলে করিয়া অঙ্গ মুছাইতে মুছাইতে বাড়ী লইয়া যাইতেন।

এক দিনকার এইরূপ নৃত্য কিছু বড় রকমের হয়। তখন নিমাইয়ের বয়ঃক্রম আন্দাজ চারি বৎসর। এই ঘটনাটি আমার অভিন্ন কলেবর শ্রীবলরাম দাস, প্রাচীন গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া, কবিতায় যে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা এখানে দিলাম—

সব শিশু মেলি গলে বনমালা পরেছে।
করতালি দিয়া হরি হরি বলে নাচিছে॥ ধ্রু॥
শিশু ধরি কোলে, নিমাই আধ বোলে,
বলে বোল হরি বোল।
আলিঙ্গন পেয়ে, উঠয়ে মাতিয়ে,
নাচে বলে হরি বোল॥
মাঝে গড়ি যায়, নিমাই ধূলায়,
হরি বোলে উভরায়।
নিমা'য়েরে ঘিরি, কর ধরাধরি,
শিশুরা নাচিয়া যায়॥

বৃদ্ধ গরবিত, প্রবীন পণ্ডিত,
পথে যায় সেই কালে।
হাসিবার মন, ; উলটা ঘটন,
সান্ধাইল সেই দলে॥
শিশু বৃদ্ধ সনে, আবিষ্ট হইয়া,
নাচে আর হরি বলে।
লজ্জা নাহি করে, সুখে নৃত্য করে,
ঊর্দ্ধ দুই বাহু তুলে॥
কলসী লইয়া, নাগরিয়াগণ,
নাচিবারে মন ধায়।
দাঁড়াইয়া দেখে, জল বহে চোখে,
দারুণ কুলের দায়॥
হরি ধ্বনি শুনি, বুঝিলেন শচী,
এ সব নিমাই কর্ম্ম।
ধাইয়া আইল, ভৎর্সিতে লাগিল,
"এই কি তোদের ধর্ম্ম ?
খেপা ছেলে পেয়ে, পাগল করিয়ে,
পাইছ মনেতে সুখ।
পর পুত্র লয়ে, এরূপ করিছ,
বুঝ না পরের দুঃখ॥"
ভৎর্সনা শুনিল, চেতন পাইল,
বিজ্ঞ জন ভাবে মনে।
একি অকস্মাৎ, কি ভাব হইল,
মতিচ্ছন্ন হল কেনে॥
ঘরে গেল শচী, পুত্র কোলে করি,
বনমালা গলে দোলে।
শচী কোল হতে, আনন্দিত চিতে,
বলাই লইল কোলে॥

শচীর মনে বিশ্বাস যে তাঁহার পুত্রটী খুব ভাল, তবে কুলোকে কি দুষ্ট বয়স্যগণ তাহাকে পাগল করে। নিশিযোগে নিমাইকে ঘুম পাড়াইতেছেন,

নিমাই ঘুমাইতেছে না। নিমাই ক্রমে মায়ের বুকের উপর উঠিয়া দুই স্তনে পা দিয়া ও মায়ের হাত ধরিয়া দুলিতে লাগিল। শচী বলিতেছেন, "বাপ! পাগলামী করিস্ কেন? তুই কি আমার পাগল?"

নিমাই বলিতেছে, "মা, কেবল আমিই পাগল না, আমি ছাড়া আর সবাই পাগল।" এইরূপে মাঝে মাঝে পুত্রের মুখে পাকা পাকা কথা শুনিয়া শচী বিস্মিত হইতেন। অমনি শচী জগন্নাথকে ডাকিয়া বলিতেছেন, "শুন শুন তোমার পাগল নিমাই বলে কি, বলে যে সে ছাড়া আর সকলে পাগল।"

আবার ননী না পাইয়া নিমাই রোদন করিত। আর ননী পাইয়া হাতে করিয়া নৃত্য করিত। লোচনের এই গীতটী তাহার সাক্ষী—

দেখ দেখ আসি যত নদে-বাসী
আমার নিমাইচাঁদে।
প্রভাতে উঠিয়া বসন ধরিয়া
ননী দে মা বলে কান্দে॥
পুরাণে শুনিল যা।
নয়নে দেখিল তা॥ ধুয়া॥
নাচিছে অঙ্গনে শিশুগণ সনে
নয়নে গলয়ে লোর।
কহয়ে লোচনে শচীর ভবনে
বাসনা পুরিল মোর॥

বয়স্ত বালকগণ লইয়া নিমাইর নৃত্য ও হরিকীর্ত্তন বাসু ঘোষ এই সুন্দর পদে বর্ণনা করিয়াছেন—

গোরা নাচে শচীর দুলালিয়া।
চৌদিকে বালক মেলি, দেই করতালী,
হরিবোল হরিবোল বলিয়া॥
সুরঙ্গ চতুনা মাঝে গলায় সোণার কাঁঠি।
সাধ করিয়া মায়ে পরায়েছে ধড়া গাছি আঁটি॥
সুন্দর চাচর কেশ সুবলিত তনু।
ভুবনমোহন বেশ ভুরু কামধনু॥
রজত কাঞ্চন, নানা আভরণ,
অঙ্গে মনোহর সাজে।

রাতা উতপল, চরণ যুগল,
তুলিতে নূপুর বাজে॥
শচীর অঙ্গনে, নাচয়ে সঘনে,
বোলে আধ আধ বাণী।
বাসুদেব ঘোষ বলে, ধর ধর কর কোলে,
গোরা, গোরা পরাণের পরাণি॥

নিমাইয়ের বয়স তখন পাঁচ বৎসরও নয়। ক্রমে নিমাই গঙ্গাতীরে বালুকায় শিশুগণের সহিত খেলা করিতে লাগিল। পাঠে কিছু মাত্র মন নাই, পিতা মাতাকে ভয় নাই। এক দিবস, জগন্নাথ ক্রোধ করিয়া হাতে সাট লইয়া, পুত্রকে প্রহার করিতে গঙ্গাতীরে চলিলেন। শচী, জগন্নাথের ক্রোধ দেখিয়া, আলু থালু হইয়া পাছে পাছে নিমাইকে রক্ষা করিতে দৌড়িলেন। জগন্নাথের হাতে সাট দেখিয়া নিমাই জননীর কোলে লুকাইল। জগন্নাথ নিমাইকে তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া শচীকে বলিতেছেন, "তুমি ওকে ছেড়ে দাও। তুমি ত ওকে নষ্ট করিলে।" শচী বলিতেছেন, "তুমি কর কি? ছেলে ডরাইয়া মলো। লেখা পড়া করে কি হবে? দেখ না ভয়ে কাঁপিতেছে। ছি, হাতের ছড়ি ফেলে দাও।" ইহা বলিয়া ছড়ি গাছি কাড়িয়া লইলেন। তখন জগন্নাথও যে জোর করিয়া ছড়ি ধরিয়া রাখিলেন তাহা নহে। নিমাই তখন একটু কান্দিল। ইহা দেখিয়া জগন্নাথের আর ধৈর্য্য রহিল না। অমনি বাহু প্রসারিয়া নিমাইকে কোলে করিয়া মুখে শত চুম্বন দিয়া কান্দিতে লাগিলেন। আর বলিতেছেন, "আমি কি নিষ্ঠুর! নিমাইকে কান্দাইলাম?"

কাযেই নিমাই আর পড়িত না। কিন্তু তবু নিমাই পিতাকে একটু শঙ্কা করিত। মাতাকে শঙ্কার লেশ মাত্র ছিল না। দিবানিশি তাঁহাকে লইয়া, যেন বুঝিয়া সুঝিয়া, খেলা করিত। নিমাইয়ের বয়স পাঁচ বৎসর, কিন্তু কোন কোন কার্য্যের দ্বারা এরূপ বুঝাইত যেন নিমাই সব বুঝে। তখন এইরূপ বোধ হইত যে, তাহার বাল্য চপলতা সমুদায় কপটতা, আর তাহার মাতার সহিত যত চপলতা করিত, সে সমুদায় সম্পূর্ণ সজ্ঞানে। শচীদেবীর বড় শুচি বাই, এই নিমিত্ত নিমাই সর্ব্বদা জননীকে যন্ত্রণা দিত। যাহা ছুইলে দোষ, শচীকে দেখাইয়া দেখাইয়া তাহাই স্পর্শ করিত, আর শচী হাহাকার করিতেন। আর ইহাই বলিয়া নিমাইকে তিরস্কার করিতেন,

"তুই ব্রাহ্মণের ছেলে, তোর আচার জ্ঞান হলো না?" এক দিবস নিমাই উচ্ছিষ্ট ও ত্যাজ্য হাঁড়ির উপর হাঁড়ি রাখিয়া তাহার উপর দাঁড়াইল। শচী এই কাণ্ড দেখিয়া পুত্রকে ধিক্কার দিয়া বলিতেছেন, "তুই একেবারে মজালি, তোকে ব্রাহ্মণ-পুত্র কে বোল্‌বে?" তখন নিমাইচাঁদ অতি গম্ভীর হইয়া বলিতেছেন, "মা শুচি অশুচি মনের ভ্রম।"

এইরূপ ভাবের কথা শুনিয়া শচী বিস্মিত হইলেন। তখন আর নিমাইকে পাঁচ বৎসরের শিশু বলিয়া বোধ হইল না, যেন এক জন পরম জ্ঞানী পুরুষ তাঁহার সহিত কথা কহিতেছে। সেই মুহূর্ত্তে শচীর বোধ হইল যে, তিনি এক জন অবোধিনী রমণী ও নিমাই তাঁহার পরম উপদেষ্টা। আবার তদ্দণ্ডে নিমাইয়ের বাল্য চাপল্য দেখিয়া সব ভুলিয়া গেলেন।

শচী সুবিধা পাইলেই নিমেষহারা হইয়া নিমাইয়ের চন্দ্র-মুখ দেখিতেন। কখন কখন নিমাই শচীর সেই ভাব দেখিয়া পিছু ফিরিয়া দাঁড়াইত। মনের ভাব, আপনার মুখ জননীকে দেখিতে দিবে না। শচী ভাবিলেন, পুত্র অন্য মনস্ক হইয়া এরূপ করিতেছে, ইহাই ভাবিয়া, তিনি ধীরে ধীরে আবার আগে গিয়া দাঁড়াইলেন। নিমাই অমনি আবার ফিরিয়া দাঁড়াইল। তখন শচী বুঝিবেন যে, তিনি যে নিমাইয়ের মুখ দেখিতে সতৃষ্ণ, আর উহা দেখিতেছেন, তাহা সে জানিতে পারিয়াছে, ও জানিতে পারিয়া দুষ্টামি করিয়া উহা দেখিতে দিতেছে না। তখন শচী রাগ করিতেন।

নিমাইয়ের বচন অতি মধুর, যখন দুই একটি কথা বলে, তখন যেন অমৃত বর্ষণ করে। শচীর ইচ্ছা যে নিমাই কথা বলে, আর তিনি তাহাই বসিয়া শুনেন। নিমাইকে কথা কহাইবার নিমিত্ত কত ছল করিতেছেন। নিমাই জননীর মনের ভাব জানিতে পারিয়া আর মোটে কথা কহিতেছে না। শচী বুঝিলেন যে, নিমাই বুঝিয়া তাঁহার সহিত দুষ্টামি করিতেছে। তখন ক্রুদ্ধ হইয়া বলিতেছেন, "তুই এখনই আমার সহিত কথা কহিতে চাহিতেছিস্ না, আমার শেষকালে তুই আমাকে ভাত দিবি-না।" নিমাই তবু মুখ বুজিয়া রহিল। তখন শচী বলিতেছেন, "তুই আমার সহিত কথা বলছিস্ না। আমি মরে যাব, আর তুই পথে পথে মা মা করে কেন্দে বেড়াবি।" নিমাই তবু মুখ বুজিয়া রহিল। তখন স্বভাবত শচী ক্রোধ করিয়া হাতে সাট লইয়া পুত্রকে মারিতে উদ্যত হইলেন, এবং নিমাই দৌড় মারিল। এই ঘটনা

বলরাম দাস এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন—

মধুর বচন, নিমাই বদনে।
সাধ নাহি মিটে, বারে বারে শুনে॥
শচী মা জননী, বচন শুনিতে।
নিমা'য়ের সনে, কত ছল পাতে॥
ধূরত নিমাই, জানিতে পারিয়া।
চুপ করি থাকে, উত্তর না দিয়া॥
"মুখ বুঁজে বাপ, রহিলে বা কেনে?"
নিমাই কহয়ে, "শুনিতে পাইনে॥"
চেঁচাইয়া শচী, কহে তবে কথা।
"কিছুই শুনিতে, পাই না গো মাতা॥"
আরো চেঁচাইয়া, শচী মা কহয়ে।
নিমাই মাথা নাড়ে, কথা নাহি কহে॥
সে ভাব দেখিয়া, শচী মা রুষিল।
ঠেঙ্গা হাতে দেখি, নিমাই পলাল॥
পাছে পাছে ধায়, ঠেঙ্গা হাতে করি।
নিমাই বসিল, যথা ঝুঁটা হাড়ি॥
নিশ্চিন্ত হইয়া, তথা বসি রহে।
মাতা গালি দেয়, সে দিকে না চাহে॥
বাম করোপরে, নিজ গণ্ড রেখে।
গুন্ গুন্ করি, গাইতেছে সুখে॥
আড় চখে চাহে, মায়ে দেখি হাসে।
তাহা দেখি শচী, অতিশয় রোষে॥
কিন্তু কি করিবে, ঝুটায় বসিয়া।
ধরিতে নারিয়া, বলিছে তুষিয়া॥
"এস বাপ ধন, মায়ে দুঃখ পায়।
ভালবাসা নাহি, তোমার হৃদয়॥"
তখন নিমাই, ধাইয়া আসিল।
বাহু পসারিয়া, শচী কোলে নিল॥

ঝুটাতে নিমাই, বলাই ভাবিয়া।
ধরিতে নারিয়া, আছে দাঁড়াইয়া॥

এইরূপে ক্রুদ্ধ হইয়া কখন কখন শচী পুত্রকে ধরিতে যাইতেন। কখন [illegible] কখন আঁস্তাকুড়ে যাইয়া দাঁড়াইত, আর শচী সেখানে যাইতে পারিতেন না। কখন জননী ধরিতে আসিলে অঙ্গে ভাত মাখিত। এইরূপে অশুচি অঙ্গে মাখিয়া পারিশেষে শচীকে তাড়াইত। শচী তখন হাতে ছড়ি ফেলিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দ্বারে খিল দিতেন।

আবার নিমাইয়ের যে সব খেলা তাহার প্রায় একটিও শচীর ভাল লাগিত না। কারণ এ সব খেলায় নিমাইয়ের অঙ্গে ধুলা, রৌদ্রের তাপ, ও কখন কখন ব্যথা লাগিত। নিমাইয়ের এক খেলা বৃক্ষ পল্লব লইয়া বয়স্যের সহিত মারামারি। নিমাইয়ের অঙ্গে বয়স্যগণ পল্লবের বাড়ি মারে ইহা শচীর সহ্য হয় না, কিন্তু নিমাইকে বাধ্য করিতে পারেন না।

যাহা হউক, শচী বুঝিলেন, তাঁহার পুত্র অন্যের পুত্রের মত নহে। হয় এ পাগল, বুদ্ধি মাত্র নাই, নয় কোন দেবাবিষ্ট। জগন্নাথের বাড়ীর নিকট জগদীশ পণ্ডিত ও হিরণ্যভাগবত নামে দুই জন ব্রাহ্মণের বাড়ী ছিল। কোন এক একাদশী দিনে নিমাই-চাঁদ কান্দিতে লাগিল। নিমাই-চাঁদ কান্দিলেই সকলে বড় ভয় পাইতেন, কারণ সে কান্দিতে আরম্ভ করিলে একটি বিষম ব্যাপার উপস্থিত হইত। কান্দিবার সময় তাহার এত নয়ন জল পড়িত যে তাহা দেখিয়া সকলে ভীত হইতেন। কখন বা কান্দিতে কান্দিতে সে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িত। সে দিবস হরি নামে নিমাই থামিল না। তখন শচী কাতর ভাবে বলিলেন, "তুমি কান্দ কেন? তুমি যাহা চাহ তাহাই দিব।" ইহাতে নিমাই বলিল যে, হিরণ্যভাগবত ও জগদীশের বাড়ী যে একাদশীর নৈবেদ্য আছে, তাহা যদি সে খাইতে পায়, তবে আর কান্দিবে না।

ইহাতে সকলে জীব কাটিয়া বলিলেন যে, ঠাকুরের দ্রব্য অমন করিয়া চাহিতে নাই, ঐ সব দ্রব্য বাজার হইতে কিনিয়া আনিয়া দেওয়া যাইবে'। কিন্তু তাহা হইবে না, নিমাইয়ের জিদ যে ঐ দুই ব্রাহ্মণের নৈবেদ্য তাহার চাই, নতুবা স্থির হইবে না।

এই কথা সেই দুই ব্রাহ্মণ শুনিলেন ও তাঁহারা দৌড়িয়া রহস্য দেখিতে আইলেন। তখন নিমাইকে দেখিয়া তাঁহাদের বোধ হইল 'যে, এরূপ শিশুর

এরূপ বুদ্ধি হইতে পারে না। অদ্য একাদশী সে কিরূপে জানিল! তাহাকে পরম সুন্দর দেখিয়া, গোপাল এ দেহে বিরাজ করিতেছেন, আর তিনিই নৈবেদ্য চাহিতেছেন, এইরূপ মনে হওয়ায়, তাঁহাদের অঙ্গ পুলকিত হইল। তখন তাঁহারা দুই জনে গিয়া সমুদয় নৈবেদ্য আনিয়া নিমাইয়ের সম্মুখে দিয়া বলিলেন, "তুমিই গোপাল, তুমি খাইলেই গোপালের খাওয়া হইবে।" তখন নিমাই সেই নৈবেদ্য লইয়া কতক খাইল, কতক ফেলিল, কতক বিলাইয়া দিল, আর কতক অঙ্গে মাখিল। শচী ভাবিতেছেন, তাঁহার পুত্রটী কি প্রকৃতই ক্ষেপা? তখন তাঁহার ভগিনীকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। ভগিনী আসিলে তাঁহাকে বলিলেন যে, এমন সুন্দর ছেলে, এ কেন ক্ষেপা হইল, সেই নিমিত্ত চিন্তিত হইয়া তাঁহার পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিতে তাঁহাকে ডাকাইয়াছেন। শচীর ভগিনী পাড়ার দু চারিটী গৃহিনীকে ডাকিতে বলিলেন।

তখন পাড়ার দুই চারি জন বিজ্ঞ গৃহিণীকে ডাকাইয়া আনা হইল। তাঁহারা সকলে আসিয়া বসিলেন। সকলেই দিবানিশি শাস্ত্রালাপ শুনিতেছেন, শুনিয়া শুনিয়া, কিছু বুঝুন না বুঝুন, বুঝেন এরূপ সকলেরই অভিমান আছে। সকলেরই স্বামী পণ্ডিত, সুতরাং তাঁহারাও ভাবেন তাঁহাদের পরামর্শ দিবার অধিকার আছে।

শচী তাঁহাদের নিকট আপনার দুঃখের কাহিনী বলিতে লাগিলেন। বলিতেছেন যে, অন্য ছেলের মত তাঁহার পুত্রের মায়া দয়া বেশ আছে, বুদ্ধিও বেশ আছে। ঘরের হাঁড়ি ভাঙ্গে বটে, তাহাতেও দোষ দিই না। কিন্তু দেবতা মানে না, দেবতার দ্রব্য খাইতে চায়। উচ্ছিষ্ট মানে না, মুচিকে ছুঁইয়া দেয়। আবার নিষেধ করিলে বলে যে, "আমি দেবতা, আমি যদি অশুচি ছুঁই তবে সে শুচি হয়।" এইরূপে নিমাইয়ের বহুতর দোষ কীর্ত্তন করিলেন।

তখন রমণীগণ গম্ভীর ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এরূপ পীড়া কত দিন হয়েছে?" শচী বলিলেন, "এক দিন নিশিযোগে ঘরে অনেক আলোর মানুষ দেখিলাম, যেন তাহারা নিমাইকে লইয়া খেলা করিতেছে, আর সেই দিন হইতে সে যেন আরো চঞ্চল হইয়াছে।" ইহাতে বিজ্ঞ রমণীগণ বলিলেন, "এ নিতান্তই অপদেবতার কর্ম্ম।" এমন সময় নিমাই সেখানে আসিয়া উপস্থিত। তাঁহাকে দেখিয়া এই রমণী-সভার যিনি সভাপতি তিনি বলিতেছেন, "নিমাই! তুমি ব্রাহ্মণের কুমার, পণ্ডিতের পুত্র; তুমি নাকি দেবতা মান না?" ইহাতে নিমাই মুখ ভেঙ্গচাইয়া বলিল, "আমি আবার কোন্ দেবতাকে মানিব? আমারে সকলে মানিবে!"

ইহা শুনিয়া শচী বলিতেছেন, "ঐ শুন কি বলে! এই সব কথা শুনিয়া আমার ভয়ে প্রাণ শুখাইয়া যায়। সব দেবতা আমার মাথার মণি।" তখন শচী উৰ্দ্ধমুখে ও করযোড়ে দেবতাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, "ঠাকুর! আমার উপর সদয় হইয়া আমার ক্ষেপা ছেলের অপরাধ লইও না।" ইহাই বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। তখন বিজ্ঞ রমণীগণ অনেক বিচারের পর সাব্যস্ত করিলেন যে, এ সমুদয় অপদেবতার কৰ্ম্ম, অতএব একটী ভাল শান্তি স্বস্ত্যয়ন করিতে হইবে, আর যত্ন করিয়া ষষ্ঠী ঠাকুরাণীকে বাধ্য করিতে হইবে। ষষ্ঠীকে ভাল করিয়া পূজা দিলে তিনি নিমাইকে রক্ষা করিবেন।

শচী তাহাই সাব্যস্ত করিলেন। কিন্তু নিমাই যদি টের পায় তবে ষষ্ঠীর সমুদয় দ্রব্যই খাইয়া ফেলিবে, আর তাহা হইলে ষষ্ঠী তুষ্ট ত হইবেনই না, বরং রুষ্ট হইয়া তাঁহার মাথা খাইবেন। শচী ইহাই ভাবিয়া অতি গোপনে নৈবেদ্য প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। কিন্তু এ বিষয়ের আমি বিস্তার করিব না, এই ষষ্ঠী পূজার কাহিনী ঘটিত বলরাম দাসের একটী কবিতা দিব। যথা—

বেলা বহু হল, পুত্র না আইল,
খেলা করে গঙ্গাতীরে।
হাতে সাট শচী, ধায় গঙ্গাতীরে,
পুত্র আনিবার তরে॥
হাতে সাট দেখি, নিমাই কুপিল,
ধেয়ে এল নিজ ঘরে।
যত ভাণ্ড ছিল, ক্রোধেতে ভাঙ্গিল,
ঘরের দ্রব্য ফেলে দূরে॥

পুত্র ব্যবহার, দেখিয়া জননী,
মুখে না নিঃসরে বাণী।
মলিন বদনে, চাহে পুত্র পানে,
নয়নে বহিছে পানি॥
জননী ক্রন্দন, দেখিয়া নিমাই,
নমিত বদনে কান্দে।

ভয় পেয়ে শচী, কোলেতে লইল,
মুছাইল মুখ চান্দে ॥
যখন নিমাই, করয়ে ক্রন্দন,
শান্ত করা মহা দায় ।
কখন কখন, কান্দিতে কান্দিতে,
ভূমে পড়ি মূরছায় ॥
চরিত্র বিচিত্র, দেখি নিজ পুত্র,
ডাকি আনি নারী সবে।
শচী বলে দুঃখে, যুক্তি বল মোকে,
কিসে পুত্র ভাল হবে ॥
এ হেন নন্দন, পাগল মতন,
ঝুটা মাখে নিজ গায়।
শাসন করিলে, ক্রোধ করি বলে,
মাগো তোর জ্ঞান নাই ॥
পণ্ডিতের নারী, সবে বড় জ্ঞানী,
শচীরে উপায় বলে।
ষষ্ঠী ঠাকুরাণী, পূজ পদ খানি,
ভাল হবে তোর ছেলে ॥
যুক্তি করি সার, ষষ্ঠী পূজিবার,
শচী আয়োজন করে।
নিমাই দেখিলে, ব্যাঘাত হইবে,
এই ভয়ে শচী মরে ॥
বাহিরে নিমাই, আনন্দে খেলিছে,
গুপ্ত পথে শচী যায়।
নৈবেদ্য লইয়া, আঁচলে ঝাঁপিয়া,
যায় আর ফিরে চায় ॥
বহু দূর গেছে, শচী মা ভাবিছে,
"নিমা'য়ে দিয়াছি ফাঁকি।"
বলিতে বলিতে, নিমাই সম্মুখে,
বলে "মা আঁচলে কি?"

বিপদে শচী মা, ডাকিছে গোসাই,
"আজি পরিত্রাণ কর।"
পুত্রেরে বুঝায়, "শুন বাপ ধন,
তুমি ফিরি যাও ঘর॥"
নিমাই বলিছে, "আঁচলে কি আছে,
আগে দেখি পরে যাব।
খাবার লইয়ে, চলিছ লুকায়ে,
আমি উহা সব খাব॥"
জিব কাটি শচী, "বলে বাপ ধন,
উহা ত বলিতে নাই।
পূজা করি আগে, যাইবার বেলা,
দিব সন্দেশ কলা খৈ॥"
"সে অনেক দেরি, এবে ভুখে মরি"
বলি নিমাই হাত দিয়ে।
নৈবেদ্য লইয়া, চলিল ধাইয়া,
খায় মায়ে চেয়ে চেয়ে॥
শচী কোপে ভয়ে, কহিছে তনয়ে,
"বামুণের পুত্র তুই।
কি দুঃখ আমার, কি বলিব আর,
গঙ্গা প্রবেশিব মুই॥"
কহিছে নিমাই, "অবোধিনী তুই,
পুন মোরে দেহ গালি।
আমি যদি খাই, ষষ্ঠী তুষ্ট হয়,
সার কথা তোরে বলি॥"
"শুনিলে শুনিলে," শচী তবে বলে
যত সঙ্গী নারী প্রতি।
"শুনিলে শুনিলে, মোর ক্ষেপা ছেলে,
কি কথা করিল উক্তি?"
ষষ্ঠী কাছে গিয়া, শচী মা কান্দিয়া,
বলে "ক্ষম ক্ষেপা ছেলে।"

শচীর তরাসে, ষষ্ঠী মনে হাসে,
আনন্দে বলাই বলে॥

এ কথা বলা বাহুল্য যে নিমাইয়ের পীড়া যেরূপ হইয়াছিল সেইরূপই রহিল। ষষ্ঠী ঠাকুরাণী কিছু ভাল করিতে পারিলেন না। শান্তি স্বস্ত্যয়নেও কিছু হইল না।

মুরারি গুপ্তের কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। বাড়ি শ্রীহট্টে, নবদ্বীপে বাস। শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের সহিত সেই জন্য ও অন্যান্য নানা কারণে সৌহৃদ্য, এবং উভয়ের এক পাড়ায় বাস। মুরারির বয়ঃক্রম আন্দাজ বিংশতি বৎসর। পরম পণ্ডিত, গঙ্গাদাসের টোলে ব্যাকরণ পড়েন, আবার চিকিৎসা-ব্যবসায়ও করেন। এই অল্প বয়সেই নবদ্বীপে খ্যাতাপন্ন হইয়াছেন। চরিত্র নির্ম্মল, জীবে অতি দয়া। তবে যোগবাশিষ্ঠ পড়েন, আপনাকে ভগবানের সহিত অভেদ মানেন, অর্থাৎ ভগবদ্ভক্তি মানেন না।

এক দিবস মুরারি, কয়েক জন বয়স্য সমবিদ্যাহারে, যোগবাশিষ্ঠের চর্চ্চা করিতে করিতে চলিতেছেন। অত্যন্ত অন্যমনস্ক, হাত নাড়িতেছেন, মুখ নাড়িতেছেন ও মাথা নাড়িতেছেন, এইরূপে বয়স্যগণকে মনের ভাব বুঝাইবার নিমিত্ত একান্ত চেষ্টা করিতেছেন। এমন সময় পশ্চাতে হাস্যরব শুনিতে পাইয়া মুখ ফিরাইয়া দেখেন যে, তাঁহার গতি অঙ্গভঙ্গি ও কথা অনুকরণ করিয়া নিমাই তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছে, আর বালকগণ তাই দেখিয়া হাসিতেছে। নিমাইয়ের কাণ্ড দেখিয়া মুরারির ক্রোধ হইল; কিন্তু অতীব গম্ভীর প্রকৃতি বলিয়া তিনি সহ্য করিয়া রহিলেন, এবং পুনরায় ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। নিমাইও সেই সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার ব্যাখ্যা অনুকরণ করিয়া হাত মুখ নাড়িতে লাগিল। ইহাতে বালকগণ আবার হাসিয়া উঠিল। এবার আর মুরারি সহ্য করিতে পারিলেন না। বলিলেন, "জগন্নাথের একটী অকাল কুষ্মাণ্ড জন্মিয়াছে, ইহাকে ভাল কে বলে?" বলরাম দাসের নিকট আবার ঋণ করিতে বাধ্য হইতেছি। তিনি উপরি উক্ত ঘটনাটি নিম্নোদ্ধৃত পদে বর্ণনা করিয়াছেন। দামোদর পণ্ডিতের জিজ্ঞাসা মতে মুরারি বৈদ্য বলিতেছেন—

বৈদ্য বলে শ্রীহট্টিয়া মিশ্র জগন্নাথ।
আমি শ্রীহট্টিয়া পিরীতি তাঁর সাথ॥
নূতন বয়েস মোর বিদ্যার গৌরব।
সর্ব্ব নবদ্বীপ ময় আমার সৌরভ॥

আপনাকে করি আমি জ্ঞানী অভিমানী।
বশিষ্ঠ পড়িয়া ভক্তি আদৌ নাহি মানি॥
এক দিন জন কত বন্ধু সঙ্গে করি।
পথে যাই, জ্ঞান কই, হাত নাড়ি নাড়ি॥
সেই পথে শচী-সুত ধূলায় ধূসর।
শিশু সনে খেলা করে হয়ে দিগম্বর॥
"সোঽহং" বুঝাইতে যাইতে যাইতে।
শচী-সুত মোর পিছে আসে ভেংচাইতে॥
চলিছি, কহিছি, হাত নাড়িছি যেমন।
আসিতেছে শচী-সুত করিয়া তেমন॥
কটাক্ষে দেখিয়া কিছু না কনু বচন।
পুন ব্যাখ্যা করি আমি যোগ আর জ্ঞান॥
যেই রূপ ব্যাখ্যা করি সেই মত করে।
যেন হাত মুখ নাড়ি সেই মত নাড়ে॥
শিশুগণ হাসিতেছে দেখে ক্রোধ হ'ল।
"হারে জগন্নাথ সুত কুষ্মাণ্ড অকাল॥
জগন্নাথ ঘরে দুরাচার এ জন্মেছে।
বাপের আদরে ক্রমে দ্বিগুণ বাড়িছে॥"
ভ্রুকুটি করিয়া নিমাই বলে "যাও চলে।
"তোমা ভাল শিক্ষা দিব ভোজনের কালে॥"
মধ্যাহ্নে ভোজনে আমি এমন সময়।
অতীব গম্ভীর স্বরে ডাকে কে আমায়॥
শুনিতে পুছিতে নিমাই আইল সম্মুখে।
আমি খাই তথা সেই দাঁড়াইয়া দেখে॥
তার পর মোর থালে প্রস্রাব করিল।
"ছি ছি" বলি উঠি আমি বড় ক্রোধ হ'ল॥
হেন কালে নিমাই মোরে চাহিয়া কহিল।
নয়নে আগুণ জ্বলে দেখে ভয় হ'ল॥
"হাত আর মাথা নাড়া ছাড়হে মুরারি।
জ্ঞান ও বক্তৃতা ছাড় ভজহে শ্রীহরি"॥

জীব আর ভগবানে ভিন্ন যে না করে।
প্রস্রাব করি আমি তার থালের উপরে॥"
বলিয়ে চকিতের মত কোথা চলে গেল।
ক্ষণেকের মত মোর অঙ্গ স্তব্ধ হ'ল॥
পুলকে ভরল অঙ্গ সে কথা শুনিয়া।
আনন্দে পূরিল অঙ্গ রাগ না হইয়া॥
পাছে ধাই গেনু জগন্নাথ মিশ্র ঘরে।
প্রণামিনু শচী-সুতে লোটাইয়া শিরে॥
আমাকে দেখিয়ে তখন ধূর্ত্ত শিরোমণি।
জননী অঞ্চলে লুকাইল মুখ খানি॥
জগন্নাথ বলে "তুমি কি কায করিলে।
অকল্যাণ হবে মোর সুতে প্রণামিলে?"
তখন কহিনু "মিশ্র কিছু দিন পরে।
জানিবে কে জন্মিয়াছে তোমার মন্দিরে॥"
ভোজন ব্যাঘাত ভাবি দাঁড়াইয়া ছিল।
দাঁড়াইবার হেতু বলাই ইহাই বুঝিল॥

পূর্ব্বে বলিয়াছি, এই মুরারি গুপ্ত প্রভুর আদি-লীলা বর্ণন করিয়াছেন। আর উপরের ঘটনাগুলি, তাঁহা কর্ত্তৃকই "মুরারি গুপ্তের কড়চা" গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

পূর্ব্বে শ্রীনিমাইচাঁদের দাদা শ্রীবিশ্বরূপের নামের উল্লেখ মাত্র করিয়াছি। তাঁহার বিষয় এখন সুবিশেষ বলিব। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, বৈষ্ণবের সংখ্যা সে সময়ে অতি অল্প ছিল। কমলাক্ষ মিশ্র নামক এক জন বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণ শান্তিপুরে বাস করিতেন। ইনি অল্প বয়সে সর্ব্ব বিদ্যায় পারদর্শী হইয়া মাধবেন্দ্রপুরী নামক এক জন শ্রীকৃষ্ণ-ভক্তের নিকট মন্ত্র গ্রহণ করেন। পরে যোগ, তপস্যা, সাধন, ভজন, প্রভৃতি দ্বারা শক্তিসম্পন্ন হইয়া সর্ব্ব লোকের পূজ্য হয়েন। শ্রীমদ্ভাগবতে ও শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতায় তখনকার কালে তাঁহার মত পণ্ডিত কেহ ছিলেন না। তিনি অল্প সংখ্যক বৈষ্ণব পার্শ্বদ লইয়া বৈষ্ণব ধর্ম্ম যাজন করিতেন। সেই সময়ে যে অল্প সংখ্যক বৈষ্ণব ছিলেন, তাঁহারা সমাজে বড় অপদস্থ থাকিতেন। তাহারা কমলাক্ষের সভায় বসিয়া আপনাদের সম্প্রদায়ের হীনাবস্থার নিমিত্ত দুঃখ করিতেন। কমলাক্ষ তখন হুঙ্কার করিয়া বলিতেন, "তোমরা স্থির হও, আমার প্রভু শ্রীনন্দনন্দন সত্বরই সর্ব্ব নয়ন-গোচর হইবেন।" শুধু যে ভক্তগণকে ইহা বলিয়া বুঝাইতেন তাহা নয়, আপনিও সেই সংকল্প করিয়া শ্রীকৃষ্ণ ভজন করিতেন। গঙ্গাজল আর তুলসী দিয়া শ্রীগোবিন্দের পাদপদ্ম পূজা করিতেন, আর বলিতেন, "প্রভো! সত্বর আগমন কর, আর বিলম্ব করিও না। জীব অধোগতির শেষ সীমায় পৌঁছিয়াছে। তোমা বই জীবের আর উদ্ধারের উপায় নাই।" এইরূপে স্তব করিতেন, আর হুঙ্কার করিতেন। এই কমলাক্ষ মিশ্র পরিশেষে অদ্বৈতাচার্য্য নামে পরিচিত হয়েন। ইঁহার বাড়ী শান্তিপুরে বটে, কিন্তু নবদ্বীপেও আর একটী বাড়ী ছিল, এবং সেখানেও সর্ব্বদা থাকিতেন। শ্রীনিমাইচাঁদের অগ্রজ শ্রীবিশ্বরূপ এই অদ্বৈত আচার্য্যের সঙ্গ পাইলেন।

যখন বিশ্বরূপের বয়ঃক্রম আন্দাজ দশ বৎসর, তখন নিমাই অবতীর্ণ হয়েন। এত দিন বিশ্বরূপ একা ছিলেন। তাঁহার ভ্রাতা কি ভগিনী না

থাকায়, তাঁহার যত ভ্রাতৃ-স্নেহ লোকনাথকে সমর্পণ করিয়াছিলেন। এই লোকনাথ তাঁহার মাতুল-তনয়, তাঁহার সম বয়স্ক। তাঁহার মাতামহ নীলাম্বরের নিবাস, নবদ্বীপের বেলপুখুরিয়া পাড়ায় ছিল। নীলাম্বরের দুই পুত্র, যজ্ঞেশ্বর ও হিরণ্য, আর দুই কন্যার কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। লোকনাথ ও বিশ্বরূপে অতিশয় প্রণয়, দুই জনে একত্র পর্য্যটন ও একত্র পঠন করেন। যখন নিমাই অবতীর্ণ হইলেন, তখন বিশ্বরূপ আনন্দে পুলকিত হইয়া সূতিকা গৃহে গিয়া কনিষ্ঠকে কোলে করিলেন।

বিশ্বরূপের রূপ ও গুণের তুলনা ছিল না। বুদ্ধি এত সতেজ যে অতি অল্প বয়সে সমস্ত শাস্ত্র অভ্যাস করিয়াছিলেন। ছোট ভাইকে প্রাণের অধিক ভাল বাসিতেন, কিন্তু দিবা নিশি শাস্ত্রাভ্যাসে নিযুক্ত থাকায় তাহার প্রতি তত দৃষ্টি রাখিতে পারিতেন না। কাযেই নিমাইয়ের চাঞ্চল্য আরো বাড়িয়া যাইত। একে পিতা জগন্নাথ অকুলান সংসারের ব্যয় কুলাইবার নিমিত্ত সর্ব্বদা বাড়ী ত্যাগ করিতে বাধ্য হইতেন, তাহাতে বিশ্বরূপ কি টোলে কি বাড়ীতে, যেখানেই থাকুন, কেবল পুস্তক লইয়াই থাকিতেন, কাযেই নিমাইকে দেখিবার লোক কেহ ছিল না। কিন্তু দাদার নিকট নিমাই বড় নম্র থাকিত। দাদাকে যত সম্মান করিত, এমন কি, পিতাকেও তত করিত না।

ইতিমধ্যে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের সহিত বিশ্বরূপের মিলন হইল। বিশ্বরূপকে দেখিয়া শ্রীঅদ্বৈত ও তাঁহার সভাসদগণ বড় মুগ্ধ হইলেন। বিশ্বরূপও অদ্বৈতের সভায় বিশুদ্ধ ভগদ্ভক্তির তত্ত্ব শুনিয়া বড় সুখ পাইলেন। তাঁহার পাঠের সঙ্গীগণের মধ্যে কেহ জ্ঞান, কেহ তন্ত্র, কেহ বা মায়াদাব চর্চ্চা করিতেন। এ সকলের আলোচনায় বিশ্বরূপ দিবা নিশি ক্লেশ পাইতেন। তখন অদ্বৈতের সভায় শ্রীমদ্ভগদ্ভক্তির আলোচনায় অত্যন্ত আকৃষ্ট হইয়া সেই খানেই সর্ব্বদা থাকিতেন।

যখন বিশ্বরূপ টোলে পড়িতেন, তখন অপরাহ্ণে গৃহে থাকিতেন। যখন অদ্বৈত সভায় প্রবেশ করিলেন, তখন হইতে প্রায় দিবা নিশি, সেখানেই থাকিতে লাগিলেন। এমন কি বাড়ীতে মধ্যাহ্নে খাইতে আসিতে মনে থাকিত না। মধ্যে মধ্যে শচী নিমাইকে অদ্বৈত সভা হইতে তাঁহার দাদাকে ডাকিয়া আনিতে পাঠাইতেন। যখন নিমাই অদ্বৈত সভায় দাদাকে ডাকিতে যাইত, তখন সভাস্থ সকলে এক দৃষ্টে নিমাইয়ের রূপ ও লাবণ্য

দর্শন করিতেন। অদ্বৈত বলিতেন, এ শিশুটী আমার চিত্ত এরূপে কেন হরণ করে? এটী কি বস্তু? বলরাম দাসের আর একটী পদ এখানে উদ্ধৃত করিব —

যৌবন আরম্ভ ষোল বৎসর বয়স।
অঙ্গেতে লাবণ্য লীলা বদনে উদাস॥
মুহুর্মুহু দীর্ঘ শ্বাস সুখ নাহি তায়।
বসিয়াছেন বিশ্বরূপ অদ্বৈত সভায়॥
মলিন বদন শশী দেখিয়া অদ্বৈত।
বলিছেন স্থির হও শান্ত কর চিত॥
সত্বর আসিবে কৃষ্ণ জীব উদ্ধারিতে।
আর না হইবে বাপ তোমায় কান্দিতে॥
বলিতেই আঙ্গিনায় নিমাই আসিল।
দেখি বিশ্বরূপ মুখ প্রফুল্ল হইল॥
ত্রিভুবনে বিশ্বরূপের সুখ কিছু নাই।
এক মাত্র সুখ নিমাই-চাঁদ ছোট ভাই॥
দিগম্বর আঙ্গিনায় বলিছে নিমাই।
"ভাত খাবার লাগি দাদা ডাকিছেন মায়॥"
সবে বলে কি সুন্দর কথা ও মুরতি।
শুনি তাহা বিশ্বরূপ মনে সুখ অতি॥
দক্ষিণ হাতে বস্ত্র ধরি নিমাই চলিছে।
দাদা বাম হাতে তার গলাটি ধরেছে॥
চলিছে নিমাই বাস চিবাতে চিবাতে।
দাদা বলে "নিমাই উহা না হয় করিতে॥"
"কেন দাদা কাপড় চিবালে কিবা দোষ?"
দাদা বলে "ঠাকুর উহাতে করেন রোষ॥"
এইরূপ ভায়ে কোলে করি আধা পথে।
দুই ভাই চলিলেন কথাতে কথাতে॥
বিশ্বরূপ বসিলেন ভোজন করিতে।
ছোট ভাই দিগম্বর বসিলেন সাথে॥

নিমাই ও দাদা।

মায়ে খাওয়াইলে দ্বন্দ্ব প্রতি গ্রাসে গ্রাসে।
সুশান্ত হইয়া খায় দেখি শচী হাসে॥
বিশ্বরূপ বিশ্বাস করেন নিজ চিতে।
নিমাইয়ের মত শিশু নাই ত্রিজগতে॥
মুর্খ লোক নিমায়ে চাঞ্চল্য দেখিয়া।
নিন্দা করে বিশ্বরূপ দুঃখ পান হিয়া॥
বলে, "ভাই চাঞ্চল্য কর না শিশু সনে।
লোকে নিন্দা করে বড় ব্যথা পাই মনে॥
চুরি করি খাও তুমি অন্য বাড়ী যাও।
আমি তোমা আনি দিব যাহা তুমি চাও॥
যদি কেহ ছোট ভাই থাকিত তোমার।
তবে সে বুঝিতে তুমি কি দুঃখ দাদার॥"
দাদার বচনে হেঁট নিমাই বদন।
"বল ভাই আর না সে করিবে এমন?"
"করিব না" নিমাইচাঁদ বলিবারে গেল।
কণ্ঠ রোধ হয়ে গেল বলিতে নারিল॥
সুধাংশু বদনে বহে মুকতার ধারা।
হেঁট বদনেতে আছে ভিজে গেল ধরা॥
ভাব দেখি বিশ্বরূপ আঁখি ছল ছল।
অঙ্গ কাঁপে থর থর নিমাই মুরছিল॥
ব্যস্ত হয়ে নয়নেতে জল ছাটি মারে।
"নিমাই" "নিমাই" বলি ডাকে উচ্চৈস্বরে
নয়ন মেলিল নিমাই বুকেতে করিল।
আপন কান্ধের পরে বদন রাখিল॥
কান্দিতে লাগিল নিমাই করুণার স্বরে।
বিশ্বরূপ মাতা পিতা সবে শান্ত করে॥
অঙ্গ কাঁপে থর থর দাঁতে দাঁতে লাগে।
নিমাই নিমাই বলি বিশ্বরূপ ডাকে॥
ক্রমে ঘুমাইল দেখি ধীরে শোয়াইল।
বিশ্বরূপ বসি মুখ দেখিতে লাগিল॥

বদন লাবণ্যময় তাহে মৃদু হাস।
ভ্রাতৃ-স্নেহে ভাগ্যবান বলরাম দাস॥

জগন্নাথ মিশ্র দরিদ্র, অন্ন চিন্তায় বিব্রত থাকিতেন, এবং বিশ্বরূপ দিবা নিশি অদ্বৈত সভায় থাকিতেন। সুতরাং পিতা পুত্রে বড় একটা দেখা শুনা হইত না। এক দিবস রাজপথে জগন্নাথ বিশ্বরূপকে দর্শন করিয়া, পুত্রের বিবাহোপযোগী বয়স দেখিয়া, তাহার বিবাহ দিবার সংকল্প করিলেন, এবং বাটী আসিয়া শচীদেবীর সহিত যুক্তি করিতে লাগিলেন। বিশ্বরূপ ইহা জানিতে পারিয়া বিষাদ সাগরে নিমগ্ন হইলেন।

তাঁহার হৃদয়ে তখন বৈরাগ্যের উদয় হইয়াছে। বিবাহ করিয়া সংসারে আবদ্ধ হইবেন না, ইহা তখন স্থির করিয়াছেন। এ দিকে তাঁহার গুরু জনের প্রতি ভক্তির ইয়ত্তা ছিল না। পিতা কি মাতা যদি তাঁহাকে বিবাহ করিতে আজ্ঞা করেন, তবে সে আজ্ঞা লঙ্ঘন করিলে তিনি গুরু-জন-দ্রোহী হইয়া পতিত হইবেন। এমন স্থলে কি কর্ত্তব্য? বিশ্বরূপ ভাবিলেন, তাঁহার গৃহত্যাগ করা শ্রেয়ঃ।

অবশ্য গৃহ ত্যাগ করিলে সন্তান-বৎসল মাতা পিতা মর্ম্মাহত হইবেন। কিন্তু যদি তাঁহারা আপাতত দুঃখ পান, পরিণামে তাঁহাদের মঙ্গল হইবে। কারণ শাস্ত্রে আছে যে, যে কুলে একজন সন্ন্যাসী হয়েন, সে কুল উদ্ধার হইয়া যায়। আবার ভাবিলেন যে গৃহ ত্যাগ করিলে নিমাইয়ের উপায় কি হইবে? কে তাহাকে বিদ্যা শিক্ষা দিবে, কেইবা তাহার তত্ত্বাবধান করিবে? কিন্তু গৃহ ত্যাগ করিতেই হইবে, নতুবা সংসারে আবদ্ধ হইতে হইবে। তখন নিমাইয়ের কথা ভাবিতে ভাবিতে একটি কথা স্থির করিলেন। শচীদেবীকে ডাকিয়া বলিলেন, "মা! আমার একটি কথা রাখিতে হইবে। নিমাই যখন বড় হইবে, তখন তাহাকে এই পুঁথি খানি দিবে। বলিও তোমার দাদা তোমাকে এই পুঁথি খানি পড়িতে দিয়াছেন। মা! অবশ্য আমার এই কথা রাখিবে।" ইহাই বলিয়া শচীদেবীর হস্তে এক খানি পুঁথি দিতে গেলেন। ইহাতে শচী অবাক হইয়া বলিলেন, "তুমি ত নিজেই দিতে পারিবে?"

বিশ্বরূপ বলিলেন, "যদি আমি দিতে পারি, তাহা হইলে তোমায় দিতে হইবে না; কিন্তু মা! মরণ বাঁচনের কথা কিছুই বলা যায় না।

অতএব মা, আমার এ কথাটি রক্ষা করিও।” শচী অগত্যা উহা স্বীকার করিলেন, এবং পুস্তক খানি নিকটে রাখিলেন।

বিশ্বরূপ ও লোকনাথ যদিও সমবয়স্ক, সমাধ্যায়ী, ও পরস্পর ভ্রাতৃ-সম্পর্কীয়, তত্রাচ লোকনাথ বিশ্বরূপকে গুরুর ন্যায় ভক্তি করিতেন। ইহা বিচিত্র নহে, যেহেতু রূপে গুণে বিশ্বরূপ দেবতার ন্যায় ছিলেন। বিশ্বরূপ সন্ন্যাস করিবেন, লোকনাথকে বলিলেন। লোকনাথও তদ্দণ্ডে বলিলেন যে, বিশ্বরূপ যেখানে যাইবেন, তিনি তাঁহার পশ্চাৎ ছাড়িবেন না। বিশ্বরূপ কাযেই লোকনাথকে সঙ্গে লইতে সম্মত হইলেন।

বিশ্বরূপের বয়ঃক্রম তখন ষোল বৎসর মাত্র। বালক বলিলেই হয়, লোকনাথ তাঁহার ছোট। এই দুই জনে, রজনীতে জগন্নাথের বাড়ীতে শয়ন করিয়া রহিলেন। শীত কাল। রজনী আন্দাজ এক প্রহর থাকিতে দুই জনে উঠিলেন। সম্বলের মধ্যে এক খানি গ্রন্থ সঙ্গে লইলেন। আঙ্গিনায় আসিয়া নিদ্রিত মাতা পিতাকে প্রণাম করিলেন, আর নিমাইকে শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে সমর্পণ করিয়া দ্রুতপদে গঙ্গাভিমুখে চলিলেন। অত রাত্রে পার হইবার কোন উপায় ছিল না। সুতরাং বাম হস্তে পঁথি খানি ঊর্দ্ধ করিয়া ধরিয়া, অন্য হস্ত দ্বারা সাঁতার দিয়া, গঙ্গা পার হইলেন, এবং সেই শীত কালে আর্দ্র বস্ত্রে পশ্চিমাভিমুখে চলিলেন। অতি অল্প দিনের মধ্যে এক জন পুরী-সম্প্রদায়ী সন্ন্যাসীর নিকট সন্ন্যাস মন্ত্র গ্রহণ করিলেন। নাম হইল শঙ্করারণ্যপুরী। বিশ্বরূপ যেই মন্ত্র গ্রহণ করিলেন, লোকনাথও তৎক্ষণাৎ তাঁহার (বিশ্বরূপের) নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিয়া গুরুর দণ্ড কমণ্ডলু ধারী হইলেন। সংসারে কখন দুঃখের মুখও দেখেন নাই, এমন দুই জন তরুণ বালক, এইরূপে দণ্ড কমণ্ডলুধারী হইয়া অনন্ত পথের পথিক হইলেন।

পর দিবস আহারের সময় অতীত হইল, বিশ্বরূপ অদ্বৈত সভা হইতে আসিলেন না। সেখানে অনুসন্ধান করিয়া জানা গেল, বিশ্বরূপ সেখানে যান নাই। বেলপুখুরিয়ায় অনুসন্ধান করা হইল, বিশ্বরূপ বা লোকনাথ দুই জনের কেহই সেখানে নাই। ক্রমে শচী জগন্নাথ শুনিলেন যে, বিশ্বরূপ তাঁহাদের ও তাঁহার কনিষ্ঠের মায়া-বন্ধন ছেদন করিয়া সন্ন্যাস-ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে গিয়াছেন। যদি পুত্র নিজের সুখের নিমিত্ত, কি নির্ম্মমতায়, কি অন্য কোন ক্ষুদ্র কারণে ছাড়িয়া যায়, তবে তাহা সহ্য করা

যায়। এমন পুত্রকে নিষ্ঠুর কি অকৃতজ্ঞ বলা যায়। কিন্তু সংসারের সমস্ত সুখে জলাঞ্জলি দিয়া, সমস্ত মধুর বন্ধন ছেদন করিয়া যদি প্রিয় জন, শ্রীভগবানের সেবার নিমিত্ত বনে গমন করে, তবে তাহার বিরহ অসহনীয় হয়। সুতরাং শচী জগন্নাথের শুধু পুত্র শোক নহে, আরো কিছু। আমার পুত্র মদনমোহন, আমার পুত্র নদীয়া-জয়ী, আমার পুত্র নির্ম্মল ও সাধু। পিতা মাতা ইহা মনে করিয়া, কাযেই ভাবিতে লাগিলেন যে তাঁহারা অমূল্য রত্ন হারাইয়াছেন।

অতি সুন্দর, সুবোধ, পিতৃ মাতৃ অনুগত, ভ্রাতৃ-বৎসল, পরম জ্ঞানী ও ভক্ত, অল্পবয়স্ক বালক বৃক্ষতলবাসী হইল, এই কথা ভাবিয়া নদীয়ার লোকে ধূলায় গড়াগড়ি দিতে লাগিল। শচী জগন্নাথের ত কথাই নাই। জগন্নাথের কর্ত্তব্য শচীকে প্রবোধ দেওয়া, কিন্তু তাহা তিনি পারিলেন না। বন্ধু বান্ধবে বুঝাইতে লাগিল, যে তাঁহারা ধন্য, তাঁহাদের পুত্র ধন্য, তাঁহাদের পুত্র হইতে কুল উজ্জ্বল হইল। ইহা শুনিয়াও তাঁহারা শান্ত হইতে পারিলেন না। কিন্তু তাই বলিয়া কি তাঁহারা পুত্র বাড়ী ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন? সে বাসনা বিন্দু মাত্র ও তাঁহাদের মনে ছিল না। ষোল বৎসরের পুত্র না বুঝিয়া সন্ন্যাস করিয়াছে। তুমি আমি হইলে তাহাকে ফিরাইয়া আনিয়া, তাহাকে বুঝাইয়া, পুনরায় সংসারে প্রবেশ করাইতাম। আর শ্রীভগবানের নিকট ইহাই বলিয়া কান্দিতাম যে, "হে নাথ! এই বালক, বাল্য-চাপল্যে সন্ন্যাস লইয়া, ধর্ম্মত্যাগ করিয়া আবার সংসারী হইয়া যে ঘোর অপরাধ করিয়াছে তাহা তুমি ক্ষমা কর।" কিন্তু জগন্নাথ তাহা করিলেন না। তিনি শ্রীভগবানের নিকট অন্যরূপ প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। যথা চৈতন্যচরিতে—

অয়ং বয়ো নূতনমেব সংশ্রিতো
ব্রতাধিশিশ্রায় যতিত্বমেব যৎ।
তদা বিধাতঃ করুণা বিধীয়তাং
সদাত্র ধর্ম্মে নিরতো ভবেদ্ যথা॥

জগন্নাথ এই প্রার্থনা করিলেন, যে, তাঁহার পুত্র যেন ধর্ম্ম নষ্ট করিয়া গৃহে ফিরিয়া না আইসেন! শচী দেবীও কোন সময়ে এইরূপ প্রার্থনা করিয়াছিলেন। কাযেই নিমাই, শচী জগন্নাথের ঘরে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহারা এরূপ ভক্ত না হইলে শ্রীনিমাইয়ের ন্যায় পুত্র তাঁহাদের কেন লাভ হইবে?

নিমাইয়ের বয়স তখন ছয় বৎসর। সে খেলায় বাহিরে ছিল। বাড়ীতে রোদন-ধ্বনি শুনিয়া দৌড়িয়া আসিল। বাড়ীতে আসিয়া শুনিল যে, তাহার দাদা সন্ন্যাস করিতে গিয়াছেন। নিমাই বুঝিল, দাদা আর আসিবেন না, দাদাকে আর দেখিতে পাইব না, এই কথা বুঝিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল!

তখনই শচী জগন্নাথ ক্ষণকালের নিমিত্ত বিশ্বরূপকে ভুলিলেন। অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া নিমাইয়ের শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। অনেক সন্তর্পণে নিমাই চেতন পাইল। তখন শচী জগন্নাথ, নিমাইয়ের গাঢ় ভ্রাতৃ-স্নেহ দেখিয়া, তাঁহাদের নিজের শোক কথঞ্চিৎ বিস্মৃত হইলেন। তাঁহারা ভাবিলেন যে, তাঁহাদের এখন শোক না করিয়া শোকাকুল নিমাইকে সান্ত্বনা করাই কর্ত্তব্য। ইহাই ভাবিয়া পুত্রকে নানা মত সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন, এবং শত বার তাহার মুখ চুম্বন করিলেন। সেই অবধি নিমাই চাঞ্চল্য ছাড়িল। নিমাই যদিও দুগ্ধপোষ্য শিশু তবু মাতা পিতাকে গদ গদ হইয়া বলিল, "বাবা, মা, তোমরা শান্ত হও। আমি তোমাদিগকে পালন করিব।"

বিশ্বরূপ ষোড়শ বৎসরে সন্ন্যাস করেন, অষ্টাদশ বর্ষ বয়সে পুনা নগরের নিকট পাণ্ডুপুর নগরে, অতি অলৌকিক রূপে অদর্শন হয়েন।

বিশ্বরূপের অন্তর্দ্ধান।

যথা, কর্ণপুর কৃত "গৌরগণোদ্দেশদীপিকা" গ্রন্থে—

যদা শ্রীবিশ্বরূপোঽয়ং তিরোভূতঃ সনাতনঃ।
নিত্যানন্দাবধূতেন মিলিত্বাপি তদাস্থিত॥
ততোঽবধূতো ভগবান বলাত্মা
ভবন্ সদা বৈষ্ণববর্গ মধ্যে।
জজ্বাল তিগ্মাংশু সহস্রতেজা
ইতি ব্রুবন্ মে জনকো ননর্ত্ত॥

যথা, ভক্তমালগ্রন্থে—

"শ্রীগৌরাঙ্গের অগ্রজ শ্রীল বিশ্বরূপ মতি।
দার পরিগ্রহ নাহি কৈল হৈলা যতি॥
শ্রীমান ঈশ্বর পুরীতে নিজ শক্তি।
অর্পি তিরোধান কৈলা প্রচারিয়া ভক্তি॥

নিত্যানন্দ প্রভু এক শক্তি সঞ্চারিলা।
ভক্তগণ মধ্যে তেজপুঞ্জ রূপ হৈলা॥
সহস্র সূর্য্যের তেজ ধারণ করিলা।
শিবানন্দ সেন হেরি নাচিতে লাগিলা॥"

নিমাই তাঁহার জ্যেষ্ঠের অদর্শন স্থান, ইহার ষোল বৎসর পরে, দেখিতে গিয়াছিলেন।

তৃতীয় অধ্যায়

নিমাই তখন মনোযোগ পূর্ব্বক পড়িতে লাগিল। যত পূর্ব্ব চাঞ্চল্য সমস্ত পরিত্যাগ করিল। এমন কি তিলার্দ্ধ মাতা পিতাকে ছাড়িত না। পাছে নয়নের অন্তরে গমন করিলে মাতা পিতার মনে বিশ্বরূপের শোক পুনরুদ্দীপিত হয়, ইহাই ভাবিয়া গৃহে বসিয়া পিতার নিকট পাঠাভ্যাস করিত। নিমাইকে কোলে করিয়া জগন্নাথ পড়াইতেন, আর শচী নিকটে বসিয়া আনন্দে গদ গদ হইয়া পুত্রমুখ দেখিতেন। নিমাইয়ের মধুর চরিত্রে শচী ও জগন্নাথ অনেক সান্ত্বনা পাইলেন। কিন্তু ইতিমধ্যে একটী অদ্ভুত ঘটনা উপস্থিত হইল।

এক দিবস ঠাকুর পূজার নৈবেদ্যের তাম্বুল লইয়া নিমাই খাইল, আর তদ্দণ্ডে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। নিমায়ের অজ্ঞান অবস্থা তাঁহার মাতা পিতা বহুবার দেখিয়া, উহার নিমিত্ত এখন আর তত ভয় পাইতেন না। তাঁহারা নিমাইকে চেতন করিবার নিমিত্ত নানা চেষ্টা করিতে লাগিলেন। অল্পক্ষণ পরেই নিমাই চেতন পাইল। চেতন পাইয়া একটি অদ্ভুত কথা বলিল। নিমাই বলিতেছে, "বাবা, মা, একটি কথা শুন। দাদা আসিয়া আমাকে লইয়া গেলেন। আর আমাকে বলিলেন, 'তুমি আমার মত সন্ন্যাসী হও।' তখন আমি দাদাকে বলিলাম, 'আমার বয়স এখন অল্প, আমি এখন সন্ন্যাসের কথা কি বুঝিব? আমি ঘরে থাকিয়া মাতা পিতার সেবা করিব। তাহা হইলে লক্ষ্মী জনার্দ্দন আমার প্রতি সন্তুষ্ট হইবেন।' এই কথা শুনিয়া দাদা বলিলেন, 'ভাল, তবে তুমি যাও, যাইয়া মাতা পিতাকে আমার কোটী নমস্কার জানাইও।"

এই কথা শুনিয়া শচী জগন্নাথের হর্ষ বিষাদ হইল। এইরূপ দৈব-যোগে পুত্রের সংবাদ পাইয়া, আর পুত্র যে তাঁহাদিগকে বিস্মৃত হন নাই তাহা শুনিয়া. অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। কিন্তু সেই সঙ্গে তাঁহারা

অত্যন্ত ভীত হইলেন। তাঁহারা ভাবিলেন, বিশ্বরূপ কি নিমাইকেও ঘরের বাহির করিবে নাকি ?

শচী এই ভয়ের কথা অল্প দিন মধ্যেই ভুলিয়া গেলেন, কিন্তু জগন্নাথ মিশ্র ভুলিলেন না। তিনি দিবা নিশি ঐ কথা ভাবিতে লাগিলেন। শেষে মনে এইরূপ স্থির করিলেন যে; "একটা ছেলে পড়িয়া শুনিয়া জানিল যে সংসার অনিত্য, আব ঘরের বাহির হইল। আর এটাকেও পড়াইলে শুনাইলে ঠিক তাহাই হইবে। অতএব নিমাইকে না পড়িতে দেওয়াই ভাল। মূর্খ হইবে, কিন্তু তবু ত ঘরে থাকিবে? ছুটী অন্ন বিধাতা অবশ্যই নিমাইকে দিবেন।" সমস্ত রাত্রি এই কথা ভাবিয়া প্রভাতে জগন্নাথ যখন গৃহের বাহিরে গমন করেন তখন নিমাইকে ডাকিলেন। আর নিমাই আসিলে বলিলেন, "বিশ্বম্ভর! আজ হইতে তোমার পাঠ বন্ধ। আমার দিব্য লাগে, যদি তুমি ইহার অন্যথা কর।"

নিমাই পিতৃ-আজ্ঞা লঙ্ঘন করিল না। পাঠ বন্ধ করিয়া পুনরায় খেলায় উন্মত্ত হইল। পূর্ব্বকার খেলা, হয় বাড়ীর ভিতরে না হয় বাড়ীর নিকটে হইত, এখন এ পাড়ায় সে পাড়ায় হইতে লাগিল। পূর্ব্বকার খেলা শিশুর মত ছিল, এখন বালকের খেলা আরম্ভ হইল। সুরধুনীতে স্নান করিতে গমন করিয়া নিমাই এখন আর বহুক্ষণ বাড়ী আসিত না। তাহার জল-কেলির প্রতাপে ভব্য লোক অস্থির হইয়া পড়িত। নিমাই কখন ডুব দিয়া কাহার পা ধরিয়া টানিয়া লইয়া যায়, কখন পূজার ফুল লইয়া আপনি পূজা করিতে বসে। কখন পূজার নৈবেদ্য লইয়া আপনি আহার করে। ক্রমে জগন্নাথ মিশ্রের নিকট নিমাইয়ের নামে নানা অভিযোগ উপস্থিত হইতে লাগিল। জগন্নাথ পুত্রের উপদ্রব সকলই সহিয়া থাকিতেন, আর যাহারা অভিযোগ করিতে আসিত, তাহাদিগকে তিনি মিনতি করিয়া শান্ত করিয়া বিদায় করিতেন। এইরূপে রমণীগণও শচী দেবীর সমীপে অভিযোগ করিতে লাগিলেন। তিনিও তাঁহাদিগকে শান্ত করিয়া দিতেন। কখন শচী দেবী নিমাইকে ধমকাইতেন, তাহাতে নিমাই এই উত্তর করিত, "তোমরা আমাকে পড়িতে দিবে না, কাযেই আমি মূর্খের মত ব্যবহার করিব না ত কি করিব?" শচী আবার পুত্রকে পড়াইবার নিমিত্ত কখন কখন জগন্নাথের নিকট অনুনয় করিতেন। আর বলিতেন যে পুত্র পড়িতে পায় না বলিয়া দুঃখিত. এবং সেই জন্য উপ-

দ্রব করে। কিন্তু জগন্নাথ পড়াইবার কথায় সম্মত হইতেন না। বিশ্বরূপ তাঁহাকে যে ভয় দেখাইয়া দিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার মনে ধ্রুব বিশ্বাস হইয়াছে যে নিমাই পড়িলেই সংসার ছাড়িয়া যাইবে। নিমাইয়ের উপদ্রব বর্ণনা করিয়া বলরামদাস এই কবিতাটি লিখিয়াছেনঃ—

শচী প্রতি যত নিমাই করে অত্যাচার।
সে সব শচীর কাছে সুখের পাথার॥
যেই মাত্র সাজায়েন সোণার তনয়ে।
অমনি মায়েরে হেঁসে ধুলা মাখে গায়ে॥
সারাদিন খেলি বেড়ায় গঙ্গার বালিতে।
ক্ষুধা তৃষ্ণা রৌদ্র বোধ নাহি নিমাই চিতে॥
ধরিবারে গেলে দ্রুত পলাইয়া যায়।
উদ্দেশ না পেয়ে শচী খুজিয়া বেড়ায়॥
পড়শীর ক্ষতি করে নিমাই দুরন্ত।
তারা মায়ে আসি বলে সকল বৃত্তান্ত॥
চপল নিমাই এম্নি করে অপচয়।
রাগ না হইয়া তাহে আরো হাঁসি পায়॥
ঘরে শিশু শুয়ে আছে নিমাই যাইয়া।
ধীরে গিয়ে মুখে চিত্র করে কালি দিয়া॥
কারো ঘরে দুধ খাই পলাইবার বেলা॥
চেঁচাইয়া বলে, "তোদের দুধ খেয়ে গেলা॥"
হাঁসি শচী কাছে বলে নিমাই অত্যাচার।
লজ্জা পেয়ে শচী দুটী করে ধরে তার॥
কখন কখন শচীর মনে রাগ হয়।
সাট হাতে করি পুত্রে মারিবারে যায়॥
ক্ষণ পরে মাতা পুত্র দ্বন্দ্ব মিটি যায়।
মায়ে পুত্রে পিরীতের অবধি না হয়॥
যবে সাট হাতে শচী মারিবারে যান।
তখন নিমায়ের আছে পালাইবার স্থান॥
এঁটো হাঁড়ি পড়ে আছে বাড়ীর বাহিরে।
তখন নিমাই ধায় তাহার মাঝারে॥

অতি শুদ্ধা শচী সেথা যাইতে না পারে।
তর্জ্জে, গর্জ্জে, নিমাই হাসে মার মুখ হেরে॥
কখন বা নিমাই রাগ শোধ নিবার তরে
সরলা জননী সহ নানা খেলা করে॥
অঙ্গে ঝুটা মাখি মার আগেতে দাঁড়ায়।
মায়ে ছুঁতে যায়, শচী ভয়েতে পলায়॥
মুচী বাড়ী এসে নিমাই পরশিয়া তারে।
মায়ে ছুঁতে যায়, শচী সরি যায় ডরে॥
"বল মাতা আর কভু না মারিবি মোরে।
নতুবা এই দেখ আজ ছুঁয়ে দিব তোরে॥"
স্বীকার করেন শচী ভয়ে বার বার।
"আজ ক্ষম বাপ কিছু বলিব না আর॥"
কখন গম্ভীর হয়ে মার প্রতি কয়।
"এটো ঝুটো মন ভ্রান্তি আর কিছু নয়॥"
সে সময় শচী বড় মনে পান ভয়।
ভাবে নিমাই পুত্র রূপে কোন মহাশয়॥

এক দিবস নিমাই সেই এঁটো হাঁড়ির স্থানে যাইয়া উপস্থিত। হাঁড়ির উপরে হাঁড়ি বসাইয়া উচ্চ করিয়া তাহার উপরে বসিল। শচী পূর্ব্বকার মত অনুনয় বিনয় করিতে লাগিলেন, কিন্তু কিছুতেই নিমাই ভুলিল না। শেষে নিমাই বলিল, যদি তোমরা আমাকে পড়িতে না দাও, তাহা হইলে আমি এ স্থান ত্যাগ করিব না। তখন সেখানে আর দুই চারি জন রমণী জুটিয়াছেন। তাঁহারা নিমাইয়ের পক্ষ হইয়া শচী দেবীকে ভৎসনা করিতে লাগিলেন। তাঁহারা বলিলেন, "নিমাই যে দুরন্তপনা করে, তাহাতে তাহার কোন দোষ নাই। বালকে স্ব-ইচ্ছায় পড়িতে চায় না। তোমাদের সৌভাগ্য যে পুত্র না পড়িতে পাইয়া দুঃখ বোধ করিতেছে।" তখন শচী নিমাইয়ের কাছে প্রতিশ্রুত হইলেন যে, তাহার পিতার কাছে বলিয়া, তাহার পড়ার বিষয় অনুমতি করাইয়া দিবেন।

শচী ও পাড়ার বন্ধু বান্ধবের অনুরোধে জগন্নাথ নিমাইকে আবার পড়িতে দিলেন। নিমাই তখনি সমস্ত চাঞ্চল্য পরিত্যাগ করিয়া পড়ায় আবার মনোনিবেশ করিল। নিমাইয়ের বুদ্ধিতে সকলে চমকিত। এক

বার পড়িলেই পরিষ্কার বুঝিয়া লয়। আবার তাহার উপর নানা তর্ক করে। পড়াতে মন এত যে, যে সময় সমবয়স্ক বালকেরা খেলা করে, তখন নিমাই নির্জ্জনে বসিয়া পাঠ অভ্যাস করে।

এই রূপে নিমাইয়ের নয় বৎসর বয়স হইল। তখন জগন্নাথ উপবীত দিবার পরামর্শ করিলেন। তাঁহাদের গুরু পুরোহিত বিষ্ণু পণ্ডিত ও সুদর্শন প্রভৃতি অনেক অধ্যাপক আমন্ত্রিত হইয়া আসিলেন। নানাবিধ বাদ্য বাজিতে লাগিল, নিমাইকে তৈল হরিদ্রা মাখাইয়া স্নান করান হইল, নিমাইয়ের রূপ তাহাতে যেন অঙ্গ বহিয়া পড়িতে লাগিল। তাহার পর নিয়মানুসারে নিমাইয়ের মস্তক মুণ্ডন করান হইল। তখন জগন্নাথ পুত্রের কর্ণে গায়ত্রী মন্ত্র প্রদান করিলেন।

এই সময় একটি অদ্ভুত ঘটনা হইল। নিমাইয়ের মস্তক মুণ্ডনের পরে যখন তাঁহাকে রক্ত বস্ত্র পরান হইল। তখন সেই নবীন ব্রহ্মচারীর কিরূপ লাবণ্য হইল, তাহা বর্ণনা করা দুঃসাধ্য। কিন্তু যখন পিতা কর্ণে মন্ত্র বলিলেন, তখন নিমাই আবিষ্ট হইয়া প্রথমেই হুঙ্কার ও গর্জ্জন করিল, এবং কিছু কাল পরে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। সকলে দেখেন যে সমস্ত অঙ্গ পুলকিত হইয়াছে ও সর্ব্বাঙ্গ দিয়া অমানুষিক তেজ বাহির হইতেছে। নয়ন হইতে ধারা বহিয়া পৃথিবী ভিজিয়া যাইতেছে। সকলে আস্তে ব্যস্তে সন্তর্পণে নিমাইকে চেতন করাইলেন। নিমাই চেতনা পাইয়া আর কিছু বলিল না। তখন তাহার মুখের ভঙ্গী এরূপ গম্ভীর বোধ হইল, যে তাহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতেও কাহার সাহস হইল না। তখন নিমাই পিতার হস্ত ধরিয়া নিয়ম মত নিভৃত স্থানে যাইয়া বসিল।

উপস্থিত পণ্ডিতগণ নিমাইয়ের এই আবেশ ভাব দেখিয়া অবাক্ হইলেন। তাহার শরীরে যে কোন দেবতার আবেশ হইয়াছিল, তাহা সকলেই বুঝিতে পারিলেন। অনেকে ইহাই অনুমান করিলেন, যে এই সুন্দর বালকের দেহে শ্রীকৃষ্ণ বিরাজ করিয়া থাকেন। সেই দিন হইতে নিমাইয়ের একটী নাম হইল "গৌর-হরি।" সেই অবধি কেহ কেহ তাঁহাকে "গৌর-হরি" বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন।

নিমাই নিভৃত স্থানে নিয়ম মত থাকিয়া বাহিরে আসিলে, যাঁহার যেরূপ তাহাকে ভিক্ষা দিতে লাগিলেন। নিমাইয়ের ঝুলিতে ভিক্ষা দিয়া

সকলে চলিয়া যাইতেছেন, এমন সময় এক জন দরিদ্র ব্রাহ্মণ নিমাইকে একটী শুপারি ভিক্ষা দিলেন। তিনি সেই শুপারি তখনই খাইলেন, খাইতে খাইতে অতি গম্ভীর স্বরে জননীকে ডাকিলেন। শচীদেবী আসিয়া দেখেন যে, নিমাইয়ের আকৃতি প্রকৃতি সমস্ত পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। যেন কোন পরম জ্ঞানী পুরুষ বসিয়া আছেন। তাঁহার অঙ্গ হইতে বিদ্যুতের ন্যায় তেজ বাহির হইতেছে, আর সেই আলোকে তাঁহার চতুষ্পার্শ্ব আলোকিত হইয়াছে। শচী পুত্রের নিকট আসিয়া ভয়ে ভয়ে তাঁহার অগ্রে দাঁড়াইলেন। পুত্রের ভাব দেখিয়া কোন কথা বলিতে পারিলেন না। তখন নিমাই গম্ভীর স্বরে বলিতেছেন, "মা তুমি আর একাদশীর দিন অন্ন গ্রহণ করিও না।" ইহাতে শচীদেবী অতিশয় অপরাধিনীর ন্যায় বলিলেন, "আমি অদ্যাবধি তোমার আজ্ঞা পালন করিব।" শচীর তখন আর নিমাইকে পুত্র বলিয়া বোধ ছিল না। কাযেই নিমাইয়ের ইচ্ছা তখন তাঁহার নিকট "আজ্ঞা" বলিয়া বোধ হইল। নিমাই শচীদেবীকে বিদায় করিয়া দিলেন।

তাহার একটু পরে আবার জননীকে ডাকিলেন। শচী দ্রুত বেগে আসিলে নিমাই বলিলেন, "মা! আমি এই দেহ এখন ত্যাগ করিয়া চলিলাম, সময় মত আবার আসিব। এই যে দেহটী রহিল, এইটী তোমার পুত্র, ইহা যতন করিয়া পালন করিও।" এই কথা বলিয়া নিমাইচাঁদ যেন জননীকে প্রণাম করিতে গেলেন, আর মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তখন শচী ব্যস্ত হইয়া নিমাইয়ের মুখে জলের ছাট মারিতে লাগিলেন। অনেক সন্তর্পণে একটু পরে নিমাই চেতন পাইল, তখন শচী দেখিলেন যে, একটু পূর্ব্বে নিমাই যে বস্তু ছিল এখন আর সে বস্তু নাই। অঙ্গের আর সে আলো নাই, এখন অঙ্গ-লাবণ্য পূর্ব্বেরই মত। বদনে আর সে গাম্ভীর্য্য নাই, এখন আবার সেই নিমাইচাঁদেরই চাঁদ মুখ।

এই ঘটনাটী মুরারি গুপ্ত তাঁহার কড়চায় লিখিয়াছেন। আর এ সম্বন্ধে তিনি কিছু বিচারও করিয়াছেন। অর্থাৎ শচীর পুত্র নিমাই বা কে, আর যিনি আসিয়া আবার চলিয়া গেলেন, তিনিই বা কে? গুপ্তের অভিপ্রায় কি, সে বিষয়ে আমরা এখানে কোন বিচার করিব না। তবে এই ঘটনার দ্বারা সুবোধ ও বিচক্ষণ লোকে অবতার প্রকরণটী কি, তাহা সুন্দররূপে বুঝিতে পারিবেন। যিনি বলিলেন, "আমি এখন যাই পরে আবার আসিব" তিনি পরে আসিয়াছিলেন, এবং তখন তাঁহার পরিচয়ও দিয়া ছিলেন।

জগন্নাথ মিশ্র এই অদ্ভুত কথা শুনিয়া বিস্মিত হইয়া নিমাইকে ইহার তথ্য জিজ্ঞাসা করিলেন, "নিমাই, তুই অদ্য কি বলিয়াছিলি যে, আমি যাই, তোমার পুত্র রহিল?" শিশু নিমাই অবাক, হইয়া বলিল, "কবে? কি বলেছিলাম? আমি ত কিছু বলি নাই?" জগন্নাথ দেখিলেন যে, তাঁহার পুত্র নিমাই এই কাণ্ডের তথ্য কিছু মাত্র জানে না।

এখন জগন্নাথের দিন বড় সুখে যাইতে লাগিল। অধ্যয়ন ব্যতীত নিমাইয়ের আর কোন কার্য্য নাই। আর তাহার পূর্ব্বকার মত দুরন্তপনা নাই, লোকে নিমাইয়ের সুখ্যাতি বই নিন্দা করে না। নিমাই সুদর্শন ও বিষ্ণু পণ্ডিতের নিকট পাঠ করেন। অধ্যাপকগণ বলেন, ত্রিভুবনে এমত বুদ্ধিমান ছাত্র নাই। নিমাইয়ের রূপও ক্রমে প্রস্ফুটিত হইতেছে। জগন্নাথ এক দিবস গোপনে গৃহের রঘুনাথ ঠাকুরের নিকট প্রার্থনা করিতেছেন, দৈবাৎ নিমাই তাহা শুনিলেন। জগন্নাথ প্রার্থনা করিতেছেন যে, নিমাই ঘরে থাকিয়া যেন সংসার করে, আর চিরজীবী হইয়া বাঁচিয়া থাকে। এ কথা শুনিয়া নিমাই চুপ করিয়াছিল, কিন্তু যখন জগন্নাথ নিমাইয়ের রূপ লক্ষ্য করিয়া প্রার্থনা করিলেন যে, তাহাকে যেন "ডাকিনী স্পর্শ না করে," তখন নিমাই লজ্জা পাইয়া একটু হাসিয়া চলিয়া গেল।

নিমাইয়ের বয়ঃক্রম তখন আন্দাজ একাদশ, শচীর আন্দাজ পঞ্চান্ন। সুতরাং জগন্নাথ তখন বৃদ্ধ। এই সময় তাঁহার জ্বর উপস্থিত হইল। জ্বর দেখিয়া সকলে ভয় পাইলেন। শেষে জগন্নাথের অন্তিম কাল উপস্থিত। শচী ক্রন্দন করিবার উপক্রম করিলেন। তখন নিমাই প্রবোধ দিয়া বলিল যে রোদন পরে হইবে, এখন পিতার অন্তিমের শুভ দেখিতে হইবে। ইহাই বলিয়া, খাটের উপর করিয়া, মাতা পুত্রে, শায়িত জগন্নাথকে লইয়া হরিধ্বনি করিতে করিতে সুরধুনী তীরে গমন করিলেন। বন্ধু বান্ধব সঙ্গে চলিলেও পিতাকে বহন করিবার ভার নিমাই কাহাকে দিলেন না। স্বয়ং ও তাঁহার জননী তাঁহাকে লইয়া গেলেন।

জগন্নাথের শেষ মুহূর্ত্ত উপস্থিত হইল। তখন নিমাই ধৈর্য্য হারাইলেন এবং পিতার দুটী চরণ হৃদয়ে ধরিয়া রোদন করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন, "বাবা আজ অবধি আমার বাবা বলা ফুরাইল। তুমি আমাকে কাহার হাতে সঁপিয়া যাও? কে আমাকে যত্ন করিয়া পড়াইবে?'

তখন জগন্নাথ একটু সজীব হইয়া নিমাইকে বুকের উপর লইলেন ও বলিলেন "নিমাই আমার মনের সাধ সকল পূরিল না। তোমাকে আমি রঘুনাথের হাতে সঁপিয়া গেলাম। বাপ তুমি আমাকে ভুলিও না।" ইহাই বলিয়া জগন্নাথ আর কথা কহিলেন না তখন জগন্নাথ মিশ্র "আধনাভি গঙ্গা জলে" রঘুনাথের নাম অস্ফুট স্বরে জপিতে জপিতে, মর্ত্ত্যলীলা সম্বরণ করিলেন।

চতুর্থ অধ্যায়।

শচী দ্বাদশবর্ষীয় পিতৃহীন বালকটীকে লইয়া আপনাকে এরূপ সহায়হীনা ভাবিতে লাগিলেন যে, পতিশোকের নিমিত্ত ভাল করিয়া ক্রন্দনও করিতে পারিলেন না। বিশেষতঃ অনেক ঘটনা দেখিয়া বুঝিয়াছিলেন যে, নিমাইয়ের অন্তর ভালবাসায় পূর্ণ, তিনি কান্দিলে পুত্রের পিতৃশোক উথলিয়া উঠিবে, এবং নিমাই অন্তরে ভয় পাইবে। শচী মনে সংকল্প করিলেন যে, নিমাই যে পিতৃহীন, কাঙ্গাল, ও সহায়শূন্য হইয়াছে, ইহা তাহাকে সাধ্যমত জানিতে দিবেন না। এই সকল ভাবিয়া চিন্তিয়া শচী পতিশোক সহ্য করিয়া একান্ত মনে কেবল পুত্রের সেবা করিতে লাগিলেন। সংসারের ব্যয় অতি অল্পই ছিল, এক প্রকারে চলিয়া যাইত। তবে তিনি স্ত্রীলোক, সহায়হীনা, পুত্রটীকে কিরূপে পড়াইবেন, তাহাই ভাবিতে লাগিলেন। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া, আত্মীয়গণের সহিত পরামর্শ করিয়া, পুত্রটিকে গঙ্গাদাস পণ্ডিতের বাড়ী লইয়া গেলেন।

গঙ্গাদাস ভট্টাচার্য্য ব্যাকরণে অদ্বিতীয় ছিলেন, এবং তাঁহার স্বভাব অতি নির্ম্মল ছিল। বাটীর অভ্যন্তরে যাইয়া তাঁহাকে ডাকাইয়া অন্তরাল হইতে ক্রন্দন করিতে করিতে শচী বলিলেন, "আমি এই পিতৃহীন বালকটিকে তোমার হস্তে সমর্পণ করিলাম। তুমি কৃপা করিয়া এটিকে আপন পুত্র ভাবিয়া বিদ্যাভ্যাস করাইয়া যশ ও ধর্ম্ম উপার্জ্জন কর। অন্যান্য ছাত্রকে পড়াইলে তোমার যে যশ ও ধর্ম্ম হয়, নিমাইকে পড়াইলে তাহা অপেক্ষা অধিক হইবে, কারণ এ বালক পিতৃহীন, অসহায়।" এই বলিয়া শচী নিমাইয়ের হাত ধরিয়া গঙ্গাদাসকে দিলেন।

গঙ্গাদাস বলিলেন, "নিমাইয়ের মত শিষ্য বহু ভাগ্যে মিলে। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আমি যথাসাধ্য ইহাকে পড়াইব। আর ইহার পিতা নাই বলিয়া ইহার পড়ায় কিছু ব্যাঘাত হইবে না।"

তখন নিমাই গুরুর চরণে প্রণাম করিলেন, আর গঙ্গাদাস আশীর্ব্বাদ করিলেন, "তোমার বিদ্যালাভ হউক।"

এখন হইতে নিমাই নিয়ম মত গঙ্গাদাসের টোলে পাঠাভ্যাস করিতে লাগিলেন। নিমাইয়ের বুদ্ধি অমানুষিক, পাঠ দিবা মাত্র বুঝিতে পারেন। নিমাই তখন এরূপ মনোযোগের সহিত পড়িতে লাগিলেন, যে অতি অল্প কাল মধ্যে টোলের সর্ব্ব প্রধান স্থান অধিকার করিলেন। নিমাইয়ের বয়ঃক্রম তখন চতুর্দ্দশ বর্ষের অধিক হইবে না। কিন্তু গঙ্গাদাসের টোলে ত্রিশ বত্রিশ বৎসর বয়সের ছাত্রও পাঠ করিতেন, অলঙ্কারে অদ্বিতীয় কমলাকান্ত ও তন্ত্রসারকর্ত্তা কৃষ্ণানন্দ পড়িতেন, আর সেই টোলে মুরারি গুপ্তও পড়িতেন। নিমাই তাঁহাদের সহিত তর্ক করিতে যান। তাঁহারা শিশু জ্ঞানে নিমাইয়ের সহিত তর্ক করিতে চাহেন না। কিন্তু নিমাই ছাড়েন না। ক্রমে মুরারির সহিত তর্ক যুদ্ধ বাধিয়া গেল, মুরারি পরাস্ত হইলেন। তখন নিমাই ঈষৎ হাঁসিয়া তাঁহার গাত্রে হস্ত দিলেন; আর তদ্দণ্ডে মুরারির দেহ আপাদমস্তক আনন্দে পুলকিত হইয়া উঠিল। মুরারি ইহাতে বিস্মিত হইলেন। তখন বালক কালে নিমাইয়ের সহিত তাঁহার যে কাণ্ড হয়, তাহা তাঁহার মনে পড়িল! সে অদ্ভুত ঘটনা তিনি সময়ে ভুলিয়া গিয়াছিলেন। এখন সেই কথাটী মনে হওয়ায়, নিমাইয়ের মুখ পানে চাহিলেন। দেখেন যে, চন্দ্রের ন্যায় বদনে কমলদলের ন্যায় দুইটী চক্ষু রসে টল টল করিতেছে। তখন ভাবিতেছেন, এ বস্তুটী কি? এটী কি মানুষ?

প্রাতঃকালে নিমাই চতুষ্পাঠীতে পাঠ করেন। ভোজনান্তে আবার পুস্তক লইয়া বসেন। বিকালে সুরধুনী তীরে বহুতর পণ্ডিতের সহিত দেখা শুনা হয়; সেখানেও শাস্ত্রালাপ করেন। যখন গঙ্গায় স্নান করিতে যান, তখন সকল টোলের পড়ুয়ার সহিত দেখা সাক্ষাৎ হয়, তাহাদের সহিত শাস্ত্রযুদ্ধ করেন। এক ঘাটে ক্ষণেক যুদ্ধ করিয়া অন্য ঘাটে সন্তরণ দিয়া যান। কোন কোন দিন বা এই যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত গঙ্গা পার হইয়া ওপারে কুলিয়ার ঘাটে উপস্থিত হন! পথে কাহার সহিত দেখা হইলে, তাহার সহিতও শাস্ত্রালাপ করেন।

কিন্তু নিমাই সকল পড়ুয়ার সহিত সমান ব্যবহার করিতেন না। যাঁহারা বৈষ্ণব, তাঁহাদের উপর যেন একটু অধিক আক্রোশ। বৈষ্ণব পাইলে তাহার পিতার বয়সের লোক হইলেও তাঁহাকে ছাড়েন না। আশ্চর্য্য এই, ছেলে বেলায় নিমাইয়ের যাহার সহিত যত বিবাদ হইয়াছিল, পরে তাহার সহিত তাঁহার তত প্রণয় হয়। কমলাকান্ত, কৃষ্ণানন্দ, মুরারি ও নিমাই একত্রে

পড়েন, কলহ প্রায় মুরারির সহিত হইত, কিন্তু কৃষ্ণানন্দের সহিত হইত না।

এই অতি অল্প বয়সে. ঘরে বসিয়া বসিয়া নিমাই এক খানি ব্যাকরণের টিপ্পনী করিয়াছিলেন। উহা তখন ক্রমে ক্রমে সমাজে আদৃত হইতেছিল। নবদ্বীপে কোন গ্রন্থ চালান অতি কঠিন ব্যাপার, কিন্তু নিমাইয়ের টিপ্পনী নবদ্বীপে প্রচার হইয়া ক্রমে ক্রমে অন্য সমাজে প্রবেশ করিল।

ব্যাকরণের পাঠ সমাপ্ত হইলে, নিমাইয়ের ন্যায়শাস্ত্র পড়িবার ইচ্ছা হইল। আর তখন যাইয়া বাসুদেব সার্ব্বভৌমের টোলে প্রবেশ করিলেন।

একে নিমাই বালক, তাহাতে অল্প দিন টোলে ছিলেন বলিয়া, বাসুদেব নিমাইকে তত লক্ষ্য করিলেন না। কিন্তু পড়ুয়াগণ কেহ কেহ বিলক্ষণ লক্ষ্য করিলেন. তাহাদের মধ্যে দীধিতির গ্রন্থকর্ত্তা রঘুনাথ এক জন। নিমাইকে পাইয়া রঘুনাথের হর্ষে বিষাদ হইল। একটি অপরূপ বস্তু দেখিলেই জীবের সহজে আনন্দ হয়, নিমাইকে দেখিয়া রঘুনাথের সেইরূপ আনন্দ হইল। কিন্তু নিমাইয়ের প্রতিভায় তিনি মলিন হইয়া গেলেন। রঘুনাথ জানিতেন যে. তিনি জগতে সর্ব্ব প্রধান হইবেন। তাঁহার জীবনের লক্ষ্যও তাহাই। নিমাইকে দেখিয়া সে আশা লোপ হইতে লাগিল। নিমাইয়ের সঙ্গে যত আলাপ করেন, ততই সেই আশা শুখাইয়া যায়। তবে নিমাইয়ের মধুর চরিত্র. এই নিমিত্তে উভয়ে প্রণয়ও ছিল। দুই জনের এক দিনকার কথা লইয়া বলরাম দাস এই নীচের পদটী করিয়াছেন। পূর্ব্বে বলিয়াছি চৌপাঠীতে নিমাইয়ের নাম বিশ্বম্ভর ছিল—

নাম রঘুনাথ, অদ্যাপি বিখ্যাত।
পড়ে চৌপাঠীতে, নিমায়ের সাথ॥
রঘু তীক্ষ্ণ বুদ্ধ্যে, নদে চমকিত।
কেবল নিমাই. নিকটে স্তম্ভিত॥
রঘুনাথ পড়ে, মনোযোগ দিয়া।
নিমাই বেড়ায়, অতি চঞ্চলিয়া॥
কখন যে পড়ে, কেহ নাহি জানে।
তবু রঘুনাথ, নারে তার সনে॥
রঘুনাথ বলে, "শুনরে নিমাই।
লুকায়ে রজনী, পড় কার ঠাঁই?"

নিমাই বলিল, "সরস্বতী পাশে।"
ইহাই বলিয়া, দুই জনে হাসে॥
রঘুনাথ গুরু, রঘুকে ডাকিয়া
ফাঁকি এক দিল, পূরণ লাগিয়া॥
কঠিন সে ফাঁকি, সারাদিন গেল।
ভাবিতে ভাবিতে, কিছু না খাইল॥
ফাঁকির উত্তর, বৈকালেতে হলো।
গুরুকে বলিয়া, রান্ধিতে বসিল॥
এমন সময়, নিমাই আসিল।
রন্ধন বিলম্ব, কারণ পুছিল॥
রঘু বলে, "ভাই, গুরু ফাঁকি দিল।
ভাবিতে ভাবিতে, সারা দিন গেল॥
এখনি উত্তর, গুরুকে কহিল।
তাহাতে বিলম্ব, রান্ধিতে হইল॥"
হাসিয়া নিমাই বলে, "রঘু শুন।
তোমার ভাবিতে, গেল সারা দিন॥
অবশ্য সে ফাঁকি, বড়ই কঠিন।
শুনিতে আমার, কুতূহল মন॥"
শুনি রঘু ফাঁকি, নিমায়ে বলিল।
শুনি মাত্র নিমাই, উত্তর করিল॥
অবাক্ হই রঘু, চাহিয়া রহিল।
উঠিয়া নিমাই, দুকর ধরিল॥
বলে, "বিশ্বম্ভর, ভাঁড়াইস্ না মোরে।
তুই কি মানুষ, না দেব বিশ্বম্ভরে?"

নিমাই ন্যায় পড়িতে আরম্ভ করিয়াই এক খানি ন্যায়ের টিপ্পনী লিখিতে আরম্ভ করিলেন। রঘুনাথও সেই সময় তাঁহার দীধিতি লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন। রঘুনাথ কোন রূপে শুনিলেন, বিশ্বম্ভরও এক খানি ন্যায়ের গ্রন্থ লিখিতেছেন। একথা শুনিয়া তাঁহার মুখ শুখাইয়া গেল। চৌপাঠীতে বিশ্বম্ভরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভাই, তুমি নাকি এক খানি ন্যায়ের গ্রন্থ লিখিতেছ?" বিশ্বম্ভর বলিলেন, "হাঁ, একটু একটু লিখিয়া থাকি বটে,

তুমি কিরূপে জানিলে?" রঘুনাথ বলিলেন, "ভাই, তোমার সে পুঁথি খানা আমাকে কি একবার দেখাইবে?" নিমাই বলিলেন, "তাহা আর বিচিত্র কি? কল্য যখন চৌপাঠী আসিব, পুঁথি খানা সঙ্গে করিয়া আনিব, আর যখন গঙ্গা পার হইব, তখন নৌকার উপর তোমাকে পড়িয়া শুনাইব।"

তাহার পর দিন নিমাই ও রঘুনাথ, নৌকায় পার হইবার সময়, সেই গ্রন্থ আলোচনা করিতে লাগিলেন। নিমাই তাঁহার নিজের পুস্তক পড়িতে লাগিলেন, আর রঘুনাথ শুনিতে লাগিলেন। রঘুনাথের সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভের আশা অতি বলবতী। তিনি যে ভারতবর্ষে এক জন অদ্বিতীয় পণ্ডিত হইবেন, তাহা তিনি জানিতেন। তাঁহার এক মাত্র কণ্টক বিশ্বম্ভর। তিনি ইহা বুঝিয়াছিলেন যে, বিশ্বম্ভর আর তিনি এক পথে গমন করিলে তাঁহার সে প্রতিষ্ঠা লাভ হইবে না। তিনি যে ন্যায়ের গ্রন্থ খানি লিখিতেছেন, তাহা যে জগতে আদৃত হইবে, তাহা তিনি জানিতেন। কিন্তু বিশ্বম্ভর আবার আর এক খানি ন্যায় গ্রন্থ লিখিতেছেন। এই জন্য সচিন্তিত মনে নিমাইয়ের গ্রন্থ শুনিতে লাগিলেন।

গ্রন্থ পাঠারম্ভমাত্র রঘুনাথের মুখ মলিন হইয়া গেল। তিনি দেখিলেন যে, যে ভাব ব্যক্ত করিতে তাঁহার দশ পাতা লিখিতে হইয়াছে, তাহা নিমাই দুই এক ছত্রে অতি পরিস্কার করিয়া লিখিয়াছেন। নিমাই যত পড়িতে লাগিলেন, রঘুনাথ ক্রমে ততই ব্যাকুল হইতে লাগিলেন। তিনি তখন বুঝিলেন যে, সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করার আর তাঁহার কিছু মাত্র আশা নাই। পরে আর সহ্য করিতে না পারিয়া দুই হস্তে চক্ষু আবরণ করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন!

ইহাতে নিমাই পাঠ রাখিয়া অতি ব্যস্ত ভাবে বাহু প্রসারিয়া রঘুনাথকে ধরিলেন, এবং গদ গদ ভাবে বলিতে লাগিলেন, "একি ভাই, কি হইল? তুমি রোদন কর কেন?"

তখন রঘুনাথ কান্দিতে কান্দিতে সমস্ত ব্যক্ত করিয়া বলিলেন, "ভাই বিশ্বম্ভর! তুমি কি বুঝিতে পারিতেছ না? আমার সাধ ছিল, আমি সকলের বড় পণ্ডিত হইব। আমি যে গ্রন্থ লিখিয়াছি, তাহা জগতে চলিবে। এই নিমিত্ত দিবানিশি পরিশ্রম করিয়া গ্রন্থ খানি লিখিয়াছিলাম। আজ আমার সকল আশা ফুরাইল। তোমার এ গ্রন্থ থাকিতে আমার গ্রন্থ কে পড়িবে?"

তখন নিমাইয়ের নয়নে জল আসিল। তিনি রঘুর গলায় হাত দিয়া তাঁহাকে শান্ত করিয়া বলিলেন, "এ অতি সামান্য কথা। তুমি রোদন সম্বরণ কর। এ অফল শাস্ত্র, ইহার আবার ভাল মন্দ কি?" ইহাই বলিয়া নিজ কৃত গ্রন্থ খানি গঙ্গায় টানিয়া ফেলিয়া দিলেন। আর সেই অফল শাস্ত্রের চর্চ্চাও ছাড়িয়া দিলেন।

নিমাইয়ের সেই হইতে ন্যায় পড়া সমাপ্ত হইল এবং টোলে পড়াও শেষ হইল। তখন আপনি একটি টোল করিলেন। মুকুন্দসঞ্জয় নামে এক জন ধনাঢ্য ব্রাহ্মণের বড় চণ্ডীমণ্ডপ ছিল। নিমাইয়ের নিজ বাড়ীতে স্থান না হওয়ায় সেই চণ্ডীমণ্ডপে টোলের স্থান হইল। তখন তাঁহার বয়স কেবল ষোল বৎসর, এত অল্প বয়সে কেহ কখন টোল করিতে পারেন নাই, বিশেষতঃ নবদ্বীপে। যদিও নবদ্বীপে বড় বড় পণ্ডিতের বড় বড় টোলের অবধি ছিল না তবু নিমাইয়ের টোল দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

এই টোল হইবার কিছু কাল পরে, বনমালী নামক এক জন ব্রাহ্মণ ঘটক নিমাইয়ের বিবাহের সম্বন্ধ আনিলেন। বল্লভাচার্য্যের লক্ষ্মী নামে একটি পরমা সুন্দরী কন্যা ছিলেন। বনমালী আচার্য্য এই সম্বন্ধের কথা শচীদেবীর নিকট উত্থাপন করিলেন। সম্বন্ধ স্থির করিয়া শচীদেবী পুত্রকে বিবাহের উদ্যোগ করিতে বলিলেন। তখন মাতা পুত্রে পরামর্শ করিয়া যথা সাধ্য উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। নিমাইয়ের অঙ্গে তৈল হরিদ্রা মাখান হইল। শচীর বাড়ীতে বহু দিবস পরে, আবার আনন্দধ্বনি হইতে লাগিল। শচী তখন সব দুঃখ ভুলিয়া গিয়াছেন। পতীর শোক ভুলিয়াছেন। অভ্যাগতা রমণী-গণকে যথাযোগ্য সম্ভাষণ করিতেছেন। শচী রমণীগণকে বলিতেছেন, "বাছা তোমরা কিছু মনে করিও না। আমরা কাঙ্গাল, পুত্র বালক, তাতে পিতৃহীন। তোমাদের যথাযোগ্য সমাদর করি আমাদের এমন কি সাধ্য?" রমণীগণও তাহারই উপযুক্ত উত্তর দিতেছেন। এমন সময় হঠাৎ সকলে দেখেন যে, নিমাই মস্তক অবনত করিয়া নিঃশব্দে রোদন করিতেছেন, আর মলিন বদন বহিয়া ধারার উপর ধারা পড়িতেছে।

তখন শচী মর্ম্মাহত হইয়া বলিলেন, "নিমাই ও কি হলো? তুই কান্দিস্ কেন? এ শুভ দিনে কি কান্দিতে আছে?" কিন্তু নিমাই শান্ত হইলেন না। নয়নে আরও জল ধারা পড়িতে লাগিল। তখন শচী কাতর হইয়া আঁচল দিয়া নয়ন মুছাইতে মুছাইতে বলিলেন, "বাছা, এ শুভদিনে কান্দিয়া অমঙ্গল

করিতেছ কেন? আমার সুখের দিনে তোমার মুখ মলিন দেখিলে আমার প্রাণ কি করে একবার ভাবিয়া দেখ।"

তখন নিমাই অনেক কষ্টে ধৈর্য্য ধরিয়া বলিলেন, "মা, তোমাকে দুঃখ দিয়া ভাল করি নাই। মা, তুমি অজ্ঞান, কিছু বুঝ না। আমার এই বিবাহের দিনে আমার পিতা ও ভ্রাতার কথা স্মরণ করাইয়া দিলে, তাহাতে আমার ধৈর্য্য ভাঙ্গিয়া গেল। তাঁহারা থাকিলে বড় সুখী হইতেন, এই কথা মনে হইয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে।"

অনন্তর নিমাই বিবাহ করিয়া বাড়ীতে ঘরণী আনিয়া সংসারী হইলেন। দীর্ঘকায়, সুগঠিত অঙ্গ, শরীরে জীবনাবধি কখন রোগ হয় নাই, অসীম শক্তি, নিমাই পণ্ডিতের মত চঞ্চল নবদ্বীপে কেহ ছিল না। তিনি প্রত্যহ দুই বেলা গঙ্গায় সন্তরণ দিয়া অনায়াসে এ-পার ও-পার হইতেন। অধ্যাপনা সমাপ্ত হইলে, শিষ্যগণ লইয়া যখন গঙ্গায় ঝম্প প্রদান করিতেন, তখন লোকে অস্থির হইত। কেহ বা মন্দ বলিত, কেহ গালি দিত, কিন্তু নিমাই পণ্ডিতের শরীরে ক্রোধ ছিল না। পথে সর্ব্বদাই দ্রুত গতিতে চলিতেন, তখন যদিও অধ্যাপক হইয়াছেন, তবু রাজপথে দৌড়াদৌড়ি করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইতেন না। যাহারা কখন নিমাই পণ্ডিতকে দেখে নাই, তাহারা তাঁহার ভাব গতিক দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিত, "এই নিমাই পণ্ডিত? এ দেখি চঞ্চলের শিরোমণি, যেরূপ চঞ্চল তাহাতে পাঠে মন কিরূপে দেয়।" কিন্তু উচিত কথা বলিতে কি, যখন নিমাই পণ্ডিত টোলে বসিতেন, তখন তিনি অটল ও গম্ভীর। কাহার সাধ্য তাঁহার সহিত তখন চপলতা করে? অতি বৃদ্ধ ও অতি বিখ্যাত অধ্যাপকও তাঁহার কাছে আসিয়া ভয়ে ভয়ে বসিতেন।

নিমাই পণ্ডিত নিজে শ্রীহট্টীয়, আর বহুতর শ্রীহট্টবাসী নবদ্বীপে অধ্যয়ন করিতেন। নিমাই পণ্ডিত তাহাদিগকে দেখিলেই তাহাদের শ্রীহট্টীয়া কথা অনুকরণ করিয়া বিদ্রূপ করিতেন। তাহারা রাগে গরগর হইয়া বলিত, তুমি যে ঠাট্টা কর, তোমার বাড়া কোথায়? কিন্তু নিমাই পণ্ডিত এ সকল কথা কর্ণেও করিতেন না, আরও ঠাট্টা করিতেন। শেষে তাহারা ঠেঙ্গা হাতে করিয়া অধ্যাপক শিরোমণি নিমাই পণ্ডিতকে তাড়া করিত। তখন নিমাই পণ্ডিত দৌড় মারিতেন। দৌড়িতে যে তিনি চিরকাল বড়ই মজবুত তাহা তাঁহার ভক্তগণের বিশেষ রূপে জানা সম্ভব। নিমাই পণ্ডিত তাহাদিগকে

ঠাট্টা করিযাছেন বলিয়া, তাহারা কথন দেওয়ানে নালিস করিত, কখন বা পেয়াদাও আসিত; আর দারোগা অন্যায় করিয়া, নিমাই পণ্ডিতের দিক হইয়া, উলটিয়া বাদীগণকে ঠাট্টা করিত। তবে একটা কথা মনে রাখিতে হইবে। নিমাই নিজ দেশীয় ব্যতাত অন্য দেশীয় বালকগণকে কখন ঠাট্টা করিতেন না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বৈষ্ণব ব্যতাত কাহারও সঙ্গে তিনি শাস্ত্র যুদ্ধ করিতেন না। এ সকল কথা একত্রে স্মরণ রাখিতে হইবে।

মুকুন্দ দত্ত নামে এক জন চট্টগ্রামবাসা বৈদ্য-কুমার নবদ্বীপে অধ্যয়ন করিতেন। ইনি পরম বৈষ্ণব ও বড় সুগায়ক ছিলেন। অদ্বৈত সভায় কীর্ত্তন গান করিতেন। ইহাকে পাইলে নিমাই অল্পে ছাড়িতেন না। এক দিবস চঞ্চল নিমাই, চঞ্চল পড়ুয়াগণের সহিত, রাজপথে চাঞ্চল্য করিতে করিতে যাইতেছেন। এমন সময় দেখিলেন যে, মুকুন্দ তাঁহাকে দেখিয়া, ভয়ে এক পাশ হইতেছেন। নিমাই শিষ্যগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "তোমরা বলিতে পার, এটা আমাকে দেখিয়া পলায় কেন?" শিষ্যগণ উত্তর করিল, "বোধ হয়, অন্য কোন কায আছে।" নিমাই বলিলেন, "তা নয়। তোমরা বুঝিতেছ না। এটা বৈষ্ণব, আর বৈষ্ণবের শাস্ত্র পড়ে, আমার সঙ্গে বৃথা শাস্ত্রের কচ্‌কচি করিতে চাহে না, আমাকে পাষণ্ড ভাবে।" ইহাই বলিয়া হাসিতে হাসিতে মুকুন্দকে ডাকিয়া বলিতেছেন, "তুই পলাইস্ কোথা? আমার হাত হইতে তুই কখন পলাইতে পারবি না। কিছু কাল পরে তোকে এমন করিয়া বাঁধিব যে, তুই চিরকাল আমার নিকট আবদ্ধ থাক্‌বি।" তাহার পরে শিষ্যগণকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, "ভাই সব, আমি ঠিক কথা বলিতেছি, তোমরা দেখিবে আমিও বৈষ্ণব হইব। কিন্তু আমি উহার মত হইব না। আমি এমনই বৈষ্ণব হইব যে, স্বয়ং শিব আমার দ্বারস্থ হইবেন।" ইহা বলিয়া আপনিও হাসিলেন, শিষ্যগণও হাসিতে লাগিলেন। কেহ বা ইহাও ভাবিলেন, নিমাই পণ্ডিত নাস্তিক, মহাদেবকে মানেন না।

মাধব মিশ্রের তনয় গদাধর মিশ্র নিমাই অপেক্ষা ছোট। দেখিতে অতি সুন্দর, চরিত্র অতি মধুর, ন্যায় পাঠ করেন। তাঁহাকে দেখিলে, অমনি নিমাই তাঁহার দুই খানি হস্ত ধরিয়া শাস্ত্র যুদ্ধ করেন। শেষে গদাধর নিতান্ত কাতর হইয়া অনুনয় বিনয় করিয়া মুক্তি পান। নিমাই বলেন, "গদাধর, কল্য যেন আবার তোমার দেখা পাই।" গদাধর ভাবেন, এই বার পলাইতে পারিলে বাঁচি।

এই সময়ে শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী নবদ্বীপে আসিলেন। ইনি বৈদ্য কি কায়স্থ বংশীয়। হালিসহরের একাংশ কুমারহট্টে ইঁহার পূর্ব্ব নিবাস। গুরু মাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য। মাধবেন্দ্রপুরীর কথা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি।

মাধবেন্দ্রের অন্তর্দ্ধান কালে তাঁহার শিষ্য ঈশ্বরপুরী তাঁহাকে বড় সেবা করেন। তিনি তাহাতে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার সমুদায় প্রেম ঈশ্বরপুরীতে অর্পণ করিয়া যান। মাধবেন্দ্রপুরী এই শ্লোকটি মৃত্যুকালে রচনা করিয়া, উচ্চারণ করিতে করিতে, অপ্রকট হয়েন; যথা—

অয়ি দীনদয়ার্দ্রনাথ হে মথুরানাথ কদাবলোক্যসে।
হৃদয়ং ত্বদলোক কাতরং দয়িতভ্রাম্যতি কিং করোম্যহং॥

ঈশ্বরপুরী সর্ব্বদাই কৃষ্ণ প্রেমে বিহ্বল। তিনি এক খানি রাধাকৃষ্ণ রসঘটিত শ্রীকৃষ্ণলীলামৃত নামক কাব্য গ্রন্থ প্রস্তুত করিয়া, প্রত্যহ নিশিতে গদাধরকে লইয়া সেই গ্রন্থ পর্য্যালোচনা করেন।

এক দিবস ঈশ্বরপুরীর সহিত পথে নিমাইয়ের দেখা হইল। নিমাই তাঁহাকে দেখিয়া ভক্তি পূর্ব্বক প্রণাম করিলেন। ঈশ্বরপুরী শুনিলেন, ইনি নিমাই পণ্ডিত। তিনি নিমাইকে বড় পণ্ডিত বলিয়া জানিতেন, কিন্তু বোধহয়, চঞ্চল বলিয়া তাঁহার সহিত দেখা করেন নাই। এখন নিমাইকে দেখিয়া স্তম্ভিত হইলেন। এক দৃষ্টে তাঁহার আপাদমস্তক দর্শন করিতে লাগিলেন, আর মনে ভাবিতেছেন, "এ বালক যেন যোগসিদ্ধ পুরুষ। এ বস্তুটি কি?" নিমাই একটু হাস্য করিয়া বলিলেন, "শ্রীপাদের আমার ওখানে অদ্য ভিক্ষা করিতে হইবে। তাহা হইলে এখন যেরূপ আমাকে দেখিতেছেন, সারা দিন আমাকে নয়ন ভরিয়া দেখিতে পাইবেন।" উভয়ে ইহাতে একটু হাসিলেন। ঈশ্বরপুরী আগ্রহ করিয়া সেই ভিক্ষা স্বীকার করিলেন।

নিমাইয়ের সহিত ঈশ্বরপুরীর এই প্রথম পরিচয়। তদবধি প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে গদাধর ও নিমাই শ্রবণ করেন এবং ঈশ্বরপুরী তাঁহার গ্রন্থ পাঠ করেন। ঈশ্বরপুরী বলিতেছেন, "পণ্ডিত, আমার গ্রন্থ খানি তুমি শ্রবণ কর, ইহাতে যে দোষ আছে তাহা সরল ভাবে বলিয়া দাও, আমি সংশোধন করিব।" তাহাতে নিমাই বলিলেন, "কৃষ্ণের কথা, ভক্তের বর্ণন, তাহাতে দোষ ধরে এমন সাহস কার?" সে যাহা হউক, এক দিবস গ্রন্থ পাঠের সময় নিমাই একটি শ্লোকের ধাতু লাগে না বলিয়া

ভুল ধরিলেন। ঈশ্বরপুরী তখন উত্তর করিতে পারিলেন না। সারা নিশি ভাবিয়া তাহার পর দিন নিমাইকে বলিতেছেন, "তুমি যাহা পরস্মৈপদী করিয়াছ, আমি তাহা আত্মনেপদী করিয়াছি।" নিমাই হারি মানিলেন। কিছুকাল পরে ঈশ্বরপুরী নবদ্বীপ ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন।

এইরূপে নিমাই পণ্ডিত অহর্নিশি বিদ্যাচর্চ্চা করিতে লাগিলেন, এবং তাঁহার টোলের ক্রমশই শ্রীবৃদ্ধি হইতে লাগিল। ইতি মধ্যে হঠাৎ এক দিন তিনি অপ্রকৃতিস্থ হইলেন। তখন তিনি সম্পূর্ণ বিহ্বল হইয়া, কখন হাস্য কখন রোদন করিতে লাগিলেন, কখন বা মূর্চ্ছিত হইয়া মৃতবৎ পড়িয়া থাকিলেন। শচী ব্যস্ত হইয়া নিমাইয়ের সহজ জ্ঞান উদয় করিবার নিমিত্ত নানা উপায় করিতে লাগিলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না, নিমাই যেরূপ সেইরূপই রহিলেন। তখন পাড়ার যাঁহারা পরমাত্মীয় ছিলেন, তাঁহাদিগকে ডাকিয়া শচী তাঁহার বিপদের কথা বলিলেন। তাঁহারা আসিয়া নিমাইয়ের ভাব কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। শেষে ইহাই স্থির করিলেন যে, নিমাইয়ের বায়ুরোগ হইয়াছে, তাঁহাকে বিষ্ণু-তৈল মাখাইতে হইবে। বিষ্ণু-তৈল সংগৃহীত হইল। আর নিমাইকে ঐ তৈল দ্বারা উত্তম মর্দ্দন করিতে লাগিলেন। অতি অল্প কাল মধ্যে নিমাইয়ের সে ভাব সারিয়া গেল। মায়ের অনুরোধে আরোগ্য হইলেও নিমাই বিষ্ণু-তৈল মাখিতে লাগিলেন, কিন্তু তাঁহার পীড়া আর ছিল না। পাঠক কৃপা করিয়া এই ঘটনাটি স্মরণ রাখিবেন। পরে এই ঘটনা লইয়া কিছু বিচার করিবার ইচ্ছা রহিল।

এখন নিমাইয়ের যৌবনারম্ভ। কিছু কাল পরে ইচ্ছা হইল পূর্ব্বদেশে গমন করিবেন। এই অভিপ্রায় মায়ের কাছে ব্যক্ত করিলেন। জননী নিমাইকে ছাড়িয়া দিতে চাহিলেন না। কিন্তু নিমাই তাঁহাকে নানাবিধ প্রবোধ দিয়া পূর্ব্বাঞ্চলে গমনের উদ্যোগ করিলেন। আপনার ঘরণী লক্ষ্মী দেবীকে মায়ের কাছে রাখিয়া, সঙ্গে কয়েকটি শিষ্য লইয়া, একেবারে পদ্মার ধারে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু তাহার পর পদ্মা পার হইয়া কোন্ কোন্ স্থানে বাস করিয়াছিলেন, তাহা স্থির করা যায় না। কেহ কেহ বলেন যে, এই উদ্যোগে তিনি শ্রীহট্টে নিজ পিতামহের বাটীতে গিয়াছিলেন। কিন্তু নিমাইয়ের জ্যেষ্ঠতাততনয় শ্রীপ্রদ্যুম্ন মিশ্র কর্ত্তৃক প্রণীত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রোদয়াবলী গ্রন্থে দেখিতে পাই, তিনি তখন সেখানে যান নাই।

তপন মিশ্র।

যখন নিমাই পণ্ডিত পূর্ব্বাঞ্চলে উপস্থিত হইলেন, তখন তাঁহার সঙ্গীগণ দেখিলেন যে, তাঁহার যশ, তাঁহার আগমনের পূর্ব্বেই, পূর্ব্বদেশ ব্যাপিয়াছে। নিমাই পণ্ডিত আসিয়াছেন শুনিয়া পূর্ব্বাঞ্চলের পড়ুয়াগণ মহা আনন্দিত হইয়া, দলে দলে তাঁহার নিকট আসিতে লাগিলেন। সকলে বলিলেন যে, তাঁহারা তাঁহার টিপ্পনী দেখিয়া ব্যাকরণ অভ্যাস করিয়া থাকেন। আর তাহাদের বহুভাগ্য যে তিনি এখন স্বয়ং তাহাদের দেশে আগমন করিয়াছেন।

যে নিমাই পণ্ডিত এত চঞ্চল, যিনি বিদ্যারসে দিবানিশি উন্মত্ত, যিনি বৈষ্ণব দেখিলে বিদ্রূপ করিতেন, সেই নিমাই পণ্ডিত, পূর্ব্বাঞ্চলে কয়েক মাস মাত্র বাস করিয়া, তাহারই মধ্যে সেই দেশ হরিনামে উন্মত্ত করিলেন। চৈতন্যভাগবত গ্রন্থকার বলেন, যে নিমাই পণ্ডিত কয়েক মাস পূর্ব্বাঞ্চলে থাকায় ঐ প্রদেশ একেবারে উদ্ধার হইয়াছিল।

চৈতন্যমঙ্গল গ্রন্থকার বলেন যে, সেই সময় তিনি হরিনামের নৌকা সাজাইয়া, সজ্জন, দুর্জ্জন, আচারী, বিচারী, পতিত ও অধম সকলকে পার করিয়াছিলেন। আশ্চর্য্যের কথা এই যে, যখন নবদ্বীপে ছিলেন, তখন এ ভাব কিছুই ছিল না; আবার নবদ্বীপে যখন প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন, তখনও এ ভাব কিছুই রহিল না।

এই পূর্ব্বাঞ্চলে থাকিবার সময় তপন মিশ্র নামক এক জন অতি সাধু ব্রাহ্মণ, নিমাই পণ্ডিতের নিকট আসিয়া, সর্ব্ব সমক্ষে দণ্ডবৎ হইয়া বলিলেন যে, তিনি স্বপ্নে জানিয়াছেন যে নিমাই পণ্ডিত পূর্ণব্রহ্ম সনাতন। অতএব তিনি তাঁহার নিকট উদ্ধার হইতে আসিয়াছেন। এ কথা শুনিয়া নিমাই পণ্ডিত জিহ্বা কাটিয়া বলিলেন, "এ কথা বলিতে নাই, জীবকে ভগবান বুদ্ধি মহাপাপ।" ইহাই বলিয়া তাঁহাকে "হরে কৃষ্ণ" মন্ত্র জপ করিতে উপদেশ দিলেন, আর সেই সঙ্গে সঙ্গে এক অদ্ভুত কথা বলিলেন। সে কথাটি এই, "তুমি কাশীতে গিয়া বাস কর, সেখানে তোমার সহিত আমার দেখা হইবে।" এই আজ্ঞা পাইয়া তপন মিশ্র সস্ত্রীক অনতিবিলম্বে বারানসীতে গমন করিলেন। সেখানে তপন পথ চাহিয়া রহিলেন, আর দশ বৎসর পরে নিমাইকে দেখিতে পাইলেন!

কয়েক মাস পরে নিমাই পণ্ডিত পূর্ব্বদেশ হইতে নবদ্বীপে ফিরিয়া আসিলেন। সন্ধ্যার সময় বাড়ী পৌছিলেন। সঙ্গে বহুতর দ্রব্যাদি আনিয়াছিলেন। সমস্তই,

জননীর চরণে রাখিয়া, তাঁহাকে অন্ন প্রস্তুত করিতে বলিয়া, সঙ্গীগণ সহ গঙ্গাস্নানে গেলেন।

নিমাই পণ্ডিত ভোজন করিলেন। করিয়া, বহির্দ্বারে আসিয়া বসিলেন। তাঁহার আত্মীয় স্বজন প্রভৃতি বহু লোক তাঁহাকে ঘিরিয়া বসিলেন। এই সমস্ত অভ্যাগত বন্ধু বান্ধবের নিকট পূর্ব্বাঞ্চল বাসের বিবরণ বলিতে লাগিলেন। আর যে যে বাঙ্গালিয়া কথা শুনিয়াছেন ও শিখিয়া আসিয়াছেন, তাহা একে একে শ্রোতৃবর্গকে শুনাইতে লাগিলেন। তাঁহার অনুকরণের পারিপাট্য দেখিয়া সকলে হাসিতে লাগিলেন, নিমাই আপনিও হাসিতে লাগিলেন।

তাহার পর, নিমাই বাড়ীর ভিতর গেলেন। তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে নিতান্ত আত্মীয়গণও চলিলেন। তখন জননীকে ডাকিয়া বলিলেন, "মা, তোমার মুখ মলিন কেন? বিদেশ হইতে আমি বাড়ী আসিলাম, ইহাতে তুমি আনন্দিত না হইয়া দুঃখিতের মত রহিয়াছ কেন?" এই কথা শুনিয়া শচী কাঁদিয়া উঠিলেন। জননীর রোদন দেখিয়া নিমাই বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "মা, তুমি কাঁদিতেছ কেন? আমার বোধহয় তোমার বধুর কোন অমঙ্গল হইয়াছে।" তখন সঙ্গে যাঁহারা ছিলেন, তাঁহারা বলিলেন, "তাহাই বটে তোমার ঘরণী বৈকুণ্ঠ লাভ করিয়াছেন। তাঁহার সর্পাঘাত হইয়াছিল, আর বহু চেষ্টায়ও তাহার প্রতিকার হয় নাই।"

তখন নিমাই বদন হেঁট করিলেন ও নীরবে অল্পক্ষণ রোদন করিলেন। একটু পরে ধৈর্য্য ধরিয়া জননীকে বলিলেন, "মা, তুমি কি শুন নাই যে, যে স্ত্রীলোক স্বামীর আগে দেহ ত্যাগ করে, সে বড় ভাগ্যবতী? সে উত্তম ভাগ্য পাইয়াছে, আমাদের ক্ষোভ করা কর্ত্তব্য নহে।" ইহাই বলিয়া আপনি ধৈর্য্যাবলম্বন করিলেন।

নিমাই পণ্ডিত যখন নবদ্বীপে আসিলেন, তখন পূর্ব্বদেশ হইতে বহুতর শিষ্য তাঁহার স্থানে অধ্যয়ন করিবার জন্য তাঁহার সঙ্গে আসিলেন। পূর্ব্বকার তাঁহার যে সকল পড়ুয়া ছিল, আর নবাগত পড়ুয়া লইয়া, তিনি পুনরায় মুকুন্দসঞ্জয়ের চণ্ডীমণ্ডপে টোল বসাইলেন। নিমাই পণ্ডিত অল্প বয়সে অধ্যাপক, এই জন্য তাঁহার বড় মহিমা। তাহাতে বিদ্যা ও বুদ্ধিতে তাঁহার যশ সমস্ত দেশ ব্যাপিয়াছে। চরিত্র অতি নির্ম্মল, শিষ্যের সহিত কি অন্যান্য লোকের সহিত ব্যবহার অতি মধুর। পড়ুয়াগণ তাঁহার

নিকটে পড়া মহাভাগ্য বলিয়া মনে করিত। পূর্ব্বদেশে গোপনে গোপনে প্রেম ভক্তি বিতরণরূপ যে একটী কাণ্ড করিয়া আসিয়াছেন, নবদ্বীপে তাঁহার সে ভাবের এখন চিহ্ন মাত্রও নাই। নিমাই পূর্ব্বাঞ্চল যখন পরিত্যাগ করেন, তখন সে দেশের লোকেরা কি বলিতে লাগিল, তাহা চৈতন্য-মঙ্গলে এরূপ বর্ণিত আছে—

ঐ শোন আমার নিমাই ডাকেরে।
কে যাবি আয় ভব সাগর পারে॥ ধ্রুঁ।
চণ্ডাল পতিত কিবা সজ্জন দুর্জ্জন।
সবারে যাচিয়া প্রভু দিল হরি নাম॥
শুচি বা অশুচি কিবা আচার বিচার।
নাম দিয়া সবারে কৈল ভব পার॥
নাম সংকীর্ত্তন নৌকা প্রভু সাজাইয়া।
পার কৈল সব লোক আপনি যাচিয়া॥
যে জন পলায় তায় ধরে কোলে করি।
ভব নদী পার করে গৌরাঙ্গ শ্রীহরি॥
এ হেন করুণা নাহি দেখি কোন যুগে।
কোন্ অবতারে কোথা কেবা পাপ মাগে॥
সবারে পবিত্র কৈল শ্রীচরণ ধরি।
রাধাকৃষ্ণ প্রেমের করিল অধিকারী॥
দয়ার সাগর প্রভু সর্ব্ব লোক পতি।
করুণা প্রকাশি লোকের কৈল শুদ্ধ মতি॥

বস্তুতঃ নিমাই পূর্ব্ববঙ্গ দেশে আর যান নাই। কিন্তু সেখানে অধিকাংশ লোক তাঁহার ভক্ত। অতএব যে শক্তিতে নিমাই ঐ দেশে বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচার করেন, তাহা অননুভবনীয়।

নিমাইয়ের বয়স অষ্টাদশ, ব্যাকরণ পড়াইয়া থাকেন। তাঁহার কথায় তপনমিশ্র দেশ ত্যাগ করিবেন কেন? কিন্তু তাহা তিনি করিলেন। আবার নিমাই ভবিষ্যতে বারানসীতে যাইবেন, তাহা তিনি জানিতেন, নতুবা এ কথা কিরূপে বলেন যে, তোমায় আমায় বারানসীতে দেখা হইবে? আর তপন এই আশায় দশ বৎসর প্রতীক্ষা করিয়া পরে কৃতার্থ হইলেন।

ভাল, তপন মিশ্র না হয় নিকটে আসিয়া নিমাইকে দর্শন কি স্পর্শ

করিয়া উদ্ধার হইলেন। কিন্তু সমস্ত পূর্ব্বাঞ্চলকে সেই ব্যাকরণের শিশু অধ্যাপক নিমাই, কিরূপে হরিনামে উন্মত্ত করিলেন?

চণ্ডাল পতিত কিবা সজ্জন দুর্জ্জন।
সবারে যাচিয়া প্রভু দিল হরিনাম॥

কেন করিলেন, তাহার কারণ লেখা আছে—

দয়ার সাগর প্রভু সর্ব্ব লোক পতি।
করুণা প্রকাশি লোকের কৈল শুদ্ধ মতি॥

কিন্তু কিরূপে করিলেন, তাহা বলিতে পারি না।

নিমাই পড়াইতে এরূপ তৎপর যে, তাঁহার নিকট পড়িলে, পড়ুয়ার ক্লেশ হয় না, আর অতি অল্প সময়ে পাঠ অভ্যাস হয়। সুতরাং নিমাই-পণ্ডিতের টোল ক্রমেই শ্রীসম্পন্ন হইতে লাগিল। শ্রীচৈতন্যভাগবত গ্রন্থ [illegible] বিবরণ উদ্ধৃত করিলাম—

কত বা প্রভুর শিষ্য তার অন্ত নাই।
কত বা মণ্ডলী হয়ে পড়ে ঠাঁই ঠাঁই॥
প্রতি দিন দশ বিশ ব্রাহ্মণ কুমার।
[illegible] আসিয়া প্রভুর পায়ে করে নমস্কার॥

[illegible] আর শচীর ঘরে দারিদ্র নাই, এখন নিমাই নবদ্বীপের মধ্যে এক জন প্রধান পণ্ডিত বলিয়া গণ্য হইয়াছেন। বড় বড় বিষয়ীগণ নিমাই পণ্ডিতকে রাজপথে দেখিলেই অমনি দোলা হইতে নামিয়া, তাঁহাকে নমস্কার করেন। যেখানে ক্রিয়া কর্ম্ম হয় তাহার উপহার অবশ্যই তাঁহার বাড়ীতে আসে। কিন্তু নিমাই বড় ব্যয়শীল বলিয়া ধন সঞ্চয় হইত না। অতিথি পাইলেই তাহাকে যত্ন করিয়া আহার করাইতেন। সাধু দেখিলেই তদ্দণ্ডে তাহাকে নিমন্ত্রণ করিতেন। এইরূপে শচীদেবীকে প্রত্যহ দশ বিশটী অতিথির সেবা করিতে হইত। এই সময় কেশবকাশ্মিরী নামক এক জন মহাপণ্ডিত নবদ্বীপে আসিলেন।

পণ্ডিত কেশব, কাশ্মির দেশীয়, দিগ্বিজয় করিয়া বেড়াইতেছেন। ভারতবর্ষে যেখানে যেখানে পণ্ডিতের স্থান আছে, সর্ব্ব স্থান জয় করিয়া শেষে নবদ্বীপে আগমন করিলেন। এই নবদ্বীপ জয় করিতে পারিলেই তিনি অদ্বিতীয় হইবেন। চাল্-চলন খুব বড় মানুষের মত। সঙ্গে হাতি ঘোড়া, লোক জন বিস্তর আছে। তিনি 'আটোপ টঙ্কারে' বলিলেন, "এই

এবার কে কোন পণ্ডিত সাহসী থাকেন, তবে আসিয়া তাঁহার সহিত ছায় শ্লোক প, নতুবা তাঁহাকে জয় পত্র লিখিয়া দিউন।” বিচারে যদি তিনি দিগ্বিজয়ীর পরিতে পারেন, তবে নবদ্বীপ সমাজ হইতে তাঁহাকে উপহার নিমাই পণ্ডি। যদি তিনি পরাজিত হয়েন, তবে তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি নারণেই হউগণের হইবে।

তাঁহার বজয় করা তখন সহজ ব্যাপার ছিল না। যেহেতু রঘুনাথ, রঘুন নিমামাই পণ্ডিত প্রভৃতি পণ্ডিত মণ্ডলী তখন নবদ্বীপে বিরাজিত ছিলেনয়ের প্রাকন্তু কেশবের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে একটি কথা প্রচার হইল। সকলেহার কতে লাগিল, তিনি সরস্বতার বরপুত্র। সরস্বতী স্বয়ং কেশবের জিহ্বায় বস, া বিচার করেন, তাঁহাকে পরাজয় করিবার কাহারও সম্ভাবনা নাই। এইজনরব বিশ্বাস হওয়াতে, যত [illegible] গেল। সরস্বতীর সহিত কে যুদ্ধ করিবে? যিনি যত বড় [illegible] তাঁহার সহিত নবদ্বীপের পণ্ডিতের বিচার করিতে. [illegible] সরস্বতীর সহিত কে বিচার করিবে? সকলে মহা চিন্তিত [illegible] নবদ্বীপের মান থাকে, তাহার নানাবিধ পরামর্শ [illegible] এমন সময়, কেশবকাশ্মিরীর সহিত নিমাই পণ্ডিতের দেখা হ[illegible]

সে এইরূপে। গ্রীষ্মকাল, জ্যোৎস্না রজনী। নিমাই পণ্ডিত বহুতর শিষ্য সহ সুরধুনী তীরে বসিয়া, শাস্ত্রালাপও করিতেছেন, কৌতুক রহস্যও করিতেছেন। এমন সময়, সেই পথ দিয়া কেশব যাইতেছিলেন। বহুতর পড়ুয়া দেখিয়া এবং অন্তর হইতে নিমাই পণ্ডিতের কথা শুনিয়া, একটু কৌতূহলী হইয়া অধ্যাপকের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। শুনিলেন, নিমাই পণ্ডিত। নিমাই পণ্ডিত বড় পণ্ডিতদের মধ্যে এক জন। কেশব ভাবিলেন যে, ইনি কি বস্তু জানিয়া যাইবেন। তাঁহার কোথাও যাইতে দ্বিধা কি ভয় নাই, কারণ তিনি দিগ্বিজয়ী।

তখন সেই সভায় প্রবেশ করিয়া নিজ জন দ্বারা আপনার পরিচয় দিলেন। এ কথা শুনিয়া, নিমাই পণ্ডিত শিষ্যগণের সহিত দণ্ডায়মান হইয়া, মহা সমাদরে তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন। তাহার পরে সকলে বসিলে, কেশব বলিতেছেন, “তুমি নিমাই পণ্ডিত?” নিমাই কোন কথা কহিলেন না। কেশব নিমাইকে অতি বালক দেখিয়া একটু মুরব্বিপানা ভাবে বলিতেছেন, “তোমার বয়স অল্প, কিন্তু তোমার ব্যাকরণে বড়

প্রতিষ্ঠা, এ কথা আমি শুনিয়াছি।” তাহাতে নিমাই দিগের শিশু “আমি ব্যাকরণ পড়াই বটে, কিন্তু সে আমার পড়েন আমিও বুঝি না, আমার শিষ্যরাও বুঝে না। কোথা কা দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত, কোথা আমি বালক, অজ্ঞ।” কেশব বে উত্তর দিলেন। তখন নিমাই পণ্ডিত বলিতেছেন, “এ খ আপনি কিঞ্চিৎ গঙ্গা স্তব প্রস্তুত করিয়া আমাদিগকে ান আমরা শুনিয়া তৃপ্ত হই ও আমাদের পাপও অন্তর্হিত হাতে কেশব, “তাহাই হউক” বলিয়া গঙ্গার স্তব পড়িতে লাগিলেন

কেশব পড়িতেছেন, কিরূপে, না ঝড়ের ন্যায়। লি পড়ও চিন্তা করিতেছেন না। একটি শ্লোক যেই শেষ হইতেছে, অমনি আর একটি আওড়াইতেছেন।

স্তব শুনিয়া সকলে স্তম্ভিত। মুহূর্ত্ত মধ্যে এরূপ একটি স্তব প্রস্তুত করা মনুষ্যের সাধ্য নয় বলিয়া, সকলের বোধ হইল। ছাত্রগণ বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া, “হরি হরি” স্মরণ করিতে লাগিলেন। নিমাই পণ্ডিতের উপর তাঁহাদের অতীব ভক্তি। কিন্তু কেশবের পাণ্ডিত্য দেখিয়া মনে ভয় হইল যে, তাঁহাদের [illegible] এরূপ পণ্ডিতের সহিত বিচারে পারিবেন কি না।

কিন্তু নিমাই সেরূপ আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন না, না হইয়া দিগ্বিজয়ীর বহুল প্রশংসা করিলেন। বলিলেন, “আপনার ন্যায় কবি জগতে দুর্লভ। আপনার শক্তি অমানুষিকা। এখন আমার একটি বিনীত নিবেদন আছে। শ্লোকের দোষ গুণ বিচার না করিলে, উহা ভাল রূপ আস্বাদন করা যায় না। অতএব আপনি যে শ্লোক গুলি পাঠ করিলেন, ইহার একটি লইয়া বিচার করিয়া আমাদের কর্ণ তৃপ্ত করুন।”

তখন দিগ্বিজয়ী বলিলেন, “তোমার অভিপ্রায় কোন্ শ্লোক লইয়া আমি বিচার করিব বল, আমি তাহার অর্থ করিতেছি।” ইহাতে নিমাই পণ্ডিত কেশবের পঠিত শ্লোকের মধ্যে একটি শ্লোক আওড়াইলেন।

সেটি এই ঃ—

মহত্বং গঙ্গায়াঃ সততমিদমাভাতি নিতরাম্
যদেষা শ্রীবিষ্ণোশ্চরণকমলোৎপত্তিসুভগা।
দ্বিতীয়শ্রীলক্ষ্মীরিব সুরনরৈরর্চ্চ্যচরণা
ভবানীভর্ত্তুর্যা শিরসি বিহরত্যদ্ভুতগুণা॥

এবার কেশব বিস্মিত হইলেন। হইয়া বলিতেছেন, "আমি ঝঞ্ঝাবাতের ন্যায় শ্লোক পড়িয়া গেলাম, তুমি ইহার মধ্যে একটি কিরূপে কণ্ঠস্থ করিলে?" দিগ্বিজয়ীর মনের ভাব যে, নিমাই পণ্ডিত সম্ভবত শ্রুতিধর হইবেন। নিমাই পণ্ডিত কেশবের মনের ভাব বুঝিয়াই হউক বা অন্য কোন কারণেই হউক, উত্তর করিলেন, "কেহ যা সরস্বতীর বরে কবি হয়, কেহ বা তাঁহার বরে শ্রুতিধর হয়।" এই কথায় কেশবের মনে দৃঢ় বিশ্বাস হইল, নিমাই পণ্ডিত নিশ্চয়ই শ্রুতিধর হইবেন। ইহাই ভাবিয়া, নিমাইয়ের প্রতি ভক্তি হইল। তখন একটু পরিশ্রম করিয়া সেই শ্লোকের গুণ বিচার করিতে লাগিলেন। গুণ বিচার সমাপ্ত হইলে, নিমাই পণ্ডিত বলিতেছেন, "আপনি যেরূপ গুণ বিচার করিলেন, ইহাতে নিতান্ত কৃতার্থ হইলাম, এক্ষণে ঐ শ্লোকে কি কি দোষ আছে বলুন।"

দিগ্বিজয়ীর বিচার করিয়া করিয়া জিগীষা বৃত্তিটা অতিশয় বাড়িয়া গিয়াছিল। নিমাই পণ্ডিতের মুখে শ্লোকের "কি দোষ আছে" এই কথা শুনিয়াই ক্রুদ্ধ হইলেন। তখন বলিতেছেন, "তুমি বৈয়াকরণ, কিন্তু শ্লোকের দোষ গুণ বিচার করা অলঙ্কার শাস্ত্রের কার্য্য। তুমি ব্যাকরণ শিশু-শাস্ত্র পড়িয়াছ, অলঙ্কার পড় নাই, তুমি শ্লোকের দোষ-গুণ-বিচার কি বুঝিবে?"

নিমাই পণ্ডিত বলিলেন, "আমি অলঙ্কার পড়ি নাই, কিন্তু [illegible], তাহাতেই শ্লোকের যে যে দোষ বলিতেছি।" এই বলিয়া শ্লোকের দো[illegible] বিচার করিতে লাগিলেন। যাঁহারা এই বিচার ভাল করিয়া পর্য্যালোচনা করিতে চাহেন, তাঁহারা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থ পড়িবেন। সেই গ্রন্থে, নিমাই পণ্ডিত কোন স্থানের কি কি দোষ ধরিলেন, তাহা সমস্তই পরিষ্কার রূপে লেখা আছে। নিমাই পণ্ডিত শ্লোকের দোষ ধরিতে থাকিলে, কেশব উহার অপর পক্ষ সমর্থন করিতে গেলেন। কিন্তু কিছুই করিতে পারিলেন না। তাঁহার সমুদায় প্রতিভা নষ্ট হইয়া গেল। শেষে সংজ্ঞাহারা লোকের ন্যায় প্রলাপ বকিতে লাগিলেন। দিগ্বিজয়ী, বালক অধ্যাপকের নিকট, সহস্র সহস্র লোকের সম্মুখে, এরূপ অপদস্থ হওয়ায়, তাঁহার ঘৃণা, লজ্জা ও অপমানে একেবারে সহজ জ্ঞান গেল। তাঁহার এই অবস্থা দেখিয়া নিমাইয়ের কোন কোন শিষ্য হাসিতে লাগিল।

নিমাই পণ্ডিত তখন রুক্ষ ভাবে সেই সকল পড়ুয়াকে নিবারণ করিলেন। পরে কেশবকে সান্ত্বনা করিয়া বলিতেছেন, "কবিত্বে দোষ

থাকা কোন গ্লানির কথা নহে, কালিদাস ও ভবভূতিতেও দোষ আছে। কবিত্ব শক্তি থাকাই ভাগ্যের কথা, তাহা আপনার প্রচুর পরিমাণে আছে। অতএব কোন শ্লোকে যদি দোষ থাকে, তাহাতে আপনার কুণ্ঠিত হইবার কোন কারণ নাই। অদ্য রাত্রি অধিক হইয়াছে, গৃহে গমন করুন, কল্য আপনার সহিত ভাল করিয়া বিচার করিব।"

দিগ্বিজয়ী নিমাইয়ের মধুর বাক্যে কিঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া ধীরে ধীরে বাসায় গমন করিলেন। কিন্তু তাঁহার নিদ্রা হইল না। সমস্ত রাত্রি দুঃখে সরস্বতীর স্তব পড়িতে লাগিলেন। প্রত্যূষে একে বারে নিমাই পণ্ডিতের বাড়ী আসিয়া উপস্থিত। নিমাই শয়ন ঘর হইতে যেমন বাহিরে আসিলেন, অমনি কেশব তাঁহার চরণে পড়িলেন। ইহা দেখিয়া নিমাই পণ্ডিত দুই বাহু ধরিয়া তাঁহাকে উঠাইলেন। উঠাইয়া বলিলেন, "আপনি প্রবীন পণ্ডিত, আমি বালক। আমার নিকট এরূপ দৈন্য করিয়া কেন আমাকে অপরাধী করিতেছেন?" তখন কেশব বলিতেছেন, "আপনি আমার কাহিনী অগ্রে শ্রবণ করুন। আমি আপনার নিকট অপদস্থ হইয়া সারা রাত্রি সরস্বতীর স্তব করিয়াছিলাম। অল্প রজনী থাকিতে একটু তন্দ্রা আইল। তখন সরস্বতী দেবী আমাকে দর্শন দিয়া বলিলেন, 'তুমি যাঁর নিকট পরাজিত হইয়াছ, তাঁহার অগ্রে আমি লজ্জায় যাইতে পারি না। তাঁহার সম্মুখে আমার কিছু স্ফূর্ত্তি হয় না, তিনি আমার কান্ত। তুমি এত দিন আমাকে সেবা করিয়া, যাহা মনুষ্যের পুরুষার্থ তাহা পাইয়াছ। তুমি অতি প্রত্যূষে তাঁহার নিকট গিয়া আত্ম সমর্পণ করিও।' এই আজ্ঞা পাইয়া এখন আমি আপনার চরণে স্মরণ লইলাম। সর্ব্বদা বিচার-যুদ্ধ করিয়া আমার কুপ্রবৃত্তি সকল অতিশয় বলবতী হইয়াছে, এখন আপনি কৃপা করিয়া আমার সমস্ত বন্ধন ছেদন করিয়া দিউন।" ইহা বলিয়া দিগ্বিজয়ী কান্দিতে কান্দিতে নিমাইয়ের চরণে আবার পড়িলেন। তখন নিমাই পণ্ডিত তাঁহাকে দুই চারিটি কথা বলিলেন, কি বলিলেন তাহা কিছু জানা যায় না। তবে সেই কেশব তদ্দণ্ডে বাসায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া আপনার যে সম্পত্তি ছিল, সমুদায় বিতরণ করিলেন, ও দণ্ডকমণ্ডলধারী হইয়া ও কৌপীন পরিয়া, জন্মের মত সংসার ত্যাগ করিয়া বাহির হইলেন।

পঞ্চম অধ্যায়।

কৌতুক রহস্য, সদা ভক্ত সঙ্গে।
সাঁতারে আনন্দ গঙ্গার তরঙ্গে॥
নগরে ভ্রমণ, চঞ্চলের মত।
নৌকা বিহারাদি, দৌড়াদৌড়ি রত।
আমার গৌরাঙ্গ, বড়ই চঞ্চল।
সেই গুণে মোর; পরাণ হরিল॥

শ্রীবলরাম দাসের গৌরাঙ্গষ্টক।

নিমাই পূর্ব্ববঙ্গ দেশে যাহাই করুন, আর কাহারও কাহারও কাছে যাহাই বলুন, নবদ্বীপের রাজপথে তিনি যেরূপ চঞ্চল ছিলেন, সেই রূপই রহিলেন। যখন টোলের মধ্যে তখন নিতান্ত গম্ভীর, কিন্তু বাহিরে আসিলে সে গাম্ভীর্য্যের লেশ মাত্র থাকিত না। নিমাই পণ্ডিতের যশঃ পূর্ব্বেই প্রচুর পরিমানে ছিল, তাহার পরে দিগ্বিজয়ীকে জয় করায় সেই যশঃ আরও বাড়িয়া গেল। তখন তাঁহার পাণ্ডিত্য দেখিয়া, যাহারা তাঁহাকে অবজ্ঞা করিত, তাহারাও বলিতে লাগিল যে নিমাই পণ্ডিতের মত পণ্ডিত আর জগতে নাই, তিনিই এবার নবদ্বীপের মান রক্ষা করিয়াছেন। এইরূপ অবস্থায় নিমাই পণ্ডিতের অন্যান্য অধ্যাপকের ন্যায় গম্ভীর হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু তিনি তাহা হইলেন কই ?

এখন তাঁহার বয়ক্রম উনবিংশতি বৎসর। পট্ট বস্ত্র পরিয়া, নিমাই পণ্ডিত বাম হস্তে পুঁথি লইয়া তাম্বুল চর্ব্বণ করিতে করিতে কয়েকটি ছাত্র সঙ্গে, নগর ভ্রমণে বাহির হইলেন। অমানুষিক রূপ, কমল লোচন, নূতন যৌবন, তাঁহাকে দেখিবার নিমিত্ত পথে লোক দাঁড়াইত। কিন্তু তিনি তাহাদের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া হাস্য কৌতুকে চলিতেছেন। এক দিন পথে শ্রীবাসের সহিত দেখা। শ্রীবাস পরম বৈষ্ণব ও বৈষ্ণবগণের মধ্যে অদ্বৈত আচার্য্য ব্যতীত আর সকলেরই প্রধান। নিমাই পণ্ডিতের পিতা জগন্নাথ মিশ্রের সহিত তাঁহার আত্মীয়তা ছিল, এবং তাঁহার ঘরণী

মালিনীর সহিত শচী দেবীর অত্যন্ত প্রীতি ছিল। শ্রীবাস ও মালিনী নিমাই পণ্ডিতকে ছেলে বেলা কোলে করিয়াছেন। সুতরাং তখন হইতেই নিমাইকে ইঁহারা বাৎসল্য-স্নেহ চক্ষে দেখিতেন। শ্রীবাস দেখিতে পাইলেন যে, নিমাই পণ্ডিত শিষ্যগণ সঙ্গে করিয়া, হাসিতে হাসিতে দক্ষিণ হাত দোলাইয়া দ্রুত গমনে আসিতেছেন। তখন শ্রীবাস জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "কোথা যাইতেছ, উদ্ধতের শিরোমণি?"

নিমাই পণ্ডিত শ্রীবাসকে নমস্কার করিয়া দাঁড়াইলেন। মাথা হেঁট করিয়া রহিলেন। যেন হাসি আসিতেছে, কেবল শ্রীবাসের অনুরোধে গম্ভীর হইয়া দাঁড়াইয়া আছেন। শ্রীবাস ভাব দেখিয়া বলিলেন, "নিমাই! তুমি লিখিয়া পড়িয়া কি ফল পাইতেছ? শ্রীকৃষ্ণের চরণ প্রাপ্তি জীবনের চরম উদ্দেশ্য, তুমি ত পরম পণ্ডিত ও বুদ্ধিমান। আমাকে বুঝাইয়া বল দেখি, তুমি শ্রীভগবচ্চরণ ভজন না করিয়া এই যে দিবানিশি বিদ্যা চর্চ্চা করিতেছ, তাহাতে তোমার কি লাভ হইবে?"

ইহাতে নিমাই সেই কপট গাম্ভীর্য্য রক্ষা করিয়া বলিতেছেন, "পণ্ডিত! আমি বালক বলিয়া আমায় কেহ গ্রাহ্য করে না। আমি আর কিছু পড়িলে, লোকে মানিবে ও চিনিবে। তখন আমি একটি ভাল দেখিয়া বৈষ্ণব খুঁজিব, এবং আমি এরূপ বৈষ্ণব হইব যে, আপনারা পর্য্যন্ত অবাক হইয়া যাইবেন। পণ্ডিত! আমি আপনাকে মনের কথা বলিতেছি, আমি এরূপ বৈষ্ণব হইব যে, অজ ভব পর্য্যন্ত আমার দুয়ারে আসিয়া উপস্থিত হইবেন।" ইহাই বলিয়া নিমাই পণ্ডিত গাম্ভীর্য্য হারাইয়া হাসিতে লাগিলেন।

শ্রীবাসও হাসিলেন, আর বলিলেন, "ভাল চঞ্চলকে আমি ধর্ম্ম উপদেশ দিতে আসিয়াছি! ভাল, নিমাই, তুমি কি দেবতা ব্রাহ্মণ মান না?" ইহাতে নিমাই উত্তর করিলেন, "সোঽহং! শ্রীভগবান যিনি, আমিও তিনি, তবে আর কাহাকে মানিব?" এই বলিয়া হাসিতে হাসিতে চলিলেন। শ্রীবাস হাসিলেন বটে, কিন্তু একটু দুঃখিতও হইলেন। নিমাই তাঁহার স্নেহের পাত্র, তাহার মুখে এইরূপ মূঢ় নাস্তিক-তত্ত্ব শুনিয়া, তাঁহার দুঃখিত হইবারই কথা। তাহার পরে শ্রীবাসের মনে একটু আশাও ছিল। সেটি এই যে, নিমাই পণ্ডিত বৈষ্ণবের পুত্র, অবশ্য বৈষ্ণব হইবে। আর

নিমাই পণ্ডিতের ন্যায় যদি কোন শক্তিধর লোক বৈষ্ণব-সমাজে প্রবেশ করে, তবে তাঁহাদের সম্প্রদায়ের শ্রীবৃদ্ধি হইবে। সে আশা পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা অল্প দেখিয়াও শ্রীবাস দুঃখিত হইলেন। শ্রীবাসকে দেখিয়া, কপট দীনতার সহিত নিমাই যে ঘাড় হেট করিয়া দাঁড়াইতেন, কি কপট গাম্ভীর্য্যের সহিত তাঁহার উপদেশ শ্রবণ করিতেন, কি কখন কখন নিতান্ত চঞ্চলের ন্যায় "আমি সেই" বলিয়া তাঁহার মনে ভয় জন্মাইয়া দিতেন, এ কথা, তাহার কয়েক বৎসর পরে মনে করিয়া; শ্রীবাস বড় সুখ পাইতেন।

নিমাইয়ের আর একটি চাঞ্চল্যের কথা বলিব। স্ত্রীলোকে হাব ভাব ও কটাক্ষে, পুরুষকে ভুলাইয়া থাকে, এ অধিকার তাহাদের সর্ব্বদেশে আছে। এইরূপ হাব ভাবে পুরুষকে বাধ্য করিয়া, স্ত্রীলোকে রঙ্গ দেখে। নিমাইও এইরূপ হাব ভাব ও কটাক্ষে বাধ্য করিতেন, কিন্তু স্ত্রীলোককে নয়, পুরুষকে। নিমাইয়ের নবদ্বীপে এই গুণের বড় সুখ্যাতি ছিল। নিমাই পথে স্ত্রীলোক দেখিলেই, মস্তক নত করিয়া, পাশ দিতেন। কুলবালাগণ পথে পুরুষ মানুষ দেখিলে যেরূপ কুণ্ঠিত হয়, নিমাই স্ত্রীলোক দেখিলে সেইরূপ হইতেন। কিন্তু পুরুষের নিকট আর এক ভাব ছিল। তাঁহার কি একটি অমানুষিক শক্তি ছিল যে, ইচ্ছা করিলে যাহাকে তাহাকে বাধ্য করিতে পারিতেন। যাহাকে যেরূপ ইচ্ছা তাহাকে সেইরূপ [illegible] করিতেন। তপন মিশ্রকে একটি কথা দ্বারা সস্ত্রীক বারানসী পাঠাইলেন। ইচ্ছামত কেশবকাশ্মীরীকে উদাসীন করিলেন। আবার এক দিন পড়ুয়াগণকে বলিলেন, "চল বাজারে যাই, সংসারে অনেক দ্রব্যাদির প্রয়োজন আছে।" পড়ুয়াগণ বলিল, "পণ্ডিত! বাজারে চলিলেন, কড়ি ত লইলেন না?" নিমাই বলিলেন, "গৃহে সম্বল মাত্র নাই। চল যাই দেখি, যদি দুটো মিষ্ট কথা বলিয়া কিছু আনিতে পারি।"

নিমাই তাম্বুলিয়ার দোকানে গমন করিলেন। তম্বুলিয়া নিমাইকে দেখিয়া বলিতেছে, "ঠাকুর একটু অপেক্ষা করুন। আমি অতি-উত্তম খিলি প্রস্তুত করিতেছি।" তাহার পরে নিমাইয়ের হস্তে একটি খিলি দিলে, তিনি ঈষৎ হাসিয়া গ্রহণ করিলেন ও উহা চর্ব্বন করিতে লাগিলেন। নিমাই বলিতেছেন, "তুমি ত পান দিলে, আমার কিন্তু সম্বল মাত্র নাই।" তাম্বুলিয়া বলিতেছে, "আপনি কড়ি দিলে আমি লইব কেন? আপনি তাম্বুল খাইলেন, ইহাই আমার পরম লাভ।" তাহার পরে নিমাই

সঙ্গীগণ লইয়া তন্তুবায়ের দোকানে গমন করিলেন। দোকানী সমাদর করিয়া বসাইল। নিমাই বলিতেছেন, "কিছু ভাল কাপড় বাহির কর।" তন্তুবায় কাপড় বাহির করিল। নিমাই কাপড় দেখিতেছেন, আর বলিতেছেন, "এই জোড়া আমার মনোমত বটে, কত মূল্য লইবে?" আবার বলিতেছেন, "মূল্য জিজ্ঞাসা করিয়াই বা কি করিব, হস্তে কপর্দ্দকও নাই।"

তন্তুবায় নিমাইয়ের মুখ পানে চাহিতেছে। ইচ্ছা হইতেছে যে, বস্ত্র জোড়া অমনি দেয়, কিন্তু অত্যন্ত কৃপণস্বভাব, একেবারে কাপড় ছাড়িয়া দিতে হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। তখন মাঝামাঝি একটা ব্যবস্থা স্থির করিয়া বলিতেছে, "ঠাকুর! তা মূল্যের জন্য ভাবনা কি? এখন না হয় পরে দিবেন।"

নিমাই বলিতেছেন, "ঋণ করিয়া লওয়া আমার নিতান্ত অনিচ্ছা। পারতপক্ষে ঋণ করিতেও নাই। তবে অদ্য থাকুক, অন্য এক দিবস সম্বল সঙ্গে করিয়া আসিব।" ইহাতে তন্তুবায় ব্যস্ত হইয়া বলিতেছে, "ঠাকুর! তোমার ঋণ করিতে হইবে না। তুমি ব্রাহ্মণ ঠাকুর, তোমার গা দিয়া ব্রাহ্মণের তেজঃ বাহির হইতেছে। ঠাকুর! তুমি মূল্য মোটে নিও না, অমনি গ্রহণ কর, তাহা হইলে আমার ভাল হইবে।" নিমাই কাপড় আনিয়া পথে পড়ুয়াদিগকে দেখাইয়া হাসিতে লাগিলেন, পড়ুয়াগণও হাসিতে লাগিল। এইরূপে নিমাই নানা পসারে গমন করিলেন। প্রকাণ্ড এক বস্তা সওদা হইল। হস্তে এক কড়াও ছিল না, সওদা করিতে ঋণও করেন নাই।

কেহ এ কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, নিমাই এরূপে লোককে ভুলাইয়া দ্রব্যাদি লইতেন, একি ভাল কার্য্য হইত? ইহার উত্তর এই যে, তাঁহাকে দেখিয়া যদি কেহ মুগ্ধ হইয়া কিছু দিত, তাহা তিনি লইলেন, তাহাতে দোষ কি? তিনি মূল্য যে দিতেন না, তাহার প্রমাণ নাই। আর যদি মূল্য না দিয়াও থাকেন, তবু, সে কার্য্যের দোষ গুণ বিচার করিবার যাহাদের অন্যের অপেক্ষা অধিকার বেশী আছে, তাহারা দোষ বলেন না। যে তন্তুবায়গণ নিমাই পণ্ডিতকে বস্ত্র, যে গন্ধবণিকগণ তাঁহাকে গন্ধদ্রব্য দিয়াছিলেন, তাঁহারা পুরুষ পুরুষানুক্রমে সে কথা মনে করিয়া আনন্দে ও গৌরবে অদ্যাপি নয়ন জল ফেলিয়া থাকেন।

আর এক কথা। কি নবশাক, কি সুবর্ণবণিক, তাহাদের এখনকার যে পদমর্য্যাদা, তাহা কেবল এই নিমাই পণ্ডিতের দ্বারাই হয়।

শ্রীধর নামক একজন পসারি ছিলেন। তিনি প্রত্যহ বাজারে কলার খোলার পাত্র ও থোড় মোচা বিক্রয় করিতেন। স্বভাব নিতান্ত সাধুর ন্যায়। ঐরূপ ব্যবসা করিয়া, যৎকিঞ্চিৎ যাহা আয় হইত, তাহা দ্বারা নিজের সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া যাহা উদ্‌বৃত্ত হইত, তাহা দেবতাকে দিতেন। দিবানিশি উচ্চৈঃস্বরে কৃষ্ণনাম জপ করিতেন। তাঁহার নাম জপিবার উপদ্রবে ভব্যলোকে নিদ্রা যাইতে পারিত না। স্থূল কথা, শ্রীধর একজন পরম বৈষ্ণব ছিলেন, সুতরাং নিমাই পণ্ডিতের তাঁহার উপর নিতান্ত আক্রোশ! নিমাই কখন কখন বাজারে যাইতেন, আর তাঁহাকে দেখিলে শ্রীধরের মুখ অমনি শুখাইয়া যাইত। নিমাই বাজারে আসিয়াই, প্রথমে শ্রীধরের নিকট উপস্থিত। শ্রীধর ভয়ে ভয়ে বলিতেছেন, "ঠাকুর! কাড়াকাড়ি করিবেন না, আমি যে মূল্য বলিব, তাহার কমে লইব না। আপনি আমার নির্দ্ধারিত মূল্য দিয়া দ্রব্য লইয়া যান, নতুবা অন্য পসারি হইতে ক্রয় করুন।" নিমাই বলিতেছেন "আমি যোগানিয়া ছাড়ি না। সে যাহা হউক, শ্রীধর, তুমি যেরূপ কৃপণ, তোমার অনেক টাকা আছে।" শ্রীধর বলিতেছেন, "ঠাকুর, তোমার পায়ে পড়ি, দ্বন্দ্ব করিও না, আমি দরিদ্র, আমি টাকা কোথা পাইব?" তখন নিমাই পণ্ডিত, শ্রীধর যে মূল্য বলিল, তাহার অর্দ্ধ মূল্য বলিয়া হাতে দ্রব্য উঠাইলেন; আর শ্রীধর অমনি দাঁড়াইয়া বলিতেছেন, "তোমার পায়ে পড়ি, তুমি অন্য পসারির কাছে যাও।"

তখন নিমাই কৃত্রিম কোপ করিয়া বলিতেছেন, "তুমি যে আমার হাতের দ্রব্য কাড়িয়া লও, এ কাজ কি তুমি ভাল করিতেছ? জান তুমি যে গঙ্গারে প্রত্যহ নৈবেদ্য দাও, আমি তাহার পিতা?" ইহাতে শ্রীধর শ্রীবিষ্ণু স্মরণ করিয়া, দুই কর্ণে হাত দিয়া, বলিতেছেন, "পণ্ডিত! বয়স হইলে লোকে ক্রমে ধীর হয়, তুমি ক্রমেই চঞ্চল হইতেছ। তোমার কি গঙ্গাকেও কিছু ভয় নাই?"

নিমাই বলিতেছেন, "ভাল, তুমি দেবতাগণকে বিনা মূল্যে প্রত্যহ উপহার দিয়া থাক, আমাকে না হয় অল্প মূল্যে কিছু ছাড়িয়া দিলে।"

শ্রীধর বলিতেছেন, "ঠাকুর! আমি হারি মানিলাম, আমি মূল্য কমাইব না। তবে তুমি যদি নিতান্তই আমাকে না ছাড়, তবে তোমাকে প্রত্যহ এক খণ্ড থোড় ও আহার করিবার খোলার পাত্র বিনা মূল্যে দিব। কিন্তু আমার সহিত দ্বন্দ্ব করিও না।" তখন নিমাই বলিতেছেন, "বেশ, এই কথা। তবে আর বিবাদ কি?" এই শ্রীধরের খোলায় নিমাই প্রত্যহ ব্যঞ্জন ভোজন করিতেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

বিষ্ণুপ্রিয়া অঙ্গ জিনি নাখবালা সোণা।

চৈতন্যমঙ্গল।

শচী যখন গঙ্গাস্নানে গমন করেন, তখন দেখেন যে, একটি বালিকা বিনীত হইয়া তাঁহাকে নমস্কার করে। কন্যাটি অতি সুশ্রী, বিবাহ হয় নাই। প্রথমে তিনি তাহার প্রতি বড় লক্ষ্য করেন নাই। কিন্তু প্রত্যহ এইরূপে ঘাটে তাঁহার সহিত দেখা হইলেই, সে অগ্রবর্তী হইয়া নমস্কার করে দেখিয়া, তাহার প্রতি ক্রমে আকৃষ্ট হইতে লাগিলেন। এমনি লাজুক যে, নমস্কার করিয়া তাঁহার অগ্রে দাঁড়াইয়া থাকে, মুখ উঠায় না। শচী তাহাকে এই নিমিত্ত প্রাণের সহিত আশীর্ব্বাদ করেন। শচী বলেন, "বাছা! তুমি জন্ম-এয়োস্ত্রী হও। তোমার সুন্দর বর হউক।" আর অমনি সেই বালিকাটি লজ্জায় অভিভূত হয়।

এক দিন শচী জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাছা! তুমি কার মেয়ে?" কন্যাটি বলিল যে, তাঁহার বাপের নাম সনাতন মিশ্র। শচী জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাছা! তোমার নাম কি?" কন্যাটি বলিল, "বিষ্ণুপ্রিয়া।"

শচী দেখিলেন, কন্যাটি শুধু সুশ্রী ও লজ্জাশীলা নয়, বড় ভক্তিসম্পন্ন। দেখেন যে, ঐ বালিকাটি প্রত্যহ তিন বার গঙ্গায় স্নান করে, আর তীরে বসিয়া বালিকাদিগের যে পূজা তাহা করে। শচী মনে ভাবিতেছেন, "এটি সনাতন মিশ্রের কন্যা, অবিবাহিতা, পরম সুন্দরীও বটে। দেখিতে যেমন সুশ্রী, চরিত্র তেমনি মধুর, আমার ভাগ্যে কি উহা হইবে?"

সনাতন মিশ্র, রাজপণ্ডিত, ধনবান্ লোক। বৈদিক-শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ও শচীর আদান-প্রদানের ঘর। শচী ভাবিতেছেন যে, এই কন্যাটি যদি পান, তবে নিমাইয়ের সহিত বিবাহ দেন। কিন্তু উহা কিরূপে ঘটিবে? সনাতন বড় মানুষ ও বড় কুলীন, তাঁহার ন্যায় দরিদ্রের ঘরে, পিতৃহীন বালককে, তিনি কন্যাদান কেন করিবেন?

যাহা হউক, শচী কাশী মিশ্র ঘটককে ডাকাইলেন. ডাকাইয়া তাহাকে

তাঁহার মনের কথা বলিলেন। শচী বলিলেন, "তুমি ঐ কন্যাটি আমার ঘরে আনিয়া দাও। আমার মেয়েটির উপর বড় মায়া হইয়াছে। তাহাকে দেখিলেই আমার কোলে করিতে ইচ্ছা করে।" কাশী মিশ্র এই আদেশ পাইয়া সনাতন মিশ্রের বাটীতে গমন করিয়া, আস্তে আস্তে ভয়ে ভয়ে সমুদায় কথা বলিলেন, ও শেষে বলিলেন, "তা যাহাই বলুন, মহাশয়, নিমাই পণ্ডিতের ন্যায় সুপাত্র নবদ্বীপে নাই।"

সনাতন হাঁ কি না কোন উত্তর না দিয়া বলিলেন, "আপনি একটু বসুন, আমি আসিতেছি।" ইহাই বলিয়া দ্রুত বেগে ভিতর বাড়ীতে গমন করিলেন। যাইয়া তাঁহার ঘরণীর নিকট অতি প্রফুল্ল চিত্তে বলিতেছেন, "এত দিনে বিধি সুপ্রসন্ন হইলেন।"

সনাতন মিশ্রের এক কন্যা ও এক পুত্র। কন্যাটি বড়, নাম বিষ্ণুপ্রিয়া, পুত্রের নাম যাদব। কন্যাটি পরমা রূপসী ও সুচরিত্রা। পিতা মাতার প্রাণ। তাহাকে সুপাত্রে দান করিবেন, ইহা মনের স্থির সংকল্প, কিন্তু সুপাত্র পাইবেন কোথা? বৈদিক-শ্রেণী ব্রাহ্মণের সংখ্যা অতি অল্প, তাঁহার আদান প্রদানের ঘর আরো অল্প। কন্যাটির বিবাহের নিমিত্ত এই কারণে তিনি দিবানিশি চিন্তিত। নিমাই পণ্ডিতের যশঃ যখন প্রচার হইতে লাগিল, তখন নবদ্বীপের সকলে তাঁহাকে জানিলেন, সনাতনও তাঁহার নাম শুনিলেন। জগন্নাথ মিশ্রের ঘরের সহিত তাঁহার আদান প্রদান চলে, সুতরাং নিমাইকে কন্যাদান করিবার কথা স্বভাবতঃই তাঁহার মনের মধ্যে উদয় হইল।

এদিকে নিমাই পণ্ডিতের যশঃ ক্রমে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। আবার যখন দিগ্বিজয়ীকে জয় করিলেন, তখন নবদ্বীপ তাহার প্রশংসায় পরিপূর্ণ হইয়া গেল। নবদ্বীপ বিদ্বজ্জন-সমাজ, সেখানে বিদ্যা লইয়া লোকের ছোট বড় বিচার। যাঁহারা ধনবান্, তাঁহারা পণ্ডিতগণের দ্বারস্থ। যিনি মহাপণ্ডিত, তাঁহার কিছুমাত্র অভাব নাই, সকলেই তাঁহার আজ্ঞাবহ, তিনিই সমাজের কর্ত্তা। ধনবান পথ দিয়া যাইতেছেন, সেই পথে যদি কোন পণ্ডিতকে দর্শন করেন, অমনি দোলা হইতে নামিয়া তাঁহাকে নমস্কার করেন।

শচীদেবী ভাবেন যে, নিমাই কাঙ্গাল ও বালক ও একটু পাগল, তাহাকে সনাতন কেন কন্যাদান করিবেন? [illegible]

না। তিনি ভাবেন যে, নিমাই নবদ্বীপের মধ্যে বিদ্বজ্জন-সমাজের শীর্ষস্থানীয় পণ্ডিত, তিনি তাঁহার কন্যা কেন গ্রহণ করিবেন ?

আবার নিমাইকেও চক্ষে দেখিয়াছেন। যাঁহারা সরল, তাঁহারা নিমাইকে দেখিলে জন্মের মত আকৃষ্ট হইতেন। সনাতন অতি সরল, নিমাইকে দেখিয়া একেবারে স্তম্ভিত হইয়াছিলেন। ভাবিয়াছিলেন, এটি ত মনুষ্য নয়, কোন দেবতা কি স্বয়ং মদন। ইনি কি তাঁহার কন্যা গ্রহণ করিবেন ? দিবানিশি মনে মনে এই নিমিত্ত দেবতার নিকট নিমাই পণ্ডিতকে জামাতা রূপে কামনা করেন। ঘরণীকেও এই কথা বলিয়াছিলেন, আর দুই জনে ইহা কিরূপে সংঘটন হইবে, তাহাই বসিয়া বসিয়া যুক্তি করিতেন। এমন সময় কাশী মিশ্র আসিয়া বলিলেন "শচীদেবীর ইচ্ছা তোমার কন্যাকে তাঁহার পুত্র-বধূ করেন।" ইহাতে সনাতন আনন্দে কিছু বলিতে পারিলেন না, উঠিয়া দৌড়িয়া ঘরণীকে শুভ সংবাদ দিতে গেলেন।

এখন সেই কন্যাটির কথা কিছু বলি। বালিকাটির রূপ অতি মনোহর, কিন্তু তাঁহার গুণ রূপ হইতেও অধিক, হৃদয়ে ভক্তি থাকায় সেই রূপ যেন প্রফুল্লিত হইয়াছে। বিষ্ণুপ্রিয়ার অন্তরে লজ্জা বিনয় ও ভক্তি, বাহিরে সুগঠন, কাঞ্চনের ন্যায় বর্ণ, হিঙ্গুলের ন্যায় অধর, কমলের ন্যায় নয়ন, ও কুন্দে কাটা বদন। কন্যাটি তাঁহাকে প্রণাম করিলে শচী তাহাকে শুধু আশীর্ব্বাদ করিয়া ক্ষান্ত হইতেন না, নিকটে রাখিয়া তাহার সহিত অনেক ক্ষণ কথাবার্ত্তা কহিতেন, কন্যাটিও যেন তাঁহাকে ছাড়িতে চাহিত না। শচী মনে মনে ভাবিতেন, "মা, আমি তোমাকে ঘরে আনিতে পারি, তবেই আমার নদীয়া বসতি সার্থক হয়।"

এক ঘাটে লক্ষ লক্ষ রমণী স্নান করে, কে কাহাকে চিনে ? সেখানে সেই কন্যাটি এত রমণী থাকিতে, যাহার সহিত কোন সম্পর্ক নাই এমন যে শচীদেবী, তাঁহাকে বাছিয়া, প্রত্যহ ভক্তি পূর্ব্বক প্রণাম কেন করে ? শুধু তাহা নয়। বয়ঃক্রম একাদশের উর্দ্ধ নয়, কিন্তু তবু প্রত্যহ তিন বার গঙ্গাস্নান করে, দিবানিশি ঘরের ঠাকুর সেবায় রত থাকে, ইহারই বা কারণ কি ?

নিমাইয়ের পার্ষদ মুকুন্দ পণ্ডিত, তাঁহার "শ্রীগৌরাঙ্গ-উদয়" গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, শ্রীনিমাই বিষ্ণুপ্রিয়ার হৃদয়ে উদয় হয়েন, তাহাতে ঐ কন্যা নবানুরাগে পাগলিনীর মত হয়েন। চৈতন্যভাগবত এই সম্বন্ধে একটু

আভাস দিয়া বলেন যে, কন্যাটি দেবভক্তিতে সর্ব্বদা রত থাকিতেন, তিন বার গঙ্গায় স্নান করিতেন, ও শচীদেবীকে দেখিলেই প্রণাম করিতেন। সে যাহা হউক, নিমাই পণ্ডিতই স্বপ্নে তাঁহার হৃদয়ে প্রবেশ করুন, কি তিনিই নিমাইকে গঙ্গার ঘাটে দর্শন করিয়া তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হউন, ইহা নিশ্চয় যে, শচীদেবী তাঁহার নিকট বড় মিষ্ট লাগিতেন। আর শচী মিষ্ট কেন লাগিলেন, না, নিমাই পণ্ডিতের মা বলিয়া।

কন্যাকালে নিমাই পণ্ডিতকে মনে মনে আত্মসমর্পণ করিয়া বালিকাটি বড় ফাঁপরে পড়িয়াছিলেন। মুহু মুহু গঙ্গাস্নান করেন, মনে আশা তাঁহার বরকে দেখিতে পাইবেন। শচীকে দেখিলে ইচ্ছা করে যে, তাঁহার নিকটে গমন করেন। কিন্তু কি বলিয়া যাইবেন? এক উপলক্ষ,—প্রণাম করা। তাই শচীকে দেখিলেই ধীরে ধীরে গমন করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক প্রণাম করেন। প্রণাম করিয়া অধোমুখে দাঁড়াইয়া থাকেন। শচীকে ছাড়িয়া যাইতে চাহেন না। মনে মনে কি ভাবেন তাহা জানি না, বোধহয় বলেন "তুমি আমার মা, আমাকে তুমি ঘরে লইয়া যাও। আমি তোমার চিরজীবন সেবা করিব।"

দেবতাগণের নিকট ঠাকুর ঘরে দিবানিশি যাপন করেন, সেখানেও ঐরূপ কিছু মনে ভাবেন, এবং ঠাকুরদিগের নিকট মনে মনে নিবেদন করেন।

সনাতন মিশ্র আনন্দে ডগ মগ হইয়া কাশী মিশ্রের প্রস্তাব আপনার ঘরণীকে শুনাইলেন। তাহাতে তিনিও আনন্দে পুলকিত হইলেন। এ সংবাদ বিষ্ণুপ্রিয়াও শুনিলেন। যে দিন তাঁহার তিন বার গঙ্গাস্নান, দেবদেবীর পূজা, ঘরের ঠাকুর অর্চ্চনা, ও ভাবী শাশুড়ী শচী দেবীর সেবা, সমুদায় সফল হইল, সেই দিন তাহার কি ভাব হইল, তাহা পাঠক হৃদয়ঙ্গম করুন, আমরা বর্ণন করিতে চেষ্টা করিব না। সনাতন মিশ্র বাহিরে ফিরিয়া আসিয়া কাশী মিশ্রকে বলিলেন, "এ কার্য্য অবশ্য কর্ত্তব্য। বহু ভাগ্যে নিমাই পণ্ডিতের ন্যায় জামাতা মিলে, আপনি শচীদেবীকে গিয়া বলিবেন যে, তিনি আমার কন্যাটিকে গ্রহণ করিতে স্বীকার করিয়া আমাকে ও আমার গোষ্ঠীকে কৃতার্থ করিলেন।" কাশী মিশ্রও এই শুভ সংবাদ শচীদেবীকে জানাইলেন।

সনাতন মিশ্র ধনবান্, কন্যাটি তাঁহার প্রাণ, নিমাই পণ্ডিত তাঁহার

জামাতা হইবেন, এই সমস্ত কারণেই পণ্ডিত মিশ্র আহ্লাদে সংজ্ঞাহারা হইলেন। তিনি এই বিবাহ উপলক্ষে সর্ব্বস্ব নিঃক্ষেপ করিবেন স্থির করিলেন। তখন স্বর্ণকার ডাকাইয়া নানাবিধ বহুমূল্য অলঙ্কার ও বিবাহের অন্যান্য দ্রব্য প্রস্তুত করিতে দিলেন। "শুভস্য শীঘ্রং" ভাবিয়া এই কার্য্য যাহাতে অনতিবিলম্বে নির্ব্বাহ হয়, তাহার নিমিত্ত লগ্ন স্থির করিতে একজন গণককে ডাকাইলেন।

গণক, সনাতন মিশ্রের বাড়ীতে আসিতেছেন, এমন সময় পথে চঞ্চল নিমাই পণ্ডিতের সহিত দেখা হইল। তখন গণক হাসিয়া বলিলেন, "পণ্ডিত! জান, আমি কোথায় যাইতেছি?" নিমাই বলিলেন, "না, আমি জানি না।" গণক বলিলেন, "আমি সনাতন মিশ্রের বাড়ীতে বিবাহের লগ্ন স্থির করিতে যাইতেছি।" নিমাই জিজ্ঞাসা করিলেন, "কাহার বিবাহ?" গণক উত্তর করিলেন, "তোমার, আর কাহার?" ইহাতে নিমাই পণ্ডিত অত্যন্ত হাস্য করিয়া বলিলেন, "আমার বিবাহ? কৈ আমি ত তাহার কিছুই জানি না।" ইহা বলিয়া হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেলেন।

গণক সনাতনের বাড়ীতে আসিলে, সনাতন তাহাকে লগ্ন স্থির করিতে বলিলেন। শুনিয়া গণক গম্ভীরভাবে বলিলেন যে, নিমাই পণ্ডিতের সহিত একটু পূর্ব্বে তাঁহার দেখা হইয়াছিল, আর বিবাহ সম্বন্ধে দুই একটি কথাও হইয়াছিল, তাহাতে বোধ হইল, যেন তাঁহার এ বিবাহে মত নাই।

সনাতন ভাবিলেন যে, বিবাহের কথাবার্ত্তা শচীদেবীর সহিত হইয়াছে। তিনি বৃদ্ধা, পুত্র বড় হইয়াছে। নিমাই পণ্ডিতের এখন স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করাই সম্ভব। যখন নিমাইয়ের মত নাই, তখন শচীদেবীর মতে কি হইবে? এই ভাবিয়া সনাতন মর্ম্মাহত হইয়া অধোবদনে রহিলেন। ক্রমে এ কথা তাঁহার ঘরণীর কর্ণে উঠিল, তিনি হাহাকার করিতে লাগিলেন। কন্যা বিষ্ণুপ্রিয়াও শুনিল, তখন তাহার কি অবস্থা হইল, তাহা বর্ণন করিবার প্রয়োজন নাই। সনাতন আত্মীয় বন্ধুগণকে ডাকাইলেন, তাঁহাদিগকে সমুদায় কথা বলিলেন। কিন্তু পাত্রের যখন বিবাহে মত নাই, তখন বন্ধুবান্ধব আর কি পরামর্শ দিবেন? এইরূপে

সনাতন মিশ্র দুঃখসাগরে নিমগ্ন হইয়া কি করিবেন স্থির করিতে না পারিয়া কালযাপন করিতে লাগিলেন।

এ কথা নিমাই পণ্ডিত শুনিলেন। তিনি কেন যে গণকের কাছে ওরূপ কথা বলিয়াছিলেন, তাহার বিচার করা নিষ্ফল। তাঁহার মাতা তাঁহার প্রতি শিশুসন্তানের মত ব্যবহার করিতেন। নিমাইও সংসারের কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতেন না। জননী সংসারের কর্ত্রী। যখন যে অর্থ উপার্জ্জন করিতেন, জননীর শ্রীচরণে রাখিয়া অবসর লইতেন। শচী আপন ইচ্ছামত সংসার চালাইতেন। পুত্রের বিবাহ দেওয়া, তাঁহার নিজের কাজ, ইহা ভাবিয়া শচী আপনি কন্যা দেখিলেন, ঘর দেখিলেন, সম্বন্ধ নির্ণয় করিলেন, নিমাইকে আবার এ সম্বন্ধে কি বলিবেন? আবার আপনা আপনিই বিবাহের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। সুতরাং এ কথা হইতে পারে যে, প্রকৃতই নিমাই বিবাহ সম্বন্ধে কিছু জানিতেন না। তাই গণককে ঐরূপ কথা বলিয়াছিলেন।

আবার ইহাও হইতে পারে যে, সকল বিষয় উপেক্ষা করা নিমাইয়ের মজ্জাগত স্বভাব ছিল। হঠাৎ কাহারও বশস্থ হইতেন না। কারণ যদিও তাঁহার বয়ঃক্রম তখন বিংশতি বৎসরের বেশী নহে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তিনি অতি তেজীয়ান পুরুষ। তিনি উপেক্ষা করিলে, উপেক্ষিতের তাঁহার উপর আকর্ষণ আরও বৃদ্ধি পাইত; সনাতন মিশ্র সম্বন্ধেও তাহাই ঘটিল। সনাতন মিশ্র ও তাঁহার গোষ্ঠী নিমাই কর্ত্তৃক উপেক্ষিত হইয়া, তাঁহাকে পাইবার জন্য নিতান্ত ব্যাকুল হইলেন।

যেখানে প্রীতি গাঢ়, সেখানে উপেক্ষায় উহা বর্দ্ধিত হয়। যখন শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমতীকে উপেক্ষা করিলেন, তখন শ্রীমতী অচেতন হইয়া পড়িলেন। চেতন পাইয়া চতুর্দ্দিক কৃষ্ণময় দেখিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণও আবার উপেক্ষা করিয়া বড় ক্লেশ পাইলেন। তাঁহার উপেক্ষায় শ্রীমতী মর্ম্মাহত হইবেন ভাবিয়া, নিকুঞ্জবনে শয়ন করিয়া, হাহাকার করিতে লাগিলেন। সেইরূপ যেমন সনাতন গৃহে হাহাকার করিতে লাগিলেন, নিমাইও ওকথা শুনিয়া নিতান্ত ব্যথিত হইলেন। তখন ব্যস্ত হইয়া একজন সুহৃদকে সনাতন মিশ্রের নিকট পাঠাইলেন।

নিমাই পণ্ডিত প্রেরিত লোক আসিয়া সনাতনকে বলিলেন, "নিমাই পণ্ডিত জননীর আজ্ঞাবহ। জননী যাহা স্থির করিয়াছেন, তাহাই তাঁহার

শিরোধার্য্য। অতএব মিশ্র মহাশয় দিন স্থির করিয়া, বিবাহের উদ্যোগ করুন।" ইহাতে সনাতন মিশ্রের বাড়ীতে পুনরায় আনন্দধ্বনি হইতে লাগিল।

এদিকে নিমাই পণ্ডিতের আত্মীয়, কুটুম্ব, বন্ধু বান্ধব ও পড়ুয়াগণ শুনিলেন যে, সনাতন মিশ্রের কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ স্থির হইয়াছে। এই কথা শুনিয়া সকলে আনন্দে উন্মত্ত হইলেন। কায়স্থ জমিদার বুদ্ধিমন্ত খাঁ বলিলেন যে, বিবাহের ব্যয় ভার তিনি একাকী সমুদায় বহন করিবেন। ইহাতে নিমাই যে মুকুন্দ সঞ্জয়ের চণ্ডীমণ্ডপে টোল করিয়াছিলেন, তিনি আপত্তি করিয়া বলিলেন যে, তিনিও ব্যয় ভারের অংশ লইবেন। বুদ্ধিমন্ত খাঁ তখন ব্যঙ্গ করিয়া বলিলেন, এ বামুণের বিবাহ নয়, তিনি নিমাই পণ্ডিতের বিবাহ এরূপ সমারোহের সহিত দিবেন যে, রাজপুত্রের বিবাহও সেরূপ হয় না। যাহা হউক, বুদ্ধিমন্ত খাঁ ও সঞ্জয় আর নিমাইয়ের পড়ুয়াগণ সকলে একত্রিত হইয়া বিবাহের ব্যয়ের ভার গ্রহণ করিলেন। উদ্যোগও প্রকাণ্ড রূপে হইতে লাগিল।

এখনকার আর তখনকার বিবাহের উৎসব প্রায় একই রূপ। বিবাহের নিমন্ত্রণ নবদ্বীপের ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব, ও অন্যান্য জাতির মধ্যে যাহারা প্রধান প্রধান লোক, তাঁহারা সকলে নিমন্ত্রিত হইলেন। বিবাহের উদ্যোগও সেইরূপ হইতে লাগিল। নিমাইয়ের বাড়ী চন্দ্রাতপে, নিশানে, কদলী বৃক্ষে, আম্রসারে সুসজ্জীভূত হইল। নারীগণ সমস্ত বাড়ী আলিপনা দিলেন। বিবাহের নিমিত্ত বিস্তর আহারীয় সংগ্রহ হইল। ভোজ্য ও বস্ত্র সমস্ত নবদ্বীপে বিতরিত হইল। সনাতন মিশ্র অধিবাস করিতে লোক পাঠাইলেন। শচীদেবীও অধিবাস করিতে সনাতন মিশ্রের বাড়ী লোক পাঠাইলেন। বিবাহের এরূপ সমারোহ হইল যে, নবদ্বীপে এরূপ সমারোহের বিবাহ কেহ কখন দেখে নাই। চৈতন্যভাগবত বলেন যে, যে সমুদায় দ্রব্য পড়িয়া রহিল, তাহা দ্বারা পাঁচটি উত্তম বিবাহ হয়। চৈতন্যভাগবত আরো বলিয়াছেন যে, নিমাইয়ের অলৌকিক শক্তিতে দ্রব্যাদি অফুরাণ হইয়াছিল। শচী মহানন্দে জল সওয়া, ষষ্ঠীপূজা প্রভৃতি নারীদিগের যত নিয়মের কার্য্য সমুদয় করাইলেন।

নিমাই স্নানাদি করিতে বসিলেন। এয়োগণ তাঁহার অঙ্গ মার্জ্জনা, পদ দুখানি পরিষ্কার, কেশ বিন্যাস করিতে লাগিলেন। সর্ব্বাঙ্গ মার্জ্জনা করিয়া, পরিশেষে তৈল, আমলকী ও হরিদ্রা মাখাইলেন। যে রমণীগণ

নিমাইয়ের বেশ বিন্যাস :

"নিমাইয়ের অঙ্গ মার্জ্জনা করিতেছেন, কিম্বা সেখানে দাঁড়াইয়া দর্শন করিতেছেন, তাঁহাদের সকলের অঙ্গ আনন্দে পুলকিত হইতেছে।

পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর যুবা পুরুষের ঐরূপ অঙ্গ মার্জ্জনা করিতে গেলে, কোন কোন রমণীর মন বিচলিত হইবার কথা। কিন্তু যাঁহারা নিমাইয়ের সেবা করিতেছিলেন, তাঁহাদের মনের মধ্যে কোন কুভাব উদয় হইল না। যে ভাব উদয় হইল, তাহাতে কেবল বিমলানন্দ উঠিতে লাগিল। নিমাইয়ের এই শক্তির কথা পূর্ব্বেও বলিয়াছি, নিমাইকে দর্শন করিয়া যাঁহারা মুগ্ধ হইতেন, তাঁহাদের সেই সঙ্গে সঙ্গে মন নির্ম্মল হইত।

তাহার পর, অন্যান্য নিয়মিত কার্য্য সমাধা হইয়া গেলে, নিমাইয়ের বয়স্যগণ তাঁহার বেশ ভূষা করিতে বসিলেন। কপালে অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি চন্দনের ফোটা দিয়া, উহার মধ্যস্থলে মৃগমদবিন্দু দেওয়া হইল। সমস্ত মুখ অলকাবৃত হইল ও নয়নে কজ্জল দেওয়া হইল। গলায় ফুলের মালার উপর মতির মালা দুলিতে লাগিল। বাহুতে রত্ন বাজু ও কর্ণে কুণ্ডল পরান হইল। নিমাই কটি আঁটিয়া পীত পট্টবস্ত্র পরিধান করিলেন : গাত্রে পট্ট চাদর দেওয়া হইল, এবং মস্তকে মুকুট পরান হইল। নিমাই তখন উঠিয়া জননীকে প্রদক্ষিণ করিয়া, অতি ভক্তিপূর্ব্বক প্রণাম করিলেন। আর শচী দেবী, ধান দূর্ব্বা দিয়া, আনন্দে পরিপ্লুত হইয়া, আশীর্ব্বাদ করিলেন।

বয়স্য সহিত নিমাই গোধুলী লগ্নে দোলায় আরোহণ করিলেন। বুদ্ধিমন্ত খাঁর পদাতিক ঘিরিয়া চলিল। নানাবিধ বাদ্যের সঙ্গে নিমাই প্রথমে সুরধুনী তীরাভিমুখে চলিলেন। তখন এখানকার মত ঢোল ছিল না। ঢোলের পরিবর্ত্তে মৃদঙ্গ, মার্দ্দল, জয়ঢাক, বীরঢাক প্রভৃতি বাদ্য ছিল। নাচওয়ালারা নাচিয়া ও কাচুকেরা নানা কাচ কাচিয়া, সঙ্গী লোক সমূহের আমোদ বিধান করিতে করিতে চলিল। তাহাদের ব্যঙ্গ দেখিয়া নিমাই একবার হাসিলেন। এইরূপে নিজ ঘাটে কিছুকাল বাদ্যে ও বিবিধ বাজিতে বাড়ীর নিকটস্থ লোককে আনন্দিত করিয়া, নিমাই সনাতন মিশ্রের বাড়ী গমন করিলেন।

সনাতনের বাড়ীতেও ঐরূপ উদ্যোগ। সনাতন বাদ্যকর সমভিব্যাহারে জামাতাকে অগ্রবর্ত্তী হইয়া লইতে আসিলেন। আপনি কোলে করিয়া, জামাতাকে দোলা হইতে উঠাইলেন। পুষ্পবৃষ্টি ও খইবৃষ্টি হইতে লাগিল,

আর শত শত স্ত্রীলোকে হুলুধ্বনি ও শঙ্খবাদ্য দ্বারা মঙ্গল ঘোষণা করিতে লাগিল। চৈতন্যভাগবত বলিতেছেন—

তবে সর্ব্ব অলঙ্কারে ভূষিত করিয়া।
বিষ্ণুপ্রিয়া আনিলেন সভায় ধরিয়া॥

যখন বিষ্ণুপ্রিয়া সভায় আসিলেন, তখন সভাস্থ লোকে কিরূপ দেখিলেন, তাহা চৈতন্যমঙ্গল গ্রন্থ বলিতেছেন—

বিষ্ণুপ্রিয়া অঙ্গ জিনি লাখ বাণ সোনা।
ঝল মল করে যেন তড়িত্‌ প্রতিমা॥

বিষ্ণুপ্রিয়াকে, শুভ দৃষ্টির নিমিত্ত, নিমাইয়ের অগ্রে পীঁড়ির উপরে সকলে উচ্চ করিয়া ধরিলেন। বিষ্ণুপ্রিয়া লজ্জায় অভিভূতা হইয়া মুখ অবনত করিয়া রহিলেন। তখন বর কন্যা উভয়ের মুখ একখানি বস্ত্রের দ্বারা আবৃত করা হইল। সকলে বিষ্ণুপ্রিয়াকে নয়ন মেলিয়া বরের মুখ দেখিতে বলিলেন। কিন্তু লজ্জায় তিনি তাহা পারিলেন না। তখন সকলে বলিলেন যে, বরের মুখ দেখিতে হয়, না দেখিলে দোষ। তখন বিষ্ণুপ্রিয়া নয়ন মেলিলেন। নিমাইয়ের দুই চক্ষে আর বিষ্ণুপ্রিয়ার দুই চক্ষে মিলন হইল। এ মিলন চকিতের মত হইয়া গেল। কিন্তু এই নিমিষের মধ্যে চারি নয়নের চারিটি কথা হইল, তাহা এই যে, "তুমি আমার, আমি তোমার।" তাহার পরে উভয়ে উভয়ের গলায় মাল্য দিলেন ও ফুল ফেলাফেলি করিতে লাগিলেন। পরে বর কন্যা একত্র দাঁড়াইলেন। সেই সময়ের ছবিটি বলরাম দাস এইরূপে বর্ণনা করিয়াছেন—

ঘোমটা আড়ালে, বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী।
আড় চোখে হেরে, পতি-মুখ-ছবি॥
ভাবিছেন মনে, কি সুন্দর মুখ।
কি তপেতে বিধি, দিল এত সুখ॥
এই যে লোভের, সামগ্রী দক্ষিণে।
কারু অধিকার, নাহি এই ধনে॥
দক্ষিণে দাঁড়ায়ে, এটি মোর বর।
এ ধন আমার, কেবল আমার॥
মুখ হেট করি, হেরিছে চরণ।
আপনারে চির, করিছে অর্পণ॥

বিধি সাক্ষী করি, কহিছেন মনে।
আমি ত বালিকা, কহিতে জানিনে॥
মোর যত সুখ, ধর তুমি করে।
তোমার যে দুঃখ, দাও মোর শিরে॥
দুঃখ কিবা সুখে, যেন রেখ মোরে।
ঐ চন্দ্র মুখ, যেন মোর স্ফুরে॥
শত অপরাধ, করিব চরণে।
ক্ষমিবা সকল, তুমি নিজ গুণে॥

বিষ্ণুপ্রিয়া শ্রীগৌরাঙ্গের বামে দাঁড়াইয়া। নানা ছলে অবগুণ্ঠন মধ্য হইতে বরের মুখ দেখিতেছেন। কখন বা চারি চক্ষে মিলন হইতেছে, আর বিষ্ণুপ্রিয়া লজ্জায় একেবারে জড়ীভূত হইতেছেন। এই বরটিকে বিবাহের পূর্ব্বে চিত্ত সমর্পণ করিয়া বালা বিষ্ণুপ্রিয়া নিতান্ত বিপদ-গ্রস্থ হইয়াছিলেন। আবার গণকের সে দিনকার কথা মনে করিয়া ভাবিলেন যে, তাঁহাকে পাইতে পাইতে হারাইতেছিলেন। অদ্য তাঁহার সেই সাধনের ধন তাঁহার দক্ষিণে পাইয়া, বিষ্ণুপ্রিয়ার কিছু মাত্র বাহ্য জ্ঞান নাই। কখন ভাবিতেছেন এ স্বপ্ন, কখন ভাবিতেছেন এ কাহার বিবাহ? এ কাহার বিবাহ, কাহার সহিত হইতেছে? কখন নয়ন জলে তারা ডুবিয়া যাইতেছে, কিছু দেখিতে পাইতেছেন না। কখন বা বরের অঙ্গস্পর্শ সুখানুভব করিতেছেন। ভাবিতেছেন, কি মিষ্ট! কি সুখের দ্রব্য! আবার তদ্দণ্ডে ভাবিতেছেন, এত সুখ কি থাকিবে? আর ভয়ে মুখ শুকাইয়া যাইতেছে।

বর কন্যা তখন বাসর ঘরে চলিলেন। বিষ্ণুপ্রিয়ার অঙ্গ একেবারে অবশ হইয়া গিয়াছে। চলিতে পারিতেছেন না। নিমাই এক প্রকার টানিয়া লইয়া যাইতেছেন। এমন সময় ঝনাৎ করিয়া একটি শব্দ হইল,— বিষ্ণুপ্রিয়ার দক্ষিণ পদাঙ্গুষ্ঠে উছট লাগিয়াছে! দারুণ ব্যথা পাইলেন ও রক্ত পড়িতে লাগিল।*

* শ্রীখণ্ডের গোস্বামীগণ বলেন, লোচন তাহার চৈতন্যমঙ্গল গ্রন্থ শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়ার নিকট পড়িতে পাঠাইয়াছিলেন, আর সেই সময়ে, ঐ গ্রন্থে উপরি উক্ত ঘটনা লিখেন নাই বলিয়া ক্ষোভ করিয়া তাঁহাকে পত্র লিখিযাছিলেন।

কিন্তু তখনি একটি কথা মনে হওয়ায় ব্যথিতা বিষ্ণুপ্রিয়ার আর ব্যথার কথা মনে থাকিল না! তিনি ভাবিলেন, বাসর ঘরে যাইতে এ কি অমঙ্গল? অমনি সকল সুখ ফুরাইয়া গেল, আর তখন তাঁহার নূতন আশ্রয়, সেই বরের অঙ্গে ঢলিয়া পড়িলেন।

নিমাই, বিষ্ণুপ্রিয়ার পায়ে উছট লাগিবামাত্র জানিতে পারিলেন, আর তাঁহার নব প্রিয়ার দুঃখ ও ভয় দেখিয়া, আপনার পদাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা ক্ষত স্থান চাপিয়া ধরিলেন। এই প্রথমে বর কন্যার আলাপ হইল। যদিও এ আলাপ অঙ্গুষ্ঠে অঙ্গুষ্ঠে, তবু পরস্পরের মনের ভাব উভয়ে বুঝিতে পারিলেন। বিষ্ণুপ্রিয়ার মনের ভাব এই যে, "হে বর! হে নব পরিচিত! হে আশ্রয়! আমি বিপদাপন্ন, আমাকে আশ্রয় দাও।" নিমাইয়ের মনের ভাব, "হে দুর্ব্বলে! হে প্রিয়ে! এই ত আমি আছি।" নিমাইয়ের অঙ্গুষ্ঠ স্পর্শে বিষ্ণুপ্রিয়ার সমুদায় বেদনা গেল, শোণিত ক্ষরণ বন্ধ হইল।

তাহার পর দিন নিমাই, যুগল হইয়া গুরুজনকে প্রণাম করিয়া, গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। সনাতন তাঁহার পুত্র যাদবকে নিমাইয়ের হস্তে সঁপিয়া দিয়া, শেষে কন্যাটির হস্ত লইয়া নিমাইয়ের হস্তে দিয়া বলিলেন, "আমার কন্যা তোমার দাসার যোগ্য নয়, তবে তুমি নিজ গুণে ইহাকে কৃপা করিবে।" নিমাই মস্তক অবনত করিয়া রহিলেন। সনাতনের নয়নে জল পড়িতে লাগিল। তাহা দেখিয়া বিষ্ণুপ্রিয়া ধৈর্য্য হারাইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। নিমাইয়ের আঁখি ছল ছল করিতে লাগিল। সনাতন আপনার পুত্রটিকে দেখাইয়া বলিলেন, "আমার এই পুত্রটিকে পালন করিবে।" নিমাই সম্মত হইলেন। বিষ্ণুপ্রিয়াকে সনাতন সান্ত্বনা করিলেন। তখন বহুতর দান সামগ্রী লইয়া নিমাই বাড়ীতে আসিলেন। শচী অগ্রবর্ত্তী হইয়া বধূমাতাকে কোলে করিয়া মুখে শত চুম্বন দিলেন, ও জ্ঞানহারা হইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। যথা চৈতন্যমঙ্গলে—

বধূ কোলে করি তবে শচীর নাচন।

সপ্তম অধ্যায়।

যে প্রভু আছিলা অতি পরম গভীর।
সে প্রভু হইলা প্রেমে পরম অস্থির ॥—চৈতন্যভাগবত।

এইরূপে আন্দাজ দুই বৎসর গেল। এ দুই বৎসরে নিমাই কিঞ্চিৎ স্থির হইলেন। এই দুই বৎসর শচীর আনন্দের সীমা ছিল না। এক দিবস নিমাই শচীর নিকট গয়াক্ষেত্রে যাইবার অনুমতি চাহিলেন। পিতৃঋণ শোধ করিতে যাইবেন, শচী নিমাইকে বারণ করিতে পারিলেন না। তবে সঙ্গে নিমাইয়ের মেসো চন্দ্রশেখর চলিলেন, এবং নিমাইয়ের অনেক শিষ্যও চলিলেন। আশ্বিন মাসে বাড়ীর বাহির হইলেন; গঙ্গার ধারে ধারে চলিয়া মন্দারে আসিয়া নিমাইয়ের জ্বর হইল। এই নিমাইয়ের প্রথম পীড়া, শেষ পীড়াও বটে। সকলে চিন্তিত হইলেন। চিন্তিত হইবার কারণ ছিল, জ্বর কিছু অবাধ্য বলিয়া বোধ হইল। তখন নিমাই তাঁহার নিজের চিকিৎসা নিজে করিলেন। তিনি বলিলেন যে, সেখানকার ব্রাহ্মণের পাদোদক আনা হউক। তাহাই করা হইল, আর উহা পান করা মাত্র তাঁহার জ্বর ছাড়িয়া গেল।

নিমাইয়ের এই পীড়া লইয়া মহাজনগণ কিছু বিচার করিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন যে, সে দেশের আচার দেখিয়া নিমাইয়ের কোন সঙ্গী মনে মনে ঘৃণা করিয়াছিলেন। নিমাই ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য দেখাইবার নিমিত্ত এই রঙ্গ করিলেন। কেহ কেহ এ রোগের কারণ অন্যরূপ বলেন। জ্বরের উদ্দেশ্য শরীর যন্ত্রকে পরিষ্কৃত করা। নিমাইয়ের দেহযন্ত্রে কোন মলা ছিল না। এই পৃথিবীর মলাতে সেই যন্ত্রটিতে কিঞ্চিৎ মলা হইয়াছিল, আর জ্বর হইয়া উহা পূর্ব্বের ন্যায় বিশুদ্ধ হইল। এ কথা বলার তাৎপর্য্য এই যে, এই জ্বরের অল্প কাল পরেই তিনি আর এক রূপ হইয়াছিলেন, নিমাই পণ্ডিত আর পূর্ব্বের মত রহিলেন না।

গয়ায় গমন করিয়া নিমাই দু কর যুড়িয়া গয়াধামকে প্রণাম করিলেন। তখন নিমাইয়ের চাঞ্চল্য নাই, দ্রুত গমন নাই, হাস্য কৌতুক নাই।

ধীরে ধীরে গমন করিতেছেন, অতি গম্ভীর ভাবে সমুদায় কার্য্য ক...ছেন। ভক্তি-উদ্দীপক যাহা দেখিতেছেন, তাহাই প্রণাম করিতেছেন। ...য গয়ার সমুদায় কার্য্য করিতে লাগিলেন।

পিতৃকার্য্য করিয়া ব্রহ্মকুণ্ডে আবার স্নান করিলেন, তাহার পর চক্রবেড় আসিয়া শ্রীপাদপদ্ম দর্শন করিতে চলিলেন। এখানে গয়াসুরের মস্তকে শ্রীকৃষ্ণ পাদপদ্ম দিয়াছিলেন, আর সেই পদের চিহ্ন বর্ত্তমান আছে। সেই গদাধরের পদচিহ্নকে ব্রাহ্মণগণ স্তব করিতেছেন। আর যাত্রীগণকে শুনাইয়া বলিতেছেন, "দেখ, শ্রীভগবানের পদচিহ্ন দেখ! যে শ্রীভগবানের পদনখ জ্যোতি সহস্র সহস্র বৎসর তপস্যায় দর্শন পাওয়া যায় না, তাঁহার কৃপা দর্শন কর। দেখ তিনি কত করুণাময়। ঐ পদ হইতে গঙ্গার উৎপত্তি, ঐ শ্রীপাদের নিমিত্ত মহাদেব উন্মত্ত।"

অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের স্বামী শ্রীকৃষ্ণের পদচিহ্ন দেখিয়া নিমাই স্তম্ভিত হইলেন!

নিমাই এক দৃষ্টে সেই পদ পানে স্পন্দহীন হইয়া চাহিয়া রহিলেন। ক্রমে ঠোঁট দুটি কাঁপিতে লাগিল। যেন নিমাইয়ের নয়নে জল আসিতেছে, আর তিনি নিবারণ করিতে চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু নিবারণ করিতে পারিতেছেন না। শেষে নিমাইয়ের বড় বড় দুটি নয়নতারা জলে ডুবিয়া গেল। নয়ন জল নয়নে স্থান পাইল না, না পাইয়া বাহিয়া বদনে পড়িল। আবার নূতন নয়ন জলের সৃষ্টি হইল। উহা আবার নয়নে স্থান না পাইয়া বদনে আসিল। অতএব পূর্ব্বকার নয়ন জল আর বদনে থাকিতে পারিল না, বাহিয়া বুকে আসিতে লাগিল। তখন প্রশস্ত বুকেও জলের স্থান হইল না, মৃত্তিকায় ত্রিধারা হইয়া পড়িতে লাগিল। ক্রমেই আঁখি বারির বেগ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। অগ্রে অপাঙ্গ হইতে একটি ধারা পড়িতেছিল, পরে নাসিকার কোন হইতে আর একটি ধারার সৃষ্টি হইল। সে ধারা স্বতন্ত্র পথ করিয়া মৃত্তিকা পর্য্যন্ত আসিল। আর সেই পথ দিয়া জল বাহিয়া পড়িতে লাগিল। নয়ন জলের বেগ আরো বাড়িয়া উঠিল, তখন নয়নের মধ্য স্থান দিয়া, আর এক ধারার সৃষ্টি হইল। পরে সমুদায় ধারা মিশিয়া গেল, তখন সমস্ত নয়ন বহিয়া বদন জুড়িয়া একটি ধারা পড়িতে লাগিল। নিমাইয়ের উপবীত ভিজিয়া গেল, উত্তরীয় ভিজিয়া গেল, বসন ভিজিয়া তাঁহার নয়ন জলে সে স্থান জলময় হইল!

নিমাইয়ের মুখে বাক্য নাই, কণ্ঠে শব্দ নাই, বিম্বৌষ্ঠ দুখানি মৃদু মৃদু কাঁপিতেছে। বদন চন্দ্রমা এত প্রফুল্লিত হইয়াছে যে, দর্শকগণ নিমিষ-হারা হইয়া উহার সুধা পান করিতেছেন। সমস্ত অঙ্গ অল্প অল্প কাঁপিতেছে, পড়িতেছেন আর পড়িতেছেন না, কিন্তু তাঁহাকে স্পর্শ করে, এমন কাহারও সাহস হইতেছে না। দর্শকগণের মধ্যে ঈশ্বরপুরীও ছিলেন। তিনিও শ্রীভগবানের ইচ্ছায় সেই সময় গয়ায় গমন করিয়াছিলেন। তিনি নিমাইকে দেখিয়াছেন, নিমাই তাঁহাকে দেখেন নাই। নিমাইয়ের ভাব এক দৃষ্টে দর্শন করিতেছেন। তিনি ঐ রসে রসিক, সুতরাং তিনি নিমাইয়ের শ্রীবদনে যে তরঙ্গ খেলিতেছে, উহার মাধুর্য্য আস্বাদন করিতেছেন। তিনি এরূপ কখন দর্শন করেন নাই, শুধু তাহা নয়, মনুষ্যে যে এরূপ ভাব উদয় হইতে পারে, তাহাও তাঁহার বিশ্বাস ছিল না। তিনি মাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য। মেঘ দেখিলে মাধবেন্দ্রের কৃষ্ণ স্ফূর্ত্তি হইত, হইয়া মূর্চ্ছিত হইতেন। কিন্তু নিমাইয়ের ভাব দেখিয়া তিনি বুঝিলেন, উহা অমানুষিক। ঈশ্বরপুরী অধিক ক্ষণ এই দর্শন সুখ অনুভব করিতে পারিলেন না, কারণ দেখিলেন নিমাই মূর্চ্ছিত হইতেছেন। নিমাইয়ের অবস্থা দেখিয়া, ঈশ্বরপুরী তাঁহাকে ধরিলেন। তখন নিমাইয়ের বাহ্যজ্ঞান হইল, ঈশ্বরপুরীকে দেখিয়া, তাঁহাকে প্রণাম করিতে গেলেন, আর পুরী গোসাঞি তাঁহাকে অমনি হৃদয়ে ধরিলেন। উভয়ে উভয়ের গলা ধরিয়া, প্রেম বারিতে উভয়ে উভয়কে অভিষিক্ত করিতে লাগিলেন।

নিমাই চৈতন্য পাইয়া বলিতেছেন, "আজি আমার গয়া-যাত্রা সফল হইল, আজি আমার জনম সফল হইল, আজি আমি শ্রীকৃষ্ণের দাস হইলাম, যেহেতু তোমার অমূল্য চরণ দর্শন করিলাম। গোসাই, আমি ভব-সাগরে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতেছি, তুমি দয়াময়, আমাকে উদ্ধার কর। আমার এই দেহ আমি একেবারে তোমার পাদপদ্মে সমর্পণ করিলাম। তুমি আমার উপর এরূপ শুভ দৃষ্টিপাত কর, যেন আমি শ্রীকৃষ্ণের প্রেম-সুধা পান করিতে পারি।"

ঈশ্বরপুরী বলিলেন, "পণ্ডিত! যে অবধি আমি তোমাকে নবদ্বীপে দর্শন করিয়াছি, সেই অবধি তুমি আমার হৃদয়ে প্রবেশ করিয়াছ। আমি তোমাকে হৃদয়ে দর্শন করিয়া, অবিচ্ছিন্ন সুখ ভোগ করিতেছি। আমি স্ববশ নহি, তোমারই অধীন। তুমি যেরূপ আজ্ঞা করিবে, তাহাই করিব।"

নিমাই বিদায় হইয়া বাসায় আসিলেন, আসিয়া রন্ধন করিতে বসিলেন রন্ধন প্রায় শেষ হইয়াছে, এমন সময় সেখানে ঈশ্বরপুরী আসিয়া উপস্থিত। ঈশ্বরপুরী আর নিমাইকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিতেছেন না। ঈশ্বরপুরী সকল বন্ধন ছেদন করিয়া সন্ন্যাসী হইয়া শেষে নিমাইয়ের বন্ধনে পড়িয়াছেন। তাই আবার নিমাইয়ের নিকট আসিয়া উপস্থিত। নিমাই ইহাতে আনন্দিত হইয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিলেন। ঈশ্বরপুরী রহস্য করিয়া বলিলেন, "তোমার রন্ধনও সমাপ্ত হইল, আমিও ক্ষুধার্ত্ত হইয়া, তোমার নিকটে আসিলাম। আমার বড় ভাগ্য।"

নিমাই বলিতেছেন, "রন্ধন সমাপ্ত হইয়াছে, তুমি কৃপা করিয়া ভোজন কর।" ঈশ্বরপুরী বলিলেন, "আমি ভোজন করিব, তুমি কি খাইবে? বরং যে রন্ধন করিয়াছ, আইস আমরা দুই জনে ভাগ করিয়া, তাহাই আহার করি।" নিমাই সে কথা শুনিলেন না। অতি যত্ন করিয়া সমস্ত অন্নই ঈশ্বরপুরীকে ভুঞ্জাইলেন। ঈশ্বরপুরীকে ভোজন করাইয়া, তাঁহার অঙ্গে চন্দন লিপ্ত করিয়া, গলে ফুলের মালা দিলেন। পরে আপনি রন্ধন করিয়া ভোজন করিলেন।

অন্য একদিন শুভক্ষণে শুভদিনে ঈশ্বরপুরী নিমাইয়ের কর্ণে মন্ত্র দিলেন। মন্ত্রটি দশাক্ষরী, "গোপীজন বল্লভের।" মন্ত্র দিয়া নিমাই পণ্ডিতকে আলিঙ্গন করিলেন, আর উভয়ে উভয়ের গলা ধরিয়া, আনন্দে রোদন করিতে লাগিলেন। ঈশ্বরপুরী মাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য। এখন চৈতন্য-চরিতামৃতের কথাটি স্মরণ করুন, 'মাধবেন্দ্র যে অঙ্কুর রোপন করিয়াছিলেন, তাহার বৃক্ষ গৌরাঙ্গ ঠাকুর হইলেন।'

ঈশ্বরপুরীর সহিত নিমাই পণ্ডিতের এই শেষ দেখা। তিনি কেন, কোথায় গমন করিলেন, আর নিমাই বা কেন তাঁহাকে যাইতে দিলেন, এ সমস্ত কাহিনী আমরা জানি না। তবে নবদ্বীপে নিমাইকে দেখিয়া, ঈশ্বরপুরীর মনে হয় যে,—এ বস্তুটি কি? গয়াতে তাঁহাকে দেখিয়া, তাঁহার মনের সন্দেহ গেল। তিনি স্থির করিলেন যে, নিমাই বস্তুটি পূর্ণব্রহ্ম সনাতন। সেই নিমাই তাঁহার নিকট মন্ত্র লইলেন, ইহাতে তিনি পূর্ণকাম হইলেন। কিন্তু সেই সঙ্গে তাঁহার অন্য একটি দুঃখের সৃষ্টি হইল। সেটি এই যে, শ্রীগৌরাঙ্গ তাঁহাকে গুরুরূপে প্রণাম করিতে লাগিলেন। নিমাই গুরুকে প্রণাম করেন, তাহা না করিলে, আচার বিরুদ্ধ

কার্য্য হয়, নিমাই কখন আচার বিরুদ্ধ কার্য্য করিতেন না। আবার পুরীও বা কিরূপে, যাহাকে তিনি শ্রীভগবান বলিয়া জানিয়াছেন, তাহাকে প্রণাম করিতে দিবেন? ইহা কেহই পারে না, পুরীও পারিলেন না। নিমাইয়ের নিকট হইতে কাযেই বিদায় হইলেন। তখন তিনি নিমাইয়ের সেই মধুর রূপ হৃদয়ে পূরিয়া ও জন্মের মত অঙ্কিত করিয়া, চলিয়া গেলেন।

গদাধরের পাদপদ্ম দর্শনাবধি নিমাইয়ের প্রকৃতি ক্রমেই পরিবর্ত্তিত হইতেছে। দিন দিন ভক্তি বাড়িতেছে। নিমাই বাক্যালাপ ছাড়িলেন, দেহ চেষ্টা ছাড়িলেন। কখন বা ঊর্দ্ধ মুখ হইয়া, নিমিষ হারাইয়া, চাহিয়া থাকেন, কখন বা আপনা আপনি কথা বলেন, কখন বা বিরলে বসিয়া, কি মনে ভাবিয়া রোদন করেন। তাঁহার সঙ্গিগণ নিমাইয়ের ভাব কিছু বুঝিতে পারেন না। কিছু জিজ্ঞাসা করিতে সাহস হয় না, জিজ্ঞাসা করিলেও কোন উত্তর পান না। নিমাইয়ের হৃদয়ে কি প্রবল তরঙ্গ খেলিতেছে, আর উহা বাহির হইবার চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু সেটি কি?

এক দিন নিমাই গয়াধামে নিভৃতে বসিয়া, তাঁহার গুরুদত্ত মন্ত্র জপ করিতেছেন, এমন সময় "কৃষ্ণ আমার বাপ কোথায়?" বলিয়া চীৎকার করিয়া, মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তখন সঙ্গিগণ আস্তে ব্যস্তে তাঁহাকে শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। ক্ষণ পরে তিনি চেতন পাইলেন, কিন্তু শান্ত হইলেন না। নিমাই চৈতন পাইয়া, উঠিয়া বসিলেন, কিন্তু আবার তাঁহার অঙ্গ ভূমিতে এলাইয়া পড়িল। তিনি উচ্চৈস্বরে রোদন করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন, "কৃষ্ণ! বাপ! আমার প্রাণ! আমি তোমা বিনা আর জীবন ধারণ করিতে পারি না। আমি অতি কষ্টে ধৈর্য্য ধরিয়াছিলাম। আমি আর পারি না। তুমি আমা হইতে আর লুক্কায়িত থাকিও না। তুমি দয়াময়, আমাকে দর্শন দিয়া, আমার প্রাণ রাখ। আমি তোমার বিহনে ভুবন অন্ধকার দেখিতেছি।" এইরূপ কাতর ধ্বনি করিতে করিতে নিমাই ভূমিতলে গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন। কিন্তু কে প্রবোধ মানে? নিমাই তখন আর নিমাই নাই। যাঁহারা প্রবোধ দিবেন, তাঁহারা প্রবোধ দিতে আসিয়া, আপনারাই ধৈর্য্যহারা হইলেন। নিমাইয়ের সেই করুণ রোদন, সেই আর্ত্তি, বদনের করুণ ভাব, আর নয়নের অবিশ্রান্ত ধারা দেখিয়া, সকলেই তাঁহার সঙ্গে কাঁদিতে লাগিলেন।

নিমাই বলিলেন, "তোমরা বাড়ী যাও। আমি আর বাড়ী যাইব

না। আমি কৃষ্ণের উদ্দেশে বৃন্দাবনে চলিলাম। আমার জননীকে তোমরা সান্ত্বনা করিও, বলিও যে, নিমাই কৃষ্ণের উদ্দেশে বৃন্দাবনে গিয়াছে।” ইহাই বলিয়া নিমাই ক্ষিপ্তের ন্যায় বৃন্দাবনে চলিলেন। সকলে ধরিয়া রাখিলেন।

চন্দ্রশেখর ও নিমাইয়ের শিষ্যগণ বড় বিপদে পড়িলেন। পরে নিমাইকে নানা মত প্রবোধ দিয়া, গৃহে ফিরাইয়া আনিলেন। সকলে পৌষ মাসের শেষে নবদ্বীপে আসিলেন।

নিমাই আসিতেছেন শুনিয়া, গ্রামস্থ অনেকে অগ্রবর্ত্তী হইয়া, আনিতে গেলেন। শচীর কর্ণকুহরে এ শুভ সংবাদ প্রবেশ করিল। তিনি আহ্লাদে জ্ঞানহারা হইয়া বাহিরে আইলেন। বিষ্ণুপ্রিয়াও ধৈর্য্যহারা হইয়া পতিমুখ দেখিতে সলজ্জ ভাবে দ্বারের আড়ালে দাঁড়াইলেন। জননীকে বাহির দ্বারের সম্মুখে দেখিয়া নিমাই তাঁহার চরণ দুটি ধরিয়া প্রণাম করিলেন। শচী আর আনন্দে কথা কহিতে পারিলেন না। নিমাইয়ের আগমন সংবাদ নবদ্বীপময় প্রচারিত হইল; সনাতন মিশ্র ও তাঁহার পত্নী শুনিয়া মহাহর্ষে মগ্ন হইলেন।

অষ্টম অধ্যায়।

"গয়াধামে ঈশ্বরপুরী কিবা মন্ত্র দিল।
সেই হ'তে নিমাই আমার পাগল হইল॥"

নিমাই গৃহে আসিলে, তাঁহার আত্মীয়, বন্ধু, কুটুম্ব, শিষ্য প্রভৃতি সকলে দেখিলেন যে, তাঁহার আর পূর্ব্ব ভাবের কোন চিহ্ন নাই। এক-কালে পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। এমন কি, যেন তাঁহাকে চেনা যাইতেছে না। সে উদ্ধত স্বভাব নাই, সে বিদ্রূপাত্মক মুখভাবও নাই। নিমাই তখন বিনয়ের অবতার হইয়াছেন। যেন সকলের অধীন, কি সকলের নিকট অপরাধী। অল্প অল্প হাসিতেছেন, কিন্তু তবু মুখ মলিন, যেন সর্ব্বদা অন্যমনস্ক। এক কহিতে আর বলেন। কথা কহিতে যেন নিতান্ত অনিচ্ছা, তবে বাধ্য হইয়া কথা কহেন। অনবরত যেন নয়নে জল আসিতেছে, আর কষ্টে তাহা নিবারণ করিতেছেন। মাঝে মাঝে নয়ন-জলে তারা ডুবিয়া যাইতেছে, আর সেই বেগ গোপন করিবার নিমিত্ত তাড়াতাড়ি নয়ন মুছিতেছেন। এ দিকে কিন্তু শরীর হইতে তেজ বাহির হইতেছে, আর সেই বিপুল শরীর যেন পূর্ব্বাপেক্ষা আরো সুবলিত হইয়াছে।

নিমাইয়ের বিনয় ও ভাব দেখিয়া সকলে মুগ্ধ ও বিস্ময়াপন্ন হইলেন। যাঁহারা গুরু জন তাঁহারা মনের সহিত আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। যাঁহারা সখা তাঁহারা আকৃষ্ট হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিলেন। কি গুরু জন, কি সখাগণ, যেন তাঁহাকে ছাড়িয়া যাইবার শক্তি হারাইলেন। তখন নিমাই সকলকে মধুর বাক্যে বিদায় করিলেন।

বিকালে বাহির বাটীতে নিমাই তাঁহার তিনটি বন্ধু লইয়া তীর্থ কথা কহিতে বসিলেন। সে তিন জনের নাম, শ্রীমান্ পণ্ডিত, সদাশিব কবিরাজ, ও মুরারি গুপ্ত। এই মুরারি গুপ্তেরই থালে শিশুবেলা নিমাইয়ের কীর্ত্তি, আর ইনিই নিমাইয়ের আদিলীলা বর্ণন করিয়াছেন।

তীর্থের কথা বলিতে বলিতে নিমাই গয়াসুরের আখ্যান বলিতে

লাগিলেন। বলিতে বলিতে শ্রীকৃষ্ণ যে গয়াসুরের শিরে পাদপদ্ম দিয়াছিলেন, আর সেই চিহ্ন যে গয়াতে অদ্যাপি আছে, তাহাই বলিতে লাগিলেন। নিমাই বলিলেন, "ভাই, আমি শ্রীপাদপদ্ম দেখিতে গেলাম। দেখি ব্রাহ্মণ-গণ পাদপদ্মের মাহাত্ম্য বর্ণনা করিতেছেন। আমি সেই শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম—" ইহাই বলিতে বলিতে নিমাই নীরব হইলেন। মুরারি প্রভৃতি ইহাতে নিমাইয়ের মুখ পানে ভাল করিয়া চাহিলেন; দেখেন যে, তাঁহার চক্ষুতে নিমেষ নাই এবং তারা স্থির হইয়াছে। একটি মহাজনের পদের দ্বারা, নিমাইয়ের কি ভাব হইল, ব্যক্ত করিতেছি। শ্রীমতী রাধা ললিতার নিকট কৃষ্ণকথা বলিতেছেন। বলিতে বলিতে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তখন ললিতা ব্যস্ত হইয়া বিশাখাকে ডাকিতেছেন, বলিতেছেন, "বিশাখা, শীঘ্র আয়; দেখে যা আমাদের রাধা কেমন হয়ে পলো।" বিশাখা আসিয়া শ্রীমতীকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "একি হলো?" তখন ললিতা বলিতেছেন ঃ—

এই যে ধনী, কথা কইতেছিল।
কথা কইতে কইতে নীরব হলো ॥

সেইরূপ কৃষ্ণকথা কহিতে গিয়া নিমাইয়ের হৃদয়ে যে তরঙ্গ উঠিল, তাহা বাহির হইতে পথ না পাওয়ায় তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। দেখিতে দেখিতে নিমাই মৃত্তিকায় পড়িয়া গেলেন। তখন সকলে ব্যস্ত হইয়া তাঁহাকে ধরিলেন ও তাঁহার শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। একটু পরে চৈতন্য পাইয়া নিমাই কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। সেই নয়ন জলে সেখানে যে পুষ্পের বাগান ছিল, তাহা ভিজিয়া যাইতে লাগিল।

মুরারি প্রভৃতি, নিমাইয়ের যে ভাব দেখিলেন, এরূপ ভাব পূর্ব্বে কাহারও কখন দেখেন নাই। মনুষ্যের এত নয়ন জল পড়ে, ইহা তাঁহারা চক্ষে ত দেখেনই নাই, কর্ণেও শুনেন নাই। তাঁহারা নানা কথা ভাবিতে লাগিলেন। কেহ ভাবিতেছেন, ইঁহার কি শ্রীকৃষ্ণের দর্শন ঘটিয়াছে? কেহ চুপে চুপে আর এক জনের নিকটে বলিলেন, "কি আশ্চর্য্য! তিন মাস পূর্ব্বে কে বলিতে পারিত যে, নিমাই পণ্ডিত এরূপ অদ্ভুত ভক্ত হইবেন।" অনেক ক্লেশে নিমাইকে তাঁহারা একটু শান্ত করিলেন। তখন নিমাই গদ গদ ভাবে বলিতেছেন, "ভাই, তোমরা আমার চির-

সুহৃদ, আমার মনের ব্যাথা আর কাহাকে বলিব? কল্য সকালে তোমরা শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর বাড়ী যাইও, আমিও সেখানে যাইব, যাইয়া আমার সমুদয় কথা তোমাদিগকে বলিব।", এই কথার পরে মুরারি প্রভৃতি উঠিয়া গেলেন, নিমাইও অভ্যন্তরে গেলেন।

শচী, নিমাইয়ের ভাব দেখিয়া, কিছু চিন্তিত হইলেন; তাহার বিশেষ কারণ এই যে, নিমাইয়ের এ অবস্থার হেতু কিছু বুঝিতে পারিলেন না।

রজনীতে নিমাই শয়ন করিতে গেলেন, প্রিয়ার সহিত দু একটি কথা বলিলেন, বলিতে বলিতে কণ্ঠরোধ হইল। এতক্ষণ বহিরঙ্গ সম্ভাষে ধৈর্য্য বাঁধিয়াছিলেন, প্রিয়ার কাছে আসিয়া ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল। তখন মস্তক অবনত করিয়া অবিশ্রান্ত রোদন করিতে লাগিলেন।

অন্যের রোদন দর্শনে মন কোমল হয়। বলবান পুরুষের রোদন দর্শনে দুর্ব্বলা স্ত্রীলোকের মনে বড়ই আঘাত লাগে। আবার সেই পুরুষ যদি স্বামী হন, তবে স্ত্রীর কি ভাব হয়, তাহা মনে অনুভব করুন। বিশেষ, তাঁহার স্বামী কেন কান্দিতেছেন? তাঁহার কি দুঃখ? তিনি কিসে শান্ত হইবেন? শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া ইহার তথ্য কিছুই জানেন না।

বিষ্ণুপ্রিয়া সেই ভাবহিল্লোল দেখিয়া কাযেই বড় বিকল হইলেন। তখন তাঁহার কাঁদিবার সময় নয়, তখন তাঁহার কর্ত্তব্য সান্ত্বনা করা। কিন্তু বয়সে বালিকা, সান্ত্বনা করিতে জানেন না, সাহসও হইল না। তিনি ভীত ও ব্যস্ত হইয়া, শাশুড়ীর কাছে দৌড়িলেন। শাশুড়ীর ঘরে যাইয়া দুয়ারে আঘাত করিতে করিতে বলিলেন, মা উঠ, শীঘ্র উঠ।

শচী ত্রস্ত হইয়া উঠিলেন, দ্বার খুলিলেন। বিষ্ণুপ্রিয়া বলিলেন, মা! একবার এই ঘরে এসো। শচী ব্যস্ত হইয়া, পুত্রের ঘরে দ্রুত গমনে গিয়া দেখেন, নিমাই নয়ন মুদিয়া, ঘাড় হেঁট করিয়া, নীরবে রোদন করিতেছেন, বদন বাহিয়া শত শত ধারা পড়িতেছে। শচী তখন ব্যস্ত হইয়া, পুত্রের মাথায় হাত দিয়া বলিতেছেন, "বাপ নিমাই, তুমি কান্দ কেন?" কিন্তু শচী যদিও অতি ব্যস্ত হইয়া নিমাইকে সম্বোধন করিলেন, কিন্তু সে স্বর নিমাইয়ের কর্ণে প্রবেশ করিল না।

শচী আরো ব্যাগ্র হইয়া, নিমাই কান্দ কেন, ইহা বারম্বার জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ পরে নিমাইয়ের কর্ণে মাতার আকু

ধ্বনি গেল। মাতার দুঃখ নিবারণ নিমিত্ত তিনি বেগ সম্বরণ করিতে গেলেন, কিন্তু তাহাতে সে বেগ আরো বৃদ্ধি পাইল।

তখন শচী বলিতেছেন, "বাপ আমার! তুমি বড় জ্ঞানবান, তোমার মত পণ্ডিত নদীয়ায় নাই। বাপ! তুমি এত উতলা কেন হইলে? অন্যে উতলা হইলে, তুমি শান্ত কর, তোমাকে কে শান্ত করিবে? বাপ! তুমি এত গম্ভীর, তুমি এত ব্যাকুল কেন হইলে?" যথা চৈতন্যমঙ্গলে :—

বিস্মিত হইয়া শচী বিশ্বম্ভরে পুছে।
কি লাগিয়া কান্দ বাপ তোর দুঃখ কিসে॥

পুনঃ যথা চৈতন্যচরিত কাব্যে :—

কিমু তাত! রোদিতি ভবানবদৎ।

নিমাই অতি কষ্টে মনের বেগ কথঞ্চিৎ শান্ত করিয়া বলিতেছেন, "মা! আমি রোদন করিতেছি ভাবিয়া, তুমি দুঃখ পাইও না। আমি এই মাত্র স্বপ্নে অতি রূপবান্, শ্যামবর্ণ, বনমালাধারী, একজন নবীন পুরুষকে দেখিয়া, এত আনন্দ পাইলাম যে, আমার আঁখি দিয়া জল পড়িতে লাগিল। মা! এমন মধুর রূপ কখন দেখি নাই, সেই রূপ খানি আমার হৃদয়ে জাগিতেছে।" নিমাই ভাবে বিভোর হইয়া, শ্রীকৃষ্ণের রূপ বর্ণনা করিতে লাগিলেন, আর দেবীদ্বয় শুনিতে লাগিলেন।

এইরূপে নিমাইয়ের কৃষ্ণকথায় প্রথম রজনী গেল। শচী ও বিষ্ণুপ্রিয়া গদ গদ হইয়া, সেই অপূর্ব্ব কথা শুনিলেন, এবং আনন্দে সারা নিশি কাটাইলেন।

অতি প্রত্যুষে শ্রীমান্ পণ্ডিত, পণ্ডিত শ্রীবাসের বাড়ী কুসুম চয়ন করিতে গিয়াছেন। শ্রীবাসের নাম পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। ইনি জগন্নাথ মিশ্রের বন্ধু, নিমাইয়ের পিতার বয়সী, পরম বৈষ্ণব। ইহার বাড়ীতে কুন্দ পুষ্পের একটা ঝাড় ছিল। ইহাতে অপর্য্যাপ্ত ফুল ফুটিত, পাড়ার সকলে সেই ফুল তুলিতে যাইতেন। শ্রীমান্ ফুল তুলিতে গিয়া কাযেই সেখানে অনেককে দেখিলেন।

সকলে ফুল তুলিতেছেন, শ্রীমান্ পণ্ডিতও ফুল তুলিতেছেন, আর মন্দ মন্দ হাসিতেছেন। নিমাই পণ্ডিতের পূর্ব্ব দিনের কথা মনে করিয়া, তিনি সারা নিশি, আনন্দে যাপন করিয়াছেন, তখনও আনন্দ রহিয়াছে,

তাহা লুকাইতে পারিতেছেন না। আবার যাহা দেখিয়াছেন, তাহা সকলকে বলিতেও নিতান্ত ইচ্ছা হইতেছে।

শ্রীবাস জিজ্ঞাসা করিলেন, "বড় যে হাসি দেখিতেছি?" শ্রীমান্ বলিতেছেন, "অবশ্য কারণ আছে।" শ্রীবাস বলিতেছেন, "কারণ কি, শুনি?" তখন শ্রীমান্ বলিলেন, "তোমরা শুনেছ, নিমাই পণ্ডিত পরম বৈষ্ণব হইয়াছেন? গয়া হইতে আসিয়াছেন শুনিয়া, কল্য বিকালে আমরা কয়েক জন দেখা করিতে গেলাম। দেখি যে, এমন নম্র পুরুষ বুঝি জগতে আর নাই। সে নম্র ভাব দেখিলেই চিত্ত আকর্ষণ করে। আমাদের নিকট তীর্থের কথা বলিতেছিলেন, বলিতে বলিতে গদাধরের পাদপদ্মের কথা বলিতে গেলেন, কিন্তু পাদপদ্মের নাম করিবামাত্র আনন্দে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তাহার পরে যে কাণ্ড দেখিলাম, সেরূপ চক্ষে ত দেখি নাই, কর্ণেও শুনি নাই, তাহা বর্ণন করা আমার সাধ্য নহে। ফল কথা, নিমাই পণ্ডিতের যেরূপ চরিত্র দেখিলাম, তাহাতে আমার আর তাঁহাকে মনুষ্য বলিয়া বোধ নাই।"

এই কথা শুনিয়া সকলে আনন্দিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন যে, ইহা বড় শুভ সংবাদ সন্দেহ নাই। একজন উগ্র স্বভাব বৈষ্ণব বলিতেছেন, "নিমাই পণ্ডিত যদি বৈষ্ণব হয়, তবে আমাদের বিদ্বেষী মহাশয়দিগকে এইবার দেখিব।" শ্রীবাস বলিলেন, "আজ বড় শুভ সংবাদ শুনিলাম, ভক্তবৎসল শ্রীকৃষ্ণ এত দিন আমার মনস্কামনা সিদ্ধ করিলেন। শ্রীভগবান আমাদের বৈষ্ণব পরিবার বৃদ্ধি করুন।"

শ্রীমান্ পণ্ডিত বলিতেছেন, "নিমাই পণ্ডিত চেতন পাইয়া আমাদিগকে অদ্য প্রাতে শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর বাড়ী যাইতে বলিলেন, সেখানে তাঁহার মনের দুঃখ, ও আর কি কি, বলিবেন। আমি ফুল তুলিয়া সেখানে যাইব।"

শ্রীমান্ পণ্ডিত পুষ্প তুলিয়া তাড়াতাড়ি গঙ্গাতীরে শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর বাড়ী গেলেন। শ্রীবাসের বাড়ীতে গদাধর পণ্ডিতও ফুল তুলিতেছিলেন। তিনিও এই কথা শুনিয়া শুক্লাম্বরের বাড়ী গেলেন, কিন্তু তাঁহার সেখানে থাকিতে অনুমতি ছিল না বলিয়া, গৃহের মধ্যে লুকাইয়া রহিলেন। ক্রমে সদাশিব ও মুরারি আসিলেন, এবং সকলে বসিয়া নিমাই পণ্ডিতের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

দেখেন, নিমাই পণ্ডিত আসিতেছেন। অতি দীর্ঘকায় সবল পুরুষটি

চলিতেছেন, কিন্তু প্রতি পদে পদস্খলন হইতেছে। মুখ পানে চাহিয়া দেখেন যে, নয়ন দিয়া অজস্র ধারা পড়িতেছে, ভাল করিয়া দেখিতে পাইতেছেন না, আর বাহ্যজ্ঞান অতি অল্প মাত্র আছে, তাহাতেই পদস্খলন হইতেছে। নিমাই পিঁড়ায় উঠিয়া, বন্ধুগণকে দেখিয়া, আপনার যে টুকু জ্ঞান ছিল, তাহাও রাখিতে পারিলেন না। "হা কৃষ্ণ" বলিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া মৃত্তিকায় পড়িবার সময়, পিঁড়ার একটি খুঁটি ধরিয়াছিলেন, উহার সহিত মুক্তকেশে পড়িয়া গেলেন।

নিমাই মৃত্তিকায় পড়িলে, আস্তে ব্যস্তে মুরারি প্রভৃতি সকলে বাহু পসারিয়া তাঁহাকে ধরিলেন। দেখেন, জীবনের চিহ্নমাত্র নাই, চক্ষু স্থির হইয়াছে, মুখে লালা পড়িতেছে ও নিশ্বাস প্রশ্বাস নাই। তখন সকলে মুখে জল সিঞ্চন করিতে করিতে, নিমাইয়ের অর্দ্ধ চেতনা হইল। একটু চেতন পাইয়া নিমাই "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" বলিয়া অতি করুণ স্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। শেষে "আমার কৃষ্ণ নাই" এই মনের ক্লেশে ধূলায় গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন। এইরূপ গড়াগড়ি দিতে নিমাইয়ের সোণার অঙ্গ ধূলায় ধূসরিত হইল। তাঁহার সঙ্গীগণ অনেক যত্নে তাঁহাকে উঠাইয়া বসাইলেন। কিন্তু তিনি আবার মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। এইরূপ মুহুর্মুহু মূর্চ্ছিত হইতে লাগিলেন। মাঝে মাঝে একটু চৈতন্য হইতেছে, আর বলিতেছেন, "এই যে কৃষ্ণ এখানে ছিলেন, তিনি কোথা গেলেন?" কখন বা ক্ষণিক চেতন পাইয়া, অতি কাতরে বলিতেছেন, "আমার কৃষ্ণ নাই।" সে সময় মুখ দেখিলে, কি স্বর শুনিলে, পাষাণ বিদীর্ণ হয়। এই স্থানের বর্ণনা করিয়া, আমার মেজদাদা শ্রীল হেমন্তকুমার ঘোষ একটি গীত রচনা করেন। সেটি এই :—

হা কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে ধূলায় পড়িল গোরা।
ধূলায় ধূসরিত অঙ্গ দু' নয়নে বহে ধারা॥
ক্ষণেক চেতনপায়, বলে আমার কৃষ্ণ নাই,
এই ছিল কোথা গিয়া লুকাইল মনচোরা।
হা হরি হরি হরি, হরি তুমি কোথা হে,
তুমি সরবস্ব ধন তুমি নয়নের তারা॥

অপরাহ্ন উপস্থিত, কিন্তু কাহারও সে জ্ঞান নাই। নিমাই পণ্ডিত যে ডুবিয়াছেন, তাহাতে তাঁহারাও সকলে নিমগ্ন হইয়াছেন। সকলেই

ভক্তিতে গদ্‌ গদ হইয়া রোদন করিতেছেন। আর, নিমাই করিতেছেন কি, না মুরারির গলা ধরিয়া বলিতেছেন, "মুরারি! শ্রীকৃষ্ণ ভজ। শ্রীকৃষ্ণ কি ভজিবে না? মুরারি! কৃষ্ণ আমার বড় মধুর। সদাশিব, তুমি আমি দুই জনে মুকুন্দ ভজন করিব। কেমন?" নিমাই এইরূপে প্রলাপ করিতেছেন, এমন সময় তাঁহার কর্ণ কুহরে রোদন ধ্বনি গেল। কর্ণ পাতিয়া শুনিলেন যে, ঘরের মধ্যে কে রোদন করিতেছেন। তখন একটু বাহ্য পাইয়া বলিতেছেন, "ঘরের মধ্যে কে উনি?"

মুরারি বলিলেন, "তোমার গদাধর।" "তোমার" গদাধর ইহার অর্থ এই যে, গদাধর নিমাইয়ের ছায়ার স্বরূপ বরাবর বেড়াইতেন। নিমাই বড়, গদাধর ছোট। গদাধর পরম রূপবান্‌, শিশুকাল হইতেই ভক্তিপথের পথিক। গদাধরের চরিত্র মধু হইতে মধু। পাঠক, ক্রমে তাহার পরিচয় পাইবেন।

তখন নিমাই গদাধরকে সম্বোধন করিয়া বাহির হইতে বলিলেন, "গদাধর! তুমিই সার্থক জন্মগ্রহণ করিয়াছিলে। তুমি শিশুকাল হইতেই শ্রীকৃষ্ণ ভজন করিতেছ, আমার জীবন্‌ কেবল বৃথা রসে গেল।" এই কথা শুনিয়া গদাধর আসিয়া নিমাইয়ের চরণে পড়িলেন। নিমাই বলিতেছেন, "গদাধর! আমি কৃষ্ণকে পাইয়াছিলাম, আবার নিজ দোষে হারাইয়াছি। আমার কি দুঃখ তাহা বলিতে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হয়। শুন—" ইহাই বলিয়া কি বলিতে গেলেন, কিন্তু পারিলেন না, একেবারে মৃতের ন্যায় ধূলায় মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

সন্ধ্যার সময় নিমাই গৃহাভিমুখে ঢুলিতে ঢুলিতে চলিলেন। সমস্ত দিবস স্নানাহার হয় নাই। শচী যত্ন করিয়া স্নানাহার করাইলেন। মুরারি, গদাধর প্রভৃতি গৃহে গমন করিলেন। সকলেই একেবারে বিস্মিত। নিমাইয়ের ভক্তি উদয় হইয়াছে, ইহা বিচিত্র নহে। কিন্তু এরূপ ভক্তি কি মনুষ্যের হইতে পারে? শাস্ত্রেও ত ওরূপ ভক্তির কথা শুনা যায় না। নিমাই কি মনুষ্য? এ শক্তি নিমাই পণ্ডিত কোথা হইতে পাইলেন? মনুষ্যের এত শক্তি ত সম্ভবে না? পরস্পরে এইরূপ কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে নিমাইয়ের কথা অল্পে অল্পে প্রচার হইতে লাগিল। ন প্রকাণ্ড নগর, কে কাহার সন্ধান রাখে, কিন্তু তবু অনেক ভাগ্যটি

শুনিলেন, যে নিমাই পণ্ডিত অদ্ভুত ভক্ত হইয়াছেন। কেহ বা এই সংবাদ শুনিয়া তাঁহাকে দেখিতে আসিবেন, স্থির করিলেন।

এ দিকে পড়ুয়াগণ নিমাই পণ্ডিতকে ঘিরিয়া ফেলিল। তাহাদিগকে দর্শন করিয়া নিমাইয়ের প্রথম স্মরণ হইল যে, তাঁহার অধ্যয়ন করান একটি কার্য্য আছে। ইহাতে গুরু গঙ্গাদাস পণ্ডিতের কথাও মনে পড়িল। নিমাই তখন শিষ্যগণ সঙ্গে করিয়া গঙ্গাদাসের বাড়ী গমন করিলেন। গিয়া গুরুকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন।

গঙ্গাদাস অতি আনন্দিত হইয়া নিমাইকে "বিদ্যালাভ হউক" বলিয়া আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, "তুমি কুশলে পিতৃকার্য্য করিয়া আসিয়াছ; ইহা কেবল আমার সুহৃদ, তোমার পিতা, জগন্নাথ মিশ্রের পুণ্য বলে। বহু দিবস বৃথা গিয়াছে, আর পাঠ বন্ধ করা উচিৎ নহে। পড়ায় অল্প ক্ষান্ত দিলেই অনভ্যাস হইয়া যায়। তোমার পড়ুয়াগণ তোমা ব্যতীত আর কাহাকে জানে না। তুমি যে অবধি গিয়াছ, সে অবধি তাহারা পুঁথিতে ডোর দিয়া বসিয়া আছে। তাহারা বলে যে, যদি পড়ে, তবে তোমার নিকট পড়িবে, তাহাদের আর কাহারও কাছে পড়িয়া তৃপ্তি হয় না।"

সেখান হইতে নিমাই পুরুষোত্তম সঞ্জয়ের বাড়ী গেলেন। পূর্ব্বে বলিয়াছি, তাঁহারই চণ্ডীমণ্ডপে নিমাইয়ের টোল ছিল। নিমাই চণ্ডীমণ্ডপে আসিয়া বসিলেন।

পুরুষোত্তমের পুত্র মুকুন্দ সঞ্জয় নিমাইয়ের শিষ্য, নিমাইকে আসিয়া প্রণাম করিলেন। নিমাই তখন বাহু পসারিয়া তাঁহাকে কোলে করিলেন, করিয়া স্নেহে আর্দ্র হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন।

পণ্ডিত আসিয়াছেন শুনিয়া, নারীগণ আনন্দে হুলু ধ্বনি ও শঙ্খ ধ্বনি করিতে লাগিলেন। এইরূপে যেখানে যেখানে যাওয়া প্রয়োজন, সেই সমুদায় স্থলে ভ্রমণ করিয়া নিমাই গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন।

নবম অধ্যায়।

"কৃষ্ণ বর্ণ শিশু এক মুরলী বাজায়।"

চৈতন্যভাগবত

তাহার পর দিবস প্রত্যূষে নিমাই গঙ্গাস্নান করিয়া টোলে পড়াইতে গেলেন। নিমাই আসিলেন, আর শত শত পড়ুয়া উপস্থিত হইল। যাহারা প্রবীণ, তাহারা নিকটে বসিল। গ্রন্থ সমুদায় ডোর দিয়া বান্ধা। হরি হরি বলিয়া পড়ুয়াগণ পুস্তকের ডোর খুলিলেন। সেই হরিধ্বনি নিমাইয়ের কর্ণে প্রবেশ করিল। সেই ধ্বনি প্রবেশ করাতে নিমাইয়ের অঙ্গ আনন্দে পুলকিত হইল। তখন নিমাই বলিতেছেন, "কি মধুর নাম! শ্রীকৃষ্ণ তোমাদিগের মঙ্গল করুন। তোমরা অনর্থক বিদ্যা শিক্ষার নিমিত্ত এত চেষ্টা করিতেছ, কেন? শ্রীভগবচ্চরণ প্রাপ্তি জীবনের পরম পুরুষার্থ।" পড়ুয়াগণ অধ্যাপকের পানে চাহিয়া রহিল, আর নিমাই, আবিষ্ট হইয়া, পরমার্থ কথা কহিতে লাগিলেন।

এইরূপে নিমাই পণ্ডিত, শ্রীকৃষ্ণ ভজন জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য, ইহা বুঝাইতে লাগিলেন, আর ছাত্রগণ একচিত্তে মুগ্ধ হইয়া শুনিতে লাগিলেন। নিমাই বলিতে বলিতে হঠাৎ চুপ করিলেন। তাহার কারণ বলিতেছি। তিনি ছাত্রগণকে পড়াইতে টোলে আসিয়াছেন। পাঠ দিবেন, এমন সময় হরিধ্বনি শুনিয়া, তিনি কোথায় কি করিতে আসিয়াছেন, সমস্ত ভুলিয়া গিয়া, আবিষ্ট হইয়া, ভগবদ্‌গুণ বর্ণন করিতেছেন। হঠাৎ তাঁহার বাহ্যজ্ঞান হইল, তখন কি করিতে আসিয়া, কি করিতেছেন, মনে উদয় হওয়ায় অত্যন্ত লজ্জা পাইলেন। লজ্জা পাইয়া নীরবে হইয়া, অপরাধীর ন্যায় মস্তক অবনত করিলেন। ক্ষণপরে নিমাই ধীরে ধীরে বলিতেছেন, "অদ্য মঙ্গলাচরণ করিয়া ক্ষান্ত দেওয়া গেল। এখন চল সকলে গঙ্গাস্নানে যাই, কল্য হইতে পাঠারম্ভ হইবে।" এইরূপে নিমাই পণ্ডিত প্রথম দিন কাটাইলেন।

দ্বিতীয় দিন আবার সেই বিবশাবস্থা উপস্থিত হইল। নিমাই গৃহ হইতে আসিবার কালে, মনে ভাবিতে ভাবিতে আসিয়াছিলেন, অগ্ন ভাল করিয়া পাঠ দিতে হইবে। কিন্তু টোলে. বসিয়া আবার বাহ্যজ্ঞান হারাইলেন, এবং নিয়ম মত পাঠ না দিয়া ভগবদ্‌গুণ কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। সে দিবসও পাঠ বন্ধ হইল। কিন্তু ছাত্রগণ ইহাতে কিছুমাত্র বিরক্ত হইল না। তাহার কারণ নিমাইয়ের মুখে কৃষ্ণকথা অতি মধুর শুনাইত। সুতরাং তিনি প্রত্যহ প্রত্যূষ হইতে দুই প্রহর পর্য্যন্ত যে কৃষ্ণকথা বলেন, পড়ুয়াগণ তাহা চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় স্থিরভাবে বসিয়া শ্রবণ করেন। যখন নিমাই কৃষ্ণকথা বলেন, তখন আবার অদ্ভুত শক্তির পরিচয় দেন। পড়ুয়াগণ দেখেন যে, নিমাইয়ের আবেশিত চিত্ত, বাহ্যজ্ঞান নাই। আবার দেখেন, নিমাইয়ের বাক্যের ছটা যেরূপ, তাহা মনুষ্যের সম্ভব হয় না। সুতরাং যিনি বিদ্যানুরাগী তিনি নিমাইয়ের কৃষ্ণকথায় বিদ্যার পরিচয় পাইয়া, যিনি কবিতানুরাগী তিনি কবিত্ব আস্বাদ করিয়া, যিনি ভক্ত তিনি ভক্তি দেখিয়া, যিনি প্রেমিক তিনি প্রেমের তরঙ্গে ডুবিয়া, সাত দিবস পর্য্যন্ত এইরূপে নিমাইয়ের মুখে কৃষ্ণকথা শুনিলেন। তবে ইহার মধ্যে দুই পাঁচ জন পড়ুয়া বিদ্রোহী হইয়া উঠিল।

কেহ বলিল যে, আমরা বিদ্যাভ্যাসের নিমিত্ত, বাড়ী ছাড়িয়া দূর দেশে আসিয়াছি, কৃষ্ণকথা শুনিতে আসি নাই। অধ্যাপকের এ কি দশা হইল? কেহ বলিল যে, পণ্ডিতের স্কন্ধে কি আবার সেই প্রাচীন বায়ু ভর করিল? এইরূপ কথাবার্ত্তার পর তাহারা একটি পরামর্শ স্থির করিল, এবং কয়েক্ জনে জুটিয়া গঙ্গাদাস পণ্ডিতের বাড়ী যাইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া আপনাদের দুর্দ্দশার কথা বলিতে লাগিল। বলিল, "নিমাই পণ্ডিতের ন্যায় অধ্যাপক ত্রিজগতে নাই, আমরাও তাঁহাকে ভগবানের ন্যায় ভক্তি ও পিতার ন্যায় স্নেহ করিয়া থাকি। কিন্তু গয়া হইতে আসাবধি তিনি পড়ান একেবারে ছাড়িয়া দিয়াছেন। টোলে আসিয়া কেবল শ্রীকৃষ্ণ ভজ, শ্রীকৃষ্ণ ভজ, এই কথা বলেন। আপনি তাঁহাকে ডাকিয়া যাহাতে তিনি আমাদিগকে ভাল করিয়া পাঠ দেন, সেই মত বলিয়া দিউন।"

গঙ্গাদাস পণ্ডিত একজন বিখ্যাত পণ্ডিত, কিন্তু কার্য্যে এক প্রকার নাস্তিক। তাঁহার বিবেচনায় শাস্ত্রাভ্যাসই জীবের একমাত্র প্রধান কর্ম্ম। তিনি নিমাইয়ের এইরূপ আচরণের কথা শুনিয়া হো হো করিয়া হাসিয়া

উঠিলেন, আর বলিলেন, "বটে, নিমাই ইহার মধ্যে সাধু হইয়াছে! অদ্য বিকালে তাহাকে তোমরা ডাকিয়া লইয়া আইস, আমি ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিব।"

প্রাতে আবার নিমাই পড়াইতে আসিয়াছেন, আবার আবিষ্ট হইয়া ছাত্রগণকে পাঠ না দিয়া তাহাদের নিকট শ্রীভগবদ্গুণ কীর্ত্তন করিতেছেন, সকলে স্তম্ভিত হইয়া শুনিতেছেন। এমন সময়ে নিমাইয়ের চেতন হইল। তিনি ছাত্রগণকে পাঠ না দিয়া যে, কৃষ্ণকথা কহিতেছেন, তাহা মনে উদয় হওয়াতে লজ্জায় অধোবদন হইলেন। অন্যান্য দিন এরূপ অবস্থায় শীঘ্র শীঘ্র টোল ভাঙ্গিয়া স্নানে যাইতেন। কিন্তু সে দিবস তাহা না করিয়া, প্রধান ছাত্রগণের মুখপানে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা আমাকে সত্য করিয়া বল দেখি, আমি ব্যাখ্যা কিরূপ করিলাম?" ইহাতে ছাত্রগণ কোন উত্তর না দিয়া, নীরব হইয়া থাকিল। তখন নিমাই আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমি কিরূপ পড়াইতেছি, সরল ভাবে বল। আমার বোধ হয় তোমাদের ভালরূপ পাঠ হইতেছে না।" তখন একজন প্রধান শিষ্য বলিলেন, "গুরুদেব! আপনি যেরূপ ব্যাখ্যা করেন, তাহাই ঠিক। আপনার শক্তির অবধি নাই। যে শব্দের যেরূপ অর্থ করিতে ইচ্ছা হয়, আপনি তাহাই করিতে পারেন। আপনাকে যে যে পাঠ জিজ্ঞাসা করে, আপনি তাহার অর্থে কেবল হরিগুণ ব্যাখ্যা করেন। আপনি যে অর্থ করেন, তাহাই ঠিক, তবে আমরা যে উদ্দেশ্যে পড়িতে আসিয়াছি, তাহা সিদ্ধ হইতেছে না। এবার গয়া হইতে আসাবধি আপনি এক দিনও সচেতনে পুঁথির অর্থ করেন নাই।"

তখন নিমাই লজ্জায় একেবারে অভিভূত হইলেন। বলিলেন, "ভাই সকল! আমার কি হইয়াছে। আমি কৃষ্ণনাম ব্যতীত আর কিছু পড়াইতে পারি না।" একটু নীরব হইয়া, আবার ধীরে ধীরে বলিলেন, "তোমাদের নিকট সরল কথা বলাই ভাল। বল দেখি, আমার কি আবার সেই পূর্ব্বের বায়ুরোগ উপস্থিত হইল?"

শিষ্যগণ বলিলেন, "বায়ুরোগ কি করিয়া বলি? তোমার অর্থ খণ্ডন করে এরূপ লোক জগতে নাই। তোমার যেরূপ ভক্তি এরূপ কেহ কখন দেখে নাই। বায়ুরোগ হইলে, তোমার কথা এত মধুর কেন হইবে?"

তখন নিমাই ধীরে ধীরে বলিতেছেন, "একটি অতি গোপনীয় কথা

তোমাদিগকে বলিব। এ কথা অন্যত্র অকথ্য। তোমরা নিজ জন বলিয়া বলিতেছি। আমি যখন পড়াইতে আসি, তখন মনে দৃঢ় সঙ্কল্প করি যে, অদ্য ভাল করিয়া পড়াইব। কিন্তু তখনি একটি পরম সুন্দর, কৃষ্ণবর্ণ শিশু আমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া বাঁশী বাজাইতে থাকেন, তাহাতে আমার বুদ্ধি শুদ্ধি লোপ এবং অঙ্গ অবশ হয়।" ইহা বলিতে বলিতে নিমাইয়ের অঙ্গ অবশ হইল, কিন্তু তিনি অনেক কষ্টে ধৈর্য্য ধরিয়া টোল ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন।

বিকালে গঙ্গাদাসের আদেশক্রমে, ছাত্রগণ সমভিব্যাহারে নিমাই তাঁহার বাড়ীতে গেলেন। নিমাই প্রণাম করিলেন। গঙ্গাদাস, "বিদ্যালাভ হউক" বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন, "বিশ্বম্ভর! অনেক জন্মের তপস্যায় এক জন অধ্যাপক হয়। তুমি নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর দৌহিত্র, জগন্নাথ মিশ্রের পুত্র। তোমার মাতামহ ও পিতা খ্যাত্যাপন্ন পণ্ডিত ছিলেন। তোমাকে আমি পরিশ্রম করিয়া পড়াইয়াছিলাম, তুমিও আমার নাম রাখিয়াছ। সমস্ত গৌড়দেশে তোমার যশ ব্যাপিয়াছে। তোমার ব্যাকরণের টিপ্পনী ক্রমে সমাজে আদৃত হইতেছে। তুমি নাকি এ সমস্ত ছাড়িয়া দিয়া এখন হরি-ভজা হইতেছ? ভাল, তোমার পিতা কি মাতামহ, ইহারা সকলে কি নরকে যাইবেন? এ সমস্ত পাগলামী ছাড়িয়া দিয়া মনোযোগ দিয়া পাঠ দাও। তোমার শিষ্যগণ আর কাহারও কাছে পড়িবে না, তোমার কাছেও পড়িতে পাইতেছে না। তাহারা নিতান্ত ক্ষুব্ধ হইয়া রহিয়াছে। পাগলামী ছাড়িয়া দাও, দিয়া আমার মাথা খাও, ভাল করিয়া পড়াইতে আরম্ভ কর।"

নিমাই লজ্জিত হইয়া নিজ অপরাধ স্বীকার করিলেন। গঙ্গাদাসের নিকট, "ক্ষমা করুন" বলিয়া করযোড়ে ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। আর, এই অবধি ভাল করিয়া পড়াইবেন, স্বীকার করিলেন। তখন সকলে বিদ্যাচর্চ্চা করিতে করিতে রত্নগর্ভ আচার্য্যের দুয়ারে আসিয়া বসিলেন। রত্নগর্ভ শুধু শ্রীহট্টের লোক নহেন, জগন্নাথ মিশ্রের এক গ্রামের লোক। সেখানে, তাঁহার বাহির দুয়ারে, যোগপট্ট ছাঁদের চাদর বান্ধিয়া, শিষ্যগণ সমভিব্যাহারে বসিয়া, নিমাই শাস্ত্রালাপ করিতে লাগিলেন। চারি দণ্ড রাত্রি হইয়াছে, শিষ্যগণ বিস্মিত হইয়া, নিমাইয়ের অদ্ভুত পাণ্ডিত্য অনুভব করিতেছেন,

এমন সময় পূর্ব্বোক্ত রত্নগর্ভ অতি সুস্বরে শ্রীমদ্ভাগবতের এই শ্লোকটি পাঠ করিলেন, যথা ঃ—

শ্যামং হিরণ্যপরিধিং বনমাল্যবর্হ-
ধাতুপ্রবালনটবেশমনুব্রতাংসে।
বিন্যস্তহস্তমিতরেণ ধুনানমজম্
কর্ণোৎপলালককপোলমুখাব্জহাসম্॥
(১০ম স্কন্ধ, ২৩ অধ্যায়, ২২ শ্লোক।)

শ্রীকৃষ্ণের রূপ বর্ণনার এই শ্লোকটি কর্ণে প্রবেশ করিবামাত্র নিমাই মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার ছাত্রগণ নিমাইয়ের এরূপ ভাব কখন দেখেন নাই। তাহার কারণ, ছাত্রগণ বাহিরের লোক। আর তাহাদিগের নিকট পাছে কোনরূপ ভাবের উদয় হয়, এই নিমিত্ত নিমাই পণ্ডিত অত্যন্ত শশঙ্কিত ও সতর্ক থাকিতেন। কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতের এই শ্লোকটি হঠাৎ শুনিয়া আর আপনাকে সামলাইতে পারিলেন না, বাণবিদ্ধ পক্ষীর ন্যায়, মৃত্তিকায় পড়িয়া গেলেন!

ইহা দেখিয়া শিষ্যগণ আস্তে ব্যস্তে ধরিলেন। সকলে দেখেন যে, জীবনের কিছু মাত্র চিহ্ন নাই, তখন সকলে ভীত হইয়া মুখে জলের ছিটা মারিতে লাগিলেন। অনেক পরে নিমাই চৈতন্যলাভ করিলেন। তখন নয়ন দিয়া প্রেম-ধারা বহিতে লাগিল। নিমাই প্রেম-তরঙ্গে স্থির থাকিতে না পারিয়া মৃত্তিকায় গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন। নয়ন-জলে সে স্থান কর্দ্দমময় হইয়া গেল। সকলে বিস্মিত হইয়া দেখিতেছেন। নগরের লোক যাঁহারা যাইতেছেন, তাঁহারাও দাঁড়াইয়া দেখিতেছেন। কেহ কেহ নিমাইকে প্রণাম করিতেছেন। এমন সময় নিমাই গড়াগড়ি দিতে দিতে বলিলেন, "শ্লোক বল।" রত্নগর্ভ আবার পড়িলেন। শ্লোক শুনিতে শুনিতে নিমাই উঠিয়া বসিলেন, শুনিয়া আবার মৃত্তিকায় পড়িয়া গেলেন। পড়িয়া আবার শ্লোক শুনিবার ইচ্ছায় বলিলেন, "আবার শ্লোক পড়," কিন্তু তাহা বলিতে পারিলেন না। কেবল "বোল" "বোল" বলিতে লাগিলেন। তাঁহার প্রতি শ্লোক পড়িবার আদেশ হইতেছে বুঝিয়া, রত্নগর্ভ আবার শ্লোক পড়িলেন। তখন নিমাই উঠিয়া আনন্দে রত্নগর্ভকে আলিঙ্গন করিলেন।

রত্নগর্ভ আলিঙ্গন পাইয়া প্রেমে বিহ্বল হইয়া ঢলিয়া পড়িলেন। এই রত্নগর্ভ নিমাইয়ের প্রথম কৃপাপাত্র।

রত্নগর্ভ একবার নিমাইয়ের চরণ ধরিতেছেন, একবার রোদন করিতেছেন, একবার শ্লোক পড়িতেছেন। সেখানে অবশ্য গদাধর ছিলেন। যেখানে নিমাই সেইখানে গদাধর। তিনি দেখিলেন, রত্নগর্ভ যত শ্লোক পড়িতেছেন, নিমাই ততই অস্থির হইতেছেন। নিমাই যে ধূলায় গড়াগড়ি দিতেছেন, ইহাতে গদাধরের হৃদয়ে দুঃখ হইতেছে। তিনি তখন রত্নগর্ভকে শ্লোক পড়িতে নিষেধ করিলেন। নিমাই "বোল" "বোল" বলিতে লাগিলেন, কিন্তু রত্নগর্ভ আর শ্লোক পড়িলেন না।

একটু পরে নিমাই অল্প চেতন পাইলেন। তখন সেই সোণার অঙ্গ ধূলায় ধূসরিত হইয়াছে। ক্রমে সম্পূর্ণ চেতন পাইয়া নিমাই আস্তে আস্তে উঠিয়া বসিলেন, বসিয়া লজ্জিত ভাবে বলিতেছেন; "ভাই সকল! আমি কি চাঞ্চল্য করিলাম, বল দেখি?" কেহ কোনও উত্তর করিল না, তখন সকলে তাঁহাকে লইয়া গঙ্গাস্নানে গমন করিলেন।

তাহার পর দিবস সকালে নিমাই ছাত্রগণ বেষ্টিত হইয়া টোলে বসিলেন। ছাত্রগণ পূর্ব্ব দিনকার অদ্ভুত কাণ্ড দেখিয়া আনন্দে নিশি যাপন করিয়াছেন। নিমাইয়ের পূর্ব্ব নিশির ভাব দর্শনে তাঁহাদের মনে যে ভক্তির উদয় হইয়াছিল, তাহা তখন সম্পূর্ণভাবে রহিয়াছে। পড়ুয়াগণ প্রভাতে দেখেন, তাঁহাদের নবীন অধ্যাপক, তাঁহার উপবেশন স্থানে যোগাসনে বসিয়া আছেন। সোণার সুবলিত অঙ্গ দিয়া মহাপুরুষের ন্যায় তেজ বাহির হইতেছে। সরল ও সুন্দর বদন মলিন, কিন্তু আনন্দময়। পদ্ম চক্ষু কান্দিয়া কান্দিয়া রক্তবর্ণ হইয়াছে, নবীন অধ্যাপক চেষ্টা করিয়া নয়নজল নিবারণ করিতে পারিতেছেন না। শিষ্যগণ সেই অপরূপ মূর্ত্তি দেখিতেছেন। নিমাইয়ের চরিত্র, বিশেষতঃ তাঁহার পূর্ব্ব রাত্রের ব্যবহার দেখিয়া, তাঁহারা এই স্থির করিয়াছেন যে, তাঁহাদের অধ্যাপক শুক কি প্রহ্লাদ, কিম্বা স্বয়ং নরনারায়ণ হইবেন। ঠিক তাঁহাদের ন্যায় মনুষ্য নহেন। নিমাই যে পরমানন্দরসে নিমগ্ন হইয়া আছেন, তাহা ভঙ্গ করিয়া, শিষ্যগণ যে তাঁহার নিকট সামান্য পাঠ জিজ্ঞাসা করেন, কাহারও এরূপ প্রবৃত্তি হইতেছে না। এমন সময় নিমাই চেতন পাইয়া, আবার লজ্জিত হইলেন। তখন শিষ্যগণকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন; "ভাই সকল! এরূপ করিয়া আর তোমাদিগকে

বঞ্চনা করিতে পারি না। আমার এখন তোমাদিগের কাছে একটি ভিক্ষা আছে। আমাকে তোমরা কৃপা করিয়া মুক্তি দাও, আমি তোমাদিগকে আর পড়াইতে পারিব না। আমি বলিয়াছি যে, আমি পড়াইতে গেলে, একটি কৃষ্ণবর্ণ শিশু মুরলী বাজাইতে থাকেন, আর তখনি আমার সকল বুদ্ধি লোপ হয়। আবার আমার মুখে কৃষ্ণনাম ব্যতীত আর কিছু আসে না। সুতরাং আর আমার এখানে তোমাদের পড়া কেবল বিড়ম্বনা মাত্র। আমি সরল মনে তোমাদিগকে অনুমতি দিতেছি, তোমাদের যাঁহার কাছে ইচ্ছা পাঠ কর গিয়া, আমাকে মুক্তি দাও।" ইহাই বলিয়া, অধোমুখ হইয়া রোদন করিতে করিতে, নিমাই পুস্তকে ডোর দিতে লাগিলেন।

শত শত শিষ্যগণ এক চিত্তে নবীন অধ্যাপকের কথা শুনিতেছেন। করুণ স্বরে নিমাই যে সকল কথা বলিতেছেন, তাহার প্রতি অক্ষর তাহাদের হৃদয়ে বিষ-শরের ন্যায় বিন্ধিতেছে। অধ্যাপকের সজল নয়ন দেখিয়া তাহাদের সমুদায় অঙ্গ এলাইয়া পড়িতেছে।

পরে শিষ্যগণ আর ধৈর্য্য ধরিতে পারিলেন না। সকলেই কান্দিয়া উঠিলেন। তখন এক জন প্রধান শিষ্য কান্দিতে কান্দিতে করযোড়ে কহিলেন, "গুরুদেব! তোমাকে ছাড়িয়া আমরা আর কাহার কাছে পড়িব? আর কাহারও কাছে পড়িতে প্রবৃত্তি হইবে কেন? কে আমাদিগকে তোমার মত স্নেহ ও যত্ন করিয়া পড়াইবে? তোমার কাছে যাহা পড়িলাম, সেই বিস্তর। তুমি আশীর্ব্বাদ কর, তাহাই হৃদয়ে থাকুক। তবে তোমার সহিত দিবানিশি বাস করিতাম, অদ্যাবধি আর তাহা হইবে না, এই দুঃখে হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে।" এই কথা বলাতে সকল শিষ্যগণ অতি উচ্চৈস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন, আর কেহ কান্দিতে কান্দিতে পুস্তকে ডোর দিতে লাগিলেন।

তখন নবীন অধ্যাপক, সম্মুখে যে শিষ্যটি ছিল, তাহাকে দুই হাত দিয়া কোলে করিয়া তাহার মস্তক আঘ্রাণ করিলেন। আর যত শিষ্য ছিল, সকলকে আরো নিকটে আসিতে বলিলেন। নবীন অধ্যাপকের কণ্ঠরোধ হইয়াছে, আর কথা কহিতে পারিতেছেন না। তখন প্রতি জনকে ধরিয়া ধরিয়া আলিঙ্গন, মস্তক আঘ্রাণ ও মুখ চুম্বন করিতে লাগিলেন, আর শত শত পড়ুয়ার ক্রন্দন রবে সে স্থান ও তাহার চতুষ্পার্শ্ব কারুণ্য-রসে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। অনেক কষ্টে কিঞ্চিৎ ধৈর্য্য ধরিয়া নিমাই

বলিতেছেন, "ভাই সকল! আমি তোমাদের অধ্যাপক, আশীর্ব্বাদ করিবার আমার অধিকার আছে। আমি মনের সহিত তোমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিতেছি, যদি আমি একদিনও শ্রীকৃষ্ণ ভজন করিয়া থাকি, তবে তোমাদের হৃদয়ে বিদ্যার স্ফূর্ত্তি হউক। আর বিদ্যারই বা প্রয়োজন কি? শ্রীকৃষ্ণের শরণ লও, তাঁহার গুণগান কর' ও তাঁহার নাম শ্রবণ কর। যাহা পড়িয়াছ, যথেষ্ট হইয়াছে, এখন এস সকলে মিলিয়া কৃষ্ণ-গুণগান করি।"

শিষ্যগণ অধোমুখে রোদন করিতেছেন, নিমাই কষ্টে হৃদয়ের বেগ সম্বরণ করিয়া মনের ভাব ব্যক্ত করিতে লাগিলেন। একটু থামিয়া, নিমাই বলিলেন, "ভাই সকল! এত দিন একত্র হইয়া পড়িলাম শুনিলাম, এখন আমাকে কৃতার্থ কর! একবার কৃষ্ণ-কীর্ত্তন করিয়া আমার হৃদয় শীতল ও সাধ পরিপূর্ণ কর।"

শিষ্যগণ তখন ভক্তি-সাগরে ডুবিয়াছেন। তাঁহাদেরও নিতান্ত ইচ্ছা যে, ঐরূপ একটা কিছু করিয়া মনের বেগ শান্ত করেন। তাহাতে নিমাইয়ের ঐ কথা শুনিয়া তাঁহারা বলিলেন, "গুরুদেব! তাহাই ভাল, আমরা কৃষ্ণ-কীর্ত্তন করিব, কিন্তু কৃষ্ণ-কীর্ত্তন কিরূপ জানি না, আমাদের শিখাইয়া দাও।"

তখন নিমাই বলিলেন, "এস আমরা কৃষ্ণ-কীর্ত্তন করি।"

কেদার রাগ।

হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণায় যাদবায় নমঃ।
(যাদবায় কেশবায় গোবিন্দায় নমঃ।)
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন॥

নিমাই হাতে তালি দিয়া তাল দেখাইয়া শিষ্যদিগকে এই গীত শিখাইতে লাগিলেন। শিষ্যগণ হাতে তালি দিয়া শিখিতে লাগিলেন। সহজ গান, শিষ্যগণ অনায়াসে শিখিলেন। নিমাই মধ্যস্থানে বসিয়া গাইতে লাগিলেন, শিষ্যগণ চারি দিকে বসিয়া হাতে তালি দিয়া তাঁহার সহিত গাইতে লাগিলেন। ক্রমেই প্রেমের তরঙ্গ উঠিতে লাগিল, সকলে আনন্দে উন্মত্ত হইলেন। কেহ গড়াগড়ি দিতে, কেহ বা নৃত্য করিতে লাগিলেন। মহা কলরব হইল, লোকে কৌতুক দেখিতে ধাইয়া আসিল। কিন্তু সম্মুখের কাণ্ড দেখিয়া রহস্য ব্যঙ্গ আর রহিল না। সকলে, ভক্তিতে গদ গদ

হইয়া প্রণাম করিতে লাগিল। নিমাইয়ের ভাব দেখিয়া সকলে স্তম্ভিত হইল। সকলে বলিতে লাগিল, জগতে এরূপ সম্ভবে, ইহা পূর্ব্বে কাহারও জানা ছিল না।

শ্রীনবদ্বীপে এই প্রথমে শুভ শ্রীনাম-কীর্ত্তনের সৃষ্টি হইল। নাচিয়া গাইয়া যে শ্রীভগবানের চরণলাভ করা যায়, সেই কথা নিমাই আপনি যাচিয়া ও যজিয়া প্রথম জীবকে দেখাইলেন। একটি প্রাচীন পদে শ্রীনিমাইকে সম্বোধন করিয়া পদকর্ত্তা বাসুঘোষ বলিতেছেন—

"আমার পরশমণির কি দিব তুলনা।
পরশমণির গুণে, জগতের জীবগণে,
নাচিয়া গাইয়া হৈল সোণা।

শ্রীভগবৎপ্রাপ্তির নিমিত্ত যাগ, যজ্ঞ, পূজা, তপস্যা, অর্চ্চনা, প্রার্থনা, প্রভৃতি নানাবিধ উপায় পূর্ব্বাবধি বরাবর ছিল। এই প্রথমে নিমাই যজিয়া দেখাইলেন যে, শ্রীভগবান আনন্দময়, আর তাঁহার ভজনও আনন্দময়। এই "হরি হরয়ে নমঃ" কীর্ত্তন ১৪৩০ শকে গীত হইয়াছিল। অদ্যাপি সেই সুরে সেই গীত শ্রীনিমাইয়ের ভক্তগণ গাইয়া থাকেন। শ্রীনিমাইয়ের কণ্ঠ হইতে এই গীতটি যে শক্তি পাইয়াছিল, অদ্যাপি উহাতে সেই শক্তি সম্পূর্ণরূপে না হউক, অনেক পরিমাণে আছে। অদ্যাপিও ঐ গীত গাইয়া শ্রীনিমাইয়ের ভক্তগণ আনন্দে নৃত্য ও গড়াগড়ি দিয়া থাকেন। কেহ কেহ মূর্চ্ছা প্রাপ্ত হন।

নিমাইয়ের অনেক শিষ্য সেই দিন হইতে তাঁহার ভক্ত হইলেন, অনেকে উদাসীন পথও অবলম্বন করিলেন।

দশম অধ্যায়।

বাপ নিমাই, কি হয়েছে, কেন দিবানিশি কান্দ ?

বলরাম দাস।

নিমাইয়ের এখন কিরূপ অবস্থা বিবরিয়া বলিতেছি। বহিরঙ্গ লোক দেখিলে অতি কষ্টে ভাব সম্বরণ করেন। যখন ভাব সম্বরণ করিতে না পারেন, তখন গৃহে লুকান। অন্তরঙ্গের মধ্যে থাকিলে ভাব সম্বরণ করেন না। নিতান্ত নিজজন দেখিলে তাহার গলা ধরিয়া রোদন করেন, কি যদি কথা কহেন, তবে কেবল বলেন, "কৃষ্ণ কোথা, তুমি কি তাঁহাকে দেখিয়াছ? তিনি কি আর আমাকে দেখা দিবেন?" নয়ন সর্ব্বদাই কান্দিয়া কান্দিয়া অরুণ, আর নয়ন হইতে অবিরত বারি পড়িতেছে। ধারার একেবারে বিরাম নাই। আত্মীয়গণ কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে কোন উত্তর দেন না, হয় ত এক কথার আর এক উত্তর দেন।

শচী নিতান্ত ব্যাকুল হইলেন। পুত্রের একি দশা হইল? নিমাইকে সম্ভাষণ করিলে অনেক সময় উত্তর পান না। কখন উত্তর পান, কিন্তু কিছু বুঝিতে পারেন না। কখন নিমাই বলেন, "মা! আমার কি পীড়া আমি বলিতে পারি না, আমার কেবল কান্দিতে ইচ্ছা করে।" কখন বলেন, "মা! আমাকে ছাড়িয়া দাও, আমি কৃষ্ণের অন্বেষণে বৃন্দাবনে যাই।" কখন একেবারে পাগলের মত শচী দেবীকে "মা যশোদা" বলিয়া আহ্বান করিয়া বালকের মত হাসেন।

শচীর ইচ্ছা নিমাই অন্যান্য যুবকের মত আমোদ আহ্লাদ করেন। অন্ততঃ নিমাই অন্য লোকের মত চেতন অবস্থায় কথা বলেন। শচীর বয়ঃক্রম তখন ৬৭ বৎসর। স্বামী নাই, আর পুত্র নাই, কন্যা নাই। সম্বলের মধ্যে নিমাই পুত্র, আর বালিকা বধূ বিষ্ণুপ্রিয়া। পুত্রের চরিত্রের কথা সকলের নিকট বলিতে প্রবৃত্তি হয় না, আর না বলিয়াও থাকিতে

পারেন না। দিবা নিশি তাঁহার পুত্রকে প্রকৃতিস্থ করিবার নিমিত্ত যেমন বুঝেন চেষ্টা করিতে থাকেন। কখন সংসারের কথা বলেন, কখন বধূর কথা বলেন, কখন রাগ করেন, কখন রোদন করিয়া নিমাইকে চেতন করিবার চেষ্টা করেন। যখন নিমাই ভোজন করিতে বসেন, সেই শচী দেবীর বড় সুযোগের সময়। নিমাইয়ের সন্তোষ হবে বলিয়া বধূর দ্বারা অন্ন পরিবেশন করান। আর আপনি অগ্রে বসিয়া নিমাইকে আনমনা করেন। নিমাইয়ের মন ভাবে বিভোর। কেবল অভ্যাস বশতঃ ভোজন করেন মাত্র। একদিন শচী তাঁহার অগ্রে বসিয়া সচেতন করিবার চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু নিমাইয়ের বিভোর ভাব যাইতেছে না।

যত কিছু বোলে শচী পুত্রের উত্তর।
কৃষ্ণ বহি নাহি কিছু বোলে বিশ্বম্ভর ॥—চৈতন্যভাগবত।

শচী বলিতেছেন, "নিমাই, আজ কি পড়িলে ?"

নিমাই। কৃষ্ণনাম পড়িলাম।

শচী। আমি তা বলিতেছি না, আজ কি বিচার করিলে ?

নিমাই। রাধা-কৃষ্ণ।

শচী। তা না, নিমাই, আমার মাথা খাস্ ভাল কোরে কথা ক'।

নিমাই, চৈতন্য পাইয়া লজ্জিত হইয়া বলিতেছেন, "মা আমি আর এক কথা ভাবিতেছিলাম, আমাকে ক্ষমা কর।"

শচী একে চিন্তায় ব্যাকুল, আবার পাড়ার নির্ব্বোধ লোকে তাঁহাকে পাগল করিয়া তুলিল। তাহারা বলে তোমার পুত্র পাগল হয়েছে, উহাকে বান্ধিয়া রাখ। এই সমুদায় কথা শুনিয়া, শচী আর নিমাইয়ের কথা গোপন করিতে পারিলেন না। তখন তাঁহার পতির পরম আত্মীয়, পরমভক্ত শ্রীবাস পণ্ডিতের কাছে লোক পাঠাইয়া সমুদায় দুঃখের কথা বলিলেন। নিমাই পরম ভক্ত হইয়াছেন শুনিয়া, শ্রীবাস তাঁহাকে দেখিতে আসিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন। কিন্তু যে কারণেই হউক এ পর্য্যন্ত আইসেন নাই। এখন শচীর মুখে নিমাইয়ের ভাবের কথা শুনিয়া, তখনি তাঁহাকে দেখিতে আইলেন।

নিমাই পণ্ডিতের বাটীতে গিয়া দেখিলেন, নিমাই করযোড়ে তুলসী তরু প্রদক্ষিণ করিতেছেন, আর নয়নজলে সে স্থান ভিজিয়া যাইতেছে।

শ্রীবাস পরমভক্ত, শ্রীবাসকে দেখিয়া তাঁহার কৃষ্ণ-ভক্তি একেবারে উথলিয়া উঠিল। তিনি শ্রীবাসকে ভক্তিপূর্ব্বক প্রণাম করিতে গেলেন, কিন্তু পারিলেন না। প্রণাম করিতে গিয়াই মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেলেন। পরে অনেক যত্নে নিমাই চেতন পাইলেন, চেতন পাইয়া কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া কান্দিতে লাগিলেন। নিমাইয়ের এই সমস্ত অপূর্ব্ব ভাব শ্রীবাস বিস্মিত হইয়া দেখিতে লাগিলেন।

ক্রমে নিমাই সম্পূর্ণ বাহ্য পাইলেন, তখন শ্রীবাসকে আবার প্রণাম করিলেন। শ্রীবাস তাঁহাদিগের আত্মীয়, নিমাই সেই ভাবেই তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন, "পণ্ডিত! তুমি কৃপা করিয়া আমাকে দেখিতে আসিয়াছ, এখন আমার কি কর্ত্তব্য বলিয়া দাও। আমি কোন ক্রমে নয়নজল নিবারণ করিতে পারিতেছি না, আমার ঘন ঘন মূর্চ্ছা হইতেছে। লোকে বলে যে, আমার বায়ুরোগ হইয়াছে। কেহ বা এরূপও বলে যে, আমাকে বাঁধিয়া রাখিয়া শিবাদি ঘৃত প্রয়োগ করিতে হইবে। আমার মা অবশ্য বড় ব্যাকুল হইয়াছেন। আমিও যে কি করিব, কিছু বুঝিতে পারিতেছি না। আমি আমার স্ববশে নাই। বহু চেষ্টা করিয়াও আমি আমার চিত্তকে স্ববশে আনিতে পারিতেছি না।"

শ্রীবাস একটু হাসিলেন। হাসিয়া বলিলেন, "নিমাই, তোমার যে বায়ু দেখিতেছি, এ বায়ু ব্রহ্মা প্রভৃতি বাঞ্ছা করেন। তুমি তোমার ঐ বায়ু একটু আমাকে দিও, এই আমার ভিক্ষা। তুমি পরম ভাগ্যবান্, ত্রিজগতে তোমার মত ভাগ্যবান্ নাই। তোমাতে কৃষ্ণের সম্পূর্ণ কৃপা হইয়াছে। তোমার যেরূপ ভক্তি দেখিলাম, এরূপ ভক্তি জীবের সম্ভবে, ইহা জানিতাম না।" শচী দাঁড়াইয়া সব শুনিতেছেন, কতক বুঝিতে পারিতেছেন, কতক পারিতেছেন না।

শ্রীবাসের মুখে এই কথা শুনিয়া নিমাই তখনি তাঁহাকে হৃদয়ে ধরিয়া আলিঙ্গন দিলেন। বলিলেন, "সকলে বলিতেছে বায়ু। আমি কেবল তোমার প্রতীক্ষায় ছিলাম। তুমিও যদি আমাকে বায়ুরোগগ্রস্থ বলিতে, তাহা হইলে আমি গঙ্গায় প্রবেশ করিয়া প্রাণত্যাগ করিতাম। তুমি আশ্বাস দিয়া আমার ও আমার জননীর বড় উপকার করিলে।" নিমাইয়ের আলিঙ্গন পাইয়া শ্রীবাসের অঙ্গ পরমানন্দে পুলকিত হইল। তিনি শচীর দিকে চাহিয়া বলিলেন, "তুমি নির্ব্বোধ লোকের কথা শুনিয়া উতলা

হইও না। তোমার পুত্রের বায়ুরোগ নহে, ইহা কৃষ্ণপ্রেম। তবে এরূপ প্রেম জীবে সম্ভবে বলিয়া পূর্ব্বে জানা ছিল না। তুমি স্থির হইয়া থাক, কাহাকেও কিছু বলিও না। দেখিবে কৃষ্ণের কত রহস্য হইবে।”

তাহার পর নিমাইকে বলিলেন, “নিমাই! যে যাহা ইচ্ছা বলুক তাহা তোমার আমার শুনিবার প্রয়োজন কি? এসো এখন হইতে তোমার সহিত আমরা সকলে মিলিয়া আমার বাড়ীতে সংকীর্ত্তন করি।” নিমাই স্বীকার করিলেন। শচীও কতকটা শান্ত হইলেন। তাঁহার ভয় তবু একেবারে গেল না, কারণ বিশ্বরূপের কথা তিনি ভুলেন নাই। তিনি নিমাইয়ের ভাব দেখিয়া ভাবিতে লাগিলেন যে, হয়ত নিমাইও সন্ন্যাসী হইয়া যাইবে।

এই গেল নিমাইয়ের অভ্যন্তরের ভাব। বাহিরে নিমাইয়ের ভাব আর এক রূপ। প্রত্যূষে যখন গঙ্গাস্নান করিতে যান, তখনই বাহিরের লোকের সহিত দেখা হয়। অন্য সময় প্রায় নির্জ্জনে থাকেন। সে অবস্থায় নিজ জন ব্যতীত আর কাহারও সঙ্গ তাঁহার ভাল লাগে না। গঙ্গাস্নানের সময় যখন বাহির হইতেন, তখন গদাধর প্রভৃতি দুই একটি বয়স্য তাঁহাকে রক্ষণাবেক্ষণ করিবার নিমিত্ত তাঁহার সঙ্গে থাকিতেন। বহিরঙ্গ লোক দেখিলে এক পাশ হইতেন। কিন্তু কোন ভক্ত দেখিলে লুকাইতেন না। তবে অন্তরের ভাব গোপন করিয়া নয়নজল মুছিতেন, এবং নিকটে গিয়া কাহাকেও নমস্কার, কাহাকেও বা সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিতেন। “কর কি? কর কি?” বলিয়া অবশ্য তাঁহারা নিবারণ করিতেন। যে নবদ্বীপে বিদ্যা লইয়া রাজ্য, তাহার রাজা নিমাই পণ্ডিত ঐরূপ দীন-ভাবে ক্ষুদ্র লোককে প্রণাম করিলে, কাযেই কুণ্ঠিত হইবার কথা। কিন্তু নিমাইয়ের মুখ দেখিয়া তাহাদের সেই কুণ্ঠিতভাব তখনই অপগত হইত, হৃদয়ে কারুণ্যরস উছলিয়া উঠিত, কেহ বা রোদন করিয়া ফেলিতেন। কারণ নিমাইয়ের মুখ দেখিয়া সকলে বুঝিতে পারিতেন যে, তিনি বিনয়ের আকর। প্রকৃতই আপনাকে তৃণাপেক্ষা নীচ মনে করিয়া অন্যের চরণ ধরিতেছেন। এইরূপে কখন নিমাই কাহারও হস্ত হইতে ফুলের সাজি লইয়া আপনি বহিয়া চলিতেন। কাহারও বস্ত্র আপনার হস্তে লইতেন। কাহারও স্নান হইলে তাহার বস্ত্র নিংড়াইয়া দিতেন। সকলে দুঃখ প্রকাশ করিয়া নিষেধ করিতেন। তখন নিমাই উত্তর করিতেন, “আমি শুনিয়াছি

ভক্তের সেবা করিলে কৃষ্ণের কৃপা হয়, কেন আপনারা আপনাদের সেবা রূপ মহাভাগ্য হইতে আমাকে বঞ্চিত করিতেছেন?" দীনভাব দেখিলেই লোকের মন কোমল হয়। আবার এই দীনভাব যখন তেজস্বী লোকে উদয় হয়, তখন তিনি হৃদয় দ্রব ও চিত্ত মোহিত করেন।' সুতরাং নিমাইয়ের দৈন্য দেখিয়া যে সকলের হৃদয় দ্রব হইবে, তাহার বিচিত্র কি?

কখন ভক্তগণ বলিতেন, "কৃষ্ণ তোমাকে কৃপা করুন।" উত্তরে নিমাই বলিতেন, "আপনাদের যখন আমার প্রতি এত কৃপা তখন আমার বোধ হয় আমার ভাগ্যে ভালই আছে।" নিমাইয়ের ন্যায় পদস্থ লোকের এরূপ দৈন্য দেখিয়া, কি ভক্ত কি অভক্ত, সকলেই বিস্মিত ও মুগ্ধ হইতে লাগিলেন।

ক্রমে নিমাই পণ্ডিতের কথা লইয়া নানা স্থানে তর্ক বিতর্ক হইতে লাগিল। যে সকল পণ্ডিত নিমাইয়ের প্রতিভায় স্তম্ভিত ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ বিদ্রূপ করিতে লাগিলেন। কিন্তু যিনিই বিদ্রূপ করুন, নিমাইকে দর্শন করিলে,—তাঁহার সরল, সচ্ছন্দ, আনন্দপূর্ণ, কারুণ্য-উদ্দীপক চন্দ্রবদন দেখিলে,—আর তাঁহার সে ভাব থাকিত না।

যাঁহারা বৈষ্ণব ভক্ত, তাঁহারা বড় আনন্দিত হইলেন। ক্রমে এ কথা অদ্বৈতের সভায় উপস্থিত হইল। পূর্ব্বে বলিয়াছি, শ্রীঅদ্বৈত তখন বৈষ্ণবগণের প্রধান, আর তাঁহার সভায় বৈষ্ণবগণ যাইয়া গ্রন্থ পাঠ, এবং কৃষ্ণকথা শ্রবণ ও কীর্ত্তন করিতেন। সেখানে একদিন ভরাপুরা সভার মধ্যে একজন নিমাইয়ের কথা তুলিলেন। তিনি বলিলেন যে, যে নিমাই পণ্ডিত পাণ্ডিত্যে জগৎ জয় করিয়া পৃথিবীকে সরার ন্যায় জ্ঞান করিতেন, ভক্ত কি বৈষ্ণব দেখিলে তাহাকে বিদ্রূপ করিতেন, আজি সেই নিমাইকে দেখিলে বোধ হয় যেন দীন হীন কাঙ্গাল। ভক্তি দেখিলে, শুক কি প্রহ্লাদ বলিয়া জ্ঞান হয়। সকলে তাঁহার নিগূঢ় ভাব দেখিতে পায় না। কিন্তু যে ব্যক্তি তাহার সে ভাব দেখিয়াছে, তাহার আর তখন তাঁহাকে মনুষ্য বলিয়া বোধ থাকে না।

শ্রীঅদ্বৈত তখন গদ গদ হইয়া বলিলেন, "গত নিশি শেষে আমি যে স্বপ্ন দেখিয়াছি, তাহা তোমাদের কথা শুনিয়া, তোমাদিগকে বলিতে হইল। আমি গীতার এক স্থানের অর্থ বুঝিতে না পারিয়া কল্য রাত্রি

উপবাস করিয়া পড়িয়াছিলাম। শেষ রাত্রে দেখি, যেন কেহ আসিয়া আমাকে ডাকিতেছেন, আর বলিতেছেন, "আচার্য্য উঠ! তুমি যে শ্লোক বুঝিতে পার নাই, তাহার অর্থ এই। আর তুমি কেন দুঃখ করিতেছ? তোমার সংকল্প সিদ্ধ হইয়াছে, আমি স্বয়ং আসিয়াছি। এখন শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তন আরম্ভ হইবে, ও জীবগণ উদ্ধার পাইবে।"

"আমি এই কথা শুনিয়া নয়ন মেলিলাম, দেখি যে বিশ্বম্ভর কথা কহিতেছেন! দেখিতে দেখিতে অদর্শন হইলেন। সেই অবধি আমার অঙ্গ আনন্দে পুলকিত হইয়া রহিয়াছে। বাল্যকালে এই বিশ্বম্ভর যখন উহার ভাই বিশ্বরূপকে ডাকিতে আমার এখানে আসিত, তখন সেই দিগম্বর শিশু আমার চিত্ত আকর্ষণ করিত। আমি ভাবিতাম, এ বস্তুটি কি? আমি শ্রীকৃষ্ণের দাস, আমার চিত্ত এ বালক এরূপে কেন অধিকার করে? নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর দৌহিত্র, জগন্নাথের পুত্র, বিশ্বরূপের ভাই, নিজে দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত, এ হেন বস্তুর যখন ভক্তির উদয় হইয়াছে, তখন আমাদের পরম মঙ্গলের কথা। আর যদি কোন বিশেষ "বস্তুই" হয়েন, তবে এ দাসের বাড়াতে একবার আসিতেই হইবে, আমার সহিত এরূপ কথা আছে।"

অদ্বৈত শ্রীকৃষ্ণের একান্ত ভক্ত, ভাবিলেন যদি তিনি সত্য অবতীর্ণ হইয়া থাকেন, তবে অগ্রে তাঁহার নিকট আসিবেনই আসিবেন।

শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্যের বয়ঃক্রম তখন পঞ্চাশের উর্দ্ধ। ত্রিভুবনে তাঁহার ন্যায় শ্রীভগবানের ভক্ত আর নাই। কিন্তু তবু তিনি একটি দুঃখে বড় কাতর। সে দুঃখ প্রকৃত ভক্ত মাত্রেরই হইয়া থাকে। জীবগণের প্রতি কৃপার্ত্ত হইয়া শ্রীভগবান ভক্তকে এই দুঃখটি দিয়াছেন। জীবগণ যে শ্রীভগবানের অভয় চরণ ভুলিয়া দুঃখ পায়, শ্রীঅদ্বৈতের মনে এই বড় দুঃখ। তাঁহার পার্ষদগণের নিকট সর্ব্বদা এই দুঃখ-কথা বলিতেন। তিনি বলিতেন যে, জীবগণ যেরূপ মলিন হইয়াছে, তাহাতে স্বয়ং তিনি ব্যতীত আর কেহ তাহাদিগকে উদ্ধার করিতে পারিবে না। কখন ইহাও বলিতেন, "তোমরা চুপ করিয়া থাক, তিনি সত্বর আসিবেন, আসিয়া সর্ব্ব নয়ন গোচর হইবেন।" কখন "এসো, "এসো" বলিয়া এরূপ হুঙ্কার করিতেন যে, পার্ষদগণ কাঁপিয়া উঠিতেন। আবার গোপনে, শাস্ত্র বিধানানুসারে, দিবানিশি গঙ্গাজল তুলসী দিয়া সেই কামনা করিয়া

ভজনা করিতেন। বলিলেন যে, "প্রভু, শ্রীভগবান, তুমি এসো। তুমি আসিয়া তোমার জীবগণকে উদ্ধার কর।" এইরূপে দিবানিশি শ্রীভগবানকে আকর্ষণ করিতেন। শ্রীভগবান স্বপ্নযোগে তাঁহার নিকট প্রতিশ্রুত হয়েন যে তিনি আসিবেন। সুতরাং এই যে নানা জনে নিমাইকে লইয়া নানারূপ অনুভব করিতেছিলেন, ইহার মধ্যে কেহ কেহ মনে ইহাও ভাবিতে লাগিলেন যে, এ বস্তুটি কি স্বয়ং তিনি? সেই সর্ব্বপ্রাণীর প্রাণ, মনের মানুষ, আরাধনার ধন, ভক্তের ভগবান?

একদিন শ্রীনিমাই গদাধরের সহিত নবদ্বীপে শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্যের বাসাবাড়া যাইয়া উপস্থিত। দেখেন যে, আচার্য্য তুলসীর সেবা করিতেছেন। অদ্বৈত ভক্ত-শিরোমণি, তাঁহাকে দেখিয়া নিমাইয়ের হৃদয়ে তরঙ্গ উথলিয়া উঠিল, তিনি তখনই সেখানে হুঙ্কার করিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

অদ্বৈত মুখ ফিরাইয়া সমুদায় দেখিতেছিলেন, নিমাইয়ের নিকট আসিয়া তাঁহার বদন নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। নিমাইয়ের ভাব ও রূপ দেখিয়া তাঁহার চিত্ত প্রগাঢ়রূপে আকৃষ্ট হইতে লাগিল। নিমেষ শূন্য হইয়া যত দেখিতে লাগিলেন, ততই বিমুগ্ধ হইতে লাগিলেন। ভাবিতেছেন, "তুমি কে গা? সহস্র বৎসর তপস্যা করিয়া যাহাকে বিচলিত করা যায় না, সেই তুমি আজ আপনা আপনি আসিয়া উপস্থিত হইয়াছ? তা বিচিত্র কি? তোমার কাজই এইরূপ। আহা! কি সুন্দর মুখ। এরূপ মুখ তোমা ব্যতীত আর কাহারও সম্ভবে না। এই কি তোমার রূপ? তুমি না কাল? এখন তুমি যে আসিবে, তাহা ত শাস্ত্রে দেখিতে পাই না। তা তুমি শাস্ত্রের অতীত। তুমি না হইলে আমার প্রাণ সহিত এরূপ টানিতেছে কেন? আহা আজ আমার কি শুভ দিন!" শ্রীঅদ্বৈতের মনে নানাবিধ অননুভবনীয় ভাবতরঙ্গ খেলিতেছে। সেই তরঙ্গে তাঁহার হৃদয়কে উদ্বেল করিতেছে, কিন্তু ক্রমেই যেন বিশ্বাসের দিকে টানিয়া লইয়া যাইতেছে। শেষে অবিশ্বাস একেবারে গেল। তাঁহার মনে তিনি নিশ্চিত বুঝিলেন যে, যাঁহাকে তিনি গঙ্গাজল তুলসী দিয়া আকর্ষণ করিতেছিলেন, সেই বস্তু এই, তাঁহার সম্মুখে মূর্চ্ছিত হইয়া আছেন!

তখন তিনি ব্যস্ত হইয়া গৃহে প্রবেশ করিয়া গঙ্গাজল, তুলসী, চন্দন আনিলেন। আনিয়া নিমাইয়ের সুন্দর পা দুখানি প্রথমতঃ গঙ্গাজল দিয়া

ধুইলেন। পরে তুলসী পত্রে চন্দন লিপ্ত করিয়া নিমাইয়ের পাদপদ্মে এই শ্লোক পড়িয়া অর্পণ করিতে লাগিলেন। যথা—

নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমো ॥

এই শ্লোক পড়িয়া চরণে তুলসী দেন, আর প্রণাম করেন। গদাধর এই সমুদায় ব্যাপার দাঁড়াইয়া দেখিতেছিলেন। গদাধর নিমাইয়ের সহিত সর্ব্বদা ভ্রমণ করেন, নিমাইকে প্রাণের অপেক্ষা প্রীতি ও প্রগাঢ় ভক্তি করেন। শ্রীঅদ্বৈতকে মহাপুরুষ বলিয়া জানিতেন, সেই অদ্বৈত নিমাইয়ের চরণ পূজা করিতেছেন দেখিয়া, তিনি বিস্মিত হইলেন। নিমাইয়ের প্রতি গদাধরের যে প্রেম তাহার সীমা ছিল না, সুতরাং শ্রীঅদ্বৈতকে নিমাইয়ের চরণ পূজা করিতে দেখিয়া, তাঁহার সখা নিমাইয়ের পাছে অকল্যাণ হয়, ইহা ভাবিয়া, ভয়ে ব্যাকুল হইয়া তাঁহাকে বলিতেছেন, "গোসাঞি, করেন কি? নিমাই পণ্ডিত বালক, উনি আপনার কাছে কি অপরাধ করিয়াছেন যে, আপনি চরণ পূজা করিয়া উঁহার অকল্যাণ করিতেছেন?" তখন শ্রীঅদ্বৈত প্রভু গদাধরের দিকে চাহিলেন, এবং ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, "নিমাই পণ্ডিত কিরূপ বালক, গদাধর, তুমি কিছু দিন পরে জানিতে পারিবে।" এই কথা শুনিয়াই গদাধরের মনে এই কথা প্রথম উদয় হইল যে, নিমাই পণ্ডিত কি সত্যই শ্রীভগবান? এ কথা মনে হওয়াতে গদাধরের মনে যুগপৎ আনন্দ এবং ভয় উদিত হইল। আনন্দ কেন হইল তাহার হেতু বলিবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু ভয় কেন হইল বলিতেছি। এত দিন নিমাই পণ্ডিত তাঁহার ছিলেন। যদি তিনি ভগবান হন, তবে কি আর তাঁহার থাকিবে? ইহা ভাবিয়া গদাধর ত্রস্ত হইয়া নিমাই হইতে দুই এক পা সরিয়া দাঁড়াইলেন।

এমন সময় নিমাই চেতন পাইলেন, আর তখন শ্রীঅদ্বৈতকে আপনার চরণের নিকটে দেখিয়া ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া বসিলেন, এবং তাঁহার চরণে পড়িয়া বলিতে লাগিলেন, "গোসাঞি! আমি ভবসাগরে হাবু ডুবু খাইতেছি। তুমি দয়াময়, আমাকে উদ্ধার কর। আমার এই অপবিত্র দেহ তোমাকে দিলাম, তুমি আমার মস্তকে চরণ স্পর্শ করিয়া আমাকে পবিত্র কর। তোমাকে দর্শন করিব মনে বড় সাধ ছিল, আজি আমার ভাগ্যের উদয় হইয়াছে, তোমার চরণ দর্শন পাইলাম।"

তখন অদ্বৈত একটু সন্দিগ্ধচিত্ত হইলেন। ভাবিলেন, উনি যদি সত্যই শ্রীভগবান হইবেন, তবে আমার নিকট কেন গুপ্ত হইতেছেন, আমার নিকট এত দৈন্যই বা কেন করিতেছেন? অদ্বৈত কিন্তু নিজ মনোভাব ব্যক্ত না করিয়া নিমাই যেরূপ প্রস্তাব করিয়াছিলেন, তাহার সহজ উত্তর দিলেন। বলিতেছেন, "নিমাই! তুমি আমার বন্ধু জগন্নাথের পুত্র, সুহৃদ বিশ্বরূপের ভাই। সুতরাং তুমি আমার অতি প্রিয়। বৈষ্ণবগণের মুখে শুনিয়া আমি কৃতার্থ হইলাম যে, তোমাতে কৃষ্ণের সম্পূর্ণ কৃপা হইয়াছে। এখন সকলে মিলিয়া সচ্ছন্দে কীর্ত্তন করিব।

নিমাইয়ের দৈন্য দেখিয়া, তাঁহার উপর শ্রীঅদ্বৈতের যে সন্দেহ হয়, তাহা ক্রমে বর্দ্ধিত হইতে থাকে। "এ বস্তু কি সত্য ভগবান?" এই চিন্তায় তিনি অহরহ নিমগ্ন থাকিলেন। কিছু দিন পরে ভাবিলেন যে, যদি তিনি শ্রীভগবান হয়েন, তবে অবশ্য তাঁহার সন্ধান লইবেন। ইহাই ভাবিয়া নিমাইকে পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত নদীয়া ছাড়িয়া শান্তিপুরে নিজ বাড়ীতে চলিয়া গেলেন।

"যদি নিমাই শ্রীভগবান হয়েন, তবে তাঁহার সন্ধান লইবেন," ইহাই ভাবিয়া অদ্বৈত নিমাইকে ফেলিয়া গেলেন। ইহাতে শ্রীঅদ্বৈতের মহিমা একবার অনুভব করুন।

একাদশ অধ্যায়।

" শ্রীবাসের আঙ্গিনায় গোরা রায়, নাচে হরি বোলে।
নাচে হরি বোলে, দুটি বাহু তুলে।"

শ্রীবাস যত্ন করিয়া নিমাইকে আপনার বাড়ীতে কীর্ত্তন করিতে লইয়া গেলেন। তাঁহারা চারি ভাই, সকলেই কীর্ত্তন করেন। অপূর্ব্ব কীর্ত্তনীয়া মুকুন্দ দত্তও মিলিলেন। মুরারি, সদাশিব, গদাধর প্রভৃতি অন্যান্য ভক্তগণও উপস্থিত হইলেন। যখন সকলে নিমাইকে ঘিরিয়া বসিলেন, তখন তিনি কি বলিতে যাইয়া—মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। সংকীর্ত্তন আর হইল না, সংকীর্ত্তনের প্রয়োজনও হইল না। এ কি নিমাইয়ের সঙ্গগুণ? সহচরগণ সকলে প্রেমানন্দে বিভোর হইয়া পড়িলেন। যখন নিমাই কান্দিতে লাগিলেন, সে করুণস্বরে পাষাণ দ্রব হয়। তাহার পর, নিমাই হাসিতে লাগিলেন, এ হাস্যের বিরাম নাই। সে হাস্যের ধর্ম্মই এই অন্যকে হাস্যরসে মুগ্ধ করে। কখন নিমাই এমন কাঁপিতে লাগিলেন যে, সকলে ধরিয়া তাঁহার কম্পন নিবারণ করিতে পারেন না। কখন কাহারও গলা ধরিয়া কান্দিয়া বলিতে লাগিলেন, " ভাই, কৃষ্ণ আনিয়া দিয়া আমার প্রাণ বাঁচাও।" কখন বলিতেছেন, " ভাই, কৃষ্ণ ভজ, এমন দয়াল ঠাকুর আর নাই।"

এ সমুদায়ই নিমাই আবিষ্ট অবস্থায় করিতেছেন, কিন্তু যখন যাহা করিতেছেন, তাহাই সুন্দর। ঘরের মধ্যে স্ত্রীলোক, বাহিরে ভক্তগণ, সকলে আনন্দে উন্মত্ত অবস্থায় সমুদায় দর্শন করিতেছেন। হঠাৎ নিমাই চেতন পাইয়া বলিতে লাগিলেন, " ভাই সকল, আমার কৃষ্ণকে পাইয়াছিলাম, পাইয়া হারাইয়াছি।" তাহার পর বলিতে লাগিলেন, " গয়া হইতে আমি যখন আসি, কানাই নাটশালা গ্রামে (গৌড়ের নিকট) প্রাতঃকালে, একটি ভুবনমোহন পরম সুন্দর কৃষ্ণবর্ণ শিশু, নৃত্য করিতে করিতে আমার

নিকট আসিয়াছিলেন, তাঁহার শ্রীপদে নূপুর বাজিতেছিল। তিনি অতি চঞ্চলের ন্যায় হাসিতে হাসিতে আমার নিকট আসিয়া আমাকে আলিঙ্গন করিলেন, করিয়া অমনি অদর্শন হইলেন। তিনি কোথায় গেলেন?" বলিয়া নিমাই আবার অচেতন হইয়া পড়িলেন। এই কাহিনী বলিবেন মনে করিয়া, নিমাই প্রথমে শুক্লাম্বরের বাড়ীতে মুরারি প্রভৃতিকে পূর্ব্বে যাইতে বলিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, "ভাই সকল, কল্য প্রাতে আমার দুঃখের কথা তোমাদিগকে বলিব।" সে দিন বলিতে চেষ্টাও করিয়াছিলেন, কিন্তু বলিতে গিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিলেন।

এইরূপে, দেখিতে দেখিতে সুখের নিশি পোহাইয়া গেল। অপূর্ব্ব দর্শনে লোকে মুগ্ধ হয়, কিন্তু নিমাইয়ের সঙ্গীগণ যে শুদ্ধ দেখিয়া শুনিয়া মুগ্ধ হইতেছেন, তাহা নয়। যেন নিমাইয়ের ভাবে, ভঙ্গিতে, স্পর্শে, কথায়, রোদনে, কি একটা শক্তি আছে, উহাতে উপস্থিতগণ বিবশ হইতে লাগিলেন। আর উহাতে যেন নিমাইয়ের রোদনে রোদন ও হাস্যে হাস্য করিতেছেন, আর তাহার আনন্দে আনন্দ ভোগ করিতেছেন।

এ ব্যাপারটা কি, সকলে ভাবিতে লাগিলেন। একি তাঁহাদের জাগরণ অবস্থা, না নিদ্রার অবস্থা? এ পৃথিবী? না বৈকুণ্ঠ? তাঁহারা দেবতা না মনুষ্য? নিমাই কি শুকদেব, প্রহ্লাদ, না স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ? সে রজনীতে যাহারা যাঁহারা নিমাইয়ের সে ভাব দর্শন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের সকলের হৃদয়ে নিমাই যুড়িয়া বসিলেন। অন্য কথা, অন্য ধ্যান, অন্য চিন্তা করিবার শক্তি, কি পুরুষ, কি স্ত্রী কাহারও রহিল না। অন্তরে কেবল নিমাই জাগিতে লাগিলেন।

নিমাই প্রভাতে বাড়ী গেলেন। তখন তাঁহার নবানুরাগের সময়। নবানুরাগ বড় সুখের সময়। তখন যাহার যেরূপ অনুরাগের গভীরতা, তাহার সেইরূপ অবস্থার পরিবর্ত্তন হয়। নিমাইয়ের তখন আর বাহ্য জ্ঞান প্রায় হইত না। সর্ব্বদা কৃষ্ণপ্রেমানন্দে মত্ত থাকিতেন। মুরারি গুপ্ত এই সময় তাঁহার নিয়ত পার্ষদ। তাঁহার কড়চা গ্রন্থ হইতে কবিকর্ণপুর যে চৈতন্যচরিত মহাকাব্য লিখেন, সেই কাব্য হইতে, সেই সময়ে নিমাইয়ের কিরূপ অবস্থা ছিল, তাহা কিছু বর্ণনা করিতেছি। যথা চৈতন্যচরিত কাব্যের পঞ্চম সর্গে শ্লোকের অনুবাদ :—

"প্রাতঃকালে মহাপ্রভু (নিমাই) উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন.

এবং খিনয়ের সহিত রোদন করিতে লাগিলেন, এইরূপে সমস্ত দিন যাইয়া রাত্রি উপস্থিত হইল। তখন তিনি ব্যাকুল হইয়া জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, এ কি দিন হইল, ইহাই বলিয়া তর্ক বিতর্ক করিতে লাগিলেন। ১০।"

"আবার সন্ধ্যাকালে বিমুক্ত কণ্ঠ হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন, করিতে করিতে বলিলেন, এ কি প্রভাত হইল, কারণ আলো দেখিতেছি। এই রূপে গৌরহরির কালের জ্ঞান রহিত হইল। ১১।"

"মহাপ্রভু যখন একটি বার নাম (শ্রীকৃষ্ণ কি শ্রীহরি) কর্ণে শ্রবণ করেন, তখন ভূমিতে পড়িয়া বলপূর্ব্বক লুণ্ঠন করেন, তাঁহার কম্প হয় ও অতিবেগে দীর্ঘ নিশ্বাস ও বহুতর নেত্রজল পড়িতে থাকে। ১২।"

নিমাইয়ের নয়নে ধারার আর বিরাম নাই। তবে বহিরঙ্গ লোক দেখিলে কষ্টে স্পষ্টে নিবারণ করেন মাত্র। মনুষ্যের নয়ন হইতে এত জল পড়িতে পারে দেখিয়া সকলেই বিস্মিত হইলেন। বাড়ীর মধ্যে পিড়ায় বসিয়া নিমাই বাম হস্তে মুখ রাখিয়া চুপি চুপি রোদন করিতেছেন। কাহার সহিত বাক্যালাপ নাই। যদি কখন একটু চেতন লাভ করেন, তখনি সম্মুখে যাঁহাকে দেখেন, তাঁহাকেই অতি ব্যাকুল হইয়া জিজ্ঞাসা করেন, "কৃষ্ণ কোথা গেলেন?" নিমাই প্রভাতে নিদ্রা হইতে উঠিলেন, প্রেমানন্দে ধারা পড়িতে লাগিল। নিমাই মুখ প্রক্ষালন করিতেছেন, নয়ন ধারা পড়িতেছে। নিমাই আহার করিতে বসিয়াছেন, প্রেমে আহার করিতে পারিতেছেন না, আর শচী সাধ্য সাধনা করিয়া আহার করাইতেছেন। দিবাভাগে শয়ন করিতে গেলেন, নয়ন ধারায় শয্যা ভিজিয়া গেল।

এক দিন গদাধর নিমাইয়ের নিমিত্ত হস্তে তাম্বুল করিয়া তাঁহার কাছে আসিলে, নিমাই তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "গদাধর! কৃষ্ণ কোথায় গেলেন?" তখন গদাধর উত্তর করিলেন, "শ্রীকৃষ্ণ আর কোথায়? তোমার হৃদয় মাঝে আছেন। এই কথা শুনিবা মাত্র নিমাই ভাবিলেন, তবে আর কি, কৃষ্ণকে এত দিন পরে নিকটে পাইয়াছেন, এখনি ধরিবেন, ইহাই ভাবিয়া বলিয়া উঠিলেন, "বটে? হৃদয় মাঝে?" যেমন এই কথা বলিলেন, অমনি দুই হস্তের নখ দিয়া হৃদয় চিরিতে গেলেন। আস্তে ব্যস্তে গদাধর দুখানি হাত ধরিলেন, শচীও হাত ধরিলেন, ও সকলে ধরিয়া নিমাইকে সান্ত্বনা করিলেন। শচী বলিতেছেন, "গদাধর! তুমি বড় সুবোধ ছেলে, তুমি না থাকিলে, আজি আমার নিমাই প্রাণে মরিত।" শচীর এ কথা

বলিবার কারণ এই যে, তখন নিজ নখাঘাতে নিমাইয়ের হৃদয় দিয়া শোণিত পড়িতেছিল।

সন্ধ্যা হইলে ভক্তগণ একে একে আসিয়া নিমাইয়ের বাড়ীতে মিলিত হইতে লাগিলেন; আর শ্রীবাসের বাড়ী যাওয়া হইল না, নিমাইয়ের গৃহেই প্রেমানন্দের তরঙ্গ উঠিতে আরম্ভ করিল। যদিও সকলে সংকীর্ত্তন করিতে বসেন, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তখনও সংকীর্ত্তন আরম্ভ হয় নাই। ভক্তগণ কেবল নিমাইকে লইয়া আনন্দে নিশি জাগরণ করেন।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, নিমাইয়ের এই নব অনুরাগের কাল। সাধন ভজন করিলে জীবের যেরূপ অবস্থা হয়, নিমাইয়ের পর পর সেই সমুদায় অবস্থা হইতেছে। তবে এই সমুদায় লক্ষণ অন্যে কিয়ৎ পরিমাণে, আর নিমাইতে সম্পূর্ণ পরিমাণে দেখা দিতেছে। নব অনুরাগের অবস্থা কি তাহা চণ্ডীদাস এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। "নবানুরাগিণী বালা মনের যে ব্যথা কি," তাহা ভাল করিয়া বলিতে পারেন না। তাঁহার ব্যাধি 'অকথন,' অর্থাৎ তাঁহার কি ব্যাধি, তাহা আপনি বলিতে পারেন না। তবে তিনি তাঁহার বন্ধুর নাম শুনিবা মাত্র আনন্দে পুলকিত কি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন। আর কি হয়, না তাঁহার নয়ন দিয়া অহেতুক আনন্দধারা পড়িতে থাকে। নিমাইয়ের সেই অবস্থা গয়াধামে প্রথম হইল। কানাই নাটশালাতে এই নব অনুরাগ প্রথমে প্রস্ফুটিত হইয়াছিল। তখন শয়নে স্বপনে, জলে আকাশে, সমস্ত সংসারে, কৃষ্ণময় দেখিতে লাগিলেন। এই যে চতুর্দ্দিক তিনি কৃষ্ণময় দেখিতেছেন, ইহার মধ্যে কখন তিনি কৃষ্ণের সঙ্গে আহ্লাদে কথা বলিতেছেন, কখন তাঁহার রূপ দেখিয়া নয়নধারা ফেলিতেছেন, কখন বা কৃষ্ণকে না দেখিয়া অতিশয় ব্যাকুল হইয়া রোদন করিতেছেন। বাহিরের লোকের সহিত তাঁহার কোন সম্বন্ধ নাই। তখন, তিনি আর তাঁহার কৃষ্ণ, এই দুই জন ব্যতীত ত্রিজগতে কেহ আছে, কি কাহারও থাকিবার প্রয়োজন আছে, এ বোধ তাঁহার নাই। তাঁহার ভাব দেখিয়া, বাহিরের লোক তাঁহাকে বুঝিতে পারিত না; এমন কি, কেহ কেহ তাঁহাকে পাগলও ভাবিত। তিনিও বাহিরের লোকের কথা শুনিতে পাইতেন না। শুনিতে পাইলেও বুঝিতে পারিতেন না। যখন নিমাইয়ের চেতনা হইত, তখন, হয় তাঁহার এই সমুদায় কথা কিছুই মনে থাকিত না, কি স্বপ্নের মত কিছু মনে থাকিত। যদি কিছু মনে থাকিত, তবে চেতনা অবস্থায়

সঙ্গীগণকে বলিতেন, "ভাই," কি জননীকে সম্বোধন করিয়া বলিতেন, "মা," "আমি যদি কিছু প্রলাপ বলিয়া থাকি, আমাকে ক্ষমা কর; আমি আমার স্ববশে নাই।". সকলে তখন বলিতেন, "কৈ, তুমি কিছু প্রলাপ বল নাই।"

এই অবস্থায় শ্রীবাস, মুরারি, মুকুন্দ, প্রভৃতি ভক্তগণ নিমাইকে লইয়া সংকীর্ত্তন করিতে বসেন। কিন্তু নিমাই তখন ভাবে জর জর, সম্পূর্ণ ভাবের বশীভূত। ভাব তখন তাঁহার বশীভূত হয় নাই, সুতরাং তিনি তখন স্ববশে নাই। সংকীর্ত্তন করিতে বসিলেই দেহে নানাবিধ লক্ষণ প্রকাশ পায়।

সে ভাব গুলি কি, তাহা এখন শ্রীচৈতন্যভাগবত প্রভৃতি গ্রন্থ দেখিয়া বিবরিয়া বলিতেছি। শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণপ্রেমের লক্ষণ হাস্য, রোদন প্রভৃতি কেবল "অষ্ট সাত্ত্বিক" ভাবের কথা আছে, কিন্তু নিমাইয়ের অঙ্গে বহুতর ভাবের উদয় হইতে লাগিল। কখন নিমাই মৃত্তিকায় গড়াগড়ি দিতেছেন ও ক্রন্দন করিতেছেন, এইরূপ এক প্রহরেও ক্রন্দন থামিতেছে না। কখন ক্রন্দন থামিয়া ঠিক তাহার বিপরীত ভাবের উদয় হইতেছে, অর্থাৎ হাস্য করিতেছেন। যত ক্রন্দন করিয়াছিলেন, তত হাস্য করিতেছেন।

কখন অঙ্গ দিয়া এত ঘর্ম্ম নির্গত হইতেছে যে, "মূর্ত্তিমতী গঙ্গা যেন আইল শরীরে।" আবার কখন কখন অঙ্গ অগ্নির ন্যায় হইতেছে, জল দিলেই শুষিয়া লইতেছে, চন্দন দিবা মাত্র শুকাইয়া যাইতেছে।

কখন এমন কম্প হইতেছে, আর দন্তে দন্তে এরূপ জোরে আঘাত হইতেছে, বোধ হইতেছে, যেন দন্ত সমুদায় ভাঙ্গিয়া গেল। কখন সম্পূর্ণ মূর্চ্ছা, উত্তান নয়ন, জীবনের চিহ্ন নাই, শ্বাস প্রশ্বাস নাই, মুখ বহিয়া ফেণ পড়িতেছে।

মূর্চ্ছিত অবস্থায় শ্বাস রুদ্ধ হয়, আবার কখন সেই অবস্থায় এরূপ বেগে শ্বাস বহিতে থাকে, যেন ঝড় বহিতেছে, উহার সম্মুখে থাকে কাহার সাধ্য।

কখন অঙ্গ এরূপ ভারি হয় যে, কেহ উঠাইতে পারে না। আবার কখন সেই অঙ্গ এরূপ লঘু হয় যে, অনায়াসে ভক্তগণ, জনে জনে, তাঁহাকে স্কন্ধে করিয়া আঙ্গিনায় নৃত্য করেন। শুধু তাহা নয়, আপনি শূন্য ভরে ক্ষণিক নৃত্য করিয়া যান। কখন বা নিমাইয়ের পদ মস্তকে সংলগ্ন হয়, হইয়া সমস্ত দেহটি চক্রের আকার ধারণ করে, এইরূপে আঙ্গিনায় চক্রের ন্যায় ঘুরিতে থাকেন। কখন ঘোরতর হিক্কা হয়, আর এই নিমিত্ত স্থির

হইয়া বসিতে পারেন না। কখন অঙ্গের গৌর বর্ণ যাইয়া শ্বেত কি অন্য বর্ণ হয়। কখন চক্ষের বর্ণ পরিবর্ত্তন হয়, কখন বা দুই চক্ষের পৃথক্ পৃথক্ বর্ণ হয়।

কখন অঙ্গে ব্রণের ন্যায় পুলক হয়, আর কখন্ কখন উহা হইতে শোণিত পড়ে। কখন অঙ্গ এরূপ অবশ হয় যে, কেহ উহা নোয়াইতে সাধ্য হয় না। কখন বা এমন কোমল হয়, বোধ হয়, যেন অঙ্গে অস্থি মাত্র নাই।

ইহা ব্যতীত ভাবে কখন উদ্দণ্ড, কখন বা মধুর নৃত্য করেন।

ক্ষণে হয় বাল্য ভাব পরম চঞ্চল।
মুখ বাদ্য করে যেন ছাওয়াল সকল॥
চরণ নাচয়ে ক্ষণে খল খল হাসে।
জানু গতি চলে ক্ষণে বালক আবেশে॥

নিমাই ভক্তগণ পরিবেষ্টিত হইয়া বসিয়া আছেন। মুকুন্দ সুকণ্ঠে শ্যাম-গুণ-গান আরম্ভ করিলেন, আর অমনি নিমাইয়ের অঙ্গে নানাবিধ অদ্ভুত লক্ষণ প্রকাশ পাইতে লাগিল। কীর্ত্তন বন্ধ থাকিল, ভক্তগণ কখন বা নিমাইকে রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছেন, কখন তাঁহার কথা বা রোদন শুনিতেছেন, কখন তাঁহার অদ্ভুত ভাব দর্শন করিতেছেন, এইরূপ করিতে করিতে নিশি পোহাইয়া গেল। নিশি যে কিরূপে এত শীঘ্র গেল, কেহ তাহা বুঝিতে পারিলেন না, যে হেতু নিমাইয়ের সঙ্গ, গুণে সকলে আনন্দে বিভোর থাকিতেন।

ক্রমে নিমাইয়ের দেহ অন্য ভাব ধারণ করিল। প্রথমে দেহ ভাবের অধীন ছিল, এখন কিঞ্চিৎ পরিমাণে ভাব দেহের অধীন হইতে লাগিল। এক দিবস শ্যাম-গুণ-গান আরম্ভ হইলে, নিমাই আনন্দে নাচিতে লাগিলেন, কিন্তু সে নৃত্য মধুর নয়, উদ্দণ্ড। সে নৃত্য ভরে পৃথিবী যেন কাঁপিতে লাগিল, নিমাই একটু নৃত্য করিয়াই অচেতন হইয়া, আছাড় খাইয়া, ভূমিতলে পড়িলেন। আর শচী হাহাকার করিয়া রোদন করিতে করিতে নিমাইকে ধরিতে গেলেন। "বাছার আমার হাড় ভাঙ্গিয়া গেল, তোমরা কীর্ত্তনে ক্ষান্ত দাও," ইহাই বলিয়া শচী ভক্তগণকে নিবেদন করিলেন। নিমাই আবার উঠিয়া বসিলেন, আর তাঁহার অস্থি ভাঙ্গে নাই দেখিয়া জননী শান্ত হইলেন। তখন শচী ভক্তগণকে অতি কাতরে কহিতেছেন, "তোমরা নিমাইকে

ঘিরিয়া থাকিও, যখন ঢলিয়া পড়ে, সকলে হাত ধরিও, মাটিতে যেন তাহার কোমল অঙ্গ পড়ে না।" যথা—

থেকো রে বাপ নরহরি, চাঁদ গৌরের কাছে।
রাধা ভাবে গড়া তনু ধূলায় পড়ে পাছে ॥

ক্রমে নিমাইয়ের ভাব দেহের আরও অধীন হইল, এবং তাঁহার নৃত্য অতি মধুর হইতে লাগিল।

নিমাই নৃত্য করিতেন কেন ? সেই দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত, যিনি পৃথিবীকে সরা জ্ঞান করিতেন, যিনি চির দিন অন্যকে বিদ্রূপ করিয়া আসিয়াছেন, আজি তিনি নৃত্যরূপ চপলতা করিয়া লোকের নিকট হাস্যাস্পদ হইতে কুণ্ঠিত হইতেছেন না কেন ? ইহার উত্তর আমরা কি দিব ? নিমাইয়ের সহজ জ্ঞান ছিল না। নিমাই ভক্তভাবে আনন্দে নাচিতেছেন, শরীরে এত আনন্দ হইয়াছে যে, উহা শরীরে ধরিতেছে না, তাই উঠিয়া আহ্লাদে নাচিতেছেন। আপনারা কি শুনেন নাই যে, মনুষ্য অতি আহ্লাদে নাচিয়া থাকে ? অতি আনন্দের একটি প্রধান লক্ষণ নৃত্য করা। নিমাইয়ের অতি আনন্দ হইয়াছে, তাই নৃত্য করিতেছেন।

নিমাইয়ের অতি আনন্দ কেন হইয়াছে ? শ্রীভগবানের নাম, কি গুণ কীর্ত্তন শুনিয়া, এই আনন্দ হইয়াছে। নিমাইয়ের আনন্দের পরিমাণ কি ? সে আনন্দের এই পরিমাণ যে, যে ব্যক্তি বিদ্বজ্জন সমাজে সর্ব্বপ্রধান ও অতি অভিমানী, সেই নিমাই পণ্ডিত, সর্ব্বসমক্ষে, লজ্জা পরিহার করিয়া, বালকের ন্যায় নৃত্য করিতেছেন। নিমাইয়ের এ আনন্দে শ্রীভগবানের কি পরিচয় প্রকাশ পাইতেছে ? শ্রবণ করুন। এটি চণ্ডীদাসের গান—

"কেবা শুনাইল শ্যাম নাম।
কাণের ভিতর দিয়া, মরমে পশিল গো,
আকুল করিল মোর প্রাণ ॥"
* * * *
নামের প্রতাপে যার, ঐছন করিল গো,
অঙ্গের পরশে কি বা হয় ॥

নিমাইয়ের নৃত্যে শ্রীভগবানের এই পরিচয় পাইতেছি যে, ভগবানের নাম শ্রবণে ভক্তগণকে আনন্দে পাগল করে, অতএব তিনি স্বয়ং কতই না মধুর ! এখন পদকর্ত্তা বাসুঘোষের পদের অর্থ পরিষ্কার বুঝিতে পারিবেন।

নিমাইয়ের গুণ বর্ণনা করিয়া বাসুদেব বলিতেছেন—

আমার পরশমণির কি দিব তুলনা।
কলুষিত জীবগণে, পরশমণির গুণে,
নাচিয়া গাইয়া হৈল সোণা॥

পরশমণি কাহাকে বলি, না, যাহার দ্বারা লৌহ সোণা হয়। এই নিমাই আমার পরশমণি, যেহেতু নিমাইয়ের দ্বারা, লৌহ সদৃশ কঠিন ও মলিন জীব, সোণার ন্যায় সুন্দর ও উজ্জ্বল হইতেছে। সাধুগণ চিরকালই এইরূপে লৌহরূপ জীবকে সোণা করিয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহারা লৌহকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া সোণা করেন, আর তার পর পোড়াইয়া নির্ম্মল করেন। কিন্তু বাসুদেব ঘোষ বলিতেছেন যে, "পরশমণির স্বরূপ যে আমার নিমাই, ইনি জীবকে দুঃখ না দিয়া, অর্থাৎ উপবাস, কঠোর সাধন, তপস্যা প্রভৃতি না করাইয়া, নাচাইয়া ও গাওয়াইয়া অর্থাৎ আনন্দে নিমগ্ন করিয়া, সোণা করিতেছেন।"

শ্রীভগবান আনন্দময়, সুতরাং নৃত্যকারী; তিনি যেমন আনন্দময়, তাঁহার সেবাও তেমনি সুখময়; ইহা জীবগণ নিমাইয়ের কাছে শিখিল। বাসুঘোষ ইহাই বলিতেছেন, আর কিছু নয়।

বাসুদেব সার্ব্বভৌমের কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। সেই শুষ্ক মহাজ্ঞানী পুরুষ হঠাৎ নিমাইয়ের নিকট কৃপা পাইয়া, তাঁহাকে স্তব করিয়া বলিয়াছিলেন যে, যেমন স্পর্শমণি যে পর্য্যন্ত লৌহকে সুবর্ণ না করে, সে পর্য্যন্ত তাহাকে দেখিলেও কেহ চিনিতে পারে না। সেইরূপ যখন গৌরচন্দ্র তাঁহার লৌহের ন্যায় কঠিন অন্তর গলাইয়া তাঁহাকে প্রেম-ধন বিতরণ করিলেন, তখনই সার্ব্বভৌম বুঝিতে পারিলেন যে, শ্রীনিমাই তাঁহার ভগবান ও হৃদয়-স্পর্শমণি।

সেই যে নিমাই উদ্দণ্ড ও মধুর নৃত্য করিয়াছিলেন, তাঁহার নিকট শিখিয়া বৈষ্ণবগণ ও অন্যে কখন কখনও সংকীর্ত্তনে নৃত্য করিতে থাকেন। তবে নিমাই আনন্দের নিমিত্ত নৃত্য করিতেন, এখন অনেকে নৃত্য করিয়া আনন্দ ভোগ করেন। নিমাইয়ের অগ্রে আনন্দ, পরে নৃত্য। এখনকার অনেকের আগে নৃত্য পরে আনন্দ। নিমাই যখন মধুর নৃত্য আরম্ভ করিলেন, তখনই প্রকৃত প্রস্তাবে সংকীর্ত্তন আরম্ভ হইল।

এখন যেরূপ সংকীর্ত্তন হইয়া থাকে, তখন সেরূপ ছিল না।

এখন বৈষ্ণবগণ নিমাইয়ের কিম্বা নিতাইয়ের লীলা গান করিয়া নৃত্য করেন, যথা—

"হরি বলে আমার গৌর নাচে।"

কি,

"সুরধুনী-তীরে হরি বলে কে।
বুঝি প্রেম-দাতা নিতাই এসেছে॥"

অবশ্য তখন এ সব কিছুই ছিল না। তখনকার সংকীর্ত্তন কেবল নাম, যথা—

"হরিহরয়ে নমঃ কৃষ্ণায় যাদবায় নমঃ।"

এইরূপ গীত হইত, আর সঙ্গে সঙ্গে খোল বাদ্য এবং করতাল ও মন্দিরায় তাল দেওয়া হইত। অমনি নিমাই আনন্দে নৃত্য করিতে আরম্ভ করিলেন, আর ভক্তগণ আনন্দে পাগল হইয়া সেই সঙ্গে সঙ্গে নৃত্য করিতে লাগিলেন। নিমাই দুই বাহু তুলে নৃত্য করিতেছেন, আর মুখে কেবল "হরিবোল," "হরিবোল," কি শুধু "বোল" "বোল" বলিতেছেন। ক্রমে গান থামিয়া গেলে, সকলে বাদ্যের সহিত "হরিবোল," "হরিবোল," বলিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। সকলেরই পায়ে নূপুর, ইহাতে ঝুমুর ঝুমুর শব্দ হইতেছে। কেহ আনন্দে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতেছেন, কেহ কাহার পায়ে ধরিতেছেন, কেহ বা ধূলায় গড়াগড়ি দিতেছেন।

নানাবিধ উপকরণের সহিত উত্তম সঙ্গীত বাদ্যাদি করিয়াও লোকে এখন নৃত্য করিবার মত আনন্দ পান না। আর তখন তাঁহারা,—নিমাই ও তাঁহার পার্ষদগণ,—কিরূপে শুধু নামে আনন্দ পাইতেন? তাহার উত্তর,—নিমাইয়ের কৃপা। নিমাইয়ের সঙ্গীগণ নিমাইয়ের আনন্দ উপভোগ করিতেন।

শ্রীবাসের আঙ্গিনায় শত শত লোকে নৃত্য করিতেছেন; মৃদঙ্গ করতাল বাজাইতেছেন; কেহ বা "হরিবোল" "হরিবোল" বলিতেছেন; কেহ বা রোদন করিতেছেন; কেহ বা গড়াগড়ি দিতেছেন; কেহ বা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া আছেন। কে কাহার উদ্দেশ লয়, সকলেই বিভোর। এদিকে ঘরের ভিতর রমণীগণ হুলুধ্বনি ও শঙ্খধ্বনি করিতেছেন, আবার একটু পরে উন্মাদ হইয়া হরি হরি বলিয়া নৃত্য করিতেছেন, বাহিরে ভক্তগণের যেরূপ ভাব হইতেছে, তাঁহাদেরও সেইরূপ হইতেছে। প্রভাত হইলে, "সুখের নিশি পোহাইল," বলিয়া সকলে মহা দুঃখিত হইয়া সংকীর্ত্তন ভঙ্গ করিয়া গঙ্গা স্নানে গমন করিলেন। এইরূপ প্রত্যহ নিশি যাপন হইতে লাগিল।

দ্বাদশ অধ্যায়।

গৌর না হ'ত, কেমন হইত,
কেমনে ধরিতাম দে।
রাধার মহিমা, প্রেম-রস-সীমা,
জগতে জানাত কে॥
মধুর বৃন্দা, বিপিন মাধুরী,
প্রবেশ চাতুরী সার।
বরজ যুবতী, রসের আরতি,
শকতি হইতে কার॥
গাও গাও পুন, গৌরাঙ্গের গুণ,
সরল করিয়া মন।
এ ভাব সাগরে, এমন দয়াল,
না দেখি এক জন॥
গৌরাঙ্গ বলিয়া, না গেল গলিয়া,
কেমনে সেধেছে সিধি।
বাসুদেব দিয়া, পাষাণে মিশিয়া,
গড়েছে কোন বা বিধি॥

ভক্তগণ তখন একটি অপরূপ জ্ঞান লাভ করিলেন। সেটি এই যে, "কৃষ্ণ-প্রেম" একটি কল্পিত দ্রব্য নয়, ইহা অতি তেজস্কর সামগ্রী। আর নিমাই ইচ্ছা করিলেই উহা জড় দ্রব্যের ন্যায় অন্যকে বিলাইতে পারেন। তখন ভক্তগণ নিমাইয়ের নিকট প্রেম ভিক্ষা করিতে লাগিলেন। এমন কি, এক দিবস শচী নিমাইকে বলিতেছেন, "বাপু! তুমি যেখানে যাহা পাও, আমাকে আনিয়া দাও। আমি শুনিলাম, তুমি গয়া হইতে কৃষ্ণপ্রেম আনিয়াছ। কই তা তো আমাকে একটু দিলে না?" নিমাই বলিলেন, "মা, তুমি বৈষ্ণব-কৃপায় কৃষ্ণপ্রেম পাইবে।"

গদাধর নিমাইয়ের দিবানিশির সাথী। নিমাইয়ের তিনি দিবানিশি সেবা করেন। নিমাইয়ের বিছানা করেন, পান সাজিয়া দেন, বায়ু ব্যজন করেন, পদতলে শয়ন করিয়া থাকেন। গদাধর কাজের গতিকে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার পরম শত্রু। গদাধর কেবল আজ্ঞা পালন করেন, নিমাইয়ের দিকে মুখ তুলিয়া কথা কহিতে সাহস পান না। গদাধরের মনে বড় একটা সাধ রহিয়াছে, তিনি নিমাইয়ের নিকট কৃষ্ণপ্রেম চাহিয়া লইবেন। কিন্তু বলিতে সাহস হয় না।

একদিন কীর্ত্তনান্তে শেষরাত্রে উভয়ে শয়ন করিলেন। তখন গদাধর সাহস করিয়া নিমাইয়ের পা ধরিয়া কান্দিয়া পড়িলেন। "গদাধর, কান্দ কেন?" বলিয়া নিমাই উঠিয়া বসিলেন। গদাধর ভয়ে ভয়ে বলিলেন, "ত্রিজগৎ উদ্ধার হইয়া গেল, আমি কি একাই কৃষ্ণপ্রেম হইতে বঞ্চিত থাকিব?" তাহাতে নিমাই হাসিয়া বলিলেন, "আচ্ছা, তুমিও পাইবে। কল্য প্রত্যুষে তুমি যে গঙ্গাস্নান করিবে, অমনি কৃষ্ণপ্রেম পাইবে।" গদাধরের আনন্দে আর নিদ্রা হইল না। ভোরে গঙ্গাস্নান করিলেন, যথা চৈতন্যমঙ্গলে—

অতি হৃষ্ট মনে স্নান করি গঙ্গাজলে।
প্রেমায় অবশ তনু টল মল করে॥

প্রভুর পিড়ায় বসিয়া ভক্তগণ দেখিতেছেন, গদাধর টলিতে টলিতে আসিতেছেন। নয়ন কান্দিয়া কান্দিয়া অরুণবর্ণ হইয়াছে, অথচ প্রেমধারা মুখ বাহিয়া পড়িয়া বুক ভাসিয়া যাইতেছে। গদাধর আসিয়া গলায় বসন দিয়া শ্রীগৌরাঙ্গের চরণে শির লোটাইয়া প্রণাম করিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ হাসিয়া বলিতেছেন, "গদাধর, পাইয়াছ?" গদাধর নয়ন জলে প্রভুর চরণ ধৌত করিয়া তাহার উত্তর করিলেন,—মুখে কোন উত্তর করিলেন না।

এইরূপে গদাধর প্রেম পাইলেন। যখন নিমাই নৃত্য করিতে আরম্ভ করেন, তখন গদাধরের হস্ত ধরিয়া যান। গদাধর অমনি আনন্দে এলাইয়া পড়েন।

শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর বাড়ী গঙ্গাতীরে ও নিমাইয়ের বাড়ীর নিকট। নিমাই বাল্যকাল অবধি সেই স্থানে যাতায়াত করিতেন। এখনও করেন। শুক্লাম্বর মহাতপস্বী, নিমাইকে পুত্রের ন্যায় সেবা করেন। নিমাইয়ের নয়ন জল মুছাইয়া দেন, নাসিকার ধারা আপন হস্ত দ্বারা পরিষ্কার করিয়া দেন, অঙ্গের ধূলা ঝাড়িয়া দেন, ইত্যাদি। ক্রমে শুক্লাম্বর বুঝিলেন যে,

এ কাল যাবৎ তাঁহার বিফল চেষ্টায় গিয়াছে, প্রেমই পরম পদার্থ, আর নিমাই উহা দিতে পারেন। তখন এক দিবস কাতর হইয়া শুক্লাম্বর শ্রীগৌরাঙ্গের নিকট প্রেম ভিক্ষা চাহিলেন। বলিতেছেন, যথা চৈতন্যমঙ্গলে—

নানা তীর্থ পর্য্যটন করিয়াছি আমি।
অনেক যন্ত্রণা দুঃখে কিছুই না জানি॥
মধুপুরী দ্বারাবতী কৈল পর্য্যটন।
দুঃখিত হইনু মুই, দেহ প্রেম ধন॥

শুক্লাম্বর, বড় তপস্বী ও অনেক তীর্থ পর্য্যটন করিয়াছেন বলিয়া প্রেম পাইবার উপযুক্ত, এইরূপ দম্ভের সহিত প্রেম ভিক্ষা করায় প্রভু উত্তর করিতেছেন, "দ্বারাবতী ও মধুপুরে কি কুক্কুর শৃগাল নাই?" যথা চৈতন্যচরিত কাব্যে—

কি তত্র সন্তি ন শৃগালচয়াস্তত কিম্
তেষাং ভবেৎ কিমথ তে ন পুনঃ শৃগালাঃ।
ইত্যুক্ত বত্যথ বিভৌ দ্বিজপুঙ্গবোঽয়-
মুচ্চৈ পপাত ভুবি দণ্ডবদুৎ কাত্মা॥

এই কথা শুনিয়া শুক্লাম্বর তাঁহার দোষ বুঝিয়া, মৃত্তিকায় পড়িয়া রোদন করিতে লাগিলেন। ইহা দেখিয়া নিমাই কি করিলেন, যথা চৈতন্য-মঙ্গলে—

অনুগত আর্ত্তি প্রভু সহিবারে নারে।
করুণ অরুণ ভেল গৌর কলেবরে॥
"প্রেম দিনু" "প্রেম দিনু" ডাকে আত্মনাদে।
শুক্লাম্বর দ্বিজ পাইল প্রেম পরসাদে॥
ততক্ষণ হইল প্রেম কম্প কলেবর।
পুলকিত অঙ্গ বহে নয়নের জল॥

এই সময়ে শুক্লাম্বরের স্কন্ধে ভিক্ষার ঝুলি ছিল, ভিক্ষা করিয়া আসিয়াছেন, ঝুলিতে ধান মিশ্রিত খুদ ও তণ্ডুল। শুক্লাম্বর প্রেম পাইয়া আনন্দে সেই ঝুলি স্কন্ধে করিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। তাহা দেখিয়া নিমাই এবং অপর সকলে হাস্য সম্বরণ করিতে পারিলেন না। নিমাই তাঁহার ঝুলি হইতে সেই ধান্য মিশ্রিত তণ্ডুল লইয়া খাইতে লাগিলেন। তখন শুক্লাম্বর "মনু মনু, ইহাতে ধান," বলিয়া নিমাইয়ের হস্ত ধরিলেন।

এইরূপে জনে জনে নিমাইয়ের ইচ্ছামাত্র প্রেমধন পাইতে লাগিলেন, আর কীর্ত্তনের দল ক্রমে ক্রমে বাড়িতে লাগিল।

এদিকে শ্রীনবদ্বীপে মহাগণ্ডগোল উপস্থিত। শ্রীবাস ভবনে, গীত বাদ্য প্রভৃতি কলরব শুনিয়া, সকল লোকে দেখিতে শুনিতে আসিতেছেন। কিন্তু প্রাচীরের দ্বার বন্ধ, আর সেখানে একজন ভক্ত (গঙ্গাদাস) দ্বার রক্ষা করিতেছেন। সংকীর্ত্তন আরম্ভের পূর্ব্বেই দৃঢ় করিয়া দ্বার বন্ধ করা হইয়াছে। যাঁহারা অগ্রে আসিয়াছেন, তাঁহারাই প্রবেশ করিতে পারিয়াছেন। যাঁহারা পরে আসিয়াছেন, ভক্ত বা নিমাইয়ের নিতান্ত নিজ জন হইলেও তাঁহারা প্রবেশ করিতে পারিতেছেন না। যাঁহারা ভক্ত, তাঁহারা অগ্রেই আসিতেন, আর যদি কার্য্যগতিকে আসিতে না পারিতেন, তবে আর মোটে আসিতেন না।

কীর্ত্তনের কলরব শুনিয়া বাহিরের লোক দেখিতে আসিয়াছে, এবং দ্বার বন্ধ দেখিয়া, "দুয়ার খোল" বলিয়া সজোরে আঘাত করিতেছে। কিন্তু কেহ তাহাদের উদ্দেশও লইতেছেন না। তাহারা বাহিরে দাঁড়াইয়া ভিতরের মহাকলরব শুনিতেছে। এই কাণ্ড প্রত্যহ হইতেছে। ভবন মধ্যে প্রবেশ করিতে না পারিয়া, এই সমুদায় বাহিরের লোকে অবশ্য ক্রুদ্ধ হইত ও "এ ব্যাপার কি?" বলিয়া নানাবিধ চর্চ্চা করিত। ক্রমে অনেকে নানা কুৎসাও রটাইতে লাগিল। যাঁহারা জানিতে পারিলেন যে, বাড়ীর মধ্যে সংকীর্ত্তন হইতেছে, তাঁহারা বলিতে লাগিলেন যে, এ আবার কিরূপ ভজন? নাচিয়া গাইয়া ভজন করা কখন ত শুনি নাই? কেহ কেহ বলিতে লাগিলেন যে, শ্রীভগবান হৃদয়ে আছেন, লোক দেখাইয়া না ডাকিয়া, মনে মনে তাঁহাকে ডাকিলেই ত হয়? কেহ কেহ বলিতে লাগিলেন, ভগবান নিদ্রিত অবস্থায় হৃদয়ে আছেন, তাঁহাকে অমন করিয়া জাগাইলে তিনি ক্রোধ করিবেন, এবং ভগবানের ক্রোধ হইলে আর ধান্য হইবে না, কাজেই লোক সব মরিয়া যাইবে। কেহ কেহ বলিতে লাগিলেন, নিমাই পণ্ডিত আগে ভাল ছিল, এখন আবার নূতন মত চালাইতে লাগিল নাকি? কতকগুলি লোক বলিতে লাগিল যে, নদীয়া নগরে অন্য মত আর চালাইতে হয় না; তবে কি না মসলমানের রাজ্য, তাহারা এ কথা শুনিলে গ্রাম লুঠ করিবে। তাহাতে কেহ কেহ বলিল, এত গণ্ডগোলের প্রয়োজন কি? সকলে মিলিয়া এই মাতাল গুলার ঘর দ্বার ভাঙ্গিয়া গঙ্গায় ফেলিয়া দেওয়াই কর্ত্তব্য। আর

এক জন বলিল, চল কল্য কাজির কাছে যাইয়া বেটাদের জব্দ করা যাউক। এক জন পরম পণ্ডিত ও পরম জ্ঞানী বলিলেন, যেখানেই গোপন, সেই খানেই জানিবে অপরাধ। যখন ইহারা দ্বার রুদ্ধ করিয়া গোপনে এই সকল কাজ করিতেছে, তখন ইহারা নিশ্চয়ই কুকাণ্ড করিতেছে। যদি ইহাদের সদভিপ্রায় থাকিবে, তবে গোপন করিবে কেন? কেহ বলিল, ইহারা মদ্যপায়ী তান্ত্রিক, মদ্য মাংস ও স্ত্রীলোক লইয়া নানাবিধ কুকর্ম্ম করে, আর জাতি যাইবার ভয়ে এই সমস্ত কাণ্ড গুপ্তভাবে করিয়া থাকে।

তাহার পর কেহ কেহ অঙ্গের জ্বালা সহ্য করিতে না পারিয়া কাজির কাছে গিয়া নালিশ করিল। তাহাদের নালিশের মর্ম্ম এই যে, নিমাই পণ্ডিত কতকগুলি সঙ্গী লইয়া হিন্দুধর্ম্ম নষ্ট করিতেছে। ইহারা প্রথমত উচ্চৈঃস্বরে "হরি" বলিয়া ডাকে; ইহাতে যে শ্রীভগবান্ হৃদয়ে নিদ্রিত আছেন, তিনি জাগরিত হইবেন, আর জাগিলেই তাঁহার রাগ হইবে, এবং তাঁহার রাগ হইলেই দেশের সর্ব্বনাশ, লোকে হা অন্ন হা অন্ন করিয়া মারা যাইবে। কাজি উত্তর করিলেন যে, তিনি কীর্ত্তন বন্ধ করিয়া দিবেন।

মাঘ মাসে কীর্ত্তন আরম্ভ হয়, ফাল্গুন মাসে প্রকৃত প্রস্তাবে কীর্ত্তন হইতেছিল। চৈত্র মাসের শেষে এই কীর্ত্তন লইয়া সমস্ত গৌড়দেশবাসী চর্চ্চা করিতে লাগিলেন। ক্রমেই নিমাইয়ের দল প্রবল হইতে লাগিল। ক্রমেই বড় বড় লোক সেই দলে প্রবেশ করিতে লাগিলেন। তখন এই কীর্ত্তন লইয়া এত গোলযোগ হইয়াছে যে, কু-লোকে জনরব তুলিল যে, গৌড়ের পাতসা হোসেন সা, নিমাই পণ্ডিত ও তাঁহার পার্ষদগণকে ধরিবার জন্য, সসৈন্যে নৌকাপথে এক জন সেনাপতি পাঠাইতেছেন। আর এই কথা অনেকে বিশ্বাসও করিল। ক্রমে জনরব পরিস্ফুটিত ও পরিবর্দ্ধিত হইল। লোকে বলিতে লাগিল যে, যবন-সৈন্য গঙ্গা বাহিয়া, নিমাই পণ্ডিত ও তাঁহার অনুচরগণকে ধরিতে আসিতেছে। এই কথা লইয়া সমস্ত নবদ্বীপে আন্দোলন হইতে লাগিল। নিমাইয়ের সঙ্গীগণ এ কথা শুনিলেন, কেহ কেহ ভয়ও পাইলেন, ও বলিতে লাগিলেন, "সংকীর্ত্তন ঘরে বসিয়া আপনা আপনি করাই ভাল। শত শত জন জুঠিয়া লোকের বিরক্ত-ভাজন হইয়া সংকীর্ত্তন করার প্রয়োজন কি?"

এই জনরব নিমাইও শুনিলেন। কিরূপে শুনিলেন বলিতেছি। নিমাই তখন একটু স্থির হইয়াছেন; বাহিরে আসিয়া তখন সহচরগণ সঙ্গে

বিকালে নগর ভ্রমণ কি গঙ্গাতীরে উপবেশন করিয়া থাকেন। তেইশ বৎসর বয়ঃক্রম, নিমাইয়ের রূপ তখন আরো প্রস্ফুটিত হইয়াছে। তিনি পট্টবস্ত্র অথবা অতি সূক্ষ্ম কার্পাসবস্ত্র পরিধান করিয়া বেড়াইতেছেন। সর্ব্বাঙ্গ চন্দনে লিপ্ত, মুখে তাম্বুল। নির্ম্মল আনন্দময় মুখ, প্রেমে টল মল করিতেছে। ভাল লোকের সহিত দেখা হইলে দু একটি কথা বলেন, মন্দ লোক দেখিলে দূরে দূরে থাকেন। তবু এরূপ লোকে কেহ কেহ তাঁহাকে কখন কখন বিরক্তও করে। এইরূপ এক জন লোক, তিনি অধ্যাপক, নিমাই পণ্ডিতকে সম্বোধন করিয়া এক দিন বলিলেন, "পণ্ডিত! তুমি যে সচ্ছন্দচিত্তে বেড়াইতেছ? তুমি কি শুন নাই, যাহারা চাক্ষুষ দেখিয়াছে, তাহারাই বলিতেছে যে, যবন-সৈন্য আগতপ্রায়। আর তাহারা অগ্রে তোমাকেই ধরিবে। তুমি বুদ্ধিমান, তোমার কর্ত্তব্য এই গ্রাম ছাড়িয়া দুরদেশে পরিবার লইয়া পলায়ন করা।" যে অধ্যাপক নিমাইকে সম্বোধন করিয়া এই কথা বলিলেন, তাঁহার উদ্দেশ্য নিমাইকে উপকার করা নয়, তাঁহাকে একটু ভয় দেখান মাত্র। নিমাই যে এত ভয়ের কথা শুনিয়াও নির্ভয়ে বেড়াইয়া বেড়াইতেছেন, ইহা দেখিয়া কোন্ কোন দুষ্ট লোকে ঈর্ষ্যান্বিত হইয়া যাহাতে নিমাই ভয় পান, সেইরূপ কথা বলিত।

নিমাই সেই অধ্যাপককে সম্বোধন করিয়া অতি গম্ভীরভাবে বলিলেন, "হাঁ মহাশয়! আমাকে ধরিতে আসিতেছে, এ কথা আমিও শুনিয়াছি। কিন্তু পলায়ন করিয়া কোথায় যাইব? সমস্ত দেশই রাজার। আর পলাইবই বা কেন? দেখুন মহাশয়! অতি অল্প বয়সে আমি পাঠ সমাপ্ত করিয়াছি। এই নবদ্বীপে আমাকে কেহ জিজ্ঞাসাও করে না। যদি রাজা আমাকে লইয়া যান, তাহা হইলে আমার নাম জগন্ময় হইবে, আর তাহা হইলে আমি কি পড়িলাম শুনিলাম তাঁহার কাছে পরিচয় দিব। রাজা সম্মান করিলে, আপনারাও তখন আমাকে সম্মান করিবেন।"

অধ্যাপক বলিলেন, "তুমি বল কি? রাজা যবন, সে তোমার শাস্ত্রের কি ধার ধারে? সেখানে চালাকি খাটিবে না, ধরিয়া লইয়া যাইবে, এবং একটা অনর্থ করিবে। আমি তোমাকে বন্ধুভাবে পরামর্শ দিতেছি, তুমি এখনি পলাও।"

নিমাই বলিলেন, "রাজা গৌড় হইতে সৈন্য পাঠাইয়া আমাকে লইয়া

যাইবেন, আমি এ ভাগ্য কেন ছাড়িব?" অধ্যাপক নিমাইকে ভয় দেখাইতে না পারিয়া বিরক্ত হইয়া বলিতে বলিতে চলিলেন, "দেখা যাবে, আগে সৈন্যগুলা আসুক, তখন কত অহঙ্কার, বুঝা যাইবে।" যখন ভাল লোকে এই ভয়ের কথা উল্লেখ করেন, তখন নিমাই অল্প হাস্য করেন, আর কিছুই উত্তর করেন না। নিমাইয়ের এমনি তেজ, কি ভক্ত কি অভক্ত নিকটে যাইয়া কথা কাটাকাটি করে, এরূপ কাহারও সাধ্য ছিল না। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে শ্রীবাস প্রভৃতি নিমাইয়ের নিজগণও মনে মনে ভয় পাইলেন।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

কলিঘোর তিমির, গরাসিল ত্রিজগত,
ধরম করম গেল দূর।
অসাধনে চিন্তামণি, বিধি মিলায়ল আনি,
গোরা বড় দয়ার ঠাকুর॥

বাসুদেব ঘোষ।

বৈশাখের শেষে, কি জ্যৈষ্ঠের প্রথমে, এক দিবস বেলা দুই প্রহরের পূর্ব্বে শ্রীবাস তাঁহার ঠাকুর ঘরে দ্বার বন্ধ করিয়া তাঁহার ভজনীয় বস্তু শ্রীনৃসিংহদেবের ধ্যান করিতেছেন। এমন সময় কে আসিয়া ঠাকুর ঘরের পিঁড়ায় উঠিয়া, তাঁহার দ্বারে আঘাত করিয়া বলিল, "শ্রীবাস! "শীঘ্র দ্বার খোল।" শ্রীবাস একটু বিরক্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে তুমি?" তাহাতে বাহিরের লোক উত্তর করিলেন, "তুমি যাহাকে ধ্যান করিতেছ!" এই কথা শুনিয়া শ্রীবাস কতক বিরক্ত, কতক কৌতুহলী, হইয়া দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া দেখেন যে,—নিমাই পণ্ডিত! তখন নিমাই পণ্ডিত, ঠাকুর ঘরে প্রবেশ করিয়া বিষ্ণুখট্টায় যে শালগ্রাম ছিলেন, তাহা এক পার্শ্বে সরাইয়া, আপনি উহার উপর বসিলেন। শ্রীবাস নিমাই পণ্ডিতকে দেখিয়া একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। কারণ তিনি দেখিতেছেন যে, নিমাই পণ্ডিত যদিও সর্ব্ব অবয়বে ঠিক নিমাই পণ্ডিতই আছেন বটে, কিন্তু তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ দিয়া এত তেজ বাহির হইতেছে যে, যেন উহা সূর্য্যের তেজকে খর্ব্ব করিতেছে। শ্রীবাস স্তম্ভিত, কোন কথা কহিতে পারিলেন না। তখন নিমাই পণ্ডিত বলিলেন, "শ্রীবাস আমি আসিয়াছি। তুমি আমাকে অভিষেক কর।"

নিমাইকে দেখিয়া, এই "আমি" যে শ্রীভগবান, শ্রীবাস তাহাই বুঝিলেন। শ্রীবাসের অবস্থা এখন স্থির হইয়া বিবেচনা করুন। শ্রীবাস দেখিতেছেন

যে, তাঁহার সম্মুখে শ্রীভগবান। এখন শ্রীভগবান যাঁহার সম্মুখে তাঁহার সর্ব্বার্থ সিদ্ধ হইয়াছে। তখন তাঁহার সমুদায় বাসনা পূর্ণ হইয়াছে। সমুদায় বাসনা পূর্ণ হইলে, সে হতভাগ্যের মরণ বাঁচন সমান হইয়া যায়। এই জন্য জীবের মঙ্গল কামনা করিয়া, শ্রীভগবান জীবের নিকট দুর্লভ হইয়া আছেন। আর যদি দর্শন দেন, তখন জীবগণ যাহাতে তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ে বুঝিতে না পারে, তাহারি উপায় করিয়া দিয়াছেন।

এ বিষয় আরও পরিষ্কার করিয়া বলিতেছি। বড় শোকের কথা শুনিলে প্রথমে লোকে উহা বুঝিতে পারে না। সম্পূর্ণরূপে বুঝিলে তাহার মরণ সম্ভব। অধিক পরিমাণে বুঝিলে সে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে। শুনিবা মাত্র বুঝিতে পারে না, তাহার অনেক কারণ আছে। প্রথমতঃ শুনিবা মাত্র অনেকটা সংজ্ঞা লোপ হয়। দ্বিতীয়তঃ শুনিবামাত্র অবিশ্বাসের সৃষ্টি হয়, অর্থাৎ ঘটনা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ বিশ্বাস হয় না।

যথা, যদি লোকে শ্রবণ করে যে, তাহার পুত্র বিয়োগ হইয়াছে, তবে সে অনেক সময় ভাবে যে মিথ্যা কথা। অধিক আনন্দের উদয় হইলেও (আর শ্রীভগবদ্দর্শন অপেক্ষা জীবের অধিকতর আনন্দ হইতে পারে না) ঠিক ঐরূপ অবস্থা হয়। কাহার মৃত্যু, না হয় মূর্চ্ছা, না হয় কিয়ৎ পরিমাণে সংজ্ঞা লোপ হয়। শ্রীবাস যখন মনে বুঝিলেন যে, শ্রীভগবান সম্মুখে, তখন আনন্দে তাঁহার অনেকটা সংজ্ঞা লুপ্ত হইল। আবার বিদ্যুতের ন্যায় তাঁহার মনে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের নানা তরঙ্গ উঠিতে লাগিল। ভাবিতেছেন, "শ্রীভগবান! একি সম্ভবে? কখন না। এ আমি স্বপ্নে দেখিতেছি।" আবার ভাবিতেছেন, "ইনি যে সম্মুখে, ইনি কে? আমিই বা কে? আমি কি শ্রীবাস? ইনি কি সেই ইন্দ্রিয় ও মনের অগোচর ধন?" এই যে সন্দেহ ইহা জীব মাত্রের মর্জ্জাগত হইয়া রহিয়াছে। ইহা পরম উপকারী ধন। ইহাতেই জীব শ্রীভগবানকে আস্বাদ করিবার অবকাশ পায়। নীল কাঁচে যেরূপ সূর্য্য দর্শন আয়ত্তাধীন হয়, সেইরূপ অবিশ্বাসে শ্রীভগবানের তেজ লঘু করিয়া তাঁহাকে জীবের দর্শন সম্ভব করে। অতএব যাঁহার অবিশ্বাস আছে তিনি অভাগ্যবান নহেন। জীবের মঙ্গলের নিমিত্ত শ্রীভগবান তাহাদিগকে অবিশ্বাস দিয়াছেন। যেমন নরম মাটিতে খুঁটি প্রথিত করা ও উত্তোলন করা সহজ, তেমনি যাহাদের শীঘ্র বিশ্বাস হয়, তাহাদের সেইরূপ শীঘ্র

বিশ্বাস যায়। এ সমুদায় রহস্যের তাৎপর্য্য পাঠক ক্রমে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন।

শ্রীবাস এইরূপে ভাব-তরঙ্গে হাবু ডুবু খাইতে লাগিলেন, কিন্তু তাঁহার অধিকক্ষণ এ অবস্থায় থাকিতে হইল না। যেহেতু তাঁহার প্রতি অভিষেকের আজ্ঞা হইয়াছে, আর শীঘ্র সেই আজ্ঞা পালনের নিমিত্ত তখনি চীৎকার করিয়া নিজ সহোদরগণকে, বাড়ীর মহিলাগণকে ও দাস দাসীগণকে আহ্বান করিতে লাগিলেন। তাহারা আসিলে শ্রীবাস বলিলেন, "শ্রীভগবান আসিয়াছেন, তাঁহার অভিষেক করিতে হইবে। তোমরা শীঘ্র নূতন কলসী ক্রয় করিয়া, একশত ঘট গঙ্গাজল লইয়া আইস।" ইহা শুনিয়া বাড়ীর সকলে পাগলের মত হইয়া গঙ্গা হইতে জল আনিতে ছুটিলেন। নিমাই বিষ্ণুখট্টায় উপবিষ্ট আছেন, আর শ্রীবাস করযোড়ে তাঁহার অগ্রে দণ্ডায়মান রহিলেন।

ক্রমে ক্রমে গদাধর প্রভৃতি দু একটি ভক্ত সংবাদ পাইয়া দৌড়িয়া আসিলেন। আর গঙ্গাজল পূর্ণ একশত ঘট শ্রীবাসের আঙ্গিনায় ক্রমে সারি সারি রাখা হইল। শ্রীবাসের বাড়ীর স্ত্রীলোকগণ কিরূপে জল বহিয়া আনিতেছেন, তাহা প্রেমদাসের অনুবাদিত চন্দ্রোদয় নাটকে এইরূপে বর্ণিত হইয়াছে, যথা—

গৌরাঙ্গের কথা পথে চলে কয়ে কয়ে।
কহিতে আনন্দ ধারা বহে নেত্র দিয়ে॥
খসিয়া পড়য়ে বেণী তাহা না সম্বরে।
কপোল রোমাঞ্চ গাত্র কম্প ভাব ভরে॥

শ্রীবাসের পরিবার ও বন্ধু বান্ধবের মধ্যে এই অভিনব অবস্থাটি হঠাৎ আসিয়াছিল এরূপ নহে। এরূপ একটা কি হইবে তাঁহারা পূর্ব্বাবধি প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। দিবানিশি তাঁহারা শ্রীনিমাইয়ের সঙ্গগুণে প্রেম হিল্লোলে ভাসিতেছিলেন। শ্রীভগবান যে অতি প্রিয়জন ও তিনি যে অতি নিকটে, যেন তিনি আগতপ্রায়, এরূপ ভাবে তখন সকলে অভিভূত। সেই ভগবান শ্রীনিমাই কি না ইহা মনে মনে তর্ক করিতেছিলেন। এরূপ অবস্থায় সকলে শুনিলেন যে, শ্রীভগবান আসিয়াছেন, এবং তিনি আর কেহ নহেন,—শ্রীনিমাই। সকলে মনে যাহা ইচ্ছা করিয়াছিলেন সম্পূর্ণ-রূপে তাহাই হইল।

জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রথম, তুই প্রহর বেলা, আঙ্গিনার মধ্যস্থলে শ্রীপ্রভু প্রশস্ত পিঁড়ির উপরে বসিলেন ও তাঁহার মস্তকে শত কলস জল ঢালা হইল। যাঁহারা যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন, সকলেই পাগলের মত হইয়াছেন। কাহারও বাহ্যজ্ঞান নাই। যিনি পারিতেছেন, তিনিই জলের কলসী লইয়া মহাপ্রভুর মস্তকে ঢালিতেছেন। নিমাইয়ের অঙ্গ দিয়া যে জল বাহিয়া পড়িতেছে, তাহাতে তাঁহার অঙ্গের তেজ মিশিয়া গিয়াছে, সেই জল আঙ্গিনাময় হইয়া সোণার জলের ন্যায় ঝলমল করিতেছে। অতি সূক্ষ্ম শুভ্র বস্ত্র দ্বারা তাঁহার অঙ্গ মার্জ্জিত হইল, তাহাতে ঐ বস্ত্রে কিরণ কণা লাগিয়া ঐ বস্ত্র কিঙ্খাপের ন্যায় ঝলমল করিতে লাগিল। তাহার পর তাঁহাকে সূক্ষ্ম ও শুষ্ক বস্ত্র পরাইয়া আবার ঠাকুর ঘরে আনা হইল।

ঠাকুর ঘরে আসিয়া তিনি পুনরায় বিষ্ণুখট্টায় বসিলেন। এই ঠাকুর-ঘর বেড়া দিয়া ঘেরা ছিল। তিনি দ্বার বন্ধ করাইয়া বিষ্ণুখট্টায় বসিলেন, আর ভক্তগণ কেহ পিঁড়ায়, কেহ বা আঙ্গিনায় দাঁড়াইয়া রহিলেন। সকলে দেখিতে লাগিলেন যে, সেই ঘর তেজোময় হইয়া গিয়াছে, এবং সেই ঘরের বেড়ার সমস্ত ছিদ্র দিয়া তেজ বাহির হইতেছে। যথা, কবিকর্ণপুর লিখিত চৈতন্যচরিত মহাকাব্যে—

অপ্রাপ্যাবসর মমূষ্য বেশ্মমধ্যে
তেজোভির্বহিরপি সন্ধিভির্ব্যভেদি॥

সেই তেজের কত শক্তি তাহা ইহাতেই বুঝা যাইতেছে যে, জ্যৈষ্ঠ মাসের তুই প্রহরের রৌদ্রের তেজকেও উহা খর্ব্ব করিয়াছিল। একটু পরে, যাঁহারা বাহিরে ছিলেন, তাঁহারা ঐ গৃহের মধ্য হইতে মুহুর্মুহু মুরলী-ধ্বনি শুনিতে লাগিলেন, এবং বাহির হইতে এই সুধা পান করিতে করিতে সুখে একেবারে জড়বৎ হইলেন। এমন সময় গৃহাভ্যন্তর হইতে শ্রীনিমাই "শ্রীবাস" বলিয়া ডাকিলেন। নিমাই তাহার পূর্ব্বে শ্রীবাসকে কখনও এরূপ স্বরে, নাম ধরিয়া, ডাকেন নাই।

শ্রীবাস ঘরে প্রবেশ করিলে, শ্রীনিমাই বলিতেছেন, "শ্রীবাস! তোমার গৃহে আমার স্থান কর; আমি তোমার গৃহে যাইব।" এই আজ্ঞা শুনিয়া সকলে মহাব্যস্ত হইলেন। শ্রীবাস শ্রীগদাধরকে বলিলেন, "তুমি বিষ্ণুখট্টা আমার ঘরে লইয়া আইস।" নিমাই খট্টা হইতে নামিয়া অন্য আসনে বসিলেন, আর সেই খট্টা শ্রীবাসের ঘরে লইয়া যাওয়া হইল।

শ্রীবাসের ভ্রাতাগণ সেই গৃহের ভিতর চাঁদোয়া খাটাইলেন, ও সেই খট্টার উপর দুগ্ধ-ফেণ-নিভ শয্যা পাতিলেন। ঘরে সূর্য্য-তেজ না যাইতে পারে বলিয়া দ্বারে পর্দ্দা দিলেন।

তখন শ্রীনিমাই দেবগৃহ হইতে শ্রীবাসের শয়ন গৃহে গমন করিলেন। ভক্তগণ দেখিলেন, প্রভু শত কোটি সৌদামিনী বেষ্টিত হইয়া রহিয়াছেন। এমন কি, সেই তেজে জ্যৈষ্ঠের মধ্যাহ্ন সূর্য্য-তেজ লঘু হইয়া গেল। যথা চৈতন্যচরিত কাব্যে—

গৌরাঙ্গস্তদথ গৃহং ব্রজন্ বিরেজে
তেজোভির্লঘু তিরয়ন্ বিবস্বদোজঃ।
শম্পানাং শতশতকোটিকোটিবৎ স
প্রোন্মীল্য ক্ষিতিমিব সংশ্রিতশ্চকান্তি ॥

প্রভু শ্রীবাসের শয়ন ঘরে খট্টায় বসিলে, পরম তেজে গৃহ আলোকিত হইল। বোধ হইতে লাগিল, নিমাইয়ের অঙ্গ রক্ত মাংসে গঠিত নয়, সুবর্ণ বর্ণের তেজে গঠিত। সে তেজ যদিও সূর্য্যের তেজ হইতে উজ্জ্বল, তবু উহা শীতল, আর উহা নয়নানন্দ। উহাঁর পানে চাহিলে, চক্ষু না ঝলসিয়া বরং সুশীতল আনন্দ-বারিতে ডুবিয়া যায়।

তখন গদাধর ফুলের মালা গাঁথিতে বসিলেন, ও নিমাইয়ের সর্ব্বাঙ্গ ফুলে সুসজ্জিত করিলেন। ফুলের অঙ্গুরীয় করিয়া আঙ্গুলে পরাইয়া দিলেন। ফুলের বালা, তাড়, বাজু ও মালা করিয়া তাঁহাকে সাজাইয়া দিলেন। মাথায় চূড়া বান্ধিয়া উহাতে ফুলের মালা বেড়িয়া দিলেন। তাহার পর সর্ব্বাঙ্গে চন্দন, অগুরু, কর্পূর ও কেশর লেপিয়া দিলেন। কেহ চামর ব্যজন, কেহ করযোড়ে স্তব, কেহ আনন্দে গড়াগড়ি, কেহ নিমাইয়ের মুখচন্দ্র নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

শ্রীভগবানকে প্রিয় বস্তু বলিয়া ভজন করা যায়, আর সর্ব্বশক্তি-সম্পন্ন, বদান্য পুরুষ বলিয়া অনুভব করা যাইতে পারে। গীতায় বলেন, যিনি যেরূপ ভজন করেন, শ্রীভগবান তাঁহাকে সেইরূপ ভজন করিয়া থাকেন। তুমি তাঁহাকে শক্তি-সম্পন্ন দাতা বলিয়া ভজনা কর, তিনি শঙ্খ চক্র প্রভৃতি হস্তে করিয়া বর দিতে আসিবেন। তুমি নিজ-জন বলিয়া ভজনা কর, তিনি সমস্ত বিভূতি ফেলিয়া, তোমারই মত হইয়া আসিবেন ঢাল

কি তরবারি লইয়া স্ত্রী পুত্রের নিকট কেহ যায় না। আবার যে নিজ-জন সেও স্বার্থের নিমিত্ত ভজন করে না।

মনে ভাবুন, চিরবিরহিনী সতী রমণীর নিকট তাঁহার অসরণ ও হারাণ স্বামী আসিয়াছেন। তখন কি তিনি তাঁহার স্বামীকে এ কথা বলেন যে, "হে নাথ! টাকা কই, বসন কই, ভূষণ কই?" তবে তিনি কি করেন, না, গ্রীষ্মকাল হইলে বায়ু ব্যজন করেন, এবং যত্ন করিয়া তাঁহাকে ভোজন করান ও শয়ন করাইয়া পদ সেবা করেন। গদাধর প্রভৃতি শ্রীভগবানকে সেইরূপ সেবা করিতে লাগিলেন।

কেহ হয়ত বলিবেন, ভগবানকে এরূপ তুচ্ছ সেবা কেন? হস্তে তাম্বুল দেওয়া, গলায় মালা পরান, শ্রীভগবানের সঙ্গে এরূপ বালকের খেলা কেন? কিন্তু বিবেচনা করুন, তিনি যদিও ভগবান, যাহারা সেবা করে, তাহারা ত জীব? মনুষ্যের যাহা সাধ্য মনুষ্য সেই সেবা করিতে পারে বই নয়। যদি শ্রীভগবান কোন পক্ষীকে দর্শন দেন, আর সেই পক্ষীর তাঁহাকে সেবা করিতে ইচ্ছা হয়, তবে সে ঠোঁটে করিয়া কীড়া আনিয়া তাঁহার শ্রীবদনে অর্পণ করিবে। মনুষ্যে তাম্বুল ও ফুলের মালা ব্যতীত কি দিবে? যদি বল শ্রীভগবানের সেবা কর কেন, তাঁহার অভাব কি? স্বামীর দাস দাসী থাকিলে স্ত্রী কি তাঁহার সেবা করেন না? প্রিয় জনকে সেবা করায় মহা আনন্দ আছে, আর তাই শ্রীভগবান, সর্ব্বশক্তি-সম্পন্ন হইলেও, ভক্তগণ তাঁহাকে সেবা করিয়া থাকেন।

গদাধর প্রভৃতি সকলে এইরূপে শ্রীভগবানকে সেবা করিতেছেন, তখন নিমাই বলিলেন, "আমি কে, তাহার পরিচয় পাইয়াছ? আমি সেই, যিনি তোমাদের হৃদয়ে বাস করেন। আমি জীবের দুঃখ নিবারণের নিমিত্ত আসিয়াছি। আমি এবার দণ্ড না করিয়া শুধু প্রেম ও ভক্তি দান করিয়া সকলের দুঃখ দূর করিব। তোমরা কোন ভয় করিও না। যবন রাজা তোমাদিগকে কিছু করিতে পারিবে না।"

তখন শ্রীবাস যদিও জড়বৎ হইয়াছেন, তবু কষ্টে স্পষ্টে বলিলেন, "তুমি আমার বাড়ীতে, আমার আবার ভয় কি? তুমি দয়াময় বলিয়া সাধু মুখে শুনিয়াছিলাম, তোমার এত দয়া পূর্ব্বে জানিতাম না।" শ্রীনিমাই বলিতেছেন, "যদি আমি যবন রাজার কাছে যাই, তবে তাহাকে দণ্ড করিব না। তাহার হৃদয় দ্রব করাইয়া তাহাকে শোধন করাইব

কিরূপে দেখাইতেছি।" এই কথা বলিয়া শ্রীনিমাই, "নারায়ণী" বলিয়া ডাক দিলেন। নারায়ণী শ্রীবাসের ভ্রাতৃকন্যা, বয়ঃক্রম তখন চারি বৎসর। ডাক শুনিয়া নারায়ণী ঘরে আসিল। তখন নিমাই বলিলেন, "নারায়ণী! আমার বরে তোমার কৃষ্ণপ্রেম হউক।" এই কথা বলিবা মাত্র, সেই চারি বৎসরের কন্যা, "হা কৃষ্ণ" বলিয়া প্রেমে মৃত্তিকায় ঢলিয়া পড়িয়া "কৃষ্ণ, কৃষ্ণ" বলিয়া রোদন করিতে লাগিল। তখন শ্রীনিমাই ঈষৎ হাসিয়া বলিতেছেন, "আমি রাজার নিকট গমন করিলে তাহার এই দশা হইবে। কিন্তু তাহার এ ভাগ্য হইতে এখনও অনেক দিন বাকি আছে।"

যে অলৌকিক ব্যাপার হঠাৎ উপস্থিত হইয়াছে, ইহাতে সেখানে যাহারা ছিলেন, সকলেই একেবারে দিশিহারা হইয়া গিয়াছেন। তাঁহারা কে কোথায়, কি করিতেছেন, ইহা ঠিক করিতে পারিতেছেন না। কখন স্বপ্ন ভাবিতেছেন, কখন সত্য ভাবিতেছেন। নিমাইয়ের এই দিন-কার প্রকাশ অল্পক্ষণ ছিল। এ প্রকাশের উদ্দেশ্য কেবল শ্রীবাস প্রভৃতি কয়েকজন অতি মর্ম্মী ভক্তকে অভয় প্রদান করা, আর কিছুই নহে। সে দিবস অধিক কথাও হয় নাই।

নিমাই যখন শ্রীবাসের সহিত কথা কহিতেছেন, গদাধর তখন মুহুর্মুহু শ্রীঅঙ্গে চন্দন লেপন করিতেছেন। শ্রীঅদ্বৈত যে বলিয়াছিলেন, নিমাই কেমন বালক অল্প দিনে জানিতে পারিবে, সে কথা গদাধরের তখন মনে পড়িল। কিন্তু তিনি কোন কথা না বলিয়া নিমাইকে সেবা করিতেছেন। এমন সময় শ্রীবাসের স্ত্রী মালিনী ও তাঁহার তিন ভ্রাতার স্ত্রী, এই চারি জনে, দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইলেন। সমস্ত ঘর আলো করিয়া নিমাই গৃহাভ্যন্তরে বিষ্ণুখট্টায় বসিয়া আছেন। দ্বারে পর্দ্দা, পিঁড়ায় চারি জন রমণী, তাহার মধ্যে তিন জন নিতান্ত কুলবধূ, নিমাইয়ের সম্মুখে কখন আসিতেন না।

তাঁহারা চারি জনে শ্রীবাসের কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে অনুনয় করিয়া বলিতেছেন, "আমরা কি দর্শন পাব না?" স্ত্রীলোক বলিয়া ভয়ে ঘরের মধ্যে যাইতে পারিতেছেন না, অথচ ঘরের মধ্যে স্বয়ং শ্রীভগবান বসিয়া! তাহারা উপায়হীন হইয়া শ্রীবাসের সর্ব্ব কনিষ্ঠ শ্রীকান্তকে অতি কাতর হইয়া বলিতেছেন, "তুমি একবার আমাদের হইয়া ঠাকুরের কাছে নিবেদন কর, আমরা স্ত্রীলোক বলিয়া কি তাঁহার চরণ দর্শন পাব না?" শ্রীকান্ত

ইহার কি উত্তর দিবেন ভাবিতেছেন, এমন সময় পিঁড়া হইতে এই কাতর ধ্বনি লক্ষ্য করিয়া নিমাই বিষ্ণুখট্টায় বসিয়া বলিতেছেন, "যাঁহারা আমাকে দর্শন করিবার নিমিত্ত ব্যাকুল হইয়া পিঁড়ায় দাঁড়াইয়া আছেন, তাঁহারা স্বচ্ছন্দে আসিতে পারেন, আসিয়া দর্শন করুন।" আজ্ঞা পাইয়া সেই কুলবতীগণ ব্যগ্র হইয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। হর্ষ, লজ্জ, ভয়, প্রভৃতি নানাবিধ ভাবে জড়ীভূত ও অভিভূত হইয়া, তাঁহারা মস্তক উঠাইয়া অর্দ্ধ অবগুণ্ঠন হইতে নিমাইয়ের চন্দ্র-বদন দর্শন করিতে লাগিলেন। একটু দর্শন করিয়া ভক্তিতে গদগদ হইয়া, ভূমিতে লুণ্ঠিত হইয়া, শ্রীচরণ প্রান্তে পতিত হইলেন। তখন শ্রীনিমাই কৃপার্ত্ত হইয়া তাহাদের বেণী ও সুবর্ণালঙ্কারে ভূষিত মস্তকে শ্রীপাদপদ্ম স্পর্শ করিলেন; এবং আশীর্ব্বাদ করিলেন, "তোমাদের চিত্ত আমাতে হউক।" যথা চৈতন্যচরিত কাব্যে—

আবিশ্য প্রকটিতসৎপ্রকাশ রম্যং
তং দৃষ্ট্বামুদমতুলামভূতপূর্ব্বাং।
সংপ্রাপুর্ভুবি চ নিপেতুরাত্ততোষা-
স্তৎপাদাম্বুজমপি নির্ভরং প্রপন্নাঃ॥ ৭২॥
মচ্চিত্তা ভবতঃ সদেত্যভীক্ষমুক্ত্বা
সর্ব্বাসাং শিরসি পদারবিন্দযুগ্মং।
কারুণ্যামৃতরসসেচনাতিসার্দ্রঃ
শ্রীগৌরঃ পরমগুণাম্বুধির্ব্যধত্ত॥ ৭৩॥

ইহার অর্থ এই—

"অনন্তর তাঁহারা প্রবেশ পূর্ব্বক প্রকটিত সৎ প্রকাশ দ্বারা রম্যমূর্ত্তি গৌরচন্দ্রকে দর্শন করিয়া অতুল ও অভূতপূর্ব্ব হর্ষ লাভ করিলেন এবং পরিতোষ প্রাপ্তি হেতু তদীয় চরণারবিন্দে প্রপন্ন হইয়া ভূমিতে পতিত হইয়া প্রণাম করিলেন। ৭২।"

"অনন্তর তোমরা সকল মৎ পরায়ণা হও এই বলিয়া মহাগুণনিধি শ্রীগৌরাঙ্গ ঐ সকল স্ত্রীগণের প্রতি কারুণ্যামৃতরস সেচন করত আর্দ্রচিত্ত হইয়া তাঁহাদের মস্তকে পাদপদ্ম সমর্পণ করিলেন। ৭৩।"

নিমাইচাঁদ পরম সুন্দর নবীন পুরুষ, কুলবতীগণকে বলিলেন, "তোমাদের চিত্ত আমাতে হউক," ইহা বলিতে তিনি কুণ্ঠিত হইলেন না। কুলবতীগণ ইহা শুনিয়াও কুণ্ঠিত হইলেন না, তাঁহাদের স্বামীগণ শুনিয়াও ক্রোধ

করিলেন না। কারণ যাহার সহিত যত নৈকট্য সম্বন্ধ হউক না কেন, শ্রীভগবানের সহিত যত নিকট সম্বন্ধ, অত আর কাহারও সহিত নয়।

একটু পরে শ্রীনিমাইচাঁদ বিষ্ণুখট্টা হইতে, "এখন আমি যাই, উপযুক্ত সময়ে আবার আসিব" বলিয়া উঠিলেন ও হুঙ্কার করিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া মৃত্তিকায় পড়িয়া গেলেন। তখন হাহাকার করিয়া সকলে ধরিলেন। সকলে দেখেন জীবনের চিহ্নমাত্র নাই। অনেক চেষ্টায় নিমাই চেতন পাইলেন। তখন ঠিক নিমাই পণ্ডিত, অজ্ঞ মনুষ্যের মত; সে তেজ আর নাই। সম্পূর্ণ চেতন পাইয়া নিমাই শ্রীবাসকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, "পণ্ডিত! আমি এখানে কিরূপে? আমি কি নিদ্রা গিয়াছিলাম! আমি যেন কি স্বপ্ন দেখিতেছিলাম। পণ্ডিত কৃপা করিয়া বল, আমি ত কোন চাঞ্চল্য করি নাই?"

শ্রীবাস, শ্রীরাম, গদাধর মুখ চাওয়া চাওয়ি করিতে লাগিলেন, আর সকলে বলিলেন, "না, কিছু চাঞ্চল্য কর নাই।" নিমাই তখন ধীরে ধীরে বাড়ী গমন করিলেন।

পূর্ব্বে উপবীত সময়ে একবার নিমাই তাঁহার জননীকে বলিয়াছিলেন, "আমি এখন যাই, পরে আসিব।" আজি আবার শ্রীবাসকে বলিলেন, "আমি যাই, পরে আবার আসিব।" এই যে "আমি যাই" বলেন, ইনি কে? এ কথা পরে বিচার করা যাইবে।

শ্রীবাসের বাড়ী আনন্দময় হইল। পরদিন প্রাতে নিমাইকে আবার সকলে দেখিলেন, কিন্তু তখন নিমাই এক জন মনুষ্য ব্যতীত আর কিছুই নয়, তবে অতি মিষ্ট ও পরম ভক্ত। যে নিমাই পূর্ব্বদিনে যুবতী স্ত্রীলোকের মস্তকে শ্রীপাদ দিয়া বলিয়াছিলেন, "তোমাদের চিত্ত আমাতে হউক," পর দিন তিনি দন্তে তৃণ করিয়া, "হে কৃষ্ণ করুণাময়, আমাকে বিষয় বাসনা হইতে উদ্ধার কর" বলিয়া রোদন করিতেছেন। কিন্তু নিমাইয়ের এ ভাব দেখিয়া শ্রীবাস ও তাঁহার গণ কেহ ভুলিলেন না। তাঁহারা, শ্রীভগবান আসিয়াছেন ইহা জানিয়া, সমস্ত জগত সুখময় দেখিতে লাগিলেন।

মুরারির কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। নিমাই চিরকাল ইহাঁর সহিত নানামত বিতণ্ডা করিয়া আসিয়াছেন। মুরারি নিতান্ত স্নিগ্ধ, জীবের হিতকারী, সর্ব্বজনপ্রিয় ও পরম পণ্ডিত। এখন তিনি নিমাইয়ের নিতান্ত অনুগত হইয়াছেন। মুরারি হইতে আমরা নিমাইয়ের আদিলীলা জানিতে পাইয়াছি।

নিম্নে যে কথা গুলি বলিতেছি ইহা সমুদায় মুরারির নিজের কথা, তিনি নিজে যাহা বলিয়াছেন তাহাই লিখিতেছি।

মুরারিও শুনিয়াছেন মুসলমান সৈন্য আসিতেছে। সুতরাং শ্রীভগবান মুরারিকে আশ্বাস দেওয়া কর্ত্তব্য ভাবিলেন। নিমাইয়ের দেহ তখন কাঁচের স্বরূপ হইয়াছে। কাঁচ পাত্রে যে দ্রব্য রাখ, উহা সেই দ্রব্যের বর্ণ ধারণ করে। সেইরূপ নিমাইয়ের দেহ তখন মুহুর্মুহু নানা আকার ধারণ করিতেছে। ঐ গৌরবর্ণ দেহ শ্রীভগবানের। যে দেহে শ্রীভগবান বিরাজ করেন, তাহাতে ত্রিলোকের সকলেই প্রকাশ হইতে পারেন। পূর্ণের দেহে অংশের প্রকাশ হইতে কোন বাধা হইতে পারে না। যখন ব্রহ্মার স্তব শুনিলেন তখন নিমাইয়ের ব্রহ্মার ভাব হইল, এবং ব্রহ্মা হইয়া তিনি ভূতলে শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করিতে লাগিলেন। শিবের কথা শুনিয়া তাঁহার শিবের ভাব হইল, মুখ বাদ্য প্রভৃতি শিবের যত ভাব তাঁহার দেহে প্রকাশ হইতে লাগিল। এক দিবস বরাহ অবতারের একটি শ্লোক শুনিয়া নিমাই হুঙ্কার করিয়া দ্রুতবেগে মুরারির বাড়ীতে গমন করিলেন। মুরারি বাড়ীতে ছিলেন, কিন্তু নিমাই তাঁহাকে লক্ষ্য না করিয়া দেবগৃহে প্রবেশ করিলেন। মুরারি পশ্চাতে চলিলেন ও দেবগৃহের দ্বার হইতে নিমাইয়ের কাণ্ড দেখিতে লাগিলেন। শ্রীনিমাই ঘর হইতে বলিতে লাগিলেন, "একি! এ যে প্রকাণ্ড পর্ব্বতাকার শূকর, ইনি যে বড় বলবান দেখিতেছি, ইনি যে দন্তাগ্রে পৃথিবী ধরিয়াছেন। ইনি যে বিশাল দন্ত দ্বারা আমার হৃদয় স্পর্শ করিয়া ব্যথা দিতেছেন।" ইহাই বলিয়া নিমাই যেন সেই প্রকাণ্ড বরাহের হস্ত হইতে অব্যাহতি পাইবার নিমিত্ত পশ্চাৎ হাঁটিতে লাগিলেন। কিন্তু দুই এক পদ পশ্চাৎ যাইতেই যেন বরাহ তাঁহার হৃদয়ে প্রবেশ করিলেন, আর তখন নিমাই অচেতন হইয়া, ভূমিতে হস্ত ও পদে, বরাহের ন্যায় হাঁটিতে লাগিলেন। হাঁটিতে হাঁটিতে সম্মুখে একটি বৃহৎ পিতলের জল পাত্র ছিল, তাহা দন্তের দ্বারা ধরিয়া দূরে নিক্ষেপ করিলেন।

মুরারি নিমাইকে দেখিতেছেন, যেন কতক বরাহ আকার, কতক মনুষ্য আকার। তিনি জড়বৎ হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিলেন। সেই বরাহ আকার তখন ভীষণ হুঙ্কার করিতে লাগিলেন। তাহার পর সেই নর-বরাহ মুরারিকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন, "আমি জীবকে ভক্তি ও ধর্ম্ম শিখাইতে আসিয়াছি। তুমি ভয় করিও না। তুমি আমার স্বাভাবিক রূপ বর্ণনা কর।"

মুরারি কথা কহিতে পারিলেন না, কিন্তু তখনি পূর্ব্বকার কথা মনে পড়িল। সেই পঞ্চম বর্ষের নিমাই তাঁহাকে কি উপদেশ দিয়াছিলেন, সেই অবধি এ পর্য্যন্ত তাঁহার যে সমুদায় লীলা, একেবারে সমুদায় মনে উদয় হইল। তখন বুঝিলেন যে যিনি তাঁহার সম্মুখে তিনি আর নিমাই নাই, তিনি শ্রীভগবান! কিন্তু তাঁহার ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি ও বিশাল হুঙ্কার শুনিয়া স্থির থাকিতে পারিলেন না, কোন কথাও কহিতে পারিলেন না। কি করিবেন, কি বলিবেন, কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া গলায় বসন দিয়া কেবল বারম্বার প্রণাম করিতে লাগিলেন।

মুরারির অবস্থা দেখিয়া, তাঁহাকে সচেতন ও নিশ্চিন্ত করিবার নিমিত্ত নর-বরাহ বলিতেছেন, "মুরারি, তুমি নিশ্চিন্ত হও, তুমি আমার অতি প্রিয়। তুমি বড় বেদ মান। কিন্তু বেদ অন্ধ, বেদ আমার তত্ব কি জানে?" আবার একটু ক্রুদ্ধ হইয়া বলিতেছেন, "কাশীতে প্রকাশানন্দ স্বরস্বতী বেদের আচার্য্য। সে বেদ পড়াইয়া কুশিক্ষা দ্বারা আমার অঙ্গ খণ্ড খণ্ড করিতেছে। মুরারি! তুমি সে সমুদায় চর্চ্চা পরিত্যাগ কর।"

মুরারির তখন কথা ফুটিল। বলিতেছেন, "প্রভু, অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড তোমার লোমকূপে। তোমাকে বেদে কিরূপে জানিবে? তুমিই কেবল জান, তুমি কি পদার্থ। আমরা কি জানি? আমরা যাহা জানি, তাহা এই করিতেছি।" ইহা বলিয়া মুরারি চরণে পড়িয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।

নর-বরাহ বলিতেছেন, "আমি যাই।" ইহাই বলিয়া নিমাই মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। মুরারি অতি সন্তর্পণে তাঁহাকে চেতন করাইলেন। তখন নিমাই নিদ্রোত্থিতের ন্যায় বলিতেছেন, "মুরারি, আমি বুঝি অচেতন হইয়াছিলাম? নতুবা এখানে কিরূপে আসিলাম? আমি শ্রীবাসের বাড়ীতে শ্রীবরাহ অবতারের স্তব শুনিতেছিলাম। আমি ত কিছু চাপল্য করি নাই?" মুরারি মস্তক অবনত করিয়া রহিলেন।

এইরূপে নিমাইয়ের নিজজন তাঁহাকে নানারূপে দেখিতে লাগিলেন। কেহ চতুর্ভুজ, কেহ বা কৃষ্ণের ন্যায়, কেহ বা মহাদেবের ন্যায়, এইরূপ দেখিয়া ভক্তগণ সকলে শুধু মুসলমান ভয় হইতে নিষ্কৃতি পাইলেন না, আনন্দে দিবা রাত্রি ভেদ ভুলিয়া গেলেন। সকলে, ঘর পরিবার ফেলিয়া, দিবা নিশি নিমাইয়ের ওখানে রহিলেন। তাঁহারা বিনা কারণে হাস্য করেন, বিনা কারণে রোদন করেন, বিনা কারণে নৃত্য করেন, এইরূপে আনন্দে সকলে

পাগলের মত হইলেন। এ কথা আর গোপন রহিল না। এ কথা ক্রমে প্রকাশ হইতে লাগিল যে, শ্রীনবদ্বীপে শ্রীকৃষ্ণ শচীর ঘরে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন।

নিমাইয়ের দুই ভাব হইত, ভক্ত ভাব ও ভগবান ভাব। গয়া হইতে যখন আসিলেন, তখন ভক্ত ভাব। শ্রীবাসের বাড়ীর ঘটনা হইতে শ্রীভগবান ভাব হইতে লাগিল। সেই অবধি অনেক সময় শ্রীভগবান ভাবে থাকিতেন। পূর্ব্বে রজনীতে কীর্ত্তন হইত, এখন দিবসেও কীর্ত্তন হইতে লাগিল। দিবা নিশি নিমাই ও তাঁহার গণ প্রেমে মজিয়া রহিলেন। নিমাইয়ের যখন চেতন অবস্থা, অর্থাৎ ভক্ত ভাব, তখন তাঁহাকে কেহ ভগবান বলিতে সাহস পাইতেন না। এমন কি, নিমাই ভগবানাবস্থায় যাহা করিতেন, কি বলিতেন, ভক্তগণ তাহা নিমাইকে কিছু বলিতেও সাহস পাইতেন না। চেতনাবস্থায় নিমাই দাস্যভাবে আপনাকে দীনের দীন, পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধম ভাবিয়া, জনা জনার কাছে অতি করুণ স্বরে, কান্দিয়া কান্দিয়া, কৃষ্ণপ্রেম ভিক্ষা মাগিতেন, আর বলিতেন, "তোমরা কৃষ্ণের দাস, আমার কিসে কৃষ্ণে মতি হয় বলিয়া দিয়া আমার প্রাণ বাঁচাও।" তবে নিমাই তখন তাঁহার সঙ্গী ভক্তগণের আর পায়ে ধরিতেন না, কারণ তিনি পায়ে ধরিলে তাঁহার গণ বড় ব্যথা পান দেখিয়া তিনি শুধু করযোড়ে তাঁহাদের নিকট নিবেদন করিতেন।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

"নানা বর্ণ বস্ত্রে পাগ, রুদ্রাক্ষ তুলসী গলে,
নাকে নথ কর্ণেতে কুণ্ডল।
হাসিয়া চলিছ পথে, পায়েতে নূপুর বাজে,
কে গা তুমি যেন মাতোয়াল?"
"আমারে চেন না ভাই, বাড়ী এবে নদীয়ায়,
সদা নাচি তাহে নূপুর পায়।
শুনেছ নদে অবতার, শ্রীগৌরাঙ্গ নাম যার,
আমি নিতাই তার বড় ভাই॥"—শ্রীবলরাম দাস।

এই জ্যৈষ্ঠ মাসে শ্রীনিত্যানন্দ নবদ্বীপে আসিলেন। বর্দ্ধমান একচাকা গ্রামে অবতীর্ণ হইয়া শ্রীনিত্যানন্দ অতি অল্প বয়সেই গৃহত্যাগ করেন। এক জন সন্ন্যাসী তাঁহার বাড়ীতে অতিথি হয়েন। তিনি শ্রীনিত্যানন্দকে তাঁহার পিতা মাতার নিকট ভিক্ষা করিয়া লইয়া যান। পুত্রকে ভিক্ষা চাহিলে যে পিতা মাতা পুত্রকে দান করিতে পারেন, এ কালের জীবের নিকট ইহা অননুভবনীয়। একটি প্রবাদ আছে যে, যে সন্ন্যাসী তাঁহাকে ভিক্ষা করিয়া লইয়া যান, তিনি আর কেহ নহেন, শ্রীবিশ্বরূপ, নিমাইয়ের দাদা। কিন্তু এ প্রবাদের কোন প্রামাণিক মূল পাওয়া যায় না। নিত্যানন্দ এইরূপে বিংশতি বৎসর বহু তীর্থ ভ্রমণ করিয়া শ্রীবৃন্দাবনে আসেন। সেখানে শ্রীঈশ্বরপুরীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। তখনকার বৃন্দাবন জঙ্গলময়, আর সেই জঙ্গলময় স্থানে শ্রীনিত্যানন্দ শ্রীকৃষ্ণকে অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতেছিলেন। ঈশ্বরপুরী তাঁহাকে দেখিয়া তাঁহার মনের ভাব বুঝিতে পারিলেন। তখন, নিতাইকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "শ্রীপাদ! তুমি কাহাকে খুঁজিতেছ? শ্রীকৃষ্ণ এখানে নাই, তিনি শ্রীনবদ্বীপে শচীর উদরে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। এখন তাঁহার নাম নিমাই পণ্ডিত। তুমি তাঁহাকে

চাও ত সেখানে যাও।” নিতাই এই কথা শুনিয়া তীরের মত নবদ্বীপ মুখো ছুটিলেন। নবদ্বীপে নিমাই পণ্ডিতের বাড়ী খুঁজিতে খুঁজিতে চলিলেন। শ্রীনিত্যানন্দের পূর্ব্বাশ্রমের নাম কুবের। তাঁহার আনন্দ নিত্য বলিয়া গুরুর নিকট নিত্যানন্দ নাম প্রাপ্ত হলেন। এই অবতারে তিনি বলরাম। পথে আসিতে সেই বলরাম ভাবে বিভোর হইয়া ভাবিতেছেন যে, তাঁহার অতি স্নেহের কনিষ্ঠ সেই শ্রীকৃষ্ণকে বহুকাল দেখেন নাই, তবে অতি শীঘ্র দেখিবেন। ইহা ভাবিতেছেন, আর আনন্দের তরঙ্গ উঠিতেছে, এবং পথে নৃত্য করিতে করিতে আসিতেছেন। কখন বা যোড়ে যোড়ে লম্ফ দিয়া আসিতেছেন, কখন বা আনন্দে একবার মৃত্তিকায় গড়াগড়ি দিতেছেন। পথের লোকে ভাবিতেছে, পাগল সন্ন্যাসী। কিন্তু নিত্যানন্দের লোকাপেক্ষা কোন কালে নাই, আর তখন ত না থাকিবারই কথা। নিতাই নবদ্বীপে আসিয়া নিমাই পণ্ডিতের বাড়ী খুঁজিতেছেন। যথা চৈতন্যমঙ্গল গীতে—

নিমাই পণ্ডিতের কোন্ বাড়ী, তোরা বল। ধুয়া।
ক্ষণ যুগ পদ করি (নিতাই) লাফে লাফে যায়।
এক কয় আর বলে,(কথা) বুঝনে না যায়।
ঊর্দ্ধ বাহু হয়ে নিতাই প্রেম ভরে ধায়।

যে কারণেই হউক, নিতাই, নিমাইয়ের বাড়ীতে না যাইয়া, শ্রীনন্দন আচার্য্যের বাড়ী যাইয়া অতিথিরূপে উপস্থিত হইলেন। নন্দন আচার্য্য একটি অতি তেজস্কর সন্ন্যাসী দেখিয়া তাঁহাকে অতি সমাদরে অভ্যর্থনা করিলেন।

শ্রীনিত্যানন্দ আসিলেন, এদিকে নবদ্বীপের কথা শ্রবণ করুন। নিত্যানন্দের নবদ্বীপ আসিবার তিন চারি দিন পূর্ব্বে নিমাই ভক্তগণকে বলিয়াছিলেন যে, এক মহাপুরুষ নদীয়ায় আসিতেছেন। যেমন নিত্যানন্দ নবদ্বীপে উপনীত হইলেন, সেই দিন প্রাতে নিমাই পার্ষদগণকে বলিতেছেন, “আমি গত রাত্রি স্বপ্নে দেখিয়াছি, এই নগরে সেই মহাপুরুষ আসিয়াছেন। তাঁহাকে তোমরা তল্লাস করিয়া লইয়া আইস। তাঁহাকে শ্রীবলরাম বলিয়া বোধ হয়।” ইহাই বলিবা মাত্র নিমাইয়ের বলরাম আবেশ হইল। তখন হুঙ্কার করিয়া, “মদ আনো” “মদ আনো” বলিয়া আজ্ঞা করিতে লাগিলেন। চক্ষু রক্তবর্ণ হইল, আর বলরামের মত কথা কহিতে লাগিলেন। “মদ

আনো।" এ আজ্ঞা কিরূপে পালন করিবেন ভাবিয়া স্থির করিতে না পারিয়া ভক্তগণ ব্যস্ত হইলেন। শ্রীবাস বলিতেছেন, "প্রভু! মদত তোমার কাছে আছে, তুমি যে মদ চাহিতেছ তাহা আমরা কোথা পাইব?" এই কথা বলিতে বলিতে নিমাইয়ের আবার স্বাভাবিক অবস্থা হইল। তখন বলিতেছেন, "তোমরা যাও, তাঁহাকে তল্লাস করিয়া লইয়া আইস। আমি তাঁহাকে দেখিবার নিমিত্ত বড় ব্যাকুল হইয়াছি।" এই কথা শুনিয়া মুরারি, শ্রীবাস, মুকুন্দ, ও নারায়ণ, এই চারিজন তাঁহাকে তল্লাস করিতে চারিদিকে ছুটিলেন। অপরাহ্নে সকলে আসিয়া বলিলেন যে, তাঁহারা সমস্ত নগর তন্ন তন্ন করিয়া তল্লাস করিয়া কোন মহাপুরুষকে খুঁজিয়া পাইলেন না। তখন নিমাই বলিলেন, "চল সকলে যাই, তাঁহাকে তল্লাস করিয়া লইয়া আসি।" এ কথা শুনিয়া সকলে চলিলেন। মধ্যস্থানে নিমাই, চতুষ্পার্শ্বে ভক্তগণ। নিমাই একেবারে শ্রীনন্দন আচার্য্যের বাটী যাইয়া উঠিলেন। সকলে দেখেন যে বাহির বাটীতে একটি সন্ন্যাসী বসিয়া আছেন। শরীর প্রকাণ্ড, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, পদ্মচক্ষু, বয়ঃক্রম ৩০ কি ৩২। মস্তকে নীলবস্ত্র, পরিধানও নীল বস্ত্র। বসিয়া আপনি আপনি হাস্য করিতেছেন। ইনিই শ্রীনিত্যানন্দ!

বিশ্বম্ভর অর্থাৎ নিমাই গণসহ প্রণাম করিয়া তাঁহার অগ্রে দাঁড়াইলেন। বিশ্বম্ভরকে তখন কিরূপ দেখাইতেছে, চৈতন্যভাগবত তাহা এইরূপে বর্ণনা করিয়াছেন, যথা—

বিশ্বম্ভর মূর্ত্তি যেন মদন সমান।
দিব্য গন্ধ-মাল্য দিব্য বাস পরিধান॥
কি হয় কণক দ্যুতি সে দেহের আগে।
সে বদন দেখিতে চাঁদের সাধ লাগে॥
দেখিতে আয়ত দুই অরুণ নয়ন।
আর কি কমল আছে হেন হয় জ্ঞান॥
সে আজানু দুই ভুজ হৃদয় সুপীন।
তাহে শোভে যজ্ঞসূত্র অতি সূক্ষ্ম ক্ষীণ॥

নিমাইয়ের অতি সুন্দর নাগর বেশ। নিত্যানন্দ নিমাইয়ের বদন নিরীক্ষণ করিবামাত্র পলক হারাইলেন, যেন চক্ষু দিয়া নিমাইয়ের রূপসুধা পান করিতেছেন। আনন্দে জড়বৎ স্তব্ধ হইলেন। ক্রমে নিতাইয়ের চক্ষু দিয়া

আনন্দ বারি পড়িতে লাগিল। তাঁহার মনের ভাব যেন উঠিয়া নিমাইকে হৃদয়ে পুরিয়া ফেলেন, কিন্তু অঙ্গ অবশ হওয়ায় উঠিতে পারিতেছেন না।

নিমাইয়ের নাগর বেশ, ভক্তি উদ্রেকের বেশ নয়, পরিধান ডোর-কৌপীন নহে, হস্তে দণ্ডকমণ্ডলু নাই, আর নিতাই স্বয়ং সন্ন্যাসী। তবে নিমাইকে দেখিয়া তাঁহার এরূপ ভাব হইল কেন? তাহার কারণ, নিমাইকে দেখিয়া নিতাইয়ের ভক্তির উদয় হইল না, প্রেমের উদয় হইল। ভক্তি ও প্রেম এক বস্তু নয়, ভক্তি ছোট ও প্রেম বড়। বৈষ্ণবধর্ম্মে ও অন্যান্য ধর্ম্মে এই একটি অতি বড় প্রভেদ। বৈষ্ণবগণের ঠাকুরের হস্তে অস্ত্র নাই, মোহন মুরলী আছে—ভয়ের কিছু নাই, সমুদায় সুন্দর। সে ঠাকুরের স্থান, পত্র-পুষ্প-ময়ূর-কোকিল-পরিশোভিত বৃন্দাবনের যমুনা-পুলিনে। আর সে ঠাকুরকে পূর্ণিমার রজনীতে নাচিয়া গাইয়া ভজন এবং কেবল ভাল বাসিয়া বাধ্য করিতে হয়।

চুপ করিয়া এইরূপে খানিক চাওয়া-চাহির পর নিতাইয়ের হৃদয়ের দ্বার উদ্‌ঘাটিত করাইবার নিমিত্ত, নিমাই শ্রীবাসকে শ্রীকৃষ্ণের রূপ বর্ণনা করিয়া একটি শ্লোক পড়িতে বলিলেন। শ্রীবাস একটি শ্লোক পড়িলেন। এ শ্লোকটি, সেই, যেটি রত্নগর্ভ শ্রীনিমাইকে শুনান, আর তিনি শুনিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন।

যেমন পরিপূর্ণ জলাশয়ের বাঁধে অল্প একটু নালা কাটিয়া দিলে অতি বেগে জল বাহির হইতে থাকে, আর সমুদায় বাঁধ ভাঙ্গিয়া যায়, নিতাইয়ের এই শ্লোক শুনিয়া সেইরূপ হৃদয়ের দ্বার খুলিয়া গেল। নিতাইয়ের প্রেমের তরঙ্গ ও বেগ দেখিয়া ভক্তগণ বিস্মিত হইলেন। ভক্তগণ অনেক চেষ্টা করিয়াও কোন ক্রমে নিতাইকে স্থির করিতে পারিলেন না। তখন নিমাই তাঁহাকে স্পর্শ করিলেন, অমনি নিতাই স্পন্দহীন হইলেন, আর নিমাই নিতাইকে কোলে করিয়া বসিলেন।

নিমাইয়ের কোলে নিতাই স্পন্দহীন হইয়া বসিয়া, উভয়ে অঝোর নয়নে ঝুরিতে লাগিলেন। একটু পরে উভয়ে শান্ত হইয়া বসিলেন। তখন নিমাই বলিতেছেন, "আমি এত দিনে বুঝিলাম যে শ্রীকৃষ্ণ আমাকে উদ্ধার করিবেন, নতুবা তোমার ন্যায় ভক্ত আমাকে কেন মিলাইয়া দিবেন। আজি আমার শুভদিন, যে তোমার শ্রীচরণ দর্শন করিলাম। তোমাতে শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণশক্তি, তুমি ইচ্ছামাত্র চতুর্দ্দশ ভুবন পবিত্র করিতে পার। তোমার আশ্রয় অমূল্য। তোমার যে আশ্রয় লয় তাহার আর কোন কালে

বিপদ নাই। আমি তোমার কৃপাপ্রার্থী, আমাকে কৃপা করিয়া তুমি যে দয়াময় তাহার পরিচয় দাও।"

স্তুতি শুনিলেই ভক্তগণ লজ্জিত হইয়া থাকেন। বিশেষতঃ নিমাইয়ের মুখে এইরূপ স্তুতি শুনিয়া নিতাই লজ্জায় ঘাড় হেঁট করিলেন। পরে ধীরে ধীরে অতি নম্র হইয়া বলিতেছেন, "আমি সমুদায় কৃষ্ণের স্থান দর্শন করিয়াছি, দেখিলাম সিংহাসন আছে, কিন্তু কৃষ্ণ নাই। তখন ভাল লোকের মুখে শুনিলাম শ্রীকৃষ্ণ এখন শ্রীনবদ্বীপধামে আছেন, তাহাই শুনিয়া এখানে বড় আশা করিয়া আসিয়াছি। আর শুনিলাম যে নবদ্বীপে বড় হরি সংকীর্ত্তনের ঘটা হইতেছে। কেহ বা ইহাও বলেন যে স্বয়ং শ্রীভগবান সেই সংকীর্ত্তনে মিশিয়া ভুবনমোহন নৃত্য করিয়া থাকেন। আরও শুনিলাম যে নবদ্বীপের মত এমন পাতকী উদ্ধারের স্থান আর নাই। আমি তাহাতে আশাতুর হইয়া এখানে আসিয়াছি, এখন আমার অদৃষ্টের পরীক্ষা করিব।"

তাহার পরে "ঠারে ঠোরে" দুই জনে কিছু কথা হইল, তাহা চৈতন্য-মঙ্গল গীতে এইরূপ বর্ণিত আছে। শ্রীনিমাইচাঁদ দাঁড়াইয়া, নিমাই ও নিতাইয়ে চারি চক্ষু মিলন হইয়াছে। যেমন বহু দিন পরে চির সুহৃদের মিলন হইলে হয়, উভয়ের দর্শন সেইরূপ হইল। উভয়ে উভয়ের মুখ পানে চাহিয়া ঝুরিতে লাগিলেন।

চারি চক্ষে মিলন হইলে নিতাই- পলক হারাইয়া নিমাইয়ের মুখ ঠাহরিয়া দেখিতেছেন। ভক্তগণ উভয়ের এই অপরূপ ভাব দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন। যেন তাঁহারা গোপনে আলাপ করিবেন, কিন্তু সকলে উপস্থিত থাকায় পারিতেছেন না। ইহাতে সকলে একটু সরিয়া দাঁড়াইলেন, কিন্তু তবু সমুদায় কথা শুনিতে লাগিলেন। নিতাই দেখেন যে, নিমাইয়ের অঙ্গের বর্ণ তাঁহার কানাইয়ের মত কাল নহে, তাঁহার মাথায় চূড়া নাই, মুখে মুরলী নাই, তবে নয়ন দুটি কেবল সেইরূপ। ইহাতে বলিতেছেন, (নিতাই একটু তোতলা)—

কা-কা-কানায়ে না কি তুই রে। ধ্রু।
কই তোর চূড়া বাঁশরী।

ইহাতে নিমাই উত্তর করিতেছেন—

কি পুছসি ভাই আমার। ধ্রু।

ব্রজের খেলা দৌড়াদৌড়ি। • ার নিমাই
এবার, নদের খেলা (ধূলায়) গড়াগড়ি॥
ব্রজের খেলা বাঁশীর তান।
নদের খেলা হরি গান॥
ব্রজের বেশ ধড়া চূড়া।
নদের বেশ কৌপিন পরা॥

এইরূপে ঠারে ঠোরে কিছুক্ষণ আলাপ করিয়া উভয়ে ভাব সম্বরণ করিলেন। তখন নিমাই বলিতেছেন, "শ্রীপাদ! আমাদের বড় ভাগ্য যে নবদ্বীপের প্রতি আপনার করুণা হইয়াছে। এখন গাত্রোত্থান করুন।" নিতাই এই অবধি নিমাইয়ের পশ্চাৎ চলিলেন। প্রকৃত কথা, তখন নিতাইয়ের তাঁহার দেহ ব্যতীত আর কিছু রহিল না। তিনি তখন নিমাইকে আপনার প্রাণ একেবারে দিয়াছেন।

নিমাই নিত্যানন্দকে বলিতেছেন, "শ্রীপাদ! কল্য পূর্ণিমা, ব্যাসপূজার দিন, আপনার ব্যাসপূজা কোথা হইবে?" নিত্যানন্দ নিমাইয়ের এই ইঙ্গিত পাইয়া শ্রীবাসকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন, "আমার ব্যাসপূজা এই বামণার ঘরে হইবে।" ইহাতে নিমাই শ্রীবাসকে বলিতেছেন, "পণ্ডিত! ব্যাসপূজা তোমার বাড়ী হইলে তোমার ঘাড়ে বড় বোঝা পড়িবে।" তাহাতে শ্রীবাস বলিতেছেন, "তোমার কৃপায় আমার তাহাতে কষ্ট হইবে না, ঘরে ঘৃত মুদ্গ প্রভৃতি সমুদায়ই আছে, তবে পূজার পদ্ধতি পুস্তক নাই, তাহা মাগিয়া আনিব।" এইরূপে কথা বলিতে বলিতে সকলে শ্রীবাসের বাড়ী গমন করিলেন। তখন সন্ধ্যা হইয়াছে। শ্রীবাসের আঙ্গিনায় প্রবেশ করিবামাত্র দ্বারে কবাট পড়িল, আর সকলে আনন্দে নিমগ্ন হইলেন। সংকীর্ত্তন আরম্ভ হইল, আর নিতাই ও নিমাই কর ধরাধরি করিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। নৃত্য করিতে করিতে শ্রীগৌরাঙ্গের বলরাম ভাব হইল, এবং তিনি নৃত্য ছাড়িয়া বিদ্যুতের ন্যায় ছুটিয়া বিষ্ণুখট্টায় গিয়া বসিলেন। বসিয়া, "মদ আনো" "মদ আনো" বলিয়া আজ্ঞা করিতে লাগিলেন। কিরূপে নিমাইয়ের এই আজ্ঞা পালন করিবেন ইহা লইয়া সকলে তর্ক বিতর্ক আরম্ভ করিলেন। পরে শ্রীবাস একটি উপায় স্থির করিয়া এক পাত্র গঙ্গাজল নিমাইয়ের হস্তে দিলেন। নিমাই তাহাই মদ্য বলিয়া পান করিলেন। তদ্দণ্ডে নিমাইয়ের আবার শ্রীভগবানের আবেশ হইল, হইয়া বলিতেছেন, "মদ্য আমার

বিপদ নাই, পূর্ণ হইল, অগ্য আমার নিত্যানন্দ আসিয়াছেন, কিন্তু নাড়া দয়াময় ? নাড়া আমাকে কেন ফেলিয়া গেল ? নাড়া হুঙ্কার করিয়া আমাকে আনিল, এখন যাইয়া নিশ্চিন্ত হইয়া রহিল, এ ত নাড়ার উচিত নয়।" সকলে আপনা আপনি, "নাড়া" ব্যক্তি কে, বিচার করিতে লাগিলেন। শ্রীবাস শেষে সাহস করিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "প্রভু! আপনি 'নাড়া' কাহাকে বলিতেছেন, আমরা বুঝিতে পারিলাম না ?" তাহাতে নিমাই বলিলেন, "আমার শ্রীঅদ্বৈতকে আমি নাড়া বলিয়া থাকি। তাহার নিমিত্ত আমার এ অবতার। আমি এবার ব্রহ্মার দুর্ল্লভ যে শ্রীভগবদ্ভক্তি, তাহা অতি ক্ষুদ্র, অধম জীবকেও বিলাইব।" একটু পরে শ্রীগৌরাঙ্গ বাহ্য পাইলেন, পাইয়া শ্রীবাসকে বলিতেছেন, "পণ্ডিত! আমি কি প্রলাপ বলিতেছিলাম ?" শ্রীবাস বলিলেন, "কই, কিছুই না, তুমিত যেমন তেমনই আছ।" তখন নিমাই বলিতেছেন, "আমি অবোধ বালক, আমি যদি কিছু অপরাধ করিয়া থাকি, তোমরা কৃপা করিয়া আমার অপরাধ লইও না।"

নিতাই প্রথমে নিমাইয়ের দর্শনে প্রায় সমুদায় জ্ঞান হারাইয়া ছিলেন। যাহা একটু বাকি ছিল, তাহা সংকীর্ত্তনে ও প্রভুর শ্রীভগবান আবেশ দর্শনে গেল। নিশিযোগে কি মনে ভাবিয়া আপনার দণ্ডকমণ্ডলু ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন।

দ্বাদশ বর্ষ বয়সে নিতাই ঘর ছাড়িয়া বিংশতি বৎসর পর্য্যন্ত দণ্ডকমণ্ডলু লইয়া কৃষ্ণকে অন্বেষণ করিলেন। শ্রীবৃন্দাবনে বহু দিন তল্লাস করিলেন, কিন্তু পাইলেন না। অর্থের নিমিত্ত কমণ্ডলু ও গতির নিমিত্ত দণ্ড। এখন নবদ্বীপে আসিয়া তাঁহার এক মাত্র "অর্থ" ও "গতি" লাভ করিলেন। তখন আর দণ্ডকমণ্ডলুর প্রয়োজন কি ? কাজেই সে গুলা ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া দিলেন।

প্রাতে শ্রীবাস দেখেন, নিতাইয়ের কিছু মাত্র জ্ঞান নাই। তখন দৌড়িয়া গিয়া শ্রীনিমাইকে এই কথা জানাইলেন। প্রভু এই দণ্ডকমণ্ডলু ভাঙ্গার কথা শুনিয়া দ্রুত আসিলেন। আসিয়া দেখেন, নিত্যানন্দ আপনা আপনি কথা বলিতেছেন, আর হাসিতেছেন। বাহ্যজ্ঞান মাত্র নাই। নিমাই আসিলে নিতাই তাঁহার মুখ পানে চাহিলেন, আর কি বলিতে লাগিলেন, কিন্তু কি যে বলিলেন, কেহ বুঝিতে পারিল না।

তখন নিতাইকে লইয়া সকলে গঙ্গাস্নানে গমন করিলেন, আর নিমাই নিজ হস্তে নিতাইয়ের দণ্ডকমণ্ডলু জলে ভাসাইয়া দিলেন।

এই স্নানের পরে শ্রীবাসের বাড়ী ব্যাসপূজা আরম্ভ হইল। শ্রীবাস স্বয়ং পূজা করিতেছেন, ভক্তগণ মধুর নৃত্য করিতেছেন ও গীত গাহিতেছেন। পূজা সমাপ্ত হইলে ফুলের মালা লইয়া নিত্যানন্দের হাতে দিয়া শ্রীবাস বলিলেন, "এই মালা ধর, মন্ত্র পড়, মন্ত্র পড়িয়া ব্যাসদেবকে অর্পণ কর।" নিতাই মালা হাতে লন না। তখন শ্রীবাস বলিতেছেন, "শাস্ত্রের বিধান স্বহস্তে মালা দিতে হয়, তাহা হইলে ব্যাস তুষ্ট হয়েন, ও শ্রীকৃষ্ণ প্রেম-ধন দেন। আমি দিলে ত হইবে না? অতএব মালা ধর।" নিতাই অবশের ন্যায় মালা ধরিলেন। শ্রীবাস বলিতেছেন, "বল, নমো ব্যাসায়।" নিতাই বলিলেন, "হাঁ।" শ্রীবাস বলিলেন, "হাঁ, কি?—বল 'নমো ব্যাসায়।'" নিতাই বলিলেন, "হাঁ," আর মালা হাতে করিয়া চারিদিকে চাহিতে লাগিলেন।

তাহার কারণ, শ্রীগৌরাঙ্গ তখন আঙ্গিনার অন্য দিকে নৃত্য করিতেছেন। নিমাইকে নিতাই দেখিতে পাইতেছেন না, তাই নিমাইকে হারাইয়া, বৎসহারা গাভীর ন্যায়, চারিদিকে চাহিতেছেন। শ্রীবাস বলিতেছেন, "শ্রীপাদ! এদিকে ওদিকে চাহিতেছেন কেন? মনোযোগ দিউন, মন্ত্র পড়ুন।" নিতাই এদিকে ওদিকে চাহিতেছেন, চাহিতে চাহিতে আবার বলিলেন, "হাঁ।" বড় পীড়াপীড়ি করিলে বিড় বিড় করিয়া কি বলিলেন, তাহা তিনিই জানেন, আর কেহ বুঝিতে পারিলেন না। তখন শ্রীবাস নিরুপায় হইয়া চেঁচাইয়া, শ্রীনিমাইকে বলিতে লাগিলেন, "প্রভু! একবার এদিকে আসিতে আজ্ঞা হয়।" তখন ভক্তগণ নিমাইকে প্রভু বলিয়া ডাকিতে আরম্ভ করিয়াছেন। "প্রভু! একবার এদিকে আসিতে আজ্ঞা হয়। শ্রীপাদ ব্যাসপূজা করিতেছেন না, কথা শুনিতেছেন না, আর কি বলিতেছেন, তাহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি না।" নিমাই এই কথা শুনিয়া দৌড়িয়া আসিলেন, আসিয়া নিতাইকে বলিলেন, "শ্রীপাদ! ব্যাসপূজা করুন।" ব্যাসপূজা হইতেছে, কি, কি হইতেছে, তাহা নিতাইয়ের জ্ঞান নাই। সম্মুখে যাঁহারা আছেন তাঁহাদের লইয়া নিতাইয়ের কি হইবে? নিতাই কেবল নিমাই ভাবিতেছেন, মনে আর কোন ভাব নাই। নিতাই দেখিলেন, যাঁহাকে ক্ষণকালের জন্য চক্ষে হারাইয়া সমস্ত আঙ্গিনায় চারিদিকে চাহিয়া চাহিয়া খুঁজিতে

ছিলেন, সেই নিমাই সম্মুখে। তখন নিতাইয়ের আর আনন্দের সীমা রহিল না, হাতে যে ব্যাসপূজার নিমিত্ত মালা ছিল, তাড়াতাড়ি তাহা নিমাইয়ের গলে দিলেন!

তদ্দণ্ডে একটি অদ্ভুত ঘটনা হইল। নিমাই তদ্দণ্ডে ষড়ভুজ হইলেন! নিমাইয়ের এই ষড়ভুজ মূর্ত্তি শ্রীবাসুদেব সার্ব্বভৌমও পরে দর্শন করিয়াছিলেন। দর্শন করিয়া সেই মূর্ত্তি তিনি শ্রীশ্রীজগন্নাথ মন্দিরে অঙ্কিত করিয়াছিলেন। সেই মূর্ত্তি অদ্যাপিও আছেন।

নিতাই, নিমাইয়ের পানে চাহিয়া ছিলেন। ষড়ভুজ দেখিয়া পলক হারাইলেন, কাঁপিতে লাগিলেন, ও পরে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তখন নিমাই তাঁহার পার্শ্বে বসিলেন, বসিয়া অঙ্গে শ্রীহস্ত বুলাইতে লাগিলেন। শ্রীহস্তস্পর্শে নিতাই একটুক চেতন পাইলেন, কিন্তু তবু পড়িয়া রহিলেন। নিমাই নিতাইয়ের অঙ্গে হস্ত বুলাইতে বুলাইতে বলিতে লাগিলেন, "শ্রীনিত্যানন্দ উঠ, সংকীর্ত্তন কর, জীবকে প্রেমদান করিয়া উদ্ধার কর। তুমি যাহাকে ইচ্ছা প্রেম বিলাও। তোমার ত সমুদায় বাসনা পূর্ণ হইয়াছে, আর কি চাও?"

পাঠক! নিতাইয়ের সমুদায় বাসনা কি বুঝিয়া লউন। তাঁহার "সমুদায় বাসনা" এই যে, জীবগণ উদ্ধার হউক!

পরে কীর্ত্তন ও মহানন্দে প্রসাদ ভক্ষণ করিয়া সে দিনের লীলা শেষ হইল।

পরদিবস নিমাই নিতাইকে নিজ বাড়ী লইয়া গেলেন। মা, মা, বলিয়া ডাকিলেন; শচী আসিলেন। নিমাই বলিতেছেন, "মা! তোমার আর একটি পুত্র, আমার বড় ভাইকে আনিয়াছি। ইনি তোমার বিশ্বরূপ জানিবা।" শচী নিতাইয়ের মুখপানে চাহিলেন, দেখিলেন যেন বিশ্বরূপ। প্রকৃত পক্ষে বিশ্বরূপই নিতাইয়ের শরীরে প্রবেশ করিয়াছিলেন। শচী নিতাইকে দেখিয়া ভাবিতেছেন, "এ কি বিশ্বরূপ? আমার সেই হারান ধন? শচী ছল ছল আঁখিতে নিতাইকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "বাপু, নিমাই বলিতেছে তুমি আমার পুত্র। একি সত্য?" নিতাই বলিলেন, "হাঁ মা, আমি তোমার বিশ্বরূপ।" তখন নিতাই তাঁহার বিশ্বরূপ এই ধ্রুব জ্ঞান হওয়ায় শচী "বাপ্" "বাপ্" বলিয়া তাঁহাকে কোলে লইলেন। নিতাইকে কোলে করিয়া তাঁহার মস্তকে হাত বুলাইতে লাগিলেন, আর

কান্দিতে লাগিলেন। বলিতেছেন, "হলো ভাল, আমার ক্ষ্যাপা নিমাই এতদিন সহায়হীন ছিল, তুমি ভাইটিকে যত্নে রক্ষণাবেক্ষণ করিও। আজি আমার নিমাইয়ের জন্য দুর্ভাবনা দূর হইল।" চৈতন্য মঙ্গলের এই কয়েকটি পদ এখানে উদ্ধৃত করিলাম—

নিত্যানন্দ মাতৃ ভাব পাঁই শচীরাণী।
নয়নে গলয়ে জল গদগদ বাণী॥
এই মত স্নেহ রসে সব গরগর।
দুই পুত্র দেখি শচীর জুড়ায় অন্তর॥

পঞ্চদশ অধ্যায়।

সত্য কি সজনী, যমুনা পুলিনে,
দেখিনু নীরদ কানু?
সত্য কি আমারে, চাহিয়া চাহিয়া.
বাজায়েছিল সে বেণু?
পাঠাইনু তারে, প্রেমের পত্রিকা,
পেয়েছিল সে কি করে?
সত্য কি সজনী, আমি কোন দিন,
আনন্দে মিলিব তারে?
স্বপন দেখিছি, দিবস রজনী,
ভাবিয়া ভাবিয়া মরি।
সত্য কি বলাই, মরণের কালে,
পাইবে চরণ তরি?

শ্রীবাসের বাড়ীতে প্রকাশ অবধি, নিমাইয়ের মুহুর্মুহু শ্রীভগবান-ভাব হইতে লাগিল। উপরি উক্ত ঘটনার দুই এক দিন পরে, নিমাই ভগবান আবেশে শ্রীবাসের কনিষ্ঠ শ্রীরামকে শান্তিপুরে যাইতে আজ্ঞা করিলেন। বলিলেন, "শ্রীরাম! তুমি শান্তিপুরে যাও, যাইয়া অদ্বৈতাচার্য্যকে বলিবে, যাঁহার লাগিয়া তিনি কঠোর, উপবাস, তপস্যা ও ক্রন্দন করিয়াছিলেন, ও যাঁহাকে এই ধরাধামে আনিবার নিমিত্ত ভক্তিভাবে পূজা করিয়াছিলেন, সেই তিনিই আমি তাঁহার আকর্ষণে আসিয়াছি। তিনি এখন সস্ত্রীক আসুন, আসিয়া আমার আনন্দ বর্দ্ধন করুন।"

রামাই এই আজ্ঞা পাইয়া শান্তিপুরে দৌড়িলেন। শ্রীভগবানের আজ্ঞা পাইয়া যাইতেছেন, শ্রীরামের আনন্দে বাহ্যজ্ঞান প্রায় লুপ্ত হইয়াছে। শ্রীঅদ্বৈতের কাছে যাইয়া আহ্লাদে কথা কহিতে পারেন না। অদ্বৈতের পানে চাহিতেছেন, একটু হাসিতেছেন, কিন্তু কথা বাহির হইতেছে না। শ্রীভগবান

আসিয়াছেন, এই আহ্লাদে শ্রীনিমাইয়ের সঙ্গীগণ দিবা নিশি গলিয়া আছেন। নবদ্বীপে যে প্রকাণ্ড কাণ্ড হইতেছে, তাহা অদ্বৈত শুনিয়াছেন। শ্রীবাস, শ্রীরাম প্রভৃতি যে নিমাইকে লইয়া একেবারে মজিয়া গিয়াছেন, তাহাও তিনি জানেন। এখন শ্রীরামের আগমনে ও ভাবে বুঝিলেন যে, তিনি তাঁহাকে লইতে আসিয়াছেন। তখন অদ্বৈত বলিতেছেন, "আমাকে বুঝি লইতে আসিয়াছ? আমি কেন যাব? আমি কি বস্তু তোর দাদা শ্রীবাস জানে। তোরা একটা বালককে লইয়া মত্ত হইয়াছিস, আমি ত তোদের মত নির্ব্বোধ না, যে আমিও মাতিব। নোদেয় আবার অবতার! কোন্ শাস্ত্রে নোদেয় আবার অবতার রে?"

শ্রীরামের হৃদয় আনন্দে উথলিয়া উঠিতেছে, অদ্বৈতের এই দুর্ব্বাক্য মোটে সেথা স্থান পাইল না। বরং এই কথা শুনিয়া খল খল করিয়া হাসিতে লাগিলেন। পরে বলিতেছেন, "শাস্ত্র তুমি জান, আমি কি জানি? তবে শ্রীভগবান্ কি বলিয়া দিয়াছেন তাহা শুন।' তুমি যাঁহার নিমিত্ত এত ক্লেশ পাইয়াছ, তিনি তোমার আকর্ষণে গোলক ছাড়িয়া, জীবের মলিন দশা দেখিয়া, কৃপার্ত্ত হইয়া জীব উদ্ধার করিতে আসিয়াছেন।" ইহা বলিতে বলিতে রামাইয়ের অশ্রুপাত হইতে লাগিল। রামাইয়ের দুটি আঁখি ঝুরিতেছে, আর তিনি বলিতেছেন, "এখন তোমার স্ত্রীর সহিত চল, তোমাকে তিনি ডাকিয়াছেন।"

বোধ হয়, এই কথা গুলির মধ্যে শক্তি দিয়া নিমাই রামাইকে পাঠাইয়াছিলেন। কারণ উহা শুনিবা মাত্র শ্রীঅদ্বৈতের হৃদয় দ্রব হইল, আর কান্দিয়া বলিতে লাগিলেন, "তিনি এসেছেন? তিনি এসেছেন? সত্য তিনি এসেছেন? আমাদের মধ্যে এসেছেন? একি সত্য?" তাহার পরে, "এনেছি, এনেছি" বলিয়া আনন্দে করতালি দিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। অদ্বৈতঘরণী সীতাও এ কথা শুনিলেন, তিনিও কান্দিতে লাগিলেন। তখনি যাওয়ার উদ্যোগ হইল। শ্রীভগবানের পূজার প্রকাণ্ড সজ্জা করা হইল, আর শ্রীঅদ্বৈত, সীতা ও রামাই তিন জনে শ্রীনবদ্বীপে চলিলেন।

পথে যাইতে যাইতে শ্রীঅদ্বৈতের মনে একটু খট্‌কা হইল। রামাইকে বলিতেছেন, "আমি নন্দন আচার্য্যের বাড়ী লুকাইয়া থাকিব। শ্রীরাম, তুমি তাঁহাকে বলিও না। তুমি যাইয়া বল যে অদ্বৈত আচার্য্য আসিলেন না।

দেখি তিনি কি করেন। নিমাই পণ্ডিতের আমার মাথায় পা তুলিয়া দিতে যদি সাহস হয়, তবে বুঝিব তিনি আমার ঠাকুর।" শ্রীরাম বলিতেছেন, "তাহাই ভাল, তুমি ভাবিতেছ প্রভু টের পাইবেন না? একবার কাছে চল, তবে বুঝিতে পারিবে।"

এদিকে অদ্বৈত আসিতেছেন, শ্রীনিমাই অন্তরে জানিয়া শ্রীবাসের বাড়ী গমন করিলেন, করিয়া বিষ্ণুখট্টায় ভগবান আবেশে বসিলেন। তখন ভক্তগণ, শ্রীভগবানের প্রকাশ দেখিয়া, ব্যস্ত হইয়া সেবায় নিযুক্ত হইলেন। নিত্যানন্দ মস্তকে ছত্র ধরিলেন, গদাধর তাম্বুল যোগাইতে লাগিলেন, নরহরি চামর ঢুলাইতে লাগিলেন, শ্রীবাস, মুরারি, মুকুন্দ, করযোড়ে সম্মুখে রহিলেন। সকলে নীরব, ভয়ে কাহারও কথাটি কহিবার শক্তি নাই। তখন প্রভু বলিতেছেন, "অদ্বৈত আচার্য্য আসিয়া আমাকে পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত নন্দন আচার্য্যের বাড়ীতে লুকাইয়া আছেন, তাঁহাকে শীঘ্র লইয়া আইস।"

রামাই বাড়ীতে না পঁহুছিতে শ্রীঅদ্বৈতের নিকট আজ্ঞা আসিল। অদ্বৈত বুঝিলেন যে, নন্দন আচার্য্যের বাড়ী তিনি যে লুকাইতেছিলেন, তাহা নিমাইয়ের গোচর হইয়াছে। তখন আবার শ্রীনিমাইয়ের প্রতি তাঁহার বিশ্বাস একটু সজীব হইল। তখন পূজার সজ্জা লইয়া প্রভুকে দর্শন করিতে সস্ত্রীক চলিলেন। কিন্তু গৃহত্যাগ করিয়াই বিহ্বল হইলেন। সত্য কি শ্রীভগবান আমাকে ডাকিতেছেন? যতই এইরূপ ভাবিতে লাগিলেন, শ্রীঅদ্বৈতের বুক ততই দুরদুর করিতে লাগিল। যত অগ্রবর্ত্তী হইতে লাগিলেন, ততই বিশ্বাস দৃঢ় হইতে লাগিল, ও ক্রমেই অচেতন হইতে লাগিলেন। অদ্য তাঁহার জীবন সার্থক হইবে, অদ্য তাঁহার ব্রত সিদ্ধ হইবে। যেহেতু শ্রীভগবানকে দর্শন করিতে চলিয়াছেন। দর্শন লালসায় ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস ফেলিতেছেন, আবার আনন্দে নিজ ঘরণী শ্রীসীতাদেবীর অঙ্গে ঢলিয়া পড়িতেছেন। যাইয়া কি করিবেন, কি বলিবেন, তাহা স্থির করিতে যাইতেছেন, কিন্তু স্থির করিতে পারিতেছেন না। ক্রমে শ্রীবাসের বাড়ী প্রবেশ করিলেন, কষ্টে স্রষ্টে পিঁড়ায় উঠিলেন, ঘরে আর প্রবেশ করিতে পারেন না। সকলে তাঁহাকে ধরিয়া পিঁড়া হইতে ঘরে লইয়া চলিলেন। তখন যুগল হইয়া প্রণাম করিতে করিতে প্রভুর সন্নিকটবর্ত্তী হইলেন। অভ্যন্তরে যাইয়া নয়ন মেলিলেন,

ন মেলিয়া দেখেন যে শ্রীবাসের সে ঘর নাই, নিমাইও নাই। তবে কি দেখিলেন, শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবতের কথায় বলি। শ্রীনিমাই বিষ্ণুখট্টার উপর—

জিনিয়া কন্দর্প কোটি লাবণ্য সুন্দর।
জ্যোতির্ম্ময় কণক সুন্দর কলেবর॥
প্রসন্ন বদন কোটি চন্দ্রের ঠাকুর।
অদ্বৈতের প্রতি যেন সদয় প্রচুর॥

আর কি দেখিতেছেন, সর্ব্বাঙ্গ মণিমাণিক্যে ভূষিত। আর কি দেখিতেছেন,—

কিবা প্রভু কিবা গণ কিবা অলঙ্কার।
জ্যোতির্ম্ময় ভিন্ন কিছু নাহি দেখে আর॥

অর্থাৎ শুদ্ধ সমুদায় ঘর জ্যোতির্ম্ময় হইয়াছে তাহা নয়, ঘরে যাঁহারা যাঁহারা আছেন, কি যে যে দ্রব্য আছে, সমুদায় জ্যোতির্ম্ময়।

পরে দেখিতেছেন যে, চারিদিকে অনন্ত কোটি পরম সুন্দর জ্যোতির্ম্ময় দেবগণে শ্রীনিমাইকে স্তুতি করিতেছেন। আর দেখিতেছেন, ঋষিগণ করযোড়ে বেদ পড়িতেছেন। যে দিকে নয়ন বিক্ষেপ করেন সেইদিকেই দেখেন, ঋষিগণ, দেবগণ, দেবীগণ শ্রীনিমাইরূপ ভগবানকে সেবা করিতেছেন।

ক্ষিতি অন্তরীক্ষ স্থান নাহি অবকাশে।
দেখে পড়িয়াছে মহা ঋষিগণ পাশে॥

অদ্বৈত সম্মুখের ব্যাপার দেখিয়া সস্ত্রীক জড়বৎ হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিলেন। অগ্রে প্রণাম করিতেছিলেন, তখন প্রণামে ক্ষান্ত দিলেন। দেখিলেন, শ্রীভগবান অতি প্রকাণ্ড বস্তু! ভাবিলেন, তাঁহার প্রণাম শ্রীভগবানের গোচর হইবে কেন? কত কোটি দেবগণে তাঁহাকে প্রণাম করিতেছেন; তিনি ক্ষুদ্র কীট, তিনি প্রণাম করিলে আর অধিক কি হইবে? শ্রীভগবানের, তিনি প্রণাম করিলেই বা কি, না করিলেই বা কি? শ্রীভগবানের ঐশ্বর্য্য দেখিলে জীবগণ তাহা হইতে দূরে যাইয়া পড়ে। শ্রীঅদ্বৈত এই ঐশ্বর্য্য দেখিলেন, কারণ তিনি উহা প্রার্থনা করিয়াছিলেন। তাঁহার মনে নিতান্ত সন্দেহ, বালক নিমাই, কল্য যাহাকে উলঙ্গ হইয়া বেড়াইতে দেখিয়াছেন, কিরূপে তিনি সে শ্রীভগবান হইতে পারেন? আর তাঁহার মনে তর্ক হইতেছিল যে, যদি নিমাই শ্রীভগবান হয়েন, তবে নিশ্চয় তাঁহার অসীম ক্ষমতা আছে, এবং নিমাইয়ের সেই অসীম ক্ষমতা দেখিলেই তিনি তাঁহাকে

শ্রীভগবান বলিয়া বিশ্বাস করিবেন। তাই শ্রীঅদ্বৈত ঐশ্বর্য্য দেখিতে চাহিয়াছিলেন বলিয়া এই ঐশ্বর্য্য দেখিলেন, দেখিয়া শ্রীভগবানকে দুর্লভ, অর্থাৎ তাঁহাকে পাওয়া অসম্ভব ভাবিয়া, তাঁহাকে প্রণাম পর্য্যন্ত ছাড়িয়া দিলেন, এবং নিরাশ হইয়া দাঁড়াইয়া ভয়ে কাঁপিতে লাগিলেন।

কিন্তু অদ্বৈতের প্রতি শ্রীভগবানের "করুণা প্রচুর"। তখন শ্রীভগবান শ্রীঅদ্বৈতের ভাব দেখিয়া সমুদায় ঐশ্বর্য্য সম্বরণ করিলেন, করিয়া শুধু জ্যোতির্ম্ময় পরম সুন্দর নবীন পুরুষরূপে তাঁহাকে দেখা দিলেন, এবং অতি মধুর হাস্য করিয়া নিকটে ডাকিলেন। এই আশ্বাস বাক্য শুনিয়া শ্রীঅদ্বৈত নিকটে আসিলেন। তখন শ্রীভগবান বলিতেছেন, "ওহে অদ্বৈত আচার্য্য! তুমি জীবের দুঃখে দুঃখিত হইয়া জীব উদ্ধারের নিমিত্ত আমাকে আনিতে কঠোর আরাধনা করিয়াছ। তোমার আকর্ষণে আমি আসিয়াছি। এখন তুমি অকাতরে জীবকে ভক্তি ও প্রেমধন বিতরণ কর।"

এই কথা শুনিয়া শ্রীঅদ্বৈত আশ্বাসিত হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। এবং করযোড়ে কান্দিতে কান্দিতে বলিলেন, "প্রভু! আমি তোমাকে আনিয়াছি এ কথা বলিলে কে শুনিবে বা প্রত্যয় করিবে? তুমি ইচ্ছাময়, তোমার ইচ্ছা না হইলে তোমাকে কি কেহ আনিতে পারে? জীব সমুদায় তোমার সন্তান, তাহাদের দুঃখে তুমি যত দুঃখিত, অন্যের তাহা সম্ভবে না। তুমি তাহাদের দুঃখ দেখিয়া, দয়ার্দ্র হইয়া, আপনি আসিয়াছ। আমি কীটানুকীট, আমি তোমাকে কিরূপে আনিব? তবে তোমার জীব-উদ্ধার করিতে আগমন করায়, আমাদের ন্যায় ক্ষুদ্র জনের যাহা কখন সম্ভবপর ছিল না, তাহা হইল,—তোমার দর্শন পাইলাম। এখন শ্রীভগবান যদি অনুমতি কর, তোমার চরণ পূজা করি, করিয়া জনম সফল করি।" ইহাই বলিয়া সস্ত্রীক শ্রীচরণাগ্রে বসিলেন। প্রথমে গঙ্গাজলে শ্রীচরণ ধৌত করিলেন, শেষে গন্ধ ও পুষ্পে চরণ পূজা করিলেন। চরণ পূজা করিয়া "নমো ব্রাহ্মণ্য দেবায়" শ্লোক পড়িয়া প্রণাম করিলেন। তাহার পর সস্ত্রীক উঠিয়া দাঁড়াইলেন, দাঁড়াইয়া আরত্রিক করিলেন, পরে বস্ত্র, অলঙ্কার, ইত্যাদি ষোড়শোপচারে পূজা সাঙ্গ করিলেন। তাহার পর স্ত্রীকে বামে করিয়া শ্রীচরণাগ্রে বসিয়া স্তুতি করিতে লাগিলেন, স্তুতি করিয়া স্ত্রীপুরুষে যুগল হইয়া শ্রীভগবানকে প্রণাম করিলেন।

শ্রীভগবান তখন তাঁহাদের স্ত্রীপুরুষের মস্তকে শ্রীচরণ স্পর্শ করিলেন। শ্রীঅদ্বৈত মনে মনে যাহা বাঞ্ছা করিয়াছিলেন, তাহা সিদ্ধ হইল।

তখন শ্রীভগবান রহস্য করিয়া বলিতেছেন, "নাড়া, একবার নৃত্য কর, আমি দর্শন করি।" এ আজ্ঞা পালন করা আর তখন অদ্বৈতের পক্ষে কঠিন ছিল না, কারণ তখন তিনি আনন্দে উন্মত্ত হইয়াছেন। অদ্বৈত-নাচিতে লাগিলেন, আর অন্যান্য সকলে কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। এই অদ্বৈত, যিনি মহাজ্ঞানী, যিনি ঘোর তাপস, যাজক ও ধ্যানপরায়ণ ভক্ত, তাঁহাকে নিমাইরূপ "পরশমণি" এইরূপে "নাচাইয়া গাওয়াইয়া" "সোণা" করিলেন। শ্রীঅদ্বৈত তপস্যা দূরে ফেলিয়া নৃত্যগীতরূপ ভজন অবলম্বন করিলেন।

তখন শ্রীভগবান অদ্বৈতকে বলিলেন, "তোমার যাহা ইচ্ছা বর চাও।" শ্রীঅদ্বৈত বড় বিপদে পড়িলেন। শ্রীভগবান সম্মুখে আসিয়া যদি বলেন, "তোমরা যাহা ইচ্ছা বর চাও," তবে বিষম বিপদ। শ্রীভগবানের কাছে যে কি বর চাওয়া কর্ত্তব্য তাহা অবধারণ করা জীবের পক্ষে বড় কঠিন। কারণ যত প্রকার বর চাহিতে ইচ্ছা করা যায়, প্রায় সমুদায়েই কিছু না কিছু দোষ আছে; বিশুদ্ধ মঙ্গল কি, তাহা ঠিক করা জীবের পক্ষে কঠিন। যে ব্যক্তি উপযুক্ত বর চাহিতে পারে, তাঁহার নিকট শ্রীভগবান কি বস্তু ও জীবের জীবনের কি উদ্দেশ্য, তাহা তদণ্ডে স্ফূর্ত্তি হয়। শ্রীঅদ্বৈত বলিলেন, "তুমি সম্মুখে, আমি আর কি বর চাহিব।" শ্রীভগবান বলিলেন, "আমার ইচ্ছা ব্যর্থ হইবে না, তুমি অবশ্য বর চাহিবে।" তখন শ্রীঅদ্বৈত বলিলেন, "প্রভু! এই বর দাও যে, তুমি যে প্রেমভক্তি বিলাইবে, তাহা নীচ বলিয়া উপেক্ষা না করিয়া সকলকেই বিতরণ করিবে।" এই অপরূপ বর প্রার্থনা শুনিয়া সকলে জয় জয় করিয়া উঠিলেন। শ্রীভগবানও তুষ্ট হইয়া বলিলেন, "তুমি যেরূপ ভক্ত, অন্যরূপ অমঙ্গল ও তোমার অনুপযুক্ত বর কেন চাহিবে?"

ষোড়শ অধ্যায়।

গৌর জানা নাহি ছিল, তখন আছিনু ভাল,
কাল কাটাইতাম আমি সুখে।
গৌর নাম কর্ণে গেল, কেবা কাণে মন্ত্র দিল,
হুতাশে পিয়াসে মরি দুখে॥
যারা গুণের সঙ্গী ছিল, তারা ফেলে পলাইল,
কাহারে কহিব মন ব্যথা।
কেবা দুঃখ ভাগ নিবে, সঙ্গে সঙ্গে কান্দিবে,
কে শুনাবে মন মত কথা॥
হৃদয়ে গৌরাঙ্গ ছিল, এবে কোথা লুকাইল,
আগে মোর চিত্ত করিচুরি।
আপনে মোরে ডাকিল, মন আমার ভুলে গেল,
এবে করে মো সনে চাতুরী॥
আমি পাছে পাছে যাই, মোরে দেখিয়া পলায়,
এবে আমার শক্তি নাই অঙ্গে।
রোগে শোকে অভিভূত, ক্রমেতে আত্ম বিস্মৃত,
ক্লান্ত চিত্ত বিশ্রাম সে মাগে॥
আর ত চলিতে নারি, লহ মোর হাতে ধরি,
যদি কেহ থাক নিজ জন।
এই কি ছিল মোর ভাগ্যে, ধরণী বিদায় মাগে,
বলরাম দাস অকিঞ্চন॥

শ্রীঅদ্বৈত শান্তিপুরে ফিরিয়া গেলেন। পূর্ব্বে বলিয়াছি শ্রীঅদ্বৈতের চরিত্র বুদ্ধির অগম্য। শান্তিপুর ফিরিয়া আসিয়া তাঁহার মনে নিমাইয়ের প্রতি আবার একটু অবিশ্বাস হইল। তখন আবার নবদ্বীপে একটি সংকল্প করিয়া চলিলেন। ভাবিলেন, এবার যাইয়া মনের সন্দেহ

নিশ্চয় দূর করিবেন। এই সংকল্প করিয়া তিনি প্রাতে শান্তিপুর ছাড়িয়া নবদ্বীপে প্রহরেক বেলার সময় শ্রীবাসের বাড়ী আইলেন। দেখেন প্রভু ভক্তগণ বেষ্টিত হইয়া কৃষ্ণকথারসে আছেন। শ্রীঅদ্বৈতকে দেখিয়া সকলে মহা আনন্দিত হইয়া গাত্রোত্থান করিলেন, স্বয়ং প্রভুও উঠিয়া দাঁড়াইলেন। অদ্বৈত শ্রীগৌরাঙ্গকে প্রণাম করিলেন, প্রভুও শ্রীঅদ্বৈতকে প্রণাম করিলেন। পরে সকলে উপবেশন করিলেন।

সকলে বসিলে প্রভু বলিলেন, "এখন সীতাপতি আইলেন, আর আমাদের শমন ভয় থাকিবে না।" শ্রীঅদ্বৈতের ঘরণীর নাম সীতা, সেই উপলক্ষ করিয়া প্রভু শ্রীঅদ্বৈতকে শ্রীরামচন্দ্র সাব্যস্ত করিয়া এই কথা বলিলেন।

শ্রীঅদ্বৈত বলিতেছেন, "কই, এখানে রঘুনাথ কোথা? এখানে বরং যদুনাথ আছেন।" প্রভু এ কথায় কোন উত্তর না করিয়া বলিতেছেন, "আপনি আমাকে ফেলিয়া শান্তিপুরে থাকেন ইহাতে আমি বড় দুঃখ পাই।"

শ্রীঅদ্বৈত উত্তর করিবার পূর্ব্বে শ্রীবাস বলিলেন, "শ্রীঅদ্বৈত প্রভু শান্তিপুরে থাকেন বটে, কিন্তু এখন তোমার আবির্ভাবে নবদ্বীপে আকৃষ্ট হইয়াছেন। আর তোমার আবির্ভাবে এই নবদ্বীপে এখন নিত্যানন্দের অবস্থিতি হইতেছে।"

ইহার তাৎপর্য্য এই যে, অদ্বৈত প্রভু প্রথমে শান্তরসে মুগ্ধ ছিলেন, এখন দ্বীপ স্বরূপ যে নববিধ ভক্তি সেই নবদ্বীপেই আকৃষ্ট হইয়াছেন; আর সেই নিমিত্ত নিত্যই আনন্দ ভোগ করিতেছেন।

শ্রীঅদ্বৈত বলিতেছেন, "সেই নিমিত্ত শ্রীবাস এখানে আছেন, তাহাতেই লোকে যাহা ইচ্ছা করে তাহাই পায়।" শ্রী শব্দে লক্ষ্মী, সুতরাং অদ্বৈত বলিতেছেন, যেখানে লক্ষ্মী বাস করেন, সেখানে লোকের অভাব নাই।

শ্রীগৌরাঙ্গের প্রথম ঘরণীর নাম লক্ষ্মী তাহা পাঠক জানেন। তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া শ্রীবাস বলিতেছেন, "লক্ষ্মী এখানে আর এখন কোথায়? লক্ষ্মী ত অন্তর্দ্ধান করিয়াছেন।"

ইহাতে গৌরাঙ্গ বলিতেছেন, "শ্রী শব্দে ভক্তি। তোমরা সকলে যেখানে বর্ত্তমান, সেখানে শ্রী অন্তর্দ্ধান করিয়াছেন ইহা হইতে পারে না।"

শ্রীঅদ্বৈত বলিতেছেন, "অবশ্যই শ্রী নবদ্বীপে আছেন, আর তিনি

এখন বিষ্ণুপ্রিয়া হইয়াছেন।" ইহার এক অর্থ এই যে, ভক্তিদেবী বিষ্ণুর প্রিয়া হইয়াছেন। আর এক অর্থ এই যে, প্রভুর ঘরণী যে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবী, তিনিই ভক্তিমূর্ত্তি দেবী।

শ্রীগৌরাঙ্গ দ্বিতীয় অর্থ যেন না শুনিয়া, প্রথম অর্থ গ্রহণ করিয়া বলিতেছেন, "তাহা বটে, ভক্তি প্রকৃতই বিষ্ণুপ্রিয়া।" অর্থাৎ ভক্তিকে শ্রীভগবান ভাল বাসেন।

শ্রীঅদ্বৈত বলিতেছেন, "সেই নিমিত্ত সেই বিষ্ণুপ্রিয়াকে তুমি আপন করিয়া লইয়াছ।"

এইরূপ শ্লেষাত্মক রহস্য হইতেছে, এমন সময় এক জন লোক আসিয়া বলিলেন, "শচীদেবী আমাকে পাঠাইয়া দিয়াছেন। অদ্য শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য ঠাকুরকে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, যদি ভাগ্যবশতঃ আচার্য্য ঠাকুর আসিয়াছেন, তবে অদ্য তাঁহার ওখানে বিশ্রাম করিতে হইবে।"

শ্রীঅদ্বৈত বলিলেন, "জগজ্জননী আমাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন, ইহা আমার বড় ভাগ্যের কথা। আমি শ্রীভগবানের সহিত অদ্য সুখে ভোজন করিব।"

শ্রীবাস বলিতেছেন, "আমি কি এ সুখবিলাস দেখিতে পাইব না? ভগবান অবশ্য অদ্য আমার নিমিত্ত মাপিবেন। আর যদি নিতান্ত না মাপেন, তবে জগজ্জননীর নিকট মাগিয়া লইব।"

এ দিকে শ্রীঅদ্বৈতের সহিত প্রভুর গোষ্ঠীর আহার ব্যবহার ছিল না। সেই নিমিত্ত অদ্বৈতের মন জানিবার নিমিত্ত প্রভু শ্রীবাসকে বলিতেছেন, "তুমি দুটা অন্ন খাবে তাহাতে বড় দুঃখ নাই, কিন্তু তাহা হইলে দুই জনের নিমিত্ত রন্ধন করিতে আচার্য্যের অধিক পরিশ্রম হইবে।"

শ্রীঅদ্বৈত বলিতেছেন, "আমার জগজ্জননীর বাড়ী যাইয়া রন্ধন করিয়া খাইতে হইবে, ইহা আমার দুরদৃষ্ট বই নয়। জননী যদি পরিশ্রমের ভয়ে দুটা অন্ন রন্ধিয়া না দেন তবে আর কি করিব?"

এই ইঙ্গিত পাইয়া লোক যাইয়া শচীদেবীকে রন্ধন করিতে বলিল। এ দিকে সকলে হাস্যকৌতুকে আছেন, এমন সময় শ্রীঅদ্বৈত শ্রীবাসের কাণে কাণে কি বলিলেন। প্রভু হাসিয়া বলিতেছেন, "তোমরা কি কাণে কাণে পরামর্শ করিতেছ, আমি কি শুনিতে পাব না?"

শ্রীবাস বলিতেছেন, "আচার্য্য বলিতেছেন কি, যে তুমি শ্রীনিত্যানন্দকে

যে রূপ দেখাইয়াছিলে। আচার্য্য দেখিতে না পাইয়া, দুঃখিত হওয়ায়, তুমি তাঁহাকে আশ্বাস দিয়াছিলে ও বলিয়াছিলে যে, তাঁহাকেও সে রূপ দেখাইবে। ইহা স্বীকার করিয়া তাঁহাকে দেখাও নাই তাহাতেই শ্রীঅদ্বৈত দুঃখিত আছেন, আর সেই কথা আমার কাণে কাণে বলিতেছেন।"

ইহাতে শ্রীগৌরাঙ্গ উত্তর করিলেন, "এই যে আমাকে দেখিতেছ এই আমার প্রকৃত রূপ। আর শ্রীঅদ্বৈতের ইহাই প্রিয় রূপ।"

শ্রীঅদ্বৈত ইহাতে কিছু বিপদে পড়িলেন। যদি স্বীকার করেন যে গৌর-রূপই তাঁহার প্রিয়, তবে আর অন্য রূপ দেখা হয় না। আবার, ভাবিতেছেন, ঐ কথার উপরে যদি আবার অন্য রূপ দেখিতে চান, তবে গৌর-রূপের প্রতি অনাদর করা হয়। এইরূপ উভয় সঙ্কটে শ্রীঅদ্বৈত কি উত্তর দিবেন ভাবিতেছেন, এমন সময় শ্রীবাস বলিলেন, "প্রভু, তুমি যা বলিয়াছ ঠিক্। গৌর-রূপের মত প্রিয় আমাদের কোন রূপই নয়, তবে তুমি নিজ মুখে স্বীকার করিয়া এখন দেখাও না, এই জন্য শ্রীঅদ্বৈত দুঃখিত হইতেছেন।"

ইহাতে শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীবাসকে বলিতেছেন, "পণ্ডিত! কবে কি অবস্থায় আমি আচার্য্যকে কি বলিয়াছি, আমার স্মরণ হয় না। আবার পণ্ডিত, তুমি ভাবিয়া দেখ, উন্মাদ অবস্থায় কে না কি প্রলাপ করে, সেই কথা লইয়া তাহার সহজ অবস্থায় তাহাকে পেষণ করা কর্ত্তব্য হয় না।"

শ্রীবাস বলিতেছেন, "লোকে উন্মাদগ্রস্ত হয় সে একরূপ ব্যাধি। তাহা দেখিলে লোকের ভয় ঘৃণা ও পীড়া হয়। তোমার উন্মাদ-দশা দেখিলে লোকের আনন্দ হয় ও সমস্ত ভয় ও রোগ দূর হয়। অতএব তুমি যাহা উন্মাদ অবস্থায় প্রলাপ বল, সেই তোমার হৃদয়ের কথা। আর তুমি যাহা এখনকার মত সহজ জ্ঞানে বল, সে তোমার সমুদয় বাহ্য।"

শ্রীগৌরাঙ্গ বলিতেছেন, "পণ্ডিত তোমাকে আমি স্বরূপ কথা বলিতেছি, কোন রূপ, কি কোন বৈভব, দর্শন করান আমার ইচ্ছাধীন নয়। কিরূপে কি হয় আমি জানি না। অতএব আমি শ্যামসুন্দর রূপ কিরূপে দেখাইব? যদি আচার্য্যের নিতান্ত ঐ রূপ দেখিতে বাসনা হইয়া থাকে, তবে নয়ন মুদিয়া ধ্যানে বসুন, হয়ত শ্রীকৃষ্ণ নিজ রূপ তাঁহাকে দেখাইবেন।"

এই কথা শুনিয়া শ্রীঅদ্বৈত, কতক কৌতুকে, কতক মনোগত ভাবে, নয়ন মুদিয়া ধ্যানে বসিলেন, আর ভক্তগণও ঐরূপ মনের ভাবে নীরব

হইয়া কি হয় দেখিতে লাগিলেন। যদিও শ্রীগৌরাঙ্গ যেন রহস্য করিয়া এই কথা বলিলেন, কিন্তু তবু ভক্তগণ ভাবিলেন যে, অবশ্যই কিছু গূঢ় রহস্য প্রকাশ হইবে তাহার সন্দেহ নাই। এই জন্য সকলে শ্রীঅদ্বৈতের মুখ পানে চাহিয়া রহিলেন।

দেখেন কি, শ্রীঅদ্বৈত বসিতে বসিতে অচেতন হইলেন, এমন কি তাঁহার শ্বাস পর্য্যন্ত রুদ্ধ হইল। জীবন্ত মনুষ্যের কোন লক্ষণই রহিল না। ভক্তগণ ইহাতে ভয় পাইলেন, কিন্তু দেখিতেছেন, তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে পুলকাবলী দেখা যাইতেছে। ইহাতে দেহে প্রাণ আছে বুঝিলেন। তখন শ্রীবাস একটু ব্যস্ত হইয়া প্রভুকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "প্রভু! আচার্য্যের এ কি দশা হইল?"

প্রভু বলিতেছেন, "আর কিছু নয়, বোধহয় হৃদয়ে কৃষ্ণকে দর্শন করিতেছেন, আর সেই আনন্দে স্পন্দহীন হইয়াছেন।"

শ্রীবাস বলিলেন, "প্রভু, আমরা অভাগ্য, আমাদিগকে তোমার শ্যাম-সুন্দর রূপ দেখাইবে না বলিয়া গোপনে আচার্য্যকে দেখাইলে। তাহা না দেখাইলে আমার তাহাতে কিছু দুঃখ নাই। গৌর-রূপই আমার পক্ষে যথেষ্ট, তবে তুমি এখন আচার্য্যকে চেতন করিয়া দাও।"

প্রভু বলিলেন, আমি কিরূপে চেতন করাইয়া দিব? দেখ, আচার্য্য আপনিই চৈতন্য পাইবেন। ইহা বলিতে বলিতে আচার্য্য চেতন হইলেন। চেতন পাইয়া নিদ্রোত্থিতের ন্যায় অর্দ্ধবাহ্য দৃষ্টে এ দিক ও দিক চাহিতে লাগিলেন। যেন কি দেখিতেছিলেন, আর দেখিতে পাইতেছেন না। পরে আপনই বলিতেছেন, "এই যে শ্যামবর্ণ, অতি সুন্দর ও উজ্জ্বল মূর্ত্তি দেখিতেছিলাম, তিনি কোথায় গেলেন? তাঁহার আপাদমস্তক ও গলে বনমালা, সেই আমার নয়নানন্দ কোথা?" এইরূপে বিভোর হইয়া অদ্বৈত কৃষ্ণের রূপ বর্ণনা করিতে লাগিলেন।

শ্রীঅদ্বৈত যখন শ্রীকৃষ্ণের রূপ গদ গদ হইয়া বর্ণনা করিতেছেন, তখন যেন সুধা বর্ষণ করিতেছেন। অদ্বৈতের যেন তখন শত মুখ হইল, আর শত মুখ দিয়া সুধা ক্ষরিতে লাগিল। সকলে শ্রীকৃষ্ণের রূপ বর্ণনা মুগ্ধ হইয়া শুনিতেছেন, এমন সময় শ্রীবাস বলিলেন, "তুমি কি দেখিলে, কারে দেখিলে, স্পষ্ট করিয়া বল।"

এই কথায় শ্রীঅদ্বৈত বাহ্যজ্ঞান পাইলেন। পাইয়া বলিতেছেন

"কারে আর দেখিব? এই সম্মুখে যিনি বসিয়া আছেন ইঁহারই সমুদায় কার্য্য। আমি যে নয়ন মুদিলাম, এই বস্তু, (শ্রীগৌরাঙ্গকে দেখাইয়া দিয়া) আমার হৃদয়ে প্রবেশ করিলেন। তখন শ্যামরূপ ধরিয়া আমার নয়নে আনন্দ দিতেছিলেন। পরে আবার নিজ রূপ লইয়া বাহিরে আইলেন, আর আমার বাহ্য হইল।"

শ্রীগৌরাঙ্গ বলিতেছেন, "তুমি বসিয়া নিদ্রা গেলে আর স্বপ্নে দেখিলে, এখন আমি দোষের ভাগী হইলাম?"

শ্রীঅদ্বৈত বলিতেছেন, "আমি স্বপ্নে দেখিলাম? আমি পরিষ্কার দেখিলাম তুমি হৃদয়ে প্রবেশ করিলে, আবার বাহিরে আইলে, আবার আমাকে এখন ভুলাইতেছ? প্রভু আমাকে আর কত দিন ভাঁড়াইবে? আমি যাহাকে ভজনা করি সে—তুমি!"

এই যে শ্রীঅদ্বৈত তাঁহার প্রাণনাথকে চিনিলেন, সে চেনা চিরদিন সমান রহিল না। অল্পকাল পরে আবার তাঁহার মনে খট্‌কা উপস্থিত হইল। সেটি সেই জীবের সৃষ্টি হইতে আবহমানকালের পুরাতন "অবিশ্বাস" অর্থাৎ নিমাই কি সত্যই তাঁহার প্রাণেশ্বর, সেই শ্রীকৃষ্ণ? লোকে ইচ্ছা করিলেও বিশ্বাস করিতে পারে না। চাক্ষুষ দেখিলেও অনেক সময় বিশ্বাস হয় না। বিশ্বাস হইতে মনের একটি অবস্থা বিশেষের প্রয়োজন, কাহারও এই অবস্থা বিশেষ শীঘ্র, কাহারও বিলম্বে হয়। ব্রহ্মার শ্রীকৃষ্ণকে বিশ্বাস হয় নাই, ইন্দ্রের হয় নাই, অদ্বৈতের নিমাইয়ের প্রতি সন্দেহ হইবে বিচিত্র কি? কি এমনও হইতে পারে যে, এ অবিশ্বাস এই লীলার একটি অঙ্গ।

সপ্তদশ অধ্যায়।

জ্ঞানাতীত মায়াতীত তোমা ব'লে থাকে।
তবে কি এ ক্ষুদ্র জীব পাবে না তোমাকে?
ভক্তি আর স্নেহে যদি না ভুলিবে তুমি।
তবে প্রিয় বলি আর না ডাকিব আমি?
প্রাণনাথ, পিতা, সখা, সম্বন্ধ মধুর।
বড় হয়ে সে সব কি ক'রে দেবে দূর॥
মায়া মিশাইয়া এস প্রভু ভগবান।
দুটা কথা কহি তবে জুড়াইব প্রাণ॥
জ্ঞানাতীত মায়াতীত হ'য়ে ব'সে রবে।
কিরূপেতে বলরাম তোমা লাগ পাবে?

এক দিবস শ্রীনিমাই শ্রীভগবান-ভাবে "পুণ্ডরীক, পুণ্ডরীক" বলিয়া ব্যাকুল হইলেন। ক্রমে প্রভু উচ্চৈঃস্বরে কান্দিতে লাগিলেন। যেমন স্ত্রীলোকে বিনাইয়া বিনাইয়া কান্দে, সেইরূপ, "পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি, বাপ্, আমি আর তোমার বিরহ সহ করিতে পারি না, তুমি নিদয় হইয়া আমাকে ফেলিয়া রহিয়াছ, কবে তোমাকে দর্শন করিয়া আমি নয়ন ও হৃদয় শীতল করিব?" ইত্যাদি নানারূপ কাতরোক্তি করিয়া প্রভু অতি করুণস্বরে কান্দিতে লাগিলেন।

শ্রীগৌরাঙ্গ পুণ্ডরীকের নিমিত্ত এই যে ক্রন্দন করিতেছেন, ইহাতে একটি রহস্য আছে। শ্রীগৌরাঙ্গের দেহে অবশ্য শ্রীমতী রাধা প্রকাশ হইতেন; আবার পুণ্ডরীকের দেহে শ্রীমতীর পিতা বৃষভানুর আবির্ভাব হইত। অতএব শ্রীগৌরাঙ্গ রাধাভাবে, কাজেই স্ত্রীলোকের মত, "পুণ্ডরীক বাপ্" বলিয়া রোদন করিলেন। যখন পুণ্ডরীককে "বাপ" বলিয়া প্রভু কান্দিতে লাগিলেন, তখন বোধ হইল যেন একটি স্ত্রীলোক তাহার পিতার

শোকে বিকল হইয়া, রোদন করিতেছেন। এ সমস্ত ভাবের সাধক ক্রমে জানিতে পারিবেন।

নিমাইয়ের করুণ রোদন শুনিবামাত্র, যাহার হৃদয় কঠিন, তাহাও ফাটিয়া যাইত; সুতরাং ভক্তগণ এই রোদন করিতে লাগিলেন। কিন্তু পুণ্ডরীক কে? শ্রীকৃষ্ণের পুণ্ডরীক, কিন্তু প্রভু আবার "বিদ্যানিধি" বলিতেছেন। তখন পরামর্শ করিয়া এক জনে জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রভু! তুমি নিমিত্ত রোদন করিতেছ, সেই ভাগ্যবান ব্যক্তিটি কে?" তখন নিমাই একটু চেতন পাইয়া বলিতেছেন, "তোমরা ভাগ্যবান যে তাঁহার কথা জানিতে চাহিতেছ। তাঁহার বাড়ী চট্টগ্রামে, এখানেও বাড়ী আছে। ধনবান লোক, চাল চলন ও বাস ধনবান লোকের মত, সুতরাং সাধারণ লোকে তাঁহাকে দেখিয়া তাঁহার মহত্ত্ব জানিতে পারে না। কিন্তু এমন ভক্ত ত্রিজগতে দুর্লভ। তাঁহাকে না দেখিয়া আমি স্বস্তি পাইতেছি না, তোমরা সকলে আকর্ষণ করিয়া তাঁহাকে এখানে লইয়া আইস।" ইহাই বলিতে বলিতে নিমাই আবার বাহ্য হারাইয়া "বাপ্ পুণ্ডরীক" বলিয়া অতি কাতরে কান্দিতে লাগিলেন।

তাহার কিছুদিন পরে পুণ্ডরীক চট্টগ্রাম হইতে শ্রীনবদ্বীপে আসিয়া উপস্থিত। সঙ্গে বহুতর ব্রাহ্মণ শিষ্য, বহুতর অন্যান্য লোক। বিদ্যানিধি মস্ত ভোগী, ঠিক বড় বিষয়ী লোকের মত। মুকুন্দ দত্তের বাড়ীও চট্টগ্রামে, বিদ্যানিধির এক গ্রামে, সুতরাং তাঁহার আগমন মুকুন্দ জানিলেন। পুণ্ডরীকের সহিত তাঁহার কাজেই পূর্ব্বে পরিচয় ছিল। যে দিবস প্রভু পুণ্ডরীক বলিয়া রোদন করেন, সে দিবস মুকুন্দ সেখানে ছিলেন না। বিদ্যানিধি নবদ্বীপে আসিলে মুকুন্দের বড় ইচ্ছা হইল যে, তাঁহাকে প্রভুর নিকট লইয়া আসিয়া পরিচয় করিয়া দেন। ইহাই ভাবিয়া তিনি পুণ্ডরীকের সহিত দেখা করিতে চলিলেন। গদাধরের সহিত তাঁহার অত্যন্ত প্রণয়, সুতরাং তাঁহাকে বলিলেন, "ভাই আমাদের গ্রামের এক জন বড় ভক্ত আসিয়াছেন, দেখা করিতে যাবে?" গদাধর বলিলেন, "এ বড় ভাগ্যের কথা, চল যাই।"

এইরূপে দুই জনে গমন করিলেন। যাইয়া দেখেন, পুণ্ডরীক অতি বড় মানুষ। খট্টায় দুগ্ধফেননিভ শয্যা, চারি পার্শ্বে বালিস ও তাহার

নি বসিয়া। দেখিতে পরম সুন্দর, আবার ভক্তির চর্চ্চা আরও বাড়িয়া গিয়াছে। জ্যৈষ্ঠমাস, অতিশয় গ্রীষ্ম। দুই ত্য ময়ূরপুচ্ছের পাখা দিয়া বাতাস করিতেছে। মুকুন্দ ণ করিলে বিদ্যানিধি অতি আদর করিয়া তাঁহাদিগকে ... বিদ্যানিধি গদাধরের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহাতে লেন, "ইনি মাধব মিশ্রের পুত্র। ন্যায় পাঠ করিয়াছেন; কিন্তু হার গৌরব নহে। শিশুকাল হইতে ইনি পরম ভক্ত, আর চিরকুমার াকিবেন ইহাই ইচ্ছা করিয়াছেন।"

গদাধরের বয়ঃক্রম দ্বাবিংশতি বৎসর। রূপ প্রায় নিমাইয়ের মত। বদন সরল ও স্নিগ্ধ, দেখিলেই মন আকর্ষণ করে। তাহাতে আবার নব-প্রেম স্পর্শ করায় গদাধরের সর্ব্বাঙ্গে অমানুষিক জ্যোতি বাহির হইতেছে। বিদ্যানিধি অনিমিষ লোচনে গদাধরকে নিরীক্ষণ করিতেছেন, আর যতই দেখিতেছেন, ততই তাঁহাতে আকৃষ্ট হইতেছেন।

গদাধরও বক্রনয়নে এক এক বার বিদ্যানিধিকে দেখিতেছেন, কিন্তু যত দেখিতেছেন ততই ব্যাজার হইতেছেন। গদাধর চিরদিন বিষয় সুখে বিরক্ত, দেখেন বিদ্যানিধি চুলে সুগন্ধি আমলকি মাখিয়া উত্তম করিয়া বিন্যাস করিয়াছেন। প্রকাণ্ড বাটায় পান রহিয়াছে, তাহা মুহুর্মুহু চর্ব্বণ করিতেছেন। গদাধর ভাবিতেছেন, "ভাল ভক্ত দেখিতে আসিয়াছি। এখন এখান হইতে পালাইতে পারিলে বাঁচি।" গদাধরের ভাব মুকুন্দ বুঝিয়া মনে মনে হাসিতেছেন। পরে বিদ্যানিধির গৌরব দেখাইবার নিমিত্ত শ্রীমদ্ভাগবত হইতে শ্রীকৃষ্ণের গুণানুবাদ একটি শ্লোক সুস্বরে উচ্চারণ করিলেন।

এই শ্লোক শুনিবামাত্র বিদ্যানিধি মূর্চ্ছিত হইয়া খট্টা হইতে ধূলায় পড়িলেন।

তখন আস্তে ব্যস্তে মুকুন্দ, গদাধর প্রভৃতি সকলে বিদ্যানিধিকে সন্তর্পণ করিতে লাগিলেন। বিদ্যানিধি চেতন পাইয়া দাস্যভাবে, অতি কাতরে রোদন করিয়া, ধূলায় গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন। বিদ্যানিধি শ্রীকৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়া কান্দিতে লাগিলেন। যথা শ্রীচৈতন্যভাগবতে—

শ্রীকৃষ্ণ ঠাকুর মোর কৃষ্ণমোর প্রাণ।
মোরে সে করিলে কাষ্ঠ পাষাণ সমান॥

বলিতেছেন, "হে কৃষ্ণ! হে পিতা! হে আমার বাপের ঠাকুর! আমার মত দীনহীনকে তুমি কবে উদ্ধার করিবে? হে কাঙ্গালের ঠাকুর! আমার কঠিন হৃদয়ে ভক্তির লেশ নাই। আমার চিত্ত তোমাতে গেল না, তাই ব'লে বাপ তুমি আমাকে ত্যাগ করিও না।" এই সমুদায় কথা বলিয়া কান্দিতেছেন, আর গড়াগড়ি দিতেছেন। গদাধর দেখিতেছেন,—পরিধান উত্তম বস্ত্র ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল। সেই সুগন্ধলিপ্ত কেশ ধূলায় মাখামাখি হইল। আর সেই রূপবান পুরুষ, বিদ্যানিধি, ধূলায় ধূসরিত হইলেন। তখন গদাধর বুঝিলেন যে কৌপীন পরিলেই ভক্ত হয় না, আর মস্তকে সুগন্ধি তৈল দিলেই, পাষণ্ড হয় না। ইহা বুঝিয়া গদাধর মহা ভয় পাইলেন। ভাবিতেছেন, আমি একি অপরাধ করিলাম? ভক্তদ্রোহী হইলাম? আমার এ অপরাধ কিসে যায়? তখন মুকুন্দকে কোলে করিয়া কান্দিতে কান্দিতে বলিতেছেন, "তুমি ভক্ত দর্শন করাইয়া আমার নয়ন সার্থক করাইলে, কিন্তু এখন আমার উপায় কি বল? আমি উহাঁর বাহ্য ভোগ ও বিলাস দেখিয়া উহাঁকে মনে মনে অবজ্ঞা করিয়াছিলাম। মুকুন্দ, আমি এখন মনে একটি বিষয় স্থির করিয়াছি। আমি এই বিদ্যানিধি ঠাকুরের নিকট মন্ত্র লইব। তাহা হইলে তিনি অবশ্য, তাঁহাকে যে অবজ্ঞা করিয়াছিলাম, তাহা ক্ষমা করিবেন।" এ কথা শুনিয়া মুকুন্দ বলিলেন, "বড় উত্তম পরামর্শ করিয়াছ।"

বহুক্ষণ পরে বিদ্যানিধি চৈতন্য পাইলেন। দেখেন, গদাধরের বদন দিয়া শত শত প্রেমধারা বহিতেছে। ইহা দেখিয়া নিতান্ত মুগ্ধ হইয়া গদাধরকে দুই বাহু দিয়া ধরিয়া আপনার কোলে টানিয়া লইলেন ও তাঁহার নয়ন মুছাইতে লাগিলেন। ইহাতে গদাধরের ধারার বেগ আরও বাড়িয়া চলিল। তখন মুকুন্দ আনুপূর্ব্বিক সমুদায় ঘটনা বলিলেন। কিরূপে গদাধর পূর্ব্বে তাঁহার ভোগ ও বিলাস দেখিয়া মনে অবজ্ঞা করিয়াছিলেন, ও পরে সেই অপরাধ ক্ষালনের নিমিত্ত তাঁহার নিকট মন্ত্র ভিক্ষা লইবেন স্থির করিয়াছেন। বিদ্যানিধি এ কথা শুনিয়া পরমানন্দিত হইলেন। বলিতেছেন, "বটে, ইনি আমার নিকট দীক্ষিত হইবার ইচ্ছা করিয়াছেন? বহু জন্মের পুণ্যে এরূপ শিষ্য মিলে। এই সম্মুখে শুক্ল দ্বাদশী আসিতেছে, সেই দিন অবশ্য ইহার সঙ্কল্প সিদ্ধ করিব।" তখন গদাধর ও মুকুন্দ বিদ্যানিধিকে প্রণাম করিয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন। আসিয়া প্রভুকে বিদ্যানিধির কথা বলিলেন।

বিদ্যানিধি নিশিযোগে, একাকী, মলিন বস্ত্র পরিয়া নিমাইকে দর্শন করিতে চলিলেন। বিদ্যানিধি নবদ্বীপ অবতারের জনরব শুনিয়াছেন, তবে নিমাইকে কখন দেখেন নাই; কিন্তু দেখেন নাই বলিয়া, কি তাঁহার সহিত কোন পরিচয় নাই বলিয়া, বিদ্যানিধির মনে এই অবতার সম্বন্ধে একবারও দ্বিধা হয় নাই। নিমাই সেই পূর্ণব্রহ্ম, সেই শ্রীকৃষ্ণ, ইহাই মনে জানিয়া বিদ্যানিধি তাঁহাকে দর্শন করিতে চলিলেন; সুতরাং ভাবে বিভোর হইয়া যাইতেছেন। মনে তাঁহার অনুতাপানল জ্বলিতেছে। ভাবিতেছেন, তিনি শ্রীকৃষ্ণের কৃপাপাত্র হইবার কিছুই করেন নাই। এইরূপ ভাবিয়া, মনে মনে অতি দীনভাবে, "প্রভু আমাকে ক্ষমা কর" ইহাই বলিতে বলিতে প্রভুর সম্মুখে যাইয়া উপস্থিত। পুণ্ডরীকের অপরূপ মনের অবস্থা এখন ভাবিয়া দেখুন। তিনি শ্রীভগবানকে দর্শন করিতে যাইতেছেন, তাহাতে তাঁহার সুখ নাই। তাঁহার মনের ভাব এইরূপ যে, "শ্রীভগবানকে দর্শন করা আর বিচিত্র কি, দর্শন করিলেই হয়। কিন্তু তাঁহাকে দর্শনে সুখ কি? অথবা তাঁহাকে কোন্ মুখে দেখিতে যাইব? যিনি আমার সর্ব্বস্ব, তাঁহাকে ভুলিয়া আছি। এখন তিনি নিকটে আসিয়াছেন বলিয়া দেখা করিতে দৌড়িয়াছি। অবশ্য তিনি দয়াময়, আমাকে মধুর বাক্য ব্যতীত কর্কশ বাক্য বলিবেন না, কিন্তু আমি কি নির্লজ্জ।"

মস্তক অবনত করিয়া পুণ্ডরীক প্রভুর আগে দাঁড়াইলেন।

মুখ উঠাইয়া প্রভুকে দেখিবার অবকাশ পাইলেন না, কি সাহস হইল না। প্রভুর নিকট যাইয়া প্রণাম করিতে গেলেন, কিন্তু পারিলেন না, পড়িয়া গেলেন। একটু সম্বিত পাইয়া করযোড়ে বলিতেছেন, যথা শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে:—

কৃষ্ণরে পরাণ মোর কৃষ্ণ মোর বাপ।
মুঞি অপরাধীরে কতেক দেহ তাপ॥
সর্ব্ব জগতের বাপ উদ্ধার করিলে।
সবে মাত্র মোরে তুমি একলা বঞ্চিলে॥

বিদ্যানিধির এইরূপ আর্ত্তনাদ শুনিয়া সকল ভক্ত কান্দিয়া উঠিলেন, কিন্তু এ ব্যক্তি কে, ইহাঁর নাম কি, তাহা কেহই জানিতে পারিলেন না। তাঁহার মর্ম্মভেদী আর্ত্তি দেখিয়াই সকলের হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতে লাগিল।

এদিকে ভক্তবৎসল শ্রীগৌরাঙ্গ বিদ্যানিধিকে ভূমিতে পতিত হইতে

দেখিয়া আস্তে ব্যস্তে গাত্রোত্থান করিলেন। আর যদিও তাঁহার সহিত বিদ্যানিধির কখন চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ নাই, তবুও যেন তিনি তাঁহার চির পরিচিত এইরূপে, "বাপ্ এসেছে, বাপ্ এসেছে," বলিয়া অগ্রবর্ত্তী হইলেন। পরে বিদ্যানিধিকে হৃদয়ে ধরিয়া "আজ আমার বাপ্ পুণ্ডরীককে দেখিলাম, আজি আমার নয়ন শীতল হইল, আজি আমার বাপ্ আমার হৃদয়ে আসিয়া আমার তাপিত হৃদয় শীতল করিলেন," ইহাই বলিতে বলিতে উভয়ে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

ভক্তগণ দেখিতেছেন যে, যে ভগবান পুণ্ডরীকের হৃদয়-মাঝে ছিলেন, অদ্য তিনি সেখান হইতে বাহির হইয়া যেন সেই ঋণ শোধ করিবার নিমিত্ত, আপনার হৃদয়ে তাঁহাকে ধরিলেন।

উভয়ে নিশ্চেষ্ট হইয়া অনেক ক্ষণ পড়িয়া রহিলেন। পরে উভয়ে বাহ্য পাইলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ বলিলেন, "অদ্য আমার বাঞ্ছা সিদ্ধি হইল, আমার বাপকে নয়নে দেখিলাম।" পুণ্ডরীক চেতন পাইয়া শ্রীগৌরাঙ্গের চরণে পড়িয়া স্তব করিতে লাগিলেন। নিমাই তাঁহাকে উঠাইয়া শান্ত করিয়া ভক্তগণের সহিত জনে জনে মিলাইয়া দিলেন। গদাধর তখন সর্ব্বসমক্ষে বলিতে লাগিলেন যে, তিনি কিরূপে মনে মনে বিদ্যানিধিকে অবজ্ঞা করিয়াছিলেন। তাহার পর প্রভুকে বলিলেন, "তুমি যদি অনুমতি কর, আমি ইঁহার নিকট মন্ত্র দীক্ষা লই।" প্রভু বলিলেন "এইক্ষণে লও।" বিদ্যানিধির মহিমা আর কি বলিব? তিনি পুরুষোত্তম-আচার্য্যের সখা ও গদাধরের গুরু। এই পুরুষোত্তম কে, পরে পরিচয় দিব।

অষ্টাদশ অধ্যায়।

কি কহব রে সখী আজুক ভাব।
যতনে মোহে হোয়ল বহু লাভ॥
একলি আছিনু হাম বনাইতে বেশ।
মুকুরে নিরখি মুখ বান্ধল কেশ॥
তৈখনে মিলল গোরা নটরাজ।
ধৈরজ ভাঙ্গল কুলবতী লাজ॥
দরশনে পুলকে পূরল তনু মোর।
বাসুদেব ঘোষ কহে করলহি কোর॥

শ্রীনিমাইয়ের ভক্ত-ভাবে ও ভগবান-ভাবে বহুতর বিভিন্নতা। যখন নিমাইয়ের ভক্ত-ভাব, তখন দীনের দীন, দাস্য ভক্তিতে অভিভূত। গঙ্গায় স্নান করিতে যান, অগ্রে ভক্তিপূর্ব্বক গঙ্গা প্রণাম করেন। প্রত্যহ তুলসী প্রদক্ষিণ করেন। ভক্ত দেখিলেই নমস্কার করেন। যখন তাঁহার ভগবান ভাব, তখন ভক্তগণ সেই গঙ্গাজল দিয়া তাঁহার চরণ ধৌত করিয়া তুলসী চন্দন লইয়া পূজা করেন, নিমাই কিছু বলেন না। যখন ভক্ত-ভাব তখন নিমাই ভক্তগণের জনে জনের গলা ধরিয়া, কি অদ্বৈতের চরণ ধরিয়া, কাতর ভাবে নিবেদন করেন যে, "আমি কিরূপে উদ্ধার হব, তোমরা বলিয়া দাও, শ্রীকৃষ্ণে আমার কিরূপে মতি হয় বলিয়া দাও।" ভক্ত-ভাবে নিমাই জানু পাতিয়া ভক্তের নিকট দাস্যভক্তি প্রার্থনা করেন। আবার সেই নিমাই ভগবান ভাবে শ্রীমূর্ত্তি সমুদায় এক পাশে ফেলিয়া দিয়া স্বয়ং বিষ্ণুখট্টায় উপবেশন করেন, এবং তাঁহার পাদপদ্মে ভক্তগণ চন্দন তুলসী দিয়া ভগবান বলিয়া পূজা করেন ও তাহাতে তিনি আপত্তি না করিয়া সন্তোষ প্রকাশ করেন, ও আপনি শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া আপনাকে পরিচয় দিয়া, অদ্বৈতের নাড়া মস্তকে শ্রীপাদ তুলিয়া দেন।

এখন জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, যে ভক্তগণ নিমাইকে ভগবান বলিয়া জানিয়াছিলেন, তাঁহারা আবার তাঁহাকে কিরূপে মনুষ্য ভাবিয়া সেইরূপ তাঁহার সহিত ব্যবহার করিতেন? এই প্রকাশের প্রকৃত অবস্থা বিবরিয়া বলিতেছি। যখন নিমাই ভগবানরূপে প্রকাশ হইতেন, তখন ভক্তগণ তাহা বুঝিতে পারিতেন, তখন তাঁহার দেহ জ্যোতির্ম্ময় হইত। কখন এই জ্যোতি সতেজরূপে প্রকাশ হইত, কখন বা অতি মৃদু ভাবে দেখা দিত, এমন কি হঠাৎ লক্ষ্য করা যাইত না। তখন তাঁহার আকার প্রকার, বদনের ভাব, এরূপ ভক্তি-উদ্দীপক হইত যে, তাঁহাকে যে দেখিত তাহারই তাঁহাকে ভগবান বলিয়া মনে বিশ্বাস হইত। এমনও হইত যে, নিমাই সামান্য আসনে, গদাধর কি নরহরির অঙ্গে হেলান দিয়া, ভক্তদের সহিত একত্র বসিয়া আছেন, দেহের জ্যোতি অতি মৃদু, ষড়ভুজ কি চতুর্ভুজ কি অন্যান্য বিভব দেখাইতেছেন না, তবুও বাহ্য কি আন্তরিক ভঙ্গী এরূপ হইয়াছে যে, নিকটে যিনি বসিয়া আছেন, তিনিই তাঁহাকেঅখিল ব্রহ্মাণ্ডের পতি বলিয়া দৃঢ়রূপে প্রত্যয় করিতেছেন।

একটু পরে নিমাই তাঁহার ভগবান-ভাব লুকাইলেন। তখন, নিমাই ভগবান নহেন, একজন পরম ভক্তরূপে প্রকাশ হইলেন। তখন "কৃষ্ণ, কৃষ্ণ" বলিয়া এমন করুণস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন যে, যাঁহারা উহা শুনিয়াছেন, তাঁহারা বলেন যে, সে কাতরধ্বনি শুনিলে পাষাণ পর্য্যন্ত গলিয়া যাইত। কৃষ্ণের বিরহে তখন তিনি এরূপ কাতর হইতেন যে সদ্যঃ পুত্রশোকার্ত্তও তত কাতর হইতে পারেন না। মূর্চ্ছার উপর মূর্চ্ছা হইতেছে, কথায় কথায় দাঁত লাগিতেছে, কথায় কথায় নিশ্বাস রুদ্ধ হইতেছে। শ্রীকৃষ্ণ পাইবার নিমিত্ত তিনি এরূপ করিতেন, যে তাহা দেখিয়া বোধ হইত যে, শ্রীকৃষ্ণকে না পাইলে তাঁহার তদণ্ডেই হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইবে। তিনি তখন ভক্তগণের গলা ধরিয়া কান্দিয়া বলিতেন যে, "আমাকে কৃষ্ণ আনিয়া প্রাণ বাঁচাও, আমার প্রাণ যায়; আমাকে বুঝি তোমরা আজি প্রাণে বাঁচাইতে পারিলে না।" ভক্তগণও প্রভুর প্রাণ বাহির হইল বলিয়া মহাব্যস্ত হইতেন। যদিচ প্রত্যহ তাঁহারা এইরূপ ভাব দেখিতেন, তবু প্রত্যহ ভাবিতেন, আজি বুঝি প্রভু আর বাঁচিলেন না। যদি কোন ব্যক্তি নিমাইয়ের অপ্রকাশ অবস্থায় তাঁহাকে ভগবানের ন্যায়, কি অতিরিক্ত ভক্তি করিতেন, তবে তিনি এত ক্লেশ পাইতেন

যে, তাঁহাকে কোন ব্যক্তি কোনরূপ অসম্ভব শ্রদ্ধা দেখাইতে সাহসী হইতেন না।

অপ্রকাশ অবস্থায় নিমাই এরূপ ভাব দেখাইতেন যে, তিনি প্রকাশ অবস্থায় যাহা যাহা করিয়াছিলেন, তাহা যেন তাঁহার কিছুই স্মরণ নাই, কি স্বপ্নের মত কিছু কিছু মনে আছে। কারণ, তিনি প্রকাশ অবস্থার অন্তে প্রায়ই ভক্তগণকে ব্যগ্র হইয়া জিজ্ঞাসা করিতেন, "ভাই! তোমরা আমার চির সুহৃদ! অচেতন হইয়া আমি ত কোন প্রলাপ বকি নাই? আমি যদি অচেতন অবস্থায় তোমাদের নিকট কোন অপরাধ করিয়া থাকি, তোমরা কৃপা করিয়া ক্ষমা করিবে। আমার এ দেহ তোমাদের, আর আমি যদি শ্রীকৃষ্ণের চরণে কোন অপরাধ করিতে প্রবৃত্ত হই, তোমরা আমাকে রক্ষা করিও, যেন আমার কোন রূপ কুমতি না হয়। আমি আমার স্ববশে নাই।" ইহাতে বোধ হইত যেন তাঁহার কিছু কিছু মনে থাকিত। "কুমতি না হয়" ইহার অর্থ এই যে, আমিই কৃষ্ণ যেন তাঁহার এরূপ অভিমান কখন না হয়।

ভক্তগণ সকলেই গোপন করিয়া বলিতেন যে, তিনি কিছু চাঞ্চল্য করেন নাই। তাঁহারা নিমাইয়ের তখনকার সেই আর্ত্তি দেখিয়া ভাবিতেন যে, যদি তাঁহারা নিমাইকে সমস্ত কথা খুলিয়া বলেন অর্থাৎ তিনি বিষ্ণুখট্টায় বসিয়া ভগবানের পূজা লইয়াছিলেন, তবে কোন বিষম অনর্থ ঘটিবে। হয়ত নিমাই গঙ্গায় ঝম্প দিয়া প্রাণত্যাগ করিবেন। এই সব ভাবিয়া নিমাইয়ের অপ্রকাশ অবস্থায় সকলে তাঁহাকে যথেষ্ট ভক্তি করিতেন বটে, কিন্তু ভগবানরূপে ভক্তি করিতেন না। কেহ কেহ বা প্রকাশ অবস্থায় নিমাইকে ভগবান ভাবিয়া অপ্রকাশ অবস্থায় তাহা ভুলিয়া যাইয়া, তাঁহাকে শুদ্ধ একজন ভক্তমাত্র মনে করিতেন। এস্থলে শ্রীকৃষ্ণলীলার একটি কাহিনী মনে উদয় হইতেছে।

শ্রীনন্দের কোলে শ্রীকৃষ্ণ ঘুমাইয়া; নন্দের নিদ্রা হইতেছে না। তিনি তাঁহার পুত্রের শিশু কালাবধি সমুদায় অলৌকিক কার্য্যের কথা ভাবিতেছেন। ভাবিতে ভাবিতে তিনি দিব্য বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহার শিশুপুত্র তাঁহার পুত্র নহেন, স্বয়ং শ্রীভগবান। মনে ইহা হইবা মাত্র তাঁহার ভয় হইল, তখন উঠিয়া তাঁহাকে স্তব করিবেন, ইহারই উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। অন্তর্যামী শ্রীকৃষ্ণ সমুদায় জানিতে পারিয়া তাঁহাকে ভুলাইবার

নিমিত্ত একটি ছল পাতিলেন। তখন একটি বিং প্রাতে এক প্রহরের সময়
সেই ডাক লক্ষ্য করিয়া যেন ভয় পাইয়া, "বাবা গ্রাশ হইলেন। ইহাকে
ভয় করে," বলিয়া নন্দকে জড়াইয়া ধরিলেন। নন্দ অমা
গেলেন। তখন কৃষ্ণকে কোলে করিয়া বলিতেছেন, "ভয় ছাড়িয়া তাঁহার
যে আমি আছি ?" অভিষেক

এইরূপে শ্রীনিমাইকে তাঁহার প্রকাশাবস্থায়, ভগবান বলিয়া দিলেন।
করিয়া, ভক্তগণ, তাঁহার অপ্রকাশাবস্থায়, পূর্ব্বকার কথা একটু ল, স্ত্রী
গাইতেন। কেহ অল্প ভুলিতেন, কেহ অধিক ভুলিতেন, কেহ বাধান মণ্ডপে
ভুলিতেন। যথা শচীমা, নিমাইকে গর্ভে ধারণ ও পালন কগন্ধি তৈল
তিনি নিমাইয়ের ঐশ্বর্য্য দেখিয়া ক্ষণিক ভুলিতেন মাত্র, আ লাগে, এই
নিমাইয়ের উপর বাৎসল্য ভাবের উদয় হইত। যাঁহারা অল্প ভুখী, শীঘ্র
তাঁহারা মনে মনে তর্ক করিতেন যে, নিমাই কি সত্য শ্রীভগবান ? নিশ্বাস
স্বপ্নে দেখিলাম ? যাঁহারা অধিক ভুলিতেন, তাঁহারা মনে সাব্যস্ত করিতেন
যে নিমাইয়ের অদ্ভুত শক্তি, যেন স্বয়ং ভগবান। শ্রীঅদ্বৈতের মনের ভাব
বহুকাল ধরিয়া এইরূপই ছিল। যখন তিনি নিমাইয়ের সম্মুখে আসিতেন,
তখন শ্রীভগবান বলিয়া পূজা করিতেন। কিন্তু তাঁহার নিকট হইতে দূরে
গিয়া মনের মধ্যে নানাবিধ তর্ক দ্বারা সাব্যস্ত করিতেন যে, কল্যকার
নিমাই, জগন্নাথের পুত্র, সে কিরূপে শ্রীভগবান হইবে ? মুকুন্দও এইরূপ
একজন ছিলেন। নিমাই আম্র মহোৎসব করিতেন। একটি আম্রের
আঁটি সম্মুখে রাখিয়া জোরে করতালি দিতেন। দেখিতে দেখিতে ঐ আঁটি
হইতে বৃক্ষ হইত, ও ঐ বৃক্ষে প্রায় দুই শত উত্তম আম্রফল ধরিত, ভক্ত-
গণ ঐ ফল গুলি শ্রীভগবানকে নিবেদন করিয়া ভোজন করিতেন। এই
রূপ প্রত্যহ আম্রমহোৎসব হইত। একদিন শ্রীনিমাই শ্রীভগবান ভাবে
মুচকি হাসিয়া মুকুন্দকে বলিতেছেন, "মুকুন্দ! তুমি নাকি এই আম্র-
মহোৎসবকে ইন্দ্রজাল বল ?" মুকুন্দ লজ্জা পাইয়া "আম্‌তা আম্‌তা"
করিতে লাগিলেন। এইরূপে ভক্তের মধ্যে কেহ কেহ নিমাইয়ের অপ্রকাশ
সময়ে তাঁহাকে অদ্ভুত শক্তিসম্পন্ন মাত্র ভাবিতেন, কিন্তু প্রকাশের সময়
এরূপ ভাবিতে কাহারও সাধ্য ছিল না, এমন কি, তখন আনায়াসে
গঙ্গাজল লইয়া তাঁহার চরণ ধুইতে কাহারও শঙ্কা হইত না। তাঁহারা
যে শ্রীনিমাইয়ের পদে গঙ্গাজল তুলসী দিয়া পূজা করিতেন, ইহাই

যে, তাঁহাকে কোন ব্যা তাঁহাদের নিমাইয়ের ভগবত্বে তিলমাত্র সন্দেহ হইতেন না।

অপ্রকাশ অবস্থএক কথা হইতেছে। নিমাই কি অসরল? তাহা না অবস্থায় যাহা ার "আমি সেই" বলিয়া, আবার মুহূর্ত্ত পরে ভক্তগণের কি স্বপ্নের দীনভাবে "কৃষ্ণ পাইলাম না" বলিয়া রোদন করিতেন কেন? অন্তে ই অসরল নন। অসরল হইলে বঞ্চনা বরাবর চলিত না। যখন নিমাই আমার িন, "আমি সেই," তখন ভক্তগণ বুঝিতেন, নিমাই সরল ভাবেই আমি যদি । আবার যখন বলিতেন, "আমাকে কৃষ্ণ দিয়া প্রাণে বাঁচাও," তোমরা কৃপা মুখ দেখিয়া বুঝিতেন, নিমাই সরল ভাবে আর্ত্তি করিতেছেন। আমি যদি । এই যে শ্রীভগবান প্রকাশ হইয়া যখন নিমাইয়ের দেহের আমাকে র শ করিতেন, তখন তিনি তাঁহার চিৎশক্তি লইয়া লুকাইতেন। আমার াং ব যে নিমাই থাকিতেন, তিনি আপনাকে দীন হীন কাঙ্গাল ভাবিতেন, কৃষ্ণ তাহাতে নাই ভাবিয়া রোদন করিতেন।

একদিন ল স্নানাহ্নিকের পর শ্রীবাসের বাড়ী নিমাই বসিয়া আছেন। ভক্তগণ এবে কে মিলিলেন। সকলে বসিয়া আছেন, দেখিলেন, নিমাইয়েতে শ্রীভগবান প্রকাশ হইয়াছেন। তখন সকলে সভয়ে বসিয়া আছেন। প্রভু কীর্ত্তন করিতে আজ্ঞা করিলেন। সকলে কীর্ত্তন করিতেছেন। কিন্তু সে দিবস একটি অদ্ভুত ঘটনা হইল, যথা চৈতন্যভাগবতে—

অন্য অন্য দিন প্রভু নাচে দাস্য ভাবে।
ক্ষণেক ঐশ্বর্য্য প্রকাশি পুনঃ ভাঙ্গে॥
সকল ভক্তের ভাগ্যে এ দিন নাচিতে।
উঠিয়া বসিল প্রভু বিষ্ণুর খট্টাতে॥
আর সব দিন প্রভু ভাব প্রকাশিয়া।
বৈসেন বিষ্ণুর খট্টা যেন না জানিয়া॥
সাত প্রহরিয়া ভাবে ছাড়ি সর্ব্ব মায়া।
বসিল প্রহর সাত প্রভু ব্যক্ত হইয়া॥

ইঁহার তাৎপর্য্য এই যে, অন্যান্য দিনে নিমাই পূর্ব্বে অচেতন হইতেন, ও সেই অবস্থায় বিষ্ণুখট্টায় বসিতেন। সে দিবস যেমন বসিয়া কথা বার্ত্তা কহিতেছিলেন, অমনি আস্তে আস্তে উঠিয়া সচেতনে খট্টায় বসিলেন।

সে দিন শ্রীভগবান সাত প্রহর প্রকাশ ছিলেন। অন্যান্য দিন অল্পক্ষণ

প্রকাশ হইয়া, লুকাইতেন, কিন্তু সে দিবস প্রভু প্রাতে এক প্রহরের সময় প্রকাশ হইয়া তাহার পর সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে প্রভু অপ্রকাশ হইলেন। ইহাকে "সাত প্রহরিয়া ভাব" বা "মহাপ্রকাশ" বলে।

তখন প্রভুর বহুতর ভক্ত হইয়াছেন, সকলে সমুদায় কার্য্য ছাড়িয়া তাঁহার নিকট দিবানিশি থাকেন। খট্টায় বসিয়া প্রভু আপনাকে অভিষেক করিতে ভক্তগণকে আজ্ঞা করিলেন। সকলে গঙ্গায় জল আনিতে দৌড়িলেন। শত শত ঘট জল আসিয়া শ্রীবাসের আঙ্গিনা পূরিয়া গেল। জল, স্ত্রী পুরুষে, দাস দাসীতে আনিতেছেন। প্রভু উত্তম পিঁড়ির উপরে স্নান মণ্ডপে বসিয়া, গদাধর, মুরারি ও গর্ব্বিতা নারীগণ তাঁহাকে সুগন্ধি তৈল মাখাইতেছেন। নিত্যানন্দ, পাছে শ্রীভগবানের মস্তকে রৌদ্র লাগে, এই নিমিত্ত, ছত্র ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। শ্রীবাসের দাসী, নাম দুঃখী, শীঘ্র শীঘ্র জল বহিয়া আনিতেছে, এবং কলসী রাখিয়া পরিশ্রমে ঘন ঘন নিশ্বাস ছাড়িতেছে, ও প্রভুর বদন দেখিতেছে, ও নয়ন-জলে ভাসিয়া যাইতেছে। প্রভু কৃপা করিয়া তাহাকে লক্ষ্য করিয়া ভক্তগণকে বলিলেন, অদ্যাবধি আমি উহার নাম "দুঃখী" স্থানে "সুখী" রাখিলাম। সকলে আনন্দিত হইয়া দুঃখীর ভাগ্যকে শ্লাঘা করিতে লাগিলেন। সুখী লজ্জা পাইয়া ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কান্দিতে কান্দিতে আবার জল আনিতে গেল। পরে বাদ্য কোলাহলের, অভিষেক গীতের, ও নারীগণের হুলুধ্বনি মধ্যে নিমাইয়ের মস্তকে সকলে জল সেচন করিলেন। সেই স্থানে উপস্থিত বাসুঘোষের বর্ণনা শ্রবণ করুন—

তৈল হরিদ্রা আর কুঙ্কুম কস্তুরি।
গোরা অঙ্গে লেপন্ করে যত নর নারী॥
সুবাসিত জল আনি কলসী পূরিয়া।
সুগন্ধ চন্দন আনি তাহে মিশাইয়া॥
জয় জয় দিয়া জল ঢালে গোরা গায়।
শ্রীঅঙ্গ মুছাইয়া কেহ বসন পরায়॥
সিনান মণ্ডপে দেখ গোরা নটরায়।
মনের হরিষে বাসুদেব-ঘোষ গায়॥

শঙ্খ দুন্দুভি আজি বাজয়ে সুস্বরে।
গোরা-চাঁদের অভিষেক করে সহচরে॥

গন্ধ চন্দন শিলা ধূপ দীপ জ্বালি।
নগরের নারীগণ আনে অর্ঘ্য থালি॥
নদীয়ার লোক যত দেখে আনন্দিত।
ঘন জয় জয় দিয়া সবে গায় গীত॥
গোরা-চাঁদের মুখ সবে করে নিরীক্ষণে।
গোরা অভিষেক রস বাসু-ঘোষ ভণে॥

এই দুই এক মাসের মধ্যে শ্রীগৌরাঙ্গের তখন প্রধান লোকের মধ্যে বহুতর ভক্ত হইয়াছেন। অল্প দুই এক জনের নাম করিতেছি। দুই প্রভু,—নিতাই ও অদ্বৈত। গদাধর, শ্রীবাস, মুরারি, মুকুন্দ, নরহরি, গঙ্গাদাস, প্রভুর মাসীপতি চন্দ্রশেখর, প্রভুর চিরদিনের সঙ্গী পুরুষোত্তম আচার্য্য (সরূপ দামোদর,) বক্রেশ্বর, দামোদর, জগদানন্দ, গোবিন্দ, মাধব, ও বাসুঘোষ, সারঙ্গ, ইত্যাদি। তখন হরিদাসও প্রভুর শরণাগত হইয়াছেন। এই হরিদাসের কাহিনী এখানে কিছু বলিব।

ইহাঁর বাড়ী বুঢ়নগ্রামে, এখনকার বনগ্রাম মহকুমার অধীন। ব্রাহ্মণের পুত্র, পিতৃমাতৃহীন বলিয়া মুসলমানগণ কর্ত্তৃক প্রতিপালিত, কাজেই হরিদাস মুসলমান। কিন্তু হরিদাস পরম সাধু হইয়া উঠিলেন। তাঁহার ভজন কেবল নাম জপ, উচ্চ করিয়া প্রায় দিবানিশি হরিনাম জপ করিতেন। তাঁহার হরিনামে ভক্তির কথা কি বলিব, তাঁহার ধ্রুব বিশ্বাস যে কোন ব্যক্তি কোন গতিকে হরিনাম করিলেই তরিয়া যাইবে। নাম জপ করা দূরের কথা, তাঁহার বিশ্বাস, নাম শুনিলেও জীব উদ্ধার হইয়া যাইবে—শুদ্ধ মনুষ্য নয়, জীব মাত্রেই। এই জন্য তিনি উচ্চ করিয়া নাম করিতেন। তিনি বেনাপোলের জঙ্গলে (বনগ্রামের নিকট, এখন রেলওয়ে ষ্টেশন) কুটীর বান্ধিয়া এইরূপ নাম গ্রহণ করিতেন। তাঁহার কঠোর ভজন দেখিয়া সেখানকার দুষ্ট জমীদারের তাঁহাকে পরীক্ষা করিতে ইচ্ছা হইল। এই নিমিত্ত সে এক জন বেশ্যাকে তাঁহার নিকট পাঠাইল। বেশ্যা আসিল। হরিদাসকে দেখিল, দেখিয়া তাহার মন নির্ম্মল হইল। তখন সে হরিদাসের চরণে শরণ লইল। হরিদাস, তাহাকে এই কুটীরে বাস করাইয়া, হরিনাম করিবার উপদেশ দিয়া, সে দুষ্ট জমীদারের অধিকার ছাড়িয়া স্থানান্তরে গেলেন।

এ দিকে মুসলমান কাজী মুলুকপতির কর্ণে এ কথা গেল যে, হরিদাস

মুসলমান ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া হিন্দু হইয়াছেন। কাজী ইহা শুনিয়া ঠাকুর হরিদাসকে ধরিয়া লইয়া গেল। হরিদাস মুলুক-পতির মন দ্রব করিলেন, কিন্তু তাহার মন্ত্রী গোরাই কাজীর মন বজ্র সমান কঠিন রহিল। এই গোরাই কাজী মুলুক-পতিকে বলিল, যদি তিনি হরিদাসকে দণ্ড না করেন, তবে মুসলমানগণের বড় অপমান হইবে। মুলুক-পতি বাধ্য হইয়া হরিদাসকে দণ্ড দিতে স্বীকার করিলেন। দণ্ড হইল প্রাণ বধ, কিন্তু যেন তেন প্রকারেণ প্রাণ বধ নয়। তাঁহাকে বাইশ বাজারে লইয়া প্রত্যেক বাজারে বেত্রাঘাত করিতে হইবে। এইরূপ বেত্রাঘাতে তাঁহার প্রাণ বধ করিতে হইবে। এ দণ্ড এমন কঠোর যে দুই তিন বাজারে বেত মারিতে মারিতেই অপরাধীর প্রাণ বাহির হইয়া যাইত।

তখন গোরাই কাজী হরিদাসকে বলিল যে, "যদি তুমি এখন কলমা পড়, আর হরিনাম ছাড়, তবে তোমাকে ছাড়িয়া দিব, আর সম্মানের সহিত রাজ-সরকারে রাখিব।"

তাহাতে হরিদাস সদর্পে বলিলেন, যথা চৈতন্যভাগবতে—

খণ্ড খণ্ড হয় যদি যায় দেহ প্রাণ।
তবু আমি বদনে না ছাড়ি হরিনাম।

তখন হরিদাসকে বেত্রাঘাত করিতে লইয়া চলিল। হরিদাস হরিনাম করিতে লাগিলেন। হরিদাসের অঙ্গে বেত্রাঘাত হইতে লাগিল, কিন্তু পাঠক মহাশয় মনে ক্লেশ পাইবেন না। হরিদাসের পৃষ্ঠে বেত্র পড়িতে লাগিল বটে, কিন্তু তাহাতে তিনি একটুও দুঃখ পাইতেছিলেন না। হরিনাম তাঁহার বড় প্রিয়। এই অবতারে শ্রীভগবান এক এক জন ভক্ত দ্বারা এক এক ভজনাঙ্গের মাহাত্ম্য দেখাইয়াছিলেন। নাম-মাহাত্ম্য হরিদাস দ্বারা দর্শাইয়াছিলেন। সেই হরিনামের নিমিত্ত তিনি বেত্র খাইতেছেন, তাঁহার আনন্দের অবধি নাই। কাজেই বেত্রের আঘাতে তাঁহার অঙ্গে ব্যথা লাগিতেছে না। স্ত্রী পুত্রকে রক্ষা করিতে গিয়া যদি অঙ্গে আঘাত লাগে, তাহাতে ব্যথা লাগে না। হরিদাসের নিকট হরিনাম স্ত্রী পুত্র অপেক্ষাও প্রিয়। বিশেষতঃ হরিদাসের যে অবস্থা, ইহাতে তিনি বেদনা পাইলে শ্রীহরিকে কে ভজনা করিবে? অনেকে ভগবানের নাম করিয়া প্রাণ দিয়াছেন বটে, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে সে ভগবানের জন্য নহে। শ্রীভগবানের নিমিত্ত প্রাণ দেওয়া যায় না, কারণ প্রাণ দিতে গেলেই তিনি রক্ষা করেন।

দেখা যায়, যাঁহারা ভগবানের নামে প্রাণ দিয়াছেন, সে ভগবানের নিমিত্ত নয়, দম্ভ কি অহঙ্কারের জন্য।

হরিদাস ভাবিতেছেন, "এরা কি মহাপাপী! আমিত ইহাদের কাছে কোন অপরাধ করি নাই, তবে আমাকে এরূপ নির্দ্দয়তার সহিত প্রহার কেন করিতেছে? ইহাদের উপায় কি হবে?" তখন "ইহাদের উপায় কি হবে" ভাবিয়া হরিদাস এরূপ অভিভূত হইয়াছেন যে, তিনি আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিতেছেন না। তিনি সেই বেত্রধারী হত্যাকারী-গণের মঙ্গল কামনা করিয়া উচ্চৈঃস্বরে শ্রীহরির নিকট নিবেদন করিতে লাগিলেন, "প্রভু! আমাকে মারিয়া ইহারা কুকর্ম্ম করিতেছে। এই কুকর্ম্মে ইহাদের দুর্গতির শেষ হইবে। প্রভু, ইহাদের দুর্গতির আমিই কারণ হইলাম। প্রভু তোমাকে ভজন করার কি এই ফল? তুমি কৃপা করিয়া তোমার এই নির্ব্বোধ জীবগণকে পরিত্রাণ কর।"

এরূপ অদ্ভুত প্রার্থনা করাতে, যাহারা উপস্থিত, এবং যাহারা তাঁহাকে প্রহার করিতেছিল, তাহারাও স্তম্ভিত হইল। শ্রীভগবান হরিদাসের প্রতি কৃপার্ত্ত হইয়া তাঁহাকে ধ্যানানন্দ দিলেন ও সেই আনন্দে হরিদাস অচেতন হইলেন। মুসলমানগণ তখন তাঁহাকে মৃত ভাবিয়া গঙ্গায় ফেলিয়া দিল। হরিদাস চেতন পাইয়া তীরে উঠিলেন। তাহার পর শ্রীঅদ্বৈতের সঙ্গ পাইয়া তাঁহার চরণে পড়িয়া থাকিলেন। ক্রমে নিমাইয়ের কথা শুনিয়া নবদ্বীপে তাঁহাকে দর্শন করিতে আইলেন। হরিদাস ভুবন বিখ্যাত ভক্ত, সকলেই নাম শুনিয়াছেন। হরিদাস আইলে ভক্তগণ তাঁহাকে নিমাইয়ের নিকট লইয়া গেলেন। নিমাই তাঁহাকে দেখিয়া অতি আদর করিয়া বসিতে আসন দিলেন, কিন্তু যদিচ তখন হরিদাস সম্পূর্ণরূপে শ্রীনিমাইকে আত্মসমর্পণ করেন নাই, তবু আসনে কোন ক্রমে বসিলেন না, বরং সেই আসন মস্তকে ধরিলেন। পরে নিমাই তাঁহাকে উত্তম করিয়া ভোজন করাইলেন, করাইয়া স্বহস্তে তাঁহার অঙ্গে চন্দন ও গলায় ফুলের মালা দিলেন। নিমাই হরিদাসকে সেবা করিলেন বটে, কিন্তু হরিদাস সেই সময় নিমাইয়ের চরণে আত্মসমর্পণ করিলেন।

এইরূপে যেখানে যত ভক্ত ছিলেন, তিনি যত বড়ই হউন না কেন, সকলেই আসিয়া সেই তেইশ বৎসরের ব্রাহ্মণকুমারকে মন প্রাণ দেহ অর্পণ করিলেন। এই হরিদাসের চরিত্র স্মরণে ভুবন পবিত্র হয়। তিনি

শ্রীঅদ্বৈতকে দর্শন করিয়া তাঁহার চরণে পড়িয়াছিলেন। আবার শ্রীঅদ্বৈত হরিদাসকে লইয়া নবীন-ব্রাহ্মণকুমারের শরণ লইলেন। যেমন ক্ষুদ্র নদী বড় নদীতে প্রবেশ করে, আর বড় নদী এই রূপে অনেক ক্ষুদ্রনদী বহিয়া সাগরে প্রবেশ করে, সেইরূপ শ্রীঅদ্বৈত তখনকার বৈষ্ণবগণের রাজা, হরিদাস প্রভৃতি ভক্তগণকে লইয়া, সেই শচীনন্দন, ব্রাহ্মণ বালকের চরণে আশ্রয় লইলেন।

সেই মহাপ্রকাশ দিনে অদ্বৈত উপস্থিত, হরিদাসও উপস্থিত।

প্রভুর স্নান হইলে অতি সূক্ষ্ম ধৌতবস্ত্রে তাঁহার অঙ্গ মুছিয়া দেওয়া হইল। তখন সকলে প্রভুকে উত্তম বস্ত্র পরাইলেন, পরাইয়া ঘরের মধ্যে লইয়া গেলেন। সেখানে পূর্ব্বেই বিষ্ণুখট্টা রাখা হইয়াছে, আর উহাতে মনোহর দুগ্ধফেণনিভ শয্যা পাতা রহিয়াছে। তখন নিমাই সেই খট্টায় বসিলেন। ঘরে পর্দ্দা দেওয়ায় অভ্যন্তর একটু অন্ধকার হইয়াছে, তবে তাঁহার অঙ্গের আভায় প্রায় দিবার ন্যায় আলোকিত। কিন্তু যদিও অঙ্গের তেজ দিবাকরের ন্যায় প্রখর, তথাচ উহা লক্ষ চন্দ্রের কিরণের ন্যায় সুশীতল। যখন সকলে অভিষেকানন্দে উন্মত্ত, গদাধর তখন ফুলের মালা ও ফুলের ভূষণ প্রস্তুত করিতেছেন। নিমাই খট্টায় বসিলে, তিনি তাঁহার মুখ তিলকে সুশোভিত করিলেন। তাহার পরে গলায় ও শিরে ফুলের মালা, অঙ্গুলিতে ফুলের অঙ্গুরী, বাহুতে ফুলের তাড় দিয়া নিমাইকে সাজাইলেন। নিত্যানন্দ শিরে ছত্র ধরিলেন। শ্রীখণ্ডের নরহরি চামর ব্যজন করিতে লাগিলেন।

মনে ভাবুন, যদি অতি ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন কোন মহারাজা হঠাৎ কোন দরিদ্রের বাড়ীতে উপস্থিত হয়েন, তবে সেই কাঙ্গাল, শ্রীমহারাজকে কিরূপে সেবা করিবে ভাবিয়া, দিশেহারা হয়। তখন ব্যস্ত হইয়া মাদুর পাতিয়া দেয়, আর ভগ্ন পাখা দ্বারা বাতাস দিতে থাকে। ঘরে যদি চিপিটক কি মুড়ি থাকে, তবে আনিয়া সম্মুখে ধরে। তখন সেই মহারাজা, যদি তিনি মহাশয় হয়েন, তবে এ কথা বলেন না যে, ছি! আমি এরূপ মাদুরে কিরূপে বসিব, কি আমি মুড়ি কিরূপে খাইব? তিনি তাহা না করিয়া সেই মাদুরে উপবিষ্ট হয়েন, হইয়া সেই দরিদ্রকে বিশ্বাস জন্মাইবার চেষ্টা করেন যে, মাদুরে বসিয়া তিনি বড় আরাম পাইতেছেন। সেইরূপে শ্রীভগবান অতি বড় মহাশয়। শুনিয়াছি, দুর্ব্বল জীবে তাঁহাকে যে সমস্ত সেবা করে, তাহা দেখিলে তাঁহার হৃদয় দ্রব হয়, ও তিনি আপনাকে কৃতার্থ মনে করেন।

আবার দরিদ্র, ধনবান লোককে নিমন্ত্রণ করিলে কি উহা তিনি গ্রহণ করেন না? তখন কি ইহা বলেন যে, আমার ঘরে অভাব কি যে, তোমার ঘরে ভোজন করিতে যাইব? তিনি কি ঘরে ভাল ভোজন করেন বলিয়া দরিদ্রের অন্ন মুখে দিয়া মুখ বিকট করেন? ধনবান যদি মহাশয় হয়েন, তবে তিনি নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেন, আর দরিদ্রের সেই সামান্য ভোজ্য দ্রব্য গ্রহণ করিয়া অতিশয় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। কিন্তু তিনি যত বড় মহাশয় হউন, শ্রীভবানের ন্যায় মহাশয় ত্রিজগতে আর কেহ নাই। সুতরাং জীবগণ তাঁহাকে তাহাদের যথাসাধ্য সেবা করিলে, তিনি তাহাদিগকে ঘৃণা করিয়া এ কথা বলেন না যে, "তোরা আমায় কি দিবি? এ সমুদায় আমারই দ্রব্য।" কারণ তিনি ত্রিজগতের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা মহাশয়, মধুর-প্রকৃতি, ও মধুরভাষী।

খট্টার উপরে উত্তম শয্যায় নিমাই বসিয়া। চন্দ্রমুখে মধুর হাসিয়া ভক্তগণকে শুধু অভয় দিতেছেন এরূপ নয়, একেবারে তাহাদের চিত্তহরণ করিতেছেন।

নিমাই যাহার পানে চাহিতেছেন, তাহার চিত্ত কাড়িয়া লইতেছেন। আর সে ব্যক্তি তাঁহার চিত্তকে তল্লাস করিতে গিয়া দেখিতেছেন যে, খট্টায় যিনি বসিয়া আছেন, তিনি বাহিরেও বসিয়া আছেন, আবার হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন।

ভক্তগণ পরমানন্দে ভাসিতেছেন। শ্রীভগবান সম্মুখে বসিয়া। সকলের পূজা করিতে ইচ্ছা হইল। তুলসী, চন্দন, ফুল, বস্ত্র, স্বর্ণ, ধাতুপাত্র দিয়া যাহার যেরূপ সাধ্য তিনি সেইরূপ পূজা করিতে লাগিলেন। যথা, চৈতন্য-ভাগবতে—

পরম প্রকট রূপ প্রভুর প্রকাশ।
দেখি পরমানন্দে ডুবিলেন সর্ব্বদাস॥
সর্ব্বমায়া ঘুচাইয়া প্রভু গৌরচন্দ্র।
শ্রীচরণ দিলেন পূজয়ে ভক্তবৃন্দ॥
দিব্য গন্ধ আনি কেহ লেপে শ্রীচরণে।
তুলসী কমলে মিলি পূজে কোন জনে॥
কেহ রত্ন সুবর্ণ রজত অলঙ্কার।
পাদপদ্মে দিয়া দিয়া করে নমস্কার॥

পট্ট, শ্বেত, শুক্ল, নীল, সুপীত বসন।
পাদপদ্মে দিয়া নমস্করে সর্ব্ব জন॥

এইরূপে শত শত জনে শ্রীচরণে ফুল ঢালিতেছেন, আর গলায় ফুলের মালা দিতেছেন। শত শত জনে মন্ত্র পড়িতেছেন, কি স্তব করিতেছেন, কিন্তু পরস্পরে হুড়াহুড়ি হইতেছে না। সর্ব্বাপেক্ষা অদ্ভুত এই যে পরস্পর কেহ কাহারও সংবাদ লইতেছেন না। সকলেরই অচেতন অবস্থা। পার্শ্বে যে তাঁহার সহচরগণ আছেন, তাহা কাহারও লক্ষ্য নাই। সকলেই ভাবিতেছেন, ঘরে কেবল তিনি আর শ্রীভগবান। শুধু তাহা নয়, তিনি ভগবানের দিকে চাহিয়া রহিয়াছেন, আর ভগবান তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিয়াছেন। প্রত্যেকে যে এত কলরব করিতেছেন, ইহা কেহ শুনিতে পাইতেছেন না। শতজনে কথা বলিতেছেন, শতজনের সহিত যেন শ্রীভগবান কথা বলিতেছেন।

কেহ ফুলের মালা হস্তে করিয়া নিবেদন করিতেছেন। যাহার যেরূপ স্ফূর্ত্তি হইতেছে তিনি সেইরূপে প্রভুকে আহ্বান করিতেছেন। কেহ বলিতেছেন, "প্রভু!" কেহ বলিতেছেন, "নাথ!" কেহ বলিতেছেন, "ঠাকুর!" একজন বলিতেছেন, "ফুলের মালা ধর, গলায় পর।" তখন প্রভু গলায় তাঁহার যে মালা ছিল তাহা সেই ভক্তকে নিজহস্তে পরাইতেছেন, আর আপনি মস্তক অবনত করিয়া ভক্তকে মালা পরাইতে দিতেছেন। কেহ দৌড়িয়া বাজার হইতে একখানি উত্তম পট্টবস্ত্র ক্রয় করিয়া আনিয়াছেন। শ্রীনিমাইকে উহা দিয়া সেই ভক্ত বলিতেছেন, "এই বস্ত্র পরিধান কর।" নিমাইয়ের পরিধান পট্টবস্ত্র। তিনি সেই বস্ত্রখানি পরিধান করিতেছেন, আর পরিধেয় বস্ত্রখানি সেই ভক্তকে দিতেছেন। ভক্ত সেই বস্ত্র প্রসাদ পাইয়া মস্তকে করিয়া নৃত্য করিতেছেন। এইরূপে ভক্তগণ যেমন উপহার দিতেছেন, তেমনি উপহার পাইতেছেন। যেমন উপহার উপস্থিত হইতেছে, প্রভু অমনি উহা বিতরণ করিতেছেন। শ্রীভগবান কাহার নিকট ঋণী থাকিতেছেন না।

অনেকে আহারীয় সামগ্রী সংগ্রহ করিয়াছেন, নিবেদন করিয়াও দিতেছেন। কিন্তু তাঁহাদের ইচ্ছা যে, শ্রীভগবান তাঁহাদের সাক্ষাতে উহা ভোজন করেন। তখন নিমাই হাত পাতিয়া আহার চাহিলেন, আর ভক্তগণ যেন বাঁচিলেন। এ পর্য্যন্ত কিরূপে ভগবানের সেবা করিবেন ভাবিয়া না পাইয়া সকলে ব্যাকুল ছিলেন। তাঁহাকে তখন ভক্তগণ খাওয়াইতে

লাগিলেন। প্রভু ভোজন করিবেন জানিয়া অনেকে নগরে দৌড়িলেন। যিনি যাহা ভাল দ্রব্য পান অমনি প্রভুর নিমিত্ত ক্রয় করিলেন। জ্যৈষ্ঠ মাস, ফলের অভাব নাই। নদীয়া নগরে সন্দেশের অভাব নাই; দুগ্ধ, ক্ষীর, দধি, ছানার অভাবও নাই। যদিও নারিকেল তত সুলভ নয়, কিন্তু তবু জ্যৈষ্ঠ মাসের দুই প্রহরের সময় নারিকেলের জলে সর্করা মিশাইয়া প্রভুকে পান করাইতে সকলের ইচ্ছা হইতেছে। এই নিমিত্ত শত শত ডাব উপস্থিত। উত্তম সুপক্ক কত শত চাঁপা কলার কাঁদি, ঝুড়ি ঝুড়ি আম ইত্যাদি আনা হইল। বলা বাহুল্য শ্রীবাসের ঘর এইরূপে পূরিয়া গেল। যিনি যাহা আনিয়াছেন, তাঁহার ইচ্ছা প্রভুকে উহা সমুদায় খাওয়াইবেন। প্রভু একটু রাখিতে পারিবেন না। রাখিলে ভক্ত মাথা কুটিয়া মরিবে। একজন আম কাটিয়া প্রভুর হস্তে দিলেন, প্রভু তাহা খাইলেন। একজন একটি ক্ষীরের পাত্র ধরিলেন, প্রভু খাইলেন। এক জন পাথরের এক বাটী করিয়া ডাবের জল দিলেন, প্রভু পান করিলেন।

এখন বিবেচনা করুন ভগবান কাচ কাচন সহজ ব্যাপার নহে। নিমাই তখন ভগবান, কাহাকেও বঞ্চিত করিতে পারেন না।

দেখিয়া প্রভুর অতি আনন্দ প্রকাশ।
দশ বার পাঁচ বার দেয় এক দাস॥—চৈতন্যভাগবত।

মনে ভাবুন শ্রীভগবান বসিয়া, ভক্তগণ পরিবেষ্টিত। একজনের দ্রব্য লইবেন, আর একজনের লইবেন্ না, ইহা সম্ভব নয়। তিনি ত জগন্নাথ? সকল জগতের নাথ? কাজেই শ্রীনিমাই কাহাকেও "না" বলিতে পারেন না। আবার একজন আম খাওয়াইয়া পরে সন্দেশ দিতেছেন। আমরা তোমরা হইলে বলিতে পারিতাম, "আমাকে ক্ষমা দাও, আমি আর খাইতে পারি না।" কি, "এই মিষ্ট খাইলাম, আবার কিরূপে আম্র খাইব? আমাকে কত খাওয়াইবে, আমার উদরে কত ধরিবে?" কিন্তু ভগবান, যিনি বিশ্বম্ভর, তিনি কিরূপে বলিবেন, "আমি আর খাইতে পারি না?" আবার ভক্ত কোন দ্রব্য হাতে দিলে তাহা তিনি কিরূপে ফেলিয়া দিবেন? তাহা হইলে তাঁহার ভক্তবৎসল নামে কলঙ্ক হয়; সুতরাং নিমাই, যিনি যাহা দিতেছেন, সমুদায় ভোজন করিতেছেন; যথা চৈতন্যভাগবতে—

সহস্র সহস্র ভাণ্ডে দধি ক্ষীর দুগ্ধ।
সহস্র সহস্র কান্দি কলা কত মুদ্গ॥

কতেক বা সন্দেশ কতেক ফল মূল।
কতেক সহস্র বাটী কর্পূর তাম্বুল ॥
কি অপূর্ব্ব শক্তি প্রকাশিল গৌরচন্দ্র।
কেমনে খায়েন নাহি জানে ভক্তবৃন্দ ॥

যদি কোন ভক্ত সেখানে না থাকেন; তাঁহাকে শ্রীভগবান ডাকিয়া আনেন। কখন নিজ আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া চুপ করিয়া বসিয়া আছেন, কিছুই কহিতেছেন না, কাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছেন না, এবং কাহারও বাক্য শ্রবণ করিতেছেন না। তখন ভক্তগণ যাহার যাহা ইচ্ছা করিতেছেন। আনন্দে পরিপূর্ণ বলি কেন? না, যাঁহারা বদন দেখিতেছেন, তাঁহারা বুঝিতে পারিতেছেন যে, এ বস্তু, যিনি বিষ্ণুখট্টায় বসিয়া আছেন, ইঁহার দুঃখ নাই, ইঁহার কেবল আনন্দ। আর সে আনন্দের ক্ষয় নাই, অন্ত নাই। ভক্তগণ দেখিতেছেন, যেমন সমুদ্রের তরঙ্গের উপর তরঙ্গ আইসে, সেইরূপ প্রভুর বদনে আনন্দের উপর আনন্দের তরঙ্গ আসিতেছে, আর সেই আনন্দে যেন তিনি টলমল করিতেছেন। তাহাতে বোধ হইতেছে, যেন তিনি কত আদরের ধন, ও তিনি যে আদরের ধন তাহা তিনি জানেন। কখন মুরলীর রব করিতেছেন, আর ভক্তগণের প্রেমানন্দে ধারা পড়িতেছে। যখন ভগবান কোন কথা বলিতেছেন, তখন সকলে নীরব হইয়া কাণ পাতিয়া শ্রবণ করিতেছেন। সে কথা সঙ্গীত হইতেও মধুর।

মহাপ্রকাশ দিনে যে শ্রীভগবানের আনন্দ প্রকাশ হয়, ইহা কবি কর্ণপূর তাঁহার নাটকে বিশেষরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। অনেকে ভাবিতে পারে যে, শ্রীভগবান বসিয়া বসিয়া কি করেন? তাঁহার নিদ্রা ত নাই, তাঁহার কোন কার্য্যও নাই, তবে তিনি দিন যাপন কিরূপে করেন? কেহ কথাও ভাবিতে পারেন যে, জীবগণ পরকালে যাইয়া কিরূপে সময় যাপন করে? শ্রীভগবানের যে কিরূপে দিন যায় মহাপ্রকাশ দিনে তাহার কতক আভাস ভক্তগণে জানিলেন। দেখিলেন, শ্রীগৌরাঙ্গ ভগবানরূপ, আনন্দের তরঙ্গে ভাসিতেছেন। তরঙ্গের উপর তরঙ্গ আসিতেছে, আর যেন জগতে শ্রীভগবানকে ভাসাইয়া লইয়া যাইতেছে।

ভক্তগণ যেন চিরদিনের সুহৃদ পাইলেন। শুধু তাহা নয়, যেন চির দিনের সুহৃদ হারাইয়া গিয়াছিল, তাঁহাকে পাইয়াছেন। শুধু তাহাও নয়। ভক্তগণ দেখিতেছেন, সম্মুখের বস্তুটি বড় চিত্ত-আকর্ষক, চক্ষু ইন্দ্রিয়ের

তৃপ্তিকর। বস্তুটি আপাদ মস্তক সুগঠিত, সুঠাম ও লাবণ্যে আবৃত। আবার দেখিতেছেন, তাঁহার প্রত্যেক অঙ্গ নিখুঁত ও মনোহর। সেই নিমিত্ত যে প্রত্যঙ্গে দৃষ্টি পড়িতেছে, চক্ষু সেইখানেই থাকিতেছে, দৃষ্টি অন্য দিকে যাইতে চাহিতেছে না। সকলে ভাবিতেছেন, কোন্ কারিগরে এ অপরূপ ছবিটি আঁকিল? শ্রীঅঙ্গ দিয়া এমন গন্ধ বাহির হইতেছে যে, উহাতে নাসিকা মাতিয়া উঠিতেছে।

ভক্তগণ ভাবিতেছেন যে, তাঁহাদের ইন্দ্রিয়গণের এত দিনে সফলতা হইল। অতিশয় বুদ্ধিমান লোকে বুঝিলেন যে, শ্রীভগবান জীবকে যে পঞ্চ ইন্দ্রিয় দিয়াছেন, তাহার কারণ কি। তাহারা বুঝিলেন যে, জীবগণে তাঁহাকে আস্বাদ করিতে পাইবে এই নিমিত্ত তাহাদিগকে এই পঞ্চ ইন্দ্রিয় দিয়াছেন। সামান্য দ্রব্য আস্বাদের নিমিত্ত উহা নহে। সামান্য দ্রব্যে ইন্দ্রিয় উদ্রেক করে, তৃপ্ত হয় না।

এমন সময় প্রভু কথা কহিলেন। সে কথার এরূপ মোহিনী শক্তি যে চিত্ত বিমোহিত হইল। তাহাতে কি হইতেছে? না, প্রভুর প্রতি অঙ্গের রূপে ও বিবিধ গুণে নানাদিকে টানিয়া তাহাদিগের হৃদয়কে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিতেছে। ভক্তগণ নানাবিধ সেবা করিতেছেন, কিন্তু মনের সাধ মিটিতেছে না। তাই কেহ বারম্বার প্রণাম, কেহ বায়ু ব্যজন, কেহ চরণ স্পর্শ, করিয়া বিবিধ সুখ অনুভব করিতেছেন। কেহ ফুলের মালা পরাইয়া, কেহ ফুল ফেলিয়া মারিয়া, হৃদয়ের অগ্নি নির্ব্বাণ করিবার চেষ্টা করিতেছেন। কেহ বা সুস্বরে স্তব করিতেছেন। কেহ ভাবিতেছেন, কিরূপে প্রাণনাথকে না[illegible] [illegible] করিয়া হৃদয় জুড়াইব? কেহ ভাবিতেছেন, কেমনে তাঁহার তো[illegible]াটি ধরিয়া মুখ-চুম্বন করিব? কাহারও বা আনন্দ উথলিয়া উঠিতেছে পা[illegible]বং আনন্দ সম্বরণ করিতে না পারিয়া, নানাবিধ ভঙ্গিতে, প্রভুকে দেখাইয়া দেখাইয়া, নৃত্য করিতেছেন।

প্রভু, শ্রীবাসকে ডাকিয়া বলিতেছেন, "শ্রীবাস, তোমার মনে পড়ে, দেবানন্দের বাড়ী শ্রীমদ্ভাগবত শুনিতে গিয়াছিলে, আর তোমার প্রেমানন্দ-ধারা দেখিয়া দেবানন্দের কঠিন শিষ্যগণ তোমাকে বাড়ীর বাহির করিয়া দিয়াছিল?" ইহাই বলিয়া সে সমুদায় কাহিনী, যাহা শ্রীবাস ব্যতীত আর কেহ জানিতেন না, সমুদায় বলিলেন। আর বলিলেন, "শ্রীবাস আমি তোমাকে যখন প্রাণদান করি, তখন নারদ মুনি তোমার শরীরে প্রবেশ

দনে,
করেন। তুমি নারদ, শ্রীবাস তাহা কি ভুলিয়া গেলে?" শ্রীবাস মহ্।" স্তব করিতে লাগিলেন।

শ্রীঅদ্বৈতকে বলিতেছেন, "মনে পড়ে, তুমি যে গীতার শ্লোকের অর্থ বুঝিতে না পারিয়া উপবাস করিয়াছিলে, আর আমি তোমাকে স্বপ্নে দেখাইয়া বলিয়াছিলাম যে, তুমি চিন্তিত হইও না, আমি অদ্য তোমার সেই শ্লোকের প্রকৃত পাঠ বলিতেছি। ইহার প্রকৃত পাঠ "সর্ব্বতঃ পানি পাদান্তঃ।" শ্রবণ কর, তাহা হইলে উহা বুঝিতে পারিবে।

সর্ব্বতঃ পানি পাদান্তঃ সর্ব্বতোঽক্ষি শিরোমুখং।
সর্ব্বতঃ শ্রুতিমাল্লোকে সর্ব্বমাবৃত তিষ্ঠতি॥

এইরূপে ক্রমে সন্ধ্যা হইল, তখন ভক্তগণ একেবারে আনন্দে উন্মত্ত হইলেন। যদিও বহুতর দীপ জ্বালা হইল, কিন্তু শ্রীভগবানের অঙ্গের আলোতে সে দীপগুলি টিপ টিপ করিতে লাগিল। যে অঙ্গের শীতল আভা, দিবাভাগে সূর্য্যের তেজে, মৃদু দেখাইতেছিল, রজনীতে উহা প্রস্ফুটিত হইল। দক্ষিণে নিত্যানন্দ ছত্র ধরিয়াছেন; তাঁহার ও অন্যান্য ভক্তগণের অঙ্গে, কাহার মৃদুরূপে, কাহার মৃদুতররূপে, আবার কাহার বা তেজস্বররূপে আলোক বিরাজিত হইতেছে। ঐরূপে গৃহের মধ্যস্থ দ্রব্য হইতেও নানাবিধ আলোক বিকাশিত হইতেছে। তখন সকলে আরতি করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ধুপ দীপ জ্বালিয়া আরতি করিবেন, এমন সময় শ্রীবাসের মনে একটি ভাবের উদয় হইল। তিনি ভাবিতেছেন যে, এ আরতি প্রভুর মা শচীদেবী আসিয়া করিলেই ভাল হয়। তখন শ্রীঅদ্বৈতকে বলিতেছেন, "গোসাঞি! শচীঠাকুরাণীর আমাদের প্রতি বড় ক্রোধ। তাঁহার মনে বিশ্বাস তাঁহার পুত্রটি বড় ভালমানুষ ও নির্ব্বোধ, আমরা সকলে জুটিয়া নাচাইয়া গাওয়াইয়া, তাঁহাকে পাগল করিলাম। এখন তাঁহাকে আনিয়া, তাঁহার পুত্র কেমন ভালমানুষ ও নির্ব্বোধ, দেখান যাউক। তাঁহার পুত্রকে দেখিলে আর শচী দেবীর তাঁহার উপর পুত্র জ্ঞান রহিবে না, আর আমাদের উপরও তিনি রাগ করিবেন না।" অদ্বৈত বলিলেন, "ভাল পরামর্শ করিয়াছ, শীঘ্র তাঁহাকে লইয়া আইস।" তখন শ্রীবাস শচীকে ডাকিয়া আনিলেন, আনিয়া তাঁহার পুত্র যে ঘরে বসিয়া সেই ঘরে লইয়া গিয়া বলিলেন, "দেখ, তোমার পুত্র দেখ।"

তৃপ্তিচী দেখিতেছেন, তাঁহার নিমাই বটে, তবে নিমাই তাঁহার পুত্র নহেন স্বয়ং শ্রীভগবান। কিন্তু তাঁহার কাতর হইবার আরও কারণ হইল। যখন বুঝিলেন যে, নিমাই তাঁহার পুত্র নহেন, তখন চারিদিক শূন্যময় দেখিতে লাগিলেন। চিরদিন পুত্রটিকে লালন পালন করিয়াছেন, তাঁহার আর কেহ নাই, পুত্রটি রূপে গুণে অতুল্য। কাজেই তাঁহাকে প্রাণ মন সমর্পণ করিয়াছেন। এখন দেখেন যে, সেই প্রিয় বস্তুটি তাঁহার নিজস্ব ধন নহে। ত্রিজগতের সকলেই তাঁহার উপর দাবি রাখে। সেটি বহুবল্লভ। তিনি পুত্রের একমাত্র সম্বল নহেন, পুত্রটির সম্বল ত্রিজগতের তাবল্লোক। একে সেই চিরদিনের হৃদয়ের প্রাণ-পুত্তলিটি চলিয়া যাইতেছে, আবার সেই শ্রীভগবানকে পুত্র ভ্রমে নানা রূপে শাসন করিয়াছেন, এইরূপ বিবিধ ভাবে অভিভূত হইয়া, শচীদেবী একেবারে জড়বৎ হইয়া পড়িলেন।

তখন শ্রীবাস বলিতেছেন, "ভগবান! এই যে জগজ্জননী? ইনি তোমাকে দর্শন করিয়া নানাবিধ ভাবে কুণ্ঠিত হইয়াছেন। কিন্তু তুমি কৃপা করিয়া ইঁহার গর্ভে জন্ম লইয়াছ, অতএব ইঁহাকে ডাকিয়া সম্ভাষণা কর।"

তখন শ্রীনিমাইয়ের মুখে ঈষৎ হাস্যময় বিরক্তির চিহ্ন দেখা গেল। মাতাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন, "ইনি আমার প্রসাদ পাইবার যোগ্য নহেন। কারণ, আমাকে পাগল করিতেছ বলিয়া, ইনি দিবানিশি তোমাদের ন্যায় আমার ভক্তগণকে অশ্রদ্ধা করিয়াছেন। যিনি আমার ভক্তগণকে অশ্রদ্ধা করেন, তাঁহার গর্ভে জন্ম লইলেও আমি তাঁহাকে প্রসাদ করিতে পারি না।"

ইহাতে অদ্বৈত বলিতেছেন, "প্রভু, তোমার কি এই বিচার? জননী, তোমার বাৎসল্য-প্রেমে অন্ধ হইয়া, আমাদের প্রতি বিরক্ত হইতেন, সেও কি তাঁহার অপরাধ হইল?"

শ্রীবাস শচীর কর্ণে বলিতেছেন, "যাও, শ্রীভগবানকে প্রণাম কর। এই সময় তাঁহার প্রসাদ আহরণ কর।" শচী ভয়ে ইতস্তত করিতেছেন, তখন শ্রীবাস একটু অধৈর্য্য হইয়া বলিতেছেন, "বিলম্ব কর কেন? ইনি তোমার পুত্র নহেন, দেখিতেছ না? যাও, শীঘ্র প্রণাম কর।"

তখন সেই বৃদ্ধা রমণী শচী, গললগ্নীকৃতবাস হইয়া, যাঁহাকে তিনি নিজ পুত্র বলিয়া জানিতেন, সেই শ্রীনিমাইয়ের চরণে পতিত হইলেন।

শ্রীনিমাই তখন তাঁহার কঠিন ভাব পরিত্যাগ করিয়া, প্রসন্ন বদনে, শ্রীশচীর মস্তকে শ্রীচরণ দিয়া বলিলেন, "তোমার বৈষ্ণব অপরাধ ক্ষয় হউক।" যথা চৈতন্যচরিতে—

ইত্যুক্তে সতি সহসা মহাশয়োঽস্যা-
মূর্দ্ধি শ্রীযুতপদপঙ্কজং স নাথঃ।
আধায় প্রার্থিত কৃপস্তথৈব তস্মৈ
কারুণ্যং পরিকলয়ন্নুবাচ হৃষ্টঃ॥

ভগবানের এই আশ্বাসিত বাক্য শুনিয়া শচী উঠিয়া দাঁড়াইলেন, এবং দেবকী সদ্যোজাত শ্রীকৃষ্ণকে লক্ষ্য করিয়া যে শ্লোকটি বলিয়াছিলেন, তিনি সেই শ্লোকটি বারম্বার পাঠ করিতে লাগিলেন, যথা—

তথা পরমহংসানাং মুনীনামমলাত্মনাম্।
ভক্তিযোগ-বিধানার্থং কথং পশ্যেমহিস্ত্রিয়ঃ॥

বলা বাহুল্য শচী লেখা পড়া জানিতেন না। উপরি উক্ত শ্লোক পড়িয়া শচী আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন। তখন শ্রীভগবানের ইঙ্গিত পাইয়া ভক্তগণ শ্রীশচীকে অনেক যত্নে নৃত্য হইতে ক্ষান্ত ও শান্ত করিলেন। যখন যুবতীগণের মস্তকে শ্রীপাদ দিয়া, প্রভু বলিয়াছিলেন, "তোমাদের চিত্ত আমাতে হউক," তখন নিমাই কি অন্য কেহ কুণ্ঠিত হয়েন নাই। এখন নিমাই যে সাতষট্টি বৎসরের বৃদ্ধা জননী শচীর মস্তকে শ্রীপাদ প্রদান করিলেন, ইহাতেও তিনি কি অন্য কেহ কুণ্ঠিত হইলেন না। কারণ যখন শ্রীনিমাই যুবতীগণকে বর প্রদান করেন, তখন তিনি ওরূপ অন্য নবীনপুরুষভাবে উহা করেন নাই। যখন তিনি বর প্রদান করেন, তখন তিনি শ্রীভগবান, সর্ব্বজগতের প্রধান। আর সেইরূপে, যখন তিনি শ্রীশচীর মস্তকে পদার্পণ করেন, তখন তিনি উহা শচীনন্দনভাবে করেন না। তখন তিনি সকল জগতের পিতা, শচীরও বটে।

ভক্তগণ শচীদেবীকে তাঁহার পুত্রের আরতি করিতে অনুরোধ করিলেন। তখন শচী শ্রীচরণ স্পর্শে প্রেমধন পাইয়া, নির্ভয় ও আনন্দোন্মত্ত হইয়াছেন। শচী আরতি করিতে প্রবৃত্ত হইয়া সঙ্গিনীগণকে ডাকিলেন। শ্রীবাসের স্ত্রী মালিনী প্রভৃতি মহিলারা আসিলেন। ভক্তগণ কেহ আরাত্রিকের গীত গাইতে লাগিলেন, আর কেহ মৃদঙ্গ, শঙ্খ, মন্দিরা, করতাল বাজাইতে

লাগিলেন। স্ত্রীগণ হুলুধ্বনি করিতে লাগিলেন। এই "মহাপ্রকাশ," যাহা সাত প্রহর ছিল, ভক্ত মাত্রেই দর্শন করিয়াছিলেন। প্রসিদ্ধ পদ-কর্ত্তা তিন ভাই, বাসু, মাধব, ও গোবিন্দ একত্র হইয়া এই মহাপ্রকাশ দর্শন করেন এবং তাঁহারা চক্ষে যাহা দেখিয়াছিলেন, তাহার আমূল বৃত্তান্ত "মহাপ্রকাশ" নামক পদে এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, যথা—

তাম্বুল ভক্ষণ করি বসিলা সিংহাসনে।
শচীদেবী আইলেন মালিনীর সনে॥
পঞ্চদীপ জ্বালি তিঁহ আরত্রি করিল।
নির্ম্মঞ্ছন করি শিরে ধান দূর্ব্বা দিল॥
ভক্তগণ সবে করে পুষ্প বরিষণ।
অদ্বৈত আচার্য্য দেই তুলসী চন্দন॥
দেখিতে আইসে দেব নরে এক সঙ্গে।
নিত্যানন্দ ডাহিনে বসিয়া দেখে রঙ্গে॥
গোরা অভিষেক এই অপরূপ লীলা।
গোবিন্দ মাধব বাসু প্রেমেতে ভাসিলা॥

আরাত্রিক হইলে নিমাইয়ের ইচ্ছা ক্রমে ভক্তগণ শচীকে বাড়ী পাঠাইলেন। তখন শ্রীভগবান বলিতেছেন, "শ্রীধরকে নিয়া এসো।" "শ্রীধর কে?" ভক্তগণ জিজ্ঞাসা করিলেন। প্রভু বলিলেন, যে শ্রীধর তাঁহাকে কলাপাতা ও খোলা যোগাইয়া থাকে। কয়েক জন ভক্ত অমনি ছুটিয়া গেলেন। সেই চঞ্চল ব্রাহ্মণকুমার, যিনি তাহার সঙ্গে কলার পাতা লইয়া কাড়া কাড়ি করিতেন, শ্রীধর আর তাঁহাকে তখন দেখিতে পান না। শুনিয়াছেন, তিনি পরম ভক্ত হইয়াছেন। ইহাও শুনিয়াছেন, তিনি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ। কিন্তু শ্রীধর অতি ক্ষুদ্র ব্যক্তি, সাহস করিয়া দেখিতে আসিতে পারেন না। নিশি-যোগে শ্রীধর বসিয়া উচ্চৈঃস্বরে নাম জপ করিতেছেন, এমন সময় জন-কয়েক আসিয়া তাঁহাকে বলিলেন, "শচীর উদরে শ্রীকৃষ্ণ জন্ম লইয়াছেন। অদ্য প্রকাশ হইয়া তোমাকে ডাকিতেছেন।" দরিদ্র শ্রীধর, খোলা বেচেন, শ্রীনবদ্বীপে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের স্থানে নিতান্ত ঘৃণেয় ব্যক্তি। তাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণ ডাকিতেছেন, ইহা ভাবিয়া আনন্দে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

তখন ভক্তগণ বেগতিক দেখিয়া তাঁহাকে সকলে ধরাধরি করিয়া লইয়া চলিলেন। নদীয়ার লোকে দেখিয়া অবশ্য কৌতুক করিতে লাগিল। কিন্তু

তাহাতে শ্রীধরের বাহুক ভক্তগণের কি? তাঁহাদের পরানন্দে তিলমাত্র বাহ্যাপেক্ষ ফল নাই। এইরূপে শ্রীধরকে সকলে ধরিয়া নিয়া প্রভুর সম্মুখে উপস্থিত করিলেন।

তখন প্রভু বলিতেছেন, "ওহে শ্রীধর উঠ। তোমার উপর আমার বড় স্নেহ। তাহা না হইলে তোমার দ্রব্য কাড়িয়া কেন লইব? আমাকে দর্শন কর।" শ্রীধর সেই মধুর বাক্যে চেতন পাইলেন। চেতন পাইয়া দেখেন যে, তাঁহার সেই চঞ্চল ব্রাহ্মণকুমার বটে। দেখিতে দেখিতে সেই নিমাই শ্রীধরের নিকট শ্যামসুন্দর রসকূপ হইলেন। শ্রীধর দেখিতেছেন যে, কত কোটি দেবদেবী তাঁহাকে স্তুতি করিতেছেন। শ্রীধর আবার অচেতন হইবার উপক্রম হইলেন, এমন সময় প্রভু তাঁহার সহিত কথা কহিতে লাগিলেন। প্রভু বলিতেছেন, "তুমি চিরদিন দুঃখ পাইয়াছ, এখন আর তোমার দুঃখ কি?" শ্রীধর করযোড়ে বলিতেছেন, "প্রভু, তোমার দোষ নাই। আমি মূর্খ, নিজ দোষে ফাঁকিতে পড়িয়াছি। তুমি না আমাকে বার বার নিজ পরিচয় দিয়াছিলে, তুমিইত আমাকে বলেছিলে, 'তুই যে গঙ্গা পূজা করিস্, আমি তার বাপ?' তবু আমি মূঢ়মতি তোমাকে চিনিতে পারি নাই।" নিমাই বলিতেছেন, "তুমি আমাকে না চিন, আমি তোমাকে বরাবর চিনি।"

শ্রীধর বলিতেছেন, "আমার খোলা বেচা সার্থক হইল। কুব্জা তুলসী চন্দন দিয়া তোমার চরণ পাইয়াছিল, আমি কলার খোলা দিয়া তোমার পাদপদ্ম দর্শন করিলাম।"

শ্রীভগবান ইহাতে হাসিয়া বলিলেন, "শ্রীধর! তুমি ঠিক কথা বল নাই। তুমি আমাকে খোলা ও পাতা কবে দিয়াছিলে? আমি না কাড়িয়া লইয়াছিলাম? কিন্তু করি কি, তুমি কোন মতে দিবে না। তবে তুমি নিশ্চিত জানিও আমি ভক্তের দ্রব্য এইরূপে চিরকাল কাড়িয়া লইয়া থাকি। আমার মনে ধ্রুব বিশ্বাস যে ভক্তের দ্রব্যে আমার সম্পূর্ণ অধিকার আছে। এখন শ্রীধর শুন। তুমি চিরদিন দুঃখ পাইয়াছ। অদ্য তোমাকে আমি অষ্টসিদ্ধি দিব, দিয়া তোমার দারিদ্র্য ঘুচাইব।"

শ্রীধর বলিলেন, "আমি অষ্টসিদ্ধি নিয়া কি করিব? আমি মহাজনকে পাইয়াছি, আমি ধন কেন নিব?" তখন প্রভু বলিতেছেন, "তুমি চিরদিনের দরিদ্র, তুমি যদি অষ্টসিদ্ধিরূপ প্রসাদ না লও, আমি তোমাকে একটি সাম্রাজ্যের রাজা করিব। তাহা হইলে পরম সুখে থাকিবে।"

শ্রীধর বলিতেছেন, "ঠাকুর! আমি রাজ্য চাহি না। আমি অন্যের উপর প্রভুত্ব করিতে চাহি না। আমি তোমার কাছে কিছুই চাহি না।"

তখন প্রভু বলিতেছেন, "সে কি? আমার দর্শন ব্যর্থ হইতে পারে না। তোমাকে অবশ্য বর মাগিতে হইবে।"

তখন শ্রীধর বলিতেছেন, "আমি ত খুঁজিয়া পাই না কি বর মাগিব। তবে যদি তোমার আজ্ঞায় বর মাগিতে হয়, তবে এই বর দাও যে, যে চঞ্চল পরম সুন্দর, প্রভূতশক্তিসম্পন্ন ব্রাহ্মণকুমার, আমি দুর্ব্বল বলিয়া, আমার হাতের খোলা পাত জোর করিয়া কাড়িয়া লইতেন আর কন্দল করিতেন, তিনি চাঞ্চল্য ত্যাগ করিয়া, এখন নিশ্চল হইয়া, আমার হৃদয়েশ্বর হইয়া থাকুন।"

ভক্তগণ শ্রীধরের প্রার্থনা শুনিয়া একেবারে বিস্মিত হইলেন।

তখন প্রভু বলিতেছেন, "তুমি দরিদ্র, কাঙ্গাল, সমাজে ঘৃণিত, আমি তোমার সম্মুখে। আমার কথা অব্যর্থ তুমি জান। আমি অষ্টসিদ্ধি দিলাম, তুমি লইলে না। সাম্রাজ্য দিতে চাহিলাম, লইলে না। তুমি ভক্ত, এ সমুদায় তুচ্ছ দ্রব্য কেন লইবা? তুমি এ সমুদায় লইবে না তাহা আমি জানি। আমি ত তোমাকে পরীক্ষা করিতেছিলাম না, জীবগণকে আমার ভক্তের মাহাত্ম্য দেখাইবার নিমিত্ত তোমাকে প্রলোভন দেখাইলাম। এখন আমিই তোমাকে বর দিতেছি, তোমার আমাতে প্রেম হউক।"

এই কথা বলিবামাত্র শ্রীধর মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন।

তখন শ্রীভগবান মুরারিকে ডাকিলেন। মুরারি সভয়ে দূরে ছিলেন, এখন অগ্রবর্ত্তী হইলেন। অগ্রবর্ত্তী হইয়া দীঘল হইয়া চরণে পড়িলেন। মুরারি দৈন্যতার খনি। শুধু তাহা নয়, যেমন ভক্ত, তেমনি পরোপকারী। মুরারির দোষ, তাঁহার একটু জ্ঞানের দিকে টান। প্রভু বলিতেছেন, "মুরারি! তুমি অধ্যাত্মচর্চ্চা ছাড়িয়া দাও।" তখন মুরারি মুখ না তুলিয়া বলিতেছেন, "আমি অধ্যাত্মচর্চ্চা কিরূপে করিব? কার কাছে শিখিব?" তখন নিমাই একটু শ্রীঅদ্বৈতকে ইঙ্গিত করিয়া বলিলেন, "কেন, তুমি কমলাক্ষের সঙ্গে চর্চ্চা করিয়া থাক।" কমলাক্ষ শ্রীঅদ্বৈতের নাম। ইহাতে অদ্বৈত তাঁহার প্রতি একটু কটাক্ষ দেখিয়া বলিতেছেন, "প্রভু! অধ্যাত্মচর্চ্চা কি ভাল নহে?" তাহাতে শ্রীভগবান বলিলেন, "অধ্যাত্মচর্চ্চা ভাল কি মন্দ আমি

বলিতেছি না, তবে উহা করিলে আমাকে পাইবা না। অধ্যাত্মচর্চ্চার ফল আমি নয়।” ইহার তাৎপর্য্য এই যে, যাঁহারা তেজ প্রভৃতি ধ্যান করেন, তাহাদের সচ্চিদানন্দ বিগ্রহরূপ যে মধুময় ভগবান তাহা প্রাপ্তি হয় না। কারণ ভগবান, তাঁহাকে যে যেরূপে ভজনা করে তিনি তাহাকে সেইরূপে ভজিয়া থাকেন। এই কথা শুনিয়া অদ্বৈত ভয়ে নীরব হইলেন।

তখন শ্রীনিমাই মুরারিকে আবার বলিতেছেন, “তুমি অধ্যাত্মচর্চ্চা কর এ বড় আশ্চর্য্য যেহেতু তুমি সাক্ষাৎ হনুমান। মুরারি! এখন মস্তক উঠাইয়া তুমি আমার প্রতি চাও।” মুরারি মস্তক উঠাইলেন। মুরারির ভজন সীতারাম। মস্তক উঠাইয়া দেখেন যে, বিষ্ণুখট্টায় আর নিমাই বসিয়া নাই, শ্রীরামচন্দ্র বসিয়া, বামে সীতা। লক্ষ্মণ ছত্র ধরিয়াছেন, ভরত শত্রুঘ্ন চামর ব্যজন করিতেছেন। মুরারি দর্শন করিয়া অচেতন হইলেন। ফলকথা, যাঁহার যিনি ইষ্টদেবতা তখন ভক্তগণ নিমাইকে সেইরূপে দেখিতেছেন। শ্রীধর দেখিলেন শ্রীকৃষ্ণ বসিয়া, মুরারি দেখিলেন শ্রীরাম বসিয়া।

তখন “হরিদাস, হরিদাস” বলিয়া প্রভু ডাকিলেন। হরিদাস পিঁড়ায় উবুড় হইয়া পড়িয়া আছেন। হরিদাসের ন্যায় দীন জগতে নাই। যদিচ সর্ব্বোচ্চ, তত্রাচ আপনাকে সরলভাবে অধমের অধম ভাবেন। প্রভু বলিতেছেন, “হরিদাস, এস আমাকে দর্শন কর।” হরিদাস বাহির হইতে বলিতেছেন, “প্রভু! আমাকে ক্ষমা কর। আমাকে কেন এত কৃপা করিতেছেন? আমি তোমার এত কৃপার উপযুক্ত নহি। তুমি আমাকে যত কৃপা করিতেছ, ততই আমি কিরূপ অধম তাহা বুঝিতেছি।” যাঁহারা ভাল হইয়া আপনাদিগকে অধম ভাবেন, শ্রীভগবান তাঁহাদিগকে বড় ভাল বাসেন। ভগবান আবার বলিতেছেন, “হরিদাস, তোমার দৈন্যে আমি বড় দুঃখ পাই। তুমি এস, এসে আমাকে দর্শন কর।” তখন হরিদাসকে সকলে ধরিয়া প্রভুর সম্মুখে লইয়া গেলেন।

হরিদাস যাইয়া শ্রীচরণ হইতে দূরে দীঘল হইয়া পড়িলেন। প্রভু বলিতেছেন, “হরিদাস! বর মাগো।” হরিদাস বলিতেছেন, “প্রভু! তুমি আমার গতি। তুমিই আমার দয়াল। আমা হেন পতিতকে দয়া কর। তুমি ভক্তবৎসল, কিন্তু আমি ভক্ত নহি। তুমি দীন দয়াল, কিন্তু আমি দীন নহি, অভিমানে আমার অন্তর পরিপূর্ণ। তবে তুমি অহেতুক

দয়া করিয়া থাক; এখন তুমি সেই গুণে আমি যে বিষয় কূপে পড়িয়া আছি, তাহা হইতে আমাকে উদ্ধার কর।"

প্রভু বলিতেছেন, "আমি তোমার দীনতায় তোমার নিকট চিরঋণী। এখন তুমি বর প্রার্থনা কর, আমি তোমার সমুদায় দুঃখ মোচন করিব।"

হরিদাস বলিতেছেন, "প্রভু! যদি আমাকে আর কৃপা করিতে ইচ্ছা হইয়া থাকে, তবে তাহাই হউক। আমার বলিতে ভয় হয়। অভিমান যেন আমার হৃদয়ে স্থান না পায়। আমাকে দীন কর, তাহা হইলে তোমার কৃপা পাইবার উপযুক্ত হইব। প্রভু! যদি তুমি আমাকে বর দিবে, তবে যেন আমার ভাগ্যে তোমার ভক্তের প্রসাদ মিলে।"

হরিদাসের প্রার্থনা শুনিয়া সকলে "জয় হরিদাস" "জয় শচীনন্দন" বলিয়া উঠিলেন! এই জয়ধ্বনির হেতু একবার অনুভব করুন। মনে ভাবুন শ্রীভগবান সম্মুখে। তিনি বর দিবার নিমিত্ত বিনয় করিতেছেন, কিন্তু ভক্তগণ লইতেছেন না। এরূপ যদি কেহ করেন তিনি আমাদের ন্যায় মনুষ্য নয়। শ্রীগৌরাঙ্গের ভক্তগণ তাহাই করিতেছেন। পাঠক মহাশয়, শ্রীগৌরাঙ্গের প্রতি আপনার কত দূর বিশ্বাস জানি না। কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গের ভক্তগণের তাঁহার প্রতি বিশ্বাস অটল। তাঁহারা ঠিক জানিতেছেন যে, তাঁহারা যাহা বর মাগিবেন তাহাই পাইবেন। কিন্তু হরিদাস কিছু লইলেন না। ফল কথা, তখন হরিদাসের কি ভক্তগণ মাত্রের এরূপ মনের অবস্থা হইয়াছে যে অফল বর, কি ঐশ্বর্য্য কামনা তাঁহাদের পক্ষে অসম্ভব হইয়াছে।

প্রভু বলিতেছেন, "হরিদাস! তুমি যে বর মাগিলে এ তোমার উপযুক্তই হইয়াছে। আমার ঠাকুরালী তোমাদের ন্যায় ভক্ত লইয়া। হরিদাস! যখন তোমাকে দুষ্টগণে নির্দ্দয়তার সহিত প্রহার করে, তখন আমি অবশ্য নিবারণ করিতে পারিতাম। কিন্তু আমি করিলাম না, না করিয়া অলক্ষিতে তোমাকে হৃদয়ে করিয়া রাখিয়াছিলাম। সেই নিমিত্ত তুমি পরমানন্দে ছিলে, বেদনা পাও নাই। তবে আমি সেই দুরাত্মাগণকে বধ করিয়া কেন তোমাকে রক্ষা করি নাই, তাহার কারণ তুমি কি বুঝ নাই? এই যে সেই নিষ্ঠুরগণ তোমাকে যত প্রহার করিতেছিল, আর ততই তুমি তাহাদের মঙ্গলের নিমিত্ত আমাকে ডাকিতেছিলে, আমি যদি তাহাদিগকে বধ করিতাম, তবে এ কথাটি হইত না। এই কথাটি এখন জগতে রহিল।

ইহাতে লোকে আমার ভক্তের মহিমা বুঝিতে পারিবে, আর লক্ষ লক্ষ জীবের মঙ্গল হইবে।"

এই কথা শুনিয়া হরিদাস প্রেমে মূর্চ্ছিত হইলেন, আর ভক্তগণ আনন্দে বিহ্বল হইলেন।

তখন শ্রীভগবান বলিতেছেন, "তোমাদের যাহার যাহা ইচ্ছা বর মাগো।" শ্রীভগবান সম্মুখে, তাহাতে সকলে আপনাকে পূর্ণ ভাবিতে লাগিলেন। তাঁহাদের যে কিছু অভাব আছে ইহা কেহই বুঝিতে পারিলেন না, তবে তাঁহাদের প্রিয় বস্তুর হিত কামনা করিয়া বর মাগিতে লাগিলেন। কেহ বলিতেছেন, "প্রভু, আমার পিতা বড় কঠিন, তাহার হৃদয় দ্রব করাইয়া দিউন।" প্রভু বলিতেছেন, "তথাস্তু।" কেহ বলিতেছেন, "তাহার স্ত্রী নিতান্ত দুর্ম্মুখী ও তাহারা সংকীর্ত্তনের বিরোধী, তাহার চিত্ত ভাল করিয়া দিউন।" অমনি প্রভু বলিতেছেন, "তথাস্তু।"

সকলে এইরূপ আনন্দসাগরে সন্তরণ দিতেছেন, কিন্তু একজন পিঁড়ায় পড়িয়া কান্দিতেছেন। তিনি মুকুন্দ! মুকুন্দ নিমাইয়ের নিতান্ত প্রিয়, এবং নিমাইয়ের নিতান্ত প্রিয় গদাধর, তাঁহারও প্রিয়। মুকুন্দ সুগায়ক, এমন কি নিমাই তাঁহাকে কৃষ্ণের গায়ক বলিতেন। সেই মুকুন্দ পিঁড়ায় পড়িয়া কান্দিতেছেন কেন? ঘরে যাইতে পারেন নাই, যেহেতু প্রভু তাঁহাকে ডাকেন নাই। প্রভু পিঁড়া হইতে একে একে সকলকে ঘরে ডাকিয়া আনিয়াছেন। বিনা অনুমতিতে কাহার যাইবার সাধ্য নাই। মুকুন্দকে ডাকিতেছেন না, মুকুন্দ যাইতে পারিতেছেন না, দুঃখে পিঁড়ায় পড়িয়া কান্দিতেছেন। সকলে বুঝিলেন যে, প্রভু ইচ্ছা করিয়া মুকুন্দকে দণ্ড দিতেছেন, কিন্তু কেহ সাহস করিয়া কিছু বলিতে পারিতেছেন না। শ্রীবাস সাহস করিয়া বলিলেন, "প্রভু! তোমার মুকুন্দ পিঁড়ায় পড়িয়া কান্দিতেছেন, একবার তাহাকে ডাকো, ডাকিয়া প্রসাদ কর।" শ্রীভগবান বলিতেছেন, "আমার মুকুন্দ? মুকুন্দ আমার, তোমাদিগকে কে বলিল?"

শ্রীবাস বলিলেন, "প্রভু! তুমি অবিচার করিলে বিচার কে করিবে? মুকুন্দ তোমার না তবে কাহার? মুকুন্দের মত তোমার আর কটী আছে।"

প্রভু বলিলেন, "তোমরা জান না তাই ওরূপ বলিতেছ। সম্মুখে মুকুন্দ খুব ভাল। আবার যখন পণ্ডিতের দলে প্রবেশ করে, তখন পরম জ্ঞানী;

ভক্তিধর্ম্মকে ঘৃণা করে। অর্থাৎ ইহার চঞ্চল মতি, যখন যে দলে প্রবেশ করে তখন সেই মত কথা বলে। এরূপ লোকে আমার দর্শন পাইতে পারে না। তোমরা উহার নিমিত্ত আমাকে অনুরোধ করিও না।" মুকুন্দ সুগায়ক, সকলের প্রিয়। প্রভুর এরূপ কঠোর আজ্ঞা শুনিয়া সকলে বিষণ্ণ হইলেন, আর কেহ কোন উত্তর দিতে সাহস পাইলেন না। মুকুন্দ পিঁড়া হইতে সব শুনিতেছেন। তাঁহার কি দণ্ড তাহা শুনিলেন, কি অপরাধে দণ্ড হইল তাহাও শুনিলেন। তখন মুকুন্দ সেই বাহির হইতে চেঁচাইয়া শ্রীবাসকে বলিতেছেন, "ঠাকুর পণ্ডিত! আপনারা আমার নিমিত্ত প্রভুকে কিছু অনুরোধ করিবেন না, আমার যেরূপ অপরাধ তাহা অপেক্ষা অনেক লঘু দণ্ড হইয়াছে।" ইহা বলিয়া মুকুন্দ ভাবিতেছেন, "দণ্ড পাইলাম ভালই হইল। প্রভু, প্রিয় ব্যক্তি ব্যতীত দণ্ড করেন না। তবে এ দেহটি রাখা হইবে না। ইহা অপবিত্র দেহ, যেহেতু এ দেহ ভক্তি মানে নাই, না মানিয়া অতিশয় অপবিত্র হইয়াছে। কিন্তু দেহ ত্যাগ করার অগ্রে এই সময় একটা কথা জানিয়া যাই।" ইহা ভাবিয়া আবার শ্রীবাসকে বলিতেছেন, "ঠাকুর পণ্ডিত! আপনারা আমার নিমিত্ত অনুরোধ করিবেন না। কিন্তু প্রভুর নিকট আপনারা সকলে মিনতি করিয়া এই কথা জিজ্ঞাসা করুন যে, আমি কি কোন কালে তাঁহার দর্শন পাইব?"

প্রভু এই কথা বিষ্ণুখট্টায় বসিয়া শুনিতেছেন। ইহা শুনিয়া তাঁহার কমল-নয়ন ছল ছল করিতে লাগিল। কিন্তু মনের ভাব গোপন করিয়া বলিলেন, "মুকুন্দ! তুমি অবশ্য আমার দর্শন পাবে, কিন্তু সে এক কোটি জন্মের পরে।"

প্রভুর শ্রীমুখের এই বাক্য শুনিয়া মুকুন্দ আপনা আপনি বলিতেছেন, "দর্শন পাব ত? তা' না হয় কোটি জন্ম পরে। পাব ত? তবে আর কি? পাব ত? প্রভুকে পাব ত, না হয় কিছুকাল পরে? কোটি জন্ম আর কটা দিন? প্রভুকে যখন পাব নিশ্চয় জানিলাম তখন কোটি জন্ম এক মুহূর্ত্ত বই নয়।" ইহা বলিয়া সেই সন্তপ্ত, রোরুদ্যমান, ধূলায় ধূসরিত মুকুন্দ গাত্রোত্থান করিয়া, "পাবো" "পাবো" বলিয়া আনন্দে বিহ্বল হইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন!

তখন গৃহাভ্যন্তরে, বিষ্ণুখট্টায় উপবেশিত ভগবানের নয়ন দিয়া ধারা পড়িতে লাগিল।

নয়ন বেগ সম্বরণ করিয়া, প্রভু ভঙ্গ স্বরে মুকুন্দকে ডাকিতেছেন, "মুকুন্দ! ঘরে এস।" কিন্তু তখন কে কার কথা শুনে। মুকুন্দ "পাবো" "পাবো" বলিয়া অতুলানন্দে বিভোর, প্রভুর আহ্বান শুনিতে পাইলেন না। ভক্তগণ বাহিরে আসিয়া মুকুন্দকে ধরিলেন, আর বলিলেন, "মুকুন্দ! শুন্‌ছ না? প্রভু তোমাকে ডাকিতেছেন, ঘরে চল।" মুকুন্দের অর্দ্ধ অচেতন অবস্থা। বলিতেছেন, "তোমরা শুনেছ ত? আমার সর্ব্বার্থ সিদ্ধ হইয়াছে। আমি কোটি জন্ম পরে প্রভুকে পাব!"

শ্রীভগবান ঘর হইতে বলিতেছেন, "মুকুন্দ! তুমি ঘরে এস।" মুকুন্দকে তখন সকলে ঘরে ধরিয়া লইয়া গেলেন। মুকুন্দ অর্দ্ধ ক্ষিপ্তের ন্যায় প্রভুর অগ্রে করযোড়ে দাঁড়াইলেন। তখন প্রভু গদ গদ হইয়া বলিতেছেন, "মুকুন্দ আমার কথা অব্যর্থ তাহা তুমি জান। জানিয়া কোটি জন্ম পরে আমাকে পাইবে শুনিয়া তোমার সর্ব্বার্থ সিদ্ধ হইল ভাবিতেছ। অতএব তোমা অপেক্ষা আমার নিজজন ত্রিজগতে কে আছে? বস্তুত, আমি তোমার সহিত পরিহাস করিতেছিলাম। কেবল পরিহাসও নয়, তুমি বস্তু কি, তাহা আমি ভক্তগণকে দেখাইলাম। মুকুন্দ তুমি যদি কোটি অপরাধ কর তবু কি আমি তোমাকে দণ্ড করিতে পারি? তুমি যেরূপ আমার, আমিও সেইরূপ তোমার। তুমি এখন গৃহাভ্যন্তরে আগমন করিলে, করিয়া আমার আনন্দের যে অভাব রহিয়াছে তাহা পূর্ণ করিলে।"

মুকুন্দকে সকলে অভ্যন্তরে লইয়া গেলেন। তখন শ্রীভগবান সমস্ত ঐশ্বর্য্য ছাড়িয়া একেবারে মাধুর্য্য ভাব ধরিলেন। যতক্ষণ তাঁহার ঐশ্বর্য্য ভাব ছিল ততক্ষণ ভক্তগণ ভয়ে ভয়ে একটু দূরে ছিলেন। শ্রীভগবান মাধুর্য্য ভাব ধরিয়া ভক্তগণকে নিকটে আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। সকলে মিলিয়া তখন মধুর নৃত্য করিতে ও গীত গাহিতে লাগিলেন। সকলে বুঝিলেন তাঁহারা রাসমণ্ডলে শ্রীভগবানের সহিত বিহার করিতেছেন। পরে শ্রীভগবান ভক্তগণকে চর্ব্বিত তাম্বুল প্রদান করিলেন। তাহার সুগন্ধে ভক্তগণ উন্মত্ত হইলেন। তখন কেহ শ্রীভগবানের হস্ত ধরিয়া স্পর্শ সুখ, কেহ তাঁহার বদন দর্শন করিয়া দর্শন সুখ, কেহ তাঁহার চরণ লেহন করিয়া আস্বাদ সুখ, অনুভব করিতে লাগিলেন। শ্রীভগবান কাহাকে চুম্বন, কাহাকে আলিঙ্গন, কাহার হস্ত ধরিয়া নৃত্য প্রভৃতি বিবিধ বিহার করিতে লাগিলেন। যথা চৈতন্যচরিত কাব্যে—

আশ্লেষৈঃ কতিচ তথৈষ কাংশ্চিদন্যা-,
নাচুম্বৈ স্তদনুচ চর্ব্বিতৈ স্তথান্যান্।
ইত্যেবং পরম কৃপানিধিঃ সুতৃপ্তান্,
চক্রে সদ্বিলসিত লীলয়া মহত্যা ॥

এইরূপে মধুর ভজনে সকলে রজনী যাপন করিতেছেন, কিন্তু ক্রমে ভক্তগণ ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন। মনুষ্য বহুক্ষণ শ্রীভগবানের সঙ্গ করিতে পারে না। যদি ঐশ্বর্য্যশালী ভগবান হয়েন, তবে এক মুহূর্ত্তও পারে না। যদি শ্রীভগবান ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য মিশাইয়া প্রকাশিত হয়েন কিয়ৎক্ষণ পারে। শুধু মাধুর্য্যময় ভগবান হয়েন, তবে আর অধিকক্ষণ পারে, কিন্তু পরিশেষে মনুষ্যদেহ কাতর হইয়া পড়ে। সাধন ভজনের ফল এই যে, ইহা দ্বারা মনুষ্যের ভগবৎসঙ্গ করিবার শক্তি ক্রমে বাড়িয়া যায়, সাত প্রহর কাল শ্রীভগবানের সঙ্গে বিহার করিয়া ভক্তগণ একেবারে শ্রান্ত হইয়া পড়িলেন। সমস্ত দিন কাহারও আহার, নিদ্রা, কি আরাম মাত্র হয় নাই; যাঁহার নিদ্রা আসিতেছে তিনি নিদ্রা যাইতে পারিতেছেন না; যিনি ক্লান্ত হইয়া পড়িতেছেন, তিনি আরাম করিতে পারিতেছেন না। শ্রীভগবানকে রাখিয়া কে ঘুমাইবেন বা আরাম করিবেন? তখন সকলে ভাবিতেছেন যে, এই বস্তুটি আবার নিমাই পণ্ডিত হইলেই ভাল হইত। যদিও ভগবান মধুর ভাবে বিরাজ করিতেছেন, তবুও তিনি ভগবান। সে ভাব ভগবানের আলিঙ্গন পাইয়াও, তাঁহাদের মন হইতে একেবারে যাইতেছে না। তখন শ্রীঅদ্বৈত সকলের সহিত পরামর্শ করিয়া শ্রীভগবানকে ইহাই বলিয়া স্তব করিতে লাগিলেন যে, "প্রভু আমরা ক্ষুদ্র কীট। তোমার তেজঃ সহ্য করিতে পারিতেছি না, তুমি আবার সম্পূর্ণরূপে নররূপ ধারণ কর।" যথা চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকের প্রেমদাসের অনুবাদ—

অদ্বৈত বলেন শ্রীনিবাস আদি শুন।
প্রভুর ঈশ্বরাবেশ কিসে যায় পুনঃ ॥
সবে বলে অদ্বৈত কহিলে সর্ব্বোত্তম।
ইহা হইতে নর-লীলা সর্ব্ব মনোরম ॥
সর্ব্বগণ বহু স্তব করি পুনর্ব্বার।
কহে প্রভু নিবেদন শুন মো সবার ॥

যগ্যপিহ নিত্য ভগবত ভগবত্তা।
সচ্চিদানন্দময় বিগ্রহ সর্ব্বথা॥
তথাপি যে দেহ যবে করহ স্বীকার।
তাহার স্বভাব তত্ত্ব করহ প্রচার॥
সংপ্রতিহ কৃপা করি সেইরূপ কর।
সানন্দ আবেশ প্রভু তুমি পরিহর॥

তখন শ্রীভগবান বলিলেন, "ভাল শীঘ্র গমন করিতেছি।" ইহা বলিয়া তিনি হুঙ্কার করিলেন, আর শ্রীনিমাইয়ের দেহ মৃত্তিকায় পড়িয়া গেলেন। তখন আস্তে ব্যস্তে সকলে নিমাইকে ধরিলেন, দেখেন নিমাই শুদ্ধ চেতনহারা হইয়াছেন তাহা নয়, তাঁহার জীবনের লক্ষণ কিছুমাত্র নাই। ডাকিলে উত্তর দান ত করিলেনই না, কিন্তু সকলে দেখিলেন যে, তাঁহার নিশ্বাস পর্য্যন্ত রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। নাসিকায় তুলা ধরিয়া দেখিলেন উহা কম্পিত হইল না। ভক্তগণ হস্ত পদ উঠাইয়া যেখানে যে অবস্থায় রাখিতে লাগিলেন উহা সেখানে থাকিতে লাগিল। এমন কি, নিমাইকে তখন ঠিক মৃত ব্যক্তির ন্যায় বোধ হইতে লাগিল।

যথা চৈতন্যচরিত মহাকাব্যে—

ভূয়োঽয়ং মৃদি চ বিলুঠ্য চত্বারন্তিঃ
সংমূর্চ্ছন্নিব বিররাম রম্যমূর্ত্তিঃ।
চেষ্টাস্তং ন কিমপি নোত্তবঞ্চ কিঞ্চি-
ন্নস্পন্দঃ শ্বসিত সমীরণশ্চ নৈব॥
চিক্ষেপ ক্ষিতিষু যথা ভুজৌ তথা তৌ
তস্থৌ শ্রীপদ যুগলং যথা যথাঽসৌ
চিক্ষেপ ক্ষণ মনু বিস্মভাঙ্গ চেষ্টঃ॥

দুই চারি দণ্ড রাত্রি থাকিতে নিমাই এইরূপ মৃতবৎ হইয়া পড়িলেন। ভক্তগণ অনেক চেষ্টা করিলেন কিছুতেই চেতন করাইতে পারিলেন না। নিমাইয়ের এরূপ ঘোর মূর্চ্ছা কখন কেহ পূর্ব্বে দেখেন নাই। শ্রীঅদ্বৈত মুখে জলের ছিটা দিয়া, নিমাইয়ের নাম ধরিয়া ডাকিয়া, ঘোর হুঙ্কার করিতে লাগিলেন, কিন্তু নিমাই যেমন তেমনি রহিলেন। প্রভাত হইল, নিমাই চেতন প্রাপ্ত হইলেন না। ক্রমে বেলা হইতে লাগিল, নিমাই তদবস্থায় রহিলেন, নিশ্বাস

ফেলিলেন না। ভক্তগণ ভাবিয়াছিলেন যে, এত পরিশ্রম ও রাত্রি জাগরণের পর একটু আরাম করিবেন, কিন্তু তাহা আর ঘটিল না। সকলে বিষণ্ণ ভাবে নিমাইকে ঘেরিয়া বসিয়া আছেন। কেহ রোদন করিতেছেন না, সকলে এক প্রকার নীরব হইয়া বসিয়া আছেন। যখন বহুক্ষণ নিমাই চেতন পাইলেন না, তখন তাঁহাদের মনে ভয় হইল যে, হয় ত শ্রীনিমাই একেবারেই চলিয়া গিয়াছেন, তিনি আর আসিবেন না। তখন তাঁহারা সকলে এই সংকল্প করিলেন যে, প্রভু যদি সত্যই চলিয়া গিয়া থাকেন, আর না ফিরিয়া আসেন, তবে তাঁহারা সকলেই তাঁহার অনুগমন করিবেন। শচীদেবীকে সংবাদ দেওয়া হয় নাই, শ্রীবাসের আঙ্গিনায় পূর্ব্ব দিন যে কপাট দেওয়া হইয়াছিল, তাহা আর খোলা হয় নাই।

এইরূপে বেলা দ্বিপ্রহর হইল! তখন ভক্তগণ নিশ্চয় স্থির করিলেন, আজ প্রভু সত্যই তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া গিয়াছেন, আর আসিবেন না। জ্যৈষ্ঠ মাস, দুই প্রহর বেলা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। কাহারও ক্ষুৎপিপাসা নাই। সকলে মরিবেন এই সংকল্প করিয়া নীরব হইয়া বসিয়া আছেন। কেবল একটি কারণে নিমাইকে লইয়া এতক্ষণ অপেক্ষা করিতেছেন। নিমাইয়ের যদিও নিশ্বাস প্রশ্বাস নাই, আর তিনি আড়াই প্রহর মৃত অবস্থায় পড়িয়া আছেন, তবু তাঁহার সুন্দর বদনের স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য একবিন্দুও যায় নাই। তখন একজন মৃদুস্বরে বলিতেছেন, "আমাদের কীর্ত্তনানন্দ প্রভুকে আমরা অনেক দিন কীর্ত্তন করিয়া চেতন করাইয়াছি, আজ একটু তাহাও করিয়া দেখা যাউক না কেন?" ইহাতে সকলে সম্মত হইলেন। তখন মৃদুস্বরে প্রভুকে ঘিরিয়া জন কয়েক কুঞ্জভঙ্গের গীত গাহিতে লাগিলেন। গীত গাইতেই তাঁহারা আপনারা একটু রস পাইলেন। তখন তৃতীয় প্রহর বেলা হইয়াছে। সকলে হঠাৎ দেখেন যে, কীর্ত্তন শ্রবণে নিমাইয়ের অঙ্গ পুলকিত হইয়াছে! এ সত্য না নয়নের ভ্রম, ইহা মীমাংসা করিবার নিমিত্ত সকলে মনোযোগ পূর্ব্বক দর্শন ও তর্ক করিতে লাগিলেন। পরে সে যে প্রকৃত পুলক, তাহাতে আর কাহারও সন্দেহ রহিল না। তখন সকলের একেবারে ধৈর্য্য ভাঙ্গিয়া গেল, এবং সকলে চীৎকার করিয়া "জয় জয়" করিয়া উঠিলেন। জয়ের উপরে জয়, গগন ভেদিয়া জয় জয়কার হইতে লাগিল।

কেহ গর্জ্জন, কেহ হুঙ্কার, কেহ নৃত্য, কেহ লম্ফ, অর্থাৎ যাহার যেরূপ

ইচ্ছা উচ্চৈঃস্বরে আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। মহিলাগণ হুলুধ্বনি করিয়া উঠিলেন। কেহ বলিতেছেন, শীঘ্র শচীদেবীকে সংবাদ দাও। কেহ বলিতেছেন, শীঘ্র মস্তকে জলের কলসী ঢাল। কেহ বলিতেছেন, ভাল করিয়া বাতাস দাও। কেহ শঙ্খ বাজাইতেছেন, কেহ কান্দিতেছেন, আর কেহ বা আনন্দে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতেছেন।

এই কলরবের মধ্যে নিমাইচাঁদ চক্ষু মেলিলেন। চক্ষু মেলিয়া হাই তুলিতে লাগিলেন। তখন যেন সম্পূর্ণ চেতন হয় নাই। উঠিয়া বসিলেন, দেখেন আপনি ও ভক্তগণ ধূলায় ধূসরিত, আর বহুতর বেলা হইয়াছে। নিমাই বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "ব্যাপার কি? কোথায় আমি? তোমরা বসিয়া কেন? যেন অধিক বেলা হইয়াছে?" ইহাই বলিয়া নিমাই জিজ্ঞাসু হইয়া সকলের প্যানে চাহিতে লাগিলেন।

শ্রীবাস হাসিয়া বলিলেন, "আর ফাঁকি দিতে পারিবে না, এইবার ধরা পড়িয়াছ।" নিমাই অবাক হইয়া বলিলেন, "সেকি? কিসের ফাঁকি? তোমার কথা আমি কিছু বুঝিতেছি না। তুমি কি আমোদ করিতেছ?" তখন শ্রীবাস, সামলাইয়া বলিতেছেন, "তা নয়, তুমি কল্যাবধি অচেতন হইয়া পড়িয়া আছ। তাই তোমাকে লইয়া ঘিরিয়া বসিয়া আছি।"

এই কথা শুনিয়া নিমাই লজ্জায় ঘাড় হেঁট করিলেন। পরে ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন, "এতক্ষণ বিফলে আমার, ও আমার নিমিত্ত তোমাদের, সময় গিয়াছে, ও কষ্ট হইয়াছে। আমাকে ক্ষমা কর।" নিতাই বলিলেন, "আর সে কথায় কাজ নাই, এখন ক্ষুধায় পিপাসায় মরি। চল, স্নানে যাই।"

ঊনবিংশ অধ্যায়।

অবতীর্ণৌ স্বকারুণ্যৌ পরিচ্ছিন্নৌ সদীশ্বরৌ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যনিত্যানন্দৌ দ্বৌ ভ্রাতরৌ ভজে॥
শ্রীমুরারি গুপ্তের শ্লোক।

শ্রীনিত্যানন্দ শ্রীবাসের বাড়ী থাকিলেন। বয়ঃক্রম বত্রিশ বৎসর, কিন্তু স্বভাব নিতান্ত বালকের ন্যায়। শ্রীবাসের ঘরণী মালিনীকে মা বলেন। শিশুকাল হইতে বিংশতি বৎসর তীর্থ পর্য্যটন করিয়াছেন। এখন একেবারে মা ও বাড়ী পাইয়া মালিনীর কোলে শুইয়া পড়িলেন। আপনি ভাত মাখিয়া খাওয়া ছাড়িলেন। শুধু তাহা নয়। মালিনীর স্তন্য-দুগ্ধ পান করিতে লাগিলেন। কি আশ্চর্য্য, নিত্যানন্দ মুখ দিয়া সেই শুষ্ক স্তনে দুধ আনিয়াছিলেন। আহারাদির বিচার নাই, ক্ষুধার অভাব নাই। যখন ইচ্ছা তখনই আহার করেন। স্নানের সময় গঙ্গায় পড়েন, আর একবার গঙ্গার মধ্যে নাবিলে নিমাই ছাড়া; কাহার সাধ্য, তাঁহাকে উঠায়? নিতাই সাঁতরাইতেছেন, ভক্তগণ সকলেরই স্নান হইয়াছে, তাঁহার অপেক্ষায় তীরে দাঁড়াইয়া আছেন। নিতাইকে ডাকিতেছেন, "শ্রীপাদ! উঠ, বেলা হইল, আর কতক্ষণ জলে থাকিবে?" নিত্যানন্দের কিছুই খবর নাই। তখন সকলে নিমাইকে বলিতেছেন, "প্রভু! তুমি একবার ডাক।" নিমাই ডাকিলেন, "শ্রীপাদ! উঠ।" আর যেরূপে গাভী হাম্বারব করিলে বৎস দৌড়াইয়া আইসে, নিতাই অমনি ঊর্দ্ধশ্বাসে তীরে উঠিলেন।

নিমাই দিবানিশি কৃষ্ণ প্রেমানন্দে বিভোর। ইহাতে শচী বড় দুঃখ পান। তাঁহার ইচ্ছা পুত্র সংসারী হউক, তিনি নদীয়ায় আনন্দে বসতি করেন। শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়ার সহিত নিমাই একটু আমোদ আহ্লাদ করেন, শচীর এ নিতান্ত মনের সাধ। নিমাই তা জানেন। এই নিমিত্ত মায়ের

সন্তোষের নিমিত্ত কথন কথন শ্রীমতীকে লইয়া রজনীতে, এবং কথন দিবা-ভাগেও বটে, কিয়ৎকাল আনন্দ বিহার করেন। যথা চৈতন্যভাগবতে—

মায়ের চিত্তের সুখ ঠাকুর জানিয়া।
লক্ষ্মীর সঙ্গেতে প্রভু থাকেন বসিয়া॥

একদিন নিমাই দিবাভাগে বিষ্ণুপ্রিয়াকে লইয়া বসিয়া আছেন, এমন সময় নিতাই আসিয়া আঙ্গিনায় দাঁড়াইলেন। দাঁড়াইয়া পরিধান কৌপীন বস্ত্রখানি খুলিলেন, খুলিয়া মস্তকে বাঁধিলেন। মস্তকে বান্ধিয়া যোড়ে যোড়ে লম্ফ দিয়া সমস্ত আঙ্গিনায় ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিনেন। শ্রীমতী লজ্জা পাইয়া একদিকে পলাইলেন। নিমাই দৌড়িয়া আসিয়া নিতাইকে ধরিলেন। প্রথমে চঞ্চলকে ধরিতে পারেন না, পরে ধরিয়া দেখেন, বদনে আনন্দধারা বহিতেছে, বাহ্যজ্ঞান মাত্র নাই। নিমাই তাঁহাকে বস্ত্র পরাইলেন। এমন সময় ভক্তগণ একে একে আইলেন। নিমাই, নিতাইকে লইয়া ভক্তগণের মাঝে বসিলেন। নিতাইয়ের পা ধুয়াইলেন, ও সকল ভক্তগণকে ঐ পাদোদক পান করিতে দিলেন। দিয়া বলিলেন, "নিতাইয়ের পাদোদক, ইহা পান কর, এখনি কৃষ্ণপ্রেম হইবে।" পরে নিতাইয়ের একখানা কৌপীন আনাইলেন, এবং উহা চিরিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া সকলকে মস্তকে বান্ধিতে দিলেন।

আর একটি ঘটনায় নিতাই তাঁহার চাঞ্চল্য পরিবর্দ্ধন করিবার বড় অবকাশ পাইয়াছিলেন। তখন পণ্ডিত ও ভদ্রলোকের মধ্যে নিমাইয়ের বহুতর ভক্ত হইয়াছেন। এই সমুদায় ভক্তগণের সঙ্গ গুণে আবার অনেকে পবিত্র হইয়া ভক্তিলাভ করিতেছেন। ক্রমেই নিমাইয়ের দল বাড়িতেছে। ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্য ব্যতীত; অন্যান্য জাতি ব্রাহ্মণের পদ-তলে দলিত হইতেছিলেন। নবশাখ ও স্ত্রীলোকের, ব্রাহ্মণগণের সেবা ব্যতীত আর কোন কর্ম্ম আছে, ইহা কেহ স্বীকার করিতেন না। এমন সময় শ্রীগৌরাঙ্গের পার্ষদগণ, "যে ভক্ত সেই ব্রাহ্মণ," এইরূপ মত প্রকারান্তরে প্রচার করিতে লাগিলেন। হরিদাস যবন, তাঁহাকে ভক্তগণ প্রণাম করিতে লাগিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গের পার্ষদগণের এইরূপ ব্যবহারে নীচ জাতীয় ব্যক্তিগণ অতিশয় আশ্বাসিত হইয়া পালে পালে সেই ধর্ম্মের আশ্রয় লইতে লাগিলেন। প্রকৃত কথা, শ্রীভগবান নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, এই কথা তখন সর্ব্বত্র প্রচার হইতেছে। কেহ এ জনরব বিশ্বাস করিতেছেন, কেহ করিতেছেন না।

তবুও দেশ বিদেশ হইতে শ্রীগৌরাঙ্গকে দর্শন করিতে বহু লোক আসিতেছে। একটি প্রাচীন গীত শ্রবণ করুন, যথা—

" নদের চাঁদের উদয় হয়েছে।
পাপী তাপী, অন্ধ আতুর, সারি সারি আসিছে॥"

এইরূপে শ্রীগৌরাঙ্গের বাটীর পার্শ্বে সারাদিন কলরব। কেহ দেহ রোগে, কেহ ভবরোগে প্রপীড়িত হইয়া আরোগ্যের নিমিত্ত প্রভুর বাড়ী আসিয়াছেন। এইরূপে জনাকীর্ণ শ্রীনবদ্বীপ আরো লোকে পরিপূর্ণ হইতে লাগিল।

এ দিকে নবদ্বীপ ভক্তি ও প্রেমরসে টলমল করিতেছে। শ্রীবাসের বাড়ীতে একজন যবন দরজী, শ্রীগৌরাঙ্গকে দর্শন করিয়া, "দেখেছি দেখেছি" বলিয়া নৃত্য করিতে লাগিল, ও সাত দিবস পর্য্যন্ত পাগলের মত নগর ভ্রমণ করিয়া সে পরিশেষে চেতন প্রাপ্ত হইল। তখন সে শ্রীগৌরাঙ্গের পরম ভক্ত হইয়া, উদাসীনে ব্রত লইল। আর তখন যেন কি একটা তরঙ্গ আসিয়া সকলকে বিগলিত করিতে লাগিল। নানা জনে নানা স্থানে বৈভব দর্শন করিয়া প্রেমে উন্মাদ হইতে লাগিলেন। নানা স্থানে "কোলের ছেলে বাহু তুলে" হরি বলিয়া নাচিতে লাগিল। ঘোর পাষণ্ডও ভক্ত হইতে লাগিলেন। বৃদ্ধ কি স্ত্রীলোকে লজ্জাহীন হইয়া রাজপথে নাচিতে লাগিলেন।

পদকর্ত্তা বাসুঘোষের নিম্ন লিখিত পদটীতে তখনকার অবস্থার কতক আভাস পাওয়া যায়—

অবতার ভাল, গৌরাঙ্গ অবতার কৈল ভাল।
জগাই মাধাই নাচে বড় ঠাকুরাল॥
চাঁদ নাচে সুরয নাচে আর নাচে তারা।
পাতালে বাসুকী নাচে বলি গোরা গোরা॥
নাচয়ে ভকতগণ হইয়ে বিভোরা।
নাচে অকিঞ্চন যত প্রেম মাতোয়ারা॥
জড় অন্ধ আতুর উদ্ধারে পতিত।
বাসুঘোষ কহে মুই হইনু বঞ্চিত॥

প্রত্যহ সহস্র সহস্র লোক শ্রীগৌরাঙ্গকে দর্শন করিতে আসিতেছেন। যাঁহারা দর্শন করিতে আসিতেছেন, তাঁহারা দধি, দুগ্ধ, প্রভৃতি উপহার

লইয়া আসিতেছেন। স্ত্রীলোকে গৌরাঙ্গকে গঙ্গার ঘাটে দর্শন করিতেছেন। আর তাঁহাকে শ্রীভগবান ভাবিয়া মনে মনে প্রণাম করিতেছেন। তাঁহারা নানাবিধ খাদ্যাদি প্রস্তুত করিয়া, প্রভুর নিকট পাঠাইতেছেন। সাধারণ লোকে শ্রীগৌরাঙ্গকে "নদের চাঁদ" কি "সোণার মানুষ" প্রভৃতি সুমধুর নাম দিতেছেন। সেই সময়কার শ্রীনিমাইয়ের ও নদীয়ার অবস্থা বর্ণনা করিয়া ঠাকুর লোচন এই পদ প্রস্তুত করেন—

করুণ কমল আঁখি, তারকা ভ্রমর পাখী,
ডুবু ডুবু করুণা মকরন্দ।
বদন পূর্ণিমা চান্দে, ছটায় পরাণ কান্দে,
তাহে নব প্রেমের আরম্ভ॥
আনন্দ নদীয়া-পুরে, টলমল প্রেমভরে,
শচীর দুলাল গোরা নাচে।
যখন ভাতিয়া চলে, বিজুরি ঝলমল করে,
চমকিত অমর সমাজে॥
কি দিব উপমা তার, করুণা বিগ্রহ সার,
হেন রূপ মোর গোরা রায়।
প্রেমায় নদীয়ার লোক, নাহি জানে দুঃখ শোক,
আনন্দে লোচন দাস গায়॥

এইরূপ যখন নদীয়ায় অবস্থা, তখন নিমাই ভক্তগণের দ্বারা নবদ্বীপ নগরে হরিনাম প্রচার আরম্ভ করিলেন। এই হরিনাম বিলাইবার নিমিত্ত শ্রীহরিদাস ও শ্রীনিত্যানন্দ বিশেষরূপে আদিষ্ট হইলেন। প্রভু বলিলেন, "তোমরা এই নবদ্বীপে, নগরে নগরে, ঘরে ঘরে, কি মূর্খ কি পণ্ডিত, কি সাধু কি অসাধু, কি ব্রাহ্মণ কি চণ্ডাল, সকলকেই শ্রীহরিনাম দিয়া উদ্ধার কর।" ইঁহারা দুই জনেই এই কার্য্যে সম্যক্‌রূপে পারদর্শী, যেহেতু পরম করুণ ও শক্তি-সঞ্চার-সক্ষম। এই এক কারণ। দ্বিতীয় কারণ, উভয়েই সন্ন্যাসী ও বিদেশী। নবদ্বীপে নিয়ম মত হরিনাম বিতরণ, এই প্রথম আরম্ভ হইল। হরিদাস ও নিত্যানন্দ প্রভাতে নাম বিলাইতে নবদ্বীপ নগরে কোন গৃহস্থের বাড়ী গিয়া দাঁড়াইলেন। গৃহস্থ তেজঃপুঞ্জ সন্ন্যাসী দেখিয়া তটস্থ হইয়া চাউল ভিক্ষা দিতে আসিলেন। তখন হরিদাস ও নিত্যানন্দ বলিলেন, "তোমরা কৃষ্ণ বল ও কৃষ্ণ ভজ—এই আমাদের

ভিক্ষা।" এই কথা বলিয়া তাঁহারা ভিক্ষা না লইয়া অন্য বাড়ী চলিয়া গেলেন। এইরূপে নগরে নগরে ও প্রতি ঘরে ঘরে তাঁহারা দু'জনে নাম দিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। আবার কোথাও কোথাও এ কথাও বলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ জীবের দুঃখে কাতর হইয়া স্বয়ং শ্রীশচীর উদরে নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তাঁহাদের আকার, বেশ, আর্ত্তি দেখিয়া কেহ বা মুগ্ধ হইতেন, কেহ বা মুগ্ধ না হইয়া বিদ্রূপ করিত। এইরূপে তাঁহারা দুই প্রহর পর্য্যন্ত,সমস্ত নগর পরিভ্রমণ করিয়া বাড়ীতে ফিরিয়া আসিতেন।

হরিদাস ধীর ও নিত্যানন্দ চঞ্চল। কৌতুকপ্রিয় ও চপলের সহিত নাম বিতরণ করিতে গিয়া হরিদাসের বড়ই অসুবিধা হইতে লাগিল। প্রথমত নগর ভ্রমণ করিতে গঙ্গাতীরাভিমুখে গেলেই নিত্যানন্দের একটু সন্তরণ দিতে হইবে। আর নিত্যানন্দ যদি একবার গঙ্গায় অবতরণ করিলেন, তবে যে তিনি কখন উঠিবেন, ও কোথা, কোন্ ঘাটে, এপারে কি ওপারে,—তাঁহার কিছুমাত্র ঠিক নাই। নিত্যানন্দ কুম্ভীরের ন্যায় নদীতে ভাসিয়া বেড়াইতেছেন, আর হরিদাস তীরে হইতে "শ্রীপাদ উঠ" "শ্রীপাদ উঠ" বলিয়া ডাকিতেছেন। কিন্তু শ্রীপাদ, জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় মাসের গ্রীষ্মে পরম সুখে গঙ্গায় ভাসিতেছেন, তিনি উঠিবেন কেন? শ্রীনিত্যানন্দের ক্ষুধার কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। পথে যদি দুগ্ধবতী গাভী দেখিলেন, তবে কটির ডোর খুলিয়া, তাহার দুই পা ছাঁদিয়া, তাহার দুগ্ধপান করিতে আরম্ভ করিলেন। যাহার গাভী সে কখন কখন নিত্যানন্দকে ধরিত, কিন্তু তাহাতে নিত্যানন্দের সে কি করিবে? কেহ বা হাসিয়া উঠিত, কেহ বা ধমকও দিত, কিন্তু নিত্যানন্দের কাছে হাসি ও ধমক দুই সমান। চলিতে চলিতে নিত্যানন্দ পথে একটি শিশু সন্তান দেখিলেন, তখন চোখ পাকাইয়া, মুখ ব্যাদান করিয়া, তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া তাহাকে ভয় দেখাইতে লাগিলেন। শিশু, মা কি বাবা, বলিয়া কান্দিতে লাগিল। শিশুর আত্মীয় যে নিকটে ছিল দৌড়িয়া আইল, তখন হরিদাস তাহাকে বুঝাইয়া পড়াইয়া নিরস্ত করিয়া দিলেন। কখন বা নিত্যানন্দ ষাঁড় দেখিয়া এক লাফে তাহার পৃষ্ঠে উঠিয়া বসিলেন। ষাঁড় লম্ফ ঝম্ফ দিয়া কখন তাঁহাকে ফেলিয়া দিল, কখন বা তাঁহাকে ঘাড়ে করিয়া দৌড়িল। যদি ষাঁড়ের উপর স্থির হইয়া বসিতে পারিলেন, তবে "আমি মহেশ" এই বলিতে বলিতে চলিলেন। পথের লোক দেখিয়া অবাক!

সেই সময় দুই ব্রাহ্মণকুমার, জগাই ও মাধাই নামে ভ্রাতৃদ্বয়, নদীয়া নগরের কর্ত্তা ছিল। ইহারা অর্থ দিয়া কাজীকে বশ করিয়া নদীয়ায় যথেচ্ছাচার করিত। ইহাদের ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান ছিল না, এবং ইহারা মদ্য পান ও কথায় কথায় মনুষ্য বধ ও লোকের বাড়ী লুঠপাট করিত। দুই ভাইয়ের অধীনে বহুতর অস্ত্রধারী সৈন্য থাকায়, তাহাদের সহিত কেহ বলে পারিয়া উঠিত না। বিশেষত নদেবাসীগণ বিদ্যাচর্চ্চায় ব্যস্ত, তাঁহারা সেই রসেই নিমগ্ন হইয়া, সমুদায় সহিয়া থাকিতেন।

এক দিন নিতাই, হরিদাসকে বলিলেন, "চল দুই জনে যাই, যাইয়া দুটো ভাইকে প্রভুর আজ্ঞা বলি। তারা শুনে ভাল, না শুনে আমাদের কি দায়? আমরা আজ্ঞা পালন করি বই ত নয়।" উভয়ে এই পরামর্শ করিয়া একেবারে দুই ভাইয়ের আগে যাইয়া উপস্থিত। দুই ভাই মদ্যপানে উন্মত্ত হইয়া বসিয়া আছে, নিতাই যাইয়া বলিলেন, "ভজ কৃষ্ণ, কহ কৃষ্ণ, এই আমাদের ভিক্ষা।" এই কথা শুনিয়াই দুই ভাই ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, "বটে! প্রাণে ভয় নাই? আমাদের কাছে এত বড় কথা? ধর ত এই ভণ্ড বেটাদের?" ইহাই বলিয়া আপনারাই দৌড়িল, আর নিতাই ও হরিদাস ঊর্দ্ধশ্বাসে পলাইলেন। হরিদাস স্থূলকায় দৌড়িতে পারেন না, নিতাই চঞ্চল তাঁহাকে হড় হড় করিয়া টানিয়া লইয়া চলিলেন। দুই ভাই মদ্যপানে উন্মত্ত বলিয়া দৌড়িতে পারিল না। কিন্তু নাগরীয়া অনেকে এই ঘটনায় বড় হাস্য করিল, আর বলিতে লাগিল, 'ভণ্ড বেটাদের খুব হইয়াছে।'

হরিদাস ও নিত্যানন্দ দৌড়িয়া প্রভুর নিকট আসিতেছেন, পথে হরিদাস নিতাইকে বলিতেছেন, শ্রীপাদ, তুমি বড় চঞ্চল।"

নিতাই বলিতেছেন, "কেন, আমার অপরাধ?"

হরিদাস। এরূপ মদ্যপের কাছে তোমার যাওয়া কি প্রয়োজন ছিল?

নিতাই। আমি গেলাম? তুমিইত কুপরামর্শ দিয়া আমাকে ভুলাইয়া, আমাকে দিয়া বলাইয়া, শেষে আমাকে ডাকাতদের হাতে ফেলিয়া পালাও। তুমি ত খুব সাধু?

হরিদাস। আমি তোমাকে ভুলালেম? তুমি না বলিলে, এ বেটাদের অবস্থা দেখিলে বুক ফাটিয়া যায়।

নিতাই। সে কি অন্যায় বলেছি? করি কি? তোমার ঠাকুর চঞ্চল, কাজেই তাঁর বাতাস লাগিয়া আমিও চঞ্চল হইয়াছি। শুন হরিদাস! প্রভু তোমার কথা বড় শুনেন। তুমি যেয়ে একেবারে ঠাকুরের পা ধরিয়া পড়িবে, আর বলিবে যে এই দুটোকে উদ্ধার করিতে হইবে। প্রভু তোমার কথা ফেলিবেন না।

হরিদাস। বুঝিলাম এ দুইটি জীব উদ্ধার পাইল। যখন তোমার ইচ্ছা হইয়াছে, তখন আর উহাদের উদ্ধার কেহ নিবারণ করিতে পারিবে না।

এইরূপে আমোদে ও কথায় কথায় প্রভুর নিকট আসিয়া নিতাই তাঁহাকে আদ্যোপান্ত সমুদায় কাহিনী বলিলেন। নিত্যানন্দ বলিলেন, "আর তোমার আজ্ঞা পালন করিতে আমরা যাব না। সাধুকে কৃষ্ণনাম সকলেই লওয়াইতে পারে। জগাই মাধাইকে কৃষ্ণনাম লওয়াতে পার, তবে তোমার বড়াই বুঝি। তুমি এই দুই ভাইকে উদ্ধার কর, আর জগতে তোমার দয়ার পরিচয় দেও। আমি যেখানে যাই, কেবল গালি খাই। লোকে কেবল দূর দূর করিয়া তাড়াইয়া আসে। তুমি ঘরে বসিয়া খিল দিয়া যাহা কর তাহাতে বাহিরের লোকের কি? তোমার কাজ কিছু দেখাইতে পারি না, কাজেই লোকে অনায়াসে ঠাট্টা করে, আর আমরা ঘাড় হেট করিয়া সে স্থান হইতে পলায়ন করি।" প্রভু মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "শ্রীপাদ! তুমি যখন তাহাদের মঙ্গল কামনা করিতেছ, তখন অবশ্যই তাহারা উদ্ধার পাইবে।" ইহাতে ভক্তগণ সকলে নিশ্চিত বুঝিলেন যে, জগাই মাধাই উদ্ধার পাইল। ইহাই ভাবিয়া সকলে আনন্দে হরিধ্বনি করিয়া উঠিলেন।

জগাই মাধাইয়ের বাড়ী গঙ্গাতীরে, কিন্তু শিবির সন্নিবেশিত করিয়া, নগরের স্থানে স্থানে বাস করিত। এইরূপে উপরিউক্ত ঘটনার অনতিবিলম্বেই শ্রীনিমাইয়ের বাটী যে পাড়ায়, সেই খানে তাহারা শিবির স্থাপন করিল; ইহাতে কাজেই পাড়ার লোক ভয়ে অভিভূত হইলেন।

সন্ধ্যা হইলে দশজন পাঁচজন একত্র না হইয়া এ বাটী হইতে ও বাটী যাইতে কাহারও সাহস হয় না। শ্রীবাসের বাটীতে কীর্ত্তন হইতেছে, সেই শব্দ শুনিয়া জগাই মাধাই উহা দেখিতে আইল। দুই ভাই মদ্যপানে উন্মত্ত, দ্বারে কপাট বন্ধ থাকায় অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে পারিল না। বাহিরে থাকিয়া মদ্যের আনন্দ, অভ্যন্তরের কীর্ত্তনে পরিবর্দ্ধিত হওয়াতে,

দুই ভাই নৃত্য করিতে লাগিল, ও এইরূপে নৃত্য করিয়া সমস্ত নিশি যাপন করিল। প্রভাতে ভক্তগণ কীর্ত্তন সমাপ্ত করিয়া গঙ্গাস্নান করিতে চলিলেন, দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া দেখেন যে, সম্মুখে জগাই মাধাই! ভক্তগণ বিভীষিকা দর্শন করিয়া শশঙ্কিত হইলেন। শ্রীনিমাই এক পার্শ্ব দিয়া যাইতেছিলেন, তখন দুই ভাই তাঁহাকে ডাকিয়া কহিল, "নিমাই পণ্ডিত! এ তোমার কিসের সম্প্রদায়? এ কি তোমার মঙ্গলচণ্ডীর গীত? আমরা শুনিয়া বড় সন্তুষ্ট হইয়াছি, আমাদের ওখানে তোমার একদিন যাইয়া গান গাইতে হইবে।" কিন্তু শ্রীনিমাই পণ্ডিত ও অন্যান্য ভক্তগণ এ কথার উত্তর না দিয়া "ধরিল ধরিল," এই ভয়ে গঙ্গাস্নানে দ্রুতগতি চলিয়া গেলেন।

শ্রীনিমাইয়ের ভক্তগণে বলিয়া থাকেন যে, যে তাঁহাকে ডাকে, তিনি তাহার বাটিতে যাইয়া থাকেন। জগাই মাধাই প্রভুকে তাহাদের বাড়ীতে ডাকিয়াছিল। প্রকৃতই নিমাই পণ্ডিত জগাই মাধাইয়ের বাড়ীতে গীত গাইতে চলিলেন। সে কিরূপ—বলিতেছি।

অপরাহ্নে ভক্তগণ প্রভুর নিকট বলিলেন যে, জগাই মাধাইয়ের ভয়ে তাঁহারা সকলে অস্থির। সেই সুযোগ পাইয়া নিতাই বলিলেন যে, তাঁহারও সঙ্কল্প এই যে জগাই মাধাই উদ্ধার না পাইলে আর তিনি নগরে হরিনাম প্রচার করিতে যাইবেন না। নিতাই বলিতেছেন, "প্রভু, সকল লোকেই সাধু তরাইতে পারে। জগতের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা হীন ও কাঙ্গাল যে জগাই মাধাই, তুমি তাহাদিগকে উদ্ধার করিয়া পতিতপাবন নামের সফলতা কর। আর আমরাও তোমার সেই কার্য্য নদীয়াবাসীগণকে দেখাইয়া গৌরব করি, ও শ্রীনাম প্রচার করি।"

নিতাই সকল ভক্তগণকে আপনার মতে আনিয়াছেন, এবং তাহাদিগকে সঙ্গে করিয়া প্রভুর কাছে, জগাই মাধাইয়ের উদ্ধারের নিমিত্ত, দরবার করিতে উপস্থিত হইয়াছেন।

ভক্তগণ যে জগাই মাধাইয়ের উদ্ধারের নিমিত্ত পরামর্শ করিয়া আসিয়াছেন, তাহা প্রভু বুঝিলেন। বুঝিয়া বলিতেছেন, "তোমরা সকলে যখন তাহাদের মঙ্গল কামনা করিতেছ, তখন তাহাদের উদ্ধার পাইতে আর বিলম্ব নাই। তাহাদের পাপের কথা আমার মনে পড়িলে অন্তর শুকাইয়া যায়। তাহাদের পরকালে কত দুঃখ হইবে, মনে করিলে হৃদয় চমকিয়া উঠে। এরূপ কঠিন রোগের একমাত্র ঔষধ হরিনাম। অতএব,—যথা চৈতন্যমঙ্গলে—

আনহ যেখানে যেই আছে ভক্তগণ।
মিলিয়া সকল লোক কর সংকীর্ত্তন॥

প্রভু আবার বলিতেছেন, "সকল ভক্তগণকে ডাকিয়া আন, সকলে একত্রে কীর্ত্তন করিতে করিতে যাইয়া তাহাদিগকে হরিনাম দিব। দিয়া অন্ত জগতে হরিনামের শক্তি দেখাইব।" এই আজ্ঞা পাইয়া প্রভুর বাড়ীতে বহুতর ভক্ত উপস্থিত হইলেন। সকল ভক্তগণ নগর-কীর্ত্তনে প্রস্তুত হইলেন। এই তাঁহাদের প্রথম নগর-কীর্ত্তন, তাঁহাদের কীর্ত্তন পূর্ব্বে বহিরঙ্গ লোকে কেহ কখন দেখে নাই। কেহ খোল, কেহ করতাল, কেহ শঙ্খ, কেহ ভেরী, লইলেন। সকলে পায়ে নূপুর পরিলেন। বিকাল বেলা, শ্রীনিতাই, শ্রীঅদ্বৈত, শ্রীবাস, গদাধর, হরিদাস, মুরারি, মুকুন্দ, নরহরি, প্রভৃতি সকলে প্রভুর বাড়ীর কপাট খুলিয়া কীর্ত্তন করিতে করিতে বাহির হইলেন—যথা চৈতন্যমঙ্গলে—

করতাল মৃদঙ্গ আর কীর্ত্তনের রোল।
চারিদিকে শুনি মাত্র হরি হরি বোল॥
সেই পথে কীর্ত্তন করিয়া প্রভু যায়।
নিজ ঘরে শুতি আছে জগাই মাধাই॥
নদীয়ার লোক সব দেখিবারে ধায়।
নিজ মদে মত্ত নিদ্রা যায় দুই ভাই॥
আনন্দেতে ডগমগ শ্রীশচী-নন্দন।
আরম্ভিল মহাপ্রভু মধুর নর্ত্তন॥

এই সংকীর্ত্তন দলের মধ্যে মুরারি গুপ্ত ছিলেন। অতএব তাঁহার সমুদায় স্বচক্ষে দর্শন। তাঁহার কড়চার অনুসরণে চৈতন্যমঙ্গল; সুতরাং এই জগাই মাধাই উদ্ধার কাহিনী চৈতন্যমঙ্গল হইতে লওয়া হইল, আর এই কাহিনীতে যে পদগুলি উদ্ধৃত হইবে তাহা সমুদায় সেই গ্রন্থ হইতে। গৌরাঙ্গ কিরূপে যাইতেছেন, এখন শ্রবণ করুন—

গৌরাঙ্গসুন্দর যায় নাচিয়া নাচিয়া।
আবেশে অবশ অঙ্গ ঢলিয়া ঢলিয়া॥
চরণেতে বাজে নূপুর রুণু ঝুণু বোলে।
মালতীর মালা বিনোদিয়া গলে দোলে॥

হেলিয়া দুলিয়া গোরা নাচে রঙ্গে ঢঙ্গে।
গলিয়া গলিয়া পড়ে গদাধরের অঙ্গে॥
ধীরে ধীরে নাচে গোরা কটি দোলাইয়া॥
অনিমিষে সঙ্গীগণ দেখে তাকাইয়া॥
প্রেমে পুলকিত তনু মাতি মাতি চলে।
ভাব ভরে গর গর আঁখি নাহি মেলে॥
বাহুর হেলন কিবা ভাঁলি গোরা রায়।
প্রতি অঙ্গের চালনে অমিয়া খসয়॥

শ্রীনিতাই সবার আগে। নিতাই সবার আগে কেন? নিতাই জগাই মাধাইয়ের দুর্দ্দশা স্বচক্ষে দেখিয়াছেন। দেখিয়া তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া গিয়াছে। সর্ব্বাপেক্ষা তাঁহার কেন এরূপ দশা হইল, তাহা লোচন দাস ঠাকুর এইরূপে বলিতেছেন—

দয়ার ঠাকুর নিতাই পর দুঃখ জানে।
অবশ হইয়া পড়ে দীন দরশনে॥

অতএব জগাই মাধাইয়ের দুঃখে নিতাইয়ের হৃদয় বিদীর্ণ হওয়ায় তিনি তাঁহার ছোট ভাই নিমাইকে বলিয়া কহিয়া বাধ্য করিয়া, কোমর বান্ধিয়া, দুই ভাইকে উদ্ধার করিতে যাইতেছেন। নিতাইয়ের গৌরবের ও আনন্দের সীমা নাই, কাজেই নিতাই সকলের আগে। নিতাই আগে কিরূপে চলিতেছেন—

একেত দয়াল নিতাই আনন্দের পারা।
প্রেমে গদ গদ তনু ঢলি পড়ে ধারা॥
জয় জয় নিত্যানন্দ রোহিণী কুমার।
পতিত উদ্ধার লাগি দুবাহু পসার॥
ডগ মগ লোচন ঘূরায় নিরন্তর।
সোণার কমলে যেন ফিরিছে ভ্রমর॥
ক্ষণে "গো" "গো" করে, গোরা বলিতে না পারে।
গোরা রাগে রাঙ্গা আঁখি জলেতে সাঁতারে॥
সকরুণ দিঠে চায় শ্রীগৌরাঙ্গ পানে।
বলে উদ্ধারহ ভাই যত দীন জনে॥

জগাই মাধাই সারানিশি মদ্যপান করিয়া অচেতন হইয়া নিদ্রা যাইতেছে।

বিকাল হইয়াছে, তবু উঠে নাই। কীর্ত্তনের রোল শুনিয়া নিদ্রাভঙ্গ হইল। তখন বিরক্ত হইয়া প্রহরীকে বলিতেছে, "তুই যা, যাহারা গণ্ডগোল করিতেছে তাহাদের নিবারণ কর্, আমাদের আর যেন নিদ্রাভঙ্গ না হয়।" প্রহরী যাইয়া এই কথা কীর্ত্তনোন্মত্ত ভক্তগণকে বলিল। কিন্তু তাহাতে তাঁহারা নিরস্ত না হইয়া আরও অতি উচ্চৈঃস্বরে সংকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। সে লোক ফিরিয়া যাইয়া জগাই মাধাইকে বলিল যে, নিমাই পণ্ডিত কীর্ত্তন করিতে করিতে আসিতেছেন, তাঁহাদের নিষেধ করায় তাঁহারা শুনিলেন না।

জগাই মাধাইয়ের তখন মদের উন্মত্ততা ছিল না। প্রহরীর মুখে এই কথা শুনিয়া ক্রোধে উন্মত্ত হইল। এলো থেলো হইয়া শুইয়াছিল, অমনি—

পরিতে পরিতে যায় অঙ্গের বসন।
টল্ মল করি ধায় ক্রোধে অচেতন ॥
রাঙ্গা দুনয়ন করি বলে ক্রোধ ভরে।
নাশিব সকল বৈষ্ণব নদীয়া নগরে ॥

ইহাই বলিয়া তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে করিতে কীর্ত্তনের দিকে আসিতে লাগিল, কিন্তু ভক্তগণ দেখিয়া ভয়ও পাইলেন না, নিরস্তও হইলেন না, বরং অধিক উৎসাহের সহিত নৃত্য ও গীত আরম্ভ করিলেন।

তর্জ্জিয়া গর্জ্জিয়া যবে দুই ভাই চলে।
বাহু তুলি ভক্তগণ হরি হরি বলে ॥
দ্বিগুণ করিয়া আরো বাড়য়ে উল্লাসে।
হরি হরি বোল ধ্বনি গগণ পরশে ॥

কিন্তু জগাই মাধাইয়ের ইহাতে মন কোমল হইল না, বরং ক্রোধ দ্বিগুণ বাড়িয়া গেল। সাজিয়া গুজিয়া বাড়ীর উপর জোর করিয়া উদ্ধার করিতে আসিলে সহজ মানুষের রাগ হয়, জগাই মাধাইয়ের ন্যায় লোকের ত হইবারই কথা। বিশেষত জগাই মাধাইয়ের হরিনামের উপর বড় রাগ।

হরিনাম দুই ভাই সহিবারে নারে।
বেগেতে ধায়য়ে তারা ভক্ত মারিবারে ॥

নিতাই সকলের আগে, কাজেই তিনি জগাই মাধাইয়ের সম্মুখে সর্ব্বাগ্রে পড়িলেন। তাহাদের ঐ ভাবে ক্রোধে অচেতন হইয়া আসিতে দেখিয়া,

নিতাইয়ের ভয় কি ক্রোধ হইল না, কিন্তু তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া গেল, এবং তাহাদের দুর্গতি দেখিয়া, তাহাদের পানে চাহিয়া, অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন।

দীন দয়ার্দ্র চিত্ত নিত্যানন্দ রায়।
অশ্রুপূর্ণ লোচনেতে দুহা পানে চায়॥

দুই ভাই দেখিলেন যে, সেই তাহাদের পরিচিত সন্ন্যাসী, তাহাদের প্রতি সকরুণ দৃষ্টে চাহিয়া রোদন করিতেছেন। ইহা দেখিয়া তাহাদের মন নরম হইল না, বরং ক্রোধ আরো বাড়িয়া গেল।

সে করুণ আঁখি দেখি পাপী না গলিল।
ক্রোধ ভরে দুই ভাই সম্মুখে দাঁড়াল॥

নিতাই দুই ভাইকে সম্মুখে দেখিয়া, আর মাধাই অপেক্ষা জগাই একটু ভাল জানিয়া, কান্দিতে কান্দিতে তাহাকে বলিলেন, "জগাই, হরি বল, বলিয়া আমাকে কিনিয়া লও।"

নিতাই যখন গদ গদ হইয়া, অশ্রুপূর্ণ নয়নে এই কথা বলিলেন, তখন সে কথা জগাইয়ের হৃদয় কিঞ্চিৎ স্পর্শ করিল, ও সে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইল।

জগাইর মন অমনি দরবিয়া গেল।
স্তম্ভিত হইয়া সে দাঁড়ায়ে রহিল॥

কিন্তু মাধাইয়ের হৃদয় জগাইরের অপেক্ষা শতগুণে কঠিন। মাধাইয়ের মন ভিজিল না, তাহার ক্রোধ আরো বাড়িয়া গেল। তখন ক্রোধে আর কিছু না পাইয়া সম্মুখে এক খানা কলসী খণ্ড ছিল, তাহা ধরিয়া নিত্যানন্দের মস্তক লক্ষ্য করিয়া অতি জোরে নিক্ষেপ করিল। নিত্যানন্দের মস্তকে উহা অতি বেগে লাগিল।

কলসীর কানা সে ফেলিয়া মারে কোপে।
নির্ভরে লাগিল নিত্যানন্দের মস্তকে॥

নিত্যানন্দের মস্তকে কলসীর কানা অতি জোরে লাগিল, ও তীরের ন্যায় রক্ত ছুটিল। তখন নিতাই কি করিলেন?

ফুটিল মুটকী শিরে রক্ত পড়ে ধারে।
"গৌর" বলি নিতাই আনন্দে নৃত্য করে॥

কেন নিতাই আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন? তাহার কারণ, নিতাই তখন ভাবিলেন যে এ দুয়ের আর ভাবনা নাই, ইহারা নিশ্চয়ই

উদ্ধার পাইল। এই আনন্দে "গৌর গৌর" বলিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন মাধাই ক্রোধে অন্ধ, একবার মারিয়া তাহার তৃপ্তি হইল না, আবার আর এক খণ্ড কলসী লইয়া মারিতে উঠিল। অমনি জগাই হাত ধরিয়া বলিল, "কর কি? বিদেশী সন্ন্যাসীকে মারিয়া তোমার পৌরুষ কি? আর উহাতে তোমার ভালই বা কি হবে?"

নিতাই তখন নাচিতে নাচিতে দুই ভাইকে বলিতেছেন—

মারিলি কলসীর কানা সহিবারে পারি।
তোদের দুর্গতি আমি সহিবারে নারি॥
মেরেছিস্ মেরেছিস্ তোরা তাহে ক্ষতি নাই।
সুমধুর হরিনাম মুখে বল ভাই॥

শ্রীনিমাই পশ্চাতে থাকিয়া সব দেখিতেছেন, ত্রিজগতকে দেখাইতেছেন। পরে তিনি ধাইয়া আসিয়া নিতাইকে ধরিলেন—

নিতায়ের অঙ্গে সব রক্ত পড়ে ধারে।
আনন্দময় নিত্যানন্দ গৌরাঙ্গে নেহারে॥
প্রেম ভরে মহাপ্রভু নিতাই কোলে নিল।
আপন বসন দিয়া রক্ত মুছাইল॥
তবে মাধাই সম্বোধিয়া বলেন কাতরে।
প্রাণের ভাই নিতাই মারিলি কিসের তরে?

ইহা বলিতে বলিতে প্রভু ক্রুদ্ধ হইলেন। ক্রোধপূর্ণ নয়নে সেই দুই ভাইয়ের পানে চাহিয়া বলিলেন, "হাঁরে পাপাত্মাগণ! পাপ করিয়া তোদের পাপ পিপাসার শান্তি হইল না, পাপ করিয়া তোদের শ্রান্তি ইচ্ছা হইল না? চিরজীবন ঘোর পাপে রত থাকিয়া, অদ্য শ্রীনিত্যানন্দকে আহত করিয়া, তোদের পাপ-ব্রতের কি প্রতিষ্ঠা করিলি?" জগাই মাধাই কখন কাহারও নিকট মস্তক নত করে নাই। তাহারা তখন তাহাদের আপনার বাড়ীতে, তাহাদের নিজের অস্ত্রধারী লোক দ্বারা পরিবেষ্টিত। দুই ভাই মনে করিলেই তখন ভক্তগণকে কটাক্ষে বধ করিতে পারে। তাহারা নদীয়ার রাজা, অথচ নিমাইপণ্ডিত তাহাদিগকে শাসন বাক্য বলিতেছেন, ইহা দুই ভাই কেন সহ্য করিতেছে? তাহার কারণ বলিতেছি। নিমাইকে দেখিয়াই মাধাই জড়ীভূত হইয়া পড়িল, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পরিচালনার ক্ষমতা মাত্র থাকিল না। প্রভু আবার বলিতেছেন, "হাঁরে পাপাত্মাগণ!

নিত্যানন্দ তোদের কি ক্ষতি করিয়াছিলেন, যে তোরা তাঁহাকে মারিলি? বিদেশী সন্ন্যাসীকে মারিতে তোদের একটু দয়া হইল না? তোদের যদি মারিবার ইচ্ছা ছিল, তবে আমাকে মারিলি না কেন? তোদের ও ভুবনের পরম বন্ধু, অক্রোধ ও অভিমানশূন্য নিত্যানন্দকে আহত করিয়া অদ্য তোরা তোদের পাপের ঘট পূর্ণ করিলি! এখন তোদের দণ্ড গ্রহণ কর্।"

যেমন নরহত্যাকারী ব্যক্তি, বিচারকের সম্মুখে থাকিয়া, তাঁহার মুখ পানে তাকাইয়া কাঁপিতে থাকে, সেইরূপ তাহারা, তাহাদের উপর কি দণ্ড হয়, ইহা ভাবিয়া প্রভুর বদন পানে চাহিয়া ভয়ে কাঁপিতে লাগিল; কারণ তাহারা যে অপরাধী ও দণ্ডার্হ, ও প্রভু যে তাহাদিগকে দণ্ড করিতে সক্ষম, এ বিশ্বাস তখন তাহাদের অটলরূপে অধিকার করিয়াছে। তখন প্রভু উচ্চৈঃস্বরে "চক্র" "চক্র" বলিয়া ডাকিলেন। যখন নিমাই উচ্চৈঃস্বরে "চক্র" "চক্র" বলিয়া আহ্বান করিলেন, তখন সকলে স্তম্ভিত হইলেন। মুরারি গুপ্তের শরীরে শ্রীহনুমান প্রকাশ হইতেন। হনুমান্ তখন মুরারির দেহে প্রবেশ করিয়া গর্জ্জন করিতে করিতে বলিতেছেন, "প্রভু! সুদর্শনকে কেন স্মরণ করিতেছেন? আমাকে অনুমতি দেন। আমি ও দুবেটাকে যমঘর পাঠাইয়া দিই।"

যখন নিমাই "চক্র" বলিয়া ডাকিলেন, তখন নিতাই সচকিত ও উৎকণ্ঠিত হইয়া দাঁড়াইলেন। যখন মুরারি প্রভুর নিকট দুই ভাইকে বধ করিতে অনুমতি চাহিলেন, তখন নিতাই আপনার মাথার বেদনা ভুলিয়া গিয়া, মুরারির দুটি হাত ধরিলেন, ধরিয়া বলিলেন, "ভাই, ক্ষমা দে।" ইহা বলিয়া নিতাই পশ্চাদ্দিকে চাহিয়া দেখেন, যে সুদর্শন চক্র অগ্নির আকার ধারণ করিয়া জগাই মাধাইয়ের দিকে আসিতেছে। তখন নিতাই ব্যস্ত হইয়া সুদর্শন চক্রকে করযোড়ে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, "সুদর্শন! ক্ষমা দাও। তুমি দুই ভাইকে মারিও না। আমি প্রভুর চরণ ধরিয়া, এই দুই ভাইয়ের প্রাণ ভিক্ষা লইতেছি।" ইহা বলিয়া নিতাই ব্যস্ত হইয়া প্রভুর চরণে পতিত হইলেন। বলিতেছেন, "প্রভু! কর কি? সব ভুলে গেলে? তোমার এবার ত কাহাকে দণ্ড করিবার অধিকার নাই? তুমি না বলেছিলে এই অবতারে আর চক্র ধরিবে না, এবার ভক্তি ও কারুণ্য রসে ডুবাইয়া মলিন জীবকে উদ্ধার করিবে? যে দুষ্ট, তাহাকে যদি বধ কর, তবে উদ্ধার কাহাকে করিবে?"

নিত্যানন্দ এইরূপ বলিতেছেন, আর জগাই, মাধাই, ভক্ত এবং উপস্থিত বহু নাগরিয়াগণ, (যাঁহারা এই গোল দেখিয়া সেখানে আসিয়াছেন,) নিশ্চল হইয়া সমস্ত ঘটনা দেখিতেছেন ও শুনিতেছেন।

নিতাই, জগাই মাধাইকে উপলক্ষ করিয়া বলিতেছেন, "প্রভু! এই দুইটি প্রাণ আমাকে ভিক্ষা দাও। আমি এই দুইটি জীব লইয়া তোমার দীনবন্ধু ও পতিত-পাবন প্রভৃতি নামের গরিমা রক্ষা করিব।" কিন্তু নিতাইয়ের অনুনয় বিনয়ে প্রভু কোমল হইতেছেন না। নিতাই প্রভুকে কঠিন দেখিয়া আবার বলিতেছেন, "প্রভু! আমার কপালে সামান্য আঘাত লাগিয়াছে, আর উহা দৈবাৎ লাগিয়াছিল, জগাই ও মাধাইয়ের আমাকে ভয় দেখান ব্যতীত, মারিবার উদ্দেশ্য ছিল না। প্রভু! আমি স্বরূপ বলিতেছি, আমি এক বিন্দুও ব্যথা পাই নাই। প্রভু! মায়া ছাড়। তুমি এখন যাহা করিতেছ, সমুদায়ের উদ্দেশ্য আমার গৌরব বৃদ্ধি ও মান রক্ষা করা। আমার মান ছারে খারে যাউক, তোমার অভয় পদে এই দুটি মহা দুঃখী জীবকে স্থান দাও।"

এ স্থানে চৈতন্যমঙ্গল গীত হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিতেছি, যথা—

সুদর্শন বলি প্রভু স্মরে বারে বার।
শুনিয়া মুরারি গুপ্ত ছাড়য়ে হুঙ্কার ॥
মুরারি কহয়ে শুন প্রভু বিশ্বম্ভর।
আজ্ঞা পাই এ দুই পাঠাই যম ঘর ॥
শুনি নিত্যানন্দ ধরেন মুরারির হাত।
হেনকালে সুদর্শন আইল সাক্ষাত ॥
সুদর্শন চক্র অগ্নি প্রলয় হইয়া।
জগাই মাধাই প্রতি চলিল কুপিয়া ॥
দয়ার সাগর মোর নিত্যানন্দ রায়।
না মারিহ বলি সুদর্শনকে রহায় ॥
দণ্ডবৎ হইয়া পড়ে প্রভুর চরণে।
এ দুই পতিত প্রভু মোরে দেহ দানে ॥
আর যুগে যুগে দৈত্য করিলে উদ্ধার।
স-শরীরে এ দুইয়ের করহ নিস্তার ॥

কর যোড়ি প্রভুরে বলয়ে নিত্যানন্দ।
না হ'ল নিস্তার কলি অধম দুরন্ত ॥
সংকীর্ত্তন আরম্ভে তোমার অবতার।
কৃপায় সকল জীবের করিবে উদ্ধার ॥
যে মারিবে তারে যদি করিবে সংহার।
কেমনে করিবে কলি জীবের উদ্ধার ॥
শুনি নিত্যানন্দ বাণী প্রভু গৌরচন্দ্র।
কান্দিতে লাগিলা কোলে করি নিত্যানন্দ ॥

জগাই মাধাইয়ের উদ্ধারের নিমিত্ত নিত্যানন্দের আর্ত্তি, বিনয়, কাকুতি, মিনতি, ব্যগ্রতা, প্রাণপণ সংকল্প, ও তাঁহার একবার ঊর্দ্ধপানে চাহিয়া সুদর্শনের প্রতি মিনতি, একবার দুটি হাত ধরিয়া মুরারিকে মিনতি, ও একবার প্রভুর চরণ ধরিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে মিনতি দেখিয়া, তিন জন ব্যতীত, উপস্থিত ব্যক্তি মাত্রেই অভিভূত হইয়াছেন। সে তিন জন, প্রভু স্বয়ং, আর জগাই ও মাধাই। নিতাই তাহাদের জীবন ভিক্ষার নিমিত্ত যে কাতরে প্রার্থনা করিতেছেন, তাহা তাহারা কর্ণেও শুনিবার অবকাশ পাইতেছে না, কিন্তু তাহাদের নয়ন স্থিরভাবে প্রভুর মুখ পানে রহিয়াছে। দেখিতেছে প্রভু রুদ্র অবতার, মুখে তাঁহার করুণার চিহ্ন মাত্র নাই। আর ইহা দেখিয়া তাহারা ভয়ে একেবারে জড়ীভূত হইয়া পড়িয়াছে।

যখন নিত্যানন্দ দেখিলেন যে, প্রভু কোমল হইতেছেন না, তখন নিরুপায় হইয়া বলিতেছেন, "প্রভু! আর এক কথা বলি, তুমি এ দুটিকেই দণ্ড করিতে পার না। যেহেতু জগাই আমার প্রাণ রক্ষা করিয়াছে।"

অমনি প্রভুর মুখের কঠিন ভাব অন্তর্হিত হইল। বলিতেছেন, "জগাই তোমার প্রাণ রক্ষা করিয়াছে, সে কি?" নিতাই বলিলেন, "মাধাই যখন দ্বিতীয় বার কল্‌সীখণ্ড দ্বারা আমাকে প্রহার করিবার উদ্যোগ করে, তখন জগাই তাহার হাত ধরিয়া তাহাকে নিবারণ করে, আর তাহাকে তিরস্কার করিয়া বলে যে সে অতি নির্দ্দয়, কারণ সে বিদেশী সন্ন্যাসীকে মারিয়াছে। তাহাতেই মাধাই তাঁহাকে আর মারিতে পারে না।"

প্রভু বলিতেছেন, "তুমি বল কি? এই জগাই, মাধাইয়ের হাত

করিয়া তোমাকে বাঁচাইয়াছে? এই জগাই? হারে জগাই, তুই আমার নিত্যানন্দের প্রাণ রক্ষা করিয়াছিস্? তবে ত আমি তোরই হইলাম। আয় তোকে প্রসাদ প্রদান করি।" ইহাই বলিয়া শ্রীনিমাই, সর্ব্বসমক্ষে, সেই অস্পৃশ্য পামর, সেই শত শত নরনারী হত্যাকারী জীবাধমকে হৃদয়ে গাঢ়রূপে ধরিয়া আলিঙ্গন করিলেন!

জগাই তখন কি বলিতে গেল, কিন্তু কথা ফুটিল না। অমনি ছিন্নমূল দ্রুমের ন্যায় দীঘল হইয়া মৃত্তিকায় অচেতন হইয়া পড়িয়া গেল!

মাধাই সমুদায় দেখিতেছে। প্রভুর রুদ্রমূর্ত্তিও দেখিল, আবার জগাইকে করুণা করিতেও দেখিল। দেখিল, তাহার সেই সমুদায় পাপকর্ম্মের অর্দ্ধভাগী ভ্রাতা শ্রীগৌরাঙ্গের দক্ষিণ পদ খানি হৃদয়ে করিয়া ধূলায় লুণ্ঠিত হইতেছে, আর অশ্রুজলে উহা ধৌত করিতেছে। তখন মাধাইয়ের চৈতন্য হইল, আর "আমাকে রক্ষা কর" বলিয়া শ্রীগৌরাঙ্গের পদতলে পড়িল।

প্রভু অমনি দুই পদ পশ্চাতে হটিলেন। বলিতেছেন, "ওরে অধম! তুই যে ঠাকুরালীতে উন্মত্ত হইয়া জীবের উপর এত অত্যাচার করিয়াছিস্, সেই নদীয়ার ঠাকুরালী পরিত্যাগ করিয়া, আজ কেন ধূলায় লুণ্ঠিত হইতেছিস্? নদীয়ার রাজা হইয়া এখন ধূলায় গড়াগড়ি দিতেছিস্ ইহাতে তোর লজ্জা বোধ হইতেছে না? মাধাই, আমা হইতে তোমার উদ্ধার হইবে না।"

নবদ্বীপের রাজা হও তোমরা দুজন।
রাজা হয়ে কি কারণে কান্দহ এখন?—চৈতন্যমঙ্গল।

ইহাতে মাধাই অতি কাতর স্বরে বলিলেন, "তুমি জগতের পিতা, তুমি যদি আমাকে পরিত্যাগ কর, তবে আর আমি কার কাছে যাইব। প্রভু! আমরা দুই ভাই একত্রে পাপ করিলাম। তুমি দয়াময়, জগাইকে উদ্ধার করিলে, আমাকে পরিত্যাগ করিবে এ ত তোমার উচিত নয়?"

প্রভু বলিলেন, "জগাই আমার নিকট অপরাধী। যে আমার নিকট অপরাধী হয়, তাহার অপরাধ মোচন করিতে আমার অন্যের অপেক্ষা করিতে হয় না। কিন্তু মাধাই, তুমি নিত্যানন্দের নিকট অপরাধী। আমার ভক্তের নিকট যাহারা অপরাধী, তাহাদের অপরাধ আমি ক্ষালন করিতে পারি না। তাহা হইলে ভক্তদ্রোহীগণকে আমার প্রকারান্তরে উৎসাহ দেওয়া হয়। মাধাই! নৃশংস অত্যাচারী, নিষ্ঠুরকে স্পর্দ্ধা দেওয়া ত দয়াময়ের কার্য্য নয়। তাহাদের দণ্ড দেওয়াই দয়াময়ের কার্য্য।"

তখন মাধাই নিরুপায় হইয়া কহিলেন, "প্রভু! তোমার নিকট আমি করুণা প্রার্থনা করিতেছি না, কারণ আমি যে সমস্ত কুকর্ম্ম করিয়াছি, তাহাতে ক্ষমা মাগিবার পথ রাখি নাই। তবে আমি সরলভাবে মনের কথা বলিতেছি। আবার হৃদয় হইতে আশা যাইতেছে না। তুমি যে আমাকে একেবারে ফেলিয়া দিবে, ইহা আমি কোন ক্রমেই মনে ধারণা করিতে পারিতেছি না। তুমি আমাকে বলিয়া দাও, যে আমি কি উপায়ে উদ্ধার পাইতে পারি। আমি তাহাই করিব।"

প্রভু তখন দ্রবীভূত হইয়াছেন, মনের ভাব ঢাকিবার চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু করুণ আঁখি তাহা করিতে দিতেছে না। তখন হৃদয়ের ভাব যত দূর পারেন গোপন করিয়া, বলিলেন; "মাধাই! তুমি শ্রীনিত্যানন্দের অঙ্গে রক্তপাত করিয়াছ, তুমি তাঁহার কাছে অপরাধী। শ্রীনিত্যানন্দ দয়াময়, তুমি তাঁহার চরণ দু'খানি ধরিয়া পড়। যদি তিনি তোমার অপরাধ মার্জ্জনা করেন, তবেই তুমি মুক্ত হইলেও হইতে পার।" এই কথা বলিলেই মাধাই শ্রীগৌরাঙ্গের চরণ ছাড়িয়া শ্রীনিত্যানন্দের চরণ ধরিয়া পড়িলেন ও বলিলেন, "প্রভু! তুমি ক্ষমা করিলেই, ভগবান আমাকে চরণে স্থান দিবেন।"

শ্রীগৌরাঙ্গ অমনি শ্রীনিত্যানন্দের হাত ধরিয়া বলিতেছেন, "শ্রীপাদ! তুমি যেরূপ দয়াল, তাহাতে মাধাই ক্ষমা মাগিবার আগে, তুমি যে তাহাকে মার্জ্জনা করিতে প্রস্তুত, তা জগতে সকলেই জানে। কিন্তু তাহা উচিত নয়, যেহেতু তাহা হইলে এই দুরাত্মা ইহার অপরাধ রাশিকে অতি লঘু ভাবিবে। অতএব এই অধমকে ক্ষমা করিতে আমি তোমাকে মিনতি করিতেছি, ইহা বুঝিতে পারিলে ইহার হৃদয়ঙ্গম হইবে, যে তাহার অপরাধ কিরূপ গুরুতর। শ্রীপাদ! তুমি মাধাইকে ক্ষমা কর, যেহেতু সাধুজন, অনুতপ্ত ও চরণাশ্রিত ব্যক্তিগণকে চিরদিন ক্ষমা করিয়া থাকেন। অতএব তুমি এ অধমকে ক্ষমা করিয়া সাধু ও পাপাত্মায় কি বিভিন্নতা তাহার পরিচয় দাও।"

ইহাতে শ্রীনিত্যানন্দ গদ গদ হইয়া বলিলেন, "প্রভু! তুমি আমাকে উপলক্ষ্য করিয়া এ দুই পাপীকে উদ্ধার করিবে তাহা আমি জানি। আমার গৌরব বাড়াইবার নিমিত্ত আমার কাছে অনুমতি চাহিতেছ। তাহাই হউক, আমি ক্ষমা করিলাম। তাহা কেন, আমি তোমার সমক্ষে সরল-ভাবে বলিতেছি যে, যদি আমি কোন জন্মে কোন সৎকর্ম্ম করিয়া থাকি,

তাহা আমি সমুদায় মাধাইকে দিলাম। তুমি এই পরম দুঃখী অনুতপ্ত জীবটিকে চরণে স্থান দাও।" যথা চৈতন্যভাগবতে—

বিশ্বম্ভর বলে শুন নিত্যানন্দ রায়।
পড়িলে চরণে কৃপা করিতে যুয়ায়॥

তাঁহাতে নিতাই বলিতেছেন—

নিত্যানন্দ বলে প্রভু কি বলিব মুঞি।
বৃক্ষ দ্বারে কৃপ কর সেই শক্তি তুঞি॥
কোন জন্মে থাকে যদি আমার সুকৃতি।
সব দিব মাধাইয়ে শুনহ নিশ্চিতি॥
মোর যত অপরাধ কিছু দায় নাই।
মায়া ছাড় কৃপা কর তোমার মাধাই॥

তখন নিত্যানন্দ, পদ-লুণ্ঠিত মাধাইকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, "ওরে নির্ব্বোধ! সেই কৃপাময় তোকে অগ্রেই কৃপা করিয়াছেন। দেখ্‌লি না? তুই ছার, তোর নিমিত্ত শ্রীভগবান আমার নিকট অনুনয় বিনয় করিতেছেন? এস বাপ মাধাই, তোমাকে আলিঙ্গন করি।" ইহাই বলিয়া শ্রীনিত্যানন্দ মাধাইকে উঠাইয়া আলিঙ্গন করিলেন। আর মাধাইও জগাইয়ের পার্শ্বে অচেতন হইয়া পড়িলেন। তখন দুই ভাই ধূলায় পড়িয়া রহিলেন। উত্তান-নয়ন, তাহা হইতে অল্প অল্প অশ্রু পড়িতেছে। উভয়ই স্পন্দহীন, চেতনাশূন্য, অঙ্গে সাড়া নাই। ভক্তগণ "হরিবোল" "হরিবোল" বলিয়া তাহাদিগকে ঘিরিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন।

তখন সে স্থানে এত কলরব হইল, আর নানাভাবে, কি ভক্ত কি অভক্ত, তখন এমন বিবশীকৃত হইয়াছেন যে, সেখানে প্রভু ও তাঁহার পার্ষদগণ আর থাকিতে পারিলেন না। জগাই মাধাইকে ঐ অবস্থায় রাখিয়া শ্রীনিমাই বাড়ী ফিরিয়া আইলেন। প্রভু নিজ বাটীতে ভক্তগণ লইয়া প্রবেশ করিলেন, ভক্তগণ সকলে শ্রান্তিদূর করিবার নিমিত্ত কেহ পিঁড়ায় কেহ আঙ্গিনায় বসিলেন। যে অদ্ভুত কাণ্ড সকলে স্বচক্ষে দেখিলেন, তাহাতে কাহারও বাক্যস্ফুট করিবার ক্ষমতা রহিল না। সকলেই আপনার মনের ভাবে বিভোর হইয়া বসিয়া আছেন। সন্ধ্যা হইয়াছে,

এমন সময় দ্বারে "ঠাকুর! "ঠাকুর!" বলিয়া কে চীৎকার করিতেছে, সকলে শুনিলেন। অনুসন্ধানে সকলে জানিলেন যে, জগাই মাধাই দ্বারে দাঁড়াইয়া ডাকিতেছে। প্রভু তখন মুরারিকে তাহাদিগকে ডাকিয়া আনিতে পাঠাইলেন। মুরারি এই অবতারে হনুমান। তাঁহার শরীরে যখন হনুমান প্রবেশ করিতেন, তখন তাঁহার বলের সীমা থাকিত না। জগাই মাধাইয়ের ন্যায় বলবান তখন কেহ ছিল না। তাহাদের মনে এই বড় গর্ব্ব ছিল। মুরারি তাহাদিগকে ডাকিতে যাইয়া, তাহাদের সেই বলের দর্প নাশ করিলেন। প্রভু বলিলেন, "মুরারি উহাদিগকে এখানে আন। যথা চৈতন্যমঙ্গল—

এখানে আমার ঠাঁই আনহ মুরারি।
আজ্ঞা পাই দুহারে আনিল কোলে করি॥

মুরারি, সেই বীরের ন্যায়, দু'ভাইকে, "কোলে" করিয়া আনিলেন। দু'ভাই আসিয়া প্রভুর আঙ্গিনায় দীঘল হইয়া অচেতন হইয়া পড়িল। তখন প্রভু নিত্যানন্দকে আজ্ঞা করিলেন, শ্রীপাদ! এই দুজনকে জাহ্নবী তীরে লইয়া গিয়া তুমি ইহাদের কর্ণে শ্রীহরিনাম দেও।" ইহাই বলিয়া প্রভু ও ভক্তগণ জগাই ও মাধাইকে লইয়া জাহ্নবী তীরে কীর্ত্তন করিতে করিতে চলিলেন। দুই ভাইয়ের চেতনা নাই, সুতরাং তাহাদিগকে ধরাধরি করিয়া লইয়া, গঙ্গাতীরে, মৃতব্যক্তির ন্যায়, শোয়াইলেন। তখন নদীয়া টলমল হইয়াছে। সকলে জগাই মাধাইয়ের এ সংবাদ শুনিয়াছেন, শুনিয়া সেই স্থানে দৌড়িতেছেন। যেমন কোন বৃহৎ অনিষ্টকারী ব্যাঘ্র ধরা কি মারা পড়িলে, দেশের লোক সমবেত হয়, সেইরূপ জগাই মাধাই ধরা পড়িয়াছে, ইহা দেখিবার নিমিত্ত নদীয়া নগরে হুলস্থূল পড়িয়া গেল। ক্রমেই নাগরিয়াগণ জুটিতেছেন, ও অতিশয় কলরব হইতেছে। যাঁহারা পূর্ব্বে বিদ্রূপ করিয়াছিলেন, তাঁহারাও দেখিতেছেন যে, যে জগাই মাধাই একটু পূর্ব্বে নদীয়ার "রাজা" ছিলেন, নদীয়ায় যাহাকে যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারিতেন ও করিতেন, সেই নদীয়ার রাজা, অদ্য নিমিষের মধ্যে, আর এক প্রকৃতি প্রাপ্ত হইয়াছেন। সেই দোর্দ্দণ্ড প্রতাপান্বিত রাজাদ্বয় অদ্য ধূলায় লুণ্ঠিত।

তখন শ্রীগৌরাঙ্গ গভীর স্বরে, অর্থাৎ উপস্থিত তাবল্লোকে শুনিতে পায় এইরূপ করিয়া বলিলেন, "শ্রীপাদ নিত্যানন্দ! আমি এই দুইটি জীব

আপনাকে দিলাম, আপনি ইহাদিগকে গঙ্গাস্নান করাইয়া হরিনাম দান করুন।" এই মুহূর্ত্তের কার্য্য বর্ণনা করিয়া অনেক প্রাচীন পদ আছে। তাহার মধ্যে একটি নিম্নে দিলাম। নিত্যানন্দ দুভাইকে বলিতেছেন—

আয়রে জাহ্নবী তীরে দুটি ভাই।
আজ তোদের হরিনাম দিবরে জগাই মাধাই॥ ধ্রু।
মাধাই, যার্‌লি কর্‌লি ভালরে,
এখন হরি বলে নেঁচে আয়,
তুই মেরেছিস্ কলসীর খণ্ড,
আজ, হরিনাম দিয়া করিব দণ্ড॥

জগাই মাধাই তখন অচেতন আছেন, চলিয়া গঙ্গার মধ্যে যাইতে পারিলেন না। ভক্তগণ মহানন্দে তাঁহাকে স্কন্ধে করিয়া জলে লইয়া গেলেন। যখন জলের মধ্যে দুই ভাইকে লইয়া ভক্তগণ প্রবেশ করিলেন, তখন জগাই মাধাইয়ের চেতনা হইল। শ্রীগৌরাঙ্গ, ভক্তগণ, ও জগাই মাধাই সকলেই প্রথমে গঙ্গাস্নান করিলেন।

গঙ্গাতীরে দাঁড়াইয়া সহস্র সহস্র লোক কৌতুক দেখিতেছেন। জ্যোৎস্নাময় রজনী, সুতরাং দেখিতে কাহারও বাধা হইতেছে না। ভক্তগণ গঙ্গাজলের মধ্যে দাঁড়াইয়া, মধ্যস্থলে শ্রীগৌরাঙ্গ ও জগাই মাধাই। জগাই মাধাইয়ের হাতে তাম্র তুলসী দেওয়া হইল। শ্রীগৌরাঙ্গ, তাবল্লোকে শুনিতে পায়, এইরূপ গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "হে মাধব (মাধাই)! হে জগন্নাথ (জগাই)! তোমরা এ যাবৎ পর্য্যন্ত যত পাপ করিয়াছ, তাহা তাম্র তুলসী ও গঙ্গা জল দিয়া উৎসর্গ করিয়া আমাকে দান কর, ও তোমরা নিষ্পাপ ও নির্ম্মল হও।" ইহাই বলিয়া তাহাদের পাপ লইবার জন্য প্রভু সর্ব্বলোক সমক্ষে অঞ্জলি পাতিলেন!

তখন জগাই মাধাই নিতান্ত কাতর হইলেন। প্রভুর মুখের দিকে চাহিয়া বলিতে লাগিলেন, "ভক্তগণ তোমাকে কুসুম ও চন্দন উপহার দিয়া থাকেন। আর আমরা দুই ভাই পাপাত্মা তোমার শ্রীকরে পাপ দান করিব! প্রভু তাহা হইবে না। আমরা অপরাধ করিয়াছি, মনসুখে দণ্ড লইব। তুমি এই কৃপা কর যে, পাপের নিমিত্ত আমরা যত দুঃখ পাই, যেন তোমার শ্রীচরণ বিস্মৃত না হই। আমরা তোমাকে পাপ দিতে পারিব না।"

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভু আবার অঞ্জলি পাতিলেন, আর জগাই মাধাই সে কথা

বলিল, তাহাতে উত্তর না দিয়া শুদ্ধ এই বলিলেন, " জগাই মাধাই ! তোদের পাপ দে, দিয়া সুখে হরিনাম কর্।" ইহাতে মাধাই বলিলেন, " প্রভু ! আমাদিগকে ক্ষমা কর, আমরা তোমাকে আমাদিগের পাপ দিতে পারিব না। যাবৎ চন্দ্র সূর্য্য থাকিবে, তাবৎ লোকে বলিবে যে, দুই নরাধম, জগাই ও মাধাই, ভগবানের হস্তে তাহাদের পাপ রাশি দিয়াছিল।"

ইহাতে শ্রীনিত্যানন্দ মাধাইকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "মাধাই, কি নির্ব্বোধের ন্যায় বলিতেছ ? ভগবানের এক নাম পতিতপাবন। অনেকে আছেন, যাঁহারা বলেন, ভগবান সাধুর বন্ধু ও পতিতের অরি। তিনি যে পতিতপাবন, অদ্য তোমরা দুই ভাই তাহার সাক্ষী হও। তোমরা ভাবিতেছ, তোমরা এরূপ করিলে তোমাদের কলঙ্ক হইবে ; কিন্তু তোমাদের যদি কলঙ্ক হয়, শ্রীভগবানের যশ হইবে। জীবের কলঙ্ক হয় হউক, কিন্তু শ্রীভগবানের যশ হউক। ভগবানের যশ অদ্য তোমাদের দ্বারা জীবের নিকটে সম্যক-রূপে প্রকাশিত হউক। অতএব তোমরা তিলার্দ্ধ বিলম্ব না করিয়া অনায়াসে প্রভুর হস্তে পাপ প্রদান কর।"

এমন সময় শ্রীগৌরাঙ্গ আবার গম্ভীর স্বরে বলিলেন, " জগাই মাধাই, আমি ত্রিলোক মাঝারে তোদের পাপ ভিক্ষা করিতেছি। তোদের পাপ আমাকে দিয়া তোরা নির্ম্মল হ।" তখন শ্রীনিত্যানন্দ দান মন্ত্র পড়াইতে লাগিলেন। জগাই মাধাই সে মন্ত্র পড়িয়া প্রভুর হস্তে আপনাদের পাপ উৎসর্গ করিয়া দিলেন। আর প্রভু সকলকে শুনাইয়া গম্ভীর স্বরে বলিলেন— " তোমাদের সমস্ত পাপ গ্রহণ করিলাম।"

অন্তরঙ্গগণ তখনি দেখিলেন যে, প্রভুর সোণার বর্ণ অমনি কাল হইয়া গেল ! যথা চৈতন্যভাগবতে—

দুই জন শরীরে পাতক নাহি আর।
ইহা বুঝাইতে হলো কালিয়া আকার ॥

সকলে স্নান করিয়া আবার প্রভুর বাড়ীতে আইলেন। আসিয়া আবার কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। সে দিনকার নৃত্যের নায়ক জগাই মাধাই, প্রভু পিঁড়ায় বসিয়া দেখিতেছেন। যথা চৈতন্যমঙ্গল গীত—

একি ঠাকুরাল এ যে মাধাই নাচে।
জগাই নাচিলে নাচিতে পারে,
আবার মাধাই নাচে।
নাচে হরিবোল হরিবোল হরিবোল বলে।

দুই ভাই প্রভুর আঙ্গিনায় ভক্তগণ মাঝে নৃত্য করিতেছেন। আর শচী ও বিষ্ণুপ্রিয়া, যাঁহারা ইহাদের ভয়ে গঙ্গায় যাইতে সশঙ্কিত ছিলেন, অভ্যন্তর হইতে দর্শন করিতেছেন। কিন্তু জগাই মাধাইয়ের আনন্দ অধিক ক্ষণ থাকিল না। তাঁহারা পরে কান্দিতে লাগিলেন এবং সে ক্রন্দনের শান্তি কোন ক্রমে হইল না।

তাঁহারা দুই ভাই আর গৃহে গেলেন না, ভক্তগণের বাড়ী থাকিলেন। কিন্তু তাঁহাদের আর্ত্তিতে ভক্ত সকল অস্থির হইলেন। দুই ভাই আহার ত্যাগ করিলেন। তাঁহাদের কার্য্য হইল, দুই লক্ষ হরিনাম জপ ও ক্রন্দন। শ্রীনিত্যানন্দের বড় বিপদ হইল। তিনি আর কোন ক্রমে মাধাইকে সান্ত্বনা করিতে পারেন না। তিনি শত সহস্র বার বলিলেন ও বুঝাইলেন যে, তাহাদের আর পাপ নাই, কিন্তু তবু মাধাই ও জগাই শান্ত হইলেন না।

মাধাই নিতাইকে বলিতেছেন, "প্রভু! তোমাকে আঘাত করিয়াছি, তাহাতে আমার তত দুঃখ নাই, কারণ তুমি আমার পিতা, আমি তোমার পুত্র। অবোধ পুত্রে এইরূপ করিয়া থাকে। কিন্তু আমি যে কত জীবকে হিংসা করিয়াছি, তাহা আমি নিরাকরণ করিতে পারি না। আমার ইচ্ছা করে যে, আমি তাহাদের প্রত্যেক জনের চরণ ধরিয়া ক্ষমা মাগি। কিন্তু আমি অনেককে চিনি না, মাতাল হইয়া কার কি অনিষ্ট করিয়াছি, তাহা জানি না। আমি যদি সেই সব লোক গুলি পাই, আর তাহাদের চরণ ধরিতে পারি, তবে বোধহয় আমার হৃদয়ের তাপ যাইতে পারে।"

নিত্যানন্দের সহিত এরূপ পরামর্শ করিয়া মাধাই নদীয়ার ঘাটে আসিয়া বসিলেন। পরিধান এক খানি ছিন্ন ও মলিন বস্ত্র; উপবাস, ক্রন্দন ও অনিদ্রায় শরীর শীর্ণ। সেই নদীয়ার রাজা ঘাটের এক কোণে বসিয়া হরিনামের মালা লইয়া নাম জপ করিতেছেন! যে কেহ ঘাটে আসিতেছেন, মাধাই উঠিয়া তাঁহার চরণে পতিত হইয়া কাতর স্বরে কান্দিতে কান্দিতে বলিতেছেন, "আপনি কৃপা করিয়া আমাকে উদ্ধার করুন, আমি জানিয়া কি না জানিয়া, যদি আপনাকে কোন দুঃখ দিয়া থাকি, তবে আপনি আমাকে ক্ষমা করিলে শ্রীভগবান আমাকে ক্ষমা করিবেন।"

মাধাই বিচার না করিয়া, বালক বৃদ্ধ, নর নারী, চণ্ডাল ব্রাহ্মণ, প্রতি জনের পদতলে পড়িয়া, এইরূপ রোদন করিতে লাগিলেন। নদীয়ার রাজার এই দশা দেখিয়া সকলে যে কেবল মাধাইকে ক্ষমা করিলেন, তাহা নয়,

রূপে মাধাইয়ের দ্বারা, লোকের মন নির্ম্মল, ও নগরে হরিনাম প্রচার হইতে লাগিল।

মাধাই শ্রীবাসের বাড়ী অন্ন খাইতেছেন না। শ্রীনিত্যানন্দ আজ্ঞা করিতেছেন, তবু মাধাই অন্ন গ্রহণ করিতে পারিতেছেন না। কেবল ক্রন্দন করিতেছেন। ইহাতে শ্রীনিত্যানন্দ শ্রীগৌরাঙ্গকে সংবাদ দিলেন, ও শ্রীগৌরাঙ্গ স্বয়ং আইলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ আসিয়া দেখেন যে, মাধাই, সম্মুখে অন্ন রাখিয়া, আহার করিতেছেন না, কেবল রোদন করিতেছেন। শ্রীগৌরাঙ্গ সম্মুখে বসিলেন, বসিয়া বুঝাইতে লাগিলেন, "মাধাই! তোমার সমস্ত পাপ আমি গ্রহণ করিয়াছি, আমি তোমার সম্মুখে বসিয়া আছি, এবং আর কিছু যদি তোমার প্রার্থনা থাকে, তাহাও তোমাকে দিতে প্রস্তুত আছি, তুমি শান্ত হও।"

ইহাতে মাধাই বলিলেন, "প্রভু! আমি সব বুঝি। তুমি যখন আমার সম্মুখে তখন আর আমি চাহিব কি? আর তুমি যখন আমার পাপ গ্রহণ করিয়াছ, তখন আমার যে পাপ নাই, তাহাও জানি। কিন্তু এখন যে রোদন করিতেছি, এ আমার পাপ স্মরণ করিয়া নয়, তোমার করুণা স্মরণ করিয়া। আমি যে যে পাপ করিয়াছি, তাহার যদি উপযুক্ত দণ্ড আমার ভোগ করিতে হইত, তবে আমার দুঃখ থাকিত না। আমি অস্পৃশ্য পামর, তাহা গ্রাহ্য না করিয়া তুমি আমাকে যত করুণা করিতেছ, ততই আমার আত্মগ্লানি বাড়িতেছে। এই যে তুমি আমার সম্মুখে আমাকে অন্ন খাওয়াইবার নিমিত্ত অনুনয় বিনয় করিতেছ, কিন্তু তুমি বা কি, আর আমি বা কি? প্রভু! বলিতে কি, তুমি যে পরিমাণে আমাকে করুণা করিতেছ, সেই পরিমাণে আমার দুঃখ বাড়িতেছে।

এখানে ইহা জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে যে, ভগবান যখন স্বয়ং মাধাইয়ের পাপ গ্রহণ করিলেন, তখন তাহার এত কাতরে রোদন কেন? ইহার উত্তর এই যে, অবশ্য ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান, তিনি সকলই করিতে পারেন, কিন্তু তথাচ তিনি কখন আপনার নিয়ম আপনি লঙ্ঘন করেন না। শরীরে পাপ প্রবেশ করিলে ঐ পাপ অনুতাপানলে গলিয়া নয়ন দ্বারা বাহির হইয়া থাকে ...ার নিয়ম, আর মাধাইয়ের তাহাই হইল। যদিও তিনি মাধাইয়ের পাপ ...লেন, তবুও তাহার সে পাপের কষ্ট ভোগ করিতে হইল। ভগবানের ...পের ফল ভোগ করিতে হইবেই হইবে। শ্রীগৌরাঙ্গ মাধাইয়ের ...ন বটে, কিন্তু সমুদায় নিয়ম ঠিক রাখিয়া। তিনি স্বেচ্ছাময় বালকের মত, যাহা ইচ্ছা করেন না।

তিনি যে গৌরদেহ অবলম্বন করিলেন, তাহা প্রকৃত প্রস্তাবে নিত্য ও চিন্ময়, ও তাহাতে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধা নিয়ত বিরাজ করিতেন। তবে নিমাই কেন আহার করিতেন, কি নিদ্রা যাইতেন? ঐ দেহের কেন রোগ হইয়াছিল? শ্রীভগবান যখন দেহ লইয়া নর-সমাজে বিরাজ করেন, তখন দেহের যে সমুদায় ধর্ম্ম তাহাও সাধারণ জীবের ন্যায় পালন করিয়া থাকেন। মাধাইয়েরও সেইরূপ স্বভাবের যে নিয়ম, তাহা পালন করিতে হইল।

মাধাই ব্রহ্মচারী ব্রত লইলেন ও প্রত্যহ দুই লক্ষ হরিনাম লইতেন। তিনি গঙ্গাতীরে থাকিয়া নিজহস্তে কোদালি দিয়া একটি ঘাট প্রস্তুত করিয়াছিলেন। তাহাকে লোকে মাধাইয়ের ঘাট বলিত। এখনও নবদ্বীপে মাধাইয়ের ঘাট প্রসিদ্ধ আছে। এইটি মাধাইয়ের গান—

তোমরা দুভাই গৌর নিতাই।
আমরা দুভাই জগাই মাধাই ॥

মাধাইয়ের বংশীয়গণ অদ্যাপি আছেন। তাঁহারা শ্রোত্রীয় ব্রাহ্মণ, পরম বৈষ্ণব, গৌরাঙ্গ ভক্ত।

গুটি দুই কথা বলিয়া এ প্রস্তাব সমাপ্ত করিব। শ্রীভগবান এ অবতারে যখন জীবগণকে শুধু করুণায় উদ্ধার করিবেন, তখন চক্রের স্মরণ কেন করিলেন? তাহার উত্তর এই যে, কোন কোন জীব এরূপ হীন অবস্থা প্রাপ্ত হয় যে, তাহাদিগকে ভয় ব্যতীত শুধু করুণায় বশীভূত করা যায় না। শুধু করুণায় জগাই কোমল হইল, কিন্তু মাধাই হইল না। মাধাই ভয় পাইয়া, তবে আপনার দুর্দ্দশা বুঝিতে পারিল।

আর এক কথা এই, শ্রীগৌরাঙ্গ অচেতন দুভাইকে ফেলিয়া কেন চলিয়া আইলেন? ইহার উত্তর এই যে, প্রথমত সেখানে অত্যন্ত লোকের ভীড় হয়। দ্বিতীয়ত বল করিয়া বাড়ী পড়িয়া কাহাকে উদ্ধার করা নিয়ম নয়। সে উদ্ধার ঠিক হয় না। নিয়ম এই যে কৃপাপ্রার্থীজীব অনুগত হইয়া, কৃপা প্রার্থনা করিবে, তবেই তাহার হৃদয়ে যে বীজ অঙ্কুরিত হ[illegible], তাহা সজীব থাকিয়া পরিবর্দ্ধিত হইবে। শ্রীগৌরাঙ্গ জগাই মাধাইয়ের [illegible] উদয় করিয়া দিয়া চলিয়া আইলেন, আর তাহারা আসিয়া শ্রীচরণে [illegible] লইলেন, এবং তখনই প্রকৃত প্রস্তাবে তাহাদের উদ্ধার ক্রিয়া আরম্ভ হই[illegible]

[illegible]ন, প্রতি
[illegible]য়ার রাজার
[illegible]ন, তাহা নয়,